অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্

শ্রীমন্ ১০৮ মাধবমুকুন্দদেবাচার্য্যবিরচিতম্

अध्यास

माधवमुकुन्द देवाचार्य

পণ্ডিতপ্রবরেণ শ্রীমতা বিনোদবিহারিপঞ্চতীর্থেন
অনূদিতং ব্যাখ্যাতঞ্চ

শিবপুরস্থ নিম্বার্কাশ্রম-সম্পাদকেন
শ্রীমতা নৃসিংহদাস বসুনা
সম্পাদিতম্

[illegible]

૧૨-૩-૬૨

অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্

শ্রীমন্ ১০৮ মাধবমুকুন্দদেবাচার্য্যবিরচিতম্

নিখিলশাস্ত্রপারাবারীণ-শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-
যোগেন্দ্রনাথতর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসিনা
পণ্ডিতপ্রবরেণ শ্রীমতা বিনোদবিহারিপঞ্চতীর্থেন
অনূদিতং ব্যাখ্যাতঞ্চ

শিবপুরস্থ নিম্বার্কাশ্রম-সম্পাদকেন
শ্রীমতা নৃসিংহদাস বসুনা
সম্পাদিতম্

কলিকাতা, পঞ্চদশসংখ্যক-কলেজ-স্কোয়ারস্থ-চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ নামধেয়-পুস্তকবিপণীস্থিতেন
শিবপুরস্থ-নিম্বার্কাশ্রমসভ্যেন শ্রীমতা বিনোদলালচক্রবর্ত্তিনা
প্রকাশিতম্

কলিকাতা, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীটস্থ পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকভবনে কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
নামধেয়-মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষেণ
শ্রীমতা শশধরচক্রবর্ত্তিনা মুদ্রিতম্

কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ারস্থ-পঞ্চদশসংখ্যকভবনে
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ নামধেয়-
পুস্তকবিপণ্যাং প্রাপ্তব্যম্
১৩৬৬ বঙ্গাব্দে

মূল্যং পঞ্চদশমুদ্রামাত্রম্

ভূমিকা

পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় পরপক্ষগিরিবজ্রের পাঠসংশোধন ও মূলের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থের মূলপাঠের অত্যন্ত অশুদ্ধিদর্শনে মনে হয়—এই গ্রন্থখানি কোনও সময়ে বিদ্বৎসমাজে পঠন-পাঠনে প্রচলিত ছিল না। এই গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইলেও মূলগ্রন্থের পাঠের অশুদ্ধিই এই গ্রন্থখানিকে অপ্রচলিত রাখিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থে পাঠের অশুদ্ধি থাকিলে সেই গ্রন্থের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং এই জাতীয় ভ্রান্তিপূর্ণ পাঠের সংশোধনও সহজসাধ্য নহে।

শিবপুর নিম্বার্কাশ্রমের কর্তৃপক্ষ যখন আমার উপরে এই পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন এই কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার গুরুদেব পরমারাধ্যশ্রীচরণ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য আমাকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি অতি উৎসাহের সহিত এই গুরুকার্য্যের ভার গ্রহণ কর। আমি আছি, তোমার কোনও ভয় নাই।" আমার গুরুদেবের এই অতিশয় উৎসাহবাক্যে আমিও অতিশয় উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার গুরুদেবের অপার শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ এই গ্রন্থ সংশোধনে তিনি সুদীর্ঘ দিন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি এই গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার না করিলে মূলগ্রন্থের পাঠসংশোধন হওয়া একান্তই অসম্ভাবিত ছিল। এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যেও সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন। অসাধারণ শিষ্যবাৎসল্যপ্রযুক্ত তিনি এইরূপ শ্রম স্বীকার না করিলে এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য সম্পূর্ণ হইত না। এখনও গুরুগণ শিষ্যগণের প্রতি কি অসাধারণ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থের অনুবাদ তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কথাই উচ্চারিত হইতেছে যে—

মহানুভাবধৌরেয়-যোগেন্দ্রাখ্যো গুরুর্মম।
প্রবক্তাস্য প্রবন্ধস্য লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥

এই পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে যদিও মাধ্ব, রামানুজাদি মতের লেশতঃ খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি মুখ্যভাবে অদ্বৈতবাদের ও অদ্বৈতবাদসম্মত অধ্যাসের খণ্ডনের জন্য এই গ্রন্থে বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছে। এজন্য "অধ্যাস-গিরিবজ্র" নামেও এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই গ্রন্থে মাধ্বমতের পরমাচার্য্য জয়তীর্থমুনিপ্রণীত "ন্যায়সুধা" গ্রন্থ হইতে ও মাধ্বমতের অপর আচার্য্য ব্যাসতীর্থ মুনিপ্রণীত "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ হইতে বহু যুক্তিরাশি সঙ্কলিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বাঙ্গালী দণ্ডী স্বামী মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষের যে সমস্ত সমাধান বলা হইয়াছে, তাহার খণ্ডনেরও প্রয়াস করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের পংক্তি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা লঘুচন্দ্রিকাতে গৌর ব্রহ্মানন্দ পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থের গ্রন্থকার আচার্য্য মাধবমুকুন্দ খুব প্রাচীন নহেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে—আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত পরপক্ষগিরিবজ্রের ভূমিকাতে ভূমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে—আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বঙ্গদেশান্তর্গত অরুণঘটা গ্রামবাস্তব্য ছিলেন। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালাদেশের

ভূমিকা

পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় পরপক্ষগিরিবজ্রের পাঠসংশোধন ও মূলের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থের মূলপাঠের অত্যন্ত অশুদ্ধিদর্শনে মনে হয়—এই গ্রন্থখানি কোনও সময়ে বিদ্বৎসমাজে পঠনপাঠনে প্রচলিত ছিল না। এই গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইলেও মূলগ্রন্থের পাঠের অশুদ্ধিই এই গ্রন্থখানিকে অপ্রচলিত রাখিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থে পাঠের অশুদ্ধি থাকিলে সেই গ্রন্থের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং এই জাতীয় ভ্রান্তিপূর্ণ পাঠের সংশোধনও সহজসাধ্য নহে।

শিবপুর নিম্বার্কাশ্রমের কর্তৃপক্ষ যখন আমার উপরে এই পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন এই কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার গুরুদেব পরমারাধ্যশ্রীচরণ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য আমাকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি অতি উৎসাহের সহিত এই গুরুকার্য্যের ভার গ্রহণ কর। আমি আছি, তোমার কোনও ভয় নাই।" আমার গুরুদেবের এই অতিশয় উৎসাহবাক্যে আমিও অতিশয় উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার গুরুদেবের অপার শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ এই গ্রন্থ সংশোধনে তিনি সুদীর্ঘ দিন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি এই গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার না করিলে মূলগ্রন্থের পাঠসংশোধন হওয়া একান্তই অসম্ভাবিত ছিল। এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যেও সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন। অসাধারণ শিষ্যবাৎসল্যপ্রযুক্ত তিনি এইরূপ শ্রম স্বীকার না করিলে এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য সম্পূর্ণ হইত না। এখনও গুরুগণ শিষ্যগণের প্রতি কি অসাধারণ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থের অনুবাদ তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কথাই উচ্চারিত হইতেছে যে—

মহানুভাবধৌরেয়-যোগেন্দ্রাখ্যো গুরুর্মম।
প্রবক্তাস্য প্রবন্ধস্য লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥

এই পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে যদিও মাধ্ব, রামানুজাদি মতের লেশতঃ খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি মুখ্যভাবে অদ্বৈতবাদের ও অদ্বৈতবাদসম্মত অধ্যাসের খণ্ডনের জন্য এই গ্রন্থে বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছে। এজন্য "অধ্যাসগিরিবজ্র" নামেও এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই গ্রন্থে মাধ্বমতের পরমাচার্য্য জয়তীর্থমুনিপ্রণীত "ন্যায়সুধা" গ্রন্থ হইতে ও মাধ্বমতের অপর আচার্য্য ব্যাসতীর্থ মুনিপ্রণীত "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ হইতে বহু যুক্তিরাশি সঙ্কলিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বাঙ্গালী দণ্ডী স্বামী মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষের যে সমস্ত সমাধান বলা হইয়াছে, তাহার খণ্ডনেরও প্রয়াস করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের পংক্তি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা লঘুচন্দ্রিকাতে গৌর ব্রহ্মানন্দ পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থের গ্রন্থকার আচার্য্য মাধবমুকুন্দ খুব প্রাচীন নহেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে—আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত পরপক্ষগিরিবজ্রের ভূমিকাতে ভূমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে—আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বঙ্গদেশান্তর্গত অরুণঘটা গ্রামবাস্তব্য ছিলেন। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালাদেশের

কোনও গ্রামের নাম অরুণঘটা বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ আড়ংঘাটাই অরুণঘটা হইবে। এই আড়ংঘাটা শিয়ালদহ-গোয়ালন্দ লাইনে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং ইহা নদীয়া জেলায় অবস্থিত।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে—বাঙ্গালী পণ্ডিত বাঙ্গালার গ্রামে থাকিয়াও ভারতীয় দর্শনসমূহের সম্পূর্ণ আলোচনা ও দর্শনশাস্ত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিতেন এবং গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করিতেন। আচার্য্য মাধবমুকুন্দ যে কেবল একাকী নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজে নিম্বার্ক সিদ্ধান্তের বহুল প্রচার ও সিদ্ধান্তে পণ্ডিতগণের আদরাতিশয়ও ছিল। যদিও পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য ন্যায়ামৃতাদি গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে, তথাপি গ্রামবাসী একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের পক্ষে এই সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ রাখা অত্যন্ত বিস্ময়কর। বুঝিতে পারা যায়—এই সময়ে ন্যায়ামৃতাদি গ্রন্থও বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজে সুপ্রচলিত ছিল। আজ বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়জন পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা মাধ্ব, রামানুজাদির সিদ্ধান্তের সহিত সুপরিচিত ও তাঁহাদের বিচারপূর্ণ গ্রন্থাদির আলোচনাই বা করিয়া থাকেন। পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থের ভাষা আলোচনা করিলেও তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—ইংরাজিশিক্ষিত বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থকার ন্যায়ামৃত ও পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই একথা বলিতে সাহস পান নাই যে—পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থ ন্যায়ামৃতদ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত।

বৃন্দাবন হইতে পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থখানি সংস্কৃতটীকাসহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্কৃতটীকার রচয়িতা অমোলকরামশাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত। এই পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতটীকা রচনা করিলেও মূলগ্রন্থের পাঠের কোনও সংশোধন করেন নাই। তাহা অশুদ্ধিতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার রচিত টীকাখানিও ন্যায়ামৃত গ্রন্থের শ্রীনিবাসী টীকার প্রতিবিম্বমাত্র।

এই পরপক্ষগিরিবজ্রে যে অধ্যাসের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত অধ্যাসভাষ্যের বিবরণসম্মত ব্যাখ্যাসমূহেরই খণ্ডন করা হইয়াছে; কেবলমাত্র বিবরণগ্রন্থ ও তাহার টীকাদি আলোচনা করিয়া এই সমস্ত আপত্তির সমাধান করা সম্ভাব্য নহে। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকা লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে পরপক্ষগিরিবজ্রপ্রদর্শিত আপত্তিসমূহের সমাধান হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে বিবরণ ও অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের এইরূপ পঠন-পাঠন প্রচলিত নাই। এই পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থখানি সম্মুখে রাখিয়া যিনি অদ্বৈতবেদান্ত পড়াইতে সমর্থ হন, তিনি যথার্থ অদ্বৈতবেদান্তের পণ্ডিত। এজন্য এই গ্রন্থখানি অদ্বৈতবাদিগণকেও অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতসমাজের মহান্ উপকার করিবে।

এতাদৃশ দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অসম্ভব; তথাপি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম অবলম্বন করিলে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে? দুস্তর সমুদ্রও পার হওয়া যায়, এই ভরসায়ই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে সহৃদয় সুধী পাঠকগণ তাহা আমারই বুদ্ধিমান্দ্য বা অনবধানতা বলিয়া বুঝিয়া লইবেন এবং তাঁহারা নিজগুণে সেই সমস্ত সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যদি ইহাতে কিছুমাত্র গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বুঝিবেন—তাহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই, তাহা আমার শ্রীগুরুদেবেরই অপরিসীম মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ বিকাশ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণ করা বহু অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজের অর্থ-সামর্থ্য প্রভূত না থাকিলেও কেবলমাত্র স্বসম্প্রদায়ের এই অপূর্ব্বকীর্ত্তির রক্ষণ ও সম্প্রসারণ-কল্পেই ইহা মুদ্রিত করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধু উৎসাহ ও সাধু প্রচেষ্টায় শ্রীভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি করিবেন। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে—যাঁহাদের অপরিসীম উৎসাহে ও অজস্র অর্থব্যয়ে এই "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে,

শ্রীভগবান্ লক্ষ্মীপতি তাঁহাদের নৈরুজ্য, দীর্ঘায়ুষ্ট্ব ও ভগবদ্‌ভক্তি বিধান করিয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সম্পাদন করুন। শিবপুরস্থ নিম্বার্ক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের প্রথম সাধুশিষ্য শ্রী ১০৮ স্বামী অনন্তদাসজী মহারাজ এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষকে ঐকান্তিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি এই গ্রন্থ মুদ্রণের অনুষ্ঠানকল্পে আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষকে ১০১৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অর্থদ্বারাই এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যের সূচনা হইয়াছিল। আজ তিনি স্থূলদেহে বর্ত্তমান নাই; নিত্যধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহাত্মার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। ইতি—

বিনয়াবনত অনুবাদক
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
নিম্বার্ক আশ্রম
হাওড়া



অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রস্য সূচীপত্রম্

শ্রীসর্ব্বেশ্বরো বিজয়তে
শ্রীভগবন্নিম্বার্কমহামুনীন্দ্রায় নমঃ

অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্

—— ঃ০ঃ ——

অথ মঙ্গলাচরণম্

বেদান্তবেদ্যং জগতাঞ্চ হেতুং মুক্তোপসৃপ্যং দ্রুহিণেশবন্দ্যম্।
শ্রীমন্মুকুন্দং ব্রজলোকপ্রেষ্ঠং মুমুক্ষুমৃগ্যং শরণং ব্রজামি ॥ ১ ॥
জ্ঞানপ্রদং বিশ্বগুরুং হয়াস্যং বিজ্ঞানবাৎসল্যদয়াদিসিন্ধুম্।
প্রপন্নরক্ষার্থনিবদ্ধকক্ষং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যমহং স্মরামি ॥ ২ ॥
নিয়ামকো যো ভবকারণেভ্যঃ স্বপাদকঞ্জং ভজতাং স্বকানাম্।
যস্মাৎ পরানন্দমপাস্তদোষং লব্ধ্বা জনো যাতি ভবাধ্বপারম্ ॥ ৩ ॥
তন্নামধেয়ং মনুজাবতারং দেবর্ষিশিষ্যপ্রবরং গুণাব্ধিম্।
শ্রুত্যর্থবক্তারমচিন্ত্যশক্তিং হ্যাচার্য্যমাদ্যং তমহং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানধ্বান্তনাশায় সদ্বস্তুস্ফুরণায় চ।
যোগেন্দ্রাখ্যং গুরুং বন্দে মম শ্রেয়ঃপ্রদায়কম্ ॥
তৎকৃপালম্বনেনৈব দুরূহমপি দুর্গমম্।
শাস্ত্রং ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ভাষয়া বঙ্গসেবয়া ॥

উপনিষদ্বাক্যসমূহের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, যিনি জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ এবং যিনি মুক্তগণের প্রাপ্য, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের বন্দনীয়, ব্রজবাসিগণের অতিশয় প্রিয় ও মুমুক্ষুগণের অন্বেষণীয়, আমি সেই শ্রীমান্ মুকুন্দের শরণাপন্ন হইলাম। ১।

যিনি বিবিধ জ্ঞান, বাৎসল্য, দয়া, শক্তি ও বল প্রভৃতি গুণসমূহের আকর এবং শরণাগত জনগণের রক্ষার নিমিত্ত সতত কটিবদ্ধ অর্থাৎ সমুদ্যত, আমি সেই চেতনাচেতনসকলের ঈশ্বর, জ্ঞানপ্রদ, জগদ্গুরু হয়গ্রীব-অবতারকে সতত স্মরণ করিতেছি। ২।

যিনি স্বীয় পাদপদ্ম-ভজনাকারী ভক্তগণকে অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতিরূপ সংসারকারণসমূহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং জনগণ যাঁহার অনুগ্রহে সর্ব্বদোষশূন্য উৎকৃষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, আমি সেই নিয়মানন্দ-নামক মনুষ্যাবতার, দেবর্ষি নারদের শিষ্যশ্রেষ্ঠ, কারুণ্য-বাৎসল্যাদি গুণসমূহের আকর, বেদার্থবক্তা ও অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত আদি আচার্য্যের শরণাপন্ন হইলাম। ৩-৪।

ইহ খলু ব্রহ্মেশাদিকিরীটকোটীড়িতপাদপীঠোঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকশক্তিবৈভবঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকারুণ্যবাৎসল্যদয়াতিতিক্ষাদিকল্যাণগুণালয়ো জগজ্জন্মাদিহেতুর্ব্বেদান্তৈকজ্ঞেয়ো মুক্তগম্যো মুমুক্ষুধ্যেয়ো রমানিবাসো বিশ্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বরো মুকুন্দঃ পরব্রহ্মাখ্যঃ শ্রীভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপারাশর্য্যরূপেণ সত্যবত্যামবতীর্য্য সর্ব্বেষাং তত্তৎপুরুষার্থসিদ্ধয়ে স্বনিঃশ্বসিতান্ বেদান্ ঋগ্‌যজুঃসামাদিরূপেণ বিভজ্য স্ত্রীশূদ্রজনোদ্দিধীর্ষয়া ভারতাদীন্ বিধায় মুমুক্ষুজনানুকম্পয়া চ শারীরকমীমাংসাখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং সূত্রয়ামাস। তস্য চ কলাবুচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বাপত্ত্যা তৎপ্রবর্ত্তয়িতুকামো নিয়মানন্দাখ্যস্তদ্ব্যাখ্যানং বাক্যার্থরূপেণ সংগৃহীতবান্। তচ্চ শাস্ত্রং শঙ্খাবতারো ভগবান্ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যো নিগদং বভাষে। তস্য চ সৌকর্য্যেণ তাৎপর্য্যং জিগ্রাহয়িষয়া স্বসাম্প্রদায়িকানামাচার্য্যাণাং শ্রীহরেশ্চ প্রীণনায় বিদুষাং কৌতুকায় মুমুক্ষূণাং চোপকারায় পরপক্ষগিরিবজ্রাখ্যঃ শারীরকহার্দ্দসঞ্চয়ো নাম গ্রন্থো নির্ম্মীয়তে। ১।

অথ শাস্ত্রমাত্রারম্ভস্যানুবন্ধচতুষ্টয়সাপেক্ষত্বাৎ বেদান্তস্যাপি শাস্ত্রত্বাবিশেষাৎ তদনুবন্ধাস্তাবৎ সমস্যন্তে। তত্রাধিকারিলক্ষণং যদ্যপি "অর্থী সমর্থো বিদ্বানধিকারী" ইতি সূত্রিতং ভগবতা জৈমিনিনা, তথাপি তস্য সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাদস্য শাস্ত্রস্য তু সর্ব্ববিলক্ষণতয়াধিকারিণাপি কেনচিদ্বিলক্ষণেনৈব ভাব্যম্;

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান, সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মুকুটাগ্রভাগকর্ত্তৃক যাঁহার পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে; যাঁহার অনন্ত, অচিন্তনীয় ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহরূপ বৈভব বিদ্যমান আছে; যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; যিনি অনন্ত, অচিন্তনীয় ও স্বাভাবিক এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, তেজ, বীর্য্য প্রভৃতি ও কারুণ্য, বাৎসল্য, দয়া এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কল্যাণগুণসমূহের আধার; যিনি নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং যিনি একমাত্র উপনিষদ্বাক্যসমূহের দ্বারা জ্ঞেয়, মুক্তগণের প্রাপ্য ও মুমুক্ষুগণের ধ্যেয় হইয়া থাকেন, সেই রমাদেবীর (শ্রীরাধিকার) আশ্রয়স্থান, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ও সকলের প্রভু পরব্রহ্মনামক মুক্তিপ্রদ বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাশর-নন্দন শ্রীবেদব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ করিতে অভিলাষী লোকসমূহের সেই-সেই পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত নিজের নিঃশ্বাসস্থানীয় বেদসমূহকে ঋক্, যজুঃ ও সামাদিরূপে বিভক্ত করিয়া এবং বেদে অনধিকারী স্ত্রী ও শূদ্রগণের উদ্ধারকামনায় মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া মুমুক্ষু জনগণের প্রতি অনুকম্পাহেতু শারীরক-মীমাংসা-নামক বেদান্তশাস্ত্র সূত্ররূপে রচনা করিয়াছেন। আর সেই বেদান্তশাস্ত্রের সম্প্রদায় কলিতে উচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহা প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় নিয়মানন্দ-নামক আদি আচার্য্য উক্ত ব্যাসরচিত বেদান্তসূত্রের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'-নামক ব্যাখ্যা বাক্যার্থরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন। অনন্তর শঙ্খাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য সেই শাস্ত্রকে ব্যাখ্যামুখে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর সেই শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ'-নামক সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ইচ্ছায় স্বীয় সম্প্রদায়গত আচার্য্যগণের ও শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত, পণ্ডিতগণের কৌতুকের নিমিত্ত এবং মুমুক্ষুগণের উপকারের নিমিত্ত 'পরপক্ষগিরিবজ্র'-নামক শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্রের অভিপ্রায়সঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ রচিত হইতেছে। ১।

যে-কোন শাস্ত্র আরম্ভ হইতেই শাস্ত্রের অধিকারী, শাস্ত্রের বিষয়, শাস্ত্র ও বিষয়ের সম্বন্ধ এবং শাস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল—এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপণের অপেক্ষা থাকে। সুতরাং বেদান্তও যখন শাস্ত্র, তখন তাহারও উক্ত অনুবন্ধ-চতুষ্টয় সংক্ষেপে নিরূপণ করা হইতেছে। (এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মুমুক্ষু এই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী, দ্বৈতাদ্বৈতাশ্রয় ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়, এই শাস্ত্র ও বিষয়ের প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক-

তত্ত্বপায়ানাং ফলস্য চ বিলক্ষণত্বশ্রবণাৎ। অয়ং ভাবঃ—সূত্রিতলক্ষণস্যাধিকারিত্বাবচ্ছিন্নমেব লক্ষ্যম্, ন তু কশ্চিদ্বিশেষঃ, শাস্ত্রমাত্রস্যাধিকারিমত্ত্বাৎ। যথা—"স্বর্গকামো যজেত" ইত্যত্র কাম্যধর্ম্মাধিকারিণঃ স্বর্গার্থিত্বং তদিষ্টসাধনভূতযাগাদিসম্পাদনসামর্থ্যং তত্তৎসাঙ্গোপাঙ্গধর্ম্মস্বরূপাদের্বিদ্বত্বঞ্চ শ্রূয়তে, এবমত্রাপি তদিতরশাস্ত্রাধিকারিভ্যোঽত্যন্তবিবিক্তার্থিত্বাদিবিশেষণসম্পন্নেনাধিকারিণাবশ্যং ভবিতব্যম্। "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃ—২।৪।৫, ৪।৫।৬), "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছা—৮।৭।১) ইত্যাদিভিস্তস্য সাধনানাং "পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু—৩।১।৩), "তন্মহিমানমিতি" (মু—৩।১।২), "ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি" (না—৫), "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বে—১।৬) ইত্যাদিভিঃ ফলস্য চ বৈলক্ষণ্যশ্রবণাৎ। ২।

কো ঽত্রাধিকারীত্যপেক্ষায়াং "মুমুক্ষুর্ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতির্মুমুক্ষাবতামেবাস্য শাস্ত্রস্যাধিকারিতাং বোধয়তি। তথা চ ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষেচ্ছাবত্ত্বমেবাস্যার্থিত্বম্। তদ্বত্ত্বেঽপি তৎপ্রাপ্তিসাধনসম্পাদনশক্ত্যভাবেঽর্থিত্বস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ সামর্থ্যবত্ত্বেন ভাব্যমিতি। "অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে" (কঠ—৪।২), "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" (কঠ—২।৫।১২), "তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" (কঠ—২।৫।১৩) ইত্যন্বয়ব্যতিরেক-

---

ভাব-সম্বন্ধ এবং ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল)। সেই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে অধিকারীর লক্ষণ বলিতে গিয়া ভগবান্ জৈমিনি যদিও "অর্থী সমর্থো বিদ্বানধিকারী" অর্থাৎ "প্রয়োজনবান্, প্রয়োজন-সম্পাদনে সমর্থ ও তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি অধিকারী" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি সর্ব্বসাধারণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ অধিকারি-লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন; কোনও বিশেষ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু এই বেদান্তশাস্ত্র অপর সর্ব্বশাস্ত্র হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া তাহার অধিকারীকেও কোনও ভিন্নরূপই হইতে হইবে; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের উপায়সমূহের ও ফলের ভিন্নরূপতাই শ্রুত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রমাত্রই অধিকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া জৈমিনিকৃত উক্ত লক্ষণসূত্রের অধিকারিমাত্রই লক্ষ্য; কোনও বিশেষ অধিকারী লক্ষ্য নহে। "স্বর্গকামী যাগ করিবে" এই স্থলে যেমন সেই কাম্যধর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির স্বর্গপ্রয়োজনবত্ত্ব, সেই স্বর্গপ্রয়োজনের উপায়স্বরূপ যাগাদির সম্পাদনে তাহার সামর্থ্য এবং তাহার সেই-সেই সাঙ্গোপাঙ্গ ধর্ম্মস্বরূপাদির জ্ঞানবত্ত্ব থাকা শ্রুত হয়; এইরূপ এই বেদান্তশাস্ত্রেও অন্য শাস্ত্রের অধিকারিগণ হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ প্রয়োজনবত্ত্বাদি বিশেষণসম্পন্ন অধিকারী নিরূপিত হওয়া অবশ্য উচিত; কারণ "অরে! মৈত্রেয়ি! আত্মাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে", "তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের উপায়সমূহের এবং "পরম সাম্য প্রাপ্ত হন", "ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করেন", "ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন", "সাক্ষাৎকারের পরে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের ফলের ভিন্নরূপতা শ্রুত হইয়া থাকে। ২।

সুতরাং এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী কে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় "মুমুক্ষু হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে"—এই শ্রুতি মুমুক্ষুব্যক্তিগণেরই এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার আছে বলিয়া জানাইয়া দেয়। তাহা হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষের ইচ্ছা থাকাই বেদান্তশাস্ত্রাধিকারীর প্রয়োজনবত্ত্ব। তাদৃশ প্রয়োজনবত্তা থাকিলেও সেই মোক্ষরূপ প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়-সম্পাদনে যদি অধিকারীর সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রয়োজনবত্তা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মুমুক্ষুকে সামর্থ্যযুক্তও হইতে হইবে। আর 'অতএব ধীরব্যক্তিগণ নিত্যমোক্ষস্বরূপ অবগত হইয়া এই সংসারমণ্ডলে

শ্রুতিভ্যঃ সামর্থ্যবিদ্বত্ত্বয়োঃ শ্রবণাদধিকারিত্বসিদ্ধিঃ। তথাচ—ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষকামো দর্শন-শ্রবণাদীষ্টসাধনসম্পাদনসমর্থোঽভীষ্টফলসাধনবিষয়কবিদ্বত্ত্বাশ্রয়ো বেদান্তশাস্ত্রস্যাধিকারী ; তথাভূতাধিকার-সিদ্ধয়ে শ্রদ্ধোপসত্তিপূর্ব্বিকা গুরূপসত্তিঃ, বস্তুযাথাত্ম্যবিবেকো বিরাগো ভগবৎপ্রপত্তিস্তদনুগ্রহপ্রার্থনাদীনি সাধনানীতি বিবেকঃ। "শ্রদ্ধান্বিতো ভব", "আচার্য্যদেবো ভব" (তৈ—১।১১।২), "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মু—১।২।১২), "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" (শ্বে—৬।২৩), "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্" (ছা—৭।২৪।১), "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মু—১।২।১২), "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মু—১।২।৭), "যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছা—৮।১।৬), "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" (মু—১।২।১২), "মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" (শ্বে—৬।১৮), "তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ" (কঠ—১।২।২০), "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মু—৩।২।৩), "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো ॥ কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥" (পূর্ব্বগোপাল—১১।১২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৩।

অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না", "যে-সকল ধীরব্যক্তি হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে পুনঃপুনঃ দর্শন করেন, তাঁহাদিগেরই নিত্যসুখ হয়, অপরের নহে ; তাঁহাদিগেরই নিত্যশান্তি হয়, অপরের নহে"—এই অন্বয়-ব্যতিরেক-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ হইতে অধিকারীর সামর্থ্য ও জ্ঞান থাকা শ্রুত হয় বলিয়া সমর্থ ও জ্ঞানবান্ মুমুক্ষুরই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে অধিকারীর লক্ষণ ইহাই হইল যে, যিনি ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কামনা করেন ; দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি অভীষ্ট মোক্ষের উপায়সমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন এবং অভীষ্ট মোক্ষরূপ ফলের উপায়বিষয়ক জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী। তাদৃশ অধিকার-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধালাভপূর্ব্বক গুরুসমীপে গমন, বস্তুর যথার্থজ্ঞান, প্রাকৃত-বিষয়ে বৈরাগ্য, ভগবচ্ছরণাগতি ও ভগবদনুগ্রহ-প্রার্থনা প্রভৃতি উপায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। "শ্রদ্ধান্বিত হও", "গুরুকে আরাধ্য-দেবতার ন্যায় উপাসনা কর", "বৈরাগ্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সমিধ্ হস্তে লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিদ্ গুরুর সমীপেই গমন করিবেন", "যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা-ভক্তি জন্মে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেমন, গুরুর প্রতিও তেমনি পরা-ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই মহাত্মার নিকটে এই উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়।" "যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহাই মর্ত্ত্য", "অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা নিত্যমোক্ষ হয় না", "এই যজ্ঞরূপ তরণীসকল অদৃঢ়", "যেমন ইহলোকে কর্ম্মসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে", "ব্রাহ্মণ কর্ম্মসম্পাদিত লোকসমূহকে প্রমাণের দ্বারা অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন", "আমি মুমুক্ষু হইয়া বুদ্ধিসাক্ষী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম", "কাম্যকর্ম্মত্যাগী মুমুক্ষু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যখন স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণাবির্ভাবের কারণস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকরহিত হন", "এই পরমাত্মা যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমাত্মা সেই সাধকের লভ্য হন", "হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনোহর! হে জগদ্গুরো! হে শ্রীকৃষ্ণ! সংসাররূপ সাগরে নিমগ্ন আমাকে উদ্ধার কর। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! তুমি আমাকে উদ্ধার কর।"—এইসকল শ্রুতি হইতে উক্ত শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে অধিকারসিদ্ধির উপায় বলিয়া জানা যায়। ৩।

বেদাধ্যয়নকর্ম্মজিজ্ঞাসানিত্যনৈমিত্তিকাদীনাং বিবেকাদিসম্পত্ত্যর্থত্বান্ন স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারিসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ। "তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইতি শ্রুতেঃ। নন্বু সাম্প্রদায়িকৈঃ "অধীতষড়ঙ্গবেদেন" ইত্যাদিনা বেদান্তাধিকারিণোঽন্যথৈব প্রতিপাদনাৎ কথমুক্তলক্ষণাধিকারিসিদ্ধিঃ? তথাত্বে চ আচার্য্যোক্তিবিরোধেন কামচারাপত্ত্যাপসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন, সম্প্রদায়োক্তবিশেষণকদম্বস্য বিবেকাদিসিদ্ধ্যর্থকত্বমেব, কর্ম্মজিজ্ঞাসাদিকং বিনাপি তৎফলভূতেষু বিবেকবৈরাগ্যাদিষু সৎসু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যপেক্ষাভাবস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ। অত আচার্য্যোক্তিবিরোধাভাবান্নোক্তদোষাবকাশঃ। এতদুক্তং ভবতি—সাম্প্রদায়িকচরণৈরধিকারিবিশেষণান্যন্যান্যপি প্রতিপাদিতানীতি সত্যম্, তথাপি কর্ম্মণাং

বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মজিজ্ঞাসা ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহ বিবেক ও বৈরাগ প্রভৃতি সম্পাদন করে বলিয়া অধিকারি-নিরূপণে সেই সকলের আর স্বতন্ত্রভাবে উপযোগিতা নাই। ইহাতে "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন" এই শ্রুতিই প্রমাণ।

ঐক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য নিম্বার্কস্বামী "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "যিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব ও অক্ষয়ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থের দ্বারা সংশয়ান্বিত হইয়াছেন, সেই কারণেই যিনি ধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন" ইত্যাদি অধিকারিবিশেষণ নিরূপণ করিয়া বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী এই গ্রন্থে যেরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্নরূপই নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং কি প্রকারে এই গ্রন্থে যেরূপ অধিকারীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদনুরূপ অধিকারীর সিদ্ধি হয়? আর তাহা হইলে পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতানিবন্ধন এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তই হইয়া পড়িবে।

এইরূপ আপত্তি হইলে বলিব—না, তাহা হয় না; কারণ পূর্ব্বাচার্য্যকর্ত্তৃক যে-সকল অধিকারিবিশেষণ উক্ত হইয়াছে, অধিকারসিদ্ধির জনক বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সিদ্ধি করাই ঐসকল বিশেষণের উদ্দেশ্য। কর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি না থাকিলেও ঐসকলের ফলস্বরূপ বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি যদি থাকে, তবে তাদৃশ অধিকারীর কর্ম্মজ্ঞানাদির যে আর অপেক্ষা নাই, ইহাই আমাদের ঐরূপ অধিকারিলক্ষণ বলিবার উদ্দেশ্য। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তির সহিত আমাদের উক্তির বিরোধ নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই; অর্থাৎ ইহাই বলা হইল যে, আমরা অধিকারিবিশেষণ যাহা নিরূপণ করিয়াছি, সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য নিম্বার্কস্বামী তদতিরিক্ত অপরাপর অধিকারিবিশেষণও নিরূপণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি অধিকারসিদ্ধিতে কর্ম্ম ও কর্ম্মজ্ঞানাদির পরম্পরাক্রমেই সাধনত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সাক্ষাৎ সাধনত্ব নির্দ্দেশ করেন নাই; অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মবিধির স্বরূপ বিচারিত হইলে কর্ম্মসমূহের স্বর্গাদিফলকত্ব ও ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অক্ষয়ফলত্ব নির্ণীত হয়। তাহাতে নির্ব্বেদ ও মোক্ষেচ্ছা উৎপন্ন হয়। তখন সেই মুমুক্ষু ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত গুরুসমীপে গমন করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পরম্পরাক্রমে মোক্ষেচ্ছাসিদ্ধিতেই কর্ম্ম ও কর্ম্মবিচার প্রভৃতির উপযোগিতা; সুতরাং অধিকারসিদ্ধিতে পরম্পরাক্রমেই ঐসকলের সাধনত্ব নিরূপিত হইয়াছে; সাক্ষাৎ নহে। পূর্ব্বাচার্য্য যেমন কর্ম্ম ও কর্ম্মবিচারাদিকে বিবেকজ্ঞানের কারণত্বরূপেই অধিকারিলক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ আমরাও এই গ্রন্থে কর্ম্ম ও কর্ম্মবিচারাদিকে বিবেকজ্ঞানের কারণত্বরূপেই নিরূপণ করিলাম; কিন্তু অধিকারসিদ্ধির কারণত্ববিষয়ে কর্ম্ম, কর্ম্মজিজ্ঞাসা ও বিবেক-বৈরাগ্যাদির সমুচ্চয় অর্থাৎ সহযোগ নিরূপণ করি নাই। বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি অধিকারসিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ; আর কর্ম্ম ও কর্ম্মবিচারাদি

তজ্জ্ঞানাদেশ্চ পরম্পরয়ৈব সাধনত্বব্যপদেশাৎ। এবঞ্চাত্রাপি কর্ম্মতজ্জ্ঞানাদেশ্চ বিবেকজ্ঞানকারণত্বমেব নিরূপিতম্, ন তু কর্ম্মবিবেকাদীনাং সমুচ্চয়ঃ। তথাচোক্তং শ্রীভগবচ্চরণৈরাদ্যাচার্য্যৈর্জিজ্ঞাসাধিকরণে—"অতএব জিজ্ঞাসিতকর্ম্মমীমাংসাবিবেকনিশ্চিতকর্ম্মতৎপ্রকারতৎফলবিষয়কজ্ঞানবতা কর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানফলসান্তত্বানন্তত্বসাতিশয়ত্বনিরতিশয়ত্ববিষয়কব্যবসায়জাতনির্ব্বেদেনেতি" অধিকারিবিশেষণাভ্যাং তদুক্তেরেবাত্র নিয়ামকত্বাৎ। তথৈব সমন্বয়াধিকরণেঽপি—"ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্ম ইতি তু বালভাষিতম্, তস্য সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রাদিকারকনিয়ন্তৃত্বেন স্বাতন্ত্র্যাৎ ফলপ্রদাতৃত্বাচ্চ, প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষাশ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা। ৪।

এতেন বিবরণবিরোধশঙ্কাপি নিরস্তা, তত্রাপি তথৈব প্রতিপাদনাৎ। "বিধিপ্রাপ্তোপনয়নাদিসংস্কৃতাধীতষড়ঙ্গশ্রুতিজিজ্ঞাসিতধর্ম্মমীমাংসানিরস্তকর্ম্মফলাদিবিষয়কসন্দেহকতৎফলনির্ব্বিণ্ণভগবদ্দিদৃক্ষালম্পটগুরুভক্তিসম্পন্নমুমুক্ষ্বধিকারিকত্বেন" ইত্যাদিনা। সাধনপ্রক্রিয়ায়াঞ্চ "মুমুক্ষায়াং সত্যাং তৎসাধনে যততে, ততঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনেনাপ্যারাধিতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ প্রসীদতি, পরভক্তিজ্ঞানয়োরেকতরং

অধিকারসিদ্ধির পরম্পরাক্রমে কারণ। আর তাহাই আদি আচার্য্য ভগবান্ নিম্বার্কস্বামী বেদান্তসূত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে দুইটি অধিকারিবিশেষণের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "বেদাধ্যয়নের পরে কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব ও অক্ষয়ত্ববিষয়ক বেদবাক্যার্থের দ্বারা সংশয়ান্বিত হওয়ায় যিনি কর্ম্মবিচারপূর্ব্বক কর্ম্মবিধিবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মফলবিষয়ক নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যথাক্রমে সান্তত্ব ও সাতিশয়ত্ব এবং অনন্তত্ব ও নিরতিশয়ত্বরূপ নিশ্চয়ের দ্বারা যাহার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে।" আমরা যে কর্ম্ম ও কর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতিকে বিবেক-বৈরাগ্যাদির সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিলাম, এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যের ঐরূপ উক্তিই নিয়ামক।

আর এই কারণেই আদি আচার্য্য ভগবান্ নিম্বার্কস্বামী ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধিকরণে বলিয়াছেন যে—"ব্রহ্ম ক্রতুর অঙ্গ, ইহা যাঁহারা বলেন, সেই কর্ম্মমীমাংসকগণের বাক্য নির্ব্বোধ বালকের বাক্যসদৃশ; কারণ ক্রতুসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, কর্ত্তা ও করণ প্রভৃতি সমুদায় কারকই ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন, ইহা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্ম স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতাও তিনি। সুতরাং ব্রহ্ম কর্ম্মের অঙ্গ নহেন। প্রত্যুত 'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা' অর্থাৎ 'বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন'—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইয়া থাকে যে, কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যে জ্ঞান, তাহার উৎপত্তিবিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপকারক হয় বলিয়াই কর্ম্মের ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সমন্বয় হইয়া থাকে। শ্রুতি এই নিমিত্তই কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।" ৪।

এই যে আদি আচার্য্য ভগবান্ নিম্বার্কস্বামীর উক্তির সহিত আমাদের উক্তির বিরোধ পরিহার করা হইল, ইহার দ্বারাই বিবরণকার পুরুষোত্তমাচার্য্যের উক্তির সহিত আমাদের উক্তির যে বিরোধাশঙ্কা হইতে পারিত, তাহাও নিরাকৃত হইল। কারণ সেই বিবরণেও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেই পুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বিবরণে বলা হইয়াছে—"যিনি বিধিপ্রাপ্ত উপনয়নাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, অতএব যিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহার কর্ম্মবিচারের দ্বারা কর্ম্মফলবিষয়ক সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে এবং যিনি কর্ম্মফলে বিরক্ত হইয়াছেন, সেই ভগবদ্দর্শনলোলুপ গুরুভক্তিসম্পন্ন মুমুক্ষুই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী।"

ব্যাজীকৃত্যাত্মানং দর্শয়তি তস্মৈ মুমুক্ষবে। ততঃ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারানুভবেন তদ্ভাবাপন্নো ভবতি” ইত্যাদিনা। এবঞ্চ ন কোঽপি কথমপি কেনাপ্যংশেন বিরোধাবকাশ ইতি ভাবঃ। ৫।

কিঞ্চ যস্য বিবেকবিরাগাদয়ো ন সন্তি, তস্য তদর্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদ্যপেক্ষা, তদভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিকং বিনা বুদ্ধিশুদ্ধ্যভাবেন বিবেকাদীনাং দুর্ঘটত্বাৎ; যস্য তু বিবেকাদয়ো জাতাস্তস্য ন তেষামপেক্ষা, ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনানামপ্রয়োজকত্বাৎ, তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ। তথাভূতাধিকারিণা মুমুক্ষুণা জন্মান্তরেষু ধর্ম্মাচরিতত্বেন তস্য সংস্কারাত্মনা সত্ত্বেনেদানীং তন্নিরপেক্ষত্বাৎ। অন্যথা বিবেকাদয়ো ন স্যুরিত্যনুমীয়তে, কারণাভাবে কার্য্যাভাবনিয়মাৎ। পরমতে জনকাদিসন্ন্যাসবদিতি সম্প্রদায়াশয়ঃ। উপনয়নস্বাধ্যায়াদেরপি সামান্যধর্ম্মত্বেনাশ্রমাদিসম্পাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যান্নাধিকারিবিশেষসম্পাদনে তস্য স্বাতন্ত্র্যম্, সাক্ষাদনন্বয়াৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বসম্প্রদায়িসিদ্ধান্তাবিরোধাদুক্তলক্ষণ এব বেদান্তশাস্ত্রস্যাধিকারীতি সিদ্ধান্তঃ। ৬।

আর উক্ত বিবরণে সাধনপ্রক্রিয়ায়ও বলা হইয়াছে যে, “মোক্ষেচ্ছা উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু মোক্ষসাধন জ্ঞানাদি-বিষয়ে যত্ন করিবেন; তাহার পর কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনের দ্বারাও আরাধিত হইয়া ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সেই মুমুক্ষুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুমুক্ষুর পরা-ভক্তি ও জ্ঞান—এই দুইটির একটিকে নিমিত্ত করিয়া সেই মুমুক্ষুকে আত্মদর্শন করাইয়া থাকেন। তাহার পর সেই মুমুক্ষু ভগবৎসাক্ষাৎকারানুভবের দ্বারা ভগবদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।” সুতরাং আমরা যে অধিকারীর লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছি, প্রদর্শিতরূপে তাহার সহিত কোন আচার্য্যের উক্তিরই কোনও প্রকারে কোনও অংশে কোনও বিরোধের অবকাশ নাই। ৫।

আরও কথা এই যে, যাহার বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মে নাই, তাহার সেই বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদির অপেক্ষা আছে। কারণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদি না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি করা যায় না; আর তাহা না করিলে চিত্তশুদ্ধির অভাবে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মে না। কিন্তু যাঁহার বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাঁহার আর ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদির অপেক্ষা নাই; কারণ ফলস্বরূপ বিবেকাদির প্রাপ্তি হইলে সাধনভূত ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদির প্রয়োজন নাই এবং সেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসাদিতে প্রবৃত্ত হওয়াও তাঁহার যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাদৃশ বিবেকবৈরাগ্যাদিসম্পন্ন মুমুক্ষু পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জন্মে সেই ধর্ম্মই সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং এই জন্মে আর তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। তাদৃশ মুমুক্ষু পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মে যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিতেন, তবে এই জন্মে তাঁহার বিবেকবৈরাগ্যাদিই জন্মিত না, ইহা অনুমান করা যায়। কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য বিবেক-বৈরাগ্যাদি থাকিলে জন্মান্তরীয় ধর্ম্মসংস্কার আছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। যেমন অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে জনকাদির বিবেক-বৈরাগ্যাদিদর্শনে জন্মান্তরীয় ধর্ম্ম সংস্কাররূপে তাঁহাদের ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আর উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া আশ্রমাদিসম্পাদনেই ঐ সকলের সাক্ষাৎ উপযোগিতা; আশ্রমাদি-সম্পাদনের দ্বারাই উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদি নিরাকাঙ্ক্ষ হয়; সুতরাং বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারি-সম্পাদনে উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদির স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার জন্মাইতে পারে না। কারণ ঐ উপনয়নাদি বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারিসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ অন্বিত হয় না; পরম্পরাক্রমেই অন্বিত হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ হয় না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী—ইহাই সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বেই অধিকারীর লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, যিনি ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কামনা করেন, যিনি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি মোক্ষের উপায়সমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন এবং মোক্ষরূপ ফলের উপায়বিষয়ক জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী। ৬।

যদি মুমুক্ষামাত্রস্যৈবাধিকারিত্বসম্পাদকত্বম্, তর্হি দেবাদিষ্বপি তস্যাঃ সম্ভবাৎ তেষামপি শাস্ত্রাধিকারিত্ব-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, তথাত্বস্যেষ্টত্বাৎ ; "যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃ—১।৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ। নন্বু পূর্ব্বকাণ্ডেঽপি ষষ্ঠেঽধিকারিলক্ষণে মনুষ্যস্যৈব শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মস্বাধি-কারিত্বনির্ণয়াৎ "স্বর্গকামো যজেত" (যজুঃ) ইত্যত্র স্বর্গকাম ত্বশ্রুতেঃ সামান্যাৎ তির্য্যগাদেরপি স্বর্গকামত্বে তত্রাধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তেঽর্থিত্বাদ্যধিকারিত্বহেতূনাং তির্য্যগাদাবসম্ভবাৎ মনুষ্যমাত্রে স্বর্গকামপদস্য সঙ্কোচং বিধায় "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ ; শরদি বৈশ্যঃ" ইতি তেষ্বপি ত্রয়াণামেবাগ্ন্যাধানশ্রবণাৎ তেষামেবাধিকার ইতি স্থাপিতম্। কিঞ্চ উত্তরকাণ্ডেঽপি "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।২৫) ইতি সূত্রেণ মনুষ্যস্যৈব শাস্ত্রাধিকারিত্বং নির্ণীতম্ ; তথাত্বে চ উভয়কাণ্ডবিরোধাৎ কথং দেবাদীনামধিকার ইতি চেৎ ন, আপাতোক্তেঃ। তথাহি ন তাবৎ পূর্ব্বকাণ্ডোক্তনির্ণয়বিরোধঃ, তস্যাগ্নি-সম্বন্ধিকর্ম্মমাত্রবিষয়কত্বাৎ, অগ্ন্যাধানশ্রুতেরেবাত্র নিয়ামকত্বাচ্চ। নাপ্যুত্তরত্রোক্তসূত্রবিরোধঃ, তস্য মনুষ্যাধিকারবিধানমাত্র এব প্রামাণ্যাৎ নেতরনিষেধেঽপীতি। ৭।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রদর্শিত লক্ষণের দ্বারা যদি কেবল মোক্ষেচ্ছামাত্রই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারিত্বের সম্পাদক হয়, তাহা হইলে দেবতা প্রভৃতিরও সেই মোক্ষেচ্ছা থাকা সম্ভব বলিয়া তাঁহারাও ত বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হইতে পারিবেন ? এইরূপ আপত্তি হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা আমাদের স্বীকার্য্যই। দেবতা প্রভৃতিও যদি মুমুক্ষু হন, তবে তাঁহারাও বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হইবেন। কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন—"দেবগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে-যে দেবতা, যে-যে ঋষি ও যে-যে মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি-তিনিই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।" সুতরাং দেবতা প্রভৃতি যে বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী, তাহা শ্রুতিসম্মত।

ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বমীমাংসায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারিলক্ষণে কেবল মনুষ্যগণেরই বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মসমূহে অধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে। আর "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ "স্বর্গকামী যাগ করিবে" এই শ্রুতি সর্ব্বসাধারণ জীবে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া যদি তির্য্যগাদিরও স্বর্গকামনা থাকে, তবে তাহাদেরও যজ্ঞে অধিকার সম্ভব হয়, এইরূপ আশঙ্কায় "অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বান্" এই তিনটি অধিকারিবিশেষণ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে অধিকারসিদ্ধির কারণ অর্থিত্ব, সমর্থত্ব ও বিদ্বত্ত্ব তির্য্যগাদিতে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া কেবল মনুষ্যেই শ্রুত্যুক্ত "স্বর্গকাম" এই পদের সঙ্কোচ বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ "স্বর্গকাম" এই পদ স্বর্গকামী সর্ব্বজীবে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও উক্ত বিশেষণত্রয়ের দ্বারা "স্বর্গকাম" এই পদে কেবল মনুষ্যগণকেই অধিকারী বলিয়া বুঝান হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু "বসন্তকালে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবেন, গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয় অগ্ন্যাধান করিবেন এবং শরৎকালে বৈশ্য অগ্ন্যাধান করিবেন" এইরূপ শ্রুতিতে সেই মনুষ্যগণের মধ্যেও কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই অগ্ন্যাধান শ্রুত হয় বলিয়া ত্রৈবর্ণিক মনুষ্যেরই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে। আর উত্তর-মীমাংসায় প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদেও "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" এই সূত্রের দ্বারা মনুষ্যগণেরই শাস্ত্রে অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই উভয় কাণ্ডের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া কি প্রকারে দেবতা প্রভৃতিরও বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার আছে বলা হইল ?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার সহিত আমাদের উক্তির কোন বিরোধ নাই। কারণ পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার প্রদর্শিত উক্তি আপাত উক্তি অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত হইয়াছে মাত্র। ঐরূপ

এতদুক্তং ভবতি—দেবাদীনামনধিকারো নিষেধাদ্বা বিধায়কপ্রমাণাভাবাদ্বা ? নাদ্যঃ, নিষেধাদর্শনাৎ। ন চ "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) ইতি মধুবিদ্যায়ামাদিত্যবস্বাদীনাং দেবানামধিকারিত্বনিষেধাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়া. অপি বিদ্যাত্বাবিশেষেণ তদ্বদস্যামপি নিষেধানুমানাৎ "মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।৩১) ইতি সূত্রাদিতি বাচ্যং, তস্য মধুবিদ্যামাত্রনিষেধেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। ন হি একত্রানধিকারাৎ সর্ব্বত্রানধিকারোঽনুমাতুং শক্যতে, ব্যভিচারাৎ। তথাহি—ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্যাজনাদ্যনধিকারাদ্ যজনাদাবপ্যনধিকারপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, তেষামধিকারবিধায়কপ্রমাণস্য সদ্ভাবাৎ। "যো যো দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যভিপ্রায়বানাহ সূত্রকৃৎ "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ

উক্তির দ্বারা দেবতা প্রভৃতির বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার নিষিদ্ধ হয় নাই। আমরা বেদান্তশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতির অধিকার আছে বলায় প্রদর্শিত পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রোক্ত নির্ণয়ের সহিত বিরোধ হয় নাই। কারণ পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র অগ্নিসম্বন্ধীয় কর্ম্মমাত্র-বিষয়ক এবং ইহাতে "বসন্তে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবেন, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয় অগ্ন্যাধান করিবেন ও শরতে বৈশ্য অগ্ন্যাধান করিবেন" এই শ্রুতিই নিয়ামক। আর বেদান্তশাস্ত্র অগ্নিসম্বন্ধীয় কর্ম্মবিষয়ক নহে। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রের সহিত আমাদের উক্তির কোনও বিরোধ নাই। আর বেদান্তশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতির অধিকার আছে বলায় উত্তরমীমাংসায় উক্ত "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" এই সূত্রের সহিতও আমাদের উক্তির কোনও বিরোধ নাই। কারণ মনুষ্যাধিকারবিধানমাত্রেই উক্ত সূত্রের প্রামাণ্য; কিন্তু অপর দেবতা প্রভৃতির অধিকারনিষেধেও উক্ত সূত্রের প্রামাণ্য নাই। ৭।

ইহাই বলা হইল যে, পূর্ব্বপক্ষী যে বেদান্তশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতির অধিকার নাই বলেন, তাহা কি শাস্ত্রীয় নিষেধহেতু বলেন? অথবা বিধায়ক প্রমাণ নাই বলিয়া বলেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ দেবতা প্রভৃতির বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারের নিষেধ শাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় না। যদি বলা যায়—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) এইরূপ ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে আদিত্য, বসু প্রভৃতি দেবগণের অধিকার নাই—ইহা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সুতরাং মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে আদিত্যাদি দেবগণের অধিকারিত্বের নিষেধ আছে। মধুবিদ্যাদিও বিদ্যা, আর ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা; বিদ্যাত্বে কোনও বিশেষ নাই। সুতরাং মধুবিদ্যাদির ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যায়ও দেবগণের অধিকারনিষেধ অনুমান করা যাইবে। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ (১।৩।৩১) এই পূর্ব্বপক্ষ সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত সূত্রবাক্য কেবল মধুবিদ্যাদিতে আদিত্যাদি দেবগণের অধিকার নিষেধ করিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাদিতে দেবগণের অধিকারনিষেধে উক্ত সূত্রবাক্যের আর আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায়ও দেবগণের অধিকারনিষেধ অনুমান করিতে পারেন না। এক স্থলে অনধিকার আছে বলিয়াই সর্ব্বত্র অনধিকারের অনুমান করা যায় না। তাহা করিলে ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। যেমন—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যাজনাদিতে অধিকার নাই বলিয়া প্রদর্শিত অনুমান দ্বারা যাজনাদিতেও তাহাদের অনধিকারের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না, অর্থাৎ বিধায়ক প্রমাণের অভাবহেতু দেবতা প্রভৃতির বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার নাই—ইহা পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না। কারণ দেবতা প্রভৃতির বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারবিধায়ক প্রমাণ আছে; শ্রুতি বলিয়াছেন—"যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ" অর্থাৎ "দেবগণের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা হইয়াছিলেন" (বৃঃ ১।৪।১০)। আর বেদান্তশাস্ত্রে

সম্ভবাৎ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।২৬) ইতি। মনুষ্যাণামুপরি বর্ত্তমানানাং দেবানামধিকারং মন্যতে ভগবান্ বাদরায়ণঃ। তত্র হেতুঃ সম্ভবাৎ। তেষ্বপি অর্থিত্বাদীনামধিকারসম্পত্তিহেতূনাং সম্ভবাৎ। তত্র স্বর্গাদিভোগানামনিত্যত্বসাতিশয়ত্বাদিদোষগ্রস্তত্বেন তত্বপরা(র)মসম্ভবঃ; ব্রহ্মভাবাপত্তেশ্চ নিরতিশয়ত্ব-পরমানন্দত্ব-শাশ্বতত্বশ্রবণেন তদর্থিত্বসম্ভবঃ, "যথেহ কর্ম্মজ্জি(চি)তো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ—৮।১।৬), "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" (মুঃ—৩।১।২), "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (নাঃ—৫) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যস্তেষাং বিগ্রহবত্ত্বাবগমাচ্চ সমর্থত্বসম্ভবঃ। ন চ মন্ত্রাদিজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বং বক্তুং শক্যম্, বাধকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরাভাবাৎ। মন্ত্রাদেঃ কারণস্য শ্রৌতত্বেন দোষবত্ত্বাযোগাৎ। কিঞ্চ "বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্" (ঈঃ—১৮) ইত্যাদিমন্ত্রৈঃ তেষু বিদ্বত্ত্বসম্ভব ইতি বিবেকঃ। ৮।

অথ প্রজাপতিবিদ্যায়ামিন্দ্রবিরোচনয়োর্জ্জিজ্ঞাসুত্বশ্রবণাদপি দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারনিশ্চয়ঃ। "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ" (ছাঃ—৮।৭।৪), "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনু-ব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ—৮।৯।৩), "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি" (ছাঃ—৮।১০।১), "তদ্‌যত্রৈতৎ

দেবতা প্রভৃতিরও অধিকার আছে—এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ" (১।৩।২৬) "মনুষ্যগণের উপরে বর্ত্তমান দেবগণেরও বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন।" তাহাতে সূত্রকার হেতুপদ প্রয়োগ করিয়াছেন—"সম্ভবাৎ" অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতিতেও অর্থিত্ব-সমর্থত্বাদি অধিকার-সম্পত্তিভূত হেতু থাকা সম্ভব। স্বর্গাদি ভোগসমূহ অনিত্য ও সাতিশয়াদি দোষগ্রস্তহেতু তাহাতে দেবতা প্রভৃতির বৈরাগ্য বা অনাসক্তি হওয়া সম্ভব, আর ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিত্য, নিরতিশয় ও পরমানন্দস্বরূপহেতু তাহাতে দেবতা প্রভৃতির আসক্তি বা ইচ্ছা হওয়া সম্ভব। সুতরাং অধিকারসম্পাদক অর্থিত্ব হেতুটি দেবতা প্রভৃতিতে থাকা সম্ভব হয়। যেহেতু ইহাতে শ্রুতিই প্রমাণ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি (ছাঃ ৮।১।৬), "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ইত্যাদি (মুঃ—৩।১।২), "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (নাঃ—৫)। আর বেদের মন্ত্র ও অর্থবাদ হইতে এবং ইতিহাস ও পুরাণাদি হইতে দেবতাগণের বিগ্রহবত্তা অর্থাৎ শরীরিত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া অধিকারসম্পাদক সমর্থত্বরূপ হেতুটিও দেবতা প্রভৃতিতে থাকা সম্ভব হয়। মন্ত্রাদিজন্য জ্ঞানের মিথ্যাত্বও বলা যায় না; কারণ মন্ত্রাদি হইতে দেবতাপ্রভৃতির বিগ্রহ আছে বলিয়া যে জানা যায়, সেই জ্ঞানের বাধক অপর কোনও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই। যদি কোনও বাধক প্রমাণ থাকিত, তবেই মন্ত্রাদিজন্য জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলা যাইত। মন্ত্রাদি শ্রৌত বলিয়া তাহার দোষযুক্ততা সম্ভব নহে। সুতরাং অধিকারসম্পাদক সমর্থত্বহেতু দেবতা প্রভৃতিতে আছে। এইরূপ "বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্" (ঈঃ—১৮) ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবতা প্রভৃতিতে অধিকারসম্পাদক 'বিদ্বত্ত্ব'রূপ অপর হেতুটিও থাকা সম্ভব হয়। ৮।

আর ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতিবিদ্যায় ইন্দ্র ও বিরোচনের জিজ্ঞাসুত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়াও দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে—ইহা নিশ্চয় হয়। তাহাতে প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিয়াছিলেন—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ" (৮।৭।৪) অর্থাৎ "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা—ইহা তিনি বলিয়াছিলেন"। পরে আবার প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (৮।৯।৩) অর্থাৎ "পূর্ব্বোক্ত আত্মাকেই তোমার নিকট আমি পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব।" তৎপরে

সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি" (ছাঃ—৮।১১।১), "নাহং খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি" (ছাঃ—৮।১১।১), "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ—৮।১১।৩) "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি শ্রুতেরিতি তাৎপর্য্যমাদায়াহ ভগবান্ সূত্রকারঃ— "ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।৩৩) ইতি। "তু" শব্দো জৈমিন্যুক্তপক্ষনিরাসার্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবানামধিকারস্য সদ্ভাবং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে; "হি" যস্মাৎ উপনিষৎসু তদধিকারবিধায়কং বচনমস্তীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। "যো যো দেবানাম্" ইত্যাদি শ্রুতেরিতি সংক্ষেপঃ। ৯।

নন্বেবং চেৎ তর্হি শূদ্রস্যাপি মুমুক্ষায়াঃ সম্ভবাৎ সোঽপ্যত্রাধিকারী স্যাদিতি চেৎ ন, তস্যাগ্নিসম্বন্ধোপ-

---

বলিয়াছেন—"য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি" (৮।১০।১) অর্থাৎ "এই যিনি স্বপ্নে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা।" পরে আবার প্রজাপতি বলিয়াছেন—"তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি" (৮।১১।১) অর্থাৎ "যিনি এতাদৃশ নিদ্রায় নিমগ্ন হন যে, সমস্ত ও সম্প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নদর্শন হইতেও বিরত হন, তিনিই আত্মা, এই আত্মাই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" ইহাতে ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ শঙ্কান্বিত হইলেন যে, "নাহং খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি" (৮।১১।১) অর্থাৎ "ইনি অর্থাৎ সুষুপ্ত আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থায় নিজকে 'আমি এতাদৃশ' এই প্রকারে জানেন না এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না, সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ইহাতে ইষ্ট ফল দেখিতেছি না।" তৎপরে ইন্দ্র আবার জিজ্ঞাসু হইয়া প্রজাপতি-সমীপে আগমন করিলে প্রজাপতি বলিয়াছেন—"এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" অর্থাৎ "পূর্ব্বোক্ত আত্মাকেই আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব।" তৎপর প্রজাপতি ইন্দ্রকে বায়ু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এইরূপ উপদেশ করেন যে, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ "এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ও পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। তিনিই উত্তম পুরুষ।" এই আখ্যায়িকাতে আত্মতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ প্রকরণ সমগ্র পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। আত্মতত্ত্বনিরূপণ এই প্রকরণের উপজীব্য নহে বলিয়া উক্ত আখ্যায়িকার বিশদ বিবরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইল না। দেবতা প্রভৃতির যে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, তাহার প্রমাণরূপে ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত ইন্দ্রবিরোচন-প্রজাপতিসংবাদের বাক্যগুলি মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল শ্রুতিবাক্য হইতেই দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বলিয়া নিশ্চিত হয়। আর এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি" (১।৩।৩৩)। এই সূত্রগত 'তু' শব্দ জৈমিনি-কর্ত্তৃক উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যায় দেবগণের অধিকার আছে—ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। যেহেতু উপনিষৎসমূহে দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারবিধায়ক বাক্য আছে—ইহাই উক্ত সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ" (১।৪।১০)। ৯।

ইহাতে আপত্তি এই যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শূদ্রেরও মোক্ষেচ্ছা হওয়া সম্ভব বলিয়া শূদ্রও এই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারে না। কারণ

নয়নসংস্কারাভ্যযোগেনৈকজাতিত্বনিশ্চয়ান্নিষেধদর্শনাচ্চ নাত্রাধিকারঃ। "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমর্হতি" "পদ্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রঃ তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্", "অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্" "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ইতি শাস্ত্রাৎ, "সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।৩৬), "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।৩৮), "স্মৃতেশ্চ" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।৩৯) ইতি সূত্রাৎ। ন চ বিদুরধর্ম্মব্যাধাদীনামেকজাতিত্বেঽপি বিদ্যাসম্ভাবাদ্ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, তেষাং পূর্ব্বজন্মকৃতশ্রবণাদিভিরন্যস্মিন্ জন্মন্যপি জ্ঞানোদয়স্যানুমানান্নোক্তদোষাবকাশঃ। বিদুরাদেঃ পূর্ব্বজন্মবৃত্তজ্ঞানং ভারতাদৌ সুপ্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ উক্তলক্ষণো ব্রাহ্মণাদিত্রিক এব বেদান্তশাস্ত্রাধিকারীতি সিদ্ধম্ ইত্যধিকারিনিরূপণম্। ১০।

অথ সার্ব্বজ্ঞ্যসর্ব্বশক্ত্যাদিকারুণ্যবাৎসল্যাদ্যনন্তকল্যাণধর্ম্মনিলয়ো দোষলেশাস্পৃষ্টসীমা ভিন্নাভিন্নত্বাশ্রয়ো ভগবান্ পরব্রহ্মাখ্যোঽস্য বিষয়ঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ—১।১।৯), "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেঃ—৬।৮), "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ

শাস্ত্রে শূদ্রের অগ্নিসম্বন্ধযুক্ত উপনয়নসংস্কারাদি না থাকায় একজাতিত্ব নিশ্চয় আছে এবং শাস্ত্রে শূদ্রের উপনয়নসংস্কারাদির নিষেধ আছে। সুতরাং শূদ্রের উপনয়নসংস্কারাদি না থাকায় ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমর্হতি" অর্থাৎ "চতুর্থবর্ণ শূদ্র একজাতি, (দ্বিজাতি নহে), সে সংস্কারযোগ্য নহে"। সুতরাং শূদ্র সংস্কার-যোগ্য নহে বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার অধিকার নাই। আর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"পদ্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রঃ তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" অর্থাৎ "এই যে শূদ্রজাতি, তাহা জঙ্গম অর্থাৎ পাদবিশিষ্ট শ্মশানস্বরূপ; অতএব শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না", এই শাস্ত্রবাক্যে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান নিষিদ্ধ আছে বলিয়া শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। আর স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্" ইত্যাদি, "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ইত্যাদি অর্থাৎ "বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণ ত্রপু ও জতু দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে" ইত্যাদি। "শূদ্রকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিবে না"। সুতরাং প্রদর্শিত স্মৃতিবাক্য হইতেও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকার জানা যায়। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ" (১।৩।৩৬) "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ" (১।৩।৩৮) "স্মৃতেশ্চ" (১।৩।৩৯) এই সমস্ত সূত্র দ্বারা বলিয়া শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি একজাতি অর্থাৎ শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়, এজন্য "শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই" এই সিদ্ধান্তের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ বিদুর প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মকৃত বেদশ্রবণাদি দ্বারা অপর জন্মেও তাঁহাদের জ্ঞানোদয়ের অনুমান করা যায় বলিয়া প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের সম্ভাবনা নাই। বিদুরাদির পূর্ব্বজন্মীয় জ্ঞান মহাভারতাদিতে সুপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধ হইল। ১০।

অধিকারি-নিরূপণ সমাপ্ত।

আর যিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্বাদি ও কারুণ্যবাৎসল্যাদি অনন্ত কল্যাণধর্ম্মের আধার, যাঁহার সীমা সর্ব্বদোষলেশাস্পৃষ্ট, সুতরাং যিনি ভিন্নাভিন্নত্বের আশ্রয়, সেই পরব্রহ্ম-নামক ভগবানই এই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতে

সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ—৮।৭।১), ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" (ব্রঃ সূঃ—১।২।২), "সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ—২।১।২৯) ইত্যাদি সূত্রেভ্য ইতি সংক্ষেপঃ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঠঃ—২।১৫), "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদিশ্রুতির্বিষয়ত্বে প্রমাণং বোধ্যম্। ১১।

অথ পরমতে বিষয়স্য দুর্নিরূপ্যত্বেন শাস্ত্রারম্ভোঽসম্ভব এব, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—তন্মতে জীবব্রহ্মৈক্যং বিষয়ঃ, তচ্চ ঐক্যমধ্যস্তমনধ্যস্তং বা? নাদ্যঃ, অধ্যস্তস্যাবশ্যং বাধ্যত্বেন ভেদস্য তাত্ত্বিকতাপত্তেঃ।

শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ (মুঃ—১।১।৯), "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেঃ—৬।৮), "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ—৮।৭।১), তাঁহার কারুণ্যাদি-গুণবত্ত্বে ব্রহ্মসূত্রই প্রমাণ। সূত্রকার বলিয়াছেন—"বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" (১।২।২), "সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ" (২।১।২৯) ইত্যাদি। সুতরাং তাদৃশ পরব্রহ্মনামক ভগবান্ই এই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। ইহাতেও অর্থাৎ পরব্রহ্মের বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়ত্বে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঠঃ—২।১৫), "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (৩।৯।২৬) ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ও সূত্রের অর্থ সহজে বোধগম্য। তথাপি পরে ইহার অর্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া এস্থলে দেখান হইল না। ১১।

গ্রন্থকার মাধবমুকুন্দাচার্য্য স্বসিদ্ধান্তানুসারে বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি অদ্বৈতবেদান্তিগণের মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন যে—"আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।" ভাষ্যের টীকা পঞ্চপাদিকাতে বলা হইয়াছে—"আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে ইতি বিষয়প্রদর্শনম্", সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে জীবব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য মাধবমুকুন্দ এই প্রদর্শিত অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবব্রহ্মের ঐক্য দুর্নিরূপণীয় বলিয়া তাঁহাদের মতে শাস্ত্রারম্ভই অসম্ভব; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত জীবব্রহ্মের ঐক্য সত্য কিংবা মিথ্যা কোনরূপেই নিরূপণ করা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুকেই মিথ্যা বলিয়া থাকেন। আর মিথ্যা বস্তুমাত্রকে তাঁহারা ব্রহ্মে অধ্যস্ত (আরোপিত) বলিয়া থাকেন। অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই কল্পিত—মিথ্যা। সুতরাং জীবব্রহ্মের ঐক্য যদি সত্য হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপ হইবে; আর মিথ্যা হইলে ব্রহ্মে কল্পিত বা অধ্যস্ত হইবে। এই জীবব্রহ্মের ঐক্য অধ্যস্ত কি অনধ্যস্ত কোনরূপেই অদ্বৈতবাদিগণ নিরূপণ করিতে পারেন না। জীবব্রহ্মের ঐক্য যদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়, তবে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। যাহা অধ্যস্ত, তাহা অবশ্য তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহাদের মত। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবব্রহ্মের ভেদ অবিদ্যাকল্পিত; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহারা বলেন। এক্ষণে যদি জীব-ব্রহ্মের ঐক্যও অধ্যস্ত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানবাধ্য হয়, তবে জীবব্রহ্মের ভেদই পারমার্থিক হইয়া পড়িবে। ভেদের বিরোধী ঐক্য; এই ভেদ ও ঐক্যের মধ্যে একটি যদি মিথ্যা বা বাধিত হয়, তবে অপরটি সত্য বা অবাধিত হইবে। জীবব্রহ্মের ঐক্য অধ্যস্ত বলিয়া বাধিত হইলে জীবব্রহ্মের ভেদের পারমার্থিকত্বের আপত্তি হইবে। জীবব্রহ্মের ভেদও নাই, ঐক্যও নাই, এইরূপ হইতে পারে না। কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের একটির নিষেধ করিলেই

দ্বিতীয়ে ঐক্যপ্রতিযোগিকভেদস্য পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। নন্ন ঐক্যস্য ব্রহ্মভেদো নাভ্যুপগম্যত ইতি চেন্ন, ঐক্যস্য নির্ব্বিশেষব্রহ্মাভিন্নত্বে তত্ত্বংপদার্থপরাণাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈঃ—২।১।১), "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ—৩।৯।২৮) ইত্যাদীনামৈক্যপরমহাবাক্যৈকবাক্যত্বাভাবেন বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। ন চ ঐক্যস্য

অপরটির সত্যতা সিদ্ধ হইবে। ভেদ ও ঐক্য ব্যতিরিক্ত একটি তৃতীয় প্রকার সর্ব্বথা অসম্ভাবিত। সুতরাং পরস্পর-বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের মধ্যে একটির বাধ্যতা স্বীকার করিলে অপরটির পারমার্থিকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অধ্যস্ত নহে, কিন্তু অনধ্যস্ত অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য; তাহাতে আপত্তি এই যে, ঐক্য কথার অর্থ ভেদাভাব। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বলিলে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভাব অর্থাৎ অভেদ বুঝা যায়। ঐক্য, ভেদাভাব ও অভেদ সমানার্থক শব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদাভাব পারমার্থিক বলাতে জীব-ব্রহ্মের ভেদেরও পারমার্থিকত্বাপত্তি হইবে। ভেদাভাব পরমার্থ সত্য হইলে ভেদাভাবের প্রতিযোগী ভেদও পরমার্থ সত্য হইয়া পড়িবে। প্রতিযোগী সত্য না হইলে তাহার অভাবও সত্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ ভেদাভাবকে সত্য বলিয়াছেন, এইজন্য অভাবের প্রতিযোগী ভেদেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। মিথ্যা বস্তুর অভাব সত্য হইতে পারে না। জীব-ব্রহ্মের ভেদ যদি মিথ্যা হইত, তবে সেই ভেদাভাবও মিথ্যা হইয়া পড়িত। মিথ্যার দ্বারা নিরূপিত বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ ভেদাভাবকে সত্য বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ভেদ সত্য স্বীকার করেন না; কিন্তু ভেদাভাব সত্য স্বীকার করাতেই জীব-ব্রহ্মের ভেদেরও সত্যতা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে অদ্বৈতবাদের অসিদ্ধিই হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সত্য কিংবা মিথ্যা বলিয়া যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য যদি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তু হইত, তবে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের সত্যতানিবন্ধন দ্বৈতাপত্তি এবং ঐক্যের প্রতিযোগীর ভেদেরও সত্যতাপত্তিপ্রযুক্ত দ্বৈতাপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করেন না। এইজন্য ঐক্য সত্য হইলেও তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হয় না। ঐক্য ভেদাভাবরূপ হইলেও ভেদাভাবের প্রতিযোগী ভেদের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ অভাবের প্রতিযোগীর প্রমিতত্ব স্বীকার করেন না, অর্থাৎ যে বস্তুর অভাব হইবে, সেই অভাবের প্রতিযোগী বস্তুটিও পরমার্থ সত্য হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নৈয়ায়িকগণের সম্মত হইলেও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। অভাবের প্রতিযোগী প্রতীত হইলেই তাহার অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রমিত না হইলেও প্রতীত বটে; অতএব প্রতীত ভেদের অভাব সিদ্ধ হইতে কোনও বাধা নাই। অভাবের প্রতিযোগী সত্য হইতে হইবে এই নিয়ম অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। এইজন্য ভেদাভাবের প্রতিযোগী ভেদ সত্য হইবে বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইবে, ইহাও বলা যায় না।

এতদুত্তরে মাধবমুকুন্দাচার্য্য বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাপেক্ষ বস্তু। ঐক্য বলিলে কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর ঐক্য বুঝা যায়। দুইটি সম্বন্ধী বস্তুর ঐক্য হইয়া থাকে; সম্বন্ধী বস্তু নাই, অথচ ঐক্য আছে—এইরূপ হয় না। ঐক্য বস্তুটি নিয়ত সসম্বন্ধিক; যেমন সাদৃশ্য বস্তু নিয়ত সসম্বন্ধিক। দুইটি সম্বন্ধী বস্তু না জানিলে সাদৃশ্য বুঝা যায় না। মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে বলিলে চন্দ্রনিরূপিত সাদৃশ্য মুখে আছে ইহা বুঝা যায়। সাদৃশ্যের নিরূপক চন্দ্রের জ্ঞান না থাকিলে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুঝা যায় না। এইজন্য সাপেক্ষ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের নিরূপণ না হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপিত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণে অন্যের নিরূপণের অপেক্ষা নাই; কিন্তু জীব-ব্রহ্মের ঐক্য

স্বপ্রকাশব্রহ্মাভিন্নত্বেন স্থিতিপ্রতীত্যাদৌ নিরপেক্ষত্বেঽপি লক্ষিতার্থভেদভ্রমনিবর্ত্তকবৃত্তিজননে পদার্থসাপেক্ষত্বেন স্বরূপপরবাক্যানামেকবাক্যতায়াঃ সত্ত্বাৎ 'তত্র সাপেক্ষত্বব্যবহার' ইতি বাচ্যম্, ভেদরূপপ্রতিযোগিসাপেক্ষত্বেন নির্ব্বিশেষব্রহ্মাভিন্নৈক্যস্য কুত্রাপি নিরপেক্ষত্বাভাবাৎ। অভাবসাদৃশ্যাদেঃ সপ্রতিযোগিকত্ববৎ ঐক্যস্য সাপেক্ষতায়াঃ স্বাভাবিকত্বাৎ। এতেন "মন্মতে অবিদ্যানিবৃত্ত্যদ্বৈতয়োঃ সাপেক্ষয়োরপি ব্রহ্মৈক্যমস্তু, তত্র

নিরূপণ করিতে হইলে জীবস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপের নিরূপণের অপেক্ষা আছে। সুতরাং সাপেক্ষনিরূপণ ঐক্য নিরপেক্ষ-নিরূপণ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ জীবব্রহ্মের ঐক্যকে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। যদি অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাপেক্ষরূপ হইলেও এই ঐক্যকে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করেন, তবে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের প্রতিপাদক অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবস্বরূপের প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ও "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদি জীব-ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত একবাক্যতা থাকিবে না বলিয়া শুদ্ধ জীবস্বরূপ ও শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক বাক্যের ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া এই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্থিতি ও প্রতীতিতে নিরপেক্ষই বটে; যেমন—গোত্বাদি জাতি সাদৃশ্যাদির মত সসম্বন্ধিক পদার্থ নহে বলিয়া গোত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষরূপ প্রতীতি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষাবিবর্জ্জিত। (জাতির প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের প্রত্যক্ষহেতু নহে, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের মতেই জাতির প্রত্যক্ষ অন্যনিরপেক্ষ বুঝিতে হইবে)। প্রদর্শিত মতানুসারে গোত্বাদি জাতি সসম্বন্ধিক পদার্থ নহে বলিয়া জাতির প্রত্যক্ষরূপ প্রতীতি-নিরপেক্ষ হইলেও গোত্বাদি জাতির স্থিতিতে ব্যক্তির অপেক্ষা আছে; জাতিমাত্রই স্থিতিতে ব্যক্তিসাপেক্ষ অর্থাৎ জাতিমাত্রই ব্যক্তিতে স্থিত থাকে। এইরূপ নীলতরত্ব জাতি অর্থাৎ নীলবর্ণনিষ্ঠ উৎকর্ষরূপ জাতির প্রতীতি অবধিসাপেক্ষ হইয়া থাকে। "নীলাৎ ইদং নীলতরম্" এইরূপ প্রতীতিতে নীলকে অবধিরূপে জানিয়াই নীলতরত্বরূপ জাতির প্রতীতি হইয়া থাকে; যে নীল জানে না, তাহার নীলতরত্বেরও বোধ হইতে পারে না। প্রদর্শিতরূপে গোত্বজাতি-প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও যেমন স্থিতিতে অন্য-সাপেক্ষ এবং নীলতরত্ব-জাতি-প্রতীতিতেও অন্য-সাপেক্ষ; এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্থিতিতে ও প্রতীতিতে অন্যসাপেক্ষ নহে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; আর এইজন্য এই ঐক্যের স্থিতি ও প্রতীতি অন্যনিরপেক্ষ, ইহাও স্বীকার করেন। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্থিতি ও প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের ঘটক তৎপদ ও ত্বং-পদের লক্ষ্য অর্থের অর্থাৎ তৎত্বংপদের লক্ষণালব্ধ শুদ্ধ তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের ভেদ-ভ্রান্তিনিবর্ত্তক অখণ্ডাকার বৃত্তির উৎপাদনে মহাবাক্য তত্ত্বংপদার্থ-সাপেক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া তত্ত্বং-পদার্থস্বরূপপর অবান্তর বাক্যগুলির অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানং", "বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি বাক্যগুলির সহিত প্রদর্শিত মহাবাক্যের এক-বাক্যতা সম্ভাবিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ ঐক্য স্থিতি ও প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও তৎ ও ত্বং পদের লক্ষ্যার্থের ভেদরূপ ভ্রমনিবর্ত্তক অখণ্ডাকার বৃত্তিজননে তৎত্বংপদ লক্ষিতার্থসাপেক্ষ বলিয়া তৎত্বংপদার্থস্বরূপ প্রতিপাদক অবান্তরবাক্যগুলির সহিত মহাবাক্যের একবাক্যতা হইয়া থাকে। ভেদভ্রমের নিবর্ত্তক ঐক্যজ্ঞান ভেদাভাববিষয়ক বলিয়াই ভেদভ্রমের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে; সুতরাং ঐক্য ভেদাভাবরূপ; এইজন্য ঐক্যের প্রতিযোগী ভেদ; এই ভেদরূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়াই ঐক্যে সাপেক্ষত্বব্যবহার হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে সাপেক্ষ না বলিয়া ভেদরূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষতাপ্রযুক্তই ভেদাভাবরূপ ঐক্যে সাপেক্ষত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে বলায় তাঁহারা ঐক্যে বস্তুতঃ সাপেক্ষতা স্বীকার করেন না। করিলে ঐক্যকে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে পারিতেন না। ঐক্য ভেদসাপেক্ষ হইয়াও নিরপেক্ষ হইল কিরূপে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর বলাই হইয়াছে। ভেদভ্রমের বিষয়ীভূত ভেদ

অভাবত্বসাপেক্ষত্বাদের্ম্মায়িকত্বেন বিরোধাভাবাৎ। ত্বব তু সাপেক্ষত্বনিরপেক্ষত্বয়োস্তাত্ত্বিকত্বেন বিরোধস্য দুষ্পরিহরত্বা"দিতি নিরস্তম্। ত্বদভিমতাদ্বৈতশ্রুতিবোধ্যস্যাভাবত্বাদেঃ কল্পিতত্বাযোগাৎ। অন্যথা শ্রুতের-প্রামাণ্যাপত্ত্যা দ্বৈতনিবৃত্ত্যাদেরসিদ্ধ্যাপত্তেঃ। জ্ঞানস্য জ্ঞানত্বেন দণ্ডাদেঃ কারণত্বেন অভাবসাদৃশ্যেচ্ছাদেঃ তত্ত্বেন সাপেক্ষত্বেঽপি প্রমেয়ত্বদণ্ডত্বাদিনা নিরপেক্ষত্ববৎ ভেদত্বেন সাপেক্ষত্বেঽপি ঘটত্বাদিনা নিরপেক্ষ-ত্বোপপত্তেঃ। ন হি অস্মাকমেকরূপেণাঙ্গীকার ইত্যর্থঃ। ১২।

মিথ্যা বলিয়া এই মিথ্যা ভেদসাপেক্ষ ঐক্য বা ভেদাভাব সাপেক্ষ হইয়াও নিরপেক্ষ।" সত্যবস্তু-সাপেক্ষকেই সাপেক্ষ বলা যায়, মিথ্যাবস্তু-সাপেক্ষ সাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুতঃ নিরপেক্ষই বটে; এইজন্যই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ভেদাভাবরূপ ঐক্য নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভেদ যেমন প্রতিযোগিনিরূপিত হয় বলিয়া সাপেক্ষ, সেইরূপ ভেদাভাবরূপ ঐক্যও ভেদরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া সাপেক্ষই হইবে। ঘটের ভেদ ও পটের ভেদ ইত্যাদি ভেদ যেমন ঘট ও পটরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হইয়াই প্রতীত হয়, ঘট ও পটের প্রতীতি না হইলে ঘটভেদ ও পটভেদের প্রতীতি হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ভেদের অভাবরূপ ঐক্যও ভেদরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া নিরপেক্ষস্বরূপ হইতে পারে না। এইজন্য ঐক্যমাত্রই সাপেক্ষস্বরূপ হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ এই সাপেক্ষ ঐক্যকে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই; কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নিরপেক্ষ; আর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাপেক্ষ; সাপেক্ষ ঐক্যের সহিত নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপের অভেদ কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক মহাবাক্য জীব-ব্রহ্মের ভেদনির্বর্তক জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক বৃত্তি-উৎপাদনের জন্য তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থকে অপেক্ষা করে বলিয়াই অর্থাৎ ভেদভ্রমনিবর্ত্তক ঐক্যবিষয়ক বৃত্তি তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থসাপেক্ষ হয় বলিয়াই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যে সাপেক্ষতার ব্যবহারমাত্র হইয়া থাকে, এইরূপ যাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। ঐক্য স্বভাবতঃই সাপেক্ষ; যেহেতু ঐক্য অভাব ও সাদৃশ্যাদির মত সপ্রতিযোগিক বস্তু; সপ্রতিযোগিক বস্তুর সাপেক্ষতা স্বাভাবিক; কিন্তু আগন্তুক অর্থাৎ ঔপাধিক নহে। ঘটের অভাব ও চন্দ্রের সাদৃশ্য ইত্যাদি সর্ব্বদাই অন্যনিরূপিত হয় বলিয়া তাহা স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্তু, এইরূপ ভেদাভাবরূপ ঐক্যও সর্ব্বদা ভেদরূপ প্রতিযোগিনিরূপিত হয় বলিয়া স্বভাবতঃই সাপেক্ষ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যে স্বভাবতঃ সাপেক্ষতার অপলাপ করিবার জন্য "পদার্থসাপেক্ষ যে ভেদভ্রমনিবর্ত্তক বোধ, তাহার বিষয় হয় বলিয়াই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের সাপেক্ষতা ব্যবহৃত হয়, ঐক্য স্বভাবতঃ সাপেক্ষ নহে" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে; অভাব ও সাদৃশ্যের মত ঐক্যও যে স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্তু, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ঐক্যে যে সাপেক্ষতার ব্যবহারমাত্র হয়, তাহা নহে, কিন্তু ঐক্য স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্তু।

এই স্থলে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের স্বাভাবিক সাপেক্ষতা ও ঐক্যের স্বাভাবিক নিরপেক্ষতা স্বীকার করেন; কিন্তু আমরা ভেদে স্বাভাবিক নিরপেক্ষতা ও ঐক্যের স্বাভাবিক সাপেক্ষতাই স্বীকার করি। কারণ ঐক্যের অভাবই ভেদ; এই ভেদের প্রতিযোগী ঐক্য সাপেক্ষ বলিয়াই সাপেক্ষ ঐক্যের অভাবরূপ ভেদও সাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ ভেদ নিরপেক্ষ; এইজন্য ভেদ অনুযোগী বস্তুস্বরূপ; যেমন ঘটের ভেদ নিরপেক্ষ পটস্বরূপ। সুতরাং ভেদ সাপেক্ষ ঐক্যের আরোপের বিরোধিরূপে প্রতীত হয় বলিয়া ভেদ সাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন—"অবিদ্যার নিবৃত্তি সাপেক্ষস্বরূপ হইয়াও তাহা নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে; এইরূপ দ্বৈতাভাবরূপ অদ্বৈতও সাপেক্ষস্বরূপ হইয়াও নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে; কারণ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাবে যে অভাবত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহা মায়িক—কল্পিত বস্তু; পরমার্থ সত্য নহে; এইরূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাবে যে প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্ম্মটি আছে, তাহাও মায়িক; এইজন্য অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাব সাপেক্ষ হইয়াও নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে বাধা নাই; কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ দ্বৈতবাদিগণ অভাবে অভাবত্ব ধর্ম্ম ও অভাবে প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম পরমার্থ সত্য বলিয়াই স্বীকার করেন; এইজন্য পরমার্থ সত্য অভাব পরমার্থ সত্য ভাবরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না; এইরূপ অভাবের প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্বরূপ ধর্ম্মটিও পরমার্থ সত্য; এইজন্য তাহা নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না; এইরূপ ভেদে ভেদত্ব ও প্রতিযোগি-নিরূপিতত্ব পরমার্থ সত্য বলিয়া ভেদ কখনও তাহার অনুযোগী ভাবস্বরূপ হইতে পারিবে না; আর ইহাতে দ্বৈতবাদিগণের মতে অভাব ও ভাব সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া তাহাদের অনৈক্যরূপ বিরোধ দুষ্পরিহার্য্যই হইবে"—ইহাও নিরস্ত হইল। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে শ্রুতিদ্বারাই অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মে দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদক প্রমাণ কেবলমাত্র শ্রুতি। এই শ্রুতিবোধ্য দ্বৈতাভাবে যদি অভাবত্ব ও প্রতিযোগিসাপেক্ষত্ব কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা হয়, তবে কল্পিত বা মিথ্যা-ধর্ম্মবিশিষ্ট দ্বৈতাভাবই শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে দ্বৈতাভাব কল্পিত বা মিথ্যা হইয়া পড়িবে। কল্পিত বা মিথ্যা-ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী কখনও সত্য হইতে পারে না। আরও কথা এই যে,—যে শ্রুতি দ্বৈতাভাবের প্রতিপাদক, সেই শ্রুতিই দ্বৈতাভাবত্ব এবং প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্ম্মেরও প্রতিপাদক। ভাবপ্রতিপাদক শ্রুতি যেমন ভাবত্বেরও প্রতিপাদক হয়, ভাবত্ব বাদ দিয়া কেবল ভাববস্তুর প্রতিপাদন করা যায় না, সেইরূপ অভাবপ্রতিপাদক শ্রুতি অভাবত্বেরও প্রতিপাদক। সুতরাং অদ্বৈতশ্রুতি-প্রতিপাদ্য বলিয়া দ্বৈতাভাবে অভাবত্ব ও প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব কল্পিত বা মিথ্যা হইতে পারে না। শ্রুতি কল্পিত-ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে। কল্পিত বা মিথ্যা বস্তুমাত্রই বাধ্য; অবাধ্য অর্থের জ্ঞাপককেই প্রমাণ বলা যায়, বাধ্য অর্থের জ্ঞাপক অপ্রমাণই বটে। আর অদ্বৈতশ্রুতি অপ্রমাণ হইলে দ্বৈতাভাব বা অবিদ্যানিবৃত্তি শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। অপ্রমাণ কাহারও সাধক নহে।

ভেদ বস্তুর স্বরূপ হইলে ভেদ যেমন প্রতিযোগি-সাপেক্ষ, সেইরূপ ভেদ যে বস্তুর স্বরূপ হইবে, সেই বস্তুটিও ভেদের মতই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। "ঘটভিন্নঃ পটঃ" এইরূপ প্রতীতিতে পটে ঘটের ভেদ ভাসমান হয়। এই ঘটের ভেদ ঘটরূপ প্রতিযোগি-সাপেক্ষ। এই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ ঘটের ভেদ যদি পটস্বরূপ হয়, তবে পটও ঘটভেদের মতই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। অথচ পট নিরপেক্ষস্বরূপ। নিরপেক্ষস্বরূপ পট সাপেক্ষ ঘটভেদস্বরূপ হইতে পারে না। ঘটভেদের জ্ঞান যেমন ঘটজ্ঞান-সাপেক্ষ, ঘট না জানিলে ঘটভেদ জানা যায় না, সেইরূপ পটের জ্ঞান ঘটজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে। পটজ্ঞানে ঘটজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। ঘট না জানিলেও পট জানিতে পারা যায়। এইজন্য ঘটের ভেদ পটস্বরূপ হইতে পারে না। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের আপত্তি। কিন্তু এইরূপ আপত্তি সমীচীন নহে; কারণ প্রত্যেক বস্তুই কোনরূপে সাপেক্ষ হইলেও অন্যরূপে নিরপেক্ষ হইতে পারে। যে বস্তু যে রূপে নিরপেক্ষ, সেই বস্তু অন্যরূপে সাপেক্ষ হইয়া থাকে। যে বস্তু সাপেক্ষ, সেই বস্তু সকল রূপেই সাপেক্ষ হইবে, এইরূপ বলা যায় না। আবার যে বস্তু নিরপেক্ষ, সেই বস্তু সকল রূপেই নিরপেক্ষ হইবে, ইহাও বলা যায় না। যেমন জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে বিষয়-সাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে জ্ঞান বিষয়-সাপেক্ষ নহে। জ্ঞান নির্ব্বিষয়ক হইতে পারে না; এইজন্য জ্ঞানমাত্রই তাহার বিষয়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে বিষয়নিরূপিত হয় বলিয়া বিষয়াকাঙ্ক্ষ হইলেও

প্রমেয়ত্বরূপে জ্ঞান বিষয়নিরূপিত নহে বলিয়া বিষয়াকাঙ্ক্ষও নহে। 'জ্ঞানম্' এইরূপে জ্ঞানের প্রতীতিকে জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের প্রতীতি বলা হয়। আবার 'প্রমেয়ম্' এইরূপে জ্ঞানের প্রতীতিকে জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের প্রতীতি বলা যায় না ; কিন্তু প্রমেয়ত্বরূপে জ্ঞানের প্রতীতি বলা হইয়া থাকে। প্রমেয় বলিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই বুঝা যায়। প্রমেয়-শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞানের বিষয় ; এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয় না। যে বস্তু আমাদের প্রমাজ্ঞানের বিষয় নহে, তাহাও ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয়। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞ যোগী স্বীকার করেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ যোগীর প্রমাজ্ঞানের বিষয় বস্তুমাত্রই হইয়া থাকে। এইজন্য বস্তুমাত্রই প্রমেয়। সুতরাং জ্ঞানও প্রমেয়। জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নিয়ত সবিষয়ক ; ঘট ও পটাদি বস্তু নির্ব্বিষয়ক ; এই সবিষয়ক নির্ব্বিষক বস্তুমাত্রই প্রমেয় ; সুতরাং প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম সবিষয় নির্ব্বিষয় বস্তুমাত্রবৃত্তি। এই প্রমেয়ত্বরূপে জ্ঞান বিষয়নিরপেক্ষ হইয়া থাকে। আবার জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান বিষয়সাপেক্ষ হইয়া থাকে। একই জ্ঞানরূপ বস্তু কিঞ্চিদ্রূপে সাপেক্ষ ও কিঞ্চিদ্রূপে নিরপেক্ষ। এইরূপ দণ্ডাদি বস্তু কারণত্বরূপে কার্য্যসাপেক্ষ হইলেও দণ্ডত্বরূপে নিরপেক্ষই বটে। দণ্ড ঘটের কারণ ; ঘট কার্য্য ও দণ্ড কারণ ; দণ্ডে যে ঘটকারণতা আছে, তাহা ঘটনিষ্ঠ কার্য্যতানিরূপিত বলিয়া কারণতা কার্য্যতা-সাপেক্ষ ; কোন বস্তুকে কোন বস্তুর কারণ বলিয়া জানিতে হইলে কার্য্য-বস্তুটিও জানা আবশ্যক। এইজন্য কারণতার প্রতীতি কার্য্যতা-প্রতীতিসাপেক্ষ হইয়া থাকে ; কিন্তু দণ্ডত্বরূপে দণ্ডের জ্ঞান সাপেক্ষ নহে। যেহেতু দণ্ড অন্যনিরূপিত নহে। এইরূপ অভাবরূপ বস্তু অভাবত্বরূপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ নহে ; কিন্তু তাহা নিরপেক্ষই হইয়া থাকে। এইরূপ সাদৃশ্য সাদৃশ্যত্বরূপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে সাপেক্ষ নহে। এইরূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ ইচ্ছাত্ব ও দ্বেষত্বরূপে বিষয়সাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে নিরপেক্ষই বটে। এইরূপে প্রদর্শিত জ্ঞান, দণ্ড, অভাব, সাদৃশ্য, ইচ্ছা প্রভৃতি কিঞ্চিদ্রূপে সাপেক্ষ হইয়াও কিঞ্চিদ্রূপে নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ ভেদও ভেদত্বরূপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ হইলেও সেই ভেদের অনুযোগী ঘটাদিস্বরূপ ভেদ ঘটত্বাদিরূপে নিরপেক্ষই হইয়া থাকে। পটের ভেদ ঘটাদিতে আছে, এইজন্য পটের ভেদ ভেদের অনুযোগী ঘটাদিস্বরূপ। আমরা যে বস্তুকে যেরূপে সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করি, সেই বস্তুকেই অন্যরূপে নিরপেক্ষ বলিয়াও স্বীকার করি। যে বস্তুতে সাপেক্ষত্বরূপ আছে, তাহাতে নিরপেক্ষত্বরূপও আছে। কোনরূপে সাপেক্ষ হইলে সেই বস্তুই যে সমস্তরূপে সাপেক্ষই হইবে, তাহা নহে ; অন্যরূপে নিরপেক্ষও হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা সাপেক্ষ, তাহা নিরপেক্ষাভিন্নও হইতে পারে। এইজন্য ভেদ সাপেক্ষ হইয়াও নিরপেক্ষ ঘটস্বরূপ হইতে পারে। এই স্থলে মূলকারের কথার সার নিষ্কর্ষ এই যে—"যৎ সাপেক্ষং তন্নিরপেক্ষাভিন্নম্" এই ব্যাপ্তিটি যেমন ভেদাভেদবাদীর সম্মত, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণেরও সম্মত। অদ্বৈত-বেদান্তিগণও অবিদ্যানিবৃত্তি, দ্বৈতাভাব প্রভৃতি সাপেক্ষ বস্তুকেও নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছিলেন—ভেদ যদি নিরপেক্ষ ঘটস্বরূপ হয়, তবে ভেদও নিরপেক্ষ ঘটের মত নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ সাপেক্ষ ভেদের নিরপেক্ষত্বাপত্তি হইবে। "যৎ নিরপেক্ষাভিন্নং তৎ নিরপেক্ষম্" এই ব্যাপ্তিমূলেই অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রদর্শিতরূপ তর্ক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে ব্যাপ্তিমূলে অদ্বৈতবেদান্তিগণ তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তি তাঁহাদেরও সম্মত নহে ; আমাদেরও সম্মত নহে ; এই উভয়ের অসম্মত ব্যাপ্তির দ্বারা তর্ক প্রদর্শন করা অদ্বৈতবেদান্তিগণেরই শোভা পায়। পরের অনিষ্ট প্রদর্শন করিতে হইলে পরাভ্যুপগত অর্থাৎ পরপক্ষের স্বীকৃত ব্যাপ্তির দ্বারাই করিতে হইবে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর অনিষ্ট প্রদর্শন করিতে হইলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর সম্মত ব্যাপ্তির দ্বারাই তাহার অনিষ্ট প্রদর্শন করিতে হইবে, তাঁহাদের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি আমরা ত স্বীকার করিই না, তাঁহারাও মানেন না ; কারণ নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাব নিরপেক্ষ না হইয়া সাপেক্ষই হইয়াছে। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তি প্রভৃতি স্থলে প্রদর্শিত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়াছে। ইহাই হইল মূলকারের কথার সার নিষ্কর্ষ। ১২।

নমু তবাভিমতে সার্ব্বজ্ঞ্যাত্মনন্তবিশেষাশ্রয়ে ভিন্নাভিন্নে চ ব্রহ্মণ্যপি ভেদস্য সত্ত্বাৎ তথাত্বে চ তৎস্বরূপাদয়ো বক্তব্যাঃ। তস্য তু বিকল্পাসহত্বেন বক্তুমশক্যত্বাৎ। তথাহি—ভেদঃ কিমধিকরণ-স্বরূপস্তদ্ভিন্নো বা? নাদ্যঃ, সাপেক্ষস্য ভেদস্য নিরপেক্ষাধিকরণেন ঐক্যাসম্ভবাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ভেদোঽপি ভিন্নস্তদ্ভেদোঽপি ভিন্ন ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। কুম্ভস্য স্তম্ভাদ্ ভেদপ্রতীতৌ প্রতিযোগিত্বেন

সম্প্রতি অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণও ত ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত বিশেষের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করেন; এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত বিশেষ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন। এই ভেদাভেদবাদিগণ দ্বৈতবস্তুকে পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও দ্বৈতমাত্রই ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন। ভিন্নাভিন্ন কথার অর্থ এই যে—ব্রহ্মে দ্বৈতবস্তু-মাত্রের ভেদ ও অভেদ আছে; এই ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ভেদও স্বীকার করেন বলিয়া এই ভেদের স্বরূপ, ভেদের লক্ষণ ও ভেদে প্রমাণ প্রভৃতির নিরূপণ করিতে হইবে। যেহেতু লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে সত্য ভেদ স্বীকার করেন, সেই সত্য ভেদের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে। এই ভেদের স্বরূপ কি, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ এই ভেদের স্বরূপসম্বন্ধে যে, সকল বিকল্প উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত বিকল্পের স্বরূপ নিরাস করিয়া ভেদের স্বরূপ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে বিকল্পজাল অদ্বৈতবাদিগণ উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাহার কিছু পরিচয় গ্রন্থকার এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছেন*। ভেদের স্বরূপসম্বন্ধে বহু বিকল্প থাকিলেও সেগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; সেই দুই প্রকার এই স্থলে বলা যাইতেছে—ঘটের ভেদ পটে আছে, এইরূপ লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। লোকপ্রতীতিসিদ্ধ এই ঘটের ভেদ যাহা পটে আছে, তাহা কি পটস্বরূপ? অথবা পট হইতে ভিন্ন পটের ধর্ম্ম? কথা এই যে—ভেদ যে অধিকরণে প্রতীত হয়, ভেদ কি সেই অধিকরণস্বরূপ? অথবা অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত? অথচ অধিকরণে থাকে। ভেদ অধিকরণ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, এইরূপ বলা যায় না; কারণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরস্পরের অভাবরূপ দুইটি প্রকার হইতে অন্য একটি তৃতীয় প্রকার সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং ভেদ অধিকরণের সহিত অভিন্ন অথবা অধিকরণ হইতে ভিন্ন এই দুই প্রকার হইতে অন্য তৃতীয় প্রকার সম্ভাবিতই নহে। এইজন্যই মূলগ্রন্থে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ভেদ কি অধিকরণস্বরূপ? অথবা অধিকরণ হইতে ভিন্ন?

প্রদর্শিত এই দুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ ভেদ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া ভেদ সাপেক্ষস্বরূপ। আর ভেদের অধিকরণ অন্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না বলিয়া তাহা নিরপেক্ষস্বরূপ। সাপেক্ষ ভেদ নিরপেক্ষ অধিকরণস্বরূপ হইতে পারে না। সাপেক্ষ বস্তুর সহিত নিরপেক্ষ বস্তুর ঐক্য সম্ভাবিত নহে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসম্ভাবিত; কারণ পটে যে ঘটের ভেদ আছে, সেই ভেদ যদি পট হইতে ভিন্ন হয়, তবে অনবস্থা প্রসঙ্গ হইবে, কারণ ভিন্ন কথার অর্থ ভেদবান্; ভেদ যদি ভিন্ন হয়, তবে ভেদ ভেদবান্ হইল; এই দুইটি ভেদের ভেদ না থাকিলে ভেদ ভেদবান্ হইতে পারিত না। এইরূপে নিরবধি ভেদধারাস্বীকারে অনবস্থা দোষ হইবে।

---

* 'আত্মতত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন ভেদের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সমর্থিত ভেদ তিন প্রকার—স্বরূপভেদ, অন্যোন্যাভাবরূপ ভেদ ও বৈধর্ম্ম্যরূপ ভেদ। স্থলভেদে এই তিনটি ভেদই প্রতীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন স্থলে একটি, কোন স্থলে দুইটি এবং কোন স্থলে তিনটি ভেদই প্রতীত হইয়া থাকে। (আত্মতত্ত্ববিবেক বাহ্যার্থভঙ্গপ্রকরণ। ৫৬১ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক)।

খণ্ডনগ্রন্থে উদয়নপ্রদর্শিত এই তিনটি ভেদ ও পৃথক্ত্ব নামক আর একটি ভেদ—এই চারিটি ভেদের আলোচনা করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। (খণ্ডন—চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

তজ্জ্ঞানম্, তজ্জ্ঞানে চ স্তম্ভস্য কুম্ভাদ্ ভেদপ্রত্যয় ইত্যন্যোন্যাশ্রয়াচ্চেতি চেন্ন, ভূতলত্বাদিনা নিরপেক্ষত্বেঽপি অধিকরণত্বেন সাপেক্ষত্বে ক্ষতেরভাবাৎ। ন চ ভেদত্বভেদমাদায়ানবস্থাযোগঃ, তদ্ভেদস্যাপ্যধিকরণ-স্বরূপত্বাৎ। ন চৈবং ভেদভেদমাদায়ানবস্থা, ভূতলাদৌ ঘটত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতমেকং ভেদত্বাবচ্ছিন্ন-নিরূপিতঞ্চ একং ভেদত্বমিত্যনবস্থাপ্রসঙ্গাভাবাৎ। ভূতলনিষ্ঠঘটনিরূপিতভেদত্বস্য স্বনিরূপিতভেদত্বেনা-

---

ভেদ অনুযোগী হইতে ভিন্ন বলিয়া ভেদ অনুযোগীর ধর্ম্ম হইবে; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবই হইতে পারে না। নিজেই নিজের ধর্ম্ম হয়না; ঘট ঘটের ধর্ম্ম হয় না। ভেদ অনুযোগী হইতে ভিন্ন হইলে কেবল যে অনবস্থাপ্রসঙ্গদোষই হইবে, তাহা নহে; কিন্তু অন্যোন্যাশ্রয়-দোষও হইবে; কারণ স্তম্ভ ও কুম্ভের ভেদপ্রতীতি পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হইবে।

ঘটভেদ ভূতলে আছে, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; এইস্থলে অদ্বৈতবাদিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, ঘটের ভেদ কি ঘটভিন্নেতে থাকে? অথবা ঘটাভিন্নেতে থাকে? ইহার দ্বিতীয় পক্ষটি অসঙ্গত; কারণ ঘটাভিন্ন ঘটই হইয়া থাকে। এই ঘটে এই ঘটের ভেদ বিরুদ্ধ; অভিন্নে ভেদ থাকে না। এইজন্য প্রথম পক্ষটিই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে এই হইবে যে, ঘটভিন্ন ভূতলে ঘটভেদ থাকে; আর এইরূপ বলিলে অনবস্থা দোষ হইবে; কারণ ভূতলে ঘটভেদ তবেই থাকিতে পারিবে, যদি ভূতল ঘটভিন্ন হয়। ভিন্ন কথার অর্থ ভেদবান্; ভূতল ঘটভেদবান্ হইলে সেই ভূতলে ঘটভেদ থাকিবে। সুতরাং প্রথম ঘটভেদটি ভূতলে থাকিতে ভূতলে দ্বিতীয় আর একটি ঘটভেদের অপেক্ষা করে; এই দ্বিতীয় ঘটভেদটিও ঘটভিন্ন ভূতলেই থাকে। এইজন্য এই দ্বিতীয় ঘটভেদটিও ভূতলে থাকিতে ভূতলে তৃতীয় আর একটি ঘটভেদের অপেক্ষা করিবে; যেহেতু ঘটভিন্ন বস্তুতেই ঘটভেদ থাকে। এইরূপে তৃতীয় ঘটভেদটি চতুর্থ ঘটভেদের অপেক্ষা করিবে। এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইবে।

আর যদি এইরূপ বলা যায় যে,—ঘটভিন্ন ভূতলাদিতেই ঘটভেদ থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ঘটভিন্ন ভূতলে যে ঘটভেদ থাকে, এই দুইটি ঘটভেদ ভিন্ন নহে; কিন্তু অভিন্ন; এইরূপ বলিলে আত্মাশ্রয়দোষ হইবে। ভূতল ঘটভেদ-বিশিষ্ট হইলে তাহাতে ঘটভেদ থাকিবে। ঘটভেদ ঘটভেদসাপেক্ষ হইতেছে বলিয়া আত্মাশ্রয়দোষ হইবে। এই ঘটভেদ দুইটি অভিন্ন বলিয়াই আত্মাশ্রয়দোষ হইয়াছে।

স্তম্ভ হইতে কুম্ভের ভেদ প্রতীত হইলে কুম্ভ হইতে স্তম্ভের ভেদ প্রতীত হইবে। ভেদের অনুযোগী হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত বস্তু ভেদের প্রতিযোগিরূপে জ্ঞাত হইতে পারে; আর প্রতিযোগিরূপে জ্ঞাত হইলে সেই প্রতিযোগীর ভেদ অনুযোগীতে জ্ঞাত হইবে। স্তম্ভ হইতে কুম্ভের ভেদপ্রতীতি হইলে কুম্ভের প্রতিযোগিরূপে জ্ঞান হইবে; আর কুম্ভের প্রতিযোগিরূপে জ্ঞান হইলে স্তম্ভে কুম্ভপ্রতিযোগিক ভেদের জ্ঞান হইবে। মূলগ্রন্থে যে "প্রতিযোগিত্বেন তজ্জ্ঞানম্"; "তজ্জ্ঞানে চ"—এই দুইটি কথা আছে, তাহার অর্থ যথাক্রমে—"প্রতিযোগিরূপে কুম্ভের জ্ঞান ও প্রতিযোগিরূপে কুম্ভের জ্ঞান হইলে" এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হইল। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

(১) এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও বস্তু কোনরূপে সাপেক্ষ হইলেও অন্যরূপে নিরপেক্ষ হইতে পারে। যে বস্তু কোনরূপে নিরপেক্ষ, সেই বস্তু অন্যরূপে সাপেক্ষ হইতে বাধা নাই। সুতরাং সাপেক্ষ ঘটভেদ তাহার অধিকরণ নিরপেক্ষ ভূতলস্বরূপ হইলেও সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষের ঐক্যপ্রযুক্ত দোষ হইবে না। কারণ ভূতল ভূতলত্বরূপে নিরপেক্ষ হইলেও ঘটভেদের অধিকরণরূপে সাপেক্ষ হইতে বাধা নাই। "যাহা নিরপেক্ষাভিন্ন, তাহাও নিরপেক্ষ হইবে" এইরূপ ব্যাপ্তি যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্যুপপত্তেশ্চ। তার্কিকসমবায়বৎ নিরূপকভেদেন ভেদস্যাভিন্নত্বাৎ। নাপ্যন্যোন্যাশ্রয়ঃ, ভেদপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্তম্ভত্বাদিপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব হেতুত্বাৎ। ন তাবৎ ভেদপ্রত্যক্ষে ভেদাশ্রয়াদ্ভিন্নত্বেন

এক্ষণে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ হইতে নূতনভাবে অনবস্থা দোষের শঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। প্রদর্শিত অদ্বৈতবাদিগণের শঙ্কাতে ভেদের ভেদ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে দেখান হইয়াছে; কিন্তু ভেদেও ভেদত্বরূপ একটি ধর্ম্ম আছে; এই ভেদত্ব ধর্ম্মটি ধর্ম্মী ভেদ হইতে ভিন্ন।* সুতরাং ভেদরূপ ধর্ম্মীতে ভেদত্ব ধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। সেই ভেদত্বের ভেদেরও ভেদ, ধর্ম্মী ভেদে স্বীকার করিতে হইবে; এইরূপে যতটি ভেদ স্বীকার করা যাইবে, প্রত্যেক ভেদেই ভেদত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে; আর তাহাতে অনবস্থাই হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ভেদরূপ ধর্ম্মীতে ভেদত্ব ধর্ম্মের ভেদ থাকিলেও সেই ভেদ ধর্ম্মী ভেদ হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং অনবস্থা দোষ হইবে না; কারণ ভেদত্ব ধর্ম্মের ভেদ অধিকরণস্বরূপ বলিয়া ভেদধারা স্বীকার করিতে হইল না। নিরবধি ভেদধারা স্বীকার করিলেই এই স্থলে অনবস্থা দোষ হইত।

পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদিগণ যে শঙ্কা করিয়াছিলেন—যেমন ভূতলে ঘটের ভেদ আছে, সেইরূপ ভূতলে ভেদেরও ভেদ আছে; আবার সেই ভেদেরও ভেদ ভূতলে আছে; এইরূপ ভেদের ভেদপরম্পরা স্বীকারে অনবস্থা দোষ হইবে। নিরবধিক ভেদধারা স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত; কারণ ভূতলাদিতে যে ঘটপ্রতিযোগিক ভেদ ও ভেদনিরূপিত ভেদ আছে, তাহা ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইত। ঘটের ভেদ ও ভেদের ভেদ এই উভয়েই ভেদত্ব ধর্ম্ম একটি। এইজন্য অনবস্থাপ্রসঙ্গ হইবে না। গ্রন্থকারের এই কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝা গেল না। গ্রন্থকার ভেদের ঐক্য সমর্থন করিতে যাইয়া ভেদত্বের ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে ভেদের ভেদনিবন্ধন যে দোষ, তাহার বারণ হয় না। এইস্থলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূতলে ভেদদ্বয় আছে; "ভূতলং ঘটো ন" এই প্রতীতিসিদ্ধ একটি ভেদ এবং "ভূতলং ভেদো ন" এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ অপর একটি ভেদ। ভূতলে ঘটপ্রতিযোগিক ভেদ ও ভেদপ্রতিযোগিক ভেদ, এই দুইটি ভেদ সমনিয়ত বলিয়া তাহা এক। এজন্য অনবস্থা-দোষ হইবে না। ভেদ দুইটি ভিন্ন হইলে অনবস্থাদোষ হইত। ভূতলনিষ্ঠ ঘটনিরূপিত ভেদ ও ভূতলনিষ্ঠ ভেদনিরূপিত ভেদ—এই দুইটি একটিই ভেদ। ভেদের প্রতিযোগিভেদে ভেদের ভেদ সিদ্ধ হয় না। যেমন তার্কিক মতসিদ্ধ সমবায় সম্বন্ধিভেদে ভিন্ন হয় না। তার্কিকগণ যেমন সমবায়-সম্বন্ধ এক বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ সমবায়-সম্বন্ধের নিরূপক জাতি, গুণ, কর্ম্মাদি পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন; যেমন জাতির সমবায়, গুণের সমবায় ইত্যাদি। জাতি, গুণ ইত্যাদি সমবায়-সম্বন্ধের নিরূপক অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগী। এই নিরূপক বা প্রতিযোগী জাতি, গুণ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হইলেও এই পরস্পর ভিন্ন জাতি, গুণাদির দ্বারা নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধ একই বটে; সমবায়-সম্বন্ধের নিরূপক

---

* ভেদের ভেদত্ব ধর্ম্মটি কি ইহা নিরূপণ করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ বহুপ্রকার বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। "আত্মতত্ত্ব-বিবেক" গ্রন্থে বাহার্থভঙ্গবাদে রঘুনাথ শিরোমণি ভেদত্বকে অখণ্ড উপাধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—অভাবত্ব, অন্যোন্যাভাবত্ব, প্রাগভাবত্ব, প্রধ্বংসাভাবত্ব প্রভৃতি প্রতীতিবিশেষসাক্ষিক অখণ্ড উপাধি অতিরিক্ত পদার্থ। গঙ্গেশোপাধ্যায় অপেক্ষা প্রাচীন তরণিমিশ্র "রত্নকোষে" সর্ব্বপ্রথম অখণ্ডোপাধি স্বীকার করেন। বর্দ্ধমান প্রভৃতিও এই গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। (ন্যায়পরিশুদ্ধিপ্রকাশ—১৬৩ পৃঃ)।

মাধ্ব-আচার্য্যগণ খণ্ডনখণ্ডিত চারিটি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ নামক একটি পঞ্চম প্রকার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বস্তু-মাত্রকেই সবিশেষাভিন্ন বলিয়া থাকেন। অতিপ্রাচীন মণ্ডনমিশ্র "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে ভেদের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত ভেদখণ্ডনের উদ্ধার "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে করা হইয়াছে। ফল কথা—এই ভেদের খণ্ডন ও মণ্ডন-রীতি বহুকাল হইতেই আর্য্য-দার্শনিকগণ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে দ্বৈতবাদী বা ভেদবাদী বলা হয় এবং যাঁহারা ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলা হয়।

প্রতিযোগিজ্ঞানং হেতুঃ। অন্যথা জীবস্য ব্রহ্মৈক্যপ্রতীতৌ ব্রহ্মণো জীবৈক্যধীরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ।

জাত্যাদি ভিন্ন হইলেও জাত্যাদিনিরূপিত সমবায় ভিন্ন নহে; এইরূপ ভেদও ভেদের নিরূপক প্রতিযোগীর ভেদে ভিন্ন হইবে না। ঘটের ভেদ ও ভেদের ভেদ ভিন্ন হইবে না। ঘট ও ভেদ প্রদর্শিত ভেদের প্রতিযোগী বা নিরূপক; নিরূপকের ভেদপ্রযুক্ত নিরূপ্য ভেদের ভেদ হইবে না। যেমন তার্কিকগণের মতে নিরূপকভেদে সমবায়ের ভেদ হয় না। আর নিরূপকভেদে যদি ভেদ ভিন্ন না হয়, তবে নিরবধি ভেদধারাও হইতে পারে না; সুতরাং অনবস্থা দোষও হইবে না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্তম্ভ ও কুম্ভের ভেদপ্রত্যক্ষে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ ভেদপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হইলেও অনুযোগী হইতে ভিন্নরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ নহে; কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান ভেদপ্রত্যক্ষে কারণ। যেমন কুম্ভে স্তম্ভের ভেদপ্রত্যক্ষে স্তম্ভত্বরূপে স্তম্ভের জ্ঞানই কারণ; কিন্তু কুম্ভ হইতে ভিন্নরূপে স্তম্ভের জ্ঞান উক্ত ভেদপ্রত্যক্ষে কারণ নহে। তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইত। অভাবত্বরূপে অভাবের প্রতীতিতে অভাবের প্রতিযোগী যেরূপে ভাসমান হয়, সেই ভাসমান রূপই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। কুম্ভ স্তম্ভ হইতে ভিন্ন এইরূপ ভেদপ্রতীতিতে ভেদের প্রতিযোগী স্তম্ভ স্তম্ভত্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে; এইজন্য স্তম্ভত্ব ধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। অদ্বৈতবাদিগণকেও এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞানকে ভেদপ্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করিয়া অনুযোগিভিন্নরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞানকেই ভেদপ্রত্যক্ষে কারণ বলেন, তবে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকারেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইবে। কারণ ব্রহ্মে জীবের ঐক্যপ্রতীতিতে ব্রহ্মৈক্যরূপে জীবের জ্ঞান কারণ হইবে। ব্রহ্মৈক্যরূপে জীবের জ্ঞান হইলে জীবের ঐক্য ব্রহ্মে প্রতীত হইতে পারিবে। সুতরাং এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণকেও জীবত্বরূপে জীবের জ্ঞানই ব্রহ্মে জীবের ঐক্যজ্ঞানে কারণ বলিতে হইবে। আর তাহাতে ঐক্যজ্ঞানে যেমন অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না, সেইরূপ ভেদজ্ঞানেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ভেদজ্ঞানে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মাশ্রয় অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি তর্ক অনিষ্টপ্রসঞ্জক; প্রমিত পরিত্যাগ ও অপ্রমিত স্বীকার এই দ্বিবিধ অনিষ্ট; তর্ক দ্বারা এই দ্বিবিধ অনিষ্টের যে কোন একটি অনিষ্টের প্রসঞ্জন করা হইয়া থাকে। এই জন্যই তর্ককে অনিষ্টপ্রসঞ্জক বলা হয়। উদয়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামক গ্রন্থে আত্মাশ্রয়াদি পঞ্চবিধ তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আত্মাশ্রয়াদি তর্কও উৎপত্তিতে অথবা জ্ঞপ্তিতে (জ্ঞানে) অনিষ্টের প্রসঞ্জক হইয়া থাকে। যেমন—কোন একটি বস্তুর উৎপত্তির কারণ যদি সেই বস্তুটি হয়, অর্থাৎ স্ব হইতে যদি স্বএর উৎপত্তি হয়, তবে উৎপত্তিতে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। স্বসাপেক্ষ স্বএর উৎপত্তি হইলে আত্মাশ্রয় হয়। এইরূপ স্বএর জ্ঞানসাপেক্ষ যদি স্বএর জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্বজ্ঞানসাপেক্ষ যদি স্বজ্ঞান হয়, তবে জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে।*

---

* আত্মাশ্রয়াদি তর্ক উৎপত্তিতে ও জ্ঞপ্তিতে অনিষ্টপ্রসঞ্জক হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই আত্মাশ্রয়াদি তর্ক স্থিতিতেও অনিষ্টপ্রসঞ্জক হইতে পারে ইহাও কোন কোন আচার্য্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, কোনও আশ্রিত বস্তু নিজাতিরিক্ত আধারে আশ্রিত বা স্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু আশ্রিত বস্তু নিজেই নিজের মধ্যে থাকিতে পারে না, অর্থাৎ আশ্রিত বস্তুর আশ্রয় নিজেই হইবে এইরূপ হয় না। আধার-আধেয়ভাব এক বস্তুতে হয় না। যেমন তদ্ঘটের আধার তদ্ঘট হয় না, এইরূপ পরস্পরসাপেক্ষ স্থিতিও হইতে পারে না; দুইজন মানুষ পরস্পরের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া থাকিতে পারে না। নিজে যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না, সেইরূপ পরস্পর

কিঞ্চ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ উৎপত্তৌ বাধকঃ? জ্ঞপ্তৌ বা? নাদ্যঃ, ভেদস্যাজন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ভেদপ্রতীতেস্তবাপ্যাবশ্যকত্বাৎ; অন্যথা ভেদভ্রমনিরাসায় শ্রবণ্যাদ্যযোগাৎ; ভেদাপ্রতীতৌ বহুযত্নৈস্তন্নিরাসা-

এই স্থলে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদিগণ স্তম্ভ-কুম্ভাদির ভেদপ্রতীতিতে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছেন, সেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ কি ভেদের উৎপত্তিতে হইবে? অথবা জ্ঞপ্তিতে হইবে? অর্থাৎ ভেদের উৎপত্তিতে অথবা ভেদের জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে?

ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ ভেদ নিত্য বস্তু; ভেদের উৎপত্তি হয় না; এইজন্য ভেদের উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতে পারে না। যে বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ কদাচিৎ সম্ভাবিত হইতে পারে; কিন্তু যাহার উৎপত্তিই নাই, তাহার উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনাই নাই। কারণ পরস্পর সাপেক্ষোৎপত্তিক বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না; ইহাই উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ। যাহার উৎপত্তিই নাই, তাহার "উৎপত্তিই হইতে পারিবে না" এইরূপ দোষ দেখান যাইতে পারে না।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও সমীচীন নহে; কারণ জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় হইলে অর্থাৎ যে দুইটি বস্তুর জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞানসাপেক্ষ হয়, সেই দুইটি বস্তু জ্ঞাত হইতে পারে না ইহাই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের জ্ঞপ্তিতে অনিষ্টপ্রসঙ্গ; অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের জ্ঞপ্তিতে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণকে ইহাই বলিতে হইবে যে, ভেদের জ্ঞপ্তিতে যদি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়—ভেদের জ্ঞান যদি পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ হয়, তবে ভেদ জ্ঞাত

দুইজনও পরস্পরের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। ইহাকেই স্থিতিতে আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলা হয়। স্থিতিতে আত্মাশ্রয় দোষকেই শাস্ত্রে "স্ববৃত্তিবিরোধ" বলা হয়; কিন্তু স্থিতিতে আত্মাশ্রয়াদি দোষ সকলে স্বীকার করেন না। তাহার কারণ এই যে, নৈয়ায়িকগণ জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্মকে কেবলান্বয়ী বলিয়া স্বীকার করেন। কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই থাকে; তাহার অভাব কোথাও থাকে না। এইজন্য জ্ঞেয়ত্ব বা প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম নিজেতেও নিজে থাকে। জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম যদি জ্ঞেয়ত্বে না থাকিত, তবে তাহা কেবলান্বয়ী হইতে পারিত না। এইজন্য জ্ঞেয়ত্বাদি ধর্ম্ম নিজেই নিজেতে থাকে অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার ও নিজেই নিজের আধেয় হয়। আর অনুভবও এইরূপ হয় যে, জ্ঞেয়ত্ব জ্ঞেয় ও প্রমেয়ত্ব প্রমেয়। কেবলান্বয়িত্বের অনুরোধে জ্ঞেয়ত্বাদি ধর্ম্মের স্থিতিতে আত্মাশ্রয়াদি দোষ স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু নৈয়ায়িক মহামতি শঙ্করমিশ্র "বাদিবিনোদ" নামক গ্রন্থে স্থিতিতেও আত্মাশ্রয়াদি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন (২০ পৃঃ)। এই কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম বহু;—জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব (ইহাকেই পদার্থত্ব কহে), বিশেষণত্ব, বিশেষ্যত্ব, ধর্ম্মত্ব, ধর্ম্মিত্ব, গুণত্ব, প্রধানত্ব, পক্ষত্ব, দৃষ্টান্তত্ব, স্বত্ব, পরত্ব, ভিন্নত্ব, ইতরত্ব ইত্যাদি। এই ধর্ম্মগুলিকে স্ববৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। স্বীকার করিবার কারণ অনুভব। জ্ঞেয়ত্ব যে জ্ঞেয় হয়, প্রমেয়ত্ব যে প্রমেয় হয়, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অনুভবসিদ্ধ বলিয়াই কেবলান্বয়ী ধর্ম্মগুলির স্ববৃত্তিত্ব স্বীকার করা হয়। নৈয়ায়িকগণ প্রদর্শিত ধর্ম্মগুলিকে কেবলান্বয়ী বলিয়া স্বীকার করেন, এইজন্য কেবলান্বয়ী ধর্ম্মব্যতিরিক্ত স্থলে স্ববৃত্তিত্ব দোষ হইলেও কেবলান্বয়ী ধর্ম্মগুলির স্ববৃত্তিত্ব অনুভবসিদ্ধ বলিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের স্ববৃত্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রমাণং শরণং বৃত্তৌ ন ভিন্নাভিন্নতে যতঃ। এইজন্য কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের স্থিতিতে আত্মাশ্রয় দোষ নাই; কিন্তু কেবলান্বয়ী ধর্ম্মব্যতিরিক্ত স্থলে স্থিতিতেও আত্মাশ্রয় দোষ হইবে, ইহা তার্কিকগণ স্বীকার করেন। এই জন্যই শঙ্করমিশ্র "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে স্থিতিতে আত্মাশ্রয়াদি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেবলান্বয়ী ধর্ম্মে এই দোষ হইবে না ইহাও বলিয়াছেন। (বাদিবিনোদ ৪৭ পৃঃ)। কেবলান্বয়ী ধর্ম্মপরিগণনাতে শঙ্করমিশ্র ভিন্নত্বকেও কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভিন্নত্ব কথার অর্থ ভেদ। ঘটের ভেদ পটে আছে বলিয়া ঘট যেমন পটভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ ঘটের ভেদও পটভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ভেদ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আর ভেদান্তরের অপেক্ষা নাই। ভেদ কেবলান্বয়ী বলিয়া ভেদ নিজেতেই নিজে আশ্রিত হইয়া থাকে। এইজন্য ভেদধারা কল্পনা করিতে হয় না। ইহাকেই শাস্ত্রে "স্বপরনির্ব্বাহক" কহে। যে ভেদের দ্বারা ঘট পট হইতে ভিন্ন হইয়াছে, সেই ভেদের দ্বারাই ভেদ নিজেও ভিন্ন হইয়াছে। "ভেদ অনুযোগীর ধর্ম্ম" এই পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বুঝিতে হইবে। যদিও অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের স্বপরনির্ব্বাহকত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তথাপি তাঁহাদিগকে অন্যত্র স্বপরনির্ব্বাহকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। যেমন—প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ধর্ম্মও মিথ্যা। এই মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব ভিন্ন হইলে তাঁহাদেরও অনবস্থা দোষ হইবে। এইজন্য মিথ্যাত্ব ধর্ম্মের দ্বারা প্রপঞ্চ যেমন মিথ্যা হয়, এইরূপ মিথ্যাত্বও নিজে মিথ্যা হইয়া থাকে। মিথ্যাত্ব যে মিথ্যা, এজন্য অন্য মিথ্যাত্বের আবশ্যকতা নাই। মিথ্যাত্বের স্বপরনির্ব্বাহকতা স্বীকার করিলে ভেদের স্বপরনির্ব্বাহকতা স্বীকারে দোষ কি?

যোগাচ্চ। স্বপরপক্ষদূষণভূষণাদিসর্ব্ববিপ্লবাপত্তেঃ; ব্রহ্মণি অনৃতজড়পরিচ্ছিন্নাদিভেদস্যাসিদ্ধ্যাপত্তেশ্চ। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাসিদ্ধেশ্চ। ১৩।

অপি চ ভেদবাধকজ্ঞানং কিং বিষয়কম্? নির্ব্বিষয়কজ্ঞানাসম্ভবাদ্ ভেদমেব বিষয়ীকরোতি?

হইতে পারিবে না। ভেদের জ্ঞান যেমন দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া যদি আমাদের ভেদের জ্ঞান হইতে না পারে, তবে অদ্বৈতবাদিগণেরই বা ভেদের জ্ঞান হইবে কিরূপে? ভেদজ্ঞানের সমর্থন ত অদ্বৈতবাদিগণকেও করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ ভেদপ্রতীতির অপলাপ করিতে পারেন না সুতরাং ভেদপ্রতীতির সমাধান আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব আমাদের পক্ষে ভেদপ্রতীতিতে দোষ দেখাইলে সেই দোষ অদ্বৈতবাদিগণের নিজের পক্ষেও ত হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের ভয়ে ভেদের প্রতীতিই স্বীকার না করেন, তবে জীব ও ব্রহ্মে ভেদভ্রমনিবৃত্তির জন্য বেদান্ত-শ্রবণাদি করেন কেন? ভেদপ্রতীতি স্বীকার না করিলে ভেদভ্রমনিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রশ্রবণাদিও অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের "স্বক্রিয়াব্যাঘাত" দোষ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে, ভেদ যদি প্রতীতই না হইত, তবে ভেদনিবৃত্তির জন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে বহু যত্ন-স্বীকার করেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সর্ব্বথা অপ্রতীত বস্তু অসৎ; অসৎ নিরাসের জন্য যত্ন নিষ্ফল।

আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ যদি ভেদের প্রতীতিই স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদের স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদজ্ঞান হইবে না; স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদজ্ঞান না থাকিলে তাঁহারা স্বপক্ষের সমর্থন ও পরপক্ষের খণ্ডনই বা কিরূপে করিবেন? স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদ-প্রতীতি না হইলে স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদ সিদ্ধ হইল না; আর এইজন্য সকলই স্বপক্ষ কিংবা সকলই পরপক্ষ হইয়া যাইবে; আর তাহাতে খণ্ডন-মণ্ডন ব্যবস্থার বিপ্লব হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাদি প্রপঞ্চকে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, জড় অর্থাৎ অস্বপ্রকাশ—পর-প্রকাশ্য এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মকে প্রপঞ্চবিপরীতস্বভাব বলিয়া স্বীকার করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, স্বপ্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন; আর এই জন্য সত্য-ব্রহ্মে মিথ্যা-প্রপঞ্চের ভেদ, স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মে অস্বপ্রকাশ প্রপঞ্চের ভেদ এবং অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভেদের প্রতীতি অসিদ্ধ হইলে প্রদর্শিত সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির ভেদ অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর এই ভেদ অসিদ্ধ হইলে মিথ্যা-প্রপঞ্চের সহিত সত্যব্রহ্মের অভেদই হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মও মিথ্যা হইবে অথবা প্রপঞ্চও সত্য হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতমতানুসারী ভাষ্যে বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অধিকারিবিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক কথার অর্থ নিত্যানিত্য বস্তুর ভেদ। ভেদ অস্বীকার করিলে তাঁহাদের ভাষ্যকারের কথার সহিতই বিরোধ ঘটিবে। ১৩।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাধক তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। এই ভেদবাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইবে কে? নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান সম্ভাবিতই নহে অর্থাৎ ভেদবাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ই নাই এইরূপ বলা যায় না; কারণ নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান অসম্ভব। এইজন্য ভেদবাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই তাঁহাদিগকে কোনও বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে – ভেদবাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় কি ভেদ? অথবা অভেদ? অথবা উদাসীন যৎকিঞ্চিৎ বস্তু?

প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধক জ্ঞান যদি জীব-ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক হয়, তবেই জীব-ব্রহ্মের ভেদের বাধা সম্ভাবিত হইবে। বিপরীত-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানই বাধক জ্ঞান;

অভেদং বা যৎকিঞ্চিদ্‌রেতি বক্তব্যম্। নাদ্যঃ, ভেদাবগাহিনো ভেদবাধকত্বাযোগাৎ, প্রত্যুত ভেদসাধকত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তত্র নঞঃ তদন্যস্তদ্‌বিরোধী তদভাবো বা অর্থোঽভিমতঃ? ত্রিষ্বপি অর্থেষু ভেদো দুর্নিবারঃ। তদনন্যত্বে তদ্‌বিরুদ্ধতদভাবত্বয়োরযোগাৎ। ভেদাভাবগ্রাহিণাপি প্রতিযোগিবিলক্ষণতয়ৈব অভাবস্য গ্রহণাচ্চ। ন তৃতীয়ঃ, ঔদাসীন্যেন প্রবৃত্তস্য ইদমিতি জ্ঞানবদবাধকত্বাৎ। ১৪।

ভেদের বিপরীত অভেদ; জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান জীব-ব্রহ্মের ভেদের বাধক হইতে পারে না; জ্ঞান স্ববিষয়ের বাধক হয় না। প্রত্যুত জীব-ব্রহ্মের ভেদবিষয়ক জ্ঞান জীব-ব্রহ্মের ভেদের সাধক হইয়া থাকে; বাধক হইতে পারে না। এইজন্য প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত; যদি জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় জীব-ব্রহ্মের অভেদ হয়, অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক জ্ঞানকে জীব-ব্রহ্মের ভেদের বাধক বলা যায়, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, অভেদজ্ঞান ভেদের বাধক হইবে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভেদবিষয়ক জ্ঞানও ভেদের বাধক না হইয়া ভেদের সাধকই হইবে; কারণ অভেদ কথার অর্থ কি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে "ন ভেদ অভেদ" এইরূপই অভেদ শব্দের অর্থ হইবে; ন ভেদ এই স্থলে যে ন শব্দটি অর্থাৎ নঞ্ অব্যয়টি আছে, তাহার অর্থ—এই স্থলে তিন প্রকার সম্ভাবিত হইতে পারে; তদন্য (১), তদ্বিরোধী (২) ও তদভাব (৩)। প্রদর্শিত এই তিনটি অর্থের প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে "ভেদের অন্য" ইহাই অভেদ কথার অর্থ হইবে। অন্য, ভিন্ন প্রভৃতি শব্দ সমানার্থক; এই জন্য অভেদ শব্দের ভেদান্য বা ভেদভিন্ন অর্থ হইলে ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় ভেদই হইল এবং এইরূপে ভেদ দুষ্পরিহার্য্যই হইয়া পড়িল। ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, অভেদের নকারের তদন্য অর্থ গ্রহণ করিলে ভেদ দুষ্পরিহার্য্য হয় বটে; কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে ভেদের অপরিহার্য্যতা হইবে না; কারণ তদ্বিরোধী বা তদভাব এই দুইটি অর্থের একটিও ভেদ নহে; সুতরাং প্রদর্শিত দুইটি অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিলে অভেদজ্ঞানের বিষয় আর ভেদ হইবে না; আর তাহাতে অভেদজ্ঞান ভেদের সাধক না হইয়া ভেদের বাধকই হইতে পারিবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ভেদের বিরোধী বা ভেদের অভাব ভেদ হইতে ভিন্ন হইবে; যে যাহা হইতে ভিন্ন নহে, সে তাহার বিরোধী বা অভাব হইতে পারে না। যে যাহার বিরোধী কিংবা যে যাহার অভাব সে তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে; অনন্য বস্তু বিরোধীও নহে, অভাবও নহে। ঘটের অভিন্ন ঘট ঘটের বিরোধীও নহে; ঘটের অভাবও নহে। সুতরাং বিরোধ বা অভাব অর্থ স্বীকার করিলে ভেদস্বীকারও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। তদনন্য বস্তুতে তদ্বিরুদ্ধত্ব বা তদভাবত্ব এই দুইটির একটিও থাকে না।

আরও কথা এই যে—অভেদজ্ঞান যদি ভেদাভাববিষয়ক হয়, তবে ভেদাভাবের প্রতিযোগী ভেদ; এই ভেদের অভাব প্রতিযোগী ভেদ হইতে বিলক্ষণস্বভাব হইবে। সর্ব্বত্রই অভাব প্রতিযোগী হইতে বিলক্ষণস্বভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ভেদাভাবও স্বপ্রতিযোগী ভেদের বিলক্ষণ হইবে। এইজন্য ভেদাভাবজ্ঞান প্রতিযোগী ভেদ হইতে বিলক্ষণরূপে ভেদের অভাবকে বিষয় করে বলিয়াও ভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ বৈলক্ষণ্যই ভেদ; বিলক্ষণরূপে জ্ঞানের বিষয় হওয়ার অর্থই ভিন্নরূপে জ্ঞানের বিষয় হওয়া। বিলক্ষণ ও ভিন্ন শব্দের অর্থ এক। এইজন্য ভেদাভাববিষয়ক জ্ঞান ভেদের বাধক না হইয়া ভেদের সাধকই হইবে। সুতরাং অভেদবিষয়ক জ্ঞান যে ভেদের বাধক হইতে পারে না, তাহা বলা হইল।

এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত; কারণ ভেদবাধক প্রমাণ যদি ভেদের বিলক্ষণরূপে স্বীয় বিষয়কে গ্রহণ না করে, তবে তাহা ভেদের বাধকই হইতে পারিবে না। ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় যদি ভেদ হইতে বিলক্ষণরূপে গৃহীত না হয়,

কিঞ্চ বাধকজ্ঞানং ত্রিবিধম্—নায়ং ভেদ ইতি, নাস্ত্যত্র ভেদ ইতি, অন্যদেব ভেদাত্মনাভাদিতি বা। তত্র নেদং রজতং, নাস্ত্যত্র রজতম্, অন্যদেব রজতাত্মনা অভাদিতিবৎ তদেতৎ সর্ব্বথা

তবে ভেদের সহিত অবিলক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান ভেদের বাধকই হইতে পারে না। মূলকার যে "ঔদাসীন্যেন প্রবৃত্তস্য" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—ভেদবাধক জ্ঞান যদি ভেদরূপ প্রতিযোগীর অবিলক্ষণবিষয়ক হয়—অবিরোধিবিষয়ক হয়, তবে তাদৃশ জ্ঞানকে উদাসীনভাবে প্রবৃত্ত জ্ঞান বলা যায়। অবিরোধিবিষয়ক জ্ঞানই উদাসীনভাবে প্রবৃত্ত জ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞান ভেদের বাধক হইতে পারে না। এই উদাসীনভাবে প্রবৃত্ত জ্ঞানের উদাহরণস্বরূপে—"ইদং" এইরূপ জ্ঞান দেখাইয়াছেন। শুক্তিতে রজতভ্রমের অনন্তর রজতবিলক্ষণরূপে শুক্তিজ্ঞান রজতজ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু উদাসীনভাবে "ইদং" এইরূপ জ্ঞান রজতভ্রমের বাধক হয় না। জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধক জ্ঞানও যদি যৎকিঞ্চিৎ-বিষয়ক হয়, তবে "ইদং" এইরূপ জ্ঞান যেরূপ ভ্রমের বাধক হয় না, এইরূপ উদাসীনভাবে প্রবৃত্ত যৎকিঞ্চিৎবিষয়ক জ্ঞানও জীব-ব্রহ্মের ভেদের বাধক হইবে না। এই তৃতীয় পক্ষে যৎকিঞ্চিৎবিষয়ক জ্ঞান ভেদবাধক হইবে বলিয়া যে অদ্বৈত-বেদান্তিগণ মনে করিয়াছিলেন, যাহার খণ্ডন বলা হইয়াছে, এই যৎকিঞ্চিৎবিষয়ক জ্ঞান বলায় অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিপ্রায় এই ছিল যে—ভেদবাধক জ্ঞান ভেদবিষয়ক হইলে বাধক জ্ঞানের দ্বারাই ভেদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে, যৎকিঞ্চিৎ-বিষয়ক বলিলে বাধকজ্ঞানের দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের আরও নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, অধিষ্ঠান-তত্ত্বসাক্ষাৎকারই অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রের নিবৃত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব-ব্রহ্মভেদ শুদ্ধ চৈতন্যে শুক্তিতে রজতের মত অধ্যস্ত। শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব-ব্রহ্মের ভেদের নিবৃত্তি হইবে। অথবা উক্ত সাক্ষাৎকারই ভেদের নিবৃত্তিস্বরূপ হইবে। সুতরাং শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞান ভেদের বিলক্ষণরূপে চৈতন্যের জ্ঞান নহে; ভেদের বিলক্ষণরূপে যে জ্ঞান, তাহা সপ্রকারক জ্ঞান; শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞান নিষ্প্রকারক জ্ঞান। নিষ্প্রকারক জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার জীব-ব্রহ্মভেদের বাধক বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে কোনও ধর্ম্ম বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না বলিয়া এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান উদাসীন প্রবৃত্ত জ্ঞান। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় শুদ্ধচৈতন্য ভেদের বিলক্ষণরূপে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। ভেদের বিলক্ষণরূপে ভাসমান হইলে চৈতন্য আর শুদ্ধ থাকিত না এবং তাহার জ্ঞানও নির্ব্বিকল্পক না হইয়া সবিকল্পক হইয়া পড়িত। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ভেদের অবিলক্ষণরূপে শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করে বলিয়া অর্থাৎ ভেদবিলক্ষণরূপে শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করে না বলিয়া তাহা জীব-ব্রহ্মের ভেদের বাধক হইতে পারে না; উদাসীন জ্ঞান বাধক হয় না। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি সিদ্ধান্তিগণপ্রদর্শিত দোষ। শুক্তিজ্ঞান যে রজতের বাধক হইয়া থাকে, তাহাতেও রজতবিলক্ষণরূপে শুক্তি শুক্তিজ্ঞানে বিষয় হয় বলিয়াই রজতের বাধ হইয়া থাকে। রজতের অবিলক্ষণরূপে শুক্তির জ্ঞান হইলে সেই জ্ঞান রজতের বাধক হইতে পারিত না। রজতের অবিলক্ষণরূপে শুক্তিজ্ঞানই "ইদং" এইরূপ জ্ঞান। "ইদং" এইরূপ শুক্তিজ্ঞান যে রজতের বাধক হয় না, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। আর এইজন্যই মূল গ্রন্থে "ইদমিতি জ্ঞানবৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ১৪।

আরও কথা এই যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধক জ্ঞান তিন প্রকার হইতে পারে। (১) "ইদং রজতং" এইরূপ ভ্রমের পরে যেমন "নেদং রজতং" এইরূপ বাধক জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রমের পরে "নায়ং ভেদঃ" এইরূপ ভেদবাধক জ্ঞান হইবে। (২) "ইদং রজতং" এইরূপ ভ্রমের পরে যেমন "নেদং রজতং" এইরূপ বাধকজ্ঞান হয়, সেইরূপ "অত্র রজতং নাস্তি" এইরূপ বাধকজ্ঞানও হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার বাধকজ্ঞান অনুসারে জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানের বাধক জ্ঞানটি "অত্র ভেদো নাস্তি" এইরূপ হইবে অর্থাৎ "জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই" এইরূপ

ভেদাবগাহীতি কথং ভেদমাত্রবাধকম্। কিঞ্চ বাধজ্ঞানং ভেদাদ্ ভিন্নতয়া স্বার্থাবগাহি ন বেতি? আদ্যে ভেদস্থিতিঃ। দ্বিতীয়ে ভেদবাধাসম্ভবঃ। তস্মাৎ ক্লৃপ্তবিষয়ত্বাৎ নান্যোন্যাশ্রয়ত্বাদেরুত্থানম্। উত্থিতস্য চ ভেদাভাসত্বম্। ১৫।

হইবে। (৩) এইরূপ প্রদর্শিত রজতভ্রমের পরে অরজতই রজতরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল (অরজতমেব রজতাত্মনা প্রত্যভাৎ) এইরূপ তৃতীয় প্রকার বাধজ্ঞানও হইতে পারে। তদনুসারে জীব-ব্রহ্মের ভেদ-ভ্রমের বাধক জ্ঞানও "অন্যদেব ভেদাত্মনা প্রত্যভাৎ" অর্থাৎ ভেদ হইতে অন্য বস্তুই ভেদরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, এইরূপ বাধকজ্ঞানও হইতে পারে। রজতভ্রমের বাধক প্রদর্শিত ত্রিবিধ জ্ঞানের মত জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রমের বাধক প্রদর্শিত ত্রিবিধ জ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন। এই ভেদবাধক ত্রিবিধ জ্ঞানই ভেদবিষয়ক হইয়াছে বলিয়া ভেদমাত্রের বাধক হইতে পারে না। ভেদবিষয়ক জ্ঞান যে ভেদের বাধক হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—রজতভ্রমের বাধকজ্ঞান রজত হইতে ভিন্নরূপে শুক্তিকে বিষয় করিয়া থাকে। এইজন্যই শুক্তিজ্ঞান রজতের বাধক হয়। রজতের সহিত অভিন্নরূপে কোন বস্তুর জ্ঞানই রজতের বাধক হইতে পারে না ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয়ও ভেদ হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয় কিনা? ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা। বাধকজ্ঞানের বিষয় বাধ্য হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত না হইলে বাধকজ্ঞানের বাধকত্বই থাকিতে পারে না। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রমের বাধকজ্ঞানের বিষয় বাধ্য ভেদ হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয় যদি বলেন, তবে বাধকজ্ঞান ভেদের সাধকই হইবে; কারণ বাধকজ্ঞানের বিষয়ও ভেদ হইয়াছে। আর যদি ভেদবাধকজ্ঞানের দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে এই ভয়ে ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় বাধ্য ভেদ হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয় না এইরূপ বলেন, তবে উক্ত বাধকজ্ঞান ভেদের বাধকই হইতে পারিবে না।

"ভেদাদ্ ভিন্নতয়া স্বার্থং বাধধীর্গাহতে ন বা। আদ্যে ভেদঃ স্থিরোঽন্ত্যে তু ন সা স্যাদ্ ভেদবাধিকা॥" (ন্যায়ামৃত ৫৪৫ পৃঃ)। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধকজ্ঞান ভেদবিষয়ক না হইয়াও ভেদের বাধক হইতে পারিবে। যেমন "একং নানাত্মনা প্রত্যভাৎ" অর্থাৎ একটি বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, এইরূপ ভেদবাধকজ্ঞান স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণের কোন দোষ হইবে না; কারণ এই ভেদবাধক জ্ঞান ভেদবিষয়ক হয় নাই; অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ সমাধানও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা নিরস্ত হইল; কারণ ভেদবাধকজ্ঞানের বিষয় যে এক, সেই এক নানা হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত না হইলে নানাত্বের বাধক হইতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—ভেদ প্রমাণদ্বারা প্রমিত। অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের খণ্ডনের প্রয়াস করিলেও ভেদবাধক প্রমাণই ভেদের সাধক হইতেছে। কোন একটি ভেদের বাধক প্রমাণ অপর একটি ভেদের সিদ্ধি করিয়াই ভেদের বাধক হইয়া থাকে। এমন কোন ভেদবাধক প্রমাণ নাই, যাহা ভেদের অসাধক হইয়া ভেদের বাধক হইতে পারে। ভেদসাধক প্রমাণ ও ভেদবাধক প্রমাণ উভয়ই ভেদের সাধক বলিয়া ভেদ যে প্রমাণের দ্বারা প্রমিত তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে ভেদের প্রতীতিতে আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর হইতে পারিবে না। প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে যথার্থ অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের উত্থানই হয় না। যথাকথঞ্চিদ্ভাবে অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের উদ্ভাবন করিলেও তাহা ভেদসাধক প্রমাণের বিরুদ্ধ বলিয়া আভাস-স্বরূপই হইবে। অন্যোন্যাশ্রয়াদি যে তর্ক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আর তাহা আভাসস্বরূপ হইলে তর্কাভাসই হইল; তর্কাভাস তর্ক নহে। যেমন হেত্বাভাস হেতু নহে, এইরূপ তর্কাভাসও তর্ক নহে। সদ্ধেতুই যেমন সাধ্যের সাধক হইয়া থাকে, সেইরূপ সৎতর্কই অনিষ্টের প্রসঞ্জক হইয়া থাকে। আভাসীভূত হেতুর দ্বারা যেমন সাধ্যের সিদ্ধি

ন চ অনির্ব্বচনীয়ো ভেদোঽঙ্গীক্রিয়তে, তত্র স্বরূপাছন্তর্ভাববহির্ভাবাভ্যাং সদসত্ত্বাভ্যাং বা অন্যেনাপি ধর্ম্মেণ বা অনির্ব্বচনীয়ত্বমিষ্টমেবেতি বাচ্যম্, তর্কবাধ্যত্বমাত্রেণানির্ব্বাচ্যস্য ত্বদভিমতৈক্যস্যানির্ব্বচনীয়ত্বং

হয় না, সেইরূপ আভাসীভূত তর্কের দ্বারাও অনিষ্টের প্রসঞ্জন হয় না। মূলগ্রন্থে যে "ক্লৃপ্তবিষয়ত্বাৎ" বলা হইয়াছে, তাহাতে ক্লৃপ্ত কথার অর্থ প্রমাণপ্রমিত অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ। প্রমাণসিদ্ধ বস্তুকেই প্রামাণিক বস্তু বলে। ১৫।

আরও কথা এই যে—সৎতর্কই বাধক হইয়া থাকে; তর্কাভাস বাধক নহে; এইজন্য খণ্ডনকার খণ্ডন-গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভেদমাত্রের অনির্ব্বচনীয়তা সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত তর্কাভাসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনের জন্য মূলকার খণ্ডনগ্রন্থের আশয় দেখাইতেছেন—"অনির্ব্বচনীয়ো ভেদোঽঙ্গীক্রিয়তে।" অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন—ভেদমাত্রই অনির্ব্বচনীয়; তাঁহারা যে কেবল ভেদমাত্রকেই অনির্ব্বচনীয় বলেন, তাহা নহে; ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রই অনির্ব্বচনীয়। এইজন্য ভেদের আশ্রয় ও ভেদের প্রতিযোগীও অনির্ব্বচনীয়। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ভেদ প্রতীতির বিষয় বলিয়া বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ না হইলেও তাহা মিথ্যা অনির্ব্বচনীয়। পরমার্থ সত্য নহে। কারণ দ্বৈতবাদিগণ ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন; স্বরূপ, অন্যোন্যাভাব ও বৈধর্ম্ম্য। "আত্মতত্ত্ববিবেক" (৫৬১ পৃঃ) নামক গ্রন্থে এই ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে। এই ভেদ প্রদর্শিত তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারেরই অন্তর্গত নহে এবং দ্বৈতবাদিগণস্বীকৃত তিনটি প্রকারেরও অতিরিক্ত অন্য কোন প্রকারেরও অন্তর্গত হইতে পারে না। এইজন্য ভেদ স্বরূপাদির অন্তর্গতও নহে, বহির্ভূতও নহে বলিয়া অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ স্বরূপাদির অন্তর্গত বা বহির্ভূত বলিয়া ভেদের নির্ব্বচন করা যায় না। এইরূপ ভেদ সৎ কি অসৎ কোনরূপেই নির্ব্বচন করা যায় না; ভেদ সত্ত্ব কিংবা অসত্ত্বরূপে নির্ব্বচনের অযোগ্য বলিয়াও অনির্ব্বচনীয়। এইরূপ অন্য কোন প্রকারেও অর্থাৎ ভেদ অধিকরণস্বরূপ বলিয়া সাবয়ব কিংবা নিরবয়ব কোনরূপেই নির্ব্বচন করা যায় না। এইরূপ ভেদ অনিত্য অধিকরণস্বরূপ বলিয়া নিত্য কি অনিত্য কোনরূপেই নির্ব্বচন করা যায় না। এইজন্য ভেদ সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বাচ্য। আর এই কথাই মূলকার—"অন্যেনাপি ধর্ম্মেণ বা" এই কথার দ্বারা বলিয়াছেন। এইরূপে খণ্ডনগ্রন্থের আশয় প্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদিগণের মত দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন—অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিতরূপে ভেদমাত্রের যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ তর্কাভাস অবলম্বন করিয়া ভেদমাত্রের অনির্ব্বচনীয়ত্ব দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত তর্ক সৎতর্ক নহে; প্রত্যুত অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত তর্ক যেরূপ পরপক্ষের ব্যাঘাতক, সেইরূপ অদ্বৈতবাদি-গণের স্বপক্ষেরও ব্যাঘাতক। স্বব্যাঘাতক তর্ক তর্কাভাস; ইহাকে জাত্যুত্তর বলা যায়। স্বব্যাঘাতক তর্কের দ্বারা পরের পক্ষ খণ্ডন করিলে নিজের পক্ষও খণ্ডিত হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কোন তর্কের দ্বারা ভেদের অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রদর্শন করিলে আমরাও সেইরূপ তর্কের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যেরও অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রদর্শন করিতে পারিব। অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে অনির্ব্বচনীয় স্বীকার করেন না; তাঁহারা তাহাকে পরমার্থ সত্য বলেন। যেরূপ তর্কাভাসের সাহায্যে ভেদের অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ তর্কাভাসের সাহায্যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যেরও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হইবে। ভেদ যে সৎতর্কের দ্বারা বাধ্য নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মূলকার "তর্কবাধ্যত্বমাত্রেণ" বলিয়াছেন। তর্কাভাসের দ্বারা যেরূপ ভেদের অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হয়, সেইরূপ তর্কাভাসের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যেরও অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হইবে; প্রদর্শিত ভেদবাধক তর্ক ঐক্যেরও বাধক হইতে পারিবে। ভেদবাধক তর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মূলকার পৃথগ্‌ভাবে ঐক্যবাধক তর্ক প্রদর্শন করেন নাই। ঐক্যবাধক তর্ক এইরূপ হইবে যে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে জীব-ব্রহ্মনিরূপিত ঐক্য ভেদের মত সাপেক্ষস্বরূপ বলিয়া সাপেক্ষ ঐক্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ঐক্যের নিরপেক্ষত্বাপত্তি অথবা ব্রহ্মের সাপেক্ষত্বাপত্তি হইবে। আর যদি প্রদর্শিত অনিষ্টের ভয়ে অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব-

সুশকং বক্তুম্। নন্থ ঐক্যস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ তদ্বাধে শূন্যত্বাপত্তিরিতি চেন্ন, ভেদস্যাপি অধিকরণাত্মকতয়া তন্মাত্রবাধে শূন্যত্বাপত্তেস্তুল্যত্বাৎ। ১৬।

নন্থ ভেদস্য ঘটস্বরূপত্বে তন্নিরূপকপ্রতিযোগিনোঽপি তৎস্বরূপতাপত্তিঃ, ন হি ভেদরূপমাত্রং ঘটঃ, কিন্তু পটপ্রতিযোগিকভেদরূপ ইতি চেন্ন, ভেদপ্রতিযোগিন উপলক্ষণত্বেন স্বরূপতায়ামনন্বয়াৎ। অন্যথা

ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্মস্বরূপ না বলিয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তবে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। জীব-ব্রহ্মের একত্ব ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিলে এই একত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে; ভিন্ন বস্তুই ধর্ম্ম হইতে পারে; এই একত্বকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে হইবে; আর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহা ব্রহ্মে আছে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আর তাহাতে ঐক্যের বৃত্তিবিকল্পে অনবস্থা দোষ ঘটিবে; অদ্বৈতবাদিগণ যেমন "ভেদ ভিন্নে থাকে, কি অভিন্নে থাকে" এইরূপ ভেদের বৃত্তিবিকল্প করিয়া ভেদের অনবস্থা দোষ দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও এই স্থলে "ঐক্য একে থাকে কি অনেকে থাকে" এইরূপ ঐক্যের বৃত্তিবিকল্প দেখাইয়া ঐক্যের অনবস্থা দোষ দেখাইতে পারিব। "ঐক্য একে থাকে" এইরূপ বলিলে একত্ববিশিষ্ট বস্তুতে ঐক্য থাকে ইহাই বলা হয়; আর তাহা হইলে সেই একত্বও একত্ববিশিষ্ট বস্তুতে থাকে বলিয়া নিরবধিক ঐক্যধারা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তর্কাভাসের দ্বারা যেরূপ ভেদের বাধা হয়, সেইরূপ ঐক্যেরও বাধা হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—আমরা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করি না; জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপ; তর্কের দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ ঐক্যের বাধ হইলে শূন্যবাদের আপত্তি হইবে। তবে আমরাও বলিব যে—ভেদমাত্রই অধিকরণস্বরূপ বলিয়া তর্কের দ্বারা ভেদমাত্রের বাধা করিলে তাহাতে অধিকরণমাত্রেরই বাধা হইবে; আর তাহাতে শূন্যবাদেরই আপত্তি হইবে। বাধ্য বস্তুর বাধে বাধ্য বস্তুর অধিকরণ অবশিষ্ট থাকে, এই অধিকরণও যদি বাধিত হয়, তবে অবশ্যই শূন্যবাদ আসিয়া পড়িবে। ১৬।

সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণ ভেদমাত্রের খণ্ডন করিবার জন্য একটি নূতন শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—পটাদির ভেদ যদি ঘটস্বরূপ হয়, তবে সেই ভেদের নিরূপক প্রতিযোগী পটাদিরও ঘটস্বরূপত্বের আপত্তি হইবে। প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদ অধিকরণস্বরূপ হইলে প্রতিযোগীও অধিকরণস্বরূপের অন্তর্ভূত হইবে। কারণ প্রতিযোগীর দ্বারা অবিশেষিত ভেদমাত্র অনুযোগী ঘটস্বরূপ নহে; কিন্তু পটাদি প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত ভেদই ঘটস্বরূপ বলা হইয়াছে; সুতরাং ভেদের প্রতিযোগীও ভেদের মতই অনুযোগী ঘটস্বরূপ হইবে। আর তাহাতে ঘটপটের ভেদসাধক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘটপটের অভেদেরই সাধক হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আশঙ্কার দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে—"যন্নিরূপ্যস্য যত্তবতি তন্নিরূপকস্যাপি তত্তবতি" এইরূপ ব্যাপ্তি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার না করিলে প্রদর্শিত আপত্তিই হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত ব্যাপ্তির অর্থ এই যে—যে নিরূপকের দ্বারা নিরূপিত যে বস্তু যেরূপ হইবে, নিরূপক বস্তুটিও সেইরূপ হইবে। পটাদি নিরূপকের দ্বারা নিরূপিত ভেদ অর্থাৎ পটাদির ভেদ ঘটস্বরূপ হয় বলিয়া পটাদিও ঘটস্বরূপ হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিত ব্যাপ্তিমূলে যে শঙ্কা করিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তিটি আমরা ত মানিই না, তাঁহারাও মানেন না; তাঁহারা এই ব্যাপ্তি যে কেন মানিতে পারেন না, তাহা আমরা পরে বলিতেছি। প্রথমতঃ তাঁহাদের আপত্তির সমাধানের জন্য এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা ভেদের প্রতিযোগীকে ভেদের বিশেষণ মনে করিয়া দোষ দিয়াছেন অর্থাৎ ভেদের প্রতিযোগীরও অনুযোগিরূপতাপত্তি দেখাইয়াছেন; কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; ভেদের

দুঃখনিবৃত্তেঃ পুমর্থতয়া দুঃখস্যাপি পুমর্থত্বম্, অনৃতব্যাবৃত্ত্যজ্ঞাননিবৃত্ত্যোর্ব্রহ্মস্বরূপত্বে অনৃতাদীনামপি তদ্রূপত্বম্, অজ্ঞাননিবৃত্তের্মোক্ষত্বে অজ্ঞানস্য মোক্ষত্বঞ্চ স্যাৎ।

প্রতিযোগী ভেদের বিশেষণ নহে; কিন্তু ভেদের উপলক্ষণমাত্র। ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম কোন স্থলে বিশেষণ, কোন স্থলে উপাধি ও কোন স্থলে উপলক্ষণ হইয়া থাকে; এই স্থলে মূলকার যদিও ভেদের প্রতিযোগীকে ভেদের উপলক্ষণ বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অভিপ্রায়—প্রতিযোগী ভেদের বিশেষণ নহে। প্রতিযোগী ভেদের বিশেষণ না হইলেই অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি নিরাকৃত হইবে। সুতরাং ভেদের প্রতিযোগী ভেদের উপলক্ষণ বলিয়া ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও ভেদের প্রতিযোগী পটাদি ঘটস্বরূপ হইবে না; কারণ "পটভেদ ঘটস্বরূপ" এইরূপ বাক্য হইতে ভেদ ঘটস্বরূপ প্রতীত হইলেও "ঘট-পটস্বরূপ" এইরূপ প্রতীত হয় না। ভেদ ঘটস্বরূপান্বয়ী হয়; কিন্তু ভেদের উপলক্ষণ প্রতিযোগী পট ঘটস্বরূপের সহিত অন্বিত হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি যে তাঁহাদেরও সম্মত নহে, ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"অন্যথা দুঃখনিবৃত্তেঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রদর্শিত ব্যাপ্তি যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও বহু অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবে। সেই অনিষ্টপ্রসঙ্গই এই স্থলে বলা যাইতেছে;—দুঃখনিবৃত্তির পুরুষার্থতা জীবমাত্রেরই স্বীকার্য্য; দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইলেও এই নিবৃত্তির নিরূপক প্রতিযোগী দুঃখ কাহারও মতেই পুরুষার্থ নহে; প্রদর্শিত ব্যাপ্তি অনুসারে দুঃখেরও পুরুষার্থত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রহ্মে অনৃত বস্তুর অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুর ব্যাবৃত্তি—(ভেদ) স্বীকার করেন; এই ভেদ ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ; এইরূপ অজ্ঞাননিবৃত্তিও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন; অনৃত-ব্যাবৃত্তি ও অজ্ঞাননিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও ব্যাবৃত্তির নিরূপক প্রতিযোগী অনৃত এবং নিবৃত্তির নিরূপক প্রতিযোগী অজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ নহে অর্থাৎ অনৃতব্যাবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অনৃত বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ নহে এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ নহে; প্রদর্শিত ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে অনৃত ও অজ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপত্বাপত্তি হইবে।

এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞাননিবৃত্তির মোক্ষত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা অজ্ঞাননিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলেন; অজ্ঞাননিবৃত্তির নিরূপক অজ্ঞান মোক্ষ নহে; প্রদর্শিত ব্যাপ্তি অনুসারে অজ্ঞানেরও মোক্ষত্বাপত্তি হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত অনিষ্টপ্রসঙ্গের ভয়ে অদ্বৈতবাদিগণও প্রদর্শিত ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে পারেন না। আর তাহাতে পটভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও পটের ঘটস্বরূপতাপত্তি হইবে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের বাধভয়ের নিবারণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপ হইলে এই ব্রহ্মস্বরূপই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া অর্থাৎ অনাদি অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম; অধিষ্ঠানের প্রকাশ না থাকিলে অধ্যস্ত বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না; ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ বশতঃই ব্রহ্মে অধ্যস্ত অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে; এইজন্য ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া সর্ব্বদা প্রকাশমান ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য অধিষ্ঠানরূপে সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকিলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-উপদেশ অদ্বৈতবেদান্তিগণের ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। যাঁহা সর্ব্বদা প্রকাশমান, তাঁহাকে জানাইবার জন্য আর উপদেশের আবশ্যকতা কি?

আরও কথা এই যে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য যদি নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানের বিরোধী হইবে না; ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান বা অভেদজ্ঞানের অবিরোধী। যেমন ভূতলস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান ভূতলের ঘটবত্ত্বজ্ঞানের অথবা ভূতলের ঘটবদ্ভেদজ্ঞানের বাধক হয় না;

কিঞ্চ স্বরূপস্য অজ্ঞানাধিষ্ঠানতয়া সদৈব ভানাত্তুপদেশবৈয়র্থ্যাৎ স্বরূপজ্ঞানস্য ভেদাদিজ্ঞানাবিরোধাচ্চ। ন হি ভূতলমিতি জ্ঞানং ঘটবত্ত্বস্য ঘটবদ্‌ভেদস্য বা ধিয়ো বাধকমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্বন্মতে ব্রহ্মণি অনৃতাদিভেদো ব্রহ্মজ্ঞানাবাধ্যো বক্তব্যঃ, শূন্যাত্মনাত্মকঘটাদৌ শূন্যাদিতঃ স্বজ্ঞানাবাধ্যভেদদর্শনাৎ। ১৭।

নন্বু অবিচারিতমিদম্, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। ব্রহ্মণঃ স্বেতরসর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেনানৃতাদিভেদঃ তজ্‌জ্ঞানবাধ্য এব। ঘটস্য তু অনধিষ্ঠানত্বান্ন তজ্‌জ্ঞানং ভেদবাধকমিতি চেন্ন, যত্র তাদাত্ম্যেন যদধ্যস্তং তত্র

ঘটবদ্ভূতল বা ঘটভেদবদ্ভূতল এই উভয়বিধ জ্ঞানকালেই ভূতলস্বরূপ জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। তাহার কারণ ভূতলস্বরূপের জ্ঞান প্রদর্শিত উভয়বিধ জ্ঞানের অবিরোধী।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদমাত্রকেই যে মিথ্যা বলেন, ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তেরই প্রতিকূল; ভেদমাত্রকে মিথ্যা বলিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই ভঙ্গ হইয়া যাইবে; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রহ্মে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ স্বীকার করেন; এই মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ মোক্ষদশাতেও ব্রহ্মে থাকিবে; এজন্য এই ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য; যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য, তাহা পরমার্থ সত্য, ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য বলিয়া পরমার্থ সত্যই হইয়া পড়িবে। যদি ভেদের সত্যত্বাপত্তির ভয়ে তাঁহারা মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদকে বাধ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মে মিথ্যা প্রপঞ্চের অভেদের আপত্তি হইয়া পড়িবে; পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের একটি বাধিত হইয়া পড়িলে অপরটি সিদ্ধ হইবে। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ প্রপঞ্চকে শূন্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; শূন্যবাদী বৌদ্ধ ব্যতীত আর সকলেই প্রপঞ্চে শূন্যের ভেদ স্বীকার করেন; এইজন্য ঘটাদি প্রপঞ্চে যে শূন্যের ভেদ আছে, তাহা ঘটজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য; ঘটে শূন্যের ভেদ ঘটজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইলে ঘটের শূন্যত্বাপত্তি হইয়া পড়িত। মূলগ্রন্থে যে "শূন্যাদি" বলা হইয়াছে, তাহাতে "আদি" পদের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানাদি বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; বিজ্ঞানবাদিগণ ভিন্ন আর সকলে ঘটাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং ঘটাদি প্রপঞ্চে বিজ্ঞানের ভেদ আছে। ঘটাদি প্রপঞ্চে এই বিজ্ঞানের ভেদ ঘটাদি জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য; এইরূপ ব্রহ্মে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্যই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদমাত্রকেই যে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত। অন্ততঃ ব্রহ্মে যে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ আছে, তাহা যে সত্য, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ঐ ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য। স্বাশ্রিত ভেদ যে স্বজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য, তাহার দৃষ্টান্ত দেখানই হইয়াছে। ১৭।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—ভেদাভেদবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বলেন নাই; কারণ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিষম হইয়াছে; ঘটাদি দৃষ্টান্ত ও ব্রহ্ম দার্ষ্টান্তিক। ব্রহ্ম ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান; ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্র ব্রহ্মে কল্পিত; মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ভেদ বাধিত হইবে; অধিষ্ঠানজ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত বাধ্যই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত ঘট শূন্যের ভেদের অধিষ্ঠান নহে; ঘটে যে শূন্যের ভেদ আছে, সেই ভেদের অধিষ্ঠান ঘট নহে; যদি ঘট ভেদের অধিষ্ঠান হইত, তবে ঘটজ্ঞানের দ্বারা ঘটাশ্রিত শূন্যের ভেদের বাধ্য হইত।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই; কারণ যে বস্তু যাহাতে অভেদে কল্পিত হইয়াছে, সেই বস্তুর ভেদও তাহাতে কল্পিত হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না; ইহা বিরুদ্ধ; মিথ্যা প্রপঞ্চ অভেদে ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়াছে; এইজন্য এই অভেদে অধ্যাসের প্রতি ব্রহ্ম অধিষ্ঠান; সেই ব্রহ্মেই প্রপঞ্চের ভেদও অধ্যস্ত, প্রপঞ্চভেদের অধ্যাসের অধিষ্ঠানও সেই ব্রহ্ম, ইহা হইতে পারে না; প্রপঞ্চের অভেদ ও

তৎপ্রতিযোগিকভেদং প্রতি তস্যাধিষ্ঠানতায়া ব্যাহতত্বাৎ, কল্পিতঘটপ্রতিযোগিকভেদস্য বাস্তবঘটে বাস্তবত্বাৎ।

ন চাস্মন্মতে ভেদমাত্রস্য কল্পিতত্বেনাভেদস্যৈব বাস্তবত্বামিতি বাচ্যম্, ভেদাভাবে গুরুশিষ্যাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ। নন্থ তাত্ত্বিকভেদাভাবেঽপি গুরুশিষ্যস্বপরপক্ষদূষণভূষণসত্যানৃতাদীনাং কল্পিতভেদগতত্বেন ব্যবস্থা সুগমেতি চেন্ন, কল্পিতভেদেনাকল্পিতাভেদকার্য্যপ্রতিবন্ধাসম্ভবাৎ। নন্থ নায়ং নিয়মঃ, কল্পিতকান্তয়া

প্রপঞ্চের ভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া এই উভয়ই একই ব্রহ্মে অধ্যস্ত—অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় অধ্যাসেরই অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, ইহা হইতে পারে না। অভেদ অধ্যস্ত হইলে সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানে সত্য ভেদ থাকিবে, আর ভেদ অধ্যস্ত হইলে সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানে সত্য অভেদ থাকিবে। ভেদ ও অভেদ দুইই মিথ্যা হইবে, ইহা হইতে পারে না। পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি অবশ্যই সত্য হইবে।

সুতরাং প্রপঞ্চ ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ সত্যই বটে। যেমন কল্পিত (মিথ্যা) ঘটের ভেদ বাস্তব ঘটে সত্যই বটে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—ভেদাভেদবাদিগণ যে বলিয়াছেন,—কল্পিত ঘটের ভেদও বাস্তব ঘটে বাস্তবই হইয়া থাকে অর্থাৎ সত্য হইয়া থাকে, ইহা অসঙ্গত ; কারণ আমরা ভেদমাত্রকেই কল্পিত বলিয়া স্বীকার করি। সমস্ত ভেদ মিথ্যা, কেবলমাত্র অভেদই সত্য।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ সমস্ত ভেদই যদি মিথ্যা হয়, তবে কাহারও সহিত কাহারও ভেদ নাই ইহাই হইল। আর কোন ভেদই যদি না থাকে, তবে গুরু-শিষ্যাদি ব্যবস্থাও থাকিবে না। গুরু হইতে শিষ্যের ভেদ না থাকিলে গুরুই শিষ্য, শিষ্যই গুরু এইরূপ হইয়া পড়িবে। আর তাহাঁতে বিদ্যাসম্প্রদায়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—আমরা যে ভেদ মানি না, তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে—ভেদ প্রতীতই হয় না। ভেদ প্রতীত হয়, ভেদের জ্ঞানও আমরা মানি, কিন্তু ভেদ পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। কল্পিত ভেদ অর্থাৎ মিথ্যা ভেদ আমরা স্বীকার করি। এই কল্পিত ভেদ স্বীকার করায় গুরু-শিষ্যব্যবস্থা, স্বপক্ষ-সাধন-পরপক্ষদূষণব্যবস্থা, সত্য-মিথ্যা-ব্যবস্থা অর্থাৎ ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা, এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারিবে। প্রদর্শিত ব্যবস্থাসিদ্ধির জন্য ভেদের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই ; ব্যাবহারিক ভেদের দ্বারাই হইতে পারিবে।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত—"ব্রহ্মণোঽনৃততো ভেদঃ সত্যশ্চেৎ ভেদখণ্ডনম্। ব্যাহতং স্যাৎ অসত্যশ্চেৎ ব্রহ্মণোঽনৃততা ভবেৎ ॥১॥ ভেদাভেদভিদা চেৎ স্যাৎ কথং ভেদো নিবার্য্যতে। ভেদাভেদভিদা নোচেৎ কথং ভেদো নিবার্য্যতে ॥২॥ (ন্যায়মৃত ৫৪৭ পৃঃ) অর্থাৎ কারণ কল্পিত ভেদের দ্বারা অকল্পিত অভেদজন্য কার্য্যের প্রতিবন্ধন অর্থাৎ বাধা হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ মনে করেন—ভেদমাত্রের খণ্ডন করিলে অভেদের সিদ্ধি হইবে। এই জন্যই তাঁহারা ভেদমাত্রের খণ্ডনের জন্য এত প্রয়াস করিয়া থাকেন এবং অভেদসাধক প্রমাণের দ্বারা ভেদের নিরাস হইবে ইহাই তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু ভেদ ও অভেদের ভেদ সত্য এই কথা তাঁহারা বলিতে পারেন না। বলিলে ভেদের সত্যতাই হইয়া পড়ে। এইজন্য ভেদ ও অভেদের কাল্পনিক ভেদ থাকিলেও ভেদ ও অভেদের অভেদই পরমার্থ সত্য ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ভেদ ও অভেদ পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলে ভেদখণ্ডনযুক্তির দ্বারা অভেদও

বিশ্লেষকার্য্যমিব কল্পিতাজ্ঞানেন স্বপ্রকাশরূপব্রহ্মকার্য্যং প্রতিবধ্যত ইতি চেন্ন, দৃষ্টান্তবৈকল্যাৎ। পরমার্থসদ্রূপস্যাকল্পিতকান্তাজ্ঞানস্যৈব বিশ্লেষকার্য্যং প্রতি প্রতিবন্ধকত্বান্ন কল্পিতকান্তায়া ইতি বোধ্যম্।১৮।

কিঞ্চ ভেদস্য ব্যাবহারিকসত্ত্বার্থং ত্বয়াপি অন্যোন্যাশ্রয়াদিদোষঃ উদ্ধরণীয়ঃ, পরস্পরসাপেক্ষেণ ব্যবহারস্যাপ্যসম্ভবাৎ। ন হি ব্যাবহারিকমৃদাদেঃ স্বজন্যঘটাদিসাপেক্ষত্বম্। নন্থ মমাবিদ্যাসামর্থ্যাৎ সর্ব্বানুপপত্তিপরিহার ইতি চেন্ন, অবিদ্যাসহিতপ্রপঞ্চং প্রতি অবিদ্যায়া এবাধিষ্ঠানত্বাপত্তেঃ। তথাত্বে চ

খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ ভেদ ও অভেদ পরমার্থতঃ অভিন্ন অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের অভেদ অকাল্পনিক; অকাল্পনিক অভেদপ্রযুক্ত ভেদখণ্ডনযুক্তির দ্বারা অভেদেরও খণ্ডন অনিবার্য্য। ভেদ ও অভেদের কাল্পনিক ভেদ আছে বলিয়া পরমার্থ অভেদের কার্য্যের বাধা হইতে পারে না। যেমন মধুর সহিত বিষের যদি পারমার্থিক অভেদ থাকে ও কাল্পনিক ভেদ থাকে, তবে সেই মধু পান করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু সেই মধু পরমার্থতঃ বিষ। এই মধুর সহিত বিষের কাল্পনিক ভেদ আছে বলিয়া বিষের সহিত পারমার্থিক অভেদপ্রযুক্ত মৃত্যুর বাধা হইবে না। এইরূপ ভেদখণ্ডনযুক্তির দ্বারা অভেদও খণ্ডিত হইয়া যাইবে; তাহা কাল্পনিক ভেদের দ্বারা নিবারিত হইবে না। এইরূপ অভেদসাধক যুক্তির দ্বারা ভেদও সিদ্ধ হইয়া যাইবে; কাল্পনিক ভেদের দ্বারা ভেদসিদ্ধির বাধা হইবে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে, যেমন বিরহী পুরুষের স্বপ্নে কল্পিত কান্তার দ্বারা অকল্পিত কান্তা-বিরহপ্রযুক্ত খেদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, কল্পিত বস্তুই অকল্পিত বস্তুজন্য কার্য্যের প্রতিবন্ধন করিয়া থাকে, সেইরূপ কল্পিত অবিদ্যার দ্বারা অকল্পিত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের কার্য্যের অর্থাৎ শোকাদির নিবৃত্তির প্রতিবন্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ যে বলিয়াছেন—কল্পিত ভেদের দ্বারা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; তাঁহারা যে স্বপ্নকল্পিত কান্তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত; কল্পিত মিথ্যা কান্তা হইতে স্বপ্নে খেদের নিবৃত্তি হয় নাই। স্বপ্নে কল্পিত কান্তার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই খেদের নিবৃত্তি হইয়াছে। স্বপ্নে কান্তা কল্পিত হইলেও কল্পিত কান্তার জ্ঞান সত্য বস্তু; তাহা কল্পিত নহে।১৮।

আরও বিশেষ কথা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদমাত্রের খণ্ডন করিবার জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন, এই প্রয়াসে ভেদমাত্র খণ্ডিত হইলে তাঁহাদেরও ভেদব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ভেদমাত্রের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার না করিলেও ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্যই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকারও করেন। তাঁহাদের স্বীকৃত ভেদের ব্যাবহারিক সত্তা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদেরই প্রদর্শিত ভেদজ্ঞানে অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের উদ্ধারও তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। পরস্পরসাপেক্ষ বস্তু যেমন পরমার্থ সত্য হইতে পারে না, সেইরূপ পরস্পরসাপেক্ষ বস্তুর দ্বারা ব্যবহারও হইতে পারে না। ইহার উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, অদ্বৈতবাদিগণ মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতি বস্তুকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তুই পরমার্থ সত্য নহে। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, ইহা লোকপ্রতীতিসিদ্ধ; যদি মৃত্তিকাও ঘট হইতে উৎপন্ন হইত, অর্থাৎ যে মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেই মৃত্তিকা যদি সেই ঘট হইতে উৎপন্ন হইত, তবে সেই ঘটের উৎপত্তিই হইতে পারিত না। অথচ ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ব্যাবহারিক মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতিও অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত হইলে ব্যবহারই হইতে পারিত না। এই জন্য ব্যাবহারিক মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতিতে অদ্বৈতবাদিগণও অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষ স্বীকার করেন না; করিতেও পারেন না। অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বস্তুর দ্বারা ব্যবহার হইতে পারে না। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াও ভেদে অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষ প্রদর্শনের জন্য বহু প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করেন না যে, ভেদ

আত্মাশ্রয়ো দুর্ব্বারঃ, দোষস্যাবিদ্যাসামর্থ্যেনৈব নিরাসাৎ। অবিদ্যাদিদ্বিতীয়নিবৃত্ত্যত্যন্তাভাবব্রহ্মৈক্যাদেঃ সাপেক্ষস্য নিরপেক্ষব্রহ্মাত্মকত্বং যথা, তথা সাপেক্ষস্য ভেদস্য নিরপেক্ষঘটাদিরূপত্বং যুক্তম্। নন্ অবিদ্যাদিনিবৃত্ত্যাদেঃ সাপেক্ষত্বস্য আবিদ্যকতয়া বাস্তবনিরপেক্ষত্বাবিরোধিত্বাদিতি চেন্ন, নিবৃত্ত্যাদিবৃত্তি-

---

অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট হইলে তাঁহারাই বা ভেদের ব্যবহার করিবেন কিরূপে? এই জন্য অদ্বৈতবাদিগণকেও ব্যবহার রক্ষা করিবার জন্যই ভেদে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের উদ্ধার করিতে হইবে। তাঁহারা যে যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের খণ্ডন করিবেন, আমরাও সেই যুক্তিরই অনুসরণ করিব; আমাদের আর নূতন যুক্তির উদ্ভাবনের প্রয়াস করিতে হইবে না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, ভেদাভেদবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিতে পারেন না; কারণ আমরা ভেদাদি জড়বস্তুমাত্রে যে সমস্ত অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের ব্যবহারের কোন হানি হয় না; কারণ আমাদের মতে জড় বস্তুমাত্রই আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রযুক্ত। অবিদ্যার এইরূপই মহিমা যে, সকল প্রকার অঘটন অবিদ্যার মহিমাপ্রযুক্তই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; যাহা যাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ, অথচ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, তাহাই আবিদ্যক বা অবিদ্যাপ্রযুক্ত। সুতরাং ভেদমাত্রই আবিদ্যক বলিয়া তাহা অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট হইলেও ভেদের প্রতীতি ও ব্যবহার হইতে বাধা নাই। অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বলিয়াইত ভেদমাত্রকে পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রই অপারমার্থিক আবিদ্যক; কারণ ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রই অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ সমস্ত দোষেরই যদি আবিদ্যক বলিয়া পরিহার করা যায়, তবে আর অদ্বৈতবাদিগণের কোনও নিয়ম মানিবার আবশ্যকতা নাই। নিয়ম স্বীকার না করিলে যে যে দোষ হইবে, আবিদ্যক বলিয়াই সেই সমস্ত দোষের পরিহার বলা যাইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে যে প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই বা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? অবিদ্যার সহিত পেপঞ্চের অধিষ্ঠান অবিদ্যাকেই বলা যাইতে পারে; আর ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান বলার আবশ্যকতা নাই। অবিদ্যার অধিষ্ঠান অবিদ্যা হইলে অধ্যস্ত ও অধিষ্ঠান এক হইয়া পড়িবে; আর তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে এইরূপ আশঙ্কারও আর অবসর নাই; কারণ অবিদ্যাসামর্থ্যেই আত্মাশ্রয় দোষেরও পরিহার হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ ত অবিদ্যাকে অঘটনঘটনপটিয়সী বলিয়া স্বীকারই করেন। সুতরাং অবিদ্যাসামর্থ্যে সমস্ত দোষের পরিহার বলা অদ্বৈতবাদিগণের নিতান্ত অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—প্রতিযোগিসাপেক্ষ ভেদ নিরপেক্ষ ঘটাদিস্বরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ পটের ভেদ পটসাপেক্ষ বলিয়া তাহা নিরপেক্ষ ঘটাদিস্বরূপ হইতে পারে না, তাঁহাদের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তিকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন; অবিদ্যানিবৃত্তি প্রতিযোগী অবিদ্যাসাপেক্ষ এবং ব্রহ্ম নিরপেক্ষ; সাপেক্ষ নিবৃত্তি নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ; এই স্থলে মূলকার যে "অবিদ্যাদি" এই আদি পদ দিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কেবল অবিদ্যার নিবৃত্তিই স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রযুক্ত অনাদি সাদি দৃশ্যমাত্রেরই নিবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং আদিপদের দ্বারা অবিদ্যাপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্র পাওয়া গেল। এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অদ্বৈত ব্রহ্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ দ্বৈত বস্তুর অত্যন্তাভাবস্বরূপই ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করেন; দ্বৈতাভাব ব্রহ্মস্বরূপ না হইয়া ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত হইলে ব্রহ্ম ও দ্বৈতাভাব দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায় তাঁহাদের মতে দ্বৈতাপত্তি হইত; এই জন্য তাঁহারা দ্বৈতাভাবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দ্বৈতাত্যন্তাভাব প্রতিযোগী দ্বৈতসাপেক্ষ এবং ব্রহ্ম নিরপেক্ষ; সাপেক্ষ দ্বৈতাভাব নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা যেরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, আমরাও সেইরূপ সাপেক্ষ ভেদকে নিরপেক্ষ বস্তুস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করি।

সাপেক্ষত্বস্য বাধকাভাবেনাবিদ্যকত্বে মানাভাবাৎ। ন হি নিবৃত্ত্যাদিকং প্রাক্ সাপেক্ষমিদানীং নেতি বাধধীঃ কদাপ্যস্তি। নাপি বাধং বিনা আবিদ্যকত্বে মানং দৃশ্যতে। অন্যথা ত্বদভিমতং ব্রহ্মাপ্যসৎ, শ্রুত্যুক্তং সত্ত্বঞ্চ তস্যাবিদ্যকমিতি স্যাৎ।১৭।

অপরঞ্চ অবিদ্যাদিনিবৃত্তিদ্বিতীয়াত্যন্তাভাবাদিনিষ্ঠসাপেক্ষত্বস্য আবিদ্যকত্বে অবিদ্যানিবৃত্তিদ্বিতীয়াভাবাদেঃ ব্যাঘাতঃ, তস্যৈব দ্বিতীয়ত্বাৎ, আবিদ্যকত্বাচ্চ। অবিদ্যানিবৃত্তিদ্বিতীয়াভাবাদের্ব্রহ্মাভিন্নত্বে

এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাপেক্ষ ও ব্রহ্ম নিরপেক্ষ; সাপেক্ষ ঐক্য যেরূপ নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, সেইরূপ সাপেক্ষ পটভেদও নিরপেক্ষ ঘটাদিস্বরূপ হইতে পারিবে। সুতরাং সাপেক্ষ ভেদকে বস্তুস্বরূপ বলাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ কোনও দোষ উদ্ভাবন করিতে পারেন না; কারণ প্রদর্শিত স্থলগুলিতে সাপেক্ষ বস্তুকেই তাঁহারা নিরপেক্ষ বস্তুস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিজে স্বীকার করিয়া তাহা অন্যের প্রতি দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে, অবিদ্যাদির নিবৃত্তি, দ্বৈতের অত্যন্তাভাব ও জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাপেক্ষ হইলেও বস্তুতঃ তাহা সাপেক্ষ নহে; অবিদ্যাদির নিবৃত্তি প্রভৃতির যে সাপেক্ষতা, তাহা অবিদ্যাপ্রযুক্ত অর্থাৎ আবিদ্যক। আবিদ্যক সাপেক্ষত্ব পরমার্থতঃ নিরপেক্ষত্বের বিরোধী নহে। পরমার্থ সাপেক্ষত্বই পরমার্থ নিরপেক্ষত্বের বিরোধী। অবিদ্যানিবৃত্ত্যাদির সাপেক্ষত্ব পারমার্থিক নহে; এই জন্য পরমার্থ নিরপেক্ষ ব্রহ্মের সহিত আবিদ্যক সাপেক্ষ অবিদ্যানিবৃত্ত্যাদির বিরোধ নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি অবিদ্যারূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষ ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অবিদ্যানিবৃত্তিতে যে প্রতিযোগিসাপেক্ষতা ধর্ম্ম আছে, তাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা বাধিত নহে অর্থাৎ সাপেক্ষতার বাধক কোন প্রমাণ নাই। যাহা প্রমাণদ্বারা বাধিত নহে, তাহাকে আবিদ্যক বলা যায় না। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তির সাপেক্ষতা আবিদ্যক, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। এইরূপ বলা যায় না যে, অবিদ্যার নিবৃত্ত্যাদি পূর্ব্বে প্রতিযোগিসাপেক্ষ ছিল, এখন সাপেক্ষ নহে, এইরূপ সাপেক্ষতার বাধক প্রমাণ কোন কালেই সম্ভাবিত নহে। এই সাপেক্ষতার বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া সাপেক্ষত্বকে আবিদ্যক বলা যায় না; অবাধিত বস্তু আবিদ্যক হইতে পারে না। প্রমাণের দ্বারা বাধই আবিদ্যকত্বে প্রমাণ; প্রমাণবাধিত বস্তুকেই আবিদ্যক বলা হয়। প্রমাণবাধিত না হইয়াও যদি সাপেক্ষত্ব আবিদ্যক হয় অর্থাৎ অবাধিত সাপেক্ষত্বও যদি আবিদ্যক হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত ব্রহ্ম অবাধিত হইয়াও আবিদ্যক হইয়া পড়িবে। অবাধিত বস্তু আবিদ্যক হইলে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্ম আবিদ্যক হইয়া পড়িবে। এই জন্য অবিদ্যানিবৃত্ত্যাদির সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া কোন মতেই আবিদ্যক হইতে পারে না।১৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অবিদ্যাদির নিবৃত্তি সাপেক্ষ হইলেও তাহা নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, অবিদ্যাদির নিবৃত্তিতে সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রযুক্ত; এইরূপ বলা অদ্বৈতবাদিগণের অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তির সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যদি অবিদ্যাকে থাকিতে হয়, তবে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইল কৈ? অবিদ্যানিবৃত্তিই ত অবিদ্যার রক্ষক হইল; অবিদ্যার বিদ্যমানতাদশাতে অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটিবে।

আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ নিরপক্ষ ব্রহ্মকে ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের অত্যন্তাভাবস্বরূপ বলিয়াছেন; এই সাপেক্ষ অত্যন্তাভাব নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ; দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষত্ব ধর্ম্মকে অদ্বৈতবাদিগণ আবিদ্যক বলিয়াছেন। অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম আবিদ্যক না হইলে তাহা নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিত না; কিন্তু

ব্রহ্মস্ফুরণে তস্যাপি স্ফুরণাৎ তদ্বিরোধিপ্রপঞ্চস্ফুরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি রজতাভাবাভিন্নশুক্তিস্ফুরণে রজতস্ফুরণং ঘটতে দৃশ্যতে বা। ন চ তদ্গ্রহীতুর্ভ্রান্তত্বম্। ন চ ভ্রমকালে প্রপঞ্চাভাবব্রহ্মণোর্ন তত্ত্বেন স্ফুরণম্, কিন্তু ইদন্ত্বেনেতি বাচ্যম্, তত্ত্বেদন্ত্বয়োর্ভাসমানব্রহ্মাভিন্নত্বে অভানাসম্ভবাদিতি বিদ্বদ্ভির্বিচারণীয়ম্ ।২০।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে ; কারণ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে অবিদ্যাও বটে ; সুতরাং অবিদ্যাদি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম যদি আবিশ্যক হয়, তবে সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অবিদ্যার অবস্থান অনিবার্য্য। আর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত দোষই ঘটিবে অর্থাৎ আবিশ্যকত্ব সম্পাদনের জন্য অবিদ্যা থাকিলেই অবিদ্যাদি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাব হইবে। অবিদ্যাদি দ্বিতীয় বস্তুমাত্র ব্রহ্মেই কল্পিত ; এই কল্পিত অবিদ্যা থাকিলে ব্রহ্মে অবিদ্যাদি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাব সম্ভাবিতই নহে। ইহাতে আরও দোষ এই যে, অবিদ্যা থাকিতে অবিদ্যাদি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বই সিদ্ধ হইবে না। কারণ অবিদ্যাই দ্বিতীয় বস্তু থাকিয়া যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন অবিদ্যা থাকিলে ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাব প্রতিপাদন করা যায় না। তাহাতে ব্যাঘাত দোষই ঘটে।

আরও কথা এই যে, অবিদ্যানিবৃত্তি ও দ্বিতীয়াভাব এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্য যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে জগতের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন অবিদ্যানিবৃত্তি, দ্বিতীয়াভাবাদিরও প্রকাশমানতা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মের স্ফুরণে অবিদ্যানিবৃত্ত্যাদিরও স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। অবিদ্যাদিনিবৃত্তির ও প্রপঞ্চাভাবরূপ ব্রহ্মের স্ফুরণকালে অবিদ্যাদিনিবৃত্তির বিরোধী অবিদ্যাদির ও প্রপঞ্চাভাবের বিরোধী প্রপঞ্চের স্ফুরণ হইতে পারিবে না। অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যাদি প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মের স্ফুরণ স্বীকার করেন। আর এই ব্রহ্মই অবিদ্যাদির নিবৃত্তিরূপ হইলে এই ব্রহ্মস্ফুরণকালে অবিদ্যাদির প্রকাশ সম্ভাবিতই নহে। যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাসকালেও অধ্যস্ত রজতের অভাব শুক্তিতে আছে, এই অভাব শুক্তিস্বরূপ বলিয়া শুক্তি অধ্যস্ত রজতের অভাবের সহিত অভিন্ন, এই রজতাভাবের সহিত অভিন্ন শুক্তি যদি প্রকাশমান থাকে, তবে রজত প্রকাশমান হইতেই পারে না এবং তাদৃশ স্থলে রজতের প্রকাশ দেখাও যায় না। রজতাভাবের সহিত অভিন্ন শুক্তির দ্রষ্টা পুরুষ তৎকালে রজতাভিন্ন শুক্তির দ্রষ্টা হইতে পারে না ; ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অনুভববিরুদ্ধ ; এইজন্য তাদৃশ দ্রষ্টা পুরুষকে ভ্রান্ত বলা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে, বদ্ধজীবের প্রপঞ্চভ্রমদশাতে প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মের স্ফুরণ হইলেও প্রপঞ্চাভাবের সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মের স্ফুরণ হয় না, কিন্তু প্রপঞ্চের সহিত অভিন্নরূপেই ব্রহ্মের স্ফুরণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রপঞ্চাভাবের সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম প্রপঞ্চাভিন্নরূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই ত ভ্রম ; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে প্রদর্শিতরূপে প্রপঞ্চের স্ফুরণের অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। (এই স্থলে মূলগ্রন্থে যে "ইদন্ত্বেন" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থও "প্রপঞ্চাভিন্নরূপে" বুঝিতে হইবে। দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্ন রূপই ইদন্ত্ব ; ঘট, পটাদি দৃশ্যের সহিত অভিন্নরূপে অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্ম বদ্ধদশায় জীবের নিকট প্রকাশমান হইয়া থাকে।)

অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত সমাধান অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অবিদ্যাদি প্রপঞ্চের অভাব যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেইরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; দৃশ্য প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তিই হইয়া পড়িবে। এই দ্বৈতাপত্তিভয়ে অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অবিদ্যাদি প্রপঞ্চের অভাব যেমন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, সেইরূপ অবিদ্যাদি প্রপঞ্চও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এইজন্য প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাভাবের সহিত অভিন্ন ব্রহ্মের স্ফুরণ হইলে প্রপঞ্চের স্ফুরণদশাতে প্রপঞ্চাভাবেরও স্ফুরণ অপরিহার্য্য ; যেহেতু প্রপঞ্চাভাবও ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছিলেন,—প্রপঞ্চাভিন্নরূপে ব্রহ্মের স্ফুরণদশাতে প্রপঞ্চাভাবের অভিন্নরূপে ব্রহ্মের স্ফুরণ হইবে না, ইহা কোন মতেই সঙ্গত নহে। পণ্ডিতগণই ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।২০।

অপি চ যত্র যদধ্যস্তম্, তত্র তদ্বিরোধি তজ্‌জ্ঞানাবাধ্যম্, যথা শুক্তৌ অরূপ্যত্বম্। যত্র যদৈক্যেনাধ্যস্তম্, তত্র তদ্ভেদঃ তজ্‌জ্ঞানাবাধ্যঃ, যথা দূরস্থবৃক্ষয়োর্ভেদঃ। যত্র যদর্ধ্যস্তম্, তত্র তদ্‌বিরোধি তাত্ত্বিকম্, যথা ব্রহ্মণ্যনৃতত্বস্য অধ্যস্তত্বে সত্যত্বং তাত্ত্বিকম্, ইতি ব্যাপ্তেরত্র মানত্বাৎ। নন্থ যদুক্তং ভেদস্য অধিকরণাত্মকত্বম্,

---

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভেদ আরোপিত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত বা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ পরমার্থ সত্য হইবে। এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অধ্যস্ত বা মিথ্যা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদ পরমার্থ সত্য হইবে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য পরমার্থ সত্য হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য পরমার্থ সত্য হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ হইলে দ্বৈতাপত্তি দোষ হইবে না বটে, কিন্তু সাপেক্ষ ঐক্যের সহিত নিরপেক্ষ ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিলে বিরোধ হইবে। এই সমস্ত দোষ অদ্বৈতবাদিগণের অপরিহার্য্য। তথাপি এই স্থলে মূলকার ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত হইলে ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ যে পারমার্থিক সত্য হইবে, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য "যে কোনও ধর্ম্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে একটি ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে অপর ধর্ম্মটির সত্যত্ব হয়" এই ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের জন্য ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের স্থল দেখাইতেছেন —যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্ম অধ্যস্ত, সেই অধ্যস্ত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মটি ধর্ম্মিজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম (ব্যাপ্তি)। যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্ম অধ্যস্ত হয়, সেই অধ্যস্ত ধর্ম্মটি অধ্যাসের ধর্ম্মিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে এবং অধ্যস্ত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মটি ঐ ধর্ম্মিজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে রজতত্ব ধর্ম্ম অধ্যস্ত বলিয়া শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতত্ব ধর্ম্মের বাধ হইলেও রজতত্ব ধর্ম্মের বিরোধী অরজতত্ব ধর্ম্ম শুক্তিরূপ ধর্ম্মীর জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে। শুক্তি বস্তুতঃ অরজত; এই জন্য শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা যেমন শুক্তির শুক্তিত্ব ধর্ম্ম বাধিত হয় না, সেইরূপ শুক্তি জ্ঞানের দ্বারা অরজতত্ব ধর্ম্মেরও বাধ হইতে পারে না। এইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত হইলে ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য বলিয়া পারমার্থিক সত্য হইবে।

এইরূপ যে ধর্ম্মীতে যাহার ঐক্য অধ্যস্ত, সেই ধর্ম্মীতে তাহার ভেদ সেই ধর্ম্মিজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইবে; যেমন দূরস্থিত একটি বৃক্ষে অপর একটি বৃক্ষের ঐক্য অধ্যস্ত; দূরস্থিত দুইটি বৃক্ষ দূরত্ব দোষবশতঃ একটি বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়; এই জন্য দূরস্থ দুইটি বৃক্ষে ঐক্য অধ্যস্ত; বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষদ্বয়ের জ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত ঐক্যের বাধ হইয়া থাকে; কিন্তু বৃক্ষদ্বয়ের ভেদ পরমার্থ সত্য বলিয়া ধর্ম্মীর জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্যই থাকে। এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইলে ভেদ পরমার্থ সত্য হইবে। অর্থাৎ যেমন দূরস্থ আম্রবৃক্ষে তন্নিকটস্থ চম্পকবৃক্ষের ঐক্য অধ্যস্ত হইলে সেই আম্রবৃক্ষে চম্পকবৃক্ষের ভেদ আম্রবৃক্ষের জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে; এইরূপ ব্রহ্মে জীবের ঐক্য অধ্যস্ত বলিয়া সেই জীবের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্ম অধ্যস্ত হইবে, সেই অধ্যস্ত ধর্ম্মের বিরোধী ধর্ম্ম তাত্ত্বিক অর্থাৎ পরমার্থ সত্য হইবে; যেমন—ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম অধ্যস্ত বলিয়া অধ্যস্ত মিথ্যাত্বের বিরোধী সত্যত্ব ধর্ম্ম তাত্ত্বিক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত বলিয়া প্রপঞ্চের ভেদ সত্য হইবে। এই প্রদর্শিত স্থলগুলি পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ আপত্তি করেন যে—ভেদাভেদবাদিগণ ভেদকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই; কারণ আম্রবৃক্ষে চম্পকবৃক্ষের ভেদ যদি আম্রবৃক্ষস্বরূপ হয়, দেবদত্তে যজ্ঞদত্তের ভেদ যদি দেবদত্তস্বরূপ হয়, তবে আম্রবৃক্ষে চম্পকবৃক্ষের অভেদসন্দেহ অথবা অভেদভ্রম, এইরূপ দেবদত্তে যজ্ঞদত্তের অভেদ-সন্দেহ অথবা অভেদভ্রম কোন মতেই হইতে পারিবে না। এইরূপ অভেদসন্দেহ ও অভেদভ্রম অনুভবসিদ্ধ; ভেদকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করিলে অভেদ-সংশয় ও অভেদভ্রমমাত্রই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। শুক্তিতেও রজতের অভেদভ্রম হইতে পারিবে না। ধর্ম্মীর জ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয়ের কারণ; ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে সংশয় বা বিপর্য্যয়

তদযুক্তম্, তথাত্বে সংশয়াদ্যভাবঃ। ধর্ম্মিজ্ঞানে ভেদজ্ঞানাৎ ভেদাজ্ঞানে ধর্ম্মিজ্ঞানস্য সংশয়াদিত্বেহপি তজ্‌জ্ঞানেনৈব চ তদভিন্নস্য ভেদস্য গ্রহণাৎ ভেদজ্ঞানস্য চ সংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ। ধর্ম্মিজ্ঞানস্যৈব সংশয়বীজস্যাভাবেন সুতরাং সংশয়াভাব ইতি চেন্ন, ভেদত্বেনাজ্ঞাতেঽপি ঘটত্বদণ্ডত্বাদিনা জ্ঞানাৎ সংশয়াদ্যনুপপত্ত্যভাবাৎ ।২১।

হইতে পারে না। আর এই ধর্ম্মিবিষয়ক জ্ঞানই যদি আরোপ্য বিষয়ের ভেদবিষয়ক জ্ঞান হয়, তবে ঐ ধর্ম্মীতে আরোপ্য বিষয়ের অভেদসংশয় বা অভেদভ্রম হইতে পারে না। কারণ দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ আরোপ্য বস্তুর ভেদকে ধর্ম্মিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মীর জ্ঞানই আরোপ্য বস্তুর ভেদজ্ঞান; এই ভেদজ্ঞান থাকিলে অভেদসংশয় বা অভেদভ্রম হইতে পারিবে না। ধর্ম্মী ও আরোপ্য বস্তুর বস্তুতঃ ভেদ থাকিলেও দোষপ্রযুক্ত ভেদের অগ্রহ হইলে অভেদ-সংশয়াদি হইয়া থাকে। এই ভেদের অনিশ্চয় এবং অগ্রহ অভেদ-সংশয় ও অভেদভ্রমের কারণ; ধর্ম্মীর জ্ঞানও কারণ অর্থাৎ ধর্ম্মীর নিশ্চয়ও কারণ। এই ধর্ম্মী আরোপ্যের ভেদস্বরূপ বলিয়া ধর্ম্মীর নিশ্চয়ই আরোপ্য-ভেদনিশ্চয়। আরোপ্য-ভেদনিশ্চয় থাকিলে আরোপ্যের অভেদসংশয় বা অভেদভ্রম হইতে পারিবে না। এই স্থলে মূলপঙ্‌ক্তির অর্থ এই যে—ধর্ম্মিজ্ঞানই আরোপ্য-ভেদবিষয়ক জ্ঞান; যেহেতু আরোপ্যের ভেদ ধর্ম্মিস্বরূপ। সুতরাং ধর্ম্মিজ্ঞান হইলেই আরোপ্য ভেদজ্ঞান হইবে। আরোপ্যের সহিত অগৃহীত ভেদ ধর্ম্মীর জ্ঞানই অভেদসংশয়াদির কারণ; গৃহীতভেদ ধর্ম্মীর জ্ঞান অভেদসংশয়াদির বিরোধী; সুতরাং অভেদসংশয়াদি হইতে পারিবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত; কারণ ধর্ম্মী আরোপ্য ভেদস্বরূপ হইলেও এবং ধর্ম্মিজ্ঞানের দ্বারা আরোপ্য ভেদ গৃহীত হইলেও সেই গৃহীত ভেদ ভেদত্বরূপে গৃহীত হয় নাই; ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞানই অভেদ-সংশয়াদির বিরোধী; স্বরূপতঃ ভেদের জ্ঞান অভেদসংশয়াদির বিরোধী নহে।*

এইজন্য এই স্থলে মূলকার বলিয়াছেন যে—ঘটাদি বস্তু, পটাদি বস্তুর ভেদস্বরূপ হইলেও ঘটাদি বস্তুতে পটাদি বস্তুর অভেদসংশয় বা পটাদি বস্তুর অভেদনিশ্চয়রূপ ভ্রম হইতে পারে। ঘটাদি বস্তু ঘটত্বাদিরূপে জ্ঞাত হইলেও এবং তাহা পটাদি বস্তুর ভেদস্বরূপ হইলেও পটাদি বস্তুর ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞান হয় নাই বলিয়া সংশয়াদির অনুপপত্তি নাই ।২১।

---

* এই স্থলে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে—ঘট যদি পটাদির ভেদস্বরূপ হয়, তবে "ঘটঃ পটাদিভিন্নঃ" এইরূপ প্রতীতির নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? বস্তুতঃ "ঘটঃ পটাদিভেদঃ" এইরূপ প্রতীতিরই আপত্তি হওয়া উচিত; ইহার উত্তর মূলগ্রন্থে বলা হয় নাই। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থের রঘুনাথ শিরোমণির টীকা হইতে ইহার উত্তর প্রদান করিব।

এই স্থলে মূলকার যে উত্তর দিয়াছেন, সেই উত্তর অতি সুপ্রসিদ্ধ। "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থের টীকাতে রঘুনাথশিরোমণিও এই কথাই বলিয়াছেন। শুক্তি রজতভেদস্বরূপ বলিয়া ইদংরূপে শুক্তিস্বরূপ গৃহীত হইলে রজতভেদও স্বরূপতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। রজতভেদ স্বরূপতঃ গৃহীত হইলেও রজতভেদত্বরূপে রজতভেদ গৃহীত হয় না। এইজন্য স্বরূপতঃ রজতভেদের জ্ঞান ইদংবস্তুতে রজতের অভেদসংশয় অথবা ইদংবস্তুতে রজতের অভেদনিশ্চয়ের বিরোধী হইতে পারে না। তদ্ভেদত্বরূপে তদ্ভেদের জ্ঞানই তদভেদসংশয় বা তদভেদভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ ভেদের জ্ঞান অভেদসংশয়াদির বিরোধী নহে। (আত্মতত্ত্ববিবেক ৫৭৭ পৃঃ।) এই প্রসঙ্গে রঘুনাথশিরোমণি ভেদত্ববস্তুটি কি তাহার নিরূপণপ্রসঙ্গে প্রাচীন আচার্য্যগণের বহু কল্পনা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদের খণ্ডনও করিয়াছেন। পরিশেষে নিজের সিদ্ধান্ত বলিতে যাইয়া ভেদত্ব, অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে অখণ্ড উপাধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভেদত্ব অখণ্ড উপাধি ইহা শিরোমণির নিজের মত কিনা বলা কঠিন। কারণ তিনি "অত্র বদন্তি" বলিয়া ঐ মতটি দেখাইয়াছেন। দীধিতিকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধে মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতরত্নরক্ষা" গ্রন্থে অখণ্ডোপাধি ধর্ম্ম-মাত্রের খণ্ডন করিয়াছেন। অখণ্ডোপাধি স্বীকার করিলে জাতিমাত্রের উচ্ছেদ হয়, এই কথা বলিয়াছেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের টীকাতে গৌড়ব্রহ্মানন্দ ভেদখণ্ডনপ্রস্তাবে দীধিতিকারের এই উক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। (অদ্বৈতসিদ্ধি ২য় পরিচ্ছেদ)

প্রত্যুত চৈতন্যে স্বপ্রকাশে সদা ভাসমানে তদভিন্নস্য জীবৈক্যদ্বিতীয়াভাবানবচ্ছিন্নানন্দাদেরপ্রকাশস্য নির্ব্বিশেষবাদেঽনুপপত্তেঃ। ন চ ঐক্যাদীনাং স্বপ্রকাশব্রহ্মাভিন্নত্বে তস্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিপ্রতিপত্ত্যাদীন্

যাহা হউক, এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষের পরিহার বলিয়া সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষে দোষ উদ্ভাবন করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন যে—অদ্বৈতবাদিগণ ভেদ খণ্ডনের জন্য যে সকল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার পরিহার বলা হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য সদা ভাসমান; সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত জীবের ঐক্য অভিন্ন বলিয়া সর্ব্বদাই জীব-ব্রহ্মৈক্য ভাসমান হওয়া উচিত অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভব হইয়া উচিত; কিন্তু এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ ইহার কি সমাধান বলিবেন? এইরূপ দ্বৈতবস্তুমাত্রের অভাব স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুভব সমস্ত জীবের হওয়া উচিত, ইহারই বা সমাধান কি? এইরূপ অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দ এবং পরিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সমস্ত জীবেরই পরিপূর্ণ আনন্দাদির অনুভব হওয়া উচিত। যদি ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলিতে প্রয়াস করেন যে—চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকিলেও পরিপূর্ণানন্দরূপে ব্রহ্ম জীবগণের নিকটে অজ্ঞানাবৃত বলিয়া পরিপূর্ণানন্দরূপে ব্রহ্ম প্রকাশমান হন না। এইরূপ চিদ্রূপে ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকিলেও অখণ্ড চৈতন্যরূপে প্রকাশমান হন না; কারণ চৈতন্যের তাদৃশ রূপ জীবগণের নিকটে অজ্ঞানাবৃত রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকে নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন; চৈতন্যের কোন অংশ বা কোন ধর্ম্ম তাঁহারা স্বীকার করেন না; এইজন্য চৈতন্য কিঞ্চিদ্রূপে প্রকাশমান ও কিঞ্চিদ্রূপে অপ্রকাশমান, ইহা হইতে পারিবে না।

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত জীব-ব্রহ্মৈক্য, দ্বিতীয়াভাব ও পূর্ণানন্দাদি স্বপ্রকাশ ব্রহ্মা-ভিন্ন হইলেও লোকসিদ্ধ অনুভবের বিরোধ ঘটিবে না। ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও জীবগণের "নাহং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতির কোনও বিরোধ নাই। কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অজ্ঞানাবৃত বলিয়া জীবগণের নিকট তাহা প্রকাশমান হইতে পারে না। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যাদিবিষয়ক অজ্ঞান আছে বলিয়া সেই অজ্ঞানোপাদানমূলে সংশয় এবং বিপর্য্যয়েরও উপপত্তি হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান হইতে "ইহা রজত কি না" এইরূপ সংশয় এবং "ইহা রজতই বটে" এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যগোচর অজ্ঞান হইতে "আমি ব্রহ্ম কি না" এইরূপ সংশয় এবং "আমি ব্রহ্ম নহি" এইরূপ ভ্রম জীবমাত্রের হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহা অজ্ঞানাবৃত হইতে বাধা নাই। অজ্ঞানাবৃত বস্তুতে সংশয় এবং বিপরীতনিশ্চয় ও অনুভবসিদ্ধ। এইরূপ আপত্তি করা চলে না যে,—স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত হইল কিরূপে? কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য স্বরূপতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া তাহা অজ্ঞানের সাধক, যাহা যাহার সাধক, তাহা তাহার বাধক হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ চৈতন্যও যদি অজ্ঞানের সাধক না হইত, তবে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইতে পারিত না। অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ সাক্ষিসিদ্ধ হইয়া থাকে। "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষই তাহাতে সাধক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের বাধক না হইয়া অজ্ঞানের সাধক হইলেও "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যরূপ প্রমাণজন্য অখণ্ড ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে অর্থাৎ উক্ত অখণ্ডব্রহ্মবিষয়ক চিত্তবৃত্ত্যভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে। যেমন তৃণাদি বস্তুর প্রকাশক সূর্য্যরশ্মি তৃণাদির নাশক না হইলেও সূর্য্যকান্তমণির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া সেই সূর্য্যরশ্মিই তৃণাদির নাশক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের বাধক না হইয়া সাধক হইলেও তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণবাক্যজন্য অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। আর অজ্ঞানের নিবৃত্তি

প্রতি বিরোধাভাবেন তদ্‌গোচরবৃত্তেরেব বিরোধিত্বাদিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানাধিষ্ঠানস্য শুদ্ধস্য বৃত্তেরপি সত্ত্বাৎ। তত্তদৈন্দ্রিয়কাধিষ্ঠানজ্ঞানং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়জন্যাধ্যস্তজ্ঞানাভাবাৎ ।২২।

নমু ভেদস্যাধিকরণাত্মকত্বে ঘটভেদয়োরেকতরপরিশেষাপত্তিঃ, তথাত্বে 'ঘট' ইতি বিলক্ষণব্যবহারো ন স্যাদিতি চেন্ন, ঘটত্বভেদত্বাদীনাং প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং ভেদাদেকপরিশেষাভাববিলক্ষণব্যবহারাত্যুপপত্তেঃ।

হইলে সেই অজ্ঞানোপাদান হইতে উৎপন্ন সংশয়, বিপর্য্যয়াদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রমাণজন্য জ্ঞান সাক্ষাৎ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। আর উপাদানের নিবৃত্তি হইলে উপাদেয় সংশয়াদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান অধ্যস্ত বলিয়া স্বীকার করেন; অধ্যস্ত বস্তুর স্ফুরণ অধিষ্ঠানের স্ফুরণ ব্যতীত হইতে পারে না। নির্গুণ নিরংশ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া এই অধিষ্ঠান শুদ্ধ চৈতন্যের স্ফুরণ ব্যতীত অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষে অজ্ঞান ভাসমান হয় ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন, এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষে যেমন অধ্যস্ত অজ্ঞান ভাসমান হয়, সেইরূপ অজ্ঞানের অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্যও ভাসমান হইবে। অধিষ্ঠানের স্ফুরণ না হইলে অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারিবে না। আর শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক জ্ঞানই যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোন কালেই সম্ভাবিত হইবে না। আর তাহাতে অজ্ঞানের সিদ্ধিও হইবে না।

এই স্থলে মূলকার অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক বৃত্তিমাত্রকেই অধ্যস্ত অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়া দোষ দিয়াছেন। আর এই জন্যই তিনি অজ্ঞানের স্ফুরণকালে অজ্ঞানাধিষ্ঠান শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিও তৎকালে আছে এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদিগণ অধিষ্ঠান শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী বলেন না, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

অধ্যস্ত বস্তুর জ্ঞান সেই অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানের জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না, ইহাই দেখাইবার জন্য এই স্থানে মূলকার বলিতেছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ শুক্তিরজতাদির অধ্যাসে এইরূপ দেখা যায় যে—অধ্যস্ত রজতাদির চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান, চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য রজতের অধিষ্ঠান শুক্তির প্রত্যক্ষ না হইলে হইতে পারে না; যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধ্যস্ত বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। অন্যথা অধ্যস্ত বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য অধ্যস্ত অজ্ঞান যাদৃশ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই অধ্যস্ত অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্যও তাদৃশ জ্ঞানের বিষয় হইতে হইবে। অন্যথা অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারিবে না। যেমন শুক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য না হইলে তাহাতে অধ্যস্ত রজতও চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য হইতে পারে না।

এই স্থলেও বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যস্ত রজতাদিকে চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অধ্যস্ত রজতাদি প্রতিভাসকালমাত্রস্থায়ী বলিয়া ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য অধ্যস্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রাতিভাসিক অধ্যস্ত রজতাদি বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই। এইজন্য প্রাতিভাসিক রজতাদি বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য নহে; কিন্তু তাহা সাক্ষিবেদ্য। "চক্ষুর দ্বারা রজত দেখিতেছি" এইরূপ প্রতীতিও মিথ্যা। অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান শুক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য বলিয়াই ঐরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।২২।

সম্প্রতি অদ্বৈতবেদান্তিগণ শঙ্কা করিতেছেন যে,—ভেদাভেদবাদিগণ ভেদমাত্রকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পটাদি বস্তুর ভেদ ঘটে আছে বলিয়া পটাদি বস্তুর ভেদ ঘটস্বরূপ; আর তাহা হইলে ভেদাভেদবাদিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে যে, পটাদি বস্তুর ভেদ ও ঘট দুইটি বস্তু নহে; একটিই বস্তু; আর তাহাতে পটাদির ভেদ ও ঘট ইহার যে কোন একটির পরিশেষ স্বীকার করিতে হইবে; দুইটি স্বীকার করা যাইবে না। দুইটি স্বীকার করিলে

নন্থ ভেদত্বং নাম কিং জাতির্ব্বা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বাদিরূপোপাধির্ব্বা, তন্নিষ্ঠাসাধারণধর্ম্মরূপং বা ? নাদ্যঃ, সামান্যাদিসাধারণত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তাদাত্ম্যস্যাভেদরূপত্বে অন্যোন্যা-

---

"ভেদ অধিকরণস্বরূপ" ভেদাভেদবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। ভেদাভেদবাদিগণ যদি ভেদ ও ঘটের একতর পরিশেষ স্বীকার করেন, তবে বিভিন্ন দ্বিবিধ ব্যবহার হইতে পারিবে না অর্থাৎ ঘটমাত্র স্বীকার করিলে ভেদব্যবহার হইবে না এবং ভেদমাত্র স্বীকার করিলে ভেদব্যবহারবিলক্ষণ ঘটব্যবহার হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ পটাদির ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্ব ও ভেদপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ভেদত্ব ভিন্ন বলিয়া একতরের পরিশেষের আপত্তি ও বিলক্ষণব্যবহারের অনুপপত্তি ইহার একটিও হইবে না অর্থাৎ একতরের পরিশেষও হইবে না এবং বিলক্ষণব্যবহারও হইবে। এই স্থলে অভিপ্রায় এই যে,—প্রদর্শিত ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও ভেদত্ব ও ঘটত্ব পরস্পর বিলক্ষণ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে,—ভেদাভেদবাদিগণ বলিয়াছেন যে,—ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও ভেদত্ব ও ঘটত্ব ধর্ম্ম ভিন্ন ; তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই ভেদত্ব ধর্ম্মটি কি ? ইহা কি ঘটত্ব, পটত্বাদির মত জাতি ? (১) অথবা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবত্বাদিরূপ সখণ্ড উপাধি ? (২) অথবা ভেদের অসাধারণ ধর্ম্মই ভেদত্ব ? (৩) এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের একটিও সঙ্গত নহে। ভেদত্ব যদি ঘটত্বাদির মত জাতি হয়, তাহা হইলে ভেদত্বজাতিকে সত্তাজাতির ব্যাপ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সত্তাজাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম কেবল এই তিনটি পদার্থে থাকে ; কিন্তু সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে থাকে না। সুতরাং সত্তাজাতির ব্যাপ্য ভেদত্বজাতিও দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থে থাকিতে পারিবে না। আর তাহাতে ভেদমাত্রই দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থের অন্যতম হইয়া পড়িবে। সামান্যাদি পদার্থে আর ভেদ থাকিতে পারিবে না। আর "ভেদ অভাব পদার্থ" এই সিদ্ধান্তও ভঙ্গ হইবে। আর তাহাতে ভেদ অভাবপদার্থ না হইয়া ভাবপদার্থই হইয়া পড়িবে। অভাবপদার্থ জাতিমান্ নহে ; দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থই জাতিমান্ হইয়া থাকে। এইজন্য ভেদত্বধর্ম্মকে জাতি বলা যায় না। এই স্থলে মূলকারের পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে, ভেদ সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েও আছে ; ঘটত্বরূপ সামান্যে পটত্বরূপ সামান্যের ভেদ, দ্রব্যের ভেদ, গুণের ভেদ, কর্ম্মের ভেদ, সামান্যান্তরের ভেদ, বিশেষের ভেদ, সমবায়ের ভেদ প্রভৃতি আছে। এই ভেদ অধিকরণস্বরূপ বলিয়া প্রদর্শিত ভেদগুলি ঘটত্বসামান্যস্বরূপ। ভেদত্ব যদি জাতি হয়, তবে ঘটত্বজাতিতে ভেদত্বজাতি আছে ইহাই মানিতে হইবে। আর তাহাতে সামান্যও সামান্যবান্ হইয়া পড়িবে। অথচ সামান্য সামান্যরহিত ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। এইরূপ ভেদ বিশেষ ও সমবায়েও আছে ; বিশেষ ও সমবায়নিষ্ঠ ভেদ বিশেষ ও সমবায়স্বরূপ। ভেদত্ব জাতি হইলে বিশেষ ও সমবায়েও জাতি আছে ইহা মানিতে হইবে। অথচ বিশেষ ও সমবায় জাতিরহিত ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তেরও ভঙ্গ হইবে। এই জন্যই মূলকার বলিয়াছেন "সামান্যাদিসাধারণত্বাৎ।" এই মূলোক্ত আদিপদের অর্থ বিশেষ ও সমবায়। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থই সামান্যরহিত— "সামান্য-পরিহীনাস্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ।" সামান্যে সামান্য স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষই হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধঘটিত ; তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অভেদসম্বন্ধ ; অভেদ ভেদাভাব ; সুতরাং ভেদনিরূপণ ভেদসাপেক্ষ বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে অর্থাৎ ভেদজ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞানসাপেক্ষ এবং তাদাত্ম্যজ্ঞান ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ। এইজন্য জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে।

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে ; কারণ ভেদনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্মই যদি ভেদত্ব হয়, তবে তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাবে তাহার অতিব্যাপ্তি হইবে। অভিপ্রায় এই যে—"তাদাত্ম্যবান্ নাস্তি" এই প্রতীতিসিদ্ধ

শ্রয়াপত্তেঃ। ন তৃতীয়ঃ, তন্নিষ্ঠাসাধারণধর্ম্মরূপত্বে তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবেঽতিব্যাপ্তেঃ। তস্যাপি স্বরূপত্বে অনুগতব্যবহারানুপপত্তেরিতি চেন্ন, ভেদত্বাদেরখণ্ডোপাধিত্বাৎ ।২৩।

অথ নির্ব্বিশেষবাদে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বিলক্ষণব্যবহারানুপপত্তিঃ। ন চ কল্পিতধর্ম্মাঙ্গীকারেঽপি বিলক্ষণব্যবহারসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, শ্রুতিবোধ্যানাং কল্পিতত্বাসম্ভবাৎ শ্রুতেরখণ্ডার্থকত্বনাশাচ্চ। ন হি ব্রহ্ম সত্যাদিরূপং নেতি বাধকমস্তি, যেন সত্যত্বাদেঃ কল্পিতত্বং স্যাৎ। নাপ্যারোপে বাধং বিনা অন্যৎ

অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা তাদাত্ম্যে আছে। আর এই তাদাত্ম্যই ভেদরাহিত্যস্বরূপ। এই ভেদরাহিত্যবতের অত্যন্তাভাব ভেদস্বরূপ; আর তাহাতে ভেদত্ব আছে। সুতরাং প্রদর্শিত অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি ঘটিবে। আর এই ভেদস্বরূপ অত্যন্তাভাবও যদি অধিকরণস্বরূপ হয়, তবে অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভেদের অনুগত ব্যবহার হইতে পারিবে না।

যদিও প্রদর্শিতরূপে ভেদত্বধর্ম্মের নিরূপণ সঙ্গত নহে; তথাপি ভেদত্ব, অভাবত্ব, প্রাগভাবত্ব, ধ্বংসত্বাদি ধর্ম্ম বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত অখণ্ডোপাধি। যেমন "অয়ং ঘটঃ, অয়মপি ঘটঃ" এইরূপ অনুগত প্রতীতির বিষয় ঘটত্ব জাতি হইয়া থাকে, সেইরূপ "অয়ম্ অভাবঃ, অয়মপি অভাবঃ" "অয়ং ভেদঃ অয়মপি ভেদঃ" ইত্যাদি অনুগত প্রতীতির বিষয় অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি অখণ্ডোপাধি হইয়া থাকে। জাতি যেমন অনুগত প্রতীতিসাক্ষিক হয়, সেইরূপ অখণ্ডোপাধিও অনুগত প্রতীতি-সাক্ষিক হইয়া থাকে। বিষয় অনুগত না হইলে প্রতীতি অনুগত হইতে পারে না। নানা ঘটব্যক্তিতে অনুগত অর্থাৎ একাকার প্রতীতি বিষয়ের একত্বকে অপেক্ষা করে। এইজন্য নানা ঘটব্যক্তিতে একটি ঘটত্ব জাতি স্বীকার করা হয়। নানা ঘটব্যক্তিতে একটি ঘটত্বজাতি যদি না থাকিত, তবে নানা ঘটব্যক্তিতে অনুগত অর্থাৎ একাকার প্রমাপ্রতীতি "ঘট ঘট" এইরূপ হইতে পারিত না। অনুগত বিষয়নিরপেক্ষ অনুগত প্রমাপ্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপ অভাব, ভেদ, প্রাগভাব ও ধ্বংস প্রভৃতির অনুগত প্রতীতিও অনুগত বিষয়সাপেক্ষ হইবে। এই অনুগত বিষয় অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি। সমস্ত অভাবে অভাবত্ব একটি ধর্ম্ম ও সমস্ত ভেদে ভেদত্ব একটি ধর্ম্ম না থাকিলে নানা অভাবব্যক্তিতে অনুগত অভাবপ্রতীতি ও নানা ভেদব্যক্তিতে অনুগত ভেদপ্রতীতি হইতে পারিত না। এই অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম্ম হইলেও ঐ ধর্ম্মগুলি জাতি নহে; জাতিবাধক প্রমাণ আছে বলিয়া* অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম জাতি হইতে পারে না। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন অখণ্ড বস্তু, এইরূপ অভাবত্ব ভেদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মও অখণ্ড বস্তু। ইহারা জাতি নহে বলিয়া ইহাদিগকে উপাধি বলা হইয়াছে।

এই স্থলে আচার্য্য যে ভেদত্ব প্রভৃতিকে অখণ্ডোপাধি বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণভাবে নৈয়ায়িকগণের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিয়াছেন। মাধ্ব প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভেদত্বধর্ম্মকে অখণ্ডোপাধি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (ন্যায়ামৃত ৫৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভেদত্বাদি ধর্ম্ম যে অখণ্ডোপাধি, তাহা আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকাতে রঘুনাথশিরোমণি দেখাইয়াছেন। (আত্মতত্ত্ববিবেক ৫৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।২৩।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই চৈতন্যে তাঁহারা কোনও বিশেষ ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক। অথচ শ্রুতি সত্য, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পদের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মে জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে জ্ঞানপদের দ্বারা ব্রহ্মের ব্যবহার হইতে পারে না। জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম না থাকিয়াও যদি ব্রহ্মে জ্ঞানপদ প্রযুক্ত হয়, তবে জ্ঞানত্বধর্ম্মরহিত বস্তুমাত্রেরই জ্ঞানপদের দ্বারা ব্যবহার

* কিরণাবলী গ্রন্থে জাতিবাধক প্রমাণের বিশেষ আলোচনা আছে। "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ ॥"

প্রমাণমস্তি। ন চ শ্রুতেস্তত্র তাৎপর্য্যাভাবঃ, ব্যাবহারিকস্য সত্যত্বাদেরসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ন হি "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইতি বাক্যতাৎপর্য্যাবিষয়ো যজমানপ্রস্তরাভেদো ব্যাবহারিকঃ সিধ্যতি।২৪।

নন্থ ভেদপ্রতীতেঃ "ইদমস্মাদ্ভিন্নম্" ইতি বা, "অস্য অমুষ্মাদ্ভেদ ইতি বা ? ধর্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিতত্বেনৈব ভাব্যম্ ; তথাত্বে চান্যোন্যাশ্রয়স্যাবশ্যকত্বাৎ। ধর্ম্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানে ভেদজ্ঞানং তস্মিংশ্চ ধর্ম্মিপ্রতিযোগি-

---

হইতে পারিবে। এইরূপ আনন্দাদি পদের দ্বারা ব্রহ্মের ব্যবহারসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পদের দ্বারা ব্রহ্মের ব্যবহার শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বা নির্ধর্ম্মক বলা যায় না। তাহা বলিলে প্রদর্শিত বিলক্ষণব্যবহারের অনুপপত্তি হইবে।

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—নির্ধর্ম্মক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যে জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক ধর্ম্ম নাই ; তথাপি ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্ববিধ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে। এই জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা বিলক্ষণব্যবহারও ব্রহ্মের হইতে পারিবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ শ্রুতিই ব্রহ্মকে জ্ঞান, আনন্দ ও সত্যাদি পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম যে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ইহা শ্রুতি ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। প্রমাণভূতা শ্রুতি যেরূপে ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রদর্শিত স্বরূপ কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা ইহা বলা যায় না। বলিলে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে।

আরও বিশেষ কথা এই যে—শ্রুতি যদি জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদন করেন, তবে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলির অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হইবে না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ লক্ষণবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

আরও কথা এই যে,—যদি "ব্রহ্ম সত্য নহে, জ্ঞান নহে, আনন্দ স্বরূপও নহে" এইরূপ বাধক প্রমাণ থাকিত, তবে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম কল্পিত বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু "ব্রহ্ম সত্য নহে" এইরূপ বাধক প্রমাণ কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া সত্যত্বাদি ধর্ম্মকে কল্পিত বলা যায় না। প্রমাণবাধিত ধর্ম্মকেই কল্পিত বা আরোপিত বলা হইয়া থাকে। বাধক প্রমাণ ব্যতীত সত্যত্বাদি ধর্ম্মকে কল্পিত বলা যায় না। সুতরাং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম কল্পিত হইতে পারে না। অবাধিত বস্তু কল্পিত নহে।

যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—ব্রহ্মের সত্যত্ব, জ্ঞানত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই, এইজন্য ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম পরমার্থিক নহে ; কিন্তু কল্পিত। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। ব্রহ্মগত সত্যত্বাদি ধর্ম্মে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্যই না থাকে, তবে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের ব্যাবহারিকত্বও সিদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম পারমার্থিক না হইলেও তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্যবহারদশাতে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম আছে, ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তই বটে। সেই সত্যত্বাদি ধর্ম্মে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকে, তবে তাহার ব্যাবহারিকত্বও সিদ্ধ হইবে না। যেমন "যজমানঃ প্রস্তরঃ" এই অর্থবাদবাক্যের তাৎপর্য্য যজমান ও প্রস্তরের অভেদে নাই, এইজন্য যজমান ও প্রস্তরের অভেদ ব্যাবহারিকও নহে ; অভেদে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই বলিয়া যজমান ও প্রস্তরের ব্যাবহারিক অভেদও যেমন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ সত্যত্বাদি ধর্ম্মে শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকিলে ব্রহ্মের ব্যাবহারিক সত্যত্বাদি ধর্ম্মও সিদ্ধ হইবে না।২৪।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ আপত্তি প্রদর্শন করেন যে—ভেদবিষয়ক প্রমিতিমাত্রই অসিদ্ধ। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদমাত্রকেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভেদ অনাদি বলিয়া তাহা অজ্ঞানজন্য হইতে না পারিলেও অনাদি ভেদ অজ্ঞানপ্রযুক্ত হইতে বাধা নাই। ভেদবিষয়ক প্রমিতি কেন হইতে পারে না, তাহাই দেখাইবার জন্য

জ্ঞানমিতি। ঘটপটৌ ভিন্নাবিতি ঘটপটবিশেষণতয়া, তয়োর্ভেদ ইতি তদ্বিশেষ্যতয়া বা গ্রহণেঽপি ইতরেতরাশ্রয় এব। ঘটপটপ্রতীতৌ তদ্বিশেষ্যত্বাদিনা ভেদগ্রহঃ, ভেদগ্রহে চ দ্বিত্বাবচ্ছিন্নঘটপটয়োঃ প্রতীতিরিতি চেন্ন, ব্যাবহারিকভেদপ্রতীতেস্ত্বয়াপ্যঙ্গীকারাৎ ।২৫।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতেছেন যে,—আমাদের যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা "ইদমস্মাৎ ভিন্নম্ অর্থাৎ ইহা এই বস্তু হইতে ভিন্ন" এইরূপ হইয়া থাকে। অথবা "অস্য অমুষ্মাৎ ভেদঃ অর্থাৎ ইহা হইতে ইহার ভেদ আছে" এইরূপ হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত দ্বিবিধ ভেদপ্রতীতি ধর্ম্মিপ্রতীতি ও প্রতিযোগিপ্রতীতি সাপেক্ষ। ভেদ যাহাতে থাকে, তাহাকে ভেদের ধর্ম্মী বলে এবং যাহার ভেদ থাকে, তাহাকে ভেদের প্রতিযোগী বলে। যেমন ঘটে পটের ভেদপ্রতীতিতে ঘট ভেদের ধর্ম্মী এবং পট ভেদের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মী ও প্রতিযোগি-নিরপেক্ষ ভেদের প্রতীতি হইতে পারে না। ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত ভেদই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী ভেদের নিরূপক বলিয়া ভেদপ্রতীতিতে ভেদের নিরূপকপ্রতীতির অপেক্ষা আছে। কেহ কেহ ধর্ম্মিজ্ঞান ভেদপ্রতীতির কারণ নহে এইরূপ বলেন। কিন্তু ভেদের নিরূপক প্রতিযোগীর জ্ঞান সকলের মতেই ভেদজ্ঞানের হেতু। এইরূপে ভেদ তাহার নিরূপকপ্রতীতিসাপেক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া ভেদপ্রতীতিমাত্রই অন্যোন্যাশ্রয়দোষগ্রস্ত হইবে অর্থাৎ ভেদের নিরূপক ধর্ম্মীর ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান হইবে; আর ভেদের জ্ঞান হইলে ধর্ম্মিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব-রূপে ধর্ম্মীর ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইবে।

যদি প্রদর্শিতরূপে ভেদের প্রতীতি না হইয়া এইরূপে ভেদের প্রতীতি হয় যে—"ঘটপটৌ ভিন্নৌ অর্থাৎ ঘট ও পট ভেদবিশিষ্ট", এই প্রতীতিতে ভেদ বিশেষণরূপে ও ঘট-পট বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অথবা "ঘটপটয়োর্ভেদঃ অর্থাৎ ঘট ও পটের ভেদ আছে" এইরূপ প্রতীতিতে ভেদ বিশেষ্যরূপে ও ঘট-পট বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত ভেদের দ্বিবিধ প্রতীতিতেও ইতরেতরাশ্রয় দোষই ঘটিবে। কারণ ঘট ও পট এই দুইটি বস্তুর প্রতীতি হইলে এই দুইটি বস্তুর বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে ভেদের প্রতীতি হইবে; আর এই ভেদের প্রতীতি হইলে দ্বিত্ববিশিষ্ট ঘট-পটের প্রতীতি হইবে। ভেদের প্রতীতি না হইলে দ্বিত্ববিশিষ্ট ঘট-পটের প্রতীতি হইতে পারে না। 'ঘট-পট দুইটি' এইরূপ দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে জ্ঞান তবেই হইতে পারিবে, যদি ঘট ও পটের ভেদজ্ঞান থাকে। ঘট ও পটের ভেদজ্ঞান না থাকিলে 'ঘট ও পট দুইটি' এইরূপ জ্ঞানই হইতে পারে না। দ্বিত্বাদি বোধের কারণ ভেদজ্ঞান। এই কারণীভূত ভেদজ্ঞান না থাকিলে ভেদজ্ঞানের কার্য্য দ্বিত্বাদি জ্ঞান সম্ভাবিত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণও ব্যবহারদশাতে ভেদের প্রতীতি স্বীকার করিয়া থাকেন। ভেদজ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার ব্যবহারই হইতে পারে না। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে তত্ত্ব-জ্ঞান উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ব্যবহার সিদ্ধির জন্য ভেদজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষগ্রস্ত বস্তুর দ্বারা ব্যবহারেরও সিদ্ধি হইতে পারে না। আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষগ্রস্ত বস্তুর যে ব্যবহার হইতে পারে না, তাহা "পরস্পরসাপেক্ষেণ ব্যবহারস্যাপ্যসম্ভবাৎ, ন হি ব্যাবহারিকমৃদাদেঃ স্বজন্য-ঘটাদিসাপেক্ষত্বম্" ইত্যাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।২৫।*

---

* অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত শঙ্কার উত্তর ন্যায়ামৃতগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ন্যায়ামৃতকারের বিশেষ বক্তব্য এই যে—ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপ আপত্তি হইলেও ভেদ বস্তুর স্বরূপমাত্র; কিন্তু বস্তুর ধর্ম্ম নহে, এই পক্ষ অবলম্বন করিলে প্রদর্শিত আপত্তি হইতেই পারে না। যাঁহারা অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলেন, তাঁহাদের মতেই ভেদ বস্তুস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত প্রভাকর মীমাংসকগণের সম্মত। ন্যায়ামৃত ৫৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অপি চ "অস্তীদম্" "ন জানামি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিষু সাক্ষিসিদ্ধকালবিষয়সর্ব্বৈঃ সহ বস্তুজ্ঞানাভেদানামিব ইহাপি সাক্ষিসিদ্ধেন প্রতিযোগিনা সহৈব ব্যাবৃত্তিপ্রতীতেঃ নান্যোন্যাশ্রয়ঃ। অন্যথা তবাপি দোষস্য তুল্যত্বাৎ, "ইদমনেন অভিন্নম্" "অস্যামুষ্মাদভেদঃ" "ইমে অভিন্নে" "এতয়োরভেদঃ"

অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত শঙ্কার উত্তরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের সমাধানরহস্য এই যে,—সর্ব্বত্র নিরূপক বস্তুর জ্ঞানজন্য নিরূপ্য বস্তুর জ্ঞান হয়, এইরূপ নিয়ম নাই। নিরূপক ও নিরূপ্যের জ্ঞানের পৌর্ব্বাপর্য্য সর্ব্বত্র অপেক্ষিত নহে। যেমন "অস্তি ইদম্" এইরূপ প্রতীতিতে সাক্ষিসিদ্ধ বর্ত্তমানকালের সহিতই বস্তু ভাসমান হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালের জ্ঞান ও বস্তুর জ্ঞানের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। সাক্ষিসিদ্ধ বর্ত্তমানকালবিশেষিত বস্তু এককালেই ভাসমান হইয়া থাকে।

এইরূপ "ন জানামি" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষে যে অজ্ঞান ভাসমান হয়, তাহা সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত-ভাবে এককালেই ভাসমান হইয়া থাকে। অজ্ঞানের নিরূপক বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্বে ও অজ্ঞানের সাক্ষিপ্রত্যক্ষ পরে হয়, এইরূপ নহে ; কিন্তু যুগপৎই হইয়া থাকে।

এইরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির দ্বারা যে ব্রহ্মে সর্ব্ব বস্তুর অভেদ ভাসমান হয়, তাহাও এককালেই হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ হয় না যে—প্রথমতঃ সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান ও পরে সর্ব্ববস্তুবিশেষিত অভেদের ব্রহ্মে জ্ঞান। সর্ব্ববস্তু অভেদের নিরূপক হইলেও নিরূপ্য ও নিরূপকের জ্ঞান এককালেই হইয়া থাকে।

এইরূপ সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিযোগীর সহিতই ভেদের প্রতীতি হইতে কোন বাধা নাই। যদি ধর্ম্মী হইতে ভিন্নরূপে ভেদের প্রতিযোগীর জ্ঞান ভেদপ্রতীতির কারণ হইত, আর তাহাতে প্রথমতঃ ভিন্নরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান ও পরে ভেদের জ্ঞান হইত, তবে অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিযোগীর সহিতই ভেদজ্ঞান এককালেই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের অবকাশই নাই।

আমাদের প্রদর্শিত তিনটি উদাহরণে যথাক্রমে বর্ত্তমানকাল, অজ্ঞানের বিষয় ও শ্রুতিগত সর্ব্বপদের অর্থ সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়া বস্তুর সহিত বর্ত্তমানকাল এককালে, অজ্ঞানের বিষয়ের সহিত অজ্ঞান এককালে এবং সর্ব্বপদার্থের সহিত অভেদ এককালে প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিযোগীর সহিত ভেদও এককালেই প্রতীত হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ নিরূপ্য ও নিরূপকের এককালে প্রতীতি স্বীকার না করেন, তবে অদ্বৈতবাদিগণেরও গত্যন্তর থাকিবে না। অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের মতে যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মতেও সেই দোষ তুল্য-ভাবেই হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন ; এইজন্য তাঁহাদিগকেও এইরূপ বলিতে হইবে যে—"জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, জীবে ব্রহ্মের অভেদ আছে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে" এইরূপ প্রদর্শিত চতুর্ব্বিধ প্রকারের যে কোন একটি প্রকার অবলম্বন করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিতে হইবে। এই ঐক্যপ্রতীতিতেও একটি ধর্ম্মী ও অপরটি প্রতিযোগীরূপে ভাসমান হইবে। ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞাননিরপেক্ষ ঐক্য-প্রতীতি হইতে পারে না। যেমন ভেদজ্ঞান ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞাননিরপেক্ষ হইতে পারে না। প্রদর্শিত চারিটি স্থলের প্রথম স্থলেই এই দোষটি বুঝিতে হইবে। "ইদমনেনাভিন্নম্" এই স্থলে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত "ইদং" পদের অর্থ ধর্ম্মী হইবে এবং "অনেন" এই তৃতীয়ান্ত পদের অর্থ প্রতিযোগী হইবে। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা আশ্রয়ত্বরূপ ধর্ম্মিত্বের এবং তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রতিযোগিত্বের বোধ হইবে।

"অস্যামুষ্মাদভেদঃ" এই দ্বিতীয় স্থলেও "অস্য" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের অর্থ অবধিমান্ ও "অমুষ্মাৎ" এই পঞ্চম্যন্ত পদের অর্থ অবধি। ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা অবধিমত্ত্বের ও পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা অবধিত্বের বোধ হইবে। এই অবধিমত্ত্ব ও অবধিত্বরূপে অবধিমান্ ও অবধির জ্ঞান অবধিমান্ ও অবধির ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ। দুইটি বস্তুকে ভিন্নরূপে না জানিলে সেই দুইটি বস্তুকে অবধিমত্ত্ব ও অবধিত্বরূপে জানা যায় না। শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মকে ভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়া অর্থাৎ

ইতি জীব-ব্রহ্মণোরৈক্যপ্রতীতেঃ। ধর্ম্মিপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানং দ্বিত্বাবচ্ছিন্নজ্ঞানঞ্চ ভেদজ্ঞানপরতন্ত্রমিতি তদ্বিরুদ্ধাভেদজ্ঞানাসম্ভবাপত্তেঃ।২৬।

ন চ কল্পিতভেদজ্ঞানস্য ধর্ম্মিপ্রতিযোগিভাবদ্বিত্বাবচ্ছিন্নজ্ঞাননির্ব্বাহকস্য তাত্ত্বিকাভেদজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বং

অবধিমান্ ও অবধিরূপে প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাহাদের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে পারেন না। ভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়া অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিলে বিরোধ হয়। সুতরাং প্রদর্শিত দুইটি স্থলে অদ্বৈতবাদিগণ বিরোধ-দোষের উদ্ধার করিবেন কিরূপে ?

এইরূপ "ইমে অভিন্নে" অর্থাৎ এই দুইটি বস্তু অভিন্ন অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, "এতয়োরভেদঃ" এই দুইটি বস্তুর অভেদ আছে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে, অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই দুইটি স্থলেও অদ্বৈতবাদিগণের বিরোধদোষই ঘটিবে ; কারণ প্রদর্শিত দুইটি স্থলের প্রথম স্থলে অভেদ বিশেষণরূপে ও দ্বিতীয় স্থলে অভেদ বিশেষ্যরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশেষণরূপে ভাসমান অভেদের বিশেষ্য বা ধর্ম্মী জীব ও ব্রহ্ম দুইটি বস্তু ; দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট এই দুইটি বস্তুর অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞান এই দুইটি বস্তুর ভেদজ্ঞানের অধীন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান না থাকিলে জীব ও ব্রহ্ম দুইটি এইরূপ দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না। দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্টরূপে জীব ও ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ হইবে। এইরূপ "এতয়োরভেদঃ" এই প্রদর্শিত স্থলেও উক্তরূপ বিরোধ বুঝিতে হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান অসম্ভবই হইয়া পড়িবে। এইজন্য অদ্বৈতবাদি-গণকে আমাদের প্রদর্শিত রীতিরই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই আমাদের প্রদর্শিত রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা যেরূপ প্রদর্শিত স্থলসমূহে বিরোধদোষের সমাধান করিবেন, সেইরূপ আমরাও ভেদপ্রতীতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সমাধান করিব। সুতরাং সমাধানরীতি তুল্য বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে আমাদের মতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত।২৬।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে "ইদমনেনাভিন্নম্" ইত্যাদি চারিটি স্থলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতীতির অসম্ভব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ তাঁহারা বলেন "ইদমনেনাভিন্নম্" এই প্রতীতিতে প্রথমান্ত পদের অর্থ ধর্ম্মী ও তৃতীয়ান্ত পদের অর্থ প্রতিযোগী। ধর্ম্মিত্ব প্রতিযোগিত্বরূপে দুইটি পদার্থের জ্ঞান ঐ দুইটি পদার্থের ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। ঐ দুইটি পদার্থের ভেদজ্ঞান না থাকিলে ঐ দুইটি পদার্থ ধর্ম্মিত্ব ও প্রতিযোগিত্বরূপে প্রতীত হইতে পারে না। আর ভিন্নরূপে প্রতীত পদার্থ দুইটির অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ ঘটিবে। কিন্তু এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে দুইটি বস্তুর জ্ঞান ঐ দুইটি বস্তুর ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ হইলেও ঐ দুইটি বস্তুর জ্ঞান পরমার্থ সত্য ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানের দ্বারাও ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে জ্ঞান হইতে পারে অর্থাৎ ভেদরহিত একটি বস্তুতে অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদ কল্পিত হইলে সেই কল্পিত ভেদের জ্ঞানদ্বারা একটি বস্তুরই ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে জ্ঞান হইতে পারিবে। ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে জ্ঞান পারমার্থিক ভেদজ্ঞাননির্ব্বাহ্য নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে জ্ঞানের নির্ব্বাহক হইতে পারে। এইরূপ "অস্য অমুষ্মাদভেদঃ" এই স্থলেও পঞ্চম্যন্ত পদের অর্থ অবধি ও ষষ্ঠ্যন্ত পদের অর্থ অবধিমান্। এই অবধি-অবধিমদ্ভাবে বস্তুর প্রতীতি ভেদজ্ঞাননির্ব্বাহ্য হইলেও পারমার্থিক ভেদজ্ঞাননির্ব্বাহ্য নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও অবধি-অবধিমদ্ভাবে প্রতীতির নির্ব্বাহক হইতে পারে।

এইরূপ "ইমে অভিন্নে" "এতয়োরভেদঃ" এই দুইটি স্থলেও দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে প্রতীতি ভেদজ্ঞাননির্ব্বাহ্য হইলেও পারমার্থিক ভেদজ্ঞান দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতীতির নির্ব্বাহক নহে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে—অদ্বৈতমতে ভেদমাত্রই

নাস্তীতি বাচ্যম্, বিষমসত্তাকভেদজ্ঞানাভেদজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাভাবেন ভেদজ্ঞানস্যানুচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। ভেদ-মিথ্যাত্বসিদ্ধৌ বাধকাভাবাৎ জীব-ব্রহ্মণোর্ব্বাস্তবৈক্যসিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ ভেদরূপ-মিথ্যাত্বসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াচ্চ ।২৭।

ননু নাভেদজ্ঞানে ধর্ম্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা, তস্য নিষ্প্রতিযোগিকবস্তুরূপত্বাৎ। সপ্রতিযোগিকত্ব-

---

অপারমার্থিক মিথ্যা; ভেদ সত্য নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও দ্বিত্ববিশিষ্ট প্রতীতির নির্ব্বাহক হইতে পারে। কল্পিত ভেদজ্ঞাননির্ব্বাহ্য ধর্ম্মি-প্রতিযোগিভাবে প্রতীতি, অবধি-অবধিমত্তাবে প্রতীতি, দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া পরে ঐ কল্পিত ভেদ ধর্ম্মি-প্রতিযোগী প্রভৃতির তাত্ত্বিক অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ দোষ ঘটিবে না অর্থাৎ যে অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদ কল্পিত হইয়াছিল, সেই অজ্ঞানের সহিত ভেদের উপমর্দ্দন করিয়া অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। ভেদজ্ঞানও থাকিবে, অভেদজ্ঞানও উৎপন্ন হইবে ইহা হইতে পারে না। তাত্ত্বিক ভেদজ্ঞানই তাত্ত্বিক অভেদজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতমতে তাত্ত্বিক ভেদ অপ্রসিদ্ধ। কল্পিত ভেদজ্ঞান তাত্ত্বিক অভেদজ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে। সুতরাং প্রদর্শিত বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত, কারণ অদ্বৈতবাদিগণ প্রাতিভাসিক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা এই ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে—সমানসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যেই বাধ্য-বাধকভাব হইতে পারে। বিষমসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই বলিয়া বাধ্য-বাধকভাব হইতে পারে না। কল্পিত ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ কল্পিত অভেদজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। কারণ উভয় জ্ঞানই সমানসত্তাক বস্তুবিষয়ক হইয়াছে। বিষমসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধই নাই। এইজন্য পারমার্থিক অভেদবিষয়ক জ্ঞান কল্পিত ভেদবিষয়ক জ্ঞানের বিরোধী নহে। কারণ এই দুইটি জ্ঞান সমানসত্তাক বস্তুবিষয়ক হয় নাই। ভেদ ব্যাবহারিক ও অভেদ পারমার্থিক; সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত বলিয়া যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে পারমার্থিক অভেদবিষয়ক জ্ঞান উক্ত কল্পিত ভেদের বাধক হইবে না অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকিয়াই যাইবে।

এই স্থলে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের যে আশয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত নহে। তাঁহাদের মতে অন্যূনসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, এই জন্য সমানসত্তাক বা অধিকসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সমানসত্তাক বা ন্যূনসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে। সমানসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের বাধ্যবাধকভাব প্রাতিভাসিক বস্তুবিষয়েই সম্ভব। স্বাপ্ন পদার্থবিষয়ক জ্ঞান স্বাপ্ন পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতবিষয়ক জ্ঞান শুক্তিতে রঙ্গবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাবহারিক ভেদবিষয়ক জ্ঞান ব্যাবহারিক অভেদবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না; কিন্তু পারমার্থিক অভেদজ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মূলকারপ্রদর্শিত অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায়প্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই। ইহাই অনুসন্ধান করিয়া প্রদর্শিত দোষে মূলকার সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইতেছেন—যথা—অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদকে মিথ্যা বলেন এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকে পরমার্থ সত্য বলেন; এইরূপ বলায় তাঁহাদের মতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইবে। কারণ ভেদ মিথ্যা বলিয়া ঐক্যের বাধক কেহ নাই। আর জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। ভেদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে ঐক্যের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ এবং ঐক্যের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইলে ভেদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।২৭।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—ভেদজ্ঞান ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া ভেদজ্ঞানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ

ব্যবহারস্তু অভেদনিরূপকস্য ভেদস্য প্রতিযোগিসাধ্যত্বাদিতি চেন্ন, নিষ্প্রতিযোগিকস্যাভাবাভাবত্বেন ভানে সপ্রতিযোগিকত্বাৎ। অন্যথা মহাবাক্যার্থাভেদপ্রতিযোগিসমর্পক-সত্যাদিবাক্যস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। নিরপেক্ষ-

---

অপরিহার্য্য; কিন্তু "অভেদজ্ঞানও ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া অভেদজ্ঞানেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে" এইরূপ শঙ্কা করা যায় না। অভিপ্রায় এই যে—দুইটি ভিন্ন বস্তুতে অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ হয় বলিয়া অভিন্ন বস্তুতেই অভেদ প্রতিপাদন করিতে হইবে। আর তাহাতে জীবে ব্রহ্মের অভেদ প্রতীত হইলে ব্রহ্মে জীবের অভেদ প্রতীত হইতে পারিবে, এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মতেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য, এইরূপ বলা যায় না; কারণ অভেদজ্ঞানে ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানের অপেক্ষাই নাই। কারণ ভেদ যেরূপ সপ্রতিযোগিক বস্তু, অভেদ সেইরূপ সপ্রতিযোগিক বস্তু নহে; অভেদ নিষ্প্রতিযোগিক বস্তু। ভেদপ্রতীতি দুইটি বস্তুকে অপেক্ষা করে; অভেদপ্রতীতি দুইটি বস্তুকে অপেক্ষা করে না। অভেদ একটি বস্তুস্বরূপ। বস্তু দুইটি হইলে আর তাহার অভেদ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—ভেদে যেমন সপ্রতিযোগিকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ "ঘটের ভেদ, পটের ভেদ" এইরূপে ভেদের সপ্রতিযোগিকরূপেই ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপ অভেদেরও ত সপ্রতিযোগিকরূপেই ব্যবহার হইতে দেখা যায়; সুতরাং অভেদজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞানের অপেক্ষা হইবে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অভেদ বলিতে ভেদের অভাব বুঝা যায়; ভেদের অভাবের নিরূপক অর্থাৎ প্রতিযোগী ভেদ; এই ভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া ভেদের অভাবও প্রতিযোগিসাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অভেদ নিষ্প্রতিযোগিক বস্তু।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। নিষ্প্রতিযোগিক বস্তুও সপ্রতিযোগিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন ঘট নিষ্প্রতিযোগিক বস্তু; এই ঘট ঘটাভাবাভাবস্বরূপ; ঘট ঘটত্বরূপে ব্যবহৃত হইতে প্রতিযোগীর জ্ঞানের অপেক্ষা করে না সত্য; কিন্তু সেই ঘটই ঘটাভাবাভাবত্বরূপে জ্ঞান হইতে গেলে উহা সপ্রতিযোগিকরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদেরই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের অভেদই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বাক্যার্থের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানসাপেক্ষ; এই জন্য মহাবাক্যের ঘটক তৎপদ ও ত্বংপদের অর্থ যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীব; ঈশ্বর ও জীব শবলিত পদার্থ বলিয়া তৎপদার্থশোধক সত্যাদি বাক্য ও ত্বংপদার্থশোধক "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি বাক্যরূপ অবান্তরবাক্যের দ্বারা শোধিত তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের বোধ হইলে মহাবাক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। মহাবাক্যার্থ যদি নিষ্প্রতিযোগিক হইত, তবে তৎত্বংপদার্থশোধক অবান্তর বাক্যের আবশ্যকতা থাকিত না। মহাবাক্যের অর্থ অভেদ; এই অভেদের সম্বন্ধী বা প্রতিযোগী জীব ও ব্রহ্ম; এই প্রতিযোগীর সমর্পক সত্যাদি বাক্য; এই সত্যাদি অবান্তর বাক্য মহাবাক্যার্থের প্রতিযোগিসমর্পক বলিয়াই সার্থক হইয়াছে। মহাবাক্যার্থ নিষ্প্রতিযোগিক হইলে সত্যাদি অবান্তর বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িত।

বিশেষ কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অভেদ নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া তাহা নিষ্প্রতিযোগিক হইবে, এইরূপ যে বলিয়াছেন, এইরূপ আমরাও বলিতে পারি—ভেদ নিরপেক্ষ বস্তু; কারণ ভেদ তাহার অনুযোগিস্বরূপ; পটের ভেদ ঘটে আছে; ঘট নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া ঘটস্বরূপ ভেদও নিরপেক্ষ হইবে। নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত অভিন্ন ভেদও নিরপেক্ষই হইবে। ভেদে যে সাপেক্ষতা ব্যবহার হয়, অর্থাৎ ভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহার কারণ ভেদ অভেদের অভাব; অভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া অভেদের অভাব ভেদও প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া ববহৃত হইয়া থাকে। এইরূপও ত বলা যাইতে পারে।

আরও বিশেষ কথা এই যে,—মহাবাক্যের অর্থ অভেদ বা ঐক্য যদি নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইত, তবে এই মহাবাক্যার্থজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের জ্ঞান হইয়া পড়িত। আর তাহাতে এই ব্রহ্মজ্ঞান জীব-ব্রহ্মভেদজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারিত না। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানের বিরোধী; ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের জ্ঞান উক্ত

বস্তুভিন্নস্য ভেদস্য নিরপেক্ষত্বম্। সাপেক্ষত্বব্যবহারস্তু অভেদরূপপ্রতিযোগিসাপেক্ষত্বাদিত্যাপত্তেশ্চ, ব্রহ্মস্বরূপমাত্রৈক্যজ্ঞানস্য ভেদজ্ঞানাবিরোধিত্বাপত্তেশ্চ।২৮।

নন্বু ভেদঃ কিং ভিন্নে বর্ত্ততে? উতাভিন্নে? আদ্যে আত্মাশ্রয়োঽন্যোন্যাশ্রয়ো বা। দ্বিতীয়ে বিরোধ ইতি চেন্ন, তব মতেঽপি সাম্যাৎ। অভেদোঽভিন্নে বর্ত্ততে? ভিন্নে বা? আদ্যে আত্মাশ্রয়াদিদোষাৎ। দ্বিতীয়ে বিরোধাৎ। এবমপি অনির্ব্বাচ্যত্বং তদ্বতিঃবর্ত্ততে? তদভাববতি বা? আদ্যে আত্মাশ্রয়াদিপ্রসক্তেঃ।

ভেদজ্ঞানের বিরোধী নহে। ভেদের অবিরোধী ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্প্রতিযোগিক হইলেও অর্থাৎ নিরপেক্ষ বস্তু হইলেও ভেদজ্ঞানের বিরোধী অভেদজ্ঞানের বিষয় নিরপেক্ষ বস্তুমাত্র হইতে পারে না। নিরপেক্ষ বস্তুমাত্রবিষয়ক জ্ঞান ভেদজ্ঞানের বিরোধীই নহে। সুতরাং ভেদজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানের বিষয় অভেদ বা ঐক্য কখনই নিষ্প্রতিযোগিক নিরপেক্ষ বস্তুমাত্র নহে।২৮।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—ভেদমাত্রই অপারমার্থিক; কারণ ভেদ ভিন্নে থাকে কি অভিন্নে থাকে? এইরূপ বৃত্তিবিকল্পে আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় ও বিরোধ প্রভৃতি দোষ অপরিহার্য্য। যাহা আত্মাশ্রয়াদি দোষে দুষ্ট, তাহা পরমার্থ সত্য হইতে পারে না। এইজন্য ভেদও পরমার্থ সত্য হইতে পারিবে না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদের বৃত্তিবিকল্পনা করিয়া এইরূপে আত্মাশ্রয়াদি দোষ প্রদর্শন করেন যে, ঘটের ভেদ পটাদিতে আছে—এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, ঘটভেদ কি ঘটভিন্নে থাকে? অথবা ঘটাভিন্নে থাকে? যদি প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ ঘটভেদ ঘটভিন্নে থাকে, তবে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে; কারণ ঘটভিন্ন কথার অর্থ ঘটভেদবিশিষ্ট; সুতরাং ঘটভিন্নে ঘটভেদ থাকে, এই কথার অর্থ এই হইবে যে, ঘটভেদবিশিষ্টে ঘটভেদ থাকে। এই দুইটি ঘটভেদ যদি অভিন্ন হয় অর্থাৎ ঘটভেদ থাকিলে ঘটভেদ থাকে, তবে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। ঘটভেদের বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থান ঘটভেদসাপেক্ষ। স্ব-স্বসাপেক্ষ হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ প্রদর্শিত ভেদ দুইটি অর্থাৎ ঘটভেদবিশিষ্টে ঘটভেদ থাকে, এইরূপ বলিলে উল্লিখিত ঘটভেদ দুইটি যদি ভিন্ন হয়, তবে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে না বটে, কিন্তু অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। কারণ প্রথম ঘটভেদ-সম্বন্ধেও এই জিজ্ঞাসাই থাকিবে যে, ঘটভেদ কি ঘটভিন্নে থাকে; অথবা ঘটাভিন্নে থাকে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, ঘটভিন্নে ঘটভেদ থাকে। আর ভিন্নকথার অর্থ ভেদবিশিষ্ট; আর তাহাতে প্রথম ঘটভেদের জন্য আর একটি ঘটভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এই স্বীকৃত ঘটভেদ যদি প্রথম ঘটভেদের সহিত অভিন্ন হয়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় এবং ভিন্ন হইলে চক্রক বা অনবস্থা দোষ হইবে। আর এই দোষের পরিহারের জন্য যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ ঘটাভিন্নে ঘটভেদ থাকে এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে বিরোধ দোষ হইবে। যাহা ঘটাভিন্ন, তাহা ঘটভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপে ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্পের দ্বারা আত্মাশ্রয়াদি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্রদর্শিত দোষগুলি অদ্বৈতবাদিগণের মতেও অপরিহার্য্য। অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, অভেদ কি অভিন্নে থাকে, অথবা ভিন্নে থাকে? প্রথমপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অভেদ অভিন্নে থাকে, এইরূপ স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে। আর দ্বিতীয়পক্ষ স্বীকার করিলে বিরোধ দোষ হইবে, অর্থাৎ "অভেদ ভিন্নে থাকে" এইরূপ স্বীকার করিলে বিরোধ হইবে। যে যাহা হইতে ভিন্ন, সে তাহা হইতে অভিন্ন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ে বিরোধাৎ। ন চাভেদে বিকল্পাবকাশাভাবঃ তস্য স্বরূপত্বাৎ, অনির্ব্বাচ্যত্বাদাবস্য বিকল্পস্য অনির্ব্বাচ্যত্বপ্রযোজকস্য মমাপি অনুকূলত্বাদিতি বাচ্যম্, ভেদস্যাপি অধিকরণস্বরূপত্বাদিকল্পনাসাম্যাৎ উক্তবিকল্পপ্রতিঘাতেন ব্যাবহারিকানির্ব্বাচ্যত্বাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। তথাত্বে চ মিথ্যাত্বোপপাদকতর্কহততত্ত্বতা-মীক্ষণানন্তত্বাদীনামসম্ভবেন ঈক্ষত্যাদ্যধিকরণানামুচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ।২৭।

এইরূপ আকাশাদি প্রপঞ্চকে অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বাচ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—এই অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মটি কি অনির্ব্বাচ্যত্ববিশিষ্ট ধর্ম্মীতে থাকে? অথবা অনির্ব্বাচ্যত্বাভাববিশিষ্ট ধর্ম্মীতে থাকে? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে ভেদের বৃত্তিবিকল্পে প্রদর্শিত রীতি-অনুসারে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্যত্বাভাববিশিষ্ট ধর্ম্মীতে অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে বিরোধ দোষ হইবে। কারণ যাহা অনির্ব্বাচ্যত্বরহিত, তাহা অনির্ব্বাচ্যত্বসহিত হইতে পারে না।

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, ভেদের বৃত্তিবিকল্পে প্রদর্শিত দোষগুলি অভেদেরও বৃত্তিবিকল্পে হইতে পারিবে, এইরূপ যাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; আর এইজন্যই বৃত্তিবিকল্প প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু অভেদ বস্তুর ধর্ম্ম নহে; ঘটের অভেদ ঘটে আছে বলিয়া অভেদ ঘটের ধর্ম্ম নহে; কিন্তু ঘটস্বরূপ। এইজন্য অভেদে বৃত্তিবিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে। আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মের বৃত্তিবিকল্প দ্বারা যে আত্মাশ্রয়াদি দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের অনুকূলই হইয়াছে, কারণ আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বস্তু পরমার্থ সত্য হইতে পারে না। অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মও আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বলিয়া পরমার্থ সত্য নহে, ইহাই হইবে। আর অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম পরমার্থ সত্য নহে, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সিদ্ধান্তানুকূল আপাদন অনিষ্ট নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম হইলে অদ্বৈতবাদিগণ তাহাতে বৃত্তিবিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু ভেদ বস্তুর স্বরূপ হইলে প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্প হইতে পারে না। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ ভেদকে বস্তুর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ভেদে বৃত্তিবিকল্প-প্রদর্শন অসম্ভব।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মে বৃত্তিবিকল্প প্রদর্শন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনুকূলই হইয়াছে, এইরূপ বলা তাঁহাদের অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মকে ব্যাবহারিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্পে যে আত্মাশ্রয়াদি দোষ দেখান হইয়াছে, তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম ব্যাবহারিক হইতে পারিবে না। আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বস্তু যে ব্যাবহারিক হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

এইরূপে আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষগ্রস্ত বলিয়া যদি ব্যাবহারিক বস্তুও সিদ্ধ হইতে না পারে, তবে অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুই সিদ্ধ হইবে; ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুরই সিদ্ধি হইতে পারিবে না; মিথ্যাত্বের উপপাদক তর্কের দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রই খণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর তাহাতে "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক ঈক্ষণ বলা হইয়াছে, যাহা "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ঈক্ষত্যধিকরণে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ঈক্ষণ চেতনকর্ত্তৃক, কিন্তু জড়কর্ত্তৃক নহে, এইরূপ বিচারিত হইয়াছে এবং যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে আনন্ত্যাদি ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে যে জীব-ব্রহ্মের অভেদ বলা হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ব্রহ্মের ঈক্ষণ, আনন্ত্য ও অভেদ প্রভৃতি বস্তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর মিথ্যাত্বসাধক তর্কপরাহত বলিয়া এই সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপাদক ঈক্ষত্যধিকরণাদির উচ্ছেদই হইয়া যাইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষই হইবে।২৭।

অথ নির্ব্বিশেষস্য সন্মাত্রস্য বস্তুনঃ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদিনা প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাদধিকস্যানভ্যুপগমাচ্চ পরমতে বিষয়াসম্ভব এব। মহাবাক্যার্থো নির্ব্বিশেষসন্মাত্রাদধিকপরো ন বা? আদ্যে সখণ্ডার্থতাপত্তেঃ, দ্বিতীয়ে শাস্ত্রারম্ভস্য বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাদুক্তলক্ষণঃ শ্রীপুরুষোত্তম এব বেদান্তশাস্ত্রস্য বিষয় ইতি সংক্ষেপঃ। এতেনৈব সম্বন্ধানুপপত্তিরপি সিদ্ধা, বিষয়াভাবে সম্বন্ধস্য সুতরামভাবঃ।৩০।

ইতি শ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে অধ্যাসগিরিবজ্রাখ্যে শারীরকহার্দ্দসঞ্চয়ে পরাভিমতবিষয়সম্বন্ধগিরিনিপাতঃ॥

অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুই পরমার্থ সত্য; এতদতিরিক্ত বস্তুমাত্রই প্রমাণাসিদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা। "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষও নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুতেই প্রমাণ হইয়া থাকে, সন্মাত্রের অতিরিক্ত ঘটাদি ভ্রমপ্রতীতমাত্র, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভাবিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়ই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ধর্ম্মী ও প্রতিযোগি-সাপেক্ষ বলিয়া তাহা যে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না, তাহা বিশদভাবে দেখানই হইয়াছে।

আরও বিশেষ কথা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ কি নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তু হইতে অতিরিক্ত? অথবা নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র? প্রথম পক্ষে মহাবাক্যের সখণ্ডার্থত্বাপত্তি দোষ হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ মহাবাক্যের দ্বারা অখণ্ডার্থবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করেন; যদি মহাবাক্য নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তু হইতে অতিরিক্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জনক হয়, তবে মহাবাক্যের সখণ্ডবিষয়ক বোধজনকত্বের আপত্তি হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষই হইবে।

আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শাস্ত্রের বিষয়ই সিদ্ধ হইবে না। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই শাস্ত্রের বিষয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন; সম্প্রতি মহাবাক্যের অর্থ নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র স্বীকার করায় মহাবাক্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক হইল না। সুতরাং তাঁহাদের মতে শাস্ত্র নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়িল। নির্ব্বিষয়ক শাস্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে না।

আরও বিশেষ কথা এই যে, নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তু "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষেও ভাসমান হয় বলিয়া নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুর জ্ঞানের জন্য বেদান্তশাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সার্ব্বজ্ঞ্য, সর্ব্বশক্তিত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীপুরুষোত্তমই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়ই অসিদ্ধ বলিয়া বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-ভাবরূপ সম্বন্ধও অসিদ্ধ। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় ও বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবরূপ সম্বন্ধ এই দুইটিই অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অসিদ্ধ। আমাদের মতে শ্রীপুরুষোত্তম বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় ও বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবরূপ সম্বন্ধ সুসঙ্গত হয়।৩০।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত বিষয় ও সম্বন্ধ-নিরাকরণ।

অথ শ্রীভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণো মোক্ষোঽস্য শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্, "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" (গী—১৩।১৮), "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" (গী—৪।১০) ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। ভাবপদঞ্চ স্বয়মেব ব্যাখ্যাতং শ্রীমুখেন "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (গী—১৪।২) ইতি শ্লোকেন। স এব সাযুজ্যব্রহ্মামৃতমহিমাদিশব্দৈরভিধীয়তে, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু—৩।১।৩), "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (না—৫), "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মু—৩।২।৯), "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বে—১।৬) "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" (শ্বে—৪।৭) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৩১।

পরমতে প্রয়োজনং দুর্নিরূপ্যমসম্ভবাৎ। তথাহি—যস্মৈ ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ প্রয়োজনত্বেনা-

---

ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ ভগবৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" অর্থাৎ "আমার ভক্ত যথার্থতঃ ক্ষেত্রস্বরূপ ও ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ অবগত হইয়া আমার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকে", "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" অর্থাৎ "আমার বহু ভক্ত সর্ব্বকর্ম্মনাশক মদীয় জন্ম-কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য এবং শুভাশুভরূপ বাসনাবিরহিত হইয়া আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।" উক্ত ভগবদ্বাক্যদ্বয়ের "ভাব"পদ ভগবান্ নিজমুখে স্বয়ংই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" অর্থাৎ "এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ভক্তগণ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।" সেই ভগবদ্ভাব অর্থাৎ ভগবৎসাধর্ম্ম্যই শ্রুতিতে পরমসাম্য, সাযুজ্য, ব্রহ্ম, অমৃত ও মহিমা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি এই—"প্রত্যগাত্মা সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন", "তিনি নারায়ণে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন", "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন", "জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মার প্রীতির পাত্র হইয়া পরে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", "জ্ঞানী ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হন"।৩১।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; কারণ তাঁহাদের মতে প্রয়োজন-নিরূপণ অসম্ভব। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রহ্মভাবাপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষকে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* অজ্ঞাত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির

---

* অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যে "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায়" এই কথার দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের হেতু যে অবিদ্যা, তাহার নিবৃত্তিই বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে মূলে ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষকেই অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বস্তুতঃ কোনও বিরোধ হয় নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণও অবিদ্যার উচ্ছেদকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যার নিবৃত্তি, আর মোক্ষ একই কথা। "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ" এই সুরেশ্বরবার্ত্তিকে অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হইয়াছে। সুতরাং অধ্যাসভাষ্যে মোক্ষকেই প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদিও অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, তথাপি এই অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ্বর-বার্ত্তিকে বলা হইয়াছে—"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ"; এই কথার অর্থ এই যে, মোহের অর্থাৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তি যে আত্মস্বরূপ, তাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত। অবিদ্যানিবৃত্তি অজ্ঞাত আত্মস্বরূপ নহে; কিন্তু জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ। আত্মার কখনও জ্ঞান না হইলে আত্মা জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হইতে পারে না। আত্মার জ্ঞান হইলে আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; কারণ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞাত আত্মাই অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিবৃত্তাজ্ঞান আত্মাই ব্রহ্ম; অজ্ঞানযুক্ত আত্মা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অব্রহ্ম। তাঁহাদের মতে অজ্ঞানই জীব-ব্রহ্মের ভেদের প্রযোজক। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে নিবৃত্তাজ্ঞান আত্মাই ব্রহ্মরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্যই মূলকার এইস্থলে জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভ্যুপগম্যতে, তস্য চৈতন্যস্য একত্বমনেকত্বং বা? নাদ্যঃ, চৈত্রমৈত্রাদীনাং ভোগসাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ঔপাধিকভেদস্য তন্নিয়ামকত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্, হস্তপদাদ্যুপাধিভেদেঽপি অনুসন্ধানদর্শনাৎ। ন চান্তঃকরণভেদোঽবিদ্যাভেদো বা তন্নিয়ামক ইতি বাচ্যম্, চৈতন্যৈক্যে চক্ষুরাদিভেদবদন্তঃকরণভেদ-

---

জন্য বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। অজ্ঞাতজ্ঞাপনই শাস্ত্রের ব্যাপার। আর জ্ঞাত ঐক্যই প্রয়োজন অর্থাৎ ফল। যাহা অজ্ঞাতরূপে বিষয়, তাহাই জ্ঞাতরূপে প্রয়োজন। এইজন্যই মূলকার ব্রহ্মভাবাপত্তিকে অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষই বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বলেন, সেই চেতন জীব এক? অথবা অনেক? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ জীব এক হইলে চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি জীবের পরস্পর ভেদব্যবহার থাকিতে পারিত না। চৈত্র, মৈত্রাদি জীব পরস্পর ভিন্ন না হইয়া এক হইলে চৈত্রানুভূত সুখ-দুঃখাদি মৈত্র দ্বারাও অনুভূত হইত; এইরূপ মৈত্রানুভূত সুখ-দুঃখাদিও চৈত্র দ্বারা অনুভূত হইয়া পড়িত; এইরূপে সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ অব্যবস্থা হইয়া পড়িত। "চৈত্র সুখ ভোগ করিতেছে, মৈত্র দুঃখ ভোগ করিতেছে" এইরূপ সুখ-দুঃখভোগের ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। অথচ ব্যবস্থিতভাবেই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। জীবের একত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ সংসারে চেতন জীব একটিমাত্র, এইরূপ বলিলে লোকপ্রসিদ্ধ ভোগব্যবস্থার অনুপপত্তি হইবে।

যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, চৈতন্য স্বভাবতঃ ভিন্ন হইতে পারে না; চৈতন্যে যে ভেদব্যবহার হয়, তাহা কল্পিত উপাধির ভেদনিবন্ধন হয় বুঝিতে হইবে। এইজন্য জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, জীবের পরস্পর ভেদ স্বাভাবিক নহে; কিন্তু ঔপাধিক। এই স্থলে শরীরই উপাধি। শরীরগুলির পরস্পর ভেদপ্রযুক্তই শরীরোপহিত চৈতন্যে ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে। এইজন্য একই চৈতন্যে উপাধিভেদপ্রযুক্ত ঔপাধিক ভেদ আছে বলিয়া প্রদর্শিত ভোগসাঙ্কর্য্যের আপত্তি হইবে না। ঔপাধিক ভেদই ভোগব্যবস্থার নিয়ামক হইবে। চৈতন্যে ঔপাধিক ভেদ থাকিলেও তাহা চৈতন্যের স্বাভাবিক অভেদের বিরোধী নহে। আর ঔপাধিক ভেদ আছে বলিয়া ভোগব্যবস্থারও অনুপপত্তি হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ যে-স্থলে স্বাভাবিক অভেদ আছে, সেই স্থলে ঔপাধিক ভেদের দ্বারা ভোগব্যবস্থা রক্ষিত হইতে পারে না। উপাধি শরীরের ভেদপ্রযুক্তই যদি চৈত্রসুখের অনুভব মৈত্রের না হইত, তবে এক চৈত্রেরই হস্ত-চরণাদি উপাধির ভেদপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদির অনুসন্ধান না হওয়া উচিত ছিল। অথচ হস্ত-চরণাদি উপাধির ভেদেও সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইয়া থাকে। কিন্তু এক চৈত্রই এইরূপ অনুভব করে যে, আমার হাতে বেদনা, পদে সুখ বোধ হইতেছে। সুতরাং ঔপাধিক ভেদের দ্বারা ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। হস্ত-পদাদিরূপ উপাধি-ভেদপ্রযুক্ত ঔপাধিক ভেদ থাকিলেও চৈত্রের যেমন সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হয়, সেইরূপ দেবদত্ত, চৈত্র, মৈত্রাদি শরীররূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও সর্ব্বশরীরবৃত্তি এক আত্মার সর্ব্বজীবগত সকল সুখদুঃখাদি অনুসন্ধানের আপত্তি অপরিহার্য্য হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, শরীররূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি না হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত অথবা অবিদ্যারূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারিবে। হস্ত-পদাদি-রূপ উপাধিভেদ থাকিলেও অন্তঃকরণ বা অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদ নাই বলিয়া হস্ত-পদাদিরূপ উপাধির ভেদেও সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে। চৈত্র-মৈত্রাদির অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার ভেদ আছে বলিয়া পরস্পর সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে না, এইজন্য ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হইবে।

স্যাপি অনুসন্ধানপ্রযোজকত্বাভাবাৎ। নমু অন্তঃকরণভেদস্য অপ্রযোজকত্বেঽপি তদৈক্যাধ্যাসাপন্নান্তঃ-করণভেদস্যাননুসন্ধানে প্রযোজকতাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষযোগ ইতি চেন্ন, নির্বিবশেষস্বপ্রকাশে জ্ঞাত্া-

---

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ সমস্ত জীবে চৈতন্য যদি একটি বস্তু হয়, চৈতন্যের যদি স্বাভাবিক ভেদ না থাকে অর্থাৎ প্রতিজীবের চৈতন্য যদি ভিন্ন-ভিন্ন না হয়, তবে অন্তঃকরণ বা অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদের দ্বারা চৈতন্যের ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিয়া ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে না। যেমন দেবদত্তের চৈতন্য একটি বলিয়া তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদপ্রযুক্ত দেবদত্ত-চৈতন্যের ঔপাধিক ভেদ থাকিলেও দেবদত্তের চাক্ষুষাদি জ্ঞানের অনুসন্ধানের অভাব হয় না, কিন্তু অনুসন্ধানই হইয়া থাকে। দেবদত্ত নিজে অনুভব করে যে, তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হইতেছে ইত্যাদি। এইরূপ একই চৈতন্যের ইন্দ্রিয়ভেদপ্রযুক্ত যেমন অননুসন্ধান হয় না, সেইরূপ একই চৈতন্যে অন্তঃকরণভেদ স্বীকার করিলেও চৈতন্যের একত্বপ্রযুক্ত অন্তঃকরণের ভেদ থাকিলেও অননুসন্ধান হইবে না। বহিরিন্দ্রিয়ের ভেদ যেমন অননুসন্ধানের প্রযোজক নহে, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের ভেদও অননুসন্ধানের প্রযোজক হইবে না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, অন্তঃকরণভেদ ভোগব্যবস্থার অপ্রযোজক হইলেও চৈতন্যের সহিত অভেদে অধ্যস্ত অন্তঃকরণের ভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইবে ? সুতরাং প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে চৈতন্য নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ বস্তু ; এইজন্য চৈতন্য কিঞ্চিদ্রূপে জ্ঞাত ও কিঞ্চিদ্রূপে অজ্ঞাত এইরূপ হইতে পারে না। আর যদি চৈতন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রূপদ্বয়বিশিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে অন্তঃকরণাদির তাদাত্ম্যারোপও সম্ভাবিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিলে চৈতন্যকে অধিষ্ঠান ও অন্তঃকরণাদিকে অধ্যস্ত বলিতে হইবে। অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে যাহার অধিষ্ঠান হয়, তাহা সবিশেষ ও পরতঃপ্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজত অধ্যস্ত হয়, এই অধ্যাসের অধিষ্ঠান শুক্তি, এই শুক্তি সবিশেষ ও পরতঃপ্রকাশ বস্তু। শুক্তিতে শুক্তিত্ব, ইদন্ত্ব প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম আছে ; এইজন্য শুক্তি সবিশেষ বস্তু। রজতভ্রমের পূর্ব্বে শুক্তিবস্তু শুক্তিত্বরূপে অজ্ঞাত ও ইদন্ত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে। শুক্তিতে যদি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই রূপদ্বয় না থাকিত, তাহা হইলে শুক্তিতে রজতের অধ্যাস হইতে পারিত না। কিন্তু চৈতন্য নির্ব্বিশেষ নির্ধর্ম্মক বস্তু ; এইজন্য তাহাতে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য চৈতন্য অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। আরও কথা এই যে, শুক্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ; ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ব্যতিরেকে শুক্তি স্বতঃ প্রকাশমান হইতে পারে না। যে বস্তু ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দোষে দুষ্ট জ্ঞানেরও বিষয় হইয়া থাকে। আর দুষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়াই বস্তুর কিঞ্চিদংশ জ্ঞাত ও কিঞ্চিদংশ অজ্ঞাত হয়। যে বস্তু স্বতঃপ্রকাশ, যাহার প্রকাশের জন্য ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা নাই, তাহার প্রকাশও ইন্দ্রিয়াদির দোষে দুষ্ট হয় না। চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন ; এইজন্য তাঁহাদের মতে চৈতন্য ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষই সর্ব্বদা ভাসমান হইয়া থাকে এবং চৈতন্য নিরংশ বস্তু বলিয়া সমগ্রভাবেই ভাসমান হইয়া থাকে। সমগ্রভাবে ভাসমান বস্তুতে অন্য বস্তুর অধ্যাস হইতে পারে না। শুক্তি যদি সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ শুক্তিত্বরূপেও ভাসমান হইত, তবে তাহাতে অভেদে রজতের অধ্যাস হইতে পারিত না। চৈতন্য নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ বস্তু ; এইজন্য তাহাতে অন্তঃকরণাদির অভেদে অধ্যাস হইতে পারে না।

নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য বস্তুতে অন্তঃকরণাদি অন্য বস্তুর যে অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা ইহার পরে মূলকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন। আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যে অবিদ্যার আরোপপ্রযুক্ত অন্তঃকরণের আরোপ, অন্তঃকরণের আরোপপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের আরোপ, ইন্দ্রিয়ের আরোপপ্রযুক্ত

জ্ঞাতবিভাগহীনে চেতনে অন্তঃকরণাদেঃ তাদাত্ম্যারোপাসম্ভবাৎ। উপরিষ্টাদধ্যাসস্য বিস্তরেণ নিরাকরিষ্যমাণত্বাচ্চ, অবিদ্যাদ্যারোপেণানবস্থাদিদোষাণাং বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ ।৩২।

কিঞ্চ প্রতিদিনং সুষুপ্তাবন্তঃকরণস্য লয়ঃ; তস্য তু সুষুপ্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা অকামেনাপি ত্বয়া স্বীকার্য্যত্বাৎ। তথাত্বে চ পূর্ব্বদিনানুভূতস্য অননুসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ। নন্বু সংস্কারাত্মনাবস্থিতস্যৈব পুনরুদ্বোধেন

শরীরের আরোপ স্বীকার করেন। এইরূপ আরোপপরম্পরা স্বীকার করাতে যে অনবস্থাদি দোষ হইবে, তাহাও পরে বলা হইবে ।৩২।

আরও কথা এই যে, জীবের সুষুপ্তিদশাতে প্রতিদিনই জীবের অন্তঃকরণের লয় হইয়া থাকে; অন্তঃকরণের লয় না হইলে সুষুপ্তিই হইতে পারে না। স্বপ্নদশাতে অন্তঃকরণের লয় হয় না। সুষুপ্তির উপপত্তির জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণের লয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হইলে তাহার পরে জাগ্রদবস্থাতে আবার অন্তঃকরণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে অন্তঃকরণ ছিল, সুষুপ্তির পরে আবার জাগ্রদ্দশাতে অন্য অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রতিদিনই জীবের অন্তঃকরণ ভিন্ন-ভিন্ন হয়, ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণভেদই অননুসন্ধানের প্রযোজক। একটি জীবেরই প্রতিদিন অন্তঃকরণ ভিন্ন হইলে একটি জীবেরই পূর্ব্বদিনে অনুভূত বস্তুর পরদিনে অনুসন্ধান হইতে পারিবে না। প্রতিদিন অন্তঃকরণের ভেদ স্বীকার করায় অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এইরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে।

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে লয় হয় না; কিন্তু সংস্কাররূপে অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে সেই অন্তঃকরণই থাকে। সুষুপ্তির পরে কিংবা দিনান্তরে তাহাই উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়া তাহাতে অন্তঃকরণের ভেদ হয় না। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয়প্রযুক্ত সুষুপ্তির পরে জাগ্রদ্দশাতে বা দিনান্তরে অন্তঃকরণ ভিন্ন-ভিন্ন হয় দেখাইয়া সুষুপ্তির পরে জাগ্রদ্দশাতে বা দিনান্তরে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর অনুসন্ধান হইতে পারিবে না বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দোষ হইতে পারিবে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ যথার্থ অন্তঃকরণের অবস্থানই অনুসন্ধানের অর্থাৎ অনুভব ও স্মরণাদির প্রযোজক; সংস্কাররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণ অনুভব ও স্মরণাদির প্রযোজক নহে। যদি সংস্কাররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণ অনুভব ও স্মরণাদির প্রযোজক হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া তাহাতেও অনুভব ও স্মরণাদি হইতে পারিত। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে অন্তঃকরণভেদই অননুসন্ধানের প্রযোজক বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ সুষুপ্তি ও জাগ্রদ্দশাতে অন্তঃকরণের ভেদ অবশ্যম্ভাবী।

আরও কথা এই যে, অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে অর্থাৎ এক চৈত্রের হস্ত-পদাদিরূপ উপাধিভেদ থাকিলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদ নাই বলিয়া হস্ত-পদাদিগত সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে এবং চৈত্র-মৈত্রাদির অন্তঃকরণের ভেদ আছে বলিয়া পরস্পর সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে না; এইরূপে ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে—এইরূপ যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ দোষ হয় যে, এক যোগী পুরুষ কায়ব্যূহ অবলম্বন করিয়া নানা শরীরে যে সুখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা ত ভিন্ন-ভিন্ন অন্তঃকরণের দ্বারাই করিয়া থাকেন, অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে ত ঐ যোগীর অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদনিবন্ধন নানা শরীরগত সুখাদির অনুভব না হওয়াই উচিত হয়; অথচ যোগী পুরুষ ভিন্ন-ভিন্ন অন্তঃকরণের দ্বারাই নানা শরীরগত সুখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা সুপ্রসিদ্ধ এবং ইহাতে "নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" এই যোগসূত্রই প্রমাণ। সুতরাং অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদ ভোগব্যবস্থার প্রযোজক হইতে পারে না। আর অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগ-

তত্রান্তঃ-করণস্য ভেদাভাবান্নোক্তদোষ ইতি চেন্ন, সংস্কারাত্মনাবস্থিতস্যানুভবস্মৃত্যাদ্যনুপযোগাৎ। অন্যথা সুষুপ্তাবপি তদুৎপত্তিঃ স্যাৎ।

অথ চানেকাবিদ্যাসম্বন্ধস্য দুঃখানুসন্ধানরূপস্যানর্থস্য চ বিশিষ্টবৃত্তিত্বং শুদ্ধগতত্বং বা? নাদ্যঃ, বন্ধমোক্ষবৈয়ধিকরণ্যাৎ। অন্ত্যে চ যৎ শুদ্ধং চৈত্রীয়দুঃখানুসন্ধাতৃ, তদেব মৈত্রীয়দুঃখানুসন্ধাতৃ ইতি সাঙ্কর্য্যস্য তাদবস্থ্যাৎ ।৩৩।

নন্থ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপবন্ধনিবৃত্ত্যাত্মকমোক্ষস্য শুদ্ধগতত্বেঽপি দুঃখানুসন্ধাতৃত্বস্য উপহিতগতত্বান্ন শুদ্ধে তদাপাদকত্বমিতি চেন্ন, দুঃখাদ্যনুসন্ধানরূপানর্থস্য উপহিতনিষ্ঠত্বেন বন্ধমোক্ষয়োর্বৈয়ধিকরণ্যস্য

ব্যবস্থার উপপত্তিতে প্রদর্শিতরূপ দোষের সম্ভাবনা করিয়াই অদ্বৈতবেদান্তিগণ "অথবা অবিদ্যারূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারিবে"—এইরূপ দ্বিতীয় কল্প প্রদর্শন করিয়াছেন।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন যে, অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি না হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইবে। তাহাতে আমাদের প্রশ্ন এই যে, অনেক অবিদ্যাসম্বন্ধের ও দুঃখানুসন্ধানরূপ অনর্থের বৃত্তি কি অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যে হইয়া থাকে? অথবা শুদ্ধ চৈতন্যে হইয়া থাকে? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ অবিদ্যাসম্বন্ধ ও অনর্থের বৃত্তি যদি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের অধিকরণ বিভিন্ন হইয়া পড়িবে, কারণ অনর্থের বৃত্তি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে হয় বলিয়া বন্ধ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে থাকে এবং মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যেরই হয় বলিয়া মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যে থাকে; সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের অধিকরণ বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। যে চৈতন্যে বন্ধ, সেই চৈতন্যে মোক্ষ থাকিতে পারিবে না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ দুঃখানুভবাদিরূপ অনর্থ শুদ্ধ চৈতন্যগত হইলে যে শুদ্ধচৈতন্য চৈত্রসম্বন্ধীয় দুঃখানুভবাদির কর্ত্তা, সেই শুদ্ধ চৈতন্যই মৈত্রসম্বন্ধীয় দুঃখানুভবাদিরও কর্ত্তা হইবে; যেহেতু চৈত্রসম্বন্ধীয় ও মৈত্রসম্বন্ধীয় শুদ্ধ চৈতন্য এক। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভোগসাঙ্কর্য্য অর্থাৎ ভোগের অব্যবস্থা হইয়াই পড়িবে। চৈত্রানুভূত দুঃখ মৈত্র দ্বারাও অনুভূত হইতে পারিবে এবং মৈত্রানুভূত দুঃখ চৈত্রের দ্বারাও অনুভূত হইতে পারিবে, এইরূপ অব্যবস্থা হইয়া পড়িবে।৩৩।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে, অবিদ্যাই বন্ধ; এই অবিদ্যারূপ বন্ধের নিবৃত্তিই মোক্ষ; এই মোক্ষ শুদ্ধ-চৈতন্যগত। শুদ্ধচৈতন্যে অনাদি অবিদ্যা অধ্যস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং অবিদ্যার নিবৃত্তি শুদ্ধচৈতন্যগতই হইবে। মোক্ষ শুদ্ধচৈতন্যগত হইলেও দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব ধর্ম্ম শুদ্ধচৈতন্যগত নহে। অবিদ্যাদি উপাধির দ্বারা উপহিত চৈতন্যেরই দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্য দুঃখাদির অনুসন্ধাতা নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ এইরূপ বলিলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য দোষ থাকিয়াই যাইবে। দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্বরূপ অনর্থ উপহিতচৈতন্যের ও মোক্ষ শুদ্ধচৈতন্যের হইয়া পড়ে; আর তাহাতে বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য দোষ অপরিহার্য্য। যাহার বন্ধ, তাহার মোক্ষ হইল না; অন্যের বন্ধ ও অন্যের মোক্ষ, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, বদ্ধপুরুষ মোক্ষলাভের জন্য মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; বদ্ধপুরুষের যদি মোক্ষ-লাভ না হয়, তবে বদ্ধপুরুষ মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিত না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বদ্ধপুরুষের মোক্ষলাভ ত হয়ই না; প্রত্যুত মোক্ষদশাতে বদ্ধপুরুষের উচ্ছেদই হইয়া থাকে। বদ্ধপুরুষের মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষ মোক্ষদশাতে যদি না থাকিল, তবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষের মোক্ষলাভ হইতে পারিল না। মোক্ষ-

তাদবস্থ্যাৎ। বদ্ধস্য নিবৃত্তিরেব, ন তু মোক্ষ ইত্যাপত্তেশ্চ। নন্বু উপাধেঃ কল্পিতত্বাৎ নিবৃত্তাবপি উপধেয়স্য অকল্পিতত্বেন নিবৃত্ত্যযোগাৎ মোক্ষান্বয়িত্বমিতি চেন্ন, শুদ্ধভিন্নতয়া ভবদভিমতস্য বিশিষ্টস্য মৃষাত্বেন মোক্ষান্বয়াসম্ভবাৎ। বিশিষ্টস্য সত্যত্বে তত্র দৃশ্যত্বাদের্ব্যভিচারাপত্তেঃ।৩৪।

নন্বু দুঃখাদ্যনুসন্ধানমুপহিতগতমপি অবিদ্যারূপবন্ধস্য শুদ্ধবৃত্তিত্বাৎ তত্রৈব মোক্ষ ইতি তয়োর্ব্বৈয়ধি-

---

দশাতে মুমুক্ষু পুরুষের বিদ্যমানতা আবশ্যক; তাহা না হইলে অর্থাৎ মোক্ষদশাতে মুমুক্ষুর উচ্ছেদ হইলে মুমুক্ষুর মোক্ষলাভ হইল না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি এইরূপ বলেন যে—পরমার্থ সত্য আত্মচৈতন্যে অবিদ্যাদি উপাধি কল্পিত; কল্পিত-বস্তু মিথ্যা; সুতরাং কল্পিত মিথ্যা উপাধির নিবৃত্তি হইলেও উপধেয় আত্মচৈতন্য কল্পিত বা মিথ্যা নহে; তাহা পরমার্থ সত্য। উপাধি মিথ্যা হইলেও উপধেয় আত্মচৈতন্য সত্য বলিয়া তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই অকল্পিত পরমার্থ সত্য আত্মচৈতন্য মোক্ষদশাতে থাকে বলিয়া তাহার মোক্ষান্বয়িত্ব অর্থাৎ মোক্ষদশাতে অবস্থান হইতে পারিবে। উপাধি, উপহিত ও উপধেয় এই তিনটি বস্তু পরস্পর বিভিন্ন; ব্যাবর্ত্তক বিদ্যমান ধর্ম্মকে উপাধি কহে; উপাধিবিশিষ্ট বস্তুকে উপহিত কহে এবং যাহার উপাধিসম্বন্ধ হয়, তাহাকে উপধেয় কহে। এইজন্য উপহিত ও উপধেয় এই দুইটি ভিন্ন বস্তু। উপহিত উপাধিবিশিষ্ট এবং উপধেয় উপাধিরহিত। এই জন্য অবিদ্যাদি উপাধির উপধেয় আত্মচৈতন্য পরমার্থ সত্য; কিন্তু মিথ্যা অবিদ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট উপহিত চৈতন্য সত্য নহে। উপহিত সত্য না হইলেও উপধেয় সত্য। এই জন্যই মূলগ্রন্থে উপহিত না বলিয়া উপধেয় বলা হইয়াছে। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যেই অবিদ্যারূপ বন্ধের অধ্যাস হয়, এই জন্য শুদ্ধচৈতন্যই অবিদ্যাধ্যাসের অধিষ্ঠান এবং অধ্যস্ত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষও শুদ্ধচৈতন্যেরই হইয়া থাকে। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য নাই। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—কল্পিত অর্থাৎ অধ্যস্ত বস্তুর নিবৃত্তি অধিষ্ঠানস্বরূপ হইয়া থাকে বলিয়া "আত্মার মোক্ষ" এইরূপ ব্যবহার হইলেও বস্তুতঃ আত্মাই মোক্ষ।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা ও শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন বস্তু; এইজন্য শুদ্ধ আত্মা হইতে ভিন্ন বিশিষ্ট আত্মা অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তু মোক্ষদশাতে থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য বস্তুই মিথ্যা; তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য মোক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য বস্তুর সত্তা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং বিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা মোক্ষদশাতে থাকিতে পারিল না; সুতরাং প্রদর্শিত বৈয়ধিকরণ্য দোষ থাকিয়াই যাইবে।

আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সত্যত্ব স্বীকার করিয়া সেই বিশিষ্ট আত্মাও মোক্ষদশাতে থাকে এইরূপ বলেন, তবে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমাপক দৃশ্যত্বাদি হেতু বিশিষ্ট আত্মাতে ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্‌বস্তু ভিন্ন ও প্রাতিভাসিক শুক্তি রজতাদি ভিন্ন বস্তুমাত্র মিথ্যা, যেহেতু তাদৃশ বস্তুমাত্রে দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে; দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুমাত্র মিথ্যা; যেমন শুক্তিরজত। শুক্তিরজতে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাতে মিথ্যাত্ব ধর্ম্মও আছে। এইরূপ অবিদ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মচৈতন্যে দৃশ্যত্বাদি হেতু আছে, অথচ এই বিশিষ্ট চৈতন্যে সত্যত্ব স্বীকার করিলে এই বিশিষ্ট চৈতন্যে দৃশ্যত্বাদি হেতু আছে, কিন্তু মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া সাধ্যাভাবের অধিকরণে অর্থাৎ বিশিষ্ট চৈতন্যে দৃশ্যত্বাদি হেতু থাকায় অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ঐ হেতুগুলি ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু থাকিলে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়।৩৪।

যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব উপহিত চৈতন্যে হইলেও দুঃখাদির

করণ্যাভাব ইতি চেন্ন, দুঃখাদ্যনুভবদ্বারেণৈব অবিদ্যায়া অনর্থত্বাৎ, যত্র দুঃখানুসন্ধানং স এব বদ্ধস্তস্যৈব মোক্ষৌচিত্যাৎ। নাপি অবিদ্যাবচ্ছিন্নদ্বারা অবস্থাত্রয়াতীতে শুদ্ধেঽপি অনুসন্ধানমিষ্টমিতি বাচ্যম্, দুঃখানুসন্ধাতুরবস্থাত্রয়াতীতত্বাসম্ভবাৎ ।৩৫।

অনুসন্ধান বন্ধ নহে ; কিন্তু অবিদ্যাই বন্ধ। অবিদ্যা শুদ্ধচৈতন্যে থাকে বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইবে না। যেহেতু শুদ্ধচৈতন্যেরই বন্ধ ও শুদ্ধচৈতন্যেরই মোক্ষ। আর এ কথা পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অবিদ্যা সাক্ষাৎ অনর্থ নহে ; অনর্থই বন্ধ ; অবিদ্যাকে সাক্ষাৎ বন্ধ বলা যায় না। যদিও অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাকেই সাক্ষাদ্ভাবে বন্ধ বলিয়াছেন, তথাপি দুঃখাদির অনুভবই সাক্ষাদ্ভাবে অনর্থ। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই দুঃখানুভব হয় বলিয়া দুঃখানুভবের দ্বারা অবিদ্যার অনর্থরূপতা বলিতে পারা যায়। সাক্ষাদ্ভাবে অবিদ্যার অনর্থরূপতা নাই। সুতরাং যাহার দুঃখানুসন্ধান আছে, তাহাকেই বন্ধ বলা উচিত। আর যে বদ্ধ, তাহারই মোক্ষ স্বীকার করিলে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য রক্ষিত হইতে পারে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ভাবে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। উপাধিবিশিষ্ট জীবের দুঃখানুসন্ধান হয় বলিয়া তাদৃশ জীবই বদ্ধ। এই বদ্ধ জীবের মোক্ষ অদ্বৈতবেদান্তিগণ উপপাদন করিতে পারেন নাই। শুদ্ধচৈতন্যের মোক্ষ বলিয়াছেন। তাহাতে প্রদর্শিত বৈয়ধিকরণ্য দোষের উদ্ধার হয় না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—অবিদ্যারূপ উপাধি অবলম্বনের দ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত শুদ্ধচৈতন্যেও দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে ইহা আমাদের স্বীকার্য্য ; সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য অব্যাহতই থাকে।*

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ তাঁহারা যদি শুদ্ধচৈতন্যেও দুঃখানুসন্ধানের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে শুদ্ধচৈতন্যের অবস্থাত্রয়ের অতীতত্বরূপ শুদ্ধত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। যে চৈতন্য দুঃখাদি অনুসন্ধানের কর্ত্তা, সেই চৈতন্যের অবস্থাত্রয়াতীতত্বরূপ শুদ্ধত্ব কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে প্রদর্শিতরূপেও বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য দোষের নিবারণ হয় না ।৩৫।

---

* জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবের এই অবস্থাত্রয়ে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অনুস্যূত অর্থাৎ অনুগত—অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি-অবস্থাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-সংস্কারযুক্ত অবিদ্যামাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে। স্বপ্নাবস্থাতে সেই অবিদ্যাবচ্ছেদে চৈতন্যে অন্তঃকরণ অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। এইরূপ জাগ্রদবস্থাতে তাদৃশ অন্তঃকরণাবচ্ছেদে চৈতন্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও স্থূল শরীর অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অবিদ্যাদি যে, চৈতন্যে অবচ্ছেদক হয়, সেই অবিদ্যাদি চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত হইয়াই অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। চৈতন্যে অনধ্যস্ত অবিদ্যাদি সম্ভাবিতই নহে। অধ্যস্তরূপেই অবিদ্যাদির স্বরূপ সাক্ষিসিদ্ধ হয়। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যে অবিদ্যার, অবিদ্যাবচ্ছেদে চৈতন্যে অন্তঃকরণের এবং অন্তঃকরণাবচ্ছেদে চৈতন্যে ইন্দ্রিয়াদি ও স্থূল শরীরের অধ্যাস হইয়া থাকে। এইজন্য অবিদ্যা শুদ্ধচৈতন্যে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং জাগ্রদ্দশাতে চৈতন্য স্থূল শরীর, অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা এই তিনটি উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ভাসমান হয় ; এই জন্যই জাগ্রদবস্থা অতি স্থূল। স্বপ্নাবস্থাতে চৈতন্য অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা এই দুইটি উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ভাসমান হয় ; এই জন্য স্বপ্নাবস্থা জাগ্রদবস্থা হইতে সূক্ষ্ম। আর সুষুপ্তি অবস্থাতে চৈতন্য কেবল অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ভাসমান হয় ; এই জন্য সুষুপ্তি অবস্থা স্বপ্নাবস্থা হইতেও সূক্ষ্মতর এবং নিরুপাধিক শুদ্ধচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম। এই সূক্ষ্ম কথার অর্থ দুরূহ। সূক্ষ্মবস্তু দুরূহ হয় বলিয়া শুদ্ধচৈতন্যের দুরূহতাপ্রযুক্ত সূক্ষ্মতম বলা হইয়াছে। পরিচ্ছিন্নতাপ্রযুক্ত সূক্ষ্মতা নহে। এই জন্য অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অনুসন্ধাতৃত্ব থাকিলেও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ানুস্যূত অবিদ্যারূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যেও দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। অবিদ্যারূপ উপাধি শুদ্ধচৈতন্যেই অধ্যস্ত।

অথ চোপহিতস্য উপাধিকৃতত্বেন উপাধেঃ শুদ্ধগতত্বমেব বক্তব্যম্। তথাত্বে চ কিমেকৈকোপাধ্যপগমে মোক্ষঃ? উত সর্ব্বোপাধ্যপগমে? আদ্যে সদা মুক্তিরেব, ন তু বন্ধ ইত্যাপাতাৎ। দ্বিতীয়ে অধুনা বন্ধ এব ন কস্যাপি মুক্তিরিত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ। ন চ জীবানামনেকত্বাৎ যেন উপাধিনা যস্য পরিচ্ছিন্নত্বং তস্মিংশ্চেতনে তদুপাধ্যপগমে মোক্ষ ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—জীবনানাত্ববাদে চেতনভেদো বাস্তব ঔপাধিকো বা? আদ্যে অদ্বৈতবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, তবানঙ্গীকারাৎ, অস্মৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ। দ্বিতীয়ে একোপাধিবিনির্ম্মুক্তস্যাপি শুদ্ধস্য উপাধ্যন্তরাবচ্ছিন্নত্বেন কদাপি মুক্তেরসম্ভবাৎ, ভগ্নোপাধেশ্চেতনস্যোপাধ্যন্তরোপহিতেভ্যো ভিন্নত্বাভাবাৎ।৩৬।

নন্বু মাভূৎ অনেকজীববাদে মুক্তেঃ সামাঞ্জস্যম্, একজীববাদে তু সর্ব্বোপাধ্যপগমান্মোক্ষ ইতি চেন্ন,

---

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যারূপ উপাধিযোগেই উপহিত হইয়া থাকে; সুতরাং অবিদ্যারূপ উপাধিসমূহ শুদ্ধ চৈতন্যেই থাকে ইহা তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে—অবিদ্যারূপ উপাধি যেহেতু বহু, সেই কারণে এক একটি উপাধির নিবৃত্তি হইলে কি জীবের মোক্ষ হয়? অথবা সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হয়? ইহার প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ এক একটি উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হয় এই পক্ষটি স্বীকার করিলে জীবের সর্ব্বদা মোক্ষই বর্ত্তমান থাকিবে; কখনও বন্ধ থাকিতে পারিবে না। কারণ যে কোন একটি উপাধির নিবৃত্তি সর্ব্বদাই আছে।

আর দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হয় এই পক্ষটি স্বীকার করিলে এখন পর্য্যন্ত জীবের বন্ধই আছে, কাহারও মুক্তি হয় নাই, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সকল উপাধির নিবৃত্তি ত এখনও হয় নাই। সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে সংসারেরই উচ্ছেদ হইবে।

আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—এক শুদ্ধ চৈতন্যই উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া জীব নামে কথিত হয়। উপাধির বহুত্বনিবন্ধন সেই জীব বহু। সুতরাং জীব বহু বলিয়া যে উপাধির দ্বারা যে জীব পরিচ্ছিন্ন হয়, সেই জীবে সেই উপাধির নিবৃত্তি হইলে তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে বন্ধ ও মোক্ষের অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। প্রদর্শিতরূপে বন্ধ ও মোক্ষের উপপত্তি হইতে পারিবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের উপরে আমরা বিকল্প করিয়া অর্থাৎ দুইটি পক্ষ করিয়া যে প্রশ্ন করিব, তাঁহারা তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আমরা প্রশ্ন করিব এই যে—জীবের বহুত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, তাদৃশ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে চৈতন্যের ভেদ কি পারমার্থিক? না ঔপাধিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ চৈতন্যের ভেদ পারমার্থিক স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈতসিদ্ধান্তই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কারণ তাঁহারা চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করেন না এবং চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে আমাদের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য তাঁহারা যদি দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করেন অর্থাৎ চৈতন্যের ভেদ ঔপাধিক স্বীকার করেন, তাহা হইলে এইরূপ দোষ হইবে যে—একটি উপাধি নিবৃত্ত হইলেও সেই উপাধিবিমুক্ত শুদ্ধচৈতন্য অপরাপর উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে বলিয়া কখনও তাহার মুক্তি হইতে পারিবে না অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যভাবপ্রাপ্তি হইতে পারিবে না। কারণ তাঁহাদের মতে চৈতন্য এক; ভেদ ঔপাধিক; এক উপাধিবিমুক্ত চৈতন্য অপরাপর উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না।৩৬।

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"জীব অনেক" এইরূপ সিদ্ধান্তে মুক্তির সামঞ্জস্য না হয় না হউক; কিন্তু

শুকাদিমোক্ষবিধায়কশাস্ত্রস্য বাধাপত্ত্যা তন্মতস্যৈবাপ্রামাণিকত্বাৎ, দুঃখানুসন্ধানস্যাব্যবস্থাপকত্বাচ্চ। কিঞ্চ উপাধেরেকদেশেন সম্বন্ধঃ কৃৎস্নেন বা ? আদ্যে ত্বন্মতে স্বাভাবিকাংশাভাবেন ঔপাধিকত্বমেব বাচ্যম্, তথাত্বে চানবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অন্ত্যে ন ভেদকতা, কৃৎস্নস্য উপাধিনৈব গ্রস্তত্বাৎ। গগনাদাবপি স্বাভাবিকাংশাভাবে ঘটাদ্যুপাধিসম্বন্ধো ন স্যাদেব ।৩৭।

"জীব এক" এইরূপ সিদ্ধান্তে সমস্ত উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হইবে। এইরূপে মোক্ষের সামঞ্জস্য হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি একজীববাদ স্বীকার করেন অর্থাৎ সংসারে কেবল একটিমাত্র জীব ইহা স্বীকার করেন, তবে আজ পর্য্যন্ত সংসারে কাহারও মুক্তি হয় নাই ইহাই তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। কারণ সংসারে একটিমাত্র জীব, তাহারও মুক্তি হইলে এই পরিদৃশ্যমান সংসার থাকিতে পারিত না। অথচ সংসার যে আছে ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে, আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুক্তি হয় নাই, তবে শাস্ত্রে যে শুকদেব, বামদেব প্রভৃতির মুক্তির কথা আছে, সেই সমস্ত শাস্ত্র বাধিত হইবে অর্থাৎ সেই সমস্ত শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শুকদেবাদির মুক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্র অপ্রমাণ এই কথা ত বলা যায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবেদান্তিগণের পরিকল্পিত একজীববাদই অপ্রামাণিক ইহাই বলা সঙ্গত। (অদ্বৈতবেদান্তিগণের এই একজীববাদ প্রকাশানন্দকৃত বেদান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিবরণ গ্রন্থের নবম বর্ণকেও ইহা বলা হইয়াছে।) অদ্বৈতবাদিগণের কল্পিত এই একজীববাদ অনুভববিরুদ্ধ ; কারণ একজনের দুঃখানুভব হইলে সকলের দুঃখানুভব হয় না। সংসারে একটিমাত্র জীব এইরূপ স্বীকার করিলে সংসারে সুখদুঃখানুভবের এই ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে চৈতন্য নিরংশ বস্তু। তাহার কোন অংশ নাই। এই নিরংশ চৈতন্য অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ উপাধি চৈতন্যের সহিত যুক্ত হইতে হইলে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে—অবিদ্যা উপাধি কি চৈতন্যের একদেশে সম্বদ্ধ হয় ? অথবা সমগ্র চৈতন্যে সম্বদ্ধ হয় ? প্রদর্শিত পক্ষ দুইটির প্রথম পক্ষটি স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ নিরংশ চৈতন্যের স্বাভাবিক কোন অংশ নাই বলিয়া চৈতন্যের ঔপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যে একটি উপাধির সম্বন্ধের জন্য যদি অন্য উপাধির দ্বারা চৈতন্যের ঔপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হয় এবং সেই উপাধির সম্বন্ধের জন্যও অন্য উপাধির দ্বারা চৈতন্যের ঔপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হয়, তবে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইবে। চৈতন্যের অনন্ত ঔপাধিক অংশধারা স্বীকারে অনবস্থাপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া এই প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

আর "অবিদ্যারূপ উপাধি সমগ্র চৈতন্যে সম্বদ্ধ হয়" এই দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে জীব-ব্রহ্মের ভেদকতা উপাধির সম্ভাবিত হইতে পারিবে না অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকিতে পারিবে না। কারণ সমগ্র শুদ্ধচৈতন্য এক অবিদ্যোপাধির দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হইবে ; সুতরাং শুদ্ধ চৈতন্যের পৃথক্ সত্তার অভাবে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সম্ভাবিত হইতে পারিবে না বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ এই দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে দৃষ্টান্তরূপে স্বাভাবিক নিরংশ আকাশাদির ঘটাদি উপাধিসম্বন্ধের দ্বারা ভেদ হয় বলেন, সেই স্বাভাবিক নিরংশ আকাশাদিতেও ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধ কখনই সম্ভাবিত হইতে পারিবে না। কারণ ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধের জন্য নিরংশ আকাশাদিতে ঔপাধিক দেশ স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে অনবস্থা দোষ হইবে এবং আকাশাদিতে সর্ব্বপ্রদেশে ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন আকাশাদি ও নিরবচ্ছিন্ন আকাশাদির ভেদ সম্ভাবিত হইতে পারিবে না। আর ঘটের বিভুত্বাপত্তিরূপ দোষও হয় ।৩৭।

ন চ সর্ব্ববিকল্পাসহত্বেন মিথ্যাভূতস্যৈব উপাধেঃ মিথ্যাভেদপ্রযোজকত্বমিতি বাচ্যম্, উত্তরাস্ফূর্ত্তৌ প্রধানসম্বিত্যোর্ব্বিকল্পাদ্যসহত্বমিতি সাংখ্যবৌদ্ধাভ্যামপি বক্তব্যত্বেন তন্নিরাসাসম্ভবাৎ, মৃষাভূতস্যাপি ব্যাবহারিকস্য ত্বয়া ব্যবস্থাঙ্গীকারাৎ। অন্যথা জীবজড়য়োঃ বিশ্বকর্ত্তৃত্বান্তর্য্যামিত্বাদিকং নিরস্য ঈশ্বরে তৎসমর্থয়তঃ সমন্বয়াধ্যায়স্য উচ্ছেদাপত্তেঃ। তব মতে পরমেশ্বরকর্ত্তৃত্বস্যাপি ব্যাবহারিকত্বাৎ। তস্মাৎ বদ্ধমুক্তদুঃখাদ্যনুসন্ধানানুপপত্ত্যা চিতো বাস্তবভেদোঽবশ্যমভ্যুপেতব্য ইতি সিদ্ধং ভেদস্য পারমার্থিকত্বম্ ॥৩৮॥

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধান্তে আমরা বস্তুতঃ চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করি না ; উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারাই চৈতন্যে ভেদ হয় বলিয়া থাকি ; কিন্তু পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিকল্পজালের দ্বারা অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকারের প্রশ্নসমূহের দ্বারা উক্ত উপাধিসম্বন্ধের ব্যাবহারিক ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হয় না বলিয়া আমরা মিথ্যাভূত উপাধিকেই চৈতন্যের মিথ্যাভেদের প্রযোজক বলিয়া থাকি। মিথ্যাভূত অবিদ্যোপাধির ব্যাবহারিক ব্যবস্থার অনুপপত্তি দূষণ নহে, পরন্ত ভূষণ। সুতরাং ইহাতে ব্যাবহারিক ব্যবস্থার অনুপপত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ আর কোনও দোষ উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ উত্তর দিতে না পারিলে যদি ঐরূপ বলিলেই চলে, তবে সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত করিলে পর অদ্বৈতবাদিগণ তাহাতে জড় প্রকৃতির জগৎকারণতা দুর্ঘট বলিয়া দোষ দেখাইলে যখন সাংখ্যবাদিগণের আর উত্তর থাকে না, তখন সাংখ্যবাদিগণও ত "প্রকৃতির দুর্ঘটতাই ভূষণ, দূষণ নহে" এইরূপ বলিতে পারেন এবং বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানের জগৎকারণতা সিদ্ধান্ত করিলে পর অদ্বৈতবাদিগণ তাহাতে ক্ষণিক বিজ্ঞানের জগৎকারণতা দুর্ঘট বলিয়া দোষ দেখাইলে যখন বৌদ্ধগণের আর উত্তর থাকে না, তখন বৌদ্ধগণও ত "বিজ্ঞানের দুর্ঘটতাই ভূষণ, দূষণ নহে" এইরূপ বলিতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণ সাংখ্য ও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গেলেন কেন? সাংখ্য ও বৌদ্ধ মত মিথ্যাভূত হইলেও তাহার ব্যাবহারিক ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াই ত অদ্বৈতবাদিগণ সাংখ্য ও বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা না হইলে উক্ত মতদ্বয় খণ্ডন করা সম্ভব হইত না। অদ্বৈতবাদিগণ যদি মিথ্যাভূত বস্তুর ব্যাবহারিক ব্যবস্থা স্বীকার না করেন, তবে যে বেদান্তদর্শনের সমন্বয়াধ্যায়ে জীব ও জড় প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি নিরাস করিয়া ঐ জগৎকর্ত্তৃত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরেই সম্ভব বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছে, সেই সমন্বয়াধ্যায়ের উচ্ছেদের আপত্তি হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতিও ব্যাবহারিক ; পরমার্থ সত্য নহে অর্থাৎ মিথ্যা। অদ্বৈতবাদিগণ পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি মিথ্যাভূত হইলেও ব্যাবহারিক ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিয়াই ত সমন্বয়াধ্যায়ে ঐ জগৎকর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরে সম্ভব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাবহারিক ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করা অদ্বৈত-বাদিগণের সঙ্গত নহে। আর ব্যাবহারিক ব্যবস্থা অনুসারে চৈতন্যের ঔপাধিক ভেদ যে বিচারসহ নহে, তাহা দেখানই হইয়াছে। অতএব কোনও জীব বদ্ধ, কোনও জীব মুক্ত এইরূপ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থার দ্বারা জীবের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয় এবং জীবের পরস্পর ভেদসিদ্ধির ফলে জীবেশ্বরেরও ভেদ সিদ্ধ হয়। যদি বদ্ধ ও মুক্তের ভেদ না থাকিত, তবে বদ্ধ জীবের দুঃখানুভবের দ্বারা মুক্ত জীবেরও দুঃখানুভব হইতে পারিত এবং মুক্ত জীবের দুঃখানুভব না হওয়ায় বদ্ধ জীবেরও দুঃখানুভব না হইতে পারিত। বদ্ধ, মুক্ত ও দুঃখানুসন্ধান এই সকলের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অবশ্যই চৈতন্যের মধ্যে পরস্পর পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ চৈতন্যই বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যের বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। সুতরাং ভেদের পারমার্থিকত্বই সিদ্ধ হইল ॥৩৮॥

নমু বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থায়াঃ স্বপ্নবৎ যাবদবিদ্যমুপপদ্যমানত্বমেবেতি চেন্ন, তস্মিন্ একস্মিন্নপি সুপ্তে সর্ব্বজগদপ্রতীত্যাপত্তেঃ। নমু সমষ্ট্যভিমানিনোঽস্বাপাৎ ন উক্তদোষ ইতি চেন্ন, সৃষ্টিমারভ্যাপ্রলয়মপ্রসুপ্তত্বস্য জীবেঽসম্ভবাৎ, জীবৈক্যাঙ্গীকারে "অহং ত্বময়"মিতি প্রত্যক্ত্বপরাক্ত্বপ্রত্যয়ানামুচ্ছেদাপত্তেশ্চ। ন হি দেবদত্তং প্রতি ত্বমিতি ধীবিষয়স্য তমেব প্রতি অহমিতি ধীবিষয়ত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ। নমু নায়ং দোষো ভিন্ন-ভিন্নান্তঃকরণভেদাধ্যাসেন তত্তদন্তঃকরণমাদায় অহংত্বমাদিপ্রত্যয়ানাং সবিষয়ত্বব্যবস্থোপপত্তেরিতি চেন্ন, যোগিনঃ কায়ব্যূহে নানান্তঃকরণতাদাত্ম্যারোপেঽপি অহমিত্যেব প্রতীতেঃ। ন চ তত্র অন্তঃকরণস্যৈকত্ব-মেবেতি বাচ্যম্, বাহ্যকরণানামপি ঐক্যাপত্ত্যা কায়ব্যূহস্যৈব অসম্ভবাৎ।৩৭।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—স্বপ্ন যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই যেমন একমাত্র স্বপ্নদর্শী পুরুষের দৃশ্যমান নানা জীবের সুখদুঃখাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হয়, সেইরূপ আমাদের স্বীকৃত একজীববাদে যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই ঐ একমাত্র জীবের পরিকল্পিত নানা জীবের বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের স্বীকৃত একটিমাত্র জীব সুপ্ত হইলে সর্ব্বজগতের অপ্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। অথচ সর্ব্বজগতের প্রতীতি সর্ব্বদাই আছে। এতদুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন যে—সমষ্টি দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ সেই একটিমাত্র জীব নিদ্রিত হন না বলিয়া সর্ব্বজগতের প্রতীতি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে; সুতরাং উক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীব নিদ্রিত হয় না ইহা অসম্ভব। আরও কথা এই যে—সংসারে একটিমাত্র জীব স্বীকার করিলে আমি, তুমি ও ইনি এইরূপ নিজোদ্দেশে ও পরোদ্দেশে ভাসমান বিভিন্ন জ্ঞানসমূহের উচ্ছেদাপত্তি হইয়া পড়িবে। একজীববাদে আমি, তুমি ও ইনি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। যে দেবদত্ত "তুমি" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই দেবদত্তই "আমি" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যে যাহাকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে তাহাকে আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে না। সুতরাং একজীববাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন যে—একজীববাদে "আমি" "তুমি" প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের অনুপপত্তিরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই; কারণ অন্তঃকরণ বহু। আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হয় বলিয়া সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণকে অপেক্ষা করিয়াই "আমি" "তুমি" প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে। জীব এক হইলেও অন্তঃকরণের বহুত্বনিবন্ধন এক অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাপন্ন জীব আমি, অপর অন্তঃকরণ-তাদাত্ম্যাপন্ন জীব তুমি, এইরূপে সেই সেই জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইবে। সুতরাং একজীববাদে কোনও অনুপপত্তি নাই।

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ যোগী পুরুষ যখন কায়ব্যূহ অর্থাৎ নানাশরীর ধারণ করেন, তখন নানা অন্তঃকরণের তাদাত্ম্যারোপ থাকিলেও যোগীর সেই নানা শরীরে "আমি" এই প্রকারই প্রতীতি হইয়া থাকে; "আমি" "তুমি" "ইনি" এইরূপ বিভিন্ন প্রতীতি ত হয় না। সুতরাং একজীববাদে অন্তঃকরণের বহুত্ব স্বীকার করিলেও "তুমি" "আমি" "ইনি" এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়-ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। আর যোগীর সেই কায়ব্যূহে অর্থাৎ নানাশরীরে অন্তঃকরণ একটিমাত্র, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের বলা সঙ্গত নহে; কারণ অন্তঃকরণ একটি হইলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ও এক একটি হইলেই চলিবে বলিয়া এক একটি হইতে হইবে; তাহা হইলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠান শরীরও এক হইতে হইবে বলিয়া যোগীর কায়ব্যূহ অর্থাৎ নানাশরীরই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। যোগী নানাশরীরের দ্বারা যুগপৎ বহুবিষয় ভোগ করিবার জন্যই কায়ব্যূহ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অন্তঃকরণ একটি হইলে ফলে যুগপৎ বহু বিষয়ের ভোগও যোগীর পক্ষে সম্ভব নহে।৩৭।

কিঞ্চ ত্বন্মতে একস্যৈব চিতঃ সর্ব্বান্তঃকরণৈরভেদাধ্যাসেন চৈত্রস্য শুক্তিসাক্ষাৎকারেণ রূপ্যভ্রমনিবৃত্তৌ অন্যেষামপি নিবৃত্ত্যাপত্তেঃ। অন্তঃকরণস্য ভেদাব্যবস্থাপকত্বাৎ। অন্যথা যোগিকায়ব্যূহে দেহোঽপি ভোক্তৃভেদকঃ স্যাৎ। অথ চৈক এব জীবঃ সর্ব্বকল্পকঃ, তেনৈব সর্ব্বমিদং কল্পিতমিতি চেন্ন, জীবস্য কারণতাং নিষিদ্ধ্য পরমেশ্বরকারণত্ববোধকানাং শ্রুতীনাং বাধাপত্তেঃ, সার্ব্বজ্ঞ্যবোধকশ্রুতীনাং নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেশ্চ, জীবভিন্নেশাভাবাৎ জীবে সার্ব্বজ্ঞ্যস্যানুভববিরোধাচ্চ। ন চ সমষ্ট্যভিমানিনো জীবস্যৈব সার্ব্বজ্ঞ্যাদিযোগোঽভ্যুপগম্যত ইতি বাচ্যম্, লোকে জীবত্বেন প্রসিদ্ধেষু সার্ব্বজ্ঞ্যাদেঃ প্রত্যক্ষাদিনা বাধিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধভিন্নস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাঙ্গীকারে তস্যৈব ঈশ্বরত্বেনেষ্টাপত্তেঃ।

ন চান্তঃকরণভেদাধ্যাসাৎ তদনুভববিপরীতানুভবয়োরুভয়োঃ উপপত্তিরিতি বাচ্যম্, সর্ব্বজ্ঞস্যাধিষ্ঠানত্বং জানতস্তদধ্যাসাসম্ভবাৎ, ভ্রান্তিসার্ব্বজ্ঞ্যয়োরেকত্র ব্যাহতত্বাচ্চ "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ" (গী—৪।৫) ইতি স্মৃত্যা জীবানভিমানিনঃ সর্ব্বজ্ঞতাবিধানাচ্চ। অলং বিস্তরেণ।৪০।

আরও কথা এই যে—একজীববাদে একমাত্র চৈতন্যেরই সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অভেদাধ্যাস হইয়া থাকে; তাহা হইলে চৈতন্যের একত্বনিবন্ধন চৈত্রের শুক্তিতে রজতভ্রমের পর যখন শুক্তিসাক্ষাৎকারের ফলে তাহার রজতভ্রম নিবৃত্ত হয়, তখন মৈত্রাদি অপরেরও ত রজতভ্রম নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অন্তঃকরণ চৈতন্যের ভেদ সম্পাদন করিতে পারে না। যদি অন্তঃকরণ চৈতন্যের ভেদ সম্পাদন করে, তবে দেহও চৈতন্যের ভেদ সম্পাদন করিতে পারিবে; তাহা হইলে যোগীর কায়ব্যূহে দেহও ভোক্তার ভেদ সম্পাদন করিবে। বস্তুতঃ যোগীর কায়ব্যূহে দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই সমস্ত দেহে ভোক্তা জীব এক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—সর্ব্বপ্রপঞ্চের কল্পক একটিমাত্রই জীব; সেই একটিমাত্র জীবকর্ত্তৃকই এই সর্ব্বপ্রপঞ্চ কল্পিত হইয়া থাকে। সেই এক জীব ব্যতীত ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই।

একজীববাদী বেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঐরূপ হইলে যে সকল শ্রুতি জীবের জগৎকারণতা নিষেধ করিয়া পরমেশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবে এবং সর্ব্বজ্ঞতাবোধক শ্রুতি সকলও নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়িবে। আর তাঁহাদের মতে জীব ব্যতীত পরমেশ্বর নাই বলিয়া জীবেই সর্ব্বজ্ঞতা থাকে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে তাহা অনুভব বিরুদ্ধও হইবে।

আর সমষ্টি দেহাভিমানী জীবেরই সর্ব্বজ্ঞতাদি থাকে, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের বলা সঙ্গত নহে; কারণ জগতে জীবরূপে যাহারা প্রসিদ্ধ, তাহাদের সকলের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বাধিত; জীবরূপে প্রসিদ্ধ কেহই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা যায় না। আর যদি অপ্রসিদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করা হয়, তবে সেই জীবরূপে অপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞেরই ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হয় বলিয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই; উহা আমাদের স্বীকার্য্যই।

আর যদি একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—জীব এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণের অধ্যাসনিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞত্বানুভব ও তদ্বিপরীত অসর্ব্বজ্ঞত্বানুভব এই উভয়ের উপপত্তি হইতে পারিবে। এইরূপ বলাও তাঁহাদের সঙ্গত নহে; কারণ যে একমাত্র জীব সর্ব্বজ্ঞত্বের অধিষ্ঠানত্ব অবগত থাকে, সেই একমাত্র জীবের তদ্বিপরীত অসর্ব্বজ্ঞত্বানুভবরূপ ভ্রমের কারণ অন্তঃকরণভেদাধ্যাস কখনই সম্ভাবিত নহে এবং অসর্ব্বজ্ঞতারূপ ভ্রান্তিও সর্ব্বজ্ঞ এক জীবে থাকা কখনই সম্ভব নহে; উহা ব্যাহত। আর "হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! সেই সমস্ত আমি জানি; তুমি জান না" এইরূপ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা যাঁহার জীবাভিমান নাই, তাঁহারই সর্ব্বজ্ঞতা বিধান করা হইয়াছে বলিয়াও জীবে সর্ব্বজ্ঞতার উপপত্তি হয় না। অতএব প্রদর্শিতরূপেই একজীববাদ নিরাকৃত হয় বলিয়া অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।৪০।

দ্বিতীয়ে চেতনানেকত্বপক্ষে তদ্‌ভেদস্যৌপাধিকত্বে উক্তদোষাণাং যোগঃ। কিঞ্চ ঔপাধিকভেদাঙ্গীকারে উপাধিগমনকালে তদবচ্ছিন্নস্য কৌটস্থ্যাৎ গত্যভাবেন পদে পদে বন্ধমোক্ষৌ স্যাতাম্। অনাদিবদ্ধস্য অকস্মাৎ সাধনং বিনৈব মোক্ষঃ, কূটস্থনিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্যাকস্মান্নিষ্কারণমেব বন্ধ ইত্যর্থঃ। কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। স্বাভাবিকত্বে চাস্মৎপক্ষপ্রবেশোঽদ্বৈতভঙ্গশ্চ ।৪১।

নন্থ মাভূৎ উপাধ্যবচ্ছিন্নস্য উক্তদোষকদম্বাজ্জীবত্বম্, কিন্তু চেতনপ্রতিবিম্ব এব জীবঃ, তস্যাবিদ্যায়া অন্তঃকরণস্য বা উপাধেঃ কল্পিতত্বেন তন্নাশে জীবব্রহ্মৈক্যসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, প্রতিবিম্বভাবে উপাধের্বিম্বস্য চ সাবয়বত্ব-রূপবত্ত্ব-প্রমাণবিষয়ত্বাদীনাং তৎকারণানামভাবাৎ। তথাহি—বিম্বরূপো রূপী প্রত্যক্ষবিষয়োঽবয়ববান্ ন বা? নিষ্প্রমাণবিষয়ো নিরবয়বো বা? নাদ্যঃ, অনঙ্গীকারাৎ। অন্যথা নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়বাদভঙ্গাপত্তেঃ।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে জীবের নানাত্ব স্বীকার করেন, সেই দ্বিতীয়পক্ষে চৈতন্যের ভেদ যদি ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে আমরা এই প্রকরণে ৩৬নং গ্রন্থে যে সকল দোষের উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই সকল দোষের প্রসঙ্গ হইবে।

আরও কথা এই যে—চৈতন্য বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও কূটস্থ; সুতরাং চৈতন্যের গমনাগমন সম্ভব নহে; শরীরাদি উপাধিই গমনাগমন করিয়া থাকে। উপাধির দ্বারা চৈতন্যের ভেদ হয় স্বীকার করিলে সেই শরীরাদি উপাধি যখন উপহিত চৈতন্য হইতে উপধেয় চৈতন্যে গমন করে, তখন সেই শরীরাদি উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের কূটস্থতানিবন্ধন গমন সম্ভব নহে বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যের বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ উপাধির গমনে তদবচ্ছিন্ন অনাদিবদ্ধ চৈতন্যের অকস্মাৎ মোক্ষোপায়ের অনুষ্ঠান ব্যতীতই মোক্ষ হইবে এবং স্বভাবতঃ কূটস্থ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যাবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত চৈতন্যের অকস্মাৎ কারণ ব্যতীতই সেই উপাধিসম্বন্ধে বন্ধ হইয়া পড়িবে। আর যে জীব যাহা করিল, সেই জীব তাহার ফল পাইল না এই প্রকার কৃতনাশ এবং যে জীব যাহা করিল না, সেই জীব তাহার ফল পাইল এই প্রকার অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়িবে।

আর অনেকজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি জীবের ভেদ উপাধিক না বলিয়া স্বাভাবিক বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমাদের সিদ্ধান্তেই প্রবেশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তও ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, এই গ্রন্থের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকৃত অবচ্ছিন্নজীববাদ নিরাকরণ করা হইল। এই অবচ্ছেদবাদ বাচস্পতিমিশ্ররচিত ভামতীগ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে ।৪১।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকৃত প্রতিবিম্বজীববাদ নিরাকরণ করা হইতেছে। এই প্রতিবিম্ববাদ পঞ্চপাদিকার টীকা বিবরণ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অবচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দোষসমূহের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের জীবত্ব না হয় না হউক; কিন্তু "চৈতন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব" ইহা আমরা স্বীকার করি। এক চৈতন্যই অর্থাৎ ব্রহ্মই উপাধির দ্বারা বিম্বভাব প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্ত হইলে জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। একজীববাদে অবিদ্যা ও অনেকজীববাদে অন্তঃকরণই এই বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাবের কল্পনায় উপাধি। এই চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধি কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া সেই কল্পিত উপাধির নাশ হইলে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং আমাদের স্বীকৃত এই প্রতিবিম্ববাদে কোনও প্রকার অনুপপত্তি নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; কারণ প্রতিবিম্বভাব যে স্থলে হয়, সেইস্থলে উপাধির ও বিম্বের সাবয়বত্ব, রূপবত্ত্ব, প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব ও পৃথগবস্থানত্ব প্রভৃতি সেই প্রতিবিম্বভাবে কারণ হইয়া থাকে। দর্পণে যে মুখের প্রতিবিম্ব হয়, দর্পণরূপ উপাধির ও মুখরূপ বিম্বের সাবয়বত্ব রূপবত্ত্ব প্রভৃতি তাহাতে কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই

ন দ্বিতীয়ঃ, অসম্ভবাৎ। নীরূপস্য চ রূপস্য প্রত্যক্ষগোচরস্বাশ্রয়দ্রব্যবিশিষ্টস্যৈব সাবয়বে প্রত্যক্ষগোচরে এব দ্রব্যে প্রতিবিম্বভাবাপত্তিদর্শনাৎ; ন কেবলস্য। অতঃ ন তত্র ব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ন চ আকাশস্য নিরবয়বনীরূপস্যাপি প্রতিবিম্বদর্শনাৎ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, পঞ্চীকৃতস্যাকাশস্য সাবয়বত্ব-রূপিত্ব-চাক্ষুষত্বাদীনাং সত্ত্বেন প্রতিবিম্বস্যাবিরুদ্ধত্বাৎ। অপঞ্চীকৃতস্য কেবলস্য তু প্রত্যক্ষগোচরত্বাভাবেন প্রতিবিম্বকল্পনায়া অপ্রামাণ্যাৎ। অন্যথা কালধর্ম্মাদীনাং শব্দস্পর্শাদৌ বায়ুপিশাচাদীনাং অচাক্ষুষাণাং কালাদৌ প্রতিবিম্বনাপত্তেঃ। তস্য দৃষ্টিশ্রুত্যগোচরত্বাদনুপপন্নত্বাচ্চ। কিঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাদি-

---

অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তস্থলে প্রতিবিম্বের কারণ অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধির ও চৈতন্যরূপ বিম্বের সাবয়বত্ব, রূপবত্ত্ব, প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব প্রভৃতি নাই বলিয়া প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের "চৈতন্যপ্রতিবিম্বই জীব" এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। এই প্রতিবিম্বজীববাদ আমরা এইরূপে নিরাকরণ করিব—অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে বিম্বভূত চৈতন্য কি রূপবান্, অবয়ববান্ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়? অথবা ঐ বিম্বভূত চৈতন্য নীরূপ, নিরবয়ব ও চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয়? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। কারণ বিম্বভূত চৈতন্যের রূপবত্ত্ব, সাবয়বত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ভঙ্গ হইয়া যায়। আর "বিম্বভূত চৈতন্য নীরূপ, নিরবয়ব ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয়" এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; যেহেতু প্রতিবিম্বের যাহা কারণ, বিম্বভূত চৈতন্যের সেই রূপবত্ত্ব, সাবয়বত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব প্রভৃতি নাই ইহা সম্ভব নহে। নীরূপ, নিরবয়ব ও প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত বস্তুর কখনও প্রতিবিম্ব হয় না। সুতরাং সেইরূপ বস্তুর বিম্বত্বও সম্ভব হয় না।

ইহাতে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে—গুণে গুণ থাকে না; সুতরাং রূপে রূপ নাই; রূপ নীরূপ। সেই নীরূপ রূপেরও ত প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায়। সুতরাং নীরূপের প্রতিবিম্ব হয় না যে বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। এইরূপ শঙ্কারও অবসর নাই; কারণ রূপ রূপহীন হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ও আশ্রয়ভূত যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যবিশিষ্টরূপেরই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত সাবয়ব দ্রব্যেই প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায়; কেবল রূপের প্রতিবিম্ব হইতে কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং কেবল রূপের প্রতিবিম্ব হয় না বলিয়া ঐরূপ আপত্তি হইতে পারে না।

আর প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন যে—আকাশ নিরবয়ব ও নীরূপ হইলেও জলাদিতে তাহার প্রতিবিম্ব হইতে ত দেখা যায়; সুতরাং নিরবয়ব ও নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না যে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যভিচার ত এই আকাশপ্রতিবিম্বে দেখা যায়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ পঞ্চীকৃত আকাশে পৃথিব্যাদি ভূতসমূহও আছে বলিয়া ঐ পৃথিব্যাদির সাবয়বত্ব, রূপবত্ত্ব ও চাক্ষুষত্বাদি ধর্ম্মও পঞ্চীকৃত আকাশে আছে; সুতরাং সেই পঞ্চীকৃত আকাশের প্রতিবিম্ব হওয়া বিরুদ্ধ নহে। আর অপঞ্চীকৃত কেবল আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া উহার প্রতিবিম্ব কল্পনা সম্ভব নহে। কারণ অপঞ্চীকৃত শুদ্ধ আকাশের প্রতিবিম্ব হয় বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। যদি নীরূপ দ্রব্যেরও প্রতিবিম্ব হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নীরূপ ও অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের অবিষয়ীভূত কাল, ধর্ম্ম প্রভৃতির শব্দ-স্পর্শাদিতে এবং বায়ু, পিশাচ প্রভৃতির কালাদিতে প্রতিবিম্ব হইতে পারে। তাহাত হয় না। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব কখনও দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হয় না বলিয়াও উহা অনুপপন্ন।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব হয় বলিয়া যে ব্যভিচার দেখাইয়া থাকেন, তাহার প্রকৃষ্ট উত্তর এই যে—সূর্য্য-চন্দ্রাদির যে প্রভামণ্ডল, সেই প্রভামণ্ডলযুক্ত আকাশেরই জলাদিতে প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে; কেবল শুদ্ধ আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না। যদি কেবল শুদ্ধ আকাশেরও প্রতিবিম্ব হইত, তাহা হইলে অন্ধকারেও আকাশের

প্রভামণ্ডলযুক্তস্যৈবাকাশস্য প্রতিবিম্বভাবাপত্তিঃ, ন কেবলস্য। অন্যথা অন্ধকারেঽপি তদ্দর্শনাপত্তেঃ। অতঃ ন তত্র ব্যভিচারাবকাশঃ।৪২।

নন্বু "একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" (ব্রহ্মবিন্দু-১২) "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮) ইতি শ্রুতিসূত্রমানাৎ প্রতিবিম্ববাদোঽবশ্যমভ্যুপগন্তব্য ইতি চেন্ন, উক্তশাস্ত্রস্যান্তর্য্যামিনির্লেপ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ। কিঞ্চ উপাধিসম্বন্ধো জীবে স্বাভাবিক ঔপাধিকো বা? নাদ্যঃ, ত্বন্মতে অনির্ম্মোক্ষ-

---

প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারিত। অতএব নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না বলিয়া যে আমরা বলিয়াছি, সেই নিয়মের কোন ব্যভিচার কোথাও নাই।৪২।

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ অর্থাৎ একই ভূতাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় এক প্রকারে ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন" এই শ্রুতি এবং "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ অর্থাৎ যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, অতএব শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে" এই ব্যাসসূত্র আমাদের সিদ্ধান্তে প্রমাণ বলিয়া প্রতিবিম্ববাদ অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার না করিলে উক্ত শ্রুতি ও সূত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করি না; কারণ উক্ত শ্রুতি ও সূত্র প্রতিবিম্ববাদ প্রতিপাদন করে না; কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত হইয়াও যে সর্ব্বপদার্থের গুণ-দোষে লিপ্ত নহেন ইহাই প্রতিপাদন করে। চন্দ্র-সূর্য্যাদি যেমন নিজ নিজ কিরণের ব্যাপ্তির দ্বারা জলাদিতে অবস্থিত হইয়াও সেই জলাদির গুণ-দোষে লিপ্ত হন না; প্রত্যুত ঐ জলাদির প্রকাশকই হইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা নিজের ব্যাপ্তির দ্বারা সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত হইয়াও ঐ সকল পদার্থের গুণদোষে লিপ্ত হন না; প্রত্যুত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশকই হইয়া থাকেন, ইহাই উক্ত শ্রুতি ও সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং প্রমাণ নাই বলিয়াও প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি আরও জিজ্ঞাসা এই যে—জীবে যে উপাধিসম্বন্ধ, তাহা কি স্বাভাবিক? অথবা ঔপাধিক? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ জীবে উপাধিসম্বন্ধ স্বাভাবিক স্বীকার করিলে তাহা নিবারণ করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাদের মতে জীবের কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ জীবে উপাধিসম্বন্ধ ঔপাধিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। জীবে উপাধিসম্বন্ধ ঔপাধিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত বলিলে এই দ্বিতীয় উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকেও ঔপাধিক বলিতে হইবে; আবার এই তৃতীয় উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকেও ঔপাধিক বলিতে হইবে। এইরূপে চতুর্থ পঞ্চমক্রমে উপাধিসম্বন্ধধারা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষই হইবে। আর তাহাতে উপাধিসম্বন্ধবশতঃ জীবের সত্তা এবং জীবসত্তাবশতঃ উপাধিসম্বন্ধের সত্তা এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইবে। আর "উপাধিই সেই উপাধিসম্বন্ধের হেতু" ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে উপাধি নিজের সম্বন্ধের নিমিত্ত নিজের অপেক্ষা করে বলিয়া আত্মাশ্রয় দোষ হইবে।

বস্তুতঃ কথা এই যে—জগতে যে যে স্থলে প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায়, সেই সেই স্থলেই বিম্বের সমানসত্তাবিশিষ্ট উপাধিতেই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। যেমন ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট দর্পণরূপ উপাধিতে ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট মুখরূপ বিম্বের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে বিম্বভূত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় বলেন এবং ঐ প্রতিবিম্বকে জীব বলেন, তাহাতে ঐ বিম্বভূত ব্রহ্মের সত্তা হইতে অবিদ্যাদি উপাধির সত্তা ন্যূন অর্থাৎ অল্প। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা এবং অবিদ্যাদির ব্যাবহারিক সত্তা; সুতরাং উপাধিভূত অবিদ্যাদি বিম্বভূত ব্রহ্ম হইতে ন্যূনসত্তাক হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ সমানসত্তাক হয় নাই বলিয়া অবিদ্যাদিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। ফলে সেই প্রতিবিম্বকে যে তাঁহারা জীব বলেন, তাঁহাদের সেই অভীষ্টও সিদ্ধ হয় না। বিম্বের সমানসত্তাবিশিষ্ট

প্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অনবস্থানাদন্যোন্যাশ্রয়াচ্চ। ন চ উপাধিরেব স্বসম্বন্ধহেতুরিতি বাচ্যম্, আত্মাশ্রয়াৎ। বস্তুতস্তু বিম্বান্যূনসত্তাক এব উপাধৌ লোকে প্রতিবিম্বদর্শনাৎ প্রকৃতে অবিদ্যাদ্যুপাধীনাং ব্রহ্মন্যূনসত্তাকত্বাৎ ন ইষ্টসিদ্ধিঃ। অন্যথা মৃগমরীচিকাজলেঽপি সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বদর্শনাপত্তেঃ। ন চ দর্পণস্থনেত্রপ্রতিফলিত-মুখাদিদর্শনে ব্যভিচারঃ, সোপাধিকারোপে দৃষ্টস্য স্ববাধ্যোপাধিকত্বস্য তত্রাসত্ত্বেন নেত্রদেশাবচ্ছেদেন

উপাধিতেই প্রতিবিম্ব হয়, এই নিয়ম স্বীকার না করিলে ন্যূনসত্তাবিশিষ্ট প্রাতিভাসিক মৃগমরীচিকাজলে অধিকসত্তাবিশিষ্ট ব্যাবহারিক সূর্য্যাদিরও প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারিত। তাহা ত দেখা যায় না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ চৈতন্যের প্রতিবিম্বনের জন্য অবিদ্যা বা অন্তঃকরণকে উপাধি বলিয়াছেন। এই উপাধি পরমার্থ সত্য নহে। এই উপাধি পরমার্থ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ না হইয়া দ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়িত। এইজন্য অবিদ্যা ও অন্তঃকরণাদি উপাধিকে অদ্বৈতবাদিগণ কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কল্পিত বা মিথ্যা বস্তুমাত্রই পরমার্থ সত্য চৈতন্যেই কল্পিত হইতে পারে; অন্যত্র কল্পিত হইতে পারে না। মিথ্যা বস্তু আরোপের অধিষ্ঠান হয় না। এইজন্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বনের উপাধি অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য। অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই অধিষ্ঠানজ্ঞানবাধ্য। এইজন্য অধ্যস্ত বস্তুমাত্র অধিষ্ঠান হইতে ন্যূনসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিবিম্ববাদী বেদান্তিগণ চৈতন্যে অধ্যস্ত অবিদ্যাদিরূপ উপাধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহারা বলেন। স্বাধ্যস্ত উপাধিতে ও স্বজ্ঞানবাধ্য উপাধিতে স্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ইহাই তাঁহারা বলেন। তাঁহারা এইরূপ বলিলেও যাহাতে উপাধি অধ্যস্ত ও যাহার জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য, উপাধিতে সেই বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও অদ্বৈতবাদিগণ দেখাইতে পারিবেন না। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিবার কারণ এই যে—স্ব-এতে অধ্যস্ত ও স্বএর জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য উপাধিতে স্ব কখনও প্রতিবিম্বিত হয় না। এই জন্য অদ্বৈত-বেদান্তিগণ এইরূপ দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন যে—সম্মুখস্থ দর্পণে যখন মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐ প্রতিবিম্ব মুখে যে নেত্র দেখা যায়, সেই নেত্রও মুখস্থ নেত্রেরই প্রতিবিম্ব; এই প্রতিবিম্ব নেত্রের মধ্যেও নিজের মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিবিম্ব নেত্ররূপ উপাধিতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বিম্বমুখ অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক প্রতিবিম্ব নেত্রে অধিকসত্তাক মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়া "বিম্বের অন্যূনসত্তাক উপাধিতেই বিম্ব প্রতিবিম্বিত হয়" দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণের এই নিয়ম প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে রহিল না। সুতরাং বিম্বের ন্যূনসত্তাক উপাধিতে বিম্ব প্রতিবিম্বিত হইতে পারিবে। আর এই জন্য চৈতন্য হইতে ন্যূনসত্তাক অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে বিম্বভূত চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রতিবিম্বজীববাদ স্বীকার করিয়া সোপাধিক আরোপবাদ সমর্থন করিয়াছেন। আর তাঁহাদের সোপাধিক আরোপের উপাধি অন্তঃকরণ বা অবিদ্যা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য ইহা তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহারা যে দৃষ্টান্তটি দেখাইয়াছেন, তাহাতে সোপাধিক আরোপে যাহা উপাধি, তাহা কি স্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য? অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে অর্থাৎ সোপাধিক আরোপে স্ববাধ্য উপাধিকত্ব নাই। অথচ তাঁহারা অবিদ্যাদি উপাধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়া অবিদ্যাদি উপাধির চৈতন্যজ্ঞানবাধ্যত্ব স্বীকার করেন। প্রকৃত উদাহরণে প্রতিবিম্বিত নেত্রদেশাবচ্ছেদে দর্পণেই ঐ মুখ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি। অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত নেত্রে মুখ প্রতিবিম্বিত না হইয়া প্রতিবিম্বিত নেত্রাবচ্ছেদে দর্পণেই মুখ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব ও পরে প্রতিবিম্ব মুখের নেত্রাবচ্ছেদে সেই দর্পণেই মুখের দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। সুতরাং একই দর্পণে দুইটি প্রতিবিম্ব স্থিত আছে বলিয়া উভয় প্রতিবিম্বের উপাধি একই দর্পণ; আর এই দর্পণ বিম্ব মুখের সমানসত্তাবিশিষ্ট। এইজন্য এই দর্পণরূপ উপাধি

তন্মুখপ্রতিফলনমিত্যঙ্গীকারাৎ তত্রাপ্যুভয়োঃ প্রতিবিম্বয়োঃ প্রতিবিম্বভাবেন স্থিতত্বেঽপি বিম্বসমসত্তা-কোপাধ্যুপহিতত্বস্য নিয়ামকত্বান্ন ব্যভিচার ইতি।

কিঞ্চ উপাধের্বিম্বান্যদেশাবস্থানে এব প্রতিবিম্বভাবো ন তু একত্রৈব, প্রকৃতে তদভাবাদিষ্টাসিদ্ধিঃ। অয়ম্ভাবঃ—উপাধির্ব্রহ্মৈকদেশবৃত্তিঃ ব্যাপ্যবৃত্তির্বা ? নাদ্যঃ, ব্রহ্মণঃ সদেশত্বাপত্তের্নির্বিবিশেষত্বহানিঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্বস্যাপি উপাধিমত্ত্বে প্রতিবিম্বনাসিদ্ধেঃ সুতরাং শুদ্ধত্বহানিশ্চ। ইতরথা জলনিমগ্নানামপি

মুখরূপ বিম্বের অন্যূনসত্তাবিশিষ্ট। সুতরাং আমরা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম—"বিম্বের অন্যূনসত্তাবিশিষ্ট উপাধিতেই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে" এই নিয়মের কোন ব্যভিচার হয় না। উপাধি বিম্ব অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক হইলে উপাধি বিম্বজ্ঞানবাধ্য হইত; প্রকৃত স্থলে দর্পণই উপাধি হওয়ায় তাহা মুখজ্ঞানবাধ্য নহে বলিয়া মুখ হইতে ন্যূনসত্তাক হইল না। সুতরাং স্বান্যূনসত্তাক স্বজ্ঞানাবাধ্য উপাধিতেই স্বএর প্রতিবিম্ব হয় বলিয়া স্বন্যূনসত্তাক স্বজ্ঞানবাধ্য অবিদ্যাদিরূপ উপাধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। সুতরাং "অবিদ্যাদিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব" এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

আরও কথা এই যে—উপাধি বিম্ব হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলেই অভিমুখবর্ত্তী বিম্ব তাহাতে প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। যেমন মুখরূপ বিম্ব হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দর্পণরূপ উপাধিতে সেই অভিমুখবর্ত্তী মুখরূপ বিম্বের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। উপাধি ও বিম্ব একত্র অবস্থিত হইলে কখনও প্রতিবিম্ব হয় না। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তিত স্থলে অবিদ্যাদিরূপ উপাধি ব্রহ্মরূপ বিম্ব হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত নাই। বিম্বভূত ব্রহ্মেই উপাধিভূত অবিদ্যাদি অবস্থিত আছে; সুতরাং প্রদর্শিত রীতি-অনুসারে ঐ অবিদ্যাদিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের "অবিদ্যাদিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব" এইরূপ সিদ্ধান্তেরও সিদ্ধি হয় না।

অভিপ্রায় এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাদি উপাধিকে ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া থাকেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহাদের মতে উপাধি কি ব্রহ্মের একদেশে থাকে ? অথবা উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া থাকে ? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ উপাধি ব্রহ্মের একদেশে থাকিলে ব্রহ্ম দেশবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ভঙ্গ হইয়া যায়। দেশবিশিষ্ট ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হন কি করিয়া ? আর "উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া থাকে" এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিযুক্ত বলিয়া অবিদ্যাদি উপাধির বিম্বভূত ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থান সম্ভব হয় না; তাহার ফলে ঐ অবিদ্যাদি উপাধিতে বিম্বভূত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন সিদ্ধ হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে; তাহাতে ব্রহ্মের শুদ্ধত্বেরও হানি হয় অর্থাৎ অবিদ্যাদি উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য ব্যাপিয়া থাকিলে শুদ্ধ ব্রহ্মের সত্তাও সম্ভব হয় না। আর প্রদর্শিত নিয়ম স্বীকার না করিলে অর্থাৎ "উপাধি বিম্ব হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকিলেই তাহাতে অভিমুখবর্ত্তী বিম্বের প্রতিবিম্ব হয়" এই নিয়ম স্বীকার না করিলে জলনিমগ্ন জলচর প্রাণিগণেরও জলে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারিত; তাহা ত দেখা যায় না। সুতরাং উপাধি ও বিম্বের একত্র অবস্থানে কখনও প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। এইরূপ অবিদ্যাদি উপাধি বিম্বভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্থানে না থাকিলে সেই অবিদ্যাদি উপাধিতে বিম্বভূত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হওয়া কখনও সম্ভব নহে। অথচ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাদি উপাধিকে বিম্বভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন না, স্বীকার করিবার উপায়ও নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলিতে পারেন না; কারণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই সিদ্ধ হয় না। আর এইজন্যই

জলৌকসাং প্রতিবিম্বো দৃশ্যেত, ন তু তদস্তি, তথা প্রকৃতেঽপি বোধ্যম্। তস্মাৎ বিম্বপ্রতিবিম্ববৎ জীব-ব্রহ্মৈক্যং বক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বথানুপপন্নমিতি সিদ্ধম্। ইতি বিম্বপ্রতিবিম্ববৎ জীবব্রহ্মৈক্যনিরসনম্ ॥৪৩।

অথ চ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছা—৬।১৪।২) ইতি শ্রুতেরেকজীববাদে হি উপদেষ্টব্যাদন্যস্য চেতনস্যাভাবাৎ উপদেষ্টুরভাবে তত্ত্বজ্ঞানাসম্ভবঃ, তদসম্ভবে চ মোক্ষাসম্ভবঃ। নন্থ সত এব উপদেষ্টুঃ কল্পিতস্য উপদেষ্টৃত্বঘটনাদিতি চেন্ন, আপাতরমণীয়ত্বাৎ। ন হি উপদেষ্টৃত্বং কল্পিতমাত্রস্য, কিন্তু শাস্ত্রোক্তলক্ষণলক্ষিতস্যৈব তথাত্বশ্রবণাৎ। "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মু—১।২।১২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন চ স্বাপ্নস্য গুরোরিব উপদেষ্টৃত্বেঽপি ক্ষত্যভাবেন তথাত্বোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, স্বাপ্নস্য গুরোরজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাদর্শনাৎ। অন্যথা "যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি" (বৃঃ ২।৪।৩) ইতি শ্রুতেঃ, "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" (গী—৪।৩৫) ইতি স্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাৎ। অস্মন্মতে

"বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায় উপাধির নাশে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য হয়" ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। অতএব এই প্রতিবিম্বজীববাদ সর্ব্বপ্রকারে অনুপপন্ন বলিয়া স্থির হইল।৪৩।

এক্ষণে পুনরায় অদ্বৈতবেদান্তিগণের একজীববাদ খণ্ডন করা হইতেছে। অপর কথা এই যে—"গুরুর উপদেশপ্রাপ্ত পুরুষ তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন" এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সেই এক জীবের তত্ত্বজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে; কারণ তাঁহাদের মতে উপদেষ্টব্য অর্থাৎ উপদেশের পাত্র এক জীব ব্যতীত অপর কোন জীব নাই; সুতরাং তাঁহাদের মতে উপদেষ্টা গুরুও কেহ নাই। উপদেষ্টা গুরু না থাকিলে যে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই প্রমাণ। আর তত্ত্বজ্ঞান না হইলে একজীববাদে মোক্ষও সম্ভব নহে।

এতদুত্তরে একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জীব একই; সেই এক জীবই অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিজকে গুরু, শিষ্য প্রভৃতিরূপে কল্পনা করিয়া থাকে; সুতরাং কল্পিত উপদেষ্টা গুরুরও উপদেষ্টৃত্ব সম্ভব হইতে পারে; কল্পিত গুরু কল্পিত শিষ্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই।

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ বাক্য আপাতরমণীয়। একটু বিবেচনা করিলেই তাঁহাদের বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেবল কল্পিত গুরু উপদেষ্টা হইতে পারেন না। তাদৃশ গুরুর উপদেষ্টৃত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত যে গুরু, তিনিই উপদেষ্টা হইতে পারেন; তাদৃশ গুরুরই উপদেষ্টৃত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন—"সেই নির্ব্বেদপ্রাপ্ত মুমুক্ষু ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সমিধ্‌হস্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর সমীপেই গমন করিবেন" ইত্যাদি। অতএব কেবল কল্পিত গুরুর উপদেষ্টৃত্ব সম্ভব নহে। আর একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট গুরু যেমন স্বপ্নদর্শী পুরুষকে উপদেশ করেন, সেইরূপ ব্যাবহারিক অবস্থায় কল্পিত গুরু কল্পনাকারী জীবকে উপদেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কল্পিত গুরুর উপদেষ্টৃত্ব থাকিলেও একজীববাদের সিদ্ধান্তের কোন হানি নাই বলিয়া প্রদর্শিতরূপে ঐ উপদেষ্টৃত্বের উপপত্তি হইতে পারিবে। একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ স্বপ্নদৃষ্ট গুরু অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে কোথাও দেখা যায় না। কচিৎ স্বপ্নদৃষ্ট গুরু মন্ত্রাদি উপদেশ করিলেও জীবের অজ্ঞান দূর করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তত্ত্বজ্ঞ গুরুই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকেন; শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট গুরুও যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হন, তাহা হইলে "আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন" এই শ্রুতিবাক্য এবং "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করিবেন" এই স্মৃতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বদর্শী পুরুষেরই অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব আছে বলিয়া

তু শাস্ত্রপ্রমিতস্যৈব উক্তলক্ষণসম্পন্নস্য গুরোরুপদেষ্টৃত্বাবগমাৎ গুরুত্বাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বয়োঃ সুসামঞ্জস্যান্ন কিঞ্চিৎ বিরোধলেশশঙ্কাবকাশঃ। ত্বন্মতে তু শিষ্যেণ গুরৌ সার্ব্বজ্ঞ্যারোপেঽপি বাস্তবসার্ব্বজ্ঞ্যাভাবেন শিষ্যং স্বাজ্ঞানকল্পিতং কল্পকং বা জানতো গুরোরুপদেশপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ; স্বপ্নে তু তথাজ্ঞানাদুপদেশে প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। প্রকৃতে গুরুশিষ্যয়োঃ কল্পিতত্বস্যাপি তত্ত্বান্তর্গতত্বেন তত্ত্ববিদস্তজ্জ্ঞানাবশ্যকত্বাৎ ।৪৪।

অথ কল্পকো নিশ্চিতাদ্বৈততত্ত্বো ন বা ? আদ্যে শাস্ত্রপ্রণয়নবৈয়র্থ্যেন তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে তৎপ্রণীতশাস্ত্রস্যাপ্রমামূলকত্বাপত্তেঃ। নন্ু শাস্ত্রস্য প্রমামূলকত্বাভাবেঽপি অবাধিতবিষয়কত্বেন প্রামাণ্যোপপ-

---

জানা যায়। স্বপ্নকল্পিত গুরু তত্ত্বদর্শী কিম্বা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে স্বপ্নকল্পিত গুরুর দৃষ্টান্তে কল্পিত গুরুর উপদেষ্টৃত্ব উপপাদন করিতে প্রয়াস করেন, তাহা সমীচীন নহে। আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে আমরা জীবের বস্তুতঃ বহুত্ব স্বীকার করি। সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রমিত ও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন গুরু অপর অজ্ঞ শিষ্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন ও তাহার অজ্ঞান দূর করিয়া থাকেন। তাদৃশ গুরুর উপদেষ্টৃত্ব শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। শাস্ত্র পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাদৃশ গুরুর গুরুত্ব ও অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব উভয়ই সুসঙ্গত হয়। আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্তে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তে কোন বিরোধের বিন্দুমাত্র শঙ্কার অবসর নাই। পরন্তু একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শিষ্য গুরুতে সর্ব্বজ্ঞতার আরোপ করিলেও সেই গুরুতে যথার্থ সর্ব্বজ্ঞতা না থাকায় যিনি শিষ্যকে নিজের অজ্ঞানকল্পিত অথবা ঐ গুরুশিষ্যভাবের কল্পক বলিয়া জানেন, তাদৃশ তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ প্রদান করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কারণ তিনি ত জানেন একমাত্র জীব; গুরু, শিষ্য প্রভৃতি জীবাভাস অর্থাৎ কল্পিত। তাহা হইলে তিনি কি জন্য কাহাকেই বা উপদেশ করিতে যাইবেন ? দ্বিতীয় ত কেহ নাই; গুরু শিষ্যভাবও ত কল্পিত। "গুরু ও শিষ্য কল্পিত" ইহাও তত্ত্বের অন্তর্গত; সুতরাং তত্ত্বদর্শী গুরুর সেই তত্ত্বও জানা থাকা আবশ্যক; সেই তত্ত্ব না জানিলে তিনি তত্ত্বদর্শী হইলেন কি করিয়া ? সুতরাং তাদৃশ তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ প্রদান করিবার প্রবৃত্তি কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না। স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট গুরুর "গুরুশিষ্যভাব কল্পিত" এইরূপ জ্ঞান থাকে না বলিয়া তাহার উপদেশ প্রদান করিবার প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে ।৪৪।

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণকে আমরা আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—তাঁহাদের সিদ্ধান্তিত গুরুশিষ্যাদিভাবের কল্পক একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় কি না ? অর্থাৎ ঐ একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ত্ব নিশ্চিত জানিয়াছে কি না ? সেই একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলে তাহার সংশয় নাই স্বীকার করিতে হইবে। আর সংশয় না থাকিলে অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন ব্যর্থ বলিয়া তাহার সেই শাস্ত্রপ্রণয়নে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ জীব ত এক; আর ত কেহ নাই; সেই জীবও অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় বলিয়া সংশয়রহিত। তবে কেন সেই জীব শাস্ত্রপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবে ? আর সেই একমাত্র জীব যদি অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেই জীব যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া থাকে, সেই শাস্ত্র যথার্থজ্ঞানমূলক নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারিবে। সুতরাং সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্যও থাকিবে না।

এতদুত্তরে একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—শাস্ত্র যথার্থজ্ঞানমূলক না হইলেও যদি অবাধিতবিষয়ক হয় অর্থাৎ শাস্ত্রের বিষয় কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের উপপত্তি হইতে পারিবে। যথার্থজ্ঞানমূলকত্ব শাস্ত্রের প্রামাণ্যের প্রযোজক নহে; অবাধিতবিষয়কত্বই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের প্রযোজক।

ত্তেরিতি চেন্ন, পৌরুষেয়বাক্যানাং প্রমামূলকত্বাভাবে অবাধিতার্থকত্বাসম্ভবাৎ। "সোঽমুক" ইতি নিশ্চয়াভাবে বহ্বায়াসসাধ্যমোক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ। অপি চ উপদেশকাভাবেন মোক্ষার্থপ্রযত্নাসম্ভবাৎ।

কিঞ্চ অনাদিসংসারে কস্যচিৎ তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষশ্চ অভূন্নবা? আদ্যে জীবস্যৈকত্বে ইদানীং সংসারানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে সম্প্রদায়াভাবেন তত্ত্বজ্ঞানস্য মোক্ষস্য চাসম্ভবাৎ। নন্বু জ্ঞানসামগ্র্যেব জ্ঞানহেতুর্ন সম্প্রদায় ইতি চেন্ন, তস্যাপি তাৎপর্য্যজ্ঞানজন্যতত্ত্ববিত্ত্বেন সামগ্র্যন্তর্ভূতত্বাৎ। কিঞ্চ তত্ত্ববিত্ত্বেন

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বাক্য সঙ্গত নহে; কারণ পুরুষকর্ত্তৃক উক্ত বাক্যসমূহ যদি যথার্থজ্ঞানমূলক না হয়, তবে সেই বাক্যসমূহের অবাধিতবিষয়কত্ব সম্ভব নহে। পৌরুষেয় বাক্যসমূহ যথার্থজ্ঞানমূলক না হইলে অবশ্যই সেই সকল বাক্যের বিষয় বাধিত হইয়া থাকে। অপৌরুষেয় বেদবাক্য নিত্য বলিয়া যথার্থজ্ঞানমূলক হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বেদবাক্যের বিষয় অবাধিত বলিয়া তাহার প্রামাণ্য আছে। কিন্তু পৌরুষেয় বাক্য যথার্থজ্ঞানমূলক না হইলে কখনও অবাধিতবিষয়ক হয় না। সুতরাং পৌরুষেয় বাক্যসমূহের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে ঐ সকল বাক্যের যথার্থজ্ঞানমূলকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একজীববাদিসম্মত একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় না হইলে তৎপ্রণীত শাস্ত্র যথার্থজ্ঞানমূলক নহে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উত্তর একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ দিতে পারেন না।

একজীববাদে আরও অনুপপত্তি এই যে—"গুরুশিষ্যাদি-ভাবের কল্পনাকারী সেই একমাত্র জীব অমুক" এইরূপ নিশ্চয় না থাকিলে তাহার বহু পরিশ্রমসাধ্য মোক্ষের প্রবৃত্তিই উপপন্ন হইতে পারে না। যে নিজকে জানে না, সে নিজের জন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। একজীববাদিসম্মত এক জীব কে, তাহার নিশ্চয় নাই বলিয়া তাহার জন্য বহু পরিশ্রমসাধ্য মোক্ষের প্রবৃত্তিই তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

আরও কথা এই যে একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে জীব এক; দ্বিতীয় কোন জীব নাই; সুতরাং উপদেষ্টাও কেহ নাই। তাঁহাদের মতে উপদেষ্টা কেহ নাই বলিয়া মোক্ষের নিমিত্ত সেই একমাত্র জীবের প্রযত্নও সম্ভব হয় না। ঐ একমাত্র জীব স্বয়ং ত অজ্ঞ; উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষপ্রয়োজন বা মোক্ষের উপায় সে জানিবে কিরূপে? সুতরাং সেই একমাত্র জীবের মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন সম্ভবই হইতে পারে না।

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রতি আরও জিজ্ঞাসা এই যে—এই অনাদি সংসারে কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হইয়াছে কি না? যদি কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হইয়াছে বলিয়া একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে জীব এক বলিয়া তাহার ত মোক্ষ হইয়াছেই; এক্ষণে আর সংসারের উপলব্ধি না হওয়ারই প্রসঙ্গ হয়। জীব ত এক; তাহার ত মোক্ষ হইয়াছেই; অপর কোন জীব নাই; তবে এই সংসারের উপলব্ধি কাহার? সুতরাং এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হইয়াছে বলিয়া একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। আর যদি এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তত্ত্বোপদেষ্টৃসম্প্রদায়ের অভাবে জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই তত্ত্বোপদেশ করিয়া থাকেন; কাহারও তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া থাকিলে তত্ত্বোপদেষ্টৃসম্প্রদায় নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হইবে না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে জীবের মোক্ষও সম্ভব হইবে না।

এতদুত্তরে একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন শ্রবণমননাদি জ্ঞানসামগ্রীই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ; তত্ত্বোপদেষ্টৃসম্পদায় তত্ত্বজ্ঞানের কারণ নহে। তত্ত্বজ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে ও তাহার ফলে মোক্ষ হইবে; তাহাতে তত্ত্বোপদেষ্টৃসম্প্রদায়ের অপেক্ষা নাই। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষের অনুপপত্তি নাই বলিয়া "এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই" ইহাই আমরা স্বীকার করি।

শ্রুত্যাদিসিদ্ধানাং শুকবামদেবাদীনাং ত্বদভিমতগৌড়পাদাদীনাঞ্চ মুক্তির্নাভূৎ, মম তু কথং ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া বেদান্তশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ।৪৫।

ন চ শাস্ত্রপ্রামাণ্যদার্ঢ্যাৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তিঃ, শ্রুতিপ্রমাণদার্ঢ্যাদেব সদাসিদ্ধো জীবভেদঃ শ্রুতিপ্রমিতা কেষাঞ্চিৎ মুক্তিশ্চ কুতো নাঙ্গীক্রিয়তে "যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যতে স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃ—১।৪।১০) "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বে—৪।৫) "নিত্যো নিত্যানাম্" (কঠ—৫।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" (গী—৪।১০) "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (গী—১৪।২) "অতীতানাগতাশ্চৈব যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণাঃ। ততোঽপ্যনন্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। পরমতে তু শ্রুতস্বাভাবিকভেদস্য মোক্ষাদিব্যবস্থায়াশ্চ ত্যাগস্য অশ্রুতমোক্ষাভাবাদিকপোলকল্পনায়াশ্চ প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি-দূষণাপাতাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধিঃ। অস্মাকন্তু ভেদস্য স্বাভাবিকত্বং জীবানাং প্রতিদেহভিন্নত্বেন অসংখ্যেয়ত্বং

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তত্ত্বোপদেষ্টৃসম্প্রদায় বেদের তাৎপর্য্য-জ্ঞানের ফলেই তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। সেই সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্যজ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞতা থাকায় সেই সম্প্রদায়ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সামগ্রীর অন্তর্গত। এইজন্য সেই সম্প্রদায়কে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না। কারণ সম্প্রদায়ের অভাবে জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি প্রভৃতিতে শুক ও বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণ গৌড়পাদ প্রভৃতিকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি সেই তত্ত্বজ্ঞ শুক, বামদেব ও গৌড়পাদ প্রভৃতির মুক্তি হয় নাই বলিয়া বলেন, তাহা হইলে "তত্ত্বজ্ঞ শুকদেব, বামদেব, গৌড়পাদ -প্রভৃতিরও যখন মুক্তি হয় নাই, তখন আমার মুক্তি কি প্রকারে হইবে?" এইরূপ আশঙ্কায় বেদান্তশ্রবণাদিতে জীবের প্রবৃত্তি না হইতে পারে। বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও মুক্তি ত হয় না; শুক ও বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও ত মুক্ত হন নাই; তবে আমি বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও আমার মোক্ষ লাভের আশা কি? এইরূপ অনাশ্বাসে জীবের বেদান্ত শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি না হওয়ারই কথা। সুতরাং একজীববাদ কোনপ্রকারেই উপপন্ন হয় না ।৪৫।

আর শাস্ত্রপ্রামাণ্যের দৃঢ়তাবশতঃই জীবের বেদান্তশ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারিবে, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণের দৃঢ়তাবশতঃই নিত্যসিদ্ধ জীবভেদ অর্থাৎ জীবের বহুত্ব এবং শ্রুতিপ্রমাণিত শুক, বামদেবাদি কাহারও কাহারও মুক্তি অদ্বৈতবেদান্তিগণ কেন স্বীকার করেন না? কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিই ত জীবের বহুত্ব এবং কাহারও কাহারও মুক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"দেবগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে দেবতা, যে যে ঋষি ও যে যে মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" "এক অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতিকে ভোগ করে, অপর মুক্ত জীব ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়" "যিনি নিত্য ব্রহ্মাদি জীবগণের চৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি। গীতাদি স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পূত হইয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন" "এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া জীবগণ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়" "অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলিয়া কালের যতগুলি ক্ষণ, জীবসমূহের পৃথক্ পৃথক্ রাশি সকল সেই সমস্ত ক্ষণ হইতেও অনন্তগুণ বেশী" ইত্যাদি।

শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধম্, অতঃ ন কোঽপি বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তিকলঙ্কগন্ধাবকাশঃ। "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা" (কঠ—২।৫) ইত্যাদৌ অনাদিসংসৃতিমূলভূতকর্ম্মাত্মকাজ্ঞানং জ্ঞানাভাবো বা, "রমণীয়াম্" (ছা—৫।১০।৭) ইত্যাদৌ কর্ম্মসম্বন্ধঃ, "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" (ছা—৬।৯।২) ইত্যাদিষু সুষুপ্তিঃ, "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা (মু—৩।২।৬) ইত্যাদিনা তত্ত্বজ্ঞানম্, "পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" (মু—৩।২।৬) ইত্যাদিনা মুক্তিঃ চেতনধর্ম্মত্বেন প্রতিপাদ্যতে ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসমিত্যলং বিস্তরেণ।৪৬।

নন্ন "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা" (বৃ—৪।৫।১৪)" দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্," (গী—২।৩০) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিরেকত্বস্যাপি দর্শনাৎ কথমবিরোধ ইতি চেন্ন, তাসাং "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইতিবৎ

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তে শ্রুতপরিত্যাগ ও অশ্রুতকল্পনারূপ দুইটি দোষ হয়। তাঁহাদের মতে শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে যাহা শ্রুত হয়, সেই জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও মোক্ষাদিব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে হয়, আর শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে যাহা শ্রুত হয় না, সেই মোক্ষের অভাবাদি পরিকল্পনা করিতে হয়। এই সকল দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। পরন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে আমরা যে জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও দেহভেদে জীব অসংখ্য বলিয়া স্বীকার করি, সেই ভেদের স্বাভাবিকত্ব ও জীবের বহুত্ব শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে বন্ধমোক্ষাদি-ব্যবস্থার অনুপপত্তিরূপ কোনও কলঙ্কগন্ধের অবকাশ নাই অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনাই নাই।

"অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া মূঢ়গণ অধঃপতিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মাত্মক অজ্ঞানকে অথবা জ্ঞানাভাবকে, "পুণ্যকারী জীবগণ পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পাপকারী জীবগণ পাপযোনি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মসম্বন্ধকে; "সমুদয় প্রাণী সুষুপ্তিতে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া 'আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা জানিতে পারে না" এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকে, "যে সকল সন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদিজনিত বিজ্ঞানের দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে এবং "তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা মুক্তিকে জীবসমূহের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং জীবভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আমরা জীবের স্বাভাবিক্ ভেদ স্বীকার করি বলিয়া আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে বন্ধ-মোক্ষাদি সকল ব্যবস্থাই সুসঙ্গত হয়। শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোনও বিরোধ হয় না। এই বিষয়ে আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।৪৬।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা অবিনাশীই" "এই দেহে অবস্থিত আত্মা অবধ্য" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা জীবের একত্বও ত জানা যায়, তবে স্বাভাবিক জীবভেদবাদী দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ নাই বলেন কি প্রকারে?

এতদুত্তরে আমরা বলি—না, আমাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোনও বিরোধ নাই; কারণ "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না" এই বাক্য যেমন সমস্ত হিংসার নিষেধবিষয়ক, কেবল ব্রাহ্মণহিংসার নিষেধবিষয়ক নহে, নতুবা "সর্ব্বভূতকে হিংসা করিবে না" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, সেইরূপ জীবাত্মার একত্বজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যসকল সমস্ত আত্মবিষয়ক; আত্মত্বরূপে সকল আত্মাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি ও স্মৃতিতে একত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; "বস্তুতঃ আত্মা এক" ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতিতে একত্ব নির্দ্দেশ করা হয় নাই। আত্মত্বরূপে সকল আত্মাকে বুঝানই ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিয়া ঐ সকল বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ সবিষয়ক হইয়াছে; ব্যর্থ হয় নাই। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের বিরোধ শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার কোন অবসর নাই। "যিনি নিত্য

শ্রুত্যাদিসিদ্ধানাং শুকবামদেবাদীনাং ত্বদভিমতগৌড়পাদাদীনাঞ্চ মুক্তির্নাভূৎ, মম তু কথং ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া বেদান্তশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ।৪৫।

ন চ শাস্ত্রপ্রামাণ্যদার্ঢ্যাৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তিঃ, শ্রুতিপ্রমাণদার্ঢ্যাদেব সদাসিদ্ধো জীবভেদঃ শ্রুতিপ্রমিতা কেষাঞ্চিৎ মুক্তিশ্চ কুতো নাঙ্গীক্রিয়তে "যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যতে স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃ—১।৪।১০) "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বে—৪।৫) "নিত্যো নিত্যানাম্" (কঠ—৫।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" (গী—৪।১০) "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (গী—১৪।২) "অতীতানাগতাশ্চৈব যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণাঃ। ততোঽপ্যনন্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। পরমতে তু শ্রুতস্বাভাবিকভেদস্য মোক্ষাদিব্যবস্থায়াশ্চ ত্যাগস্য অশ্রুতমোক্ষাভাবাদিকপোলকল্পনায়াশ্চ প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি-দূষণাপাতাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধিঃ। অস্মাকন্তু ভেদস্য স্বাভাবিকত্বং জীবানাং প্রতিদেহভিন্নত্বেন অসংখ্যেয়ত্বং

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তত্ত্বোপদেষ্টা সম্প্রদায় বেদের তাৎপর্য্য-জ্ঞানের ফলেই তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। সেই সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্যজ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞতা থাকায় সেই সম্প্রদায়ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সামগ্রীর অন্তর্গত। এইজন্য সেই সম্প্রদায়কে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না। কারণ সম্প্রদায়ের অভাবে জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি প্রভৃতিতে শুক ও বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণ গৌড়পাদ প্রভৃতিকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি সেই তত্ত্বজ্ঞ শুক, বামদেব ও গৌড়পাদ প্রভৃতির মুক্তি হয় নাই বলিয়া বলেন, তাহা হইলে "তত্ত্বজ্ঞ শুকদেব, বামদেব, গৌড়পাদ -প্রভৃতিরও যখন মুক্তি হয় নাই, তখন আমার মুক্তি কি প্রকারে হইবে ?" এইরূপ আশঙ্কায় বেদান্তশ্রবণাদিতে জীবের প্রবৃত্তি না হইতে পারে। বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও মুক্তি ত হয় না; শুক ও বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও ত মুক্ত হন নাই; তবে আমি বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও আমার মোক্ষ লাভের আশা কি? এইরূপ অনাশ্বাসে জীবের বেদান্ত শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি না হওয়ারই কথা। সুতরাং একজীববাদ কোনপ্রকারেই উপপন্ন হয় না ।৪৫।

আর শাস্ত্রপ্রামাণ্যের দৃঢ়তাবশতঃই জীবের বেদান্তশ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারিবে, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণের দৃঢ়তাবশতঃই নিত্যসিদ্ধ জীবভেদ অর্থাৎ জীবের বহুত্ব এবং শ্রুতিপ্রমাণিত শুক, বামদেবাদি কাহারও কাহারও মুক্তি অদ্বৈতবেদান্তিগণ কেন স্বীকার করেন না ? কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিই ত জীবের বহুত্ব এবং কাহারও কাহারও মুক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন— "দেবগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে দেবতা, যে যে ঋষি ও যে যে মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" "এক অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতিকে ভোগ করে, অপর মুক্ত জীব ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়" "যিনি নিত্য ব্রহ্মাদি জীবগণের চৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি। গীতাদি স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পূত হইয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন" "এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া জীবগণ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়" "অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলিয়া কালের যতগুলি ক্ষণ, জীবসমূহের পৃথক্ পৃথক্ রাশি সকল সেই সমস্ত ক্ষণ হইতেও অনন্তগুণ বেশী" ইত্যাদি।

শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধম্, অতঃ ন কোঽপি বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তিকলঙ্কগন্ধাবকাশঃ। "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা" (কঠ—২।৫) ইত্যাদৌ অনাদিসংসৃতিমূলভূতকর্ম্মাত্মকাজ্ঞানং জ্ঞানাভাবো বা, "রমণীয়াম্" (ছা—৫।১০।৭) ইত্যাদৌ কর্ম্মসম্বন্ধঃ, "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" (ছা—৬।৯।২) ইত্যাদিষু সুষুপ্তিঃ, "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা (মু—৩।২।৬) ইত্যাদিনা তত্ত্বজ্ঞানম্, "পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" (মু—৩।২।৬) ইত্যাদিনা মুক্তিঃ চেতনধর্ম্মত্বেন প্রতিপাদ্যতে ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসমিত্যলং বিস্তরেণ।৪৬।

নন্থ "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা" (বৃ—৪।৫।১৪)" দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্," (গী—২।৩০) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিরেকত্বস্যাপি দর্শনাৎ কথমবিরোধ ইতি চেন্ন, তাসাং "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইতিবৎ

একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তে শ্রুতপরিত্যাগ ও অশ্রুতকল্পনারূপ দুইটি দোষ হয়। তাঁহাদের মতে শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে যাহা শ্রুত হয়, সেই জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও মোক্ষাদিব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে হয়, আর শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে যাহা শ্রুত হয় না, সেই মোক্ষের অভাবাদি পরিকল্পনা করিতে হয়। এই সকল দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। পরন্ত আমাদের সিদ্ধান্তে আমরা যে জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও দেহভেদে জীব অসংখ্য বলিয়া স্বীকার করি, সেই ভেদের স্বাভাবিকত্ব ও জীবের বহুত্ব শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে বন্ধমোক্ষাদি-ব্যবস্থার অনুপপত্তিরূপ কোনও কলঙ্কগন্ধের অবকাশ নাই অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনাই নাই।

"অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া মূঢ়গণ অধঃপতিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মাত্মক অজ্ঞানকে অথবা জ্ঞানাভাবকে, "পুণ্যকারী জীবগণ পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পাপকারী জীবগণ পাপযোনি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মসম্বন্ধকে; "সমুদয় প্রাণী সুষুপ্তিতে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া 'আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা জানিতে পারে না" এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকে, "যে সকল সন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদিজনিত বিজ্ঞানের দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে এবং "তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা মুক্তিকে জীবসমূহের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং জীবভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আমরা জীবের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করি বলিয়া আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে বন্ধ-মোক্ষাদি সকল ব্যবস্থাই সুসঙ্গত হয়। শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোনও বিরোধ হয় না। এই বিষয়ে আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।৪৬।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা অবিনাশীই" "এই দেহে অবস্থিত আত্মা অবধ্য" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা জীবের একত্বও ত জানা যায়, তবে স্বাভাবিক জীবভেদবাদী দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ নাই বলেন কি প্রকারে?

এতদুত্তরে আমরা বলি—না, আমাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোনও বিরোধ নাই; কারণ "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না" এই বাক্য যেমন সমস্ত হিংসার নিষেধবিষয়ক, কেবল ব্রাহ্মণহিংসার নিষেধবিষয়ক নহে, নতুবা "সর্ব্বভূতকে হিংসা করিবে না" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, সেইরূপ জীবাত্মার একত্বজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যসকল সমস্ত আত্মবিষয়ক; আত্মত্বরূপে সকল আত্মাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি ও স্মৃতিতে একত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; "বস্তুতঃ আত্মা এক" ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতিতে একত্ব নির্দ্দেশ করা হয় নাই। আত্মত্বরূপে সকল আত্মাকে বুঝানই ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিয়া ঐ সকল বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ সবিষয়ক হইয়াছে; ব্যর্থ হয় নাই। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের বিরোধ শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার কোন অবসর নাই। "যিনি নিত্য

সামান্যপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ নোক্তবাধশঙ্কাবকাশঃ। "নিত্যো নিত্যানাং" (কঠ—৫।১৩) "দ্বাসুপর্ণা" (মু – ৩।১।১) "অংশো হ্যেষ পরস্য" "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ—৩।৩।৪২) "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ" (গী—২।১২) "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (গী—১৪।২) "পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" (গী—৪।১০) ইতি কণ্ঠরবেণৈব সর্ব্বাবস্থাগতভেদবিধায়কশাস্ত্রকদম্বাৎ। এবঞ্চ ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণ-পরমনিঃশ্রেয়সসিদ্ধৌ ন কোঽপি বিরোধঃ। তস্মাৎ শাস্ত্রারম্ভো যুক্ত এব। পরমতে তু মোক্ষস্য স্বরূপত্বেন সদৈব স্বত এব প্রাপ্তত্বাৎ, বন্ধস্য চ আবিদ্যকত্বেন মৃগতৃষ্ণাকল্পিতোদকেন স্বভাবশুষ্কমরুভূমিবৎ কদাপি অস্পৃষ্টত্বাৎ তন্নিবৃত্তয়ে শাস্ত্রপ্রণয়নস্য শ্লেষ্মবিলোড়নমাত্রত্বেন সুতরাং বৈয়র্থ্যাৎ, শুদ্ধস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ বদ্ধস্য চ তুচ্ছত্বাৎ কস্য মুক্তয়ে প্রয়াসবিশেষো মুমুক্ষোরেবাসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধেঃ শাস্ত্রারম্ভো ব্যর্থ এবেতি সংক্ষেপঃ।৪৭।

নন্‌ পূর্ব্বোক্তবাক্যানাং সর্ব্বলোকভ্রমসিদ্ধভেদানুবাদপরাণাং ভ্রমগৃহীতগ্রাহিত্বাৎ স্বার্থে প্রমাণাভাব ইতি চেন্ন, বাধকাভাবেন ভেদধিয়ো ভ্রমত্বাযোগাৎ। ন চ ভেদনিষেধবাক্যস্যৈব তদ্বাধকত্বমিতি বাচ্যম্, তস্য স্বতন্ত্রসত্ত্বাবচ্ছিন্নভেদনিষেধপরত্বেন বস্তুস্বরূপনিষেধপরত্বাভাবাৎ। অপৃথক্‌সিদ্ধতায়াশ্চ ইষ্টত্বাৎ।

ব্রহ্মাদি জীবগণের চৈতন্যস্বরূপ" "জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী" "এই জীব 'পরমাত্মারই অংশ" "জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে" "আমি, তুমি ও এই রাজগণ যে পূর্ব্বে ছিলাম না, তাহা নহে" "বহু জীব আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে" "বহু জীব পবিত্র হইয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে" এই সকল শাস্ত্র কণ্ঠরবেই অর্থাৎ স্পষ্টই সর্ব্বাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবের পরস্পরের ভেদ বিধান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন এবং আমাদের সিদ্ধান্তে ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিরোধ হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে মোক্ষসিদ্ধির অনুপপত্তি পূর্ব্বে বহু প্রকারে দেখান হইয়াছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই বলিয়া মোক্ষরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রারম্ভ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তি-গণের মতে কিন্তু শাস্ত্রারম্ভ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে মোক্ষ আত্মার স্বরূপ বলিয়া উহা সর্ব্বদাই স্বভাবতঃই জীবের প্রাপ্ত আছে এবং স্বভাবশুষ্ক মরুভূমিতে যেমন মৃগমরীচিকারূপ কল্পিত জলের স্পর্শ কখনও সম্ভব নহে, সেইরূপ বন্ধ অবিদ্যাপ্রযুক্ত বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মাতে ঐ কল্পিত বন্ধের স্পর্শ কখনও সম্ভব নহে; সুতরাং সেই কল্পিত বন্ধের নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়ন শ্লেষ্মাবিলোড়নতুল্য অর্থাৎ শ্লেষ্মাবিলোড়নে যেমন কোনও ফল নাই, পরন্তু কষ্ট-ভোগই হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়নেও কোন ফল নাই; পরন্তু কষ্টভোগই হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়ন ব্যর্থ। তাঁহাদের মতে শুদ্ধ-নিত্যমুক্ত এবং বন্ধ তুচ্ছ অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া কাহার মুক্তির নিমিত্ত তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়নাদিরূপ বিশেষ প্রয়াস সম্ভব হইবে? কারণ তাঁহাদের মতে মুমুক্ষুই অসিদ্ধ। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অসিদ্ধিহেতু তাঁহাদের শাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থই।৪৭।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ভেদের সিদ্ধি করিবার জন্য যে সকল শ্রুতিবাক্যকে ভেদ-প্রতিপাদক প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ভ্রমবশতঃ সর্ব্বলোকের যে ভেদপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য সেই ভ্রমসিদ্ধ ভেদের অনুবাদপর। ভ্রমবশতঃ যে ভেদ গৃহীত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, সেই ভেদকে গ্রহণ অর্থাৎ বিষয় করে বলিয়া ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের ভেদরূপ স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য ভেদপ্রতিপাদক প্রমাণ নহে; কিন্তু ভ্রমসিদ্ধ ভেদের অনুবাদমাত্র।

নাপ্যভেদবাক্যানাং তদ্বাধকত্বম্, তেষাং ব্রহ্মতাদাত্ম্যসম্বন্ধবিধায়কত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। নাপি অনয়োরিতরেতরবিরোধিত্বেন সামানাধিকরণ্যাসম্ভবঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথাহি—ভেদবাক্যানাং পদার্থস্বরূপাদিবিধানপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যম্, স এব তেষাং বিষয়ঃ। অভেদবাক্যানান্তু পদার্থকদম্বস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যসম্বন্ধবিধায়কত্বেন কৃতার্থত্বম্, তাদাত্ম্যসম্বন্ধ এব তেষাং বিষয়ঃ। এবঞ্চ ন ইতরেতরবাধ্যবাধকভাবঃ; তস্মাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। ত্বন্মতে তু "সর্ব্বপ্রত্যয়বিষয়ভূতব্রহ্মভিন্নভেদাদ্যভাবেন অভেদ-

---

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ যে জ্ঞানের বাধক নাই, সেই জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। ভেদজ্ঞানের বাধক নাই বলিয়া ভেদজ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। সুতরাং ভেদ ভ্রমসিদ্ধ নহে। আর "ভেদনিষেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহই ভেদের বাধক" ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ সেই ভেদনিষেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহ ধর্ম্মী বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট যে ভেদ, সেই ভেদেরই নিষেধ করিয়া থাকে; ধর্ম্মী বস্তুস্বরূপ ভেদের নিষেধ করে না। ধর্ম্মী বস্তুকে বাদ দিয়া ভেদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, ইহাই ভেদনিষেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। সুতরাং ভেদনিষেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহ বস্তুস্বরূপ ভেদের বাধক নহে। আমরা ভেদকে অনুযোগী বস্তুস্বরূপ বলিয়া থাকি; যেমন "ঘটের ভেদ পটে আছে" এই স্থলে ঘটের ভেদ পটস্বরূপ; আবার "পটের ভেদ ঘটে আছে" এই স্থলে পটের ভেদ ঘটস্বরূপ। যাহাতে ভেদ থাকে, সেই বস্তু ও ভেদ পৃথক্‌সিদ্ধ নহে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

আর "অভেদপর শ্রুতিবাক্যসমূহই ভেদের বাধক" ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না, কারণ ঐ সকল অভেদপর শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের সহিত জীবের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বিধান করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মাত্মক ইহা বুঝাইয়া থাকে। তাহাতেই ঐ সকল অভেদবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হয়। সুতরাং ঐ সকল অভেদবাক্য ভেদের বাধক নহে।

আর এই ভেদপ্রতিপাদক ও অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল পরস্পর বিরোধী বলিয়া তত্ত্বনির্ণয়ে ঐ উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যের সামানাধিকরণ্য সম্ভব নহে ইহাও শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ ঐ উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ পদার্থসমূহের স্বরূপাদি প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহাতেই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিরাকাঙ্ক্ষ হয়। পদার্থের স্বরূপাদি প্রতিপাদনই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের বিষয়। আর অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ পদার্থসমূহের ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহাতেই অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিরাকাঙ্ক্ষ হয়। ঐ তাদাত্ম্যসম্বন্ধই অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের বিষয়। এইরূপে উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যসমূহের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উহাদের পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব নাই অর্থাৎ উহারা পরস্পর বিরোধী নহে। সুতরাং তত্ত্বনির্ণয়ে উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যসমূহের সামানাধিকরণ্য অসম্ভব বলিয়া শঙ্কা হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত ভেদসাধক শ্রুতিবাক্যসমূহকে ভ্রমসিদ্ধ ভেদের অনুবাদপর বলিয়া ভ্রমগৃহীতগ্রাহী হওয়ায় ঐ সকল ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের ভেদরূপ স্বার্থে প্রামাণ্য নাই যে বলিয়াছিলেন, তাহার সমাধান প্রদর্শিতরূপে আমরা দেখাইলাম। আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তেই উক্ত দোষের প্রসঙ্গ হয়। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই সমস্ত জ্ঞানের বিষয়; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই জ্ঞানের বিষয় হয় না। সদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যতীত যাহা ভাসমান হয়, তাহা ভ্রমাত্মক। ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই; সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানের বিষয়ভূত ব্রহ্ম ব্যতীত ভেদাদি কিছুই নাই বলিয়া শ্রুতিপ্রোক্ত অভেদবাক্যসমূহ অভেদের অনুবাদপর; কারণ সকল জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হওয়ায় অভেদ গৃহীতই আছে; গৃহীত অভেদের প্রতিপাদন করায় ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অনুবাদপর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অভেদপর শ্রুতিবাক্যসমূহ গৃহীতগ্রাহী হওয়ায় অভেদরূপ স্বার্থে ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ শ্রুতিপ্রোক্ত অভেদবাক্যসমূহে

বাক্যানামেবানুবাদপরত্বাৎ স্বার্থাসিদ্ধিঃ" ইতি বিচারণীয়ং পণ্ডিতম্মন্যৈরিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। বাক্য-বলাবলবিচারসময়ে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ।৪৮।

নন্বু শ্রীবাচস্পতিমিশ্রৈর্বিষয়াদীনামাক্ষেপমুখেন নিপুণং নির্ণীতত্বাৎ ন উক্তদোষপ্রসক্তিঃ সম্ভাবনীয়া। তথাহি—যদ্যপি জীব এব ব্রহ্ম, স চাহমিতি জ্ঞানে ভাসত এবেতি সন্দিগ্ধত্বাভাবাৎ ন শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ। নাপি অবিদ্যানিবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্, উক্তরীত্যাত্মনি জ্ঞায়মানেঽপি তদনিবৃত্তেঃ, তথাপি বেদান্তবাক্যৈ-র্জ্ঞানানন্দৈকরসাদ্বিতীয়োদাসীনস্বভাবঃ আত্মা উপক্রমাদিভিঃ প্রতিপাদ্যতে, প্রত্যক্ষেণ তু প্রাদেশিকোঽনেক-

---

প্রমাণ দেখাইয়া যে অভেদ সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্বার্থের সিদ্ধি হয় না। ফলতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের বিচারণীয়। এই স্থলে প্রাসঙ্গিক কথায় আর প্রয়োজন নাই; কারণ শ্রুতিপ্রোক্ত ভেদবাক্য ও অভেদবাক্যসমূহের বলাবল বিচার করিবার সময়েই এই সকল বিষয়ের বিস্তার করা হইবে।৪৮।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—শ্রীবাচস্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের টীকা স্বরচিত "ভামতী" গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয়-প্রয়োজনাদি নিপুণভাবে নির্ণয় করিয়াছেন; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে যে আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয়-প্রয়োজনাদির অসিদ্ধি ও আমাদের শাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থ বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দোষপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—অসন্দিগ্ধ বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাসা হয় না; সন্দিগ্ধ বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে; শাস্ত্র হইতে জানা যায় আত্মাই ব্রহ্ম। আর সেই আত্মাই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্নরূপে প্রাণিমাত্রেরই "অহং" এইরূপ জ্ঞানে ভাসমান আছে। "অহং" এইরূপ অনুভবগম্য আত্মার বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; সকলেই "অহং" এইরূপ অনুভবগম্য আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়সমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। অতএব আত্মা সন্দিগ্ধ নহে বলিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। সুতরাং বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রের বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। যাহা অসন্দিগ্ধ, তাহা মীমাংসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। অসন্দিগ্ধ বিষয়ে ন্যায়ের প্রবৃত্তিই হয় না। আর অপ্রয়োজন বলিয়াও আত্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না। এই বেদান্তশাস্ত্রে অবিদ্যানিবৃত্তি অর্থাৎ সংসারনিবৃত্তি-রূপ অপবর্গকে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল বলা হয়। ঐ সংসারনিবৃত্তি প্রয়োজন হইতে পারে না; কারণ প্রদর্শিতরূপ আত্মাকে জানিলেও সংসারনিবৃত্তি হয় না। যথার্থ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই সংসারনিবৃত্তি হইবে। কিন্তু অনাদি সংসার প্রদর্শিতরূপ অনাদি যথার্থ আত্মজ্ঞানের সহিত অনুবর্ত্তন করিতেছে; সুতরাং সংসারের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? অনাদি সংসারের সহিত প্রদর্শিতরূপ অনাদি যথার্থ আত্মজ্ঞানেরও কোন বিরোধ নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে যদিও শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া এই বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে না, তথাপি বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষের ঐরূপ আপত্তি তবেই হইতে পারে, যদি "অহং" এইরূপ অনুভবে শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়; তাহাত হয় না। উপনিষৎ-বাক্যসমূহ উপক্রমাদির দ্বারা আত্মতত্ত্বকে জ্ঞান, আনন্দ, একরস, অদ্বিতীয় ও উদাসীনস্বভাব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর "অহং" এইরূপ অনুভবগম্য আত্মা প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা প্রাদেশিক ও বহুবিধ শোক-দুঃখাদি-পরিব্যাপ্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং "অহং" এইরূপ অনুভবে শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারে না। অতএব বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া এই বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে। আর "প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আত্মাকে যেরূপ জানা যায়, শব্দ প্রমাণ শ্রুতি তদ্বিরুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করায় শ্রুতির অপ্রামাণ্য হউক" এইরূপ আপত্তিও করা যায় না; কারণ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য এই চারিটি দোষ পুরুষে থাকা সম্ভব; সুতরাং পুরুষের প্রত্যক্ষও ঐ সকল দোষে দুষ্ট বলিয়া সম্ভাবিত হয়। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে কোন দোষের সম্ভাবনাই নাই। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা তাৎপর্য্যবতী শ্রুতি

বিধশোকদুঃখাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতো গৃহ্যতে, অতঃ আরম্ভো বিচারঃ। ন চাক্ষবিরোধাদপ্রামাণ্যং শ্রুতেঃ; যতঃ প্রত্যক্ষং হি সম্ভাবিতদোষমপৌরুষেয়েণাগমেন বাধ্যতে, অতঃ বেদান্তবেদ্যঃ শুদ্ধো নাহং প্রত্যয়ে ভাতীতি বিষয়াদিসিদ্ধিঃ। তথাত্বে চ শাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি চেন্ন, নির্ব্বিশেষে ভাতাভাতবিভাগস্যাসম্ভবাৎ। আভাসমানত্বেন দেহাত্মনোর্ভেদস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাত্যন্তাভাবস্য জীবব্রহ্মাভেদস্য দ্বিতীয়মাত্রাভাবস্য বা ত্বদভিমত-

---

বাধিত হইতে পারে না; পরন্তু অসম্ভাবিতদোষ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই সম্ভাবিতদোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাধিত হইয়া থাকে। অতএব উপনিষদ্‌বেদ্য শুদ্ধ আত্মা "অহং" এইরূপ জ্ঞানে ভাসমান হয় না বলিয়া এই বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রের বিষয়াদি সিদ্ধ হয়; আর তাহা হয় বলিয়া বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"অহং" এইরূপ জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রজন্য জ্ঞানেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের ঐরূপ বাক্য অনুপপন্ন; কারণ 'জীবই ব্রহ্ম' ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত; ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র; সেই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মে "ইহা প্রকাশিত, ইহা অপ্রকাশিত" এইরূপ বিভাগ কখনও সম্ভব নহে। ব্রহ্মে ঐরূপ বিভাগ সম্ভব হইলে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হন না; সবিশেষই হইয়া পড়েন। যেমন সাংশ শুক্তি 'ইদন্তেন' রূপে প্রত্যক্ষ হইলেও শুক্তিত্বরূপে প্রকাশিত হয় না, এইরূপ নিরংশ চৈতন্যের কিঞ্চিদ্রূপে প্রকাশ ও কিঞ্চিদ্রূপে অপ্রকাশ হইতে পারে না। নির্ধর্ম্মক বস্তু প্রকাশিত হইলে সর্ব্বাত্মনা প্রকাশিত হইবে এবং অপ্রকাশিত হইলে সর্ব্বাত্মনাই অপ্রকাশিত হইবে। কিন্তু নিরংশ বস্তু কিঞ্চিদংশে ভাত ও কিঞ্চিদংশে অভাত এইরূপ হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত দেহ ও আত্মার ভেদ, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভাব ও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রের অত্যন্তাভাব আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন অর্থাৎ দেহের ভেদ আত্মাতে আছে, এই ভেদ আত্মা হইতে অভিন্ন, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অত্যন্তাভাব আত্মাতে আছে, এই অত্যন্তাভাবও আত্মা হইতে অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভাব আত্মাতে অর্থাৎ চৈতন্যে আছে, এই জীব-ব্রহ্মের ভেদাভাবও আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মভিন্ন বস্তুমাত্রের অত্যন্তাভাব আত্ম-চৈতন্যে আছে, এই বস্তুমাত্রের অত্যন্তাভাব আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন, ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—শ্রুতিই উক্ত অভাবগুলিকে বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত অভাবগুলি আত্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য তাঁহারা অভাবগুলি বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন, আর ইহাই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত আত্মার সহিত প্রদর্শিত অভাবগুলির অভেদ, যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অভেদ সত্য কি মিথ্যা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রথম পক্ষটি স্বীকার করেন অর্থাৎ উক্ত অভেদ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে; কারণ তাঁহাদের মতে আত্মা সত্য এবং প্রদর্শিত অভাবগুলির অভেদও সত্য; এইজন্য একাধিক সত্য বস্তু স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত থাকে না। আর যদি অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানির ভয়ে অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত অভেদকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের মতে উক্ত অভেদের প্রতিপাদক শ্রুতিই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে; কারণ মিথ্যা বস্তুর প্রতিপাদক শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। অবাধিত অর্থাৎ সত্য বস্তুর প্রতিপাদক শ্রুতিই প্রমাণ হইয়া থাকে। মিথ্যা অভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। অভেদ মিথ্যা স্বীকার করিলে ভেদের সত্যত্বাপত্তিও হইবে। শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অভেদকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রুতির

স্যাত্মনোঽভিন্নত্বং সত্যমসত্যং বেতি বিবেচনীয়ম্। নাদ্যঃ, অদ্বৈতহানিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তদ্বোধকশ্রুতের-প্রামাণ্যেন বাধাপত্তেঃ শরীরভেদাদেঃ সত্যত্বাপত্তেশ্চ ।৪৭।

ন চাভাবো দ্বিতীয়ো ময়াঙ্গীক্রিয়তে, ন তু ভাবঃ, যেন উক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, অভাবত্বা-ধেয়ত্বাধারত্বাদীনামপি সত্যত্বাপত্তেঃ। সপ্রতিযোগিকস্য ভাবাপেক্ষয়াতিশয়েনাদ্বৈতবিরোধিত্বাৎ। দ্বিতীয়-মাত্রনিষেধকর্ত্তুঃ অদ্বিতীয়পদস্য ভাবমাত্রনিষেধপরত্বসঙ্কোচে স্বতন্ত্রদ্বৈতনিষেধপরত্বেনৈব সঙ্কোচোপপত্তেঃ। অখণ্ডার্থেন বেদান্তেন ব্রহ্মাভাবয়োর্দ্বয়োরসিদ্ধেশ্চ। দেহাদীনাং ভাসমানাত্মাভিন্নত্বে মানাভাবাৎ।

অপ্রমাণ্য, শ্রুতিপ্রতিপাদিত অভেদের বাধ্যত্ব ও ভেদের সত্যত্ব এই তিনটি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কোনও ধর্ম্মীতে প্রসক্ত কোন বস্তুর অভেদ যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই ধর্ম্মীতে সেই বস্তুর ভেদ সত্য হইবে। কোনও ধর্ম্মীতে প্রসক্ত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি অবশ্যই সত্য হইবে। এইজন্য আত্মরূপ ধর্ম্মীতে প্রসক্ত ভেদ ও অভেদ এই দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে অভেদ মিথ্যা হইলে ভেদ অবশ্যই সত্য হইবে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্ম যদি পরস্পরের অভাবরূপ হয়, অথবা পরস্পরের অভাবের ব্যাপক হয়, তবেই একটি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে। কিন্তু দুইটি ধর্ম্ম পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইলে একটি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে না। যেমন মহিষাদি ধর্ম্মীতে প্রসক্ত গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হয় না। তাহার কারণ গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্ম দুইটি পরস্পরের অভাবরূপও নহে এবং পরস্পরের অভাবের ব্যাপকও নহে; কিন্তু পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য। পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য দুইটি ধর্ম্ম কোন এক ধর্ম্মীতে প্রসক্ত হইলে একটি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভেদমাত্রের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য যে গুরুতর প্রয়াস করিয়াছিলেন, প্রদর্শিত স্থলে সেই ভেদেরই সত্যতা তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি তাঁহারা ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন, তবে আত্মাতে শরীরের ভেদ, আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের ভেদ প্রভৃতি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর ভেদ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদের মূলচ্ছেদ হইবে ।৪৭।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত ভেদ সত্য হইলেও অদ্বৈতবাদের হানি হইবে না। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের অত্যন্তাভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মের মতই পরমার্থ সত্য; এই অত্যন্তাভাবও ব্রহ্মভিন্ন হইল বলিয়া অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে এইরূপ এক সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা ভাবাদ্বৈত স্বীকার করিতেন। এই সম্প্রদায়ের কথা মণ্ডনমিশ্রবিরচিত "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ভাবাদ্বৈতবাদিগণ বলিতেন যে—"অভাবরূপা ধর্ম্মা নাদ্বৈতং ঘ্নন্তি" ব্রহ্ম ভিন্ন অভাবরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে স্বীকার করিলেও ভাবাদ্বৈত পক্ষের কোনও ক্ষতি হয় না। ভাবাদ্বৈতবাদিগণ বলিতেন যে—ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন ভাব বস্তু নাই; কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাববস্তু থাকাতে ভাবাদ্বৈতবাদের ক্ষতি হয় না। এই মতটি প্রচলিত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মণ্ডনমিশ্র এই মতের সমর্থন করেন নাই। অনেকে এই ভাবাদ্বৈত মতটি মণ্ডনমিশ্রেরই মত বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র এই মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং কোনমতেই ইহা মণ্ডনমিশ্রের মত হইতে পারে না। মণ্ডনমিশ্রের পরবর্ত্তী গ্রন্থেও এই মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা কেহই এই মতের সমর্থন করেন নাই। যাহা হউক, এই স্থলে আচার্য্য মাধবমুকুন্দ ভাবাদ্বৈতবাদিগণের মতও যে অসমীচীন, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"ন চ অভাবো দ্বিতীয়ো ময়াঙ্গীক্রিয়তে" ইত্যাদি। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমাদের ভাবাদ্বৈতবাদে আমরা ব্রহ্মাতিরিক্ত

ন চ মিথ্যাভূতেন দ্বিতীয়াভাবাদিনোপলক্ষিত আত্মা শাস্ত্রবেদ্যঃ, স চ সত্যঃ ইতি বাচ্যম্, স্বপ্রকাশত্বেন নিত্যসিদ্ধাত্মনোঽববোধার্থম্ উপলক্ষণোক্ত্যযোগাৎ। গৃহে কাকোত্থাপ্যোত্তৃণত্বাদিবৎ তদুত্থাপ্যধর্ম্মস্য ব্রহ্মণ্যসত্ত্বেন ধর্ম্মান্তরমুত্থাপ্য ব্যাবর্ত্তকত্বরূপোপলক্ষণত্বাসম্ভবাৎ। স্বপ্রকাশস্যাপি অবিদ্যাবশাদভানাঙ্গীকারে জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" (কঠ—৫।১৫) ইতি ব্যাকুর্ব্বতা ত্বয়া জগদ্ভানস্য

দ্বিতীয় অভাব বস্তু স্বীকার করি; ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় ভাব বস্তুই স্বীকার করি না। এইজন্য প্রদর্শিত ভেদ সত্য হইলেও কোনও দোষের প্রসঙ্গ হইবে না।

ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় অভাব বস্তু স্বীকার করিলে অভাবে যে অভাবত্ব, আধেয়ত্ব ও আধারত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, অভাবের সেই অভাবত্বাদি ধর্ম্মভূত ভাববস্তুসমূহও সত্য হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মী অভাব সত্য হইলে তাহার ধর্ম্ম অভাবত্বাদিও অবশ্যই সত্য হইবে। ঐ অভাবত্বাদি ধর্ম্ম ভাববস্তু; ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিলে অভাবত্বাদি ভাববস্তুও ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্মাতিরিক্ত ভাববস্তু স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অভাব সপ্রতিযোগিক বস্তু; অভাব বলিলে কাহার অভাব? এইরূপ অপেক্ষা থাকে; যাহার অভাব, সেই বস্তুই প্রতিযোগী। ঘটাদি ভাববস্তু নিষ্প্রতিযোগিক; ঘট বলিলে কিছুর অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণ যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ সপ্রতিযোগিক অভাব অভাবত্বাদি ভাববস্তুর অপেক্ষায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অতিশয় বিরোধী হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়মাত্রের অভাব সত্য হইলে তাহার প্রতিযোগী দ্বিতীয়ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত "অদ্বিতীয়" পদ দ্বিতীয়মাত্রের নিষেধ করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয়মাত্র বলিতে ভাব বা অভাব সমস্ত বস্তুকেই বুঝায়। ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণ যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাবকে সত্য স্বীকার করিয়া অভাবকে বাদ দিবার জন্য শ্রুত্যুক্ত "অদ্বিতীয়" পদকে দ্বিতীয় ভাব বস্তুমাত্রের নিষেধপররূপে সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র দ্বৈতবস্তুর নিষেধপররূপেই ত "অদ্বিতীয়" পদের সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই; সমস্তই ব্রহ্মাধীন, এইরূপে শ্রুত্যুক্ত "অদ্বিতীয়" পদের সঙ্কোচ আমরা করিয়া থাকি। "অদ্বিতীয়" পদের সঙ্কোচ যখন ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণকেও করিতে হয়, তখন আমরা যেরূপ সঙ্কোচ করিয়া থাকি, সেইরূপ সঙ্কোচও ত হইতে পারে। ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণ "অদ্বিতীয়" পদের যেরূপ সঙ্কোচ করেন, সেইরূপ সঙ্কোচই করিতে হইবে এইরূপ নিয়ামক ত কিছু নাই।

আরও কথা এই যে—বেদান্তবাক্য অখণ্ডার্থমাত্র বোধ করাইয়া থাকে; সুতরাং অখণ্ডার্থক বেদান্তবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও অভাব এই দুইটির সিদ্ধি হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাবও যদি সত্য বলিয়া ভাবাদ্বৈতবাদিবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে "বেদান্তবাক্য অখণ্ডার্থবোধক" এই নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর দেহাদি ভাববস্তুসমূহ প্রকাশ-স্বরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং ভাবাদ্বৈতবাদ কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাবরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ হয় বলিয়া আমরা দ্বিতীয়াভাববিশিষ্ট আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে শাস্ত্রবেদ্য বলি না; কিন্তু মিথ্যাভূত দ্বিতীয়াভাবাদির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকে শাস্ত্রবেদ্য বলিয়া থাকি; সেই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য। দ্বিতীয়াভাব বিশেষণ নহে; কিন্তু উপলক্ষণ। ঐ উপলক্ষণ মিথ্যা। অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; নিত্যসিদ্ধ আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া সেই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিতীয়াভাবাদিকে উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

ব্রহ্মাধীনপ্রকাশত্বাঙ্গীকারাৎ শুদ্ধস্যৈব ব্রহ্মণঃ ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানত্বাঙ্গীকারেণ তদ্ভানং বিনা অধ্যস্তস্য বিশ্বস্য ভানাযোগাচ্চ ।৫০।

ন চ স্বরূপচিতঃ প্রকাশেঽপি তস্যাজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ বিরোধিন্যা বৃত্তেরভাবেনাবিদ্যাবৃতত্বাৎ সন্দিগ্ধত্বমিতি বাচ্যম্, স্বরূপচিতোঽজ্ঞানাবিরোধিত্বে তদ্বত্তে দুঃখাদৌ অজ্ঞানপ্রসঙ্গাৎ, দুঃখাদ্যাকার-বৃত্ত্যঙ্গীকারে চেতনস্য জ্ঞানত্বে মানাভাবাপত্তেঃ, সুখাদেঃ ক্ষণমজ্ঞাতত্বাপত্তেশ্চ।

বিশেষণ ও উপলক্ষণের পার্থক্য এই যে—বিশেষণ বিশেষ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া অপর বস্তুর ব্যাবৃত্তি করে; যেমন "দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ" এই স্থলে দণ্ডরূপ বিশেষণটি পুরুষরূপ বিশেষ্যে বর্ত্তমানে থাকিয়া অপর পুরুষের ব্যাবৃত্তি করে। আর উপলক্ষণ বিশেষ্যে ধর্ম্মান্তর উপস্থাপন করিয়া স্বয়ং বর্ত্তমান না থাকিয়াই সেই ধর্ম্মান্তরের দ্বারা অন্য বস্তুর ব্যাবৃত্তি করে; যেমন "কাকোপলক্ষিত গৃহ" এই স্থলে কাকরূপ উপলক্ষণটি গৃহরূপ বিশেষ্যে ঊর্দ্ধতৃণত্বাদি ধর্ম্ম উপস্থাপন করিয়া স্বয়ং বর্ত্তমান না থাকিয়াই সেই ঊর্দ্ধতৃণত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা অন্য গৃহের ব্যাবৃত্তি করে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি দ্বিতীয়া-ভাবকে ব্রহ্মের উপলক্ষণ বলেন, তাহা হইলে এই দোষ হইবে যে—ব্যাবৃত্তিসময়ে উপলক্ষণটি থাকে না বলিয়া কাকহীন গৃহের প্রতি "কাকবান্ গৃহ" এইরূপ বাক্য বলিলে সেই বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ উপক্ষণভূত দ্বিতীয়াভাব মিথ্যাহেতু ব্রহ্মে থাকে না বলিয়া সেই দ্বিতীয়াভাববোধক বেদান্তবাক্যও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—গৃহে যেমন গৃহান্তরের ব্যাবর্ত্তক কাকোথাপ্য ঊর্দ্ধতৃণত্বাদি ধর্ম্ম থাকে, সুতরাং কাক গৃহের উপলক্ষণ হয়, ব্রহ্মে সেইরূপ অপরের ব্যাবর্ত্তক দ্বিতীয়াভাবোথাপ্য ধর্ম্ম কিছু নাই; সুতরাং দ্বিতীয়াভাব ব্রহ্মের উপলক্ষণ হইতে পারে না।

আর আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইলেও অবিদ্যাসম্বন্ধহেতু প্রকাশিত হন না; তাঁহার প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের জন্যই দ্বিতীয়াভাবাদিকে উপলক্ষণ বলিতে হয়, ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা যদি স্বপ্রকাশ আত্মারও অর্থাৎ ব্রহ্মেরও অবিদ্যাসম্বন্ধহেতু অপ্রকাশ স্বীকার করেন, তাহা হইলে জগদপ্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। জগৎ কখনও প্রতীত হইতে পারিবে না। কারণ "সেই প্রকাশমান আত্মারই পশ্চাৎ এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে" এই কঠশ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ জগতের প্রকাশ প্রকাশমান ব্রহ্মের অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অবিদ্যাসম্বন্ধহেতু অপ্রকাশ থাকিলে জগৎ প্রতীত হইবে কিরূপে? আরও কথা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্মই ব্যাবহারিক জগতের অধিষ্ঠান, এই জগৎ শুদ্ধ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম যদি অবিদ্যাসম্বন্ধহেতু অপ্রকাশ থাকেন, তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রকাশ ব্যতীত অধ্যস্ত জগতের প্রকাশ সম্ভব হইবে না। ফলতঃ জগৎ প্রতীতই হইতে পারিবে না।৫০।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—শুদ্ধ চৈতন্য স্বপ্রকাশ হইলেও অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার বিরোধী নহে; প্রত্যুত সাধক; শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্যমাত্রবিষয়ক চরম বৃত্তিবিশেষের সহিতই অজ্ঞানের বিরোধিতা এবং শুদ্ধচৈতন্যমাত্রবিষয়ক চরম বৃত্তিবিশেষের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপ্রকাশ শুদ্ধচৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই বলিয়া এবং উক্ত বিরোধিনী বৃত্তিরও অভাব থাকে বলিয়া শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানাবৃত থাকিতে পারে এবং শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানাবৃত থাকে বলিয়াই সন্দিগ্ধ হয়। যাহা সন্দিগ্ধ, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। প্রদর্শিতরূপে শুদ্ধচৈতন্য অর্থাৎ আত্মা সন্দিগ্ধ বলিয়া তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা সুসঙ্গত হয়। আর তাহা হইলে সেই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত মীমাংসাশাস্ত্রও আরম্ভণীয় হইতে পারে।

ন চাহংপ্রত্যয়ে বিশিষ্টমেব ভাতি, ন শুদ্ধমিতি বাচ্যম্, বিশিষ্টভানে বিশেষ্যভানাবশ্যকত্বেন আত্মনোঽসন্দিগ্ধত্বেন বিষয়ত্বাসম্ভবাৎ। নমু যথা ষড়্‌জাদয়ো গান্ধর্ব্বশাস্ত্রাভ্যাসাৎ প্রাগবিস্ফুরন্তস্তদ্রূপেণ অনুল্লিখিতা ন শ্রোত্রেণ ব্যজ্যন্তে, ব্যজ্যন্তে তু শাস্ত্রবাসিতেন তেন, এবং বেদান্তবাক্যজন্যব্রহ্মৈক্যাকার-বাসিতান্তঃকরণে তদ্ভাবাভিব্যক্তির্ন তু ততঃ প্রাক্ ইতি চেন্ন, তত্র প্রাগস্ফুরতঃ পশ্চাচ্চ স্ফুরতঃ ষড়্‌জাদিজাতিবিশেষস্যেব প্রকৃতে তদভাবাৎ। অতএব প্রয়োজনস্যাপি অসম্ভবঃ। ন চ কণ্ঠস্থস্য নিত্যপ্রাপ্তস্য বিস্মৃতস্য মণেরুপদেশবৎ নিত্যপ্রাপ্তস্বরূপোপদেশঃ সার্থক ইতি বাচ্যম্, মন্যুপদেশস্য হি সুখং দুঃখাদ্যভাবশ্চ ফলম্, ন চ ত্বন্মতে স্বরূপভিন্নং প্রাপ্যং কিঞ্চিদস্তি স্বপ্রকাশাত্মকস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সমীচীন নহে; তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা দেখান হইতেছে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ সুখ-দুঃখাদিকে সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী কোন প্রকার বৃত্তি হয় ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য নহে। সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী বৃত্তি স্বীকার করিলে ঐ সুখ-দুঃখাদির অজ্ঞাতসত্তা স্বীকার করিতে হয়; কারণ সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী বৃত্তি উদয়ের পরে ত তদ্বিষয়ক অনুভব হইবে। তাহা হইলেই সুখ-দুঃখাদি এক ক্ষণ অজ্ঞাত থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলে জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে; সেই সুখ-দুঃখাদি এক ক্ষণ অজ্ঞাত থাকে বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের কর্ম্মফলও অর্দ্ধেক ভোগ হয় ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া বেদান্তিগণ সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী কোনও প্রকার বৃত্তি স্বীকার করেন না; সুখ-দুঃখাদি সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য ইহাই বলিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণই সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী মানসী বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতেই প্রদর্শিত দোষের প্রসঙ্গ হয়। এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রতি বক্তব্য এই যে—তাঁহাদের মতে শুদ্ধচৈতন্য যদি অজ্ঞানের বিরোধী না হন অর্থাৎ অজ্ঞান যদি শুদ্ধচৈতন্যে থাকে, তাহা হইলে সেই সাক্ষিভূত শুদ্ধচৈতন্যবেদ্য সুখ-দুঃখাদিবিষয়ে অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে; সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান না হওয়া উচিত হইবে। কারণ সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী কোন প্রকার বৃত্তি ত অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য নহে, যদ্দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি শুদ্ধচৈতন্যকে অজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদিতে অজ্ঞানের প্রসক্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর নৈয়ায়িকগণের মার্গ অনুসরণ করিয়া সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী বৃত্তি স্বীকার করিলে চৈতন্য যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহাতে প্রমাণের অভাব হইয়া পড়িবে এবং সুখ-দুঃখাদির ক্ষণকাল অজ্ঞাতসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে দোষ হইবে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।৫০।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"অহং সুখী অহং দুঃখী" ইত্যাদিরূপ অহংজ্ঞানে সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্ট চৈতন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে; শুদ্ধচৈতন্য প্রকাশিত হয় না; এই জন্য আত্মা সন্দিগ্ধ ও জিজ্ঞাসাস্পদ; সুতরাং আমাদের মতে শাস্ত্রারম্ভ সুসঙ্গতই হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের প্রকাশ হইলে শুদ্ধচৈতন্যেরও প্রকাশ হইয়াই থাকে; বিশেষ্যের প্রকাশ ব্যতীত বিশিষ্টের প্রকাশ কখনও উপপন্ন হয় না। সুতরাং সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের প্রকাশে শুদ্ধ-চৈতন্যও প্রকাশিত হয় বলিয়া অহংপ্রত্যয়বেদ্য আত্মা অসন্দিগ্ধ এবং অসন্দিগ্ধ বলিয়াই অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে তাহা শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না। আর তাঁহাদের মতে আত্মজিজ্ঞাসা ও শাস্ত্রারম্ভ অনুপপন্নই হইয়া পড়ে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যেমন ষড়্‌জাদি স্বরগ্রাম গান্ধর্ব্বশাস্ত্র অভ্যাসের পূর্ব্বে স্ফুরিত হয় না বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই স্বররূপে অভিব্যক্ত অর্থাৎ গৃহীত হয় না; কিন্তু গান্ধর্ব্ব শাস্ত্রাভ্যাসের পরে তদ্ভাবিত

কিঞ্চ মণের্দেহাদিভিন্নত্বেনাহন্তানাস্পদত্বাৎ বিস্মরণবিষয়ত্বং বক্তুং শক্যম্, ব্রহ্মণস্তু স্বরূপত্বেন বিস্মরণাসম্ভবাৎ ন উক্তদৃষ্টান্তসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ মণেঃ স্বল্পপদার্থস্য দেহৈকদেশবৃত্তিত্বেন তাটস্থ্যযোগেন বিস্মৃত্যর্হত্বং ভবেৎ, আত্মনস্তু সর্ব্বগতত্বেন স্বরূপত্বেন চ তস্য তত্রাসম্ভবাৎ দৃষ্টান্তস্য অত্যন্তবৈষম্যমেব। কিঞ্চ সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি; যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সর্ব্বোঽপি লোকো নাহমস্মীতি

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই স্বরসমূহ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রাভ্যাসের পূর্ব্বে অন্তঃকরণে ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হয় না; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রাভ্যাসের পরে ব্রহ্মৈক্যাকারভাবিত অন্তঃকরণেই ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শাস্ত্রের বিষয় ও শাস্ত্রারম্ভ অনুপপন্ন নহে।

দৃষ্টান্তের বৈষম্যহেতু অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সমীচীন নহে। গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র অভ্যাসের পূর্ব্বে ষড়্‌জাদি স্বরসমূহের কিছুরই স্ফুরণ হয় না। গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র অভ্যাসের পরেই স্বরসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে; প্রকৃতস্থলে কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র অভ্যাসের পূর্ব্বেও "অহং সুখী অহং দুঃখী" ইত্যাদি অহংপ্রত্যয়রূপ ব্রহ্মভাবের অনুভব সকল জীবেরই হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ বিষম দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় সিদ্ধ হয় না। আর বিষয়ের সিদ্ধি না হওয়ায় তাঁহাদের অভিমত প্রয়োজনও অসম্ভব। অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রারম্ভ নিরর্থক।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যেমন কোনও ব্যক্তি নিজের কণ্ঠস্থিত নিত্যপ্রাপ্ত মণি ভ্রমবশতঃ বিস্মৃত হইলে অপরের উপদেশের দ্বারা সেই মণি অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রাপ্ত হয় এবং অপরের ঐ উপদেশ সার্থক হয়, সেইরূপ আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অনাদি অজ্ঞাননিবন্ধন বিস্মৃত আত্মা শাস্ত্রবাক্যরূপ উপদেশের দ্বারা অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং শাস্ত্রবাক্যরূপ উপদেশ সার্থক হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও দৃষ্টান্তের বৈষম্যহেতুই সমীচীন নহে। কারণ তাঁহারা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে মণিবিষয়ক উপদেশের প্রাপ্য ফল সুখ কিম্বা দুঃখাদির অভাব; প্রকৃতস্থলে আত্মবিষয়ক উপদেশের ফল তাঁহাদের মতে কিছুই নাই; সুতরাং দৃষ্টান্তের বৈষম্য হইল। আর আত্মাকেও তাঁহারা ফল বলিতে পারেন না; কারণ স্বপ্রকাশাত্মক আত্মা নিত্যই প্রাপ্ত আছে। তাহা প্রাপ্য ফল হইবে কিরূপে?

আরও কথা এই যে—মণি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া তাহা অহংজ্ঞানের বিষয় নহে; সুতরাং মণির বিস্মরণ হয় বলা যাইতে পারে; কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া তাহার বিস্মরণ কখনও সম্ভব নহে। অতএব তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—মণি ক্ষুদ্র পদার্থ; উহা দেহের একদেশে থাকে এবং উহা ভিন্ন বস্তু; সুতরাং তাদৃশ মণির বিস্মরণ সম্ভব হইতে পারে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে আত্মা কিন্তু সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং আত্মাতে তাদৃশ আত্মার বিস্মরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে প্রকৃত বিষয়ের সহিত উক্ত দৃষ্টান্তের অত্যন্ত বৈষম্যই লক্ষিত হয়। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাঁহাদের অভিলষিত বিষয়-প্রয়োজনাদি সিদ্ধি করিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সকলেই আত্মার অস্তিত্ব জানে; যদি আত্মার অস্তিত্বের প্রসিদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত লোক 'আমি নাই' এইরূপ জানিত"। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অবিদ্যা-সম্বন্ধনিবন্ধন আত্মার বিস্মরণ হয় বলেন, তাহা হইলে উক্ত শাঙ্কর ভাষ্যের উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তিত বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়-প্রয়োজনাদি অসিদ্ধ। আর তাঁহারা যে বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহাও এই বিষয়-প্রয়োজনাদির অসিদ্ধি প্রদর্শনের দ্বারাই নিরাকৃত হইল। প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ

প্রতীয়াদিত্যন্বয়ব্যতিরেকপূর্ব্বকভাষ্যোক্তিবিরোধাৎ। এতেনাধিকার্য্যুপপত্তিরপি নিরস্তা। প্রয়োজনাভাবে অর্থিত্বাভাবঃ, তদভাবে চ সামর্থ্যবিদ্বত্ত্বয়োঃ অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ অপ্রয়োজকত্বমিতি সংক্ষেপঃ।৫১।

ইতি পরাভিমতপ্রয়োজনাধিকারিগিরিনিপাতঃ॥

নন্ব অস্মৎসিদ্ধান্তে সর্ব্বস্যাধিকার্য্যাদিকথনস্য অজ্ঞানপ্রযুক্তাধ্যাসপূর্ব্বকপ্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারান্তর্গতত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ, অধ্যাসমাহাত্ম্যেনৈব অখিলবিরোধস্য পরিহরণীয়ত্বাদিতি চেন্ন, অধিষ্ঠানা-

---

ফলকামী, প্রয়োজন সম্পাদনে সমর্থ ও তদ্বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী, ইহা আমরা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়াছি। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন যে অসিদ্ধ, তাহা বলা হইয়াছে। প্রয়োজনাভাবে প্রয়োজনবত্তার অভাব হয়; আর প্রয়োজনবত্তার অভাবে সামর্থ্য ও জ্ঞানবত্তাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অধিকারসিদ্ধিতে অনাবশ্যক। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অধিকারিনিরূপণও ব্যর্থ।৫১।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত প্রয়োজন ও অধিকারী নিরাকরণ॥

অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে দৃশ্য প্রপঞ্চমাত্রই মিথ্যা। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অলীক বা অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদি ও পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বিশ্বই মিথ্যা। মিথ্যা বস্তুমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই অজ্ঞানও মিথ্যা। অজ্ঞান সাদি দৃশ্য প্রপঞ্চের উপাদান। আর অনাদি দৃশ্য প্রপঞ্চের উপাদান অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অজ্ঞান অনাদি দৃশ্য প্রপঞ্চের প্রযোজক হইয়া থাকে। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ দৃশ্য প্রপঞ্চমাত্রকে অজ্ঞানজন্য বলিতে পারেন না; অনাদি বস্তুর জনক অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দৃশ্য প্রপঞ্চমাত্র অজ্ঞানজন্য না হইলেও অজ্ঞানপ্রযুক্ত বটে। সাদি দৃশ্য অজ্ঞানজন্য ও অনাদি দৃশ্য অজ্ঞানপ্রযুক্ত। সাদি-অনাদি-সাধারণ দৃশ্যমাত্রের প্রতি অজ্ঞান প্রযোজক হইয়া থাকে। অজ্ঞানজন্য বস্তুও অজ্ঞানপ্রযুক্ত বটে। অজ্ঞান-নাশজন্য নাশপ্রতিযোগিত্বই অজ্ঞানপ্রযুক্তত্ব। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা মূলাজ্ঞানের নাশ হইলে সাদি ও অনাদি দৃশ্যমাত্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণ সাদি-অনাদি-সাধারণ দৃশ্যমাত্রকে অজ্ঞানজন্য বা অজ্ঞানোপাদানক না বলিয়া অজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিয়া থাকেন।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অলীক বন্ধ্যাপুত্রাদি ও পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম দৃশ্যই নহে বলিয়া মিথ্যা নহে। এতদুভয় ব্যতীত প্রপঞ্চমাত্রই মিথ্যা। এই জন্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহারমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্ব্বক হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির অধ্যাস না হইলে প্রমাতৃ প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার হইতে পারে না। এই জন্য ব্যবহারমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্ব্বক হইয়া থাকে। আর এই কথাই অদ্বৈত-বেদান্তের অধ্যাসভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে যে অধিকারী প্রভৃতির অনুপপত্তিরূপ দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারী প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া অধ্যস্ত; অধ্যস্ত বস্তুতে অনুপপত্তি দোষ হইতে পারে না, সর্ব্ববিধ অনুপপত্তিই অধ্যাসের মহিমাবশতঃ নিরাকৃত হইয়া থাকে।* অনুভূয়মান অথচ অনুপপন্ন বস্তুকেই অধ্যস্ত বলা হয়। অনুপপন্ন

---

* অদ্বৈতবেদান্তে বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। এই জীবব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাহা পরমার্থ সত্য। এই জন্য তাহা অধ্যাসরূপ নহে। বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন অবিদ্যানিবৃত্তি। ঐ অবিদ্যানিবৃত্তি অবিদ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাহাও অধ্যাসরূপ নহে। তথাপি যে মূলগ্রন্থে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া বিষয় ও প্রয়োজনকেও অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্ব্বক বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—বিষয় ও প্রয়োজন বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও বিষয়ত্ব প্রয়োজনত্বরূপে ঐ উভয় কল্পিতই বটে।

রোপ্যলক্ষণপ্রমাণসামগ্র্যাভাবেন দৃগ্‌দৃশ্যয়োরাধ্যাসিকসম্বন্ধানুপপত্ত্যাদেশ্চ অধ্যাসস্যৈবাসম্ভবাৎ। তথাহি —ইদং বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ, তর্হি সাধিষ্ঠানং স্যাৎ, ন তু তথাস্তি। সামান্যতো জ্ঞাতত্বে সতি অজ্ঞাতবিশেষবত্ত্বস্য অধিষ্ঠানত্বপ্রয়োজকস্য নির্ব্বিশেষে নিঃসামান্যে চ ব্রহ্মণ্যসম্ভবাৎ। নন্থ স্বরূপেণ

বস্তুতে অনুপপত্তি প্রদর্শন বৃথা। যে বস্তু স্বভাবতঃ অনুপপন্ন, তাহাতে অনুপপত্তি প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বিষয়াদি সিদ্ধিতে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সেই সকল দোষের অবকাশ নাই। অধ্যাসের মহিমাবশতঃই সর্ব্ববিধ দোষের পরিহার হইতে পারে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্ব্বক হইয়া থাকে বলিলেও অধ্যাসের অধিষ্ঠান, অধ্যাসে আরোপ্য, অধ্যাসের লক্ষণ, অধ্যাসে প্রমাণ ও অধ্যাসের সামগ্র্যাদি নাই বলিয়া অধ্যাস হইতেই পারে না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ চৈতন্যে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে দৃশ্য বস্তুমাত্রের অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন। এই অধ্যাসে প্রদর্শিত অধিষ্ঠানাদি সম্ভাবিত নহে এবং দৃক্‌রূপ চৈতন্যের সহিত দৃশ্যরূপ জড় বস্তুর পারমার্থিক সম্বন্ধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ দৃক্ ও দৃশ্য বস্তুর আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। অধ্যাসই অসঙ্গত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধও অসঙ্গত। আমরা এই গ্রন্থে অদ্বৈতবাদিসম্মত অধ্যাসের অধিষ্ঠানাদির অসম্ভাব্যতা প্রদর্শন করিব। প্রথমতঃ অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসে শুদ্ধ চৈতন্য বস্তু যে অধিষ্ঠান হইতে পারে না, তাহাই প্রদর্শন করিব।

তাহাতে প্রতিকূল তর্কই * দেখাইতেছি—এই বিশ্ব যদি অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত হয়, তাহা হইলে কল্পিত বিশ্ব সাধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিষ্ঠানসমন্বিত হইতে হইবে। নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করিলে বৌদ্ধসম্মত শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। কিন্তু কল্পিত বিশ্ব ত সাধিষ্ঠান হয় না ; কারণ কল্পিত বিশ্বের অধিষ্ঠান দুর্নিরূপণীয়। যাহা সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাতবিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহাই অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাতবিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্টতাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক। সমস্ত ভ্রমস্থলেই

---

* মূলগ্রন্থে যে অধ্যাসের অধিষ্ঠানখণ্ডনের রীতি দেখান হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রদর্শিত তর্কগুলি অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্ক। তর্কমাত্রই স্বতন্ত্রভাবে কোন বস্তুর সিদ্ধি করিতে পারে না। প্রমাণই বস্তুর সাধক বা বাধক হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের মিথ্যানুমানের অনুগ্রাহক অনুকূল তর্ক খণ্ডন করিয়া পরে সেই মিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই স্থলে মিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্কগুলিই ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। প্রতিকূল তর্কপরাহত অনুমান সাধ্যের সাধক হয় না। এইজন্য প্রদর্শিত প্রতিকূল তর্কপরাহত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রমাণ মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের সাধক হইতে পারিবে না—এই অভিপ্রায়েই মূলকার প্রতিকূল তর্কগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। ঔচিত্য অনুসারে অদ্বৈতবেদান্তের প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়া সেই অনুমানের প্রতিঘাতের জন্য এই প্রতিকূল তর্কগুলি প্রদর্শিত হওয়া সঙ্গত। তর্ক স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণের মত কোন বস্তুর সাধক বা বাধক হইতে পারে না। এইজন্য তর্ক বিচারের পূর্ব্বাঙ্গ না হইয়া বিচারের উত্তরাঙ্গ হইয়া থাকে। এই সকল কথা ন্যায়সূচীনিবন্ধের প্রথমভাগেই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ তর্কের পাঁচটি অঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন—১। আপাদক ধর্ম্মে আপাদ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি। ২। প্রতিকূলতর্করাহিত্য, ৩। আপাদ্য ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে পর্য্যবসান অর্থাৎ আপত্তিরূপ তর্কের ধর্ম্মীতে আপাদ্য ধর্ম্মের অভাবপ্রদর্শন। ৪। আপাদ্য ধর্ম্মটি প্রতিবাদীর অনভিপ্রেত হওয়া আবশ্যক। আপাদ্য ধর্ম্মটি প্রতিবাদীর ইষ্ট হইলে তাহা ইষ্টাপত্তি দোষ হইবে। আর তাহাতে সৎতর্ক না হইয়া তর্কাভাসই হইয়া পড়িবে। ৫। আপাদ্য ধর্ম্মটি প্রতিবাদীর প্রতিকূল হইতে হইবে। অনুকূল হইলে তর্কাভাস হইবে। এই পঞ্চাঙ্গ তর্কের কথা "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন যে—ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্য্যয়ে। অনিষ্টানুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্॥ প্রদর্শিত পাঁচটি যেমন তর্কের অঙ্গ, এইরূপ এক একটি অঙ্গ না থাকিলে তর্কাভাসও পাঁচ প্রকার হইবে। এই কথা আচার্য্য উদয়ন "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে অতিবিশদভাবে বলিয়াছেন। বরদরাজও এই আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থেরই অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থের ৫৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞাতত্বে সতি বিশেষেণাজ্ঞাতত্বস্য অধিষ্ঠানত্বে প্রযোজকতয়া অজ্ঞাতবিশেষবত্ত্বস্য তৎপ্রযোজকত্বাসম্ভবাৎ পুরুষো নবেতি সংশয়ধর্ম্মিণঃ স্থাণোরপ্যন্যত্র জ্ঞাতস্থাণুত্বরূপবিশেষবত্ত্বাৎ তত্রাজ্ঞাতবিশেষবত্ত্বমপ্রযোজকং বিশেষেণ অজ্ঞাতত্বস্যৈব লাঘবেন প্রযোজকত্বাৎ। তস্মাৎ স্বরূপেণ জ্ঞাতাৎ পূর্ণানন্দত্বাদিনা অজ্ঞাতাদধিষ্ঠানত্বং সুপপন্নমিতি চেন্ন, স্বরূপতো জ্ঞাতস্য নির্ব্বিশেষস্য বিশেষেণাজ্ঞাতত্বাসম্ভবাৎ। স্বরূপতো জ্ঞাতস্য ধর্ম্মবিষয়কমেবাজ্ঞানম্, স্থাণুত্বাদের্ব্যক্ত্যন্তরে জ্ঞাতত্বেঽপি ভ্রমস্য বিশেষব্যক্তিনিষ্ঠত্বেন অজ্ঞাতত্বাৎ স্থাণৌ পুরুষত্বসংশয়স্যোপপত্তিঃ। স্বরূপেতরস্বপ্রকাশত্বাদেস্তব পক্ষে ব্রহ্মণ্যসম্ভবাৎ ।৫২।

অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক এইরূপ হইতে দেখা যায়। শুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয়, তাহাতে শুক্তিরূপ অধিষ্ঠান ইদংরূপ সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্টরূপেজ্ঞাত ও শুক্তিত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অজ্ঞাতই হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম নিঃসামান্য ও নির্ব্বিশেষ; ব্রহ্মে সামান্য ধর্ম্ম বা বিশেষ ধর্ম্ম অর্থাৎ অনুবৃত্ত ধর্ম্ম বা ব্যাবৃত্ত ধর্ম্ম কিছুই নাই; অধিষ্ঠানত্বের যাহা প্রযোজক, সেই সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাতবিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্টতা নিঃসামান্য ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইয়া বিশেষরূপে অজ্ঞাত হয়, তাহাকেই আমরা অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া থাকি। সুতরাং স্বরূপতঃ জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততাই অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক। অজ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবিশিষ্টতাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা যাইতে পারে না; কারণ যে বস্তুতে ভ্রম হয়, সেই বস্তু তাহাতে অজ্ঞাত বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া যেমন অজ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অপর বস্তুর জ্ঞাত বিশেষ-ধর্ম্মকে লইয়া সেই বস্তু জ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবিশিষ্টও ত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থাণুতে যে পুরুষসংশয় হয়, সেই স্থাণুও তাহার অজ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া যেমন অজ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অপর স্থাণুতে জ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া সেই স্থাণু জ্ঞাতস্থাণুত্বরূপ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্টও ত হইয়া থাকে। সকল সংশয় বা ভ্রমেই যাহা অধিষ্ঠান হইবে, অপর বস্তুর জ্ঞাত বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া সেই অধিষ্ঠান জ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবান্ হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল অজ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবত্তাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা যাইতে পারে না, কিন্তু "তাহাতে অজ্ঞাতবিশেষ-ধর্ম্মবত্তা" এইরূপ বলিতে হয় অর্থাৎ "তত্র—তাহাতে" এইরূপ বলিয়া উক্ত প্রযোজকটিকে বিশেষিত করিতে হয়। অধিষ্ঠানত্বের ঐরূপ প্রযোজক স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে। লঘু প্রযোজক সম্ভব হইলে গুরু প্রযোজক স্বীকার অসঙ্গত অর্থাৎ ন্যায়বিরুদ্ধ। এইজন্য আমরা স্বরূপতঃ জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিয়া থাকি। তাহাতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞাত ও পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষরূপে অজ্ঞাত বলিয়া ব্রহ্মে অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠানত্ব উপপন্নই হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিশেষশূন্য; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ জ্ঞান হইলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে; সুতরাং স্বরূপতঃ জ্ঞাত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিশেষরূপে অজ্ঞাততা কখনই সম্ভব নহে। স্থূল কথা এই যে—ভ্রমস্থলে স্বরূপতঃ জ্ঞাত অধিষ্ঠানের ধর্ম্মবিষয়কই অজ্ঞান থাকে। যেমন ইদংরূপে সামান্যতঃ জ্ঞাত শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের শুক্তিত্ব ধর্ম্মবিষয়ক অজ্ঞান থাকে; সুতরাং সেই অধিষ্ঠানভূত শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থাণুতে যে পুরুষসংশয় হয়, তাহাতে স্থাণুত্ব অপর স্থাণুতে জ্ঞাত থাকিলেও সেই সংশয়ের অধিষ্ঠানভূত স্থাণুতে স্থাণুত্ব অজ্ঞাত থাকে; সুতরাং তাহাতে পুরুষত্বের সংশয় হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্মে স্বরূপাতিরিক্ত স্বপ্রকাশত্বাদি কোন ধর্ম্মই থাকা সম্ভব নহে; থাকিলে তাঁহারা যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলেন, ব্রহ্মের সেই নির্ব্বিশেষত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং অধিষ্ঠানত্বের

নমু স্বপ্রকাশত্বাদিকং কল্পিতব্যক্তিভেদেন সামান্যং পূর্ণানন্দত্বাদির্বিশেষ ইতি চেন্ন, অজ্ঞানকল্পিতস্য অজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞানয়োরবিষয়ত্বাদ্ বাধকজ্ঞানেন বিষয়ীকর্ত্তব্যস্য অজ্ঞাতধর্ম্মস্যৈব অধিষ্ঠানত্বে প্রযোজকত্বাচ্চ।

প্রযোজক তাঁহারা যাহা বলেন, সেই "বিশেষরূপে অজ্ঞাততা" ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না।৫২।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মে স্বপ্রকাশত্বাদি কতকগুলি কল্পিত সামান্য ধর্ম্ম ও পূর্ণানন্দত্বাদি কতকগুলি কল্পিত বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই সকল কল্পিত ধর্ম্মকে লইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম যে অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান, তাহাতে কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞাততা এবং কল্পিত বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞাততা অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও অসঙ্গত ; কারণ অজ্ঞানকল্পিত ধর্ম্ম কখনও অজ্ঞানের কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম্ম যখন ব্রহ্মে অজ্ঞানকল্পিত, তখন সেই অজ্ঞানকল্পিত ধর্ম্ম আবার অজ্ঞানের বিষয় হইবে কিরূপে ? আর অজ্ঞানকল্পিত ধর্ম্ম যে তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাত সুপ্রসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—বাধকজ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, সেই বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞাততাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে। যেমন শুক্তি-রজতদৃষ্টান্তে বাধকজ্ঞানের বিষয় যে শুক্তিত্ব, সেই শুক্তিত্বের অজ্ঞাততাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মকে অজ্ঞানকল্পিত বলিলে উক্ত নিয়ম ঠিক থাকে না। বাধকজ্ঞানের বিষয় ও অজ্ঞানের বিষয় একরূপ হয় না ; কারণ তাত্ত্বিক পূর্ণানন্দত্বাদিই বাধকজ্ঞানের বিষয়, ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ কল্পিত পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞাততাকে তাঁহারা অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিয়াছেন। সুতরাং বাধকজ্ঞানের বিষয় ও অজ্ঞানের বিষয় একরূপ হয় না বলিয়া অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও কল্পিত ভেদে ভিন্ন হয় বলিয়া কল্পিত বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞাততাকে তাঁহারা অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিতে পারেন না। এই জন্য ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মকে ব্রহ্মে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বলেন, সেই স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মের আরোপের প্রতি অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক কে হইবে ? ঐ স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মকেই অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। নিজেই নিজের আরোপের প্রতি অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক হইতে পারে না ; তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। আর স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মের আরোপের প্রতি তদ্ভিন্ন অপর কল্পিত স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলে অনবস্থা দোষ হইবে। আর কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হইলে অধিষ্ঠানতার সিদ্ধি হইবে এবং অধিষ্ঠানতার সিদ্ধি হইলে কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হইবে এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়িবে। আর ব্রহ্মে কল্পিত সামান্য ধর্ম্মও বিশেষ ধর্ম্মসমূহকে প্রবাহরূপে অনাদি স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষ-সমূহের পরিহারও অদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারেন না ; কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মেরও কল্পিতত্ব অনিত্যত্বাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে। বস্তুতঃ কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানকল্পিত বস্তুকে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না ; অকল্পিত শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া থাকে ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। ভামতীকারের মতে অজ্ঞানকল্পিত জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইলেও অজ্ঞানকল্পিত বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় ইহা তিনিও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং মূলকার যেভাবে ব্রহ্মের কল্পিতত্ব ও অনিত্যত্ব দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ হইবে যে—স্বপ্রকাশত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ স্বীকার করিলে সেই আরোপের

স্বপ্রকাশত্বাদ্যারোপং প্রতি স্বপ্রকাশত্বাদ্যন্তরস্য প্রযোজকত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাচ্চ। পূর্ব্বপূর্ব্বাজ্ঞানকল্পিতং ব্রহ্ম উত্তরোত্তরাজ্ঞানাশ্রয়ো বিষয়শ্চেতি ব্রহ্মণোঽপি কল্পিতত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাচ্চ।৫৩।

নন্বু পূর্ণানন্দত্বেনাজ্ঞাতং স্বরূপেণ জ্ঞাতমিতি চেন্ন, অজ্ঞানকল্পিতপূর্ণানন্দত্বাদেস্ত অবাস্তবত্বাৎ। ন চ ভ্রমবিরোধিজ্ঞানাভাবস্তত্র তন্ত্রং ন তু বিশেষাজ্ঞানম্, অবচ্ছেদকধর্ম্মদর্শনাদেঃ ব্যাবৃত্তাকারস্যৈব

অধিষ্ঠান ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে। অধিষ্ঠানের স্ফুরণ না হইলে আরোপই হইতে পারে না। এইজন্য স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের আরোপ স্বীকার করিলে সেই আরোপের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্ফুরণ বা প্রকাশ পরতঃ সম্ভাবিত নহে। এইজন্য স্বতঃস্ফুরণ বা স্বতঃপ্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই স্বতঃপ্রকাশত্ব ধর্ম্ম কল্পিত বলিয়া যেমন অনবস্থা দোষ হইবে, সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরও কল্পিতত্ব দোষ হইবে। কারণ অকল্পিত স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে উপপন্ন হয় না। স্বপ্রকাশত্বরহিত ব্রহ্ম অকল্পিত হইলেও তাহা ব্রহ্মই হইতে পারিবে না। কারণ স্বপ্রকাশত্বাদিরহিত ঘট-পটাদি বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মও জড় বস্তু হইয়া পড়িবে। জড় বস্তুকে ব্রহ্ম বলা যায় না। সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম জড় বা পরতঃপ্রকাশ হইলে তাহার কোন কালেই সিদ্ধি হইতে পারিবে না। অসর্ব্বাত্মক জড় বস্তু অন্যের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারিলেও সর্ব্বাত্মক জড় বস্তু হইতে অন্য কেহ নাই বলিয়া কাহার দ্বারা তাহার সিদ্ধি হইবে? বিশ্ব আরোপের পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন্ বস্তু আছে, যাহা ব্রহ্মের প্রকাশক হইবে? আর যে বস্তু ব্রহ্মের প্রকাশক হইবে, তাহাই ব্রহ্ম হইবে, প্রকাশ্য ব্রহ্মের অব্রহ্মত্বই হইয়া পড়িবে। এইরূপে ব্রহ্মের অসিদ্ধি প্রদর্শনই এই স্থলে মূলকারের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। কল্পিত ও অনিত্য বস্তু ব্রহ্ম হইতে পারে না।৫৩।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—পূর্ণানন্দত্বাদিরূপে অজ্ঞাত ও স্বরূপতঃ জ্ঞাত ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইয়া থাকেন; ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া পূর্ণানন্দত্বাদি ধর্ম্মকে অজ্ঞান-কল্পিতই স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞান-কল্পিত বস্তু মিথ্যা; মিথ্যাবস্তু তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং অজ্ঞানকল্পিত বস্তু অজ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে "ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান" ইহা কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না।

আর প্রদর্শিত দোষাদির সম্ভাবনাহেতু অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভ্রমের বিরোধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অভাবই অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক। অধিষ্ঠানগত বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানাভাব অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক নহে। শুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয়, তাহাতে "ইহা শুক্তি" এইরূপ জ্ঞানই বিরোধী। ভ্রমকালে ঐ বিরোধী জ্ঞানের অভাব থাকে; সুতরাং শুক্তি অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রম হইতেছে, তাহাতে শ্রবণাদিজনিত ব্রহ্মমাত্র-বিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞানই বিরোধী; এই ভ্রমে প্রদর্শিত বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভাব আছে; সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত জগতের অধিষ্ঠান। অতএব ভ্রমবিরোধী জ্ঞানের অভাবকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বাক্যও সঙ্গত নহে; কারণ যাহাতে পরিচ্ছেদক ধর্ম্মের দর্শনাদি হইয়া থাকে, তাদৃশ ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানই ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, তাহাতে "ইহা শুক্তি" এইরূপ ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানই বিরোধী; কারণ ঐরূপ জ্ঞানে শুক্তিত্বরূপ পরিচ্ছেদক ধর্ম্মের দর্শন হইয়া থাকে। বাধকজ্ঞানের বিষয় শুক্তিত্বরূপ ধর্ম্ম ভ্রমকালে অজ্ঞাতভাবে শুক্তিতে থাকে বলিয়া শুক্তিতে রজতের ভ্রম হইয়া থাকে; সুতরাং শুক্তি অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ; কোন ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই; সুতরাং তাঁহাদের মতে বাধকজ্ঞানের বিষয় হয় এইরূপ কোন ধর্ম্মই ভ্রমকালে অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মে নাই। এই জন্য ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইতেছে ইহা

ভ্রমবিরোধিত্বাৎ। ন হি বাধকধীবিষয়ো ভ্রমকালে অজ্ঞাতো ধর্ম্মো ব্রহ্মণি তবাস্তি, তত্রাসদ্বিশেষজ্ঞানাভাবস্য বাধকালেঽপি সত্ত্বাৎ। তস্মাদধিষ্ঠানস্য দুর্নিরূপ্যতয়া তৎপ্রযোজ্যাধ্যাসস্য সর্ব্বথাসিদ্ধিরেবেত্যর্থঃ।৫৪।

ইতি শ্রীপরাভিমতাধ্যাসগিরেরধিষ্ঠানশিখরনিপাতঃ ॥

অথ আরোপ্যাসিদ্ধ্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিঃ, যৎ যৎ আরোপিতং তৎ তৎ সপ্রধানং দৃষ্টম্, শুক্তিরূপ্যাদিবৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং শশশৃঙ্গবৎ—ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ। ননু প্রধানং সজাতীয়মস্ত্যেব, পূর্ব্ব-পূর্ব্বপ্রপঞ্চসজাতীয়স্য উত্তরোত্তরপ্রপঞ্চাধ্যাসাঙ্গীকারাৎ। অধ্যাসো হি স্বকারণতয়া সংস্কারমপেক্ষতে,

---

বলা যায় না এবং ব্রহ্ম অধ্যস্ত জগতের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। আর এই জন্য ব্রহ্মমাত্রবিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞান ব্যাবৃত্তাকার নহে এবং ঐরূপ জ্ঞানকে ভ্রমের বিরোধীও বলা যায় না। আর অবর্ত্তমান বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানাভাবকেও অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিতে পারেন না; কারণ ভ্রমকালে যেমন অবর্ত্তমান বিশেষধর্ম্মের জ্ঞানাভাব থাকে, সেইরূপ ভ্রমবাধকালেও অবর্ত্তমান বিশেষধর্ম্মের জ্ঞানাভাব থাকে; সুতরাং তাহাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা যায় না। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মে জগৎ অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলেন, তাহাতে অধিষ্ঠান দুর্নিরূপণীয় বলিয়া সেই অধিষ্ঠানপ্রযোজ্য অধ্যাস সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধই হইয়া থাকে।৫৪।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত অধ্যাসের অধিষ্ঠান নিরাকরণ

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে দৃশ্য বস্তুমাত্রের অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য যে অধিষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শনের দ্বারা বলা হইয়াছে এবং অধিষ্ঠানের অসিদ্ধিহেতুই উক্ত অধ্যাসের যে সিদ্ধি হয় না, তাহাও বলা হইয়াছে। অনন্তর অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকৃত উক্ত অধ্যাসে আরোপ্য বিষয়ের সিদ্ধি হয় না বলিয়াও যে উক্ত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহাই প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শনের দ্বারা বলা হইতেছে। যাহা যাহা আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হয়, সেই সেই আরোপিত বস্তু প্রধানসমন্বিত হইতে দেখা যায়- অর্থাৎ সেই সেই আরোপিত বস্তুর একটি প্রধান থাকিতে দেখা যায়। যে বিষয়ের অনুভবজন্য সংস্কার যে আরোপের কারণ হয়, সেই আরোপে সেই অনুভবের বিষয়ীভূত বস্তুটিকে প্রধান কহে। এই "প্রধান" পদে দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় সত্য বস্তুকে বুঝায়। যাহা যাহা আরোপিত হয়, সেই সেই আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় সত্য বস্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। যেমন শুক্তিতে যে রজতের আরোপ হয়, সেই আরোপিত রজতের সমানজাতীয় সত্য রজত হট্টাদিতে বিদ্যমান থাকে। হট্টাদিস্থ রজতের অনুভবজনিত সংস্কার শুক্তিতে রজতারোপের কারণ। সুতরাং শুক্তিতে রজতারোপে হট্টাদিস্থ রজত প্রধান। যাহা যাহা আরোপিত হয় না, তাহা তাহা প্রধানসমন্বিতও হয় না; যেমন অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি কুত্রাপি আরোপিত হয় না; সুতরাং ঐ সকল অপ্রসিদ্ধ বস্তু প্রধানসমন্বিতও হয় না। অধ্যাসসম্বন্ধে এই প্রদর্শিত অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি অরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হয়, তাহা হইলে এই কল্পিত বিশ্ব প্রধানসমন্বিত হইতে হইবে অর্থাৎ এই কল্পিত বিশ্বের সমানজাতীয় অপর সত্যভূত বিশ্ব দেশান্তরে বা কালান্তরে থাকিতে হইবে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই কল্পিত বিশ্বের সমানজাতীয় সত্যভূত অপর বিশ্ব ত নাই; সুতরাং প্রধান নাই বলিয়া এই বিশ্বকে কল্পিত বলা যাইতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। আরোপে প্রধান থাকেই; যেহেতু প্রধানের অনুভবজন্য সংস্কারই আরোপের কারণ। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে বিশ্ব যে আরোপিত,

ন তু সংস্কারবিষয়স্য সত্যত্বমনুপযোগাৎ। ন হি প্রমাণজন্যস্যৈব সংস্কারস্য অধ্যাসহেতুত্বমিতি নিয়ম ইতি চেন্ন, অনাদ্যবিদ্যাদেরধ্যস্তত্বাসম্ভবেন তাত্ত্বিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চাবিদ্যাধ্যাসস্য প্রধানং বিনৈবাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষযোগ. ইতি বাচ্যম্, ব্রহ্মণোঽপি অনাদ্যারোপাপত্তেঃ। ন চ বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন ব্রহ্মণঃ সত্যত্বমিতি বাচ্যম্, আরোপে অধিষ্ঠানস্যৈব হেতুত্বাৎ ন তু তস্যাপি, যেন সত্ত্বমপেক্ষেত। অন্যথা

তাহাতেও প্রধান আছেই। প্রধান অর্থ আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় বস্তু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে প্রধান। ব্রহ্মে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের সমানজাতীয় বিশ্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। সুতরাং পর পর বিশ্বের আরোপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশ্বই প্রধান। তবে সেই প্রধানীভূত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশ্বও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। আরোপে প্রধান বস্তু পরমার্থ সত্য হইতে হইবে এইরূপ নিয়ম আমরা স্বীকার করি না। যে যে বস্তুর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হয়, অধ্যাস স্বীয় কারণরূপে সেই সেই বস্তুর সংস্কারকেই অপেক্ষা করে; সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তদ্বিষয়ক অনুভবজন্য সংস্কার থাকিলেই ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কারই ভ্রমের কারণ; সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতা ভ্রমের কারণ নহে। ভ্রমে সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতার উপযোগিতা নাই। আর যথার্থ অনুভবজন্য সংস্কারকে অধ্যাসের কারণ বলিলেই অধ্যাসে সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতার আবশ্যক হয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি না। "যথার্থ অনুভবজন্য সংস্কারই অধ্যাসের কারণ হয়" এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। যথার্থ অনুভবজন্যই হউক কিম্বা অযথার্থ অনুভবজন্যই হউক, সংস্কার থাকিলেই অধ্যাস হইতে দেখা যায়। সুতরাং সংস্কারমাত্রই অধ্যাসের কারণ। এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশ্বের অনুভবজন্য সংস্কারই পর পর বিশ্বাধ্যাসের কারণ। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে প্রধান। আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে অনাদি অবিদ্যাদিকে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, সেই অনাদি অবিদ্যাদির অধ্যাসে প্রধান কে হইবে? অনাদি অবিদ্যাদির সমানজাতীয় অপর অবিদ্যাদি থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রধান নাই বলিয়া অনাদি অবিদ্যাদির অধ্যাস ব্রহ্মে হইতে পারে না। আর ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাদি অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত না হইলে ঐ সকল পারমার্থিক সত্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনাদি অবিদ্যাদিকে পারমার্থিক সত্যও বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—প্রধান ব্যতীতই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাদির অধ্যাস আছে,—ইহা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। অনাদি অবিদ্যাদির অধ্যাস ব্যতীত অপর সাদি অধ্যাসেই সমানজাতীয় প্রধানের অপেক্ষা আছে; অনাদি অবিদ্যাদির অধ্যাসে সমানজাতীয় প্রধানের অপেক্ষা নাই; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। (অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ছয়টি বস্তু অনাদি; যথা—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচিৎ, জীব-ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যা ও চৈতন্যের যোগ। পূর্ব্বে যে অনাদি অবিদ্যাদি বলা হইয়াছে, এই "আদি" পদের দ্বারা জীব, ঈশ্বর প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে)।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ ভ্রমে প্রধান থাকিতে হইবে ইহাই নিয়ম। (প্রধান শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) যেহেতু প্রধানের অনুভবজন্য সংস্কারই ভ্রমের কারণ। অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি প্রধান ব্যতীতই ব্রহ্মে অবিদ্যাদির অধ্যাস স্বীকার করেন, তাহা হইলে "অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে" এইরূপও ত আপত্তি করা যাইতে পারে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যখন

শুক্ত্যাদেরপি সত্যত্বাপত্তেঃ। ন চাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানদ্বারা ভ্রমাহেতুত্বেঽপি অজ্ঞানদ্বারা ভ্রমহেতুত্বেন সত্যত্বসিদ্ধিঃ, ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়ো হি অধিষ্ঠানম্, অজ্ঞানেন তু স্বাকল্পিতং সত্যমেব বিষয়ীক্রিয়ত

প্রধান ব্যতীতই ব্রহ্মে অবিদ্যাদির অধ্যাস্ স্বীকার করেন, তখন প্রধান ব্যতীতই অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে, ইহা কেন স্বীকার করিবেন না ? প্রধান না থাকা ত উভয়ত্র সমান। তাহা হইলে অর্থাৎ অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মের অনাদি আরোপ হইলে ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে ; কারণ আরোপিত বস্তু কখনও সত্য হয় না।

আর ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা যাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, তাহা তাহাই সত্য হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্ম সত্য। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান সত্য না হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠান ও প্রধান উভয়ই থাকা আবশ্যক ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে আরোপে প্রধানের সত্যতার আবশ্যকতা নাই। প্রধান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক প্রধান থাকিলে তাহার আরোপ হইয়া থাকে ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে যেমন আরোপে প্রধানেরই প্রয়োজন ; প্রধানের সত্যতার প্রয়োজন নাই ; সেইরূপ আমরাও বলি আরোপে অধিষ্ঠানেরই প্রয়োজন ; অধিষ্ঠানের সত্যতার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠানই কারণ ; অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ নহে। যদি আরোপে অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ হইত, তবেই অধিষ্ঠানের সত্যতাকে অপেক্ষা করিত। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি আরোপিত বস্তুর অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির আরোপ হয়, সেই সেই আরোপের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতিরও সত্যতার আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণও শুক্তি প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা সামান্যরূপে জ্ঞাত হইয়া বিশেষরূপে অজ্ঞাত হয়, তাহাই ভ্রমের অধিষ্ঠান। এইজন্য অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ না হইলেও অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হয় বলিয়াই অধিষ্ঠানের সত্যতা সিদ্ধ হয়। কারণ ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের বিষয়ই অধিষ্ঠান ; অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্যই হইয়া থাকে। অসত্য সমস্ত বস্তুই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠানকে অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত বলাই যায় না। সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ; অসত্য বস্তু কখনও অজ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া সত্য। আরও কথা এই যে—ভ্রমের অধিষ্ঠান যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান ভ্রমের বাধক হইতে পারিবে না এবং জগতে ভ্রমের বাধ্যব্যবস্থাও সম্ভব হইবে না। সুতরাং অজ্ঞান নিজকর্তৃক অকল্পিত সত্য বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বিশ্বভ্রমের কারণ হয় বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"যাহা অজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত হইতে পারে না ; সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়", ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—যে অজ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু কল্পিত হয়, সেই অজ্ঞানের বিষয় সেই বস্তু হইতে পারে না ইহা সত্য ; তাহা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তু পর পর অজ্ঞানের বিষয় হইতে ত কোন বাধা নাই। তাহা হইলে "সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হয়,

ইতি বাচ্যম্, স্বকল্পিতস্য স্বেন বিষয়ীকরণাসম্ভবেঽপি পূর্ব্বপূর্ব্বাজ্ঞানকল্পিতস্য ব্রহ্মণো হি উত্তরোত্তরাজ্ঞানেন বিষয়ীকরণসম্ভবাৎ। ৫৫।

অপি চ অসত আরোপাসম্ভবাৎ একত্র সত এবান্যত্র আরোপনিয়মাৎ; ন হি স্বরূপেণাসতঃ শশশৃঙ্গাদেরারোপোঽদৃষ্টশ্রুতত্বাৎ। ন চারোপে তদ্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতং ন তু তদ্বিষয়স্য সত্যত্বমপীতি বাচ্যম্, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্ভবাৎ।

ন চ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চপ্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতং ন তু বিষয়সত্ত্বমপীতি বাচ্যম্, দোষাত্মককারণস্যাপি অসত্ত্বসাম্যেন তব পক্ষে প্রতীতিলক্ষণকার্য্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ, কার্য্যস্য

মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় না" এইরূপ বলা যায় না। অসত্য অর্থাৎ কল্পিত বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের বিষয় হয় বলা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বগ্রন্থে অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছি, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সেই আপত্তি নিবারণ করা দুঃসাধ্য। ৫৫।

আরও কথা এই যে—অসদ্বস্তুর আরোপ কখনও সম্ভব হয় না; কিন্তু এক স্থানে বর্ত্তমান সত্য বস্তুরই অন্য স্থানে অন্য বস্তুতে আরোপ হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। স্বরূপতঃ অসৎ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তুর গো-মহিষাদিতে কখনও আরোপ হইতে দেখা যায় না বা শুনা যায় না; কিন্তু হট্টাদিতে বর্ত্তমান সত্য রজতাদি বস্তুরই অন্য স্থানে অন্য শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে আরোপ হইতে দেখা যায় বা শুনা যায়। এই কারণে আরোপ হইলে তাহার প্রধান থাকিতেই হইবে। (প্রধান কাহাকে কহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়, তাহা হইলে এই আরোপিত বিশ্ব প্রধানসমন্বিত হইতে হইবে অর্থাৎ এই আরোপিত বিশ্বের সমানজাতীয় অপর সত্য বিশ্ব দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অপর সত্য বিশ্ব ত নাই; সুতরাং প্রধান নাই বলিয়া এই বিশ্বকে আরোপিত বলা যাইতে পারে না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আরোপে আরোপবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত; সেই প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা আরোপে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং ব্রহ্মে বিশ্ব যে আরোপিত, সেই আরোপে বিশ্বের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত; ঐ প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের প্রতীতি থাকায় ব্রহ্মে পর পর বিশ্বের আরোপ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ অসত্য বস্তুর প্রতীতিই অসম্ভব; সত্য বস্তুই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে; অসত্য বস্তু কখনও প্রতীতির বিষয় হয় না। প্রতীতির পূর্ব্বে বিষয়ের অসত্তানিবন্ধন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে; সুতরাং অসত্য বিষয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—রজ্জুতে যে সর্পের প্রতীতি হয়, সেই সর্পপ্রতীতির যেমন দোষরূপ কারণই অপেক্ষিত, সেইরূপ ব্রহ্মে যে বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে, সেই বিশ্বপ্রতীতিরও দোষরূপ কারণই অপেক্ষিত; বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ দোষাত্মক কারণ হইতেই ঐরূপ প্রতীতি জন্মে; বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা করে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ ঐ দোষাত্মক কারণকে তাঁহারা সৎ বলিতে পারেন না; তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের মতে বিষয় যেমন অসৎ, সেইরূপ দোষাত্মক কারণও অসৎ ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অসৎ দোষাত্মক কারণ হইতে

শুক্ত্যাদেরপি সত্যত্বাপত্তেঃ। ন চাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানদ্বারা ভ্রমাহেতুত্বেঽপি অজ্ঞানদ্বারা ভ্রমহেতুত্বেন সত্যত্বসিদ্ধিঃ, ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়ো হি অধিষ্ঠানম্, অজ্ঞানেন তু স্বাকল্পিতং সত্যমেব বিষয়ীক্রিয়ত

প্রধান ব্যতীতই ব্রহ্মে অবিদ্যাদির অধ্যাস্ স্বীকার করেন, তখন প্রধান ব্যতীতই অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে, ইহা কেন স্বীকার করিবেন না ? প্রধান না থাকা ত উভয়ত্র সমান। তাহা হইলে অর্থাৎ অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মের অনাদি আরোপ হইলে ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে; কারণ আরোপিত বস্তু কখনও সত্য হয় না।

আর ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা যাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, তাহা তাহাই সত্য হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্ম সত্য। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান সত্য না হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠান ও প্রধান উভয়ই থাকা আবশ্যক ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে আরোপে প্রধানের সত্যতার আবশ্যকতা নাই। প্রধান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক প্রধান থাকিলে তাহার আরোপ হইয়া থাকে ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে যেমন আরোপে প্রধানেরই প্রয়োজন; প্রধানের সত্যতার প্রয়োজন নাই; সেইরূপ আমরাও বলি আরোপে অধিষ্ঠানেরই প্রয়োজন; অধিষ্ঠানের সত্যতার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠানই কারণ; অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ নহে। যদি আরোপে অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ হইত, তবেই অধিষ্ঠানের সত্যতাকে অপেক্ষা করিত। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি আরোপিত বস্তুর অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির আরোপ হয়, সেই সেই আরোপের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতিরও সত্যতার আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণও শুক্তি প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা সামান্যরূপে জ্ঞাত হইয়া বিশেষরূপে অজ্ঞাত হয়, তাহাই ভ্রমের অধিষ্ঠান। এইজন্য অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ না হইলেও অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হয় বলিয়াই অধিষ্ঠানের সত্যতা সিদ্ধ হয়। কারণ ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের বিষয়ই অধিষ্ঠান; অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্যই হইয়া থাকে। অসত্য সমস্ত বস্তুই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠানকে অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত বলাই যায় না। সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে; অসত্য বস্তু কখনও অজ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া সত্য। আরও কথা এই যে—ভ্রমের অধিষ্ঠান যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান ভ্রমের বাধক হইতে পারিবে না এবং জগতে ভ্রমের বাধব্যবস্থাও সম্ভব হইবে না। সুতরাং অজ্ঞান নিজকর্তৃক অকল্পিত সত্য বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বিশ্বভ্রমের কারণ হয় বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"যাহা অজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত হইতে পারে না; সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়", ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—যে অজ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু কল্পিত হয়, সেই অজ্ঞানের বিষয় সেই বস্তু হইতে পারে না ইহা সত্য; তাহা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা-কল্পিত বস্তু পর পর অজ্ঞানের বিষয় হইতে ত কোন বাধা নাই। তাহা হইলে "সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হয়,

ইতি বাচ্যম্, স্বকল্পিতস্য স্বেন বিষয়ীকরণাসম্ভবেঽপি পূর্ব্বপূর্ব্বাজ্ঞানকল্পিতস্য ব্রহ্মণো হি উত্তরোত্তরাজ্ঞানেন বিষয়ীকরণসম্ভবাৎ। ৫৫।

অপি চ অসত আরোপাসম্ভবাৎ একত্র সত এবান্যত্র আরোপনিয়মাৎ; ন হি স্বরূপেণাসতঃ শশশৃঙ্গাদেরারোপোঽদৃষ্টশ্রুতত্বাৎ। ন চারোপে তদ্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতং ন তু তদ্বিষয়স্য সত্যত্বমপীতি বাচ্যম্, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্ভবাৎ।

ন চ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চপ্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতং ন তু বিষয়সত্ত্বমপীতি বাচ্যম্, দোষাত্মককারণস্যাপি অসত্ত্বসাম্যেন তব পক্ষে প্রতীতিলক্ষণকার্য্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ, কার্য্যস্য

মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় না" এইরূপ বলা যায় না। অসত্য অর্থাৎ কল্পিত বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের বিষয় হয় বলা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বগ্রন্থে অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছি, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সেই আপত্তি নিবারণ করা দুঃসাধ্য। ৫৫।

আরও কথা এই যে—অসদ্বস্তুর আরোপ কখনও সম্ভব হয় না; কিন্তু এক স্থানে বর্ত্তমান সত্য বস্তুরই অন্য স্থানে অন্য বস্তুতে আরোপ হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। স্বরূপতঃ অসৎ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তুর গো-মহিষাদিতে কখনও আরোপ হইতে দেখা যায় না বা শুনা যায় না; কিন্তু হট্টাদিতে বর্ত্তমান সত্য রজতাদি বস্তুরই অন্য স্থানে অন্য শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে আরোপ হইতে দেখা যায় বা শুনা যায়। এই কারণে আরোপ হইলে তাহার প্রধান থাকিতেই হইবে। (প্রধান কাহাকে কহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়, তাহা হইলে এই আরোপিত বিশ্ব প্রধানসমন্বিত হইতে হইবে অর্থাৎ এই আরোপিত বিশ্বের সমানজাতীয় অপর সত্য বিশ্ব দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অপর সত্য বিশ্ব ত নাই; সুতরাং প্রধান নাই বলিয়া এই বিশ্বকে আরোপিত বলা যাইতে পারে না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আরোপে আরোপবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত; সেই প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা আরোপে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং ব্রহ্মে বিশ্ব যে আরোপিত, সেই আরোপে বিশ্বের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত; ঐ প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের প্রতীতি থাকায় ব্রহ্মে পর পর বিশ্বের আরোপ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ অসত্য বস্তুর প্রতীতিই অসম্ভব; সত্য বস্তুই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে; অসত্য বস্তু কখনও প্রতীতির বিষয় হয় না। প্রতীতির পূর্ব্বে বিষয়ের অসত্তানিবন্ধন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে; সুতরাং অসত্য বিষয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—রজ্জুতে যে সর্পের প্রতীতি হয়, সেই সর্পপ্রতীতির যেমন দোষরূপ কারণই অপেক্ষিত, সেইরূপ ব্রহ্মে যে বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে, সেই বিশ্বপ্রতীতিরও দোষরূপ কারণই অপেক্ষিত; বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ দোষাত্মক কারণ হইতেই ঐরূপ প্রতীতি জন্মে; বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা করে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ ঐ দোষাত্মক কারণকে তাঁহারা সৎ বলিতে পারেন না; তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের মতে বিষয় যেমন অসৎ, সেইরূপ দোষাত্মক কারণও অসৎ ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অসৎ দোষাত্মক কারণ হইতে

কারণসাপেক্ষত্বনিয়মাৎ, কুত্রাপ্যসতঃ কারণত্বাসম্ভবাচ্চ। ন চাসতোঽপি সর্পস্য ভয়কম্পাদিকার্য্যদর্শনাৎ কার্য্যস্য কারণসত্তাসাপেক্ষত্বনিয়মে ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, স্বরূপেণাসতঃ কার্য্যোৎপত্ত্যনুকূলশক্তিমত্ত্বলক্ষণ-কারণত্বাসম্ভবাৎ। ভ্রমস্থলেঽপি কল্পিতসর্পবিষয়কজ্ঞানস্যৈব ভয়াদিহেতুত্বং ন বিষয়স্যেতি সর্পজ্ঞানাভাববতো বালস্য সত্যসর্পদর্শনেঽপি ভয়াদ্যদর্শনাৎ, প্রত্যুত সর্পগ্রহণে প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চ। অন্যথা কারণমাত্রস্য অসত্ত্বাঙ্গীকারে কার্য্যোৎপত্তিকথায়া এবানবসরাৎ।

বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিতে হইবে। কিন্তু কার্য্য উৎপন্ন হইতে কারণের অপেক্ষা করে, ইহাই নিয়ম। অসৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি ত কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে অসৎ দোষাত্মক কারণ হইতে বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে কিরূপে ? তাহা কখনও সম্ভব নহে। আর অসদ্বস্তু কোথাও কারণ হয় না ; অসদ্বস্তুর কারণত্ব কুত্রাপি সম্ভাবিতই নহে। সদ্বস্তুই কারণ হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেই অসৎ সর্পও ত ভয়-কম্পাদি কার্য্যের কারণ হইতে দেখা যায় ; সুতরাং "সৎ বস্তুই কার্য্যের কারণ হয়, অসৎ বস্তু কার্য্যের কারণ হয় না" এই নিয়মের ত ব্যভিচার আছে অর্থাৎ উক্ত নিয়ম ত সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না। অতএব অসৎ দোষাত্মক কারণ হইতে বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিলেও ত কোন দোষ হয় না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ কার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি যাহার থাকে, সেই বস্তুই কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। তাদৃশ কারণতা অসৎ বস্তুর কখনই থাকা সম্ভব নহে। রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদির ভ্রম হয়, সেই সেই ভ্রমস্থলেও সর্পাদিবিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ভয়-কম্পাদি কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। কল্পিত সর্পাদি ভয়-কম্পাদি কার্য্যের কারণ হয় না। ইহাতে যুক্তি এই যে—যে বালকের সর্পজ্ঞান নাই, সত্য সর্প দর্শন করিলেও সেই বালকের ভয়-কম্পাদি হইতে দেখা যায় না ; প্রত্যুত সেই বালকের সর্প ধরিবার প্রবৃত্তি হইতেই দেখা যায়। সুতরাং ভ্রমস্থলেও সর্পাদিবিষয়ক জ্ঞানই ভয়-কম্পাদি কার্য্যের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। কল্পিত সর্পাদি ভয়-কম্পাদির কারণ নহে। সেই সর্পাদিবিষয়ক জ্ঞান ত সত্যই। অতএব কার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি যাহার থাকে এবং যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী সৎ, তাহাই কারণ। তাহা না হইলে অর্থাৎ কারণমাত্রের অসত্তা স্বীকার করিলে "কার্য্যের উৎপত্তি" এই কথা বলারই আর অবসর থাকে না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জ্ঞানের প্রতি বিষয়ই কারণ ; ভ্রমস্থলেও বিষয়ের তারতম্যানুসারে সেই ভ্রমজ্ঞানের তারতম্য হইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রমাজ্ঞানই হউক বা ভ্রমজ্ঞানই হউক জ্ঞানমাত্রের প্রতি বিষয়ই কারণ, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া অসৎ রজ্জুসর্পাদিই অসৎ রজ্জুসর্পাদিবিষয়ক জ্ঞানের কারণ এবং অসৎ বিশ্বই অসদ্বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের কারণ এইরূপ উপপত্তিও ত সহজে করা যাইতে পারে। অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ ভিন্ন স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে। অতএব আমরা অসদ্বিষয়কেই অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ বলিব।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাহাও বলিতে পারেন না ; কারণ অসদ্বিষয় অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না ; অসদ্বস্তুর কারণত্ব কখনও সম্ভব হয় না, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দোষকেই অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেই ভ্রমস্থলেও অসৎ সর্প সেই সর্পজ্ঞানের কারণ নহে ; দোষই কারণ। ভ্রমপ্রতীতিতে দোষকে কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন উপায় নাই। আর ভ্রমপ্রতীতিতে দোষকে কারণ বলিলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে যে অনুপপত্তি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বগ্রন্থে দেখাইয়াছি, অর্থাৎ সেই দোষও অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অসৎ বলিয়া অসৎ দোষ বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের কারণ হইতে পারে না, ইহা আমরা

নন্বসতো রজ্জুসর্পাদেঃ তজ্জ্ঞানকারণত্বোপপত্তিরপি সুকরা, ভিন্নকারণাঙ্গীকারে গৌরবাদিতি চেন্ন; তত্রাপি দোষস্যৈব অসদ্বিষয়কজ্ঞানকারণত্বেন ভ্রমস্থলেঽপি অসদ্বিষয়স্য সর্পস্য কারণত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ তব মতে আরোপ্যাসিদ্ধ্যাপি অধ্যাসাসম্ভবস্যাবশ্যকত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ৫৬।

ইতি শ্রীপরাভিমতাধ্যাসগিরেরারোপ্যশৃঙ্গনিপাত ॥

অথ অধ্যাসসামগ্র্যভাবাদপি তদসিদ্ধিঃ। সংস্কারসাদৃশ্যসম্প্রয়োগাদীনামধ্যাসে হ্যাবশ্যকানামভাবেন কথমধ্যাসোপপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র সংস্কারস্যানাদিত্বে অধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বেন তস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তে-

---

পূর্ব্বগ্রন্থে বলিয়াছি। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে আরোপ্য বিষয়ের সিদ্ধি হয় না বলিয়া অধ্যাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। ৫৬।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারিপঞ্চতীর্থ-বিরচিত-পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে পরাভিমত অধ্যাসের আরোপ্য নিরাস ॥

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে দৃশ্য বস্তুমাত্রের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিয়া থাকেন, অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয়ের অসিদ্ধিহেতু সেই অধ্যাসের সিদ্ধি যে হয় না, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থে দেখান হইয়াছে। অনন্তর অধ্যাসের সামগ্রীর অভাবেও যে অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত উক্ত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহাই বলা হইতেছে।

অধ্যাসে সত্য অধিষ্ঠান, সত্য প্রধান, সত্য সংস্কার, সত্য সাদৃশ্য, সত্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, সত্য দোষ, সত্য অজ্ঞান, সত্য বাধকজ্ঞান, সত্য দ্রষ্টা, সত্য দেহেন্দ্রিয়াদি, সত্য দেশ, সত্য কাল ও সত্য অদৃষ্ট এই সকল সামগ্রী একান্ত আবশ্যক। তন্মধ্যে অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত উক্ত অধ্যাসে যে সত্য অধিষ্ঠান ও সত্য প্রধান অসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অধ্যাসে নিতান্ত আবশ্যকীয় অপর সত্য সংস্কার, সত্য সাদৃশ্য, সত্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ প্রভৃতি সামগ্রী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সম্ভব হয় না; সুতরাং তাঁহাদের মতে উক্ত অধ্যাসের উপপত্তি কি প্রকারে হইবে? অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের অনুভবজন্য সংস্কারই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে কারণ; সংস্কারের জনক যে অনুভব, সেই অনুভবের বিষয়ীভূত বিশ্বের সত্যতা বিশ্বাধ্যাসের কারণ নহে, ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে আপত্তি হইতে পারে যে—কল্পের আদিতে যে বিশ্বের অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হয়, তাহার পূর্ব্বে প্রধানভূত অপর বিশ্ব ত নাই; সুতরাং তদনুভবজন্য সংস্কার না থাকায় কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস হইতে পারিবে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে যে—কল্পান্তরীয় অর্থাৎ অপর কল্পের কল্পিত জগতের অনুভবজনিত যে সংস্কার, সেই সংস্কার হইতেই কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এইরূপে পরাম্পরাক্রমে সেই সংস্কার অনাদি, ইহাও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপই বলিয়া থাকেন। এক্ষণে তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে আমাদের আপত্তি এই যে—তাহা হইলে অর্থাৎ সংস্কার অনাদি হইলে সেই অনাদিত্বনিবন্ধন সংস্কার ও অধিষ্ঠান ব্রহ্ম সমানসত্তাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মও অনাদি এবং সংস্কারও অনাদি বলিয়া অধিষ্ঠান ব্রহ্মের যাদৃশ সত্তা, সংস্কারেরও তাদৃশ সত্তা অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হয়। তাহার ফলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের ন্যায় সংস্কারও পরমার্থ সত্য হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। এই আপত্তি নিবারণ করা অদ্বৈতবেদান্তিগণের দুঃসাধ্য।

র্দুর্ব্বারত্বম্। ন চ স্বেনাধ্যস্ত এব স্বারোপহেতুরিতি বাচ্যম্, ভ্রমাৎ পূর্ব্বং স্বস্য কার্য্যানুমেয়সংস্কারস্য অধ্যস্তত্বাভাবেন অধ্যাসকারণত্বাসম্ভবাৎ। ন চ সংস্কারোঽজ্ঞাতো ব্যাবহারিকঃ স্বেনারোপিতঃ স্বাধ্যাসহেতুরস্ত্যেবেতি বাচ্যম্, অজ্ঞাতস্যাধ্যস্তত্বে মানাভাবেন পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ৫৭।

কিঞ্চ কো বা সংস্কারাশ্রয়ঃ, শুদ্ধং ব্রহ্ম বা জীবো বা? নাদ্যঃ, শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্যাধ্যাসকার্য্যত্বেনোত্তরভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ স্মর্য্যমাণারোপে সাদৃশ্যজ্ঞানস্যাপি হেতুত্বাৎ; প্রকৃতে তু নির্ব্বিশেষস্য অধিষ্ঠানস্য সাদৃশ্যাভাবাৎ কথমধ্যাসঃ? "ন তস্য প্রতিমাস্তীহ" ইতি নিষেধশ্রবণাৎ।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—সংস্কারের নিজের দ্বারা আরোপিত সংস্কারই সংস্কারের নিজের আরোপের কারণ। সুতরাং সংস্কার আরোপিত বলিয়া সত্য নহে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ ভ্রমরূপ কার্য্য হইলে পর সেই ভ্রমরূপ কার্য্যের দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার অনুমেয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ছিল বলিয়া জানা যায়। ভ্রমের পূর্ব্বে সেই কার্য্যানুমেয় সংস্কারকে আরোপিত বলা যাইতে পারে না। কারণ আরোপিত বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং ভ্রমের পূর্ব্বে কার্য্যানুমেয় সংস্কার আরোপিত হইতে পারে না বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"আরোপিত সংস্কারই সংস্কার আরোপের কারণ" তাহা আর সম্ভব হয়না। কারণ বলিয়া সংস্কারের সত্যতা স্বীকার করিতেই হয়; সংস্কারকে আরোপিত বলা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভ্রমের পূর্ব্বে অজ্ঞাত যে সংস্কার, সেই সংস্কারের ব্যাবহারিক সত্তা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং সংস্কারের নিজের দ্বারা আরোপিত অজ্ঞাত ব্যাবহারিক সংস্কারই সংস্কারের নিজের আরোপের কারণ হইয়া থাকে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ অজ্ঞাত সংস্কার আরোপিত ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। জ্ঞাত বস্তুরই আরোপ হইয়া থাকে; অজ্ঞাত বস্তুর কখনও আরোপ হয় না। সুতরাং অজ্ঞাত সংস্কার যে আরোপিত, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া ভ্রমরূপ কার্য্যের কারণভূত সংস্কার পরমার্থ সত্যই স্বীকার করিতে হয়। আর সংস্কার পরমার্থ সত্য হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। ৫৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে উক্ত সংস্কারের আশ্রয় কে হইবে? তাঁহাদের মতে কি শুদ্ধ ব্রহ্মই সংস্কারের আশ্রয়? অথবা জীব সংস্কারের আশ্রয়? তন্মধ্যে শুদ্ধ ব্রহ্ম সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারেন না; তাহা হইলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব ভঙ্গ হইয়া যায়। আর তাঁহাদের মতে জীবও সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারে না; কারণ তাঁহাদের মতে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইলে তবে জীবভাব হইয়া থাকে। সেই অধ্যাসের কারণ সংস্কার; সুতরাং সংস্কারকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিতে হইবে। তাহা হইলে অধ্যাসের কারণরূপে যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ, সেই সংস্কারের আশ্রয় অধ্যাসের পরে সিদ্ধ জীব হইবে কিরূপে? তাহা কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অধ্যাসের সামগ্রী সংস্কার সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাঁহাদের অভিমত অধ্যাস অসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—স্মর্য্যমাণ আরোপের প্রতি প্রধান ও অধিষ্ঠানের সাদৃশ্যজ্ঞানও কারণ হইয়া থাকে। যেমন প্রধানভূত রজত ও অধিষ্ঠানভূত শুক্তির সাদৃশ্য আছে বলিয়া শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে কিন্তু তাঁহাদের মতে অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ; কোন বিশেষ ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই; সুতরাং গুণক্রিয়াদিকৃত কোন সাদৃশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে

ন চ কল্পিতধর্ম্মেণ সাদৃশ্যমিতি বাচ্যম্, নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি তস্য অধ্যাসাধীনত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াত্বাপত্তেঃ। ন চানাদ্যবিদ্যারোপে ন সাদৃশ্যাপেক্ষেতি বাচ্যম্, জ্ঞানাজ্ঞানদ্বারাধিষ্ঠানস্যাপি অনপেক্ষাপত্ত্যা তস্য সত্যত্বাপত্তেঃ। ৫৮।

ন চ "পীতঃ শঙ্খঃ" ইতি সাদৃশ্যং বিনাপি ভ্রমঃ প্রতীয়ত ইতি বাচ্যম্, দ্রব্যত্বাদিনা তত্রাপি সাদৃশ্যধিয়ঃ সত্ত্বাৎ। ন চ প্রধানমাত্রবৃত্তিতয়া প্রাগবগতমধ্যাসকালে এবাধিষ্ঠানবৃত্তিতয়া গৃহীতং যৎ তদেব সাদৃশ্যং তত্র হেতুঃ। ন তু প্রাগেব প্রধানাধিষ্ঠানোভয়বৃত্তিতয়া গৃহীতং তস্য সংশায়কত্বাৎ।

থাকা সম্ভব নহে। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সাদৃশ্যশূন্য ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? "এই জগতে ব্রহ্মের সদৃশ কিছু নাই" এই শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মে সাদৃশ্য না থাকা শুনা যায়। অতএব সাদৃশ্য নাই বলিয়া ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমরা ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম্ম স্বীকার করিব; সেই কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মে সাদৃশ্য থাকা উপপন্ন হইবে। সুতরাং সেই সাদৃশ্যমূলে ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইতে পারিবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে যে কল্পিত ধর্ম্ম স্বীকার করা হইবে, সেই কল্পিত ধর্ম্মও অধ্যাসের অধীন অর্থাৎ অধ্যাসের অপেক্ষা করে; অধ্যাস হইলে ত ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম্ম আছে বলা যাইবে; এই জন্য "অধ্যাসের সিদ্ধি হইলে কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা সাদৃশ্যের সিদ্ধি হইবে এবং কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা সাদৃশ্যের সিদ্ধি হইলে অধ্যাসের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মে সাদৃশ্য থাকা অদ্বৈতবেদান্তিগণ উপপন্ন করিতে পারেন না।

আর "অবিদ্যার আরোপ অনাদি বলিয়া তাহাতে কারণের অপেক্ষা নাই; কারণ ব্যতীতই অনাদি অবিদ্যারোপ আছে; সুতরাং অনাদি অবিদ্যারোপে সাদৃশ্যের অপেক্ষা নাই" ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না। কারণ অনাদি অবিদ্যারোপে যদি সাদৃশ্যাদি কারণের অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই স্বীকার করিতে হয়। আর অনাদি অবিদ্যারোপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা না থাকিলে অনাদি আবিদ্যারোপ পরমার্থ সত্য হইয়া পড়িবে। কারণ অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া আরোপের কারণ হয় এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া আরোপনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। অনাদি অবিদ্যারোপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা না থাকিলে সেই আরোপনিবৃত্তি কোন কালেই সম্ভব হইবে না। সুতরাং অনাদি অবিদ্যারোপ পরমার্থ সত্য হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং তাঁহাদের মতে সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ৫৮।

আমাদের বক্তব্য এই যে—"শুক্তিরজত" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমে অবশ্যই সাদৃশ্যজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সাদৃশ্য থাকিলেই নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে; নতুবা নিরুপাধিক ভ্রম হয় না। আর "রক্ত স্ফটিক" ইত্যাদি সোপাধিক ভ্রমে অপর সাদৃশ্যের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্ততঃ দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যমূলেই সোপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রম হইলেই তাহাতে প্রধান ও অধিষ্ঠানের সত্য সাদৃশ্য থাকে।*

---

* নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভেদে ভ্রম দ্বিবিধ; উপাধির সান্নিধ্যপ্রযুক্ত যে ভ্রম হয়, তাহাকে সোপাধিক ভ্রম বলে। আর উপাধি ব্যতিরেকে যে ভ্রম হয়, তাহাকে নিরুপাধিক ভ্রম কহে। উপাধি শব্দের অর্থ—উপ—সমীপে স্বধর্ম্মম্ আদধাতি ইতি উপাধি। যে বস্তু স্বসন্নিহিত ধর্ম্মীতে স্বধর্ম্মের আসঞ্জন করে, তাহাকে উপাধি বলে। স্বসন্নিহিত ধর্ম্মীতে স্বধর্ম্ম আসঞ্জকত্বই উপাধিত্ব। যেমন জবাকুসুম-স্বসন্নিহিত স্ফটিকাদিতে স্বধর্ম্ম লৌহিত্যের আসঞ্জন করে বলিয়া স্ফটিকলৌহিত্যে জবাকুসুম উপাধি। স্ফটিকের শিলা স্বভাবতঃ শুভ্র; জবাকুসুমাদির সান্নিধ্যপ্রযুক্ত সেই স্ফটিকশিলা রক্তাদিরূপে প্রতীত হয়। জবাকুসুমগত লৌহিত্যই স্ফটিকশিলাদিগতরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্য স্ফটিকশিলার লৌহিত্য

দ্রব্যত্বং তু উভয়বৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতমিতি বাচ্যম্, চাকচিক্যাদেঃ শুক্তিরূপ্যোভয়বৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতত্বেঽপি শুক্তৌ রূপ্যত্বাদ্যারোপদর্শনাৎ। আরোপ্যবিরোধিকোট্যন্তরোপস্থিত্যভাবেন সংশায়কত্বাসম্ভবাৎ। ৫৯।

এক্ষণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাদৃশ্য থাকা উপপন্ন করিতে না পারিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভ্রমে সাদৃশ্য থাকিতেই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। সোপাধিক ভ্রমে ত সাদৃশ্য থাকেই না ; পরন্ত নিরুপাধিক ভ্রমেও সর্ব্বত্র সাদৃশ্য থাকিতে দেখা যায় না। যেমন সাদৃশ্য ব্যতীতই "পীত শঙ্খ" এইরূপ নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং সাদৃশ্য না থাকিলেও যখন ভ্রম হইতে দেখা যায়, তখন ব্রহ্মে সাদৃশ্য না থাকিলেও তাঁহাতে অবিদ্যাদির অধ্যাস উপপন্ন হইতে কোন বাধা নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছেই। সুতরাং সেই দ্রব্যত্বাদি সাদৃশ্যমূলে "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রধানে আছে বলিয়া জানা থাকে এবং ভ্রমকালেই অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মের সাদৃশ্যই নিরুপাধিক কোন কোন ভ্রমে কারণ হয়। কিন্তু যে ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রধান ও অধিষ্ঠান উভয়ে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মের সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে ; সেই সাদৃশ্য সংশয়েরই কারণ। সেই সাদৃশ্যমূলে সংশয় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে, তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি স্থলে দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্ম প্রধান ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া পূর্ব্বেই জানা থাকে। সুতরাং দ্রব্যত্বাদি-ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে ; কিন্তু ঐ দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানরূপে সংশয়েরই কারণ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ চাকচিক্যাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য শুক্তি ও রজত উভয়েই আছে বলিয়া পূর্ব্বেই জানা থাকিলেও শুক্তিতে রজতের আরোপ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"যে ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রধানে ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে, তাহা সংশয়ের কারণ" ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ কথা এই যে—শুক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রমে আরোপ্য রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধী পক্ষ রজতত্বাদির অভাব কিংবা শুক্তিত্বাদি ধর্ম্মের উপস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান হয় না বলিয়া ঐ

সোপাধিক। লৌহিত্য স্ফটিকশিলার নিজস্ব ধর্ম্ম নহে। এইজন্য স্ফটিকশিলার লৌহিত্যপ্রতীতি ভ্রম। এই ভ্রম সোপাধিক। ন্যায়শাস্ত্রে যে উপাধির বিচার করা হইয়াছে, তাহাও প্রদর্শিতরূপ। স্বধর্ম্ম আসঞ্জকত্বই উপাধিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। জবাকুসুমাদি উপাধি যেমন স্ফটিকাদিতে স্বধর্ম্ম লৌহিত্যাদির আসঞ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্রেও উপাধি স্বসমীপবর্ত্তী হেতুতে অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ হেতুতে স্বধর্ম্ম সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তির আসঞ্জন করিয়া থাকে বলিয়া জবাকুসুমাদির মতই উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধ্যসমব্যাপ্তিক ধর্ম্মকে উপাধি বলেন, তাঁহাদের মতেই উপাধিপদ অনুগতার্থ হইয়া থাকে। এই মতটি আচার্য্য উদয়নের সম্মত। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যসমব্যাপ্তিক উপাধি না বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক ধর্ম্মকেই উপাধি বলিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের মতে উপাধিপদ পরিভাষামাত্র। সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক হইলে সমব্যাপ্য হয়। আর যাহা কেবল ব্যাপক, তাহাতে সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহা সাধ্যের ব্যাপ্য নহে। উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে উপাধি হেতুতে স্বধর্ম্ম ব্যাপ্তির আসঞ্জনও করিতে পারে না। উপাধির দূষকতাতে উপাধির সাধ্যব্যাপ্যত্ব অনাবশ্যক ; কেবল সাধ্যের ব্যাপকত্বই আবশ্যক। এইজন্যই নবীন নৈয়ায়িকগণ অনপেক্ষিত বলিয়া উপাধির সাধ্যব্যাপ্যত্ব স্বীকার করেন নাই।

যাহা হউক, সোপাধিক অধ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। নিরুপাধিক অধ্যাসে উপাধির সান্নিধ্য থাকে না। যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাস। শুক্তিতে রজতের অধ্যাসকালে শুক্তিতে রজতের সান্নিধ্যের আবশ্যকতা নাই। শুক্তিসন্নিহিত রজতের ধর্ম্ম শুক্তিতে আরোপিত হয় না। রজতানুভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই অধ্যাসের অপর কারণ থাকিলে রজতের অধ্যাস হইয়া থাকে।

ন চ সাদৃশ্যজ্ঞানস্য ন সংস্কারোদ্বোধকতয়া ভ্রমহেতুত্বনিয়মঃ, তদভাবেঽপি তদদৃষ্টাদিনা তদুদ্বোধসম্ভবাৎ ইতি বাচ্যম্, ফলানুমেয়স্যাজ্ঞাতস্যাদৃষ্টস্য আরোপাৎ প্রাক্ সত্ত্বে মানাভাবাৎ। ননু আরোপস্য দোষানপে-

---

চাকচিক্যাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য সংশয়ের কারণ হয় না। অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মীর জ্ঞানমাত্রই কেবল সংশয়ের কারণ নহে ; কিন্তু অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য যে পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ প্রতীতি, তাহাই সংশয়ের কারণ। শুক্তিরজতভ্রমে রজতত্বের বিরোধী রজতত্বাভাব কিম্বা শুক্তিত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহা সংশয় নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমীচীন নহে।৫৭।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—সাদৃশ্যজ্ঞান সাক্ষাৎ ভ্রমের কারণ নহে ; যেহেতু তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধ করিয়া কদাচিৎ সংস্কাররূপ ভ্রমসামগ্রীর সম্পাদকরূপে ভ্রমের পরম্পরা কারণ হইয়া থাকে। আর সংস্কারের উদ্বোধ কেবল সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারাই হয় না ; কারণ সাদৃশ্যজ্ঞান না থাকিলেও অদৃষ্টাদির দ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারই বলিয়াছেন—'স্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক সাদৃশ্য, অদৃষ্ট, চিন্তা প্রভৃতি'।*

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না অর্থাৎ অদৃষ্টাদিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিতে পারেন না ; কারণ—কার্য্যদর্শনের দ্বারা কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে অদৃষ্টও ফলদর্শনের পরে অনুমিত হইবে। আরোপের পূর্ব্বে সংস্কারের জনকরূপে সেই অজ্ঞাত অদৃষ্টাদি যে থাকে, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেই ঐরূপ কল্পনা করা যাইত।

অপর কথা এই যে—প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃ ইহাই সমস্ত মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অপ্রমামাত্রই অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানমাত্রই দোষজন্য ইহাই আস্তিকগণের সিদ্ধান্ত। জ্ঞান স্বভাবতঃই অপ্রমা ইহা বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধগণ অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্ববাদী।†

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—সাদৃশ্যাদি দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম স্বভাবতঃই অপ্রমা এই কথাই বলা হয়। আর তাহা হইলে সেই ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থজ্ঞানের অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ভ্রম দোষজন্য না

---

* এই চিন্তা প্রভৃতি পদে আরও কি কি হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহা গৌতমসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে বলা হইয়াছে—যথা—"প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাসলিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য-পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সম্বন্ধানন্তর্য্য-বিয়োগৈককার্য্য-বিরোধাতিশয়-প্রাপ্তি-ব্যবধান-সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষ-ভয়ার্থিত্ব-ক্রিয়া-রাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ" ইতি।

† প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্বের বিচার অতি গহন ও অতি বিশাল। মীমাংসাদর্শনের শ্লোকবার্ত্তিকে ও ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্যটীকা, পরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রামাণ্যবাদ পরিচ্ছেদে এই বিচার অতি বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। "প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্" এই বাৎস্যায়নভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রমাত্বের অবধারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব সম্বন্ধে দিক্ দর্শন হিসাবে দুই একটি কথা বলিব।

বৌদ্ধগণ প্রমাত্বের পরতস্ত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও অপ্রমাত্বের পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ "অবিসম্বাদকং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্ অতএব অনধিগতবিষয়কং প্রমাণম্" (ধর্ম্মোত্তরকৃত ন্যায়বিন্দুটীকা ৩ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত) অর্থাৎ অবিসম্বাদী জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান—অবিসম্বাদী জ্ঞানত্বই প্রমাণত্ব ; অতএব অনধিগতবিষয়ক জ্ঞান প্রমাণ ইহা বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যথার্থানুভবত্বই প্রমাত্ব বলিয়াছেন। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বই যথার্থত্ব।

দ্রব্যত্বং তু উভয়বৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতমিতি বাচ্যম্, চাকচিক্যাদেঃ শুক্তিরূপ্যোভয়বৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতত্বেঽপি শুক্তৌ রূপ্যত্বাদ্যারোপদর্শনাৎ। আরোপ্যবিরোধিকোট্যন্তরোপস্থিত্যভাবেন সংশায়কত্বাসম্ভবাৎ। ৫৯।

এক্ষণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাদৃশ্য থাকা উপপন্ন করিতে না পারিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভ্রমে সাদৃশ্য থাকিতেই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। সোপাধিক ভ্রমে ত সাদৃশ্য থাকেই না; পরন্তু নিরুপাধিক ভ্রমেও সর্ব্বত্র সাদৃশ্য থাকিতে দেখা যায় না। যেমন সাদৃশ্য ব্যতীতই "পীত শঙ্খ" এইরূপ নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং সাদৃশ্য না থাকিলেও যখন ভ্রম হইতে দেখা যায়, তখন ব্রহ্মে সাদৃশ্য না থাকিলেও তাঁহাতে অবিদ্যাদির অধ্যাস উপপন্ন হইতে কোন বাধা নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছেই। সুতরাং সেই দ্রব্যত্বাদি সাদৃশ্যমূলে "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রধানে আছে বলিয়া জানা থাকে এবং ভ্রমকালেই অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মের সাদৃশ্যই নিরুপাধিক কোন কোন ভ্রমে কারণ হয়। কিন্তু যে ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রধান ও অধিষ্ঠান উভয়ে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মের সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে; সেই সাদৃশ্য সংশয়েরই কারণ। সেই সাদৃশ্যমূলে সংশয় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"পীত শঙ্খ" প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে, তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ "পীত শঙ্খ" প্রভৃতি স্থলে দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্ম প্রধান ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া পূর্ব্বেই জানা থাকে। সুতরাং দ্রব্যত্বাদি-ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে; কিন্তু ঐ দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানরূপে সংশয়েরই কারণ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ চাকচিক্যাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য শুক্তি ও রজত উভয়েই আছে বলিয়া পূর্ব্বেই জানা থাকিলেও শুক্তিতে রজতের আরোপ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"যে ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রধানে ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে, তাহা সংশয়ের কারণ" ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ কথা এই যে—শুক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রমে আরোপ্য রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধী পক্ষ রজতত্বাদির অভাব কিংবা শুক্তিত্বাদি ধর্ম্মের উপস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান হয় না বলিয়া ঐ

সোপাধিক। লৌহিত্য স্ফটিকশিলার নিজস্ব ধর্ম্ম নহে। এইজন্য স্ফটিকশিলার লৌহিত্যপ্রতীতি ভ্রম। এই ভ্রম সোপাধিক। ন্যায়শাস্ত্রে যে উপাধির বিচার করা হইয়াছে, তাহাও প্রদর্শিতরূপ। স্বধর্ম্ম আসঞ্জকত্বই উপাধিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। জবাকুসুমাদি উপাধি যেমন স্ফটিকাদিতে স্বধর্ম্ম লৌহিত্যাদির আসঞ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্রেও উপাধি স্বসমীপবর্ত্তী হেতুতে অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ হেতুতে স্বধর্ম্ম সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তির আসঞ্জন করিয়া থাকে বলিয়া জবাকুসুমাদির মতই উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধ্যসমব্যাপ্তিক ধর্ম্মকে উপাধি বলেন, তাঁহাদের মতেই উপাধিপদ অনুগতার্থ হইয়া থাকে। এই মতটি আচার্য্য উদয়নের সম্মত। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যসমব্যাপ্তিক উপাধি না বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক ধর্ম্মকেই উপাধি বলিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের মতে উপাধিপদ পরিভাষামাত্র। সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক হইলে সমব্যাপ্য হয়। আর যাহা কেবল ব্যাপক, তাহাতে সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহা সাধ্যের ব্যাপ্য নহে। উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে উপাধি হেতুতে স্বধর্ম্ম ব্যাপ্তির আসঞ্জনও করিতে পারে না। উপাধির দূষকতাতে উপাধির সাধ্যব্যাপ্যত্ব অনাবশ্যক; কেবল সাধ্যের ব্যাপকত্বই আবশ্যক। এইজন্যই নবীন নৈয়ায়িকগণ অনপেক্ষিত বলিয়া উপাধির সাধ্যব্যাপ্যত্ব স্বীকার করেন নাই।

যাহা হউক, সোপাধিক অধ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। নিরুপাধিক অধ্যাসে উপাধির সান্নিধ্য থাকে না। যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাস। শুক্তিতে রজতের অধ্যাসকালে শুক্তিতে রজতের সান্নিধ্যের আবশ্যকতা নাই। শুক্তিসন্নিহিত রজতের ধর্ম্ম শুক্তিতে আরোপিত হয় না। রজতানুভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই অধ্যাসের অপর কারণ থাকিলে রজতের অধ্যাস হইয়া থাকে।

ন চ সাদৃশ্যজ্ঞানস্য ন সংস্কারোদ্বোধকতয়া ভ্রমহেতুত্বনিয়মঃ, তদভাবেঽপি তদদৃষ্টাদিনা তদুদ্বোধসম্ভবাৎ ইতি বাচ্যম্, ফলানুমেয়স্যাজ্ঞাতস্যাদৃষ্টস্য আরোপাৎ প্রাক্ সত্ত্বে মানাভাবাৎ। নন্বারোপস্য দোষানপে-

---

চাকচিক্যাদি ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য সংশয়ের কারণ হয় না। অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মীর জ্ঞানমাত্রই কেবল সংশয়ের কারণ নহে; কিন্তু অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য যে পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ প্রতীতি, তাহাই সংশয়ের কারণ। শুক্তিরজতভ্রমে রজতত্বের বিরোধী রজতত্বাভাব কিম্বা শুক্তিত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহা সংশয় নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমীচীন নহে।৫৭।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—সাদৃশ্যজ্ঞান সাক্ষাৎ ভ্রমের কারণ নহে; যেহেতু তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধ করিয়া কদাচিৎ সংস্কাররূপ ভ্রমসামগ্রীর সম্পাদকরূপে ভ্রমের পরম্পরা কারণ হইয়া থাকে। আর সংস্কারের উদ্বোধ কেবল সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারাই হয় না; কারণ সাদৃশ্যজ্ঞান না থাকিলেও অদৃষ্টাদির দ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারই বলিয়াছেন—'স্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক সাদৃশ্য, অদৃষ্ট, চিন্তা প্রভৃতি'।*

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না অর্থাৎ অদৃষ্টাদিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিতে পারেন না; কারণ—কার্য্যদর্শনের দ্বারা কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে অদৃষ্টও ফলদর্শনের পরে অনুমিত হইবে। আরোপের পূর্ব্বে সংস্কারের জনকরূপে সেই অজ্ঞাত অদৃষ্টাদি যে থাকে, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেই ঐরূপ কল্পনা করা যাইত।

অপর কথা এই যে—প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃ ইহাই সমস্ত মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অপ্রমামাত্রই অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানমাত্রই দোষজন্য ইহাই আস্তিকগণের সিদ্ধান্ত। জ্ঞান স্বভাবতঃই অপ্রমা ইহা বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধগণ অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্ববাদী।†

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—সাদৃশ্যাদি দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম স্বভাবতঃই অপ্রমা এই কথাই বলা হয়। আর তাহা হইলে সেই ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থজ্ঞানের অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ভ্রম দোষজন্য না

---

* এই চিন্তা প্রভৃতি পদে আরও কি কি হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহা গৌতমসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে বলা হইয়াছে—যথা—"প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাসলিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য-পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সম্বন্ধানন্তর্য্য-বিয়োগৈককার্য্য-বিরোধাতিশয়-প্রাপ্তি-ব্যবধান-সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষ-ভয়ার্থিত্ব-ক্রিয়া-রাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ" ইতি।

† প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্বের বিচার অতি গহন ও অতি বিশাল। মীমাংসাদর্শনের শ্লোকবার্ত্তিকে ও ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্যটীকা, পরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রামাণ্যবাদ পরিচ্ছেদে এই বিচার অতি বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। "প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্" এই বাৎস্যায়নভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রমাত্বের অবধারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব সম্বন্ধে দিক্ দর্শন হিসাবে দুই একটি কথা বলিব।

বৌদ্ধগণ প্রমাত্বের পরতস্ত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও অপ্রমাত্বের পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ "অবিসম্বাদকং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্ অতএব অনধিগতবিষয়কং প্রমাণম্" (ধর্ম্মোত্তরকৃত ন্যায়বিন্দুটীকা ৩ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত) অর্থাৎ অবিসম্বাদী জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান—অবিসম্বাদী জ্ঞানত্বই প্রমাণত্ব; অতএব অনধিগতবিষয়ক জ্ঞান প্রমাণ ইহা বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যথার্থানুভবত্বই প্রমাত্ব বলিয়াছেন। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বই যথার্থত্ব।

ক্ষোৎপত্তিস্বীকারে তন্নিষ্ঠস্যাপ্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বমাপদ্যেত ইতি চেন্ন, অনাদ্যবিদ্যাধ্যাসস্য দোষানপেক্ষত্বাৎ। সাদ্যধ্যাসস্য অবিদ্যাদোষজন্যত্বাৎ ন অপ্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বম্। ন চাবিদ্যাধ্যাসস্য অনাদিত্বেন দোষানপেক্ষাবদধিষ্ঠানস্যাপি অনপেক্ষাপাত ইতি বাচ্যম্, জনকত্বেনানপেক্ষত্বেঽপি অধ্যাসমাত্রস্য সাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ তদাশ্রয়তয়া তদপেক্ষণাদিতি চেন্ন, অধ্যাসমাত্রস্য দোষজন্যত্বদর্শনাৎ অবিদ্যাধ্যাসস্যাপি অনাদিত্বাসম্ভবাৎ। ৬০।

কিঞ্চ যত্রাধ্যাসত্বং তত্র সাদিত্বং শুক্তিরূপ্যাদিবৎ, যত্র অনাদিত্বং তত্র নাধ্যাসত্বম্ আত্মবৎ—ইত্যন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তিবৎ অনাদ্যধ্যাসে ব্যাপ্ত্যদর্শনাৎ। অপি চ পুরোবর্ত্তিনি ইন্দ্রিয়সংযুক্তে এব

হইয়াও যদি অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় স্বীকার করিলে বৌদ্ধসম্মত অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্বের আপত্তি অদ্বৈতবেদান্তিগণের অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর যদি তাঁহারা দোষজন্য ভ্রম হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই দোষও অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইতে হইবে বলিয়া সেই ভ্রমও অপর দোষজন্য বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

এইরূপ আপত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অনাদি বলিয়া অবিদ্যাধ্যাসে দোষের অপেক্ষা নাই। অনাদি অবিদ্যাধ্যাস দোষজন্য নহে। যাহা অনাদি, তাহা জন্যই নহে; তাহা আবার দোষজন্য হইবে কিরূপে? সাদি অধ্যাসই অর্থাৎ ভ্রমই দোষজন্য হইয়া থাকে। সাদি অধ্যাস অবিদ্যারূপ দোষজন্য। সাদি অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য বলিয়া অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্বের আপত্তি হইতে পারে না। আর অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া তাহাতে অপ্রামাণ্যে স্বতস্ত্বের আপত্তি করাই যাইতে পারে না; কারণ জন্য জ্ঞানেই প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্বের প্রসঙ্গ হয়। অবিদ্যাধ্যাস জন্যই নহে; উহা অনাদি। অবিদ্যাধ্যাস বাধিত হয় বলিয়াই তাহার অপ্রামাণ্য। আর সাদি অধ্যাস অবিদ্যারূপ দোষজন্য; সেই অবিদ্যা অনাদি বলিয়া অনবস্থাদোষের সম্ভাবনাই নাই।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে এই আপত্তিও করা যাইবে না যে—অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া যেমন তাহাতে দোষের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ অবিদ্যাধ্যাসে অধিষ্ঠানেরও অপেক্ষা না থাকুক; আর তাহার ফলে অবিদ্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মেরও সিদ্ধি না হউক, এইরূপ আপত্তি করা যাইবে না; কারণ অবিদ্যাধ্যাসে জনকত্বরূপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা না থাকিলেও আশ্রয়ত্বরূপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। অধ্যাসমাত্রই কোনও না কোনও আশ্রয়ে হইতে দেখা যায়। আশ্রয় ব্যতীত কোন অধ্যাসই হইতে পারে না। যাহা আশ্রয়, তাহাই অধিষ্ঠান; সুতরাং অবিদ্যাধ্যাসের আশ্রয়ত্বরূপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। আর অবিদ্যাধ্যাসের সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্ম।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের পূর্ব্বপ্রদর্শিত বাক্যসকল সমীচীন নহে, কারণ অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য হইতে দেখা যায় অর্থাৎ অধ্যাসমাত্রের প্রতি দোষাদিই কারণ। দোষাদিরূপ কারণ ব্যতীত অধ্যাসরূপ কার্য্য কখনও হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য অর্থাৎ অবিদ্যাধ্যাসকেও দোষজন্য বলিতে হয় বলিয়া অবিদ্যাধ্যাস অনাদি হইতেই পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাধ্যাসকে অনাদি বলিয়া যে সকল দোষের পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল দোষ অপরিহার্য্য। ৬০।

আরও কথা এই যে—যাহাতে অধ্যাসত্ব থাকে, তাহাতে সাদিত্ব থাকে; যেমন শুক্তিরজত। শুক্তিরজতে অধ্যাসত্ব আছে, সুতরাং তাহাতে সাদিত্ব আছে; ইহা অন্বয়ব্যাপ্তি। আর যাহাতে অনাদিত্ব থাকে, তাহাতে অধ্যাসত্ব থাকে না; যেমন—আত্মা। আত্মাতে অনাদিত্ব আছে, সুতরাং তাহাতে অধ্যাসত্ব নাই; ইহা ব্যতিরেক-

বিষয়ে বিষয়ান্তরাধ্যাসদর্শনাৎ কথমবিষয়ে চেতনে অধ্যাসঃ সম্ভবতীতি। নন্থ ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ, তত্বঞ্চাস্মৎপ্রত্যয়োঽহমিত্যধ্যাসঃ তত্র ভাসমানত্বম্, অস্মদর্থশ্চিদাত্মা প্রতিবিম্বত্বেন যত্র প্রতীয়তে, সোঽস্মৎপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তত্র ভাসমানত্বমিতি চেন্ন, অধ্যাসে সতি ভাসমানত্বং তস্মিংশ্চ সত্যধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বাপত্তেঃ। ন চানাদিত্বান্নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্, অনাদিত্বস্য হেতোর্নিরস্তত্বাৎ।

ব্যাপ্তি। এই অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি যেমন সাদি অধ্যাসে আছে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অনাদি অধ্যাসে সেইরূপ কোন ব্যাপ্তি আছে বলিয়া দেখা যায় না। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাধ্যাসকে অনাদি বলিতে পারেন না।

অপর কথা এই যে—পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইতে দেখা যায়। দৃশ্য বস্তমাত্রই বিষয়; বিষয় পরাধীনপ্রকাশ ও অংশবান্; এইজন্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় সামান্যরূপে জ্ঞাত ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত হইলে তাহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সম্বন্ধ না হইলে অধ্যাস হইতে পারে না। কিন্তু চিদাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম পরাধীনপ্রকাশ নহেন; চিদাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ ও নিরংশ; সুতরাং চিদাত্মা অবিষয় অর্থাৎ দৃশ্যবস্তু নহেন। আর চিদাত্মা অবিষয় বলিয়াই তাঁহাতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ এবং সামান্যরূপে জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে তাদৃশ অবিষয় চিদাত্মাতে দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? চিদাত্মা অবিষয় বলিয়া তাঁহাতে দৃশ্য বিষয়ের আরোপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ কখনই কল্পনা করিতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—চিদাত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোন প্রকারেই বিষয় হন না, তাহা নহে; কারণ চিদাত্মার (জীবাবস্থায়) অস্মৎপ্রত্যয়ে বিষয়তা আছে অর্থাৎ চিদাত্মা জীবাবস্থায় "অহং" এইরূপ জ্ঞানে বিষয় হইয়া থাকেন। অস্মৎপ্রত্যয় অর্থ—"অহং" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান। অস্মৎপ্রত্যয়ে বিষয়তা অর্থ—"অহং" এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে ভাসমানতা। অস্মৎপদের অর্থ চিদাত্মা প্রতিবিম্বরূপে যাহাতে প্রতীত হন, তাহাই অস্মৎপ্রত্যয় অর্থাৎ অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারে ভাসমানতাই চিদাত্মার বিষয়তা অর্থাৎ চিদাত্মা অহঙ্কারাধ্যাসে বিষয় হইয়া থাকেন। সুতরাং চিদাত্মাকে একেবারে অবিষয় বলা যায় না। আর চিদাত্মা প্রদর্শিতরূপে অহঙ্কারাধ্যাসের বিষয় হন বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে আপত্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ ঐরূপ বলিলে "অধ্যাস হইলে চিদাত্মার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়তা হইবে এবং চিদাত্মার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়তা হইলে অধ্যাস হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর "অহঙ্কারাধ্যাস অনাদি বলিয়া উক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই" ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য হয় বলিয়া কোন অধ্যাসই যে অনাদি হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ অহঙ্কারাধ্যাসকে অনাদি বলিয়া প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার করিতে পারেন না। অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য বলিয়া সাদি; অনাদি নহে।

আরও কথা এই যে—অহঙ্কারের অধ্যাস হইলে তাহার পরেই অস্মৎপ্রত্যয় অর্থাৎ "অহং" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। তাহা হইলে প্রথম অহঙ্কারাধ্যাসে অস্মৎপ্রত্যয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে? আদি অহঙ্কারাধ্যাসেও ত অস্মৎপ্রত্যয়ের প্রতীতি আবশ্যক; কারণ অস্মৎপ্রত্যয়ে ভাসমানতাই চিদাত্মার বিষয়তা। চিদাত্মা বিষয় হইলে ত অহঙ্কারাধ্যাস হইতে পারিবে। এই আপত্তির নিরাস অদ্বৈতবেদান্তিগণ কোনরূপে করিতে পারিবেন না। এই আশঙ্কা থাকিয়াই যাইবে অর্থাৎ চিদাত্মার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়তা অহঙ্কারাধ্যাসজন্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে

কিঞ্চাস্মৎপ্রত্যয়স্য অহঙ্কারাধ্যাসোত্তরভাবিত্বেন আদ্যাধ্যাসে কথং প্রতীতিরিত্যাশঙ্কায়া নিরূঢ়ত্বাৎ ভাসমানত্বস্য অহঙ্কারাধ্যাসজন্যত্বেন অধ্যাসসময়ে ভাসমানতায়াং মানাভাবাদিত্যর্থঃ। ৬১।

কিঞ্চ আত্মনো বিষয়ত্বাঙ্গীকারে "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মু—৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতীনামাত্মা-বিষয়ত্বরূপব্যাখ্যানস্য ভবতাং সিদ্ধান্তিতস্য ভঙ্গাৎ। ভবতাং সিদ্ধান্তে বিষয়স্য মিথ্যাত্বাঙ্গীকারেণাত্মনো মিথ্যাত্বস্যাবশ্যম্ভাবাচ্চ। আত্মা মিথ্যা অস্মৎপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ তব মতে অহঙ্কারবৎ—ইত্যনুমানাৎ।

কিঞ্চ শুক্তিরূপ্যাদি ভ্রমস্থলে সর্ব্বত্র দোষসম্প্রয়োগসংস্কারাদীনামধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বস্য অধ্যস্তাধিক-সত্তাকত্বস্য চ দর্শনাৎ কথমধ্যাসঃ। ননু পুরোবর্ত্তিনি ইন্দ্রিয়সংযুক্তে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরাধ্যাস ইতি

আদি অধ্যাসকালে চিদাত্মার ভাসমানতা কিরূপে হইবে? আদি অধ্যাসকালে চিদাত্মার ভাসমানতায় কোনও প্রমাণ নাই। অথচ আদি অধ্যাসকালে চিদাত্মার ভাসমানতা না থাকিলে অর্থাৎ চিদাত্মা বিষয় না হইলে সেই আদি অধ্যাস হইতেই পারিবে না। ৬১।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি চিদাত্মার বিষয়তা স্বীকার করেন অর্থাৎ চিদাত্মা বিষয় হন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে "চিদাত্মা চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও গৃহীত হন না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্যাখ্যাকালে তাঁহারা যে চিদাত্মাকে অবিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বিষয়ের মিথ্যাত্ব স্বীকার করা হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতে চিদাত্মাও যদি বিষয় হন, তাহা হইলে অবশ্যই চিদাত্মারও মিথ্যাত্ব হইয়া পড়িবে। এই বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে—আত্মা মিথ্যা, যেহেতু আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়; যাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় হয়, তাহাই মিথ্যা; যেমন অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে অহঙ্কার মিথ্যা।

আরও কথা এই যে—শুক্তিরজত প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমস্থলেই দোষ, ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ ও সংস্কার প্রভৃতি কারণসমূহকে অধিষ্ঠানের সমানসত্তাবিশিষ্ট এবং অধ্যস্ত বিষয় হইতে অধিকসত্তাবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসে তাহা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাদের মতে অধ্যাস হইবে কিরূপে? যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপই কল্পনা করা যাইতে পারে; দৃষ্টবিপরীত কল্পনা করা সমীচীন নহে। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তিত অধ্যাস উপপন্ন হয় না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"সম্মুখবর্ত্তী ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয়ে বিষয়ান্তরের অধ্যাস হয় না" এইরূপ কোনও নিয়ম নাই; কারণ—আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; তথাপি সেই প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আকাশে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নীল, তল, মলিনতা প্রভৃতি অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হইতে দেখা যায়। সেইরূপ আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মবস্তুর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হইতে কোনও বাধা নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে "সম্মুখবর্ত্তী ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে" এইরূপ নিয়ম না থাকার প্রতি আকাশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আত্মাতে অনাত্মবস্তুর অধ্যাস উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবুদ্ধির অবিষয়ত্বরূপ হেতু ও দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ; কারণ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেক মহাভূতেই প্রত্যেক মহাভূত আছে। আকাশও পঞ্চীকৃত বলিয়া তাহাতে পৃথিব্যাদির গুণ রূপাদি থাকিতে কোন বাধা নাই; আকাশেও রূপাদি আছেই; এইজন্য আকাশে যে নীলাদির জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থই; ভ্রম নহে; নীলাদি আকাশে অধ্যস্ত নহে এবং আকাশ পঞ্চীকৃত

নাস্তি নিয়মঃ, অপ্রত্যক্ষেঽপি আকাশে বালানাং তলমলিনতাদ্যধ্যাসদর্শনাৎ; তথা প্রকৃতেঽপি যুক্তোঽধ্যাস ইতি চেন্ন, অসিদ্ধত্বাৎ হেতুদৃষ্টান্তয়োঃ। আকাশস্য পঞ্চীকৃতত্বেন রূপ্যাদিমত্ত্বস্যাবিরোধাৎ তত্র নীলাদিপ্রত্যয়স্য যথার্থত্বেন অধ্যস্তত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষযোগ্যত্বাচ্চ। তস্মাদনেন হেত্বাভাসেন নোক্তদোষা-দুদ্ধারঃ। অতোঽধ্যাসসামগ্র্যভাবান্নাধ্যাসসম্ভবঃ কারণাভাবে কার্য্যাভাবনিয়মাদিতি সংক্ষেপঃ। ৬২।

ইতি পরাভিমতাধ্যাসগিরেঃ সামগ্র্যুপপত্তিশিখরনিপাতঃ ॥

অথ চিদচিতোঃ সম্বন্ধস্যাপি দুর্নিরূপ্যত্বাৎ অধ্যাসাসিদ্ধিঃ। নন্বু সর্ব্বস্যাপি দৃশ্যস্য দৃশি হ্যধ্যস্তত্বাৎ তয়োস্তু আধ্যাসিকসম্বন্ধযোগে অন্যতরস্য মিথ্যাত্বং ভাব্যম্, দৃশো মিথ্যাত্বাসম্ভবেন দৃশ্যস্যৈব মিথ্যাত্বম্।

বলিয়া প্রত্যক্ষের যোগও বটে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত আকাশ-দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত না হইয়া প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হওয়ায় উহা অসিদ্ধ হইয়া পড়িল এবং ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বরূপ হেতু আকাশে না থাকায় উহা অসিদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়া পড়িল। অতএব এইরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা আমরা যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসে অধ্যাসের সামগ্রী নাই বলিয়া অধ্যাস সম্ভব নহে। যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। অধ্যাসসামগ্রীরূপ কারণ না থাকায় তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসরূপ কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। ৬২।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থবিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত অধ্যাসের সামগ্রীনিরাস ॥

অনন্তর চিৎ ও অচিতের অর্থাৎ দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বলিয়াও যে অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসিদ্ধ, তাহাই বলা হইতেছে। ঐ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধকে সংযোগ বলা যায় না; কারণ—আত্মস্বরূপ জ্ঞানের গুণাদিতে সংযোগ সম্ভব নহে। দ্রব্যদ্বয়েরই সংযোগসম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধকে সমবায়ও বলা যায় না; কারণ জ্ঞান আত্মার গুণ নহে; কিন্তু আত্মস্বরূপ। গুণই সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। আর জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধকে বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধও বলা যায় না; কারণ সম্বন্ধ দ্বিনিষ্ঠ অর্থাৎ উভয়নিষ্ঠ হইয়া থাকে; জ্ঞানে বিষয়িত্ব ও জ্ঞেয়ে বিষয়ত্ব থাকে বলিয়া বিষয়বিষয়িভাব দ্বিনিষ্ঠ হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ বলা যায় না। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসিদ্ধ।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃশ্য বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ উপপাদন করা যায় না ইহা সত্য। এইজন্যই আমরা সমস্ত দৃশ্য বস্তুই দৃক্‌এ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে অধ্যস্ত বলিয়া থাকি। সুতরাং দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ। দৃক্ ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইলে ঐ উভয়ের মধ্যে একটির মিথ্যাত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। উভয়টি সত্য হইলে উভয়ের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক অর্থাৎ কাল্পনিক বলা যায় না। এই দৃক্ ও দৃশ্যের মধ্যে দৃক্ এর অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ জ্ঞানের মিথ্যাত্ব কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সুতরাং দৃশ্যেরই অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়েরই মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই জন্যই আমরা "বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরজতবৎ" এইরূপ মিথ্যাত্বসাধক অনুমান করিয়া দৃশ্যত্ব-হেতুকে মিথ্যাত্বের প্রযোজক বলিয়া থাকি। অতএব দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধই উপপন্ন হয় বলিয়া আমাদের সম্মত অধ্যাস অসিদ্ধ নহে।

তস্মাদাধ্যাসিকসম্বন্ধস্যৈবোপপত্তিরিতি চেন্ন, তব পক্ষে সর্ব্বস্যাপি দৃশ্যস্য ব্রহ্মরূপদৃগধ্যস্তত্বেঽপি কস্যচিৎ কদাচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি প্রকাশায় ত্বয়াপি তত্তৎসন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়জন্যবৃত্তিদ্বারকসম্বন্ধস্যানাবৃতদৃশি স্বীকারাৎ তস্য সত্যেঽপি অর্থে বৃত্তিদ্বারাসম্ভবেনাধ্যাসিকসম্বন্ধস্যাপ্রযোজকত্বাৎ। ন হি তব বিজ্ঞানবাদিনামিব তত্তজ্‌জ্ঞানে তত্তদর্থাধ্যাসস্বীকারঃ, শুদ্ধদৃশঃ স্বতো ভেদাভাবাৎ। উপাধিবিশিষ্টায়াশ্চ চিতো ভেদেঽপি ঘটাদিবৎ তস্যাপি মিথ্যাত্বেনাধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাৎ। ৬৩।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মরূপ দৃক্ অর্থাৎ জ্ঞান অনাবৃতস্বরূপ—সর্ব্বদা প্রকাশমান; সুতরাং তাঁহাতে দৃশ্য বস্তুমাত্রই অধ্যস্ত বলিয়া স্বীকার করিলে যে কোন পুরুষের নিকটেই যুগপৎ সমস্ত দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে, যেহেতু জ্ঞান এক; অথচ কোন পুরুষেরই জ্ঞানে যুগপৎ সমস্ত দৃশ্যবস্তুর প্রকাশ হয় না। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সমস্ত দৃশ্যবস্তুই ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে অধ্যস্ত হইলেও কোনও দৃশ্য বস্তুর কখনও কোনও পুরুষের নিকটে প্রকাশের নিমিত্ত অদ্বৈতবেদান্তিগণও সেই সেই দৃশ্য বস্তুতে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ সংলগ্ন ইন্দ্রিয়জন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, দৃক্ ও দৃশ্যের সেই বৃত্তিদ্বারক অর্থাৎ বৃত্তিসাপেক্ষক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। দৃক্ ও দৃশ্যের ঐরূপ বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ যখন অদ্বৈতবেদান্তিগণও স্বীকার করেন, তখন দৃশ্য পদার্থ সত্য হইলেও তাহার সহিত দৃক্‌এর অর্থাৎ জ্ঞানের ঐরূপ বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে, তাহাতে ত কোন বাধা নাই। আর তাহা হইলে দৃক্ ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের দৃক্ ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার ব্যর্থই হয় এবং তাঁহাদের সম্মত দৃশ্যের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না। আর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যেমন বিজ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিয়া সেই সেই পুরুষীয় জ্ঞানে সেই সেই দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ঐ আধ্যাসিক সম্বন্ধ বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়াই দৃশ্যবিষয় প্রকাশের নিয়ামক হয় বলেন, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ত সেইরূপ সেই সেই পুরুষীয় জ্ঞানে সেই সেই দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করা হয় না; কিন্তু ব্রহ্মরূপ দৃক্‌এ অর্থাৎ জ্ঞানে দৃশ্য বিষয়মাত্রের অধ্যাস স্বীকার করা হয় এবং বিষয়প্রকাশের নিমিত্ত দৃক্ ও দৃশ্যের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করেন বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করিয়া কেবল সেই সেই আধ্যাসিক সম্বন্ধের দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ উপপাদন করিতে পারেন। অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাহা পারেন না; কারণ অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ দৃক্‌এর অর্থাৎ জ্ঞানের কোন ভেদ নাই; শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ জ্ঞান এক। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ জ্ঞান নানা নহে বলিয়াই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত কেবল আধ্যাসিক সম্বন্ধের দ্বারাই বিষয়প্রকাশ-ব্যবস্থার উপপাদন করা যায় না। বিষয়প্রকাশব্যবস্থার উপাদনের নিমিত্ত দৃক্ ও দৃশ্যের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয়। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ জ্ঞানের ভেদ স্বীকার করা হইলেও জ্ঞেয় ঘটাদির ন্যায় ঐ উপাধিবিশিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা বলিয়া তাহার অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকত্ব সম্ভব হইতে পারে না অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য ঘটাদির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে না। সুতরাং বিষয়প্রকাশ-ব্যবস্থার উপপত্তির নিমিত্ত যখন দৃক্ ও দৃশ্যের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয়, তখন সত্য দৃশ্য বিষয়ের সহিতও জ্ঞানের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই বিষয়প্রকাশব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে দৃক্ ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা যে দৃশ্য বিষয়কে মিথ্যা বলেন, তাহাও আর সম্ভব হয় না। ৬৩।

আর ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির পূর্ব্বে দৃক্ ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ আছেই; তাহা হইলেও অজ্ঞানাবরণ বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঘটাদি দৃশ্য বিষয়ের প্রকাশ হয় না। কিন্তু যে দৃশ্য বিষয়ে

ন চ বৃত্তেঃ পূর্ব্বমাধ্যাসিকসম্বন্ধে সত্যপি ন প্রকাশঃ, বৃত্ত্যা ভগ্নাবরণচিত এব প্রকাশকত্বাদিতি বাচ্যম্, চরমসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ শুদ্ধস্যানভিব্যক্তত্বাদভিব্যক্তস্য চ ঘটাবচ্ছিন্নস্য মিথ্যাত্বাদাত্মাশ্রয়াপত্ত্যা চানধিষ্ঠানত্বাৎ। ন চ শুদ্ধবিষয়কমূলাজ্ঞানানিবৃত্তাবপি ঘটাদ্যাকারবৃত্ত্যা তূলাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা ঘটপ্রকাশোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, ঘটাকারবৃত্ত্যা বিষয়ীকৃতস্য চেতনস্য সত্যত্বে দৃশ্যত্বস্য ব্যভিচারাপত্তেঃ। মিথ্যাত্বে চ অধ্যস্তাধিকসত্তাকত্বাভাবেন অধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাৎ। ক্ষুদ্রাজ্ঞাননিবৃত্তাবপি মহাজ্ঞানাবৃতস্যাপ্রকাশকত্বাচ্চ। ৬৪।

সংলগ্ন ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা যে চৈতন্যের আবরণ বিনষ্ট হয়, সেই চৈতন্যই সেই ঘটাদি দৃশ্য বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। এইরূপেই আমাদের মতে বিষয়প্রকাশব্যবস্থার উপপত্তি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের মতে চরমসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে শুদ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া এবং তাঁহাদের প্রদর্শিতরূপে অভিব্যক্ত ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য মিথ্যা বলিয়া সেই সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য সেই সেই বিষয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারে না। আর ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হইলে ঘটাদি বিষয় ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া আত্মাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর ঘটাদি বিষয়ের সিদ্ধি হইলে চৈতন্যের ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইবে এবং ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য থাকিলে তাহাতে ঘটাদি বিষয়ের অধ্যাস হইবে এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়ে। এইরূপ আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে বলিয়াও ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অজ্ঞান দ্বিবিধ—মূলাজ্ঞান ও তূলাজ্ঞান। শুদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান মূলাজ্ঞান এবং ঘট-পটাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান তূলাজ্ঞান। চরমসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞানকালে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলেও ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা তূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার ফলে ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। আমাদের সিদ্ধান্তে এইরূপেই ঘটাদি-বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্য অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়প্রকাশক যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যের সত্যতা যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাতে দৃশ্যত্ব আছে বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানে দৃশ্যত্বরূপ হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া পড়ে অর্থাৎ ঘটাদিবিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্যের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহাতে দৃশ্যত্ব আছে বলিয়া দৃশ্যত্ব হেতুর দ্বারা আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিতে পারেন না। কারণ ঐ দৃশ্যত্ব বিষয়প্রকাশক সত্য চৈতন্যেও আছে বলিয়া ঐ দৃশ্যত্ব হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান করা যায় না। আর ঘটাদিবিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্যের মিথ্যাত্ব যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ বিষয়প্রকাশক চৈতন্য অধ্যস্ত ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া ঐ অধ্যস্ত ঘটাদি বিষয়ের সমানসত্তাবিশিষ্ট হইয়া পড়িবে; অধিকসত্তাবিশিষ্ট হইবে না; তাহা হইলে সেই চৈতন্যের অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকত্ব কোন মতেই সম্ভব হইবে না। অধিষ্ঠান অধ্যস্ত বিষয় হইতে অধিকসত্তাবিশিষ্টই হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অধ্যস্ত বিষয় হইতে অধিকসত্তাবিশিষ্ট না হইলে সেই অধিষ্ঠানের অধিষ্ঠানত্বই অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকত্বই উপপন্ন হয় না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তে আরও দোষ এই যে—ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা তূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ঐ ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান চৈতন্য মূলাজ্ঞানের দ্বারা

কিঞ্চ চিতো দৃশঃ প্রমাত্বমপ্রমাত্বং বা ? আদ্যে তস্যা দোষাজন্যত্বেন তদ্বিষয়স্য সত্যত্বাপত্ত্যা সত্যং প্রত্যধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ। দ্বিতীয়ে দোষজন্যত্বেন সুতরামধিষ্ঠানত্বাযোগাচ্চ। ননু দোষাজন্যত্বস্য ন প্রমাত্বে প্রযোজকত্বম্, চিতঃ সর্ব্বত্র দোষাজন্যত্বাৎ। কিন্তু দোষাজন্যবৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্বম্; প্রকৃতে তদভাবান্ন বিষয়স্য সত্যত্বমিতি চেন্ন, দোষজন্যবৃত্ত্যবচ্ছিন্নে মৃষাভূতে ঘটাদ্যধ্যাসাসম্ভবেন তস্য ঘটাদ্যপ্রকাশকত্বাৎ। ৬৫।

ননু জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ ক্লৃপ্তসংযোগসমবায়াদিসম্বন্ধাভাবাৎ কল্পিত এব কশ্চিৎ সম্বন্ধঃ স্বীকার্য্যঃ; স চ আধ্যাসিক এবেতি চেন্ন, ধ্বংসাদেরতীতাদিনা, মিথ্যাত্বলক্ষণান্তর্গতস্যাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনা, শক্তেঃ

আবৃত থাকিবে বলিয়া সেই ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারিবে না অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারিবে না। ৬৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ কি ঘটাদি বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানত্ব স্বীকার করেন ? অথবা অপ্রমাত্ব অর্থাৎ অযথার্থজ্ঞানত্ব স্বীকার করেন ? তাঁহারা যদি বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই বিষয়প্রকাশক জ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়া সেই জ্ঞানের বিষয়ও অবশ্যই সত্য হইবে। অসত্য বিষয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; তাহা হইলে অর্থাৎ বিষয় সত্য হইলে সেই সত্য বিষয়ের প্রতি সেই জ্ঞানের অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ প্রকাশকত্ব কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। সত্যবস্তু স্বয়ংসিদ্ধ। স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বিষয়ের কোন প্রকারেই অধিষ্ঠানের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের অপ্রমাত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই বিষয়প্রকাশক জ্ঞান দোষজন্য বলিয়া ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় অবশ্যই মিথ্যা হইবে। সত্য বিষয় অযথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্থাৎ বিষয়প্রকাশক জ্ঞান মিথ্যা হইলে তাহা ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হইতেই পারে না। মিথ্যা জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশক হইবে কিরূপে ?

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জ্ঞানের প্রমাত্বে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানত্বে দোষাজন্যত্ব প্রযোজক নহে; কারণ—চৈতন্য অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দোষাজন্য। স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান জন্যই নহে; তাহা আবার দোষজন্য হইবে কিরূপে ? কিন্তু দোষাজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্বই জ্ঞানের প্রমাত্বে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানত্বে প্রযোজক। সবিষয়ক জ্ঞানেরই প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জিজ্ঞাসা সম্ভব হয়। শুদ্ধজ্ঞান নির্ব্বিষয়ক; শুদ্ধজ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জিজ্ঞাসা সম্ভবই নহে। সুতরাং দোষাজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, তদবচ্ছিন্নত্বই জ্ঞানের প্রমাত্বে প্রযোজক এবং দোষজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, তদবচ্ছিন্নত্বই জ্ঞানের অপ্রমাত্বে প্রয়োজক। অতএব প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়প্রকাশক জ্ঞানে দোষাজন্য অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্ব নাই বলিয়া অর্থাৎ অবিদ্যাদোষজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্ব আছে বলিয়া উক্ত জ্ঞানের বিষয় সত্য নহে অর্থাৎ জ্ঞানের অবচ্ছেদক অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যাদোষজন্য হওয়ায় উক্ত জ্ঞানের বিষয় সত্য নহে; কিন্তু মিথ্যা। অতএব মিথ্যাভূত বিষয়ের প্রতি সত্য জ্ঞানের অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ প্রকাশকত্ব উপপন্নই হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে দোষজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞান মিথ্যা ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ দোষজন্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞান মিথ্যা হইলে সেই মিথ্যাভূত জ্ঞানে ঘটাদি বিষয়ের অধ্যাস কখনই সম্ভব নহে বলিয়া সেই মিথ্যাভূত জ্ঞান কখনই ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারিবে না। সুতরাং বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব কি অপ্রমাত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তের উপরে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, সেই দোষ অপরিহার্য্য। ৬৫।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অর্থাৎ দৃক্ ও দৃশ্যের সংযোগ-সমবায়াদি ক্লৃপ্ত কোন সম্বন্ধ

শক্যেন, অজ্ঞানস্যাজ্ঞেয়েন, ইচ্ছায়া ইষ্যমাণেন, ব্যবহারস্য ব্যবহর্তব্যেন, বাক্যস্য অর্থেন, বৃত্তিরূপজ্ঞানস্য জ্ঞেয়েন সম্বন্ধো ন বেতি ত্বদ্বাক্যোক্তসম্বন্ধাভাবস্য জ্ঞানেন আধ্যাসিকসম্বন্ধাভাবেঽপি সম্বন্ধান্তরবৎ জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরপি সম্বন্ধান্তরসম্ভবাৎ। ন চ মিথ্যাজগদন্তর্গতত্বাৎ উক্তসম্বন্ধানামপি মিথ্যাত্বমিতি বাচ্যম্, জগন্মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যা সম্বন্ধমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ, তন্মিথ্যাত্বসিদ্ধৌ জগতো মিথ্যাত্বসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ। চরমবৃত্তৌ ব্রহ্মণোঽধ্যাসাসম্ভবেন জ্ঞেয়াধ্যাসনিয়মভঙ্গাচ্চ। ৬৬।

ন চ তত্র জ্ঞানমেব জ্ঞেয়ে অধ্যস্তম্, জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ অন্যতরস্মিন্ অন্যতরাধ্যাসনিয়মাদিতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। ব্রহ্মণ্যধ্যস্তধিয়ো ব্রহ্মধীত্বম্ অঙ্গীক্রিয়তে ন বা? আদ্যে ঘটধিয়োঽপি তত্র অধ্যস্তায়াঃ

সম্ভব নহে বলিয়া কল্পিতই কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সম্বন্ধ ব্যতীত সবিষয়ক জ্ঞান সম্ভবই হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ আধ্যাসিকই অর্থাৎ কাল্পনিকই হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সমীচীন নহে; কারণ সংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই, অথচ আধ্যাসিক সম্বন্ধও বলা যায় না এইরূপ কোন কোন স্থলে যেমন তদ্ভিন্ন অপর সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়েরও সংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধ সম্ভব নহে বলিয়া অপর কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বলিতে হইবে কেন? যেমন—ধ্বংস ও প্রাগভাবের অতীত ও অনাগত বিষয়ের সহিত, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত মিথ্যাত্বলক্ষণের অন্তর্গত নিষেধরূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর সহিত, শক্তির শক্য বিষয়ের সহিত, অজ্ঞানের অজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত, ইচ্ছার ইষ্যমাণ বিষয়ের সহিত, ব্যবহারের ব্যবহর্তব্য বিষয়ের সহিত, বাক্যের অর্থের সহিত, চরমবৃত্তিরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়া থাকেন—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সত্য সম্বন্ধ নাই, সেই অদ্বৈতবেদান্তিগণোক্ত সম্বন্ধাভাবের তদ্বাক্যজন্য জ্ঞানের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ সম্ভব নহে এবং সংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনাও নাই; তথাপি যেমন সেই সেই স্থলে অপর সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অর্থাৎ দৃক্ ও দৃশ্যেরও অপর সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বলিতে হইবে কেন? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমীচীন নহে।

আর আমরা এই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ না হইয়া অপর সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে ইহা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তরূপে যে সকল সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সেই সকল সম্বন্ধও মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়া মিথ্যা, ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে "জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সম্বন্ধের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে এবং সম্বন্ধের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইলে জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আরও দোষ এই যে—যাহার পরে মোক্ষ হয়, সেই চরম অন্তঃকরণবৃত্তিও অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়া মিথ্যা; যাহা জ্ঞেয়, তাহাই মিথ্যা এবং জ্ঞেয়মাত্রেরই অধ্যাস হইয়া থাকে, জ্ঞানের অধ্যাস হয় না, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইলে মিথ্যা জ্ঞেয় চরম অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অধ্যাস সম্ভব হইবে না। অন্তঃকরণবৃত্তিতে ব্রহ্মের অধ্যাস না হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের "জ্ঞেয়েরই অধ্যাস হইয়া থাকে" এই প্রদর্শিত নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ৬৬।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—উক্ত স্থলে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চরম জ্ঞানই ব্রহ্মরূপ জ্ঞেয়ে অধ্যস্ত হয়; যেহেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে যে কোন একটির অধ্যাস হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। সুতরাং জ্ঞেয় ব্রহ্মে চরমবৃত্তিরূপ জ্ঞানের অধ্যাস অনুপপন্ন নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ—তাহা হইলে অর্থাৎ প্রদর্শিতরূপে জ্ঞানও জ্ঞেয়ে

ব্রহ্মধীত্বাপত্ত্যা তত এব মোক্ষাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে চানির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চাধ্যাসবিশেষঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়তায়াঃ প্রযোজকো ঘটাদিবুদ্ধৌ নাস্তীতি বাচ্যম্, করণবিষয়য়োঃ সম্বন্ধবিশেষস্যৈব জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ বিষয়তানিয়ামকত্বেন জ্ঞানজ্ঞেয়সম্বন্ধস্য বিষয়তাসমানযোগক্ষেমস্য বিষয়ত্বানিয়ামকত্বাৎ। অথ চরমজ্ঞানস্যান্তঃকরণাবচ্ছিন্ন এবাধ্যাসো ন শুদ্ধচিন্মাত্রে "অহং জানামি" ইতি প্রতীতেঃ, "শুদ্ধং জানাতি" ইত্যপ্রতীতেশ্চ।

অধ্যস্ত হয় স্বীকার করিলে তাহার উপরে আমরা বিকল্প করিয়া অর্থাৎ দুইটি পক্ষ করিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিব, তাহার সমাধান সম্ভব হইবে না বলিয়া ঐ সিদ্ধান্ত টিকিবে না। এইরূপ বিকল্প হইবে যে—ব্রহ্মে অধ্যস্ত চরম-জ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন কি না ? যদি তাঁহারা ব্রহ্মে অধ্যস্ত চরম-জ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মে অধ্যস্ত ঘটাদিজ্ঞানেরও ব্রহ্মজ্ঞানত্ব তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ চরমজ্ঞান ও ঘটাদিজ্ঞান উভয় জ্ঞানেরই অধিষ্ঠান এক ব্রহ্ম ; উভয় জ্ঞানই যখন ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তখন চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকৃত হইবে, ঘটাদিজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকৃত হইবে না, এইরূপ ত হইতে পারে না ; ঐরূপ হওয়ার কারণও কিছু নাই ; সুতরাং ঘটাদিজ্ঞানেরও ব্রহ্মজ্ঞানত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে ঘটাদিজ্ঞান হইতেই মোক্ষ হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। আর তাঁহারা যদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে ; চরমজ্ঞানও যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তবে মোক্ষ হইবে কিরূপে ? কোন কালেই মোক্ষ হইতে পারিবে না। মোক্ষের উপপত্তি হয় না বলিয়া এই দ্বিতীয়পক্ষও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মে অধ্যস্ত চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব আমরা স্বীকার করি। ঘটাদিজ্ঞান ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইলেও শুদ্ধব্রহ্মের বিষয়তার প্রযোজক চরমবৃত্তির অধ্যাসবিশেষ ঘটাদিজ্ঞানে নাই। এইজন্যই ঘটাদিজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব বলিয়া আপত্তি হইতে পারে না এবং ঘটাদিজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হওয়ার আপত্তিও হইতে পারে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অধ্যাসিক সম্বন্ধবিশেষকেই বিষয়তাবিশেষের নিয়ামক বলিয়া থাকেন বুঝা যায়। তাহা ত হইতে পারে না। করণ ও বিষয়ের যে সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধবিশেষই বিষয়তার নিয়ামক। আধ্যাসিক সম্বন্ধবিশেষ বিষয়তার নিয়ামক নহে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, করণ ও বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষই সেই আধ্যাসিক সম্বন্ধেরও নিয়ামক ইহা তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যখন স্বীকার করিতেই হয়, তখন তাঁহারা কি কারণে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধকে বিষয়তার নিয়ামক বলেন ? সুতরাং করণ ও বিষয়ের সম্বন্ধই বিষয়তার নিয়ামক ; আধ্যাসিক সম্বন্ধ বিষয়তার নিয়ামক নহে।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"শুদ্ধ ব্রহ্মের বিষয়তার প্রযোজক অধ্যাসবিশেষ ঘটাদিজ্ঞানে নাই", তাঁহাদের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত হয় নাই। যদি শুদ্ধ ব্রহ্মে চরমজ্ঞানের অধ্যাস হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে। তাহা ত হয় না। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেই চরমজ্ঞানের অধ্যাস হইয়া থাকে ; শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মে চরমজ্ঞানের অধ্যাস হয় না ; কারণ চরমজ্ঞানে "আমি জানি" এইরূপই প্রতীতি হয় ; "শুদ্ধব্রহ্ম জানে" "এইরূপ প্রতীতি হয় না।

"শু

পরোক্ষজ্ঞানে স্মৃতৌ প্রাতীতিকজ্ঞানে চ বিষয়াধ্যাসাভাবেন জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যাসিক-সম্বন্ধনিয়মভঙ্গাচ্চ। প্রাতীতিকজ্ঞানস্য ত্বয়া মিথ্যাত্বাঙ্গীকারাৎ। ৬৭।

ন চ নিত্যপরোক্ষস্থলে স্মৃতিস্থলে চ প্রাতিভাসিকস্য প্রাতিভাসিক্যাং বৃত্তৌ অনধ্যাসেঽপি অধিষ্ঠানবিষয়কবৃত্ত্যভিব্যক্তচৈতন্যে এবাধ্যাস ইতি ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, অবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য

আর অনুমিত্যাদিরূপ পরোক্ষজ্ঞানে অর্থাৎ অনুমিতিরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে অনুমেয় বিষয় অধ্যস্ত হয় নাই। এইরূপ স্মৃতিবৃত্তিতে স্মর্য্যমাণ বিষয় অধ্যস্ত নহে। এইরূপ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি জ্ঞানে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত অধ্যস্ত নহে; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন—সর্ব্বত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের নিয়ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইয়া থাকে, সমস্ত বিষয়ই সেই বিষয়ের জ্ঞানে অধ্যস্ত হইয়া থাকে, স্বজ্ঞানের সহিত সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়ের নিয়ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ হয়, তাঁহাদের এই স্বীকৃত নিয়ম প্রদর্শিত তিনটি স্থলে ভগ্ন হইয়াছে—অর্থাৎ নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। ১। পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় পরোক্ষজ্ঞানে অধ্যস্ত নহে। ২। স্মর্য্যমাণ বস্তু স্মৃতিজ্ঞানে অধ্যস্ত নহে। ৩। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক জ্ঞানে অর্থাৎ শুক্তিরজতাকার অবিদ্যাবৃত্তিতে অধ্যস্ত নহে। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি শুক্তিরজতাকার অবিদ্যাবৃত্তিতে অধ্যস্ত হইতে পারে না; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐ অবিদ্যাবৃত্তিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। ৬৭।

যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিত্যপরোক্ষ বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক পরোক্ষবৃত্তিতে অধ্যস্ত না হইলেও সেই নিত্যপরোক্ষ বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগোচর পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অধিষ্ঠানচৈতন্যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অধ্যস্তই বটে। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পরোক্ষবস্তুর জ্ঞান; সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধনিয়ম নিত্যপরোক্ষ বস্তুর জ্ঞানেও অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। এইরূপ স্মৃতিস্থলেও স্মর্য্যমাণ বস্তুবিষয়ক স্মৃতিরূপ পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা স্মর্য্যমাণ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধনিয়ম অক্ষুণ্ণই থাকে। স্মৃতিরূপ পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন স্মর্য্যমাণ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যই স্মৃতিরূপ জ্ঞান; সুতরাং এই জ্ঞানে স্মর্য্যমাণ বস্তু অধ্যস্ত। বিষয়াকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বিষয়ের জ্ঞান। বিষয়াকার বৃত্তিমাত্র জ্ঞান নহে। বিষয়াকার বৃত্তি বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের অবচ্ছেদক হয় বলিয়া কোনও স্থলে বৃত্তিকে জ্ঞান বলা হইয়া থাকে মাত্র। বস্তুতঃ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জ্ঞানপদার্থ। স্মৃতিজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি নহে; কিন্তু তাহা অবিদ্যাবৃত্তি। প্রাতিভাসিক বস্তুর জ্ঞান যেমন অবিদ্যাবৃত্তি, স্মৃতিও সেইরূপ। অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক বৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলা হয়। জ্ঞাননামক অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্রই প্রমা; অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক বৃত্তি প্রমা নহে। এইজন্য তাহা অন্তঃকরণের বৃত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং তাহা অবিদ্যাবৃত্তি।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত। পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য পরোক্ষ বস্তুর জ্ঞান নহে; পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না। অনভিব্যক্ত চৈতন্যকে জ্ঞান বলা যায় না। বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য বিষয়াবচ্ছেদে অভিব্যক্ত হইলে সেই অভিব্যক্ত চৈতন্যকে বিষয়ের জ্ঞান বলা যায়। পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না ইহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য। পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকিত না। আর তাহাতে পরোক্ষবিষয়ও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িত। আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ পরোক্ষবিষয়কে জ্ঞানভিন্নে অধ্যস্ত স্বীকার করেন, তবে তাহা অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে।

পরোক্ষস্থলে জ্ঞানত্বাভাবাৎ। জ্ঞানভিন্নে জ্ঞেয়াধ্যাসে মানাভাবাৎ ত্বয়ানঙ্গীকারাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যাসিকসম্বন্ধাভাবেঽপি বিষয়প্রকাশে আধ্যাসিকসম্বন্ধস্যাতন্ত্রত্বাপাতাচ্চ, পরোক্ষ ইবাপরোক্ষজ্ঞানেঽপি বিষয়ানধ্যাসাপাতাচ্চ। পরোক্ষস্থলে অভিব্যক্তাপরোক্ষৈকরসচৈতন্যস্য জ্ঞানত্বে বিষয়াপরোক্ষাপাতাচ্চ। রূপ্যাদিকমিদমংশাবচ্ছিন্নে চৈতন্যে অধ্যস্তম্, ভাসতে চ অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতেন তেনেতি বিষয়িণি জ্ঞানে বিষয়াধ্যাসাভাবাচ্চ। রূপ্যাদেঃ স্বজ্ঞানে অধ্যাসে রূপ্যজ্ঞানস্য জ্ঞানে ভ্রমোৎপত্তিঃ, তজ্‌জ্ঞানে চ তন্নিবৃত্তিরিত্যাপত্তেশ্চ। অধিষ্ঠানাজ্ঞানজ্ঞানাভ্যামধ্যাসজন্মনিবৃত্ত্যোর্নিয়তত্বাৎ। ৬৮।

নন্থ ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যং রূপ্যাধিষ্ঠানম্, তচ্চ দৈবাদ্রূপ্যাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্নমপি নৈতাবতা ভ্রমাধিষ্ঠানত্বে তদপেক্ষা, তস্য ভ্রমবিরোধিশুক্তিত্বাদ্যাকারেণাজ্ঞানং ভ্রমহেতুঃ, তেনাকারেণ জ্ঞানং

অদ্বৈতবেদান্তিগণও তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ না থাকিয়াও পরোক্ষ বিষয়ের প্রকাশ হয় বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধনিয়ম রক্ষিত হইতে পারিল না। পরোক্ষ বিষয় যদি তাহার জ্ঞানে অধ্যস্ত না হইয়াই প্রকাশিত হইতে পারে, তবে পরোক্ষ জ্ঞানের মতই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও বিষয় অধ্যস্ত না হইয়া প্রকাশমান হইতে পারিবে। যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ পরোক্ষ বস্তুর জ্ঞানেও পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তবে অভিব্যক্ত অপরোক্ষস্বভাব চৈতন্যকেই পরোক্ষ বস্তুর জ্ঞান বলিতে হইবে। আর এই জ্ঞান অপরোক্ষস্বরূপ বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানও অপরোক্ষ হইয়া পড়িবে "এবং পরোক্ষ বিষয়েরও প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে।

আরও দোষ এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত। অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন। এই অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই তাঁহারা প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—শুক্তিরজত যাহাতে অধ্যস্ত, সেই ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য শুক্তিরজতের জ্ঞান নহে। আর যাহাকে তাঁহারা শুক্তিরজতের জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে শুক্তিরজত অধ্যস্ত নহে। এইজন্য "স্বজ্ঞানে বিষয় অধ্যস্ত হয়" অদ্বৈতবাদিগণের এই নিয়ম রহিল কিরূপে?

আরও দোষ এই যে—প্রাতিভাসিক রজতাদি যদি স্ববিষয়ক জ্ঞানে অধ্যস্ত হয়, তবে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের জ্ঞানই অধ্যস্ত শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান হইবে। অধিষ্ঠানের অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাস ও অধিষ্ঠানের জ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে—অধ্যস্ত শুক্তিরজতের জ্ঞানের অজ্ঞানপ্রযুক্ত শুক্তিরজতের অধ্যাস ও শুক্তিরজতের জ্ঞানের জ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যস্ত শুক্তিরজতের নিবৃত্তি হয়। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ স্বীকার করেন না এবং ইহা অত্যন্ত অনুভববিরুদ্ধ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত নিয়ম অনুসারেই তাঁহাদের অনিষ্টাপত্তি হইয়া পড়িতেছে। ৬৮।

যদি ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান; কিন্তু রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি নহে। ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই দৈবাৎ রজতাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্নও হইয়াছে এইমাত্র। কিন্তু অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠানত্বের জন্য রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তির অপেক্ষা নাই। সুতরাং রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি অধিষ্ঠান নহে। যদ্বিষয়ক অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রম হয় এবং যাহার জ্ঞানে ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তাহাই অধিষ্ঠান। রজতভ্রমের বিরোধী শুক্তিত্বরূপে ইদংবস্তুর জ্ঞান। শুক্তিত্বরূপে ইদংবস্তুর জ্ঞান হইলে রজতভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য শুক্তিত্বরূপে ইদংবস্তুর জ্ঞান রজতভ্রমের বিরোধী। রজতভ্রমবিরোধী শুক্তিত্বরূপে ইদংবস্তুর অজ্ঞানই রজতভ্রমের

ভ্রমবিরোধীতি চেন্ন, উপাধিভেদেন উপহিতভেদাবশ্যকত্বেন ইদমংশাবচ্ছিন্নভিন্নে রূপ্যাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্নে রূপ্যজ্ঞানে রূপ্যাধ্যাসাসিদ্ধেঃ। অপি চ বৃত্ত্যুদয়াৎ প্রাক্ আধ্যাসিকসম্বন্ধস্য সত্ত্বেঽপি বিষয়প্রকাশাভাবাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বৃত্তিরেব জ্ঞানম্, তত্রাধ্যাসিকসম্বন্ধাভাবাৎ অন্য এব সত্যঃ সম্বন্ধো বক্তব্যঃ। ন চ বৃত্ত্যুদয়াৎ প্রাক্ অজ্ঞাতার্থসিদ্ধ্যর্থং বৃত্তিভিন্নং জ্ঞানমবশ্যমভ্যুপেয়ম্, ইতরথা মানাভাবেন তস্য

হেতু। যদ্রূপে যাহার জ্ঞান ভ্রমের বিরোধী, সেইরূপে তাহার অজ্ঞানই ভ্রমের হেতু অর্থাৎ উপাদান হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্তিত্বরূপে ইদংবস্তুর অজ্ঞানই ভ্রমের হেতু বলিয়া শুক্তিত্বরূপে অজ্ঞানের বিষয় ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির অজ্ঞান ও জ্ঞানদ্বারা রজতভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয় না বলিয়া রজতবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অত্যন্ত ভিন্ন। যদিও অদ্বৈতবাদিগণ একই চৈতন্যকে ইদমংশদ্বারা ও রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় বলিয়াছেন, তথাপি একই চৈতন্যের অবচ্ছেদক ইদমংশ ও রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি অত্যন্ত ভিন্ন। এই অবচ্ছেদক দুইটি চৈতন্যের উপাধি। ইদমংশদ্বারা উপহিত চৈতন্যই রজতবিষয়ক অবিদ্যবৃত্তিরূপ উপাধিদ্বারা উপহিত হইয়াছে। উপাধি বা অবচ্ছেদক পরস্পর ভিন্ন হইলে উপহিত বা অবচ্ছিন্ন বস্তু এক হইতে পারে না। উপাধিভেদে উপহিতের ভেদ অপরিহার্য্য। এই জন্য ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত রজত রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত নহে। রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই রজতের জ্ঞান। এই রজতজ্ঞানে রজত অধ্যস্ত নহে। সুতরাং "জ্ঞানে জ্ঞেয়ের অধ্যাস হয়" এই নিয়ম রহিল না।

আরও কথা এই যে—ব্যাবহারিক ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তু চৈতন্যে অধ্যস্তই ছিল। চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘটাদির আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকিয়াও ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় নাই; কিন্তু ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তির দ্বারাই ঘটাদি বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য বিষয়প্রকাশক বৃত্তিকেই ঘটাদির জ্ঞান বলা উচিত। ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অবস্থিতই ছিল; কিন্তু ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে নাই। এইজন্য ঘটাদির অপ্রকাশক চৈতন্যকে ঘটাদির জ্ঞান না বলিয়া ঘটাদির প্রকাশক বৃত্তিকেই জ্ঞান বলা উচিত। অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিরই জ্ঞানত্ব সিদ্ধ হয়; কিন্তু ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের জ্ঞানত্ব সিদ্ধ হয় না। ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিতে ঘটাদি বিষয় যে অধ্যস্ত নহে ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং ঘটাদিবৃত্তিরূপ ঘটাদিজ্ঞানের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ নাই বলিয়া জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হইবে। আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন সম্বন্ধ সত্যই বটে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর অধ্যাস সিদ্ধ হইল না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রমাণজন্য ঘটাদিবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি বস্তু অজ্ঞাত ছিল। এই অজ্ঞাত ঘটাদি বিষয়ের সিদ্ধির জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি ভিন্ন অন্য জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান সাক্ষিচৈতন্য; সুতরাং অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান চৈতন্যই হইবে। অন্তঃকরণবৃত্তিকেই জ্ঞান বলিলে অজ্ঞাত ঘটাদি বস্তুর জ্ঞান হইতে পারিত না। অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাতত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অজ্ঞাত বস্তু যদি অজ্ঞাতত্বরূপেও জ্ঞাত না হইত, তবে অজ্ঞাত বস্তু অসৎই হইয়া পড়িত। যাহার সাধক প্রমাণ নাই, তাহা অসৎ। প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। অজ্ঞাত বস্তু যদি অসৎ হয়, তবে

তুচ্ছতয়া সন্নিকর্ষতজ্‌জ্ঞানহেতুত্বেন প্রাক্‌সত্ত্বকল্পনা প্রামাণিকী ন স্যাদিতি বাচ্যম্, তৎপুরুষস্য তজ্‌জ্ঞানে তং প্রতি তস্যাজ্ঞাতত্বাসম্ভবাৎ। ৬৯।

কিঞ্চ আধ্যাসিকসম্বন্ধো নাম অধ্যস্তসম্বন্ধো বা? অধ্যস্তত্বমেব বা? আদ্যে সম্বন্ধস্য মিথ্যাত্বেঽপি সম্বন্ধিনো দৃশ ইব অমিথ্যাত্বাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে জ্ঞানস্যাপি অধ্যস্তত্বেন তত্র ইতরাধ্যাসানুপপত্তিঃ। ন চ বৃত্ত্যবচ্ছিন্নং জ্ঞানম্, তত্রাবচ্ছেদিকাবৃত্তের্জড়ায়া অধ্যস্তত্বেঽপি অবচ্ছেদ্যস্য চৈতন্যস্য অনধ্যস্তত্বেন তত্র দৃশি অধ্যাসোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, বৃত্ত্যবচ্ছিন্নস্য মিথ্যাত্বেন তত্র ব্যাবহারিকঘটাধ্যাসাসম্ভবাৎ। তস্য সত্ত্বে দৃশ্যত্বাদেস্তত্র ব্যভিচারাপত্তেঃ। ন চ সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিভ্যাং ভিন্নত্বে অনবস্থাপত্তিঃ, অভিন্নত্বে

অজ্ঞাত বস্তু ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণ ও ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানেরও কারণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিষয় কারণ হইয়া থাকে। যাহা কারণ, তাহা কার্য্যের প্রাক্‌কালভাবী। অজ্ঞাতবিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণ ও প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া অজ্ঞাত বিষয় সন্নিকর্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বকালভাবী ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞাত বিষয় যদি অসৎ হয়, তবে অজ্ঞাত বিষয়ের পূর্ব্বকালভাবিত্ব-কল্পনা অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে পুরুষের যে বিষয়বিষয়ক জ্ঞান আছে, সেই পুরুষের নিকটে সেই বিষয়ের অজ্ঞাতত্ব সম্ভাবিত নহে। বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে বিষয়ের অজ্ঞাতত্ব সম্ভব নহে। ৬৯।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, এই আধ্যাসিক সম্বন্ধের অর্থ কি? জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু দুইটি সম্বন্ধী, এই দুইটি সম্বন্ধীর সম্বন্ধ অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা ইহাই কি বুঝিব? অথবা সম্বন্ধের সম্বন্ধীই অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা ইহা বুঝিব? যদি প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায়, তবে জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ দুইটি সম্বন্ধীর সম্বন্ধ মিথ্যা ইহা স্বীকার করিলেও সম্বন্ধীর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। দুইটি সম্বন্ধীর মধ্যে একটি দৃক্ ও অপরটি দৃশ্য। দৃক্‌রূপ সম্বন্ধী যে সত্য বস্তু ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। সম্বন্ধী দৃক্ যেমন সত্য বস্তু, সেইরূপ অপর সম্বন্ধী দৃশ্যও দৃক্‌বস্তুর মতই সত্য হইতে পারিবে। দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব হইবে কেন? কোন সম্বন্ধীরই মিথ্যাত্ব হইবে না। সম্বন্ধী দৃক্ যেমন সত্য, সেইরূপ সম্বন্ধী দৃশ্যও সত্য হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে সম্বন্ধীই মিথ্যা এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। সম্বন্ধী জ্ঞান ও জ্ঞেয়। সম্বন্ধী জ্ঞানও যদি অধ্যস্ত হয়, তবে অধ্যস্ত মিথ্যা জ্ঞানে অপর সম্বন্ধী বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারিবে না, মিথ্যা বস্তুতে কাহারও অধ্যাস হয় না। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হইলে শূন্যবাদের আপত্তি হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—জ্ঞান অধ্যস্ত হইলে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারিবে না এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ "ঘটজ্ঞান" বস্তুটি ঘটাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই চৈতন্যের অবচ্ছেদক ঘটাকার বৃত্তি; এই ঘটাকার বৃত্তি অন্তঃকরণের পরিণাম বলিয়া তাহা জড় বস্তু। জড় অন্তঃকরণবৃত্তি চৈতন্যে অধ্যস্ত। অন্তঃকরণবৃত্তি অবচ্ছেদক ও অবচ্ছেদক বৃত্তির দ্বারা চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অবচ্ছেদক জড় বৃত্তি অধ্যস্ত হইলেও অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অধ্যস্ত নহে; তাহা সত্য বস্তু। এই সত্য চৈতন্যে দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস উপপন্নই বটে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। চৈতন্য সত্য হইলেও বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য সত্য নহে। বৃত্তি মিথ্যা বলিয়া বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যও মিথ্যা। মিথ্যাভূত বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর অধ্যাস সম্ভব নহে। এই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য দৃশ্য বলিয়া তাহাতে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই দৃশ্যত্ব ধর্ম্মই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু; এই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু দৃশ্যত্ব সত্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে আছে বলিয়া দৃশ্যত্ব হেতুটি মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে।

সম্বন্ধত্বহানিরিতি বাচ্যম্, উক্তদোষস্য আধ্যাসিকসম্বন্ধেঽপি সাম্যাৎ। ন চ তস্য মায়িকত্বেন নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্, মায়ায়াশ্চ ঘটাদিভ্যো ঘটাদেঃ মৃদাদেশ্চ উৎপত্ত্যাপত্তেঃ। ব্যাবহারিক-মর্য্যাদায়াস্তু অজ্যেষ্ঠেন সৌগতেনাপি স্বীকার্য্যত্বাচ্চ। মমাপি অচিন্ত্যাতর্ক্যাঘটঘটনাপটীয়স্যা ঈশ্বরশক্ত্যা এব সত্যসম্বন্ধোপপত্তেঃ। যাদৃশবিষয়ত্বং তব বৃত্তিং প্রতি শুদ্ধে ব্রহ্মণি, তাদৃশবিষয়ত্বমেব বৃত্তিং প্রতি ঘটাদিষু অস্তু। ন চ বৃত্তৌ ব্রহ্মানধ্যাসেঽপি বৃত্তেরেব তত্রাধ্যাস ইতি বাচ্যম্, ঘটাদিষু জ্ঞানস্য অধ্যাসাপত্তেঃ। অপি চ দুরস্থাসংযুক্তবৃক্ষয়োঃ সংযুক্ততয়া গৃহ্যমাণয়োঃ সংযোগস্য মিথ্যাত্বেঽপি তয়োরমিথ্যাত্ববৎ প্রকৃতেঽপি সম্বন্ধস্য মিথ্যাত্বেঽপি সম্বন্ধিনোরমিথ্যাত্বোপপত্তেঃ। ৭।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—সম্বন্ধ যদি দুইটি সম্বন্ধী হইতে ভিন্ন হয়, তবে ভিন্ন সম্বন্ধীতে সম্বন্ধ থাকিতে সম্বন্ধেরও ভিন্ন সম্বন্ধ অপেক্ষিত হইবে। আর এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। আর যদি সম্বন্ধ সম্বন্ধী দুইটির সহিত অভিন্ন হয়, তবে সম্বন্ধও সম্বন্ধীই হইয়া পড়িল। সম্বন্ধীত সম্বন্ধ নহে। সুতরাং সম্বন্ধী দুইটির সহিত অভিন্ন সম্বন্ধের সম্বন্ধত্বহানি ঘটিবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত দোষের আপত্তি থাকিয়াই যাইবে। আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত দোষের নিবারণ হইবে না। সুতরাং সত্য-সম্বন্ধবাদীর পক্ষেই মাত্র উক্ত দোষ হয় এইরূপ বলা যায় না। মিথ্যা-সম্বন্ধবাদীর পক্ষেও ঐ দোষ হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমাদের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ মায়িক অর্থাৎ মায়াকল্পিত বলিয়া প্রদর্শিত ঐ অনবস্থাপত্তিরূপ ও সম্বন্ধত্বহানিরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই। মায়া অঘটন ঘটাইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তি মায়াকল্পিত বস্তুর দূষণ নহে; পরন্তু ভূষণই বটে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ মায়াকল্পিত বস্তুর অনুপপত্তি দোষাবহ না হইলে মায়া হইতেই ঘটাদির এবং ঘটাদি হইতেই মৃত্তিকাদির উৎপত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। তাহা ত কখনও হয় না। ব্যাবহারিক নিয়ম সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ নিয়মের অনুপপত্তি প্রদর্শিত হইলে উহাকে মায়াকল্পিত বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া চলে না। অদ্বৈতবাদিগণ তবুও একমাত্র ব্রহ্মের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু যাঁহাদের মতে সমস্তই মিথ্যা, সেই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণও ত ব্যাবহারিক মর্য্যাদা অর্থাৎ নিয়ম স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রদর্শিত ঐ অনবস্থাপত্তিরূপ ও সম্বন্ধত্বহানিরূপ দোষ সত্য-সংম্বন্ধবাদী আমাদের পক্ষে যেমন ঘটে, মিথ্যা-সম্বন্ধবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের পক্ষেও তেমনই ঘটে। আর আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তেও অচিন্তনীয়া অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী ভগবচ্ছক্তির দ্বারাই সত্য সম্বন্ধের উপপত্তি হইয়া থাকে। অচিন্তনীয়া ভগবচ্ছক্তি অঘটনও ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং "সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয় হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন?" এইরূপ বিকল্প করিয়া তাহাতে কোনও দোষ প্রদর্শন করা যায় না।

বস্তুতঃ কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে চরমবৃত্তির প্রতি শুদ্ধ ব্রহ্মের যাদৃশ বিষয়তা থাকে, দৃক্ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি ঘটাদি দৃশ্য বিশ্বেরও তাদৃশ বিষয়তা থাকুক। সুতরাং বিষয়ীভূত ব্রহ্মের ন্যায় ঘটাদি দৃশ্য বিশ্বেরও সত্যতাই সিদ্ধ হয়। আর "বৃত্তিতে ব্রহ্মের অধ্যাস না হইলেও বৃত্তিরই ব্রহ্মে অধ্যাস হইয়া থাকে" ইহাও অদ্বৈত-বাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞানের অধ্যাসের আপত্তি হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—অসংযুক্ত দুরস্থ দুইটি বৃক্ষকে সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে সেই বৃক্ষদ্বয়ের সংযোগ মিথ্যা হইলেও যেমন সেই বৃক্ষদ্বয় মিথ্যা নহে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও সেই সম্বন্ধী দৃক্ ও দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় মিথ্যা নহে। এইরূপে দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়েরও সত্যতা সিদ্ধ হইয়াই

কিঞ্চ সম্বন্ধস্য নিরুক্ত্যভাবেন মিথ্যাত্বাঙ্গীকারে ব্রহ্মণঃ আনন্দত্বজ্ঞানত্বসত্যত্বস্বপ্রকাশত্বাদীনাং খণ্ডনোক্তরীত্যা দুর্ব্বচত্বেন ব্রহ্ম তত্ত্বতো নানন্দাদিরূপম্, ত্বয়ৈব—"কীদৃক্ তৎ প্রত্যগিতি চেৎ তাদৃগীদৃগিতি দ্বয়ম্। যত্র ন প্রসরত্যেতৎ প্রত্যগিত্যবধারয় ॥" ইতি ব্রহ্মণো দুর্ব্বচত্বমুক্তমিতি তস্যাপি অসত্ত্বং স্যাৎ। ন চ আনন্দত্বাদিধর্ম্মবত্তয়া দুর্নিরূপ্যত্বেঽপি দুঃখপ্রত্যনীকত্বাদ্যুপলক্ষিতস্বরূপত্বেন সুনিরূপমিতি বাচ্যম্, তত্র দুঃখপ্রত্যনীকত্বাদীনাং ত্বয়ানঙ্গীকারেণ উক্তদোষস্য তাদবস্থ্যাৎ। তস্মাৎ ইক্ষুক্ষীরমাধুর্য্যাদিবৎ দুর্ব্বচমপি বিষয়ত্বং সখণ্ডমখণ্ডং বা সত্যমেব সম্বন্ধঃ প্রমাণবলাৎ স্বীকার্য্যঃ। ইতরথা উক্তদোষযোগাদিতি জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যাসিকসম্বন্ধানুপপত্ত্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিরিতি সিদ্ধম্। ৭১।

ইতি পরাভিমতাধ্যাসগিরেরাধ্যাসিকসম্বন্ধোপপত্তিশিখরনিপাতঃ।

থাকে। আর সম্বন্ধকেও মিথ্যা বলা যায় না; কারণ সম্বন্ধও দৃশ্য বিশ্বের অন্তর্গত বলিয়া সত্য। দৃশ্য বিশ্বের সত্যতা উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ৭০।

আরও কথা এই যে—দৃক্ ও দৃশ্যের সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই উক্ত সম্বন্ধকে মিথ্যা বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি দৃক্ ও দৃশ্যের সম্বন্ধকে দুর্নিরূপণীয় বলিয়া মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে খণ্ডনগ্রন্থকারোক্ত রীতিতে ব্রহ্মের আনন্দত্ব, জ্ঞানত্ব, সত্যত্ব, স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি দুর্নিরূপণীয় হয় বলিয়া ব্রহ্মের ঐ আনন্দত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতিরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ব্রহ্মের অনানন্দাদিরূপতার আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং "সেই প্রত্যগাত্মার স্বরূপ কিরূপ? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলি—সেইরূপ ও এইরূপ অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুইটি রূপ যাঁহাতে প্রসার লাভ করে না অর্থাৎ ঐ উভয়রূপে যাঁহাকে বুঝান যায় না, তাহাই প্রত্যগাত্মার স্বরূপ বলিয়া অবধারণ কর" এই প্রকারে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ব্রহ্মের দুর্নিরূপণীত্ব বলিয়াছেন, সেই দুর্নিরূপণীয়ত্বের দ্বারাই ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ব্রহ্ম আনন্দত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে দুর্নিরূপণীয় হইলেও দুঃখবিরোধিত্বাদির দ্বারা উপলক্ষিতস্বরূপে সুনিরূপণীয়ই ঘটেন অর্থাৎ দুঃখবিরোধিত্ব প্রভৃতি উপলক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে সহজেই নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম দুর্নিরূপণীয় নহে এবং দুর্নিরূপণীয় বলিয়া ব্রহ্মের মিথ্যাত্বের আপত্তিও হইতে পারে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐ উপলক্ষণীভূত দুঃখবিরোধিত্বাদি ধর্ম্ম থাকা অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি সমীচীন নহে। সুতরাং আমরা ব্রহ্ম দুর্নিরূপণীয় বলিয়া ব্রহ্মের মিথ্যাত্বের আপত্তি হইতে পারে বলিয়া যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা থাকিয়াই যায়। এই জন্য দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধকে দুর্নিরূপণীয় বলিয়া মিথ্যা বলা যায় না। দুর্নিরূপণীয় হইলেই মিথ্যা হয় না; যেমন অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্ম দুর্নিরূপণীয় হইয়াও মিথ্যা নহেন।

অতএব ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়াদির মাধুর্য্যের ন্যায় বিষয়ত্ব অর্থাৎ দৃশ্যত্ব দুর্নিরূপণীয় হইলেও সেই বিষয়ত্ব সখণ্ডই হউক বা অখণ্ডই হউক, তাহার সহিত বিষয়ীর অর্থাৎ জ্ঞানের সত্য সম্বন্ধই প্রমাণ বলে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষসমূহের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন, এইরূপে সেই অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত আধ্যাসিক সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না বলিয়াও তাঁহাদের স্বীকৃত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। ৭১।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে পরাভিমত আধ্যাসিক সম্বন্ধ নিরাস॥

অথ লক্ষণাসিদ্ধ্যাপি তদসিদ্ধিঃ। কিং তাবদধ্যাসলক্ষণম্, ইত্যপেক্ষায়াং কেচিদাহুঃ—যত্র যস্যাধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনমধ্যাসঃ। যত্রাধিষ্ঠানে শুক্ত্যাদৌ তস্যৈব অধিষ্ঠানস্য বিপরীত-ধর্ম্মত্বকল্পনং বিপরীতো বিরুদ্ধো ধর্ম্মো যস্য তদ্ভাবস্তস্য রজতাদেরত্যন্তাসতঃ কল্পনমিত্যর্থঃ। অসদেব রজতমভাদিতি প্রতীতেঃ। অন্যে তু অসতো ভানাসম্ভবাৎ অন্যত্র অন্যধর্ম্মাবভাসঃ অধ্যাসঃ, অন্যত্র শুক্ত্যাদৌ বাহ্যে অন্যধর্ম্মস্য স্বাবয়বধর্ম্মস্য দেশান্তরস্থরূপ্যাদেঃ অবভাসঃ অধ্যাস ইত্যন্যথাখ্যাতিবাদিন আচক্ষতে। তন্ন, দেশান্তরস্থস্য দেশান্তরভানে সম্বন্ধাভাবেনাসম্ভবাৎ। অন্যত্র বাহ্যে শুক্ত্যাদৌ

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের লক্ষণ যাহা বলিয়া থাকেন, সেই অধ্যাসলক্ষণের সিদ্ধি হয় না বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। এই অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম সম্বন্ধে দার্শনিকসমাজে পাঁচ প্রকার মতবাদ প্রসিদ্ধ আছে—অসৎখ্যাতিবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, আত্মখ্যাতিবাদ, অখ্যাতিবাদ ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ। তন্মধ্যে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদী, নৈয়ায়িকগণ অন্যথাখ্যাতিবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদী, প্রভাকর ও সাংখ্যমতাবলম্বিগণ অখ্যাতিবাদী এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী।*

অধ্যাসের লক্ষণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে কেহ কেহ অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—যাহাতে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হয়, তাহাতে তাহারই বিপরীতধর্ম্মত্বের কল্পনার নাম অধ্যাস অর্থাৎ শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সেই শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানেরই বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট অত্যন্ত অসৎ রজতাদির যে কল্পনা করা হয়, তাহাকেই অধ্যাস কহে। এই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—অবিদ্যাবশতঃ শূন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ শুক্তি প্রভৃতিরূপ অধিষ্ঠানে শূন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ বস্তুর অধ্যাস হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে অসতের খ্যাতি অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া তাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদী। তাঁহারা বলেন ভ্রমনিবৃত্তির পরে যে "অসৎ রজতই প্রকাশিত হইয়াছিল" এইরূপ প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতিই অসৎখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়া থাকে। মাধ্ব এবং তাৎপর্য্য টীকাকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও অসৎখ্যাতিবাদী। তবে তাঁহারা সদুপরাগে অসতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলেন ; শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মত অত্যন্ত অসদধিষ্ঠানে অত্যন্ত অসতের ভান হয় বলেন না। মাধ্বমত হইতে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতের বৈলক্ষণ্য এই যে—মাধ্ব আরোপিত বিষয় অসৎ বলেন ; প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাহা বলেন না ; আরোপিত বিষয়ও দেশান্তরে সৎ ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। আরোপিত সৎ বিষয়ের সহিত সৎ অধিষ্ঠানের সম্বন্ধ অলীক বা অসৎ বলেন। ভ্রমে ভাসমান সম্বন্ধিদ্বয় সৎ অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ সৎ, কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণের সংসর্গ অসৎ। সদ্রূপ বিশেষ্য ও বিশেষণের দ্বারা উপরক্ত অসৎ সংসর্গ ভ্রমে ভাসমান হয় ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত। ইহাকেই সদুপরাগে অসতের ভান বলে। (ন্যায়দর্শন ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কলিকাতা মেট্রোপলিটনমুদ্রিত পুস্তক)†। অপর কেহ কেহ অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতিবাদী চিন্তামণিকার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন—অসতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং এক পদার্থে যে অন্যধর্ম্মবিশিষ্টের অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অধ্যাস অর্থাৎ শুক্তি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে যে অন্যধর্ম্মবিশিষ্ট দেশান্তরীয় রজতাদির জ্ঞান হয়, তাহাকেই অধ্যাস কহে। ইহাই অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের

---

* খ্যাতি বস্তুতঃ চারি প্রকার—সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, সদসৎখ্যাতি ও সদসদ্বিলক্ষণখ্যাতি। অন্যথাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অখ্যাতি এই তিনটি সৎখ্যাতি। অসৎখ্যাতি মাধ্ব ও শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের। সদসৎখ্যাতি বিজ্ঞানভিক্ষু প্রদর্শিত খ্যাতি বিশেষ। আর সদসদ্বিলক্ষণখ্যাতি অদ্বৈতবাদিগণের।

† বাচস্পতিও ভ্রমে ভাসমান সংসর্গের অসদ্রূপতাবাদী নহেন। কারণ বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে "সংসর্গমাত্রস্য চ কচিৎ সম্ভাবাৎ তত্রাপি চ কথঞ্চিদুপপত্তেঃ" (১৮৯ পৃঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

বুদ্ধিরূপাত্মনো ধর্ম্মস্য রজতস্যাবভাসঃ ইত্যাত্মখ্যাতিবাদিনো বদন্তি। অখ্যাতিবাদিনস্তু যত্র যদধ্যাসঃ তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইত্যাহুঃ। যত্র শুক্ত্যাদৌ যস্য রূপ্যাদেরধ্যাসো লোকসিদ্ধঃ, তয়োরর্থয়োস্তদ্ধিয়োশ্চ ভেদাগ্রহে সতি তন্মূলো ভ্রম ইত্যর্থঃ। ৭২।

মায়াবাদিনস্তু স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসোহধ্যাস ইত্যাহুঃ। এতদুক্তং ভবতি—অত্র "পরত্রাবভাসঃ" ইত্যেব লক্ষণং শিষ্টম্, পদদ্বয়স্তু তদুপপাদকম্। তথাহি—অবভাস্যতে ইত্যবভাসো রজতাদ্যর্থঃ, তস্যাযোগ্যমধিকরণং পরত্রপদার্থঃ। তত্ত্বঞ্চ আরোপ্যাত্যন্তাভাবত্বম্, তদ্বত্ত্বং বা। তথাচ—একাবচ্ছেদেন স্বসংসৃজ্যমানে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বমধ্যস্তত্বমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ সাঙ্খ্যনাঙ্খ্যধ্যাসসাধারণম্।

মতে ভ্রমে ভাসমান বাধিত রজতাদি বস্তুর দেশান্তরে সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ভ্রমকালে দেশান্তরীয় রজতাদি বস্তুই দেশান্তরীয় শুক্তি প্রভৃতিতে ভাসমান হইয়া থাকে।

আত্মখ্যাতিবাদী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে; কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের অভাবহেতু দেশান্তরীয় রজতাদি বস্তুর দেশান্তরীয় শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং শুক্তি প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে জ্ঞানরূপ আত্মার ধর্ম্ম রজতাদির অর্থাৎ জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর যে প্রকাশ হয়, তাহারই নাম অধ্যাস। ইহাই আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ ব্যতীত অপর যোগাচার ও সৌত্রান্তিক এই দুই শ্রেণীর বৌদ্ধগণই আত্মখ্যাতিবাদী। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের মতে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সেই বাহ্য বস্তুতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে যদিও বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয় না, তথাপি অনাদি অবিদ্যাবাসনায় আরোপিত যে অলীক বাহ্য শুক্তি প্রভৃতি বস্তু, তাহাতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

অখ্যাতিবাদী প্রভাকর ও সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন—যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তদুভয়ের ভেদপ্রতীতির অভাবনিবন্ধনই ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ যে শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে যে রজতাদি বস্তুর অধ্যাস লোকসিদ্ধ, সেই বস্তুদ্বয়ের ও সেই বস্তুদ্বয়বিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের ভেদ প্রতীত না হইলে তন্মূলক ভ্রম হইয়া থাকে। তাহারই নাম অধ্যাস। এই অখ্যাতিবাদিগণের মতে ভ্রমকালে অনুভব ও স্মৃতিরূপ দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দোষবশতঃ সেই জ্ঞানদ্বয়ের ভেদ গৃহীত হয় না। যেমন—শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, তাহাতে "ইদং" এইরূপে কেবল সম্মুখবর্ত্তী দ্রব্যমাত্রের অনুভব হয়; দোষবশতঃ তদ্গত শুক্তিত্বের অনুভব হয় না এবং তাহার সাদৃশ্যবশতঃ রজতসংস্কারের উদ্বোধ হইয়া কেবলমাত্র রজতের স্মরণ হয়; দোষবশতঃ রজতস্মরণের পরোক্ষত্বরূপ তত্তাংশ প্রতীত হয় না; রজতমাত্র প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপে অনুভব ও স্মরণ এই জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের প্রতীতি না হইলে সেই দুইটি জ্ঞানও "ইদং রজতম্" এইরূপে একটি জ্ঞান বলিয়া ভাসমান হয়। তাহাকেই অখ্যাতিবাদিগণ অধ্যাস বলেন।

এই প্রদর্শিত খ্যাতিবাদসমূহের পর্য্যালোচনা অতিবিশাল ও অতিগহন। এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নহে। তাহা এই গ্রন্থের আলোচ্যও নহে। প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হওয়ায় খ্যাতিবাদের স্বরূপ দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।৭২।

আর অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ অধ্যাসঃ" অর্থাৎ স্মৃতিজ্ঞানের মত কোনও এক বস্তুতে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর যে অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান, তাহারই নাম অধ্যাস। ইহাই বলা হইল যে—এই প্রদর্শিত অধ্যাসলক্ষণে "পরত্র অবভাসঃ" এই অংশই বস্তুতঃ অধ্যাসের লক্ষণ। "স্মৃতিরূপ" ও

সংযোগে অতিব্যাপ্তিবারণায় একাবচ্ছেদেনেতি ; সংযোগস্য স্বসংসৃজ্যমানে বৃক্ষে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাসমানত্বেঽপি স্বস্বাত্যন্তাভাবয়োর্মূলাগ্রাবচ্ছেদকভেদাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ। পূর্ব্বং স্বাভাববতি ভূতলে পশ্চাদানীতো ঘটো ভাতীতি ঘটে অতিব্যাপ্তিবারণায় স্বসংসৃজ্যমানেতি পদম্। তেন স্বাভাবকালে প্রতিযোগিসংসর্গস্য বর্ত্তমানত্বমুচ্যতে ইতি নাতিব্যাপ্তিঃ। ভূত্বাবচ্ছেদেন অবভাস্যমানে গন্ধে অতিব্যাপ্তিবারণায় স্বাত্যন্তাভাববতি ইতি পদম্। শুক্তৌ ইদন্তাবচ্ছেদেন রজতসংসর্গকালে অত্যন্তাভাবোঽস্তীতি নাব্যাপ্তিঃ। ৭৩।

নন্বু শুক্তৌ রজতস্য সামগ্র্যভাবেন সংসর্গাসত্ত্বাদসম্ভবঃ। ন চ স্মর্য্যমাণস্য সত্যরজতস্যৈব তত্রাবভাস ইতি বাচ্যম্, অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্মৃতিরূপ ইতি। স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ সত্যরজতাদিঃ, তস্য রূপমিব রূপমস্যেতি, স স্মর্য্যমাণসদৃশ ইত্যর্থঃ। সাদৃশ্যোক্ত্যা স্মর্য্যমাণাদারোপ্যস্য ভেদাৎ নান্যথাখ্যাতিরিত্যুক্তং ভবতি। সাদৃশ্যমুপপাদয়তি—পূর্ব্বদৃষ্ট ইতি। দৃষ্টং দর্শনম্, সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বদর্শনাদবভাস্যতে

"পূর্ব্বদৃষ্ট" এই দুইটি পদ সেই লক্ষণের উপপাদক। তাহাই বলা হইতেছে—অবভাসমান হয় যাহা, তাহা অবভাস; যেমন—রজতাদি বস্তু। এই রজতাদি বস্তুর অযোগ্য অধিকরণই অর্থাৎ অধিষ্ঠানই লক্ষণস্থ "পরত্র" এই পদের অর্থ। অধিকরণের অযোগ্যত্ব হইল—আরোপ্য বস্তুর অত্যন্তাভাবত্ব কিম্বা আরোপ্য বস্তুর অত্যন্তাভাববত্ত্ব। তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অধ্যস্তের লক্ষণ ইহাই দাঁড়াইল যে—এক অবচ্ছেদে আরোপ্যের সংসৃজ্যমান ও আরোপ্যের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অধিষ্ঠানে যে অবভাসমানত্ব, তাহাই অধ্যস্তত্ব। সাদি ও অনাদি অধ্যস্তত্বমাত্রের ইহাই লক্ষণ। সংযোগে অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত উক্ত লক্ষণে "একাবচ্ছেদেন" এই পদটি সংযোজিত করা হইয়াছে। "একাবচ্ছেদেন" এই পদটি লক্ষণে না দিলে একদেশাবচ্ছেদে সংযোগের সংসৃজ্যমান ও অপরদেশাবচ্ছেদে সংযোগের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বৃক্ষাদি বস্তুতে সংযোগের অবভাসমানত্ব থাকে বলিয়া সেই সংযোগেও অধ্যস্তত্বের লক্ষণ যাইতে পারে; তাহা নিবারণ করিবার জন্যই লক্ষণে "একাবচ্ছেদেন" এই পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য সংযোগের সংসৃজ্যমান ও সংযোগের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বৃক্ষে সংযোগের অবভাসমানত্ব থাকিলেও সংযোগ ও সংযোগের অত্যন্তাভাব একাবচ্ছেদে না থাকায় অর্থাৎ অগ্রদেশ ও মূলদেশরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবচ্ছেদে থাকায় সংযোগে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। অতিব্যাপ্তি অর্থ—অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন। আর "স্বসংসৃজ্যমান" এই পদটি উক্ত অধ্যস্তত্বের লক্ষণে না দিলে পূর্ব্বে ঘটাভাব ছিল এইরূপ ভূতলে যে পরে আনীত ঘট অবভাসমান হয়, সেই ঘটে উক্ত অধ্যস্তত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই উক্ত লক্ষণে "স্বসংসৃজ্যমান" এই পদটি যোজনা করা হইয়াছে। "স্বসংসৃজ্যমান" এই পদটীর দ্বারা অধিষ্ঠানে আরোপ্যের অভাবকালেই প্রতিযোগী আরোপ্যের সংসর্গ বর্ত্তমান থাকিতে হইবে ইহাই বলা হইয়াছে। এইজন্য ভূতলে ঘটাভাবকালে ঘটসংসর্গ সম্ভব নহে বলিয়া ঘটে অধ্যস্তত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। আর উক্ত অধ্যস্তত্বলক্ষণে "স্বাত্যন্তাভাববতি" এই পদটি যোজনা করা না হইলে পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে অবভাসমান গন্ধে উক্ত লক্ষণ যাইতে পারে, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই লক্ষণে "স্বাত্যন্তাভাববতি" এই পদটি যোজনা করা হইয়াছে। পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে গন্ধ সংসৃজ্যমান হইলেও পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নাই, এইজন্য গন্ধে অধ্যস্তত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। শুক্তিরজতাদি ভ্রমস্থলে শুক্তিতে ইদন্তাবচ্ছেদে রজতের সংসর্গকালে রজতের অত্যন্তাভাব থাকে, সুতরাং অধ্যস্তত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিও হয় না। অব্যাপ্তি কথার অর্থ—লক্ষ্যে লক্ষণের অগমন। ৭৩।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত অধ্যস্তত্বের লক্ষণ ও লক্ষণস্থ পদসমূহের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। এক্ষণে

ইতি পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ, তেন সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং স্মর্য্যমাণারোপ্যয়োঃ সাদৃশ্যং বোধ্যতে। প্রমাণাজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং বা, স্মৃত্যারোপয়োঃ সংস্কারজন্যত্বাৎ। তর্হি আরোপস্য স্মৃতিত্বমাপদ্যেত ইতি চেন্ন, দোষসম্প্রয়োগজন্যত্বস্যাপি বিবক্ষিতত্বেন তন্মাত্রজন্যত্বাভাবাৎ। অত্র সম্প্রয়োগো নাম অধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমুচ্যতে। অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগাভাবাৎ। এবঞ্চ দোষসম্প্রয়োগসংস্কারবলাৎ শুক্তৌ রজতমুৎপন্নমস্তীতি পরত্রাবভাসস্য লক্ষণত্বমুপপন্নমিতি স্মৃতিরূপপূর্ব্বদৃষ্টপদাভ্যামুপপাদিতং ভবতীতি। তত্র অর্থাধ্যাসে স্মর্য্যমাণসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাদবভাস্যতে ইতি যোজনা। জ্ঞানাধ্যাসে তু স্মৃতিসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাদবভাস ইতি বাক্যং যোজনীয়মিতি সংক্ষেপঃ।৭৪।

অত্র ভ্রমঃ—যদুক্তলক্ষণং তদাপাতরমণীয়ম্, মূলাবিদ্যাধ্যাসে তদসম্ভবস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। একত্র সতোঽন্যত্র আরোপত্বং ভ্রমত্বম্। অত্যন্তাসতোঽধ্যাসাযোগাৎ। তত্র আরোপ্যনিরাসে পূর্ব্বমেব বিস্তরাৎ

অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে অধ্যাসের লক্ষণে "স্মৃতিরূপ" এই পদটি যোজনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রয়োজন দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—"এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অবভাসকে অধ্যাস কহে" এইরূপ বলিলে শুক্তিতে রজতের সামগ্রী নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতসংসর্গ নাই; সুতরাং শুক্তিতে রজতের অবভাস অসম্ভব অর্থাৎ শুক্তিতে রজতভ্রম উপপন্ন হয় না। আর স্মর্য্যমাণ সত্য রজতেরই শুক্তিতে অবভাস হইয়া থাকে ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে নৈয়ায়িকসম্মত অন্যথাখ্যাতির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অন্যথাখ্যাতিবাদও অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য নহে। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কায় অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসের লক্ষণে "স্মৃতিরূপ" এই পদটি যোজনা করিয়াছেন। যাহা স্মর্য্যমাণ হয়, তাহা স্মৃতি, স্মৃতি অর্থ—স্মর্য্যমাণ সত্য রজতাদি বস্তু। "সেই স্মর্য্যমাণ সত্য রজতাদি বস্তুর রূপের ন্যায় রূপ এই আরোপ্য মিথ্যা রজতাদি বস্তুর" এইরূপ বাক্যে "স্মৃতিরূপ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "স্মৃতিরূপ" এই পদের অর্থ—স্মর্য্যমাণসদৃশ। এই সাদৃশ্য-উক্তির দ্বারা স্মর্য্যমাণ রজতাদি বস্তু হইতে আরোপ্য রজতাদি বস্তুর ভেদ করায় শুক্তিতে রজতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ অন্যথাখ্যাতি নহে ইহাই বলা হইল। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুক্তিরজত বাধিত হয় বলিয়া সৎও নহে এবং অপরোক্ষ প্রতীত হয় বলিয়া অসৎও নহে; কিন্তু শুক্তিরজত সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় রজতের ভান হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহারা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী। স্মর্য্যমাণ ও আরোপ্যের সাদৃশ্য উপপাদনের নিমিত্ত অধ্যাসলক্ষণে "পূর্ব্বদৃষ্ট" এই পদটি যোজনা করা হইয়াছে। দৃষ্ট অর্থ—দর্শন; সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদর্শন হইতে যাহা অবভাসমান হয়, তাহাই পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস। এই "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস" পদে ভ্রমে ভাসমান রজতাদি বস্তুকে বুঝায়। "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস" এই পদের প্রদর্শিতরূপ নির্ব্বচনের দ্বারা সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপে স্মর্য্যমাণ ও আরোপ্যের সাদৃশ্যকে বুঝাইয়া থাকে। অথবা প্রমাণাজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্ব স্মর্য্যমাণ ও আরোপ্যের সাদৃশ্য। কারণ স্মৃতি ও আরোপ প্রমাণজন্য নহে; কিন্তু সংস্কারজন্য। আরোপকে সংস্কারজন্য বলিলে আরোপেরও স্মৃতিত্বের আপত্তি হয় অর্থাৎ আরোপও স্মৃতি হইয়া পড়ে এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত নহে; কারণ স্মৃতি যেমন কেবল সংস্কারমাত্রজন্য, আরোপ সেইরূপ কেবল সংস্কারমাত্রজন্য নহে; কিন্তু আরোপকে দোষ-সম্প্রয়োগজন্যও বলিতে হইবে অর্থাৎ স্মৃতির কেবল সংস্কারমাত্রই কারণ; আর আরোপের সংস্কার, দোষ ও সম্প্রয়োগ এই তিনটিই কারণ। সুতরাং আরোপকে স্মৃতি বলা যায় না। এই স্থলে "সম্প্রয়োগ" অর্থে অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞান বলা হইল বুঝিতে হইবে; কারণ অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ নাই। প্রদর্শিতরূপে দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কারবশতঃ শুক্তিতে রজত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অবভাসমান হয়, এইরূপে "পরত্র অবভাস" ইহার অধ্যাসলক্ষণত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। আর এই অধ্যাসলক্ষণই প্রদর্শিতরূপে "স্মৃতিরূপ" ও "পূর্ব্বদৃষ্ট" এই পদদ্বয়ের দ্বারা উপপাদিত হইয়া থাকে। অধ্যাস দ্বিবিধ—

প্রত্যুক্তম্। ইদং রজতমিতি প্রতীতিবৎ ইয়মবিদ্যেতি কস্যচিৎ কদাচিদপি প্রতীত্যভাবাৎ। সংস্কার-সাদৃশ্যসম্প্রয়োগসামগ্রীবিরহাচ্চ। ন চ সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং সাদৃশ্যমিত্যুক্তমধস্তাদিতি বাচ্যম্, তদুক্তত্বাৎ। সংস্কারস্য অনুভবপূর্ব্বকত্বেন তদভাবে সংস্কারাসিদ্ধেঃ। তদসিদ্ধ্যা চ সুতরাং তজ্জন্যজ্ঞানাভাবঃ, তদভাবে চ কথং তৎসাদৃশ্যমিতি মনীষিভিশ্চিন্ত্যম্।৭৫।

বিষয়াধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। শুক্তিতে মিথ্যাভূত রজতের যে অধ্যাস, তাহা বিষয়াধ্যাস এবং আত্মাতে মিথ্যাভূত রজতজ্ঞানের যে অধ্যাস, তাহা জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে বিষয়াধ্যাসে স্মর্য্যমাণসদৃশ এক বস্তুতে পূর্ব্বদর্শন হইতে যে অপর বস্তু অবভাস্যমান হয়, তাহাই বিষয়াধ্যাস, এইরূপ যোজনা করিতে হইবে এবং জ্ঞানাধ্যাসে স্মৃতিসদৃশ একত্র পূর্ব্বদর্শন হইতে যে অন্য বস্তুর অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাই জ্ঞানাধ্যাস, এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এই অদ্বৈতবেদান্তিগণের অধ্যাসের স্বরূপ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।৭৪।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তের উপরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আমরা বলিতেছি যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত যে উক্ত অধ্যাসলক্ষণ, তাহা আপাতরমণীয়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়—তাঁহাদের সম্মত মূলাবিদ্যার অধ্যাসেই উক্ত অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় হয় না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ মূলাবিদ্যাকে যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলেন, সেই মূলাবিদ্যার অধ্যাসে সংস্কার, সাদৃশ্য প্রভৃতি অধ্যাসসামগ্রী নাই বলিয়া মূলাবিদ্যাধ্যাসে উক্ত অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় সম্ভব হয় না। এই অসম্ভাবনা দুর্নিবারণীয়। এক স্থানে অবস্থিত সত্য বস্তুরই অন্যত্র আরোপ হইয়া থাকে। তাহাকেই ভ্রম বা অধ্যাস কহে। একত্র অবস্থিত সত্য বস্তুর অন্যত্র আরোপত্বই ভ্রমত্ব বা অধ্যাসত্ব। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্যত্র অবিদ্যার সত্তা স্বীকৃত হয় না এবং অবিদ্যাকে তাঁহারা জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলেন। সুতরাং "অবিদ্যা অত্যন্ত অসৎ" ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অত্যন্ত অসৎ বস্তুর অধ্যাস কখনই উপপন্ন হয় না। তাঁহাদের মতে সত্য অবিদ্যা ত অন্য কোথাও নাই যে ব্রহ্মে সেই সত্য অবিদ্যার অধ্যাস হইবে। অত্যন্ত অসৎ বস্তুর যে অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আরোপ্যনিরাসপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। আর সমস্ত বিষয়েরই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, তাহাতে যেমন "ইহা রজত" এইরূপ প্রতীতি হয়, ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাসে "ইহা অবিদ্যা" এইরূপ প্রতীতি ত কাহারও কখনও হয় না। সুতরাং অবিদ্যাধ্যাসে প্রতীতি নাই বলিয়া ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস কখনই হইতে পারে না। আর অধ্যাসের কারণ সংস্কার, সাদৃশ্য ও সম্প্রয়োগরূপ সামগ্রীর অভাবনিবন্ধনও ব্রহ্মে মূল্যাবিদ্যার অধ্যাস হইতে পারে না। কারণ থাকিলেই কার্য্য সম্ভব হয়, কারণের অভাবে কার্য্য হয় না, ইহাতে কোনও মতদ্বৈধ নাই; ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং অধ্যাসসামগ্রী নাই বলিয়া ব্রহ্মে মূলাবিদ্যার অধ্যাস উপপন্ন হয় না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বই সাদৃশ্য; সেই সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্য মূলাবিদ্যার অধ্যাসে আছে। সুতরাং ব্রহ্মে মূলাবিদ্যার অধ্যাস অনুপপন্ন নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; ঐরূপ বলা যায় না; কারণ অনুভবপূর্ব্বকই সংস্কার হইয়া থাকে; সংস্কারের কারণ অনুভব। অধ্যাসের পূর্ব্বে অনুভব সম্ভব নহে; সুতরাং অনুভবের অভাবে সংস্কারেরই সিদ্ধি হয় না। আর সংস্কারের সিদ্ধি হয় না বলিয়া ফলতঃ সংস্কারজন্য জ্ঞানের অভাবই হইয়া পড়ে। আর সংস্কারজন্য জ্ঞানের অভাবে কি প্রকারে সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্য মূলাবিদ্যাধাসে থাকা সম্ভব হইতে পারে ইহা মনীষিগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মূলাবিদ্যাধ্যাসে সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্য থাকা কখনই উপপন্ন হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত।৭৫।

কিঞ্চ অবিদ্যাসাদৃশ্যং কস্মিন্ বর্ত্ততে ইতি বক্তব্যম্, ন তাবৎ শুদ্ধে তস্য নির্ব্বিশেষত্বাৎ, অন্যথা শুদ্ধত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি জীবে তস্য অধ্যস্তত্বেন উত্তরভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ অবিদ্যায়াং চিতোঽধ্যাসেঽপি চিৎসাদৃশ্যস্য কথং বৃত্তিরিতি বক্তব্যম্, সূর্য্যসাদৃশ্যস্য তমস্যসম্ভবাৎ মহদ্বিরোধাৎ। যদপ্যুক্তং স্মর্য্যমাণ-সদৃশ ইত্যধ্যাসবিশেষণম্ তদপ্যবিচারিতম্, প্রথমাধ্যাসে স্মর্য্যমাণস্যৈব শশশৃঙ্গায়মাণত্বাৎ কুতস্তৎসাদৃশ্য-সম্ভাবনাপীতি। কিঞ্চ সংস্কারস্য আশ্রয়াভাবেন সুতরামসিদ্ধিরিত্যগ্রে নিরসিষ্যমাণত্বাৎ।৭৬।

যদপ্যুক্তং সম্প্রয়োগো নাম অত্র অধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমেব, অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগাভাবাদিতি, তদপ্যসম্যক্, নির্ব্বিশেষে সামান্যবিশেষত্বাভাবাৎ। কল্পিতসামান্যাদিধর্ম্মস্য অধ্যাসজন্যত্বেন তদানীমভাবাৎ। কিঞ্চ তবাভিমতাধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানস্য আশ্রয়াভাবেন কুত্রাপি অবৃত্তিত্বাৎ জ্ঞাতুরভাবাৎ জ্ঞানাসিদ্ধেঃ। তথা চ সামগ্রীবিরহাদধ্যাসাসম্ভব ইতি সিদ্ধম্। অয়ম্ভাবঃ—অধ্যাসমাত্রস্য দোষসাদৃশ্যসংস্কারসম্প্রয়োগসামগ্রী-

---

আরও কথা এই যে—অবিদ্যাসাদৃশ্য কথার অর্থ—অবিদ্যাবৃত্তিধর্ম্মবত্ত্ব। অবিদ্যাধ্যাসে উক্তরূপ অবিদ্যাসাদৃশ্য কাহাতে থাকে ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মে উক্তরূপ অবিদ্যাসাদৃশ্য থাকে ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্মে উক্তরূপ অবিদ্যাসাদৃশ্য থাকিতেই পারে না। নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যাসাদৃশ্য থাকিলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর জীবে অবিদ্যাসাদৃশ্য থাকে ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া অবিদ্যাসিদ্ধির পরেই জীবের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অবিদ্যাধ্যাসে অবিদ্যাসাদৃশ্য পরসিদ্ধ জীবে থাকা কখনই উপপন্ন হয় না। আরও কথা এই যে—অবিদ্যায় ব্রহ্মচৈতন্যের অধ্যাস হইলেও অবিদ্যায় ব্রহ্মচৈতন্যের সাদৃশ্যের বৃত্তি কি প্রকারে হইবে অর্থাৎ অবিদ্যায় ব্রহ্মচৈতন্যের সাদৃশ্য কি প্রকারে থাকিবে ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। অবিদ্যা অজ্ঞানস্বরূপ; আর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যায় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সাদৃশ্য থাকা কখনই সম্ভব নহে। সূর্য্যসাদৃশ্য অন্ধকারে থাকিতে পারে না; কারণ এই দুইএর অত্যন্ত বিরোধ। সুতরাং ব্রহ্মসাদৃশ্য অবিদ্যায় থাকা কখনই সম্ভব নহে।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসলক্ষণে "স্মর্য্যমাণসদৃশ" এই অধ্যাসবিশেষণটি বলিয়াছেন, তাহাও বিচার না করিয়াই বলিয়াছেন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়াই বলিয়াছেন; কারণ প্রথম অধ্যাসে স্মর্য্যমাণই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ অলীক; অদ্বৈতবেদান্তিগণ যাবতীয় বস্তুকেই ব্রহ্মে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলেন। তাহা হইলে প্রথম অধ্যাসের পূর্ব্বে কিছুই থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রথম অধ্যাসে "স্মর্য্যমাণ" এই কথাই "শশশৃঙ্গ" এই কথার তুল্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথমাধ্যাসে স্মর্য্যমাণসাদৃশ্যের সম্ভাবনাই বা কোথা হইতে হইবে? আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সংস্কারের আশ্রয় নাই বলিয়া ফলতঃ তাঁহাদের সম্মত অবিদ্যাধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। এই আশ্রয়ের নিরাস অগ্রে করা হইবে।৭৬।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"আরোপের কারণ যে সম্প্রয়োগ, এই সম্প্রয়োগ অর্থ—অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানই, ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ নহে; কারণ অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ নাই", অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলাও সমীচীন নহে; কারণ তাঁহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, কোনও সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্মই শুদ্ধ ব্রহ্মে নাই, সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্ম ব্রহ্মে কল্পিত, ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে কল্পিত সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম অধ্যাসজন্য বলিয়া অধ্যাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম অধ্যাসকালে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্ম কিছু নাই ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ অবিদ্যাধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানরূপ সম্প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহাদের সম্মত প্রথম অধ্যাসের সিদ্ধি হইতে পারে না।

জন্যত্বনিয়মঃ তাবন্নির্ব্বিবাদঃ, কারণাভাবে কার্য্যাভাবনিয়মাৎ। তত্র "ইদং রজতম্" ইতি প্রতীতৌ দোষসাদৃশ্যজ্ঞানসংস্কারাণাং ভ্রান্তিমৎপুরুষনিষ্ঠত্বাৎ রজতসাদৃশ্যস্য শুক্তিবৃত্তিত্বাৎ সম্প্রয়োগস্য চ সম্বন্ধরূপত্বেন উভয়নিষ্ঠত্বাৎ তৎসঙ্ঘাতরূপসামগ্র্যা অধ্যাসসিদ্ধিরবিবাদা। প্রকৃতে তু দোষসাদৃশ্যজ্ঞানাদিসামগ্রীতদাশ্রয়য়োরভাবাৎ, জীবদোষাদীনামধ্যাসকার্য্যত্বেন উত্তরভাবিত্বাচ্চ কথমবিদ্যাধ্যাস ইতি মীমাংসনীয় ইতি।৭৭।

নন্বধ্যাসো দ্বিবিধঃ, সাদিরনাদিশ্চ। তত্র সাদৌ এব উক্তসামগ্র্যপেক্ষা, ন তু দ্বিতীয়ে। তথা চ অবিদ্যাধ্যাসস্য অনাদিত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। "এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়-রূপঃ" ইতি শ্রীভগবৎপাদভাষ্যকারোক্তেরিতি চেন্ন, স্বপ্রাঙ্গণে অশ্বধাবনমাত্রত্বাৎ। ন ক্বাপি কেনাপি

আরও কথা এই যে—জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞানের সত্তা সম্ভব হয়; জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞানের সত্তা সম্ভব হয় না; ইহাতে কাহারও মতান্তর নাই। অধ্যাসের পূর্ব্বে জ্ঞাতা জীব নাই বলিয়া প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ অবিদ্যাধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানের আশ্রয় কেহ সিদ্ধ হয় না; অবিদ্যার অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান কাহাতে থাকিবে? অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানের আশ্রয় কে হইবে? জীব ত অধ্যাসের কার্য্য; অধ্যাসের কারণ অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান অধ্যাসের কার্য্য জীবে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যাসসামগ্রীর অভাবনিবন্ধন অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অবিদ্যাধ্যাস সম্ভব হয় না ইহাই নির্ণীত হইল।

অভিপ্রায় এই যে—অধ্যাসমাত্রই দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান, সংস্কার ও সম্প্রয়োগ এই সকল সামগ্রীজন্য অর্থাৎ দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান, সংস্কার ও সম্প্রয়োগ এই সকল সামগ্রী অধ্যাসমাত্রেরই কারণ, ইহাই নিয়ম। এই নিয়মে কাহারও কোনও বিবাদ নাই। দোষাদিরূপ কারণসমূহ থাকিলেই অধ্যাসরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, নতুবা নহে; যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। সেই দোষাদি কারণসমূহের মধ্যে "ইহা রজত" এইরূপ ভ্রম-প্রতীতিতে দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান ও সংস্কার ভ্রান্তিমান্ পুরুষে থাকে, রজতের সাদৃশ্য শুক্তিতে থাকে এবং সম্প্রয়োগ সম্বন্ধরূপ বলিয়া ভ্রান্তিমান্ পুরুষে ও শুক্তিতে থাকে। এইজন্য সেই দোষাদি কারণসমূহরূপ সামগ্রীর দ্বারা ঐরূপ স্থলে অধ্যাসের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে যে অধ্যাসের সিদ্ধি হয়, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য; ইহাতে কোনও বিবাদ নাই। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অবিদ্যাধ্যাসে কিন্তু দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান, সংস্কার ও সম্প্রয়োগরূপ অধ্যাসসামগ্রী নাই এবং ঐ সকল সামগ্রীর আশ্রয়ও নাই। আর জীবগত দোষাদিও অবিদ্যাধ্যাসের সামগ্রী হইতে পারে না; কারণ জীবগত দোষাদি অধ্যাসের কার্য্য বলিয়া পরেই ঐ সকলের সিদ্ধি হইবে। পরভাবী জীবগত দোষাদি পূর্ব্ব-সিদ্ধ অবিদ্যাধ্যাসের সামগ্রী হইবে কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তাঁহাদের সম্মত অবিদ্যাধ্যাস ত উপপন্ন হয় না; ইহা সুধীগণের বিচার্য্য।৭৭।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অধ্যাস দ্বিবিধ, সাদি ও অনাদি। তন্মধ্যে সাদি অধ্যাসেই পূর্ব্বোক্ত দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান ও সংস্কারাদিরূপ সামগ্রীর অপেক্ষা আছে; কিন্তু অনাদি অধ্যাসে দোষাদি সামগ্রীর অপেক্ষা নাই। সুতরাং অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যাধ্যাসে যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, সেই সকল দোষের আর অবসর নাই অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যাধ্যাসে সেই সকল দোষের আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু শ্রীভগবৎপাদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন—"এইরূপ এই অনাদি, অনন্ত ও নৈসর্গিক প্রবাহরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস সর্ব্বলোকের অনুভবগোচর।"

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা নিজপ্রাঙ্গনে ঘোড়া দৌড়াইয়া থাকেন বুঝা যায়। অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয় কল্পনা করিয়া নিজমত পোষণ করিলে তাঁহাদিগকে ঐরূপই বলা

কথঞ্চিদপি কোঽপ্যনাদিরধ্যাসো দৃষ্টচরো যুক্তিসহো বা ; সর্ব্বেষাং সাদিত্বদর্শনাৎ। অনাদেঃ সতোঽপি বস্তুনোঽধ্যস্তত্বাঙ্গীকারে ব্রহ্মণোঽপি তথাত্বস্য বক্তুং শক্যত্বাৎ, তস্যাপি অনাদিভাবত্বসাম্যাৎ ।৭৮।

নম্বু অত্র অনাদিত্বং নাম অনাদ্যবিদ্যাকার্য্যত্বম্, নৈসর্গিকত্বঞ্চ অধ্যাসাৎ সংস্কারস্ততোঽধ্যাস ইতি প্রবাহরূপেণ, অনন্তত্বঞ্চ জ্ঞানং বিনা ধ্বংসাযোগ্যত্বং বিবক্ষিতম্, তস্মাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ ইতি চেন্ন, অসদুত্তরত্বাৎ। তথাহি—ন তাবদুক্তলক্ষণমনাদিত্বং বক্তুং শক্যম্, অনাদিত্বকার্য্যত্বয়োরেকত্র ব্যাঘাতাৎ। প্রত্যুত কার্য্যত্বস্য সাদিত্বেনৈব ব্যাপ্তিদর্শনাচ্চ। নাপি নৈসর্গিকত্বং বক্তুমর্হম্, অন্যোন্যাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি উক্তলক্ষণমনন্তত্বম্, জ্ঞানেন তৎসম্বন্ধস্যৈব ধ্বংসনাৎ, ন স্বরূপস্য। "গৌরনাদ্যন্তবতী" "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বে—৪।৫) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অনাদ্যন্তরূপস্য নিবৃত্তিরেব শ্রূয়তে, ন তু স্বরূপনাশঃ, অন্যথা মুক্তানাং বাহুল্যাৎ ইদানীমনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বে—১।১০) 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গী—৭।১৪) ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

যায়। তাঁহারা যে অধ্যাসকে অনাদি বলেন, তাহা অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অধ্যাস অনাদি হইতেই পারে না। কোথাও কেহও কোনরূপে কোনও অনাদি অধ্যাস দেখে নাই কিম্বা অনাদি অধ্যাস যুক্তিসহও নহে। সমস্ত অধ্যাসেরই সাদিত্ব দেখা যায়। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাকে অনাদি ভাববস্তু ও ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া থাকেন। অনাদি ভাববস্তুরও অধ্যস্তত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মেরও অধ্যস্তত্ব বলা যাইতে পারে অর্থাৎ অনাদি ভাববস্তু ব্রহ্মকেও অধ্যস্ত বলা যায় ; কারণ ব্রহ্মও অবিদ্যারই মত অনাদি ভাববস্তু ।৭৮।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—"এইরূপ এই অনাদি, অনন্ত ও নৈসর্গিক মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস সর্ব্বলোকের অনুভবগোচর", এই স্থলে অনাদিত্ব অর্থ—অনাদি অবিদ্যাকার্য্যত্ব, নৈসর্গিকত্ব অর্থ—অধ্যাস হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে অধ্যাস এবম্বিধ প্রবাহরূপে স্বতঃপ্রবৃত্তত্ব এবং অনন্তত্ব অর্থ—জ্ঞান ব্যতীত ধ্বংসের অযোগ্যত্ব। উক্ত অনাদি প্রভৃতি শব্দের এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ব্রহ্মও অবিদ্যার মত অনাদি ভাববস্তু বলিয়া ব্রহ্মেরও অধ্যস্তত্বের আপত্তি হইতে পারে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা অনাদি প্রভৃতি শব্দের প্রদর্শিতরূপ অর্থ করি বলিয়া ঐরূপ দোষের প্রসঙ্গ আর হইতে পারে না। অনাদি অবিদ্যাকার্য্যত্বরূপ অনাদিত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া ব্রহ্মের অধ্যস্তত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারে না ; কারণ ঐরূপ উত্তর নিতান্ত অসঙ্গত। তাঁহারা অনাদিত্বের যেরূপ নির্ব্বচন করেন, অধ্যাসের ঐরূপ অনাদিত্ব বলা যাইতে পারে না ; কারণ অনাদিত্ব ও কার্য্যত্ব একত্র থাকিতে পারে না। ঐ অনাদিত্ব ও কার্য্যত্বের একত্র স্থিতিতে পরস্পর পরস্পরকে ব্যাঘাত করিয়া থাকে। প্রত্যুত যেখানে সাদিত্ব থাকে, সেখানেই কার্য্যত্ব থাকে এইরূপ ব্যাপ্তিই দেখা যায়। যেখানে অনাদিত্ব থাকে, সেখানে কার্য্যত্ব থাকিতে কোথাও দেখা যায় না। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ নৈসর্গিকত্বের যেরূপ নির্ব্বচন করিয়াছেন, অধ্যাসের ঐরূপ নৈসর্গিকত্বও বলা যাইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ "অধ্যাস হইলে সংস্কার হইবে এবং সংস্কার থাকিলে অধ্যাস হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনন্তত্বের যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন, অধ্যাসের ঐরূপ অনন্তত্বও বলা যাইতে পারে না ; কারণ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাসম্বন্ধেরই ধ্বংস হইয়া থাকে ; স্বরূপতঃ অবিদ্যার ধ্বংস হয় না। "মায়া অনাদি ও অনন্তবতী" "লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অর্থাৎ রজঃসত্ত্বতমোগুণাত্মিকা নিত্যা এক প্রকৃতিকে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। অনাদি অনন্ত অজ্ঞানের সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইতেই শুনা

ন চ সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ কথমধ্যাসো নিরস্ত ইতি বাচ্যম্, সাদ্যধ্যাসস্য সম্মতত্বেঽপি অনাদ্যধ্যাসস্য কেষামপি অসম্মতত্বাৎ। নন্বধ্যস্তত্বানঙ্গীকারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং ন স্যাৎ ইতি চেন্ন, সতোঽপি নিবৃত্তেঃ সম্ভবাৎ। সত এব দ্রব্যস্য দানেন নিবৃত্তিদর্শনাৎ। ন চ তস্যাপি মিথ্যাত্বম্, সম্প্রদানে তস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বদর্শনাৎ। অর্থাপত্তিখণ্ডনে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। তস্মাৎ সম্বন্ধনিবৃত্তিরেব জ্ঞানজন্যা, ন স্বরূপনাশ ইত্যকামেনাপি অভ্যুপগন্তব্যম্। অতঃ অধ্যাসলক্ষণাসিদ্ধ্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিরিত্যলং বিস্তরেণ।৭৯।

ইতি পরাভিমতাধ্যাসলক্ষণশিখরনিপাতঃ॥

অথ প্রমাণাভাবাদপি অধ্যাসানুপপত্তিঃ। নন্থ "দ্রষ্টা অনুমন্তা শ্রোতা অহম্" ইত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য, দেবদত্তাদিকর্ত্তৃকঃ সর্ব্বোঽপি ব্যবহারঃ তদীয়দেহাদিষু অহংমমাধ্যাসমূলকঃ তদন্বয়ব্যতিরেকানুসারিত্বাৎ যদেবং

যায়; কিন্তু অজ্ঞানের স্বরূপনাশ হইতে কখনও শুনা যায় না। যদি অজ্ঞানের স্বরূপনাশই হয়, তবে বহু জীব মুক্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় এক্ষণে আর অজ্ঞানের উপলব্ধিই হইতে পারে না। এক্ষণে অজ্ঞানের অনুপলব্ধির প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। শ্রুতি-স্মৃতিই বলিয়াছেন—"পুনঃ পুনঃ সেই দেবের ধ্যানের ফলে প্রারব্ধভোগের অবসানে সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হইয়া যায়" "যাহারা আমারই শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে।" সুতরাং অবিদ্যার সম্বন্ধের নিবৃত্তিই হয়, স্বরূপতঃ অবিদ্যার নাশ হয় না বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনন্তত্বের যেরূপ লক্ষণ বলেন, তাহা ঠিক নহে। আর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মত অধ্যাস দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণ কি প্রকারে নিরাস করিতেছেন? অধ্যাস যখন সকলেরই স্বীকার্য্য, তখন দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণকেও অধ্যাস স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপও বলা যায় না; কারণ সাদি অধ্যাস সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও অনাদি অধ্যাসে অপর কাঁহারও সম্মতি নাই। কেবলমাত্র অদ্বৈতবেদান্তিগণই অনাদি অধ্যাস স্বীকার করেন। অনাদি অধ্যাস যে সম্ভব নহে, তাহা দেখান হইয়াছে। অনাদি অধ্যাস অপর কেহ স্বীকার করেন না; আমরাও করি না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের অধ্যস্তত্ব স্বীকার না করিলে অবিদ্যা জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইতে পারিবে না; অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুরই জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে; অনধ্যস্ত বস্তুর নিবৃত্তি হয় না। যদি অবিদ্যা অধ্যস্ত না হয়, তবে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইতে পারিবে না। এই অবিদ্যার জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয়ত্বের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস স্বীকার করিতে হয় এবং অনাদি অবিদ্যাকে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলিতে হয়। কল্পিত বস্তু মিথ্যা।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ সত্য বস্তুরও নিবৃত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। যেমন—সত্য বস্তুরই দানের দ্বারা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। আর সেই "প্রদেয় দ্রব্যও মিথ্যা" এইরূপও বলা যায় না; কারণ যাহাকে দান করা হয়, সেই ব্যক্তির নিকটে সেই প্রদেয় দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয় অর্থাপত্তি-খণ্ডনপ্রকরণে বিস্তার করিয়া বলা হইবে। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাসম্বন্ধের নিবৃত্তিই হইয়া থাকে; জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার স্বরূপের নাশ হয় না, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত অধ্যাসলক্ষণের সিদ্ধি হয় না বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। এই বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।৭৯।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে পরাভিমত অধ্যাসলক্ষণ-নিরাস॥

লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ লক্ষণ

তদেবং মৃন্মূলঘটবদিত্যনুমানস্য, যদি অধ্যস্তঃ প্রমাতা ন স্যাৎ তর্হি প্রমাণাদিব্যবহারো ন স্যাৎ, সর্ব্বস্যাপি ব্যবহারজাতস্য অবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রিতত্বাৎ ইত্যর্থাপত্তেশ্চাত্র মানত্বাৎ। তথা চ আহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাঃ লৌকিকাঃ বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি" ইত্যুক্ত্বা "কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ" ইত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে—"উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষু অহং-মমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বা-নুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ" ইত্যাদিনা ইতি কথং প্রমাণাভাব ইতি চেন্ন, উক্তপ্রত্যক্ষানুমানাদেরা-ভাসমাত্রত্বাৎ। তথাহি—উক্তপ্রত্যক্ষাদীনাং শরীরেন্দ্রিয়যুক্তাত্মপরত্বেন অধ্যস্তবিষয়কত্বাভাবাৎ ;

ও প্রমাণের দ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যেরূপ লক্ষণের দ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি করেন, সেই অধ্যাসলক্ষণ পূর্ব্বপ্রকরণে আমরা নিরাস করিয়াছি এবং তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসলক্ষণের সিদ্ধি হয় না বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না ইহা উপপাদন করিয়াছি। এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের উপপত্তি হয় না, ইহাই দেখান হইতেছে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসে অধিষ্ঠান, আরোপ্য, সামগ্রী; সম্বন্ধ ও লক্ষণের সিদ্ধি হয় না বলিয়া যে তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে দেখান হইয়াছে। আর তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসের উপপত্তি হয় না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমি দ্রষ্টা, আমি অনুমন্তা, আমি শ্রোতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষই অধ্যাসে প্রমাণ ; কেন না অধ্যাস ব্যতীত কূটস্থ চিদাত্মার উক্ত দ্রষ্টৃত্বাদি উপপন্ন হয় না। সুতরাং প্রদর্শিতরূপ প্রত্যক্ষই অধ্যাসে প্রমাণ। আর "দেবদত্তাদিকর্ত্তৃক সমস্ত ব্যবহারই সেই দেবদত্তাদির দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংমমাধ্যাসমূলক, যেহেতু "দেহাদিতে অহংমমাধ্যাস থাকিলেই ব্যবহার থাকে, অহংমমাধ্যাসের অভাবে ব্যবহার থাকে না" এইরূপ অধ্যাসের অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারী ব্যবহার হইয়া থাকে ; যাহা এইরূপ হেতুমান্ হয়, তাহা ঐরূপ সাধ্যবান্ হয় ; যেমন—ঘটাদি মৃত্তিকামূলক হইয়া থাকে।" এইরূপ অনুমান অধ্যাসে প্রমাণ। আর "যদি অধ্যস্ত প্রমাতা না থাকে, তাহা হইলে প্রমাণাদির ব্যবহার হইতে পারে না ; যেহেতু সমস্ত ব্যবহারই অবিদ্যাযুক্ত পুরুষাশ্রিত ; সুতরাং প্রমাণাদিব্যবহারের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অধ্যস্ত প্রমাতা সিদ্ধ হয়" এইরূপ অর্থাপত্তিও অধ্যাসে প্রমাণ। তাহাই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা—"পূর্ব্ববর্ণিতস্বরূপ এই অবিদ্যানামক আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়া লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বিধিপর, নিষেধপর ও মোক্ষপর সমস্ত শাস্ত্রও এই অবিদ্যানামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়াই অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে।" এইরূপ বলিয়া ভাষ্যকার স্বয়ংই ইহার উপরে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে - "প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র অবিদ্যাযুক্ত পুরুষাশ্রিত হয় কি প্রকারে ? যথার্থজ্ঞানই প্রমা অর্থাৎ বিদ্যা ; সেই বিদ্যার সাধন প্রমাণ ; সুতরাং প্রমাণসমূহ কি প্রকারে অবিদ্যাযুক্ত পুরুষাশ্রিত হইবে ? বিদ্যার সাধন প্রমাণসমূহ ত অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে না। আর পুরুষের হিতানুশাসনপর শাস্ত্রসমূহও অবিদ্যার প্রতিপক্ষ বলিয়া অবিদ্যাযুক্ত পুরুষাশ্রিত হইতে পারে না।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া ভাষ্যকার "উত্তর বলিতেছি—দেহের উপরে ও ইন্দ্রিয়াদির উপরে যাহার অহংমমাভিমান নাই, তাহার প্রমাতৃত্বের উপপত্তি হয় না ; আর প্রমাতৃত্বের উপপত্তি না হইলে প্রমাণপ্রবৃত্তিরও উপপত্তি হয় না" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অধ্যাসে প্রমাণ নাই, তাহা কি প্রকারে হইল ? অধ্যাসের সত্তায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি এই তিনটি প্রমাণই ত আছে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" (কঠ—১।৩।৪) ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা যুক্তস্থানে অধ্যস্ত ইতি প্রয়োগঃ শ্রুতৌ স্যাৎ। শ্রুতিগৃহীতত্বাৎ উক্তার্থস্যৈব সম্যক্ত্বেন উক্তমানানামধ্যাসপরত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ অধ্যাসস্য অদ্যাপি অসিদ্ধ্যা তদনুমানে সাধ্যাসিদ্ধেঃ, অধ্যাসপ্রযুক্তো ব্যবহারঃ তৎপ্রযুক্তশ্চ অধ্যাসঃ ইত্যন্যোন্যাশ্রয়াচ্চ। কিঞ্চ হেতোরপি স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ অধ্যাসাসিদ্ধ্যা তদন্বয়ব্যতিরেকস্য সুতরামসিদ্ধেঃ,

---

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি অধ্যাসে প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাসমাত্র। উক্ত প্রত্যক্ষাদি যে প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণাভাস, তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষাদি শরীরেন্দ্রিয়সংযুক্ত আত্মবিষয়ক; শরীরেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসযুক্ত আত্মবিষয়ক নহে। আত্মার প্রমাতৃত্বের অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির উপপত্তির নিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তু ও আত্মার পরস্পরাধ্যাস স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না; অধ্যাস ব্যতীতই দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির উপপত্তি হয়। দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মাই প্রত্যক্ষাদির কর্ত্তা হইতে পারে। অধ্যাস স্বীকারে প্রয়োজন কি? যেহেতু সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ "অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই ভোক্তা ইহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি উপপন্ন হয়। তাহা না হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ও আত্মার পরস্পরাধ্যাস শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে উক্ত শ্রুতিতে "যুক্ত" এই স্থানে "অধ্যস্ত" এইরূপ প্রয়োগ থাকিত। শ্রুতি আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগই বলিয়াছেন; পরস্পরাধ্যাস বলেন নাই। সুতরাং শ্রুতিগৃহীত বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত পন্থাই যথার্থ। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসে যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সকল প্রমাণ অধ্যাসের প্রতিপাদক নহে বলিয়া উক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাস।

আরও কথা এই যে—অনুমানে পক্ষটি সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমানের পূর্ব্বে সাধ্যের সিদ্ধি থাকা আবশ্যক। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসের অদ্যাপি সিদ্ধি হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমানে ব্যবহাররূপ পক্ষটি সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ হয় নাই। পক্ষ সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ না হইলে অনুমিতিজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ অনুমানের দ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি করিতে পারেন না। উহা অনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস। আর তাঁহাদের প্রদর্শিত উক্ত অনুমান অন্যোন্যাশ্রয় দোষেও দুষ্ট। উক্ত অনুমানে "অধ্যাসপ্রযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবহারপ্রযুক্ত অধ্যাস" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অনুমানে "অধ্যাস থাকিলে ব্যবহার থাকে, অধ্যাস না থাকিলে ব্যবহার থাকে না" এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারিত্বরূপ যে হেতুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষে হেতুর অভাবকেই স্বরূপাসিদ্ধ কহে। অদ্যাপি অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি নাই বলিয়া উক্ত অনুমানে অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারিত্বরূপ হেতু ব্যবহাররূপ পক্ষে নাই; এই জন্য উক্ত হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত অনুমানে যে মৃন্মূলক ঘটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঘটাদি মৃত্তিকার পরিণাম বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। সমান দৃষ্টান্তের দ্বারাই সাধ্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে; বিষম দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। এইজন্য উক্ত পরিণাম দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসের সিদ্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমানে দৃষ্টান্তও বিষম বলিয়া উহা অনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—"প্রমাণাদিব্যবহারের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অধ্যস্ত প্রমাতা সিদ্ধ হয়" এইরূপ অর্থাপত্তিও অধ্যাসে প্রমাণ, তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষাদির ন্যায় ঐ অর্থাপত্তিও নির্ম্মূলক বলিয়া প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাস। কারণ দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হয়।

ঘটাদীনাং মৃৎপরিণামত্বেন দৃষ্টান্তবৈষম্যাচ্চ। তথৈব ব্যবহারস্য দেহাদিযুক্তাত্মকর্ত্তৃত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ অর্থাপত্তেরপি নির্ম্মূলত্বাদাভাসমাত্রত্বমিতি ।৮০।

নন্থ মাস্তু প্রত্যক্ষাদীনামত্র প্রামাণ্যম্, "ব্রাহ্মণো যজেত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ—২।৪।৫) ইত্যাদি-শ্রুতীনামেব বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাত্মধ্যাসবন্তমেব অধিকৃত্য প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, তথোক্তং ভগবৎপাদৈর্ভাষ্যকারৈঃ—"ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রম-বয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে ইতি, তস্মাৎ শ্রুতিপ্রমাণকত্বাৎ অধ্যাসোঽবশ্যং মাননীয় ইতি চেন্ন, উক্তশ্রুতীনামপি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিম-

---

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মার প্রমাণাদিব্যবহারের কর্ত্তৃত্বের উপপত্তি হইতে কোন বাধা নাই। ঐরূপে উপপত্তি না হইলেই অদ্বৈতবেদান্তিগণ অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা অধ্যস্ত প্রমাতার সিদ্ধি করিতে পারিতেন? প্রমাণাদিব্যবহারের প্রদর্শিতরূপে অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তি নির্ম্মূলক ; সুতরাং উহা প্রমাণ নহে ; কিন্তু প্রমাণাভাস মাত্র ।৮০।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসের অস্তিত্বে যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে অধ্যাসের অস্তিত্বে তাঁহারা যে শব্দপ্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারই উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করা হইতেছে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অধ্যাসে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ না থাকে, না থাকুক ; অধ্যাসে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" "ওহে আত্মাই দর্শনীয়" ইত্যাদি শ্রুতিই বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থা প্রভৃতির অধ্যাসযুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখা যায়। তাহাই ভগবৎপাদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—যথা—"ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" ইত্যাদি শাস্ত্র সকল আত্মাতে যে বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অধ্যাস, সেই বিশেষ বিশেষ অধ্যাসকে অবলম্বন করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" "রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন" ইত্যাদিতে বর্ণাধ্যাস, "গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিবেন" ইত্যাদিতে আশ্রমাধ্যাস, "কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি অগ্ন্যাধান করিবেন" ইত্যাদিতে বয়সাধ্যাস এবং "দুশ্চিকিৎস রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জলাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন" ইত্যাদিতে অবস্থাধ্যাস বুঝিতে হইবে। অতএব অধ্যাস শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণকেও অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ ঐ সকল শাস্ত্রও বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থাদিবিশিষ্ট যে শরীর, সেই শরীরসংযুক্ত আত্মবিষয়ক। ঐ সকল শাস্ত্র তাদৃশ অধিকারিবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে ; অধ্যাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় নাই। ঐ সকল শাস্ত্রের দ্বারা অধ্যাস প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বে যে "আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই ভোক্তা ইহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন" এইরূপ শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রুতির সহিত "ব্রাহ্মণো যজেত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের একবাক্যতা আছে বলিয়াও এই সকল শ্রুতির দ্বারা অধ্যাস প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বশ্রুতি কণ্ঠরবে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থাদিবিশিষ্ট শরীরযুক্ত অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" এই ভগবতী শ্রুতি এই শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মনীষিত্বযোগ অর্থাৎ সুবুদ্ধিত্বযোগ শ্রবণ করাইয়া এই শ্রুতির বিপরীতার্থবাদী ব্যক্তিগণের কুবুদ্ধিত্বই সূচনা করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাস বেদাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ হইয়াও যাঁহাদের মতে কুলধর্ম্মরূপে অর্থাৎ সম্প্রদায়ধর্ম্মরূপে প্রাপ্ত, তাঁহাদিগেরই ঐ অধ্যাস স্বীকার্য্য হইতে পারে ; অন্যের নহে ; ইহাই শ্রুত্যুক্ত "মনীষিণঃ" এই পদের স্বারসিক অর্থ।

চ্ছরীরসংযুক্তাধিকারিবিষয়কত্বাবিশেষাৎ। আসামপি নির্ণয়স্য তয়া একবাক্যত্বাচ্চ। তন্নিষ্ঠানাং মনীষিত্বযোগং শ্রাবয়ন্তী ভগবতী শ্রুতিঃ তদ্বিপরীতবাদিনাং কুমনীষিত্বং সূচয়তি। তস্মাৎ যেষাং মতে অধ্যাসো বেদাদি-প্রমাণবিরুদ্ধোঽপি কুলধর্ম্মত্বেন প্রাপ্তস্তৈরেব মাননীয় ইতি মনীষিপদপ্রয়োগস্বারস্যার্থঃ।

অথ চ তব মতে জীবন্মুক্তানামপি যাজ্ঞবল্ক্যাদীনাং তাদৃশব্যবহারস্য তাদবস্থ্যদর্শনেন তেষামপি অধ্যাসবত্ত্বং স্বীকার্য্যম্; অন্যথা ব্যতিরেকনিয়মভঙ্গাৎ। তথাত্বে চ তেষামজ্ঞত্বাবিশেষেণ তদুপদেশমূলকেদানী-ন্তনপৌরুষেয়-শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃবাক্যজন্যোপদেশানাং সুতরামনাপ্তত্ব-প্রসঙ্গেন উপদেশসন্ততেঃ সুতরাং বঞ্চকতাযোগেন অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাদিতি সংক্ষেপঃ। অত্র বিশেষস্ত্বগ্রে ভূয়ো বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।৮১।

ইতি পরাভিমতাধ্যাসবিষয়কপ্রমাণশিখরনিপাতঃ॥

নন্বু অধ্যাসস্য অসম্ভবঃ কিমযুক্তত্বাদ্বা মানাভাবাদ্বা কারণাভাবাদ্বেতি বিবেচনীয়ম্। আদ্যে ইষ্টাপত্তিঃ, অধ্যাসস্য অসঙ্গে স্বপ্রকাশাত্মনি অযুক্তত্বস্য অস্মাকম্ অলঙ্কারত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, "অজ্ঞঃ কর্ত্তা" "মনুষ্যোঽহম্"

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অহমাদি ব্যবহার অধ্যাসমূলক; তাঁহাদের মতে অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু জীবন্মুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব প্রভৃতিরও তাদৃশ অহমাদি ব্যবহার মুক্তাবস্থাতেও সেইরূপই ছিল দেখা যায়, এইজন্য সেই যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জীবন্মুক্তগণেরও অধ্যাসযুক্তত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জীবন্মুক্তগণের অধ্যাসযুক্তত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে "অধ্যাসের অভাবে ব্যবহারের অভাব হয়" এইরূপ ব্যতিরেক নিয়ম যে তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত সেই ব্যতিরেক নিয়ম ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। কারণ যাজ্ঞবল্ক্যাদির ব্যবহার ছিল দেখা যায়, অথচ তাঁহাদের অধ্যাসযুক্তত্ব ছিল না অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন। আর যাজ্ঞবল্ক্যাদির অধ্যাসযুক্তত্ব থাকিলে তাঁহাদেরও অজ্ঞতার আপত্তি হইয়া পড়ে। বদ্ধজীবের অজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের অজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই; কারণ উভয়ই অধ্যাসমূলক। তাহা হইলে সেই যাজ্ঞবল্ক্যাদির উপদেশমূলক যে ইদানীন্তন পৌরুষের শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিগণের বাক্যজন্য উপদেশ ফলতঃ অনাপ্তোপদেশ হইয়া পড়ে; এইজন্য সেই উপদেশধারার বঞ্চকতাযোগ হয় বলিয়া সেই উপদেশধারার দ্বারা মোক্ষ না হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে অধ্যাসে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা এই সংক্ষেপে নিরাস করা হইল। এই বিষয়ে বিশেষকথা অগ্রে পুনরায় বলা হইবে।৮১।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে পরাভিমত অধ্যাসবিষয়কপ্রমাণ নিরাস॥

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে যে আমাদের সম্মত অধ্যাস অসম্ভব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—আমাদের সম্মত অধ্যাস অযুক্ত বলিয়াই কি অসম্ভব? কিম্বা জ্ঞাপক প্রমাণের অভাববশতঃ অসম্ভব? অথবা উৎপাদক কারণের অভাববশতঃ অসম্ভব? এই তিনটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি আমাদের অভিলষিতই; সুতরাং প্রথম পক্ষ অর্থাৎ অধ্যাস অযুক্ত বলিয়া অসম্ভব এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি, সেই আপত্তি আমাদের অভিলষিতেরই আপত্তি। কারণ অসঙ্গ স্বপ্রকাশ আত্মাতে জড় প্রপঞ্চের অধ্যাস যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা অদ্বৈতবাদী আমাদের অলঙ্কারই; দোষ নহে। যুক্তিযুক্ত না হওয়াই অধ্যাসের মহিমা। অধ্যাস যুক্তিযুক্ত নহে ইহাই আমরা বলিয়া থাকি। সুতরাং "অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অযুক্ত বলিয়া অসম্ভব" এইরূপ আপত্তি দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারেন না।

ইতি প্রত্যক্ষানুভবাৎ। ন চেদং প্রত্যক্ষং দেহাদিসংযুক্তাত্মবিষয়কত্বাৎ প্রমা ইত্যুক্তমধস্তাৎ ইতি বাচ্যম্, অপৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্গাবধৃততাৎপর্য্যেণ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন অকর্ত্তৃব্রহ্মাবোধনেন অস্য (প্রত্যক্ষস্য) ভ্রমত্বনিশ্চয়াৎ। ন চ ক্ষণিকযাগস্য শ্রুতিবলাৎ কালান্তরভাবিফলহেতুত্ববৎ "তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ" (মু—৩।৮) ইতি শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যাপি জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিসম্ভবাৎ অধ্যাসকল্পনা ব্যর্থেতি বাচ্যম্, তত্ত্বজ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যস্য কাপি সত্যত্বাদর্শনাৎ। সত্যস্য চ আত্মনো নিবৃত্ত্যদর্শনাচ্চ। অযোগ্যত্বনিশ্চয়ে

আর দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণের অভাববশতঃ অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসম্ভব এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ অধ্যাসের অস্তিত্বে "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষই প্রমাণ। দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস ব্যতীত নির্ধর্ম্মক আত্মার অজ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও মনুষ্যত্বাদি উপপন্ন হয় না। এইজন্য উক্তরূপ প্রত্যক্ষই অধ্যাসে প্রমাণ।

ইহাতে দ্বৈতদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেহেন্দ্রিয়াদি-সংযুক্ত আত্মবিষয়ক বলিয়া সেই সেই প্রত্যক্ষ প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান ; ভ্রমজ্ঞান নহে ; ইহা আমরা পূর্ব্বপ্রকরণেই বলিয়াছি। সুতরাং অধ্যাসে প্রমাণ নাই।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দোষ এবং উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা উক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরহিত জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র আত্মাতে উক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। তাদৃশ বেদান্তবাক্যসমূহ আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ ও অকর্ত্তাদিরূপে বুঝায় বলিয়া "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। অতএব উক্তরূপ প্রত্যক্ষই অধ্যাসের সদ্ভাবে প্রমাণ।

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ বলে যেমন ক্ষণিক যাগের কালান্তরভাবী স্বর্গাদিরূপ ফলের জনকতা নিশ্চিত হইয়া থাকে, সেইরূপ "ধীর ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিয়া নামরূপাত্মক জগৎ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন" এই শ্রুতিপ্রমাণবলে নামরূপাত্মক সত্য জগতেরও জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে অধ্যাস কল্পনা করেন, তাহা নিরর্থক। শ্রুতিপ্রমাণবলেই জ্ঞানের দ্বারা সত্য জগতেরও নিবৃত্তি হইবে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ মিথ্যাভূত বস্তুই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেবল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা কোথাও সত্য হইতে দেখা যায় না। আর সত্য আত্মারও নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। যদি জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুরও নিবৃত্তি হয়, তবে আত্মাও সত্য বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্মারও নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহা ত হয় না। যেহেতু সত্য আত্মার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না, অতএব তত্ত্বজ্ঞান সত্যের নিবর্ত্তক নহে। "তত্ত্বজ্ঞান কখনও সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হয় না" এইরূপে সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলে "সত্য বন্ধ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়" এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলে আমরা যে বলিয়াছি— তত্ত্বজ্ঞান অসত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হয়, "সত্য বন্ধের জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়" এইরূপ অর্থজ্ঞাপক "তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ" এই শ্রুতি তাহার বাধক হইতে পারে না।

ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলেই অদ্বৈত-বেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন ; তাহা ত নাই ; কারণ সমুদ্রসেতু দর্শনের ফলে সত্য ব্রহ্মহত্যাপাপেরও নিবৃত্তি

সতি সত্যবন্ধস্য জ্ঞানান্নিবৃত্তিশ্রুতের্বাধকত্বাযোগাৎ। ন চ সেতুদর্শনাৎ সত্যস্যাপি পাপস্য নাশদর্শনাৎ ন অযোগ্যতানিশ্চয় ইতি বাচ্যম্, তস্য শ্রদ্ধাদিনিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ। বন্ধস্য চ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বে—৩।১৮) ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানমাত্রনাশ্যত্বপ্রতীতেঃ। অতঃ শ্রুতজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বনির্ব্বাহার্থ-মধ্যস্তত্বং বর্ণনীয়ম্ ।৮২।

কিঞ্চ জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যস্য কিং নাম সত্যত্বম্? ন তাবৎ অজ্ঞানাজন্যত্বম্, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (শ্বে—৪।১০) ইতি বিরোধাৎ, মায়াবিদ্যয়োরৈক্যাৎ। নাপি স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশূন্যত্বম্, অস্থূলাদি-শ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্রহ্মবদ্বাধাযোগ্যত্বম্, জ্ঞাননিবৃত্তিশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্যবহারকালে

হইতে শুনা যায়। শাস্ত্রেই আছে—"সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি"। এইরূপ গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য বিষাদির নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। যদি তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাভূত বস্তুরই নিবর্ত্তক হয়, সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য বিষাদির এবং সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা সত্য ব্রহ্মহত্যা-পাপের নিবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ তাহা ত হইয়াই থাকে। অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে—জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্যতানিশ্চয় নাই।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ কেবলমাত্র সমুদ্রসেতু দর্শনরূপ জ্ঞানই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক নহে। তাহা হইলে তত্রত্য ম্লেচ্ছগণেরও তাদৃশ পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক। ছত্র-পাদুকাদিবর্জ্জন, দোষকীর্ত্তন ও দূরদেশগমনাদি নিয়মসমূহ কৃতিসাধ্য বলিয়া সেই সেই নিয়মবিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনও কৃতিসাধ্য; সুতরাং উহা বিহিতক্রিয়ারূপ। পরন্তু আত্মজ্ঞান সেইরূপ নহে; আত্মজ্ঞানে কৃতিসাধ্য কোন বিশেষণ নাই; সুতরাং আত্মজ্ঞান বিহিতক্রিয়ারূপ নহে। আর "সেই আত্মাকে জানিয়া মুমুক্ষু সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে, সংসারের পরপারে যাইবার এই আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই" এই শ্রুতির দ্বারা বন্ধ কেবল জ্ঞানমাত্রের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় বলিয়া জানা যায়। বন্ধ কেবল অজ্ঞানজন্য বলিয়া বন্ধের নিবৃত্তিতে জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন নিবর্ত্তকের অপেক্ষা নাই। অতএব উক্ত শ্রুতি হইতে শ্রুত বন্ধের জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয়ত্বের উপপত্তির নিমিত্ত বন্ধের অধ্যস্তত্ব অবশ্যই বলিতে হয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে যে গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য বিষাদির নিবৃত্তিরূপ প্রত্যুদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যুদাহরণ হয় না; কারণ ধ্যানকে জ্ঞান বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এই স্থলে আমাদের সিদ্ধান্তসম্মত "জ্ঞান অজ্ঞানেরই কিম্বা মিথ্যাভূত বস্তুরই নিবর্ত্তক হয়" এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া ব্যাসতীর্থ স্বরচিত "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থে নয়টি প্রত্যুদাহরণ দেখাইয়াছেন। সেই সকল যে প্রত্যুদাহরণ হইতে পারে না, তাহা "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে "জ্ঞাননিবর্ত্ত্য-ত্বান্যথানুপপত্তি" প্রকরণে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ সম্ভব নহে। "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—বন্ধ কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়; সুতরাং বন্ধের কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়ত্বের উপপত্তির নিমিত্ত বন্ধের অধ্যস্তত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ।৮২।

আরও কথা এই যে—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হয় বলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্যত্ব কিরূপ? ঐ সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্যত্ব বলা যায় না; কারণ মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি ও প্রধান এই সকল শব্দ একার্থক; প্রকৃতিই বিশ্বের কারণ; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সত্য বিশ্বে অজ্ঞান-জন্যত্বই আছে; অজ্ঞানাজন্যত্ব নাই। এই জন্য জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় বিশ্বের সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্য বলা যায় না।

বাধশূন্যত্বম্, তর্হি ব্যাবহারিকমেব সত্যত্বমাগতমেব অধ্যস্তত্বম্, তচ্চ শ্রুত্যর্থযোগ্যতাজ্ঞানার্থং বর্ণনীয়মেব যাগস্যাপূর্ব্বদ্বারবদিতি। নাপি কারণাভাবাদিতি তৃতীয়ঃ কল্পঃ, মিথ্যা অজ্ঞানস্য তৎকারণস্য ভাবাৎ। তথোক্তং ভগবৎপাদৈর্ভাষ্যকারৈঃ—"মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত" ইতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চ তদেব নিমিত্তমুপাদানং যস্য স তথেত্যর্থঃ ইতি চেন্ন, আপাতরমণীয়ত্বাৎ। তথাহি—যত্তুক্তমাত্মন্যধ্যাসস্য অযুক্তত্বম্ অস্মাকমলঙ্কার ইতি, তদ্দুরুক্তম্, তত্র যুক্ত্যুপন্যাসস্য জলতাড়নবৎ বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ অধ্যাসাযুক্তত্বরূপালঙ্কারে

প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আর সেই প্রকৃতিই মায়া। মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই বস্তু; মায়া ও প্রকৃতিকে এক বস্তু স্বীকার না করিলে "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে" এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর ঐ সত্যত্বকে নিজের অধিষ্ঠানে নিজের অভাবশূন্যত্বও বলা যায় না; কারণ যদি বিশ্বে ঐরূপ সত্যত্ব থাকে, তাহা হইলে বিশ্বের নিষেধপর "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর ঐ সত্যত্বকে ব্রহ্মের স্থায় বাধাযোগ্যত্বও বলা যায় না; কারণ বিশ্বে যদি ঐরূপ সত্যত্ব থাকে, তাহা হইলে যে সকল শ্রুতি জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐ সত্যত্বকে ব্যবহারকালে বাধশূন্যত্বও বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে উক্ত সত্যত্বের ব্যাবহারিক সত্তাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে বিশ্বের অধ্যস্তত্বই আসিয়া পড়ে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত বিশ্বেরই বাধ হইয়া থাকে। যদি বিশ্ব অধ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই শ্রুতির অর্থের সমন্বয় হয় না। সুতরাং ক্ষণিক যাগের স্বর্গজনকত্বের উপপত্তির নিমিত্ত যেমন অপূর্ব্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ উক্ত শ্রুতির অর্থের সমন্বয়ের নিমিত্ত বিশ্বের অধ্যস্তত্ব অবশ্যই বলিতে হয়।

আর "উৎপাদক কারণ নাই বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসম্ভব" এই তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়াও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু মিথ্যা অজ্ঞানই অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে। তাহাই ভগবৎপাদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভাষ্যে "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ" এই পদের দ্বারা বলিয়াছেন। মিথ্যা অজ্ঞানই নিমিত্ত অর্থাৎ উপাদান হইয়া থাকে যাহার, তাহা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত, ইহাই উক্ত পদের অর্থ। অধ্যাস মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত। সুতরাং মিথ্যা অজ্ঞানই অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের এই তৃতীয় আপত্তিও সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ পূর্ব্বোক্ত তিনটি পক্ষ করিয়া যে অধ্যাসসমর্থনের প্রয়াস করেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি আপাতরমণীয়। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে—তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত তিনটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষের উত্তরে যে বলিয়াছেন—"অসঙ্গ স্বপ্রকাশ আত্মাতে জড় বিশ্বের অধ্যাস যে অযুক্ত, তাহা অদ্বৈতবাদী আমাদের অলঙ্কারই, দোষ নহে," ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। তাহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত হয়। কারণ অধ্যাস যদি অযুক্তই হয়, তাহা হইলে সেই অযুক্ত অধ্যাসের সমর্থনের নিমিত্ত তাঁহারা যুক্তির উপন্যাস করেন কেন? অধ্যাস অযুক্ত হইলে সেই অযুক্ত অধ্যাসের সমর্থনের নিমিত্ত তাঁহারা যে যুক্তিপ্রদর্শনের প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সেই যুক্তিপ্রদর্শনের প্রয়াস বালকের জলতাড়নের স্থায় নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—অধ্যাস যদি অযুক্ত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বাধিত হইয়া পড়িবে এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বাধপ্রযুক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের অখণ্ডার্থবোধকত্বাদিও বাধিত হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের অধ্যাসাযুক্তত্বরূপ অলঙ্কারে ঐ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বাধ ও বেদান্তবাক্যসমূহের অখণ্ডার্থবোধকত্বাদির বাধ চূড়ামণিস্বরূপ হউক। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে অধ্যাস স্বীকার করিয়া অধ্যাসকে অযুক্ত বলেন, তাহা তাঁহাদের মুর্খেই শোভা পায়।

তদযুক্তত্বপ্রযুক্তাদ্বৈতসিদ্ধান্তবাধঃ তৎপ্রযুক্তাখণ্ডার্থত্বাদিবাধশ্চ চূড়ামণিভূর্য়াৎ। কিঞ্চ যস্য অধ্যাসস্য অযুক্তত্বং শ্রীমদ্ভির্ভবদ্ভিরলঙ্কারতয়া স্বীকৃতম্, সঃ অধ্যাসঃ অযুক্তত্বাৎ নাস্তিবিবক্ষয়া স্বীকৃতঃ? শাস্ত্রবিরুদ্ধোঽপি অস্মৎকুলধর্ম্মত্বাৎ অবশ্যমভুপেয় ইতি বা? আদ্যে ইষ্টাপত্তিঃ, অধ্যাসো নাস্তীতি অস্মদীয়পক্ষপ্রবেশাৎ তৎপ্রযুক্তঃ সর্ব্বোঽপি সিদ্ধান্তো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে মহারাষ্ট্রাণাং যথা লশুনভক্ষণং শাস্ত্রনিষিদ্ধমপি কুলধর্ম্মতয়া স্বীকৃতম্, তদ্বৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধোঽপি অধ্যাসঃ কুলধর্ম্মত্বাৎ ভবতাং শ্রেয়সে ভূয়াৎ। ৮৩।

যদপ্যুক্তম্ "অজ্ঞঃ কর্ত্তা" "মনুষ্যোঽহম্" ইতি প্রত্যক্ষানুভবাদভানাভাবস্তদপ্যসম্যক্, পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ, নিরসিষ্যমাণত্বাচ্চ। নন্থ উক্তপ্রত্যক্ষস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্তাত্মবিষয়কত্বাৎ প্রমেতি যদ্যপি শ্রুতিপ্রমাণেন প্রযুক্তম্, তথাপি অপৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্গাবধৃততাৎপর্য্যেণ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন অকর্ত্তৃব্রহ্মাবোধনাৎ উক্তপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বপ্রতিপত্তিরিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ; তথাহি—অপৌরুষেয়তয়া

আরও কথা এই যে—যে অধ্যাসের অযুক্তত্ব শ্রীমান্ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অলঙ্কাররূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই অধ্যাস অযুক্ত বলিয়া বস্তুতঃ নাই এইরূপ বলিবার ইচ্ছায়ই কি তাঁহারা অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন? অথবা অধ্যাস শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাদের কুলধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়াই তাঁহারা অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিলে ইষ্টাপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ আমরা যাহা বলি, তাঁহারাও তাহাই স্বীকার করেন বুঝা যায়। তাহা হইলে "অধ্যাস নাই" এই আমাদের সিদ্ধান্তে প্রবেশহেতু অদ্বৈতবাদিগণের অধ্যাসপ্রযুক্ত সমস্ত সিদ্ধান্তই দত্ততিলাঞ্জলি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। আর দ্বিতীয় পক্ষটি যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে রসুনভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও যেমন মহারাষ্ট্রগণের তাহা কুলধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা রসুন ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অধ্যাস শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও অদ্বৈতবেদান্তিগণের তাহা কুলধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা অধ্যাস স্বীকার করুন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঐ অধ্যাস তাঁহাদেরই কল্যাণজনক হউক। শাস্ত্রবিরুদ্ধ অধ্যাস স্বীকার করা তাঁহাদের কুলধর্ম্ম হইলে তাহাতে আর আমাদের বক্তব্য কিছু নাই। ৮৩।

আর যে দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভবই প্রমাণ আছে; সুতরাং অধ্যাসের সদ্ভাবে প্রত্যক্ষপ্রমাণ আছে বলিয়া অধ্যাস সিদ্ধ হয়", অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাববশতঃ অধ্যাস যে অসিদ্ধ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই "অধ্যাসবিষয়ক প্রমাণনিরাস" প্রকরণে দেখাইয়াছি। পূর্ব্বেই আমরা অধ্যাসে প্রমাণ নাই দেখাইয়া অধ্যাস নিরাস করিয়াছি এবং অগ্রেও অধ্যাসে প্রমাণ নাই দেখাইয়া অধ্যাস নিরাস করিব।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদিও "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" এই শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষকে দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মবিষয়ক বলিয়া সেই সেই প্রত্যক্ষকে প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান বলিয়াছেন, যদিও তাঁহারা উক্তরূপ প্রত্যক্ষকে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন না, তাহা হইলেও তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দোষ এবং উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা উক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়া থাকে; কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরহিত জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র আত্মাতে উক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। তাদৃশ বেদান্তবাক্যসমূহ আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ অকর্ত্তাদিরূপে বুঝায় বলিয়া "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব জানা যায়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি আপাত-উক্তি; সুচিন্তিত উক্তি নহে। তাঁহাদের কথা যে সুচিন্তিত নহে, তাহাই দেখান হইতেছে—যাহা অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দোষ এবং

নির্দ্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্গাবধৃততাৎপর্য্যেণ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন প্রতিপাদ্যমানস্য "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছা—৬।২।৩) ইতি ঈক্ষণবহুভবনসংকল্পবতো ব্রহ্মণঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছা—৬।২।১) ইতি সচ্ছব্দবাচ্যস্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা—৬।২।১) ইতি অতিশয়সাম্যশূন্যস্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছা—৬।৮।৭) ইতি তাদাত্ম্যোপদেশঃ অস্মদিষ্টতম এব। তস্মিন্ বাক্যে অকর্ত্তৃব্রহ্মোপদেশস্য কেনাপি পদেনানুপদিষ্টত্বাৎ। প্রত্যুত ঈক্ষণবহুভবনসংকল্পপূর্ব্বকং "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা—৬।২।৩) ইতি তেজঃপ্রভৃতিজগৎকর্ত্তৃত্বশ্রবণাচ্চ উক্তপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বাসিদ্ধেস্তাদবস্থ্যাৎ। অস্য বিশেষার্থো বাক্যার্থনির্ণয়াবসরে বক্ষ্যতে। ৮৪।

ন চ সচ্ছব্দবাচ্যস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিযোগাৎ কর্ত্তৃত্বাদিসত্ত্বেঽপি লক্ষণয়া নির্ব্বিশেষাকর্ত্তৃব্রহ্মবোধনপরত্বস্বীকারাৎ ন উক্তার্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ। তথাহি—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যত্র যথা গঙ্গা-

---

উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা যাহার তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়া থাকে, সেই তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যের দ্বারা যিনি প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন, যিনি "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ পর্য্যালোচনা করিলেন—আমিই জগদ্রূপে বহু হইব; তাহার জন্য আমিই মহাভূতাদিরূপে প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব" এই শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হন, যিনি "হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান কার্য্যভূত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণভূত সৎস্বরূপই ছিল অর্থাৎ সৎস্বরূপ কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল" এই শ্রুত্যুক্ত সৎ-শব্দের বাচ্য হন এবং যিনি "এক অদ্বিতীয়" এই শ্রুত্যুক্ত সমানাধিকশূন্য, তাদৃশ ব্রহ্মের বিশ্বের সহিত "এই পরিদৃশ্যমান চিদচিদাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক" এই শ্রুত্যুক্ত তাদাত্ম্যোপদেশ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আমাদের অভিলষিতই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আমরাও "চিদচিদাত্মক সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক" ইহাই বলিয়া থাকি; কিন্তু ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে কোনও পদের দ্বারাই ব্রহ্মকে অকর্ত্তাদিরূপে উপদেশ করা হয় নাই। যদি ঐ সকল শ্রুতিবাক্য কোনও পদের দ্বারা ব্রহ্মকে অকর্ত্তাদিরূপে বুঝাইতেন, তবেই অদ্বৈতবেদান্তিগণ "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব কল্পনা করিতে পারিতেন। শ্রুতিও ব্রহ্মকে অকর্ত্তাদিরূপে বুঝান নাই। পরন্তু "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্প এবং "তত্তেজোঽসৃজত অর্থাৎ তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতি হইতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বই শুনা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব বলিয়াছেন, সেই সেই প্রত্যক্ষের ভ্রমত্বের সিদ্ধি হয় না। অধ্যাস ব্যতীতই দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি উপপন্ন হয় ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান; ভ্রম নহে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা আমরা অগ্রে বাক্যার্থ নির্ণয়-প্রসঙ্গে বর্ণনা করিব। ৮৪।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ বলেন, তদনুসারে যদিও সৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাদি থাকানিবন্ধন কর্ত্তৃত্বাদি থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য লক্ষণার দ্বারা নির্ব্বিশেষ অকর্ত্তৃ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ অকর্ত্তৃ ব্রহ্মই উক্ত শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য। সুতরাং শ্রুতিবাক্য লক্ষণার দ্বারা নির্ব্বিশেষ অকর্ত্তৃ ব্রহ্মকে বুঝায় ইহা আমরা স্বীকার করি বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রমাত্ব বলিয়া থাকেন, তাহার সিদ্ধি হয় না; কিন্তু উক্ত প্রত্যক্ষের ভ্রমত্বই সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণাই সম্ভব নহে। (লক্ষণার স্বরূপ, ভেদ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের "শব্দপ্রমাণনিরূপণ" প্রকরণে বিস্তারিতভাবে

পদশক্যঃ প্রবাহঃ, তল্লক্ষ্যশ্চ তীরঃ তীরপদবাচ্যঃ, তথা সচ্ছব্দবাচ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষোত্তম ঈক্ষণাদিকর্ত্তৃত্বাশ্রয়ঃ তেজঃপ্রভৃতিজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণরূপঃ, তস্য যো লক্ষ্যঃ স পদান্তরবাচ্যো ন বা ইতি বিবেচনীয়ম্। নাদ্যঃ, বাচ্যত্বে চ তব মতে মিথ্যাত্বাপত্তিরপি অবশ্যম্ভাবিনী; বাচ্যমাত্রস্য মিথ্যাত্বাভ্যুপগমাৎ। সচ্ছব্দলক্ষ্যো মিথ্যা পদান্তরবাচ্যত্বাৎ তব মতে তীরাদিবৎ—ইতি প্রয়োগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, পদমাত্রাবাচ্যস্য অবস্তুত্বাপত্তেঃ। সচ্ছব্দলক্ষ্যং তুচ্ছং পদমাত্রাবাচ্যত্বাৎ খপুষ্পবৎ—ইত্যনুমানাৎ। ৮৫।

ননু বিষমোঽয়ং দৃষ্টান্তঃ জহল্লক্ষণাত্বাৎ। প্রকৃতে তু জহদজহল্লক্ষণাস্বীকারঃ, তত্র শক্যৈকদেশস্য বিশেষণমাত্রস্যৈব ত্যাগেন বিশেষ্যভাগস্য অত্যাগাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি চেন্ন, শব্দৈকদেশবাচ্যত্বস্য অকামেনাপি ত্বয়াঙ্গীকরণীয়তয়া মিথ্যাত্বযোগস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। তথাচাত্র প্রয়োগো ভাগত্যাগলক্ষণালক্ষ্যং

বলা হইবে।) অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণা যে সম্ভব নহে, তাহাই দেখান হইতেছে—"গঙ্গায় ঘোষ বাস করে" এইরূপ বাক্যে "গঙ্গা" পদে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গঙ্গাতীরকে বুঝাইয়া থাকে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই স্থলে "গঙ্গা"পদের শক্যার্থ প্রবাহ এবং লক্ষ্যার্থ তীর; ঐ তীর যেমন "তীর" পদের বাচ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত যে সৎ-শব্দের বাচ্য ঈক্ষণাদি কর্ত্তৃত্বে আশ্রয়ভূত ও জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণরূপ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম, সেই সৎ-শব্দের যিনি লক্ষ্য হন, অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত সেই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অপর কোনও পদের বাচ্য হন কি না ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সৎ-শব্দের লক্ষ্য অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অপর কোনও পদের বাচ্য হইতে পারেন; সৎ-শব্দের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র যদি অপর কোনও পদের বাচ্য হন, তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতানুসারে সেই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের মিথ্যাত্বের আপত্তি অবশ্যই হইয়া পড়িবে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে বাচ্যমাত্রেরই মিথ্যাত্ব স্বীকার করা হয়। তাঁহাদের মতে বাচ্যমাত্রই মিথ্যা। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুসারে বাচ্যত্বহেতু অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের মিথ্যাত্ব এইরূপে সমর্থিত হইবে যে—সৎ-শব্দের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র মিথ্যা, যেহেতু নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র পদান্তরের বাচ্য হন; যেমন অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে গঙ্গাদি পদের লক্ষ্য তীরাদি পদান্তরের বাচ্য বলিয়া মিথ্যা হইয়া থাকে। আর সৎ-শব্দের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অপর কোনও পদের বাচ্য নহেন ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ পদমাত্রের যাহা অবাচ্য, তাহা অবস্তুই হইয়া থাকে। বস্তু কোনও না কোন পদের বাচ্য অবশ্যই হইয়া থাকে; বস্তু পদমাত্রেরই অবাচ্য হয় না। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র যদি পদমাত্রেরই অবাচ্য হয়, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অবস্তুত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র পদমাত্রের অবাচ্য হইলে তাহার অবস্তুত্ব এইরূপ অনুমানের দ্বারা সমর্থিত হইবে যে—সৎ-শব্দের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র তুচ্ছ, যেহেতু ঐ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র পদমাত্রের অবাচ্য; যেমন আকাশকুসুম পদমাত্রের অবাচ্য বলিয়া তুচ্ছ। ৮৫।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শ্রুতিবাক্যের লক্ষণা হইতে পারে না বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে; সমান দৃষ্টান্ত দিয়া দোষ দেখান হয় নাই; কারণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইহা জহল্লক্ষণার উদাহরণ। যে লক্ষণায় পদ স্বার্থকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে জহল্লক্ষণা কহে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই স্থলে "গঙ্গা" পদ স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তীরকে বুঝাইয়া থাকে বলিয়া উহা জহল্লক্ষণা। কিন্তু প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত সৎ-শব্দে আমরা জহদজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকি। যাহাতে পদের শক্যার্থের একদেশ গৃহীত ও একদেশ পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে জহদজহল্লক্ষণা কহে। শ্রুত্যুক্ত সৎ-শব্দের শক্যার্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট

মিথ্যা, শক্যৈকদেশবাচ্যত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবদিতি। এতেন যদুক্তং কৈশ্চিৎ—"মাস্তু লক্ষণা, কিন্তু নিত্যো ঘটঃ ইত্যত্র যথা ঘটব্যক্তিনিত্যত্বয়োরভেদস্য প্রত্যক্ষবাধিতত্বেন ঘটত্বনিত্যত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যস্যাবিরোধেন শক্যত্বমেব, তথা প্রকৃতেঽপি শক্যত্বমবিরুদ্ধম্, লক্ষণাঙ্গীকারস্য সাম্প্রদায়িকানামাগ্রহমাত্রত্বাৎ। তস্মাৎ শক্যে এব শাস্ত্রার্থ" ইতি, তদপি নিরস্তম্। বাচ্যৈকদেশসামান্যেন মিথ্যাত্বস্য অবশ্যম্ভাবাৎ ত্যক্তদ্বিতীয়ভাগবৎ, ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। তস্মাৎ সিদ্ধং পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্ষস্য প্রমাত্বমিতি। ৮৬।

যদপ্যুক্তং জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যস্য ক্বাপি সত্ত্বাদর্শনাৎ সত্যস্য আত্মনো নিবৃত্ত্যদর্শনাদিত্যাদি, তৎ তুচ্ছম্; সেতুদর্শনাৎ সত্যস্যাপি ব্রহ্মহত্যাদিপাপস্য নিবৃত্তিদর্শনাদিত্যুক্তমেব। ননু সত্যমুক্তং তথাপি তস্য

চৈতন্য; তাহাতে জহদজহল্লক্ষণার দ্বারা শক্যার্থের একদেশ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ বিশেষণমাত্রের ত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্ররূপ বিশেষ্যভাগের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জহল্লক্ষণার উদাহরণ দিয়া আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে যে দোষ দেখাইয়াছেন, প্রকৃতস্থলে সেই দোষের অবসর নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঐ জহদজহল্লক্ষণায়ও নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য, ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য না হইলে তাঁহার তুচ্ছত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। আর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য হইলে পূর্ব্ব প্রদর্শিতরূপে ঐ শক্যৈকদেশের বাচ্যত্বহেতুই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের মিথ্যাত্বযোগ অদ্বৈতবেদান্তিগণের দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়িবে। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত জহদজহল্লক্ষণালক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য; যেমন "ঘটো নিত্যঃ" এই স্থলে জহদজহল্লক্ষণালক্ষ্য ঘটত্ব শক্যৈকদেশের বাচ্য বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে মিথ্যা।

আর যে কোন কোন অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন—শ্রুত্যুক্ত সদাদি শব্দে লক্ষণা না হয় না হউক; কিন্তু "নিত্যো ঘটঃ" এই স্থলে যেমন ঘটব্যক্তি ও নিত্যত্বের অভেদান্বয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বাধিত বলিয়া এবং ঘটত্ব ও নিত্যত্বের সামানাধিকরণ্য অবাধিত বলিয়া উক্ত স্থলে ঘটত্বই ঘটপদের শক্য, সেইরূপ শ্রুতিবাক্যেও বিশিষ্টের অন্বয়ের উপপত্তি হয় না বলিয়া বিশেষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রই সদাদি পদের শক্য। উক্ত দৃষ্টান্তে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মে সদাদি পদের শক্যত্ব বিরুদ্ধ নহে। কোনও সাম্প্রদায়িক অদ্বৈতবেদান্তিগণের শ্রুত্যুক্ত সদাদি পদে লক্ষণা স্বীকার কেবল আগ্রহমাত্র। বস্তুতঃ উক্ত দৃষ্টান্তে লক্ষণাস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শক্যেই শাস্ত্রের অর্থ। এই প্রদর্শিত মতও আমরা পূর্ব্বে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্দ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে সদাদি পদের লক্ষ্য না বলিয়া শক্য বলিলেও ঐ প্রদর্শিতরূপ বাচ্যত্বহেতুই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের মিথ্যাত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর জহদজহল্লক্ষণা স্বীকার করিলেও তাহাতে যে ভাগ পরিত্যাগ করা হয়, সেই ভাগ যেমন অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে বাচ্য বলিয়া মিথ্যা, সেইরূপ যে ভাগ গ্রহণ করা হয়, সেই ভাগও বাচ্য বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত জহদজহল্লক্ষণালক্ষ্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা হইল; প্রাসঙ্গিক কথায় আর প্রয়োজন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত "আমি অজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রমাত্বই অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞানত্বই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ঐরূপ প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব বলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। ৮৬।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে "তত্ত্বজ্ঞানমাত্রের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা কোথাও সত্য হইতে দেখা যায় না, আর সত্য আত্মারও নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না" ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ সকল কথা অতি তুচ্ছ; গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ সমুদ্রসেতু দর্শনের ফলে সত্য ব্রহ্মহত্যাপাপেরও নিবৃত্তি হইতে শুনা যায়। এই সকল কথা আমরা এই প্রকরণে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্রদ্ধানিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ, অন্যথা তত্রত্যানাং ম্লেচ্ছাদীনামপি পাপনাশাপত্তেঃ। প্রকৃতে তু জ্ঞানমাত্রনাশ্যত্বশ্রবণাদিত্যাদিনা মমাপ্যুক্তত্বাৎ ইতি চেন্ন, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ অধিকারী শাস্ত্রোক্তলক্ষণ-গুরুমুখাৎ ঔপনিষদমেব বাক্যার্থং শ্রবণেন গৃহীত্বা মননাদিনৈব জ্ঞানেন ত্বয়াপি বন্ধনিবৃত্তিঃ স্বীকৃতা; অন্যথা নিয়মবিধিবাধাপত্তেঃ। তথাচ—নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য অধিকার্য্যাদিসাপেক্ষত্বং তবাপি সাম্যম্, অতঃ নোক্তদোষাবকাশঃ। অন্যথা ম্লেচ্ছাদীনামপি শ্রুতভাষাপ্রবন্ধাদিনাপি বাক্যার্থজ্ঞানসম্ভবেন বন্ধনাশাপত্তেঃ।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন সত্য; তাহা হইলেও আমরাও সেই স্থলে বলিয়াছি যে—কেবলমাত্র সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু শ্রদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক। কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনই যদি ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক হইত, তাহা হইলে তত্রত্য ম্লেচ্ছগণেরও তাদৃশ পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। আর শ্রুতি হইতে জানা যায়—বন্ধ কেবল জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; বন্ধের নিবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুর অপেক্ষা নাই; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইরূপ প্রত্যুত্তর আমরাও সেই স্থলেই দিয়াছি। এই প্রকরণের পূর্ব্বগ্রন্থ দেখিলেই সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ প্রত্যুত্তর সঙ্গত নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন—কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্মহত্যা-পাপের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু শ্রদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তক। ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ত্তনে সমুদ্রসেতুদর্শনের শ্রদ্ধানিয়মাদির অপেক্ষা আছে। আর যে আত্মজ্ঞানের দ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি হয়, তাহা সেইরূপ নহে; কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানই বন্ধের নিবর্ত্তক। বন্ধের নিবর্ত্তনে আত্মজ্ঞানের অপর কিছুই অপেক্ষা নাই। শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে যে সমুদ্রসেতু-দর্শনের দ্বারা ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ কথা সঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণও ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী শাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর মুখ হইতে বেদবাক্যের অর্থ শ্রবণ করিয়া মননাদি জ্ঞানের দ্বারাই বন্ধের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাহা স্বীকার না করিলে "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুত্যুক্ত নিয়মবিধির বাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তনে যে সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা সত্য ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবৃত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, তাহাতে যেমন সমুদ্রসেতুদর্শনের শ্রদ্ধা-নিয়মাদির অপেক্ষা আছে, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত বন্ধনিবর্ত্তক আত্মজ্ঞানেরও অধিকারী প্রভৃতির অপেক্ষা আছে। ঐ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয় জ্ঞানই সাপেক্ষ হিসাবে সমান। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণ আমাদের প্রদর্শিত উক্ত দৃষ্টান্তে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসরই নাই। বন্ধনিবর্ত্তক আত্মজ্ঞানেরও অধিকারী প্রভৃতির অপেক্ষা আছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে ম্লেচ্ছগণ যদি ভাষা-প্রবন্ধাদি শ্রবণ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারাও তাহাদিগের বেদবাক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব হইবে বলিয়া তাহাদিগেরও তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা বন্ধনিবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—কর্ম্মসমূহ যেমন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হয়, জ্ঞানোৎপত্তিতে কর্ম্মসমূহের উপযোগ নাই, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারীর যে সকল নিয়ম, সেই সকল নিয়ম অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হয়, জ্ঞানোৎপত্তিতে নিয়মসমূহের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ উপযোগ নাই। সমুদ্রসেতুদর্শনে কিন্তু শ্রদ্ধা-নিয়মাদির অপেক্ষা আছে। ঐ শ্রদ্ধা-নিয়মাদি কৃতিসাধ্য বলিয়া তদ্বিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনও

ন চ নিয়মাদীনামধিকারিত্বসম্পাদনেনৈব উপক্ষীণত্বেন কর্ম্মবন্ন জ্ঞানে অপেক্ষেতি বাচ্যম্, প্রকৃতেঽপি নিয়মাদীনাং হ্যধিকারিত্বসম্পাদনপরত্বেন সেতুদর্শনে তদনুপযোগাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। তস্মাৎ শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যৈব বন্ধস্য নিবৃত্তিসম্ভবেন অধ্যস্তত্ববর্ণনস্য দুরাগ্রহমাত্রত্বাৎ বৈয়র্থ্যমেবেতি সিদ্ধম্। ৮৭।

যদপ্যুক্তং "জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যস্য ন তাবদজ্ঞানাজন্যত্বং সত্যত্বং "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (শ্বে—৪।১০) ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ" ইতি, তদপি তুচ্ছতরম্ ; বিশ্বস্য "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা—৬।২।৩) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ—২।১।১) "নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে" (না—১।১) "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (গী– ১০।৮) ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণেন ব্রহ্মজন্যতয়া অজ্ঞানজন্যত্বাভাবাৎ সত্যত্বমেব্। নাপি "মায়াং তু" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, তস্যাঃ প্রকৃত্যাদিপদবাচ্যশ্রীপুরুষোত্তমচিৎপ্রকৃতিপ্রতিপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ন অজ্ঞানপরত্বমিত্যর্থঃ। মায়াশব্দস্য অজ্ঞানে শক্ত্যভাবাৎ।

কৃতিসাধ্য; সুতরাং উহা বিহিত ক্রিয়ারূপ। ইহা এই প্রকরণেরই পূর্ব্বগ্রন্থে বলা হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উদাহরণ সমান হয় নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ প্রকৃতস্থলেও অর্থাৎ সমুদ্রসেতুদর্শনেও শ্রদ্ধা-নিয়মাদি অধিকারিত্বসম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হয়, সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানে ঐ শ্রদ্ধা-নিয়মাদির উপযোগ নাই। সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হইতে পারে; ইহাতে আমরা যে সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা সত্য পাপের নিবৃত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সকল দোষের অবসরই নাই। অতএব শ্রুতিপ্রমাণবলে সত্য বন্ধেরই আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি সম্ভব হয় বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বন্ধের অধ্যস্তত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দুরাগ্রহমাত্র বলিয়া ব্যর্থ ইহাই সিদ্ধ হইল। ৮৭।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হয় বলেন, সেই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্যত্ব কিরূপ? ঐ সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্য বলা যায় না; কারণ মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান ও প্রধান এই সকল শব্দ একার্থক; প্রকৃতিই অর্থাৎ অজ্ঞানই বিশ্বের কারণ। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সত্য বিশ্ব অজ্ঞানাজন্য নহে, পরন্তু অজ্ঞানজন্যই। এইজন্য জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বিশ্বের সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্য বলা যায় না; তাহা বলিলে "মায়ান্তু প্রকৃতিং" এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। এই সকল কথা এই প্রকরণে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।"

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বাক্যও পূর্ব্ববাক্য অপেক্ষায় তুচ্ছতর। কারণ—"তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "সেই এই পরমাত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" "নারায়ণ হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে" "আমি সমস্তের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে" এই সকল শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মজন্য বলিয়া জানা যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা যায়। বিশ্ব ব্রহ্মজন্য; অজ্ঞানজন্য নহে। এইজন্য বিশ্বের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বিশ্বকে অজ্ঞানজন্য বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। তাঁহারা যে বিশ্বকে অজ্ঞানজন্য না বলিলে "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধও হয় না; কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে "মায়া" শব্দ আছে, সেই "মায়া" শব্দে প্রকৃত্যাদিপদবাচ্য পুরুষোত্তমের চিৎপ্রকৃতিকেই বুঝাইয়া থাকে; অজ্ঞানকে বুঝায় না। মায়াশব্দের অজ্ঞানে শক্তি নাই অর্থাৎ মায়াশব্দের শক্যার্থ অজ্ঞান নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত আপত্তি অতি তুচ্ছ।

যদপ্যুক্তং স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশূন্যত্বমিতি সত্যত্বং বক্তুম্ অশক্যম্, অস্থূলাদিশ্রুতিবিরোধাদিতি, তদপি তুচ্ছতমম্ ; "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইতি শ্রুতিবলাৎ তদ্‌গতপরতন্ত্রসত্তায়া অনাদ্যনন্তত্বাভ্যুপগমস্যাদোষত্বাৎ। নাপি অস্থূলাদিশ্রুতিবিরোধঃ সম্ভাব্যঃ, তস্যাঃ সর্ব্ববিলক্ষণব্রহ্মপ্রতিপাদনপরতয়া প্রপঞ্চনিষেধপরত্বাভাবাৎ।

যদপ্যুক্তং ব্যবহারকালে বাধশূন্যত্বং সত্যত্বমপি বক্তুম্ অশক্যমিত্যাদি, তদপি পাপিষ্ঠম্ ; অনাদ্যনন্তত্ববিধায়কশ্রুত্যৈব এতস্য বিকল্পস্য নিরাসাদিতি ভাবঃ। ৮৮।

যচ্চোক্তং কারণাভাবাদ্বেতি ন মিথ্যাজ্ঞানস্য তৎকারণস্য ভাবাদিতি তৃতীয়বিকল্প ইতি, তদপি মহৎ পাপিষ্ঠম্, অজ্ঞানস্য লক্ষণপ্রমাণাশ্রয়বিষয়প্রযোজকনিবর্ত্তকাদ্যসিদ্ধেঃ। তথাহি - তত্র কিং তাবদজ্ঞানলক্ষণম্ ?

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণসম্মত জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্যত্বকে নিজের অধিষ্ঠানে নিজের অভাবশূন্যত্বও বলা যায় না ; কারণ যদি বিশ্বে ঐরূপ সত্যত্ব থাকে, তাহা হইলে বিশ্বের নিষেধপর "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে।" অদ্বৈতবেদান্তিগণের সেই কথাও অতিশয় তুচ্ছ। কারণ "গৌরনাদ্যন্তবতী" অর্থাৎ "মায়া অনাদি ও অনন্ত" এই শ্রুতিপ্রমাণবলেই আমরা চেতনাচেতনরূপ বিশ্বগত পরতন্ত্রসত্তার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া থাকি ; সুতরাং তাদৃশ বিশ্বে স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশূন্যত্বরূপ সত্যত্ব থাকিতে কোন বাধা নাই। আর তাহাতে শ্রুতিবিরোধও সম্ভাবিত হয় না ; কারণ ঐ "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্ম যে চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্নস্বরূপ, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন ; চেতনাচেতনাত্মক বিশ্বের নিষেধ করেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের এই আপত্তিও অতিশয় তুচ্ছ।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—"দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্যত্বকে ব্যবহারকালে বাধশূন্যত্বও বলিতে পারেন না" ইত্যাদি (এই প্রকরণের পূর্ব্বগ্রন্থ দ্রষ্টব্য), অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তিও নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ববিধায়ক পূর্ব্বোক্ত "গৌরনাদ্যন্তবতী" এই শ্রুতির দ্বারাই তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তির নিরাস হইয়া যায়। শ্রুতিই যখন বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব বলিয়াছেন, তখন অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ আপত্তি হইতেই পারে না। ৮৮।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"উৎপাদক কারণ নাই বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসম্ভব" এই তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়াও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হইতে পারে না ; যেহেতু মিথ্যা অজ্ঞানই অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের সেই তৃতীয় বিকল্পও অত্যন্ত অসঙ্গত ; যেহেতু তাঁহারা যে অজ্ঞানকে অধ্যাসের উৎপাদক কারণ বলিয়া থাকেন, সেই অধ্যাসকারণ অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয়, প্রযোজক ও নিবর্ত্তকাদির সিদ্ধি হয় না। সুতরাং তাঁহাদের সম্মত অধ্যাসকারণ অজ্ঞানই অসিদ্ধ। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অজ্ঞানের লক্ষণাদির যে সিদ্ধি হয় না, তাহাই দেখান হইতেছে,—অজ্ঞানের লক্ষণ-প্রমাণাদির মধ্যে প্রথমতঃ অজ্ঞানের লক্ষণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা অনাদি ও ভাবরূপ হইয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয়, তাহাই অজ্ঞান। যাহাতে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব এই ধর্ম্ম দুইটি থাকিয়া জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব ধর্ম্মটি থাকে, তাহাই অজ্ঞান। উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব এই বিশেষণ দুইটি না দিলে ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানে এবং ভ্রমজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে ; কারণ ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান উত্তর উত্তর জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে এবং ভ্রমজ্ঞানও অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। এই অতিব্যাপ্তি নিরাসের জন্যই উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব এই বিশেষণদ্বয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব

অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমিতি চেন্ন, সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানেষু অব্যাপ্তিঃ তেষামনাদিত্বাযোগাৎ। আরোপিতসর্পাদ্যভাবোপাদানাজ্ঞানে ভাবত্বাভাবাৎ অব্যাপ্তিশ্চ। ন চ তস্য ভাবোপাদানকত্বমিতি বাচ্যম্, অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ তস্যাজ্ঞানোপাদানকত্বাভাবাঙ্গীকারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ৮৯।

কিঞ্চ শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে সাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তে অজ্ঞানে "রক্তঃ স্ফটিকঃ" ইতি সোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চ অব্যাপ্তিশ্চ। তেষাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ।

জ্ঞানে এবং ভ্রমজ্ঞানে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব নাই বলিয়া উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না। আর উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে "ভাবরূপত্ব" এই বিশেষণটি না দিলে কেবলমাত্র "অনাদিত্ব" এই বিশেষণটিই দিলে জ্ঞানের অনাদি প্রাগভাবে অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে; এই অতিব্যাপ্তি নিরাসের জন্যই "ভাবরূপত্ব" এই বিশেষণটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর অজ্ঞানলক্ষণে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্বই কেবল সন্নিবেশিত হইলে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব সন্নিবেশিত না হইলে চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধ এবং জীব প্রভৃতি অনাদি ভাব বস্তুতে অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে; এই অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্যই লক্ষণে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব" পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত ঐ অজ্ঞানলক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষে দুষ্ট বলিয়া উহার সিদ্ধি হয় না। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির ভ্রম হয়, সেই শুক্তি প্রভৃতি সাদি বলিয়া সেই শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও সাদি। সুতরাং সেই শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আববরক অজ্ঞানসমূহে অনাদিত্ব নাই বলিয়া সেই সকল অজ্ঞানে প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। (লক্ষ্যে লক্ষণের অগমনকে অব্যাপ্তি কহে এবং অলক্ষ্যে লক্ষণের গমনকে অতিব্যাপ্তি কহে।) অর্থাৎ উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের দ্বারা শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানসমূহকে পাওয়া যায় না। কারণ শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানসমূহে লক্ষণোক্ত অনাদিত্ব নাই। "অনাদিত্ব" এই বিশেষণটি দেওয়ায় উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের প্রদর্শিতরূপ অব্যাপ্তি দোষ হয়। আর "ভাবরূপত্ব" এই বিশেষণটি দেওয়ায়ও উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন—আরোপিত যে সর্পাদির অভাব কিংবা ঘটবিশিষ্ট ভূতলে আরোপিত যে ঘটাভাব, সেই সেই আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বলিয়া সেই সেই অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। আরোপ্যমাত্রই অজ্ঞানোপাদানক ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহারা যে "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ বলিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়িবে। অতএব আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবরূপত্ব নাই বলিয়া তাহাতে প্রদর্শিত প্রথম অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। আর আরোপিত অভাবেরও ভাবরূপ অজ্ঞানই উপাদান ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ যদি অভাবেরও ভাবরূপই উপাদান হয়, তাহা হইলে উপাদান-উপাদেয়ের সারূপ্য অপেক্ষিত নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে অসত্য বস্তুরও সত্য বস্তুই উপাদান হইতে পারিবে; অসত্য বিশ্বেরও সত্য ব্রহ্মই উপাদান হইতে পারিবে; অসত্য বিশ্বের উপাদানরূপে আর মিথ্যা অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে না এবং তাহা হইলে অর্থাৎ বিশ্ব অজ্ঞানোপাদানক নহে বলিয়া স্বীকার করিলে বিশ্ব জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় না হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। কারণ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে; আর উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে উপাদেয় অজ্ঞানকার্য্যের নিবৃত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে; প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মই যদি অসত্য বিশ্বের উপাদান হন, অজ্ঞান যদি অসত্য বিশ্বের উপাদান না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা অসত্য বিশ্বের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে?। ৮৯।

সোপাধিকাজ্ঞানস্য উপাধিনিবৃত্তিনাশ্যত্বনিয়মাৎ। চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধে অতিব্যাপ্তিশ্চ। কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্য অনাদিত্বাযোগাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চাসম্ভবশ্চ। ৯০।

কিঞ্চ অনাদেরভাববিলক্ষণস্যাত্মবদনিবর্ত্ত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্, অনাদিভাব-

---

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে প্রথম অজ্ঞানলক্ষণে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব" এই পদটি সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন, সেই পদটি দেওয়ারও উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্রের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়ও হন না; সুতরাং সেই মতে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে; কারণ সেই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানই হয় না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের উক্ত মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানে প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে; কারণ সেই অজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব নাই। আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরে যে জীবন্মুক্তি অবস্থা হয়, সেই জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেও প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। সেই অজ্ঞান ত জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে। যদি সেই জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়ই হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যাইত এবং সেই অজ্ঞানের কার্য্য ভিক্ষাটনাদিতে জীবন্মুক্তের প্রবৃত্তি হইতে দেখা যাইত না। জীবন্মুক্তের ভিক্ষাটনাদি কার্য্যদর্শনে জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞান অনুমিত হইয়া থাকে। ঐ অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য। আর "রক্ত স্ফটিক" এইরূপ সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেও পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। স্ফটিকের যথার্থজ্ঞান হইলেও ঐরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তিই হয়। সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত অজ্ঞান উপাধিনিবৃত্তির দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, ইহাই নিয়ম।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ "অনাদিত্ব, ভাবরূপত্ব ও জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব" এই পদত্রয়ঘটিত যে অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিয়া থাকেন, সেই অজ্ঞানলক্ষণের উক্ত পদত্রয়প্রযুক্তই যে অব্যাপ্তি দোষ হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি দোষও হয়, তাহাই দেখান হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্য ব্যতীত সমস্তই জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধও সমস্তের অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় এবং ঐ চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধ অনাদি ও ভাবরূপ ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে উক্ত সম্বন্ধও অনাদি, ভাবরূপ ও জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষও অপরিহার্য্য। অজ্ঞান কল্পিত বলিয়া দোষজন্য জ্ঞানমাত্র অজ্ঞানের শরীর অর্থাৎ স্বরূপ; তাদৃশ অজ্ঞান কখনই অনাদি হইতে পারে না; তাদৃশ অজ্ঞানের অনাদিত্ব কখনই সম্ভব নহে এবং জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ শুক্তিরজত যেমন অনাদি নহে, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ অজ্ঞান কখনও অনাদি হইতে পারে না। শুক্তিরজতের ন্যায় তাদৃশ অজ্ঞানের অনাদিত্ব কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে। ৯০।

আরও কথা এই যে—অনাদি ও ভাবরূপ আত্মা যেমন জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানকে অনাদি ও ভাবরূপ বলিলে সেই অনাদি ও ভাবরূপ অজ্ঞানও জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় না হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া

রূপত্বাৎ আত্মবৎ—ইত্যনুমানাৎ। ন চ অজ্ঞানত্বানধিকরণত্বমুপাধিঃ পক্ষেতরত্বাৎ। কিঞ্চ ত্বন্মতে অজ্ঞানস্য ভাবাভাববিলক্ষণত্বেন ভাবত্বাযোগাদপি অসম্ভবো বোধ্যঃ। নাপি ভ্রমোপাদানত্বম্, ভ্রমজ্ঞানবিষয়ী-ভূতাভাবকারণাজ্ঞানে অব্যাপ্তেঃ। অভাবস্য নিরুপাদানত্বাৎ। সোপাদানত্বেঽপি ভাবরূপাজ্ঞানোপাদান-

---

পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে, যেহেতু অজ্ঞান অনাদি ও ভাবরূপ; যেমন অনাদি ও ভাবরূপ আত্মা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে।

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা হয় যে—উক্ত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব উপাধি হইয়া পড়ে; কারণ জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্তনীয় আত্মাতে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব আছে বলিয়া উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং উক্ত হেতুবিশিষ্ট পক্ষ অজ্ঞানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব নাই বলিয়া উহা সাধনের অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব উপাধি হইয়া পড়ে। সোপাধিক হেতুর দ্বারা অনুমান করা যায় না; যেহেতু উক্ত হেতু হেতু নহে; কিন্তু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—আমাদের প্রদর্শিত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্বরূপ উপাধি উদ্ভাবন করা যায় না; কারণ উহা পক্ষের ভেদস্বরূপ হইয়াছে। ঐরূপ উপাধি উদ্ভাবন করিলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তে পক্ষের ভেদ সমস্ত অনুমানেই থাকে এবং পক্ষের ভেদ পক্ষে কখনও থাকে না। পক্ষের ভেদ উপাধি হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয়, এই ভয়ে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যের সমব্যাপ্তকে উপাধি বলিয়াছেন; সাধ্যের ব্যাপকমাত্রকে উপাধি বলেন নাই। সাধ্যের সমনিয়ত ধর্ম্মকে সাধ্যের সমব্যাপ্ত বলা হয়। যে ধর্ম্ম সাধ্যের ব্যাপক ও সাধ্যের ব্যাপ্য, তাহাই সাধ্যের সমনিয়ত ধর্ম্ম। অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মই সমনিয়ত ধর্ম্ম। অন্যূনবৃত্তিত্বই ব্যাপকত্ব এবং অনতিরিক্তবৃত্তিত্বই ব্যাপ্যত্ব। যে যাহার অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্ম, সে তাহার ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য হয়। পক্ষের ভেদ সাধ্যের ব্যাপকই হইয়া থাকে; কিন্তু সাধ্যের ব্যাপ্য হয় না। এইজন্য সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যে ধর্ম্ম ব্যাপ্য হয়, সেই ধর্ম্মকে উপাধি বলিলে পক্ষের ভেদ আর উপাধি হইতে পারে না। পক্ষের ভেদ সাধ্যের সমনিয়ত নহে অর্থাৎ ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য নহে। এই জন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন সাধ্যের সমব্যাপ্ত ধর্ম্মকে উপাধি বলিয়াছেন। নবীন নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের উক্তমত স্বীকার করেন নাই। তিনি সাধ্যের ব্যাপক ধর্ম্মকেই উপাধি বলিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানকে ভাবও বলেন না, অভাবও বলেন না; কিন্তু অজ্ঞানকে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অজ্ঞান ভাব ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া তাঁহারা অজ্ঞানলক্ষণে যে ভাবরূপত্ব বিশেষণ দিয়া থাকেন, সেই অজ্ঞানে ভাবত্ব কখনই সম্ভব হয় না। এইজন্যও তাঁহাদের প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে—"ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব অর্থাৎ যাহা ভ্রমের উপাদান, তাহাই অজ্ঞান" এইরূপ অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ বলিয়া থাকেন, সেই অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণও অসিদ্ধ। কারণ তাহাও অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষে দুষ্ট। "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ অজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে ভ্রমের কারণ সমস্ত অজ্ঞানে ভ্রমের উপাদানত্ব নাই বলিয়া এই দ্বিতীয় লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে—ভ্রমে ভাসমান আরোপিত বিষয়মাত্রই মিথ্যা এবং তৎকালোৎপন্ন। রজতভ্রমে ভাসমান রজত ভ্রমকালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয় উভয়ই অজ্ঞানজন্য। জ্ঞান ভাববস্তু বলিয়া তাহার উপাদান অজ্ঞান হইতে বাধা নাই এবং ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভাববস্তু হইলে অজ্ঞান তাহারও উপাদান হইতে পারিবে। মিথ্যা রজত ও মিথ্যা

কত্বাযোগাৎ। অন্যথা স্বরূপহানেঃ। মায়াবচ্ছিন্নব্রহ্মোপাদানমিতি পক্ষে অসম্ভবঃ। রজ্জ্বাঃ সূত্রদ্বয়মিব মায়াব্রহ্মণী জগদুপাদানে ইতি পক্ষে অতিব্যাপ্তিশ্চ। তয়োঃ ভ্রমোপাদানত্বাৎ। ৯১।

রজতজ্ঞান অজ্ঞানোপাদানক হইতে পারে। তৎকালোৎপন্ন মিথ্যা রজত ও তাহার জ্ঞান ভাববস্তু বলিয়া উভয়েরই উপাদানের অপেক্ষা আছে। জন্য ভাববস্তু-মাত্রই সোপাদানক হইয়া থাকে। জন্য ভাববস্তু নিরুপাদানক হইতে পারে না। কিন্তু জন্য অভাব সোপাদানক নহে। জন্য অভাব কেবল নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন ঘটধ্বংস মুদ্গরপ্রহারাদি নিমিত্তকারণমাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। অভাবের উপাদানকারণ নাই, অভাব সোপাদানক বস্তু নহে; অভাবও যদি সোপাদানক হইত, তবে অভাবের ভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়িত। জন্য ভাব ও জন্য অভাবের ইহাই স্বভাববৈলক্ষণ্য যে—জন্য ভাব সোপাদানক এবং জন্য অভাব নিরুপাদানক। ভ্রম কেবলমাত্র ভাববিষয়ক হয় এইরূপ বলা যায় না। অভাববিষয়ক ভ্রমও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। অভাবভ্রমও তৎকালোৎপন্ন অভাববিষয়ক হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। অভাবভ্রমেও ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয় অভাব উভয়ই তৎকালোৎপন্ন। উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই কারণ আছে। ভাববস্তুর উৎপত্তিতে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের অপেক্ষা আছে; কিন্তু অভাববস্তুর উৎপত্তিতে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের অপেক্ষা নাই। কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হইতেই অভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। অভাববিষয়ক ভ্রমে অভাব নিরুপাদানক বলিয়া অভাবের কোন উপাদানকারণ কল্পনা করা যাইতে পারে না। জ্ঞানের সহিত বিষয়কেই অদ্বৈতবাদিগণ অধ্যাস বা ভ্রম বলিয়াছেন; কেবল বিষয় বা কেবল জ্ঞান অধ্যাস নহে। এই কথা "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই লক্ষণের ব্যাখ্যাতে বিবরণাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—জ্ঞানের সহিত বিষয়ের অধ্যাস হয়, কেবল জ্ঞান বা কেবল বিষয়ের অধ্যাস হয় না। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সত্য হয় না। আর সত্যবিষয়ক ভ্রমজ্ঞানও হয় না। এইজন্য ভ্রমজ্ঞানের জ্ঞান ও বিষয় উভয়ই তৎকালোৎপন্ন ও মিথ্যা। অভাবভ্রমে ভ্রমের বিষয় অভাব তৎকালোৎপন্ন বলিয়া এই অভাবের নিমিত্তকারণ কল্পনা করা যাইতে পারে। উৎপন্ন বস্তু নিষ্কারণক হইতে পারে না। এইজন্য তৎকালোৎপন্ন অভাবের নিমিত্তকারণরূপে কোন বস্তু কল্পিত হইলেও আরোপিত অভাবের উপাদান কল্পনা সর্ব্বথা অসম্ভব। অভাব সোপাদানক বস্তুই নহে। এইজন্য অজ্ঞানকারণক অভাবভ্রমে ভাসমান অভাব তৎকালোৎপন্ন বলিয়া তাহা অজ্ঞানকারণক বলিয়া স্বীকার করিলেও অজ্ঞানোপাদানক কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। এইজন্য তৎকালোৎপন্ন আরোপিত অভাবের কারণ অজ্ঞানে অভাবের উপাদানত্ব নাই। সুতরাং "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এই অজ্ঞানের লক্ষণটি তৎকালোৎপন্ন আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইবে। পূর্ব্বে যে আরোপিত সর্পাদির অভাবের উপাদানীভূত অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বলা হইয়াছিল, তাহাও অভ্যুপগমবাদেই বলা হইয়াছিল। বস্তুতঃ অভাবের উপাদানই অপ্রসিদ্ধ। অভাবের উপাদান যে অপ্রসিদ্ধ, সেই কথাই বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। অভাবকে যদি সোপাদানক বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তথাপি অভাব ভাবোপাদানক হইতে পারে না। ভাবোপাদানক বস্তুমাত্রই ভাববস্তু। অভাবও যদি ভাবোপাদানক হয়, তবে অভাবের ভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অভাবস্বরূপের হানি হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের উপাদান সম্বন্ধে তিনটি মত প্রসিদ্ধ আছে। কোন কোন অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—মায়াই সম্পূর্ণ জগতের উপাদান; ব্রহ্ম মায়ার অধিষ্ঠানমাত্র। কেহ কেহ বলেন—মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই সম্পূর্ণ জগতের উপদান; কেবল মায়া কিংবা কেবল ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে। অপর কেহ কেহ বলেন—সূত্রদ্বয় যেমন রজ্জুর উপাদান, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয়ই জগতের উপাদান। মনে রাখিতে হইবে—মায়া ও অজ্ঞান একার্থক

কিঞ্চ অর্থজ্ঞানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরুপাদানত্বাদসম্ভবঃ। নম্নু ভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদানকস্য ভাবত্বাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেৎ ন, উপাদানোপাদেয়য়োরভেদেন ভাবত্বোক্তের-

---

শব্দ। সুতরাং এই স্থলে "মায়া" পদে অজ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে। "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলে উক্ত মতত্রয়ের প্রথম মতে অসম্ভব বা অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না বটে ; কারণ উক্ত প্রথম মতে মায়াশব্দবাচ্য অজ্ঞানই জগদ্‌ভ্রমের উপাদান। কিন্তু দ্বিতীয় মতে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ এবং তৃতীয় মতে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। "মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জগতের উপাদান" এই দ্বিতীয় মতে ব্রহ্মই জগদ্‌ভ্রমের উপাদান, মায়া ব্রহ্মের বিশেষণীভূতা ; এইজন্য এই মতে মায়ায় অর্থাৎ অজ্ঞানে অজ্ঞানলক্ষণোক্ত ভ্রমোপাদানত্বই সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মে ভ্রমোপাদানত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও হয়। আর "মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয়ই জগদ্‌ভ্রমের উপাদান" এই তৃতীয় মতে ব্রহ্মও জগদ্‌ভ্রমের উপাদান বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ ঐ মতে ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই জগদ্‌ভ্রমের উপাদান।

এই দ্বিতীয় লক্ষণে আরও দোষ এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানকে এক বলিতে পারেন না ; তাঁহারা যদি অজ্ঞানের একত্ব বলেন, তাহা হইলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই অর্থাৎ যে কোনও এক জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হইলে মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং যত জ্ঞান, তত অজ্ঞান অবশ্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানের নানাত্ব স্বীকার করিলে ভ্রম না হইয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় এইরূপ যে ঘট-পটাদিবিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়িবে। কারণ ঐ অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান নহে। আর প্রদর্শিতরূপ অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কায় অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ যে অজ্ঞানলক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমোপাদানযোগ্যত্বই বিবক্ষিত। ভ্রম না হইয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় এইরূপ যে ঘট-পটাদিবিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানযোগ্যতা আছেই। সহকারী কারণ না থাকায় ভ্রমরূপ কার্য্যের উদয় হয় না। ভ্রমরূপ কার্য্যের উদয় না হইলেও সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানযোগ্যতা আছেই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ যোগ্যতা বলিলে কিঞ্চিদবচ্ছেদে যোগ্যতা বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ভ্রমোপাদানযোগ্যত্বই অজ্ঞানত্ব বলিয়াছেন, সেই যোগ্যতাবচ্ছেদক কি, তাহা তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারিবেন না। অজ্ঞানত্বকে যোগ্যতাবচ্ছেদক বলা যায় না ; কারণ অজ্ঞানত্বই এখনও নিরূপিত হয় নাই। অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া অজ্ঞানত্বকে লক্ষণোক্ত যোগ্যতার অবচ্ছেদক বলা যায় না। আর পূর্ব্বোক্ত প্রথম অজ্ঞানলক্ষণই এই দ্বিতীয় লক্ষণোক্ত যোগ্যতার অবচ্ছেদক, ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ প্রথম লক্ষণ যে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষে দুষ্ট, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের এই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণও সর্ব্বথা অসিদ্ধ। ৯১।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন,—জ্ঞানের সহিত বিষয়ের ভ্রম হইয়া থাকে ; কেবল জ্ঞান বা কেবল বিষয়ের ভ্রম হয় না। তাদৃশ বিষয়জ্ঞানাত্মক ভ্রম এবং ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান সদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ ভাববিলক্ষণ —ভাব হইতে ভিন্নরূপ, ইহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতবেদান্তিগণের উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে আপত্তি এই হইবে যে—ভ্রম ভাববিলক্ষণ বলিয়া অর্থাৎ ভাব হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া ভ্রম নিরুপাদান অর্থাৎ উপাদানরহিত, ইহাও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—ভ্রম উপাদানরহিত, যেহেতু উহা ভাববিলক্ষণ অর্থাৎ ভাব হইতে ভিন্নরূপ ; যেমন—অভাব ভাব হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া উপাদানরহিত। তাহা হইলে

যুক্তত্বাৎ। সোপাদানত্বে চ ভাবত্বং তন্ত্রম্, ন তু অভাববিলক্ষণত্বং গৌরবাৎ। নাপি মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজত্বং তন্ত্রম্, সংস্কারস্য যথার্থানুভবপূর্ব্বকত্বনিয়মাৎ। নাপি সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তন্ত্রম্, জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তাজ্ঞানাদৌ অব্যাপ্ত্যাদেরত্রাপি তুল্যত্বাৎ। অনাত্ম্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বং তন্ত্রমিত্যপি তুচ্ছম্, দ্বিতীয়লক্ষণোক্তদোষস্য অভাবাদৌ অব্যাপ্ত্যাদেরত্রাপি অবিশেষাৎ। মিথ্যাভূতস্য সদ্বিলক্ষণস্য খপুষ্পায়মাণস্য তুচ্ছত্বাৎ, উপাদান-

---

ভ্রম উপাদানরহিত বলিয়া অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানত্ব থাকা সম্ভব নহে। এইজন্য "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভাববিলক্ষণ অজ্ঞান যাহার উপাদান, সেই ভ্রমের ভাবত্ব আমরা স্বীকার করিব; তাঁহা হইলে ভ্রমের ভাববিলক্ষণত্বরূপ হেতুর দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর থাকিবে না।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ ভাববিলক্ষণ অজ্ঞানকে যদি তাঁহারা ভ্রমের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে উপাদেয় ভ্রমকেও ভাববিলক্ষণ বলিয়াই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু উপাদান কারণ ও উপাদেয় কার্য্য একরূপই হইয়া থাকে; ভিন্নরূপ হইতে পারে না। উপাদান অজ্ঞান যদি ভাব-বিলক্ষণ হয়, তবে উপাদেয় ভ্রমও ভাববিলক্ষণই হইবে। ভ্রম ভাবরূপ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ভ্রমের ভাবত্ব বলিতে পারেন না। ভ্রমের ভাববিলক্ষণত্বই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। আর ভ্রমের ভাববিলক্ষণত্ব স্বীকার করিলে এই দ্বিতীয় অজ্ঞান-লক্ষণের যে অসম্ভব দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—ভ্রমকে আমরা অভাববিলক্ষণও ত বলিয়া থাকি; সুতরাং অভাববিলক্ষণ ভ্রমের সোপাদানত্ব আর অসম্ভব হইবে না। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—ভ্রম সোপাদানক; যেহেতু ভ্রম অভাববিলক্ষণ; যাহা অভাববিলক্ষণ, তাহাই সোপাদানক, যেমন—ঘটাদি অভাববিলক্ষণ বলিয়া সোপাদানক হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রম সোপাদানক বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে ভাববিলক্ষণত্ব হেতুর দ্বারা ভ্রমের নিরুপাদানত্ব সিদ্ধি করিয়া দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ দেখাইয়াছেন, সেই অসম্ভব দোষের আর অবসর নাই এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত ভ্রমের নিরুপাদানত্বানুমান সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ সোপাদানত্বে ভাবত্বই প্রযোজক; অভাববিলক্ষণত্ব প্রযোজক নহে। অভাববিলক্ষণত্বরূপ প্রযোজক অপেক্ষা ভাবত্বরূপ প্রযোজক লঘু। সোপাদানত্বে ভাবত্বকে প্রযোজক স্বীকার না করিয়া অভাববিলক্ষণত্বকে প্রযোজক স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অভাববিলক্ষণত্বরূপ হেতুর দ্বারা ভ্রমের সোপাদানত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভাবত্ব উপাধি হইয়া পড়ে। কারণ তাঁহাদের প্রদর্শিত উক্তানুমানের দৃষ্টান্ত ঘটাদিতে ভাবত্ব আছে বলিয়া উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অভাববিলক্ষণত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষ ভ্রমে ভাবত্ব নাই বলিয়া উহা সাধনের অব্যাপক হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমান যথার্থ অনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস। এইজন্য সোপাদানত্বে ভাবত্বই প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভ্রমের ভাবত্বও যে অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। আর ভ্রমের ভাবত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া সোপাদানত্বও সিদ্ধ হয় না এবং ভ্রমের সোপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া যে "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়, তাহাও বলাই হইয়াছে।

আর মিথ্যাজ্ঞানজন্য যে সংস্কার, সেই সংস্কারজন্যত্বই সোপাদানত্বে প্রয়োজক অর্থাৎ যাহা মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজন্য তাহাই সোপাদানক; ভ্রম মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজন্য বলিয়া সোপাদানক, ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অনুভবপূর্ব্বকই সংস্কার হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম।

ত্বানাদিত্বাযোগাচ্চ অসম্ভবশ্চ। সদ্বিলক্ষণস্য ভাবত্বকল্পনায়া মনোরথমাত্রত্বাৎ। অন্যথা খপুষ্পাদেরপি সদ্বিলক্ষণত্বসাম্যেন ভাবত্বং কল্পনীয়ং দেবানাং প্রিয়ৈঃ। "কথমসতঃ সজ্জায়েত" (ছা—৬।২।২) ইতি শ্রুতেঃ সদ্বিলক্ষণস্য উপাদানত্বভাবকানাং মুখপিধানসিদ্ধেরিত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ লক্ষণাভাবাদজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। ৯২।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞানলক্ষণগিরিনিপাতঃ॥

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ "সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণও বলিতে পারেন না; কারণ ঐরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলে প্রথম অজ্ঞানলক্ষণে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব" এই পদপ্রযুক্ত যে সকল অব্যাপ্তি দোষ আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, এই অজ্ঞানলক্ষণেও সেই সকল অব্যাপ্তি দোষ অবশ্যই হইয়া পড়িবে। "সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই অজ্ঞানত্ব" এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলে জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে, অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়ও হন না, সেই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানে এবং সোপাধিক ভ্রমের উপাদানীভূত অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। এই সকল কথা এই প্রকরণে পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। এই স্থলে আর বিশদভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—যাহা অনাদি উপাদান হইয়া মিথ্যা হয়, তাহাই অজ্ঞান। যাহাতে অনাদি উপাদানত্ব ধর্ম্ম থাকিয়া মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটি থাকে, তাহাই অজ্ঞান। এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণই আমরা বলিব।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ অজ্ঞানলক্ষণও তুচ্ছ; ঐরূপ অজ্ঞানলক্ষণেরও সিদ্ধি হয় না। কারণ "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের যেরূপ অব্যাপ্তি দোষ হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে, এই প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণেরও সেইরূপই অব্যাপ্তি দোষ হয়। আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় বলা হইয়াছে; "যাহা অনাদি উপাদান হইয়া মিথ্যা হয়, তাহাই অজ্ঞান" এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলেও আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। অভাব নিরুপাদানক; অভাবের কোন উপাদান নাই। অভাবের উপাদানই অপ্রসিদ্ধ। আরোপিত অভাবের নিমিত্তকারণ কল্পনা করা যাইতে পারে; কিন্তু আরোপিত অভাবের উপাদানকারণ কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না। আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে অনাদি উপাদানত্ব নাই বলিয়া প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণেরও দ্বিতীয় লক্ষণের ন্যায় অব্যাপ্তি দোষ হয়। এই সকল কথা এই প্রকরণে পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই স্থলে আর বিশদভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর এই অজ্ঞানলক্ষণের দ্বারা অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে; মিথ্যাভূত অজ্ঞান সদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ ভাব হইতে ভিন্নরূপ ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন; তাহা হইলে মিথ্যাভূত সদ্বিলক্ষণ অজ্ঞান আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ অসৎ ইহাও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং মিথ্যাভূত সদ্বিলক্ষণ অজ্ঞান তুচ্ছ বলিয়া তাদৃশ অজ্ঞানে উপাদানত্ব ও অনাদিত্ব থাকা সম্ভব নহে। এইজন্য উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষও হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণ তাদৃশ অজ্ঞানের ভাবত্ব কল্পনা করিয়াও সেই অজ্ঞানের উপাদানত্ব ও অনাদিত্ব উপপাদন করিতে পারেন না; কারণ সদ্বিলক্ষণ অজ্ঞানের ভাবত্বকল্পনা কেবল মনোরথমাত্র। ঐরূপ কল্পনা করাই যায় না। ঐরূপ কল্পনা যদি করা যায়, তাহা হইলে আকাশকুসুমাদিও সদ্বিলক্ষণ বলিয়া দেবপ্রিয় অর্থাৎ মূর্খ অদ্বৈতবাদিগণ আকাশকুসুমাদিরও ভাবত্ব কল্পনা করুন। অসদ্বস্তুর ভাবত্বকল্পনা অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষেই শোভা পায়। "কি প্রকারে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইবে?" এই শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই সদ্বিলক্ষণ অজ্ঞানের উপাদানত্ব কল্পনাকারী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। অধিক বিস্তারে নিষ্প্রয়োজন। অতএব অদ্বৈত-বেদান্তিগণের সম্মত অজ্ঞানের লক্ষণ অসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। ৯২।

ইতি পরাভিমত অজ্ঞানলক্ষণ নিরাস॥

প্রমাণাভাবাদপি অজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। তথাহি—ভবদভিপ্রেতাজ্ঞানে কিং প্রমাণমিতি বক্তব্যম্। "অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি, ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" ইতি প্রত্যক্ষমেবাত্র প্রমাণমিতি চেন্ন, অন্যবিষয়কত্বেন আভাসমাত্রত্বাৎ। তথাহি—কো বাত্র অহমর্থঃ? শুদ্ধং জ্ঞানমাত্রং বা? অজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম বা? জীবো বেতি? নাদ্যঃ, শুদ্ধত্বহানেঃ, শুদ্ধমজ্ঞমিতি প্রতীত্যাপত্তেঃ, অপসিদ্ধান্তাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তদবচ্ছেদকাজ্ঞানস্য অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ, অন্যোন্যাশ্রয়াচ্চ—অজ্ঞানপ্রযুক্তোঽহমর্থঃ তৎপ্রযুক্তম-

---

প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অজ্ঞানে প্রমাণ নাই বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের অস্তিত্বে যে প্রমাণ নাই, তাহাই দেখান হইতেছে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত অজ্ঞানে প্রমাণ কি? ইহা তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"আমি অজ্ঞ" "আমি আমাকে ও অপরকে জানি না" "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় আমি জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষই অজ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ। প্রত্যক্ষানুভবের দ্বারা প্রকাশিত এই অজ্ঞান যেহেতু প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়, সেই কারণে ইহা জ্ঞানস্বরূপ নহে; কিন্তু এই অজ্ঞান জড়স্বরূপ। এই অজ্ঞানকেই অবিদ্যাশক্তি বলা হয়। ঐ অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে; কিন্তু জ্ঞানাভাব হইতে ভিন্নরূপ ভাববস্তু। "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপে অজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া উহাকে ভাববস্তুই বলিতে হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব বলা যায় না; কারণ অভাববস্তু প্রত্যক্ষবেদ্য নহে; কিন্তু অভাব অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠ প্রমাণবেদ্য। সুতরাং "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞানসদ্ভাবে ঐরূপ প্রমাণপ্রদর্শন সঙ্গত নহে; কারণ "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ যে প্রত্যক্ষানুভব, তাহার বিষয় অজ্ঞানরূপ কোন ভাববস্তু নহে, কিন্তু উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভব জ্ঞানের অভাববিষয়ক অর্থাৎ উক্তরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞানের অভাবই প্রকাশিত হয়। ঐরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা অধ্যাসের উপাদান ভাবভূত অজ্ঞানের প্রকাশ হয় না। এইজন্য উক্তরূপ প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানের সদ্ভাবে প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাস। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ "আমি অজ্ঞ" "আমি আমাকে ও অপরকে জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষকে যে ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ বলেন, তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—উক্তরূপ প্রত্যক্ষে "অহং"পদের অর্থ কি শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য? অথবা অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য? কিংবা জীব? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ অহংপদের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইলে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ হন বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ হইলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে "আমি অজ্ঞ" এইরূপ প্রতীতি না হইয়া "শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ" এইরূপ প্রতীতি হওয়ারই আপত্তি হইয়া পড়িবে, এবং ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষও হইয়া পড়িবে।

আর "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ ব্রহ্মে অবচ্ছেদকীভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের সিদ্ধি অদ্যাপিও হয় নাই। অজ্ঞানের সিদ্ধি থাকিলে ত উক্তরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে পারেন; অজ্ঞানের সিদ্ধিই ত অদ্যাপি হয় নাই। আর এই পক্ষে "অজ্ঞানপ্রযুক্ত অহমর্থের সিদ্ধি এবং অহমর্থ-প্রযুক্ত অজ্ঞানের সিদ্ধি" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইয়া পড়ে।

আর "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ জীব, এই তৃতীয় পক্ষও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের মতে জীবভাব অধ্যস্ত অর্থাৎ অজ্ঞানকার্য্য; সুতরাং জীবভাব অজ্ঞানের পরভাবী;

জ্ঞানমিতি। ন তৃতীয়ঃ, অধ্যস্তত্বেন জীবস্য অজ্ঞানোত্তরভাবিত্বাৎ। অস্মৎপক্ষে প্রত্যগাত্মপরত্বেন ত্বৎপক্ষে অহঙ্কারপরত্বেন অহমজ্ঞ ইত্যহঙ্কারস্য অজ্ঞত্বাপত্তেঃ। জড়স্য তৎকার্য্যত্বেনাজ্ঞানরূপত্বাৎ তদ্বৈশিষ্ট্যাসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ অহংশব্দস্য অজ্ঞানবাচকত্বাভাবেন অজ্ঞানে প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ। অন্যথা "ব্রহ্ম অজ্ঞম্, আত্মা অজ্ঞঃ, জ্ঞানমজ্ঞম্" ইত্যাদি প্রত্যক্ষং স্যাৎ। ন তু তদস্তি উপপদ্যতে বা। ৯৩।

নন্বু অহমিত্যধ্যাসে প্রতিবিম্বতয়া ভাসমানোঽহমর্থ ইতি চেন্ন, অধ্যাসোত্তরভাবেন তদসম্ভবস্য অন্যোন্যাশ্রয়স্য চ উক্তদোষস্য সাম্যাৎ, প্রতিবিম্ববাদস্য পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাচ্চ। তস্মাৎ অজ্ঞানশব্দস্য

অজ্ঞান পূর্ব্বসিদ্ধ। অহংপদের অর্থ জীব হইলে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় পরভাবী জীব কিরূপে হইবে? তাহা ত উপপন্ন হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাসাপন্ন জীব সেই অধ্যাসকারণ পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। সুতরাং "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ জীব হইতে পারে না।

আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। আমাদের সিদ্ধান্তে প্রত্যগাত্মার অজ্ঞত্ব অনুপপন্ন নহে; কারণ আমাদের সিদ্ধান্তে জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ অজ্ঞানকার্য্য নহে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহংপদের অর্থ যে জীব বলা যায় না, তাহা প্রদর্শিতরূপে বলাই হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অহং পদের অর্থ অহঙ্কার; সুতরাং তাঁহাদের মতে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে "অহঙ্কার অজ্ঞ" এইরূপে অহঙ্কারেরই অজ্ঞত্বাপত্তি হইয়া পড়ে।

আর জড় অহঙ্কার অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানরূপ; কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে; কার্য্য ও কারণ একরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে যে অহংপদের অর্থ অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারে অজ্ঞত্বরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব নহে; কারণ অহঙ্কারই অজ্ঞানরূপ। আরও কথা এই যে—জড় অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানসিদ্ধির পরভাবী হইয়া থাকে। অজ্ঞানের কার্য্য অহমর্থ অজ্ঞানের পরসিদ্ধ বলিয়া প্রাক্‌সিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। এজন্য "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি অসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—অহংশব্দ অজ্ঞানের বাচকও নহে। এজন্য "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি ও অহংপদার্থের অজ্ঞপদার্থের সহিত অভেদবিষয়ক বলিয়া তাহা অজ্ঞানের সাধক হয় না। কারণ অজ্ঞানপদার্থ ও অহংপদার্থ এক নহে। অহংশব্দ অজ্ঞানবাচক না হইলেও যদি "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিদ্বারা অহমর্থের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তবে "ব্রহ্ম অজ্ঞম্" এই প্রতীতিদ্বারা ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব, "আত্মা অজ্ঞঃ" এই প্রতীতিদ্বারা আত্মার অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব এবং "জ্ঞানমজ্ঞম্" এই প্রতীতিদ্বারা জ্ঞানের অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেরও সিদ্ধি হওয়া উচিত হয়, কিন্তু তাহা হয় না এবং ইহা যুক্তিসঙ্গতও নহে। ৯৩।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—"অহম্" এইরূপ অধ্যাসে প্রতিবিম্বরূপে যাহা ভাসমান হয়, তাহাই অহংপদের অর্থ। এক ব্রহ্মচৈতন্যই উপাধির দ্বারা বিম্বভাব প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্ত হইলে জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সুতরাং চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীবই অহংপদের অর্থ।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রতিবিম্ববাদেও পূর্ব্বোক্ত অসম্ভব ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সমানই হইবে। অর্থাৎ "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীব বলিলেও পূর্ব্বেরই মত অসম্ভব দোষ ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীব অধ্যাসের পরভাবী; আর অজ্ঞান অধ্যাসের কারণ; সুতরাং অজ্ঞান পূর্ব্বসিদ্ধ। এই জন্য "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে যে অহমর্থের অজ্ঞানাশ্রয়তা ভাসমান হয়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে উপপন্ন হয় না।

জ্ঞানাভাবপরত্বেন উক্তপ্রত্যক্ষস্য ইতরবিষয়তয়া বিবক্ষিতবিষয়ে অপ্রামাণ্যাৎ তদসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ ত্বন্মতেঽপি অহমর্থস্য ভাবরূপাজ্ঞানানাশ্রয়ত্বেন "অহমজ্ঞো ন জানামি" ইত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যার্থং জ্ঞানাভাববিষয়ত্বস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। সাক্ষিবেদ্যসুখদুঃখাজ্ঞানাদৌ প্রাতিভাসিকে চ ভাবরূপাজ্ঞানাভাবেন "সুখং ন জানামি" "শুক্তিরূপ্যং ন জানামি" ইত্যাদের্জ্ঞানাভাববিষয়কত্বেন বক্তব্যে সতি "ত্বদুক্তার্থং ন

পরভাবী অহমর্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীব, পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? তাহা কখনও সম্ভব হয় না। আর পূর্ব্বের মতই এই প্রতিবিম্বজীববাদেও "অধ্যাস হইলে অহমর্থের সিদ্ধি হইবে এবং অহমর্থের সিদ্ধি হইলে অধ্যাস হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রতিবিম্বজীববাদ আমরা পূর্ব্বেই পরাভিমত প্রয়োজননিরাস প্রকরণে বিশদভাবে নিরাকরণ করিয়াছি। সেই কারণেও অদ্বৈতবাদিগণ অহংপদের অর্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীব বলিতে পারেন না। প্রতিবিম্বজীববাদের নিরাকরণ পরাভিমত প্রয়োজননিরাস প্রকরণে বিশেষভাবে করা হইয়াছে। তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অতএব অজ্ঞান শব্দ জ্ঞানের অভাবপর বলিয়া "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানাভাববিষয়ক; ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক নহে। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষকে যে ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ বলেন, তাঁহাদের বিবক্ষিত সেই ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ে উক্তরূপ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধিতে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাস। সুতরাং প্রমাণাভাববশতঃ অদ্বৈতবেদান্তিগণ-সম্মত ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুদ্ধ চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয়; অহমর্থ অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। এইজন্য তাঁহাদের মতেও "আমি অজ্ঞ" "আমি জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভবের প্রামাণ্য থাকিবে না। তাঁহাদের মতে অহমর্থ অজ্ঞানের আশ্রয় নহে; সুতরাং "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভব জ্ঞানাভাবকেই বিষয় করে বলিতে হয়। নতুবা উক্ত প্রত্যক্ষানুভবের প্রামাণ্য থাকে না। অজ্ঞানের অনাশ্রয় অহমর্থে অজ্ঞানাশ্রয়ত্বের প্রতীতি হইলে সেই প্রতীতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদি ও প্রাতিভাসিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা স্বীকৃত হয় না। সুতরাং সেই সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞান ও প্রাতিভাসিক বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান ভাবরূপ অজ্ঞান নহে; এইজন্য "আমি সুখ জানি না" "আমি শুক্তিরজত জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবকে জ্ঞানাভাববিষয়কই বলিতে হইবে। তাহা হইলে "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় আমি জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবও জ্ঞানাভাববিষয়কই হইতে পারে। এই সকল প্রত্যক্ষানুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিবার কারণ বা প্রয়োজন ত কিছু নাই। "আমি সুখ জানি না, আমি দুঃখ জানি না" ইত্যাদিরূপ কোন কোন প্রত্যক্ষানুভবকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া যখন অদ্বৈতবেদান্তিগণকেও স্বীকার করিতে হয়, তখন তদনুসারে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষানুভব জ্ঞানাভাববিষয়কই হউক। ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন ত কিছু দেখা যায় না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অনুমানাদি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞানেরই নাশ হইয়া থাকে; পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বিষয়াবরক অজ্ঞানের নাশ হয় না। এই জন্যই পরোক্ষজ্ঞানে বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না; ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে পরোক্ষজ্ঞান বিষয়াবরক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বিষয় জ্ঞাত হইলেও তাহাতে "জানি না" এইরূপ ব্যবহারেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণ ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রদর্শিতরূপ প্রক্রিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার ফলে পরোক্ষজ্ঞানে প্রদর্শিতরূপ আপত্তি হইয়া পড়ে। "আমি অজ্ঞ" "আমি তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" ইত্যাদিরূপ

জানামি" ইত্যাদেরপি তথাত্বসাম্যাৎ। ত্বন্মতে পরোক্ষবৃত্তেঃ বিষয়াবরকাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বেন পরোক্ষতো জ্ঞাতেঽপি "ন জানামি" ইত্যনুভবাপাতাচ্চ। ৯৪।

কিঞ্চ ত্বন্মতে জড়াবরকাজ্ঞানাভাবেন "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" ইত্যাদেরপি প্রামাণ্যার্থং জ্ঞানাভাববিষয়ত্বাচ্চ। ন চ জড়ে আবরণরূপাতিশয়াভাবেঽপি বিক্ষেপরূপাতিশয়স্য সত্ত্বাদজ্ঞানবিষয়তাস্তীতি "ন জানামি" ইত্যনুভব ইতি বাচ্যম্, অপরোক্ষতো ঘটত্বেন জ্ঞাতেঽপি ঘটে "অয়ং পটঃ" ইতি বাক্যাভাসাৎ বিক্ষেপসম্ভাবেঽপি "ন জানামি" ইত্যনুভবাপাতাৎ। ন চ "জড়ং (ঘটং) ন জানামি" ইত্যনুভবস্য জড়া-(ঘটা)-বচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানং বিষয় ইতি বাচ্যম্, বৃত্তিশ্চিত্ত্বপরাগার্থা—ইতি মতে জড়াবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানস্যাপ্যভাবাৎ, ভাবরূপাজ্ঞানবিষত্বেন অভিমতস্য "অহমজ্ঞঃ" ইতি জ্ঞানস্য,

---

সকল প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিলে আর কোনরূপ আপত্তির সম্ভাবনা নাই। পরোক্ষজ্ঞানেও তদ্দ্বারা জ্ঞানাভাবের নিবৃত্তি হয় বলিয়া "জানি না" এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি আর হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বত্র "জানি না" এইরূপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলাই উচিত। ৯৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে জড় বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় নহে ; জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণ-কৃত্য নাই। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবের জ্ঞানাভাববিষয়কত্বই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভবের প্রামাণ্য থাকে না। এইরূপ "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভবও জ্ঞানাভাববিষয়কই হউক। ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ কৃত্য না থাকিলেও জড় বিষয়ে অজ্ঞানের বিক্ষেপরূপ অর্থাৎ অন্যাকারে প্রতিভাসনরূপ কৃত্য থাকে বলিয়া জড় বস্তুতে অজ্ঞানের বিষয়তা আছে। এইজন্য অর্থাৎ উক্তরূপে জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভব হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ আমাদের "ভাবরূপ অজ্ঞান" মতে উক্তরূপ প্রতীতির অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া যে উক্তরূপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক স্বীকার করিতে হইবে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। উক্তরূপ প্রতীতিও ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়কই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ বিক্ষেপরূপ কৃত্য থাকিলেই যদি জড় বস্তুতে অজ্ঞানের বিষয়তা থাকে এবং তাহাতে "জানি না" এইরূপে ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে ঘটত্বরূপে ঘট জ্ঞাত থাকিলেও সেই ঘটে "ইহা পট" এইরূপ বাক্যাভ্যাস প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফলে তাহাতে বিক্ষেপরূপ কৃত্য থাকায়ও "জানি না" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত পরিহার সঙ্গত নহে। "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রতীতির প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণকে ঐরূপ প্রতীতির জ্ঞানাভাববিষয়কত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ কৃত্য নাই বটে অর্থাৎ জড় বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না বটে ; কিন্তু জড়বিষয়াবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানই "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই সেই জড় বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই

জ্ঞানাভাববিষয়ত্বেন অভিমতাৎ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" ইতি জ্ঞানাৎ "অঘটং ভূতলম্" ইতি জ্ঞানস্য "ভূতলে ঘটো নাস্তি" ইতি জ্ঞানাদিব বিশেষণবিশেষ্যভাবব্যত্যাসং বিনা বিষয়ভেদাপ্রতীতেশ্চেতি উক্ত-হেতুভ্যঃ উক্তপ্রত্যক্ষস্য ইতরবিষয়ত্বে সিদ্ধে তবাভিপ্রেতাজ্ঞানে প্রামাণ্যাসিদ্ধত্বাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৯৫ ।

ননু প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্ত্য-স্বদেশগতবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশি-

---

অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইতে কোন বাধা নাই। আর ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তিরও অবসর নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে এইরূপ বলা হয় যে—ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্ববস্তুর উপাদান বলিয়া স্বসংসৃষ্ট সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবচৈতন্য কিন্তু সেইরূপ সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ জীব সর্ব্ববস্তুর উপাদান নহে। জীবচৈতন্য স্বরূপতঃ অনাবৃত ও সর্ব্বগত হইয়াও নিজের অসঙ্গিত্বনিবন্ধন অন্যবিষয়ের সহিত সংসক্ত হয় না। তাহা হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিতে জীবচৈতন্যের উপরাগ অর্থাৎ সংসর্গবিশেষ হইয়া থাকে। এইরূপ উপরাগ না হইলে জীবচৈতন্য বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না। জীবচৈতন্য অন্তঃকরণবৃত্তিতে উপরক্ত অর্থাৎ প্রতিফলিত হইয়াই অন্তঃকরণবৃত্তিতে আরূঢ় বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তি জীবচৈতন্যের উপরাগমাত্র সম্পাদন করে। অজ্ঞানের নাশ করে না। অদ্বৈতবাদিগণের সেই মতে জড়বিষয়াবচ্ছিন্ন অনাবৃত জীবচৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও নাই বলিয়া "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" "ঘট জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়কই বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে উক্তরূপ প্রতীতির অপ্রামাণ্যাপত্তিই হইয়া পড়িবে। উক্ত মতে জড়বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও যখন নাই, তখন অদ্বৈত-বাদিগণ উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিবেন কিরূপে?

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যাহাকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়া থাকেন, সেই "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভব এবং তাঁহারা যাহাকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া থাকেন, সেই "আমাতে জ্ঞান নাই" এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব, এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষানুভবেরই বিষয়ভেদ প্রতীত হয় না; কিন্তু "ঘটশূন্য ভূতল" এবং "ভূতলে ঘট নাই" এই প্রতীতিদ্বয়ে যেমন একটিতে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল বিশেষ্য এবং অপরটিতে ভূতল বিশেষণ ও ঘটাভাব বিশেষ্য এইরূপ বিশেষণ ও বিশেষ্যের বিপর্য্যয় প্রতীত হয়, সেইরূপ উক্ত অনুভবদ্বয়েরও একটিতে জ্ঞানাভাব বিশেষণ ও আত্মা বিশেষ্য এবং অপরটিতে আত্মা বিশেষণ ও জ্ঞানাভাব বিশেষ্য এইরূপ বিশেষণ ও বিশেষ্যের বিপর্য্যয়ই প্রতীত হইয়া থাকে। উক্ত অনুভবদ্বয়ে কোন বিষয়ভেদ প্রতীত হয় না। এই কারণেও "জানি না" এইরূপ সকল অনুভবকেই জ্ঞানাভাববিষয়ক বলা উচিত। এই সকল কারণে "আমি অজ্ঞ" "আমি আমাকে ও অপরকে জানি না" "তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বিষয় জানি না" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষানুভব জ্ঞানাভাববিষয়ক ইহাই সিদ্ধ হয়। উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভব অদ্বৈত-বেদান্তিগণের অভিমত ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ উক্তরূপ প্রত্যক্ষানুভবকে যে ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। ৯৫।

ইতি ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রত্যক্ষপ্রমাণনিরাস ॥

অদ্বৈতবাদিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা যে ভাবরূপ অজ্ঞানে যথার্থ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণাভাস, তাহা দেখাইয়া প্রমাণাভাববশতঃ ভাবরূপ অজ্ঞান অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে যে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাও যে ভাবরূপ অজ্ঞানের

তার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ—ইতি বিবরণোক্তানুমানস্যৈবাত্র প্রামাণ্যাৎ ন অপ্রামাণ্যশঙ্কাবকাশ ইতি চেৎ ন, আভাসমাত্রত্বাৎ। সুখাদিপ্রমায়াঃ সাক্ষিরূপত্বেন অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বা-

---

সাধক যথার্থ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণাভাস, তাহাই দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ জ্ঞাতব্য এই যে—কোনও একটি সন্দিগ্ধ বিষয় নিরূপণ করিতে হইলে তার্কিকগণ অনুমানরূপ প্রমাণের আশ্রয় লইয়া থাকেন। সেই অনুমান করিতে হইলে চারিটি বিষয়ের নির্দ্দেশ আবশ্যক;—(১) পক্ষ, (২) সাধ্য, (৩) হেতু এবং (৪) দৃষ্টান্ত। (১) যাহাতে কোনও বস্তু আছে কি নাই এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহাকে পক্ষ কহে। (২) সেই পক্ষে আছে কি নাই এইরূপ সন্দেহের বিষয়ীভূত যে বস্তু, তাহাকে সাধ্য কহে। (৩) সেই সাধ্যের ব্যাপ্য যে বস্তু, তাহাকে হেতু কহে। ব্যাপ্য শব্দের অর্থ—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট; যাহা না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না, সেই দুইটি বস্তুর মধ্যে পূর্ব্ববস্তুটি ব্যাপক এবং পরবস্তুটি ব্যাপ্য। যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকিতে পারে না; এই জন্য বহ্নি ব্যাপক এবং ধূম ব্যাপ্য। (৪) আর যাহাতে এইরূপ ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সদ্ভাব উভয়বাদী স্বীকার করেন, তাহাকেই দৃষ্টান্ত কহে।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে কথা এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—পদ্মপাদাচার্য্যকৃত পঞ্চপাদিকার টীকা "বিবরণ" নামক গ্রন্থে ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধকরূপে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অনুমানই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। বিবরণগ্রন্থে এইরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে যে-বিমত অর্থাৎ যাহাতে সাধ্য আছে কিনা এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে, তাদৃশ প্রমাণজ্ঞান, নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত অথচ নিজ বিষয়ের আবরক এবং নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় যে নিজদেশগত বস্ত্বন্তর, তৎপূর্ব্বক হইয়া থাকে; যেহেতু তাহা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয়; যেমন—অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয় বলিয়া নিজ প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও নিজদেশে অবস্থিত অন্ধকাররূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বক হইয়া থাকে। প্রদর্শিত এই অনুমানে বিমত প্রমাণজ্ঞান পক্ষ, নিজ প্রাগভাব হইতে ব্যতিরিক্ত ইত্যাদি চারিটি বিশেষণবিশিষ্ট বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সাধ্য, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু এবং অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা দৃষ্টান্ত।

এই অনুমানে "বিমত প্রমাণজ্ঞান" এই অংশের দ্বারা পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানই পক্ষ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। "বিমত" ও "প্রমাণ" এই দুইটি জ্ঞানরূপ পক্ষের বিশেষণ। জ্ঞানমাত্রকে পক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে অনুবাদরূপ জ্ঞানে হেতু অসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "প্রমাণ" বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ধারাবাহিক জ্ঞানের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি জ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "বিমত" বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণজ্ঞান অর্থ—প্রমিতিরূপ জ্ঞান।

উক্ত প্রমাণজ্ঞানরূপ পক্ষে নিজের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও নিজের সমানদেশে বিদ্যমান যে বস্ত্বন্তর, তাদৃশ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্বই সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে বস্ত্বন্তর-পূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্যে বস্ত্বন্তর পদের, প্রমানজ্ঞানের নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত (১), নিজ বিষয়ের আবরক (২), নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় (৩) এবং নিজদেশে বিদ্যমান (৪) এই চারিটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল "বস্তুপূর্ব্বকত্ব" এইরূপ সাধ্যনির্দ্দেশ করা হইত, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হইত; কারণ প্রমাণজ্ঞানের পূর্ব্বে আত্মবস্তু ত সিদ্ধ আছেই, সুতরাং অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই; করিলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। সুতরাং আত্মবস্তুকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য বস্তুপূর্ব্বকত্বকে সাধ্য না করিয়া বস্ত্বন্তর-পূর্ব্বকত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে। আর "প্রমাণজ্ঞানের নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত" এই বিশেষণটি সন্নিবেশিত না হইলে বস্ত্বন্তর পদে প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাবকেও পাওয়া যাইত। তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হইয়া পড়িত। কারণ কোন কিছু উৎপন্ন হইলেই তাহার প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্য্যবস্তুমাত্রেরই পূর্ব্বে তাহার

ভাবাদ্বাধঃ। কিঞ্চ বৃত্তেঃ পক্ষত্ববিবক্ষায়াং পরোক্ষবৃত্তৌ বাধঃ, তস্যাঃ স্ববিষয়াজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ ;

প্রাগভাব বিদ্যমান থাকে ইহা সিদ্ধ আছেই। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও প্রাগভাবরূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোষ নিরাকরণ করিবার জন্য অর্থাৎ প্রাগভাবকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

"স্ববিষয়াবরক" এই দ্বিতীয় বিশেষণটি যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে বস্ত্বন্তর পদে প্রমাণজ্ঞানের পূর্ব্বজ্ঞানকেও পাওয়া যাইত ; তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষই হইয়া পড়িত। কারণ পরবর্ত্তী জ্ঞানে পূর্ব্বজ্ঞানপূর্ব্বকত্ব সিদ্ধ আছেই। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও পূর্ব্বজ্ঞানরূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্ববিষয়াবরক" এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে।

"স্বনিবর্ত্ত্য" এই তৃতীয় বিশেষণটি যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে বস্ত্বন্তর পদে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকেও পাওয়া যাইত ; তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষই হইয়া পড়িত। কারণ সকল কার্য্যই অদৃষ্টজন্য বলিয়া সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকে ইহা সিদ্ধ আছেই। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও অদৃষ্টরূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য অর্থাৎ অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

"স্বদেশগত" এই চতুর্থ বিশেষণটি যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে প্রমাণজ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত অপর যে সকল প্রমাণজ্ঞানের কারণ হয়, বস্ত্বন্তর পদে সেই সকল কারণকেও পাওয়া যাইত ; তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষই হইয়া পড়িত। কারণ সকল কার্য্যেরই আশ্রয়াতিরিক্ত কারণ বিদ্যমান থাকে ইহা সিদ্ধ আছেই। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও আশ্রয়াতিরিক্ত কারণরূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য অর্থাৎ আশ্রয়াতিরিক্ত কারণকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বদেশগত" এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে।

বিশেষণচতুষ্টয়ের সার্থকতা যেরূপ দেখান হইল, বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহকার ঐরূপই বলিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার অন্যরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—প্রাগভাবকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণজ্ঞানরূপ বৃত্তিজনক অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্ববিষয়াবরক" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণজ্ঞানরূপ বৃত্তির প্রতিবন্ধক অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে এবং বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "স্বদেশগত" বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়গত জ্ঞাতত্বাভাবরূপ অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য যে চতুর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হইল, তাহাতে অত্যন্তাভাবকে ব্যাবৃত্ত করা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু প্রাগভাব প্রথম বিশেষণের দ্বারাই ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণচতুষ্টয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এই স্থলে সম্ভব নহে ; স্থূলতঃ দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল।

এইভাবে সাধ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা ভাবরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। কারণ ভাবরূপ অজ্ঞান পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, ভাবরূপ অজ্ঞান ঐ পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়াই বিদ্যমান থাকে, ভাবরূপ অজ্ঞান ঐ পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং ঐ পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞান যে আত্মাতে থাকে, ভাবরূপ অজ্ঞানও তাহাতেই থাকে। এইজন্য উক্ত বিশেষণচতুষ্টয়সম্পন্ন বস্ত্বন্তর পদে ভাবরূপ অজ্ঞানকে পাওয়া যায়।

উক্ত অনুমানে অপ্রকাশিত অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের প্রকাশকত্বকে হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত

নিবর্ত্তকত্বে চ স্বরূপহানেঃ অপরোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপরোক্ষবৃত্তেঃ পক্ষতাঙ্গীকারে চ সামান্যবৃত্তৌ বাধঃ,

হেতুতে যদি অপ্রকাশিত পদটি না দেওয়া হইত, কেবল অর্থপ্রকাশকত্বকেই হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত, তাহা হইলে ধারাবাহিক জ্ঞানের দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞানে অর্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতু থাকে এবং সেই দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞানে উক্ত বিশেষণচতুষ্টয়সম্পন্ন বস্ত্বন্তররূপ সাধ্য থাকে না বলিয়া হেতুটি ব্যভিচাররূপ দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। এই হেতুর ব্যভিচাররূপ দোষ নিবারণের জন্য "অপ্রকাশিত" এই পদটি অর্থের বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ধারাবাহিক জ্ঞানের দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞানে অর্থপ্রকাশকত্ব থাকিলেও অপ্রকাশিত অর্থপ্রকাশকত্ব থাকে না; কারণ ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত অর্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

আর উক্ত অনুমানে অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে যদি "প্রথম" এই শব্দটি প্রযুক্ত না হইত, তাহা হইলে ধারাবাহিক প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভাতে পূর্ব্বোক্তরূপ সাধ্য ও পূর্ব্বোক্তরূপ হেতু এই উভয়ই থাকে না বলিয়া দৃষ্টান্তের অংশবিশেষে সাধ্য ও হেতু না থাকানিবন্ধন দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইয়া পড়িত। এই অসিদ্ধি নিবারণের জন্য অর্থাৎ ধারাবাহিক প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "প্রথম" এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আর দিবালোকে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্বরূপ হেতু এবং পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ তাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট বস্ত্বন্তর-পূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্য থাকে না; সুতরাং "অন্ধকারে" এই পদটি দৃষ্টান্তে না দিলে পূর্ব্বেরই মত দৃষ্টান্তের একদেশে সাধ্য ও হেতুর অভাবনিবন্ধন দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; এই জন্য অর্থাৎ দিবালোকে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকেও ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য "অন্ধকারে" এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রদর্শিত অনুমানে ইহাই বলা হইল—যাহা প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, যাহা প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবরণ করে, যাহা প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে এবং যাহা প্রমাণজ্ঞানের সমানদেশে বিদ্যমান থাকে, প্রমাণজ্ঞান তাদৃশ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বক হইয়া থাকে; (তাদৃশ বস্ত্বন্তর যে ভাবরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না, তাহা সাধ্য-নিরূপণে বলাই হইয়াছে।) যেহেতু প্রমাণজ্ঞান অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক; যাহা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয়, তাহা তাদৃশ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বক হইয়া থাকে; যেমন—অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা তাদৃশ অন্ধকাররূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বক হইয়া থাকে; যেহেতু অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবরূপ অজ্ঞানে অনুমান প্রমাণ আছে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানে অপ্রামাণ্যশঙ্কা করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানের সদ্ভাবে ঐরূপ অনুমান প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে; কারণ ঐরূপ অনুমান ভাবরূপ অজ্ঞানের সদ্ভাবে যথার্থ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণাভাস। সদনুমান নহে। হেত্বাভাস যেমন হেতু নহে, এইরূপ অনুমানাভাসও অনুমান নহে। অনুমান সাধ্যের সাধক হইয়া থাকে, কিন্তু অনুমানাভাসের দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। কি জন্য এই অনুমানের দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয় না তাহাই দেখাইবার জন্য মূলাকার অবিদ্যানুমানে হেত্বাভাস প্রদর্শন করিতেছেন। প্রকৃত অনুমানে প্রমাকে পক্ষ করিয়া অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বের অনুমান করা হইয়াছে। প্রমামাত্র অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে ইহাই প্রতিপাদনের জন্য অদ্বৈতবাদী অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। সুখ-দুঃখাদি সাক্ষাৎকার অবাধিতবিষয় বলিয়া প্রমা; অথচ সুখাদিবিষয়ক প্রমা স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় নাই; সুখবিষয়িণী প্রমা সুখবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। সুখসাক্ষাৎকার সাক্ষিস্বরূপ ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। সুখাদি সাক্ষিভাস্য বলিয়া সুখাদির অজ্ঞাতসত্তা নাই। সাক্ষিভাস্য বস্তু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাত

তন্নিবর্ত্ত্যাজ্ঞানসদ্ভাবে ভ্রমোপাদানত্বলক্ষণস্য তত্রাব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। ন হি সদর্থরূপাধিষ্ঠানাজ্ঞানে ক্বচিদ্ ভ্রমঃ। তদন্যস্য পক্ষত্বে ধারাবাহিকদ্বিতীয়াদিপ্রমায়াং বাধোঽসিদ্ধশ্চ, স্বনিবর্ত্ত্যপ্রথমপ্রমাব্যবহিতায়াস্তস্যাঃ

হইয়াই থাকে। ঘট-পটাদি বস্তু সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য নহে। এই জন্য ঘট-পটাদি বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা আছে। ঘট-পটাদি বস্তু অজ্ঞাত হইয়াও থাকে। এইজন্য ঘটাদিবিষয়ক প্রমা ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে। সুখাদি সাক্ষিভাস্য বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই বলিয়া সুখাদিবিষয়ক প্রমা সুখাদিবিষয়ক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুখাদির সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। প্রদর্শিত অনুমানে প্রমামাত্রকে পক্ষ করা হইয়াছে; সুখাদিপ্রমা পক্ষের এক অংশ অর্থাৎ সুখাদিপ্রমাও পক্ষের অন্তর্গত। এই পক্ষের অন্তর্গত সুখাদিপ্রমাতে প্রদর্শিত সাধ্য নাই বলিয়া বাধ হইবে। এই বাধ অংশতোবাধ। যাবৎ পক্ষে সাধ্য না থাকিলে সর্ব্বথা বাধ হইত; কিন্তু পক্ষের এক অংশে সাধ্য নাই বলিয়া ইহা অংশতোবাধ হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—প্রদর্শিত অনুমানে সাক্ষিরূপ প্রমাতে বাধদোষ অর্থাৎ বাধরূপ হেত্বাভাস হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ প্রমামাত্র পক্ষ নহে; কিন্তু প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিই পক্ষ। অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাতে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য আছে বলিয়া বাধ দোষ হইবে না এইরূপ মনে করেন। তথাপিও বাধদোষই হইবে; কারণ প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি যেমন পক্ষের অন্তর্গত, এইরূপ পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিও পক্ষের অন্তর্গত হইবে। পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিও ত বৃত্তিই বটে। প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি-মাত্রকেই ত পক্ষ করা হইয়াছে। সুতরাং পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিও পক্ষের একদেশ হইবে। এই পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিতে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য নাই। পরোক্ষপ্রমা স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিবিধ অজ্ঞান স্বীকার করেন; একটি অজ্ঞান প্রমাতৃগত এবং অপরটি বিষয়গত। প্রত্যক্ষপ্রমাই উক্ত দ্বিবিধ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। পরোক্ষপ্রমার দ্বারা বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। এইজন্য পরোক্ষপ্রমাতে স্বসমানবিষয়ক বিষয়গত অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা নাই বলিয়া অংশতোবাধ দোষই হইতেছে। এই বাধদোষের ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ পরোক্ষপ্রমারও স্ববিষয়ক অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করেন, তবে পরোক্ষপ্রমার স্বরূপহানি হইবে অর্থাৎ পরোক্ষপ্রমার আর পরোক্ষপ্রমাত্ব থাকিবে না। অপরোক্ষপ্রমা যেমন স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, পরোক্ষপ্রমাও যদি তাদৃশ অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হয়, তবে অপরোক্ষপ্রমার সহিত পরোক্ষপ্রমার কোন বৈলক্ষণ্য থাকিবে না। আর তাহাতে পরোক্ষপ্রমারও অপরোক্ষপ্রমাত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। এই প্রদর্শিত বাধদোষের ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ অপরোক্ষপ্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ "প্রমাণজ্ঞান" এই পদের দ্বারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও বাধদোষই হইবে। কারণ সামান্যবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না ইহা অদ্বৈতবাদিগণই স্বীকার করেন। অধ্যাসে সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি আকার ভাসমান হয়। অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত এই দুইটি অংশ অধ্যাসে ভাসমান হয়। এই জন্য অধ্যাস দ্ব্যাকার অর্থাৎ দ্ব্যংশ; অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তই ঐ দুইটি অংশ। ঐ দুইটি অংশের মধ্যে অধিষ্ঠান সামান্যরূপে ভাসমান হয় ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত থাকে; অধিষ্ঠানের সামান্যাংশবিষয়ক প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন "ইদং রজতম্" এইরূপ অধ্যাসে অধিষ্ঠান শুক্তি ইদংরূপে ভাসমান হয়; কিন্তু অধিষ্ঠানের বিশেষাংশ শুক্তিত্ব ভাসমান হয় না। শুক্তিত্বরূপে শুক্তি ভাসমান না হইলেও ইদন্ত্বরূপে শুক্তি ভাসমান হয়। ইদন্ত্বরূপ শুক্তির সামান্য রূপ, শুক্তিত্বরূপ শুক্তির বিশেষ রূপ। অধিষ্ঠান শুক্তি রজতভ্রমের পূর্ব্বে দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষপ্রযুক্ত সামান্যরূপে ভাসমান হয়, বিশেষরূপে ভাসমান হয় না। রজতভ্রমে যদিও চাকচিক্যাদি বিষয়গত দোষ, তথাপি বিষয়দোষদ্বারাও ইন্দ্রিয়ই দুষ্ট হইয়া থাকে। অদুষ্ট

দ্বিতীয়াদিপ্রমায়াস্তমঃ প্রতীবাজ্ঞানং প্রত্যনিবর্ত্তকত্বাৎ। সূক্ষ্মাতৎতৎক্ষণানামপ্রত্যক্ষত্বেন প্রকাশিত-

ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান অযথার্থ হয় না। এই জন্যই দুষ্টেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগকে অধ্যাসের কারণ বলা হইয়াছে। অদুষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত শুক্তির সন্নিকর্ষ হইলে "ইয়ং শুক্তিঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষই হইত; কিন্তু দুষ্টেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ "ইদং" এইরূপ সামান্যরূপে শুক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে, দোষবশতঃ বিশেষরূপে জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া যে ইদমাকার চাক্ষুষবৃত্তি উৎপন্ন হয়, ইহা প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি। সামান্যবিষয়ক প্রত্যক্ষবৃত্তি ভ্রমরূপ হইতে পারে না। "ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্য্যয়ঃ" সামান্যরূপে ধর্ম্মিজ্ঞান ভ্রমরূপ কিম্বা সংশয়রূপ হয় না। প্রকারাংশেই সংশয় বা বিপর্য্যয় হইতে পারে। এইজন্য ইদমাকার চাক্ষুষবৃত্তি প্রত্যক্ষপ্রমাবৃত্তি; এই ইদমাকার প্রত্যক্ষপ্রমা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। এইজন্য ইদমাকার প্রত্যক্ষপ্রমাতে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া পুনর্ব্বার বাধদোষই হইবে। এই বাধদোষের ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ ইদমাকার চাক্ষুষপ্রমাবৃত্তিকেও স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক স্বীকার করেন, ইদংরূপ সামান্যবিষয়ক অজ্ঞান আছে স্বীকার করেন, তবে ভ্রমোপাদানত্বরূপ অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে - সামান্যাংশবিষয়ক ভ্রম হয় না; সামান্যাংশবিষয়ক ভ্রম অপ্রসিদ্ধ। যদ্বিষয়ক ভ্রমই অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করা যায় না; কারণ ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ। ইদংবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে এই অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান হয় না ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই অজ্ঞানে অর্থাৎ সামান্যবিষয়ক অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানত্ব নাই বলিয়া এই অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে। লক্ষ্যে লক্ষণ না থাকিলে অব্যাপ্তি দোষই হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানের বিশেষাংশবিষয়ক অজ্ঞানই ভ্রমের উপাদান হইয়া থাকে। এই জন্য অধিষ্ঠানেই সামান্যাংশ-বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। অধিষ্ঠানমাত্রই সদ্রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানের ইহাই সামান্য রূপ। এই সামান্য রূপ অজ্ঞানাবৃত নহে। সন্মাত্রবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমমাত্রই অসম্ভাবিত হইয়া পড়িত। সন্মাত্র-বিষয়ক অজ্ঞানদ্বারা ভ্রম সম্ভাবিতই নহে। এইজন্য অধিষ্ঠানের সামান্যাংশবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। যদ্বিষয়ক ভ্রমও অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানও অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অধিষ্ঠানের সামান্যাংশবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার না করিলে বাধদোষ এবং স্বীকার করিলে অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য্য। এই ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ অধিষ্ঠানের সামান্যাংশবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমা ভিন্ন অন্য প্রত্যক্ষপ্রমাকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করেন, তথাপিও বাধদোষই হইবে। কোনও এক বিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্যক্ষপ্রমা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ঘটবিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্যক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইলে প্রথম প্রত্যক্ষপ্রমা ব্যক্তি ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রত্যক্ষপ্রমা অর্থাৎ প্রমাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রত্যক্ষপ্রমা স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়া সেই দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষপ্রমাতে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া বাধদোষই হইবে। প্রমাধারার অন্তর্গত প্রথম প্রমার দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়াছে; দ্বিতীয়াদি প্রমানিবর্ত্ত্য অজ্ঞানই নাই বলিয়া দ্বিতীয়াদি প্রমা অজ্ঞাননিবর্ত্তক হইতে পারে না। এইজন্য প্রমাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি প্রমাতে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া বাধদোষ হইবে। দ্বিতীয়াদি প্রমাতে কেবল যে বাধদোষই হইবে, তাহা নহে, কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধি দোষও হইবে। পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস দোষ হয়, "পক্ষাবৃত্তিহেতুঃ স্বরূপাসিদ্ধঃ"। প্রদর্শিত অবিদ্যানুমানে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু; প্রমাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি প্রমা অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক নহে; কিন্তু প্রথম প্রমার দ্বারা প্রকাশিতার্থের প্রকাশক। যেমন আলোকধারা উৎপন্ন হইয়া তমোনিবর্ত্তক হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্ধকারের নাশক হইয়া থাকে। প্রথমোৎপন্ন আলোকের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে; সেই স্থলে দ্বিতীয়াদি আলোক উৎপন্ন হইয়া অন্ধকারের নাশ করিতে পারে না। প্রথম আলোকের দ্বারাই অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে। আলোকধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি আলোকনাশ্য অন্ধকার অপ্রসিদ্ধ; এইজন্যই অবিদ্যানুমানে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে। প্রদীপপ্রভামাত্রকে

প্রকাশকত্বাচ্চ। তদন্যস্য পক্ষত্বেঽপি অনাত্মবিষয়াপরোক্ষবৃত্তৌ বাধঃ, ত্বন্মতে জড়াবরকাজ্ঞানাভাবাৎ। ৯৬।

নমু "ঘটোঽয়ম্" ইত্যাদিবৃত্তিরপি তদবচ্ছিন্নচৈতন্যবিষয়া, অজ্ঞানমপি তথেতি ন বাধ ইতি চেৎ ন, একাজ্ঞানবাদিমতে তদভাবাৎ। আকাশাদিবৎ ঘটাদ্যবচ্ছিন্নস্যাপি চৈতন্যস্য চাক্ষুষত্বাযোগাচ্চ। "অয়ং ঘটঃ" ইতি শব্দজন্যৈকঘটমাত্রবিষয়কজ্ঞানেন "অয়ং ঘটঃ" ইত্যপরোক্ষবৃত্তেঃ বিষয়ভেদাপ্রতীতেশ্চ।

দৃষ্টান্ত করা হয় নাই। প্রভাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি প্রভা অন্ধকারের নিবর্ত্তক হয় না। যদি বলা যায়—ধারাবাহিক প্রত্যক্ষেও দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি সমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারিবে, কারণ জ্ঞানমাত্রই স্বাধিকরণক্ষণের দ্বারা বিশেষিত বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে; এইজন্য প্রথম জ্ঞান যে ক্ষণের দ্বারা বিশেষিত বিষয়কে গ্রহণ করে, দ্বিতীয়াদি জ্ঞান ব্যক্তি সেই ক্ষণের দ্বারা বিশেষিত বিষয়কে গ্রহণ করে না। ধারাবাহিক জ্ঞানের বিষয় এক হইলেও তৎতৎক্ষণের দ্বারা বিশেষিত বিষয় প্রত্যেক জ্ঞানব্যক্তির দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া ক্ষণভেদপ্রযুক্ত ক্ষণবিশিষ্ট বিষয়েরও ভেদ অবশ্য হইয়া থাকে, আর তাহাতে ধারাজ্ঞানের অন্তর্গত প্রত্যেক জ্ঞানেরই তৎতদ্বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা থাকিতে পারিবে; সুতরাং প্রদর্শিত বাধদোষ হইবে না, এবং প্রত্যেক জ্ঞানেরই অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব আছে বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধ দোষও হইবে না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ অতি সূক্ষ্ম তৎতৎক্ষণ, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ই নহে। তৎতৎক্ষণ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া দ্বিতীয়াদি জ্ঞানব্যক্তি প্রকাশিতার্থেরই প্রকাশক হয়; অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক হয় না। সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি দোষের বারণ হয় না। যদি এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রত্যক্ষপ্রমাকে অবিদ্যানু-মানের পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলেও বাধদোষই হইবে। কারণ অনাত্মবস্তুবিষয়ক অপরোক্ষবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। অনাত্মবস্তু জড় বস্তু; জড়বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং ঘটপটাদি জড়বস্তুবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তি স্ববিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়া বাধদোষই হইবে। ৯৬।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—জড়বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইলেও জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞান প্রসিদ্ধই আছে; ঘটপটাদি জড়বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান না থাকিলেও জড় ঘটপটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেই আবরক অজ্ঞান প্রসিদ্ধই রটে। ঘটপটাদিবিষয়ক বৃত্তিও কেবল জড়বিষয়ক নহে; কিন্তু ঘটপটাদি জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক। সুতরাং জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমাবৃত্তি জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া বাধদোষের সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ তাঁহাদের মতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা এক; অবিদ্যা নানা ব্যক্তি নহে, অবিদ্যার বিষয় শুদ্ধ চৈতন্য; শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অবিদ্যা ও জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক অবিদ্যা এক হইতে পারে না; বিষয়ভেদপ্রযুক্ত অবিদ্যাও ভিন্ন হইয়া পড়িবে। যদিও ইষ্টসিদ্ধিকার প্রভৃতি কোন কোন অদ্বৈতবাদী নানা অজ্ঞানব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি যাঁহারা এক অজ্ঞানবাদী, তাঁহাদের মতে প্রদর্শিত বাধদোষ অপরিহার্য্য।

আরও কথা এই যে—ঘটবিষয়ক চাক্ষুষপ্রমা শুদ্ধ জড়বিষয়কই হইয়া থাকে; কিন্তু জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক হইতে পারে না। চৈতন্য নীরূপ দ্রব্য; নীরূপ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন আকাশ নীরূপ দ্রব্য, এইরূপ দিক্ নীরূপ দ্রব্য এবং কালও নীরূপ দ্রব্য; ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাঁহারা বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন, তাঁহারাও নীরূপ বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। সুতরাং ঘটবিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—"অয়ং ঘটঃ" এইরূপ বাক্যজন্য এক ঘটমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে। "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। এই শাব্দবোধ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়

আত্মবিষয়কাপরোক্ষবৃত্তেঃ পক্ষত্ববিবক্ষায়াম্ অনাত্মজ্ঞানে ব্যভিচারঃ। আত্মবিষয়ত্বেন হেতুবিশেষণে দৃষ্টান্তস্য সাধনবৈকল্যাদিতি পক্ষনিরাসঃ। ৯৭।

অথ সাধ্যোঽপি দুর্নিরূপ্যো বিশেষণাযোগাৎ। তত্র স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্তেতি প্রথমবিশেষণং ব্যর্থম্, তব পক্ষে জ্ঞানস্য অজ্ঞানমাত্রনিবর্ত্তকত্বাৎ। প্রাগভাবস্যাজ্ঞানত্বাবিবক্ষিতত্বাৎ। অনথ্যা পরমত-

---

বিভিন্ন ইহা কখনও প্রতীত হয় না। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই দুইটি প্রতীতিরও বিষয় ভিন্ন হইয়া পড়ে। কারণ ঘটবিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক; ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রত্যক্ষের বিষয়। আর শব্দবোধের বিষয় কিন্তু শুদ্ধ জড় ঘট; চৈতন্য নহে। ঘটপদের দ্বারা চৈতন্যের উপস্থিতি হইতে পারে না। চৈতন্য ঘটপদবাচ্য নহে। চৈতন্যের সহিত ঘটপদের সঙ্কেত গৃহীত হয় নাই; সুতরাং ঘটপদের দ্বারা অনুপস্থিত চৈতন্য শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত সমানবিষয়ক প্রতীতি দুইটির বিষয় বিলক্ষণ বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ। এইজন্য ঘটচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক নহে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যদি আত্মবিষয়ক অপরোক্ষবৃত্তিকে অবিদ্যানুমানে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করেন, তবে অনাত্মজড়বস্তুবিষয়ক প্রমাজ্ঞানে হেতুর ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। অনাত্ম ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞান অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশক; কিন্তু তাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। অনাত্মবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানে হেতু আছে, সাধ্য নাই, এজন্য হেতুর ব্যভিচার দোষ হইবে। এই ব্যভিচার দোষ বারণের জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ হেতুতে আত্মবিষয়কত্ব বিশেষণ যোগ করেন অর্থাৎ "আত্মবিষয়কত্বে সতি অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ" এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করেন, তবে তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তে হেতু ও সাধ্য উভয়ই থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-গ্রহণস্থলই দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তে হেতু না থাকিলে ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? এই অবিদ্যানুমানে "অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা" দৃষ্টান্ত। এই প্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশক হইলেও প্রদীপপ্রভা আত্মবিষয়ক নহে; সুতরাং আত্মবিষয়কত্ব হেতুর বিশেষণ হইলে দৃষ্টান্তের সাধনবৈকল্য দোষ হইবে। ইতি পক্ষ নিরাস। ৯৭।

আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অনুমানে যেরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সাধ্যও দুর্নিরূপণীয়; কারণ তাহাতে যে চারিটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, সেই চারিটি বিশেষণই সুসঙ্গত নহে অর্থাৎ ব্যর্থ ও অযুক্ত। তন্মধ্যে "স্বপ্রাগভাব-ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত" এই যে বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞান অজ্ঞানমাত্রের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, অন্য কিছুর নিবর্ত্তক হয় না। প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাবের অজ্ঞানত্ব তাঁহারা বলেন না। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব অজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া উহা প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে। এই জন্য "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণের দ্বারাই প্রাগভাবের ব্যাবৃত্তি সম্ভব হইবে। কারণ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার প্রাগভাব নিবর্ত্তনীয় নহে। যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রমাণজ্ঞান নিজের প্রাগভাবনিবৃত্তিস্বরূপই; কিন্তু প্রমাণজ্ঞান নিজের প্রাগভাবের নিবর্ত্তক নহে। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে। আর তাহাতে "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণের দ্বারাই যে প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাবব্যাবৃত্তি সম্ভব হয়, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যে যে "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাবনিবৃত্তিকে প্রতিযোগী প্রমাণজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করিয়া প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার প্রাগভাবের নিবৃত্তি হয় বলেন এবং তাহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্যই সাধ্যে "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে

প্রবেশাৎ। স্ববিষয়াবরণেতি দ্বিতীয়মপ্যযুক্তম্, জড়ে তাবদজ্ঞানানঙ্গীকৃতত্বাৎ নির্ব্বিশেষচিতশ্চ অজ্ঞানাদি-সাক্ষিতয়া প্রকাশমানত্বেন অজ্ঞানস্য আবরণত্বাসম্ভবাৎ। স্বনিবর্ত্ত্যেতি তৃতীয়মপ্যযুক্তম্, বৃত্তিঃ চিদুপরাগার্থা—ইতি মতে, ঘটাকারবৃত্ত্যা তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যেন বা অভিব্যক্তং ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যং

পরমতে প্রবেশ করিতে হয়; কারণ প্রমাণজ্ঞান যদি তাহার প্রাগভাবের নিবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে "জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হয়" এইরূপ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য "অজ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের অভাব" ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান ইহা আমরা বলিয়া থাকি। অদ্বৈতবাদিগণকেও তাহাই স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলিতে পারেন না বলিয়া "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" বিশেষণটির প্রদর্শিতরূপ ব্যর্থতাপত্তি অপরিহার্য্য।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ সাধ্যে যে "স্ববিষয়াবরণ অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজ বিষয়ের আবরক" এই দ্বিতীয় বিশেষণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জড় বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। শুদ্ধ চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। আর নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া সর্ব্বদাই ভাসমান আছেন। সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হয় না; সুতরাং নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানাদির সাক্ষিরূপে সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন বলিয়া তাঁহাতে অজ্ঞানের আবরণরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। "স্ববিষয়াবরণ" এই বিশেষণের দ্বারা অজ্ঞান প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবরণ করে বলা হইয়াছে; কিন্তু জড় বিষয় কিংবা নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ত সম্ভব নহে; অজ্ঞান কোথায় আবরণ করিবে? সুতরাং এই বিশেষণটি যুক্তিযুক্ত নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্তানুমানের সাধ্যে যে "স্বনিবর্ত্ত্য অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়" এই তৃতীয় বিশেষণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের যে মতে চিদুপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকৃত হয় (এই মত এই প্রকরণের প্রত্যক্ষনিরাসপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে), আর অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে ঘটাদি বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা কিংবা সেই বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা অভিব্যক্ত ঘটাদি বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই উভয় মতে ঘটাদিবিষয়প্রকাশক জ্ঞান ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। উক্ত উভয়মতে ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান ঘটাদিবিষয়প্রকাশক জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে। সুতরাং পক্ষভূত ঘটাদিবিষয়প্রকাশক জ্ঞানে স্বনিবর্ত্ত্যরূপ বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্য থাকা সম্ভব হয় না বলিয়া বাধ-দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই জন্য এই তৃতীয় বিশেষণটি যুক্তিযুক্ত নহে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—বৃত্তিরূপ প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য উক্তানুমানের সাধ্যে "স্বনিবর্ত্ত্য" এই তৃতীয় বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তৃতীয় বিশেষণটি না দিলে অপর বিশেষণবিশিষ্ট বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্যনির্দ্দেশের দ্বারা প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্টকে পাওয়া যাইত; সুতরাং তাহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য সাধ্যে "স্বনিবর্ত্ত্য" বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপে "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণের সার্থকতা প্রদর্শনও যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট সেই চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় কি না? যদি চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার উৎপত্তির

ঘটপ্রকাশকমিতি মতে চ ঘটপ্রকাশকজ্ঞানস্য ঘটাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাৎ। চরমসাক্ষাৎকারপ্রতিবন্ধকাদৃষ্টস্য তদনিবর্ত্ত্যত্বে মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা স্বনিবর্ত্ত্যপদেন তদ্ব্যাঘাতাৎ। ৯৮।

স্বদেশগতেতি চতুর্থমপ্যযুক্তম্, অজ্ঞানস্য চিন্মাত্রাশ্রিতত্বাৎ বৃত্তেস্তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্য বা প্রমাণজ্ঞানস্য তদনাশ্রিতত্বাৎ। ত্বন্মতে বিষয়স্থাজ্ঞানস্যৈব আবরণত্বাৎ। অজ্ঞানত্বস্য তদ্বিষয়কজ্ঞানাভাবরূপত্বেন আদ্যবিশেষণেনৈব ব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ অবিদ্যাবিষয়রূপত্বে চ অবিদ্যাসিদ্ধ্যা চতুর্থস্য বৈয়র্থ্যম্। কিঞ্চ

প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট নিবর্ত্তনীয় না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্টের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না এবং তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়ে। এইজন্য চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট নিবর্ত্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে "স্বনিবর্ত্ত্য" এই তৃতীয় সাধ্যবিশেষণের দ্বারা প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করা যাইবে না; কারণ চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট নিবর্ত্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং "স্বনিবর্ত্ত্য" এই বিশেষণপদের দ্বারা চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করা যাইবে কিরূপে? চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা ত তৎপ্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট নিবর্ত্তনীয়ই হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে "স্বনিবর্ত্ত্য" এই সাধ্যবিশেষণটিও কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। ৯৮।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্তানুমানে সাধ্যে যে "স্বদেশগত অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের সমানদেশে বর্ত্তমান" এই চতুর্থ বিশেষণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ প্রমাণজ্ঞান ও অজ্ঞান সমানদেশে থাকা সম্ভব নহে। অজ্ঞান চিন্মাত্রাশ্রিত, অজ্ঞানের আশ্রয় চিন্মাত্র। আর অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণজ্ঞান কিংবা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ প্রমাণজ্ঞান চিন্মাত্রাশ্রিত নহে; তাদৃশ প্রমাণজ্ঞানের আশ্রয় চিন্মাত্র নহে। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানের সমানদেশে অজ্ঞান ত থাকে না। আর অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিষয়স্থ অজ্ঞানই আবরণ হইয়া থাকে; এইজন্যও প্রমাণজ্ঞানের সমানদেশে অজ্ঞানের থাকা সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং "স্বদেশগত" এই চতুর্থ বিশেষণটিও যুক্তিযুক্ত নহে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্যই সাধ্যে "স্বদেশগত" এই চতুর্থ বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষণটি না দিলে অপর বিশেষণবিশিষ্ট বস্তন্তরপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্যনির্দ্দেশের দ্বারা বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে পাওয়া যাইত, উহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্যই "স্বদেশগত" এই চতুর্থ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপে "স্বদেশগত" বিশেষণটির সার্থকতা প্রদর্শনও যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহারা যে বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে বলেন, সেই বিষয়গত অজ্ঞাতত্ব কি জ্ঞাতত্বাভাবরূপ? কিংবা অবিদ্যাবিষয়ত্বরূপ? বিষয়গত অজ্ঞাতত্ব যদি জ্ঞাতত্বাভাবরূপ হয়, তাহা হইলে সাধ্যে যে "স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত" এই প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই জ্ঞাতত্বাভাবরূপ অজ্ঞাতত্ব ব্যাবৃত্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং এই চতুর্থ বিশেষণটি ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর ঐ অজ্ঞাতত্ব যদি অবিদ্যাবিষয়ত্বরূপ হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাস্বরূপেরই সিদ্ধি না থাকায় উক্ত বিশেষণটি সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অবিদ্যার সিদ্ধির নিমিত্তই অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই অনুমানে সাধ্যগত বিশেষণের সার্থকতা দেখাইতে গিয়া যদি অবিদ্যার পূর্ব্বসিদ্ধত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাসাধক অনুমানের অপ্রামাণ্যাপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং কোনরূপেই এই চতুর্থ বিশেষণের সার্থকতা রক্ষা করা যায় না বলিয়া উহা ব্যর্থ।

স্ববিষয়াবরণপূর্ব্বকমিত্যেতাবতৈবালম্, অন্যদ্ ব্যর্থম্ (অন্যে সিদ্ধার্থাঃ)। ন হি প্রমাপ্রাগভাবঃ প্রমোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকাদৃষ্টং বা অজ্ঞানাতিরিক্তমন্যৎ কিঞ্চিৎ বা আবরণম্, তথাত্বে চ তেনৈব স্বপ্রকাশকব্রহ্মাবরণসম্ভবেন হেতোরপ্রযোজকত্বাপাতাদিতি সংক্ষেপঃ। ৯৯।

ইত্যবিদ্যানুমানে সাধ্যনিরসনম্॥

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐ ভাবরূপ অজ্ঞানসাধক অনুমানে "স্ববিষয়াবরণবস্ত্বন্তরপূর্ব্বক" এইরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হয়; অপর বিশেষণগুলি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অপর বিশেষণত্রয়ের দ্বারা যাহা যাহা ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে, "স্ববিষয়াবরণ" এই একটি বিশেষণ সাধ্যে প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারাই সেই সেই ব্যাবর্ত্ত্যের ব্যাবৃত্তি হইয়া যাইবে। অপর বিশেষণগুলি ব্যর্থ। প্রথম বিশেষণের দ্বারা যাহা ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে, সেই প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব, অথবা তৃতীয় বিশেষণের দ্বারা যাহা ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে, সেই প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট কিংবা চতুর্থ বিশেষণের দ্বারা যাহা ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে, সেই অজ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়গত অজ্ঞাতত্বরূপ যাহা কিছু, ইহাদের মধ্যে কোনটিই প্রমাণজ্ঞানের বিষয়ের আবরণ নহে। সুতরাং সাধ্যে "স্ববিষয়াবরণ" এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলেই অজ্ঞানকে পাওয়া যায়; অন্য বিশেষণগুলি ব্যর্থ। এই অনুমানে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু; এই হেতু আবরণমাত্রকে অপেক্ষা করে। আবৃত বস্তুই অপ্রকাশিত; অনাবৃত বস্তুর প্রকাশক অপ্রকাশিতের প্রকাশক নহে। সুতরাং অপ্রকাশিতের প্রকাশকত্ব হেতু আবরণমাত্রকেই অপেক্ষা করে। আবরণ না থাকিলে হেতু থাকিতে পারে না। আবরণাতিরিক্ত সাধ্যের বিশেষণগুলি হেতুর অপেক্ষিত নহে। সুতরাং হেতুর অনপেক্ষিত অর্থাৎ হেতুর অব্যাপক ধর্ম্ম হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যাহার অভাবে হেতুর অভাব হয়, হেতু তাদৃশ ধর্ম্মেরই সাধক হইয়া থাকে। পক্ষে হেতু প্রমিত অর্থাৎ পক্ষে যে হেতু আছে, তাহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষে যে ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে পক্ষে প্রমিত হেতুটিরও উচ্ছেদ হইয়া যায়, তাদৃশ ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহাই সাধ্য। হেতুর দ্বারা তাদৃশ সাধ্যেরই সিদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু পক্ষে যাদৃশ ধর্ম্ম না থাকিলে পক্ষে হেতুর অভাব হয় না, হেতু তাদৃশ ধর্ম্মের সাধকই নহে। প্রকৃত স্থলে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতুটি আবরণমাত্রকে অপেক্ষা করে, অন্য ধর্ম্মগুলিকে অপেক্ষা করে না; এইজন্য অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতুর দ্বারা স্ববিষয়াবরণাতিরিক্ত বিশেষণগুলির সিদ্ধি হইতে পারে না। মূলগ্রন্থে যে "তেনৈব" বলা আছে, তদ্দ্বারা "স্ববিষয়াবরণরূপ সাধ্যাংশ দ্বারা" এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৯৯।*

ইতি সাধ্যনিরাস।

---

* অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনেক বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্যের প্রতি হেতুর প্রযোজকতা নাই। এইজন্য হেতু অদ্বৈতবাদিসম্মত সাধ্যের সাধক হইবে না। অন্য বিশেষণ না দিয়া কেবল স্বাবরণপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্যের প্রতি অর্থাৎ "প্রমাণজ্ঞানং স্বাবরণপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে উক্ত সাধ্যের প্রতি হেতুর অপ্রযোজকতা দোষ হয় না। প্রত্যুত উক্ত অবিশেষিত সাধ্যের প্রতি হেতু প্রযোজকই হইয়া থাকে। তথাপি যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ প্রদর্শিত অনেক বিশেষণবিশিষ্ট অজ্ঞানের সিদ্ধি করিবার জন্যই কেবল অপর বিশেষণগুলি যোগ করিয়া থাকেন, সাধ্যগত বিশেষণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহাতে বৈয়র্থ্য দোষ হইবে না বলেন, তবে কোন স্থলেই ব্যাপক সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থতা উদ্ভাবন করা যাইবে না। কেবল ব্যাপ্য হেতুর বিশেষণেরই ব্যর্থতা দোষ উদ্ভাবন করা যাইতে পারিবে। ব্যাপক সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থতা দোষ কোথাও উদ্ভাবিত হইতে পারিবে না। ব্যাপক সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থতা দোষ উদ্ভাবন করিলেই স্থাপনানুমানবাদী অনায়াসে এই উত্তর দিতে পারিবেন যে—এতাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্যের সিদ্ধিই আমার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে ব্যর্থতা দোষ হয় না। এইরূপ স্বীকার করিলে ব্যাপক সাধ্যগত ব্যর্থতা দোষের উদ্ভাবন যাহা বিচারকসম্প্রদায়সিদ্ধ, তাহার উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যদি দুরাগ্রহপূর্ব্বক এইরূপই স্বীকার করা যায় যে—ব্যাপ্য হেতুর বিশেষণেরই ব্যর্থতাদোষের উদ্ভাবন করা যাইবে; ব্যাপক সাধ্যগত বিশেষণের ব্যর্থতা দোষের উদ্ভাবন করা যাইবে না; তবে আমরাও বলিব—ব্যাপ্য হেতুর বিশেষণেরও ব্যর্থতা দোষ উদ্ভাবন করা যাইবে না।

অথ ন হেতুত্বমসিদ্ধেঃ, ইন্দ্রিয়াদাবতিব্যাপ্তেশ্চ। অতএব নাপি সাক্ষাৎপরম্পরয়া ব্যবহারহেতুত্বমাত্রম্, নাপি তমোনিবর্ত্তকত্বম্, অজ্ঞানান্ধকারানুগততমস্ত্বাভাবাৎ ; সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাচ্চ। অতএব নাবরণনিবর্ত্তকত্বম্। নাপি অজ্ঞানান্ধকারান্যতরনিবর্ত্তকত্বম্, সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাদেব। নাপি প্রকাশকশব্দবাচ্যত্বমাত্রম্, শব্দসাম্যেনৈব

এই অবিদ্যানুমানপ্রয়োগে যে হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব, তাহা সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। এইজন্য ইহা হেতুই নহে। প্রকাশকত্ব কথার অর্থ—প্রকাশজনকত্ব। প্রমাজ্ঞান পক্ষ ; প্রমা প্রকাশরূপ বটে, কিন্তু প্রকাশক নহে ; অর্থাৎ প্রকাশের জনক নহে। প্রকাশ ও প্রকাশক এই দুইটি বস্তু অত্যন্ত ভিন্ন। যে যাহার প্রকাশ, সে তাহার প্রকাশক নহে। এইজন্য প্রমাজ্ঞান প্রকাশরূপ হইলেও প্রকাশক হয় না বলিয়া প্রমাতে প্রকাশকত্ব নাই। পক্ষে হেতু নাই বলিয়া হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ। এইরূপ ইন্দ্রিয়াদিতে ব্যভিচার দোষ হইবে। ইন্দ্রিয় প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের জনক। এইজন্য ইন্দ্রিয়ে প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে হেতুটি ব্যভিচারী হইয়াছে। যে স্থলে সাধ্য নাই, হেতুটি আছে ; সেই স্থলে হেতুটি ব্যভিচারী হয়। মূলগ্রন্থে যে অতিব্যাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্যভিচার। লক্ষণেই অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অতিব্যাপ্তলক্ষণের দ্বারা ইতর-ভেদের অনুমান করিলে হেতুটি ব্যভিচারী হয়। এইজন্য প্রকাশকত্ব কথার অর্থ—সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে ব্যবহারজনকত্ব বলিলেও প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যভিচার দোষই হইবে। ইন্দ্রিয়পরম্পরা ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে। ব্যবহর্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যবহর্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়াদি পরম্পরা ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে পরম্পরা ব্যবহারজনকত্ব থাকিলেও অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব নাই বলিয়া ব্যভিচার দোষই হইবে।

এই হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রকাশকত্ব কথার অর্থ যদি তমোনিবর্ত্তকত্ব হয়, তবে দৃষ্টান্ত ও পক্ষসাধারণ একজাতীয় তমঃ নাই বলিয়া দৃষ্টান্তে সাধনবৈকল্য দোষ এবং হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইবে। প্রমাজ্ঞান তমোনিবর্ত্তক ; এই তমঃ অজ্ঞান। প্রদীপপ্রভা দৃষ্টান্ত। এই প্রদীপপ্রভার তমোনিবর্ত্তকত্ব আছে। প্রদীপপ্রভার দ্বারা নিবর্ত্তনীয় তমঃ অজ্ঞান নহে ; কিন্তু অন্ধকাররূপ পদার্থান্তর। সুতরাং প্রমা যে তমের নিবর্ত্তক হয়, প্রদীপপ্রভা সেই তমের নিবর্ত্তক হয় না। অজ্ঞান ও অন্ধকারসাধারণ কোন তমস্ত্ব ধর্ম্ম নাই। এই জন্য পক্ষে যে তমোনিবর্ত্তকত্ব আছে, তাহা দৃষ্টান্তে নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইবে। দৃষ্টান্তে যে তমোনিবর্ত্তকত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহা পক্ষে নাই বলিয়া হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়াছে।

কোনরূপ বিশেষণেরই ব্যর্থতা দোষ নাই। সর্ব্বত্রই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে এইরূপ বলিলেই চলিবে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এই স্থলেও হেতুর বিশেষণ "নীল" ইহা ব্যর্থ বিশেষণ হইবে না। কারণ নীলধূমকরণক বহ্নিপ্রমাই উদ্দেশ্য, এইরূপ উপযুক্ত উত্তর দেওয়া যাইবে। সুতরাং হেতুতেও ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইবে না। আর যাঁহারা সাধ্যবিশেষণের ব্যর্থতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা কি এইরূপ অনুমিতি স্বীকার করিবেন যে—"পর্ব্বতঃ উষ্ণস্পর্শপাকজশুক্লভাস্বররূপবদ্বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ"। এইরূপ অনুমান কেহই স্বীকার করেন না। তাহার কারণ—সাধ্যবিশেষণগুলি ব্যর্থ। এইজন্য নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরানুমানে যে সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ব্যর্থবিশেষণদোষে দুষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাঁহারা—"বিমতং উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমজ্জন্যম্" এইরূপ সাধ্য ঈশ্বরানুমানে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ সাধ্যও ব্যর্থবিশেষণতাদোষে দুষ্ট। কার্য্যত্বহেতু কৃতিমাত্রত্বকে অপেক্ষা করিলেও উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষাকে অপেক্ষা করে না। এই-জন্য উক্তরূপ সাধ্য ব্যর্থবিশেষণতাদোষে দুষ্ট। নৈয়ায়িকগণপ্রদর্শিত রীতির অনুসারেই অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। উভয়েরই অবলম্বিত রীতি এক এবং তাহা দুষ্ট। হেতুর অপেক্ষিত সাধ্যবিশেষণের সার্থকতা আমরাও স্বীকার করি। যেমন—গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং সমানাধিকৃতত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে ভেদাভেদ সাধ্য, এই সাধ্যের একটি অংশ পরিত্যাগ করিলে সমানাধিকৃতত্ব হেতুই পক্ষে অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য ভেদাভেদরূপ সাধ্য ব্যর্থবিশেষণতা দোষে দুষ্ট নহে। যাহা হউক ; অদ্বৈতবাদিগণের অবিদ্যানুমানে সাধ্য ব্যর্থবিশেষণতা দোষে দুষ্ট।

সাধ্যসাধনে পৃথিব্যাদেরপি শৃঙ্গীত্বসাধনাপত্তেঃ। উক্তঞ্চ বিবরণে—"জ্ঞানপ্রকাশ্যত্বাদজ্ঞানবিরোধিত্বাদন্যদেব আলোকপ্রকাশ্যত্বং তমোবিরোধিত্বং নাম" ইতি। হেতোরসিদ্ধিশ্চ, প্রমাণস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য চিদন্যাপ্রকাশকত্বাৎ। স্বপ্রকাশচিতশ্চ অধ্যাসাধিষ্ঠানত্বাদিনা সদা প্রকাশমানত্বেন অপ্রকাশিতত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ অস্যাঃ

আরও কথা এই যে—পক্ষে যে তমোনিবর্ত্তকত্ব আছে, তাহা অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব; অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব হেতুর দ্বারা প্রমারূপ পক্ষে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বের অনুমান করিলে সাধ্য ও হেতু এক হইয়া পড়িবে। হেতু ও সাধ্য এক হইতে পারে না। হেতু সিদ্ধ ও সাধ্য অসিদ্ধ; এইজন্য হেতু ও সাধ্য এক হইতে পারে না। হেতু সাধ্যের সহিত অভিন্ন হইলে হেতুর জ্ঞানদ্বারাই সাধ্যের জ্ঞান হইয়া যাইবে; সাধ্যজ্ঞানের জন্য অনুমিতি নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

পক্ষ ও দৃষ্টান্তসাধারণ তমস্ত্ব ধর্ম্মও যেমন অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ পক্ষ ও দৃষ্টান্তসাধারণ আবরণত্ব ধর্ম্মও অপ্রসিদ্ধ বলিয়া আবরণনিবর্ত্তকত্ব হেতু হইতে পারে না। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

এইরূপ অজ্ঞান ও অন্ধকার এতদন্যতরের নিবর্ত্তকত্বও হেতু হইতে পারে না; পক্ষে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব ও দৃষ্টান্তে অন্ধকারনিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব হেতুর দ্বারা পক্ষে অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বের অনুমান করা যায় না; তাহাতে সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষ হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপ প্রকাশশব্দবাচ্যত্বও হেতু হইতে পারে না; প্রমা ও প্রদীপপ্রভা উভয়ই প্রকাশশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। এইজন্য প্রদীপপ্রভার মত প্রমাও তমোনিবর্ত্তক হইবে এইরূপ অনুমান করা যায় না। পক্ষ ও দৃষ্টান্ত একশব্দবাচ্য বলিয়াই পক্ষেও দৃষ্টান্তের ধর্ম্ম থাকিবে এইরূপ বলা যায় না। পক্ষ ও দৃষ্টান্ত একশব্দবাচ্য হইয়াছে বলিয়াই যদি পক্ষও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিশিষ্ট হইত, তবে পৃথিবী ও গরু উভয়ই গোশব্দবাচ্য বলিয়া পৃথিবীরও গরুর মতই শৃঙ্গ-পুচ্ছাদি সিদ্ধ হইত। গোশব্দবাচ্যত্ব হেতুর দ্বারা পৃথিবীরও শৃঙ্গাদিমত্ত্বের অনুমিতি হইতে পারিত। আর প্রদর্শিত অনুমান অপসিদ্ধান্ত-দোষদুষ্টও বটে; অদ্বৈতবাদিগণেরই পূর্ব্বাচার্য্য বিবরণকার প্রমা ও প্রদীপপ্রভার একজাতীয় তমোনিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে—বিষয় প্রমাপ্রকাশ্য হয়; ঘটপটাদি বস্তু আলোকপ্রকাশ্য হয়, এই উভয়বিধ প্রকাশ্যত্ব এক বস্তু নহে। এইরূপ প্রমা অজ্ঞানবিরোধী হয়, আলোক তমোবিরোধী হয়, এই উভয়বিধ বিরোধিত্বও এক নহে। সুতরাং পক্ষ ও দৃষ্টান্তসাধারণ হেতু এক জাতীয় না হওয়ায় প্রদর্শিত অনুমান অসঙ্গত। সুতরাং দৃষ্টান্তে যে হেতু আছে, তাহা পক্ষে নাই বলিয়া হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে।

বিষয় যেমন আলোকপ্রকাশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রমাপ্রকাশ্য কোন বস্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্ভাবিত নহে। ঘটাদিবিষয়ক প্রমা ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের প্রকাশক। ব্রহ্মপ্রমাও ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশক। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু ইহাও তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত। চৈতন্যই সর্ব্ববিষয়াধ্যাসের অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান প্রকাশমান না হইলে অধ্যাসই হইতে পারে না। এইজন্য স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশ্যই নহে। সুতরাং প্রমা কাহার প্রকাশক হইবে? এইজন্য প্রমার প্রকাশকত্বই অসিদ্ধ বলিয়া হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অনুমানই হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—এই অবিদ্যানুমানে প্রমাকে পক্ষ করা হইয়াছে। আর এই অবিদ্যানুমিতিও প্রমা। সুতরাং তাহাও পক্ষের অন্তর্গত। অবিদ্যাবিষয়ক অনুমিতিরূপ প্রমা অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক নহে। অবিদ্যা সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়া তাহা অজ্ঞাত হইতে পারে না। সাক্ষিসিদ্ধ বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই। সুতরাং অবিদ্যারও অজ্ঞাতসত্তা নাই। অবিদ্যা অজ্ঞাত হইতে পারে না। অবিদ্যা সর্ব্বদা সাক্ষীর দ্বারা ভাসমানই থাকে। সুতরাং অবিদ্যানুমিতির বিষয় অবিদ্যা সর্ব্বদা প্রকাশিত বলিয়া অবিদ্যাবিষয়ক অনুমিতির অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব নাই। এইজন্য এই অবিদ্যানুমিতিকে প্রকাশিতার্থের প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অথবা এই অনুমিতিকে অপ্রকাশক বলিয়া

অনুমিতেঃ অপ্রকাশিতপ্রকাশকত্বাভাবেন প্রকাশিতপ্রকাশকত্বং বা অপ্রকাশকত্বং বা স্যাৎ, তথাত্বে চ উভয়থাপি বৈয়র্থ্যমেব। তৎপ্রকাশকত্বে বাধো ব্যভিচারো বা, অস্যাঃ স্ববিষয়াবরণানিবর্ত্তকত্বাৎ। ১০০।

অথ দৃষ্টান্তেঽপি দ্বিতীয়াদিপ্রভায়া অন্ধকারে অনুৎপন্নত্বেন প্রথমপদস্য বৈয়র্থ্যাৎ। দৃষ্টিসৃষ্টিমতে তু উভয়োঃ বৈকল্যাচ্চ। কিঞ্চ ঘটাদিবিষয়কালোকপ্রকাশঃ তমোবিরোধীতি তন্নিবর্ত্তকোঽস্তু, জ্ঞান-

---

স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অবিদ্যানুমিতি সর্ব্বথাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। প্রকাশিতার্থের প্রকাশ পিষ্টপেষণ এবং অনুমিতি অপ্রকাশক হইলে অবিদ্যার অনুমান সর্ব্বথা ব্যর্থ। এই অবিদ্যাবিষয়ক অনুমিতি অবিদ্যার আবরক অবিদ্যার সিবর্ত্তক নহে। অবিদ্যার আবরকই অপ্রসিদ্ধ। অবিদ্যা সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়া অবিদ্যাবরক অবিদ্যা নাই। সুতরাং অবিদ্যানুমিতিতে অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বের অনুমান করিলে বাধদোষ হইবে এবং এই অবিদ্যানুমিতি অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক নহে বলিয়া অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতু অবিদ্যানুমিতিরূপ পক্ষে নাই; হেতু পক্ষে নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে। ১০০।

ইতি হেতু নিরাস।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অবিদ্যানুমানে "অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা" এইরূপ দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টান্তেও "প্রথম" এই পদটি ব্যর্থ অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনেই দেওয়া হইয়াছে। "অন্ধকারে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা' এইরূপ দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিলেই হয়; "প্রথম" এই পদটি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ধারাবাহিক প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভায় সাধ্য ও সাধন নাই বলিয়া ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্যই "প্রথম" পদটি দেওয়া হইয়াছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু "অন্ধকারে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা" এইরূপ দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিলেই ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রদীপপ্রভা ব্যাবৃত্ত হইয়া যায়; কারণ ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রদীপপ্রভা ত অন্ধকারে উৎপন্ন হয় না। প্রথম প্রদীপপ্রভাই অন্ধকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "অন্ধকারে" এইরূপ নির্দ্দেশের দ্বারাই ফলতঃ প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকে পাওয়া যায়। আর "প্রথম" এই পদটি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই দৃষ্টান্তান্তর্গত "প্রথম" পদের ব্যর্থতা দোষ অপরিহার্য্য।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকৃত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে উক্ত দৃষ্টান্তের সাধ্যবৈকল্য ও সাধনবৈকল্য দোষ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিসৃষ্টিমতে আবরণভূত অন্ধকার দৃষ্টিসৃষ্টি বলিয়া অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত সমান সময়বিশিষ্ট সৃষ্টি বলিয়া দৃষ্টির নিবৃত্তিতেই অন্ধকারের নিবৃত্তি হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং প্রদীপপ্রভায় অন্ধকারনিবর্ত্তকত্বও স্বীকৃত হয় না। এইজন্য উক্ত দৃষ্টিসৃষ্টিমতে প্রদীপপ্রভায় স্বনিবর্ত্ত্যবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়াছে। আর ঐ দৃষ্টিসৃষ্টিমতে দৃষ্টিই বিষয়প্রকাশক; অপর কিছু বিষয়প্রকাশক নহে। সুতরাং উক্তমতে প্রদীপপ্রভাও দৃষ্টিসৃষ্টি বলিয়া তাঁহাতেও দৃষ্টিই বিষয়প্রকাশক; প্রদীপপ্রভা বিষয়প্রকাশক নহে। এইজন্য উক্ত মতে প্রদীপপ্রভায় অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতু না থাকায় উহা সাধনবিকল হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে উক্ত দৃষ্টান্তের সাধ্যবৈকল্য ও সাধনবৈকল্য দোষ অপরিহার্য্য।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্ত অবিদ্যানুমানে স্ববিরোধিনিবর্ত্তকত্বরূপ ধর্ম্মটি উপাধি হইয়া পড়ে। ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টান্তীভূত আলোকরূপ প্রকাশ অন্ধকারের বিরোধী; সুতরাং ঐ আলোকরূপ প্রকাশ স্ববিরোধী অন্ধকারের নিবর্ত্তক হউক; কিন্তু পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কারণ ঐ জ্ঞানরূপ প্রকাশকে ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর ঐ ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্য অজ্ঞানের

প্রকাশস্ত নাজ্ঞানবিরোধী, ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যস্য অজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ বৃত্তেস্ত অনধিষ্ঠানত্বেন তজ্‌জ্ঞানত্বাভাবাৎ। ত্বন্মতে জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যাসিকসম্বন্ধাঙ্গীকারাৎ তস্যোপপত্তিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তা। কিঞ্চ অনাদিত্বে সতি ভাবত্বং ন নিবর্ত্ত্যনিষ্ঠম্, অনাদিভাবমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, আত্মবৎ। অনাদিত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বং ন

বিরোধী নহে। যদি ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী হইত, তাহা হইলে তাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্ত আছে বলিয়া সর্ব্বদা সকলের নিকটে ঘটপ্রকাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। সুতরাং ঐ জ্ঞানরূপ প্রকাশকে ঘটাধিষ্ঠান-চৈতন্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে এবং ঐ ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী নহে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব জ্ঞানরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে বলিয়া অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। আর তাহার ফলে স্বনিবর্ত্ত্যবস্বন্তরপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্যবিশিষ্ট দৃষ্টান্তীভূত আলোকে স্ববিরোধিনিবর্ত্তকত্বরূপ ধর্ম্মটি আছে বলিয়া উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানে স্ববিরোধিনিবর্ত্তকত্বরূপ ধর্ম্মটি নাই বলিয়া উহা সাধনের অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং উক্ত অবিদ্যানুমানে স্ববিরোধিনিবর্ত্তকত্বরূপ ধর্ম্মটি উপাধি। আর অদ্বৈতবাদিগণ ঐ প্রমাণজ্ঞানরূপ প্রকাশকে অন্তঃকরণবৃত্তিও বলিতে পারেন না; কারণ বৃত্তি ঘটাদির অধিষ্ঠান নহে বলিয়া ঐ বৃত্তির ঘটাদিজ্ঞানত্ব নাই। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানেই অধ্যাস হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং বৃত্তি অধিষ্ঠান নহে বলিয়া বৃত্তির জ্ঞানত্ব নাই। আর অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধের যেরূপ উপপত্তি করিয়া থাকেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই নিরাস করিয়াছি।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানের সিদ্ধি করিয়া থাকেন, বক্ষ্যমাণ অনুমানের দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা যাইবে। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমান সৎপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—অনাদিত্বপূর্ব্বক ভাবত্বরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; কারণ ঐ অনাদিত্বপূর্ব্বক ভাবত্বরূপ ধর্ম্ম কেবল অনাদি ভাববস্তুতেই থাকে; যাহা কেবল অনাদি ভাববস্তুতেই থাকে, তাহা কখনও নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; যেমন আত্মত্ব ধর্ম্ম কেবল অনাদি ভাববস্তু আত্মাতেই থাকে বলিয়া উহা নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ নহে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ "অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং" এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে লক্ষণনিরাসপ্রকরণে দেখান হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান যে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না, তাহাই দেখান হইল। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি অজ্ঞানলক্ষণোক্ত "ভাবত্ব" পদের অর্থ—অভাববিলক্ষণত্ব বলেন, কারণ তাঁহাদের মতে অজ্ঞান ভাবাভাববিলক্ষণ, তাহা হইলেও এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—অনাদিত্বপূর্ব্বক অভাববিলক্ষণত্বরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; কারণ ঐ অনাদিত্বপূর্ব্বক অভাববিলক্ষণত্বরূপ ধর্ম্ম কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ বস্তুতেই থাকে; যাহা কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ বস্তুতেই থাকে, তাহা কখনও নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; যেমন আত্মত্ব ধর্ম্ম কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ আত্মাতেই থাকে বলিয়া উহা নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ নহে। এইরূপ অনাদিত্ব আবরণবস্তুনিষ্ঠ হয় না; কারণ অনাদিত্ব কেবল অনাদি বস্তুতেই থাকে; যাহা কেবল অনাদি বস্তুতেই থাকে, তাহা কখনও আবরণবস্তুনিষ্ঠ হয় না; যেমন প্রাগভাবত্ব অনাদি প্রাগভাবেই থাকে বলিয়া তাহা আবরণবস্তুনিষ্ঠ হয় না। ইত্যাদিরূপ অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অনুমান সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমান যথার্থ অনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস বলিয়াই

নিবর্ত্যনিষ্ঠম্, অনাত্মভাববিলক্ষণমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, আত্মবৎ। অনাদিত্বং নাবরণনিষ্ঠম্, অনাদিমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, প্রাগভাবত্ববৎ ইত্যাদিনা সৎপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ আভাসত্বং বোধ্যম্—ইত্যনুমানাসম্ভবঃ। ১০১।

নাপি "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তম আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেরত্র প্রামাণ্যমাশাসনীয়ম্, অন্যপরত্বাৎ। সদসচ্ছব্দৌ পঞ্চভূতপরৌ, "যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরীক্ষাচ্চ এতৎ সদ্বায়ুরন্তরীক্ষং চাসৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথৈব তমঃশব্দঃ প্রকৃতিপরঃ "অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। প্রসিদ্ধপরত্বে তু "নাসদাসীৎ"

বুঝিতে হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানের সদ্ভাবে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অসম্ভব। ১০১।

ইতি অজ্ঞানসদ্ভাবে অনুমানপ্রমাণ নিরাস॥

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ঋগ্‌বেদীয় নাসদাসীয় সূক্তে বলা হইয়াছে যে—"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্" অর্থাৎ "সেই প্রলয় সময়ে নিরুপাখ্য অসৎ ছিল না এবং সত্তারূপে নির্ব্বাচ্য সৎও ছিল না" ইত্যাদি। আর তাহার পরে সেই সূক্তেই বলা হইয়াছে—"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে" অর্থাৎ "সৃষ্টির পূর্ব্বেও—প্রলয়কালেও অন্ধকারের ন্যায় ভাবরূপ অজ্ঞানের দ্বারা নিজমধ্যে লীন অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানাভিন্ন জগৎ ছিল" ইত্যাদি। সুতরাং এই নাসদাসীয় সূক্তরূপ শ্রুতিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ আছে। এই জন্য ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ নাই বলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের সঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত "নাসদাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিকেও ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক প্রমাণ বলিতে পারেন না; কারণ উক্ত শ্রুতি ভাবরূপ অজ্ঞানের সমর্থক নহে; কিন্তু উক্ত শ্রুতি অন্য বিষয়ই প্রতিপাদন করিয়াছেন; ভাবরূপ অজ্ঞান প্রতিপাদন করেন নাই। উক্ত শ্রুতিতে যে সৎ ও অসৎ এই দুইটি শব্দ আছে, সেই সৎ ও অসৎ শব্দ পঞ্চভূতপর অর্থাৎ ঐ দুইটি শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতকে বুঝাইয়াছে। "সৎ" এই শব্দটির দ্বারা পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই ভূতত্রয়কে এবং "অসৎ" এই শব্দটির দ্বারা বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। কারণ—এইরূপ অপর শ্রুতি আছে যে—"বায়ু ও আকাশ ব্যতীত যে অপর ভূতত্রয়, তাহাই সৎ এবং বায়ু ও আকাশ অসৎ"। আর সেইরূপ উক্ত ঋগ্‌বেদীয় সূক্তে যে "তমঃ" এই শব্দটি আছে, সেই তমঃশব্দও প্রকৃতিপর অর্থাৎ তমঃশব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। কারণ এইরূপ অপর শ্রুতি আছে যে—"অক্ষর তমে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হয়"। উক্ত ঋগ্‌বেদীয় সূক্তের অসৎ, সৎ প্রভৃতি শব্দের প্রদর্শিতরূপ অন্য অর্থই করিতে হয়; তাহা না করিয়া যদি ঐ সকল শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থই করা হয়, তাহা হইলে "অসৎ ছিল না" এইরূপ বলায় অপ্রসক্তের প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। উহা ন্যায়বিরুদ্ধ। নিরূপাখ্য অসতের নিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না; প্রসক্তেরই অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা সম্ভব, তাহারই নিষেধ উপপন্ন হইয়া থাকে; অপ্রসক্তের অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা সম্ভব নহে, তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না। সুতরাং শ্রুতি "অসৎ ছিল না" এইরূপ বলায় ঐ অসৎ শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থপর নহে, কিন্তু অন্য অর্থপর ইহাই বুঝা যায়। আর ঐ অসৎশব্দ প্রসিদ্ধার্থপর হইলে সেই শ্রুতিবাক্যেই যে "তদানীং" এই শব্দটি আছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নিরুপাখ্য অসৎ কোন কালেই থাকে না; সুতরাং "তখন অসৎ ছিল না" এইরূপ যে বলিয়াছেন, সেই "তখন" এই শব্দটির কি সার্থকতা আছে? অসৎ শব্দটি প্রসিদ্ধার্থপর হইলে "তখন" এই শব্দটি ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর উক্ত শ্রুতিতে যে "সৎ" শব্দটি আছে, তাহাও যদি প্রসিদ্ধার্থপর হয়, তাহা হইলে "সৎ ছিল না" এইরূপ বলায়ই সমস্তের নিষেধরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; তাহা হইলে "শ্রুতি" নাসীদ্রজো

ইত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধত্বাপাতাৎ "তদানীম্" ইত্যস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাচ্চ। "নো সদাসীৎ" ইত্যনেনৈব সিদ্ধত্বে "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদের্বৈয়র্থ্যাচ্চ। ১০২।

ন চ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা" (কঠ—২।৫) ইতি শ্রুতেরত্র প্রমাণত্বমিতি বাচ্যম্, অবিদ্যাশব্দস্য কর্ম্মপরত্বাৎ। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" (ঈশ—১১) ইতি শ্রুতৌ "অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা" ইত্যাদি স্মৃতৌ চ কর্ম্মণি অবিদ্যাশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি সংক্ষেপঃ। ১০৩।

ইতি শ্রুতেরনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাপরত্বনিরাকরণম্॥

নন্বু ভ্রমস্য নিরুপাদানত্বাসম্ভবাৎ তৎসিদ্ধয়ে অবশ্যং তদুপাদানমজ্ঞানং কল্প্যম্—ইত্যর্থাপত্তেস্তত্র মানত্বমিতি চেন্ন, তস্যা দ্বিতীয়াজ্ঞানলক্ষণনিরাসেনৈব নিরস্তত্বাৎ। কিঞ্চ শুক্তিরূপ্যং সোপাদানং চেৎ সকর্ত্তৃকং ভবেৎ, ন চ ঈশো জীবো বা তস্য কর্ত্তেতি যুজ্যতে। নাপি নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণঃ

নো ব্যোম" ইত্যাদি বলিয়া লোকাদির নিষেধ করিতে গেলেন কেন? "সৎ" শব্দটি প্রসিদ্ধার্থপর হইলে "নাসীদ্রজো নো ব্যোম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যর্থই হইয়া পড়ে। কারণ "সৎ ছিল না" এইরূপ বলায়ই রজঃশব্দাদিবাচ্য লোকাদি সমস্তের নিষেধ পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত শ্রুতির সদসদাদি শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর নহে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সকল শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধার্থ উপপন্ন হয় না; ঐ সকল শব্দের যাহা সুসঙ্গত অন্য অর্থ করিতে হয়, তাহা দেখানই হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায়ও তাহাই। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত শ্রুতিকে ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিতে পারেন না। উক্ত শ্রুতির দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। উক্ত শ্রুতি প্রলয়ে সদসৎশব্দবাচ্য পঞ্চভূত ও রজোব্যোমাদি শব্দবাচ্য লোকাদির নিষেধ করিয়া তমঃশব্দবাচ্য প্রকৃতিরই সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অজ্ঞানের সত্তা প্রতিপাদন করেন নাই। ১০২।

আর "যাহারা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে" এই কঠশ্রুতিকে অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিতে পারেন না; কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে "অবিদ্যা" শব্দটি আছে, তাহা কর্ম্মপর অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ কর্ম্ম। সুতরাং উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে যে—"যাহারা কাম্যকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া নিজ নিজকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে"। অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম্মও হইতে পারে; ইহা অসঙ্গত নহে; কারণ—শ্রুতি ও স্মৃতিতে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া অবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে দেখা যায়। ঈশোপনিষদে আছে—"অবিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ বিদ্যাঙ্গরূপে উক্ত কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত পুণ্যপাপরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মোপাসনারূপ বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে"। স্মৃতিতে আছে—"ঐ ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি যদ্দ্বারা বেষ্টিতা হয়, সেই কর্ম্মনাম্নী অবিদ্যা তৃতীয়া শক্তি বলিয়া কথিত হয়"। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ শ্রুত্যুক্ত অবিদ্যাশব্দের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি করিতে পারেন না। কারণ শ্রুত্যুক্ত অবিদ্যাশব্দের অর্থ—কর্ম্ম। অদ্বৈতবাদিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা সংক্ষেপে এই নিরাকরণ করা হইল। ১০৩।

ইতি অজ্ঞানের সদ্ভাবে শ্রুতিপ্রমাণ নিরাস।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—উপাদান ব্যতীত ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত অবশ্যই তাহার উপাদান কল্পনা করিতে হইবে। মিথ্যাভূত ভ্রমের যাহা মিথ্যাভূত উপাদান স্বীকার করিতে হয়, তাহাই অজ্ঞান। অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই মিথ্যাভূত ভ্রমের উপাদান বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ভ্রমোপাদানত্বের অন্য প্রকারে

শ্রৌতজগদুপাদানার্থং তৎকল্পনমিতি বাচ্যম্, সত্যস্য পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতস্য ত্রিগুণাত্মকমায়াদ্রব্যস্য প্রকৃত্যপরনামকস্যৈব তদুপাদানস্য শ্রুত্যা সিদ্ধত্বাৎ। অজ্ঞানস্য অনাদিত্বেন নিরবয়বতয়া ব্রহ্মবদেব বিকারাযোগাচ্চ। কিঞ্চ ব্রহ্মণ উপাদানত্বেঽপি নাজ্ঞানং কল্প্যম্, তদ্রীত্যা ব্রহ্মণ এব তাত্ত্বিকাবিকারাবিরুদ্ধেন অতাত্ত্বিকবিকারেণ শুক্ত্যাদিবৎ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানরূপোপাদানত্বোপপত্তেঃ। অন্যথা অবিদ্যাদেরাশ্রয়সাপেক্ষস্য দ্বিতীয়স্য তত্ত্বতোঽদ্বিতীয়াদ্ ব্রহ্মণোঽন্যদধিকরণং কল্প্যং স্যাৎ। ন চ পরিণামিত্বেন অজ্ঞানকল্পনম্, অসত্যস্য সত্যরূপান্তরা-

---

উপপত্তি হয় না বলিয়া অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ নাই বলা সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বাক্য সঙ্গত নহে; কারণ আমরা যে অদ্বৈতবাদিগণের "ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব" এই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের নিরাস করিয়াছি, তদ্দ্বারাই অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত ভাবরূপ অজ্ঞানসাধক অর্থাপত্তি নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। ভ্রম যে সোপাদানক হইতে পারে না, পরন্তু ভ্রম যে নিরুপাদানকই হয়, তাহা সেই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণনিরাসপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা দেখিলে এই বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। ফলতঃ সেই স্থলে অজ্ঞানের ভ্রমোপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভ্রমোপাদানত্বের অন্যপ্রকারে অনুপপত্তি দেখাইয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি করিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—যে যে বস্তুর উপাদান থাকে, সেই সেই বস্তুর কর্ত্তাও থাকে; সোপাদানক বস্তু সকর্তৃক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। সুতরাং শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, সেই শুক্তিরজত যদি সোপাদানক হয়, তাহা হইলে তাহা সকর্তৃকও হইবে অর্থাৎ শুক্তিরজতের যদি উপাদান থাকে, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তাও থাকিবে; কিন্তু ঈশ্বর বা জীব কেহই সেই শুক্তিরজতের কর্ত্তা বলিয়া ত উপপন্ন হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং শুক্তিরজত যে কালত্রয়েই নাই ইহা তিনি জানেন; এইজন্য ঈশ্বরের শুক্তিরজতস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না। আর জীব শুক্তিরজতের স্রষ্টা ইহাও অনুভববিরুদ্ধ। সুতরাং ভ্রম সোপাদানক নহে এবং ভ্রম সোপাদানক নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিতরূপে অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা অজ্ঞানেরও সিদ্ধি করিতে পারেন না।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণস্বরূপ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে পঞ্চমী বিভক্তি, উপাদানত্বই তাহার অর্থ। ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার বলিয়া ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব উপপন্ন হয় না; সুতরাং নির্ব্বিকার ব্রহ্মের শ্রুত জগদুপাদানত্বের উপপত্তির নিমিত্ত অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয়। শ্রুতি হইতে শ্রুত ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের অন্যপ্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অর্থাপত্তির দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মের শ্রুত জগদুপাদানত্বের অন্য প্রকারেও উপপত্তি হইতে পারে। প্রকৃতি যাহার অপর নাম, সেই পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত সত্য ত্রিগুণাত্মক মায়ারূপ বস্তুই জগদুপাদান, ইহা শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি প্রকৃতিনামক পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত ত্রিগুণাত্মক সত্য মায়াবস্তুকেই জগতের উপাদান বলিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বিকার ব্রহ্মের শ্রুত জগদুপাদানত্বের নিমিত্ত অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয় না। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত সত্য ত্রিগুণাত্মক মায়ারূপ বস্তুই জগতের উপাদান হইয়া থাকে। ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই। আর অদ্বৈতবাদিগণের জগদুপাদানরূপে কল্পিত অজ্ঞান সাবয়ব হইতে পারে না; অজ্ঞান সাবয়ব হইলে অজ্ঞানের অনাদিত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং অনাদি বলিয়া অজ্ঞানকে নিরবয়বই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অজ্ঞান নিরবয়ব বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায়ই অজ্ঞানের বিকার অর্থাৎ পরিণাম সম্ভব নহে। সাবয়ব বস্তুরই বিকার অর্থাৎ পরিণাম হইয়া থাকে; নিরবয়ব বস্তুর পরিণাম হয় না। অজ্ঞান ব্রহ্মের ন্যায়ই নিরবয়ব; অতএব অজ্ঞানের জগৎকারণত্ব উপপন্ন হয় না।

পত্তিরূপপরিণামাসম্ভবাৎ। ন চ কার্য্যাপেক্ষিতস্বসত্তাসমানসত্তাকোপাদানত্বেন তৎকল্পনম্, রূপ্যাদে-র্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানরূপোপাদানেন নিবৃত্তোপাদানাকাঙ্ক্ষস্যাপি ঘটাদিদৃষ্টান্তেন উক্তোপাদানকল্পনে ঘটাদেঃ

আরও কথা এই যে—এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য সমস্ত জড় প্রপঞ্চের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ কারণতা শ্রুতিসিদ্ধ। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি আলোচনা করিলে ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ কারণতাই অবগত হওয়া যায়। ঈক্ষণাদিপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্বের দ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতা এবং ব্রহ্মের বহুভাব প্রাপ্তির দ্বারা উপাদানকারণতা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঘটাদি কার্য্যের প্রতি কুলালাদি মাত্র নিমিত্তকারণ এবং মৃত্তিকাদি মাত্র উপাদানকারণ হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপ কার্য্যের নিমিত্তকারণও বটে উপাদানকারণও বটে। একমাত্র অদ্বিতীয়বস্তু ব্রহ্ম কুলালাদিস্থানীয় ও মৃত্তিকাস্থানীয়; প্রপঞ্চের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ছিল না। সুতরাং প্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ উভয়ই ব্রহ্ম। এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের জড়প্রপঞ্চের প্রতি প্রদর্শিত দ্বিবিধ কারণতা সম্পাদনের জন্য আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তিদ্বয়যুক্ত অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক জড়-প্রপঞ্চের বিক্ষেপ করিয়া থাকে। অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্যের জড়প্রপঞ্চাকারতা সাক্ষাৎ সম্ভাবিত নহে। এইজন্য ব্রহ্মের দ্বিবিধকারণতা সম্পাদনের নিমিত্ত আবরণবিক্ষেপরূপ শক্তিদ্বয়যুক্ত মিথ্যা অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয়। শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের দ্বিবিধকারণত্বের অন্যথা উপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মে তাদৃশ অজ্ঞান অর্থাপত্তিসিদ্ধ। ইহাই অদ্বৈতবাদিসম্মত বিবরণাচার্য্যের কথা। (কাশীমুদ্রিত বিবরণ গ্রন্থ; ১৬ পৃঃ)।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—ব্রহ্মের উপাদানত্বসিদ্ধির জন্য অজ্ঞানকল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অবিকারী; এইজন্য বিকারিত্বরূপ উপাদানত্ব ব্রহ্মের হইতে পারে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার; নির্ব্বিকার বস্তু উপাদান হইতে পারে না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের অতাত্ত্বিক বিকার স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্ব্বিকার হইলেও অতাত্ত্বিকবিকারবান্ হইতে পারেন। অতাত্ত্বিক বিকারের দ্বারা ব্রহ্মের তাত্ত্বিক নির্ব্বিকারত্বের বিরোধ হয় না। বিকার তাত্ত্বিক হইলেই বিরোধ হইত। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—অতাত্ত্বিক বিকার কীদৃশ? বিকারও বটে, অতাত্ত্বিকও বটে, ইহা কিরূপ? এতদুত্তরে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে—শুক্ত্যাদি যেমন রজতাদির বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, অতাত্ত্বিক রজতবিবর্ত্তের অধিষ্ঠান যেমন তাত্ত্বিক শুক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অতাত্ত্বিক প্রপঞ্চবিবর্ত্তের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে পারিবে। এইজন্য অবিদ্যা স্বীকারের আবশ্যকতা কি? তাত্ত্বিক নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অতাত্ত্বিক বিকার বিরুদ্ধ নহে; তথাপি যদি অদ্বৈতবাদিগণ তাত্ত্বিক নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অতাত্ত্বিক বিকারও বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারিবে না, এইজন্য তাত্ত্বিক নির্ব্বিকার ব্রহ্মের উপাদানত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত অবিদ্যা কল্পনা করেন, তাহা হইলে আশ্রয় ও বিষয়সাপেক্ষ বলিয়া অবিদ্যা সদ্বিতীয়স্বভাব, এবং ব্রহ্ম দ্বিতীয়াসহিষ্ণু বলিয়া অদ্বিতীয়স্বভাব, এইজন্য সদ্বিতীয়স্বভাব অবিদ্যার অধিকরণও অদ্বিতীয়স্বভাব ব্রহ্ম হওয়া উচিত নহে। সদ্বিতীয়ত্ব-স্বভাব অবিদ্যা স্বাধিকরণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বস্বভাবের ব্যাঘাত ঘটাইবে। এই বিরোধভয়ে অদ্বিতীয়স্বভাব ব্রহ্মও সদ্বিতীয়স্বভাব অবিদ্যার অধিকরণ হইতে পারিবে না। এইজন্য তাদৃশ অবিদ্যার অধিকরণ ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষই হইবে। এই অপসিদ্ধান্ত দোষের ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব তাত্ত্বিক এবং অবিদ্যার সদ্বিতীয়ত্ব অতাত্ত্বিক; তাত্ত্বিকের সহিত অতাত্ত্বিকের বিরোধ নাই; এইজন্য অবিদ্যার ব্রহ্মাতিরিক্ত অধিকরণ কল্পনা করিতে হইবে না। তবে আমরাও বলিব যে—তাত্ত্বিক অবিকারী ব্রহ্মের অতাত্ত্বিক বিকার বিরোধী নহে বলিয়া অতাত্ত্বিক বিকারের জন্য অবিদ্যা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ব্রহ্মাতিরিক্ত অবিদ্যাকে প্রপঞ্চের উপাদান বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি?

কার্য্যস্য স্বসমানসত্তাকোপাদানাপেক্ষত্বেন অসমানসত্তাকস্য ব্রহ্মণো বিয়দাদ্যনুপাদানত্বাপাতাৎ, রূপ্যে স্বসমানসত্তাকনিমিত্তস্যাপি কল্পনাপাতাচ্চ।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইলেও ইহা জড়বস্তু বলিয়া পরিণামস্বরূপ। পরিণামী উপাদান না থাকিলে জড় পরিণাম হইতে পারে না। ব্রহ্ম অপরিণামী; অপরিণামী পরিণামের উপাদান হইতে পারে না। এইজন্য আকাশাদি জড় পরিণামের পরিণামী উপাদান অবিদ্যা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ জড়প্রপঞ্চের সত্যত্ব স্বীকার করেন না; সত্য পরিণাম দধি প্রভৃতি বস্তুই সত্য পরিণামী উপাদান দুগ্ধাদি বস্তুকে অপেক্ষা করে। সত্য রূপান্তরাপত্তিকেই পরিণাম বলা যায়; অসত্য রূপান্তরাপত্তি পরিণামই নহে। দধি প্রভৃতি সত্য বলিয়া পরিণাম বটে; শুক্তিরজত অসত্য বলিয়া পরিণামই নহে। সুতরাং অসত্য রূপান্তরাপত্তির জন্য পরিণামী উপাদান অবিদ্যা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? পরিণাম যদি সত্য হইত, তবে পরিণামী উপাদান কল্পনা করিবার আবশ্যক হইত। অসত্য বস্তু পরিণামী উপাদানকে অপেক্ষা করে না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—কার্য্য ঘট-পটাদি ব্যাবহারিক বস্তু; ব্যাবহারিক কার্য্যবস্তু স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হইয়া থাকে ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়। এইজন্য মিথ্যা কার্য্যবস্তু শুক্তিরজতাদিও স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হইবে। এইজন্য মিথ্যা শুক্তিরজতাদির অনুগুণ মিথ্যাভূত অজ্ঞান উপাদান কল্পনা করা হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের কথা সঙ্গত নহে; কারণ মিথ্যাভূত রজতাদির উপাদান কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাতে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে—শুক্তিরজতাদির বিবর্ত্তাধিষ্ঠান ব্রহ্মই উপাদান। বিবর্ত্তাধিষ্ঠান ব্রহ্ম উপাদানরূপে লাভ করিলে শুক্তিরজতাদির উপাদানের আকাঙ্ক্ষাই থাকিবে না। সুতরাং অবিদ্যা কল্পনা করা বৃথা।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে—ঘটাদি কার্য্য স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হইয়া থাকে এইরূপই দেখা যায়, এইজন্য শুক্তিরজতাদি কার্য্যও স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হইবে; সুতরাং শুক্তিরজতের সমানসত্তাক উপাদান অবিদ্যাই কল্পনা করিতে হইবে। ব্রহ্ম শুক্তিরজতের সমানসত্তাক নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ঘটাদি কার্য্য স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হয় বলিয়া আকাশাদি কার্য্য স্ববিষমসত্তাক ব্রহ্মোপাদানক হইবে কিরূপ? অথচ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে আকাশাদি প্রপঞ্চের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। আকাশাদি প্রপঞ্চের অসমানসত্তাক ব্রহ্মের আকাশাদি প্রপঞ্চের অনুপাদানত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে আকাশাদি প্রপঞ্চের উপাদান বলা যাইবে না। আরও কথা এই যে—যদি ঘটাদি দৃষ্টান্তানুসারে শুক্তিরজতাদিরও স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্যত্ব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্য যেমন স্বসমানসত্তাক নিমিত্তকারণজন্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুও স্বসমানসত্তাক নিমিত্তকারণজন্য হইবে। আর তাহাতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির নিমিত্তকারণ অন্য কোন একটি প্রাতিভাসিক বস্তুকে কল্পনা করিতে হইবে বলিয়া আপত্তি হইতে পারিবে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—জীব অপরিচ্ছিন্নানন্দাত্মক ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া সর্ব্বদাই জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ থাকিতে হয়; কিন্তু জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ ত নাই। অতএব জীবের

ন চ জীবস্য অনবচ্ছিন্নব্রহ্মানন্দাপ্রকাশায় তৎকল্পনা, ভেদেনৈব তদুপপত্তেঃ। অনবচ্ছিন্নানন্দস্যাপি প্রকাশমানপ্রত্যঙ্মাত্রত্বেন অপ্রকাশানুপপত্তেশ্চ। তস্মাদুক্তার্থাপত্তিরপি মনোরথমাত্রৈব। ১০৪।

ইতি অবিদ্যায়ামর্থাপত্তিপ্রমাণনিরাসঃ॥

অপি চ ত্বন্মতে অজ্ঞানস্য অপ্রামাণিকত্বাৎ কথমত্র প্রমাণোক্তিঃ, স্বোক্তিবিরোধাৎ। তথাচোক্তং সুরেশ্বরাচার্য্যেণ—"অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেব তু লক্ষণম্। মানাপাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে॥" ইতি। ন চ ব্যাবহারিকত্বাৎ তত্র প্রমাণোক্তিরিতি বাচ্যম্, প্রাতিভাসিকোপাদানে প্রাতিভাসিকে অজ্ঞানে

সেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশের নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দপ্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপে ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয়। জীবের অপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মানন্দ অপ্রকাশের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং এইরূপ অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; জীবের ব্রহ্ম হইতে যে ভেদ, সেই ভেদের দ্বারাই জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ অপ্রকাশের উপপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অতএব জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ নাই। সুতরাং জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি জীব-ব্রহ্মের ভেদের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আর অপরিচ্ছিন্ন আনন্দও প্রকাশমান প্রত্যক্‌চৈতন্যমাত্র বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি হয় না। প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ সদাসর্ব্বদা প্রকাশমান আছেই। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি হয় না বলিয়াও অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তির নিমিত্তই ত তাঁহারা অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা করেন; কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশ ত নাই; পরন্তু প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ ত প্রকাশমানই আছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানে অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রদর্শনও মনোরথমাত্র; যুক্তিযুক্ত নহে। ১০৪।

ইতি ভাবরূপ অজ্ঞানে অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরাস॥

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ নহে অর্থাৎ অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা বেদ্য নহে। অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তবাক্যের উপরে জিজ্ঞাসা এই যে তাঁহাদের মতে অজ্ঞান যখন অপ্রামাণিক অর্থাৎ প্রমাণের অবিষয়, তখন অজ্ঞানের সদ্ভাবে তাঁহারা প্রমাণ আছে বলেন কিরূপে? যাহা প্রমাণের অবিষয়, তাহাতে ত প্রমাণপ্রদর্শন করা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞান প্রমাণের অবিষয়; সুতরাং তাঁহারা অজ্ঞানে প্রমাণ আছে বলেন কিরূপে? তাঁহারা অজ্ঞানকে প্রমাণের অবিষয় বলিয়া সেই অজ্ঞানের সদ্ভাবে প্রমাণ আছে বলেন; সুতরাং তাঁহাদের নিজেদের উক্তির সহিতই বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে প্রমাণের অবিষয়ই বলিয়া থাকেন। তাহাই সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"প্রমাণসমূহের যে অবিষয়ত্ব, ইহাই অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব এবং ইহাই অবিদ্যার অসাধারণ লক্ষণ বলা হয়।" সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণোপন্যাস স্ববাক্যবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অজ্ঞান ব্যবহারিক বলিয়া আমরা তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকি। সুতরাং অজ্ঞানের সদ্ভাবে প্রমাণ আছে বলা অসঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ প্রাতিভাসিক বস্তুর উপাদান যে প্রাতিভাসিক অজ্ঞান, তাহাতে ব্যাবহারিকত্ব নাই বলিয়া সেই অজ্ঞানে প্রমাণ আছে বলাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। প্রাতিভাসিক বস্তুর উপাদান

তত্ত্বক্ত্যযুক্তেঃ। ন হি ব্যাবহারিকং প্রাতিভাসিকং প্রতি উপাদানম্, নাপি প্রাতিভাসিকে কিঞ্চিন্মানমস্তি। ন চ সাক্ষিসিদ্ধে অজ্ঞানে প্রমাণৈরসদ্ব্যাবৃত্তিমাত্রং বোধ্যত ইতি বাচ্যম্, নিত্যনির্দ্দোষসাক্ষিবেদ্যত্বাঙ্গীকারে সুতরাং প্রামাণিকত্বাপাতাৎ। "তম আসীৎ" ইত্যাদৌ সত্ত্বস্যৈব বোধনাচ্চ। অনুমানে তদপ্রতীতেশ্চ, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন প্রকাশনিবর্ত্ত্যান্ধকারবৎ অনিত্যত্বস্যৈব বোধনাৎ। এতেন প্রমাণসামান্যনিরসনেন প্রমাণান্তর-দুরাশাপি নিরস্তা। তস্মাৎ ত্বদভিপ্রেতাজ্ঞানে কিমপি প্রমাণং নাস্তীতি সিদ্ধম্। ১০৫।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞানবিষয়কপ্রমাণোপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥

অথ ত্বন্মতে অজ্ঞানাশ্রয়োঽপি দুর্নিরূপ্যঃ। তথাহি—কস্তাবৎ তস্য আশ্রয়ঃ? শুদ্ধং চিন্মাত্রং বা সর্ব্বজ্ঞো বা জীবো বা ইতি? অত্রাহুঃ কেচিৎ—চিন্মাত্রমেবাজ্ঞানাশ্রয়ঃ, তদন্যস্য অজ্ঞানকল্পিতত্বেন

যে অজ্ঞান, তাহাকে ত ব্যাবহারিক অজ্ঞান বলা যায় না। ব্যাবহারিক অজ্ঞান ত প্রাতিভাসিক বস্তুর উপাদান হইতে পারে না। কারণ উপাদান ও উপাদেয় সমানসত্তাক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। অতএব প্রাতিভাসিক অজ্ঞানে ব্যাবহারিকত্ব নাই বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের ব্যাবহারিকত্ব বলিয়া তাহাতে প্রমাণ আছে বলেন, তাহা অসঙ্গত। আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রাতিভাসিক অজ্ঞানকে প্রাতিভাসিক প্রমাণগম্যও বলিতে পারেন না; কারণ বস্তুতঃ প্রাতিভাসিক সত্তায়ও কোন প্রমাণ নাই।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য; সুতরাং অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ; সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞানে প্রমাণসমূহ অসদ্ব্যাবৃত্তিমাত্র বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান যে অভাবাদিরূপ নহে, কিন্তু অনাদি ভাবরূপ জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়, তাহাই প্রমাণসমূহের দ্বারা জানা যায়। সুতরাং অজ্ঞানে প্রমাণপ্রদর্শন অসঙ্গত নহে। অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ হইলেও অসদ্ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত অজ্ঞানে প্রমাণপ্রদর্শন করা হয়। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ অজ্ঞানকে যদি নিত্যনির্দ্দোষ সাক্ষিবেদ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ফলতঃ অজ্ঞানের প্রামাণিকত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। নিত্যনির্দ্দোষ সাক্ষিবেদ্য বিষয় ত অপ্রামাণিক নহে। এইরূপে অজ্ঞান প্রামাণিক হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—প্রমাণসমূহের অবিষয়ত্বই অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব ও অসাধারণ লক্ষণ, তাঁহাদের সেই উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানে শব্দপ্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত অসদ্ব্যাবৃত্তি করা হয় নাই; কিন্তু "তম আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অজ্ঞানের সত্তাই ত বুঝাইয়াছে। আর অজ্ঞানসাধক অনুমানেও অসদ্ব্যাবৃত্তির প্রতীতি হয় না; কিন্তু প্রকাশনিবর্ত্তনীয় অন্ধকার বলিলে যেমন অন্ধকারের অনিত্যতাই বুঝা যায়, সেইরূপ উক্ত অজ্ঞানসাধক অনুমানে অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলায় অজ্ঞানের অনিত্যতাই বুঝাইয়াছে। অসদ্ব্যাবৃত্তি বুঝায় নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে প্রমাণসমূহের অবিষয় বলিয়া তাহাতে যে প্রমাণ আছে বলেন, তাহার উপপত্তি তাঁহারা কোন প্রকারেই করিতে পারেন না। এই যে অজ্ঞানের সদ্ভাবে প্রমাণমাত্রের নিরাস করা হইল, ইহার দ্বারাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের অজ্ঞানসদ্ভাবে প্রমাণান্তর প্রদর্শনের দুরাশাও নিরস্ত হইয়া গেল। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত ভাবরূপ অজ্ঞানে কোনও প্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ১০৫।

ইতি পরাভিমত অজ্ঞানে প্রমাণ নিরাস ॥

অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের লক্ষণ ও প্রমাণ সিদ্ধ হয় না বলিয়া যে তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞান অসিদ্ধ, তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয় না বলিয়াও যে তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞান অসিদ্ধ,

তদাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। তদুক্তং সংক্ষেপশারীরকে—"আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্ব্বিভাগ-চিতিরেব কেবলা। পূর্ব্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥" ইতি। দর্পণস্য মুখমাত্রসম্বন্ধেঽপি প্রতিমুখে মালিন্যবৎ প্রতিবিম্বে জীবে সংসারঃ, ন তু বিম্বে ব্রহ্মণি, উপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বাদিতি। অত্র ব্রূমঃ—শুদ্ধস্য অজ্ঞানাশ্রয়ত্বে শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ; অজ্ঞানাশ্রয়ত্বস্যৈব অশুদ্ধত্বাৎ অজ্ঞত্বমেব স্যাৎ। কিঞ্চ অজ্ঞানাশ্রয়স্য অজ্ঞাতৃত্বনিয়মাৎ একত্র জ্ঞান-ভাবরূপাজ্ঞানয়োঃ তমঃপ্রকাশয়োরিব বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ

তাহাই দেখান হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের আশ্রয়ও দুর্নিরূপণীয়। তাহাই বলা হইতেছে।—তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের আশ্রয় কে? শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মই কি অজ্ঞানের আশ্রয়; অথবা সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞানের আশ্রয়? কিম্বা জীব অজ্ঞানের আশ্রয়? এইরূপ জিজ্ঞাসায় কোন কোন অদ্বৈতবাদী বলেন—শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর জীব অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া জীবের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয় না। জীব অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে "অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানকল্পিত জীবের সিদ্ধি হইবে এবং জীবের সিদ্ধি হইলে জীবাশ্রিত অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না; শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। এই জন্যই সংক্ষেপশারীরক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব ও বিষয়ত্বভাগী অর্থাৎ নির্ব্বিভাগ চিন্মাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। অজ্ঞানকল্পিত পরভাবী জীব পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং বিষয়ও হইতে পারে না।" ঐ সকল অদ্বৈতবাদীর মতে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব; সুতরাং তাঁহাদের মতে অবিদ্যা দর্পণস্থানীয়, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয় এবং জীব প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। আর বিম্বপ্রতিবিম্ব উভয়ানুস্যূত চৈতন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম। তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরে আপত্তি হইতে পারে, যে -দর্পণস্থানীয় অবিদ্যা প্রতিবিম্ব জীব ও বিম্বভূত ঈশ্বর উভয়ানুস্যূত হইয়াও ঐ চিন্মাত্রাশ্রিত অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান কেন প্রতিবিম্ব জীবেই সংসার আপাদন করে? বিম্বভূত ঈশ্বরে কেন সংসার আপাদন করে না? এইরূপ আপত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন যে—মলিন দর্পণের কেবল মুখমাত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ দর্পণ যেমন স্বীয় মালিন্য ও নিজের অন্তর্গতত্ব প্রতিবিম্বেই জন্মাইয়া থাকে, বিম্বভূত মুখে মালিন্যাদি জন্মায় না, সেইরূপ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান নিজের আশ্রয় বিম্বভূত ঈশ্বর ও প্রতিবিম্ব জীবে অনুস্যূত থাকিলেও প্রতিবিম্ব জীবেই আবরণ ও সংসার জন্মাইয়া থাকে; বিম্বভূত ঈশ্বরে আবরণ ও সংসার জন্মায় না: কারণ উপাধি প্রতিবিম্বেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকে অর্থাৎ উপাধি প্রতিবিম্বেই কার্য্যবিশেষের জনক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তের উপরে আমরা বলিতেছি যে—শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয়ই হইতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের শুদ্ধত্বই ভঙ্গ হইয়া যায়। অজ্ঞানাশ্রয়ত্বই অশুদ্ধত্ব; এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব থাকিলে শুদ্ধ ব্রহ্মের অজ্ঞত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ হইয়া পড়েন। আরও কথা এই যে—যিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হন, তিনি অজ্ঞাতা হইয়া থাকেন, ইহাই নিয়ম। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হন, তাহা হইতে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞাতা হইয়া পড়েন। এই আপত্তি অপরিহার্য্য। আরও কথা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে মোক্ষেও অজ্ঞানের প্রতীতি হওয়া উচিত হয়; কারণ মোক্ষেও সেই অজ্ঞানপ্রকাশক চৈতন্যই বর্ত্তমান থাকে।

আরও কথা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি এই শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে "জ্ঞানই অজ্ঞানের আশ্রয়" ইহাই বলা হইল। তাহা ত কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। জ্ঞান ও ভাবরূপ অজ্ঞান ত আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে থাকিতে পারে না; কারণ জ্ঞান ও ভাবরূপ

ন আশ্রয়াশ্রয়িত্ব-সম্ভবঃ। ন হি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডলস্থস্য অন্ধকারাশ্রয়ত্বং কেনাপি অনুন্মত্তেন বক্তুং শক্যমিতি ভাবঃ। ১০৬।

নন্নু সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকারাভাবেঽপি উলূকানুভববৎ তত্র কল্পিতাজ্ঞানাশ্রয়ত্বঘটনাৎ' নোক্তদোষযোগ ইতি চেন্ন, কো বা অত্র অজ্ঞানকল্পকোলূকস্থানীয় ইতি বক্তব্যম্? ন তাবৎ জীবঃ, তস্য অজ্ঞানকল্পিতত্বেন উত্তরভাবিত্বস্য ত্বয়ৈব উক্তত্বাৎ "পূর্ব্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি— বাদিনাং মধ্যে ন তাবৎ তার্কিকযোগমীমাংসকসাংখ্যানাং কস্যচিদপি অজ্ঞানকল্পকত্বং বক্তুং শক্যং তৈরজ্ঞানবাদানঙ্গীকারাৎ। নাপি ঔপনিষদানামস্মাকং শাস্ত্রৈকবেদ্যে ব্রহ্মণি অজ্ঞানমাসীদস্তি ভবিষ্যতি বেতি কালত্রয়েঽপি অজ্ঞানকল্পনাগন্ধাঙ্গীকারঃ। পরিশেষাৎ যে ব্রহ্মণি অজ্ঞানং কল্পয়ন্তি, তে এব উলূকস্থানীয়া

অজ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব জ্ঞান ও ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব ও আশ্রিতত্ব ত কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। জ্ঞান অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? যাহা যাহার বিরুদ্ধস্বভাব, তাহা তাহাতে কখনও আশ্রিত হয় না। যেমন অন্ধকার আলোকের বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া অন্ধকার কখনও আলোকাশ্রিত হয় না। এইরূপ অজ্ঞান জ্ঞানের বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া কখনও জ্ঞানাশ্রিত হইতে পারে না। "প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমণ্ডল অন্ধকারের আশ্রয়" ইহা কোনও অনুন্মত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন না। অতএব জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ১০৬।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন সূর্য্যমণ্ডলে বস্তুতঃ অন্ধকার থাকা সম্ভব না হইলেও পেচক যেমন তাহাতে অন্ধকার কল্পনা করিয়া থাকে এবং সেই কাল্পনিক মিথ্যাভূত অন্ধকার সত্যভূত সূর্য্যমণ্ডলাশ্রিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে বস্তুতঃ অজ্ঞান থাকা সম্ভব না হইলেও তাহাতে অজ্ঞান কল্পিত হইয়া থাকে এবং সেই কল্পিত মিথ্যাভূত অজ্ঞান সত্যভূত জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে আশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে কল্পিত অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয় বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ আমাদের সিদ্ধান্তে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের ঐরূপ কথার উপরে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—পেচক যেমন সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকারের কল্পক হয়, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞানের কল্পক কে হইয়া থাকে? ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে? অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পক পেচকস্থানীয় কে হইবে? জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞানের কল্পক জীব হইতে পারে না; কারণ জীব অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অজ্ঞানসিদ্ধির পরভাবী। অজ্ঞানকল্পিত জীব অজ্ঞানের কল্পক হইবে কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণই ত বলিয়া থাকেন—"অজ্ঞানকল্পিত পরভাবী জীব পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না" ইত্যাদি। যে জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, সেই জীব অজ্ঞানের কল্পকই বা হইবে কিরূপে? ইহার দ্বারা ইহাই বলা হইল যে—তার্কিক, যোগশাস্ত্রাবলম্বী, মীমাংসক ও সাংখ্যশাস্ত্রাবলম্বী প্রভৃতি বাদিগণের মধ্যে কাহাকেও অজ্ঞানকল্পক বলা যায় না; কারণ তাঁহারা অজ্ঞানবাদ অঙ্গীকারই করেন না। আর বেদান্তশাস্ত্রাবলম্বী আমরাও একমাত্র শাস্ত্রবেদ্য ব্রহ্মে "অজ্ঞান ছিল, আছে বা থাকিবে" এইরূপ কালত্রয়েই অজ্ঞানকল্পনার গন্ধমাত্রও স্বীকার করি না। অতএব যে অবশিষ্ট দার্শনিকগণ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহারাই পেচকস্থানীয়। সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার থাকার সম্ভাবনাই নাই, তথাপি পেচক সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার কল্পনা করিয়া থাকে; সেইরূপ প্রকাশস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকার সম্ভাবনাই নাই, তথাপি অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং

ইতি সিদ্ধমজ্ঞানাশ্রয়াসম্ভবস্য তাদবস্থ্যং বিশেষেণাগ্রে নিরসিষ্যমাণত্বাৎ। ১০৭।

কিঞ্চ শুদ্ধস্য অজ্ঞানাবিরোধিত্বে জ্ঞানত্বমেব ন স্যাৎ। ন হি জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং ক্বাপি দৃষ্টম্। ন চ বৃত্তিজ্ঞানং তন্নিবর্ত্তকমিতি বাচ্যম্, বিবরণে "অন্তঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারঃ" ইতি বাক্যেন ঔপচারিক-বিরোধিনো মুখ্যজ্ঞানত্বাযোগাৎ। অজ্ঞানাবিরোধিত্বে চৈতন্যস্য ঘটাদিবৎ জ্ঞানত্বাযোগাচ্চ। জ্ঞানাজ্ঞানে

অদ্বৈতবাদিগণকেই পেচকস্থানীয় বলিতে হয় অর্থাৎ তাঁহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় তত্ত্বান্ধ। এইজন্য অজ্ঞানাশ্রয় যে অসম্ভব বলা হইয়াছে, তাহাই সিদ্ধ হইল। কারণ অগ্রে বিশেষভাবে এই অজ্ঞানাশ্রয় নিরাকরণ করা হইবে। ১০৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের বিরোধী না হন, তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্বই সম্ভব হইবে না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধীই হইয়া থাকে। যাহা অজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যাইবে কিরূপে? এইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্বের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী হইলে তাঁহাতে অজ্ঞান থাকার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না। আর জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্তনীয় অজ্ঞান কোথাও দেখা যায় না। অজ্ঞান যদি শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞানের অজ্ঞানত্বই সম্ভব হয় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণই অজ্ঞানের লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই অজ্ঞানত্ব।" জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে এই প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলাই যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—অজ্ঞান শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় না হইলেও অজ্ঞানের অজ্ঞানত্ব অসম্ভব হয় না; কারণ অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। তাহাতেই জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয়ত্বরূপ অজ্ঞানলক্ষণের সমন্বয় হয় বলিয়া অজ্ঞানের অজ্ঞানত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান উক্ত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের "বিবরণ" গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—"ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন জ্ঞপ্তিরূপ জ্ঞানেই মুখ্য জ্ঞানত্ব; আর অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞানত্ব, তাহা ঔপচারিক। অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে যে জ্ঞান বলা হয়, সেই জ্ঞানপদ করণবাচ্যে নিষ্পন্ন।" এই বিবরণোক্ত বাক্যের দ্বারাই অজ্ঞানবিরোধী অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞানত্ব সম্ভব হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান মুখ্য জ্ঞানই হওয়া উচিত হয়। অজ্ঞান মুখজ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্তনীয় হইলে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই অজ্ঞানত্ব" এই অজ্ঞানলক্ষণ সুসঙ্গত হয় না। সুতরাং মুখ্য জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে সেই মুখ্য জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। যাহা যাহার নিবর্ত্তক, তাহা তাহার আশ্রয় হইবে কিরূপে? আর শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞানত্ব সিদ্ধির নিমিত্তও শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব স্বীকার না করিলে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের ঘটাদির ন্যায় জ্ঞানত্ব সম্ভব হইবে না। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ নহে; যেহেতু তাহা অজ্ঞানের অবিরোধী; যাহা অজ্ঞানের অবিরোধী, তাহা জ্ঞান নহে; যেমন ঘটাদি বস্তু অজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জ্ঞান নহে। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যেরই অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিতে হয়;

হি জ্ঞাতুরর্থপ্রকাশাপ্রকাশৌ। ন চ তদবিরোধিত্বেঽপি ব্যবহারাদিহেতু জ্ঞানম্, অজ্ঞাননিবর্ত্তকস্যৈব তদ্ধেতুত্বানুভবাৎ। ন চ বিবরণে "করণব্যুৎপত্ত্যা বুদ্ধিবৃত্তির্জ্ঞানম্" ইত্যুক্তত্বেন অজ্ঞানং জ্ঞানকরণবিরোধ্যেব,

---

আর তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব যে সম্ভব হয় না, তাহা ত বলাই হইয়াছে। জ্ঞান ও অজ্ঞানই জ্ঞাতার বিষয়প্রকাশ ও বিষয়াপ্রকাশ; জ্ঞাতার বিষয়াপ্রকাশাত্মক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বই জ্ঞানের অনুভবসিদ্ধ।

অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্য ও চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া থাকেন, চৈতন্যই জ্ঞানপদের মুখ্য অর্থ। চিত্তবৃত্তি জ্ঞানপদের গৌণ অর্থ। প্রমাণজন্য চিত্তবৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী ইহা তাঁহারা বলেন। চৈতন্যরূপ মুখ্য জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী ত নহেই, প্রত্যুত অজ্ঞানের সাধক; কিন্তু অজ্ঞানের বিরোধী বস্তুই জ্ঞান ইহাই সাধারণের অনুভব। যাহা অজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। এইজন্য অজ্ঞানের অবিরোধী চৈতন্যকে অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান বলেন কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও বিষয়ের ব্যবহারাদির হেতু হইয়া থাকে। চৈতন্য বিষয়ের ব্যবহারাদির হেতু হয় বলিয়াই চৈতন্যকে জ্ঞান বলা হয়। চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও বিষয়ের ব্যবহারাদির হেতু হয় বলিয়াই আমরা চৈতন্যকে জ্ঞান বলিয়া থাকি। এই স্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে—"বিবরণ" গ্রন্থে ব্যবহারপদের অর্থ চারিটি বলিয়াছেন;—(১) অভিজ্ঞা (২) অভিলপন, (৩) উপাদানাদি, (৪) অর্থক্রিয়া। এই চারিটিকেই ব্যবহার বলিয়া গ্রহণ করিলে মূলস্থিত "ব্যবহারাদি" শব্দের "আদি" কথার কোন সার্থক্য থাকে না। এইজন্য ব্যবহার পদের অর্থ—অভিলাপ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন। কোন বস্তু চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইলে সেই চৈতন্যপ্রকাশিত বস্তুর অভিলাপ করা যায় অর্থাৎ লোক শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করে। যেমন আমি ইহা দেখিতেছি, ইহা জানিতেছি ইত্যাদি। আদিপদের অর্থ—হান, উপাদান ও উপেক্ষা। চৈতন্যপ্রকাশিত বস্তু উপাদেয় হইলে উপাদান, হেয় হইলে হান এবং হেয় ও উপাদেয় না হইলে উপেক্ষা বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইয়া ব্যবহর্ত্তব্য বস্তুর প্রকাশরূপ হয় বলিয়া চৈতন্যকে জ্ঞান বলা হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। যে জ্ঞান ব্যবহারাদির হেতু হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান ব্যবহর্ত্তব্য বিষয়ের অজ্ঞানের নিবর্ত্তকও হইয়া থাকে, ইহাই জনসাধারণের অনুভব। যে জ্ঞান ব্যবহর্ত্তব্য বিষয়ের অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না, সেই জ্ঞান ব্যবহারেরও জনক হইতে পারে না। যে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, তাহাই ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে। চৈতন্য যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হয়, তবে ব্যবহারাদিরও জনক হইতে পারিবে না। সুতরাং অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক চৈতন্যকে ব্যবহারাদির জনক বলিয়া জ্ঞান বলা যায় না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত সমাধান অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে—"বিবরণ" গ্রন্থে জ্ঞানপদে করণব্যুৎপত্তির দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে। এইজন্য অজ্ঞান জ্ঞানকরণনাশ্য। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্য হয়, তাহা এই বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননাশ্য হয়; কিন্তু জ্ঞানপদ ভাবব্যুৎপত্তির দ্বারা চৈতন্যকে বুঝাইলেও ভাবব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন জ্ঞানপদের অর্থ চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ "আমি অজ্ঞ, আমি জানি না" ইত্যাদি প্রতীতিতে ভাসমান অজ্ঞান জ্ঞপ্তিবিরোধিরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুভব অনুসারে অদ্বৈতবাদিগণকে অবশ্যই জ্ঞপ্তিবিরোধী অজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিবিরোধী অজ্ঞান স্বীকার করিলে

ন তু জ্ঞপ্তিবিরোধীতি বাচ্যম্, "ন জানামি" ইতি জ্ঞপ্তিবিরোধিত্বেন অনুভূয়মানস্য অজ্ঞানান্তরত্বাপাতাৎ। সাক্ষিবেদ্যে সুখাদৌ অজ্ঞানাদর্শনাচ্চ। ১০৮।

ন চ স্বতস্তৃণতূলাদিভাসকস্য সৌরালোকস্য সূর্য্যকান্তাবচ্ছেদেন স্বভাস্যদাহকত্ববৎ স্বতোঽবিদ্যাতৎ-কার্য্যভাসকস্যাপি চৈতন্যস্য বৃত্ত্যবচ্ছেদেন তদ্দাহকত্বমিতি বাচ্যম্, সৌরালোকসম্বন্ধাৎ সূর্য্যকান্তাদৌ

জ্ঞপ্তিবিরোধী অজ্ঞানকে পৃথক্ অজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ অজ্ঞান দুইটি ইহাই বলিতে হইবে। একটি অজ্ঞান জ্ঞপ্তিবিরোধী এবং দ্বিতীয় অজ্ঞান চিত্তবৃত্তিবিরোধী। অথচ এইরূপ দুইটি অজ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। এইজন্য জ্ঞপ্তিবিরোধী পৃথক্ অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের অপ্রমিতস্বীকাররূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবে। আরও কথা এই যে-জ্ঞপ্তিবিরোধী অজ্ঞান স্বীকার না করিলে কেবল সাক্ষিবেদ্য সুখাদিতেও অজ্ঞানের অনুভব হইত; অথচ সাক্ষিবেদ্য সুখাদিতে অজ্ঞানের অনুভব হয় না। সাক্ষিবেদ্য সুখাদির অজ্ঞাতসত্তা নাই। বিদ্যমান সুখাদি সাক্ষিদ্বারা সর্ব্বদা ভাসমান থাকে। জ্ঞপ্তিরূপ সাক্ষিচৈতন্য যদি অজ্ঞানের বিরোধী না হইত, তবে সুখাদি নিয়ত অজ্ঞানাবৃতই থাকিত। কখনও সাক্ষিচৈতন্যরূপ জ্ঞপ্তির দ্বারা অনাবৃত সুখের প্রকাশ হইত না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ সুখাদিবিষয়ক প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করেন না। সাক্ষিচৈতন্যও যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হয়, তবে সুখাদির আবরণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? সাক্ষিভাস্য সুখাদি যে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় না, তাহার কারণ সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী; সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে সুখাদির প্রকাশ হইতে পারিত না। ১০৮।

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—চৈতন্য যে অজ্ঞানের নাশক হয় না, এইরূপ আমরা বলি না। চৈতন্য অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের ভাসক হইলেও প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। যে চৈতন্য কোন অবস্থায় অজ্ঞানের ভাসক, সেই চৈতন্যই আবার কোনও অবস্থায় অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। ভাসকও অবস্থাবিশেষে নাশক হইতে পারে। যেমন সূর্য্যকিরণ স্বভাবতঃ তৃণ-তুলা প্রভৃতির ভাসক হইলেও সূর্য্যকান্তমণিতে প্রতিফলিত হইয়া সেই তৃণ-তুলাদির দাহক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ চিদ্ভাস্য অজ্ঞানও প্রমাণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা নাশ্য হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্যের অজ্ঞানবিরোধিতা আছে বলিয়া জ্ঞপ্তিরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ সূর্য্যের আলোক, যাহা তৃণাদির ভাসক, তাহা তৃণাদির দাহক নহে। সূর্য্যের আলোকের সহিত সম্বদ্ধ সূর্য্যকান্তমণিতে উৎপন্ন অগ্নিই তৃণাদির দাহক হইয়া থাকে। সূর্য্যের আলোক তৃণাদির দাহক নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। সূর্য্যের আলোকসম্বন্ধ ব্যতীত মণি তৃণাদির দাহক হয় না। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী; কিন্তু কেবল বৃত্তিমাত্র অজ্ঞানের বিরোধী নহে; এইরূপ কেবল চৈতন্যমাত্রও অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং বৃত্তি অথবা চৈতন্য কেহই স্বভাবতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। এই জন্য কোনটিকেই জ্ঞান বলা যায় না। স্বভাবতঃ যাহা অজ্ঞানের অবিরোধী, তাহা জ্ঞান নহে। জ্ঞান স্বভাবতঃই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। অজ্ঞানবিরোধিত্বই জ্ঞানের স্বভাব। সুতরাং বৃত্তি ও চৈতন্য এই দুইটিই স্বভাবতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে বলিয়া এই দুইটির একটিও জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানের যাহা স্বভাব, তাহা এই দুইটির একটিতেও নাই।

আরও বিশেষ কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ চৈতন্যকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য যে অজ্ঞানের আশ্রয় হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য

উৎপন্নস্য অগ্নেরেব দাহকত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। সৌরালোকসম্বন্ধং বিনা মণেরদাহকত্বাচ্চ। তথা প্রকৃতেঽপি বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যৈব অজ্ঞানবিরোধিত্বম্, ন বৃত্তিমাত্রস্য অন্বয়ব্যতিরেকমানাৎ। স্বভাবতোঽজ্ঞানাবিরোধিনো জ্ঞানস্বভাবানুপপত্তেশ্চ। "অহমজ্ঞঃ" ইতি ধর্ম্মিগ্রাহকেণ সাক্ষিণা অহমর্থনিষ্ঠতয়ৈব অজ্ঞানসিদ্ধেশ্চ।

ন চ স্থৌল্যাশ্রয়দেহৈক্যাধ্যাসাৎ "অহং স্থূলঃ" ইতিবৎ অজ্ঞানাশ্রয়চিদৈক্যাধ্যাসাৎ দগ্ধৃত্বায়সোরেকাগ্নিসম্বন্ধাৎ "অয়ো দহতি" ইতিবৎ অজ্ঞানাহঙ্কারয়োরেকচিদধ্যাসাদ্বা "অহমজ্ঞঃ" ইতি ধীর্ভ্রান্তিরেব ইতি বাচ্যম্, অদ্যাপি চিতঃ অজ্ঞানাশ্রয়ত্বাসিদ্ধ্যা অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ, দোষজন্যস্য "অহমজ্ঞঃ" ইতি সাক্ষি-

---

"অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষকেই অজ্ঞানের সাধকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীর সাধক প্রত্যক্ষই "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। অজ্ঞানের স্বরূপ "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহাই তাঁহাদের কথা। ইহাতে আপত্তি এই যে—এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষে অজ্ঞান যে ভাসমান হয়, তাহা কি শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিত হইয়া ভাসমান হয়? অথবা অহমর্থরূপ বস্তুতে আশ্রিত হইয়াই ভাসমান হয়? "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিতে অহমর্থই অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভাসমান হইয়া থাকে ইহাই সকলের অনুভব হয়। অহমর্থ শুদ্ধ চৈতন্য নহে, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই অহমর্থ বলা হয়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য হইবে কিরূপে? যে সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান অহমর্থে আশ্রিতরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিতরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে কিরূপে?

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে—"অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিতে অজ্ঞান যে অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত হইয়া ভাসমান হয়, তাহা ভ্রান্তি। অজ্ঞান অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে। অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যেই সাক্ষাদাশ্রিত। স্থূলতার আশ্রয় যে দেহ, সেই দেহের সহিত অহমর্থের ঐক্যাধ্যাসনিবন্ধন যেমন "অহং স্থূল" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ প্রতীতি যেমন ভ্রান্তি, কারণ স্থূলতা অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে, স্থূলতা দেহেই সাক্ষাৎ আশ্রিত, সেইরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় যে শুদ্ধচৈতন্য, সেই শুদ্ধচৈতন্যের সহিত অহমর্থের ঐক্যাধ্যাসনিবন্ধন "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ প্রতীতি ভ্রান্তিই। কারণ অজ্ঞান অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে; অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যেই সাক্ষাৎ আশ্রিত। আর দগ্ধৃত্ব ও লৌহের এক অগ্নিতে সম্বন্ধনিবন্ধন যেমন "অয়ো দহতি অর্থাৎ লৌহ দগ্ধ করিতেছে" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ প্রতীতি যেমন ভ্রান্তি, কারণ দগ্ধৃত্ব ধর্ম্ম লৌহে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে, দগ্ধৃত্ব ধর্ম্ম অগ্নিতেই সাক্ষাৎ আশ্রিত, সেইরূপ অজ্ঞান ও অহঙ্কারের এক শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যাসনিবন্ধন "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ প্রতীতি ভ্রান্তিই; কারণ অজ্ঞান অহঙ্কারে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে; অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যেই সাক্ষাৎ আশ্রিত। সুতরাং সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান যে অহমর্থে আশ্রিতরূপে ভাসমান হয়, তাহা ভ্রান্তি বলিয়া শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিতরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে কোন বাধা নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ প্রদর্শিতরূপে তাঁহারা যদি শুদ্ধচৈতন্যকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন এবং অজ্ঞান যে অহমর্থে আশ্রিতরূপে ভাসমান হয়, তাহাকে ভ্রান্তি বলেন, তাহা হইলে অদ্যাপি শুদ্ধচৈতন্যের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। "অজ্ঞানপ্রযুক্ত অহমর্থের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হইবে এবং অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হইলে অহমর্থের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিতে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

জ্ঞানস্য ভ্রান্তিত্বাযোগাচ্চ। অজ্ঞানাকল্পিতস্য অহমর্থস্য জীবস্যৈব অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেন তথাপ্রতীত্যুপপত্ত্যা ত্বদীয়কুসৃষ্টৌ মানাভাবাৎ। ১০৯।

ন চ "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বে—৪।১০) ইতি শ্রুতিঃ তত্র মানমিতি বাচ্যম্, অজ্ঞত্বমহেশ্বরত্বয়োর্বিরুদ্ধত্বাৎ। মায়াশব্দস্য ত্রিগুণদ্রব্যপরত্বস্য উক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ শুক্ত্যাদ্যজ্ঞানবৎ

আরও কথা এই যে "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ যে অজ্ঞানগ্রাহক সাক্ষিজ্ঞান, তাহার ভ্রান্তিত্ব কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ সাক্ষিজ্ঞান দোষজন্য নহে। দোষজন্য জ্ঞানকেই ভ্রান্তি বলা যায়। দোষজন্যত্বই ভ্রান্তিত্বে হেতু। অজ্ঞানের গ্রাহক সাক্ষিজ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়া সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান যে অহমর্থে আশ্রিতরূপে ভাসমান হয়, তাহাকে ভ্রান্তি বলা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি অসঙ্গত। বস্তুতঃ আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত যে অহমর্থরূপ জীব, সেই জীবই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং সেই জীবেরই অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব আছে বলিয়া "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ অজ্ঞানপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব উপপাদন করিবার জন্য কুকল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। ১০৯।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে" এইশ্রুতিই শুদ্ধচৈতন্যের অজ্ঞানাশ্রয়ত্বে প্রমাণ। মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান; তাহার আশ্রয় মহেশ্বর ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ মহেশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে মহেশ্বরের অজ্ঞত্ব স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অজ্ঞত্ব ও মহেশ্বরত্ব পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অজ্ঞত্ব ও মহেশ্বরত্ব এক শুদ্ধচৈতন্যে থাকা সম্ভব নহে। আর মায়াশব্দের অর্থ অজ্ঞান নহে; শ্রুত্যুক্ত মায়াশব্দ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিদ্রব্যপর; তাহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অজ্ঞান অভিপ্রায়ে শ্রুতিতে মায়াশব্দপ্রযুক্ত হয় নাই। এই বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধচৈতন্যমাত্রকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন অর্থাৎ অজ্ঞান কেবল জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। অজ্ঞান জ্ঞাতা আত্মাতে থাকে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশরূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুশূন্য জ্ঞান যেমন অপ্রসিদ্ধ, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, জ্ঞেয়বিষয়ক জ্ঞান জ্ঞাতার থাকে, এইরূপ অজ্ঞানও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সাপেক্ষ। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের ইহাই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে—জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের প্রকাশরূপ। আর অজ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশরূপ। শুক্তি প্রভৃতিবিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞাতা ও বিষয়ের দ্বারা নিরূপিত হয়। "দেবদত্ত শুক্তি জানে না, আমি শুক্তি জানি না" এইরূপে জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশই অজ্ঞান। জ্ঞাতৃশূন্য জ্ঞানও হয় না এবং জ্ঞাতৃশূন্য অজ্ঞানও হয় না। কোনও বিষয়ের অজ্ঞান কোনও জ্ঞাতাতে থাকে। যেমন কোনও বিষয়ের জ্ঞান কোনও জ্ঞাতাতে থাকে। যে বিষয়ের অজ্ঞান যে জ্ঞাতাতে থাকে, সেই বিষয়ে ভ্রমও সেই জ্ঞাতারই হইয়া থাকে। ভ্রম অজ্ঞানের কার্য্য। অজ্ঞান যে জ্ঞাতাতে থাকে, অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রমও সেই জ্ঞাতাতেই থাকে। যে জ্ঞাতার অজ্ঞান, অজ্ঞানজন্য সংসারও সেই জ্ঞাতারই হইয়া থাকে। অজ্ঞানজন্য ভ্রান্তি এবং তাহা হইতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বোধ হইয়া থাকে; এইরূপ বোধই সংসার। যে জ্ঞাতাতে অজ্ঞান আশ্রিত থাকে, অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানও সেই জ্ঞাতারই হইয়া থাকে; যেমন শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান যে জ্ঞাতার আছে, সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্ব-জ্ঞানও সেই জ্ঞাতারই হয়। যে জ্ঞাতার জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের প্রাগভাবও সেই জ্ঞাতাতেই থাকে। জ্ঞানের

জ্ঞাতুরর্থাপ্রকাশরূপমিদমপ্যজ্ঞানং স্বকার্য্যেণ ভ্রান্তিসংসরণাদিনা স্বনিবর্ত্তকেন তত্ত্বজ্ঞানেন স্বসমানযোগক্ষেমেণ জ্ঞানপ্রাগভাবেন চ সামানাধিকরণ্যায় জ্ঞাত্রাত্মনিষ্ঠং ন তু জ্ঞানমাত্রাশ্রিতম্। উক্তং হি বিবরণে অপি—"জড়স্য চাজ্ঞানাশ্রয়ত্বে ভ্রান্তিসম্যগ্‌জ্ঞানয়োরপি তদাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। চিন্মাত্রেঽপি জ্ঞাতৃত্বাধ্যাসঃ অস্তীতি চেৎ ন, তস্য জ্ঞাতৃত্বস্য অজ্ঞানাধীনত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। চৈতন্যেষু বুদ্ধিস্থকর্তৃত্বাধ্যাসেন তন্নিষ্ঠ-

---

প্রাগভাব প্রতিযোগী জ্ঞানের সহিত সমানাধিকরণ। প্রাগভাবমাত্রই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন ঘটপ্রাগভাব ঘটের সমানাধিকরণ। ঘটপ্রাগভাব ও ঘট উভয়ই ঘটের উপাদান কপালে থাকে। এইজন্য জ্ঞানের প্রাগভাবও জ্ঞাতাতেই থাকিবে। জ্ঞাতাই জ্ঞানের অধিকরণ। যাঁহারা অদ্বৈতবাদিগণের মত ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার করেন না, অদ্বৈতবাদিগণ যে যে স্থলে অজ্ঞান বলেন, অন্যবাদিগণ সেই সেই স্থলে জ্ঞানের প্রাগভাব বলেন। কেবল ইহাই বৈলক্ষণ্য যে—অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে কার্য্যের উপাদান বলেন এবং অজ্ঞানের উপাদানত্ব সিদ্ধির জন্য অজ্ঞানকে ভাবরূপ অথবা অভাববিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যবাদিগণ জ্ঞানপ্রাগভাবই স্বীকার করেন। অভাব কোন কার্য্যের উপাদান হয় না ; এইজন্য জ্ঞান-প্রাগভাবরূপ অজ্ঞান কোন কার্য্যের উপাদান নহে। এইরূপ ভাবভূত অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানপ্রাগভাবরূপ অজ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অজ্ঞান যেমন জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হয়, জ্ঞানপ্রাগভাবও সেইরূপ জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। অজ্ঞান যেমন অনাদি, জ্ঞানপ্রাগভাবও সেইরূপ অনাদি। "জ্ঞানপ্রাগভাব যে জ্ঞাতাতে থাকে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রাগভাবের সদৃশ অজ্ঞানও জ্ঞাতাতেই থাকে ইহাই স্বীকার করা উচিত। "আমি জানি না" এইরূপ অজ্ঞানের অনুভবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে—জ্ঞাতাই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং অজ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের মতই জ্ঞাতাতে আশ্রিত হইবে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্য এবং অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রমের আশ্রয় জ্ঞাতা, অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্য ও অজ্ঞানকার্য্য সংসারের আশ্রয় জ্ঞাতা জীব, অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্য এবং অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা জীব এইরূপে অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানকার্য্যাদির বৈয়ধিকরণ্যই হইয়া পড়িবে ; সামানাধিকরণ্য রক্ষিত হইবে না। কার্য্যের সহিত কারণের, নিবর্ত্ত্যের সহিত নিবর্ত্তকের সামানাধিকরণ্য সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ব্যধিকরণ দুইটি বস্তুর কার্য্যকারণভাব কিম্বা নিবর্ত্ত্যনিবর্ত্তকভাব থাকে না। এই জন্য বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে "অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা" ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। "অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্য" এইরূপ কখনই বলা যাইবে না। মূলগ্রন্থে যে অজ্ঞানকে জ্ঞানপ্রাগভাবের সহিত সমানযোগক্ষেম বলা হইয়াছে, এই "সমানযোগক্ষেম" শব্দের আক্ষরিক অর্থ—তুল্য আয়ব্যয়। যে যাহার সহিত তুল্য আয়ব্যয়, সে তাহার সহিত সমানযোগক্ষেম। যোগ শব্দের অর্থ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও ক্ষেম শব্দের অর্থ—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ। প্রাপ্তি ও পরিরক্ষণের তুল্যতা বলায় উভয়ের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই উভয়ের সাদৃশ্য কি, তাহা আমরা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অদ্বৈতবাদি-গণের মতে অজ্ঞান জ্ঞাতাতেই আশ্রিত, কিন্তু জ্ঞেয় জড়বস্তুতে আশ্রিত নহে ইহা তাঁহাদেরই গ্রন্থকার বিবরণাচার্য্যই বলিয়াছেন—"জড় বস্তু যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইত, তবে অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রান্তি ও অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ও জড় বস্তুই হইয়া পড়িত।" বস্তুতঃ জড় বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অজ্ঞান-মাত্রই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইটির দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই দুইটি ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় বস্তু অজ্ঞানের সম্বন্ধিরূপে ভাসমান হয় না। এই দুইটির মধ্যে জ্ঞেয় জড়বস্তু যে অজ্ঞানের আশ্রয় নহে, তাহা বিবরণাচার্য্যই বলিয়াছেন। জ্ঞাতাও যদি অজ্ঞানের আশ্রয় না হয়, তবে অজ্ঞান নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। জ্ঞান ও অজ্ঞান নিরাশ্রয় হইতে পারে না। জ্ঞাতা যেমন জ্ঞানের আশ্রয়, সেইরূপ অজ্ঞানেরও আশ্রয় জ্ঞাতাই হইবে।

ভোক্তৃত্বাধ্যাসবৎ বুদ্ধিস্থজ্ঞাতৃত্বাধ্যাসেন তৎস্থাজ্ঞত্বাধ্যাসাপত্ত্যা বুদ্ধেরেব অজ্ঞানাশ্রয়ত্বাপত্তেশ্চ। দেহাদাবপি

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—জ্ঞাতা অজ্ঞানের আশ্রয় নহে; কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয়। এই শুদ্ধচৈতন্যে জ্ঞাতৃত্ব অধ্যস্ত বলিয়া অজ্ঞানের সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে। অজ্ঞানের সহিত শুদ্ধচৈতন্যেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কিন্তু জ্ঞাতার সহিত নহে। জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া অজ্ঞানের সহিত জ্ঞাতার পরম্পরাসম্বন্ধ ভাসমান হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ শুদ্ধচৈতন্য স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহে। চৈতন্যের জ্ঞাতৃত্ব অজ্ঞানাধীন। অজ্ঞানাধীন জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্যে থাকিলে চৈতন্যে অজ্ঞান থাকিবে এবং অজ্ঞান চৈতন্যে থাকিলে তবে অজ্ঞানাধীন জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্যে থাকিবে, এইরূপে অজ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে।

আরও কথা এই যে—কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের ঐকাধিকরণ্য নিয়ম আছে। যে কর্ত্তা, সেই ফলের ভোক্তা হইয়া থাকে। অন্য পুরুষ ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং অপর পুরুষ ফলের ভোক্তা হইতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্য কর্ত্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। চৈতন্যে বুদ্ধিগত ভোক্তৃত্ব অধ্যস্ত। চৈতন্যে বুদ্ধিগত ভোক্তৃত্বের অধ্যাসের সিদ্ধির জন্য চৈতন্যে বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্বের অধ্যাসও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। চৈতন্যে বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্বের অধ্যাস স্বীকার না করিয়া কেবল বুদ্ধিগত ভোক্তৃত্বের অধ্যাস চৈতন্যে স্বীকার করিলে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বৈয়ধিকরণ্য হইয়া পড়িত। এইজন্য বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুইটি ধর্ম্মই চৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। এইরূপ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য যেমন অনুভবসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব ও অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেরও সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। এই উভয় ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য অনুভবসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। চৈতন্যে ভোক্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য যেমন বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্বের অধ্যাস চৈতন্যে স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ চৈতন্যের জ্ঞাতৃত্বের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধিগত অজ্ঞানাশ্রয়ত্বের অধ্যাস চৈতন্যে স্বীকার করা উচিত। বুদ্ধিগত অজ্ঞানের অধ্যাস চৈতন্যে স্বীকার করিলে বুদ্ধিই অজ্ঞানের আশ্রয় ইহাই সিদ্ধ হয়। চৈতন্যে ভোক্তৃত্বের অধ্যাস যে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসসাপেক্ষ, কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে ভোক্তৃত্ব থাকিতে পারে না, এই কথা বিবরণাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে "অকর্ত্তুর্ভোগাভাবাৎ ভোক্তৃত্বাধ্যাসঃ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসমপেক্ষতে"।

আরও কথা এই যে—জ্ঞাতাই যে অজ্ঞানের আশ্রয়, এই কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে দেহাদিতেও জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মের অধ্যাস স্বীকার করা হয়। "গৌরোঽহং জানামি, স্থূলোঽহং জানামি" এইরূপ অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। গৌরত্ব, স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের অধিকরণ দেহ ইহাতে কাহারও বৈমত্য নাই। স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় দেহ জ্ঞাত এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে। "স্থূলোঽহং জানামি" এইরূপ প্রতীতিই তাহার সাক্ষী। সুতরাং দেহাদিতে জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মের অধ্যাস হয় বলিয়া অধ্যস্ত জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মের আশ্রয় দেহও অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে। সুতরাং দেহাদিকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞাতাই অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধচৈতন্যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস স্বীকার করিতে পারেন না। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবেই বুদ্ধিধর্ম্ম জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অধ্যাস হইয়া থাকে; শুদ্ধচৈতন্যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস হয় না। যে জ্ঞাতা, সেই অজ্ঞানের আশ্রয় হয়; বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে; কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয় না। যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—জ্ঞাতৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম শুদ্ধচৈতন্যেই অধ্যস্ত হয়; কিন্তু বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত হয় না। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যই অজ্ঞানেরও আশ্রয় হইবে।

জ্ঞাতৃত্বাধ্যাসসম্ভাবাচ্চ। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন এব তদ্ধর্ম্মাণাং জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাধ্যাসেন চিন্মাত্রে তদভাবাচ্চ। তেষাং চিন্মাত্র এবাধ্যাসে তু জ্ঞাতৃত্বাদিমত্যেবাজ্ঞানাঙ্গীকারেণ জীবাজ্ঞানবাদাভ্যুপগতং স্যাৎ। ১১০।

ন চ বিশেষ্যবিশিষ্টভাবস্যৈব তন্ত্রত্বাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠমেব অজ্ঞানং বিশিষ্টে জীবে সংসারহেতুর্বিশিষ্টস্য

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য জীব। এই জীবচৈতন্যকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও অজ্ঞানের আর শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব মত রক্ষিত হইল না; প্রত্যুত "অজ্ঞান জীবাশ্রিত" এই মতই সিদ্ধ হইল। আর তাহাতে অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব উপপাদন করিতে যাইয়া অজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব মতের উপপাদন করিলেন। অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব উপপাদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং অজ্ঞানের শুদ্ধ-চৈতন্যাশ্রিতত্ববাদীর অপসিদ্ধান্ত দোষই হইল এবং তাঁহাকে জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদীর মতই স্বীকার করিতে হইল। ১১০।

আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—"সংসার ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের সামানাধিকরণ্য অনুভবসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ যাহাতে অজ্ঞান, তাহাতেই সংসার ও তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। অজ্ঞানের আশ্রয়ই তত্ত্বজ্ঞান ও সংসারের আশ্রয় হইয়া থাকে। এইজন্য শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিলে তত্ত্বজ্ঞান ও সংসার শুদ্ধচৈতন্যেই স্বীকার করিতে হইবে এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ বিশিষ্ট চৈতন্য জীব, অবিদ্যা বা অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকেই জীব বলা হয়; বিশিষ্ট বস্তু বিশেষ্য ও বিশেষণ লইয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বস্তুর যেমন বিশেষণ একটি অংশ, এইরূপ বিশেষ্যও একটি অংশ। অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য জীব হইলে শুদ্ধচৈতন্যই তাহার বিশেষ্যাংশ। বিশিষ্ট বস্তু বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত ইহা লইয়া শাস্ত্রকারগণের বহু মতভেদ আছে। বিশেষ্য বস্তুই বিশেষণযুক্ত হইলে বিশিষ্টরূপ হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্য বিশেষ্য, এই বিশেষ্যে অন্তঃকরণাদিরূপ বিশেষণ যুক্ত হইলেই তাহা বিশিষ্টরূপ হইবে এবং এই বিশিষ্টরূপই জীব। জীবের সহিত ব্রহ্মের বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাব আছে। বিশিষ্ট জীব ও বিশেষ্য শুদ্ধচৈতন্য। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বিশেষ্যভূত চিন্মাত্রনিষ্ঠ হইলেও সেই বিশেষ্যনিষ্ঠ অবিদ্যা বিশিষ্টে জীবেই সংসারের হেতু হইয়া থাকে এবং বিশিষ্টরূপ যে জীব, সেই জীবনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশও হইয়া থাকে। বিশিষ্টগত তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ্যনিষ্ঠ অজ্ঞানের বিরোধী। সুতরাং জীবের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যনিষ্ঠ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে—অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতু হইবে কিরূপে? বিশেষ্যগত অজ্ঞান বিশিষ্ট জীবগত সংসারের হেতু হইবে কিরূপে? যদি অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতু হয়, তবে শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান ঘটাদিগত সংসারেরও হেতু হউক; অর্থাৎ ঘটাদিরও সংসার হউক; এইরূপ আপত্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। অজ্ঞান ও সংসারের কার্য্য-কারণভাবে বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাবই নিয়ামক। অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতু হইবে,—যে স্থলে বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাব আছে। যে স্থলে বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাব নাই, সেই স্থলে অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতুও হইবে না; শুদ্ধচৈতন্যের সহিত জীবের বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাব আছে; ঘটাদির সহিত নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান বিশিষ্টগত সংসারের কারণ হইলে বিম্ব-চৈতন্যরূপ ব্রহ্মেও সংসারের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যারূপ উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া অর্থাৎ বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে ভিদ্যমান হইয়া জীব ও ঈশ্বর হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বত্ব-বিশিষ্ট চৈতন্য জীব ও বিম্বত্ববিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বর। শুদ্ধচৈতন্যই কেবল চৈতন্য। শুদ্ধচৈতন্যে বিম্বত্ব বা প্রতিবিম্বত্ব কোন ধর্ম্মই নাই। ঈশ্বর ও জীব উভয়ই বিশিষ্ট চৈতন্য; শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান যদি বিশিষ্টচৈতন্যে সংসারের হেতু হয়, তবে জীবে ও ঈশ্বরে সমানভাবে সংসারের হেতু হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরও ত বিশিষ্ট চৈতন্য; কিন্তু অবিদ্যাপ্রযুক্ত

তত্ত্বজ্ঞানবিরুদ্ধঞ্চেতি বাচ্যম্, বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যপি সংসারাপত্তেঃ। দেহং প্রতি বিশেষ্যাহঙ্কারস্য কর্তৃকত্বেন দেহবিশিষ্টে ভোক্তৃত্বাপাতাচ্চ। বিশেষ্যস্থমুক্তেঃ বিশিষ্টস্থসংসারবিরোধাপাতাচ্চ। ১১১।

ন চ উপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বস্বাভাব্যাৎ জীবে এব সংসার ইতি বাচ্যম্, শ্রুত্যাদিসাম্যে অর্দ্ধজরতীয়াযোগেন চিন্মাত্র এব অজ্ঞানস্যেব সংসারস্যাপি অঙ্গীকার্য্যত্বাৎ প্রতিবিম্বস্য ছায়াদিবদ্‌বস্ত্বন্তরাচ্চ।

সংসার ঈশ্বরেরও আছে এই কথা কেহই স্বীকার করেন না, ঈশ্বর সংসারী এই কথা অদ্বৈতবাদিগণও বলেন না। অথচ শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞানের দ্বারা বিশিষ্ট চৈতন্যের সংসারিত্ব হইলে বিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বরেরও সংসারিত্বের আপত্তি হইবে। মূলগ্রন্থে যে "বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যপি" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—বিম্বত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে এইরূপ বুঝিতে হইলে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বরই বিশিষ্ট ব্রহ্ম।

আরও কথা এই যে—বিশেষ্যনিষ্ঠ কারণের দ্বারা বিশিষ্টে কার্য্য উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ কারণ বিশেষ্যে থাকিয়া বিশিষ্টে কার্য্যের উৎপত্তি করিয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করিলে আরও দোষ এই হইবে যে—দেহেরও ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে, আত্মাকে লোকে ভোক্তা জানে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে অনাত্মা দেহেরও ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইবে। জীবের জীবদ্দশাতে তাহার দেহ অহঙ্কারবিশিষ্ট; জীবদ্দশাতে দেহ সর্ব্বদা অহঙ্কারসন্নিহিত। এইজন্য অহঙ্কার বিশিষ্ট দেহের বিশেষ্য; এই বিশেষ্য অহঙ্কারে কর্তৃত্ব ধর্ম্ম আছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। সুতরাং অহঙ্কারবিশিষ্ট দেহে অহঙ্কারনিষ্ঠ কর্তৃত্বরূপ কারণপ্রযুক্ত অহঙ্কারবিশিষ্ট দেহে ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইবে। কর্তৃত্বজন্যই ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে। ভোক্তৃত্বের কারণ কর্তৃত্ব; বিশেষ্যনিষ্ঠ কারণ বিশিষ্টে কার্য্যের জনক হইয়া থাকে এই কথাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। সুতরাং বিশেষ্য অহঙ্কারনিষ্ঠ কর্তৃত্বের দ্বারা অহঙ্কারবিশিষ্ট দেহের ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইবে না কেন? মূলগ্রন্থে যে "দেহবিশিষ্টে" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—"বিশিষ্টরূপ দেহে"। "দেহে বিশিষ্টে" এইরূপ পাঠ থাকিলে কোন সন্দেহ থাকিত না। দেহ যে অন্তঃকরণসন্নিধানপ্রযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট, তাহা বলাই হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—বিশেষ্যস্থিত অজ্ঞান বিশিষ্ট জীবে সংসারের জনক হইয়া থাকে এইরূপ স্বীকার করিলে বিশেষ্য চৈতন্যে যে নিত্যমুক্তত্ব আছে, তাহা বিশিষ্ট চৈতন্যে সংসারের বিরোধী হইত, বিশেষ্য চৈতন্য নিত্যমুক্ত, বিশিষ্ট চৈতন্য জীব সংসারী, বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশিষ্টে কার্য্যের জনক হইয়া থাকে এইরূপ স্বীকার করাতে বিশেষ্যে চৈতন্যগত নিত্যমুক্তত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া নিত্যমুক্তত্ব ধর্ম্মের বিরোধী সংসারিত্ব বিশিষ্ট চৈতন্য জীবে থাকিবে কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণ কি সংসারিত্ব ধর্ম্মকে নিত্যমুক্তত্ব ধর্ম্মের কার্য্য বলিবেন? নিত্যমুক্তত্বজন্য সংসারিত্ব? প্রত্যুত নিত্যমুক্তত্ব সংসারিত্বের বিরোধী। বিশেষ্যে নিত্যমুক্তত্ব আছে বলিয়া বিশিষ্টে সংসারিত্ব থাকিতেই পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবমাত্রের অসংসারিত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। ১১১।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—শুদ্ধচৈতন্যমাত্র সম্বন্ধীয় অজ্ঞান বিম্বত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে সংসারের আপাদক হয় না; কিন্তু প্রতিবিম্বত্ববিশিষ্ট চৈতন্যে অর্থাৎ জীবেই সংসারের আপাদক হইয়া থাকে। উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বরূপ স্বভাবপ্রযুক্তই এইরূপ হইয়া থাকে। দর্পণরূপ উপাধির দ্বারা প্রতিবিম্ব মুখেই মলিনতা প্রভৃতির আরোপ হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রীবাস্থ বিম্বভূত মুখে মলিনতাদির আরোপ হয় না। এইরূপ দর্পণের দোষপ্রযুক্ত প্রতিবিম্ব মুখেই হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব বক্রত্ব স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রীবাস্থিত বিম্বভূত মুখে হয় না। এইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধিপ্রযুক্ত সংসার প্রতিবিম্ব জীবেই হইবে; কিন্তু বিম্ব ঈশ্বরে হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বস্বভাব কেন কল্পনা করিতেছেন? চৈতন্যেই সংসার অঙ্গীকার করিলেই হইত; শুদ্ধচৈতন্যই সংসারী এইরূপ বলিলেই হইত।

অচাক্ষুষস্য চৈতন্যস্য গন্ধরসাদিবৎ প্রতিবিম্বানর্হত্বাচ্চ। প্রতিবিম্বত্বে জীবস্য সাদিত্বাদ্যাপত্তেশ্চ। সূর্য্যস্য জল ইব মরীচিকাজলেষু অপ্রতিফলনেন চিদসমসত্তাকস্য অজ্ঞানস্য চিতং প্রতি উপাধিত্বাযোগাচ্চ।

যদি বলা যায়—শুদ্ধচৈতন্যে সংসার স্বীকার করিলে শুদ্ধচৈতন্যের নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। শ্রুতিবিরোধভয়েই শুদ্ধচৈতন্যে সংসার স্বীকার করা যায় না। তবে আমরাও বলিব—শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিলে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধও ত ঘটিবে। যাহাতে অজ্ঞান আছে, তাহা অজ্ঞ; অজ্ঞানের আশ্রয়কেই অজ্ঞ বলে; ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে ব্রহ্মও অজ্ঞই হইবেন। আর তাহাতে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যে সংসার স্বীকার করিলেও যেরূপ শ্রুতিবিরোধ হয়, শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিলেও সেইরূপ শ্রুতিবিরোধই হয়। শুদ্ধচৈতন্যের অজ্ঞান ও সংসার উভয়ই তুল্যভাবে শ্রুতিবিরুদ্ধ। উভয়পক্ষই তুল্যভাবে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও শ্রুতিবিরুদ্ধ একটি পক্ষ মানিব, শ্রুতিবিরুদ্ধ অপর পক্ষটি মানিব না এইরূপ অর্দ্ধজরতীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যেমন শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ শুদ্ধ-চৈতন্যে সংসারও স্বীকার করিতে পারেন। শ্রুতিবিরুদ্ধ পক্ষ স্বীকার করিলে একটি মানিব, অপরটি মানিব না ইহার অর্থ কি? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের অর্দ্ধজরতীয় প্রক্রিয়া নিতান্ত অসঙ্গত। এইজন্য উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব প্রকৃত স্থলে সম্ভাবিতই নহে। শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না।

আরও কথা এই যে—চিন্মাত্র ও জীবের যদি বিশেষ্যবিশিষ্টভাব থাকিত, তবে এই বিশেষ্য-বিশিষ্টভাবরূপ নিয়ামকপ্রযুক্ত অবিদ্যারূপ উপাধির প্রতিবিম্বরূপ জীবেই সংসারাপাদকত্ব স্বীকার করা যাইত; কিন্তু চৈতন্যের সহিত জীবের বিশেষ্যবিশিষ্টভাব নাই; জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। প্রতিবিম্ব ছায়ার মত অত্যন্ত পৃথক্ বস্তু; বৃক্ষচ্ছায়া বৃক্ষ হইতে যেমন অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু, সেইরূপ প্রতিবিম্ব জীবও ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। এইজন্য চৈতন্যের সহিত জীবের বিশেষ্যবিশিষ্টভাব নাই। পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই তাহা নাই। আর চিন্মাত্র বস্তুর প্রতিবিম্বই কখনও সম্ভব হয় না। কারণ চিন্মাত্র বস্তু অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য নহে। যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য নহে, তাহার কখনও প্রতিবিম্ব হয় না; যেমন অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবেদ্য গন্ধ-রসাদির কখনও প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায় না। এইরূপ চিন্মাত্র বস্তু অচাক্ষুষ বলিয়া অবিদ্যাতে তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য মুখাদিরই স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায়। চিন্মাত্র বস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য নহে বলিয়া তাহার প্রতিবিম্ব হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যায় যে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব জীব হইলে জীবের সাদিত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। প্রতিবিম্ব কখনও অনাদি হয় না। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যায় চৈতন্যপ্রতিবিম্বকে জীব বলিয়া ঐ জীবকে অনাদি বলেন। তাহা ত যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রতিবিম্ব-জীববাদ সঙ্গত নহে।

আরও কথা এই যে—উপাধি ও বিম্বের সমানসত্তা থাকিলেই উপাধিতে বিম্বের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে; উপাধি ও বিম্বের অসমানসত্তা হইলে সেই উপাধিতে সেই বিম্বের প্রতিবিম্ব হয় না। যেমন সূর্য্যের সমানসত্তাবিশিষ্ট নদী জলেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে; প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট মরীচিকা-জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয় না; কারণ ঐ মরীচিকা-জল ও সূর্য্য অসমানসত্তাক-। সেইরূপ চৈতন্য ও অবিদ্যা অসমানসত্তাক বলিয়া অবিদ্যাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। চৈতন্যের অসমানসত্তাক যে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার চৈতন্যের প্রতি উপাধিত্বই উপপন্ন হয় না। আর স্বচ্ছ দ্রব্যেই প্রতিবিম্ব হইতে দেখা যায়; অস্বচ্ছ দ্রব্যে কখনও প্রতিবিম্ব হয় না। সুতরাং প্রতিবিম্ব যে উপাধিতে হয়, স্বচ্ছ দ্রব্যত্বই সেই উপাধির উপাধিত্বের প্রযোজক; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞান অস্বচ্ছ দ্রব্য;

অস্বচ্ছদ্রব্যস্য অজ্ঞানস্য প্রতিবিম্বনোপাধিত্বাযোগাচ্চ। অবিদ্যায়াঃ চিন্মাত্রাভিমুখ্যাভাবাচ্চ। উপাধেরজ্ঞানস্য আকাশাদ্যাত্মনা পরিণামে প্রতিবিম্বাপায়াপাতাচ্চ। ১১২।

কিঞ্চ উপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বমপি দুর্ব্বচম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—তত্ত্বং নাম কিং তত্র স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্বং বা? (১) স্বকার্য্যপ্রতিভাসকত্বং বা? (২) স্বকার্য্যনিষ্ঠধর্ম্মপ্রতিভাসকত্বং বা? (৩) প্রতিবিম্বং প্রতি স্ববিষয়াচ্ছাদকত্বং বা? (৪) ইতি বিবেচনীয়ম্। নাদ্যঃ, মালিন্যাদের্দর্পণনিষ্ঠত্ববৎ

প্রতিবিম্ব হওয়ার প্রতি সেই অস্বচ্ছ দ্রব্য অজ্ঞানের উপাধিত্বই উপপন্ন হয় না। স্বচ্ছ দ্রব্যত্বই উপাধিত্বের প্রযোজক; স্বচ্ছ দ্রব্যত্বরূপ প্রযোজক অজ্ঞানে নাই বলিয়া চৈতন্যপ্রতিবিম্বের উপাধি অজ্ঞান হইতেই পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ অস্বচ্ছ দ্রব্য অজ্ঞানে যদি চৈতন্যপ্রতিবিম্ব হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে অস্বচ্ছ পাষাণাদিতেও মুখাদির প্রতিবিম্ব হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিবিম্বজীববাদ সঙ্গত নহে। আর দর্পণাদি উপাধিতে যে মুখাদির প্রতিবিম্ব হয়, তাহাতে দর্পণাদি উপাধি মুখাদি বিম্বের অভিমুখ হইতে দেখা যায়। সুতরাং আভিমুখ্যই উপাধিত্বের প্রযোজক; কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে চৈতন্য ও অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান উভয়ই সর্ব্বগত বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন; এইজন্য অবিদ্যার চিন্মাত্রের প্রতি আভিমুখ্য কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বিম্বচৈতন্যের আভিমুখ্যরূপ উপাধিত্বের প্রযোজক অজ্ঞানে নাই বলিয়া অজ্ঞান উপাধি হইতে পারে না এবং অজ্ঞানে চৈতন্যের প্রতিবিম্বও সম্ভব নহে। আর জলাদিতে যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব হয়, জলাদির কর্দ্দমাদিরূপে পরিণাম হইলে সেই সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দূরীভূত হইয়া যায়; এইরূপ জীবরূপ প্রতিবিম্বের উপাধিভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেরই সম্পূর্ণভাবে অপরিচ্ছিন্ন, আকাশাদিরূপে পরিণাম হইলে জীব নামক চিৎপ্রতিবিম্ব দূরীভূত হইয়া যাওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের আকাশাদিরূপে পরিণাম হইলে আর তাহাতে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব সম্ভব হইবে না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিবিম্বজীববাদ সঙ্গত নহে এবং তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"উপাধি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী হইয়া থাকে, ইহাই উপাধির স্বভাব" ইত্যাদি, তাঁহাদের সেই সকল উক্তিও সঙ্গত নহে। ১১২।

আরও কথা এই যে—এই স্থলে "উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বরূপ স্বভাব" ইহাও বলা যায় না; কারণ ঐ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে বিকল্প করিয়া অর্থাৎ বহু পক্ষ করিয়া প্রশ্ন করিলে কোন পক্ষেই উহার সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে "ইহা কি এইরূপ? অথবা ঐরূপ?" ইত্যাদিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কোনরূপেই উহা সুস্থিত হয় না। উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব কথাটি যে বিচারসহ নহে, তাহাই দেখান হইতেছে; —অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলিয়াছেন, সেই উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব কি প্রতিবিম্বে উপাধির নিজধর্ম্মের প্রতিভাসকত্ব? (১), কিংবা প্রতিবিম্বে উপাধির নিজকার্য্যের প্রতিভাসকত্ব? (২), অথবা প্রতিবিম্বে উপাধির নিজকার্য্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের প্রতিভাসকত্ব? (৩), কিংবা প্রতিবিম্বের প্রতি উপাধির নিজ বিষয়ের আচ্ছাদকত্ব? (৪), উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলিলে উক্ত পক্ষচতুষ্টয়ের কোন্ পক্ষটি বুঝিতে হইবে, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এই পক্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না; প্রতিবিম্বে উপাধির নিজধর্ম্মের প্রতিভাসকত্বই উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব, ইহাই প্রথম পক্ষ। এই প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান উপাধি, ঈশ্বরচৈতন্য বিম্ব এবং জীবচৈতন্য প্রতিবিম্ব; যেমন দর্পণাদি উপাধি, মুখাদি বিম্ব এবং দর্পণাদিগত মুখাদি প্রতিবিম্ব। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব মুখাদিতে প্রতীয়মান মালিন্যাদি ধর্ম্ম যেমন দর্পণাদিরূপ উপাধিনিষ্ঠ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিবিম্ব জীবে প্রতীয়মান সংসাররূপ ধর্ম্ম অজ্ঞানরূপ উপাধিনিষ্ঠ নহে। ঐ সংসার সুষুপ্তি, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাত্রয়ে অনুবৃত্ত অজ্ঞানরূপ কিংবা অজ্ঞানাবচ্ছিন্নস্বরূপই হউক, অথবা সুষুপ্তি, মূর্চ্ছাদিতে

সুষুপ্ত্যাদ্যনুবৃত্তস্য অবিদ্যারূপস্য বা অবিদ্যাবচ্ছিন্নত্বরূপস্য বা সুষুপ্ত্যাদ্যননুবৃত্তস্য কর্ত্তৃত্ব-প্রমাতৃত্বাদিরূপস্য বা সংসারস্য অজ্ঞাননিষ্ঠত্বাভাবাৎ। জ্ঞানক্রিয়াসংস্কারাণাঞ্চ ত্বন্মতে অজ্ঞানস্থত্বেঽপি নিত্যাতীন্দ্রিয়াণাং তেষামাত্মনি কদাপি অপ্রতীতেঃ। "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ" ইতি ত্বন্মতেঽপি অবিদ্যা বন্ধিকা বন্ধো বা, ন তু বন্ধা, যেন স্বনিষ্ঠবন্ধরূপধর্ম্মসংক্রামকত্বং স্যাৎ। ১১৩।

ন দ্বিতীয়ঃ, বিচ্ছেদাদেরুপাধিকার্য্যস্য বিম্বে মহাকাশে অপি দর্শনাৎ। মুখস্থবিম্বত্বাদেঃ

অননুবৃত্ত কর্ত্তৃত্ব-প্রমাতৃত্বাদিরূপই হউক, যেরূপই হউক না কেন, প্রতিবিম্ব জীবে প্রতীয়মান ঐ সংসার অজ্ঞানে নাই। এইজন্য অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জীবে প্রতীয়মান সংসার মালিন্যাদির দর্পণনিষ্ঠত্বের ন্যায় অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে বলিয়া এইস্থলে "জীবরূপ প্রতিবিম্বে অজ্ঞানরূপ উপাধির নিজধর্ম্মের প্রতিভাসকত্বই অজ্ঞানরূপ উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব" ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। প্রতিবিম্বজীবে প্রতীয়মান সংসার ত উপাধি অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। প্রতিবিম্ব মুখাদিতে প্রতীয়মান মালিন্যাদি দর্পণাদিনিষ্ঠ হয় বলিয়া যেমন ঐ দর্পণাদিরূপ উপাধির প্রতিবিম্বে নিজধর্ম্মের প্রতিভাসকত্বকে প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলা যায়, প্রকৃত স্থলে অজ্ঞানরূপ উপাধির সেইরূপ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলা যায় না; কারণ প্রতিবিম্ব জীবে প্রতীয়মান সংসার অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। সংসার যদি অজ্ঞাননিষ্ঠ হইত, তবেই অজ্ঞানরূপ উপাধির ঐরূপ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলা যাইত। আর অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের স্বধর্ম্মসামান্যের প্রতিভাসকত্বকেও অজ্ঞানের প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলা যায় না; কারণ উপাধি অজ্ঞানে প্রতীয়মান ধর্ম্মসমূহ প্রতিবিম্বরূপ জীবনিষ্ঠ নহে। জ্ঞান ও ক্রিয়াজন্য যে সকল সংস্কার, সেই সকল সংস্কার অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানস্থ হইলেও ঐ সকল নিত্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ক্রিয়াজন্য সংস্কারের আত্মাতে কখনও প্রতীতি হয় না। যদি আত্মাতে ঐ সকল সংস্কারের প্রতীতি হইত, তবেই অজ্ঞানের নিজধর্ম্মসামান্যের প্রতিভাসকত্বকে অজ্ঞানের প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব বলা যাইতে পারিত। আর "কর্ত্তৃত্বাদিরূপ সংসার অজ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অজ্ঞাননিষ্ঠ; সুতরাং প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞানের ঐ কর্ত্তৃত্বাদি সংসাররূপ স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্ব আছে এবং তাহাই অজ্ঞানের প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব; ইহাই যুক্তিযুক্ত," ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাঁহারাই বলিয়া থাকেন—"অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশই মোক্ষ এবং অজ্ঞানই সংসার বলিয়া কথিত হয়।" সুতরাং তাঁহাদের মতেও অজ্ঞান বন্ধের অর্থাৎ উক্তরূপ সংসারের কারণীভূত কিংবা বন্ধস্বরূপ; কিন্তু বন্ধের অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিরূপ সংসারের আশ্রয় নহে। অজ্ঞান যদি বন্ধের অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিরূপ সংসারের আশ্রয় হইত, তবেই প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞানের স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্বরূপ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব সম্ভব হইত। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ত বন্ধের অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিরূপ সংসারের আশ্রয় নহে; যাহাতে প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞাননিষ্ঠ বন্ধরূপ স্বধর্ম্মসংক্রামকতা অজ্ঞানের সম্ভব হইবে। বন্ধ যদি অজ্ঞাননিষ্ঠ হইত, তবেই প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞানের স্বধর্ম্ম-সংক্রামকতা সম্ভব হইত এবং অজ্ঞানরূপ উপাধির জীবরূপ প্রতিবিম্বে স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্বরূপ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব উপপন্ন হইত। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানরূপ উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব অর্থ—প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞানের স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্ব বলিতে পারেন না। ১১৩।

আর পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিকল্পের দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—প্রতিবিম্বে উপাধির স্বকার্য্যপ্রতিভাসকত্বই কি উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব? তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধি এই যে—বাচস্পতিমিশ্র অবচ্ছেদবাদী ও বিবরণাচার্য্য প্রতিবিম্ববাদী। অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব স্বীকার করায় অবচ্ছেদবাদ এবং অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত জীব স্বীকার করায় প্রতিবিম্ববাদ বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ঘটাকাশরূপ

ব্রহ্মসার্ব্বজ্ঞ্যাদেশ্চ অনৌপাধিকত্বাপাতাচ্চ। প্রতিমুখগতস্থৌল্যাদেরুপাধিকার্য্যত্বেঽপি ইহ জীবগতস্য সংসারস্যানাদিত্বেন অকার্য্যত্বাৎ। ১১৪।

উদাহরণের দ্বারা জীবস্বরূপ প্রতিপাদন করায় কেহ কেহ মনে করেন যে—অবচ্ছেদবাদ প্রদর্শন করার জন্যই ঘটাকাশ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা নহে। ঘটাকাশ উদাহরণের দ্বারা আত্মার অসঙ্গত্ব দেখানই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এই সকল কথা বিবরণগ্রন্থে অতি বিশদভাবে বলা হইয়াছে। (বিবরণ প্রথমবর্ণক ৬৮ পৃঃ, কাশীবিজয়নগরমুদ্রিত)।

যাহা হউক, সাধারণ প্রসিদ্ধি অনুসারেই মূলকার অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতের অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। অবিদ্যারূপ উপাধিপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব হইয়া থাকে। বিম্ব ঈশ্বর ও প্রতিবিম্ব জীব। এই বিম্ব ঈশ্বরকেই শাস্ত্রে বহু স্থানে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মে বিম্বত্ব ধর্ম্ম নাই। ঘটাকাশরূপ উদাহরণের দ্বারা যে অবচ্ছেদবাদ দেখান হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—ঘটরূপ উপাধির দ্বারা মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। দর্পণরূপ উপাধির দ্বারা বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব ও ঘটাদি উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্নভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঘটাদিরূপ উপাধির দ্বারা ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বিচ্ছেদমাত্র হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ উপাধি দর্পণস্থানীয় স্বীকার করিলে ঈশ্বর ও জীবের বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব এবং অবিদ্যারূপ উপাধি ঘটস্থানীয় হইলে ঈশ্বর ও জীবের বিচ্ছেদমাত্র হইয়া থাকে। মূলগ্রন্থে যে বিচ্ছেদাদি বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—অবচ্ছেদবাদ অনুসারে বিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অনুসারে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব বুঝিতে হইবে। বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবই আদিপদগ্রাহ্য। যাহা হউক, ঘটাদিরূপ উপাধির কার্য্য যে বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ, তাহা কেবলমাত্র প্রতিবিম্বস্থানীয় ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশেই আছে এইরূপ নহে; কিন্তু বিম্বস্থানীয় মহাকাশেও আছে, কারণ বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ উভয়নিষ্ঠ। বিচ্ছেদ বা বিভাগ একটি বস্তুতে হইতে পারে না। দুইটি বস্তুতেই বিচ্ছেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। একটি বস্তুতে বিচ্ছেদ প্রতীতি হয় না। মূলগ্রন্থে আদিপদের দ্বারা বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব বলা হইয়াছে। তাহার দ্বারাও ইহাই বুঝিতে হইবে যে—উপাধিজন্য কার্য্যের প্রতিভাস কেবল প্রতিবিম্বেই হয় না, কিন্তু বিম্বেও হয়। বিম্বত্ব ও প্রতিবিম্বত্ব উভয়ই উপাধিকার্য্য। দর্পণস্থানীয় অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা ঈশ্বরের বিম্বত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বিম্বত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অবিদ্যারূপ উপাধির কার্য্য। সুতরাং উপাধির কার্য্য বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়েই দেখা যায় বলিয়া প্রতিবিম্বে উপাধির স্বকার্য্যপ্রতিভাসকত্বরূপ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব নিয়ম সিদ্ধ হয় না।

আরও কথা এই যে—উপাধির কার্য্য প্রতিবিম্বেই অবভাসমান হয়, এইরূপ কোনপ্রকারেই বলা যায় না। এইরূপ বলিলে দোষ এই হইবে যে,—মুখে বিম্বত্ব ও ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যাহা উপাধিপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, উপাধিপ্রযুক্তই বিম্বত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কেবল বিম্বে ভাসমান হয়; এই বিম্বগত ধর্ম্মসমূহেরও অনৌপাধিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে; কারণ বিম্বগত ধর্ম্ম উপাধিকার্য্য নহে, প্রতিবিম্বগত ধর্ম্মই উপাধিকার্য্য, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। বিম্বত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম ঔপাধিক নহে বলিয়া তাহার স্বাভাবিকত্বের আপত্তিই হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে—দর্পণাদিরূপ উপাধির কার্য্য স্থৌল্য, মালিন্যাদি প্রতিবিম্বেই ভাসমান হইয়া থাকে, কিন্তু বিম্বে কখনও ভাসমান হয় না, ইহাই অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব স্বীকার করাই ত উচিত অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ উপাধির কার্য্য বিচ্ছেদাদি যে কেবলমাত্র প্রতিবিম্বে ভাসমান হয় না, তাহা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে—

ন তৃতীয়চতুর্থৌ, দর্পণঘটাদাবদৃষ্টেঃ। এবং বুদ্ধিরূপোপাধেরপি ন প্রতিবিম্বপক্ষপাতিতম্, তস্য প্রতিবিম্বাপক্ষপাতিজবাকুসুমস্থানীয়ত্বেন তৎপক্ষপাত্যাদর্শস্থানীয়ত্বাভাবাৎ। ১১৫।

প্রতিবিম্বে ভাসমান ধর্ম্মমাত্রই উপাধির কার্য্য হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব জীবে যে সংসার ভাসমান হয়, তাহা অনাদি। এই প্রতিবিম্ব জীবগত অনাদি সংসার অবিদ্যারূপ উপাধির কার্য্য হইলে সংসারেরও সাদিত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কার্য্য বস্তু অনাদি হইতে পারে না। অথচ সংসারের অনাদিত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিবিম্ব মুখগত স্থৌল্য মালিন্যাদি যেমন ঔপাধিক, জীবগত সংসার সেইরূপ ঔপাধিক হইতে পারে না। স্থৌল্য, মালিন্যাদি সাদি বস্তু; আর সংসার অনাদি বস্তু। এই জন্য প্রতিবিম্ব মুখের সহিত জীবের সাম্য নাই। ১১৪।

এইরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষও সঙ্গত নহে; কারণ দর্পণরূপ উপাধিজন্য প্রতিবিম্বত্ব ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং ঘটরূপ উপাধিজন্য কেবল বিচ্ছেদরূপ কার্য্যই হইয়া থাকে। সুতরাং উপাধিজন্য কার্য্য স্থৌল্য, মালিন্য, বিচ্ছেদ প্রভৃতি। এই কার্য্যনিষ্ঠ কোন ধর্ম্মের প্রতিভাস প্রতিবিম্বে হয় না বলিয়া উপাধিকে প্রতিবিম্বে তাদৃশ ধর্ম্মের প্রতিভাসক বলা যায় না। সুতরাং তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত অর্থাৎ দর্পণ বা ঘটরূপ উপাধি স্বীয় কার্য্যগত কোন ধর্ম্মের প্রতিবিম্বে প্রতিভাসক হয় না, এই জন্য তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত। এইরূপ দর্পণ ও ঘটাদিরূপ উপাধি প্রতিবিম্বের প্রতি স্বীয় বিষয়ের আচ্ছাদকও হয় না। দর্পণ ও ঘটের বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ এবং প্রতিবিম্ব জড় বস্তু। জড় বস্তুর প্রতি কেহই আচ্ছাদক হয় না। প্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রতিই আচ্ছাদন সম্ভব হয়। অনাচ্ছাদিত বস্তু যাহার নিকট প্রকাশমান হয়, আচ্ছাদনের দ্বারা তাহার নিকটেই অপ্রকাশ সম্ভব হয়। সুতরাং চতুর্থ পক্ষও অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ অবিদ্যাকে উপাধি না বলিয়া বুদ্ধিকেই উপাধি বলিয়াছেন। অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব, ইহা যেরূপ অবিদ্যারূপ উপাধিবাদিগণ স্বীকার করেন, সেইরূপ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব ইহাও কোন অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী বুদ্ধি চৈতন্যের বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সম্পাদন করিয়া প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতিনী হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এই মতও যে অসঙ্গত, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন—"এবং" ইত্যাদি। বুদ্ধিকে যাঁহারা উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উপাধি দ্বিবিধ; প্রতিবিম্বপক্ষপাতী উপাধি ও প্রতিবিম্বের অপক্ষপাতী উপাধি। দর্পণাদি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী উপাধি এবং জবাকুসুমাদি স্ফটিকগত লৌহিত্যাদির প্রতি প্রতিবিম্বের অপক্ষপাতী উপাধি। স্ফটিকগত লৌহিত্য জবাকুসুমরূপ উপাধিজন্য হইলেও জবাকুসুম স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত নহে। স্ফটিকে ভাসমান লৌহিত্য প্রতিবিম্ব না হইলেও তাহা আভাস। প্রতিবিম্ব সত্য বস্তু এবং আভাস মিথ্যা বস্তু। সুতরাং বুদ্ধিগত চিদাভাসই জীব, এইরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রতিবিম্বস্থানীয় আভাসের পক্ষপাতিতা উপাধির নাই। এই আভাসবাদীর মতে বুদ্ধি প্রতিবিম্বের অপক্ষপাতী জবাকুসুমস্থানীয় বলিয়া বুদ্ধি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী আদর্শস্থানীয় নহে। সুতরাং আভাসবাদীর মতে অর্থাৎ চিদাভাসকেই যাঁহারা জীব বলেন, চিৎপ্রতিবিম্বকে জীব বলেন না, তাঁহাদের মতে উপাধির প্রতিবিম্বস্থানীয় আভাসের পক্ষপাতিত্ব নাই। এইজন্য উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বপ্রযুক্ত জীবেই সংসার ভাসমান হয় এইরূপ বলা যায় না। আভাসের সহিত প্রতিবিম্বের বৈলক্ষণ্য অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। চিৎপ্রতিবিম্ব জীব বিবরণাচার্য্যের মত। চিৎপ্রতিবিম্ব জীব নহে, কিন্তু চিদাভাসই জীব ইহা বার্ত্তিককারের মত। চিদাভাসই জীব এই মতটি পঞ্চদশী গ্রন্থেও সমর্থিত হইয়াছে। ১১৫।

ননু ন উপাধ্যবচ্ছিন্নঃ তৎপ্রতিবিম্বিতো বা জীবঃ, কিন্তু অবিদ্যয়া ব্রহ্মণ এব জীবত্বম্, "রাজসূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধভাবো নিবর্ত্ততে। যথৈবমাত্মনোঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ॥" ইতি বার্ত্তিকোক্তেঃ। "কশ্চিৎ কিল রাজপুত্রো ব্যাধগৃহে সম্বৰ্দ্ধিতঃ" ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যাচ্চ। ব্যাধবৰ্দ্ধিতরাজপুত্রদৃষ্টান্তোক্ত্যা ব্রহ্মৈব স্বাবিদ্যয়া সংসরতি স্ববিদ্যয়া মুচ্যত ইতি স্বীকারাচ্চ। নিত্যমুক্তশ্রুতিস্তু তত্ত্বতঃ কদাপি সংসারাভাববিষয়েতি চেৎ ন, যাদৃশঃ কল্পিতোঽপি অনর্থরূপো জ্ঞানোচ্ছেত্তব্যো বন্ধঃ সদা তদভাবস্যৈব তচ্ছ্রুত্যর্থত্বেন কল্পিতেনাপি সংসারেণ অস্পৃষ্টচৈতন্যাভাবে নিত্যমুক্তত্বশ্রুতের্নির্বিবষয়ত্বাপাতাৎ। অন্যথা মুক্তৌ শোকাভাবশ্রুতিরপি শোকস্য তাত্ত্বিকনিষেধপরা স্যাৎ। অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিনা অনুভবসিদ্ধাৎ জীবাৎ অন্যস্য চেতনস্যাভাবেন সার্ব্বজ্ঞ্যাদিশ্রুতের্নির্বিবষয়ত্বাপত্তেশ্চ। বহুজীববাদে ব্রহ্মভাবরূপমুক্তেরপুমর্থতাপত্তেশ্চ। একজীববাদেঽপি জীব-ব্রহ্মণোঃ সংসার্য্যসংসার্য্যাদিব্যবস্থাশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তয়োর্ব্যাবহারিকভেদ-

---

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যও জীব নহে এবং অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও জীব নহে; কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে—"ব্যাধগৃহবৰ্দ্ধিত রাজকুমারের স্মৃতিপ্রাপ্তিতে যেমন তাহার ব্যাধভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা অজ্ঞ আত্মারও জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" বৃহদারণ্যকভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্যাধগৃহে বৰ্দ্ধিত রাজকুমারের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—অতিপ্রাচীন দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি ব্যাধগৃহে বৰ্দ্ধিত রাজকুমারের আখ্যায়িকার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সমর্থন করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপতঃ এই যে—কোনও রাজকুমার অতিশৈশবে গণ্ডাদিদোষপ্রযুক্ত রাজকর্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিত্যক্ত সেই রাজকুমারকে ব্যাধগণ পরিপালন করে। ক্রমশঃ প্রাপ্তযৌবন রাজকুমার ব্যাধসংসর্গপ্রযুক্ত ব্যাধভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পরে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত অন্য অধিকারী না থাকায় রাজমন্ত্রিগণ ব্যাধবৰ্দ্ধিত এই রাজকুমারকে রাজপুত্র বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। নিজের ব্যাধভাবনার দৃঢ়তাপ্রযুক্ত রাজকুমার প্রথমতঃ নিজের রাজপুত্রত্ব বুঝিতে না পারিলেও মন্ত্রিগণের দৃঢ় উপদেশের ফলে নিজের কল্পিত ব্যাধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রাজভাবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যার প্রভাবে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্যরূপ উপদেশের প্রভাবে কল্পিত জীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মই স্বীয় অবিদ্যার দ্বারা সংসারী হইয়া থাকে এবং স্বীয় বিদ্যার প্রভাবে মুক্ত হইয়া থাকে। জীবের নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—জীবে পারমার্থিকভাবে কখনও সংসার নাই। পারমার্থতঃ জীবে সংসার নাই ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতি জীবকে নিত্যমুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্পিত সংসারের দ্বারা জীবের নিত্যমুক্ততার ব্যাঘাত ঘটে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মই যদি অবিদ্যার দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সংসাররূপ বন্ধ কল্পিত হইলেও ঐ সংসারের দ্বারা অস্পৃষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য আর পৃথক্ নাই ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে বন্ধ কল্পিত হইলেও যাদৃশ অনর্থরূপ বন্ধ অর্থাৎ সংসার জ্ঞানের দ্বারা উচ্ছেদ্য হয়, সর্ব্বদা তাদৃশ বন্ধের অভাবই নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ বলিয়া সংসারাস্পৃষ্ট চৈতন্যের অভাবে ঐ নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া বন্ধরূপ সংসারাস্পৃষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য পৃথক্ নাই ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় কে হইবে? সংসারাস্পৃষ্ট চৈতন্য ত নাই। অথচ অনর্থরূপ যাদৃশ বন্ধ কল্পিত হইলেও জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয়, তাদৃশ বন্ধের

স্যাপি অভাবেন ত্বন্মতেঽপি তৎপরাভিঃ "দ্বাসুপর্ণা" (মু—৩।১।১) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ "অন্যশ্চ পরমো রাজন্ তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ" "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ !" (গী – ৪।৫) ইত্যাদি স্মৃতিভিশ্চ "ন শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" (ব্রঃ সূঃ – ১।২।২১) "ভেদব্যবদেশাচ্চান্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২) "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ—২।১।২১) ইতি সূত্রৈশ্চ "তস্মাচ্ছারীরাদন্য এবেশ্বরঃ"

অভাবই নিত্যমুক্তত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিতে নিত্যমুক্তত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি নির্ব্বিষয়কই হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে অর্থাৎ সংসারবিশিষ্ট চৈতন্যেও যদি নিত্যমুক্তত্ববোধক শ্রুতির উপপত্তি হয়, তাহা হইলে তদনুসারে মুক্তিতে যে শোকাভাববোধক শ্রুতি আছে, সেই শ্রুতিরও শোকবিশিষ্ট চৈতন্যে তাত্ত্বিক শোকাভাবপ্রতিপাদনপর বলিয়া উপপত্তি হইতে পারিবে। অথচ শোকাভাববোধক শ্রুতি মুক্তিতেই শোকাভাব বুঝাইয়াছেন। আর অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রদর্শিতরূপে সার্ব্বজ্ঞ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতিও নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়িবে। কারণ অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপে অনুভবসিদ্ধ জীব ব্যতীত অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত মতে অপর কোনও চৈতন্য নাই, যিনি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় হইতে পারেন। তাঁহাদের উক্ত মতে ব্রহ্মই অবিদ্যার দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ জীব ব্যতীত তাঁহাদের উক্ত মতে ত অপর কোন চেতন নাই। আর ঐ জীবও অসর্ব্বজ্ঞাদিরূপ বলিয়া সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। তাহা হইলে সার্ব্বজ্ঞ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় কে হইবে ? সার্ব্বজ্ঞ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতি নির্ব্বিষয়কই হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত মতে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির অপুরুষার্থতার আপত্তি হইয়া পড়ে। তাঁহাদের প্রদর্শিত মতে ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং জীব ব্যতীত সংসারাস্পৃষ্ট ব্রহ্ম নাই বলিয়া ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারিবে না। অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে বহু জীব স্বীকার করা হয়, সেই মতে প্রদর্শিত দোষের প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে এক জীব স্বীকার করা হয়, সেই মতেও ব্রহ্মই অবিদ্যার দ্বারা একজীবভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া এবং সেই জীবাতিরিক্ত চৈতন্য নাই বলিয়া সংসারী ও অসংসারী অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত এই ব্যবস্থাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের সহিত তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের ঐ একজীববাদে জীব ও ব্রহ্মের ব্যাবহারিক ভেদও নাই বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি, স্মৃতি, সূত্র, শাঙ্করভাষ্য এবং বিবরণগ্রন্থের সহিতও তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বদা সংযুক্ত সখা (সমানস্বভাব) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একটি বৃক্ষকে (দেহকে) আলিঙ্গন করিয়া আছে" ইত্যাদি ; স্মৃতি বলিয়াছেন—"হে রাজন্ ! পরমেশ্বর অন্য এবং পঞ্চবিংশ বর্ণ মকারের বাচ্য জীব অপর" "হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! সেই সমস্ত আমি জানি, তুমি সেই সমস্ত জান না" ইত্যাদি, ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন— "সাংখ্যোক্ত প্রধান যেমন পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামী নহে, সেইরূপ জীবও পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামী নহে ; কারণ কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই জীবের ভিন্নতা উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ১।২।২১)", "অন্য শ্রুতিতে আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে অন্তর্য্যামী ভিন্ন বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় আদিত্যান্তর্গত উপাস্য পুরুষ জীব নহে, কিন্তু পরমেশ্বর (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২)" "শ্রুতি ব্রহ্মকে জীবভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক। এই কারণেই হিতাকরণাদি দোষ হয় না। (ব্রঃ সূঃ ২।১।২১)"। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অতএব জীব হইতে অন্য ঈশ্বর অন্তর্য্যামী (১।২।২০)" "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ই চেতন (১।২।১১)" "জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে একজন কর্ত্তা ভোক্তা এবং অপর জন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পাপ্মত্বাদিগুণরহিত।(১।২।৮)"। আর বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন—"অবদাতত্ব ও শ্যামত্ব এই দুইটি ধর্ম্মই যেমন বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এই উভয়ের প্রত্যেকেতেই থাকে না, কিন্তু বিম্বে অবদাতত্ব এবং প্রতিবিম্বে শ্যামত্ব এইরূপ নিয়মিতভাবে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও সংসরণ অর্থাৎ অনাবরণ ও আবরণ এই দুইটি বিম্বভূত ব্রহ্ম ও প্রতিবিম্বভূত জীবের প্রত্যেকেতেই থাকে না, কিন্তু বিম্বভূত ব্রহ্মে অনাবরণ ও প্রতিবিম্বভূত

"আত্মানৌ হি তাবুভৌ চেতনৌ" "একঃ কর্ত্তা ভোক্তান্যস্তদ্বিপরীতোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ" ইত্যাদিভ্রম্ভাষ্যেণ "তত্ত্বজ্ঞানসংসরণে চ অবদাতত্বশ্যামত্বাদিবৎ নেতরেতরত্রাবতিষ্ঠেতে" ইত্যাদিবিবরণাদিগ্রন্থৈশ্চ বিরোধাচ্চ। ১১৬।

কিঞ্চ চিন্মাত্রস্য অজ্ঞানং স্বাভাবিকং চেৎ আনন্দাদিবৎ ন নিবর্ত্তেত, ঔপাধিকত্বে উপাধিঃ স্বয়মেব চেৎ আত্মাশ্রয়োঽন্যশ্চেৎ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ চক্রকাপত্ত্যনবস্থাদিরিতি সংক্ষেপঃ। বিস্তরস্তু আকরে দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাৎ ন চিন্মাত্রমজ্ঞানাশ্রয় ইতি সিদ্ধম্। ১১৭।

সর্ব্বজ্ঞঃ অজ্ঞানাশ্রয় ইতি দ্বিতীয়বিকল্পোঽপি আপাতরমণীয়ত্বাদযুক্তঃ। তথাহি—ত্বন্মতে শুদ্ধব্রহ্মণঃ চিদাত্মত্বেঽপি তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কথমজ্ঞানাশ্রয়ত্বং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু—১।১।৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সার্ব্বজ্ঞ্যাজ্ঞানয়োঃ সামানাধিকরণ্যকল্পনায়া উপহাসমাত্রত্বাৎ। ন চ সবিশেষমেব সর্ব্বজ্ঞমিতি বাচ্যম্, "তুরীয়ং সর্ব্বদৃক্" ইতি শুদ্ধে সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রবণাৎ। এতেন "সর্ব্বজ্ঞত্বং হি ভ্রান্ত্যা বা প্রমাণতো বা স্বরূপজ্ঞপ্ত্যা বা

জীবে আবরণ এইরূপ নিয়মিতভাবেই থাকে"। অদ্বৈতবাদিগণের একজীববাদে জীব-ব্রহ্মের ব্যাবহারিক ভেদও নাই বলিয়া এই প্রদর্শিত জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি, স্মৃতি, সূত্র, শাঙ্করভাষ্য ও বিবরণাচার্য্যের উক্তির সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রদর্শিত মতের বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ১১৬।

আরও কথা এই যে—চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন, চিন্মাত্র ব্রহ্মের সেই অজ্ঞান কি স্বাভাবিক? অথবা ঔপাধিক? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে চিন্মাত্রের আনন্দাদিস্বরূপের ন্যায় ঐ অজ্ঞানের নিবৃত্তি কখনও হইবে না। যাহা স্বাভাবিক, তাহা সত্য; সত্য বস্তুর কখনও নিবৃত্তি হয় না। চিন্মাত্রের স্বাভাবিক আনন্দাদিস্বরূপ সত্য বলিয়া যেমন নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ চিন্মাত্রের স্বাভাবিক অজ্ঞানও সত্য বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে না। আর চিন্মাত্র ব্রহ্মের অজ্ঞান যদি ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধি কি, তাহা বলিতে হইবে। যদি অজ্ঞান স্বয়ংই নিজের উপাধি হয়, তাহা হইলে নিজের উৎপত্তিতে নিজের অপেক্ষা করে বলিয়া আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। আর "অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধি অপর একটি অজ্ঞান" এইরূপ বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। তাহাতে "অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধির সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের ঔপাধিকত্বের সিদ্ধি হইবে এবং অজ্ঞানের ঔপাধিকত্বের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধির সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর তদুপরি অজ্ঞানপ্রযোজক দ্বিতীয় তৃতীয়াদি অজ্ঞানরূপ উপাধি স্বীকার করিয়া বিশ্রাম করিলে চক্রক দোষ হইবে এবং অজ্ঞানের প্রযোজক অজ্ঞানরূপ উপাধিধারা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়িবে। সুতরাং কোন মতেই চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ যে চিন্মাত্র ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। এই সংক্ষেপে অজ্ঞানের চিন্মাত্রাশ্রিতত্ব খণ্ডন করা হইল। বিস্তৃত খণ্ডনবিবরণ (ন্যায়ামৃত প্রভৃতি) আকরগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অতএব চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহে ইহাই সিদ্ধ হইল। ১১৭।

চিন্মাত্রের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব নিরাস।

অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে, কেহ কেহ সর্ব্বজ্ঞকে এবং কেহ কেহ জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, তাহা বলা হইয়াছে। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণের "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয়" এই দ্বিতীয় কল্পও আপাতরমণীয় বলিয়া অযুক্ত। এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞও যে অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, তাহাই বলা হইতেছে—অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম চিদাত্মস্বরূপ হইলেও শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং কি প্রকারে সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধ ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়তা সম্ভব হইবে? শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ

ত্রিধাপি অবিদ্যাসিদ্ধিঃ, ভ্রান্তেঃ প্রমাতৃত্বাদেশ্চ অবিদ্যামূলত্বাৎ অসঙ্গস্বরূপজ্ঞপ্তেশ্চ অবিদ্যাং বিনা বিষয়াসঙ্গতেঃ। উক্তং হি—স্বরূপতঃ প্রমাণৈর্ব্বা সর্ব্বজ্ঞত্বং দ্বিধা স্থিতম্। তচ্চোভয়ং বিনাবিদ্যাসম্বন্ধং নৈব সিদ্ধ্যতি" ইতি নিরস্তম্। অবিদ্যারহিতে তুরীয়ে সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রুতেঃ। স্বরূপজ্ঞপ্তেঃ স্বতঃ সর্ব্বকালাদ্যসম্বন্ধেঃ-

বলিয়াও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। কারণ "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই শুদ্ধ ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন। যিনি সমস্ত জানেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ; শ্রুতি শুদ্ধ ব্রহ্মকে তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও অজ্ঞান শুদ্ধ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না; তাহা বিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞতা ও অজ্ঞানের সামানাধিকরণ্য কখনও সম্ভব নহে। ঐরূপ কল্পনা করিলে তাহা কেবল উপহাসের বিষয়ই হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ নহেন। মায়োপাধিক বিশ্বভূত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ। সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন; কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ "তুরীয় অর্থাৎ অবস্থাত্রয়াতীত শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্" এই শ্রুতি শুদ্ধ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাই বলিয়াছেন। "সর্ব্বদৃক্" পদের দ্বারা শ্রুতি শুদ্ধ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাই বলিয়াছেন; চৈতন্যরূপত্ব বলেন নাই। তাহা হইলে "সর্ব্ব" পদের ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব কখনই সম্ভব নহে। সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় এইরূপ কথা বিরুদ্ধ। এইজন্য আমরা যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য। অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা না বলিয়া বিশ্বভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমাদের প্রদর্শিত বিরোধদোষের যে পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত; কারণ শ্রুতিই শুদ্ধ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা বলিয়াছেন।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—"ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ভ্রান্তির দ্বারাই হউক, কিংবা প্রমাণের দ্বারাই হউক, অথবা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারাই হউক, এই তিন প্রকারেই অবিদ্যার সিদ্ধি হইয়া থাকে; কারণ ভ্রান্তি ও প্রমাতৃত্বাদি অবিদ্যামূলক হইয়া থাকে এবং অসঙ্গ স্বরূপজ্ঞানের অবিদ্যা ব্যতীত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং প্রদর্শিত তিন প্রকারেই অবিদ্যার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্য (চিৎসুখাচার্য্য) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারাই হউক, কিম্বা প্রমাণের দ্বারাই হউক, এই দুই প্রকারে থাকিতে পারে। আর সেই স্বরূপজ্ঞান ও প্রমাণ অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না।" সুতরাং অবিদ্যাবিশিষ্ট—মায়োপাধিক ব্রহ্মেরই অর্থাৎ বিশ্বভূত ঈশ্বরেরই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব হয় এবং সেই সর্ব্বজ্ঞতা অবিদ্যাসাপেক্ষ বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরও অবিদ্যাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয়।" অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও আমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ অবিদ্যারহিত তুরীয় শুদ্ধ ব্রহ্মকেই শ্রুতি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন—অসঙ্গ স্বরূপজ্ঞানের বিষয়ের সহিত স্বভাবতঃ সম্বন্ধ সম্ভব নহে; কারণ স্বরূপজ্ঞান অসঙ্গ; এইজন্য অবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং চিন্মাত্রাশ্রিতরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ স্বরূপজ্ঞান অসঙ্গ হইলেও সেই স্বরূপজ্ঞানের যেমন স্বভাবতঃ সর্ব্বকালাদির সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; তাহা স্বীকার না করিলে স্বরূপজ্ঞানের অসত্তারই আপত্তি হইয়া পড়ে, আর স্বরূপজ্ঞানের যেমন স্বভাবতঃ সর্ব্বদেশসম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়, তাহার স্বীকার না করিলে স্বরূপজ্ঞানের অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্বরূপজ্ঞানের স্বভাবতঃই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারিবে। অথবা অদ্বৈতবাদিগণ যেমন অবিদ্যার দ্বারা স্বরূপজ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ উপপাদন করিয়া

সত্ত্বাপাতেন স্বতঃ সর্ব্বসম্বন্ধাভাবে অসর্ব্বগতত্বাপাতেন চ স্বত এব অবিদ্যয়েব অন্যেনাপি সম্বন্ধোপপত্তেশ্চ। এতেন ব্রহ্মণো জ্ঞাতৃত্বমুপেত্য অজ্ঞানং বদন্তো নিরস্তাঃ। তদুক্তম্—"অজ্ঞতাখিলসম্বেত্তুর্ঘটতে ন কুতশ্চন" ইতি সংক্ষেপঃ। ১১৮।

নাপি জীবঃ অজ্ঞানাশ্রয়ঃ ইতি তৃতীয়কল্পো যুক্তঃ। তথাহি—তত্র কো জীবপদার্থঃ? চিন্মাত্র এব বা? অবিদ্যাবচ্ছিন্নঃ আবিদ্যকবুদ্ধ্যবচ্ছিন্নো বা? তত্র প্রতিবিম্বিতো বা? নাদ্যঃ, পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। নান্ত্যৌ, কল্পিতভেদস্যাঙ্গীকারে অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। ন চ বীজাঙ্কুরন্যায়েন নৈষ দোষ ইতি বাচ্যম্, তদ্বদিহ

থাকেন, সেইরূপ অন্য কিছুর দ্বারাও তদুভয়ের সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারিবে। চিন্মাত্রাশ্রিত অবিদ্যা স্বীকার করিবার ত কোন আবশ্যকতা নাই। এই যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা যে সকল অদ্বৈতবাদী বিশ্বভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতও খণ্ডন করা হইল। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। যিনি সমস্ত জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে অজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞতা কোনরূপেই সম্ভব হয় না।" এই সংক্ষেপে সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব নিরাকরণ করা হইল। ১১৮।

ইতি সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব নিরাস॥

আর কোন কোন অদ্বৈতবাদী জীবকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। মণ্ডনমিশ্রের মতানুবর্ত্তী হইয়া বাচস্পতিমিশ্র অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিয়াছেন।* কিন্তু জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের "জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়" এই তৃতীয় কল্পও অযুক্ত। তাহাই দেখান হইতেছে।—

অদ্বৈতবাদিগণ যে জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ঐ অজ্ঞানাশ্রয় জীবরূপ পদার্থটি কি? (১) উহা কি চিন্মাত্রই? (২) অথবা উহা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অবিদ্যাপ্রযুক্ত বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য? (৩) কিংবা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সম্ভব হইতে পারে না অর্থাৎ অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে চিন্মাত্র বলা যাইতে পারে না; কারণ শ্রুতি প্রভৃতিতে চিন্মাত্রকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ চিন্মাত্র যে অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বপ্রকরণেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে চিন্মাত্র বলা যায় না। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষও সম্ভব হইতে পারে না অর্থাৎ অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অবিদ্যাপ্রযুক্ত বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য কিংবা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য এই উভয়রূপও বলা যাইতে পারে না; কারণ উক্তরূপে অবিদ্যার দ্বারা

---

* মণ্ডনমিশ্র স্বরচিত "ব্রহ্মসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিয়াছেন। প্রকটার্থবিবরণে বলা হইয়াছে যে—বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী। বাচস্পতিমিশ্র প্রায় সর্ব্বত্র মণ্ডনমিশ্রের মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বাচস্পতি ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের ব্যাখ্যা "ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা" প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বাচস্পতি ভামতীগ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে—"মন্ন্যায়কণিকাতত্ত্ব সমীক্ষাতত্ত্ববিন্দুভিঃ" ইত্যাদি। ইহার টীকাতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন—ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা বাচস্পতিমিশ্ররচিত। বাচস্পতিমিশ্রও তাঁহার গ্রন্থে বহু স্থানে ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে প্রভাকরসম্মত খ্যাতিবাদের অতি সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রাচীনগ্রন্থে অখ্যাতিবাদের অনুকূলে এইরূপ সুবিস্তৃত আলোচনা আর কোথাও নাই। অখ্যাতিবাদিগণের মধ্যেও যে পরস্পর মতবৈলক্ষণ্য ছিল, তাহা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই। অখ্যাতিবাদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে মণ্ডন অনেক চমৎকার অপূর্ব্ব কথা বলিয়াছেন। এই জাতীয় কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। এই মণ্ডনপ্রদর্শিত অখ্যাতিবাদের বাচস্পতিমিশ্রবিরচিত টীকাও অতি বিস্তৃত। এইজন্য বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকাতে, বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে ও ভামতীনিবন্ধে অখ্যাতিবাদের সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়া পরে বলিয়াছেন যে—অখ্যাতিবাদের সুবিস্তৃত খণ্ডন ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষাতে আমি করিয়াছি। এজন্য যাঁহারা অখ্যাতিবাদের বিশেষ খণ্ডন দেখিতে চান, তাহারা মৎপ্রণীত ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায় তাহা দেখিবেন।

ব্যক্তিভেদাভাবাৎ। ন চ যথা নিরংশেঽপি আকাশে ঘটঃ তটস্থ এব তদুপলক্ষ্যৈকদেশং সম্পাদ্য তেন সম্বধ্যতে, তদ্বৎ অবিদ্যাপি তটস্থৈব চিন্মাত্রমুপলক্ষ্য একদেশরূপজীবং সম্পাদ্য তত্রাবতিষ্ঠত ইতি নান্যোন্যাশ্রয়

কল্পিতভেদবিশিষ্ট চৈতন্যকে অজ্ঞানাশ্রয় জীব বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। তাহাতে "অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অবিদ্যাপ্রযুক্ত বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নরূপে কিংবা অবিদ্যাপ্রতিবিম্বরূপে জীবের সিদ্ধি হইবে এবং উক্তরূপে জীবের সিদ্ধি হইলে সেই জীবাশ্রিতরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন - বীজাঙ্কুর ন্যায়ে এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না অর্থাৎ বীজ ও অঙ্কুর বিষয়ে যেমন অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা ও জীব বিষয়ে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ বীজে ও অঙ্কুরে যেমন ব্যক্তিভেদ আছে, অবিদ্যায় ও জীবে সেইরূপ ব্যক্তিভেদ নাই। বীজে ও অঙ্কুরে ব্যক্তিভেদ আছে বলিয়া তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। অবিদ্যায় ও জীবে সেইরূপ ব্যক্তিভেদ নাই বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সমান হয় নাই বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রকৃত স্থলের অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার হয় না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—মহাকাশ বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও সেই মহাকাশে ঘট যেমন তটস্থ হইয়াই অর্থাৎ তদ্ভিন্নরূপে তদ্বোধক হইয়াই সেই মহাকাশকে ব্যাবৃত্ত করিয়া একদেশ সম্পাদন করতঃ সেঁই একদেশের সহিত সম্বদ্ধ হয় অর্থাৎ ঘট সেই ঘটাকাশরূপ একদেশে থাকে, সেইরূপ চিন্মাত্র বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও সেই চিন্মাত্রে অবিদ্যাও তটস্থ হইয়াই অর্থাৎ তদ্ভিন্নরূপে তদ্বোধক হইয়াই সেই চিন্মাত্রকে ব্যাবৃত্ত করিয়া জীবরূপ একদেশ সম্পাদন করতঃ সেই জীবরূপ একদেশে থাকে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ আশ্রয় ব্যতীত অবিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারে না। নিরাশ্রয় অবিদ্যা থাকা সম্ভব নহে; এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ সমাধানেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার হয় না। তাহাতেও "অবিদ্যার আশ্রয়ভূত জীবের সিদ্ধি হইলে অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে সেই অবিদ্যোপলক্ষিত জীবের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। ঘটের আশ্রয়ভূত ঘটাকাশের সিদ্ধি ব্যতীত যেমন ঘটের সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যার আশ্রয়ভুত জীবের সিদ্ধি ব্যতীত অবিদ্যার সিদ্ধি হয় না। আবার ঘটের সিদ্ধি ব্যতীত যেমন ঘটাকাশের সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি ব্যতীত জীবেরও সিদ্ধি হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত সমাধানেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্যই থাকিয়া যায়।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের ঐরূপ পরিহার করিতে যাইয়া আকাশ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে আকাশ অনিত্য; সুতরাং অনিত্যত্বের দ্বারাই আকাশের সাবয়বত্ব নিরূপিত হয়। এইজন্য অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে আকাশ অনিত্যত্বহেতুর দ্বারা সাবয়বরূপে নিরূপিত হয় বলিয়া ঘটাদি-সম্বন্ধ ব্যতীত স্বভাবতঃই আকাশের অংশত্ব সম্ভব হয়। সুতরাং তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"মহাকাশ বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও ইত্যাদি," তাঁহাদের সেই উক্তিও অসঙ্গত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণেরই মতে অনিত্যত্বহেতুর দ্বারা নিরূপিত যে সাবয়বত্ব, সেই সাবয়বত্বের দ্বারা আকাশের অংশত্ব সম্ভব হয় বলিয়া ঘটাকাশ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু চৈতন্য নিরংশ বলিয়া অবিদ্যাসম্বন্ধ ব্যতীত জীব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর চৈতন্যের অবিদ্যাসম্বন্ধ বলিতে গেলে অবিদ্যার আশ্রয় কি, তাহাই জিজ্ঞাসা হইবে এবং জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিলে পূর্ব্বোক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইয়া পড়িবে।

ইতি বাচ্যম্, নিরাশ্রয়াবিদ্যাযোগেন জীবসিদ্ধৌ অবিদ্যাসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ তদুপলক্ষিতজীবসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াৎ। ত্বন্মতে গগনস্য অনিত্যত্বনিরূপিতসাবয়বত্বেন স্বত এব অংশত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ অয়ং দোষঃ উৎপত্তৌ জ্ঞপ্তৌ স্থিতৌ বা ? নাদ্যঃ, উভয়োরনাদিত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অজ্ঞানস্য চিদ্ভাস্যত্বেঽপি চিতেঃ স্বপ্রকাশত্বেন তদভাস্যত্বাৎ। নান্ত্যঃ, অসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, স্থিতৌ অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। পরস্পরসাপেক্ষত্বাভাবে

ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, (১) তাহা কি উৎপত্তিতে ? (২) অথবা জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানে ? (৩) কিংবা স্থিতিতে ? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যার উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, ইহা বলা যায় না ; কারণ জীব ও অবিদ্যা উভয়ই অনাদি। অনাদি বস্তুদ্বয়ের উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখান যায় না। যে সকল বস্তুর উৎপত্তি নাই, সেই সকল বস্তুর উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখান যাইবে কিরূপে ?

আর দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যার জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, ইহাও বলা যায় না ; কারণ অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা সাক্ষিরূপ জীবপ্রকাশ্য হইলেও জীব স্বপ্রকাশ বলিয়া অবিদ্যাপ্রকাশ্য নহে। সুতরাং জীব ও অবিদ্যার জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভবাবনা নাই।

আর তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, ইহাও বলা যায় না ; কারণ স্থিতিতে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, তাহা পরস্পরাশ্রিতত্ব ও পরস্পরসাপেক্ষস্থিতিকত্ব এই দ্বিবিধরূপে সম্ভব হইয়া থাকে অর্থাৎ দুইটি বস্তু যদি পরস্পরাশ্রিত ও পরস্পরসাপেক্ষস্থিতিক হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে তাহা হয় নাই। অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার চিদাশ্রিতত্ব ও চিদধীনস্থিতিকত্ব থাকিলেও চৈতন্যে অবিদ্যাশ্রিতত্ব ও অবিদ্যাধীনস্থিতিকত্ব নাই। সুতরাং জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সিদ্ধ হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে। জীব ও অবিদ্যা পরস্পরসাপেক্ষ বস্তু ; সাপেক্ষ বস্তুর অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য। জীব ও অবিদ্যার উৎপত্তিতে ও জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ উহারা পরস্পরসাপেক্ষ। জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাধীনত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। জীব ও অবিদ্যা যদি পরস্পরসাপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাধীনত্বেরই উপপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাধীনত্বের উপপত্তির নিমিত্ত জীব ও অবিদ্যাকে পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। জীব ও অবিদ্যার উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সম্ভব নহে বলিয়া জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অবশ্য যে যে স্থলে পরস্পরাপেক্ষা প্রমিত আছে, সেই সেই স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয় না। যেমন প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতিতে একটিতে আর একটি থাকে ; কারণ ঐ সকল কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম। কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ। পরস্পরসাপেক্ষ না হইলে ঐ সকল ধর্ম্মের কেবলান্বয়িত্বই থাকে না। সুতরাং প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরাপেক্ষা প্রমিত বলিয়া ঐ সকল স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয় না। এই সকল স্থলে পরস্পরাপেক্ষা যেমন প্রমিত, সেইরূপ জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাপেক্ষা প্রমিতও নহে। জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাপেক্ষা যদি প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্বাদির মত প্রমিত হইত, তবেই প্রকৃত স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না বলা যাইত ; কিন্তু তাহা ত বলা যায় না ; কারণ জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাপেক্ষা ত প্রমিত নহে। অন্যোন্যাপেক্ষা অপ্রমিত হইলেও যদি তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে আর কোথাও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতে পারিবে না।

অন্যোন্যাধীনত্বস্যৈবানুপপত্তেঃ। ন চ প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্বাদৌ অন্যোন্যবৃত্তিবৎ ইহ অন্যোন্যাপেক্ষা প্রমিতা, অন্যথা কুত্রাপি অন্যোন্যাশ্রয়তা দোষো ন স্যাৎ। ১১৯।

নন্বু সমানকালীনয়োরপি অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবমাত্রেণ তদুপপত্তিঃ, ঘটতদবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব প্রমাণ-

---

পরস্পরাপেক্ষা অপ্রমিত হইলেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হয়। জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাপেক্ষা অপ্রমিত হইয়াও যদি অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে আর কোন স্থলেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উদ্ভাবন করা যাইবে না। ১১৯।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন আমরা জীব ও অবিদ্যার অন্যোন্যাধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি। আমাদের স্বীকৃত ঐ জীব ও অবিদ্যার অন্যোন্যাধীনতার অনুপপত্তি দেখাইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জীব ও অবিদ্যাকে পরস্পরাপেক্ষ বলিয়াছেন এবং ঐ পরস্পরাপেক্ষারূপ হেতুর দ্বারা জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়াছেন। কিন্তু জীব ও অবিদ্যার অন্যোন্যাধীনতার উপপত্তি ত সম্ভব হয়। জীব ও অবিদ্যা সমানকালীন হইলেও অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন হইলেও কেবল অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাবের দ্বারা অর্থাৎ কেবল উপহিত-উপাধিভাবের দ্বারা জীব ও অবিদ্যার অন্যোন্যাধীনতার উপপত্তি হইতে পারে। যেমন ঘট ও ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের এবং প্রমাণ ও প্রমেয়ের অন্যোন্যাধীনতার উপপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য জীব ও অবিদ্যাকে পরস্পরাপেক্ষ বলিতে হয় না এবং অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরও আপত্তি হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ঘটাকাশ ঘটাধীন হইলেও ঘট ঘটাকাশাধীন নহে বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। দৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। বিষম দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান করা যাইতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে ঘট যেমন ঘটাকাশাধীন নহে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে চৈতন্যও ত অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের অধীন নহে।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ যে চৈতন্য অজ্ঞানের অধীন নহে, সেই চৈতন্য শুদ্ধচৈতন্য; অজ্ঞানের অনধীন চৈতন্য শুদ্ধ বলিয়া তাহার জীবত্ব নাই। অথচ এই প্রকরণে আমরা অদ্বৈতবাদিগণের জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদই খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের প্রদর্শিত আপত্তিতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি শুদ্ধ চৈতন্যকে নিয়া সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের বিচারে যে আপত্তি উঠিয়াছে, শুদ্ধচৈতন্যের কথা উঠাইয়া সেই আপত্তির সমাধান করা যাইবে কিরূপে? শুদ্ধচৈতন্যের কথা উঠাইয়া সমাধান করিতে গেলে অদ্বৈতবাদিগণকে জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদ বিসর্জ্জন দিতে হয়। সুতরাং আমরা জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় দেখাইয়াছি, তাহার সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই করিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—অজ্ঞানের অজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর দ্বারা কল্পিতত্ব স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় অনবস্থা প্রভৃতি দোষ হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে অর্থাৎ অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিয়া ঐ সকল দোষের পরিহার করিয়া থাকেন; কিন্তু অজ্ঞানের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে চৈতন্যের নিত্যশুদ্ধত্বের হানি হইয়া পড়িবে। অজ্ঞান অনাদি; সুতরাং চৈতন্যের নিত্যশুদ্ধত্ব কোনরূপেই সম্ভব হইবে না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতির দ্বারা যে অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার অনুপপত্তি হয়, তাহা অবিদ্যার পক্ষে দূষণ নহে; অনুপপত্তি অবিদ্যার ভূষণই। অনুপপত্তিই অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব।

ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অনুপপত্তি যদি অবিদ্যার ভূষণই হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার প্রমাণ ও লক্ষণাদি প্রদর্শন করা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যার প্রমাণ লক্ষণাদি যাহা যাহা বলিয়াছেন,

প্রমেয়য়োরিব চ ইতি চেৎ ন, তদাকাশস্য ঘটাধীনত্বেঽপি ঘটস্য তদাকাশাধীনত্বাভাবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ন চ চৈতন্যমপি ন অজ্ঞানাধীনমিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানানধীনচৈতন্যস্য শুদ্ধত্বেন জীবত্বাভাবাৎ জীবাশ্রিতাজ্ঞানবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। কিঞ্চ অজ্ঞানস্যানাদিত্বে নিত্যশুদ্ধত্বহানিপ্রসক্তিঃ। ন চ অবিদ্যাদৌর্ঘট্যং ভূষণমেবেতি, তত্র প্রমাণাদ্যুক্ত্যযোগাৎ। অজ্ঞানস্য নিরাশ্রয়ত্বনির্বিবিষয়ত্বাত্মস্বরূপত্বাদ্যাপত্তেশ্চ। প্রতীত্যনুসারেণ আশ্রয়াদ্যঙ্গীকারে চ "ঘটমহং ন জানামি" ইতি প্রতীত্যা অহমর্থাশ্রিতত্বজড়বিষয়ত্বাদিপ্রসঙ্গাচ্চ। অনাদিত্বাদিনা অনুপপত্তিপরিহারাযোগাচ্চ। উত্তরাস্ফুরণে প্রকৃতিসম্বিত্যাদেদৌর্ঘট্যং ভূষণমিতি সুবচত্বেন

তাহাদের সমস্ত কথাই নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অবিদ্যার দুর্ঘটতা ত ভূষণই; তবে তাঁহারা অবিদ্যায় প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে গেলেন কেন? অবিদ্যার সিদ্ধিতেও স্বমহিমা দুর্ঘটতার দ্বারাই অবিদ্যার সিদ্ধি হয় বলিতে পারিতেন।

আর অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের দুর্ঘটতা ভূষণ বলিয়া অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্ব, নির্ব্বিষয়ত্ব এবং আত্মস্বরূপত্বাদিরও আপত্তি হইতে পারে। অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্ব, নির্ব্বিষয়ত্ব ও আত্মস্বরূপত্বাদি দুর্ঘট অর্থাৎ অনুপপন্ন বলিয়াই ত তাঁহারা অজ্ঞানের ঐ নিরাশ্রয়ত্বাদি স্বীকার করেন না। এক্ষণে যদি তাঁহারা অজ্ঞানের দুর্ঘটতাকে ভূষণ বলেন, তাহা হইলে সেই দুর্ঘটতারূপ ভূষণের দ্বারাই অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্ব, নির্ব্বিষয়ত্ব ও আত্মস্বরূপত্বাদির সিদ্ধি কেন না হইবে? অনুপপত্তি ত অবিদ্যার পক্ষে দোষ নহেই; সুতরাং অজ্ঞান নিরাশ্রয়, নির্ব্বিষয় ও আত্মস্বরূপ হউক। এইরূপ আপত্তি অপরিহার্য্য।

আর প্রতীতি অনুসারে যদি অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়াদি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে "আমি ঘট জানি না" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা অজ্ঞানের অহমর্থাশ্রিতত্ব ও জড়বিষয়ত্বাদিরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ ঐরূপ প্রতীতিতে অজ্ঞান অহমর্থাশ্রিতরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে এবং "ঘট জানি না" এইরূপে অজ্ঞান জড়বিষয়ক বলিয়াই অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যদি প্রতীতি অনুসারে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়াদি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে "অজ্ঞান জীবাশ্রিত" এই মত পরিত্যাগ করিতে হয় এবং জড়বিষয়ে আবরণকৃত্য নাই বলিয়া তাঁহারা যে জড়বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে সেই মতও পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ প্রতীতি অনুসারে অহমর্থই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং জড়বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া অবধারিত হয়।

আর অন্যোন্যাশ্রয় অনবস্থা প্রভৃতি দোষের দ্বারা অবিদ্যার যে যে অনুপপত্তি ঘটে, অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যার অনাদিত্বাদি স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা সেই সকল অনুপপত্তির পরিহার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যার দুর্ঘটতাই যদি ভূষণ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের ঐ সকল অনুপপত্তির পরিহারও যুক্তিযুক্ত হয় না অর্থাৎ ব্যর্থই হইয়া পড়ে। সেই সেই অনুপপত্তিতেও ত অদ্বৈতবাদিগণ "অবিদ্যার দুর্ঘটতাই অর্থাৎ অনুপপন্নতাই ভূষণ" এইরূপ প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন; তাঁহারা অবিদ্যার অনাদিত্বাদি বলিয়া সেই সকল অনুপপত্তির পরিহার করিতে গেলেন কেন? তাঁহাদের সেই সেই অনুপপত্তিপরিহার ব্যর্থই হইয়া পড়ে।

আর বিচারে প্রতিপক্ষের অনুপপত্তিপ্রদর্শনের প্রত্যুত্তর দিতে না পারিলে তাহাতে "আমাদের এই বিচার্য্য বিষয়টির অনুপপন্নতাই অর্থাৎ দুর্ঘটতাই ভূষণ, দূষণ নহে" এইরূপ বলিলেই যদি চলে, তাহা হইলে সাংখ্যগণ যে প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিলে পর যখন সাংখ্যগণের আর প্রত্যুত্তর দিবার কিছু থাকে না, তখন (অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রতি যেমন অবিদ্যার দুর্ঘটতা ভূষণ বলিয়াছেন, সেইরূপ) সাংখ্যগণও ত অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি "প্রকৃতির দুর্ঘটতাই ভূষণ" এইরূপ বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের সাংখ্যমত নিরাকরণ উপপন্ন হয় না; অদ্বৈতবাদিগণের সাংখ্যমতের নিরাকরণ

সাংখ্যবৌদ্ধমতনিরাসাযোগাচ্চ। এতেন "প্রশ্নবিশ্রান্তিহেতুত্বাচ্চোদ্যং তমসি নোচিতম্। ন বুদ্ধিমন্তঃ পৃচ্ছন্তি ন জানামীতি বাদিনম্" ইতি নিরস্তম্। ন হি অজ্ঞং প্রতি অপ্রশ্নঃ অজ্ঞানদৌর্ঘট্যাৎ। জ্ঞানমেবাজ্ঞানমিত্যাদ্যুক্তাবপি বিরোধাদ্যনুদ্ভাবনাপাতাৎ। কিন্তু জ্ঞাতুরেব বক্তৃত্বাৎ অলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ অজ্ঞানাশ্রয়াসিদ্ধ্যা তদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ১২০।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞানাশ্রয়গিরিনিপাতঃ॥

অথ অজ্ঞানবিষয়োঽপি দুর্নিরূপ্যঃ। তথাহি—কো বাস্য বিষয়ঃ অত্রাহ কশ্চিৎ—চিন্মাত্রমেব বিষয়ঃ, তস্যাকল্পিতত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়দোষাভাবাৎ। স্বপ্রকাশত্বেন প্রসক্তপ্রকাশে তস্মিন্ আবরণকৃত্যসম্ভবাচ্চ।

ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ বৌদ্ধগণ যে সম্বিৎকেই জগৎকারণ বলেন, তাহাতেও অদ্বৈতবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিলে পর যখন বৌদ্ধগণের আর প্রত্যুত্তর থাকে না, তখন (অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রতি যেমন অবিদ্যার দুর্ঘটতা ভূষণ বলিয়াছেন, সেইরূপ) বৌদ্ধগণও ত অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি "সম্বিতের দুর্ঘটতাই ভূষণ" এইরূপ বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের বৌদ্ধমত নিরাকরণ উপপন্ন হয় না; ব্যর্থই হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যুত্তর দিতে না পারিলেই দুর্ঘটতাকে অর্থাৎ অনুপপন্নতাকে ভূষণ বলা চলে না। ঐরূপ বলিলেই যদি চলে, তবে সকলেই ঐরূপ বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের পরমত নিরাকরণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—"অজ্ঞানবিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নহে; কারণ অজ্ঞান প্রশ্নোপশমের হেতু অর্থাৎ অজ্ঞানের দুর্ঘটতাই অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন না হওয়ার হেতু। যেহেতু অজ্ঞান দুর্ঘট অর্থাৎ অনুপপন্ন, সেই কারণেই অজ্ঞানবিষয়ে আর প্রশ্ন করা উচিত হয় না। "আমি জানি না" এইরূপ যে বলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে আর জিজ্ঞাসা করেন না" অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি যে প্রশ্ন করা হয় না, তাহা অজ্ঞানের দুর্ঘটতাপ্রযুক্ত নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ "জ্ঞানই অজ্ঞান" ইত্যাদিরূপে জ্ঞানাজ্ঞানের অভেদ বলিলে তাহাতেও বিরোধ উদ্ভাবন করা যাইতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বোক্ত রীতিতে অজ্ঞান দুর্ঘট বলিয়া তাহা প্রশ্নের অবিষয়। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি যে অপ্রশ্ন, তাহা অজ্ঞানের দুর্ঘটতাপ্রযুক্ত নহে; কিন্তু জ্ঞাতাই বক্তা হইয়া থাকে এবং বক্তাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞাতা নহে বলিয়া তাহার বক্তৃত্ব সম্ভব নহে; এই জন্যই অজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। অজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্নোত্তর প্রদান সম্ভব নহে বলিয়াই তাহার প্রতি প্রশ্ন হয় না। অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অপ্রশ্ন অজ্ঞানের দুর্ঘটতাপ্রযুক্ত নহে। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। অতএব অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাঁহাদের অভিমত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, ইহাই এই প্রকরণের নিষ্কর্ষার্থ। ১২০।

ইতি পরাভিমতঅজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব নিরাস॥

অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানের আশ্রয় যে দুর্নিরূপণীয়, তাহা দেখান হইয়াছে। আর তাঁহাদের অভিমত অজ্ঞানের বিষয়ও যে দুর্নিরূপণীয়, তাহাই দেখান হইতেছে;—অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহাদের অভিমত অজ্ঞানের বিষয় কি? শুদ্ধ চিন্মাত্রই কি অজ্ঞানের বিষয়? কিংবা জীব অজ্ঞানের বিষয়? অথবা জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয়? ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের বিষয়। শুদ্ধ চিন্মাত্র অকল্পিত; শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞানকল্পিত; অজ্ঞানকল্পিত বস্তুকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। শুদ্ধ চিন্মাত্র অকল্পিত বলিয়া শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই

নান্যৎ তস্য অজ্ঞানকল্পিতত্বাৎ। জড়ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশহীনে আবরণকৃত্যাভাবাৎ "পূর্ব্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ" ইতি পূর্ব্বমেবোক্তত্বাদিতি চেৎ ন, স্বপ্রকাশে সদা ভাসমানে আবরণকৃত্যাভাবাৎ। চিন্মাত্রে কিং বা আবরণকৃত্যং নাম? সিদ্ধপ্রকাশলোপো বা? অসিদ্ধপ্রকাশানুৎপত্তির্ব্বা? সতোঽপি প্রকাশস্য বিষয়াসম্বন্ধো বা? প্রাকট্যাখ্যকার্য্যপ্রতিবন্ধো বা? নাদ্যঃ, জগদান্ধ্যাপত্তেঃ।

অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসক্তি হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া প্রসক্তপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশমান। আর করণ-ব্যুৎপত্তিতে অজ্ঞানশব্দে আবরণকে বুঝায়। সেই অজ্ঞানরূপ আবরণের যাহা কৃত্য, তাহা হইল প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি। সুতরাং এতাদৃশ অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য যে প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি, তাহা প্রসক্তপ্রকাশ শুদ্ধ চিন্মাত্রেই সম্ভব হইয়া থাকে; অন্যত্র সম্ভব নহে। অতএব শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের বিষয়; অন্য কিছু নহে। জীব অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে; কারণ জীবের জীবত্ব অজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ অজ্ঞানপ্রযুক্ত। জীবকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহাতে "অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে সেই অজ্ঞান-কল্পিত জীবের সিদ্ধি হইবে এবং জীবের সিদ্ধি হইলে সেই জীববিষয়ক অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে অর্থাৎ জীবকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে অহংরূপে যে জীবের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই প্রকাশের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। জীব অজ্ঞানের বিষয় হইলে অহংরূপে তাহার প্রকাশ সম্ভব হইবে কিরূপে? আর জড় বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; জড় বস্তু জড়ত্বহেতু স্বয়ংই প্রকাশহীন। অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য যে প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি, তাহা প্রকাশহীন জড় বস্তুতে নাই। এইজন্য জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জড় বস্তুও অজ্ঞানকল্পিত; অজ্ঞানকল্পিত বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই জন্যই সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন যে—"অজ্ঞানকল্পিত পরভাবী জীব পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং বিষয়ও হইতে পারে না" এই সকল কথা পূর্ব্বপ্রকরণেই বলা হইয়াছে। সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয় ইহাই অদ্বৈতবাদী আমাদের সিদ্ধান্ত।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বদা ভাসমান চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য নাই। অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য যে আবৃতি তাহা স্বপ্রকাশ ও সদা ভাসমান চিন্মাত্রে থাকা সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতিই অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য; ঐ আবরণকৃত্য প্রসক্তপ্রকাশ চিন্মাত্রেই সম্ভব হইয়া থাকে, ইহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—চিন্মাত্রে যে আবরণকৃত্য সম্ভব হয়, এই আবরণকৃত্যটি কি? ইহা কি (১) চিন্মাত্রের সিদ্ধপ্রকাশের লোপ? (২) অথবা ইহা চিন্মাত্রের অসিদ্ধ প্রকাশের অনুৎপত্তি? (৩) কিংবা ইহা চিন্মাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধ? অর্থাৎ সম্বন্ধ না হওয়া? (৪) অথবা ইহা জ্ঞানস্বরূপ চিন্মাত্রের প্রাকট্যনামক জ্ঞাততারূপ কার্য্যের প্রতিবন্ধ? এই চারিটি বিকল্পের প্রথমটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য যদি চিন্মাত্রের সিদ্ধপ্রকাশের লোপরূপ হয়, তাহা হইলে জগদান্ধ্যের আপত্তি হইয়া পড়িবে। চিৎপ্রকাশের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে; সেই চিৎপ্রকাশের লোপ যদি অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য হয়, তাহা হইলে জগৎপ্রকাশের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আর চিন্মাত্রের প্রকাশমাত্রই স্বরূপ; সেই প্রকাশস্বরূপের লোপই যদি আবরণকৃত্য হয়, তাহা হইলে চিন্মাত্রের স্বরূপহানিরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কথা এই যে চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহার লোপ কখনই সম্ভব হয় না। আর চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য কি চিন্মাত্রের অসিদ্ধপ্রকাশের অনুৎপত্তি? এই দ্বিতীয় বিকল্পটিও অদ্বৈতবাদিগণ

তস্য তাবন্মাত্রস্বরূপত্বেন স্বরূপহানিপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বপ্রকাশস্য নিত্যসিদ্ধত্বেন তদন্যস্য চ স্বপ্রকাশে তস্মিন্ অনপেক্ষিতত্বাৎ। ন তৃতীয়ঃ, জ্ঞানস্য বিষয়সম্বন্ধস্বভাবত্বাৎ। স্বয়ং জ্ঞানরূপত্বেন ত্বন্মতে সম্বন্ধানপেক্ষণাচ্চ। ন চতুর্থঃ, ত্বন্মতেঽপি চৈতন্যাতিরিক্তস্য তস্যাভাবাৎ। ন চ শুদ্ধস্য প্রকাশমানত্বেঽপি পূর্ণত্বাদ্যাকারেণ অপ্রকাশায় আবরণকল্পনমিতি বাচ্যম্, নির্ব্বিশেষে আকারস্যাভাবাৎ। কিঞ্চ দীপাবরক-

---

স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ; চিন্মাত্রের অসিদ্ধপ্রকাশই নাই; সুতরাং অসিদ্ধপ্রকাশের অনুৎপত্তিরূপ আবরণকৃত্য চিন্মাত্রে সম্ভবই হইতে পারে না। চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধ প্রকাশের লোপ কিংবা অসিদ্ধ প্রকাশের অনুৎপত্তি এই দুইটির কোনটিকেই চিন্মাত্রে অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য আবৃতি বলা যাইতে পারে না; কারণ নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রে তাদৃশ আবরণকৃত্য সম্ভব নহে। আর এই সিদ্ধপ্রকাশের লোপ ও অসিদ্ধপ্রকাশের অনুৎপত্তি ব্যতীত অপর কিছুকেও চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য বলা যাইতে পারে না; কারণ স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রে অপর কিছুই অপেক্ষিত নহে।

আর যে তৃতীয় বিকল্পে বলা হইয়াছে—চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য কি চিন্মাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধ? অর্থাৎ সম্বন্ধ না হওয়া? এই তৃতীয় বিকল্পও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই হইবে যে—প্রকাশস্বরূপ চিন্মাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধকে যে চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য বলা হইয়াছে, ঐ বিষয়শব্দে কি ঘটাদিকে বলা হইয়াছে? অথবা চৈতন্যকে বলা হইয়াছে? যদি বিষয়শব্দে ঘটাদিকে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—চিন্মাত্র প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ; বিষয়ের সহিত সম্বন্ধই জ্ঞানের স্বভাব; বিষয়বর্জ্জিত প্রকাশই অর্থাৎ জ্ঞানই হয় না। বিষয়সম্বন্ধের অভাবে জ্ঞানের বিষয়সম্বন্ধস্বভাবরূপ স্বরূপেরই হানি হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধকে অর্থাৎ সম্বন্ধ না হওয়াকে জ্ঞানস্বরূপ চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে জ্ঞানের স্বরূপই বিনষ্ট হইয়া যায়। আর বিষয়শব্দে যদি চৈতন্যকে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের অভ্যুপগত জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্যে তাহার সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। কারণ নিজেতে নিজসম্বন্ধ কখনও অপেক্ষিত হয় না। সুতরাং প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চিন্মাত্রে অনপেক্ষিত স্বসম্বন্ধের অভাবকে কখনই অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য আবৃতি বলা যায় না। এই জন্য অদ্বৈতবাদিগণ এই তৃতীয় বিকল্পটিকে অর্থাৎ বিষয়ের সহিত চিন্মাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের অসম্বন্ধকে চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য বলিতে পারেন না।

আর চতুর্থ বিকল্পে যে বলা হইয়াছে—চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য কি জ্ঞানস্বরূপ চিন্মাত্রের প্রাকট্যনামক জ্ঞাততারূপ কার্য্যের প্রতিবন্ধ? এই চতুর্থ বিকল্পও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ এই প্রাকটনামক জ্ঞাততা মতান্তরে জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু হইলেও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ইহা ভিন্ন বস্তু নহে; অভিব্যক্ত চিৎসম্বন্ধই অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞাততা। তাঁহাদের মতে চৈতন্যাতিরিক্ত জ্ঞাততারূপ কার্য্যই অপ্রসিদ্ধ। অভিব্যক্ত চিৎসম্বন্ধই যখন অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রাকট্যনামক জ্ঞাততা, তখন চিন্মাত্রে তাদৃশ জ্ঞাততারূপ কার্য্য সর্ব্বদাই আছে; কারণ চৈতন্য সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ চৈতন্যে তাদৃশ জ্ঞাততারূপ কার্য্য সর্ব্বদাই আছে বলিয়া সেই জ্ঞাততারূপ কার্য্যের প্রতিবন্ধরূপ আবরণকৃত্য চিন্মাত্রে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে চিন্মাত্রে প্রদর্শিতরূপ আবরণকৃত্য অর্থাৎ অজ্ঞানসাধ্য আবৃতি সম্ভব হয় না। এইরূপ বলা তাঁহাদের মতে অসঙ্গত। সুতরাং এই চতুর্থ বিকল্পও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। আবরণকৃত্যের স্বরূপসম্বন্ধে চারিটি বিকল্প করিয়া দেখান হইল যে—ইহার মধ্যে কোনও কল্প স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ চিন্মাত্রে আবরণ কল্পনা করিতে পারেন না। কোনরূপ আবরণকৃত্য চিন্মাত্রে সম্ভব নহে।

ঘটাদিবৎ চৈতন্যাবরকাজ্ঞানং চেতনস্যান্যসম্বন্ধং প্রতিবধ্নাতু, অন্যং প্রতি চৈতন্যমাচ্ছাদয়তু, ন তু চৈতন্যং প্রত্যেব চৈতন্যরূপপ্রকাশবিরোধীতি। ন হি দীপো ঘটাবৃতোঽপি স্বয়ং ন প্রকাশতে তমঃসম্বন্ধাপাতাৎ। ১২১।

নন্থ কল্পিতভেদং জীবং প্রতি শুদ্ধচৈতন্যমাচ্ছাদয়তীতি চেৎ ন, আবরণং বিনা ভেদকল্পনস্যাসম্ভবাৎ।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শুদ্ধ চিন্মাত্রের প্রকাশমানতা থাকিলেও তাঁহারই পরিপূর্ণাদি আকারে প্রকাশমানতা থাকে না; সেই পরিপূর্ণাদি আকারে অপ্রকাশমানতার নিমিত্ত সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই আবরণকল্পনা হইয়া থাকে। সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য অনুপপন্ন নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে শুদ্ধ চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ। কোন প্রকার বিশেষই শুদ্ধ চিন্মাত্রে নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোন আকার নাই বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—শুদ্ধ চিন্মাত্রের পরিপূর্ণাদি আকারে অপ্রকাশমানতার নিমিত্ত সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই আবরণকল্পনা হইয়া থাকে, তাঁহাদের এইরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে—প্রদীপাবরক ঘটাদি যেমন প্রদীপের অন্য বস্তু সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্য বস্তুর প্রতি প্রদীপকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রদীপাবরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই প্রদীপরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক হয় না, যেহেতু সেই ঘটাবৃত প্রদীপ ঘটমধ্যেও প্রকাশমানই থাকে; প্রদীপ ঘটাবৃত হইয়াও যে স্বয়ং প্রকাশমান না থাকে, তাহা নহে; ঘটাবৃত প্রদীপ প্রকাশিত হয় না এইরূপ বলিলে প্রকাশস্বরূপ প্রদীপে অন্ধকারসম্বন্ধের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং যেমন প্রদীপাবরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই প্রদীপরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বিরোধী হয় না, সেইরূপ চৈতন্যাবরক অজ্ঞান চৈতন্যের অন্যসম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হয় হউক অর্থাৎ অন্যের প্রতি চৈতন্যকে আচ্ছাদন করে করুক; কিন্তু চৈতন্যাবরক অজ্ঞান চৈতন্যের প্রতিই চৈতন্যরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বিরোধী হইতে পারে না। চৈতন্য সদা প্রকাশমান। সুতরাং প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যের আবৃতত্বকথন ব্যর্থ। অদ্বৈতবাদিগণের অভিমতে আবৃতিকালেও চৈতন্য প্রকাশমানই থাকে। প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যে আবরণকল্পনা ব্যর্থ। শুদ্ধ চিন্মাত্রে আবরণকল্পনা করিলে শুদ্ধ চিন্মাত্রে অজ্ঞানসম্বন্ধের প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।১২১।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রদীপাবরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই সেই প্রদীপরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বিরোধী না হইলেও অন্যের প্রতি ত সেই প্রদীপরূপ প্রকাশের বিরোধী হইয়াই থাকে; এইরূপ চৈতন্যাবরক অজ্ঞান চৈতন্যের প্রতিই সেই চৈতন্যরূপ প্রকাশের বিরোধী না হইলেও জীবচৈতন্যের প্রতি ত সেই চৈতন্যরূপ প্রকাশের বিরোধী হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞান জীবচৈতন্যের প্রতি শুদ্ধ চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। জীবচৈতন্যের প্রতি শুদ্ধচৈতন্যাচ্ছাদকত্ব অজ্ঞানের যুক্তিযুক্তই বটে। ইহাতে এইরূপ আপত্তি করা যায় না যে—উক্তরূপ সমাধান ত উপপন্ন হয় না, কারণ জীবচৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্য ত এক; উভয় চৈতন্যের ত কোন ভেদ নাই; তাহা হইলে অর্থাৎ চৈতন্য অভিন্ন হইলে অজ্ঞানের চৈতন্যের প্রতিই চৈতন্যাচ্ছাদকত্ব আসিয়া পড়ে; আর তাহা হইলে প্রদর্শিত সমাধান অনুপপন্নই হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তিও করা যায় না; কারণ জীবচৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্যের কল্পিত ভেদ আছে; জীবচৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্যের কল্পিত ভেদ আছে বলিয়াই উক্ত সমাধানের উপপত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞান কল্পিতভেদযুক্ত জীবের প্রতি শুদ্ধচৈতন্যকে আবরণ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ আবরণ ব্যতীত চৈতন্যের ভেদকল্পনা কখনই সম্ভব নহে। তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। চৈতন্যের আব্রিয়মাণত্বের সিদ্ধি হইলে আবরণের সিদ্ধি হইবে

যো মোক্ষে ভাবী চিন্মাত্রস্য চিন্মাত্রং প্রতি প্রকাশঃ, তদভাবস্যৈব ইদানীমজ্ঞানেন সাধনীয়ত্বাচ্চ। ন চ দীপপ্রকাশ আবৃতোঽপি স্ববিষয়ত্বাৎ প্রকাশতে, ব্রহ্মপ্রকাশস্তু ন তথেতি ন প্রকাশতে ইতি বাচ্যম্, মোক্ষেঽপি অপ্রকাশাপত্তেরজ্ঞানবৈয়র্থ্যাচ্চ। ১২২।

ননু সাক্ষিণি প্রকাশমানেঽপি অজ্ঞানং যুক্তম্, তস্য তৎস্ফোরকত্বেন তদবিরোধিত্বাৎ। "ত্বদুক্তমর্থং

এবং আবরণের সিদ্ধি হইলে কল্পিতভেদযুক্ত জীবচৈতন্যের প্রতি চিন্মাত্রের আব্রিয়মাণত্বের সিদ্ধি হইবে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত সমাধান সঙ্গত নহে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষদশাতে জীবের প্রতি (নিকটে) চৈতন্যের পূর্ণপ্রকাশ হইবে এইরূপ বলা যায় না; কারণ জীব অবিদ্যাকল্পিত। অবিদ্যাকল্পিত বস্তু মোক্ষদশাতে থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া অবিদ্যাপ্রযুক্ত বস্তুমাত্রই মোক্ষদশাতে থাকিতে পারে না। এইজন্য মোক্ষদশাতে চৈতন্যই চৈতন্যের নিকটে প্রকাশমান হইবে, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। আর যাহা মোক্ষদশাতে হইবে, তাহার অভাবই সংসারদশাতে অবিদ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে। এইজন্য অদ্বৈতবাদীকে ইহাই সমর্থন করিতে হইবে যে—সংসারদশাতে অবিদ্যাপ্রযুক্ত চৈতন্যের নিকটেই চৈতন্য অপ্রকাশমান। প্রদীপ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা দেখাইয়াছি যে—আবরণের দ্বারা প্রদীপ অন্যের নিকটে অপ্রকাশমান হইলেও প্রদীপের নিকট প্রদীপ কখনও অপ্রকাশমান হইতে পারে না। এইরূপ অবিদ্যাবরণপ্রযুক্ত চৈতন্যের নিকট চৈতন্যের অপ্রকাশ হইতে পারে না। আর এই জন্যই অদ্বৈতবাদিগণ জীবচৈতন্যের নিকটে ব্রহ্মচৈতন্যের অপ্রকাশ অবিদ্যার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জীবচৈতন্যের নিকট ব্রহ্মচৈতন্যের অপ্রকাশ অবিদ্যার দ্বারা সমর্থন করা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ মোক্ষদশাতে জীবচৈতন্যের নিকট ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হইবে না। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মোক্ষদশাতে জীবই থাকিবে না। চৈতন্যের নিকট চৈতন্যের অবিদ্যার দ্বারা অপ্রকাশ যে অসম্ভব, তাহাও প্রদীপ দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যে অজ্ঞানাবরণকল্পনা নিতান্তই ব্যর্থ।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রদীপপ্রকাশ আবৃত হইয়াও নিজের নিকটে প্রদীপপ্রকাশ আবৃত হইবে না; অন্যের নিকট আবৃত হইলেও প্রদীপপ্রকাশ নিজের নিকটে আবৃত হয় না; কারণ প্রদীপপ্রকাশ স্ববিষয়ক অর্থাৎ প্রদীপদ্বারাই প্রদীপ প্রকাশ্য হইয়া থাকে। এইজন্য প্রদীপপ্রকাশ আবৃত হইয়াও নিজের নিকটে প্রকাশমানই থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্মপ্রকাশ স্ববিষয়ক নহে; এইজন্য ব্রহ্মপ্রকাশ আবৃত হইলে নিজের নিকটে নিজে প্রকাশমান থাকিবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম স্ববিষয়ক নহে বলিয়া মোক্ষদশাতে ব্রহ্মের অপ্রকাশের আপত্তি হইবে এবং ব্রহ্ম স্ববিষয়ক নহে বলিয়াই সংসারদশাতেও নিজের নিকটে অপ্রকাশমানই থাকিবে। নিজের নিকটে অপ্রকাশের জন্য অজ্ঞান মানিবার আবশ্যকতা কোথায়? ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত হইয়াছে বলিয়া যে নিজের নিকটে নিজে অপ্রকাশমান, তাহা নহে; কিন্তু ব্রহ্মপ্রকাশ স্ববিষয়ক নহে বলিয়াই নিজের নিকটে নিজে অপ্রকাশমান। এইজন্য চিন্মাত্রে অজ্ঞানাবরণকল্পনা ব্যর্থ। ১২২।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রকাশমান সাক্ষিচৈতন্যে অজ্ঞান থাকিতে পারে; কারণ সাক্ষিচৈতন্যই অজ্ঞানের প্রকাশক অর্থাৎ অজ্ঞানের সাধক। যাহা অজ্ঞানের সাধক, তাহা অজ্ঞানের বাধক নহে। এইজন্য সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের অবিরোধী। প্রকাশমান বিষয়েও অজ্ঞান সর্ব্বানুভবসিদ্ধ; যেমন "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি অর্থাৎ তোমার কথিত বিষয় আমি জানি না" এইরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ভাসমান অর্থেই (বিষয়েই) অজ্ঞান প্রতীত হইয়া

ন জানামি" ইতি প্রকাশমানে এব অজ্ঞানদর্শনাৎ, অজ্ঞানাবচ্ছেদকস্য বিষয়স্যাজ্ঞানে তদবচ্ছিন্নাজ্ঞানবিষয়ক-জ্ঞানাযোগাৎ। ন চ সামান্যেন জ্ঞাতং বিশেষেণাজ্ঞাতমিতি বাচ্যম্, সামান্যস্য জ্ঞাতত্বাদেব অজ্ঞানাবচ্ছেদক-তয়া তদবচ্ছেদকবিশেষস্যৈব জ্ঞাতব্যত্বাৎ—ইতি চেৎ ন, প্রকৃতে স্বরূপভিন্নবিশেষাভাবেন অজ্ঞানকল্পনা-

---

থাকে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ অজ্ঞানের প্রতীতিতে অজ্ঞানের বিষয় ত্বদুক্ত অর্থ অজ্ঞানের অবচ্ছেদক। বিষয় অজ্ঞানের নিরূপক বলিয়া বিষয়কে অজ্ঞানের অবচ্ছেদক বলা হইয়াছে। অবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানে অবচ্ছেদক বিষয়ের জ্ঞান কারণ। অবচ্ছেদকের জ্ঞান না থাকিলে অবচ্ছিন্নের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য ত্বদুক্ত অর্থের জ্ঞান না থাকিলে ত্বদুক্ত অর্থবিষয়ক অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" ইহা সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। সুতরাং "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতিতে ভাসমান ত্বদুক্ত অর্থেই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। আর বিষয়ের সহিত অজ্ঞান সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—ত্বদুক্ত অর্থ সামান্যভাবে জানিয়াছি, বিশেষভাবে জানি নাই। তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না; কারণ সামান্যভাবে জানিয়াছি বলিয়া সামান্যরূপবিষয়ক অজ্ঞান নাই। বিশেষরূপে জানিনা বলাতে বিশেষরূপও অজ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং ভাসমান বিশেষরূপেই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। "ত্বদুক্তার্থগতবিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতিতে অর্থগত বিশেষই অজ্ঞানের অবচ্ছেদক; অবচ্ছেদকের জ্ঞান না থাকিলে অবচ্ছিন্নের জ্ঞান হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অজ্ঞাতার্থ বিষয়ের জ্ঞানের জন্যই প্রমাণের প্রয়োজন। প্রমাণজন্য প্রমিতি অজ্ঞাতার্থ-বিষয়ক হইয়া থাকে। ঘট-পটাদি সবিশেষ বস্তু কিঞ্চিদ্রূপে জ্ঞাত হইলেও কিঞ্চিদ্রূপে অজ্ঞাত ইহা বলা যাইতে পারে। যেরূপে অজ্ঞাত, সেইরূপে জানিবার জন্য প্রমাণের আবশ্যকতা হইতে পারে। অজ্ঞাননিবৃত্তিপূর্ব্বক বিষয়ের প্রকাশই প্রমাণসাধ্য। অদ্বৈতবাদিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যকে অজ্ঞানাবৃত বলিয়া স্বীকার করেন। এই অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের স্ফোরক। অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মচৈতন্য স্ফুরিত না হইলে চৈতন্যের আবরণ অজ্ঞানেরও স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ হইতে পারিত না। অজ্ঞান স্বাবৃতচৈতন্যপ্রকাশ্য। এইজন্য অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ; কিন্তু প্রমাণবেদ্য নহে। আর এইজন্য অজ্ঞানের স্ফুরণের নিমিত্ত অজ্ঞানাবৃত নির্ব্বিশেষ চৈতন্যেরও স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য সর্ব্বথা আবৃত হইলে অজ্ঞানই অসিদ্ধ হইয়া পড়িত। অজ্ঞান প্রমাণবেদ্য নহে, কিন্তু সাক্ষিভাস্য। সুতরাং অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যের প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞান চৈতন্যের কোন্ রূপের আবরণ করিয়াছে বলিতে হইবে। চৈতন্য নির্ব্বিশেষ বস্তু ও নিরংশ। এইজন্য চৈতন্যের কিঞ্চিদংশ প্রকাশমান ও কিঞ্চিদংশ অপ্রকাশমান হইতে পারে না। চৈতন্য কোনওরূপে প্রকাশমান এবং কোনওরূপে অপ্রকাশমান ইহাও হইতে পারে না। সুতরাং চৈতন্যে অজ্ঞানাবরণকল্পনা নিতান্ত ব্যর্থ। অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য চৈতন্যের স্ফুরণ মানিতেই হইবে। স্ফুরণাতিরিক্ত চৈতন্যের অন্য কোন রূপ নাই। স্ফুরণের আবরণ স্বীকার করিলে জগদান্ধ্যের আপত্তি হইবে। চৈতন্যের স্ফুরণাতিরিক্ত রূপ অজ্ঞানাবৃত স্বীকার করিলে চৈতন্যের নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইয়া পড়িবে। অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য সামান্যরূপে ভাসমান ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যথা অজ্ঞানেরই সিদ্ধি হইবে না। অধিষ্ঠান সামান্যরূপেও অপ্রকাশমান থাকিলে অধ্যস্ত বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। এইজন্য চৈতন্য সামান্যরূপে ভাসমান ইহা স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যের সামান্যরূপাতিরিক্ত রূপ নাই। সুতরাং অজ্ঞান চৈতন্যের কোনও রূপেরই আবরণ করে না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাবৃত বস্তুই অজ্ঞানের বিষয়। চৈতন্যের কোন রূপ যদি অজ্ঞানাবৃত না হয়, তবে অজ্ঞান নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়িবে। চৈতন্যের সামান্যাংশ ভাসমান; তাহার বিশেষ রূপ আর কিছু নাই বলিয়া অজ্ঞান কাহারও আবরক

বৈয়র্থ্যাৎ, অন্যথা নির্ব্বিশেষত্বহানেঃ। সামান্যস্য প্রকাশমানত্বে বিশেষস্যাভাবে চ কস্যাজ্ঞানমিতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। দৃষ্টান্তে চ ত্বদুক্তমিতি শব্দবিষয়কজ্ঞানে সত্ত্বেঽপি তদর্থবিষয়জ্ঞানাভাবেনাজ্ঞানসম্ভবাৎ দৃষ্টান্তবিকলত্বমিতি ভাবঃ। ১২৩।

কিঞ্চ ত্বয়াপি অনবচ্ছিন্নব্রহ্মানন্দাপ্রকাশার্থমেব অজ্ঞানকল্পনাৎ কথং প্রকাশমানে অজ্ঞানম্। অপি চ ত্বদুক্তোঽর্থো ন প্রকাশতে ইত্যনুভববলাৎ অস্তু তত্র ভাসমানে অজ্ঞানম্, ন চ তথেহ সুখাদিস্ফুরণং ন

হয় নাই। সুতরাং অনাবরক অজ্ঞান নির্ব্বিষয়ক, এইজন্য অজ্ঞানের বিষয় কি ? এইরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইলে কাহার নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা হইবে ? ফলে তত্ত্বজ্ঞানও অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিরর্থক হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রকাশমান বিষয়ে অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তে "ত্বদুক্তং জানামি, অর্থং ন জানামি" এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। ত্বদুক্ত শব্দবিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও ত্বদুক্ত শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞানাভাব আছে বলিয়া অজ্ঞান সম্ভাবিত বটে ; কিন্তু এই দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রবিষয়ক অজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের ভাসমান ও আবৃত দুইটি অংশ নাই। সুতরাং দার্ষ্টান্তিকের সহিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত না হওয়ায় দৃষ্টান্তেরই বৈকল্য হইয়াছে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকসিদ্ধির অননুকূল হইয়াছে। ১২৩।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশের জন্য পরিপূর্ণানন্দের আবরক অজ্ঞান কল্পনা করিয়াছেন। সংসারদশাতে পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম প্রকাশমান নহেন। সুতরাং পূর্ণানন্দ অজ্ঞানাবৃত। যাহা অজ্ঞানাবৃত, তাহাই অজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রকাশমানে অজ্ঞান স্বীকার করেন, তাহা সিদ্ধ হইল কিরূপে ? পূর্ণানন্দ ত সংসারদশাতে প্রকাশমান নহে। সুতরাং প্রকাশমান অর্থবিষয়কই অজ্ঞান হয় এই কথা অসঙ্গত। আরও কথা এই যে—"ত্বদুক্ত অর্থ আমার নিকটে প্রকাশমান হইতেছে না" এইরূপ প্রসিদ্ধ অনুভব আছে বলিয়া এই প্রদর্শিত স্থলে ভাসমান বিষয়েও অজ্ঞান থাকুক ; কিন্তু ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হয় না যে—সর্ব্বত্র ভাসমান বিষয়েই অজ্ঞান থাকে। যেমন "সুখাদিস্ফুরণং ন প্রকাশতে" এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। ভাসমান সুখস্ফুরণে "ন প্রকাশতে" এইরূপ অনুভব হইতেই পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে—ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। এইজন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই স্থলেও ভাসমান ত্বদুক্ত অর্থে অজ্ঞান থাকে না ইহাই বুঝিতে হইবে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিতে ত্বদুক্তত্বরূপ সামান্যরূপে অর্থ ভাসমান হইলেও ঘটত্ব-পটত্বাদি বিশেষরূপে ভাসমান নহে ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাসমান রূপ ও অজ্ঞাত রূপ ভিন্ন বলিয়া ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। যেমন "গুহাস্থং তমশ্ছন্নম্" ইত্যাদি প্রতীতিতে গুহাস্থত্বরূপ সামান্যধর্ম্মরূপে গুহাস্থিত বস্তু ভাসমান হইলেও ঘটত্ব-পটত্বাদিরূপে গুহাস্থিত বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। সামান্যরূপে অনাবৃত ও বিশেষরূপে আবৃত অনুভব হয় ; কিন্তু যেরূপে অনাবৃত, সেইরূপে আবৃত বোধ হয় না। আর এইজন্য ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞানও সিদ্ধ হয় না। এইজন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই স্থলেও তদুক্তত্বরূপ সামান্যধর্ম্মরূপে ত্বদুক্ত অর্থ ভাসমান ও ঘটত্ব-পটত্বাদি বিশেষধর্ম্মরূপে অজ্ঞাত ইহাই প্রতীত হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান স্বীকার করিয়াও "পরচিত্তস্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিতে পরচিত্তস্থত্বরূপে পরচিত্তস্থ বুভুক্ষা পিপাসাদি জানিলেও বুভুক্ষাত্ব-পিপাসাত্বরূপে পরচিত্তস্থ বুভুক্ষা পিপাসাদি জানিতে পারেন না। বিশেষরূপে পরচিত্তস্থ বস্তু অজ্ঞাত। এই বিশেষরূপে অজ্ঞাত পরচিত্তস্থ বস্তু বুভুক্ষাদি যদি

প্রকাশতে ইত্যনুভবোঽস্তি যেন ভাসমানে তৎ স্যাৎ। কিঞ্চ ন তত্রাপি ভাসমানে অজ্ঞানং গুহাস্থং তমশ্ছন্নমিতিবৎ "ত্বদুক্তং ন জানামি" ইত্যনাবৃতসামান্যাবচ্ছেদেনৈব বিশেষাজ্ঞানানুভবাৎ। ন হি পরচিত্তস্থমজ্ঞানং. ত্বয়াপি বুভুক্ষাপিপাসাদিপ্রাতিস্বিকরূপেণানূদ্যতে। এবঞ্চ তদ্বিশেষসংশয়ং প্রতি তৎসামান্যনিশ্চয় ইব তদ্বিশেষাবচ্ছিন্নাজ্ঞানজ্ঞানং প্রতি তৎসামান্যজ্ঞানস্যৈব হেতুত্বং বোধ্যম্। যত্তপ্যুক্তং সাক্ষী নাজ্ঞানবিরোধী তৎস্ফোরকত্বাৎ, কিন্তু বৃত্তিরেব তদ্বিরোধিনীতি, তৎ তুচ্ছম্; বৃত্তিশ্চৈতন্যস্য

বিশেষরূপেই অন্যের নিকটে ভাসমান হইত, তবে বিশেষরূপে তাহার অনুবাদও করা যাইত অর্থাৎ ইহার বুভুক্ষা আছে, পিপাসা আছে এইরূপ বলা যাইত। অথচ তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান বলা যায় না।

অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অবচ্ছেদক ধর্ম্মের জ্ঞান অবচ্ছিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের কারণ; যেমন ঘটজ্ঞান ঘটাবচ্ছিন্ন সংযোগজ্ঞানের কারণ; ঘটজ্ঞান না থাকিলে ঘটাবচ্ছিন্ন সংযোগের জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ ঘটজ্ঞান না থাকিলে ঘটাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানেরও প্রতীতি হইতে পারে না। এইজন্য বিশেষ বিষয়াবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও অবচ্ছেদক বিশেষের জ্ঞানজন্য হইবে। অজ্ঞানের অবচ্ছেদক বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বিশেষাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিশেষপ্রকারক সংশয়ের প্রতি সামান্যরূপে ধর্ম্মিনিশ্চয়ই কারণ। এইরূপ বিশেষাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি সামান্যজ্ঞান হেতু ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যেমন কোন উচ্চতরত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দীর্ঘ দ্রব্যরূপ ধর্ম্মীতে "স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা" এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে। এতাদৃশ সংশয়ে উচ্চতরত্বাদি সামান্যধর্ম্মরূপে ধর্ম্মিজ্ঞান কারণ। সামান্যরূপে জ্ঞাত ধর্ম্মীতে বিশেষপ্রকারক সংশয় হইয়া থাকে। বিশেষরূপে সংশয়ের প্রতি সামান্যরূপে ধর্ম্মিনিশ্চয়ই কারণ; কিন্তু বিশেষরূপে ধর্ম্মিনিশ্চয় কারণ নহে। বিশেষরূপে ধর্ম্মীর নিশ্চয় থাকিলে সংশয়ই হইতে পারে না। বিশেষরূপে জ্ঞানের প্রতি সামান্যরূপে জ্ঞান যে কারণ হইয়া থাকে, তাহা "গুহাস্থং তমশ্ছন্নম্" ইত্যাদি উদাহরণে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত কার্য্যকারণভাব সকলেরই স্বীকার্য্য। এইজন্য বিশেষবিষয়ক অজ্ঞানের জ্ঞানেও সামান্যরূপে বিষয়ের জ্ঞানই কারণ; কিন্তু বিশেষরূপে বিষয়ের জ্ঞান বিশেষবিষয়ক অজ্ঞানের জ্ঞানে কারণ নহে। সুতরাং ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান সিদ্ধ হইল না।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের সাধক; সাধক বাধক হইতে পারে না। সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই অজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী। যদ্বিষয়ক প্রমারূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞাতার্থবিষয়ক জ্ঞানই প্রমা।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ মতভেদে প্রমাবৃত্তির ত্রিবিধ ফল বলিয়াছেন;—চিদুপরাগার্থা বৃত্তি, আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি ও অভেদাভিব্যক্ত্যর্থা বৃত্তি। বৃত্তি আবরণাভিভবার্থা হইলে প্রমাবৃত্তি যে অজ্ঞানবিরোধী ইহা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু চিদুপরাগার্থা বৃত্তি স্বীকার করিলে বৃত্তি অজ্ঞানবিরোধী হইতে পারে না। কারণ চিদুপরাগার্থা বৃত্তি যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অবিদ্যোপাধিক সর্ব্বগত জীবচৈতন্যই বিষয়প্রকাশক ও এই জীবচৈতন্য অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত। সুতরাং প্রমাবৃত্তিনাশ্য অজ্ঞানই এই মতে প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং বৃত্তি চিদুপরাগার্থা হইয়া থাকে, এই মতে বৃত্তিনাশ্য অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। প্রদর্শিত তিনটি পক্ষই অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত। অথচ বৃত্তি চিদুপরাগার্থা স্বীকার করিলে চিদুপরাগার্থা প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। অজ্ঞানের

বিষয়োপরাগার্থেতি মতে তস্যা অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ। অজ্ঞানস্য স্ববিরোধিজ্ঞানাভাবব্যাপকত্বেন মোক্ষেঽপি অজ্ঞানাপাতাৎ। "ন জানামি" ইতি অজ্ঞানস্য জ্ঞানসামান্যবিরোধিত্বানুভবাচ্চ। ১২৪।

কিঞ্চ অতীন্দ্রিয়ে পরোক্ষবৃত্তৌ সত্যামপি ত্বন্মতে অজ্ঞানানিবৃত্ত্যা সুখাদাবপরোক্ষবৃত্ত্যভাবেঽপি স্ফুরণমাত্রেণ অজ্ঞানাদর্শনেন চ অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং স্ফুরণস্যৈবাজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। "সাক্ষী স্ববিষয়েঽজ্ঞান-

---

অনিবর্ত্তক চিত্তবৃত্তি প্রমা হয় না। এই কথা অতি সুস্পষ্ট হইলেও প্রমার লক্ষণে অজ্ঞাতার্থবিষয়কত্ব বলিয়া আবার চিদুপরাগার্থা প্রমাবৃত্তি স্বীকার করায় যে পূর্ব্বাপর ব্যাঘাত হয় ইহা কয়জন গ্রন্থকার বুঝেন? সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থেও চিদুপরাগার্থা বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু এই মতে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব দেখাইবার কোন প্রয়াস করা হয় নাই। চিদুপরাগার্থা বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইলে তাহা যে প্রমাই হইতে পারিবে না ইহা বুঝিবার অবসরও গ্রন্থকার, অধ্যাপক ও ছাত্রগণের হয় না। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে—সুপ্রসিদ্ধ বিবরণগ্রন্থে এই তিনটি মত প্রদর্শন করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার টীকাকারগণ বৃত্তির চিদুপরাগার্থত্ব পক্ষে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব কিরূপে হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন নাই।

অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিরূপ প্রমাজ্ঞানকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাতে প্রমাজ্ঞানাভাবের ব্যাপক অজ্ঞান ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যে পুরুষের যে বিষয়ে প্রমাজ্ঞানের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই পুরুষের সেই বিষয়ে অজ্ঞান থাকে। এইজন্য অজ্ঞান স্ববিরোধী প্রমাজ্ঞানাভাবের ব্যাপক এবং প্রমাজ্ঞানাভাব ব্যাপ্য। মোক্ষদশাতে মুক্ত পুরুষের কোনও বিষয়ে প্রমাজ্ঞান থাকে না; মুক্তিদশাতে প্রমাজ্ঞান হইতেই পারে না। মুক্তিদশাতে মুক্ত পুরুষের প্রমাজ্ঞান নাই বলিয়া মুক্ত পুরুষের অজ্ঞান থাকা উচিত, কারণ অজ্ঞানবিরোধী প্রমাজ্ঞানের অভাব ব্যাপ্য ও অজ্ঞান ব্যাপক। মোক্ষদশাতে অজ্ঞানবিরোধী প্রমাজ্ঞান থাকে না; সুতরাং ব্যাপ্য আছে বলিয়া ব্যাপকের সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। এইরূপে মোক্ষদশাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের আপত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। এই অনিষ্টপ্রসঙ্গভয়ে প্রমাজ্ঞানকে অজ্ঞানের বিরোধী অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—"ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিই অজ্ঞানবিষয়ক প্রতীতি; এই প্রতীতিতে অজ্ঞান জ্ঞানসামান্যের বিরোধীরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানবিশেষ প্রমাজ্ঞানের বিরোধিরূপে ভাসমান হয় না। এইজন্য অজ্ঞান বৃত্তিরূপ জ্ঞানের ও চৈতন্যরূপ জ্ঞপ্তির বিরোধী ইহাই স্বীকার করা উচিত। অজ্ঞান বৃত্তি ও জ্ঞপ্তি এই উভয়েরই বিরোধী। অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ বিরোধিতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মতে অজ্ঞানের প্রতীতি "ন জানামি" এইরূপ না হইয়া "ন প্রমিণোমি" এইরূপ হওয়া উচিত; কিন্তু "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিই অজ্ঞানের হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণকে অনুভবের অপলাপ করিতে হইবে। ১২৪।

আরও কথা এই যে—স্ফুরণরূপ চৈতন্যই যে অজ্ঞানের বিরোধী, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধও বটে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিত্যাতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক পরোক্ষ শাব্দাদি বৃত্তি হইলেও নিত্যাতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না এবং সাক্ষিবেদ্য সুখাদিবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তি না থাকিয়াও সাক্ষিচৈতন্যের স্ফুরণমাত্রের দ্বারাই সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অদর্শন হইয়া থাকে। চৈতন্যস্ফুরণ অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে সাক্ষিবেদ্য সুখাদিও অজ্ঞানাবৃতই থাকিত; সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অদর্শন হইত না; সুতরাং চৈতন্যস্ফুরণ যে অজ্ঞানের বিরোধী ইহা অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ। পরোক্ষবৃত্তি থাকিয়াও চৈতন্যস্ফুরণের অভাবপ্রযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না এবং অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তি না থাকিয়াও সাক্ষিবেদ্য সুখাদিবিষয়ে অজ্ঞানের অদর্শন হইয়া থাকে; সুতরাং

বিরোধী ন ভবেদ্‌যদি। তদ্বেদ্যে সুখ-দুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বার্য্যতে॥" (ন্যায়ামৃত) ইতি বচনাৎ। ন চ সুখাদ্যপি বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতসাক্ষিণৈব বেদ্যং ন তু কেবলেনেতি, কেবলো নাজ্ঞানবিরোধীতি বাচ্যম্, অন্তঃকরণবৃত্তেরিন্দ্রিয়ব্যাপারং বিনা অবিদ্যাবৃত্তেশ্চ দোষং বিনা অযোগাৎ। ইতি ত্বৎপক্ষে অসতঃ সাধকত্বভঙ্গে কেবলসাক্ষিবেদ্যত্বোপপাদনাচ্চ। অন্যথা আত্মাপি বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতেন স্বেন সদা প্রকাশতে, নতু কেবলেনেতি স্যাৎ। অস্তু বা বৃত্তিরেবাজ্ঞানবিরোধিনী, তথাপি আত্মবিষয়া সেদানীমপি অস্তীতি

স্ফুরণই যে অজ্ঞানের বিরোধী, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধও বটে। স্ফুরণই চৈতন্য; সুতরাং চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী ইহাই অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা সিদ্ধ হইল। এইজন্যই ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন—"সাক্ষী স্ববিষয়েঽজ্ঞানবিরোধী ন ভবেদ্ যদি। তদ্বেদ্যে সুখদুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বার্য্যতে।" (ন্যায়ামৃত ৩২৫ পৃঃ)। এই ন্যায়ামৃতকাররচিত শ্লোকের ব্যাখ্যা—সাক্ষী যদি স্ববিষয়বিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী না হইত, তবে সাক্ষিবেদ্য সুখাদিতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি কাহার দ্বারা হইত? সাক্ষিবেদ্য সুখাদিবিষয়ক প্রমাবৃত্তি ত অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—সাক্ষিবেদ্য সুখাদিও সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত সাক্ষীর দ্বারাই বেদ্য হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল সাক্ষিচৈতন্যবেদ্য নহে; সুতরাং কেবল চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদিরূপ প্রমাণের ব্যাপার ব্যতীত হইতে পারে না এবং অবিদ্যাবৃত্তিও দোষ ব্যতীত হইতে পারে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়রূপ প্রমাণব্যাপার ব্যতীত সুখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া সুখাদিবিষয়ক প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করা যায় না এবং দোষ ব্যতীতই সুখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা যায় না। এইজন্য কেবল সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই সুখাদির প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কেবল সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে সুখদুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়িত। সুখাদি চিরকাল অজ্ঞানাবৃত থাকিত। সুখাদির সাক্ষাৎকার কোনকালেই হইতে পারিত না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ সদ্বিলক্ষণ মিথ্যাবস্তুর সাধকত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু আমাদের মতে সদ্বস্তুই সাধক হইয়া থাকে। সদ্বিলক্ষণ মিথ্যাবস্তু সাধক হইতে পারে না। অসতের সাধকত্বভঙ্গপ্রকরণে সুখ-দুঃখাদি যে কেবল সাক্ষিবেদ্য, তাহা উপপন্ন হইয়াছে। যদি সুখ-দুঃখাদির প্রকাশও সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তিসাপেক্ষ হইত অর্থাৎ সুখাদ্যাকার অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা সুখাদির প্রকাশ হইত, তবে আত্মাও আত্মাকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশমান হইত বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কেবল আত্মচৈতন্যের দ্বারা আত্মার প্রকাশ হইতে পারিত না।

আরও কথা এই যে—যদি অদ্বৈতবাদিগণের কথা অনুসারে এইরূপ স্বীকার করাও যায় যে—প্রমাবৃত্তিই অজ্ঞানবিরোধী, প্রমাবৃত্তির অজ্ঞানবিরোধিত্ব স্বীকার করিলেও আত্মবিষয়ক প্রমাবৃত্তি সংসারদশাতেও আছে; "অহমস্মি" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই আছে; সুতরাং সংসারদশাতে সকলেরই আত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি আছে বলিয়া আত্মাশ্রিত আত্মবিষয়ক অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? এইজন্য আত্মবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। অন্তঃকরণবৃত্তিকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদিগণের নিস্তার নাই। আত্মবিষয়ক আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে না। সংসারদশাতেও যে আত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই আত্মা গৃহীত হইয়া থাকে, এই কথা অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বিবরণকারও স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতান্তঃকরণেন চ জীবোঽভিব্যজ্যতে, অন্যথা সুষুপ্তেঃ" (৩৬৬ পৃঃ ম্যাড্রো)। এই বিবরণগ্রন্থের ব্যাখ্যাতে তত্ত্বদীপনকার বলিয়াছেন যে—

কথং তত্রাজ্ঞানম্। বিবরণে "জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতান্তঃকরণেন চ জীবোঽভিব্যজ্যতে, অন্যথা সুষুপ্তেঃ" ইত্যুক্তেঃ। "অয়ং ঘটঃ" ইতি অপরোক্ষবৃত্তেরপি ত্বন্মতে ঘটাবচ্ছিন্নচিদ্বিষয়ত্বাচ্চ। অন্যথা ঘটাবরকাজ্ঞানাভাবেন "অয়ং ঘটঃ" ইতি বৃত্তেরজ্ঞানাভিভাবকত্বং ন স্যাৎ। ১২৫।

ন চ বিশিষ্টচৈতন্যরূপজীববিষয়া বা ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যবিষয়া বা বৃত্তিরজ্ঞানবিষয়ীভূতকেবলচিদবিষয়া তদজ্ঞানাবিরোধিনীতি বাচ্যম্, "দণ্ডী চৈত্রঃ" ইতি প্রতীত্যা চৈত্রাজ্ঞানানভিভবাপাতাৎ। ন চ শ্রবণাদিজন্যৈব

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব ; এই জীবের অবচ্ছেদনিমিত্ত অন্তঃকরণ ; এই অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ পরিণামসংসর্গের দ্বারা জীব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ জীব অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্য। *

অদ্বৈতবাদিগণ প্রমাবৃত্তিকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইলেও তাঁহাদের মতে চৈতন্যে অজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। সংসারদশাতেও প্রত্যেক জীবেরই আত্মবিষয়িণী অহমাকারা বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি যে প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি, তাহা বিবরণাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। আর এই আত্মবিষয়িণী প্রমাবৃত্তির দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান চিরবিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! অদ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতন্যই আত্মা ; সুতরাং আত্মবিষয়ক প্রমাবৃত্তির সত্ত্বদশাতে চৈতন্যে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না।

আরও কথা এই যে—"অয়ং ঘটঃ" এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তিও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। আর এই প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী। ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানাবৃত থাকে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। যদি ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত না থাকিত, ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানই যদি না থাকিত, তবে "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বারা ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। অদ্বৈতবাদিগণ প্রমাবৃত্তির অজ্ঞানাভিভাবকত্ব স্বীকার করেন। ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান না থাকিলে ঘটবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির অজ্ঞানাভিভাবকত্বই থাকিতে পারিত না। এইজন্য অহমাকার অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বারা এবং "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বারা চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া জীবের সংসারদশাতেই অনায়াসে মোক্ষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। ১২৫।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রদর্শিত প্রমাবৃত্তি বিশিষ্ট চৈতন্যবিষয়ক হইলেও শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক নহে ; এইজন্য শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। প্রমাজ্ঞান সমানবিষয়ক অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান যদি শুদ্ধ বিশেষ্যমাত্রবিষয়ক না হয়, তবে "দণ্ডী চৈত্রঃ" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা শুদ্ধ চৈত্রবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। আর তাহাতে "দণ্ডী চৈত্রঃ" এইরূপ

---

* অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমাকার বৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্তি নহে ; কিন্তু ইহা অবিদ্যাবৃত্তি। অবিদ্যাবৃত্তিমাত্রের অজ্ঞাননিবর্ত্তকতা নাই। প্রমাণজন্য প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে ; ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তসার। অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি প্রমাবৃত্তিই নহে। এইজন্য তাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তকও নহে। অথচ বিবরণাচার্য্যের উক্তির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অহমাকার বৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্তি বলিয়াই বুঝা যায়। জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্রই প্রমা ; সুতরাং অহমাকার বৃত্তিকে প্রমা স্বীকার করিতে হয়। আর এই জন্যই বিবরণের এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া নিম্বার্ক, মাধ্ব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ দোষ দেখাইয়াছেন। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই বিবরণ-পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৫৯১ পৃঃ, নির্ণয়সাগরমুদ্রিত)। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বিবরণবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধান্তানুসারে অহমাকার বৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়াছেন। বিবরণাচার্য্য সাক্ষাদ্ভাবে অবিদ্যাবৃত্তি না বলিয়া কেন অন্তঃকরণবৃত্তি বলিলেন, তাহার অভিপ্রায়ও বিবরণাচার্য্যই বলিয়াছেন যে—অহমাকার বৃত্তিকালে অন্তঃকরণ না থাকিলে সুষুপ্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে ; যথা "অন্যথা সুষুপ্তেঃ"। অর্থাৎ জাগ্রদ্দশাতে অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তিকালে অন্তঃকরণপরিণামভূত প্রমারূপ বৃত্তিও হইয়া থাকে।+ প্রমাবৃত্তিসংসৃষ্টই এই অহমাকার

বৃত্তিঃ অজ্ঞানবিরোধিনীতি বাচ্যম্, ভ্রমকালীনাপরোক্ষজ্ঞানানধিকবিষয়কজ্ঞানেন কারণান্তরজন্যেনাপি অবিদ্যানিবৃত্তৌ অতিপ্রসঙ্গাৎ। অনধিকবিষয়ত্বে শ্রবণাদিবৈয়র্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ ন শুদ্ধচিন্মাত্রাত্মা অজ্ঞানস্য বিষয়ঃ। নাপি দেহাদিভেদো বা ভোক্তৃত্বাদ্যভাবো বা ব্রহ্মাভেদো বা দ্বিতীয়মাত্রাভাবো বা তদ্বিশিষ্ট আত্মা বা

প্রমাপ্রত্যক্ষের পরেও "অয়ং চৈত্রো ন বা?" এইরূপ সংশয় এবং "নায়ং চৈত্রঃ" এইরূপ বিপর্য্যয় হওয়ারও আপত্তি হইতে পারিবে। কারণ প্রদর্শিত সংশয় ও বিপর্য্যয়ের উপাদানীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই। বিশিষ্টবিষয়ক প্রমাপ্রত্যক্ষ বিশেষ্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না, এইরূপ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত সংশয় ও বিপর্য্যয়ের আপত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। এই অনিষ্টাপত্তির ভয়ে অদ্বৈতবাদিগণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—বিশিষ্টবিষয়ক প্রমাপ্রত্যক্ষ শুদ্ধ বিশেষ্যবিষয়ক অজ্ঞানেরও নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। আর তাহাতে বিশিষ্ট চৈতন্যবিষয়ক প্রমাপ্রত্যক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপ বিশেষ্যবিষয়ক অজ্ঞানেরও নিবর্ত্তক হইবে। আর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সদ্য মোক্ষের আপত্তি হইবে এবং চৈতন্যে অজ্ঞান অসিদ্ধ হইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য ব্রহ্মবিষয়ক চরমসাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তি শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। অন্য প্রত্যক্ষ শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ জগদ্ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদিরূপ হইয়া থাকে এবং এই প্রত্যক্ষেও সদ্রূপ ব্রহ্ম ভাসমানই হইয়া থাকে। মোক্ষকারণীভূত চরমসাক্ষাৎকারেও সন্মাত্র ব্রহ্মই ভাসমান হইয়া থাকে; সুতরাং মোক্ষকারণীভূত জ্ঞান জগদ্ভ্রমকালীন অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে অধিকবিষয়ক নহে। প্রত্যুত ভ্রমজ্ঞান অপেক্ষা প্রমাজ্ঞান অনধিকবিষয়ক হইয়াছে। ভ্রমপ্রতীত সদর্থমাত্র বিষয়ক চরমসাক্ষাৎকার ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হইতে অধিকবিষয়ক হইতে পারে না। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বিষয়কৃত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। উভয় জ্ঞানই সদ্বিষয়ক হইয়াছে।

কেবলমাত্র উভয় জ্ঞানের কারণকৃত বৈলক্ষণ্য আছে। জগদ্ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিজন্য এবং চরমতত্ত্বজ্ঞান বেদান্তবাক্যজন্য। এই কারণকৃত বৈষম্য ব্যতীত উভয় জ্ঞানের বিষয়কৃত বৈষম্য নাই। বিষয়কৃত বৈষম্য না থাকিলেও কারণকৃত বৈষম্যপ্রযুক্তই যদি অবিদ্যার নিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করা যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিজন্য সদ্ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে, বেদান্তবাক্যজন্য সদ্ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইবে। কারণকৃত বৈষম্যপ্রযুক্তই যদি জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, তবে শঙ্খে পীতিমভ্রমের

অবিদ্যাবৃত্তি জাগ্রদ্দশাতে হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন অবিদ্যাবৃত্তি প্রমাবৃত্তিসংসৃষ্ট নহে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণ অবিদ্যাবৃত্তিতে বিলীন থাকে এবং স্বপ্নদশাতে অন্তঃকরণ বিলীন না হইলেও অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতে পারে না। অন্তঃকরণ প্রমাবৃত্তিরই উপাদান হয়। ভ্রমবৃত্তিমাত্রের উপাদান অবিদ্যা। স্বপ্নদশাতে কোন প্রমাণজ্ঞান থাকে না। এইজন্য স্বাপ্ন জ্ঞানমাত্রই অবিদ্যাবৃত্তি। এইরূপ সৌষুপ্ত জ্ঞানও অবিদ্যাবৃত্তি। স্বরূপতঃ অন্তঃকরণ বিদ্যমান না থাকিলে অবিদ্যাবৃত্তিও সবিকল্পক হইতে পারে না। এইজন্য সৌষুপ্ত অবিদ্যাবৃত্তি নির্ব্বিকল্পক এবং স্বাপ্ন অবিদ্যাবৃত্তি সবিকল্পক এবং জাগ্রদ্দশাতে অবিদ্যাবৃত্তি প্রমাবৃত্তিসংসৃষ্ট। এই কথা বুঝাইবার জন্য অর্থাৎ জাগ্রদ্দশাতে অবিদ্যাবৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্তিসংসৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্যই বিবরণগ্রন্থে "অন্তঃকরণবৃত্তি" বলা হইয়াছে। এইজন্য বিবরণের এই পঙ্‌ক্তিটি অতি নিগূঢ়ার্থ বলিয়া এবং যথাশ্রুত অর্থ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া নিম্বার্ক, মাধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই বিবরণের কথার উপরে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি, লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবরণবাক্যের নিগূঢ় অর্থ কি তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে—বিবরণের সুপ্রসিদ্ধ টীকা তত্ত্বদীপনেও বিবরণবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ দেখান হইয়াছে। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের যে বিপ্লব ঘটে, তাহা একবার মনেও হয় নাই। যাঁহারা তত্ত্বদীপন টীকার সাহায্যে বিবরণগ্রন্থ পড়েন, তাঁহাদের এই স্থলে কি দুর্দ্দশাই না হইবে?

অজ্ঞানবিষয়ঃ। বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাচ—তেষামাত্মমাত্রত্বং বা ভিন্নত্বং বা আবিদ্যকত্বং বা? নাদ্যঃ, উক্তদোষযোগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অদ্বৈতহানেঃ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াদিপ্রসঙ্গাৎ। নন্বু ব্রহ্মাভেদাদেঃ

অনন্তর অপীত শঙ্খ সাক্ষাৎকারজন্য পীতভ্রমের নিবৃত্তি না হইয়া শ্রবণাদিজন্য অপীত সাক্ষাৎকার হইতেই ভ্রমের নিবৃত্তি হওয়া উচিত হয়। আরও দোষ এই যে—চরমবৃত্তি ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধিকবিষয়ক না হইলে বেদান্তশ্রবণাদিই বৃথা হইয়া পড়িবে। সুতরাং শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং "নির্ব্বিশেষে স্বয়ং ভাতে কিমজ্ঞানাবৃতং ভবেৎ" এইরূপ আপত্তির উত্তর অদ্বৈতবাদিগণ প্রদান করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ; তাহার কোন্ অংশ অজ্ঞানবৃত হইবে?

সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণের নূতন শঙ্কা উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহার সমাধান বলা হইতেছে। আগামী শঙ্কা ও সমাধানের সার সংগ্রহ এই যে—"মিথ্যা বিশেষোঽপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হ্যপেক্ষতে।" স্বপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যদিও অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না; তথাপি ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যাবিশেষ আছে। তাহাই অজ্ঞানাবৃত হইবে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কল্পিত বস্তুমাত্রেরই উপাদান অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানের সিদ্ধি না হইলে ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা বিশেষের সিদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে, ইহাই এই স্থলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের রীতি। অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার ভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া সংসারদশাতে তাহা ভাসমান হয় না। প্রত্যুত সংসারদশাতে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার অভেদই ভাসমান হয়। এইরূপ চৈতন্যে ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও তাহা অজ্ঞানাবৃত বলিয়া সংসারদশাতে তাহা প্রকাশমান হয় না; প্রত্যুত ভোক্তৃত্ব-বিশিষ্টরূপেই আত্মা ইদানীং প্রকাশিত হয়। চৈতন্যে ব্রহ্মের অভেদ আছে; কিন্তু সংসারদশাতে এই অভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া ভাসমান হয় না; প্রত্যুত ভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। ব্রহ্মে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব আছে; সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না; প্রত্যুত ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্বই ভাসমান হয়। এইরূপ আত্মাতে দেহাদির ভেদ ও ভোক্তৃত্বাদির অভাব আছে, সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না; প্রত্যুত আত্মা দেহাদ্যৈক্যযুক্ত ও ভোক্তৃত্বাবিশিষ্টরূপে ভাসমান হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে প্রদর্শিত দেহাদিভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন, আত্মাতে সেই দেহাদিভেদ প্রভৃতি আত্মা হইতে অনতিরিক্ত কি অতিরিক্ত? অথবা আবিদ্যক? এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষই অসঙ্গত। কারণ দেহাদির ভেদাদি যদি আত্মমাত্র হয়, তবে তাহার দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দেহভেদাদি যদি চৈতন্যমাত্ররূপ হয়, তবে চিন্মাত্রস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না। চিন্মাত্রস্বরূপও অজ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইবে না। সুতরাং অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য প্রকাশমানই আছে। দেহাদির অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য ভাসমান; এই ভাসমান চৈতন্য হইতে অনতিরিক্ত দেহাদির ভেদ ইহাই পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন। চিন্মাত্র যে অজ্ঞানাবৃত নহে ইহাও সত্য। সুতরাং অজ্ঞান আবরণ করিবে কাহাকে? নির্ব্বিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত নহে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেহাদির ভেদাদি অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে; কিন্তু এই ভেদাদিও নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে। অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণকৃত্য থাকিবে না। আর উক্ত ভেদাদি চৈতন্য হইতে ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। চৈতন্য হইতে ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিতে হইবে। চৈতন্য ভিন্ন বস্তু সত্য হইলেই অদ্বৈতহানি হয়। যদি চৈতন্যভিন্ন বস্তুকে মিথ্যা স্বীকার করা যায়, তবে মিথ্যাবস্তুমাত্রই আবিদ্যক বলিয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত অবিশেষ হইবে। তৃতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট। দেহাদির ভেদাদির আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ হইলে আবিদ্যক ভেদাদির আবরকরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে ভেদাদির আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ হইবে। অবিদ্যাকল্পিত বস্তুকেই আবিদ্যক বলে।

প্রকাশমানাত্মমাত্রত্বেঽপি কল্পিতভেদেন অজ্ঞাতত্বমিতি চেৎ ন, অধিষ্ঠানাবরণং বিনা ভেদকল্পনাসম্ভবস্য উক্তত্বাৎ। ১২৬।

ন চ মিথ্যাভূতেনাপি ভেদাভাবেন দ্বিতীয়াভাবেন বা উপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানবিষয় ইতি বাচ্যম্, তস্য সমানবিষয়জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন বেদান্তানামপি উপলক্ষণরূপপ্রকারযুক্তাত্মপরত্বেন অখণ্ডার্থত্বহানেঃ। অকাকে কাকবদিতি বাক্যবৎ অপ্রামাণ্যাপাতাচ্চ। উপলক্ষণস্য মিথ্যাত্বাৎ। প্রকাশমানস্য আত্মনঃ

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত ব্রহ্মাভেদাদি প্রকাশমান আত্মস্বরূপ হইলেও কল্পিত ভেদের দ্বারা তাহা অজ্ঞাত হইবে অর্থাৎ প্রকাশমান আত্মার সহিত ব্রহ্মাভেদ অভিন্ন হইলেও কল্পিত ভেদপ্রযুক্ত ব্রহ্মাভেদ অজ্ঞাত ও অংশে ভাসমান এইরূপ বলা যায়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ চৈতন্যে কল্পিত ভেদ স্বীকার করিতে গেলে কল্পিত ভেদের অধিষ্ঠান চৈতন্যের আবরণ আবশ্যক; অধিষ্ঠান আবৃত না হইলে তাহাতে অধ্যাস হইতে পারে না। কল্পিত ভেদ এই কথার অর্থ—অধ্যস্ত ভেদ; কল্পনা কথার অর্থ—অধ্যাস; সুতরাং ভেদাধ্যাসের অধিষ্ঠান চৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ব্যতীত ভেদের অধ্যাস হইতে পারে না। তাহা বলাই হইয়াছে। ১২৬।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় অথবা দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে। অধ্যাসাধিষ্ঠানরূপে চিন্মাত্র প্রকাশমান থাকিলেও দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিতরূপে অথবা দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিতরূপে আত্মা সংসারদশাতে ভাসমান নহে; এইজন্য প্রদর্শিতরূপে আত্মা অজ্ঞানাবৃত বলা যাইতে পারে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের নিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। অজ্ঞানের যাহা বিষয়, প্রমাজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইলে সেই প্রমাজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এই জন্য প্রদর্শিত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানও অজ্ঞানের সমানবিষয়ক বলিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে অখণ্ডার্থক বলেন অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন বস্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বিষয় হয় না; তাঁহারা মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞানকে অখণ্ডার্থক অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ স্বীকার করেন। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক হইয়া থাকে; অজ্ঞানের বিষয় ভেদাভাবোপলক্ষিত আত্মা; আত্মাতে ভেদাভাব উপলক্ষণ; এই উপলক্ষণরূপ ভেদাভাব আত্মাতে প্রকার হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানেও আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইয়াই বিষয় হইবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইবে; সুতরাং ভেদাভাবরূপ উপলক্ষণ আত্মাতে প্রকার হইবে; আর তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান সপ্রকারক জ্ঞান হইয়া পড়িবে। সপ্রকারক জ্ঞান সখণ্ডার্থক; নিষ্প্রকারক জ্ঞানই অখণ্ডার্থক। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অখণ্ডার্থত্ব ভঙ্গ হইবে। এইজন্য ভেদাভাবোপলক্ষিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অকাক গৃহকে অর্থাৎ কাকবর্জ্জিত গৃহকে "কাকবৎ গৃহং" এইরূপ বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে ঐ বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে উপলক্ষণীভূত ভেদাভাবাদি ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে তাহার ত্রৈকালিক অভাব আছে; সুতরাং উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্মকে উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে সেই নির্দ্দেশবাক্য অর্থাৎ তাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য "অকাক গৃহে কাকবৎ গৃহ" এই বাক্যের মত অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। যদিও অকাক গৃহে "কাকবৎ গৃহ" এই বাক্য গৃহে কদাচিৎ কাকের সত্তানিবন্ধন কাকপ্রযুক্ত গৃহগত উত্তৃণত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নাই বলিয়া ভেদাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য অপ্রমাণই হইবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে উপলক্ষণীভূত

অজ্ঞানবিষয়ঃ। বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাচ—তেষামাত্মমাত্রত্বং বা ভিন্নত্বং বা আবিদ্যকত্বং বা? নাদ্যঃ, উক্তদোষযোগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অদ্বৈতহানেঃ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াদিপ্রসঙ্গাৎ। নন্বু ব্রহ্মাভেদাদেঃ

অনন্তর অপীত শঙ্খ সাক্ষাৎকারজন্য পীতভ্রমের নিবৃত্তি না হইয়া শ্রবণাদিজন্য অপীত সাক্ষাৎকার হইতেই ভ্রমের নিবৃত্তি হওয়া উচিত হয়। আরও দোষ এই যে—চরমবৃত্তি ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধিকবিষয়ক না হইলে বেদান্তশ্রবণাদিই বৃথা হইয়া পড়িবে। সুতরাং শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং "নির্ব্বিশেষে স্বয়ং ভাতে কিমজ্ঞানাবৃতং ভবেৎ" এইরূপ আপত্তির উত্তর অদ্বৈতবাদিগণ প্রদান করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ ; তাহার কোন্ অংশ অজ্ঞানবৃত হইবে ?

সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণের নূতন শঙ্কা উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহার সমাধান বলা হইতেছে। আগামী শঙ্কা ও সমাধানের সার সংগ্রহ এই যে—"মিথ্যা বিশেষোঽপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হ্যপেক্ষতে।" স্বপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যদিও অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না ; তথাপি ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যাবিশেষ আছে। তাহাই অজ্ঞানাবৃত হইবে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কল্পিত বস্তুমাত্রেরই উপাদান অজ্ঞান ; সুতরাং অজ্ঞানের সিদ্ধি না হইলে ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা বিশেষের সিদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে, ইহাই এই স্থলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের রীতি। অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার ভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া সংসারদশাতে তাহা ভাসমান হয় না। প্রত্যুত সংসারদশাতে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার অভেদই ভাসমান হয়। এইরূপ চৈতন্যে ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও তাহা অজ্ঞানাবৃত বলিয়া সংসারদশাতে তাহা প্রকাশমান হয় না ; প্রত্যুত ভোক্তৃত্ব-বিশিষ্টরূপেই আত্মা ইদানীং প্রকাশিত হয়। চৈতন্যে ব্রহ্মের অভেদ আছে ; কিন্তু সংসারদশাতে এই অভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া ভাসমান হয় না ; প্রত্যুত ভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। ব্রহ্মে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব আছে ; সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না ; প্রত্যুত ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্বই ভাসমান হয়। এইরূপ আত্মাতে দেহাদির ভেদ ও ভোক্তৃত্বাদির অভাব আছে, সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না ; প্রত্যুত আত্মা দেহাদ্যৈক্যযুক্ত ও ভোক্তৃত্বাবিশিষ্টরূপে ভাসমান হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে প্রদর্শিত দেহাদিভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন, আত্মাতে সেই দেহাদিভেদ প্রভৃতি আত্মা হইতে অনতিরিক্ত কি অতিরিক্ত? অথবা আবিদ্যক? এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষই অসঙ্গত। কারণ দেহাদির ভেদাদি যদি আত্মমাত্র হয়, তবে তাহার দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দেহভেদাদি যদি চৈতন্যমাত্ররূপ হয়, তবে চিন্মাত্রস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না। চিন্মাত্রস্বরূপও অজ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইবে না। সুতরাং অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য প্রকাশমানই আছে। দেহাদির অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য ভাসমান ; এই ভাসমান চৈতন্য হইতে অনতিরিক্ত দেহাদির ভেদ ইহাই পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন। চিন্মাত্র যে অজ্ঞানাবৃত নহে ইহাও সত্য। সুতরাং অজ্ঞান আবরণ করিবে কাহাকে ? নির্ব্বিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত নহে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেহাদির ভেদাদি অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে ; কিন্তু এই ভেদাদিও নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে। অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণকৃত্য থাকিবে না। আর উক্ত ভেদাদি চৈতন্য হইতে ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। চৈতন্য হইতে ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিতে হইবে। চৈতন্য ভিন্ন বস্তু সত্য হইলেই অদ্বৈতহানি হয়। যদি চৈতন্যভিন্ন বস্তুকে মিথ্যা স্বীকার করা যায়, তবে মিথ্যাবস্তুমাত্রই আবিদ্যক বলিয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত অবিশেষ হইবে। তৃতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট। দেহাদির ভেদাদির আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ হইলে আবিদ্যক ভেদাদির আবরকরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে ভেদাদির আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ হইবে। অবিদ্যাকল্পিত বস্তুকেই আবিদ্যক বলে।

প্রকাশমানাত্মমাত্রত্বেঽপি কল্পিতভেদেন অজ্ঞাতত্বমিতি চেৎ ন, অধিষ্ঠানাবরণং বিনা ভেদকল্পনাসম্ভবস্য উক্তত্বাৎ। ১২৬।

ন চ মিথ্যাভূতেনাপি ভেদাভাবেন দ্বিতীয়াভাবেন বা উপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানবিষয় ইতি বাচ্যম্, তস্য সমানবিষয়জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন বেদান্তানামপি উপলক্ষণরূপপ্রকারযুক্তাত্মপরত্বেন অখণ্ডার্থত্বহানেঃ। অকাকে কাকবদিতি বাক্যবৎ অপ্রামাণ্যাপাতাচ্চ। উপলক্ষণস্য মিথ্যাত্বাৎ। প্রকাশমানস্য আত্মনঃ

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত ব্রহ্মাভেদাদি প্রকাশমান আত্মস্বরূপ হইলেও কল্পিত ভেদের দ্বারা তাহা অজ্ঞাত হইবে অর্থাৎ প্রকাশমান আত্মার সহিত ব্রহ্মাভেদ অভিন্ন হইলেও কল্পিত ভেদপ্রযুক্ত ব্রহ্মাভেদ অজ্ঞাত ও অংশে ভাসমান এইরূপ বলা যায়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ চৈতন্যে কল্পিত ভেদ স্বীকার করিতে গেলে কল্পিত ভেদের অধিষ্ঠান চৈতন্যের আবরণ আবশ্যক; অধিষ্ঠান আবৃত না হইলে তাহাতে অধ্যাস হইতে পারে না। কল্পিত ভেদ এই কথার অর্থ—অধ্যস্ত ভেদ; কল্পনা কথার অর্থ—অধ্যাস; সুতরাং ভেদাধ্যাসের অধিষ্ঠান চৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ব্যতীত ভেদের অধ্যাস হইতে পারে না। তাহা বলাই হইয়াছে। ১২৬।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় অথবা দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে। অধ্যাসাধিষ্ঠানরূপে চিন্মাত্র প্রকাশমান থাকিলেও দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিতরূপে অথবা দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিতরূপে আত্মা সংসারদশাতে ভাসমান নহে; এইজন্য প্রদর্শিতরূপে আত্মা অজ্ঞানাবৃত বলা যাইতে পারে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের নিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। অজ্ঞানের যাহা বিষয়, প্রমাজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইলে সেই প্রমাজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এই জন্য প্রদর্শিত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানও অজ্ঞানের সমানবিষয়ক বলিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে অখণ্ডার্থক বলেন অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন বস্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বিষয় হয় না; তাঁহারা মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞানকে অখণ্ডার্থক অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ স্বীকার করেন। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক হইয়া থাকে; অজ্ঞানের বিষয় ভেদাভাবোপলক্ষিত আত্মা; আত্মাতে ভেদাভাব উপলক্ষণ; এই উপলক্ষণরূপ ভেদাভাব আত্মাতে প্রকার হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানেও আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইয়াই বিষয় হইবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইবে; সুতরাং ভেদাভাবরূপ উপলক্ষণ আত্মাতে প্রকার হইবে; আর তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান সপ্রকারক জ্ঞান হইয়া পড়িবে। সপ্রকারক জ্ঞান সখণ্ডার্থক; নিষ্প্রকারক জ্ঞানই অখণ্ডার্থক। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অখণ্ডার্থত্ব ভঙ্গ হইবে। এইজন্য ভেদাভাবোপলক্ষিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অকাক গৃহকে অর্থাৎ কাকবর্জ্জিত গৃহকে "কাকবৎ গৃহং" এইরূপ বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে ঐ বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে উপলক্ষণীভূত ভেদাভাবাদি ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে তাহার ত্রৈকালিক অভাব আছে; সুতরাং উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্মকে উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে সেই নির্দ্দেশবাক্য অর্থাৎ তাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য "অকাক গৃহে কাকবৎ গৃহ" এই বাক্যের মত অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। যদিও অকাক গৃহে "কাকবৎ গৃহ" এই বাক্য গৃহে কদাচিৎ কাকের সম্বন্ধনিবন্ধন কাকপ্রযুক্ত গৃহগত উত্তৃণত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নাই বলিয়া ভেদাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য অপ্রমাণই হইবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে উপলক্ষণীভূত

অজ্ঞানবিষয়ত্বে অপ্রকাশমানস্য দ্বিতীয়াভাবস্য উপলক্ষণত্বেন তদবিষয়ত্বে চ দৃষ্টহান্যদৃষ্টকল্পনাপাতাচ্চ। তস্মাদাত্মনঃ প্রকাশমানত্বাৎ অন্যস্য চ আবিদ্যকত্বাৎ ন অজ্ঞানবিষয়ত্বমিতি সংক্ষেপঃ। ১২৭।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞানবিষয়োপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ ১২ ॥

অজ্ঞানস্য প্রযোজকাসিদ্ধ্যাপি তদসিদ্ধিঃ। তথাহি—কিং প্রযুক্তমজ্ঞানম্? স্বপ্রযুক্তং চিন্মাত্র-প্রযুক্তম্ উভয়প্রযুক্তম্ অন্যপ্রযুক্তং বা? নাদ্যঃ, আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ। তস্যাক্রিয়ত্বেনাসিদ্ধেশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ,

---

ভেদাভাবও মিথ্যা। মিথ্যা বস্তু তাহার অধিকরণে তিন কালেই থাকে না। সুতরাং উপলক্ষণীভূত মিথ্যা বস্তু ব্রহ্মে নাই। উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। সুতরাং ভেদাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—প্রকাশমান বস্তুই জ্ঞানের বিষয় ইহাই লোকসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদিগণ প্রকাশমান আত্মাকেই অজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। যাহা প্রকাশমান, তাহাই অজ্ঞানাবৃত। আর যাহা অপ্রকাশমান, তাহাকে জ্ঞানের বিষয় বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রকাশমান দ্বিতীয়াভাবকেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়াভাবোপ-লক্ষিত ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয় ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং অপ্রকাশমান উপলক্ষণ দ্বিতীয়াভাব তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়; অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ কল্পনা দৃষ্টবিরুদ্ধ। প্রকাশমান অজ্ঞানের বিষয় এবং অপ্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়। যাহা হউক আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং আত্মভিন্ন বস্তু আবিদ্যক অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তাহাও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানের বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং "নির্ব্বিশেষে স্বয়ং ভাতে কিমজ্ঞানাবৃতং ভবেৎ। মিথ্যা বিশেষোঽপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হ্যপেক্ষতে"। ১২৭।

ইতি পরাভিমত অজ্ঞানের বিষয় নিরাস।

আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের প্রযোজক সিদ্ধ হয় না বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে—অজ্ঞান কাহাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে? অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রযোজক কে? (১) অজ্ঞান কি নিজপ্রযুক্ত? (২) অথবা অজ্ঞান চিন্মাত্রপ্রযুক্ত? (৩) কিংবা অজ্ঞান নিজ ও চিন্মাত্র এই উভয়প্রযুক্ত? (৪) অথবা অজ্ঞান চিৎ ও অজ্ঞানাতিরিক্ত অন্যপ্রযুক্ত? এই চারিটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ অজ্ঞান নিজপ্রযুক্ত ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অজ্ঞান নিজে নিজের প্রযোজক হইলে আত্মাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য। আরও কথা এই যে—যাহা সক্রিয় বস্তু, তাহাই প্রযোজক হইয়া থাকে। অজ্ঞান অক্রিয় বলিয়া তাহার প্রয়োজকতা সিদ্ধ হয় না।

আর "অজ্ঞান চিন্মাত্রপ্রযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রযোজক চিন্মাত্র" এই দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ চিন্মাত্র নিরীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়; নিষ্ক্রিয় বস্তুর প্রযোজকতা কখনই সম্ভব হয়। শুধু চিন্মাত্র নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহার প্রযোজকতা সম্ভব হইতে পারে না। নিরীহ বস্তুও যদি প্রযোজক হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানপ্রযোজক নিরীহ শুদ্ধ চিন্মাত্র নিত্য বলিয়া সেই চিন্মাত্রপ্রযোজ্য অজ্ঞানেরও নিত্যত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে অজ্ঞাননিবৃত্তি না হওয়ার ও মোক্ষ না হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ নিরীহ শুদ্ধ চিন্মাত্রকে যদি অজ্ঞানের প্রযোজক বলা হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানপ্রযোজক শুদ্ধ চিন্মাত্র নিত্য বলিয়া তৎপ্রযোজ্য অজ্ঞানেরও নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে অজ্ঞাননিবৃত্তি ও মোক্ষ না হওয়ার প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। আর চিন্মাত্র নিরীহস্বভাব; সুতরাং চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিলে চিন্মাত্রের নিরীহরূপ স্বভাবত্যাগের প্রসঙ্গ হইয়া

তস্য নিরীহত্বেন প্রযোজকত্বাযোগাৎ। অন্যথা প্রযোজকস্য নিত্যত্বেন তৎপ্রযোজ্যস্যাপি নিত্যত্বাপত্ত্যা নিবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ, নিরীহত্বস্বভাবত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চ, সবিশেষত্বাপত্তেশ্চ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। ন চতুর্থঃ, উভয়েতরপদার্থানঙ্গীকারাৎ। অজ্ঞানান্তরকল্পনায়াং চক্রকাপত্তিঃ, তস্যাপি প্রযোজকান্তরকল্পনে অনবস্থেতি। জীবেশ্বরয়োরেকতরস্য প্রযোজকতাকল্পনে তয়োঃ তদধ্যাস-কার্য্যত্বেন তদানীমভাবাৎ। তয়োরেব অভাবেন তৎপ্রযোজকতায়াস্তু কা গাথেতি ভাবঃ। ১২৮।

কিঞ্চ কল্পকাভাবাদপি অজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। তস্য কিং তাবৎ কল্পকম্? শুদ্ধচিন্মাত্রং বা উপহিতং বা? নাদ্যঃ, তস্য নির্দ্দোষত্বাৎ, প্রয়োজনাভাবাচ্চ, নির্ব্বিশেষত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্য কল্পিতত্বেন কল্পকত্বাসম্ভবাচ্চ,

---

পড়ে। আর চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য; কিন্তু চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিলে চিন্মাত্রের অজ্ঞানপ্রযোজকত্বরূপ সবিশেষত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাকে আর নির্ব্বিশেষ বলা যায় না। কারণ তাহাতে অজ্ঞানপ্রযোজকত্বরূপ বিশেষ আছে। ফলে চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

আর তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ অজ্ঞান অজ্ঞান ও চিৎ এই উভয়প্রযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞান ও চৈতন্য এই উভয়ই অজ্ঞানের প্রযোজক ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। "অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে চিৎ ও অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইবে এবং চিৎ ও অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকারে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আর চতুর্থ পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, অর্থাৎ অজ্ঞান ও চৈতন্যাতিরিক্ত অন্য বস্তু অজ্ঞানের প্রযোজক, ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ চৈতন্য ও অজ্ঞান এই উভয় ভিন্ন অন্য পদার্থ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। চৈতন্য ও অজ্ঞান ব্যতীত অদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্য পদার্থ যখন নাই, তখন অন্য পদার্থকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলা যাইবে কিরূপে? আর এই চতুর্থ পক্ষ স্বীকার করিয়া অজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত অপর অজ্ঞানপ্রযোজক অজ্ঞান কল্পনা করিলে চক্রক দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কল্পিত প্রযোজক অজ্ঞান সাধ্য অজ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলে চক্রক দোষেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। আর সেই কল্পিত অজ্ঞানের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযোজক অপর অজ্ঞান স্বীকার করিলে আবার সেই স্বীকৃত অজ্ঞানের সিদ্ধির নিমিত্তও অপর প্রযোজক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অজ্ঞানধারা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। আর জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটিকেও অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করিতে পারেন না; কারণ জীব ও ঈশ্বর অজ্ঞান-প্রযুক্ত অধ্যাসের কার্য্য। সুতরাং অজ্ঞানসিদ্ধিকালে জীব ও ঈশ্বর নাই বলিয়া উহাদিগকে অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করা যায় না। অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করিয়া অজ্ঞানের সিদ্ধি করিলে ত সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের সিদ্ধি হইবে। পরভাবী জীব ও ঈশ্বর পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের প্রযোজক হইবে কিরূপে? সুতরাং প্রযোজকের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবার পূর্ব্বে জীব ও ঈশ্বর নাই বলিয়া সেই জীব ও ঈশ্বরের অজ্ঞানপ্রযোজকতার কথা উঠিতেই পারে না। ১২৮।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের কল্পক নাই বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি জিজ্ঞাসা এই যে—অজ্ঞানের কল্পক কে? শুদ্ধ চিন্মাত্রই কি অজ্ঞানের

অন্যোন্যাশ্রয়াদ্যাপত্তেশ্চ। অতো বিশেষমাত্রাভাবাঙ্গীকারে সর্ব্বথা কল্পকাসিদ্ধেঃ। ননু অনাদ্যজ্ঞানোপধানবশেন শুদ্ধমেব কল্পকম্, কল্পকত্বঞ্চ কল্পনাং প্রতি আশ্রয়ত্বং বিষয়ত্বং ভাসকত্বং বা, তৎ সর্ব্বং কল্পনাসমসত্তাকত্বেন ন শুদ্ধত্ব ব্যাঘাতকমিতি চেৎ ন, অনাদ্যবিদ্যোপহিতস্য শুদ্ধত্বাসম্ভবাৎ।

কল্পক ? অথবা উপহিত চৈতন্য অজ্ঞানের কল্পক ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যকে তাঁহারা অজ্ঞানের কল্পক বলিতে পারেন না ; কারণ দোষবশতঃ ও প্রয়োজনবশতঃই কল্পনা হইয়া থাকে। যাহাতে দোষ নাই এবং প্রয়োজন নাই, সে কখনও কল্পনা করে না। দোষযুক্ত ও প্রয়োজনবান্ই কল্পক হইয়া থাকে। শুদ্ধ চিন্মাত্র নির্দ্দোষ ও প্রয়োজনরহিত ; শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোন দোষ নাই এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের কল্পক হইতে পারে না। আর শুদ্ধ চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ; অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোনও বিশেষই নাই। শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের কল্পক বলিলে তাহার সেই নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইয়া পড়ে। কল্পকত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম থাকিলে শুদ্ধ চিন্মাত্রকে নির্ব্বিশেষ বলা যাইবে কিরূপে ? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের স্বসিদ্ধান্তানুসারেই শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের কল্পক হইতে পারে না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ "উপহিত চৈতন্যকেও তাঁহারা অজ্ঞানের কল্পক বলিতে পারেন না ; কারণ উপহিত চৈতন্যই অজ্ঞানকল্পিত। অজ্ঞানকল্পিত উপহিত চৈতন্য অজ্ঞানের কল্পক হইবে কিরূপে ? উপহিত চৈতন্য কল্পিত বলিয়া তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব কখনই সম্ভব নহে। আর তাহাতে "উপহিত চৈতন্যের কল্পিতত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব সিদ্ধ হইবে এবং তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার কল্পিতত্ব সিদ্ধ হইবে" এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর উপহিত চৈতন্যের কল্পক অপর উপহিত চৈতন্যকে বলিলে সেই উপহিত চৈতন্যেরও অপর কল্পক বলিতে হইবে এবং সেই কল্পক উপহিত চৈতন্য হইলে তাহারও কল্পক বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অতএব উপহিত চৈতন্যই হউক, কিংবা অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্যই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই অজ্ঞানের কল্পক অসিদ্ধ। সুতরাং কল্পকাভাবে অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অনাদি অজ্ঞানোপধানবশতঃ অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানের সন্নিধানবশতঃ শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের কল্পক হইয়া থাকে। কল্পকত্ব কথার অর্থ—কল্পনার প্রতি আশ্রয়ত্ব, কল্পনার বিষয়ত্ব, অথবা কল্পনার ভাসকত্ব যাহাই হউক না কেন, সেই সমস্তই কল্পনার সমানসত্তাক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ; আর শুদ্ধ চিন্মাত্রের শুদ্ধত্ব পারমার্থিক। সমানসত্তাবিশিষ্ট দুইটি ধর্ম্মেরই বিরোধ হইয়া থাকে ; ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট দুইটি ধর্ম্মের বিরোধ হয় না। সুতরাং চিন্মাত্রে কল্পকত্ব ও শুদ্ধত্ব উভয়ই থাকিতে পারে। তাহাতে কল্পকত্ব ও শুদ্ধত্ব পরস্পর ব্যাঘাতক হয় না অর্থাৎ উভয়ের কোন বিরোধ নাই ; কারণ চিন্মাত্রের কল্পকত্ব ব্যাবহারিক এবং শুদ্ধত্ব পারমার্থিক। এইজন্য অজ্ঞানরূপ উপাধির সন্নিধানপ্রযুক্ত শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের কল্পক ইহা আমরা বলিয়া থাকি। ইহাতে কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ চিন্মাত্র যদি অনাদি অজ্ঞানোপহিত হয়, তাহা হইলে চিন্মাত্রের শুদ্ধত্ব কখনই সম্ভব নহে। চিন্মাত্রের অজ্ঞানোপহিতত্বই তাহার শুদ্ধত্বের ব্যাঘাতক। চিন্মাত্র অনাদি অজ্ঞানোপহিত হইলে চিন্মাত্রকে শুদ্ধ বলা যাইবে কিরূপে ? আর শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মে অনাদি অজ্ঞানের উপধান দোষ ব্যতীতই যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে চিন্মাত্রের সেই অনাদি অজ্ঞানোপধান স্বাভাবিক বলিয়াই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে সেই অজ্ঞানোপধানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না ; যাহা স্বাভাবিক, তাহা কখনও নিবৃত্ত হয় না। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষ দুর্ঘট হইয়া

তত্ত্বপ্রধানস্য দোষং বিনা অঙ্গীকারে স্বাভাবিকত্বাপত্ত্যা ত্বন্মতে নিবৃত্ত্যভাবাপত্তেঃ, নিরুপাধিকস্য সত্যত্ব-নিয়মাচ্চ, আশ্রয়ত্বাদেরসঙ্গে ব্রহ্মণি স্বতো দোষং বিনা অসম্ভবাচ্চ। ১২৯।

নন্বনাদ্যজ্ঞানাধ্যাসস্য অধ্যাসান্তরানপেক্ষত্বাৎ স্বপরসাধারণসর্ব্বনির্ব্বাহকত্বোপপত্তেঃ উপহিতস্য কল্পকত্বেঽপি নানবস্থাযোগঃ, কল্পিতপ্রতিবিম্ববিশিষ্টাদর্শাদেবাবর্শান্তরেঽপি প্রতিবিম্বকল্পকত্বদর্শনাদিতি চেৎ ন, যেন উপহিতং চেতনং কল্পকং তস্যাত্মাশ্রয়দোষেণ উপহিতস্য কল্পকত্বাসম্ভবাৎ। উপহিতস্যাপি ত্বন্মতে

পড়িবে। আর যাহা নিরুপাধিক হয়, তাহাই সত্য হয়, ইহাই নিয়ম। চিন্মাত্রের অজ্ঞানকল্পকত্ব উপপাদন করিবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি অনাদি অজ্ঞানকে চিন্মাত্রের উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে চিন্মাত্র সোপাধিক হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থাৎ চিন্মাত্রের নিরুপাধিকত্ব থাকে না বলিয়া তাহার সত্যত্বভঙ্গের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা চিন্মাত্র ব্রহ্মের অসঙ্গত্বই জানা যায়; সুতরাং অসঙ্গ চিন্মাত্র ব্রহ্মে অবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি, দোষরূপ কারণ ব্যতীত স্বভাবতঃ সম্ভব নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"অনাদি অজ্ঞানোপধানবশতঃ শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের কল্পক হইয়া থাকে", ইহা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম নিত্য নির্দ্দোষ; শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অনাদি অজ্ঞানোপধান সম্ভবই নহে। ১২৯।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অজ্ঞানাধ্যাসের প্রতি অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই; কারণ অজ্ঞানাধ্যাস অনাদি। চৈতন্য ও অবিদ্যার অনাদি আধ্যাসিক সম্বন্ধ। এইজন্য অজ্ঞানাধ্যাসে দোষাদি কারণেরও অপেক্ষা নাই। অজ্ঞানাধ্যাসে দোষাদি কারণের অপেক্ষা থাকিলেই দোষাদিও অধ্যস্ত বলিয়া অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা আছে বলা যাইত। এইজন্য অনাদি অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই। অজ্ঞান যেমন অন্যের অধ্যাসনির্ব্বাহক হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান নিজের অধ্যাসনির্ব্বাহকও নিজেই হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই। এইজন্য উপহিত চৈতন্যকে অজ্ঞানের কল্পক বলিলেও অনবস্থাদি দোষের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ উপহিত চৈতন্যের অজ্ঞান-কল্পকত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ পূর্ব্বে যে অনবস্থাদি দোষ হয় বলিয়াছেন, অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই বলিয়া এবং অজ্ঞান স্ব ও পর সকলের অধ্যাসনির্ব্বাহক বলিয়া সেই অনবস্থাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। উপহিত চৈতন্য কল্পিত হইলেও তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব অসম্ভব নহে। কল্পিতেরও কল্পকত্ব সম্ভব হয়। যেমন কল্পিত প্রতিবিম্ববিশিষ্ট দর্পণ হইতে যখন দর্পণান্তরে প্রতিবিম্ব হয়, তখন সেই কল্পিত প্রতিবিম্বের দর্পণান্তরে প্রতিবিম্ব-কল্পকত্ব থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং উপহিত চৈতন্যের অজ্ঞানকল্পকত্ব স্বীকার করিলেও অনুপপত্তি কিছু নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ সমাধানেও আত্মাশ্রয় ও অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্যই থাকিয়া যায়। যে চৈতন্যকর্ত্তৃক উপহিত চৈতন্য কল্পিত হয়, তাহাকেও উপহিতই বলিতে হইবে; তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষনিবন্ধন সেই উপহিত চৈতন্যের অজ্ঞানকল্পকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। অদ্বৈত-বাদিগণের মতে উপহিত চৈতন্যও কল্পিত; সুতরাং কল্পিত উপহিত চৈতন্য নিজের প্রতি নিজে কল্পক হইলে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর যদি অপর উপহিত চৈতন্য তাহার কল্পক হয়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—অজ্ঞানাধ্যাসে যদি অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা না থাকে, তবে অজ্ঞানকে অনধ্যস্তই বলা যাইতে পারে এবং তাহাতে অজ্ঞানের সত্যত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈত-বাদিগণ যে কল্পিতেরও কল্পকত্ব সম্ভব হয় বলিতে যাইয়া দর্পণপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য

কল্প্যত্বেন স্বস্যৈব কল্পকত্বে চ আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ। উপহিতান্তরস্য কল্পকত্বে অনবস্থাপত্তেঃ। অজ্ঞানাধ্যাসস্য অধ্যাসান্তরানপেক্ষত্বে অনধ্যস্তত্বাপত্ত্যা সত্যত্বাপত্তেঃ। প্রতিবিম্বস্থলে তু আদিপ্রতিবিম্বকস্য অকল্পিতত্বেন অনবস্থাদ্যভাবাৎ প্রতিবিম্বস্য ছায়াবৎ সদ্বস্ত্বন্তরত্বাচ্চ। উপাধেরনাদিত্বে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্ত্যা কল্পিতত্বা-সিদ্ধ্যা অদ্বৈতভঙ্গাচ্চ। উপহিতস্য অনাদিত্বে চ নির্ব্বিশেষবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাদিতি সংক্ষেপঃ। ১৩০।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞানপ্রযোজকাদিগিরিনিপাতঃ ॥ ১৩ ॥

অথ অজ্ঞাননিবর্ত্তকাসিদ্ধ্যাপি তদসিদ্ধিঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—শুদ্ধং চিন্মাত্রমজ্ঞাননিবর্ত্তকং চিদ্বিষয়া বেদান্তশ্রবণাদিজন্যাপরোক্ষবৃত্তির্ব্বা? নাদ্যঃ, তস্য অজ্ঞানসাধকত্বেন তদ্‌বিরোধিত্বানঙ্গীকারাচ্চ।

এই যে—কল্পিত প্রতিবিম্বের দর্পণান্তরে প্রতিবিম্বকল্পকত্ব থাকিতে দেখা যায় ইহা সত্য, তাহাতে অনবস্থা দোষ হয় না; কারণ আদি প্রতিবিম্বসম্পাদক মুখাদি অকল্পিত। অকল্পিত প্রতিবিম্বসম্পাদক আছে বলিয়া তাহাতে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হয় না; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ যে উপহিত চৈতন্যকে অজ্ঞানকল্পক বলেন, তাহাতে সেই উপহিত চৈতন্যকেও কল্পিতই বলিতে হইবে। তাহারও কল্পক উপহিত চৈতন্য হইলে যে অনবস্থা দোষের আপত্তি হয়, তাহা দেখানই হইয়াছে। এই অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য; কারণ তাঁহাদের মতে চৈতন্য ও অজ্ঞানরূপ উপাধির সম্বন্ধ অনাদি। সুতরাং দৃষ্টান্তে অনবস্থা দোষ হয় না; কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। প্রতিবিম্ব কল্পিত নহে; উহা ছায়ার ন্যায় অপর সদ্বস্তু। কল্পিত বস্তুর কল্পকত্বের উপপত্তির নিমিত্ত সদ্বস্তুকে দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টান্ত বিষমই হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানরূপ উপাধিকে অনাদি বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—"যাহা অনাদি, তাহা কল্পিত নহে, যেমন ব্রহ্ম অনাদি বলিয়া কল্পিত নহে। আর যাহা অনাদি নহে, তাহা কল্পিত, যেমন শুক্তিরজত অনাদি নহে বলিয়া কল্পিত" এইরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা অদ্বৈত-বাদিগণসম্মত অনাদি অজ্ঞানরূপ উপাধির অকল্পিতত্বই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ উপাধির অনাদিত্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা অনাদি অজ্ঞানের অকল্পিতত্বই সিদ্ধ হয়। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদি-গণের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়ে। প্রদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা অনাদি অজ্ঞানের অকল্পিতত্ব অর্থাৎ সত্যত্ব সিদ্ধ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত আর রক্ষিত হয় না; কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন উপাধিভূত অনাদি অজ্ঞানরূপ দ্বিতীয় বস্তুও সত্য হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত চৈতন্যের অনাদিত্ব যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। চৈতন্যকে ত তাঁহারা অনাদি অজ্ঞানোপহিত বলিয়াছেন, তাহা হইলে চিন্মাত্র ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলেন কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞান সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। ১৩০।

ইতি পরাভিমত অজ্ঞানের প্রযোজকাদি নিরাস।

অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয় ও প্রযোজকাদির সিদ্ধি হয় না বলিয়া যে তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞান অসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে। আর অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক সিদ্ধ হয় না বলিয়াও তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। কারণ অজ্ঞাননিবর্ত্তক কি ইহা? অথবা উহা? এইরূপ জিজ্ঞাসায় কোনও পক্ষ অবলম্বনেই অজ্ঞাননিবর্ত্তকের সিদ্ধি করা যায় না। তাহাই দেখান হইতেছে,—ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহাদের মতে শুদ্ধ চিন্মাত্রই কি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক? অথবা বেদান্তশ্রবণাদি-জন্য চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের সাধক; সাক্ষিস্বরূপ শুদ্ধ চিন্মাত্রের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে; এইজন্য

ন দ্বিতীয়ঃ, "কথমসতঃ সজ্জায়েত" (ছা—৬।২।২) "অসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামসতঃ সৎসিদ্ধের্নিরাসেন অসত্যা বৃত্ত্যা সদ্রূপমোক্ষলক্ষণাজ্ঞাননিবৃত্ত্যসিদ্ধেঃ, অজ্ঞানে "ন জানামি" ইতি জ্ঞপ্তিরূপ-

---

অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী বলেন না। শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের বিরোধী ত নহেই, প্রত্যুত শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের সাধক। শুদ্ধ চিন্মাত্র যদি অজ্ঞানের বিরোধী হইত, তবেই শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলা যাইত। অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী স্বীকার করেন না বলিয়া অজ্ঞানের নিবর্ত্তকও বলিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তিকেও অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিতে পারেন না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঐ অপরোক্ষবৃত্তি সত্য নহে; কিন্তু মোক্ষনামক অজ্ঞাননিবৃত্তি সত্য। অসত্য চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তির দ্বারা সত্য মোক্ষনামক অজ্ঞাননিবৃত্তির সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ "কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইবে?" এই শ্রুতি এবং "অসতের উৎপত্তি কোথায়?" এই স্মৃতিই অসৎ হইতে সত্যের সিদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। সুতরাং চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলা যায় না। আরও কথা এই যে—অজ্ঞান বলিলে তাহাতে "জানি না" এইরূপে যে জ্ঞপ্তিরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ চৈতন্য, তাহার বিরোধেরই অনুভব হইয়া থাকে। চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তি জ্ঞপ্তিরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ নহে; সুতরাং অজ্ঞান বলিলে অজ্ঞপ্তিরূপ বৃত্তিবিরোধের অনুভব হয় না। যাহার সহিত যাহার বিরোধ অনুভবসিদ্ধ, তাহাকেই তাহার নিবর্ত্তক বলা যায়, এইজন্য জ্ঞপ্তিরূপ চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে, কারণ অজ্ঞান বলিলে "জানি না" এইরূপে জ্ঞপ্তিরূপ চিদ্বিরোধের অনুভব হইয়া থাকে। আর চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তি জ্ঞপ্তিরূপ নহে বলিয়া অজ্ঞান বলিলে তাহাতে তদ্বিরোধের অনুভব হয় না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ চিদ্বিষয়িণী অপরোক্ষবৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা সুখ-দুঃখাদি আন্তর বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। প্রমাবৃত্তির দ্বারা সুখ-দুঃখাদির প্রকাশ হয় না; হইতেও পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ মনকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণের সহায়তা ব্যতীত মনের প্রমাবৃত্তি হইতে পারে না। সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণের ব্যাপার অপেক্ষিত নহে। প্রমাণব্যাপার ব্যতীতই সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইজন্য সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান প্রমা নহে। অথচ উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি অজ্ঞানাবৃত থাকে না। সুখ-দুঃখাদি অজ্ঞানাবৃত হইলে সুখ-দুঃখাদির প্রকাশই হইতে পারিত না। সাক্ষিপ্রকাশ যদি সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী না হইত, তবে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি অজ্ঞানাবৃত বলিয়া সুখ-দুঃখাদির প্রকাশই হইতে পারিত না। এইজন্য বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে যে—সাক্ষি-চৈতন্যই সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী হয় বলিয়াই সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অনুভব হয় না। উৎপন্ন সুখাদি দ্রষ্টার নিকট অজ্ঞাত থাকে না। সাক্ষিচৈতন্যের অজ্ঞানবিরোধিতাপ্রযুক্তই তাহা থাকে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রমাবৃত্তিকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। আর এই জন্যই বলা হইয়াছে যে—"সাক্ষী স্ববিষয়েঽজ্ঞানবিরোধী ন ভবেদ্ যদি। তদ্বেত্তে সুখ-দুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বার্য্যতে॥" (ন্যায়ামৃত)

আরও কথা এই যে—বিষয়ের প্রকাশক বলিয়া চৈতন্যকেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। জ্ঞান ও অজ্ঞানেরই বিরোধ অনুভবসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতন্যই মুখ্য জ্ঞানবস্তু। চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে চৈতন্যের জ্ঞানত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের অবিরোধী বলিয়া অজ্ঞানেরও অজ্ঞানত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। জ্ঞানবিরোধিত্বই অজ্ঞানত্ব। বিষয়ের প্রকাশক চৈতন্যকে অজ্ঞানের বিরোধী না বলিয়া অর্থের অপ্রকাশক বৃত্তিকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণকে ইহাই বলিতে হইবে যে,—অর্থপ্রকাশকত্ব-রূপ জ্ঞানত্বপ্রযুক্ত বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু বৃত্তিত্বজাতিপ্রযুক্তই বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী। বৃত্তিতে বৃত্তিত্বজাতি

চিদ্বিরোধস্যৈব অনুভবেন অজ্ঞপ্তিরূপবৃত্তিবিরোধস্য অসম্ভবাচ্চ। চিতা প্রকাশমানে সুখাদৌ অজ্ঞানাদর্শনাচ্চ। বৃত্তের্জাতিবিশেষেণৈব তন্নিবর্ত্তকত্বে ইচ্ছাদিনিবর্ত্ত্যদ্বেষাদিবৎ অজ্ঞানস্য সত্যত্বাপত্তেঃ। শুক্ত্যাদিজ্ঞানবদর্থপ্রকাশকত্বেন তন্নিবর্ত্তকত্বে চৈতন্যস্যাপি তত্ত্বেন তন্নিবর্ত্তকত্বাবশ্যম্ভাবাচ্চ। ১৩১।

কিঞ্চ বৃত্তিরজ্ঞানোপাদেয়া তন্নিবর্ত্তকত্বে তৎস্থিত্যসহিষ্ণুস্থিতিকত্বরূপবিরোধস্য হেতুত্বাৎ কার্য্যস্য স্বোপাদানেন অবিরোধাৎ ন অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং তস্যাঃ সম্ভবতি। ন চ অন্ত্যশব্দস্য স্বোপান্ত্যশব্দজন্যত্বেঽপি তন্নাশকত্বদর্শনাদুক্তার্থে ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, উপান্ত্যস্য শব্দস্য তন্নিমিত্তকারণত্বেন তদুপাদানত্বাভাবান্

আছে। এই বৃত্তিত্বজাতিপ্রযুক্ত যদি বৃত্তি, অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হয়, তবে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব নাই বলিয়া অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে না। জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব। প্রত্যুত বৃত্তিত্বেন বৃত্তিনিবর্ত্ত্য অজ্ঞান ও তৎকার্য্য ইচ্ছাদিনিবর্ত্ত্য দ্বেষাদির মত সত্যই হইয়া পড়িবে। দ্বেষ ইচ্ছানিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে ; কিন্তু ইচ্ছানিবর্ত্ত্য হইয়াছে বলিয়া দ্বেষ মিথ্যা হয় নাই ; কিন্তু ইচ্ছা ও দ্বেষের বিরোধিতাপ্রযুক্তই দ্বেষ ইচ্ছানিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছাদিনিবর্ত্ত্য দ্বেষাদির মত অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সত্য হইয়া পড়িবে। শুক্ত্যাদিবিষয়ক জ্ঞান অর্থপ্রকাশকত্বপ্রযুক্তই শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান যদি শুক্তির প্রকাশক না হইত, তবে শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারিত না। সুতরাং শুক্তিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের যে অজ্ঞাননিবর্ত্তকতা আছে, তাহাও বিষয়প্রকাশকত্বনিবন্ধনই বলিতে হইবে। এইজন্য অজ্ঞাননিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিষয়প্রকাশকত্ব। বিষয়প্রকাশকত্বপ্রযুক্তই বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এই নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম চৈতন্যেও আছে ; সুতরাং চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে না ইহা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণকে চৈতন্যেরও অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বৃত্তি ও চৈতন্যে অজ্ঞাননিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তুল্যভাবে বিদ্যমান আছে। যে জন্য বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, সেই জন্যই চৈতন্যও অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক। ১৩১।

আরও কথা এই যে—বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইতেই পারে না। কারণ অজ্ঞান বৃত্তির উপাদান ; বৃত্তি অজ্ঞানের উপাদেয়। উপাদেয় যদি উপাদানের বিরোধী হয় অর্থাৎ উপাদেয়ই যদি নিজের উপাদানের নিবর্ত্তক হয়, তবে উপাদেয়ের স্থিতিই অসম্ভব। কারণ উপাদেয় উপাদানেই স্থিত থাকে। সুতরাং উপাদেয়ই যদি উপাদানের বিনাশক হয়, তবে উপাদানের বিনাশে উপাদেয়েরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য উপাদানের স্থিতির অসহিষ্ণু উপাদেয়ের স্থিতিরূপ বিরোধ স্বীকার করিলে উপদেয়েরও স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অজ্ঞানোপাদানক বৃত্তির ক্ষণিকত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। সর্ব্বত্রই উপাদেয় উপাদানের বিরোধী হইলেও উপাদেয়ের অস্থিরত্বেরই আপত্তি হইবে। উপাদেয়ের উৎপত্তির পরক্ষণেই উপাদানের বিনাশ হইলে উপাদেয় কোন্ আধারে স্থিত থাকিবে ? নিরাধার উপাদেয় থাকিতে পারে না। উপাদান ভিন্ন অন্য কোন বস্তু উপাদেয়ের আধারও হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—উপাদেয়ের সহিত উপাদানের বিরোধিতা অর্থাৎ উপাদেয়ের স্বোপাদাননিবর্ত্তকত্ব কোন স্থলেই দেখা যায় না। ইহা অদৃষ্টচর। সুতরাং এইরূপ অদৃষ্টচর বিরোধিতা স্বীকার করা যায় না। উপাদেয় উপাদানের বিরোধীই নহে। এইজন্য বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারিবে না।

যদি বলা যায়—অন্ত্য শব্দ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপান্ত্য শব্দের নাশক হইয়া থাকে ; অথচ অন্ত্য শব্দ উপান্ত্য শব্দ হইতেই উৎপন্ন হয় ; সুতরাং দেখা যাইতেছে উপান্ত্য শব্দ হইতে উৎপন্ন অন্ত্য শব্দের দ্বারা উপান্ত্য শব্দের নাশ হইয়া থাকে। এইজন্য কার্য্যও কারণের নাশক হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং "উপাদেয় উপাদানের নাশক হয় না" এইরূপ নিয়ম সঙ্গত নহে। প্রদর্শিতস্থলে উক্ত নিয়ম ব্যভিচারী হইয়াছে।

ব্যভিচারঃ। ন চ ক্ষীরোপাদেয়স্য দধ্নঃ তন্নাশকত্বাৎ উক্তব্যভিচারতাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্, আতঞ্চনাদিনা নিবৃত্তক্ষীরাবয়বানামেব দধ্যুপাদানত্বাৎ ন ক্ষীরস্য তস্যাপি আতঞ্চননাশ্যত্বাৎ ন উক্তব্যভিচারতাদবস্থ্যশঙ্কাবকাশঃ। তস্মাৎ ন উপাদেয়রূপিণ্যা বৃত্তেঃ স্বোপাদানাজ্ঞাননাশকত্বসম্ভাবনাপীতি ভাবঃ। এতেন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতা সতী চিদেবাজ্ঞাননাশিকা তদুক্তং "তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্য্যদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ। সূর্য্যকান্তমুপারূহ্য তন্ন্যায়ং চিতি যোজয়েৎ॥" ইতি, তদপি নিরস্তম্। সূর্য্যকান্তসংযোগজন্যাগ্নেরেব তৃণাদিদাহকত্বেন সূর্য্যস্য তদপ্রযোজকত্বাৎ। ১৩২।

কিঞ্চ অজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানস্য কো বিষয়ো বিবক্ষিতঃ? শুদ্ধো বিশিষ্টো বা? নাদ্যঃ, তস্য বিষয়ত্বানঙ্গীকারাৎ। অন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; শুদ্ধং মিথ্যা জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ যদেবং তদেবং তব মতে ঘটাদিবৎ

পূর্ব্বপক্ষিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উপান্ত্য শব্দ অন্ত্যশব্দের উপাদানকারণ নহে; কিন্তু নিমিত্তকারণ। উপাদেয় নিমিত্তকারণের নাশক হইলেও উপাদানকারণের নাশক হয় না, এই নিয়মের কোন ব্যভিচারদোষ হয় না। যদি বলা যায়—দুগ্ধ উপাদান ও দধি উপাদেয়; উপাদেয় দধির দ্বারা উপাদান দুগ্ধের বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং উপাদেয় স্বোপাদানের নাশক হইয়া থাকে, ইহা অদৃষ্টচর নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দধির দ্বারা দুগ্ধের নাশ হইলেও "উপাদেয় স্বোপাদানের নাশক হয় না" এই নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই; কারণ দধি স্বোপাদান দুগ্ধের নাশক নহে। দুগ্ধকে দধি করিতে হইলে সেই দুগ্ধে আতঞ্চন (দম্বল) প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে হয়। সেই আতঞ্চন প্রভৃতির দ্বারাই দুগ্ধ দধি হইয়া থাকে। আতঞ্চনাদির দ্বারা দুগ্ধাবয়বের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। আর এই বিকৃত অবয়ব হইতেই দধি উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎভাবে দুগ্ধ দধির উপাদান নহে। আতঞ্চনের দ্বারাই দুগ্ধের নাশ হইয়া থাকে; কিন্তু দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধির দ্বারা স্বোপাদান দুগ্ধের নাশ হয় না। সুতরাং "উপাদেয় স্বোপাদানের নাশক নহে" এই নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই। এইজন্য উপাদেয় বৃত্তি স্বোপাদান অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না, ইহা অদ্বৈতবাদিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। আর এইজন্য তাঁহারা যে বৃত্তিকে স্বোপাদান অজ্ঞানের নাশক বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। কেবল বৃত্তিমাত্রই অজ্ঞানের নাশক নহে। চৈতন্য অজ্ঞানের সাধক হইলেও প্রমারূপ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। যেমন তৃণাদির ভাসক সূর্য্যকিরণ সূর্য্যকান্তমণিতে প্রতিফলিত হইয়া তৃণাদির নাশক হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের সাধক চৈতন্যও বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত হইয়া অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। তৃণাদির ভাসক সূর্য্যকিরণ তৃণাদির দাহক নহে; কিন্তু সূর্য্যকান্তমণির সহিত সূর্য্যকিরণের সংযোগবশতঃ উৎপন্ন অগ্নিই তৃণাদির দাহক হইয়া থাকে। ১৩২।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিষয়ক প্রমারূপ বৃত্তিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের সাধক বলিয়া তাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম; এই প্রমাজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম কি শুদ্ধ ব্রহ্ম? অথবা বিশিষ্ট ব্রহ্ম? সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মই বিশিষ্ট ব্রহ্ম। যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয় বলেন, তবে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত দোষ হইবে। কারণ ভামতীপ্রস্থান অনুসারে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হন না, ইহাই স্বীকার করা হইয়া থাকে। মিথ্যাত্বানুমাপক দৃশ্যত্বহেতুর নিরূপণপ্রসঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এই কথা অতি সুস্পষ্টভাবে বলা

ইত্যনুমানাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্য অধ্যস্তত্বেন তজ্জ্ঞানস্য ভ্রমত্বাৎ। ন চ নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য উপহিতবিষয়কত্বেহপি উপাধেরবিষয়ত্বাদভ্রমত্বমিতি বাচ্যম্, উপাধিবিষয়তাং বিনা উপহিতবিষয়কত্বাসম্ভবাৎ ভিন্নবিষয়ত্বাচ্চ। ন হি পটজ্ঞানাৎ ঘটাদ্যজ্ঞাননিবৃত্তির্দৃষ্টা, শ্রুতা, যুক্তা বা। বিশিষ্টজ্ঞানেন তদ্বিষয়কাজ্ঞান-

---

হইয়াছে। দৃশ্যত্বহেতুনিরূপণে বলা হইয়াছে যে—বৃত্তিবিষয়ত্বই দৃশ্যত্ব। এই দৃশ্যত্বই মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য বলিয়া মিথ্যাত্বের জ্ঞাপক হেতু। যদি শুদ্ধ ব্রহ্মে বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইবে। দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত ঘট-পটাদি প্রপঞ্চের মত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইবে। যেমন—শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা, জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ যদেবং তদেবং যথা অদ্বৈতবাদিমতে ঘটাদি মিথ্যাবস্তু। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বই হইবে। এইরূপে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গভয়ে অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। কারণ বিশিষ্ট ব্রহ্ম অধ্যস্তরূপ; এইজন্য তাহা মিথ্যা বস্তু। সাক্ষাৎ মিথ্যাবস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান; তাহা প্রমাজ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমরূপ বলিয়া তাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তকও হইতে পারে না। প্রমাবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হয় না ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও বিশিষ্ট ব্রহ্ম যে তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়, তাহা নহে; কিন্তু উপহিত ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়। শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিই শুদ্ধ ব্রহ্মের উপাধি। শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিদশাতে বৃত্তির দ্বারা অনুপহিত ব্রহ্ম হইতে পারে না। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে জ্ঞান সবিষয়ক হইতে পারে না। এইজন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মে অধ্যস্ত; ব্রহ্মে অধ্যস্ত বৃত্তিদশাতে ব্রহ্ম বৃত্তির দ্বারা অনুপহিত থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাকারবৃত্তিতে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইজন্য বৃত্তিই উপাধি। বৃত্তিরূপ উপাধির দ্বারা ব্রহ্ম উপহিত হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তত্ত্বজ্ঞান এইরূপে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক হয়, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান উপাধিবিষয়ক নহে বলিয়া ভ্রম হইবে না। সুতরাং উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ভ্রম নহে বলিয়া এই জ্ঞানের অজ্ঞাননিবর্ত্তকতা সম্ভাবিতই বটে। শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন না; এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ বৃত্তির দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। বৃত্তিরূপ উপাধি ব্রহ্মের বিষয়ত্বসম্পাদক। কিন্তু বৃত্তিরূপ উপাধি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয় না। এই সমস্ত কথা কল্পতরুগ্রন্থে ও অদ্বৈতসিদ্ধির দৃশ্যত্বনিরূপণে ভামতীকারের মত উপপাদনপ্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিষয়ক জ্ঞান সম্ভাবিতই নহে; উপহিতবিষয়ক জ্ঞানমাত্রই উপাধিবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ভামতীপ্রস্থানে যে উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিষয়ক জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। উপহিতবিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। সমানবিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। পটবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ইহা লোকদৃষ্টও নহে, শ্রুতিসিদ্ধও নহে এবং যুক্তিসম্মতও নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বিশিষ্টবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করেন, তাহা হইলেও বিশিষ্টবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানই সংসারের কারণ; তাহার নিবৃত্তি হইবে না। সুতরাং বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের সম্ভাবনা নাই।

নাশেঽপি শুদ্ধবিষয়কাজ্ঞানস্য অনিবৃত্তেঃ তাদবস্থ্যমেব। কিঞ্চ চরমজ্ঞানস্যাপি নিবর্ত্তকাভাবেন তস্য সত্ত্বং মোক্ষেঽপি দুর্ব্বারম্। নন্থ তন্তুনাশস্য পটনাশপ্রযোজকত্বদর্শনাৎ স্বোপাদানাবিদ্যানাশস্যৈব তন্নাশ-প্রযোজকত্বাৎ নোক্তদোষ ইতি চেৎ ন, তন্তুপটয়োঃ যুগপদেবাগ্নিনা নাশেন ক্রমিকনাশদর্শনাভাবাৎ। ত্বদীয়স্য তাদৃশান্যস্য চ অপ্রামাণিকত্বাৎ। ১৩৩।

ন চ কতকরজোন্যায়েন অন্ত্যজ্ঞানস্য স্বয়মেব নিবর্ত্তকমিতি বাচ্যম্, অসম্ভবাৎ। ন হি কতকরজস্তাবৎ পঙ্কনাশকম্, নাপি স্বস্য নাশকম্, অপি তু বিশ্লেষকারণমেব উভয়োরপি জলস্যাধোবৃত্তিত্বসত্ত্বাৎ। নাপি

আরও বিশেষ কথা এই যে—চরম তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইলেও চরম তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক কেহ নাই বলিয়া মোক্ষদশাতেও চরম তত্ত্বজ্ঞানের সত্তাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ মোক্ষদশাতেও চরম তত্ত্বজ্ঞান থাকিয়াই যাইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—উপাদানের নাশজন্য উপাদেয়ের নাশ হইয়া থাকে; যেমন তন্তুর নাশজন্য পটের নাশ হইয়া থাকে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপাদান অজ্ঞানের নাশপ্রযুক্ত উপাদেয় তত্ত্বজ্ঞানেরও নাশ হইবে। সুতরাং মোক্ষদশাতে তত্ত্বজ্ঞানের সত্তাপত্তি হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। উপাদান ও উপাদেয়ের যুগপৎ নাশও হইয়া থাকে; এইজন্য উপাদান-নাশ উপাদেয়নাশের প্রযোজক নহে। যুগপৎ উৎপন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরটির প্রযোজক হইতে পারে না। অগ্নির দ্বারা তন্তু ও পট উভয়েরই যুগপৎ নাশ হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ কল্পনা করা যায় না যে—অগ্নির দ্বারা প্রথমতঃ তন্তুর দাহ ও পরে পটের দাহ হইয়াছে। সুতরাং উপাদাননাশ উপাদেয়নাশের প্রযোজকই নহে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে তত্ত্বজ্ঞানের নাশক অন্য কোন বস্তু প্রমাণসিদ্ধও নহে। ১৩৩।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—কতকরজ (নির্ম্মলীফলের চূর্ণ) যেমন পঙ্কিল জলের পঙ্ক নাশ করিয়া স্বয়ং নিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নাশ করিয়া স্বয়ংই নিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং কতকরজের ন্যায় চরম তত্ত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির পরিহার হইতে কোন বাধা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ চরম তত্ত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্ত্তক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তেও তাহা সম্ভব হয় না। কতকরজ (নির্ম্মলীফলের চূর্ণ) পঙ্কিল জলে মিশ্রিত হইয়া পঙ্কের নাশক হয় না এবং নিজেরও নাশক হয় না; কিন্তু জল ও পঙ্কের বিশ্লেষেরই কারণ হইয়া থাকে। কতকরজের সম্বন্ধবশতঃ পঙ্ক জল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ঐ কতকরজের সহিত জলের নীচে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং কতকরজের সম্বন্ধবশতঃ জলে পঙ্ক না থাকিলেও পঙ্কের নাশ হয় না এবং কতকরজেরও নাশ হয় না; ঐ উভয়ই জলের নীচে পড়িয়া থাকে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা চরম তত্ত্বজ্ঞানকে নিজেরও নিবর্ত্তক বলিতে পারেন না। দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ। কারণ কতকরজেরও নাশ হয় না। এইজন্য আমরা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে চরম তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইলেও চরম তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক কেহ নাই বলিয়া মোক্ষদশাতেও চরম তত্ত্বজ্ঞানের সত্তাপত্তি হয় বলিয়া যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্যই থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে—তত্ত্বজ্ঞান কি নিজেই নিজের নিবর্ত্তক? কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য বস্তু তাহার নিবর্ত্তক? তত্ত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্ত্তক হইতে পারে না ইহা বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরিক্ত যদি অন্য বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলা যায়, তবে সেই অন্য বস্তুটি কি? তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধ ব্রহ্মই কি তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক? অথবা অন্য কোন জড় বস্তু? এই দুইটি পক্ষের একটিও সঙ্গত নহে; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম কোন কার্য্যেরই

শুদ্ধমাত্রং তন্নিবর্ত্তকং তস্য কিঞ্চন প্রতি অপি তব পক্ষে হেতুত্বাভাবাৎ। নাপি কিঞ্চিদন্যস্য, সর্ব্বস্য জ্ঞানেনৈব নষ্টত্বাৎ। ১৩৪।

নন্বু অবিদ্যানিবৃত্তের্বৃত্তিরূপত্বান্ন তন্নিবর্ত্তকনিষেধো যুক্তঃ, বৃত্তিনিবৃত্তেশ্চ আত্মরূপত্বাৎ ন তজ্জনকখণ্ডনাবকাশ ইতি চেৎ ন, অবিদ্যানিবৃত্তিরূপায়া বেদান্তজন্যত্বেনাবিদ্যায়া জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবেন সত্যত্বাপত্তেঃ। অনিত্যায়াশ্চ বৃত্তিনিবৃত্তেঃ নিত্যাত্মস্বরূপত্বাসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ সত্যস্যৈব বন্ধস্য অপরোক্ষীকৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রসাদাদেব নিবৃত্তিরভ্যুপগন্তব্যা সদ্রূপনিগড়স্যৈব রাজপ্রসাদাৎ নিবৃত্তিবদিতি সংক্ষেপঃ। ১৩৫।

ইতি পরাভিমতাজ্ঞাননিবর্ত্তকগিরিনিপাতঃ ॥ ১৪ ॥

জনক নহে। মায়াশবলিত ব্রহ্মই কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম কোন কার্য্যের জনক হইতে পারেন না। মায়াই ব্রহ্মের কারণতাসম্পাদক। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলা যায় না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুকেও তত্ত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলা যায় না; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুমাত্রই তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য। এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু তত্ত্বজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না। ১৩৪।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ; তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রমাবৃত্তি অবিদ্যার নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ। এইজন্য অজ্ঞাননিবর্ত্তক কে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হয় না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানই যদি অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের জনক সামগ্রীই অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইবে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রমাবৃত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। এইজন্য ইহার কেহ নিবর্ত্তক হইতেই পারে না। আত্মা জন্য বস্তু নহে; জন্য বস্তুরই জনক অপেক্ষিত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি আত্মস্বরূপ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তির জনক বস্তুই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং যাহার জনকই নাই, তাহার খণ্ডন করা যাইবে কিরূপে?

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তমহাবাক্যজন্য প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ, এইরূপ যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তবে অবিদ্যার জ্ঞাননিবর্ত্যত্বসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে; কারণ বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির জনক বেদান্তবাক্য; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নহে। সুতরাং অবিদ্যা বেদান্তবাক্যনিবর্ত্য হইলেও তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্য নহে। যাহা জ্ঞাননিবর্ত্য নহে, তাহা মিথ্যাও নহে। অদ্বৈতবাদিগণ "জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব" ইহাই স্বীকার করেন। অবিদ্যা জ্ঞাননিবর্ত্য নহে; কিন্তু "জ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ" এইরূপ স্বীকার করিলে অবিদ্যার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত অবিদ্যার সত্যত্বের আপত্তি হইবে। আরও কথা এই যে—তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তিকে আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি জন্য বস্তু; তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আত্মা নিত্য বস্তু; জন্য তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি নিত্য আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। ইহাতে আত্মার অনিত্যত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহাই স্বীকার করা সঙ্গত হইবে যে—জীবের বন্ধ সত্য বস্তু; কিন্তু মিথ্যা নহে এবং এই সত্য বন্ধের নিবৃত্তিও শ্রীপুরুষোত্তম সাক্ষাৎকৃত হইলে সেই সাক্ষাৎকৃত শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসাদে জীবের সত্যবন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পুরুষোত্তমের প্রসাদে বন্ধের নিবৃত্তি হয় বলিয়া বন্ধ সত্য বস্তু; কিন্তু মিথ্যা বস্তু নহে। জীবের তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ ও প্রসাদ হইতে সত্য বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রসাদ যে বন্ধনিবৃত্তির হেতু ইহা লোকসিদ্ধ,—যেমন রাজার প্রসাদে সত্য নিগড়াদি বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সত্য শৃঙ্খলাদির দ্বারা শৃঙ্খলিত অপরাধীর রাজপ্রসাদে শৃঙ্খলবন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অপরাধীর রাজদর্শন রাজপ্রসাদেরও হেতু। সুতরাং বন্ধনিবৃত্তির জন্য বন্ধের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ১৩৫।

ইতি অজ্ঞাননিবর্ত্তক নিরাস ॥

অথ মোক্ষরূপা অবিদ্যানিবৃত্তিরপি দুর্নিরূপা অসম্ভবাৎ। তথাহি—যদুচ্যতে অবিদ্যানিবৃত্তির্মোক্ষঃ, সা কিমাত্মস্বরূপত্বং বা তদ্ভিন্নত্বং বা? নাদ্যঃ, অসাধ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়েঽপি তস্য সত্যত্বমনির্ব্বাচ্যত্বং মৃষাত্বং বা? নাদ্যঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অনির্ব্বাচ্যত্বে অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োরেকতরত্বং স্যাৎ। ন তৃতীয়ঃ, অবিদ্যায়াঃ সত্যত্বাপত্তেঃ। ১৩৬।

ননু ন বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মা অজ্ঞানধ্বংসঃ, বৃত্তিনিবৃত্তৌ মোক্ষনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অপি তু চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতঃ আত্মা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। উপলক্ষণে নিবৃত্তেঽপি মুক্তেঃ অনিবৃত্তত্বাৎ পাকে নিবৃত্তে পাচকস্যেব,

---

অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ" ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। অবিদ্যাই বন্ধ এবং অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দুর্নিরূপ্য; কারণ এই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সত্য কি মিথ্যা? আত্মস্বরূপ কি আত্মা হইতে ভিন্ন? ইত্যাদি কোনরূপে উহার নিরূপণ সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ কি এই অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মরূপ স্বীকার করিবেন? অথবা আত্মস্বরূপ হইতে অবিদ্যানিবৃত্তিকে ভিন্ন স্বীকার করিবেন? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ আত্মা নিত্যসিদ্ধ বস্তু; অবিদ্যানিবৃত্তি সাধ্যবস্তু; সাধ্যবস্তু সিদ্ধবস্তুস্বরূপ হইতে পারে না। অবিদ্যানিবৃত্তি সিদ্ধ-আত্মস্বরূপ হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিরও অসাধ্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে। অসিদ্ধ বস্তুই সাধ্য হইয়া থাকে; সিদ্ধ বস্তু সাধ্য হইতে পারে না। সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ; এইজন্য সাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তি সিদ্ধ আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। ইহাতে অবিদ্যানিবৃত্তির অসাধ্যত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে এই অবিদ্যানিবৃত্তি কি সত্য বস্তু? অথবা অনির্ব্বাচ্য? অথবা মিথ্যা? অদ্বৈতবাদিগণকে এই তিনটি পক্ষের যে কোন একটি পক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই তিনটি পক্ষের প্রত্যেকটি পক্ষই অসঙ্গত। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মাতিরিক্ত সত্য বস্তু হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আত্মা ও অবিদ্যানিবৃত্তি এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য হইলে অনির্ব্বাচ্য বস্তুমাত্র অবিদ্যা বা অবিদ্যার কার্য্য ইহার অন্যতর হইয়া থাকে। অনির্ব্বাচ্য বস্তু হয় অবিদ্যা, না হয় অবিদ্যার কার্য্য হইবে অর্থাৎ অবিদ্যোপাদানক হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য হইলে এই অবিদ্যানিবৃত্তিও অবিদ্যোপাদানক অথবা অবিদ্যা হইতে পারে। আর তাহাতে মোক্ষদশাতেও অবিদ্যার সত্ত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে। অথচ মোক্ষদশাতে অবিদ্যা থাকিতে পারে না। মোক্ষদশাতে অবিদ্যা থাকিলে তাহাকে মোক্ষ বলা যায় না। এইস্থলে মূলকার যে অবিদ্যাকার্য্য বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—অবিদ্যাপ্রযুক্ত; কিন্তু অবিদ্যাজন্য এইরূপ অর্থ নহে। অবিদ্যাজন্য বলিলে সাদি বস্তুমাত্রই অবিদ্যাজন্য হইতে পারে; কিন্তু অনাদি অনির্ব্বাচ্য বস্তু অবিদ্যাজন্য নহে। জীব-ঈশ্বরভেদ প্রভৃতি অনির্ব্বাচ্য হইয়াও অনাদি। এই অনাদি বস্তু অবিদ্যাজন্য নহে; কিন্তু অবিদ্যাপ্রযুক্ত বটে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি পক্ষে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইয়া থাকে। যেমন ভূতলাদিতে প্রসক্ত ঘট ও ঘটাভাবের মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইয়া থাকে। "ভূতলং ঘটবন্ন বা?" এইরূপ সন্দেহের পরে একটি পক্ষের মিথ্যাত্বাবধারণ হইলে অপর পক্ষের সত্যত্ব অপরিহার্য্য। এইরূপ অবিদ্যা ও অবিদ্যানিবৃত্তি এই দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তি মিথ্যা হইলে অবিদ্যার সত্যত্বাপত্তি হইবে। ১৩৬।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপই বটে; কিন্তু আত্মস্বরূপ হইলেও চরমবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ নহে। কারণ চরমবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ হইলে চরমবৃত্তির

"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ। উপলক্ষণহানেঽপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ॥" (চিৎসুখাচার্য্য) ইতি। তথাচ উপলক্ষণসাধ্যতয়া উপলক্ষিতসাধ্যতাপীতি চেৎ ন, কাকাদ্যুত্থাপ্যতৃণাদেরিব বৃত্ত্যুত্থাপ্যধর্ম্মস্য ব্রহ্মণি ত্বয়া অনভ্যুপগমেন উপলক্ষণত্বাসম্ভবাৎ, বৃত্ত্যুপলক্ষিতস্য পশ্চাদিব প্রাগপি সত্ত্বেন অজ্ঞানকালেঽপি মোক্ষাপত্তেঃ। ১৩৭।

ন চ পূর্ব্বসিদ্ধমেবোপলক্ষণমিতি বাচ্যম্, তথাত্বে বৃত্তাবেব সাধ্যত্বপর্য্যবসানাৎ। তচ্চাযুক্ত-

---

নাশে চরমবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মারও নাশ হইবে। বিশেষণের নাশ হইলে বিশিষ্টের নাশ হইবে। আর এই বিশিষ্ট আত্মাই যদি অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষরূপ বলিয়া চরমবৃত্তির নাশে মোক্ষেরও নাশের আপত্তি হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ; অবিদ্যানিবৃত্তি বিশিষ্ট আত্মস্বরূপ; চরমবৃত্তিই বিশেষণ; এই বিশেষণের নাশে বিশিষ্ট আত্মস্বরূপ মোক্ষেরও নাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। এইজন্য চরমবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ নহে; কিন্তু চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ। আর এই চরমবৃত্ত্যুপক্ষিত আত্মাই মোক্ষ। উপলক্ষণ চরমবৃত্তির সাধ্যতাপ্রযুক্তই মোক্ষেরও সাধ্যত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। আত্মা সাধ্য বস্তু না হইলেও উপলক্ষণ চরমবৃত্তির সাধ্যতা-প্রযুক্তই মোক্ষেরও সাধ্যতা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ বলা যায় যে—উপলক্ষণীভূত চরমবৃত্তির নাশপ্রযুক্ত মুক্তিরও নাশ হইবে অর্থাৎ উপলক্ষণের নিবৃত্তিতে উপলক্ষিতেরও নিবৃত্তি হইবে। উপলক্ষণের সাধ্যতাপ্রযুক্ত যেরূপ উপলক্ষিতের সাধ্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ উপলক্ষণের নাশপ্রযুক্ত উপলক্ষিতেরও নাশ হইবে না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় না; "উপলক্ষিতস্য নাশঃ" এইরূপ প্রতীতিতে উপলক্ষণ নাশের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয় না; এইজন্য উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় না। যেমন পাকের নাশে পাচকের নাশ হয় না। আর এইজন্য চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন যে—জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। মূলগ্রন্থে "মোহ" এই পদের অর্থ অবিদ্যা। উপলক্ষণের নাশ হইলেও উপলক্ষিত আত্মার নাশ হয় না। যেমন উপলক্ষণ পাকের নাশ হইলেও উপলক্ষিত পাচকের নাশ হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ চরমবৃত্তিকে আত্মার উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না; কারণ কাক প্রভৃতি যেমন গৃহের উপলক্ষণ হইয়া থাকে, চরমবৃত্তি সেইরূপ আত্মার উপলক্ষণ হইতে পারে না। কারণ উপলক্ষণ উপলক্ষ্যগত ধর্ম্মের উপস্থাপনের দ্বারা উপলক্ষ্যের ব্যাবর্ত্তক হইয়া থাকে। কাক প্রভৃতি গৃহগত উত্তৃণত্বাদি ধর্ম্মের উত্থাপন করিয়া গৃহের ব্যাবর্ত্তক হইয়া থাকে অর্থাৎ গৃহগত ব্যাবৃত্তিবোধের জনক হইয়া থাকে। এইরূপ চরমবৃত্তির দ্বারা উত্থাপ্য আত্মাগত কোন ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। উপলক্ষণের দ্বারা উত্থাপ্য উপলক্ষ্যগত কোন ধর্ম্ম না থাকিলে উপলক্ষণই হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে—উপলক্ষণ উপলক্ষ্যগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের উত্থাপন করিয়াই ব্যাবর্ত্তক হইয়া থাকে। বিশেষণ সাক্ষাৎভাবে এবং উপলক্ষণ উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের উত্থাপনের দ্বারা ব্যাবৃত্তির বোধক হইয়া থাকে। শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে কোন উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সম্ভাবিত নহে। এইজন্য চরমবৃত্তি আত্মার উপলক্ষণও হইতে পারে না। উপলক্ষণ বিশেষণের মত সাক্ষাৎ ব্যাবর্ত্তক হয় না। আরও দোষ এই যে—চরমবৃত্তিই যদি শুদ্ধ ব্রহ্মে উপলক্ষণ হয়, তবে উপলক্ষণ চরমবৃত্তির উৎপত্তির পরেও যেমন উপলক্ষিত আত্মা থাকে, সেইরূপ চরমবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও উপলক্ষিত আত্মা আছে বলিয়া অজ্ঞানকালেও মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। ১৩৭।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্মই উপলক্ষণ হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বে অসিদ্ধ ধর্ম্ম উপলক্ষণ হইতে পারে না। এইজন্য চরমবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মা চরমবৃত্ত্যুপক্ষিত হইতে পারে না; কিন্তু

মাত্মাশ্রয়াপত্তেঃ। সিদ্ধস্যাপি কাকাদেরুপলক্ষণত্বেঽপি ইচ্ছাকৃতিবিশেষোপলক্ষিতস্য ইষ্টকৃতিসাধ্যতাপত্তেশ্চ। কিঞ্চ উপলক্ষণাপায়ে উপলক্ষ্যস্য মোক্ষস্যাপায়প্রসঙ্গঃ। ন চ পাকাপায়ে পাচকাপায়োঽদৃষ্টচর ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যম্, অসম্ভবাৎ। কিং তাবৎ পাচকত্বং নাম ? পাককর্তৃত্বমিতি পক্ষে অপচতি চৈত্রে তৎপ্রয়োগো ভূতপূর্ব্বন্যায়েন ঔপচারিকঃ ভ্রষ্টাধিকারে দণ্ডনায়ক ইতিবৎ ভূতপূর্ব্বগত্যৈব।

চরমবৃত্তির উৎপত্তির পরে আত্মা সর্ব্বদাই চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে মোক্ষের সাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না; প্রত্যুত উপলক্ষণীভূত বৃত্তিরই সাধ্যত্ব হইয়া থাকে। উপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ; কিন্তু উপলক্ষণ মোক্ষ নহে। অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উপলক্ষণেরই সাধ্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষের সাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় নাই। আত্মা সিদ্ধ বস্তু, তাহার সাধ্যত্বই অসম্ভব। আর ইহাতে দোষ এই যে—উপলক্ষণীভূত চরমবৃত্তিই যদি সাধ্য হয়, তবে ইহার সাধক কে ? চরমবৃত্তিকেই সাধক বলিতে হইবে। আর তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে। স্বজন্য স্ব-এর উৎপত্তি স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষই হয়। মোক্ষ সাধ্য, চরমজ্ঞান সাধন; চরমজ্ঞানোপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ; এই মোক্ষের সাধ্যত্ব আত্মাতে নাই, কিন্তু চরমজ্ঞানেই আছে। আত্মা সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নহে। চরমজ্ঞানের সাধ্যত্বই মোক্ষের সাধ্যত্ব। চরমজ্ঞানরূপ সাধ্যের সাধনও চরমজ্ঞানকে স্বীকার করিলে উৎপত্তিতে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। আরও দোষ এই হইবে যে—সিদ্ধ বস্তুতে ইচ্ছা হয় না; সিদ্ধি ইচ্ছার প্রতিবন্ধক; এইজন্য অসিদ্ধ বস্তুতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধ বস্তু কৃতিসাধ্যও হইতে পারে না; সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এইজন্য যাহা সিদ্ধ, তাহা কৃতিসাধ্যও হইতে পারে না। সিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধির পূর্ব্বে ইচ্ছার ও কৃতির বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুর সিদ্ধতাদশাতে ইচ্ছাবিষয়তা ও কৃতিবিষয়তা না থাকিলেও সিদ্ধির পূর্ব্বে ইচ্ছাবিষয়তা ও কৃতিবিষয়তা ছিল; এইজন্য সিদ্ধতাদশাতে বস্তু ইচ্ছাবিশেষ ও কৃতিবিশেষের দ্বারা উপলক্ষিত বটে; কিন্তু ইচ্ছাবিশেষ ও কৃতিবিশেষের দ্বারা উপলক্ষিত সিদ্ধতাদশাপন্ন বস্তুকে ইষ্ট বা কৃতিসাধ্য বলা যায় না। যেমন কাকাদি সিদ্ধ বস্তু সাধ্যতাদশাতে অর্থাৎ অসিদ্ধিদশাতে ইচ্ছাবিষয় বা কৃতিবিষয় হইলেও সিদ্ধতাদশাতে সেই বস্তু ইচ্ছা ও কৃতির দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াও ইষ্ট বা কৃতিসাধ্য হয় না। সিদ্ধতাদশাতে কোন বস্তুতেই ইষ্টত্ব বা কৃতিসাধ্যত্ববোধ কাহারও হয় না।

আরও কথা এই যে—চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ হইলে চরমবৃত্তির বিনাশে মোক্ষেরও বিনাশের আপত্তি হইয়া পড়িবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় না; উপলক্ষণ পাকক্রিয়ার নাশে পাকক্রিয়ার দ্বারা উপলক্ষিত পাচকের নাশ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ পাচকত্ব বস্তুটি কি ? ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—পাকক্রিয়ার কর্তৃত্বই পাচকত্ব, তাহা হইলে পাচক যখন পাক করে না, তখনও তাহাতে "পাচক" পদের প্রয়োগ ভূতপূর্ব্বন্যায় অনুসারে ঔপচারিক বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোনও সময়ে পাক করিয়াছিল বলিয়াই পরেও তাহাকে পাচক বলা হইয়াছে। যেমন ভ্রষ্টাধিকার দণ্ডনায়ককে দণ্ডনায়ক বলা হয়। আর যদি পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্বই পাচকত্ব হয়, তবে পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদক চৈত্রত্বাদি ধর্ম্ম অপাচকপদের অবস্থাতেও আছে বলিয়া অপাচক অবস্থাতেও চৈত্রাদিতে পাচকপদের প্রয়োগ হইতে পারে। আর যদি পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্বই পাচকত্ব হয়, তবে পাকক্রিয়ার পরেও চৈত্রাদিতে পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব আছে বলিয়া চৈত্রাদিতে পাচকপদের প্রয়োগ হইতে পারে। যাহাতে পাককর্তৃত্ব কখনও ছিল, তাহাতে পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। এইজন্য সেই পুরুষ পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না; কিন্তু অনধিকরণই হইয়া থাকে। সুতরাং পাককর্তৃত্বাত্যন্তা-

যদি চ পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং তৎকর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বং বা তত্ত্বম্, তদা দ্বয়মপি পশ্চাদপ্যস্তি। নচৈবং মুক্তৌ আত্মাতিরিক্তং যোগ্যত্বাদিকং তবাস্তি। চিন্মাত্রস্য তু প্রাগপি সত্ত্বাৎ অসাধ্যত্বমেব স্যাৎ পাকোপলক্ষিতত্ববৎ বৃত্ত্যুপলক্ষিতত্বস্যাধিক্যে সবিশেষত্বাপত্তেঃ। ১৩৮।

ন চ উপলক্ষ্যস্বরূপস্য অসাধ্যত্বেঽপি উপলক্ষণগতসাধ্যত্বোপপত্তির্ঘটাকাশোৎপত্তিবৎ—ইতি বাচ্যম্, বৃত্তেঃ সুখ-দুঃখাভাবান্যতরভিন্নায়াঃ স্বপুরুষার্থত্বাভাবেন তদর্থং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ননু অবিদ্যানিবৃত্তিঃ

ভাবানধিকরণত্বরূপ পাচকত্ব পাকক্রিয়ার পরেও অপাচকদশাতে চৈত্রাদিতে আছে; সুতরাং অপাচকদশাতে পাচক-পদের প্রয়োগ হইতে কোন বাধা নাই। প্রদর্শিত তিনটি প্রকারেই অপাচকদশাতে পূর্ব্বপাচকে পাচকপদের প্রয়োগ হইতে পারে। এইজন্য পাকক্রিয়াকে উপলক্ষণ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

পাচক পাকক্রিয়ার অভাবকালে পাকক্রিয়ার কর্ত্তা না হইলেও পাকক্রিয়ার যোগ্যতা তাহাতে আছে। যে পাকক্রিয়ার কর্ত্তা ও পাকক্রিয়াতে যে স্বরূপযোগ্য, সেই উভয়কেই পাচক বলা হয়। কার্য্যের ফলোপধায়ক ও কার্য্যের স্বরূপযোগ্য উভয়কেই কারণ বলা হইয়া থাকে। স্বরূপযোগ্য কারণ কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবান্ হইয়া থাকে; অথবা কারণত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ হইয়া থাকে। পাকের অকরণকালের পাচক পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদক ধর্ম্মবান্ বলিয়া অথবা পাককর্তৃত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ বলিয়া পাকক্রিয়াতে স্বরূপযোগ্যই বটে। প্রদর্শিত দুইটি ধর্ম্মই যোগ্যতারূপ। এই যোগ্যত্ব ধর্ম্ম পাচকে আছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বস্তু; সংসারদশাতে ব্রহ্মে আরোপিত ধর্ম্ম থাকিলেও মুক্তিদশাতে ব্রহ্মে কোন আরোপিত ধর্ম্মই সম্ভাবিত নহে। এইজন্য পাচক পুরুষে যোগ্যত্ব ধর্ম্মের ন্যায় মুক্তিদশাতে ব্রহ্মে উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম্ম সম্ভাবিত নহে। সুতরাং চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ স্বীকার করিলে পাচকে যোগ্যতাদি ধর্ম্মের মত মুক্ত আত্মাতেও উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্ভাবিত নহে বলিয়া চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ এই কথা বলা যায় না। আর শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রকে মোক্ষ বলিলে শুদ্ধচৈতন্য নিত্যসিদ্ধ বস্তু বলিয়া মুক্তির পূর্ব্বেও এই চৈতন্য ছিল; সুতরাং সংসারদশাতেও মোক্ষের আপত্তি হইবে এবং মোক্ষের অসাধ্যত্বাপত্তি হইবে। আত্মা সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নহে; সুতরাং মোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হইবে না। পাচকে পাকোপলক্ষিতত্ব ধর্ম্ম যেমন আছে, সেইরূপ চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতত্ব ধর্ম্ম মোক্ষদশাতে ব্রহ্মে স্বীকার করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত উপলক্ষিতত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। ১৩৮।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া সাধ্য না হইলেও চরমবৃত্তিরূপ উপলক্ষণ বেদান্তবাক্যসাধ্য বলিয়া উপলক্ষণের সাধ্যত্বপ্রযুক্তই মোক্ষের সাধ্যতা উপপন্ন হইবে; চরম-বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ। যেমন আকাশ নিত্য হইলেও ঘটের উৎপত্তিতে ঘটাকাশের উৎপত্তি হইয়া থাকে; "ঘটাকাশমুৎপন্নম্" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ চরমবৃত্তির সাধ্যতা প্রদর্শন করিলেও মোক্ষের সাধ্যতা সমর্থন করিতে পারেন নাই। চরমবৃত্তি সুখও নহে এবং দুঃখাভাবও নহে; এইজন্য চরমবৃত্তি পুরুষার্থই নহে। সুখ ও দুঃখাভাব এতদন্যতরই পুরুষার্থ। চরমবৃত্তি এতদন্যতর নহে। সুতরাং চরমবৃত্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। পুরুষার্থলাভের জন্যই জীবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অপুরুষার্থ বলিয়া চরমবৃত্তিলাভের জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং তাহাই মুক্তি ইহা বলা যায় না।

তদ্বিরোধিবৃত্তিরেব যাবৎকার্য্যোৎপত্তি বিরোধি কার্য্যমেব ধ্বংস ইতি চেৎ ন, বৃত্তৌ নষ্টায়াং বিরোধি-কার্য্যান্তরানুদয়ে দ্বৈতস্যোজ্জীবনাপত্তেঃ। তদুদয়ে চ তেনৈবাদ্বৈতভঙ্গাৎ। ন চ চরমবৃত্তিধ্বংসস্য অধিকরণাত্মরূপত্বেতি বাচ্যম্, প্রাগুক্তদোষাৎ। সাপেক্ষনিরপেক্ষয়োরাগন্তুকানাগন্তুকয়োশ্চ অভেদাসম্ভবাচ্চ।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ না হইলেও চরমবৃত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ হইতে পারিবে। অবিদ্যার বিরোধী বৃত্তিই অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। বিরোধী কার্য্যই পূর্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তিস্বরূপ। যদি বলা যায়—বিরোধী কার্য্যের নাশ হইলেও পূর্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি থাকিয়াই যাইবে; সুতরাং বিরোধী কার্য্যকে পূর্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তিরূপ বলা উচিত নহে। অভিপ্রায় এই যে—চরমবৃত্তিই যদি অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ হয়, তবে চরমবৃত্তি অনন্তকাল থাকিবে না; কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তি অনন্তকাল থাকিবে; অবিদ্যানিবৃত্তির আর নিবৃত্তি হইবে না; ধ্বংসের ধ্বংস হইতে পারে না। ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার করিলে প্রতিযোগীর উন্মজ্জনের আপত্তি হইবে—অর্থাৎ বিনষ্ট ঘটের সত্তার আপত্তি হইবে। এইজন্য অবিদ্যানিবৃত্তি চরমবৃত্তিস্বরূপ হইতে পারে না। এইজন্য বলা হইয়াছে—"যাবৎ কার্যোৎপত্তি।" ইহার অর্থ এই যে—যাবৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই বিরোধী কার্য্য অর্থাৎ চরমবৃত্তি অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। দ্বৈতবস্তু যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই চরমবৃত্তি অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। ইহাতে যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে—চরমবৃত্তির নাশদশাতে অবিদ্যাবিরোধী কার্য্যান্তর আর কেহ উৎপন্ন হইবে না; কিন্তু সেই সময়েও অবিদ্যার ধ্বংস থাকিবে বটে; সুতরাং বিরোধী কার্য্যকে অবিদ্যার ধ্বংস বলা যায় না। যে না থাকিলেও যে থাকে, সে তৎস্বরূপ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অবিদ্যার বিরোধী কার্য্যের স্থিতি পর্য্যন্তই এই নিয়ম স্বীকার করা হইবে অর্থাৎ বিরোধী কার্য্যকে ধ্বংসস্বরূপ স্বীকার করা হইবে; যেমন নব্য বৈশেষিকগণ বিভাগকেই সংযোগের ধ্বংসরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। গৌরবদোষপ্রযুক্ত সংযোগনাশকে বিভাগাতিরিক্ত বলিয়া নব্য বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না। সংযোগনাশকে বিভাগাতিরিক্ত স্বীকার করিলে গৌরব দোষ হয়। এইজন্য বিভাগই সংযোগধ্বংসরূপ; কিন্তু বিভাগের ধ্বংস অধিকরণস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে—মহাপ্রলয়দশাতে জন্য ভাববস্তুমাত্রই থাকে না। এইজন্য মহাপ্রলয়দশাতে নিত্য পরমাণু, আত্মা প্রভৃতি থাকিলেও সংযোগ-বিভাগাদি জন্য বস্তু মহাপ্রলয়দশাতে থাকে না। এইজন্য মহাপ্রলয়দশার প্রারম্ভে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-নাশরূপ বিভাগ উৎপন্ন হইয়া সেই জন্য বিভাগও নষ্ট হইয়া যায়। আর এই বিভাগের নাশ অধিকরণ পরমাণুস্বরূপ। এইরূপ চরমবৃত্তির স্থিতি পর্য্যন্ত চরমবৃত্তিই অবিদ্যাধ্বংসরূপ; চরমবৃত্তি অবিদ্যার বিরোধী কার্য্য বলিয়া বিরোধী কার্য্য চরমবৃত্তিই অবিদ্যার ধ্বংসস্বরূপ এবং চরমবৃত্তিধ্বংস অধিকরণ আত্মস্বরূপ। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

ইহার খণ্ডনের জন্য মূলকার বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ চরমবৃত্তি দ্বৈতমাত্রেরই বিরোধী; এই দ্বৈতমাত্রের বিরোধী চরমবৃত্তির নাশদশাতে অন্য কোন দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় হইতে পারে না। চরমবৃত্তির নাশদশাতে দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন না। সুতরাং দ্বৈতমাত্রের নিবৃত্তিরূপ চরমবৃত্তির নিবৃত্তিতে দ্বৈতমাত্রের উজ্জীবন হইবে না কেন? যেমন ঘটের নাশের নাশ স্বীকার করিলে ঘটের উন্মজ্জনাপত্তি হয়, সেইরূপ দ্বৈতবস্তুর নাশের নাশ স্বীকার করিলে দ্বৈত বস্তুর উন্মজ্জনাপত্তি হইবে না কেন? এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে—চরমবৃত্তি দ্বৈতবস্তুর নাশস্বরূপ।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবস্তুর উন্মজ্জনাপত্তির ভয়ে চরমবৃত্তির নাশদশাতেও দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় স্বীকার করেন, তবে সেই দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের দ্বারাই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—চরমবৃত্তির নাশ অদ্বৈত আত্মস্বরূপ; সুতরাং দ্বৈতের পুনরুন্মজ্জনপ্রসঙ্গ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মস্বরূপ স্বীকার করায় যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে,

কিঞ্চ বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা জীবন্মুক্তাবপি অস্তীতি তদাপি মোক্ষাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা মোক্ষ ইতি বাচ্যম্, জীবন্মুক্তিপ্রযোজকবৃত্ত্যপেক্ষয়া পরমুক্তিপ্রযোজকবৃত্তৌ হ্যানন্দাভিব্যক্তিগত-বিশেষাভাবে চরমক্ষণেন চরমশ্বাসেন চ উপলক্ষিত আত্মা মুক্তিরিতি বিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ১৩৯।

নমু প্রারব্ধকর্ম্মপ্রযুক্তবিক্ষেপাবিক্ষেপাভ্যাম্ অভিব্যক্তিবিশেষস্যাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষ ইতি চেৎ ন, নির্ব্বিশেষে ভাতাভাতবিভাগাভাবেন তজ্‌জ্ঞানে বিষয়প্রযুক্তবিশেষস্য চ অলীকত্বাৎ। অবিদ্যানিবৃত্তিঃ

চরমবৃত্তিধ্বংসকে আত্মস্বরূপ স্বীকার করিলেও সেই পূর্ব্বোক্ত দোষেরই আপত্তি হইবে অর্থাৎ চরমবৃত্তিধ্বংসাধিকরণত্ব আত্মাতে স্বীকার করিলে এই ধ্বংসত্ব বিশেষণ কি উপলক্ষণ হইবে? এইরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর অদ্বৈতবাদিগণ দিতে পারিবেন না। বিশেষণ বলিলে অদ্বৈতহানি-হইবে। আর উপলক্ষণ বলিলে সংসারকালেও তাদৃশ উপলক্ষণোপলক্ষিত আত্মা আছে বলিয়া সংসারদশাতেও মোক্ষের আপত্তি হইবে।

আরও কথা এই যে—চরমবৃত্তিধ্বংস সপ্রতিযোগিক বস্তু বলিয়া সাপেক্ষ বস্তু ; আত্মা নিষ্প্রতিযোগিক নিরপেক্ষ বস্তু। সপ্রতিযোগিক ধ্বংস অর্থাৎ সাপেক্ষ ধ্বংস নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব ধর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ। এইজন্য চরমবৃত্তিধ্বংস আত্মা হইতে অভিন্ন এইরূপ বলা যায় না। চরমবৃত্তিধ্বংস আগন্তুক অর্থাৎ জন্য বস্তু এবং আত্মা অনাগন্তুক নিত্য বস্তু। আগন্তুক বস্তুর সহিত অনাগন্তুক বস্তু অভিন্ন হইতে পারে না।

আরও দোষ এই যে—বেদান্তমহাবাক্যজন্য অখণ্ডাকার বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই যদি মোক্ষ হয়, তবে জীবন্মুক্তিদশাতেও তাদৃশ বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা আছে বলিয়া জীবন্মুক্তিদশাতেও (পরমবিদেহ) মুক্তির আপত্তি হইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—তাদৃশ চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই পরমমোক্ষ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ জীবন্মুক্তিপ্রযোজক বৃত্তি অপেক্ষা পরমমুক্তির প্রযোজক চরমবৃত্তিতে আনন্দের অভিব্যক্তির কোন তারতম্য নাই। উভয় স্থলেই আনন্দ সমানভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আনন্দের অভিব্যক্তির বিশেষ না থাকিলেও যদি চরমবৃত্তিকেই পরমমুক্তির প্রযোজক বলা যায়, তবে চরমক্ষণ বা চরমশ্বাসের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই পরমমুক্তি এইরূপও বলা যাইতে পারে। কারণ চরম ও অচরম বৃত্তির আনন্দাভিব্যঞ্জকত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই। কেবল চরমত্ব ও অচরমত্বই বৈলক্ষণ্য ; সুতরাং চরমত্বপ্রযুক্তই যদি চরমবৃত্তি পরমমোক্ষের প্রযোজক হয়, তবে সেই চরমত্বপ্রযুক্ত চরমক্ষণ কিম্বা চরমশ্বাস পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে না কেন? সুতরাং চরমবৃত্তি, চরমক্ষণ ও চরমশ্বাস এই তিনটিতেই চরমত্ব আছে বলিয়া পরমমুক্তির প্রযোজকতাবচ্ছেদকীভূত রূপ প্রদর্শিত তিনটি স্থলেই আছে ; অথচ চরমবৃত্তিই পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে, অন্য দুইটি হইবে না ইহার কোনও অনুকূল যুক্তি নাই। সুতরাং চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই পরমমোক্ষ এইরূপ বলা যায় না। ১৩৯।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—জীবন্মুক্তির প্রযোজক বৃত্তিতে এবং পরমমুক্তির প্রযোজক চরমবৃত্তিতে যে আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ঐ উভয় আনন্দাভিব্যক্তির তারতম্য আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। জীবন্মুক্তিতে প্রারব্ধকর্ম্মপ্রযুক্ত যে বিক্ষেপ ও অবিক্ষেপ হয়, তদ্দ্বারাই ঐ উভয় আনন্দাভিব্যক্তির বিশেষ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য আছে ইহা আমাদের স্বীকার্য্য। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে জীবন্মুক্তিপ্রযোজক বৃত্তি অপেক্ষা পরমমুক্তি-প্রযোজক চরমবৃত্তিতে আনন্দাভিব্যক্তির কোন তারতম্য নাই বলিয়া চরমত্ব ও অচরমত্বকেই ঐ উভয় আনন্দাভি-ব্যক্তির কারণ দেখাইয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ চরমত্বপ্রযুক্তই যদি চরমবৃত্তি পরমমোক্ষের প্রযোজক হয়, তবে সেই চরমত্বপ্রযুক্ত চরমক্ষণ কিম্বা চরমশ্বাস পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে না কেন? এইরূপ দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষের আর অবসর নাই। কারণ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রযুক্ত যে বিক্ষেপ ও অবিক্ষেপ, তদ্দ্বারাই ঐ উভয় আনন্দাভিব্যক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

তদ্বিরোধিবৃত্তিরিতি পক্ষে তস্যানুভূয়মানকৃতিসাধ্যত্বানুপপত্তেঃ, ত্বয়া জ্ঞানস্য কৃতিসাধ্যত্বনিরাসাৎ। নন্থ পুরুষার্থস্য আনন্দপ্রকাশস্য অসাধ্যত্বেঽপি তৎতিরোধায়কাজ্ঞাননিবর্ত্তকবৃত্তেঃ সাধ্যত্বমাত্রেণ তৎসাধ্যত্বোপপত্তিঃ, কণ্ঠগতমণ্যাদৌ তথাদর্শনাদিতি চেৎ ন, নির্ব্বিশেষস্য তিরোধানে জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি—বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্যেন পুরুষার্থত্বেন ভাব্যম্, তব মতে তদভাবাৎ মুক্ত্যনুস্যূতস্য সুখ-জ্ঞপ্তি-

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে চিন্মাত্র ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ; কোন বিশেষই চিন্মাত্রে নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত কোন বিভাগ নাই বলিয়া সেই চিন্মাত্রের জ্ঞানে বিষয়প্রযুক্ত বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য বা বৈলক্ষণ্য কখনও সম্ভব নহে। ঐরূপ কল্পনা অলীক।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যার বিরোধী চরমবৃত্তিকেই অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়াছেন, সেই পক্ষে অবিদ্যাবিরোধী চরমবৃত্তির যে কৃতিসাধ্যত্ব অনুভূত হয়, সেই কৃতিসাধ্যত্বের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। চরমবৃত্তি অর্থাৎ চরমজ্ঞান আত্মস্বরূপ, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন এবং জ্ঞান যে কৃতিসাধ্য নহে, তাহাও তাঁহারাই বলিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানের কৃতিসাধ্যত্ব তাঁহারা নিরাস করিয়া থাকেন। জ্ঞান কৃতিসাধ্য না হইলে চরমজ্ঞানে অনুভূয়মান কৃতিসাধ্যত্বের উপপত্তি হইবে কিরূপে?

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—পরমপুরুষার্থভূত যে আনন্দাভিব্যক্তি অর্থাৎ আনন্দপ্রকাশ, সেই আনন্দপ্রকাশ আত্মস্বরূপ বলিয়া সাধ্য বস্তু নহে; উহা নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু; তাহা হইলেও অর্থাৎ আনন্দপ্রকাশ স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও সেই আনন্দপ্রকাশের তিরোধায়ক অর্থাৎ আবরক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বৃত্তির সাধ্যত্বমাত্রের দ্বারাই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশের সাধ্যত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। আনন্দপ্রকাশের আবরক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বৃত্তি সাধ্য বলিয়া কেবল তদ্দ্বারাই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশেরও সাধ্যত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন বিস্মৃত কণ্ঠগত মণিতে অজ্ঞানাপনোদনের পরে সাধ্যত্ব প্রতীত হইতে দেখা যায়। যেমন বিস্মৃত কণ্ঠগত মণি প্রাপ্ত বলিয়া স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও অজ্ঞাননিবর্ত্তক বৃত্তির সাধ্যত্বপ্রযুক্ত সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও অজ্ঞাননিবর্ত্তক বৃত্তির সাধ্যত্বপ্রযুক্তই সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুপপত্তির আর অবসর নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ; কোন প্রকার বিশেষই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশে নাই; ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। আর তাঁহারা আমাদের প্রদর্শিত অনুপপত্তির পরিহার করিতে যাইয়া অজ্ঞানকে সেই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশের আবরক বলিয়াছেন এবং অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বৃত্তির সাধ্যত্বমাত্রের দ্বারাই সেই আনন্দপ্রকাশের সাধ্যত্বের উপপত্তি করিয়াছেন, তাহা ত কখনও সম্ভব নহে; আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশ যদি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিশেষ আনন্দপ্রকাশের আবরণে জগদান্ধ্যের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে; অজ্ঞানের দ্বারা ঐ আনন্দপ্রকাশের তিরোধানে জগতের আর উপলব্ধি হইতে পারিবে না।

অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যার বিরোধী বৃত্তিকে অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা এই অনুপপত্তি দেখাইয়াছি যে—পরমপুরুষার্থকে বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ অদ্বৈতবাদিগণের মতে পরমপুরুষার্থকে বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য বলা যায় না; কারণ তাঁহাদের মতে মুক্তিতে অনুগত সুখস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পরমপুরুষার্থ হইলেও তাহা সাধ্য নহে; আত্মা সিদ্ধ বস্তু। নিত্যসিদ্ধ আত্মাকে পরমপুরুষার্থ বলিলে তাহাতে অনুভূয়মান সাধ্যত্বের অনুপপত্তিই হইয়া পড়ে। আর চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া বৃত্তির সাধ্যত্বনিবন্ধন পরমপুরুষার্থভূত আত্মার সাধ্যত্ব সমর্থন করা যায় না। কারণ চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাকে

রূপস্যাত্মনঃ পুরুষার্থত্বেঽপি অসাধ্যত্বাৎ। চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাপি অদ্বৈতভঙ্গাপত্ত্যা আত্মমাত্রত্বাৎ, বৃত্তেস্তু সাধ্যত্বেঽপি স্বতোঽপুরুষার্থত্বেন হেয়ত্বাদিতি। ১৪০।

ন চ পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ তদুক্তং "ন সন্নাসন্ন সদসন্নানির্ব্বাচ্যশ্চ তৎক্ষয়ঃ। যক্ষানুরূপো বলিরিত্যাচার্য্যাঃ প্রত্যপীপদন্॥" ইতি, তথাত্বে চ নাদ্বৈতহানিঃ সতো দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ। নাপি অবিদ্যাতৎকার্য্যান্যতরাপত্তিঃ অনির্ব্বচনীয়ত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্, তস্যাসত্যতুল্যত্বাৎ। বৌদ্ধৈরপি তদঙ্গীকারেণ তত্র প্রবেশপ্রসঙ্গাচ্চ। "ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকং চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা

পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মাতে উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইয়া পড়ে। এইজন্য আত্মমাত্রকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে অনুপপত্তি হয়, তাহা দেখানই হইয়াছে। আর বৃত্তিতে সাধ্যত্ব থাকিলেও তাহা স্বরূপতঃ পুরুষার্থ নহে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের মতে কোনরূপে পুরুষার্থে অনুভূয়মান সাধ্যত্বের উপপত্তি হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিসম্মত মোক্ষরূপ অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না। ১৪০।

আর ইষ্টসিদ্ধিকার ও ন্যায়মকরন্দ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা আনন্দবোধাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্নরূপই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্নরূপ সেই অবিদ্যানিবৃত্তিকে সৎ বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। আর ঐ অবিদ্যানিবৃত্তিকে অসৎও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তির জ্ঞানসাধ্যত্ব সম্ভব হয় না। অসৎ বস্তু কখনও জ্ঞানসাধ্য হয় না। আর ঐ অবিদ্যানিবৃত্তিকে সদসদ্রূপও বলা যায় না; কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ সদসদ্রূপ একত্র থাকিতে পারে না; তাহাতে বিরোধ দোষ হয়। আর ঐ অবিদ্যানিবৃত্তিকে অনির্ব্বচনীয়ও বলা যায় না; কারণ সাদি অনির্ব্বচনীয় বস্তু অজ্ঞানোপাদানক হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। অবিদ্যানিবৃত্তিকে অনির্ব্বচনীয় বলিলে উক্ত নিয়মানুসারে মুক্তিতেও সেই অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যানিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অনুবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে এবং ফলতঃ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গই হয়। এই পক্ষে আরও দোষ এই হয় যে—মুক্তিকালে অনুবর্ত্তমান অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্ব্বাচ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত ঐ অবিদ্যানিবৃত্তির জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে; কারণ জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিকে সৎ, অসৎ, সদসৎ কিংবা অনির্ব্বচনীয় এই প্রকারচতুষ্টয়ের কোন প্রকারই বলা যায় না। এইজন্য আনন্দবোধাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকে উক্ত প্রকারচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন পঞ্চম প্রকার বলিয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন—"অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে এবং অনির্ব্বাচ্যও নহে; যক্ষের অনুরূপ বলিই নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এই ন্যায়ানুসারে অবিদ্যানিবৃত্তিকে উক্ত প্রকারচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন পঞ্চম প্রকার বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিতে হয়।" অবিদ্যানিবৃত্তির পঞ্চম প্রকারত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ সৎ দ্বিতীয় বস্তু ত নাই। অবিদ্যানিবৃত্তিকে ত সৎ বলা হয় নাই যে তদ্দ্বারা অদ্বৈতহানি হইবে। আর মুক্তিকালে অবিদ্যানিবৃত্তি অনুবর্ত্তমান থাকিলেও অবিদ্যা বা অবিদ্যাকার্য্য থাকে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে না, কারণ অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্ব্বচনীয়ত্ব ত স্বীকার করা হয় নাই যে তদ্দ্বারা ঐরূপ আপত্তি হইতে পারিবে। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তি পঞ্চম প্রকার, ইহাই উক্ত অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি প্রদর্শিতরূপে পঞ্চম প্রকার হয়, তাহা হইলে তাহা অসত্যতুল্য। প্রদর্শিত প্রকারচতুষ্টয়াতিরিক্ত বস্তুকে কখনই সৎ বলা যায় না। এইজন্য অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিতরূপে পঞ্চম প্রকার বলিতে পারেন না। আর অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ

বিজ্ঞঃ” ইতি তন্মতবাদিবচনাৎ। ততো দুরুপপাদেয়া পরপক্ষে অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপা মুক্তিরিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ১৪১।

ইতি প্রাসঙ্গিকপরাভিমতাজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমুক্তিগিরিনিপাতঃ॥

অথ কেয়ং বৃত্তির্নাম যা অজ্ঞাননিবর্ত্তকরূপেণ স্বীক্রিয়তে? ইত্যত্রাহুঃ—যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বচ্চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা বিষয়েন্দ্রিয়সম্প্রয়োগে সতি সাবয়বং তৈজসমন্তঃকরণং চক্ষুরাদিদ্বারেণ নির্গত্য ধ্রুবাদিবিষয়পর্য্যন্তং চক্ষুর্বচ্ছীঘ্রং দীর্ঘপ্রভাকারেণ পরিণম্য বিষয়ং প্রাপ্য তদাকারং ভবতি, সেয়ং বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। অত্র জীবচৈতন্যমবিদ্যোপাধিকং সৎ সর্ব্বগতম্,

---

মোক্ষকে প্রদর্শিতরূপে পঞ্চম প্রকার বলিয়া স্বীকার করিলে বৌদ্ধগণও তাহাই স্বীকার করেন বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের বৌদ্ধমতে প্রবেশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধমতবাদিগণের বচন এই যে—“মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন—তত্ত্ব সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে এবং সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে ভিন্নাত্মকও নহে; কিন্তু তত্ত্ব এই প্রকারচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন প্রকার।” সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পঞ্চম প্রকার বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণকে বৌদ্ধমতেই প্রবেশ করিতে হয়। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দুর্নিরূপণীয়। আর প্রাসঙ্গিক কথায় প্রয়োজন নাই। মোট কথা—অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি পূর্ব্বেই সিদ্ধরূপ হয়, তাহা হইলে বেদান্তশ্রবণাদি শ্রম ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে অসিদ্ধ হইলে ঐ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপত্ব সম্ভব হয় না। আর অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়ে। ১৪১।

ইতি পরাভিমত অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নিরাস॥

আর অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহারা যে অজ্ঞাননিবর্ত্তকরূপে বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই বৃত্তিটি কি? ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অন্তঃকরণ চক্ষুর ন্যায় তেজোঽবয়বী; সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক; অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য বলিয়া অন্তঃকরণকে তৈজস বলা হয়। সুতরাং তড়াগ বা নদী প্রভৃতির জল যেমন প্রণালীর দ্বারা নির্গত হইয়া কৃত্রিম জলপ্রবাহরূপে ক্ষেত্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ক্ষেত্রাদির মত চতুষ্কোণাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সাবয়ব তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ধ্রুবাদি বিষয় পর্য্যন্ত চক্ষুর ন্যায় দীর্ঘপ্রভাকারে পরিণত হইয়া বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়; তাহাকেই বৃত্তি বলা হয় অর্থাৎ নদ্যাদির জল যেমন নদী প্রভৃতি হইতে অবিভক্ত হইয়াই ক্ষেত্রাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণ দেহ হইতে অবিভক্ত হইয়াই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাকেই বৃত্তি বলা হয়। এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদিগণের প্রথমতঃ দুইটি মত আছে যে—জীবচৈতন্য সর্ব্বগত ও পরিচ্ছিন্ন। জীবচৈতন্য অবিদ্যোপাধিক হইয়া সর্ব্বগত, এই একটি মত। এই মতে অবিদ্যার সর্ব্বগতত্বহেতু তদুপাধিক জীবচৈতন্যও সর্ব্বগত এবং জীবচৈতন্য অন্তঃকরণোপাধিক হইয়া পরিচ্ছিন্ন, এই আর একটি মত। এই মতে অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্নত্বহেতু তদুপাধিক জীবচৈতন্যও পরিচ্ছিন্ন। তন্মধ্যে প্রথম মতে অর্থাৎ অবিদ্যোপাধিক জীবচৈতন্য সর্ব্বগত এই মতে জীবচৈতন্যই বিষয়ের প্রকাশক। আর দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ অন্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্য পরিচ্ছিন্ন এই মতে ব্রহ্মচৈতন্যই বিষয়ের প্রকাশক। প্রথমপক্ষে জীবচৈতন্য সর্ব্বগত বলিয়া তাহাতেই বিষয়সমূহ অধ্যস্ত; সুতরাং সেই বিষয়াধিষ্ঠান জীবচৈতন্যকেই বিষয়প্রকাশক বলা হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য আন্তর বলিয়া তাহা বাহ্য প্রপঞ্চের অধ্যাসাধিষ্ঠান নহে; অনাবৃত ব্রহ্মচৈতন্যই বাহ্য প্রপঞ্চের অধ্যাসাধিষ্ঠান; সুতরাং ব্রহ্মচৈতন্যকেই বিষয়ের প্রকাশক বলা হয়।

অন্তঃকরণোপাধিকং সৎ পরিচ্ছিন্নঞ্চেতি মতদ্বয়ম্। তত্রাদ্যে বিষয়প্রকাশকং জীবচৈতন্যম্, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচৈতন্যম্। সর্ব্বগতত্বপক্ষেঽপি জীবচৈতন্যমবিদ্যানাবৃতমাবৃতঞ্চেতি মতদ্বয়ম্। তত্র অনাবৃতমতে জীবচৈতন্যস্য বিষয়োপরাগার্থা বৃত্তিঃ, দ্বিতীয়ে আবরণাভিভবার্থা। পরিচ্ছিন্নত্বমতে তু জীবচৈতন্যস্য বিষয়প্রকাশকব্রহ্মচৈতন্যাভেদাভিব্যক্ত্যর্থা। অনাবৃতত্বমতে অনাবৃতং সর্ব্বগতমপি জীবচৈতন্যং তদাকারবৃত্ত্যৈব উপরজ্যতে, ন তু বিষয়ৈরসঙ্গত্বাৎ। যথা গোত্বাদিকং সর্ব্বগতমপি সাস্নাদিমদ্‌ব্যক্ত্যৈব উপরজ্যতে, ন তু কেশরাদিমদ্‌ব্যক্ত্যা, যথা বা দীপপ্রভা আকাশগন্ধরসাদিপ্রদেশব্যাপিন্যপি তান্ন প্রকাশয়ন্তী

এই যে দুইটি মত বলা হইল, তাহার মধ্যে প্রথম মতেও অর্থাৎ "অবিদ্যোপাধিক জীবচৈতন্য সর্ব্বগত" এই মতেও আবার অদ্বৈতবাদিগণের দুইটি মত আছে। অবিদ্যোপাধিক সর্ব্বগত জীবচৈতন্য অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত এই একটি মত এবং অবিদ্যোপাধিক সর্ব্বগত জীবচৈতন্য অবিদ্যার দ্বারা আবৃত এই আর একটি মত। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের তিনটি মত পাওয়া গেল। (১) উপাধি অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত সর্ব্বগত জীবচৈতন্য, (২) উপাধি অবিদ্যার দ্বারা আবৃত সর্ব্বগত জীবচৈতন্য এবং (৩) উপাধি অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য।

অদ্বৈতবাদিগণসম্মত প্রদর্শিত তিনটি মতে বৃত্তির উপযোগিতা কিরূপ, তাহা দেখাইতে গিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—উক্ত মতত্রয়ের মধ্যে প্রথম মতে অর্থাৎ "অবিদ্যোপাধিক সর্ব্বগত জীবচৈতন্য অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত" এই মতে সেই বিষয়প্রকাশক সর্ব্বগত জীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বগত জীবচৈতন্যে বিষয়াদি অধ্যস্ত আছে; কিন্তু সেই বিষয়াদির সংশ্লেষ জীবচৈতন্যে নাই। কারণ জীবচৈতন্য অসঙ্গ। সুতরাং জীবচৈতন্য অসঙ্গ হইলেও বৃত্তি সেই জীবচৈতন্যে বিষয়সংশ্লেষ সম্পাদন করিয়া থাকে। এইজন্য এই মতে জীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হয়। আর দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ "অবিদ্যোপাধিক সর্ব্বগত জীবচৈতন্য অবিদ্যার দ্বারা আবৃত" এই মতে কেবল অজ্ঞানরূপ আবরণের অভিভবের অর্থাৎ বিনাশের নিমিত্তই অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়া থাকে। আবরণ বিনষ্ট হইলে চৈতন্য স্বভাবতঃই বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত হয়। এইজন্য এই মতে কেবল আবরণের অভিভবের নিমিত্তই অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হয়। আর তৃতীয় মতে অর্থাৎ "অন্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্য পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মচৈতন্যই বিষয়ের প্রকাশক" এই মতে জীবচৈতন্য ও বিষয়প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়া থাকে। এই মতে জীবচৈতন্য পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সংসর্গের অভাবনিবন্ধন ঘটাদি বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণসংসৃষ্ট যে বিষয়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অন্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্যের সহিত অভেদাভিব্যক্তি হইলে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য এই মতে জীবচৈতন্য ও বিষয়প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হয়। *

* বৃত্তির উপযোগসম্বন্ধে যে চিদুপরাগার্থা বৃত্তি, আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি ও অভেদাভিব্যক্ত্যর্থা বৃত্তি এই তিনটি মত প্রদর্শিত হইল, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় মতে বৃত্তি কেবল আবরণাভিভবার্থা হইলেও প্রথম ও তৃতীয় মতে অর্থাৎ চিদুপরাগার্থ-মতে ও অভেদাভিব্যক্ত্যর্থ-মতে বৃত্তি যে আবরণাভিভবার্থা নহে, তাহা বলা যায় না। চিদুপরাগার্থ মতে ও অভেদাভিব্যক্ত্যর্থ-মতেও আবরণের অভিভব হয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ চিদুপরাগার্থা বৃত্তি ও অভেদাভিব্যক্ত্যর্থা বৃত্তি আবরণভূত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইলে প্রমাই হইতে পারিবে না। প্রমার লক্ষণে "অজ্ঞাতার্থবিষয়কং জ্ঞানং প্রমা" এইরূপই বলা হইয়াছে। অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমা হয় না ইহা অতি সুস্পষ্ট কথা। অদ্বৈতবাদিগণের অনেক গ্রন্থেই চিদুপরাগার্থা বৃত্তি মতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই মতে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব দেখাইবার প্রয়াস প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। কেবল অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার আভাস দিয়াছেন মাত্র। এই সকল কথা আমরা অজ্ঞানের বিষয়নিরাসপ্রকরণে বলিয়াছি। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণ যে চিদুপরাগার্থা বৃত্তি বলেন, তাহার উপরেই ন্যায়ামৃতকার অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন এবং এই গ্রন্থেও তদনুরূপই অনুপপত্তি দেখান হইয়াছে।

রূপসংসর্গিতয়া তদেব প্রকাশয়তি তদ্বৎ, কেবলাগ্ন্যদাহ্যস্যাপি অয়ঃপিণ্ডসমারূঢ়াগ্নিদাহ্যত্বং চ কেবল-চৈতন্যাপ্রকাশ্যস্যাপি ঘটাদেস্তত্তদাকারবৃত্ত্যুপারূঢ়চৈতন্যপ্রকাশ্যত্বং যুক্তম্। এবঞ্চানাবৃতত্বপক্ষে তত্তদাকার-বৃত্তিদ্বারা চৈতন্যস্য তত্তদুপরাগে তত্তদর্থপ্রকাশঃ। আবৃতত্বপক্ষেঽপি তত্তদাকারবৃত্ত্যা তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাবরণাভিভবেন তত্তদর্থপ্রকাশঃ। পরিচ্ছিন্নত্বপক্ষেঽপি তত্তজ্জীবাবচ্ছেদকান্তঃকরণীয়তত্তদ্বিষয়াকার-

---

অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে জীবচৈতন্য অনাবৃত, সেই মতে জীবচৈতন্য সর্ব্বগত হইলেও জীবচৈতন্যের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের প্রকাশ যুগপৎ হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের নিকট সমস্ত বিষয় যুগপৎ ভাসমান হইতে পারে না। কারণ জীব-চৈতন্য অসঙ্গ। বিষয়ের সহিত অনাবৃত জীবচৈতন্যের সঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ হয় না। চৈতন্য প্রদীপের মত স্বসংসৃষ্ট বস্তুকেই প্রকাশ করে; অসংসৃষ্ট বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। চৈতন্য অসঙ্গ হইলেও সেই সেই বিষয়াকার বৃত্তির সহিত চৈতন্য উপরক্ত হইয়া থাকে। চৈতন্য অসঙ্গ হইলেও বিষয়াকার বৃত্তিতে উপরক্ত হইয়া থাকে, ইহা চৈতন্যের স্বভাব; কিন্তু অসঙ্গ বলিয়া চৈতন্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না। যেমন প্রাচীন বৈশেষিকগণ গোত্বাদি জাতিগুলিকে সর্ব্বগত স্বীকার করিলেও গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্বজাতি উপরক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কেশরাদি-বিশিষ্ট অশ্বাদি ব্যক্তিতে উপরক্ত হয় না। অভিপ্রায় এই যে—গোত্বজাতি স্বরূপসম্বন্ধে সর্ব্বত্র সংসৃষ্ট হইলেও অর্থাৎ সর্ব্বগত হইলেও সমবায়সম্বন্ধে গলকম্বলবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই সংসৃষ্ট হইয়া থাকে, সম্বন্ধান্তরে সংসৃষ্ট জাতি সমবায়সম্বন্ধে সংসৃষ্ট জাতির মত ব্যবহার জন্মাইতে পারে না; যেমন সমবায়সম্বন্ধে গোত্বজাতি গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে সংসৃষ্ট হয় বলিয়া "অয়ং গৌঃ" এইরূপ ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে; এইরূপ স্বরূপসম্বন্ধে কেশরাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে সংসৃষ্ট হইলেও "অয়ং গৌঃ" এইরূপ ব্যবহার জন্মাইতে পারে না। সম্বন্ধান্তরে সংসৃষ্ট জাতি অন্য সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্যবহারের জনক হয় না। ইহা প্রাচীন বৈশেষিকগণের মত। বিপ্রভিক্ষু ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রদর্শিত দোষ সমাধানের জন্য প্রাচীন বৈশেষিকগণ ঐরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগপ্রণীত প্রমাণসমুচ্চয়ের বার্ত্তিকগ্রন্থে "নায়াতি ন চ তত্রাসীন্নাস্তি পশ্চান্ন চাংশবৎ। ত্যজতি পূর্ব্বং নাধারমহো ব্যসনসন্ততিঃ" ইত্যাদি কারিকাদ্বারা বৈশেষিকসম্মত জাতি খণ্ডিত হইয়াছিল। আর তাহার সমাধানের জন্যই প্রাচীন বৈশেষিকগণ জাতিকে স্বরূপসম্বন্ধে সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বৈশেষিকগণের মতে স্বরূপসম্বন্ধে গোত্বজাতি সর্ব্বগত হইয়াও যেমন সর্ব্বত্র "অয়ং গৌঃ" এইরূপ ব্যবহারের জনক হয় না। এইরূপ অসঙ্গ চৈতন্য সর্ব্বগত হইলেও সর্ব্ববিষয়ের অবভাসক হয় না।

অথবা যেরূপ প্রদীপপ্রভা আকাশ, গন্ধ ও রস প্রভৃতিতে সংসৃষ্ট হইলেও আকাশ, গন্ধ ও রসাদিকে প্রকাশিত করে না; অথচ রূপসংসৃষ্ট প্রদীপপ্রভা রূপের প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ অসঙ্গ সর্ব্বগত চৈতন্যও সাক্ষাৎ বিষয়ের প্রকাশক না হইয়াও বিষয়াকার বৃত্তির সহিত উপরক্ত হইয়া বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে—প্রতিকর্ম্মব্যবস্থার উপপত্তির জন্য অদ্বৈতবাদিগণকেও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদিরূপ প্রমাণব্যাপার স্বীকার করিতেই হইবে; এইজন্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের দ্বারা সাক্ষিচৈতন্য ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; আর তাহাতেই ইন্দ্রিয়াদি সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশ হয়। ইহাতেই প্রতিনিয়ত কর্ম্মব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে। আর বৃত্তিঘটিত চিদুপরাগ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি?

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ তৃতীয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন। তৃতীয় দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় এই যে—অগ্নি অনভিব্যক্তরূপে সর্ব্বগত হইলেও অনভিব্যক্ত অগ্নি তৃণাদির দাহক হয় না; কিন্তু অয়ঃপিণ্ডাদিতে অভিব্যক্ত অগ্নিই তৃণাদির দাহক হইয়া থাকে। সেইরূপ অসঙ্গ চৈতন্যও ঘটাদিবিষয়সংসৃষ্ট বৃত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া ঘটাদি

বৃত্ত্যা তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্নব্রহ্মচৈতন্যাভিব্যক্তৌ তৎতৎপ্রকাশ ইতি নাতিপ্রসঙ্গঃ। বিষয়ানুভবস্য ব্রহ্ম-চিত্ত্বেঽপি বৃত্ত্যা জীবচৈতন্যাভেদেনাভিব্যক্তত্বাৎ জীবচিত্ত্বমবিরুদ্ধমিতি প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা যুক্তেতি। ১৪২।

তদযুক্তম্, অন্তঃকরণবৃত্তিভিন্নজ্ঞানে মানাভাবাৎ। ব্রহ্মাকারচরমবৃত্তিস্থলেঽপি জ্ঞানদ্বয়াপত্তেশ্চ। ন চ "ঘটং জানামি" ইত্যত্র অনুভূয়মানসকর্ম্মকবৃত্তিতঃ অন্যা অকর্ম্মিকা সম্বিৎ ঘটপ্রকাশরূপা "ঘটঃ

বিষয়ের ভাসক হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে—তামস বিষয় অস্বচ্ছ; অস্বচ্ছ বিষয়ে সাক্ষিচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। অস্বচ্ছ বিষয় সাক্ষিচৈতন্যপ্রতিবিম্বনের অযোগ্য। মন সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়া তাহাতে সাক্ষি-চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। স্বচ্ছ বস্তু যে প্রতিবিম্বনের যোগ্য ইহা সর্ব্বসম্মত। এইজন্য বিষয়াকার বৃত্তিরূপে পরিণত মনেই সাক্ষিচৈতন্যের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। সুতরাং অনাবৃত সর্ব্বগত জীবচৈতন্য পক্ষে তত্তদ্বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যের বিষয়োপরাগ হইলে তত্তদ্বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। আর সর্ব্বগত জীবচৈতন্য অবিদ্যাবৃত এই পক্ষে তত্তদ্‌বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অজ্ঞানাবরণের অভিভব হইলে তত্তদ্বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। আর জীবচৈতন্যের পরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষে তত্তজ্জীবের পরিচ্ছেদক অন্তঃকরণের তত্তদ্বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা সেই সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তি হইলে সেই সেই বিষয়ের সেই সেই জীবের নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিনিয়ত কর্ম্মব্যবস্থার উপপত্তি হয় বলিয়া যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশের আপত্তিরূপ অতিপ্রসঙ্গ হয় না। জীবচৈতন্যের পরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষে বিষয়ানুভব ব্রহ্মচৈতন্যরূপ হইলেও বৃত্তির দ্বারা জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মচৈতন্যরূপ বিষয়ানুভবও জীবচৈতন্যই বটে। আর তাহাতেই জীবের নিকটে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রতিকর্ম্মব্যবস্থার উপপত্তি হয় বলিয়া কোনও অতিপ্রসঙ্গ দোষ নাই। মূলকারপ্রদর্শিত অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা বিবরণগ্রন্থের প্রথম বর্ণকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা খণ্ডন করিবার জন্য মূলকার বিবরণগ্রন্থ হইতে অদ্বৈতবাদিগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায়ামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও বিবরণগ্রন্থ হইতেই প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা অনূদিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থেও বিবরণপ্রদর্শিত প্রতিকর্ম্মব্যবস্থাই সমর্থিত হইয়াছে। (পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত)। ১৪২।

(সিদ্ধান্ত) অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। অন্তঃকরণবৃত্তিই জ্ঞান বস্তু; ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; অন্তঃকরণবৃত্তিভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান বস্তু নাই। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকেও জ্ঞান বলেন; কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি ভিন্ন অন্য বস্তু জ্ঞানই হইতে পারে না; তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মও যদি জ্ঞান বস্তু হইত, তবে ব্রহ্মাকার চরমবৃত্তিস্থলে দুইটি জ্ঞানের আপত্তি হইয়া পড়িত। ব্রহ্ম একটি জ্ঞান এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তি আর একটি জ্ঞান; এইরূপ দুইটি জ্ঞানের আপত্তি হইয়া পড়িত। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে- বৃত্তিজ্ঞান ও চৈতন্যরূপ জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞানই স্বীকার করিতে হইবে। বৃত্তিজ্ঞান সকর্ম্মক এবং চৈতন্যরূপ জ্ঞান অকর্ম্মক; সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকরূপ দুইটি জ্ঞানই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যে জ্ঞান সকর্ম্মক, তাহা অকর্ম্মক জ্ঞান হইতে পারে না। যাহা অকর্ম্মক জ্ঞান, তাহা সকর্ম্মক জ্ঞান হইতে পারে না। এইস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানের কর্ম্ম; সুতরাং সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক জ্ঞানের অর্থ—সবিষয়ক ও নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান। "ঘটং জানামি" এইরূপ অনুভবে সকর্ম্মক বৃত্তিজ্ঞান ভাসমান হইয়া থাকে এবং "ঘট প্রকাশঃ" "ঘটস্ফুরণম্" ইত্যাদি অনুভবে অকর্ম্মক চৈতন্যই ভাসমান হইয়া থাকে। "ঘটং জানামি" ও "ঘটঃ প্রকাশতে, স্ফুরতি" এই দ্বিবিধ প্রতীতিই বিলক্ষণ; এইজন্য সকর্ম্মক বৃত্তিজ্ঞান হইতে অকর্ম্মক চৈতন্যরূপ জ্ঞান ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রকাশতে" ইত্যাকারা ইতি বাচ্যম্, করোতি, যততে, গচ্ছতি, চলতি ইত্যাদৌ একার্থত্বেঽপি যথা হি সকর্ম্মকত্বাকর্ম্মকত্বে স্বভাববশাদেব, তথা অত্রাপি একার্থত্বেঽপি জানাতি প্রকাশতে ইত্যনয়োঃ সকর্ম্মকত্বাকর্ম্মকত্বে স্তঃ। ন চ অনুকূলো যত্নঃ কৃঞোঽর্থঃ, যততেস্তু যত্নমাত্রার্থঃ, এবং গমেরুত্তরদেশসংযোগানুকূলঃ স্পন্দেশ্চলেশ্চ স্পন্দমাত্রম্, ইত্যর্থভেদনিবন্ধনমেব সকর্ম্মকত্বাদিকমিতি বাচ্যম্, লাঘবাৎ যত্নত্বাদেরেব শক্যতাবচ্ছেদকত্বেন অনুকূলত্বাদেঃ সংসর্গতয়া ভানাৎ। অবিবক্ষাবিরহবিশিষ্টত্বে সতি কর্ম্মসাকাঙ্ক্ষত্বমেব সকর্ম্মকত্বম্,

---

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ সকর্ম্মক জ্ঞান ও অকর্ম্মক জ্ঞান দুইটি বস্তু নহে। একই জ্ঞান সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন "করোতি" ও "যততে" এই দুইটি বস্তু ভিন্ন নহে। কৃঞ্ ধাতু ও যত্ ধাতু একার্থক; উভয় ধাতুর অর্থ ই যত্ন। কৃঞ্ ধাতুর দ্বারা যত্ন বুঝাইলে তাহা সকর্ম্মক হয় এবং যত্ ধাতুর দ্বারা যত্ন বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হয় এবং চল্ ধাতুর দ্বারা চলন বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হইয়া থাকে। এইরূপ "গচ্ছতি" ও "চলতি" একার্থক হইলেও গম্ ধাতুর দ্বারা চলন বুঝাইলে তাহা সকর্ম্মক হইয়া থাকে এবং চল্ ধাতুর দ্বারা চলন বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হইয়া থাকে। ধাতুভেদ-প্রযুক্তই ঐরূপ হইয়া থাকে; অর্থভেদপ্রযুক্ত নহে। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও জ্ঞা ধাতুর দ্বারা জ্ঞান বুঝাইলে তাহা সকর্ম্মক এবং কাশ্, ভাস্ ও স্ফুর্ প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা জ্ঞান বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হইয়া থাকে। সুতরাং একই ক্রিয়া কোন স্থলে সকর্ম্মক ও কোনও স্থলে অকর্ম্মকরূপে ভাসমান হয়, ইহা ক্রিয়ারই স্বভাব।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—কৃঞ্ ধাতুর অর্থ অনুকূল যত্ন। আর যত্ ধাতুর অর্থ—কেবল যত্ন মাত্র। এইরূপ গম্ ধাতুর অর্থ—উত্তরদেশসংযোগানুকূল স্পন্দন; আর স্পন্দ্ ও চল্ ধাতুর অর্থ—কেবল স্পন্দন মাত্র। সুতরাং অর্থভেদনিবন্ধনই ধাতু সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক হইয়া থাকে। অর্থভেদনিবন্ধনই ধাতুর সকর্ম্মকত্ব ও অকর্ম্মকত্ব ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ধাতুর একার্থকত্বে কোথাও সকর্ম্মকত্ব ও অকর্ম্মকত্ব ব্যবস্থা হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ যত্নত্বই "করোতি" এই ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক। আর অনুকূলত্ব সেই ধাত্বর্থের সংসর্গরূপে যত্নে ভাসমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ "ঘটং করোতি" ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি নামপদের অর্থ কৃঞ্ ধাত্বর্থ যত্নে অনুকূলত্বসম্বন্ধে অন্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং অনুকূলত্ব নামার্থ ও ধাত্বার্থের সম্বন্ধ; কিন্তু অনুকূলত্ব ধাতুর অর্থ নহে। অনুকূলত্ব কোন পদের অর্থ নহে। এইজন্য তাহা অপদার্থ। শাব্দবোধে একপদার্থে যে অপর পদার্থের সংসর্গ সংসর্গমর্য্যাদাতে ভাসমান হয়, তাহা সর্ব্বত্রই অপদার্থ। সুতরাং অনুকূলত্ব সংসর্গ বলিয়া তাহা ধাতুর অর্থ নহে। সুতরাং কৃঞ্ ধাতু ও যত্ ধাতুর অর্থের কোন ভেদ নাই। এইরূপ স্পন্দত্বই "গচ্ছতি" এই ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক; আর উত্তরদেশসংযোগানুকূলত্ব সেই ধাত্বর্থের সংসর্গরূপে স্পন্দনে ভাসমান হইয়া থাকে। অনুকূলত্ব ও যত্নত্ব এই দুইটিকে "করোতি" ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করা অপেক্ষা কেবল এক যত্নত্বমাত্রকে "করোতি" ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিলেই লাঘব হয়। "গচ্ছতি" স্থলেও তদ্রূপই লাঘব হয়। অর্থাৎ "গ্রামং গচ্ছতি" এইরূপ বাক্যজন্য বোধেও গম্ ধাতুর অর্থ স্পন্দনরূপ ক্রিয়ামাত্রই বটে; গ্রামপদের অর্থ—গ্রাম এবং গ্রামপদের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ সংযোগ; এই সংযোগরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থে গ্রামপদের অর্থ গ্রাম, নিষ্ঠত্বসম্বন্ধে অর্থাৎ আধেয়ত্বসম্বন্ধে অন্বিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে "গ্রামং" এই বাক্যাংশের অর্থ গ্রামনিষ্ঠসংযোগ বা গ্রামবৃত্তি সংযোগ। এই সংযোগরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ অনুকূলত্বসম্বন্ধে গম্ধাতুর অর্থ স্পন্দনরূপ ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে গ্রামনিষ্ঠ সংযোগানুকূল স্পন্দনক্রিয়া গম্ ধাতুর পরবর্ত্তী লট্ লকারের অর্থ কর্ত্তাতে অন্বিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে সমুদিত বাক্যের অর্থ এই হইল যে—গ্রামনিষ্ঠ

অতঃ সকর্ম্মকস্যাপি বহতেঃ কর্ম্মাবিবক্ষয়া "নদী বহতি" ইত্যত্র অকর্ম্মকত্বেঽপি ন সকর্ম্মকত্বহানিঃ। "অতীতঃ প্রকাশতে, শাস্ত্রার্থো ধর্ম্মাদিঃ প্রকাশতে, শুদ্ধা চিৎ প্রকাশতে" ইত্যাদৌ চিদ্রূপজ্ঞানাভাবেঽপি প্রকাশব্যবহারাচ্চ। নহ্যত্র বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচিদস্তি পরোক্ষাদেরপরোক্ষৈকরসচিদ্বিষয়ত্বে অপরোক্ষাপত্তেঃ। শুদ্ধচিতস্তদ্বিষয়ত্বে মিথ্যাত্বাপত্তেশ্চ। ১৪৩।

সংযোগের অনুকূল স্পন্দনক্রিয়ার কর্ত্তা। লঘু শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিয়া ধাত্বার্থের উপপত্তি করা গেলে গুরু শক্যতাবচ্ছেক কল্পনা করা অসঙ্গত। এই কথা শব্দচিন্তামণির পক্ষধরমিশ্রাদিকৃত টীকাতেও স্বীকার করা হইয়াছে।

কর্ম্মসাকাঙ্ক্ষ ধাতুকেই সকর্ম্মক বলা হয় এবং কর্ম্মনিরাকাঙ্ক্ষ ধাতুকেই অকর্ম্মক ধাতু বলা হয়। সকর্ম্মক ধাতুও কোন স্থলে কর্ম্মের অবিবক্ষা থাকিলে অকর্ম্মকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মের অবিবক্ষাপ্রযুক্ত ধাতু অকর্ম্মক হইলেও বস্তুতঃ সেই ধাতু কর্ম্মসাকাঙ্ক্ষ বলিয়া সকর্ম্মকই বটে। এইজন্য কর্ম্মের অবিবক্ষাপ্রযুক্ত সকর্ম্মক ধাতুও কোনও স্থলে অকর্ম্মকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "বহ্" ধাতু কর্ম্মসাকাঙ্ক্ষ বলিয়া তাহা সকর্ম্মক ; এইজন্য "ভারং বহতি" ইত্যাদি প্রয়োগে "বহ্" ধাতু সকর্ম্মক দৃষ্ট হইলেও কোন স্থলে "বহ" ধাতুর কর্ম্মের অবিবক্ষাপ্রযুক্ত "নদী বহতি" এইরূপ অকর্ম্মক "বহ্" ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "বহ্" ধাতু সকর্ম্মক। কেবল কর্ম্মের অবিবক্ষাপ্রযুক্তই অকর্ম্মকরূপে "বহ্" ধাতুর "নদী বহতি" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ শব্দস্বভাবের আদর না করিয়াই বস্তুস্বভাবের ভেদপ্রযুক্তই ক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব ও অকর্ম্মকত্ব ব্যবস্থা করিতে চান, তবে "ঘটঃ পরিণমতে" এইরূপ প্রয়োগে ধাত্বর্থ পরিণামরূপ ক্রিয়া অকর্ম্মক বলিয়া অন্তঃকরণ-পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞানেরও অকর্ম্মকত্বেরই আপত্তি হইবে। ঘটপরিণাম ও অন্তঃকরণপরিণাম উভয়ই পরিণাম; পরিণামক্রিয়া স্বভাবতঃ অকর্ম্মক ; অথচ অন্তঃকরণপরিণামবিশেষ বৃত্তিজ্ঞান সকর্ম্মক হইল কিরূপে ? এইজন্য অদ্বৈত-বাদিগণকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে—পরিণামক্রিয়া স্বভাবতঃ অকর্ম্মক হইলেও "পরিণমতে" এই শব্দদ্বারা পরিণামক্রিয়া প্রতিপাদিত হইলে তাহা অকর্ম্মক এবং "জানাতি" এই শব্দের দ্বারা পরিণামক্রিয়া প্রতিপাদিত হইলে তাহা সকর্ম্মক হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার প্রতিপাদক শব্দের স্বভাবপ্রযুক্তই ক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব ও অকর্ম্মকত্ব ব্যবস্থা হইয়া থাকে; কিন্তু ক্রিয়াবস্তুর স্বভাবভেদপ্রযুক্ত সকর্ম্মকত্ব অকর্ম্মকত্ব ব্যবস্থা হয় না অর্থাৎ সকর্ম্মক ক্রিয়া বস্তুটি অন্য ও অকর্ম্মক ক্রিয়া বস্তুটি অন্য এইরূপ নহে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্যকেও জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা যদি বলেন—বৃত্তি ব্যতীত চৈতন্যরূপ জ্ঞানই প্রকাশরূপ, আর তাহাতে "ঘটঃ প্রকাশতে" এইরূপ প্রতীতিতে বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্যরূপ বস্তুই ভাসমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে "অতীতঃ প্রকাশতে" "শাস্ত্রার্থঃ ধর্ম্মাদিঃ প্রকাশতে" "শুদ্ধা চিৎ প্রকাশতে" ইত্যাদি স্থলে বৃত্তি ব্যতীত অতীত চৈতন্যরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া "অতীতঃ প্রকাশতে" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিই হইতে পারিবে না। অভিপ্রায় এই যে—অতীত বস্তুর প্রকাশক কেবলমাত্র পরোক্ষ বৃত্তিজ্ঞান, চৈতন্য পরোক্ষবস্তু নহে। অতীত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ; এইজন্য "অতীতঃ প্রকাশতে" এইরূপ প্রতীতিতে অতীতবিষয়ক পরোক্ষ বৃত্তিজ্ঞানমাত্রই ভাসমান হইয়া থাকে ; চৈতন্য ভাসমান হয় না। এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিত্য পরোক্ষ বস্তু ; ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রকাশ পরোক্ষ বৃত্তিমাত্র হইতে পারে ; কিন্তু অপরোক্ষস্বভাব চৈতন্য পরোক্ষস্বভাব ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রকাশস্বরূপ হইতে পারে না। এইরূপ চৈতন্যবিষয়ক চৈতন্য অপ্রসিদ্ধ বলিয়া "শুদ্ধা চিৎ প্রকাশতে" এইরূপ প্রতীতিতে বৃত্তিজ্ঞানকেই শুদ্ধচিতের প্রকাশ বলিতে হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলগুলিতে মাত্র বৃত্তিজ্ঞানেই প্রকাশ ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রদর্শিত স্থলগুলিতে চিৎস্বরূপ জ্ঞান, প্রকাশব্যবহারের বিষয় হইতে পারে না। প্রদর্শিত স্থলগুলিতে যে প্রকাশব্যবহার হইয়া

অস্তু বা চিতো বিষয়প্রকাশকত্বম্, তথাপি অন্তঃকরণস্য দেহাৎ নির্গতির্ন কল্প্যা। পরোক্ষবৈলক্ষণ্যায় বিষয়স্যাভিব্যক্তাপরোক্ষচিদুপরাগ এব বক্তব্যঃ। চিদুপরাগাদৌ চ অপরোক্ষবৃত্তেঃ তদাকারত্বমেব তন্ত্রম্,

---

থাকে, তাহা কখনও বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইতে পারে না ; কারণ প্রদর্শিত স্থলগুলিতে বিষয় পরোক্ষ ; পরোক্ষ বিষয় অপরোক্ষৈকস্বভাব চৈতন্যের বিষয় হইলে পরোক্ষ বিষয়গুলিরও অপরোক্ষত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। প্রদর্শিত উদাহরণে যে বলা হইয়াছে—"শুদ্ধা চিৎ প্রকাশতে" এই শুদ্ধা চিৎ পরোক্ষস্বভাব না হইয়া অপরোক্ষৈকস্বভাব হইলেও তাহা চিদ্রূপ প্রকাশের বিষয় হইতে পারে না। চিদ্বস্তুও চিৎপ্রকাশ্য হইলে প্রকাশ্য চিদ্বস্তুর মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ চিৎপ্রকাশ্যত্বই দৃশ্যত্ব। দৃশ্যত্ব মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। আর এইজন্যই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানে চিদ্বিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্বকে হেতু করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বৃত্তিজ্ঞান সকর্ম্মক ও চৈতন্যরূপ জ্ঞান অকর্ম্মক এইরূপ দ্বিবিধ জ্ঞান, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ নহে। অন্তঃকরণবৃত্তিই একমাত্র জ্ঞান ; তাহা সকর্ম্মক। কোনও স্থলে কর্ম্মের বিবক্ষা থাকে না বলিয়া এই বৃত্তিজ্ঞানই অকর্ম্মকরূপে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। অকর্ম্মক জ্ঞান-ব্যবহারের উপপত্তির জন্য অর্থাৎ "প্রকাশতে, ভাতি, স্ফুরতি" এইরূপ ব্যবহারের উপপত্তির জন্য অকর্ম্মক চৈতন্যরূপ জ্ঞান স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ১৪৩।

অন্তঃকরণবৃত্তিই জ্ঞান এবং সেই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানই বিষয়ের প্রকাশক। অদ্বৈতবাদিগণ যে চৈতন্যকেও জ্ঞান বলেন এবং চৈতন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। চৈতন্যের বিষয়প্রকাশত্ব সম্ভব নহে ইহাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণসম্মত চৈতন্যের বিষয়প্রকাশকত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারা অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন যেরূপে বলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রক্রিয়ার উপরে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সাবয়ব তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রক্রিয়া যে সঙ্গত নহে, এক্ষণে তাহাই দেখান হইতেছে। কিংবা চৈতন্যের বিষয়প্রকাশকত্ব যদিও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও অন্তঃকরণের দেহ হইতে নির্গমন অদ্বৈতবাদিগণ কখনই কল্পনা করিতে পারেন না। পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তির বৈলক্ষণ্যের নিমিত্তই অপরোক্ষস্থলে অন্তঃকরণের দেহ হইতে বহির্নির্গমন কল্পিত হইয়া থাকে ইহাও বলা যায় না ; কারণ পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে জায়মানবৃত্তির বৈলক্ষণ্যের নিমিত্ত বিষয়ের অভিব্যক্ত অপরোক্ষ চিদুপরাগই বলিতে হইবে। বিষয়ের অভিব্যক্ত অপরোক্ষ চিদুপরাগই পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তির বৈলক্ষণ্যের কারণ। এইজন্য অন্তঃকরণের দেহ হইতে বহির্নির্গমন কল্পনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অন্তঃকরণবৃত্তিসম্বন্ধ ব্যতীত বিষয়ের চিদুপরাগই সম্ভব নহে ; বিষয়ের চিদুপরাগে অন্তঃকরণবৃত্তিসম্বন্ধই প্রযোজক। গলকম্বলাদ্যবচ্ছিন্ন পিণ্ডে যেমন গোত্বাদির উপরাগ হইয়া থাকে, সেইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বিষয়েই চৈতন্যের উপরাগ হইয়া থাকে ; এইজন্যই অন্তঃকরণের বহির্নির্গমন কল্পনা করিতে হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের দ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন ব্যতীতও কেবল অন্তরেই অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণাম হইলে তদ্দ্বারা চৈতন্যের বিষয়োপরাগ সম্ভব হইতে পারে ; এইজন্য চিদুপরাগাদিতে অপরোক্ষবৃত্তির বিষয়াকারত্বই প্রযোজক বলিলে উপপত্তি হইতে পারে। অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্বিষয়দেশ পর্য্যন্ত গমন স্বীকার করিয়া বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বিষয়েই চিদুপরাগ হয় এইরূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই এবং তাহাতে

ন তু প্রভায়ামিব বৃত্তেস্তদাবরণনিবর্ত্তকত্বাদৌ তৎসংশ্লেষস্তন্ত্রম্। নেত্রান্নির্গচ্ছদ্‌ধ্রুবাদ্যাকারবৃত্ত্যৈব স্বসংশ্লিষ্টস্য নেত্রস্থকজ্জলাদের্দেহধ্রুবনেত্রমধ্যবর্ত্তিনঃ পরমাণ্বাকাশাদেব্র্হ্মণশ্চ অপরোক্ষাপত্তেঃ। দ্বয়োস্তন্ত্রত্বে চ গৌরবাৎ। ১৪৪।

কোন প্রমাণও নাই। অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন ব্যতীতও অন্তরেই অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণাম হইলে তাহাতে চিদুপরাগ হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রদীপপ্রভা যে অন্ধকাররূপ আবরণের নিবর্ত্তক ও বিষয়প্রকাশক হইয়া থাকে, তাহাতে অর্থাৎ প্রদীপপ্রভার আবরণনিবর্ত্তকত্ব ও বিষয়প্রকাশকত্বে যেমন প্রদীপপ্রভার বিষয়সংশ্লেষ অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধই প্রযোজক ; প্রদীপপ্রভা বিষয়সংশ্লিষ্ট না হইয়া অন্ধকাররূপ আবরণের নিবর্ত্তক ও বিষয়প্রকাশক হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্ব ও বিষয়প্রকাশকত্বে বিষয়সংশ্লেষ অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধই প্রযোজক। অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়সংশ্লিষ্ট না হইয়া আবরণনিবর্ত্তক ও বিষয়প্রকাশক হইতে পারে না। এইজন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়সংশ্লেষের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন কল্পনা করিতে হয়।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়াকারত্বই প্রযোজক ; প্রদীপপ্রভার মত বিষয়সংশ্লেষ প্রযোজক নহে। অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান আন্তর বস্তু ; আর প্রদীপপ্রভা বাহ্য বস্তু ; সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও প্রদীপপ্রভার বৈষম্য আছে বলিয়া তদুভয়ের আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে সমান প্রযোজকই স্বীকার করিতে হইবে এইরূপ বলা যায় না। বিষয়সংশ্লেষের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন নিষ্প্রয়োজন ; বিষয়াকারত্বই অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে প্রযোজক। আর অন্তঃকরণের বিষয়াকারত্ব অন্তরেই সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমনকল্পনা ব্যর্থ। অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়সংশ্লেষত্বকেও প্রযোজক বলিলে দোষ এই হইবে যে—ঐ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়সংশ্লেষের জন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা যে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়দেশ পর্য্যন্ত বহির্নির্গমন হইবে, তাহাতে চক্ষুঃ হইতে নির্গত সেই ধ্রুবাদি বিষয়াকারবৃত্তির দ্বারাই সেই বৃত্তির সংশ্লিষ্ট নেত্রস্থ কজ্জলাদির এবং ধ্রুবাদি বিষয় ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পরমাণু আকাশ প্রভৃতির ও ব্রহ্মের অপরোক্ষের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে বিষয়সংশ্লেষকে প্রযোজক বলিলে এবং বিষয়সংশ্লেষের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ চক্ষুঃ দিয়া নির্গত বিষয় পর্য্যন্ত অবিভক্ত বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রস্থ কজ্জলাদির এবং ধ্রুবাদি বিষয় ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পরমাণু আকাশ প্রভৃতির ও ব্রহ্মের সংশ্লিষ্টই হইয়া থাকে ; সুতরাং সেই অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই বিষয়সংশ্লেষরূপ প্রযোজক বিদ্যমান থাকায় আবরণনিবৃত্তিপূর্ব্বক সেই সেই কজ্জল, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবে না কেন ?

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন স্বীকার না করা হইলেও নয়নরশ্মির বহির্নির্গমন ত স্বীকার করা হয়। সুতরাং নেত্রস্থ কজ্জল ও পরমাণু প্রভৃতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তিরূপ দোষ ত উভয় মতেই সমান। এইজন্য আমাদের সম্মত অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ তাঁহারা অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে বিষয়-সংশ্লেষকেই প্রযোজক বলিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের মতে বিষয় পর্য্যন্ত অবিভক্ত বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির সংশ্লিষ্ট নেত্রস্থ কজ্জলাদি ও পরমাণ্বাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইয়া পড়ে। আর আমাদের মতে নয়নরশ্মি বহির্নির্গত হইয়া স্বসংশ্লিষ্ট বাহ্য বিষয় প্রকাশ করে বটে ; কিন্তু তাহাতে নেত্রস্থ কজ্জলাদি ও পরমাণ্বাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে

ন চ কজ্জলাদিসংশ্লেষেঽপি তদাকারত্বাভাবাৎ ন তৎপ্রকাশঃ, আবশ্যকতদাকারত্বেনৈব উপপত্তৌ সংশ্লেষস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। পরোক্ষস্থলে বৃত্তিনির্গমনাভাবেঽপি প্রকাশাদিবৎ অপরোক্ষস্থলেঽপি তথাত্বোপপত্তেঃ। ন চ প্রকাশস্য দীপাদের্বিষয়সংশ্লিষ্টস্যৈব ব্যবহারহেতুত্বমিতি বাচ্যম্, পরোক্ষস্থলে অবহির্নির্গতস্যৈব জ্ঞানস্য ব্যবহারজননাৎ। ন চ তত্র অজ্ঞাননিবৃত্ত্যভাবঃ, "ন জানামি" ইতি প্রতীত্যাপত্তেশ্চ। অজ্ঞাতে সত্যপি ব্যবহারোপপত্তৌ অপরোক্ষে তন্নিবৃত্ত্যভাবাপত্তেঃ। ১৪৫।

না। কারণ তাহাতে অতিসামীপ্যদোষবশতঃ নেত্রস্থ কজ্জলাদির এবং মহত্ত্ববিশেষাদিকারণবিরহবশতঃ পরমাণ্বাদির প্রত্যক্ষ হয় না; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য।

আর অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে বিষয়সংশ্লেষ ও বিষয়াকারত্ব এই দুইটিকেই প্রযোজক বলাও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অকারণ গৌরব দোষই হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে কেবল বিষয়াকারত্বকেই প্রযোজক বলিলে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে। বিষয়সংশ্লেষ ও বিষয়াকারত্ব এই দুইটিকে প্রযোজক বলা নিষ্প্রয়োজন। অকারণ লঘু প্রযোজক পরিত্যাগ করিয়া গুরু প্রযোজক স্বীকার করিলে গৌরব দোষই হয়। ১৪৪।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—বিষয়সংশ্লেষ ও বিষয়াকারত্ব এই দুইটিই অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে প্রযোজক। অন্তঃকরণবৃত্তির নেত্রস্থ কজ্জলাদিরূপ বিষয়সংশ্লেষ থাকিলেও তাহার সেই নেত্রস্থ কজ্জলাদিরূপ বিষয়াকারত্ব হয় না বলিয়া সেই নেত্রস্থ কজ্জলাদিরূপ বিষয়ের প্রকাশ হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন হইলেও ত তদ্দ্বারা বিষয়সংশ্লেষ হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়াকারতাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে কেবল আবশ্যক বিষয়াকারতাকেই অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ত্তকত্বাদিতে প্রযোজক বলিলে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে। বিষয়প্রকাশের উপপত্তিতে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়সংশ্লেষ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য বিষয়সংশ্লেষ প্রযোজক নহে এবং তজ্জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমনও স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। অন্তরেই অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়াকারত্ব সম্ভব হয় এবং তদ্দ্বারাই বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইয়া থাকে। অনুমিত্যাদি পরোক্ষস্থলে যেমন অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন না হইয়াও বিষয়প্রকাশাদির উপপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অপরোক্ষস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন না হইয়াই বিষয়প্রকাশাদির উপপত্তি হইতে পারে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রকাশস্বরূপ দীপাদি বস্তু যেমন বিষয়সংশ্লিষ্ট হইয়াই ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান বিষয়সংশ্লিষ্ট হইয়াই ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়সংশ্লেষের জন্যই অন্তঃকরণবৃত্তির বহির্নির্গমন আবশ্যক।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ পরোক্ষস্থলেও ত অন্তঃকরণবৃত্তি বহির্নির্গত না হইয়াই ব্যবহার জন্মাইয়া থাকে, সেইরূপ অপরোক্ষস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তি বহির্গত না হইয়াই ব্যবহার জন্মাইতে পারিবে। (আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন – পরোক্ষস্থলে অসত্তাপাদক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অভানাপাদক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং) পরোক্ষস্থলে অজ্ঞাননিবৃত্তি নাই ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে পরোক্ষস্থলে "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। পরোক্ষস্থলে বিষয় অজ্ঞাত হইলেও যদি ব্যবহারের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে অপরোক্ষস্থলেও অজ্ঞাননিবৃত্তির অভাবেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় স্থলেই যখন ব্যবহার হইয়া থাকে, তখন পরোক্ষস্থলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়াও যদি ব্যবহারের উপপত্তি হয়, তবে অপরোক্ষস্থলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়াই ব্যবহারের উপপত্তি হইবে না কেন? ১৪৫।

কিঞ্চ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যং তদভিব্যক্তঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যং বা জ্ঞানম্? নাদ্যঃ, আধ্যাসিকসম্বন্ধ-স্যাতন্ত্রত্বাপাতাৎ। নান্ত্যঃ, আবশ্যকেন বিষয়সংশ্লিষ্টবৃত্তিপ্রতিবিম্বচৈতন্যেনৈব তদজ্ঞাননিবৃত্তিবৎ তৎ-

---

অদ্বৈতবাদিগণ বিষয়াকারবৃত্তি ও চৈতন্য এই উভয়কেই বিষয়প্রকাশরূপ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। বিষয়াকার বৃত্তিই জ্ঞান বস্তু। অন্য কোন বস্তু জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকে ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করেন এবং তদনুসারে তাঁহাদেরই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রক্রিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন—শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে ও উপদেশসাহস্রী গ্রন্থানুসারী ভারতীতীর্থাদিপ্রণীত গ্রন্থে "ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঘটাদি বিষয়ের অবভাসক হইয়া থাকে এবং ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞাততা অর্থাৎ "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ ব্যবসায়জ্ঞানীয় বিষয়তা ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সাক্ষীরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারা ভাসমান হইয়া থাকে। "অয়ং ঘটঃ" ইহা ব্যবসায়ের আকার এবং "ঘটমহং জানামি" ইহা অনুব্যবসায়ের আকার," এইরূপ বলা হইয়াছে। উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"ঘটৈকাকারধীস্থা চিদ্-ঘটমেবাবভাসয়েৎ। ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্ম-চৈতন্যেনাবভাসতে॥" এই উপদেশসাহস্রীর মতে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বিষয়ের প্রকাশক। বৃহদা-রণ্যকবার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের মতে বিষয়াকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্যই বিষয়ের প্রকাশক। সুরেশ্বর বলিয়াছেন—"পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা। সম্বিৎ সৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তি-প্রমাণতঃ"। এই শ্লোকের অর্থ এই যে—ঘটাদিরূপ যে পরাগর্থ, সেই পরাগর্থরূপ প্রমেয়ে ফলভূত যে সম্বিৎ অর্থাৎ ঘটাদিভাসক চৈতন্য, তাহাই বেদান্তপ্রতিপাদ্য। সুতরাং উপদেশসাহস্রীর মতে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য ও বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের মতে অভিব্যক্ত বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্য বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। আর এই কথাই মূলগ্রন্থে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অথবা বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যাভিব্যক্ত বিষয়াধিষ্ঠান চৈতন্যকে বিষয়ের জ্ঞান বলা হইয়া থাকে, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা পূর্ব্বপ্রদর্শিত দুইটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রদর্শিত দুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ "জ্ঞানে বিষয় অধ্যস্ত" এই কথা বলিয়া থাকেন। ঘটাকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই যদি ঘটের জ্ঞান হয়, তবে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চৈতন্যে ঘট অধ্যস্ত হইতে পারে না বলিয়া বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সম্বন্ধও হইতে পারিবে না। সত্য বস্তুই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বিশিষ্টচৈতন্য। অদ্বৈতবাদি-গণের মতে শুদ্ধ চৈতন্যই সত্য; বিশিষ্ট চৈতন্য মিথ্যা।

সুতরাং প্রতিকর্ম্মব্যবস্থাসিদ্ধিপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন—যে জ্ঞানে যে বিষয় অধ্যস্ত হয়, সেই জ্ঞানের দ্বারাই সেই বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে, বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধকে প্রতিকর্ম্মব্যবস্থার প্রযোজক বলা হইয়াছিল। বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জ্ঞান হইলে প্রদর্শিত প্রযোজক থাকিতে পারে না।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ বিষয়সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারাই বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্যের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশও উপপন্ন হইতে পারিবে; অজ্ঞাননিবর্ত্তক চৈতন্যই বিষয়েরও প্রকাশক হইবে। বিষয়প্রকাশের জন্য বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের অভিব্যক্ত্যাদি কল্পনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ অভিব্যক্ত অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যকে বিষয়ের জ্ঞান বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত অভিব্যক্ত চৈতন্যকে জ্ঞান বলিলেও বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই জ্ঞান বলা সঙ্গত। আর বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য যে জ্ঞান

প্রকাশস্যাপ্যুপপত্তৌ তদধিষ্ঠানচৈতন্যাভিব্যক্ত্যাদিকল্পনায়া বৈয়র্থ্যাৎ। ঘটাদ্যধিষ্ঠানস্য চাক্ষুষবৃত্তিবিষয়ীকৃতস্য মিথ্যাত্বে অধিষ্ঠানত্বাসিদ্ধেঃ। সত্যত্বে তত্র দৃশ্যত্বাদের্হেতোর্ব্যভিচারাপত্তেঃ। ১৪৬।

কিঞ্চ জীবচৈতন্যং ব্রহ্মচৈতন্যং বা বিষয়দৃক্? নাদ্যঃ, বিশিষ্টে কল্পিতে অধ্যাসাযোগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্য আসংসারমাবৃতত্বেন জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। ন চ মূলাবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবেন সর্ব্বত আবরণাভিভবাভাবেঽপি ঘটাদ্যবচ্ছেদেন তদভিভবেন আন্ধ্যাভাবোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, অভিব্যক্তস্য ঘটাদ্যবচ্ছিন্নস্য ঘটাদ্যন-

---

হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে আরও দোষ এই যে—ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য চাক্ষুষাদি বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া বৃত্তিবিষয় বস্তুমাত্রই মিথ্যা; মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হইতে পারে না। চাক্ষুষাদি বৃত্তির বিষয় চৈতন্যের ঘটাধিষ্ঠানত্বই অনুপপন্ন। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যকে সত্য বলিলে দৃশ্যত্বরূপ হেতুর ব্যভিচার ঘটিবে। অদ্বৈতবাদিগণ দৃশ্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমান করিয়া থাকেন। এইজন্য দৃশ্যত্ব হেতু মিথ্যাত্বের অব্যভিচারী ব্যাপ্য ধর্ম্ম। যাহাতে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাতে মিথ্যাত্ব না থাকিলে দৃশ্যত্ব হেতুটি মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য চাক্ষুষাদি বৃত্তির বিষয় বলিয়া তাহা দৃশ্য; এইজন্য তাহা সত্য হইতে পারে না। অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে দৃশ্যত্ব হেতুর ব্যভিচার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ১৪৬।

আরও কথা এই যে—চৈতন্যকে জ্ঞান বলিলেও ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান জীবচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি হইবে। জীবচৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ জীবচৈতন্য বিশিষ্ট চৈতন্য; অন্তঃকরণাদিবিশিষ্ট চৈতন্যকেই জীব বলা হয়। বিশিষ্টচৈতন্য মিথ্যা বস্তু। মিথ্যাবস্তু অধিষ্ঠান হয় না। এইজন্য জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর অধ্যাস হইতে পারিবে না। জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর আধ্যাসিক সম্বন্ধ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। তাহা অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ জীবের সংসারদশাতে জীবের নিকটে ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বদাই অজ্ঞানাবৃত থাকে। এইজন্য ব্রহ্মচৈতন্য জীবের নিকটে ভাসমান হইতে পারে না। ঘটের জ্ঞান যদি ব্রহ্মচৈতন্য হয়, তবে এই ব্রহ্মচৈতন্য জীবের নিকট আবৃত অর্থাৎ অপ্রকাশমান বলিয়া ঘটাদিও অপ্রকাশমান এবং ঘটাদির জ্ঞানও অপ্রকাশমান; সুতরাং জীবের নিকট কিছুই প্রকাশমান হইতে পারিবে না। আর তাহাতে যাবৎ বস্তুর অপ্রকাশমানত্বনিবন্ধন জগদান্ধ্যেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। অথবা যাবদ্ বস্তুর অপ্রকাশমানত্বই জগদান্ধ্য। ফল কথা—জীবের নিকট কোন বস্তুরই প্রকাশ হইতে পারিবে না।

যদি ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম মূলাবিদ্যার দ্বারা আবৃত; ঘটাদি বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব নহে। অবিদ্যার সমানবিষয়ক জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান মূলাবিদ্যার সমানবিষয়ক নহে। এইজন্য ঘটাদিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলেও ঘটাদিবৃত্তির দ্বারা ঘটাদিবিষয়াবচ্ছেদে চৈতন্যের আবরক মূলাজ্ঞানের অভিভব হইয়া থাকে বলিয়া জগদান্ধ্যের আপত্তি হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তির দ্বারা ঘটাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলেও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশিষ্ট চৈতন্য বলিয়া তাহা মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তু অধ্যস্ত ঘটাদি বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং ঘটাবচ্ছিন্ন অভিব্যক্ত চৈতন্য ঘটের জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তু অধ্যস্ত হয় ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। ঘটাকার বৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যের স্ফুরণ স্বীকার করিলে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশের জন্য আর বেদান্তশাস্ত্রের আবশ্যকতা থাকিবে না।

ধিষ্ঠানত্বাৎ। শুদ্ধস্ফুরণাঙ্গীকারে বেদান্তবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ বেদান্তজন্যজ্ঞানস্য চাক্ষুষঘটাদিজ্ঞানানধিকবিষয়কত্বেঽপি উপাধ্যভানার্থং তদাবশ্যকং জ্ঞানে স্ববিরোধিনিবৃত্তৌ অধিকভানস্যানপেক্ষণাৎ। ন হি দণ্ডিপুরুষজ্ঞানং পুরুষাজ্ঞানং ন নিবর্ত্তয়তি। ১৪৭।

বিষয়প্রকাশকমধিষ্ঠানচৈতন্যম্, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবঃ, তয়োরভেদাভিব্যক্ত্যর্থং বৃত্তিরিতি তু ন যুক্তম্, অন্তঃকরণাদ্যুপাধিভঙ্গং বিনা উপহিতাভেদাসম্ভবাৎ। ঘটাদিতাদাত্ম্যতয়া ভাসমানে ত্বদভিমতাধিষ্ঠানচৈতন্যে জীবাভেদাভিব্যক্তিস্বীকারে "অহং ঘটঃ" ইতি প্রতীত্যাপত্তেঃ। ১৪৮।

অথ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নস্য জীবত্বেন ত্বন্মতে সুষুপ্তৌ তদভাবেন কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাচ্চ। বৃত্তেরুপরাগার্থত্ব-

---

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞান ও ঘটাদিবিষয়ক চাক্ষুষাদি জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানের বিষয় চৈতন্য হইলেও বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানে নিরুপাধিক চৈতন্য ও ঘটাদিবিষয়ক চাক্ষুষাদি জ্ঞানে সোপাধিক চৈতন্য ভাসমান হইয়া থাকে। উভয় জ্ঞানেই চৈতন্য ভাসমান হইলেও উপাধির ভান ও অভানকৃত বৈলক্ষণ্য আছে। এইজন্য উপাধির অভানের জন্য বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। ঘটজ্ঞানের দ্বারা চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও ঘটজ্ঞানে চৈতন্যাতিরিক্ত ঘটাদিরূপ উপাধিও ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্য বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের সার্থকতা আছে, ইত্যাদি অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ উভয় জ্ঞানই একই চৈতন্যবিষয়ক এবং জ্ঞান বিষয়বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞান চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী। বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞান ও ঘটজ্ঞান উভয়েই চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী। চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তিমাত্রেই সংসারের নিবৃত্তি হইবে। উভয় জ্ঞানেই চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা তুল্যভাবে আছে। অধিক উপাধির ভান হওয়া ও না হওয়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাহা অনপেক্ষিত। ঘটোপহিত চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবেই। কারণ "দণ্ডী পুরুষঃ" এইরূপ জ্ঞান পুরুষবিষয়ক অজ্ঞানেরও নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। ঘটবিশিষ্ট চৈতন্যের জ্ঞানও শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। সুতরাং ঘটজ্ঞানের দ্বারাই জীবের মোক্ষাপত্তি হইয়া পড়িবে এবং ঘটজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মস্ফুরণের ফলে বেদান্তবাক্যজন্য চরমবৃত্তির ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়িবে। ১৪৭।

আর পূর্ব্বপ্রদর্শিত অদ্বৈতবেদান্তিগণসম্মত মতত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় মতে যে বাহ্য প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানবিষয়প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্য ও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য এই দুইটির অভেদাভিব্যক্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের এই মতে চৈতন্য অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াই জীব নামে অভিহিত হয়। সুতরাং অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধির নাশ ব্যতীত সেই উপহিত জীবচৈতন্যের বিষয়প্রকাশক অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদ কখনই সম্ভব নহে। অন্তঃকরণোপহিত জীবচৈতন্যের অন্তঃকরণরূপ উপাধির নাশ ব্যতীত ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত তাহার অভেদাভিব্যক্তি যে কখনই সম্ভব নহে, ইহা অতি স্পষ্ট কথা। আর এই মতে অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়তাদাত্ম্যরূপে ভাসমান অদ্বৈতবাদিগণসম্মত বিষয়াধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যে অন্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তি স্বীকার করিলে "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ স্থলে "অহং ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ এই মতে অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বিষয়াধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অন্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্যও অভেদে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তবে "অহং ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হইবে না কেন? ১৪৮।

আর এই মতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই জীব বলা হয় অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের এই মতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন

পক্ষে চ চিতঃ স্বতো বৃত্তিমাত্রোপরক্তত্বং ন দর্পণে মুখস্যেব প্রতিবিম্বিতত্বম্। অনুদ্ভূতরূপে অন্তঃকরণে শব্দান্যপ্রতিবিম্বনোপাধিতায়া অচাক্ষুষচৈতন্যে প্রতিবিম্বনস্য চ অযোগাৎ। নাপি মূষাস্থদ্রুতসুবর্ণাদিবৎ তদাত্মনা বিকৃতত্বং চিতো নির্ব্বিকারিত্বাৎ। নাপি গোত্বাদিবৎ তদাশ্রিতত্বং তত্রাভিব্যক্তং বা চিত আকাশবদনাশ্রিতত্বাৎ। উপরাগার্থত্বপক্ষে চিতঃ অনাবৃতত্বেন সর্ব্বত্রাভিব্যক্তত্বাচ্চ। নাপি ঘটাকাশবৎ অন্তঃস্থত্বম্, আকাশবৎ সর্ব্বগতা সা স্বতো বৃত্ত্যন্তস্থা, ন তু ঘটাদ্যন্তস্থেতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। তস্মাৎ চিতঃ

চৈতন্যেরই জীবত্ব কথিত হয়। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় স্বীকৃত হয় বলিয়া কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমাদি দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকর্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হয় বলিয়া সুষুপ্তির পরে সেই অন্তঃকরণ না থাকায় সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আর সেই কর্ম্মের ফলভোগ হয় না এইরূপে কৃতহানি দোষ এবং সুষুপ্তির পরে যে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের যে ভোগ হয়, সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকর্তৃক সেই ভোগের করণীভূত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, এইরূপে অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণের পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রথম মতে জীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ স্বীকৃত হয়, সেই মতে চৈতন্যের স্বভাবতঃ বৃত্তিমাত্রোপরক্তত্বকে দর্পণে মুখের ন্যায় প্রতিবিম্বিতত্ব বলা যায় না; দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অন্তঃকরণবৃত্তিতে সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না; এইজন্য চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে প্রতিবিম্বিতত্ব বলা যায় না; কারণ উদ্ভূতরূপবত্ত্বই প্রতিবিম্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক। যাহা উদ্ভূতরূপবান্ তাহাই প্রতিবিম্বনের উপাধি হইয়া থাকে। দর্পণ উদ্ভূতরূপবান্ বলিয়া তাহা প্রতিবিম্বনের উপাধি হইয়া থাকে; অন্তঃকরণ উদ্ভূতরূপবান্ নহে বলিয়া তাহা প্রতিবিম্বনের উপাধি হইতে পারে না। ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি হয় যে—উদ্ভূতরূপবত্ত্বকে ত প্রতিবিম্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক বলা যায় না; কারণ গুহাকাশাদিতে মুখাদ্যবচ্ছিন্ন শব্দাদির যে প্রতিধ্বনি হয়, সেই শব্দপ্রতিবিম্বরূপ প্রতিধ্বনি ত উদ্ভূতরূপবিহীন আকাশেই হইয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বলিয়া উদ্ভূতরূপবত্ত্বকে প্রতিবিম্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক বলা যায় না। অনুদ্ভূতরূপবান্ বস্তুও প্রতিবিম্বনের উপাধি হইতে পারে। এইরূপ আপত্তিতে আমাদের বক্তব্য এই যে—শব্দ ভিন্ন অপর বস্তুর প্রতিবিম্বনের উপাধিত্বে উদ্ভূতরূপবত্ত্বই প্রযোজক। শব্দ ভিন্ন অপর বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে উদ্ভূতরূপবান্ উপাধিতেই হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা সুসঙ্গতই বটে। আরও কথা এই যে—চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য বস্তুরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে; প্রতিবিম্বনে চাক্ষুষত্ব প্রযোজক; চৈতন্য অচাক্ষুষ; সুতরাং অচাক্ষুষ চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বন কখনই সম্ভব নহে। ফল কথা—উপাধি বা বিম্ব এই উভয় দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেই দেখা যায় চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে কোন প্রকারেই প্রতিবিম্বিতত্ব বলা যায় না।

আর মূষাতে (মুছীতে) অর্থাৎ সুবর্ণাদি ধাতু গালাইবার পাত্রে অবস্থিত সুবর্ণ যেমন অগ্নিসংযোগের দ্বারা গলিয়া সেই মূষার আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্য অবস্থিত হইয়া সেই অন্তঃকরণবৃত্তির আকারে পরিণত হয় অর্থাৎ বিকৃত হয়। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে বিকৃতত্বই চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্ব ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ—চৈতন্য নির্ব্বিকার। চৈতন্যের নির্ব্বিকারিত্ব অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া "অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে বিকৃতত্বই চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্ব" ইহা বলিতে পারেন না। তাহা বলিলে চৈতন্যের নির্ব্বিকারস্বরূপের হানি হইয়া পড়িবে।

আর গোত্বাদির গবাদিতে উপরক্তত্ব যেমন গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে আশ্রিতত্বরূপ, কিংবা যেমন গলকম্বলাদি-

সর্ব্বগতত্বেন সর্ব্বসম্বন্ধাৎ সর্ব্বপ্রকাশো দুর্ব্বারঃ। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ—৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতিস্তু ঈশ্বরস্য তৎকৃতলেপাভাবপরা, "স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি অনন্বাগতস্তেন ভবতি" (বৃ—৪।৩।১৫) ইতি পূর্ব্ববাক্যাৎ। "যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ" (গী—৯।৬) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। কিঞ্চ বৃত্তিতঃ পূর্ব্বমাধ্যাসিক-সম্বন্ধঃ অস্ত্যেব, অন্যস্তু পরাগো ন দৃশ্যতে তন্নমিতি কিং তদর্থয়া বৃত্ত্যা। ১৪৯।

বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই অভিব্যক্তত্বরূপ, তেমন চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্ব ও অন্তঃকরণবৃত্তিতে আশ্রিতত্বরূপ, কিংবা সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তিতেই অভিব্যক্তত্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্ব কথার অর্থ—চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিতে আশ্রিতত্ব কিংবা সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতেই অভিব্যক্তত্ব, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ এই বৃত্তি চিদুপরাগার্থত্বমতে জীবচৈতন্যকে সর্ব্বগত বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং আকাশ সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অনাশ্রিত অর্থাৎ কাহাতেও আশ্রিত নহে, সেইরূপ চৈতন্যও সর্ব্বগত বলিয়া অনাশ্রিত। এইজন্য চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিতে আশ্রিতত্বরূপ বলা যায় না, আর চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্তত্ব-রূপও বলা যায় না; কারণ এই চিদুপরাগার্থত্বমতে জীবচৈতন্য অনাবৃত বলিয়াই স্বীকার করা হয়; এইজন্য অর্থাৎ চৈতন্য অনাবৃত বলিয়া সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত আছে। চৈতন্য যখন সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত আছে, তখন চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্তত্বরূপ বলা যাইবে কিরূপে? চৈতন্য কোথাও অনভিব্যক্ত থাকিলেই ঐরূপ বলা সম্ভব হইত; কিন্তু এই মতে জীবচৈতন্য অনাবৃত বলিয়া সর্ব্বত্রই ত অভিব্যক্ত।

আর ঘটাকাশ যেমন ঘটমধ্যস্থ, সেইরূপ চৈতন্যের অন্তঃকরণবৃত্তিমধ্যস্থত্বই চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্ব ইহাও অদ্বৈত-বাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ আকাশ যেমন সর্ব্বগত, চৈতন্যও সেইরূপ সর্ব্বগত। এই চিদুপরাগার্থমতে জীবচৈতন্যেরও সর্ব্বগতত্বই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে "সর্ব্বগত চৈতন্য স্বভাবতঃ বৃত্তিমধ্যস্থ হয়, কিন্তু ঘটাদিমধ্যস্থ হয় না" এইরূপ ত বলা যাইতে পারে না। চৈতন্য যখন সর্ব্বগত, তখন চৈতন্য স্বতঃ বৃত্তিমধ্যস্থ হয়, ঘটাদি বিষয়মধ্যস্থ হয় না এইরূপ বলিবার ত কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং চৈতন্যের বৃত্ত্যুপরক্তত্বকে বৃত্তিমাত্রমধ্যস্থত্বরূপও বলা যায় না। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের এই চিদুপরাগার্থত্বমতে জীবচৈতন্য সর্ব্বগত ও অনাবৃতহেতু তাদৃশ জীবচৈতন্যের সম্বন্ধ সর্ব্বপদার্থের আছে বলিয়া সমস্ত পদার্থেরই সর্ব্বদা সর্ব্বজনের নিকটে প্রকাশ দুর্নিবারণীয় হইয়া পড়ে। আর অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ নিরূপণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—সর্ব্বগত জীবচৈতন্যে বিষয়াদি অধ্যস্ত হইলেও সেই বিষয়াদির সংশ্লেষ জীবচৈতন্যে নাই; কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ এই জীবচৈতন্য অসঙ্গ; সুতরাং জীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগ সম্পাদনের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি অপেক্ষিত ইত্যাদি, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" এই শ্রুতি জীবচৈতন্যপর নহে; কিন্তু উক্ত শ্রুতি ঈশ্বরপর। উক্ত শ্রুতি ঈশ্বরের সেই সেই পদার্থসম্বন্ধকৃত লেপ অর্থাৎ আসক্তি যে নাই, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" এই শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে "স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি অনন্বাগতস্তেন ভবতি অর্থাৎ তিনি তাহাতে যাহা কিছু দেখেন, তদ্দ্বারা তিনি নির্লিপ্তই হন" এইরূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহাই অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্লিপ্ততাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর স্মৃতিতে অর্থাৎ গীতাতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—"যথাকাশস্থিতো নিত্যমিত্যাদি অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমনশীল মহাবেগবান্ বায়ু যেমন আকাশেই নিত্য অবস্থিত থাকে, কিন্তু আকাশ বায়ু হইতে নির্লিপ্তভাবেই থাকে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার ভূতগ্রাম আমাতেই অবস্থিত আছে; কিন্তু আমি ভূতগ্রাম হইতে নির্লিপ্তভাবেই থাকি"। অতএব "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" এই শ্রুতি ঈশ্বরের সেই সেই পদার্থসম্বন্ধকৃত লেপ অর্থাৎ আসক্তি যে নাই, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অথ আবরণাভিভবার্থা বৃত্তিরিতি পক্ষোঽপ্যযুক্তঃ, বিবর্ত্তাধিষ্ঠানস্য চিন্মাত্রস্য অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বেন সদৈব প্রকাশমানত্বাদন্যস্য চ অজ্ঞানকল্পিতস্যাবরণস্য অভাবাৎ। ন চ তস্যা অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বেন

আরও কথা এই যে—চৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্তই অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ, এই মতে বৃত্তির ব্যর্থতাই হইয়া পড়ে। চৈতন্যের বিষয়োপরাগকে সংযোগাদিরূপ বলা যায় না; কারণ সংযোগাদিরূপ উপরাগ দৃশ্যত্বে প্রযোজক নহে; কিন্তু চৈতন্যের বিষয়োপরাগকে অধ্যস্তত্বরূপই বলিতে হইবে। অধ্যস্তত্বই দৃশ্যত্বে প্রযোজক। আর অধ্যস্তত্বরূপ আধ্যাসিকসম্বন্ধ বৃত্তির পূর্ব্বেই বিষয় ও চৈতন্যের আছে। সুতরাং চৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত আর বৃত্তির প্রয়োজন কি? বৃত্তি ব্যর্থ ই হইয়া পড়ে। ১৪৯।

(আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি, এই মতের খণ্ডন।) আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বৃত্তিকে আবরণাভিভবার্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীকৃত সেই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ আবরণমাত্রই আব্রিয়মাণ বস্তুর ব্যাপ্য হইয়া থাকে। আব্রিয়মাণ বস্তু না থাকিলে আবরণ থাকে না। আবরণ স্বীকার করিলেই আব্রিয়মাণ বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য অজ্ঞানাবরণদ্বারা আব্রিয়মাণ বস্তুও স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানাবরণের দ্বারা আব্রিয়মাণ বস্তুটি কি? তাহা কি শুদ্ধচৈতন্য? অথবা বিশিষ্টচৈতন্য? শুদ্ধচৈতন্য অর্থাৎ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানাবৃত বলা যায় না। অজ্ঞানের সাক্ষী চিন্মাত্র অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অপ্রকাশমান হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রকাশই হইতে পারিত না। স্বপ্রকাশ চৈতন্যে আবরণ সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং চিন্মাত্র অজ্ঞানের দ্বারা আব্রিয়মাণ হইতে পারে না। চৈতন্য যেমন অজ্ঞানের সাক্ষী, সেইরূপ অজ্ঞানপরিণাম রজতাদিরও সাক্ষী; এই সাক্ষিচৈতন্য অপ্রকাশমান হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদির সিদ্ধি অর্থাৎ প্রকাশই হইতে পারিত না। অজ্ঞান ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদি প্রমাণসিদ্ধ নহে; কিন্তু সাক্ষিসিদ্ধ। এইজন্য মূলগ্রন্থে "অজ্ঞানাদি-সাক্ষিত্বেন" এইরূপ বলা হইয়াছে। অজ্ঞানপরিণাম রজতাদিই আদিপদের অর্থ। সুতরাং রজতাদি বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান চিন্মাত্র অজ্ঞান ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদির সাক্ষী বলিয়া সর্ব্বদা প্রকাশমানই বটে; কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা আব্রিয়মাণ নহে। এইজন্য অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু চিন্মাত্র হইতে পারে না। এইরূপ বিশিষ্ট চৈতন্যও আব্রিয়মাণ হইতে পারে না। বিশিষ্ট চৈতন্য অজ্ঞানকল্পিত বস্তু। অজ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত বিশিষ্ট চৈতন্যবস্তুই অপ্রসিদ্ধ। অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তু অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু হইতে পারে না। তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। চৈতন্যের আবরণরূপেই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে; চৈতন্যের অনাবরণ অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানসিদ্ধি হইলে অজ্ঞানকল্পিত বিশিষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হইবে এবং অজ্ঞানকল্পিত বিশিষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হইলে বিশিষ্ট বস্তুর আবরক অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে, এইরূপে দুর্ব্বারণীয় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। সুতরাং চিন্মাত্র ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট বস্তু অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তাহা অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু হইতে পারে না। অজ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত চিন্মাত্রব্যতিরিক্ত বিশিষ্ট চৈতন্য অসম্ভব। এইজন্য মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—"অন্যস্য চাজ্ঞানাকল্পিতস্যাভাবাৎ" সুতরাং আব্রিয়মাণ বস্তুই অসম্ভাবিত বলিয়া আবরণও অসম্ভব। এই জন্য ব্যাপকের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত ব্যাপ্যেরও অসিদ্ধি বুঝিতে হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন যে—স্বপ্রকাশচৈতন্য অজ্ঞানাদির সাক্ষিরূপে প্রকাশমান থাকিলেও অশনায়াদ্যতীত পূর্ণানন্দরূপে অপ্রকাশমান বলিয়া পূর্ণানন্দরূপের আবরক অজ্ঞান সম্ভাবিতই বটে। অশনায়াদ্যতীতত্বোপলক্ষিত পূর্ণানন্দরূপে অপ্রকাশের জন্য অজ্ঞানাবরণ স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বরূপে প্রকাশমানত্ব ও অশনায়াদ্যতীতত্বরূপে

প্রকাশেঽপি অশনায়াদ্যতীতত্বেন প্রকাশাভাবাদাবরণমাবশ্যকমিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বাশনায়াদ্যতীতত্বাদেঃ প্রকাশাপ্রকাশোপপাদকস্য ধর্ম্মস্য নির্ব্বিশেষে অসত্বাৎ। ১৫০।

কিঞ্চ অজ্ঞানমেকম্ অনেকানি বা? নাদ্যঃ, শুক্তিজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সদ্য এব মোক্ষ প্রসঙ্গাৎ। অনিবৃত্তৌ রূপ্যাদেঃ সবিলাসাবিদ্যানিবৃত্তিরূপবাধাযোগাৎ। ননু অস্মিন্ পক্ষে শুক্তিজ্ঞানেন রূপ্যাদেঃ স্বকারণে প্রলয়মাত্রং ক্রিয়তে মুদ্গরপ্রহরণেন ঘটস্যেব, ন তু অজ্ঞানং নিবর্ত্ত্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানেন তু

অপ্রকাশমানত্বের উপপাদক কোনও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ চৈতন্যে নাই। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্তি অসঙ্গত। ১৫০।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞান কি এক? অথবা অনেক অর্থাৎ বহু? অর্থাৎ বিবরণকারোক্ত রীতিতে অজ্ঞান কি এক? অথবা ইষ্টসিদ্ধিকারোক্ত রীতিতে অজ্ঞান প্রতিবিষয়ে অনেক? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ এই একাজ্ঞানপক্ষেও জিজ্ঞাসা এই যে—শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান স্বকার্য্য রজতের সহিত নিবৃত্ত হয় কি না? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান স্বকার্য্যের সহিত নিবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না; কারণ অজ্ঞানের একত্বনিবন্ধন মূলাজ্ঞানকেই রজতভ্রমের উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই এক মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় সদ্যই মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর এই একাজ্ঞানপক্ষে দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ "শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না" ইহাও স্বীকার করা যায় না; কারণ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে শুক্ত্যাদিতে রজতাদির ভ্রম হওয়ার পর শুক্ত্যাদির জ্ঞান হইলে তাহাতে অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞাননিবৃত্তির অভাবনিবন্ধন সেই শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির বাধ হইয়াছে ইহা আর বলা যাইবে না। কারণ কার্য্যের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিকে বাধ বলে। কার্য্যের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিই বাধের স্বরূপ। শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির (কার্য্যের) সহিত অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ বাধ সম্ভব হইবে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—এই একাজ্ঞানপক্ষে মুদ্গরপ্রহার যেমন ঘটের স্বকারণ মৃত্তিকায় লয়মাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ঘটকারণ মৃত্তিকার নিবৃত্তি করে না, সেইরূপ শুক্তিজ্ঞান রজতাদির স্বকারণ অজ্ঞানে লয়মাত্রই করিয়া থাকে; কিন্তু রজতাদির কারণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে না অর্থাৎ মুদ্গরপ্রহারের দ্বারা ঘটনাশ হইলেও যেমন কারণীভূত মৃত্তিকার বিনাশ হয় না, কারণীভূত মৃত্তিকা থাকিয়াই যায়, সেইরূপ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির নাশ হইলেও কারণীভূত অজ্ঞানের বিনাশ হয় না; কারণীভূত অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। কারণরূপে থাকে বলিয়া অজ্ঞান স্বরূপতঃ নিবর্ত্তিত হয় না; কিন্তু চরমসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী; অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। কেবল চরমসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী; অপর কোন জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী নহে। এইজন্য অপর কোন জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে; কেবল চরমসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইয়া অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হয় ইহাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইয়া সেই অজ্ঞানকার্য্য রজতাদিরই নিবর্ত্তক হয় ইহাই বলা হইয়াছে; তাহা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ জ্ঞান অজ্ঞানের এবং সেই অজ্ঞানকে দ্বার করিয়াই অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। এই নিয়মানুসারে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের বিরোধিতা। এইজন্য শুক্ত্যাদিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইয়া সেই অজ্ঞানকার্য্য রজতাদির নিবর্ত্তকই হইতে পারে না। সুতরাং বাধ সম্ভব হইবে না বলিয়া যে আপত্তি দেখান হইয়াছে, তাহা অপরিহার্য্যই থাকিয়া যায়। জ্ঞান

বিরোধিত্বাদজ্ঞানমেব নিবর্ত্ত্যতে ইতি চেৎ ন, জ্ঞানস্য অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারৈব অন্যবিরোধিত্বেনাজ্ঞানমনিবর্ত্ত্য রূপ্যাদিনিবর্ত্তকত্বাযোগাৎ শুক্তিজ্ঞানেনাজ্ঞানানিবৃত্তৌ অভিব্যক্তচৈতন্যসম্বন্ধাভাবেন ভ্রান্তাবিব বাধেঽপি শুক্তেঃ অপ্রকাশাপত্তেশ্চ। ১৫১।

ন চ খদ্যোতাদিপ্রকাশৈর্মহান্ধকারস্যেব অজ্ঞানস্য একদেশে নাশাদ্বা ভীরুভটবদপসরণাদ্বা কটবৎ সম্বেষ্টনাদ্বা চৈতন্যস্যাপ্যেকদেশেন প্রকাশ ইতি বাচ্যম্, অনাদ্যজ্ঞানচৈতন্যয়োর্নিরবয়বত্বাৎ। ন চ মণ্যাদিনা বহ্ন্যাদিগতদাহাদিশক্তেরিব শুক্ত্যাদিজ্ঞানেন অবিদ্যাগতাবরণশক্তেরভিভবাৎ তৎপ্রকাশঃ, বৃত্ত্যা চ স্বোপাদান-দানভূতায়া অপি অবিদ্যায়া অভিভবো বৃশ্চিকবৃক্ষাদিনা গোময়মৃদাদেরিব যুক্ত ইতি বাচ্যম্, চক্ষুরাদিজন্য-

---

অজ্ঞানকে দ্বার করিয়াই অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞান যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হয়, তবে অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হইবে কিরূপে? সুতরাং শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির বাধ সম্ভব হইবে না এই আপত্তি অপরিহার্য্য। আরও কথা এই যে—শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা যদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অভিব্যক্ত চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ হয় না বলিয়া ভ্রান্তিকালের ন্যায় বাধকালেও শুক্তির অপ্রকাশেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে অভিব্যক্ত চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধের অভাবনিবন্ধন বাধকালেও শুক্তির প্রকাশ হইতে পারিবে না। ১৫১।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—খদ্যোতাদির প্রকাশের দ্বারা মহান্ধকারের একদেশ নাশ হইলে তাহার ফলে যেমন বিষয়প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই একাজ্ঞানপক্ষে বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের একদেশ নাশ হইলে তাহার ফলে চৈতন্যেরও একদেশে বিষয়প্রকাশ হইয়া থাকে। অথবা প্রবল বিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ভীরু সৈন্য যেমন সেই স্থান হইতে অপসরণ করে, সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান তথা হইতে অপসরণ করে; তাহায় ফলে চৈতন্যেরও একদেশে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। কিংবা যেমন হস্তাদির দ্বারা কটসম্বেষ্টনের ফলে ভূতলাদিদেশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানসম্বেষ্টনের ফলে চৈতন্যেরও একদেশে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে অজ্ঞান ও চৈতন্য অনাদি। যাহা অনাদি, তাহা নিরবয়ব। সুতরাং অনাদি অজ্ঞান ও চৈতন্য নিরবয়ব বলিয়া অজ্ঞানের একদেশ নাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং চৈতন্যের একদেশে বিষয়প্রকাশ হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান ও চৈতন্য যদি সাবয়ব বস্তু হইত, তবেই অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে পারিতেন। অনাদি অজ্ঞান ও চৈতন্য নিরবয়ব বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উপপত্তিপ্রদর্শন নিতান্ত অসঙ্গত।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—মণি প্রভৃতির দ্বারা যেমন অগ্ন্যাদিগত দাহাদিশক্তির অভিভব হইয়া থাকে, সেইরূপ শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানগত আবরণশক্তির অভিভব হইয়া থাকে; তাহার ফলে বিষয়ের প্রকাশ হয় অর্থাৎ মণি প্রভৃতির দ্বারা যেমন অগ্নিস্বরূপের নাশ না হইলেও অগ্ন্যাদিগত দাহাদিশক্তির নাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানস্বরূপের নাশ না হইলেও অজ্ঞানগত আবরণশক্তির নাশ হইয়া থাকে; তাহার ফলে ভগ্নাবরণ চৈতন্যের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বস্তু; ইহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞান ও অজ্ঞানের আবরণশক্তি অভিন্ন বস্তু। তাহা হইলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণশক্তির নাশ হইয়া থাকে ইহা যে অদ্বৈতবাদিগণ

শুক্তিবৃত্তেঃ রূপাদিহীনশব্দৈকগম্যশুদ্ধাত্মাবিষয়তয়া তদাবরণশক্ত্যপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। শুক্তিবৃত্তেঃ তববচ্ছিন্নচিদ্-বিষয়ত্বেন তৎপ্রতিবন্ধকত্বে চ তয়ৈব তদা শুদ্ধাত্মপ্রকাশাপাতাৎ। অবিদ্যাকল্পিতমপ্রসক্তপ্রকাশঞ্চ জড়ং প্রতি চ অবিদ্যায়া ইব অবিদ্যাগতাবরণশক্তেরপি অযোগাৎ অস্বীকারাচ্চ। জড়বিশিষ্টাত্মানং প্রতি তৎস্বীকারে চ

বলিয়াছেন, তাহা ত সঙ্গত নহে। কারণ শুক্তিজ্ঞানও অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া উপাদেয়; অজ্ঞান তাহার উপাদান। সুতরাং উপাদেয় বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা উপদান অজ্ঞানের নাশ ত কখনও সম্ভব হয় না। উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানের নাশ হইতে ত কোথাও দেখা যায় না। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—উপাদেয়ের দ্বারাও উপাদানের অভিভব অর্থাৎ নাশ হইতে দেখা যায়। যেমন গোময় হইতে যে বৃশ্চিক জন্মে এবং মৃত্তিকাদি হইতে যে বৃক্ষাদি জন্মে, সেই সেই স্থলে উপাদেয় বৃশ্চিক ও উপাদেয় বৃক্ষাদি উপাদানভূত গোময় ও মৃত্তিকাদির অভিভব করিতে দেখা যায়। সুতরাং উপাদেয়ভূত শুক্ত্যাদিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা উপাদানভূত অজ্ঞানের অভিভব যে হয়, তাহা উপপন্নই বটে; ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অজ্ঞানগত আবরণশক্তি কি শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অর্থাৎ শুদ্ধাত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূতা? কিংবা জড়বিষয়িণী? অথবা জড়বিশিষ্ট আত্মবিষয়িণী? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে—অজ্ঞানগত শুদ্ধাত্মাবরণশক্তির অভিভব হইতে শুদ্ধাত্মবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে বলিতে হইবে। তাহা হইলে শুক্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক বলিয়া বিশিষ্টবিষয়ক হওয়ায় শুদ্ধাত্মবিষয়ক নহে; এইজন্য তাদৃশ বিশিষ্টবিষয়ক শুক্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানগত শুদ্ধাত্মাবরণশক্তির অভিভব সম্ভব হইতে পারে না। আর ঐ শুক্তিজ্ঞানকেও শুদ্ধাত্মবিষয়ক বলা যায় না; কারণ শুক্তিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য; আর রূপাদিহীন শুদ্ধাত্মজ্ঞান কেবল শব্দগম্য অর্থাৎ বেদৈকগম্য। সুতরাং অজ্ঞানগত আবরণশক্তি যদি শুদ্ধাত্মবিষয়িণী হয়, তবে বিশিষ্টবিষয়ক শুক্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা তাহার অভিভব অর্থাৎ বিনাশ হইতে পারে না। কারণ শুদ্ধাত্মবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞানগত আবরণশক্তির বিনাশ সম্ভব হয়। বিশিষ্ট-বিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ আবরণশক্তির বিনাশ ত সম্ভব নহে। আর "শুক্তিজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চিদ্বিষয়ক হইলেও বিশেষ্যভূত শুদ্ধ চিদ্বিষয়কও বটে; সুতরাং সেই শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ আবরণশক্তির অভিভব হউক" ইহাও বলা যায় না; কারণ শুক্তিজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক বলিয়া তদ্দ্বারা শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানগত আবরণশক্তির বিনাশ হইলে তখন সেই বিশেষ্যভূত চৈতন্যবিষয়ক শুক্তি-জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ আবরণশক্তির অভিভব হইয়া শুদ্ধাত্মপ্রকাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। তাহার ফলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই সদ্য মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানগত আবরণশক্তিকে শুদ্ধাত্মবিষয়িণী বলিতে পারেন না।

আর অজ্ঞানগত আবরণশক্তি জড়বিষয়িণী ইহাও বলা যায় না, কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্পিত ও অপ্রসক্তপ্রকাশ বলিয়া জড় বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের আবরকত্ব সম্ভব নহে। অজ্ঞান যেমন জড়াশ্রিত নহে, কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানগত আবরণশক্তিও জড়বিষয়িণী নহে অর্থাৎ জড় বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের আবরকত্ব নাই; কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্পিত ও অপ্রসক্তপ্রকাশ অর্থাৎ জড় বস্তুর প্রকাশের প্রাপ্তিই নাই। প্রাপ্ত-প্রকাশের প্রতিবন্ধককেই আবরণ কহে। জড় বস্তুতে প্রকাশপ্রাপ্তিই নাই বলিয়া আবরণকৃত্য নাই। সুতরাং অজ্ঞানগত আবরণশক্তিকে জড়বিষয়িণী বলা যায় না। আর অদ্বৈতবাদিগণ তাহা স্বীকারও করেন না অর্থাৎ জড়-বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের আবরকত্ব অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্যও নহে।

আর তৃতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ অজ্ঞানগত আবরণশক্তিকে জড়বিশিষ্ট আত্মবিষয়িণী বলিয়া স্বীকার

বিশেষণানাবরকবিশিষ্টাবরকশক্ত্যভিভবস্য বিশেষ্যাবরকশক্ত্যভিভবং বিনা অযোগেন শুক্ত্যাকারবৃত্ত্যৈব তদা শুদ্ধাত্মপ্রকাশাপাতাৎ। প্রচ্যুতগোময়ত্বাদ্যবস্থা এব পার্থিবাবয়বা বৃশ্চিকাদ্যুপাদানানীতি ন বৃশ্চিকাদিনা উপাদানস্বভাবাভিভবঃ। তস্মাৎ কারণগোময়ত্বাবস্থায়া এবাভিভবাৎ নোক্তব্যভিচারাবকাশঃ। ১৫২।

ন চ মূলাজ্ঞানস্যৈব অবস্থাবিশেষা রজতাদ্যুপাদানানি শুক্তিজ্ঞানেন সাধ্যাসং নিবর্ত্তন্তে ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—তে অবস্থাবিশেষাঃ রজতবিশেষাশ্চ অজ্ঞানাভিন্না তদ্ভিন্না বা? নাদ্যঃ,

---

করিলে দোষ এই হইবে যে—শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই তখন শুদ্ধাত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং সদ্য মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ বিশিষ্টবিষয়ক বিধি ও নিষেধ যেমন বিশেষ্যে বাধ থাকিলে বিশেষণবিষয়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশেষণে বাধ থাকিলে বিশেষ্যবিষয়কই হইয়া থাকে। সুতরাং জড়বিশিষ্ট আত্মার প্রতি অজ্ঞানগত আবরণশক্তির বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে বিশেষণীভূত জড়ে বাধ আছে বলিয়া ঐ আবরণশক্তি বিশেষণীভূত জড়ের অনাবরিকা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। (অজ্ঞানগত আবরণশক্তি যে জড়বিষয়িণী হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বাধ আছে।) সুতরাং আবরণশক্তিকে জড়বিশিষ্ট আত্মবিষয়িণী বলিলেও বিশেষণীভূত জড়ে বাধ আছে বলিয়া উহা বিশেষ্যভূত আত্মার আবরিকাই হইয়া পড়ে। আর তাদৃশী আবরিকাশক্তির অভিভব অর্থাৎ বিনাশ বিশেষ্যভূত আত্মার আবরিকাশক্তির বিনাশ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই আবরিকাশক্তির বিনাশ হইলে বিশেষ্যভূত আত্মার আবরিকাশক্তিরই বিনাশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধাত্মপ্রকাশের অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে সদ্য মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়ে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানের অভিভব হইতে দেখা যায় বলিয়া বৃশ্চিক ও বৃক্ষাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসম্প্রতিপন্ন। কারণ যদি গোময়ত্বাদি অবস্থাপন্ন গোময়াদি বৃশ্চিকাদির উপাদান হইত, তাহা হইলেই অদ্বৈতবাদিগণ উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানের অভিভবে বৃশ্চিকাদির দৃষ্টান্ত দিতে পারিতেন; তাহা ত হয় নাই; কিন্তু গোময়ত্বাদি অবস্থা যাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ পার্থিব পরমাণুসমূহই বৃশ্চিকাদির উপাদান। আর সেই বৃশ্চিকাদির উপাদান পার্থিবপরমাণুসমূহেরও নাশ হয় না। সুতরাং বৃশ্চিকাদিরূপ উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানস্বভাবের নাশ হয় নাই বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ দৃষ্টান্ত অসম্প্রতিপন্ন। অতএব বৃশ্চিকাদি অনুপাদান গোময়ত্বাদি অবস্থারই অভিভব করিয়াছে বলিয়া উক্তরূপ ব্যভিচারের অবসর নাই অর্থাৎ উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানের অভিভব সম্ভব নহে; তাহার দৃষ্টান্তও নাই। ১৫২।

অদ্বৈতবাদিগণের একাজ্ঞান মতে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই এক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সদ্যই মোক্ষের প্রসঙ্গ হয় এইরূপ দোষ আমরা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের একদেশের নাশ ও অপসরণ কল্পনা করিয়া উক্ত দোষের সমাধান করিতে প্রয়াস করেন, পূর্ব্বগ্রন্থের দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ এই একাজ্ঞানমত-সমর্থন করিবার জন্য প্রকারান্তর কল্পনা করিতে যাইয়া যদি বলেন—মূল অজ্ঞান একই। সেই মূল অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহই ভ্রমে ভাসমান রজতাদি বস্তুর উপাদান। শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অধ্যাসের সহিত অর্থাৎ অধ্যাসকার্য্য রজতাদি ও রজতাদিবৃত্তির সহিত সেই মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষরূপ উপাদানসমূহ নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা মূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না বলিয়া শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা সদ্য মোক্ষের আপত্তি হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের উপরে "ইহা কি এইরূপ? অথবা ঐরূপ" এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষ অবলম্বনেই তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত টিকে না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণ মূল এক অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহকেই যে রজতাদি ভ্রমকার্য্যের উপাদান বলিয়াছেন,

অনেকাজ্ঞানবাদাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, জ্ঞানেন সাক্ষাৎ নিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তেষামিব রূপ্যস্যৈব উপাদাননিবৃত্তিং বিনা নিবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ, শুক্ত্যজ্ঞানং নষ্টমিত্যনুভববিরোধাচ্চ, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বমিত্যত্র

তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ঐ মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ ও রজতাদিবিশেষসমূহ মূলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন কি ভিন্ন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি একাজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ মূলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন ইহা বলিতে পারেন না। কারণ অবস্থাবিশেষসমূহ যদি মূলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থাবিশেষের বহুত্বনিবন্ধন অনেকাজ্ঞানবাদের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অবস্থাবিশেষসমূহ মূলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলে অবস্থাবিশেষসমূহ বহু বলিয়া তাঁহারা আর অজ্ঞানকে এক বলিতে পারেন না। তাহাতে একাজ্ঞানবাদ রক্ষিত হয় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ মূলাজ্ঞান হইতে ভিন্ন ইহাও তাঁহারা বলিতে পারেন না। কারণ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অবস্থাবিশেষসমূহ যদি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অবস্থাবিশেষসমূহ অজ্ঞানভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানের দ্বারা আর সেই অবস্থাবিশেষসমূহের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। কারণ জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পক্ষে অবস্থাবিশেষসমূহকে ত অজ্ঞান হইতে ভিন্নই বলা হইয়াছে; সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা সেই অবস্থাসমূহের সাক্ষাৎ নিবৃত্তির উপপত্তি এই পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে? আর ঐ অবস্থাবিশেষসমূহ ভ্রমাদির উপাদানও হইতে পারিবে না; কারণ অজ্ঞানই ভ্রমাদির উপাদান, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ যদি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তবে ঐ অবস্থাবিশেষসমূহ আর ভ্রমাদির উপাদান হইবে কিরূপে? আরও কথা এই যে—এই পক্ষে মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ যেমন নিজেদের উপাদানভূত মূলাজ্ঞানের অনিবৃত্তিতেও শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থাবিশেষসমূহই যাহাদের উপাদান, সেই রজতাদিরও নিজেদের উপাদান অজ্ঞানাবস্থাবিশেষসমূহের অনিবৃত্তিতেই অর্থাৎ নাশ ব্যতীতই নিবৃত্তি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ রজতাদির উপাদান যেমন মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ, সেইরূপ ঐ অবস্থাবিশেষসমূহের উপাদানও মূলাজ্ঞান। তাহা হইলে শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা উপাদান মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়াও যেমন অবস্থাবিশেষসমূহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা উপাদান অবস্থাবিশেষসমূহের নিবৃত্তি না হইয়াও রজতাদির নিবৃত্তি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে এই একাজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অধ্যাসের সহিত মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষরূপ উপাদানসমূহ নিবর্ত্তিত হইয়া যায়" তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই পক্ষে আরও দোষ এই হইবে যে—শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয় ইহাই সকলের অনুভব। মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিলে সেই অনুভবের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ অজ্ঞানভিন্ন তদবস্থাবিশেষসমূহই রজতাদির উপাদান বলিয়া তন্নিবর্ত্তক শুক্ত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা সেই রজতাদির উপাদানভূত অবস্থাবিশেষসমূহ নিবৃত্ত হয় এইরূপ অনুভব হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। এই পক্ষে অজ্ঞানের অবস্থাসমূহ ত অজ্ঞান নহে; তাহা হইলে "শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়" এইরূপ অনুভব হইবে কিরূপে? কিন্তু "শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানভিন্ন অজ্ঞানাবস্থাবিশেষই নষ্ট হয়" এইরূপ অনুভব হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে—ঐ অবস্থাবিশেষসমূহকে অজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিলে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব, তাহাতে দৃষ্টান্তের সিদ্ধি হইবে না। অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে, যেমন শুক্তিরজত। অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহকে অজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিলে শুক্তিরজতকে আর অজ্ঞানকার্য্য বলা যায় না; কিন্তু শুক্তিরজত অজ্ঞানভিন্ন অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষের কার্য্য। সুতরাং "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব" ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ কি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন? কোন দৃষ্টান্তকেই আর অজ্ঞানকার্য্য বলা যাইবে না। অতএব রজতাদির নিবৃত্তির নিমিত্ত শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। অতঃ রূপ্যাদিনিবৃত্ত্যর্থং শুক্তিজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্তিরাবশ্যকী ইত্যেকাজ্ঞানমতে শুক্তিজ্ঞানাদেব মোক্ষোঽপি অবশ্যম্ভাবীতি সংক্ষেপঃ। ১৫৩।

ন দ্বিতীয়োঽনেকাজ্ঞানবাদোঽপি রমণীয়ঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। একয়া বৃত্ত্যা কিং সর্ব্বতদজ্ঞানানাং নিবৃত্তিঃ? উত একতদজ্ঞানস্য? আদ্যে শুক্তেঃ কদাপ্যপ্রকাশো ন স্যাৎ। অন্ত্যে তদাপি প্রকাশো

অজ্ঞানের নিবৃত্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই একাজ্ঞানমতে সেই শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই এক অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় মোক্ষেরও প্রসঙ্গ অবশ্যই হইয়া পড়িবে। একাজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে যে যে দোষের প্রসঙ্গ হয়, তাহা এই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ১৫৩।

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় অনেকাজ্ঞান মত খণ্ডন করা হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণের "ইষ্টসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে "অজ্ঞান অনেক" এই মত প্রদর্শিত ও সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের ঐ অনেকাজ্ঞানবাদও সমীচীন নহে; কারণ উহাও বিকল্পাসহ অর্থাৎ বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষ অবলম্বনেই ঐ মত টিকিতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—এই অনেকাজ্ঞানপক্ষে জিজ্ঞাসা এই যে—যদ্বিষয়ক একটি বৃত্তিজ্ঞান হয়, সেই একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা কি সমস্ত তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়? অথবা একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে আর কখনও সেই বিষয়টির অপ্রকাশ হইতে পারিবে না। যেমন একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে শুক্তির আর কখনও অপ্রকাশ হইতে পারিবে না। অথচ পুনরায়ও শুক্তির অপ্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য এই পক্ষটি অনেকাজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে সেই বৃত্তি-জ্ঞানদশায়ও সেই বিষয়টির প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি হইলেও তখনও তদ্বিষয়ক অপর অজ্ঞানাবরণ থাকিয়া যাইবে। যেহেতু অজ্ঞান অনেক। সুতরাং সেই বিষয়টির প্রকাশ তখনও হইতে পারিবে না। যেমন অনেক যবনিকার দ্বারা আবৃত বস্তুতে একটি যবনিকার অপগম হইলেও অপর যবনিকা থাকে বলিয়া উহাকে জানা যায় না, সেইরূপ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি হইলেও তখনও তদ্বিষয়ক অপর অজ্ঞানাবরণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া সেই বিষয়টির প্রকাশ হইতে পারিবে না।

অনেকাজ্ঞানবাদির উপরে বিকল্প করিয়া এই যে দোষ দেখান হইল, এই দোষ একাজ্ঞানবাদে যে মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ কল্পিত হয়, সেই অবস্থাবিশেষেও যোজনা করিতে হইবে। কারণ এই দোষের প্রসঙ্গে উভয় পক্ষই সমান। তাহাই যোজনা করা হইতেছে—একাজ্ঞানবাদে যে মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ কল্পিত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা কি রজতভ্রমজনক সমস্ত অজ্ঞানাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হয়? অথবা একটি শুক্তি জ্ঞানের দ্বারা রজতভ্রমজনক একটি অজ্ঞানাবস্থাবিশেষেরই নিবৃত্তি হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতভ্রমজনক সমস্ত অজ্ঞানাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হইলে আর কখনও শুক্তির অপ্রকাশ হইতে পারিবে না। অথচ শুক্তির পুনরায়ও অপ্রকাশ হয়। সুতরাং এই পক্ষ স্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতভ্রমজনক একটি অজ্ঞানাবস্থাবিশেষেরই নিবৃত্তি হয় ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ তাহা স্বীকার করিলে সেই শুক্তি জ্ঞানদশায়ও শুক্তির প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি অজ্ঞানাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হইলেও তখনও অপর

ন স্যাৎ। একস্যাবরণস্য নিবৃত্তাবপি অন্যস্য সত্ত্বাৎ। অয়ঞ্চ দোষঃ অবস্থাবিশেষেঽপি যোজনীয়ঃ সমানত্বাৎ। ১৫৪।

কিঞ্চ কথং সাদিশুক্ত্যাদেঃ তদবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য বা অনাদ্যজ্ঞানবিষয়ত্বং নির্ব্বিষয়স্য আবরণস্য অবস্থানাসম্ভবাৎ। ন চ পূর্ব্বমনবচ্ছিন্নাবরণম্ ইদানীমবচ্ছিন্নাবরণং জাতমিতি বাচ্যম্, শুক্তিজ্ঞানেনৈব মোক্ষাপত্তেঃ। এতেন ব্যক্তিতঃ পূর্ব্বং জাতিরিব বিষয়াৎ প্রাক্ অজ্ঞানমস্তীতি নিরস্তম্, প্রতিবিষয়-মনেকাজ্ঞানাঙ্গীকারাযোগাৎ। ১৫৫।

রজতভ্রমজনক অজ্ঞানাবস্থাবিশেষ থাকিয়া যাইবে। যেহেতু অজ্ঞানাবস্থাবিশেষ অনেক। এইজন্য তখন শুক্তির প্রকাশ হইতে পারিবে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। এইরূপে একাজ্ঞানবাদীর কল্পিত অজ্ঞানাবস্থা-বিশেষে দোষ যোজনা করিতে হইবে। ১৫৪।

আরও কথা এই যে—শুক্ত্যাদি বস্তু সাদি এবং শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যও সাদি। আর অজ্ঞান অনাদি। সুতরাং সাদি শুক্ত্যাদি কিংবা সাদি শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অনাদি অজ্ঞানের বিষয় হইবে কিরূপে? সাদি বস্তু কিংবা সাদি তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য ত অনাদি অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। শুক্ত্যাদি সাদি বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যও সাদি; সুতরাং শুক্ত্যাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানের নির্ব্বিষয়ত্ব হইয়া পড়ে। আর শুক্ত্যাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানাবরণের নির্ব্বিষয়ত্বও স্বীকার করা যায় না; কারণ নির্ব্বিষয়ক অজ্ঞানরূপ আবরণের স্থিতিই সম্ভব নহে। যেহেতু "ইহার এই বিষয়ে অজ্ঞান" এইরূপ আশ্রয়-বিষয়যুক্তরূপেই অজ্ঞানাবরণের প্রতীতি হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণ নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিষয়ক হইয়া থাকিতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—এক অনাদি অজ্ঞানই অনাদি চৈতন্যবিষয়ক আবরণ। তখন অজ্ঞান চৈতন্যাতিরিক্ত শুক্ত্যাদিপদার্থানবচ্ছিন্ন হইয়াই চৈতন্যের আবরণ হয় এবং শুক্ত্যাদি পদার্থের উৎপত্তির পরে অজ্ঞান সেই সেই পদার্থাবচ্ছেদে সেই সেই পদার্থাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ হয়। সুতরাং শুক্ত্যাদি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞান অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ এবং শুক্ত্যাদি পদার্থের উৎপত্তির পরে অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ হয়। অতএব প্রদর্শিত দোষের সম্ভবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ ঐরূপে উপপত্তি করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদিগণকে তাঁহাদের অনেকাজ্ঞানবাদ যে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা অতি সুস্পষ্ট। আর এক অজ্ঞান স্বীকার করিয়া ঐরূপ উপপত্তি করিলে তাহাতে দোষ এই হইবে যে—এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ ঐরূপ উপপত্তিতে অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যের আবরণভূত অজ্ঞানই শুক্ত্যাদি পদার্থাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ। সুতরাং শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ চৈতন্যের আবরণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইয়াই পড়ে। তাহার ফলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন—"ব্যক্তি উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন জাতি থাকে, কারণ জাতি নিত্য, সেইরূপ শুক্ত্যাদি বিষয়োৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞান থাকে, কারণ অজ্ঞান অনাদি," অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি আমাদের প্রদর্শিত খণ্ডনরীতির দ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়া ঐরূপে অজ্ঞানের উপপত্তি করিতে গেলে অনেক বিষয়ে যেমন একই জাতি, সেইরূপ অনেক বিষয়ে একই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়; প্রতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞান স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের অনেকাজ্ঞানবাদ আর রক্ষিত হয় না। আর প্রতি বিষয়ে এক অজ্ঞান স্বীকার করিলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়ে। এই দোষ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৫৫।

নন্ সৎসু অপি অনেকাজ্ঞানেষু বহুজনসঙ্কীর্ণদেশে বৈদ্যুতনিপাতবৎ ত্রিদোষহরৌষধবচ্চ জ্ঞানমিতরাজ্ঞানাপসরণেনৈকমজ্ঞানং নাশয়তি, যথা তব একং জ্ঞানমেব প্রাগভাবং নাশয়তি, প্রাগভাবান্তরনিবন্ধনমজ্ঞাতত্বাদিব্যবহারং প্রতিবধ্নাতি, তথা মমাপ্যেকং জ্ঞানমেকমেবাজ্ঞানং নাশয়তি, অজ্ঞানান্তরব্যবহারং প্রতিবধ্নাতি ইতি চেৎ ন, অজ্ঞানবৎ প্রাগভাবস্য আবরকত্বাভাবেন অজ্ঞানস্য যবনিকাবৎ আবরকত্বেন দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। নহি মন্মতে জ্ঞানপ্রাগভাবা আবরণানি, কিন্তু দণ্ডপ্রাগভাববৎ হেত্বভাবরূপাঃ। নাপি

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—যেমন এতদ্‌ঘটজ্ঞানের প্রাগভাব অনন্ত হইলেও একটি এতদ্‌ঘটজ্ঞান একটি এতদ্‌ঘটজ্ঞানপ্রাগভাবেরই নাশ করিয়া থাকে এবং অপর এতদ্‌ঘটজ্ঞানপ্রাগভাবসমূহকে অপসারিত করিয়া তন্নিবন্ধন অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণকেও স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতি বিষয়ে অজ্ঞান অনন্ত হইলেও একটি জ্ঞান একটি অজ্ঞানেরই নাশ করিয়া থাকে এবং অপর অজ্ঞানসমূহকে অপসারিত করিয়া তন্নিবন্ধন অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ইহা আমাদেরও স্বীকার্য্য। ইহাতে দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন বহুজনপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ নিপতিত হইলে তদ্দ্বারা একটি পুরুষই মরিয়া যায় এবং অপর পুরুষেরা তথা হইতে পলায়ন করে, অথবা যেমন বাত-পিত্তশ্লেষ্মারূপ ত্রিদোষনাশক কোন ঔষধ কাহাতেও প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা একটি দোষ নিবর্ত্তিত হয় এবং অপর দোষদ্বয় আপনা হইতেই সরিয়া পড়ে বলিয়া বৈদ্যপ্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ প্রতি বিষয়ে অজ্ঞান অনন্ত হইলেও একটি জ্ঞানের দ্বারা একটি অজ্ঞানেরই নাশ হয় এবং অপর অজ্ঞানসমূহ তাহা হইতে সরিয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানকালে একটি অজ্ঞানের নাশ ও অপর অজ্ঞানসমূহের অপসরণ হয় বলিয়া অপর অজ্ঞানসমূহনিবন্ধন অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে না। আর একটি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হয় না বলিয়া, কিন্তু কেবল একটি অজ্ঞানের নাশ ও অপর অজ্ঞানসমূহের অপসরণমাত্র হয় বলিয়া বিষয়ের কখনও অপ্রকাশ না হওয়ার আপত্তিও হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বাক্যও সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে জ্ঞানপ্রাগভাবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা অজ্ঞানের সমদৃষ্টান্ত হয় নাই; কিন্তু বিষমদৃষ্টান্ত হইয়াছে। অজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানপ্রাগভাব আবরক নহে; আর অজ্ঞান যবনিকার ন্যায় আবরক; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিতে দৃষ্টান্তবৈষম্য ঘটিয়াছে। আমাদের মতে জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ বিষয়ের আবরণ নহে অর্থাৎ ঘটজ্ঞানের কার্য্য ব্যবহারের বিষয়ীভূত যে ঘট, সেই ঘটের, সেই ঘটজ্ঞানের প্রাগভাবসমূহ আবরণ নহে; কিন্তু দণ্ডপ্রাগভাব যেমন দণ্ডকার্য্য ঘটাদির আবরণ নহে, কিন্তু দণ্ডপ্রাগভাব ঘটকারণ দণ্ডের অভাবরূপই হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ বিষয়ের আবরণ নহে; কিন্তু জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ জ্ঞানকার্য্য ব্যবহারের কারণীভূত জ্ঞানের অভাবরূপই হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রাগভাব অভাবরূপ বলিয়া তাহার আবরণত্ব নাই। আমরা জ্ঞানকে জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্তিরূপই বলিয়া থাকি; জ্ঞানকে জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক বলি না। সুতরাং জ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তকরূপে স্বকার্য্যভূত ব্যবহারের কারণ নহে। জ্ঞান যদি জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তকরূপে স্বকার্য্য ব্যবহারের প্রতি কারণ হইত, তবেই অপর জ্ঞানপ্রাগভাবের সত্তানিবন্ধন একটি জ্ঞান হইলেও ব্যবহার হইতে পারিত না এবং তদ্দৃষ্টান্তে অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের প্রদর্শিতরূপে প্রকৃতস্থলে দোষ পরিহার করিতে পারিতেন; তাহা ত হয় নাই অর্থাৎ জ্ঞান ত জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তকরূপে স্বকার্য্য ব্যবহারের কারণ নহে; কিন্তু দণ্ড যেমন দণ্ডত্বরূপেই ঘটের প্রতি কারণ, সেইরূপ জ্ঞানও স্বকার্য্য ব্যবহারের প্রতি স্বরূপেই অর্থাৎ জ্ঞানত্বরূপেই কারণ, ইহাই আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং অজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানপ্রাগভাব বিষয়ের আবরক নহে বলিয়া যেমন একটি দণ্ড সমানজাতীয় দণ্ডান্তরের প্রাগভাব থাকিলেও স্বকার্য্য ঘট জন্মাইয়াই থাকে, সেইরূপ একটি জ্ঞান সমানজাতীয় জ্ঞানান্তরের প্রাগভাব থাকিলেও স্বকার্য্য ব্যবহার জন্মাইয়াই থাকে।

জ্ঞানং তন্নিবর্ত্তকত্বেন হেতুঃ, কিন্তু দণ্ডাদিবৎ স্বরূপেণৈব। তথাচ—একদণ্ড ইব একং জ্ঞানং সজাতীয়ান্তর-প্রাগভাবে সত্যপি স্বকার্য্যং জনয়দেব। কার্য্যোৎপত্তৌ হি কারণসত্ত্বমেব তন্ত্রম্, ন তু কারণজাতীয়-সর্ব্বপ্রাগভাবনিবৃত্তিরসম্ভবাৎ। ত্বন্মতে তু বৃত্তেরাবরণনিবর্ত্তকত্বাৎ একস্মিন্ অজ্ঞানে নিবৃত্তেঽপি অজ্ঞানান্তরস্য যবনিকান্তরবৎ সত্ত্বাৎ কালান্তরে ইব বৃত্তিকালেঽপি অপ্রকাশঃ স্যাৎ। ১৫৬।

ন চ আলোকাভাবস্তম ইতি মতে তমঃ কুড্যাদিবৎ আবরণমেবেতি বাচ্যম্, তস্যাপি হেত্বভাবরূপত্বাৎ। নাপি আলোকঃ তন্নিবর্ত্তকত্বেন জ্ঞানহেতুঃ, কিন্তু স্বরূপেণৈব, নাপি একৈকালোকাভাবস্তমঃ, কিন্তু

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিলেন, তদনুসারে জ্ঞানপ্রাগভাব আবরণ না হউক এবং জ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তকরূপে ব্যবহারের কারণ না হউক, কিন্তু জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপেই ব্যবহারের কারণ হউক, তাহা হইলেও ত এক জ্ঞানকালে সমানজাতীয় জ্ঞানান্তরের প্রাগভাব থাকে বলিয়া সেই জ্ঞানান্তরপ্রাগভাবের অভাবরূপ ব্যবহারকারণ জ্ঞানান্তর না থাকানিবন্ধন একটি জ্ঞান থাকিলেও সেই জ্ঞানের কার্য্য ব্যবহার হইতে পারিবে না।

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—কার্য্যের উৎপত্তিতে কেবল কারণসত্তাই প্রযোজক; কিন্তু কারণসজাতীয় সমস্তের সত্তা প্রযোজক নহে। কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একটি কারণের সত্তাই কার্য্যোৎপত্তিতে আবশ্যক; তাহাই দেখা যায়। যেমন দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন একটি দণ্ড থাকিলে ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন সমস্ত দণ্ডের সত্তা ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তিতে অপেক্ষিত নহে, সেইরূপ জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন একটি জ্ঞানের সত্তাতেই ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন সমস্ত জ্ঞানের সত্তা ব্যবহারে অপেক্ষিত নহে। এইজন্য ব্যবহাররূপ কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণীভূত জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সত্তামাত্রই প্রযোজক অর্থাৎ অপেক্ষিত; কিন্তু ব্যবহাররূপ কার্য্যের উৎপত্তিতে সেই কারণীভূত জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সমানজাতীয় সমস্ত জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সত্তা প্রযোজক নহে অর্থাৎ অপেক্ষিত নহে। কারণ উহা অসম্ভব; কার্য্যোৎপত্তিতে যুগপৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত কারণসমানজাতীয়ের সত্তা কখনই সম্ভব নহে। তাহা বলা যাইতেই পারে না। সুতরাং আমাদের মতে জ্ঞানপ্রাগভাব আবরণ নহে বলিয়া জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ জ্ঞান অনাবরক জ্ঞানান্তরপ্রাগভাব থাকিলেও স্ববিষয়ে স্বকার্য্য ব্যবহারাদি সম্পাদন করিয়াই থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে কিন্তু যবনিকার ন্যায় অজ্ঞান বিষয় বা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক; আর জ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ আবরণনিবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহাদের মতে একটি জ্ঞানের দ্বারা একটি অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও সেই বিষয়ে যবনিকান্তরের ন্যায় অজ্ঞানান্তর থাকে বলিয়া কালান্তরের ন্যায় জ্ঞানকালেও সেই বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না অর্থাৎ একটি জ্ঞান হইলেও তদ্বিষয়ের আবরণভূত অজ্ঞানান্তর থাকিবে বলিয়া তৎকালেও জ্ঞানকার্য্য ব্যবহারাদি হইতে পারিবে না। ১৫৬।

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অন্ধকার ঘটাদি বিষয়ের আবরণ; আলোকের অভাবই অন্ধকার; আর সেই আলোকাভাবরূপ অন্ধকার আলোকের দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের রীতি অনুসরণ করিয়া তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—একটি আলোকের দ্বারা কি সমস্ত আলোকাভাবরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত হইয়া যায়? কিংবা একটি আলোকের দ্বারা একটি আলোকাভাবরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না; কারণ তাহা হইলে বিষয়ের আর কখনও অপ্রকাশ হইতে পারিবে না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার করা যায় না; কারণ একটি আলোকের দ্বারা একটি আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি হইলেও যবনিকার মত বিষয়ের আবরণভূত অপর আলোকাভাবরূপ অন্ধকার থাকিবে বলিয়া তখনও বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না। এইরূপে

আলোকত্বাবচ্ছিন্নাভাবঃ। ন চ একস্মিন্ আলোকে সতি সোঽস্তি, ভাবিজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানন্ত এতজ্‌জ্ঞান-কালেঽপি অস্তীতি বৈষম্যম্। ন চ ইহাপি অজ্ঞানসমুদায় এবাবরণম্, একেন একস্মিন্ অজ্ঞানে নিবৃত্তে

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণোক্ত রীতিতে আপত্তি প্রদর্শন করিলে তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে যে—বহুজনপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ নিপতিত হইলে যেমন একটি পুরুষ মরিয়া যায় এবং অপর লোকসমূহ তথা হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ আলোকাভাবরূপ অনেক অন্ধকার থাকিলেও একটি আলোকের দ্বারা একটি অন্ধকারেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং অপর আলোকাভাবরূপ অন্ধকারসমূহ তথা হইতে অপসরণ করে। ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে আমরাও সেইরূপই বলিয়া থাকি।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ "আলোকের অভাব অন্ধকার" এই মতে অদ্বৈতবাদিগণ অন্ধকারকে প্রাচীরের মত আবরণ বলিতে পারেন না; কারণ অন্ধকারও আলোকরূপ জ্ঞানহেতুর অভাবরূপ। অভাবের আবরণত্ব কখনই সম্ভব নহে। আর আলোক আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তকরূপে জ্ঞানের হেতুও নহে; কিন্তু আলোক স্বরূপেই অর্থাৎ আলোকত্বরূপেই জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। আলোক স্বকার্য্য জ্ঞানের প্রতি যদি আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তকরূপে কারণ হইত, তবেই আলোকান্তরাভাবরূপ অন্ধকার থাকা নিবন্ধন একটি আলোক হইলেও জ্ঞান না হইতে পারিত; তাহা ত হয় নাই; কিন্তু দণ্ড যেমন দণ্ডত্বরূপেই ঘটের প্রতি কারণ হয়, সেইরূপ আলোকও আলোকত্বরূপেই জ্ঞানের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। এই সকল কথা জ্ঞানপ্রাগভাবের প্রসঙ্গে যেরূপ বলা হইয়াছে, এই স্থলেও তদনুরূপই বুঝিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানে আলোকত্বাবচ্ছিন্ন সমস্ত আলোকের সত্তা অপেক্ষিত নহে; আলোকত্বাবচ্ছিন্ন একটি আলোক থাকিলে জ্ঞান হইয়াই যাইবে।

ইহাতে যদি এইরূপ বলা যায় যে—একটি জ্ঞান থাকিলেও যেমন অজ্ঞানান্তরের সত্তানিবন্ধন অপ্রকাশের আপত্তি হয়, সেইরূপ একটি আলোক থাকিলেও আলোকান্তরের অভাবরূপ অন্ধকারান্তরের সত্তানিবন্ধন অপ্রকাশের আপত্তি হইবে না কেন?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এক-একটি আলোকের অভাবই অন্ধকার নহে; কিন্তু আলোকত্বাবচ্ছিন্ন আলোকা-ভাবই অন্ধকার। যদি এক-একটি আলোকের অভাবই অন্ধকার হইত, তবেই পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি করা যাইত। আর একটি আলোক হইলে সেই আলোকত্বাবচ্ছিন্ন আলোকাভাবরূপ অন্ধকার নাই। কারণ বিশেষসত্তা সামান্যাভাবের বিরোধী। যদিও তাহাতে আলোকান্তরের অভাব আছে, তথাপি তাহা অন্ধকার নহে; কারণ এক-একটি আলোকের অভাব অন্ধকার নহে; কিন্তু আলোকত্বাবচ্ছিন্ন আলোকাভাবই অন্ধকার। প্রকৃতস্থলে কিন্তু ভাবী জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানকালেও থাকে। সুতরাং আলোকাভাবরূপ অন্ধকার ও অজ্ঞান এই উভয় সমান নহে; কিন্তু উভয়ের বৈষম্যই আছে। এইজন্যও অদ্বৈতবাদিগণ আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের দৃষ্টান্ত দিয়া নানা অজ্ঞানপক্ষে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রকৃতস্থলেও অজ্ঞানসমুদায়কেই আমরা আবরণ বলিব। তাহাতে একটি জ্ঞানের দ্বারা একটি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানান্তর থাকিলেও অজ্ঞানসমুদায়রূপ আবরণ থাকে না বলিয়া বিষয়-প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারিবে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত রীতিতে আমাদের এইরূপ উপপত্তি অসঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ ঐরূপ বলিলে জ্ঞানকালে যেমন অজ্ঞানসমুদায়রূপ আবরণের অভাব থাকে বলিয়া বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে, সেইরূপ জ্ঞাননাশকালেও অজ্ঞানসমুদায়রূপ আবরণের অভাব থাকে বলিয়া সর্ব্বদা বিষয়প্রকাশের আপত্তি হইতে পারে। কারণ জ্ঞাননাশকালে অজ্ঞানের নাশ থাকে বলিয়া অজ্ঞান-সমুদায়রূপ আবরণ নাই।

স নাস্তীতি প্রকাশোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, বৃত্তিনাশেঽপি সমুদায়াভাবস্য সত্ত্বেন সদা প্রকাশাপত্তেঃ। অমূর্ত্তানাম্ অজ্ঞানানাম্ আবরণত্বাযোগাচ্চ। ১৫৭।

কিঞ্চ নাপি বৃত্তের্বিষয়াকারত্বং বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—বিষয়াকারত্বং নাম কিং তত্তদ্বিষয়ত্বং তস্মিন্ চৈতন্যোপরাগযোগ্যতাপাদকত্বং বা তদজ্ঞানাভিভাবকত্বং বা ঘটাদিবৎ পৃথুবুধ্নোদরাকারত্বং বা?

আরও কথা এই যে—অজ্ঞান অমূর্ত্ত; অমূর্ত্ত বলিয়া অজ্ঞানের আবরণত্বই সম্ভব নহে। মূর্ত্ত বস্তুই আবরণ করিতে পারে। অমূর্ত্ত অজ্ঞানের আবরণত্ব উপপন্নই হয় না। আর আলোকাভাবরূপ অন্ধকার প্রাচীরাদির মত যে আবরণ নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আলোকস্থলে প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভবনাই নাই। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে এই নানা অজ্ঞানপক্ষে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে যাইয়া বহুজনপূর্ণ দেশে বিদ্যুৎপতনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ দৃষ্টান্তে এক পুরুষের নাশ ও অপর সকলের পলায়ন তাহাদের মূর্ত্তত্বনিবন্ধন সম্ভব হয় এবং বাত-পিত্তাদি দোষসমূহের নাশ ও অপসরণ মূর্ত্তত্বনিবন্ধনই সম্ভব হয়, কিন্তু অজ্ঞানের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, কারণ অজ্ঞান অমূর্ত্ত। অমূর্ত্ত অজ্ঞানের অপসরণাদি সম্ভবই নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনও সঙ্গত হয় নাই। ১৫৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিরূপ জ্ঞানের বিষয়াকারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ কথাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বও সম্ভব নহে; কারণ উহা বিকল্পাসহ অর্থাৎ "ইহা কি এইরূপ? অথবা ঐরূপ?" এইরূপে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোনরূপেই বৃত্তির বিষয়াকারত্ব সমর্থিত হয় না। তাহাই দেখান হইতেছে;—অদ্বৈতবাদিগণ যে বৃত্তির বিষয়াকারত্ব বলিয়াছেন, সেই বিষয়াকারত্ব কি (১) তত্তদ্বিষয়ত্ব? (২) কিংবা সেই সেই বিষয়ে চৈতন্যের উপরাগযোগ্যতাপাদকত্ব? (৩) অথবা বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্ব? (৪) কিংবা ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় স্থূল-বর্ত্তুলোদরাদি আকারত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বকে তত্তদ্বিষয়কত্ব বলিতে পারেন না; কারণ বিষয়ত্বের নিরাস অদ্বৈতবাদিগণই করিয়াছেন। এই বিষয়ত্বের নিরাসপ্রক্রিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির দৃক্‌দৃশ্যসম্বন্ধভঙ্গপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। (অদ্বৈতসিদ্ধির ৪৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। নির্ণয়সাগরমুদ্রিত)। এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ বিষয়ে চৈতন্যের উপরাগযোগ্যতাপাদকত্ব কিংবা বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্বও বলিতে পারেন না; কারণ বৃত্তির বিষয়াকারত্বই বিষয়ে চৈতন্যের উপরাগযোগ্যতাপাদকত্বের ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্বের প্রযোজক। আর বিষয়ে চৈতন্যের উপরাগ-যোগ্যতাপাদকত্ব ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্ব বৃত্তির বিষয়াকারত্বের প্রযোজ্য। সুতরাং বিষয়ে চৈতন্যের উপরাগযোগ্যতাপাদকত্ব ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্ব বৃত্তির বিষয়াকারত্ব হইতে পারে না। প্রযোজক প্রযোজ্যরূপ হইবে কিরূপে? তাহা সম্ভব নহে। আর চতুর্থ পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বকে বিষয়ের মত স্থূল-বর্ত্তুলাদি আকারত্ব বলিতে পারেন না; কারণ তাহা স্বীকার করিলে বৃত্তিরূপ জ্ঞানের সাকারত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত জ্ঞানের সাকারবাদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর সংস্থানবিহীন অর্থাৎ আকারবিহীন গুণ, কর্ম্ম, জাতি, অভাব ও সাদৃশ্যাদিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের যুগপৎ পরস্পরবিরুদ্ধ নানা আকারত্ব সম্ভব নহে বলিয়াও এই চতুর্থ পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। আর ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া চরম সাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তিজ্ঞানের নিরাকার ব্রহ্মাকারত্ব সম্ভব নহে বলিয়াও এই চতুর্থ পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং প্রদর্শিত রীতিতে চৈতন্যের বিষয়প্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না। অতএব বিষয়প্রকাশের নিমিত্ত অদ্বৈতবাদিগণ যে চিদুপরাগার্থা বৃত্তি, আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি ও অভেদাভি-

নাদ্যঃ, ত্বয়ৈব তন্নিরাসাৎ। ন দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ তয়োস্তদাকারত্বপ্রযোজ্যত্বেন তত্ত্বাযোগাৎ। ন চতুর্থঃ, সাকারবাদাপাতাৎ। সংস্থানহীনগুণকর্ম্মজাত্যভাবাদিবৃত্তেশ্চ যুগপদিতরেতরবিরুদ্ধনানাকারত্বাযোগাচ্চ। চরমসাক্ষাৎকারস্য নিরাকারব্রহ্মাকারত্বাযোগাচ্চ। তস্মাৎ পক্ষত্রয়মপি অযুক্তমিতি সংক্ষেপঃ। ১৫৮।

ইতি পরাভিমতপ্রতিকর্ম্মব্যবস্থাগিরিনিপাতঃ॥

অথ যদুক্তং "মিথ্যাজ্ঞানোপাদানক" ইত্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বম্, তদপ্যসম্ভবং লক্ষণপ্রমাণাভাবাৎ। তথাহি—কিমিদং মিথ্যাত্বম্? সদসত্ত্বানধিকরণত্বমিতি চেৎ ন, নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ "অস্থূলমনণু" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নাপি বাধকজ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ। নাপি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-

---

ব্যক্ত্যর্থা বৃত্তি এই তিনটি পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পিত সেই পক্ষত্রয়ও অযুক্ত অর্থাৎ অনুপপন্ন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা উপপন্ন নহে। প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা কথার অর্থ এই যে—কোনও পুরুষের নিকটে কোন সময়েই কোন বিষয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে, সকলের নিকটে সর্ব্বদা সকল বিষয় প্রকাশিত হয় না, এইরূপ ব্যবস্থা। ১৫৮।

ইতি পরাভিমত-প্রতিকর্ম্মব্যবস্থার নিরাস॥

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "প্রপঞ্চ মিথ্যা অজ্ঞানোপাদানক" এইরূপ বলিয়া অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন, সেই মিথ্যাত্বও সম্ভব নহে; কারণ মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ সিদ্ধ হয় না এবং মিথ্যাত্বে কোন প্রমাণও নাই। তাহাই দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ যে সিদ্ধ হয় না, তাহাই দেখান হইতেছে;—এই মিথ্যাত্ব বস্তুটি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব। এইজন্যই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন—"মিথ্যাশব্দোঽনির্ব্বচনীয়তাবচন" ইতি। সুতরাং উক্তরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ পঞ্চপাদিকাকারসম্মত।

অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ সঙ্গত নহে; কারণ ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, কোনরূপ ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই। তাহা হইলে ব্রহ্ম সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়শূন্য বলিয়া ব্রহ্মে সদসত্ত্বানধিকরণত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে ব্রহ্মে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম যে নির্ধর্ম্মক, তাহা শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু ইত্যাদি"। সুতরাং নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য্য।

আরও কথা এই যে—"বাধকজ্ঞানের বিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব" ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রপঞ্চের বাধক; সেই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মই হইয়া থাকেন; সুতরাং "বাধকজ্ঞানের বিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব" এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে প্রপঞ্চবাধক ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হন বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব হইয়া পড়ে। এইরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ উক্ত লক্ষণের অপরিহার্য্য।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রতিপন্ন উপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, সেই নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব; ইহাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। প্রতিপন্ন কথার অর্থ—মিথ্যারূপে যাহা অভিমত; তৎপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য যে উপাধি অর্থাৎ অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। যেমন শুক্তিরজত মিথ্যারূপে অভিমত; সেই রজতপ্রকারক প্রতীতির

প্রতিযোগিত্বম্, নিষেধঃ তাত্ত্বিকঃ অতাত্ত্বিকো বা ? নাদ্যঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধসাধনত্বাপত্তেঃ। ন চ ব্রহ্মস্বরূপ এব নিষেধঃ, ভ্রমকালানিশ্চিতস্য সাপেক্ষস্য নিষেধস্য ভ্রমকালনিশ্চিতনির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপত্বাসম্ভবাৎ। ন চ ব্যাবহারিকোঽয়ং নিষেধ ইতি বাচ্যম্, তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্তেঃ। ১৫৯।

বিশেষ্য যে শুক্তিরূপ অধিকরণ, তন্নিষ্ঠ যে "রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ রজতের অত্যন্তাভাব, সেই রজতাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই রজতের মিথ্যাত্ব। এইরূপে প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ উপপন্নই বটে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণও সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলেন, উক্তরূপ নিষেধ পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক কিংবা ব্যাবহারিক কোনরূপ বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা এই যে--উক্তরূপ অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধ কি তাত্ত্বিক অর্থাৎ পারমার্থিক অথবা অতাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাতিভাসিক? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ উক্তরূপ নিষেধ পারমার্থিক হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম ও উক্তরূপ নিষেধ এই দুইটি তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত রক্ষিত হয় না। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গের ভয়েই অদ্বৈতবাদিগণ ত্রৈকালিক নিষেধের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধকে অতাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ ও অর্থান্তরকথনরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। উক্তরূপ নিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা "ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘট নাই" ইত্যাদিরূপ ভ্রমে প্রতীতিক অত্যন্তাভাবের বিষয় হয় বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়ে। ঐরূপ প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ত ঘটে সিদ্ধই আছে। সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষ অপরিহার্য্য। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি নিজেদের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি করিতে যাইয়া "ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘট নাই" ইত্যাদিরূপ ভ্রমে যাহা সিদ্ধ আছে, সেই প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ঘটে সিদ্ধ করেন, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ ত হইবেই, পরন্তু অর্থান্তরকথনরূপ দোষের আপত্তিও হইয়া পড়িবে। সুতরাং উক্তরূপ নিষেধকে অদ্বৈতবাদিগণ প্রাতিভাসিকও বলিতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—উক্তরূপ নিষেধ তাত্ত্বিকই অর্থাৎ পারমার্থিকই এবং উক্তরূপ নিষেধ তাত্ত্বিক হইলেও উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু উক্তরূপ নিষেধ ব্রহ্মস্বরূপই। সুতরাং উক্তরূপ নিষেধ তাত্ত্বিক হইলেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ উক্তরূপ নিষেধ ভ্রমকালে অনিশ্চিত ও প্রতিযোগিসাপেক্ষ; আর ব্রহ্ম ভ্রমকালে নিশ্চিত ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া নিরপেক্ষ; সুতরাং ভ্রমকালানিশ্চিত সাপেক্ষ নিষেধ, ভ্রমকালনিশ্চিত নিরপেক্ষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। অনিশ্চিত সাপেক্ষ নিষেধের নিশ্চিত নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপত্ব কথনই সম্ভব নহে। উক্তরূপ নিষেধ ও ব্রহ্মের স্বরূপবৈলক্ষণ্যহেতুই তদুভয়কে অভিন্ন বলা যায় না।

আর উক্তরূপ নিষেধকে অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবহারিকও বলিতে পারেন না; কারণ তাহা স্বীকার করিলে ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিকভিন্ন যে প্রপঞ্চ, সেই প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ উক্তরূপ নিষেধকে ব্যাবহারিক বলিলে প্রপঞ্চনিষেধ ব্যাবহারিক হয় বলিয়া তাহারও নিষেধ হইবে। তাহা হইলে প্রপঞ্চনিষেধের নিষেধে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বই হইয়া পড়িবে। ১৫৯।

নন্বু স্বাপ্নগজতদভাবয়োরুভয়োর্জাগরে বাধদর্শনেন তথাত্র প্রতিযোগিতদভাবয়োর্নিষেধ্যতাবচ্ছেদকস্য সদ্ভিন্নত্বাদেঃ সত্ত্বাৎ উভয়োর্নিষেধ ইতি চেৎ ন, স্বাপ্নগজস্য বাধেঽপি তদভাবস্যাবাধাৎ, স্বপ্নদৃষ্টাত্মা-

---

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—স্বপ্নদৃষ্ট গজ ও স্বপ্নদৃষ্ট গজাভাব যেমন জাগরণকালে বাধিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তদভাব এই উভয়ই ব্রহ্মজ্ঞানকালে বাধিত হইয়া যায়। নিষেধের নিষেধে প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বাপত্তি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে সেইরূপ হয় নাই। যে স্থলে প্রতিযোগী ও তদভাব এই দুইটিরই নিষেধ হয়, সেই স্থলে নিষেধের প্রতিযোগিরূপতা হয় না। প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চ ও নিষেধের যুগপৎই নিষেধ হয়; কিন্তু নিষেধের প্রতিযোগিরূপতা হয় না; কারণ প্রপঞ্চ ও নিষেধ উভয়ত্রই নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সদ্ভিন্নত্ব, দৃশ্যত্ব প্রভৃতি তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং মিথ্যাত্বানুমাপক সদ্ভিন্নত্ব, দৃশ্যত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা যেমন প্রপঞ্চের বাধা হয়, সেইরূপ উক্ত সদ্ভিন্নত্ব, দৃশ্যত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চনিষেধেরও বাধা হইয়া থাকে। এইজন্য অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তন্নিষেধ এই উভয়ত্রই নিষেধ্যতাবচ্ছেদক সদ্ভিন্নত্বাদি ধর্ম্ম তুল্যরূপে আছে বলিয়া প্রপঞ্চ ও তন্নিষেধের যুগপৎই নিষেধ হইয়া থাকে। এইজন্য নিষেধ বাধ্য হইলেও তৎপ্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বাপত্তি সম্ভব নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে স্বপ্ন-দৃষ্ট গজ ও স্বপ্ন-দৃষ্ট গজাভাব এই উভয়ই জাগরণকালে বাধিত হইতে দেখা যায় বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ। কারণ জাগরণে স্বপ্ন-দৃষ্ট গজের বাধ হইলেও স্বপ্ন-দৃষ্ট গজাভাবের বাধ ত হয় না। আর স্বপ্নদৃষ্টত্বই বাধ্যত্বে প্রযোজক নহে অর্থাৎ স্বপ্ন-দৃষ্ট বলিয়া যেমন গজ বাধিত হয়, সেইরূপ স্বপ্ন-দৃষ্ট বলিয়াই স্বপ্ন-দৃষ্ট গজাভাবও বাধিত হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে স্বপ্ন-দৃষ্ট দ্রষ্টা আত্মারও বাধ হইয়া যাইতে পারে। কারণ স্বপ্নের দ্রষ্টা আত্মাও ত স্বপ্ন-দৃষ্ট; কিন্তু স্বপ্ন-দৃষ্ট আত্মাদির ত বাধ হয় না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্টত্বকেই বাধ্যত্বে প্রযোজক বলা যায় না। এইজন্য স্বপ্নদৃষ্ট গজাভাবও বাধিত হয় ইহা বলা যায় না। আরও কথা এই যে—স্বাপ্নিক গজাভাব জাগরণে বাধিত হইলেও গজাভাবের নিয়ামক "গজ নাই" এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ অভাবান্তর ত জাগরণকালেও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং জাগরণকালে গজাভাবও বাধিত হয় বলিয়া যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি কি হইবে? অদ্বৈতবাদিগণ দৃশ্য প্রপঞ্চমাত্রকেই প্রপঞ্চের আশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। প্রপঞ্চের আশ্রয়রূপে যাহা প্রতীত, সেই প্রতীত আশ্রয়ে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে এইরূপ স্বীকার করেন। যেমন মিথ্যারজতের আশ্রয়রূপে প্রতীত শুক্তির ইদমংশে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে। এই ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মটি কি? তাহা কি স্বরূপ? অথবা পারমার্থিকত্ব? স্বরূপ কথার অর্থ—প্রতিযোগী যে রূপে প্রতীত হইয়াছে, সেই রূপই স্বরূপ। স্বপদের অর্থ—নিষেধপ্রতিযোগী এবং এই প্রতিযোগীর রূপ প্রতিযোগিগত সামান্য ধর্ম্ম অথবা বিশেষ ধর্ম্ম। শুক্তিতে প্রতীত রজতের সামান্য ধর্ম্ম দৃশ্যত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, জড়ত্বাদি এবং বিশেষ ধর্ম্ম রজতত্ব। দৃশ্যত্বাদিরূপে প্রতীত রজতের দৃশ্যত্বাদিরূপেই কি ত্রৈকালিক নিষেধ শুক্তিতে স্বীকার করা হইবে? অথবা রজতত্বরূপে প্রতীত রজতের রজতত্বরূপেই ত্রৈকালিক নিষেধ শুক্তিতে স্বীকার করা হইবে? শুক্ত্যাদিতে রজতাদি দৃশ্যত্বাদিরূপে ও রজতত্বাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং দৃশ্যত্ব-রজতত্বাদিই প্রতিযোগী রজতের স্বরূপ। সুতরাং যে রূপে প্রতিযোগী প্রতীত হয়, সেই রূপে প্রতিযোগীর নিষেধ স্বীকার করিলে প্রতিযোগীর স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করা হয়। যদি অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক

দেরবাধাচ্চ। কিঞ্চ স্বাপ্নিকাভাবস্য বাধেঽপি গজো নাস্তীতি প্রতীতিসিদ্ধাভাবান্তরস্য নিয়ামকস্য সত্ত্বাৎ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ স্বরূপেণ নিষেধে অসত্ত্বাপত্তেঃ পারমার্থিকত্বেন নিষেধে নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য নির্ধর্ম্মকে

ধর্ম্মস্বরূপ বলেন অর্থাৎ রজতাদি মিথ্যাবস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে রজতাদি মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিই হইবে; অর্থাৎ রজতাদি বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অত্যন্ত অসৎ হইয়া পড়িবে। অত্যন্ত অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদির ইহাই অত্যন্ত অসত্ত্ব যে—সর্ব্বদেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব বন্ধ্যাপুত্রাদির আছে। বন্ধ্যাপুত্রাদি সর্ব্বদেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হয় বলিয়া যেমন অসৎ, সেইরূপ শুক্তিরজতাদিও সর্ব্বদেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইলে শুক্তিরজতাদিও অত্যন্ত অসৎই হইয়া পড়িবে। শুক্তিরজতাদির প্রতীত দেশে ভিন্ন অন্য দেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ আছে ইহা সকলেই স্বীকার করে; প্রতীত দেশেও যদি শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করা যায়, তবে শুক্তিরজতাদি সর্ব্বদেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগীই হইয়া পড়িল। আর তাহাতে শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিই হইবে। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিলে শুক্তিরজতাদি বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অত্যন্ত অসৎই হইয়া পড়িবে। আর প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ প্রপঞ্চেও যদি এতাদৃশ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চেরও অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি না হইয়া অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—সিদ্ধান্তী অলীক-প্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ প্রমিতপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। অভাবের প্রতিযোগী কোন স্থলে প্রমিত হওয়া আবশ্যক; এই জন্য তাঁহারা অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিতে পারেন না; অলীক বস্তু প্রমিত হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তী দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মতে অলীক প্রমিত না হইলেও প্রতীত বটে; আরোপিত বস্তুমাত্রই অলীক; আরোপিত বস্তু আরোপদেশে প্রতীতই বটে। বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুও বন্ধ্যাপুত্রাদি শব্দের দ্বারা পরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। বন্ধ্যাপুত্রাদি অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু আরোপিত শুক্তিরজতাদি অলীক হইলেও তাহা অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়াছে বলিয়াই তাহা অসৎ বা অলীক হইবে না, এইরূপ বলা যাইবে না। কারণ অসতের সর্ব্বদেশবৃত্তি স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বরূপলক্ষণ শুক্তি-রজতাদিতেও আছে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তির ভয়ে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার না করিয়া পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বরূপকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার না করিয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলেন, তবে প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হইবে না, ইহা সত্য বটে; কারণ শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চ স্বাশ্রয়দেশে স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও পারমার্থিকত্বরূপে স্বাশ্রয়-দেশে থাকে না। তাহাতে শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়; শুক্তিরজতাদি স্বাশ্রয়দেশে স্বরূপতঃ থাকিলেও শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চ পারমার্থিক নহে, এইরূপ সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অসত্ত্বাপত্তি দোষ হয় না। পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজতের নিষেধ স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার করিতে হইবে; প্রতিযোগীতে অবিদ্যমান ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব বলা হয়। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগী শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চে নাই; সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চের অভাব স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম কোথাও নাই;

ব্রহ্মণ্যপি সত্ত্বাৎ। নাপি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সিদ্ধসাধনত্বাপত্তেঃ, খপুষ্পাদৌ অতিব্যাপ্তেশ্চ। নাপি স্বাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌, অব্যাপ্যবৃত্তিসদ্রূপসংযোগাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ। নাপি স্বসংসৃজ্য-

---

সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মেও আছে বলিয়া ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের মিথ্যাত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। এইজন্য পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপও বলা যায় না। ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব; ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম নাই। সুতরাং ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এইজন্য অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ঘট-পটাদি সত্য প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং প্রপঞ্চে এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে। সিদ্ধান্তী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সত্য প্রপঞ্চেও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য মিথ্যাত্বানুমানের দ্বারা সত্যত্বের অবিরোধী অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্মের প্রপঞ্চে সিদ্ধি হইলে অর্থান্তরতা দোষই হইবে।

আরও কথা এই যে—সিদ্ধান্তে অলীক বস্তুতেই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া অলীক আকাশ-কুসুমাদিতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমাত্রই মিথ্যাত্ব নহে; কিন্তু স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। অলীক বস্তুর অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব অলীক গগনকুসুমাদিতে নাই বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অলীক বস্তুতে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি না হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তি সত্য সংযোগাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে। সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে; সংযোগের অধিকরণেই সংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে। যেমন বিহঙ্গম-সংযোগের অধিকরণ বৃক্ষে বিহঙ্গমসংযোগের অভাব আছে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বিহঙ্গমসংযোগ থাকিলেও বৃক্ষের মূলে বিহঙ্গমসংযোগ নাই; এইজন্য সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সংযোগ মিথ্যাবস্তু নহে; সুতরাং স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইলেও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া প্রপঞ্চের অব্যাপ্যবৃত্তিত্বই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ইহাতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরতা দোষই হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ও মিথ্যাত্ব এক কথা নহে; অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব সত্যত্বের অবিরোধী; সত্য বস্তুও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী; সত্য বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত লক্ষণানুসারে প্রপঞ্চের সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া সত্যত্বের অবিরোধী অব্যাপ্যবৃত্তিত্বই সিদ্ধ হইবে। প্রপঞ্চমাত্রই সংযোগাদির মত অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ইহাই সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে অর্থান্তরতা দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মূলকার এই স্থলে সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিলেও তদ্দ্বারা সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তী অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুরও সত্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং সত্য সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ধর্ম্ম বস্তুর সত্যত্বের অপহারক নহে।

মানাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, পরৈরপি ঘটবতি ভূতলে সম্বন্ধান্তরেণ তদত্যন্তাভাবাভ্যুপগমেন সত্যত্ববিরোধিমিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ। নাপি যেন সম্বন্ধেনাধিকরণত্বং তেনৈব সম্বন্ধেন প্রতিযোগিত্বং তত্ত্বং

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্বমাত্রই মিথ্যাত্ব নহে; কিন্তু স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না; কারণ সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্বসমানাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নহে। সংযোগের সংসৃজ্যমান অধিকরণে সংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে না। এইজন্য আমরা স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বকেই মিথ্যাত্ব বলিব। তাহা হইলে সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না এবং আমাদের অভিমত সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদি এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদি; তাহা হইলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদিতে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাব আছে এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাব আছে; ইহা তার্কিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাদৃশ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ঘটপটাদি সত্য প্রপঞ্চে আছে। এইরূপে স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ঘটপটাদি সত্য প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া তাদৃশ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং প্রপঞ্চে এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে। আমরা যে সত্য প্রপঞ্চেও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য মিথ্যাত্বানুমানের দ্বারা প্রপঞ্চে সত্যত্বের অবিরোধী অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্মের সিদ্ধি হইলে অর্থান্তরতা দোষই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত লক্ষণের দ্বারাও অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয় না।*

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অধিকরণে সেই

---

* এখানে মূলগ্রন্থে যে অভিপ্রায়ে স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে; তাহা মূলগ্রন্থের অনুবাদে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষ বারণ করিবার জন্যই অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিয়াছেন, এইরূপ মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কথাটি সঙ্গত মনে হয় না। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদির দ্বারা সংসৃজ্যমান অধিকরণ বলিলে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে মিথ্যাত্বানুমানের সিদ্ধসাধনতা দোষের বারণ হয় না। কারণ "অগ্রে বৃক্ষঃ বিহঙ্গমসংযোগী" এইরূপ প্রতীতিতে বিহঙ্গমসংযোগের দ্বারা সংসৃজ্যমান বৃক্ষ বটে। বৃক্ষের অগ্রভাগ যেমন বিহঙ্গমসংযোগের দ্বারা সংসৃজ্যমান, সেইরূপ বৃক্ষও সংসৃজ্যমান। বৃক্ষ বিহঙ্গমসংযোগের দ্বারা অসংসৃষ্ট হইলে বৃক্ষ উক্ত সংযোগের অধিকরণ হইতে পারিত না। যে যাহার দ্বারা অসংসৃষ্ট, সে তাহার অধিকরণ হয় না। বৃক্ষ যে বিহঙ্গমসংযোগের অধিকরণ তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অধিকরণতা ও অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অধিকরণতার ইহাই বৈলক্ষণ্য যে—অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অধিকরণতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না; আর ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অধিকরণতা নিরবচ্ছিন্ন হয়। ঘটে ঘটত্ব জাতির অধিকরণতা নিরবচ্ছিন্ন ও ঘটে অঙ্গুলি-সংযোগের অধিকরণতা কপালাদি দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণ বলাতে প্রদর্শিত সিদ্ধসাধনতা দোষের কোন প্রতীকার হয় না। আর অদ্বৈতবাদিগণও এইরূপ বলেন না। তথাপি মূলগ্রন্থে এইরূপ কেন বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে এসম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে আর সেই সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম না। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদিগণ কোন বস্তুরই অব্যাপ্যবৃত্তিতা স্বীকার করেন না এবং অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাও সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা সম্বন্ধকে অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এই উভয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসাধারণ অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্মটি কি তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মেরই নিরূপণ করা হইয়াছে; কিন্তু সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম-সাধারণ অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্মের কোন আলোচনাই করা হয় নাই।

বিবক্ষিতম্, তথাচ—একাবচ্ছেদেন স্বসংসৃজ্যমানাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি বাচ্যম্, সমানসত্ত্বাকয়োঃ প্রতিযোগিতদভাবয়োঃ একত্র স্থিত্যসম্ভবাৎ। তাদৃশস্য লোকে অত্যন্তাপ্রসিদ্ধেরসম্ভবঃ। ১৬০।

নাপি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তত্ত্বম্, উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যপূর্ব্বজ্ঞানাদাবিব সত্ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। স্মৃতিনিবর্ত্ত্য-

---

সম্বন্ধে তাহার অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব। যেমন সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ বলিয়া প্রতীত ভূতলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলে ঘটের মিথ্যাত্ব হইবে। এইরূপ বলাতে আর পূর্ব্বপ্রদর্শিত সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্বের আপত্তি হইবে না। আর তাহাতে মিথ্যাত্বের লক্ষণটি এইরূপ হইবে যে—যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এই স্থলে মূলগ্রন্থের "একাবচ্ছেদেন" এই পদের দ্বারা ধর্ম্ম ও সম্বন্ধকে বুঝান হইয়াছে। ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ উভয়ই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মরূপে ও যে সম্বন্ধে যাহার অধিকরণ যে হয়, সেই অধিকরণে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ও তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব। ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর মিথ্যাত্ব এইরূপ হইবে। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর মিথ্যাত্বলক্ষণে স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব বলিতে হইবে অর্থাৎ অধিকরণে "স্বসংসৃজ্যমানত্ব" এই বিশেষণ অতিরিক্ত দিতে হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অধিকরণতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু যে অবচ্ছেদে যে অধিকরণে থাকে, সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব; কিন্তু ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক হয় বলিয়া "স্বসংসৃজ্যমানত্ব" এই বিশেষণটি লক্ষণে দিতে হইবে না। মাত্র অধিকরণে বলিলেই হইবে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে তাহাতে আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তির অবসর থাকিবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা এই যে—"যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত দোষের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও নিষেধরূপ অত্যন্তাভাব ও তৎপ্রতিযোগীর ব্যাবহারিকত্ব পক্ষ স্বীকার করিয়াই করিয়াছেন; কিন্তু এক অধিকরণে সমানসত্তাবিশিষ্ট প্রতিযোগী ও তদভাবের স্থিতি ত কখনও সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট প্রতিযোগী ও তদভাবের এক অধিকরণে স্থিতি সম্ভব হইলেও সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও তদভাবের এক অধিকরণে স্থিতি কখনই সম্ভব নহে; উহা বিরুদ্ধ। যে ভূতলে ঘটাভাব থাকে, সেই ভূতলে ঘটের সত্তা কখনই সম্ভব নহে। এক অধিকরণে স্থিত প্রতিযোগী ও তদভাব লোকে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উহা হইতেই পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণ অসম্ভবরূপ দোষে দুষ্ট। যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে অধিকরণে যাহা থাকে, সেইরূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতেই পারে না। ইহা জগতে অপ্রসিদ্ধ।১৬০।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব" এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলেন, তাহাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ ঐরূপ লক্ষণের দ্বারাও তাঁহাদের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয় না; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই কি মিথ্যাত্ব? অথবা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্ব মিথ্যাত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সত্য পূর্ব্বজ্ঞান উত্তরজ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় বটে; অথচ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণের তাহা লক্ষ্য নহে; সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। তথাপি ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে সত্য পূর্ব্বজ্ঞান যেমন পরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হয়, সেইরূপ সত্য প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইতে পারিবে। প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইতে কোন অনুপপত্তি

সংস্কারে অতিব্যাপ্তেশ্চ। ন চ সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্, পরোক্ষপ্রমানিবর্ত্ত্যে পরোক্ষভ্রমবিষয়ে অব্যাপ্তেঃ। জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তাজ্ঞানলেশে চিরসঞ্চিতাদ্বৈতসংস্কারনিবর্ত্ত্যে অব্যাপ্তেশ্চ। ১৬১।

নাপি সদ্ভিন্নত্বং তত্ত্বম্, সত্ত্বঞ্চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্, প্রমাণত্বঞ্চ দোষাসহকৃতপ্রমাকরণত্বমিতি বাচ্যম্, ঘটাদেরপি ক্লৃপ্তদোষহীনপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, কল্প্যদোষস্য বেদেপি সম্ভবাৎ, সর্ব্বপ্রমাণাগম্যে

হইবে না। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইবে না। ফলতঃ তাঁহাদের মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষ ও অর্থান্তরতা দোষই হইবে। এই দোষদ্বয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর "জ্ঞানত্বব্যাপ্য-ধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব" এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলেও স্মৃতিনিবর্ত্তনীয় সংস্কারে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। স্মৃতিত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম; জ্ঞানত্বব্যাপ্য যে স্মৃতিত্ব, তদবচ্ছিন্ন নিবর্ত্তকতানিরূপিত নিবর্ত্তনীয়তা সংস্কারে আছে বলিয়া তাহাতে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যই হইবে, এই দোষ অপরিহার্য্য। ফলতঃ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইবে না এবং পূর্ব্ববৎ সিদ্ধসাধনতা দোষ ও অর্থান্তরতা দোষই হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব, এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ উত্তরজ্ঞানের পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকতা অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্ন নহে এবং স্মৃতির সংস্কারনিবর্ত্তকতাও অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্ন নহে। এইজন্য প্রদর্শিত স্থলে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে পরোক্ষ প্রমাজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পরোক্ষ ভ্রমবিষয়ে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। কারণ পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানের পরোক্ষ ভ্রমবিষয়নিবর্ত্তকতা অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্ন হয় না। এইজন্য এই স্থলে উক্তমিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। অথচ উক্ত পরোক্ষস্থলও অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য। আর জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত যে অজ্ঞানলেশ, তাহা চিরসঞ্চিত অদ্বৈতসংস্কারের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বকে মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিলে জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞানে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। কারণ জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞান সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে; কিন্তু চিরসঞ্চিত অদ্বৈতসংস্কারনিবর্ত্তনীয়। অথচ জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞানের মিথ্যাত্বও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু মিথ্যাত্বের প্রদর্শিতরূপ লক্ষণ বলিলে উক্ত লক্ষ্যে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিই হইয়া পড়ে। ১৬১।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সদ্ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব; ইহাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। এই স্থলে সত্ত্ব অর্থ—প্রমাণসিদ্ধত্ব; দোষাসহকৃত জ্ঞানের করণত্বই প্রমাণত্ব; সুতরাং দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণসিদ্ধভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই কথিত হইল।

অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ঐরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণও সঙ্গত নহে। ঐরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহাদের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয় না। কারণ ঘট-পটাদি প্রপঞ্চও ক্লৃপ্ত দোষবিহীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ; প্রমাণসিদ্ধভিন্ন নহে। সুতরাং দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণসিদ্ধভিন্নত্ব ঘট-পটাদি প্রপঞ্চে নাই বলিয়া উক্তরূপ লক্ষণের দ্বারা ঘট-পটাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করা যায় না। আর ঐ জ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষাসহকৃত হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও অবিদ্যাদোষকল্পিত হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না; কারণ যে বেদ হইতে ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কল্প্য অবিদ্যাদোষ আছে বলিয়া জানা যায়, সেই বেদেও কল্প্য দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কল্প্য দোষসহকৃত হইয়াছে বলা

ত্বদভিপ্রেতে শুদ্ধব্রহ্মণি অতিব্যাপ্তেশ্চ। তব মতে তস্যাপি দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণলক্ষণপ্রমাণসিদ্ধবস্তুভিন্নত্বাৎ—ইতি সংক্ষেপঃ। ১৬২।

ইতি পরাভিমতমিথ্যাত্বলক্ষণগিরিনিপাতঃ॥

অথ মিথ্যাত্বে প্রমাণমপি নাস্তি। তথাহি—ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্, বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহিণঃ তস্য ত্রৈকালিকবাধ্যত্বগ্রাহকত্বাযোগাৎ। নাপ্যনুমানম্, তস্য ব্যাপ্তিগ্রাহকপ্রত্যক্ষমূলকত্বেন প্রত্যক্ষাসিদ্ধ্যা সুতরাম-

---

যায় না; কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে দোষাসহকৃতই বলিতে হইবে। আরও কথা এই যে—প্রদর্শিতরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সর্ব্বপ্রমাণাগম্য শুদ্ধব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মও দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ যে বস্তু, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধবস্তুভিন্নত্ব অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মেও আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে পাঁচটি মিথ্যাত্বলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যথা—১। সদসদনধিকরণত্বং মিথ্যাত্বম্। ২। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। ৩। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্। ৪। স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। ৫। সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্। ইহার মধ্যে প্রথম লক্ষণটি পঞ্চপাদিকাকারোক্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণ দুইটি বিবরণকারোক্ত, চতুর্থ লক্ষণটি চিৎসুখী-উক্ত এবং পঞ্চম লক্ষণটি আনন্দবোধোক্ত। এই প্রকরণে অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত পাঁচটি মিথ্যাত্বলক্ষণই সংক্ষেপে খণ্ডিত হইল। ১৬২।

ইতি পরাভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণ নিরাস॥

আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে প্রমাণও নাই। অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে কোন প্রমাণ যে নাই, তাহাই বলা হইতেছে,—অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে প্রত্যক্ষপ্রমাণ আছে বলা যাইতে পারে না; কারণ প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে; অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয় না; সুতরাং বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহী প্রত্যক্ষ ত্রৈকালিক বাধ্যত্বের গ্রাহক হইতে পারে না অর্থাৎ বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহী প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা ত্রৈকালিকনিষেধঘটিত মিথ্যাত্ব গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত অদ্বৈতবাদিগণ যে "সদ্ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব" বলিয়া থাকেন, "সন্ ঘটঃ" এইরূপ সত্ত্বগ্রাহী প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা ঘটাদিতে উক্ত সদ্ভিন্নত্বরূপ মিথ্যাত্বের বাধই হইয়া থাকে।

আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে অনুমানপ্রমাণও নাই; কারণ অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, তাহাই অনুমান। আর প্রত্যক্ষ ঐ ব্যাপ্তির গ্রাহক; সুতরাং অনুমান ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রত্যক্ষমূলক। আর প্রত্যক্ষ যে ত্রৈকালিকনিষেধঘটিত মিথ্যাত্বের গ্রাহক হইতে পারে না, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারাই অর্থাৎ মিথ্যাত্বে প্রত্যক্ষের অসিদ্ধির দ্বারাই প্রত্যক্ষমূলক অনুমানও ফলতঃ মিথ্যাত্বে সম্ভব হইতে পারে না।

আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে বেদপ্রমাণ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণও নাই; কারণ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইতে পারে এইরূপ কোন শব্দপ্রমাণ প্রসিদ্ধ নাই। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই অদ্বিতীয়াদি পদের দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের নিষেধ করিয়া সেই দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বে প্রমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যাত্বে প্রমাণ নাই বলেন কিরূপে? উক্ত বেদবাক্যই মিথ্যাত্বে প্রমাণ আছে। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে অদ্বিতীয়াদি পদ আছে, ঐ সকল পদ ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বৈত বস্তুমাত্রের নিষেধ করে না; কিন্তু ব্রহ্মের সমান বা অধিক যে কিছু নাই, তাহাই প্রতিপাদন করে; সুতরাং অদ্বিতীয়াদি পদ ব্রহ্মের সমান ও অধিকেরই নিষেধ করে বলিয়া তদ্দ্বারাই ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি নিরাকাঙ্ক্ষ হয়।

সম্ভবাৎ। নাপ্যাগমঃ, অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। নন্থ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ছা—৬।২।১) ইতি শ্রুতিরেব অদ্বিতীয়াদিপদৈঃ দ্বিতীয়মাত্রং নিষেধয়ন্তী তন্মিথ্যাত্বে মানমিতি চেৎ ন, তস্যা অদ্বিতীয়াদিপদানাং সমানাতিশয়নিষেধপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। তস্মাৎ নাত্র কিঞ্চিদপি মানমস্তীতি সিদ্ধম্।১৬৩।

ইতি পরাভিমতমিথ্যাত্বপ্রমাণগিরিনিপাতঃ॥

অথ অজ্ঞানস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বোক্তিরপি স্বকপোলোল্লাসমাত্রম্, লক্ষণাদ্যভাবাৎ। তথাহি—কিং নাম অনির্ব্বচনীয়ত্বম্? সদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ন, অসতি নৃশৃঙ্গাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ। নাপি অসদ্বিলক্ষণত্বম্,

---

এইজন্য উক্ত শ্রুতিকে মিথ্যাত্বে প্রমাণ বলা যায় না। উক্ত শ্রুতি অদ্বিতীয়াদি পদের দ্বারা দ্বৈতবস্তুমাত্রের নিষেধ করে না; কিন্তু ব্রহ্মের সমান বা অতিশয়েরই নিষেধ করে। অতএব অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে কোন প্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৬৩।

ইতি পরাভিমত মিথ্যাত্বে প্রমাণনিরাস॥

অদ্বৈতবাদিগণ যে তাঁহাদের অভিমত অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন, লক্ষণ ও প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদের অভিমত উক্ত মিথ্যাত্ব যে সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থের দ্বারা বলা হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ব নিরাস করা হইতেছে,—অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিয়া থাকেন, অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণাদি সম্ভব হয় না বলিয়া তাঁহাদের সেই উক্তিও স্বকপোলকল্পিত বাগ্‌বিলাসমাত্র। তাহাই দেখান হইতেছে,—অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই অনির্ব্বচনীয়ত্বটি কি? অর্থাৎ এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ কি? এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থাৎ সদ্ভিন্নত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইলে অসৎ নৃশৃঙ্গ ও আকাশকুসুম প্রভৃতিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। নৃশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি সদ্বিলক্ষণ বটে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ অসৎ নৃশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতির অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং সদ্বিলক্ষণত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে অসৎ নৃশৃঙ্গাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অলক্ষ্যে লক্ষণের গমনই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ।

আর অদ্বৈতবাদিগণ অসদ্বিলক্ষণত্বকেও অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিতে পারেন না; কারণ ঐরূপ লক্ষণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু আত্মাতে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, আত্মা অসদ্বিলক্ষণ বটে, কিন্তু আত্মা অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য নহে। "অসদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" এইরূপ বলিলে আত্মা অসদ্বিলক্ষণ বলিয়া আত্মাতে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

আর সদসদ্ভিন্নত্বকেও অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিতে পারেন না; কারণ সদসদ্ভিন্নত্ব কথার অর্থ—সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্নত্ব। পদার্থমাত্রই হয় সদ্রূপ, না হয় অসদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। সদ্রূপ ও অসদ্রূপ দ্বিবিধ রূপ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন রূপ কোন পদার্থের নাই। সৎ পদার্থে সদ্রূপতা এবং অসৎ পদার্থে অসদ্রূপতা ইহাই দেখা যায় ও শুনা যায়; কিন্তু কোন পদার্থেই সদসৎ এই উভয়রূপতা দেখা যায় না, কিংবা শুনা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে সদসদ্ভিন্নত্বকেই মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন, সেই ভিন্নত্বের সদসদ্রূপ প্রতিযোগীই অপ্রসিদ্ধ। তাদৃশ প্রতিযোগীর সিদ্ধিই সম্ভব নহে; সুতরাং সদসদ্ভিন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব।

আর "নির্ব্বচনানর্হত্ব অর্থাৎ নির্ব্বচনাযোগ্যত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ এই নির্ব্বচনানর্হত্বের দ্বারাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব নিরূপ্যমান হয় বলিয়া উহা অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে না, অর্থাৎ

আত্মনি অতিব্যাপ্তেঃ। নাপি সদসদ্ভিন্নত্বম্, বস্তুজাতস্য সদসদন্যতরত্বনিয়মেন তাদৃশপ্রতিযোগিসিদ্ধ্যসম্ভবাৎ। নাপি নির্ব্বচনানর্হত্বম্, অনেনৈব নিরুচ্যমানতয়া অসম্ভবাৎ। ন চ সদসত্ত্বাদিনা বিচারাসহত্বম্, "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" ইত্যাত্মনোঽপি তথাত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তেঃ। ১৬৪।

অপি চ সত্ত্বাদিনা বিচারাসহত্বং কিং সত্ত্বাদ্যনধিকরণত্বং বা, সত্ত্বাদ্যত্যন্তাভাবাধিকরণত্বং বা, সদ্রূপত্বাদ্যভাবো বা, সত্ত্বাদেরিত্থমিতি নির্বক্তুমশক্যত্বং বা, সত্ত্বাদিনা প্রমাণাগোচরত্বং বা? নাদ্যঃ, অসতোঽপি অসত্ত্বরূপধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ। সৎপদলক্ষ্যস্য নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বরূপাতিরিক্ততাত্ত্বিকসত্ত্বানধিকরণত্বাচ্চ। অতাত্ত্বিকসত্ত্বাধিকরণত্বস্য তু অনির্ব্বাচ্যেঽপি সত্ত্বাৎ। ধর্ম্মিসমসত্তাকাধিকরণত্বস্য ব্রহ্মণ্যপ্যভাবাৎ। অনির্ব্বাচ্যস্যাপ্যধিকরণত্বাচ্চ। ১৬৫।

নির্ব্বচনানর্হত্ব অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। নির্ব্বচনানর্হত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে ব্যাঘাত দোষই হইবে।

আর "সত্ত্ব ও অসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ সত্ত্ব ও অসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বই যদি অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে অর্থাৎ সেই আত্মা সৎ নহে এবং অসৎ নহে" এই শ্রুতির দ্বারা আত্মারও সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপে বিচারাসহত্ব নিশ্চিত হয় বলিয়া আত্মাতে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে। অথচ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য আত্মা নহে। সত্ত্ব ও অসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে আত্মাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য্য। ১৬৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে সত্ত্বাসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলেন, এই সত্ত্বাসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্ব বস্তুটি কি? (১) ইহা কি সত্ত্বাসত্ত্বাদির অনধিকরণত্ব? (২) অথবা সত্ত্বাসত্ত্বাদির অত্যন্তাভাবাধিকরণত্ব? (৩) কিংবা সদসদ্রূপত্বাদির অভাব? (৪) অথবা "সত্ত্বাসত্ত্বাদি এই প্রকার" এইরূপে সত্ত্বাদির নির্ব্বচনাশক্যত্ব? (৫) কিংবা সত্ত্বাদিরূপে প্রমাণের অবিষয়ত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ সত্ত্বাসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া ঐ সত্ত্বাসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্ব কথার অর্থ—সত্ত্বাসত্ত্বাদির অনধিকরণত্ব বলিলে অসৎ তুচ্ছ বস্তু ও ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া সেই অসৎ তুচ্ছ বস্তু ও ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ অসৎ বস্তুও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মের অনধিকরণ এবং সৎপদলক্ষ্য নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মও স্বরূপাতিরিক্ত তাত্ত্বিক সত্ত্বরূপ ধর্ম্মের অনধিকরণ। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে এই অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। ঐ যে সত্ত্বাসত্ত্বাদির অনধিকরণত্ব বলা হইয়াছে, তাহাতে যদি সত্ত্বানধিকরণত্ব বলিতে তাত্ত্বিক সত্তার অনধিকরণত্ব বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

আর যদি ঐ সত্ত্বানধিকরণত্ব বলিতে অতাত্ত্বিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বের অনধিকরণত্ব বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অভিমত আকাশ ও শুক্তিরজতাদিতেও অতাত্ত্বিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বের অধিকরণত্বই আছে; অনধিকরণত্ব নাই। সুতরাং উহা বলা যায় না। আর যে ঐ সত্ত্বানধিকরণত্ব বলিতে সত্ত্বের অধিকরণত্বের অভাব বুঝা যায়। এই অভাবের প্রতিযোগী সত্ত্বের অধিকরণত্ব, এই অধিকরণত্ব ধর্ম্মটি কি ধর্ম্মীর সমানসত্তাক? অথবা বিষমসত্তাক? যদি ধর্ম্মীর সমানসত্তাক বলা যায়, তবে ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর সমানসত্তাক অধিকরণত্ব ধর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া ধর্ম্মিসমানসত্তাক অধিকরণত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া অধিকরণত্বের অভাবই ব্রহ্মে আছে; আর তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্বলক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি দোষই

ন দ্বিতীয়ঃ, নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি সত্ত্ববৎ তদত্যন্তাভাবোঽপি নাস্তি, তুচ্ছেঽপি অসত্ত্ববৎ তদত্যন্তাভাবোঽপি নেতি। কথঞ্চিদতিব্যাপ্তিনিরাসেঽপি তুচ্ছব্রহ্মণোর্নির্ধর্ম্মকত্বেন ধর্ম্মবত্ত্বাদেবানির্ব্বাচ্যত্বলক্ষণাতিপ্রসঙ্গাৎ। নির্ব্বিশেষত্বশ্রুত্যাপি ব্যাঘাতেন ধর্ম্মমাত্রনিষেধাযোগেন ব্রহ্মণি সত্ত্বরাহিত্যে তদত্যন্তাভাবস্য দুর্ব্বারত্বাচ্চ. ন তৃতীয়ঃ, সামান্যাদেরপি অবাধ্যত্বেনৈব অবাধ্যাত্মকসদ্রূপতয়া ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাভাবে সদ্রূপত্বাযোগাৎ, ব্রহ্মণঃ সদ্রূপত্বে শ্রৌতসৎপদস্য লাক্ষণিকত্বাযোগাচ্চ। ন চতুর্থঃ, ত্বন্মতে ব্রহ্মণ্যপি সত্ত্বস্য ইত্থমিতি দুর্ব্বচত্বাৎ। ন পঞ্চমঃ, অখণ্ডার্থনিষ্ঠবেদান্তৈকবেদ্যস্য ব্রহ্মণোঽপি সত্ত্বপ্রকারকপ্রমাণাগোচরত্বাৎ। ১৬৬।

হইবে। আর অনির্ব্বাচ্য বস্তু আকাশাদিতে ধর্ম্মিসমানসত্তাক সত্ত্বধর্ম্মের অধিকরণত্ব আছে বলিয়া উক্ত অনির্ব্বাচ্যত্ব লক্ষণের অসম্ভব দোষও হইবে। ১৬৫।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ সত্ত্ব, অসত্ত্ব ও সদসত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের অধিকরণত্বই অনির্ব্বাচ্যত্ব, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বাক্যও অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম ও তুচ্ছ তাঁহাদের মতে নির্ধর্ম্মক বস্তু। ব্রহ্ম ও তুচ্ছ অসৎ বস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া সত্ত্বাসত্ত্বাভাবের অধিকরণত্ব ব্রহ্মে ও অসৎ বস্তুতে আছে বলিয়া ব্রহ্মে ও তুচ্ছে অনির্ব্বাচ্যত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। এই দোষ পরিহারের জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম ও তুচ্ছ উভয়ই নির্ধর্ম্মক বস্তু বলিয়া ব্রহ্ম ও তুচ্ছ বস্তু যেমন ভাবরূপ ধর্ম্মের অধিকরণ হয় না, সেইরূপ অভাবরূপ ধর্ম্মেরও অধিকরণ হয় না। ব্রহ্ম সত্ত্বধর্ম্মেরও যেমন অধিকরণ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্ত্বাভাবরূপ ধর্ম্মেরও অধিকরণ নহে এবং তুচ্ছ বন্ধ্যাপুত্রাদি যেমন অসত্ত্বধর্ম্মের অধিকরণ নহে, সেইরূপ অসত্ত্বাভাবেরও অধিকরণ নহে। এইজন্য সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবের অধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম ও নির্ধর্ম্মক তুচ্ছ বস্তুতে থাকিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মে ও তুচ্ছে অনির্ব্বাচ্যত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণ ভাবভূত ধর্ম্মের অনধিকরণ ব্রহ্ম ও তুচ্ছকে অভাবরূপ ধর্ম্মেরও অনধিকরণ স্বীকার করিয়া কথঞ্চিৎ উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বারণ করিলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অতি সংক্ষেপেই অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে। ব্রহ্ম, তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম সৎ, তুচ্ছ অসৎ এবং আকাশাদি প্রপঞ্চ অনির্ব্বাচ্য এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। ইহার মধ্যে সৎ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক ও অসৎ তুচ্ছ নির্ধর্ম্মক; কেবল অনির্ব্বচনীয় প্রপঞ্চই সধর্ম্মক। সুতরাং ধর্ম্মবত্ত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলা যায়। যাহা ধর্ম্মবান্, তাহাই অনির্ব্বাচ্য এইরূপ বলিলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অতিব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ লঘু লক্ষণ সম্ভাবিত হইলে আর সদ্বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ লম্বা চওড়া লক্ষণ বলিবার আবশ্যকতা কি? অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত লঘু লক্ষণটি স্বীকার করিলে তাঁহাদের মতের ভঙ্গই হইবে। ধর্ম্মবৎ বস্তুমাত্রকে অনির্ব্বাচ্য বলিলে নির্ব্বাচ্য বস্তুকেই অনির্ব্বাচ্য শব্দের দ্বারা পরিভাষামাত্র করা হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত নির্ব্বাচ্যত্বের বিরোধী অনির্ব্বাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মবান্ বস্তু মাত্রই ধর্ম্মবত্ত্বরূপে নির্ব্বাচ্যই হইয়া থাকে।

আর নির্ব্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে ধর্ম্মমাত্রের নিষেধ করায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাবাধিকরণত্বও নাই, ইহাও বলা যায় না; কারণ নির্ব্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে ধর্ম্মমাত্রের নিষেধ স্বীকার করিলে উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্বরূপ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদন করা হয় বলিয়া উক্ত শ্রুতির স্বব্যাঘাত দোষ হইয়া পড়ে; এইজন্য নির্ব্বিশেষত্ব শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে ধর্ম্মমাত্রের নিষেধ সম্ভব হয় না; কিন্তু ব্রহ্মে ভাবরূপ বিশেষ নাই, অভাবরূপ বিশেষ আছে এইরূপ শ্রুত্যর্থই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্ম নাই বলিয়া অঙ্গীকার করিলে ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহার ফলে সত্ত্বাত্যন্তাভাবাধিকরণত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে।

অথ চ সত্ত্বাদিরাহিত্যং নাম কিং প্রাতিভাসিকং বা ধর্ম্মিসমসত্তাকং বা ব্যাবহারিকং বা পারমার্থিকং বা, নাদ্যঃ, শুক্তিরূপ্যস্য আকাশাদিপ্রপঞ্চস্য চ পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বাধবোধ্যস্য ভ্রান্তিসিদ্ধেন

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ "সদ্রূপত্বাদির অভাবই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" এইরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্ম নাই বলিয়া সদ্রূপত্বও নাই ; এইজন্য অনির্ব্বচনীয়ত্বের ঐরূপ লক্ষণ বলিলে ব্রহ্মে সদ্রূপত্বের অভাব আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। সদ্রূপত্বে সত্ত্বই প্রযোজক ; নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব নাই বলিয়া সদ্রূপত্বও নাই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সামান্যাদি সত্তাজাতিরহিত হইলেও যেমন সামান্যাদির সদ্রূপত্ব আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্ত্বরহিত হইলেও ব্রহ্মের সদ্রূপত্ব হইবে না কেন ? আর তাহা হইলে ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সামান্যাদি সত্তাজাতিরহিত হইলেও সামান্যাদিতে অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব আছে বলিয়াই সামান্যাদির সদ্রূপত্ব সম্ভব হয় ; আর ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্মই নাই বলিয়া ব্রহ্মের সদ্রূপত্ব সম্ভবই নহে। সুতরাং প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি দোষ সুসঙ্গতই হইয়াছে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মের সদ্রূপত্ব স্বীকার করিলে শ্রৌত "সৎ" পদের আর লাক্ষণিকত্ব সম্ভব হয় না। অথচ "সৎ"পদের লাক্ষণিকত্বই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সৎপদলক্ষ্য বস্তুর সদ্রূপত্ব সম্ভব হয় না ; যেমন গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের গঙ্গাত্ব সম্ভব হয় না, সেইরূপ সৎপদলক্ষ্য ব্রহ্মের সদ্রূপত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মে সদ্রূপত্বের অভাব আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য।

এইরূপ চতুর্থ পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ "সত্ত্বাদি এই প্রকার" এইরূপে "সত্ত্বাদির নির্ব্বচনাশক্যত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" এইরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মেও সত্ত্বের "ইহা এই প্রকার" এইরূপে নির্ব্বচন করা যায় না অর্থাৎ "ব্রহ্মগত সত্ত্ব এই প্রকার" এইরূপে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রদর্শিতরূপ লক্ষণ বলিলে ব্রহ্মে উক্তলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে।

এইরূপ পঞ্চম পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ "সত্ত্বাদিরূপে প্রমাণের অবিষয়ত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" এইরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব-লক্ষণও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ বেদান্তবাক্যসমূহ অখণ্ডার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষার্থনিষ্ঠ ; তাদৃশ বেদান্তৈকবেদ্য ব্রহ্মও সত্ত্বপ্রকারক প্রমাণের অর্থাৎ সত্ত্বরূপে প্রমাণের অবিষয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্ত্বপ্রকারক প্রমাণের বিষয় হয় স্বীকার করিলে বেদান্তবাক্যসমূহের নির্ব্বিশেষার্থনিষ্ঠত্বরূপ অখণ্ডার্থত্বের হানি হইয়া পড়িবে। এইজন্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ বেদান্তৈকবেদ্য ব্রহ্মেরও সত্ত্বপ্রকারক প্রমাণের অবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে সদসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিয়া থাকেন, সেই সদসত্ত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে পাঁচটি পক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোন পক্ষই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ১৬৬।

আর সত্ত্বাদিরাহিত্যকেও অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—এই সত্ত্বাদিরাহিত্য বস্তুটি কিরূপ ? (১) ইহা কি প্রাতিভাসিক ? (২) অথবা ধর্ম্মিসমসত্তাক ? (৩) কিংবা ব্যাবহারিক ? (৪) অথবা পারমার্থিক ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ সত্ত্বাদিরাহিত্য প্রাতিভাসিক হইতে পারে না ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে যাহা অনির্ব্বাচ্য, সেই শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্বরূপ সত্ত্বাদিরাহিত্য যদি প্রাতিভাসিক হয়, তাহা হইলে শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চের সত্ত্ব ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিকই হইয়া পড়িবে। কারণ এক অধিকরণে এক সময়ে প্রতিযোগী ও তদভাব ভিন্নসত্তাকই হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। সত্ত্বাদিরাহিত্য অর্থাৎ সত্ত্বাদির অভাব প্রাতিভাসিক হইলে প্রতিযোগী সত্ত্ব

সমত্বাযোগাৎ। ন তৃতীয়ঃ, জগতি ব্যাবহারিকত্বে রূপ্যে প্রাতিভাসিকত্বাপাতেন উক্তদোষাৎ, রূপ্যে ব্যাবহারিকত্বে চ জগতি পারমার্থিকত্বাপাতেন অদ্বৈতহানেঃ। অতএব ন চতুর্থঃ, ন হি স্বরূপতো দুর্নিরূপস্য

পারমার্থিকই হইয়া পড়িবে। ফলতঃ শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। এই স্থলে গ্রন্থকার ব্যাবহারিক সত্ত্বকে পারমার্থিক সত্ত্বকোটিতে নিবিষ্ট করিয়াই উক্ত দোষটি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এইজন্যই গ্রন্থকার "পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ" এইরূপই বলিয়াছেন।

আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ সত্ত্বাদিরাহিত্য ধর্ম্মি-সমসত্তাক হইতে পারে না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকেন। আর ঐ শুক্তিরজতগত ও আকাশাদি প্রপঞ্চগত অনির্ব্বচনীয়ত্বকে সত্ত্বাদিরাহিত্য বলেন। এই সত্ত্বাদিরাহিত্য ধর্ম্মী শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চের সমানসত্তাক হইতেই পারে না; কারণ এই সত্ত্বাদিরাহিত্য "নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" এইরূপ বাধবোধ্য। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রান্তিসিদ্ধ শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক এবং তাহাতে উক্তরূপ বাধবোধ্য সত্ত্বাদিরাহিত্য ব্যাবহারিক। সুতরাং বাধবোধ্য সত্ত্বাদিরাহিত্য ব্যাবহারিক বলিয়া উহা ভ্রান্তিসিদ্ধ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতরূপ ধর্ম্মীর সমানসত্তাক হইতেই পারে না। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রান্তিসিদ্ধ আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক এবং তাহাতে উক্তরূপ বাধবোধ্য সত্ত্বাদিরাহিত্য পারমার্থিক। সুতরাং বাধবোধ্য সত্ত্বাদিরাহিত্য পারমার্থিক বলিয়া উহা ভ্রান্তিসিদ্ধ ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ধর্ম্মীর সমানসত্তাক হইতেই পারে না। সুতরাং ধর্ম্মী ও সত্ত্বাদিরাহিত্যের সাম্য অর্থাৎ সমানসত্তাকত্ব কখনই সম্ভব নহে।

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ উক্ত সত্ত্বাদিরাহিত্য ব্যাবহারিক হইতে পারে না; কারণ সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বিয়দাদি প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। বিয়দাদি প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজত উভয়ই অনির্ব্বাচ্য হইলেও অর্থাৎ সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চে থাকিলেও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ হইতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি নিকৃষ্ট বলিয়া অর্থাৎ হীনসত্তাক বলিয়া অনির্ব্বাচ্য ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকের মধ্যে অবশ্যই অবান্তরবৈলক্ষণ্য অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ তাহা স্বীকারও করেন। এইজন্য সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে যাদৃশ হইবে, প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চে তাদৃশ হইতে পারে না। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্ব হইতে উৎকৃষ্ট এবং প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্ব ব্যাবহারিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্ব হইতে নিকৃষ্ট, এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের অবান্তর বৈলক্ষণ্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্বধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ ঔচিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া ইহা অবশ্যই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব আকাশাদি প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক হইলে শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চে তাহা প্রাতিভাসিক হইবে। এই অনির্ব্বাচ্যত্বের ব্যাবহারিকত্ব ও প্রাতিভাসিকত্ব ঔচিত্যসিদ্ধ বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ইহাতে ইষ্টাপত্তি করেন অর্থাৎ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে দোষ এই হইবে যে—শুক্তিরজতাদি বস্তু ভ্রান্তিসিদ্ধ এবং শুক্তিরজতাদিগত সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বাধপ্রমাবোধ্য অর্থাৎ বাধপ্রমার বিষয়। ভ্রান্তিবিষয় ও প্রমার বিষয় শুক্তিরজত ও শুক্তিরজতগত অনির্ব্বাচ্যত্ব এই উভয়ই সমান প্রাতিভাসিক হইতে পারে না। ভ্রান্তিসিদ্ধ ও বাধপ্রমাসিদ্ধ বস্তু কোনরূপেই একজাতীয় হইতে পারে না। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ ভ্রান্তিসিদ্ধ শুক্তিরজত ও বাধপ্রমাসিদ্ধ শুক্তিরজতগত অনির্ব্বাচ্যত্ব উভয়কেই তুল্যরূপ প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন। অদ্বৈতবাদিগণ যদি শুক্তিরজত ও শুক্তিরজতগত অনির্ব্বাচ্যত্বের তুল্যরূপ

কিঞ্চিদপি রূপং বাস্তবমস্তীতি স্ববচনবিরোধাচ্চ। কিঞ্চ শ্রুত্যা যুক্ত্যা ভেদং নিরাকুর্ব্বতা সদসদ্ভিন্নত্বরূপস্য তদ্ব্যাপ্তস্য বা কথমপি হি অনির্ব্বাচ্যস্য সমর্থনাসম্ভবাৎ। ১৬৭।

অথ সদ্বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ন, পরস্পরবিরহরূপয়োরেকত্র নিষেধস্য ব্যাঘাতাৎ। ন চ সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সদসদ্রাহিত্যমিতি বাচ্যম্, দ্বৌ

প্রাতিভাসিকত্বাপত্তির পরিহারের জন্য শুক্তিরজতগত অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম বাধপ্রমাসিদ্ধ বলিয়া তাহা ব্যাবহারিকই হইবে, এইরূপ স্বীকার করেন, তবে প্রাতিভাসিক রজতাদি অপেক্ষা ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চ অধিকসত্তাক বলিয়া আকাশাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চগত অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্মের পারমার্থিকত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। প্রাতিভাসিক ধর্ম্মী হইতে তাহার ধর্ম্ম অনির্ব্বাচ্যত্ব অধিকসত্তাক স্বীকার করিলে ব্যাবহারিক ধর্ম্মী হইতে তাহার ধর্ম্ম অনির্ব্বাচ্যত্বও অধিকসত্তাক হইবে। কারণ ব্যাবহারিক ধর্ম্মীও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রমসিদ্ধ এবং সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বাধপ্রমাসিদ্ধ। সুতরাং ভ্রমসিদ্ধ ধর্ম্মী হইতে বাধপ্রমাসিদ্ধ অনির্ব্বাচ্যত্বধর্ম্ম অবশ্যই অধিকসত্তাক হইবে। সুতরাং ব্যাবহারিক সত্তা অপেক্ষা অধিকসত্তাক ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম পারমার্থিকই হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইয়া পড়িবে।

এইরূপ চতুর্থ পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ সত্ত্বাদিরাহিত্য পারমার্থিক হইতে পারে না; কারণ তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। স্বসিদ্ধান্তভঙ্গভয়েই অদ্বৈতবাদিগণ সত্ত্বাদিরাহিত্যকে পারমার্থিক বলিতে পারেন না। এইজন্যই মূলকার "অতএব" বলিয়া তৃতীয়পক্ষোক্ত দোষেরই অতিদেশ করিয়াছেন। যে দোষে তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত, সেই দোষে চতুর্থ পক্ষও অসঙ্গত। উভয় পক্ষেই অদ্বৈতবাদিগণের স্বসিদ্ধান্তভঙ্গ দোষ হয়। এই চতুর্থ পক্ষে অধিক দোষ এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—স্বরূপতঃ দুর্নিরূপণীয় প্রপঞ্চের কোন ধর্ম্মই বাস্তব অর্থাৎ পারমার্থিক হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্তির সহিত বিরোধ ঘটিতেছে; সুতরাং স্ববচনবিরোধই এই চতুর্থ পক্ষে অতিরিক্ত দোষ।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ভেদমাত্রের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহারা সদসদ্ভেদরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বের সমর্থন করিবেন কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণ সদসদ্ভিন্নত্বই অনির্ব্বাচ্যত্ব বলেন। ভেদমাত্রই তাঁহাদের মতে অসিদ্ধ বলিয়া অনির্ব্বাচ্যত্বেরও সিদ্ধি হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ যদি সদসদ্ভেদ বা সদসদ্ভেদের ব্যাপ্য ধর্ম্মকে অনির্ব্বাচ্যত্ব বলেন, তবে তাঁহাদের স্ববচনবিরোধ ও স্বক্রিয়াব্যাঘাতরূপ অনিষ্টেরই প্রসঙ্গ হইবে। ভেদ খণ্ডন করিয়া ভেদের সমর্থন করিলে বিরোধ অপরিহার্য্য। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই অনির্ব্বাচ্যত্বের সমর্থন করিতে পারেন না। ১৬৭।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সদ্বিলক্ষণত্ব হইয়া ও অসদ্বিলক্ষণত্ব হইয়া যে সদসদ্বিলক্ষণত্ব, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থাৎ যাহা সদ্ভিন্ন হইয়া অসদ্ভিন্ন হইয়া সদসদ্ভিন্ন হয়, তাহাই অনির্ব্বচনীয়; সুতরাং সদ্ভিন্নত্ব হইয়া ও অসদ্ভিন্নত্ব হইয়া যে সদসদ্ভিন্নত্ব, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। অনির্ব্বচনীয়ত্বের এইরূপ লক্ষণই আমরা বলিব। ঐরূপ লক্ষণের দ্বারাই আমাদের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে ব্যাঘাত দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহরূপ; যেখানে সত্ত্ব থাকে, সেখানে অসত্ত্ব থাকে না এবং যেখানে অসত্ত্ব থাকে, সেখানে সত্ত্ব থাকে না। পরস্পর বিরহরূপ বস্তুদ্বয়ের একত্র নিষেধ করিলে ব্যাঘাত দোষই হইয়া পড়ে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব

নঞৌ প্রকৃতমর্থং সাতিশয়ং গময়ত ইতি ন্যায়েন একতরস্য নিষেধস্য অন্যতরবিধিরূপত্বাৎ "মাতা বন্ধ্যা" ইতিবৎ ব্যাঘাতসাম্যাৎ। ননু অনির্ব্বাচ্যবাদে বিরোধাসিদ্ধেরিতি চেৎ ন, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। অন্যথা "মে মাতা বন্ধ্যা" ইতি বাদেঽপি বিরোধাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ননু নিষেধসমুচ্চয়স্য অতাত্ত্বিকত্বাৎ ন বিরোধঃ।

পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একের নিষেধ করিলে অপরটির বিধিই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ব্যাঘাত দোষ অপরিহার্য্য। সদ্ভিন্নত্বই অসত্ত্ব; সুতরাং সদ্ভিন্নত্ব বলিলেই অসত্ত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় তাহাতে অসদ্ভিন্নত্ব বলা যায় না; বলিলে ব্যাঘাত দোষ হয়। এইরূপ অসদ্ভিন্নত্বই সত্ত্ব; সুতরাং অসদ্ভিন্নত্ব বলিলেই সত্ত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় তাহাতে সদ্ভিন্নত্ব বলা যায় না; বলিলে ব্যাঘাত দোষই হয়। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে "সদ্ভিন্নত্ব হইয়া অসদ্ভিন্নত্ব হইয়া যে সদসদ্ভিন্নত্ব, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব" এইরূপ অন্যোন্যাভাবঘটিত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ বলিয়া থাকেন, তাহা অসঙ্গত।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সত্ত্বরহিতত্ব হইয়া ও অসত্ত্বরহিতত্ব হইয়া যে সদসদ্রাহিত্য, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। অনির্ব্বচনীয়ত্বের এইরূপ অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণও আমরা বলিয়া থাকি। ঐরূপ লক্ষণের দ্বারাও আমাদের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণও সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতেও ব্যাঘাত দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। এই লক্ষণেও সত্ত্বের নিষেধ করিয়া যে অসত্ত্বের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীতি-অনুসারে ব্যাঘাত দোষই হইয়া পড়ে। তাহা আর বিশেষ করিয়া বলার আবশ্যকতা নাই। এই লক্ষণে আরও বিশেষ দোষ এই যে—লক্ষণে যে বলা হইয়াছে—"অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সদসদ্রাহিত্যম্", তাহাতে অসত্ত্ব নিষেধ অপেক্ষায় যে দুইটি নঞ্ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও স্ববচনব্যাঘাত দোষ হইয়াছে। কারণ দুইটি নঞ্ দ্বারা যাহার নিষেধ করা হয়, নঞ্‌দ্বয় সেই নিষিধ্যমান বস্তুর সত্তাকেই বুঝাইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। "দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতমর্থং সাতিশয়ং গময়তঃ" এই ন্যায়ই উক্ত নিয়মের সমর্থক। সুতরাং উক্ত ন্যায়-অনুসারে দুইটি নঞ্‌এর দ্বারা অসত্ত্বের নিষেধ করা হইলে সত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় সত্ত্বের নিষেধ করিলে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যেরই মত স্ববচনব্যাঘাত দোষ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত লক্ষণে তাহাই বলিয়াছেন। মাতা বলিয়া তাহাকে বন্ধ্যা বলিলে যেমন স্ববচনবিরোধ হয়, উক্ত লক্ষণেও সেইরূপ স্ববচনবিরোধ দোষই হইয়াছে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পরবিরহরূপ বলিয়া যে ব্যাঘাত দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব অপেক্ষায় অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি আছে বলিয়া সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পরবিরহরূপ বলা চলে না অর্থাৎ সদ্ভিন্ন বলিলেই অসত্ত্বকে বুঝাইবে এবং অসদ্ভিন্ন বলিলে সত্ত্বকে বুঝাইবে, এইরূপ বলা যায় না। আমরা অনির্ব্বাচ্যরূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করি বলিয়াই উক্ত লক্ষণে পরস্পর বিরহাত্মক বিরোধের সিদ্ধি হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধির নিমিত্ত অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার উপরেই আমরা বিরোধদোষ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির দ্বারা সেই বিরোধদোষের পরিহার করিতে চেষ্টা করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইয়া পড়িবে। তাহাতে "অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইলে বিরোধাভাবের সিদ্ধি হইবে এবং বিরোধাভাবের সিদ্ধি হইলে অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে যদি বিরোধ দোষের সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এইরূপ বাক্যেও বিরোধদোষের সিদ্ধি হইবে না। "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যে "মাতা" এইরূপ বলাতেই

ন চ সদাদিবৈলক্ষণ্যোক্তের্বৈয়র্থ্যং তাবতৈব ইষ্টসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, তদুক্তেস্তত্তৎপ্রতিযোগিদুর্নিরূপত্বমাত্র-প্রাকট্যার্থত্বাৎ। ন হি স্বতো দুর্নিরূপস্য কিঞ্চিদপি রূপং বাস্তবমস্তীতি চেৎ ন, সত্ত্বাদিরাহিত্যস্য

পুত্রবতীকে বুঝাইয়াছে বলিয়া পুনরায় "বন্ধ্যা" এইরূপ বলাতে ব্যাঘাত দোষ হইয়াছে এবং "বন্ধ্যা" এইরূপ বলাতে পুত্রবিহীনাকে বুঝাইয়াছে বলিয়া পুনরায় "মাতা" এইরূপ বলাতে ব্যাঘাত দোষ হইয়াছে। এইরূপে উক্ত বাক্যে মাতৃত্ব ও বন্ধ্যাত্বের বিরোধ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করিয়া যদি অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পর বিরহাত্মক বিরোধের সিদ্ধি হয় না বলেন, তাহা হইলে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যেও মাতৃত্ব-বন্ধ্যাত্বের বিরোধ সিদ্ধ না হইবার প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। যেহেতু তাহাতেও বন্ধ্যা ও মাতা হইতে ভিন্নরূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করিয়া উক্ত বিরোধের পরিহার করা যাইতে পারিবে। আর ইহা অপ্রামাণিক বলিয়া উপেক্ষা করাও চলিবে না; কারণ অপ্রামাণিকত্ব উভয়ত্রই তুল্য। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ পরিহারপ্রয়াস অসঙ্গত।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা যে সদ্বিলক্ষণত্ব, অসদ্বিলক্ষণত্ব ও সদসদ্বিলক্ষণত্বকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিয়াছি, তাহাতে ঐ সদ্বিলক্ষণত্বাদি নিষেধসমুচ্চয় অতাত্ত্বিক বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে বিরোধ-দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা হইবে না। এক বস্তুতে "সদ্বিলক্ষণত্ব" উক্তির দ্বারা সত্ত্বের নিষেধ করিলে অসত্ত্বের প্রাপ্তিহেতু পুনরায় তাহাতে "অসদ্বিলক্ষণত্ব" উক্তির দ্বারা অসত্ত্বের নিষেধ করিলে যে ব্যাঘাত দোষ হইবে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা হইবে না; কারণ ঐ অসদ্বৈলক্ষণ্য অতাত্ত্বিক। এইরূপ এক বস্তুতে "অসদ্বিলক্ষণত্ব" উক্তির দ্বারা অসত্ত্বের নিষেধ করিলে সত্ত্বের প্রাপ্তিহেতু পুনরায় তাহাতে "সদ্বিলক্ষণত্ব" উক্তির দ্বারা সত্ত্বের নিষেধ করিলে যে ব্যাঘাত দোষ হইবে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহাও হইবে না; কারণ ঐ সদ্বৈলক্ষণ্য অতাত্ত্বিক। অতাত্ত্বিক সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ এক অধিকরণে থাকিতে পারে। তাহাতে বিরোধদোষ হয় না। সদাদিবিলক্ষণরূপ অনির্ব্বাচ্য বলিয়া অভিমত অতাত্ত্বিক রজতের সহিত শুক্তির কোন বিরোধ নাই। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদাদিবৈলক্ষণ্য বলা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। "অতাত্ত্বিকত্বম্ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্" এইরূপ বলিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে অর্থাৎ অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইতে পারে। অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদাদিবৈলক্ষণ্য বলার আবশ্যকতা নাই বলিয়া উহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর "প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজত যদি সৎ হইত, তবে বাধিত হইত না, আর যদি অসৎ হইত, তবে প্রতীত হইত না; অথচ প্রতীতও হয়, বাধিতও হয়" এই খ্যাতি ও বাধের অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতে সদ্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্যের সিদ্ধি করা অদ্বৈতবাদিগণের সঙ্গত হয় না; কারণ সদ্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্যকে অদ্বৈতবাদিগণ অতাত্ত্বিক বলিয়াছেন। অতাত্ত্বিক বস্তুর সিদ্ধির নিমিত্ত ত প্রমাণপ্রদর্শন সঙ্গত নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের সদাদিবৈলক্ষণ্যরূপ উক্তি ব্যর্থ। "অতাত্ত্বিকত্বম্ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্" এইরূপ বলিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ সদাদিবৈলক্ষণ্যোক্তি ব্যর্থ নহে। কিন্তু সদাদিবৈলক্ষণ্য যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সেই সেই নিষেধপ্রতিযোগী সত্ত্বাদির দুর্নিরূপতামাত্র প্রকটনের জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং সৎ হইলে বাধিত হইত না, অসৎ হইলে প্রতীত হইত না, অথচ প্রতীতও হয়, বাধিতও হয়; অতএব সদ্রূপে ও অসদ্রূপে প্রতিযোগীর স্বরূপ দুর্নিরূপণীয়। এই প্রতিযোগীর দুর্নিরূপতামাত্র প্রকটনের জন্যই সদাদি-বৈলক্ষণ্য বলা হইয়াছে। তাহাতেই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিপ্রমাণের তাৎপর্য্য। কিন্তু সদাদিবৈলক্ষণ্যের সত্ত্বে অর্থাপত্তি-প্রমাণের তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং সদাদিবৈলক্ষণ্যোক্তি ব্যর্থ নহে এবং অতাত্ত্বিক সদাদিবৈলক্ষণ্যের সিদ্ধির জন্যও

অতাত্ত্বিকত্বেঽপি সত্ত্বাদেদুর্নিরূপত্বমাত্রেণ অনির্ব্বাচ্যত্বে পঞ্চমপ্রকারাবিদ্যানিবৃত্তৌ "নানির্ব্বাচ্যোঽপি

অর্থাপত্তিপ্রমাণপ্রদর্শন নহে। কিন্তু নিষেধপ্রতিযোগীর দুর্নিরূপতামাত্র-প্রকটনের জন্যই অর্থাপত্তিপ্রমাণের উপন্যাস। এই স্থলে প্রতিযোগীর দুর্নিরূপতামাত্র যে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বমাত্র বুঝিতে হইবে। আর ইহাতে এইরূপ আপত্তিও করা যায় না যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রপঞ্চে সত্ত্বাদির অভাবকে তাত্ত্বিক বলাই উচিত; তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চে সত্ত্বাদির অভাব অতাত্ত্বিক হইলে প্রপঞ্চে সত্ত্বাদি তাত্ত্বিকই হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ আমরা নিষেধপ্রতিযোগী সত্ত্বাদিকে দুর্নিরূপ বলিয়াছি অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়াছি। যাহা স্বরূপতঃ দুর্নিরূপ অর্থাৎ মিথ্যা, তাহার অর্থাৎ সেই মিথ্যাভূত বস্তুর কোনও রূপ (ধর্ম্ম) বাস্তব অর্থাৎ তাত্ত্বিক হইতে পারে না। শুক্তিরজত স্বরূপতঃ দুর্নিরূপ অর্থাৎ মিথ্যা; সুতরাং তাদৃশ শুক্তিরজতের সত্ত্ব, অসত্ত্ব, সদসদাত্মকত্ব কিংবা তদ্বিলক্ষণত্ব কোন ধর্ম্মই বাস্তব অর্থাৎ তাত্ত্বিক হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চে সত্ত্বাদির অভাবকে অতাত্ত্বিক বলায় প্রপঞ্চে সত্ত্বাদির তাত্ত্বিকত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ যে শুক্তিরজতকে সত্ত্বরূপে বা অসত্ত্বরূপে দুর্নিরূপণীয় বলিয়াই সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়াছেন, ইহা সঙ্গত হইল কিরূপে? প্রত্যুত শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক বলাই সঙ্গত; কারণ শুক্তিরজতের প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় বলিয়া তাহাকে সৎ বলা উচিত; শুক্তিরজত সৎ না হইলে তাহার খ্যাতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতিই অনুপপন্ন হইয়া পড়িত এবং শুক্তিরজতের বাধের অনুপপত্তি হয় বলিয়া তাহার অসত্ত্ব স্বীকার করা উচিত; কারণ সদ্বস্তুর বাধ হয় না; অথচ শুক্তিরজতের বাধ হয়। এইরূপে খ্যাতি ও বাধের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক বলাই উচিত। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শুক্তিরজত স্বরূপতঃ দুর্নিরূপণীয় বলিয়াই তাহার সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কোন ধর্ম্মই বাস্তব হইতে পারে না। এইজন্য শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক বলা যায় না। সুতরাং শুক্তিরজতের সত্ত্ব, অসত্ত্ব, সদসদাত্মকত্ব অথবা সদসদ্বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি কোন রূপই বাস্তব হইতে পারে না। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে খ্যাতি ও বাধের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে—শুক্তিরজত, সত্ত্বাসত্ত্বাদি সর্ব্ববিধ বাস্তব-রূপরহিত, যেহেতু শুক্তিরজত স্বরূপতঃ দুর্নিরূপণীয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিতরূপে শুক্তিরজতকে অনির্ব্বাচ্য বলিলে রজতাদির মত অবিদ্যানিবৃত্তিরও সত্ত্বাসত্ত্বাদি ধর্ম্ম দুর্নিরূপণীয় বলিয়াই সদসদাদিবৈলক্ষণ্য-রূপ অনির্ব্বাচ্যত্বই বলা উচিত। কিন্তু "নানির্ব্বাচ্যোঽপি তৎক্ষয়ঃ" অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্যও নহে এইরূপ বলিয়া অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্ব্বাচ্যত্ব নিষেধ করা অদ্বৈতবাদিগণের (ইষ্টসিদ্ধিকারের) সঙ্গত হয় নাই। কারণ শুক্তি-রজতাদির সত্ত্বাদি ধর্ম্মে কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত শুক্তিরজতের সদ্রূপাদির বৈলক্ষণ্যেই খ্যাতি ও বাধের অন্যথানুপপত্তিরূপ প্রমাণ আছে, এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। শুক্তিরজত ও অবিদ্যানিবৃত্তি উভয়ই অতাত্ত্বিক; অথচ শুক্তিরজতের সদাদিবৈলক্ষণ্যে খ্যাতি ও বাধের অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণ আছে এবং অবিদ্যানিবৃত্তিতে প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা অসঙ্গত হইয়াছে। রজতাদির মত অবিদ্যানিবৃত্তিও সদাদিবিলক্ষণ বলিয়াই অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং কোন পক্ষে প্রমাণ আছে, কোন পক্ষে প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই।

আরও কথা এই যে—শুক্তিরজতের সত্ত্বাদি ধর্ম্মের মত সত্ত্বাদিরাহিত্যও অতাত্ত্বিক, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতের সত্ত্বাদি ধর্ম্মে প্রমাণ নাই, কিন্তু সত্ত্বাদিরাহিত্যে প্রমাণ আছে, এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গতই হইয়াছে। অতাত্ত্বিক উভয় ধর্ম্মের একটিতে প্রমাণ নাই, অপরটিতে প্রমাণ আছে, এইরূপ বলা যায় না।

আরও কথা এই যে—সদ্বৈলক্ষণ্য অসদ্বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম শুক্তিরজতে স্বীকার করিয়া এই বৈলক্ষণ্য-

তৎক্ষয়ঃ” ইত্যনির্ব্বাচ্যত্বনিষেধাযোগাৎ। সত্ত্বাদিবৎ তদ্রাহিত্যস্যাপি অতাত্ত্বিকত্বে সত্ত্বাদৌ প্রমাণনিরাসেন তদ্রাহিত্যে তদুক্তেরযোগাচ্চ। বিধিসমুচ্চয়স্যৈবাতাত্ত্বিকত্বান্ন বিরোধ ইতি বক্তুং সুবচত্বাচ্চ। ১৬৮।

অথচ নিষেধসমুচ্চয়স্যাতাত্ত্বিকত্বং কিমুভয়াতাত্ত্বিকত্বেন একৈকাতাত্ত্বিকত্বেন বা? নাদ্যঃ, উভয়-তাত্ত্বিকত্ববৎ উভয়াতাত্ত্বিকত্বস্যাপি বিরুদ্ধত্বাৎ, বিধিসমুচ্চয়স্য তাত্ত্বিকত্বাপাতেন প্রতিযোগিদুর্নিরূপ্যত্বস্যা-যোগাচ্চ। অতএব ন দ্বিতীয়ঃ, তৎপ্রতিযোগিনঃ একস্য বিধেঃ তাত্ত্বিকত্বাপাতাৎ। অতাত্ত্বিকত্বং তাত্ত্বিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগীতি বিবেকঃ। ১৬৯।

সমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা সত্ত্বাসত্ত্বাদি ধর্ম্মে সমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে। তাত্ত্বিক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব একত্র বিরুদ্ধ হইলেও অতাত্ত্বিক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব একত্র বিরুদ্ধ নহে, এইরূপ বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে। নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বিধিসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিলে লাঘবই হইবে। আর তাহাতে শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বাচ্য বস্তু সদসদাত্মকই সিদ্ধ হইবে। এক ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের সমুচ্চয় অতাত্ত্বিক, এইরূপ স্বীকার করিলেই বিরোধের পরিহার হইবে। ১৬৮।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে নিষেধসমুচ্চয়কে অতাত্ত্বিক বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ এই উভয়েরই অতাত্ত্বিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ও অতাত্ত্বিক? অথবা সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্ব-নিষেধ ইহার যে-কোন একটির অতাত্ত্বিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ও অতাত্ত্বিক? অর্থাৎ সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ এই উভয়ের অতাত্ত্বিকত্বহেতুই কি নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব? অথবা সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ ইহার যে-কোন একটির অতাত্ত্বিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ এক ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই উভয়ের তাত্ত্বিকত্ব যেমন বিরুদ্ধ, সেইরূপ এক ধর্ম্মীতে সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ এই উভয়ের অতাত্ত্বিকত্বও বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। আরও দোষ এই যে—নিষেধসমুচ্চয় অতাত্ত্বিক হইলে নিষেধ-সমুচ্চয়ের প্রতিযোগী সদসদাত্মকত্বরূপ বিধিসমুচ্চয় তাত্ত্বিকই হইয়া পড়ে। নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্বে তৎপ্রতিযোগী সদসদাত্মকত্বরূপ বিধিসমুচ্চয়ের তাত্ত্বিকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ বিধিসমুচ্চয়ের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকৃত হইলে নিষেধপ্রতিযোগী সেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব সুনিরূপণীয়ই হইয়া পড়ে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—নিষেধপ্রতিযোগী সত্ত্বাসত্ত্বাদির দুর্নিরূপত্বমাত্র-প্রকটনের নিমিত্তই আমরা অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে “সদাদি বৈলক্ষণ্য” এইরূপ বলিয়াছি, তাঁহাদের সেই উক্তি আর সঙ্গত হইবে না অর্থাৎ নিষেধপ্রতিযোগী সত্ত্বাদির দুর্নিরূপণীয়ত্ব আর সম্ভব হইবে না। আর এই কারণেই দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ ইহার যে-কোন একটির অতাত্ত্বিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্ত্বিকত্ব ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহা স্বীকৃত হইলে যে-কোন একটির নিষেধ অতাত্ত্বিক, সেই নিষেধপ্রতিযোগী যে-কোন একটি বিধিরূপ ধর্ম্মের তাত্ত্বিকত্বই হইয়া পড়ে। (তাহার ফলে সেই প্রতিযোগী বিধিরূপ ধর্ম্মের সুনিরূপণীয়ত্বহেতু দুর্নিরূপণীয়ত্ব আর সম্ভব হয় না এবং পূর্ব্ববৎ অদ্বৈতবাদিগণের “সদাদিবৈলক্ষণ্যোক্তি প্রতিযোগীর দুর্নিরূপণীয়ত্বমাত্র-প্রকটনের নিমিত্ত” এইরূপ উক্তি অসঙ্গতই হইয়া পড়িবে।) যেহেতু তাত্ত্বিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীরই অতাত্ত্বিকত্ব হয়। যে অধিকরণে যাহার অত্যন্তাভাব তাত্ত্বিক, সেই অধিকরণে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অতাত্ত্বিক, যেমন ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব তাত্ত্বিক হইলে ঘট অতাত্ত্বিক হইয়া থাকে। ভূতলে তত্ত্বতঃ ঘট থাকিলে ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব তাত্ত্বিক হইতে পারিত না। ১৬৯।

অথ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ কো বার্থো বিবক্ষিতঃ? সত্তাজাতিতদভাবৌ ইতি চেৎ ন, শুদ্ধাত্মনি সদ্বৈলক্ষণ্যস্য প্রপঞ্চে তদভাবস্য চ আপাতাৎ। অতএব নার্থক্রিয়াহেতুত্বাহেতুত্বে। নাপি বাধ্যত্বাবাধ্যত্বে, সত্ত্বরহিতস্য অনির্ব্বচনীয়স্য বাধ্যত্বে তত্র সত্ত্বরাহিত্যাযোগাৎ। অতএব ন প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বে। কিঞ্চ ত্বন্মতে

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে সত্ত্বাসত্ত্বঘটিত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কথার কোন্ অর্থ তাঁহাদের বিবক্ষিত? এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ সত্তাজাতি ও সত্তাজাতির অভাব বলিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সত্তাজাতিরূপ সত্ত্ব নাই বলিয়া শুদ্ধ আত্মাতে সদ্বৈলক্ষণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং আকাশাদি প্রপঞ্চে সত্তাজাতিরূপ সত্ত্বই আছে বলিয়া প্রপঞ্চে সদ্বৈলক্ষণ্যাভাবের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদিগণের সদ্বিলক্ষণরূপে অভিমত প্রপঞ্চের সত্ত্বাপত্তিই হইয়া পড়ে এবং সত্ত্বরূপে অভিমত ব্রহ্মের সদ্বৈলক্ষণ্যাপত্তিই হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

আর এই কারণেই অদ্বৈতবাদিগণ সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে যথাক্রমে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাব বলিতে পারেন না। ঐরূপ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ব্রহ্মে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্ব নাই বলিয়া ব্রহ্মে সদ্বৈলক্ষণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রপঞ্চে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্বই আছে বলিয়া প্রপঞ্চে সদ্বৈলক্ষণ্যাভাবের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদিগণের সদ্বিলক্ষণরূপে অভিমত প্রপঞ্চের সত্ত্বাপত্তি এবং সত্ত্বরূপে অভিমত ব্রহ্মের সদ্বৈলক্ষণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং এই পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না।

আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে অবাধ্যত্ব ও বাধ্যত্বও বলিতে পারেন না অর্থাৎ সত্ত্ব অর্থে অবাধ্যত্ব এবং অসত্ত্ব অর্থে বাধ্যত্ব ইহাও বলিতে পারেন না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অত্যন্ত অসৎ শশশৃঙ্গাদি তুচ্ছ বস্তুরও সদ্বিলক্ষণত্বরূপ অবাধ্যত্ব স্বীকার্য্য; কারণ তাঁহাদের মতে তুচ্ছ অসদ্বস্তুর প্রতিপন্ন উপাধিই নাই বলিয়া প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে অত্যন্ত অসৎ তুচ্ছ বস্তুতেও অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহাতে আর অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সদ্বৈলক্ষণ্য সম্ভব হয় না এবং "বাধ্যত্বই অসত্ত্ব" ইহা স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয় শুক্তিরজতের বাধ্যত্ব স্বীকার করেন বলিয়া এবং তাহাতে অসত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাঁহাদের অভিমত অসদ্বৈলক্ষণ্য আর তাহাতে সম্ভব হয় না।

আর এইজন্যই এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে প্রামাণিকত্ব এবং অপ্রামাণিকত্বও বলিতে পারেন না অর্থাৎ "সত্ত্ব অর্থ—প্রামাণিকত্ব এবং অসত্ত্ব অর্থ—অপ্রামাণিকত্ব" ইহাও বলিতে পারেন না। ঐরূপ বলিলে প্রদর্শিত দোষসদৃশ দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। প্রমা হইল অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণবৃত্তিবিষয়ত্বই প্রামাণিকত্ব; তাদৃশ প্রামাণিকত্বরূপ সত্ত্ব প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া তাঁহাদের অভিমত সদ্বৈলক্ষণ্যের আর প্রপঞ্চে থাকা সম্ভব হয় না। আর অপ্রামাণিকত্বই যদি অসত্ত্ব হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় শুক্তিরজতের অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্ত্ব আছে বলিয়া তাঁহাদের অভিমত অসদ্বৈলক্ষণ্যের আর শুক্তিরজতে থাকা সম্ভব হয় না। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মেও প্রামাণিকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব নাই বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে উক্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে প্রামাণিকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব বলিলে তাদৃশ সদাদিবৈলক্ষণ্য ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মে অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে অশূন্যত্ব এবং শূন্যত্বও বলিতে পারেন না অর্থাৎ সত্ত্ব অর্থে অশূন্যত্ব ও অসত্ত্ব অর্থে শূন্যত্ব ইহাও বলিতে পারেন না; কারণ অশূন্যত্ব অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া তাঁহাদের

ব্রহ্মণ্যপি প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বয়োরভাবেন তত্রাতিব্যাপ্তেঃ। নাপি শূন্যত্বাশূন্যত্বে, অনির্ব্বাচ্যস্যাশূন্যত্বেন তত্র সুদ্বৈলক্ষণ্যাযোগাৎ। নাপি ব্রহ্মত্বশূন্যত্বে, প্রপঞ্চে ময়াপি তথাত্বাঙ্গীকারেণ ইষ্টাপত্তেঃ। ১৭০।

কিঞ্চ রূপ্যাদৌ ঘটাদৌ চ প্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকস্য চ সত্ত্বস্য ভাবাৎ কথং সদ্বৈলক্ষণ্যম্? কিঞ্চ অসত্ত্বং নাম অস্তিশব্দাভিধেয়ং নাস্তিশব্দাভিধেয়ং বা? নাদ্যঃ, ভাবত্বাপত্ত্যা স্বরূপাসিদ্ধেঃ। সদ্বস্ত্বন্তঃপাতিত্বেন সন্নিষেধেনৈব তন্নিষেধসিদ্ধৌ সত্যাং বিশেষণবৈয়র্থ্যাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তন্নিষেধে

অভিমত সদ্বৈলক্ষণ্য আর প্রপঞ্চে থাকা সম্ভব হয় না। যাহা অশূন্য, তাহা কখনও অশূন্যবিলক্ষণ হয় না। সুতরাং এই পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে ব্রহ্মত্ব ও শূন্যত্বও বলিতে পারেন না; কারণ সত্ত্ব যদি ব্রহ্মত্ব হয় এবং অসত্ত্ব যদি শূন্যত্ব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মরূপ সদ্বৈলক্ষণ্য ও শূন্যরূপ অসদ্বৈলক্ষণ্য প্রপঞ্চে আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি বলিয়া প্রপঞ্চের তাদৃশ সদাদিবৈলক্ষণ্যরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব আমাদের অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্ব্বাচ্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এই পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ১৭০।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদিতে প্রাতিভাসিক সত্ত্ব এবং ঘটাদি প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক সত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদির ও ঘটাদি প্রপঞ্চের সদ্বৈলক্ষণ্য বলিতে পারেন না। প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বস্তুর প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তা আছে বলিয়া তাহাতে সদ্বৈলক্ষণ্য কিরূপে থাকিবে? অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চ; কিন্তু উক্ত লক্ষণনিবিষ্ট সদ্বিলক্ষণত্ব লক্ষ্যে নাই, সত্ত্বই আছে; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে যে "অসদ্বিলক্ষণত্ব" বলিয়াছেন, এই অসত্ত্ব কি অস্তি শব্দাভিধেয়? অথবা নাস্তি শব্দাভিধেয়? এইরূপ বিকল্প অনুপপন্ন নহে; কারণ অসৎ শুক্তিরজতে "ইদং রূপ্যমস্তি" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা অসতেরও অস্তিশব্দাভিধেয়ত্বরূপ জ্ঞান হয়। তাহা না হইলে রজতার্থীর সম্মুখবর্ত্তী তাহাতে প্রবৃত্তি হইত না। সুতরাং ঐরূপ বিকল্প অনুপপন্ন নহে। উক্তরূপ বিকল্পের প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ অসতেরও যদি অস্তিশব্দাভিধেয়ত্ব হয়, তাহা হইলে সেই অসতের ভাবত্বই হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অসতের স্বরূপ ব্যাহত হইয়া পড়ে অর্থাৎ অসতের অস্তিশব্দাভিধেয়ত্বহেতু ভাবত্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া অসতের অসত্ত্বরূপ স্বরূপের আর সিদ্ধি হয় না। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের এই অনিষ্ট হয় যে—অস্তিশব্দাভিধেয়ত্বহেতু অসত্ত্ব সত্ত্বকোটিতে নিবিষ্ট বলিয়া অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদ্বিলক্ষণত্ব বিশেষণের দ্বারাই সেই অসতেরও ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণের অসদ্বিলক্ষণত্ব বিশেষণ ব্যর্থই হইয়া পড়ে অর্থাৎ অসত্ত্বকে অস্তিশব্দাভিধেয় বলিলে অসতের ভাবত্বই বলা হয়; আর তাদৃশ অসৎ সদ্বস্তুর অন্তর্গত বলিয়া সৎ-নিষেধের দ্বারাই অসৎ-নিষেধের সিদ্ধি হয় বলিয়া অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে "অসদ্বিলক্ষণত্ব" এই বিশেষণটি ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ অসত্ত্ব যদি নাস্তিশব্দাভিধেয় হয়, তাহা হইলে তাদৃশ অসতের নিষেধে অস্তিশব্দাভিধেয়ত্বই পর্য্যবসিত হয়। তাদৃশ অস্তিশব্দাভিধেয়ত্বরূপ অসদ্বৈলক্ষণ্য ঘটপটাদি প্রপঞ্চে আছে ইহা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে অর্থান্তরতা দোষও ঘটে। যে স্থলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়, সেই স্থলে অর্থান্তরতা দোষও অপরিহার্য্য। আর অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণে "অসদ্বিলক্ষণত্ব" পদের দ্বারা যে অসতের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে, তাহাও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। আর নাস্তিশব্দাভিধেয়রূপে অসত্ত্বের প্রতীতি

সিদ্ধসাধনপ্রসঙ্গাৎ, ব্যাবৃত্তিনৈষ্ফল্যাচ্চ, প্রতীত্যসম্ভবেন তন্নিষেধাযোগাচ্চ, অন্যথা মাতা বন্ধ্যা ইতিবৎ বচনব্যাঘাতাচ্চ ইতি সংক্ষেপঃ। ১৭১।

ইতি পরাভিমতানির্ব্বচনীয়লক্ষণগিরিনিপাতঃ॥

অথ অনির্ব্বচনীয়প্রমাণকথাপি মনোরথমাত্রা, অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। নন্বু এতাবন্তং কালং শুক্তৌ মিথ্যৈব রজতমভাৎ, মরীচিকায়াং মিথ্যৈব জলমভাৎ ইত্যাদিপ্রত্যক্ষপ্রতীতেরেব অত্র মানম্। তথাহি—ন তাবদুক্তপ্রত্যক্ষস্য সর্ব্বথা অসদ্‌বিষয়কত্বং বক্তুং শক্যম্, শশশৃঙ্গাদীনামপি প্রতীতিবিষয়তাপত্তেঃ, বাহ্যমত-

---

যদি হইত, তবেই অদ্বৈতবাদিগণ তাহার নিষেধ করিতে পারিতেন; তাদৃশরূপে অসতের প্রতীতি ত হয় না; সুতরাং প্রতীতি সম্ভব নহে বলিয়া তাদৃশ অসতের নিষেধ উপপন্ন হয় না। প্রতীতি ব্যতীত নিষেধ স্বীকার করিলে "মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যের মত উক্ত নিষেধবাক্য ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অনির্ব্বচনীয়ত্ব-লক্ষণ নিরাস করা হইল। ১৭১।

ইতি পরাভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণ নিরাস॥

অনন্তর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অনির্ব্বচনীয়ত্বে যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণ নাই, তাহাই বলা হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণকথাও অর্থাৎ প্রমাণ আছে বলাও মনোরথমাত্রই; কারণ অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"এতাবৎ কাল শুক্তিতে মিথ্যাই রজত ভাসমান হইয়াছিল" "মরীচিকায় মিথ্যাই জল ভাসমান হইয়াছিল" ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতিই অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ আছে। মিথ্যাত্ব অভাবঘটিত বলিয়া মিথ্যাত্বপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তির আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ আমরা অভাবপ্রত্যক্ষবাদী; আমাদের মতে উক্তরূপ অনুপপত্তির আশঙ্কা সম্ভব নহে। আর "উক্তরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি সর্ব্বথা অসদ্বিষয়ক" ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানে অসৎ বিষয়ের প্রকাশ হইলে অসৎ তুচ্ছ শশশৃঙ্গাদি বস্তুরও প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিষয়ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং বেদবাহ্য বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণের মতে প্রবেশের আপত্তি হইয়া পড়িবে। বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণ অসতের জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ হয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতাবলম্বন করিলে তাঁহাদের মতেই প্রবিষ্ট হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। আর পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষপ্রতীতিকে সদ্বিষয়কও বলা যায় না; কারণ উত্তরকালে "ইহা রজত নহে, কিন্তু শুক্তি" "ইহা জল নহে, কিন্তু মরীচিকা" ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা উক্ত প্রত্যক্ষপ্রতীতির বাধ হইতে দেখা যায়। অতএব সদসদ্বিলক্ষণ তৎকালোৎপন্ন রজতই ভ্রমাত্মক রজতজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে এবং সেই ভ্রমবিষয়ীভূত রজত সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই সিদ্ধ হয়। অনির্ব্বচনীয় রজতের জ্ঞানই অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি। অর্থাৎ "এতাবৎকাল শুক্তিতে মিথ্যাই রজত ভাসমান হইয়াছিল" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় রজতাদিকেই বিষয় করিয়া থাকে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিতে ঐরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিই প্রমাণ।

মাধ্ব শঙ্কা

অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্তের উপরে অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্বগণ বলিয়া থাকেন—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ "অসদেবেদং রজতমভাৎ" এইরূপই লৌকিক প্রত্যক্ষপ্রতীতি আছে; আর তদ্দ্বারা ভ্রমে ভাসমান রজত অসৎ বলিয়াই সিদ্ধ হয়; কিন্তু অনির্ব্বচনীয় বলিয়া সিদ্ধ হয় না। ন্যায়ামৃতগ্রন্থে (৪২৩ পৃষ্ঠায়) এই মাধ্বসম্মত অসৎখ্যাতিবাদ বর্ণিত হইয়াছে। মাধ্বগণ অসৎখ্যাতিবাদী হইলেও তাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এই জন্য তাঁহারা এই অসৎখ্যাতিবাদকে

প্রবেশাচ্চ। নাপি সদ্বিষয়কত্বম্, নেদং রজতমপি তু শুক্তিঃ, নেদং জলমপি তু মরীচিকা ইত্যাদিনা বাধদর্শনাৎ। তস্মাৎ সদসদ্বিলক্ষণং তাৎকালিকং রজতপ্রত্যয়গোচরমনির্ব্বচনীয়মেবেতি সিদ্ধমিতি চেৎ ন, অসদেবেদং রজতমভাদিতি পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্ষস্যাসদ্বিষয়কত্বাদিতি কেচিৎ। তৎ তুচ্ছম্, অসত্ত্বে তজ্জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাসিদ্ধেঃ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবাৎ। ন হি শশশৃঙ্গং সাক্ষাৎকরোমি—ইত্যনুভূয়তে কৈশ্চিৎ। কিঞ্চ

অন্যথাখ্যাতিবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মাধ্বসম্মত এই অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ১৭৯ পৃষ্ঠাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (কুম্ভকোণ-মুদ্রিত অদ্বৈতসিদ্ধি)। এই "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থেও মাধ্বসম্মত অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—মাধ্বগণের এই অসৎখ্যাতিবাদ অসঙ্গত; কারণ ভ্রমরূপ রজতজ্ঞানের বিষয় রজত যদি অসদ্বস্তু হইত, তবে অসৎ তুচ্ছ রজতের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারিত না; বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। গ্রন্থকার মনে করেন—বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইতে পারে না; কিন্তু পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু এই পরোক্ষজ্ঞানও স্মৃতি বা অনুমিতিরূপ নহে। বন্ধ্যাপুত্রবিষয়ক স্মরণ বা অনুমিতি হয় না; কিন্তু "বন্ধ্যাপুত্র", "শশবিষাণ" ইত্যাদি শব্দজন্য শাব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। মাধ্বগণও এইরূপই বলেন; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। অসদ্বিষয়ক শাব্দজ্ঞান হইতে পারে না। শাব্দজ্ঞান অনুভবরূপ; বন্ধ্যাপুত্রকে অনুভব করিতেছি এইরূপ কাহারও বোধ হয় না। এইরূপ শশবিষাণকে অনুভব করিতেছি, ইহা কাহারও বোধ হয় না। অনুভব স্বীকার করিলে অনুভবজন্য সংস্কার স্বীকার করিতে হইত এবং সংস্কার স্বীকার করিলে স্মরণও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। অথচ অসদ্বিষয়ক স্মরণ হয় না। এই জন্য "শশবিষাণ", "বন্ধ্যাপুত্র" এই সকল শব্দজন্য বিকল্পবৃত্তি হইয়া থাকে। এই বিকল্পবৃত্তির কথা পাতঞ্জল যোগদর্শনে বিস্তৃত করা হইয়াছে। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"। ইহাই পাতঞ্জলসূত্র। এই সূত্রের ভাষ্যাদিতে বিকল্পবৃত্তির কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি, বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানও নহে। "বন্ধ্যাপুত্রং জানামি" ইত্যাদিরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। এই জন্য বিকল্পবৃত্তি সবিষয়ক হইলেও ইচ্ছাদি বৃত্তির মত ইহা জ্ঞান নহে।

যাহা হউক, মূলকার অসদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না এই কথাই বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া সেই সন্নিকৃষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। সুতরাং শুক্তিরজতাদি অসদ্বস্তু হইলে বন্ধ্যাপুত্রাদির মত শুক্তিরজতাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। 'বন্ধ্যাপুত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি' এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না।

আরও কথা এই যে—মাধ্বমতে এই অসদ্বস্তুটি কি? অসৎ বলিয়া কি কোন বস্তু আছে? অথবা নাই? যদি প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ অসদ্বস্তু বলিয়া কোন বস্তু আছে এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে অসতের স্বরূপের হানি হইবে। অবিদ্যমান বস্তুকেই অসৎ বলে; অস্ ধাতুর অর্থই বিদ্যমানতা। আর তাহার নিষেধই অসৎ; সুতরাং অসৎ—অবিদ্যমান বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে অসতের স্বরূপহানি হইবে। "অসৎ অস্তি"—এইরূপ বলিলে ব্যাঘাতদোষও হইবে, "অসৎ অস্তি" এইরূপ বলিলে 'সত্তারহিত সত্তাবৎ' এইরূপ অর্থ হয়। সত্তারহিতকেই অসৎ বলে; "অস্তি" কথার অর্থ সত্তাবৎ; সুতরাং যাহা সত্তারহিত, তাহা সত্তাবৎ, ইহা ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট। এই ব্যাঘাত-দোষপ্রযুক্ত "অসদস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। শুক্তিরজতাদি অসৎ হইলে "শুক্তিরজতমস্তি" এইরূপ প্রতীতিও হইতে পারিত না; অথচ এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ অসৎ বলিয়া কোন বস্তুই নাই ইহা স্বীকার করা যায়, তবে যাহা কোন কালেই নাই, তাহার জ্ঞান হইবে কিরূপে? সুতরাং "শুক্তিরজতভ্রমপ্রতীতির বিষয় রজত অসৎ" এইরূপ মাধ্বসিদ্ধান্ত অসঙ্গত। যাহা কোন

অসন্নাম কিঞ্চিদস্তি ন বা ? নাদ্যঃ, স্বরূপহানেঃ ব্যাঘাতাচ্চ। দ্বিতীয়ে যদি নাস্ত্যেব কুতঃ তজ্জ্ঞানম্ ? তস্মাদুক্তপ্রতীতিগোচররজতস্য অসত্ত্বমনুপপন্নম্। ১৭২।

নন্থ বিষয়স্যাসামর্থ্যযোগেঽপি পূর্ব্বজ্ঞানসামর্থ্যাৎ উপজাতং প্রকাশতে, অস্যাসৎপ্রকাশনশক্তিত্বাদেব

কালে কোন দেশে নাই, তাহাই অসদ্বস্তু; মাধ্বগণও ইহাই স্বীকার করেন; "সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব" ইহাই ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন। ১৭২।

বৌদ্ধ-শঙ্কা

অসদ্বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। ইহাতে অসৎখ্যাতিবাদী বৌদ্ধগণ আপত্তি করেন যে—অসৎ বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় না এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। অসৎ বস্তুই মাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। বিষয় যদি অসৎ না হইত, তবে তাহা জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারিত না। এই স্থলে মূলকার এই বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভামতীগ্রন্থের অনুবাদমাত্র। যাহা হউক, এই বৌদ্ধগণ বলেন যে—অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব; অর্থক্রিয়াকারিত্বকথার অর্থ—কিঞ্চিৎকরত্ব। যাহা কিঞ্চিৎকর, তাহাই সৎ। অকিঞ্চিৎকর বস্তুকেই অসৎ বলা হয়। বৌদ্ধগণ বৈশেষিকগণের মত সত্তাজাতি স্বীকার করেন না। এইজন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎকরত্বকেই সত্ত্ব বলেন। জ্ঞানের বিষয় অসৎ, এইজন্য তাহা অকিঞ্চিৎকর; যাহা কিঞ্চিৎকর, তাহাতে কিঞ্চিৎকর-সামর্থ্য থাকে। যাহার কিঞ্চিৎকরণসামর্থ্য নাই, তাহাই অসৎ। বিষয় অসৎ বলিয়া তাহার কিঞ্চিৎকরণসামর্থ্য নাই অর্থাৎ কোন সামর্থ্য নাই। সুতরাং বিষয় সর্ব্বসামর্থ্যহীন। সর্ব্বসামর্থ্যহীন বিষয় জ্ঞানের জনকও হইতে পারে না। প্রত্যক্ষজ্ঞান বিষয়জন্য হইয়া থাকে; কিন্তু এই বৌদ্ধমতে বিষয় অসৎ বলিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান বিষয়জন্য নহে, ইহাই তাঁহারা বলেন। বিষয় জ্ঞানের জনক না হইলেও জ্ঞানের অব্যবহিতপূর্ব্বভাবী জ্ঞান অব্যবহিতপরভাবী জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। পূর্ব্বজ্ঞানই উত্তরজ্ঞানের জনক; পূর্ব্বজ্ঞান ভিন্ন উত্তরজ্ঞানের জনক অন্য কেহ নহে। ইহাদের মতে জ্ঞান সদ্বস্তু; এইজন্য জ্ঞানের কিঞ্চিৎকরত্ব আছে; সুতরাং পূর্ব্বজ্ঞান উত্তরজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। পূর্ব্বজ্ঞানে উত্তরজ্ঞানজননসামর্থ্যপ্রযুক্তই পূর্ব্বজ্ঞান হইতে উত্তরজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু উত্তরজ্ঞান বিষয়সামর্থ্যপ্রযুক্ত উৎপন্ন হয় না। বিষয় অসৎ বলিয়া তাহার কোন সামর্থ্য নাই। জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক; কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অসৎ। এইজন্য জ্ঞানের অসৎপ্রকাশনসামর্থ্য এই মতে স্বীকার করা হয়। এই অসৎপ্রকাশনশক্তির নাম—অবিদ্যা। এই অসৎপ্রকাশনসামর্থ্যপ্রযুক্তই অসৎ বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই কারণে অসৎ রজতাদির জ্ঞানও উপপন্ন হয়। জ্ঞানের শক্তিপ্রযুক্তই অসৎ রজতের প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহাতে আপত্তি এই যে—শক্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু নহে; কিন্তু শক্যের দ্বারা শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে। শক্য না থাকিলে শক্তির কল্পনা হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে যে জ্ঞানে অসৎপ্রকাশনশক্তি স্বীকার করা হইয়াছে, এই অসৎপ্রকাশনশক্তির শক্য কি সৎ ? অথবা অসৎ ? যদি এই অসৎপ্রকাশনশক্তির শক্য অসৎ বলা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে; কারণ শক্য দ্বিবিধ হইয়া থাকে। কার্য্য ও জ্ঞাপ্যভেদে শক্য দুইপ্রকার। সুতরাং বিজ্ঞানগত অসৎপ্রকাশনশক্তির শক্য অসৎ বলিলে তাহা কার্য্য অথবা জ্ঞাপ্য হইতে পারে। যদি উক্ত শক্তির শক্য কার্য্য হয় ও তাহা অসৎ হয়, তবে ইহাই হইল যে—বিজ্ঞানের শক্তির কার্য্য অসৎ; কিন্তু তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ অসৎ যেমন কোন কিছুর কারণ হয় না, এইরূপ কার্য্যও হইতে পারে না। অসৎ যদি কাহারও কার্য্য হইত, তবে আকাশকুসুমও কাহারও কার্য্য হইতে পারিত। এইজন্য বিজ্ঞানশক্তির শক্য কার্য্য নহে। এইরূপ উক্ত শক্তির শক্য জ্ঞাপ্যও নহে; অসৎ বিষয়ের প্রকাশ যদি বিজ্ঞানের জ্ঞাপ্য হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—বিষয়ের প্রকাশ

,উক্তানুভবঃ সুপপন্ন ইতি চেৎ ন, শক্যাভাবে শক্তেরেব অসম্ভবাৎ। ন চাসদেবাস্যাঃ শক্যমিতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। অসদ্ বিজ্ঞানকার্য্যং বা তজ্জ্ঞাপ্যং বা? নাদ্যঃ, অসতঃ কার্য্যত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা খপুষ্পাদিকমপি কস্যচিৎ কার্য্যং স্যাৎ। দ্বিতীয়েঽপি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানান্তরদ্বারা অসৎপ্রকাশকম্, উত স্বয়মেব বিজ্ঞানং অসতঃ প্রকাশঃ? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানান্তরানুপলব্ধেঃ অনবস্থাপত্তেশ্চ। নান্ত্যঃ, সদসতোঃ

জ্ঞাপ্য হইলে বিজ্ঞানকে জ্ঞাপক বলিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎ বিষয়ের প্রকাশের জ্ঞাপক বিজ্ঞান এইরূপ বলিতে হইবে। জ্ঞানজনককেই জ্ঞাপক বলে। জ্ঞাপন কথার অর্থ—জ্ঞানজনন। বিজ্ঞান জ্ঞাপক হইলে জ্ঞাপ্য বিষয়প্রকাশের জ্ঞানজনক হয় ইহাই হইল। বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশের জ্ঞাপক বলিয়া অসৎপ্রকাশবিষয়ক জ্ঞানজনক। বিজ্ঞানজনিত জ্ঞানও জ্ঞাপকই হইবে। সুতরাং তাহা হইতেও অন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই জ্ঞানও জ্ঞাপকই হইবে; এইরূপে অসৎ বিষয়ের প্রকাশের জন্য জ্ঞাপক বিজ্ঞানধারা স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানধারা স্বীকার করিলেও বিষয়প্রকাশের সিদ্ধি হইবে না। অভিপ্রায় এই যে—বিজ্ঞান স্বয়ং বিষয়ের প্রকাশ করিতে না পারিয়া জ্ঞাপক হইয়া থাকে। জ্ঞাপক কথার অর্থ—জ্ঞানজনক; জনিত জ্ঞানও জ্ঞাপকই হইবে; কারণ জ্ঞান সাক্ষাৎ বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া জ্ঞাপক হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত জ্ঞানই যদি জ্ঞাপক হয়, তবে অনন্ত জ্ঞানধারা স্বীকার করিলেও বিষয়ের প্রকাশ কিছুতেই হইতে পারিবে না। বিজ্ঞানধারা স্বীকার করায় অনবস্থাদোষ ত হইবেই; কিন্তু বিষয়ের প্রকাশও হইতে পারিবে না। বিষয়বিষয়ক জ্ঞান সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী অনন্ত বিজ্ঞানধারা কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে। ঘটজ্ঞানের অনুভবে ঘট ও জ্ঞান এই দুইটি বস্তু ভাসমান হয়; কিন্তু জ্ঞানজন্য জ্ঞানান্তর ও সেই জ্ঞানান্তর হইতে জ্ঞানান্তর এইরূপ নিরবধি জ্ঞানধারা কাহারই অনুভবসিদ্ধ নহে। জ্ঞাপক জ্ঞানের ধারা স্বীকার করিলেও যে বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না, তাহা বলাই হইয়াছে।

আর যদি এইরূপ স্বীকার করা যায় যে—বিজ্ঞান অসৎ-প্রকাশের জ্ঞাপক নহে; কিন্তু বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশস্বরূপ। বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশের জ্ঞাপক নহে। বৌদ্ধগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে। বিজ্ঞান যদি অসতের প্রকাশস্বরূপ হয়, তবে প্রকাশস্বরূপ বিজ্ঞানের সহিত অসতের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অসতের—এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ। সৎস্বরূপ বিজ্ঞানের সহিত অসৎ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। দুইটি সদ্বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য সতের সহিত অসতের কিম্বা অসতের সহিত অসতের সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—অসৎবিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বিজ্ঞানই অসতের প্রকাশস্বরূপ হইবে, তাহা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ বিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রকাশরূপ হইতে পারে না। অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রকাশরূপ হইলে যে কোন একটি বিজ্ঞান অসম্বদ্ধ যাবদ্বিষয়ের প্রকাশরূপ হইত এবং তাহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইয়া পড়িত। ঘটের সহিত অসম্বদ্ধ বিজ্ঞানই যদি ঘটের প্রকাশরূপ হয়, তবে সেই বিজ্ঞান অসম্বদ্ধ পটাদি বিষয়ের প্রকাশরূপ হইবে না কেন? এই স্থলে মূলকার যে উদাহরণটি দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। ধ্রুব-নক্ষত্রের প্রত্যক্ষে চক্ষু ও ধ্রুবের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত ছিল, এইরূপ উদাহরণ গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। উদাসীন বস্তুরও প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে। যদি মনে করা যায়—চক্ষু ও ধ্রুবের মধ্যবর্ত্তী বস্তুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ আছে; উদাসীন বস্তুর সহিত সন্নিকর্ষ নাই, তাহাতে আপত্তি এই যে—অসৎ বস্তুর সহিত চক্ষুরই সন্নিকর্ষ হইল কিরূপে? "চক্ষুঃসন্নিকর্ষ" এই কথার অর্থ—চক্ষুর সম্বন্ধ। অসতের সহিত যেমন বিজ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ চক্ষুরও সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর যদি অসদ্বিষয়ের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়, তবে ত অসতের সহিত সম্বন্ধ স্বীকারই করা হইল; চক্ষু সৎই হউক, আর অসৎই হউক, চক্ষুর সহিত অসদ্বিষয়ের সম্বন্ধ স্বীকৃতই হইল।

সম্বন্ধাসম্ভবাৎ। ন হি অসম্বদ্ধং বস্তু প্রকাশয়িতুং বিজ্ঞানসহস্রস্যাপি শক্যত্বম্। অন্যথা ধ্রুবপ্রত্যক্ষে তন্মধ্যদেশবৃত্তিবস্তুজাতস্যাপি প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চাসদধীননিরূপত্বং সদ্রূপবিজ্ঞানস্য অসতা তেন সম্বন্ধাভ্যুপগমান্নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্, অসতোঽভাবরূপস্য নিরূপকত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ন অসতঃ প্রতীবিষয়ত্বমিতি। ১৭৩।

নন্থ মাস্তু রজতাদের্ব্বিষয়স্য অসতো ভানম্, উক্তযুক্ত্যসহত্বাৎ। কিন্তু সদেবাস্তু ইত্যাহুরন্যে।

অসদ্বিষয়ের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ স্বীকার করিলে জ্ঞানের সহিত অসদ্বিষয়ের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানজনক চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষাশ্রয়ত্বই জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ। এইরূপ বিষয়সন্নিকৃষ্টচক্ষুর্জন্যত্বই বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

যদি বৌদ্ধগণ বলেন—অসৎ বিষয় জ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে; বিষয় নিরূপক ও জ্ঞান নিরূপ্য; জ্ঞানের নিরূপণ অসৎ বিষয়ের অধীন; নির্ব্বিষয় জ্ঞান নিরূপিতই হইতে পারে না। এইজন্য সৎ জ্ঞান অসদধীননিরূপণ হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে – অসৎ বিষয় সমস্ত সামর্থ্যরহিত অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য অসৎ বিষয় বিজ্ঞানের নিরূপক হইতে পারে না। "নিরূপক" কথার অর্থ—নিরূপণের জনক, যাহা কিছুরই জনক নহে, তাহা নিরূপণেরও জনক হইতে পারে না। সুতরাং অসৎ বিষয় প্রতীতির বিষয়ই হইতে পারে না। (এই কথাগুলি ভামতী গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ মাত্র; ভামতী গ্রন্থে ইহা সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভামতী ২২পৃঃ নির্ণয়সাগর)। ১৭৩।

সৎখ্যাতিবাদীর শঙ্কা

যাঁহারা ভ্রমে ভাসমান রজতাদির অসদ্রূপতা স্বীকার করেন, প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তাঁহাদের মত অসঙ্গত হইলেও ভ্রমে ভাসমান রজতাদির সদ্রূপতাবাদী বৌদ্ধগণের তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—রজতাদির সদ্রূপতাবাদী বৌদ্ধগণের মতও অসঙ্গত। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সদ্রূপ হইলেও জিজ্ঞাসা এই যে—তাহা কি আন্তর? অথবা বাহ্য? ইহাকে আন্তর বলা সঙ্গত নহে; কারণ এই বৌদ্ধমতে আন্তর বস্তুমাত্রই বিজ্ঞান। ভ্রমে ভাসমান রজত আন্তর হইলে তাহা বিজ্ঞানস্বরূপ হইবে। এইজন্য এই বৌদ্ধগণ আন্তর সুখাদিকেও বিজ্ঞানস্বরূপই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভ্রমে ভাসমান রজতের বিজ্ঞানরূপতাতে কোনও প্রমাণ নাই। রজত বিজ্ঞান নহে, কিন্তু বিজ্ঞেয় ইহাই অনুভূত হয়। এই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে "ভ্রমে ভাসমান রজতাদি ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ ব্যতীতই অপরোক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া রজতাদি বিজ্ঞানের সহিত অভিন্ন" এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ ব্যতীতই অপরোক্ষ হয়, এইরূপ ভ্রমে ভাসমান রজতাদি ও সুখাদিও ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ ব্যতীতই অপরোক্ষ হইয়া থাকে। এইজন্য রজতাদি ও সুখাদি বিজ্ঞানাভিন্ন আন্তর বস্তু। বিজ্ঞান সদ্বস্তু বলিয়া রজতাদিও সদ্বস্তু। ইহাই বিজ্ঞানবাদীর অভিপ্রায়।

বৌদ্ধগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত। রজত বিজ্ঞানাভিন্ন বলিয়া সদ্বস্তু হইবে ইহা বলা যায় না। কারণ রজত বিজ্ঞানের সহিত অভিন্নই নহে। "রজতং জানামি" এইরূপে রজত ও জ্ঞান ভিন্নরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ক্রিয়া ও কর্ম্মরূপে ভাসমান বিজ্ঞান ও রজত অভিন্ন হইতে পারে না। ছিদা ও ছিদ্য অভিন্ন হয় না। আরও কথা এই যে—বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানই বিজ্ঞাতা, প্রতিপত্তিই প্রতিপত্তা; রজত যদি বিজ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইত, তবে "আমিই রজত" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত ছিল। বিজ্ঞানবাদিগণ রজতকে প্রতিপত্তার সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন।

তৎ তুচ্ছম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—সদ্রূপং রজতং বাহ্যম্ আন্তরং বা? ন তাবদান্তরং তস্য বিজ্ঞানত্বে মানাভাবাৎ, সুখাদিবৎ কেবলসাক্ষিবেদ্যত্বলক্ষণান্তরত্বস্য তব পূর্ব্বাচার্য্যৈরনঙ্গীকারেণ অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ। সদ্রজতস্য বিজ্ঞানাভিন্নত্বে "রজতং জানামি" ইতি ভেদানুভববিরোধাৎ। প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াভেদেন "অহং রজতম্" ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চানুভবস্যৈবাত্র প্রমাণত্বাৎ কথং প্রমাণাভাবত্বমিতি বাচ্যম্, অবিচারিতত্বাৎ। তথা হি—"ইদং রজত"মিতি প্রত্যয়স্যান্তরত্বে মানত্বমভিপ্রেতং বাধরূপস্য "নেদং রজত"-মিতি প্রত্যয়স্য বা? নাদ্যঃ, ইদন্ত্বস্য রজতত্বাসমানাধিকরণ্যবোধনমাত্রেণ উপক্ষীণত্বাৎ ন অন্যত্র মানত্বম্। নাপি দ্বিতীয়ঃ, ন হি বাধজ্ঞানং তস্য জ্ঞানাকারত্বমবগাহতে, অপি তু পুরোবর্ত্তিনি তদ্ভেদমাত্রম্। ইদমি নিষিদ্ধস্য রজতস্য দেশান্তরে সত্ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। ১৭৪।

কিঞ্চ রজতস্য জ্ঞানাকারত্বং তৎস্বভাবতো বা হেত্বন্তরনিরূপ্যং বা? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নমাত্রাণাং

ইহাতে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে—"ভ্রমে ভাসমান রজত যে বিজ্ঞানস্বরূপ, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত; কারণ অনুভবই রজতের বিজ্ঞানরূপত্বে প্রমাণ। অনুভবের দ্বারাই জানা যায়—রজত বাহ্য নহে, কিন্তু আন্তর। যাহা অনুভবসিদ্ধ তাহা নিষ্প্রমাণও বলা যায় না। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—বৌদ্ধগণের এতাদৃশ উক্তি অবিচারিত অর্থাৎ বিচারবিবর্জ্জিত। কারণ তাঁহারা রজতের আন্তরত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য যে অনুভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন, সেই অনুভবটি কি? তাহা কি "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি? অথবা "নেদং রজতম্" এইরূপ রজতের বাধপ্রতীতি? অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতি? কিম্বা বাধপ্রতীতি? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ ভ্রমপ্রতীতিতে রজত ইদংবস্তুর সহিত অভেদে ভাসমান হইয়া থাকে, ইদন্ত্বধর্ম্মের সহিত রজতত্ব-ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্যমাত্র ভাসমান হয়। কিন্তু "ইদং রজতম্" এই প্রতীতি রজতের বিজ্ঞানাকারতা প্রকাশ করে না। রজত বিজ্ঞানের আকাররূপে ভাসমান হইলে "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি না হইয়া "অহং রজতম্" এইরূপ প্রতীতিই হইত। সুতরাং "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা রজতের বিজ্ঞানাকারতা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধপ্রতীতির দ্বারাও রজতের বিজ্ঞানাকারতা সিদ্ধ হয় না; কারণ "নেদং রজতম্" এই প্রতীতির বিষয় রজতের বিজ্ঞানাকারতা নহে; কিন্তু পুরোবর্ত্তী ইদংবস্তুর সহিত রজতের ভেদমাত্রই ভাসমান হইয়া থাকে। পুরোবর্ত্তী ইদং বস্তু হইতে ভিন্ন রজত পুরোবর্ত্তী নহে। রজত পুরোবর্ত্তী দেশে নাই; "অত্র রজতং নাস্তি" এইরূপ রজতবাধপ্রতীতেও রজত পুরোবর্ত্তী দেশে নাই ইহাই বুঝা যায়। যাহা পুরোবর্ত্তী দেশে নাই, তাহাই বিজ্ঞানের আকার হইবে এইরূপ বলা যায় না। যাহা পুরোবর্ত্তী দেশে নাই তাহা দেশান্তরে থাকিতে পারে। সুতরাং বাধপ্রত্যয়ের দ্বারা রজতের দেশান্তরসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু রজতের বিজ্ঞানাকারতা সিদ্ধ হয় না। ১৭৪।

আরও কথা এই যে—রজতকে যে বিজ্ঞানের আকার বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি? বিজ্ঞান স্বভাবতঃই রজতাকার হইয়া থাকে ইহাই কি অভিপ্রায়? রজতাকারতা বিজ্ঞানমাত্রের স্বভাব হইলে সমস্ত বিজ্ঞানই রজতাকার হইত। যদি বলা যায়—বিজ্ঞান স্বভাবতঃ রজতাকার হয় না, কিন্তু কারণান্তরপ্রযুক্তই বিজ্ঞান রজতাকার হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিজ্ঞানবাদিগণ কোন কারণান্তর স্বীকার করেন না; সুতরাং বিজ্ঞান স্বভাবতঃই রজতাকার হয় ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আর তাহাতে সমস্ত বিজ্ঞানই রজতাকার হইয়া যাইবে। আরও কথা এই যে—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে কি বাহ্য শুক্ত্যাদিতে আন্তর রজতের অধ্যাস স্বীকার করা হয়? অথবা আন্তর রজতে বাহ্যত্বের অধ্যাস স্বীকার করা হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত; কারণ বিজ্ঞানবাদীর

সর্ববিজ্ঞানানাং রূপ্যাকারত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, হেত্বন্তররূপবস্তুমাত্রানঙ্গীকারাৎ। অপি চ আন্তরস্য রজতস্য বাহ্যে শুক্ত্যাদাবধ্যাসোঽভিপ্রেতঃ, আন্তরে রজতে বহিষ্ট্বস্য বা ? নাদ্যঃ, তব মতে বাহ্যস্য অলীকত্বাৎ কথং তত্রাধ্যাসঃ ? ন দ্বিতীয়ঃ, রজতস্যাপি বাধার্হত্বেন তত্র বহিষ্ট্বারোপাযোগাৎ। নেদং রজতমিতি

মতে বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য বস্তু নাই ; সুতরাং তাঁহাদের মতে বাহ্য বস্তু অলীক ; অলীক বাহ্য বস্তুতে অধ্যাস হইবে কিরূপে ? এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ রজতও বাধ্য বস্তু বলিয়া বাধ্য রজতে বাহ্যত্বের আরোপ হইবে কিরূপে ? "নেদং রজতম্" এই বাধপ্রতীতি বিশিষ্টরজতবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং রজত যে বাধার্হ তাহা সর্বানুভবসিদ্ধ। এইজন্য বাধার্হ রজতে বাহ্যত্বের অধ্যাস কল্পনা করা যায় না।

আরও কথা এই যে—"নেদং রজতং কিন্তু শুক্তিঃ" এইরূপই বাধ হইয়া থাকে। বাহ্য শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানেই রজতের বাধ হয় ; বাধের দ্বারা বাহ্য শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানই পরিশিষ্যমাণ থাকে ; কিন্তু এইরূপ বাধ হয় না যে—ইহা রজত নহে, কিন্তু রজত আন্তর। বাহিরে রজত নাই কিন্তু আমার মধ্যে রজত আছে এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। সুতরাং "রজতভ্রমে আন্তর রজতই ভাসমান হইয়া থাকে" এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

পূর্ব্বে অসৎখ্যাতিবাদনিরাকরণপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে ভ্রমে ভাসমান রজত অসৎ হইতে পারে না। এইজন্য "সদ্রূপ রজতই ভাসমান হয়" ইহাই বলিতে হইবে। ভ্রমে ভাসমান সদ্রূপ রজত কি আন্তর হইবে ? অথবা বাহ্য হইবে ? ভ্রমে ভাসমান রজত যে আন্তর হইতে পারে না, তাহা দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধগণই এই ভ্রমে ভাসমান বস্তুকে আন্তর বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ এই রজতকে আন্তর স্বীকার করিলেও তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞানের আকারকে বিজ্ঞানসমানসত্তাক বলেন না। বিজ্ঞান হইতে ন্যূনসত্তাক হইলে তাহা সদ্রূপ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের সমানসত্তাক আকারই সদ্রূপ। এই সমস্ত কথা মূলকার আলোচনা করেন নাই বলিয়া আমরাও আলোচনা করিলাম না। যাহা হউক, ভ্রমে ভাসমান রজত যে আন্তর হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। ভ্রমে ভাসমান রজতাদির আন্তরত্ববাদী বৌদ্ধগণকে আত্মখ্যাতিবাদীই বলা হয়। সুতরাং আত্মখ্যাতিবাদ যে অসঙ্গত, তাহাও বলা হইল। ভ্রমে ভাসমান রজত আন্তর হইতে না পারিলে বাহ্য হইবে ; সুতরাং রজতাদির বাহ্যত্ববাদিগণের মতের সমীক্ষা সম্প্রতি প্রদর্শিত হইতেছে। আর এইজন্য মূলকার এইস্থলে বলিয়াছেন—"নাপি বাহ্যং তস্য বিষয়ঃ" (১২৭ পৃঃ)। বাহ্য রজতাদি ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যদি বাহ্য রজতাদি ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হয় বলা যায়, তবে (১ম পক্ষ) তাহা কি পুরোবর্ত্তী (সম্মুখস্থিত) ? (২য় পক্ষ) অথবা দেশান্তরস্থিত ? যদি পুরোবর্ত্তী বলা যায়, তবে রজতভ্রমে পুরোবর্ত্তী বস্তু শুক্ত্যাদি দ্রব্য ; শুক্ত্যাদি দ্রব্য রজতজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এইজন্য পুরোবর্ত্তী দ্রব্য শুক্ত্যাদির পরিণাম রজত ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে "পুরোবর্ত্তী শুক্ত্যাদি-দ্রব্য রজতরূপে পরিণত হইয়া ভ্রমাত্মক রজতজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে" এইরূপ বলিতে হইবে। অথবা "রজত শুক্তিকার পরিণাম নহে ; কিন্তু শুক্তিবিষয়ক অবিদ্যার পরিণাম। শুক্তিবিষয়ক অবিদ্যা বা অজ্ঞানই রজতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাপরিণাম রজতই রজতভ্রমের বিষয় হয়" এইরূপ বলিতে হইবে। এই প্রদর্শিত দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। যদি রজত শুক্তিকার পরিণাম হইত, তবে শুক্তিকার সমানসত্তাক হইত। উপাদানের সমানসত্তাক উপাদেয়কে পরিণাম বলে। রজত শুক্তির সমানসত্তাক হইলে শুক্তির মত রজতেরও বাধ হইতে পারিত না। অথচ শুক্তিতে রজতভ্রমের পরে "নেদং রজতম্" "নাত্র রজতম্" ইত্যাদিরূপে রজতের বাধ সর্বানুভবসিদ্ধ। এইজন্য রজতকে শুক্তির পরিণাম বলা যায় না। এইরূপ দ্বিতীয়পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ অবিদ্যা রজতের উপাদান হইতে পারে না। রজতের উপাদান রজতাবয়ব ; এই রজতাবয়ব না থাকিলে রজতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যামাত্র

বাধস্য বিশিষ্টরজতবিষয়কস্যানুভবসিদ্ধত্বেন তৎকল্পনাসম্ভবাৎ। অতএব নেদং রজতং কিন্তু শুক্তিরিতি বাহ্যাধিষ্ঠানাবধিকো বাধঃ, অন্যথা নেদং রজতং কিন্তু আন্তরমিত্যনুভবাপত্তেঃ। তস্মাৎ নান্তরং রজতমত্র বিষয় ইতি সিদ্ধম্। নাপি বাহ্যং তস্য বিষয়ঃ, তথাচাত্র পুরোবর্ত্তি বা, দেশান্তরস্থং বা? আদ্যে পুরোবর্ত্তিদ্রব্য-পরিণামোঽবিদ্যাপরিণামো বা বিষয়োঽভিপ্রেতঃ? নাদ্যঃ, শুক্তিপরিণামস্য রজতস্য শুক্তিসমসত্তাকত্বাপত্ত্যা বাধাযোগাৎ। দ্বিতীয়ে তু ক্লৃপ্তোপাদানাভাবে অবিদ্যায়াঃ তদুৎপাদকত্বাভাবাৎ। তস্যাঃ দোষাদিবৎ

রজতের উৎপাদক হইতে পারে না। আরও বিশেষ কথা এই যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান নহে; কিন্তু ভ্রমের সহকারী পিত্ত-দূরত্বাদি দোষের মত অবিদ্যা সহকারী কারণমাত্র হইয়া থাকে। সহকারী কারণকে উপাদান বলা যায় না। উপাদানে উপাদেয় আশ্রিত হইয়া থাকে। সহকারী কারণে কখনও উপাদেয় আশ্রিত হয় না। যাঁহারা অবিদ্যার পরিণাম রজত বলেন, তাঁহাদের মতে অবিদ্যাই রজতের উপাদান। অথচ রজত অবিদ্যাতে আশ্রিত নহে; আশ্রিত হইলে অবিদ্যার সহিত রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইত। যেমন "মৃদ্ঘটঃ", "সুবর্ণকুণ্ডলম্" এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ কখনও প্রতীত হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। এই প্রদর্শিত দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি ব্রহ্মপরিণামবাদী ভগবদ্ভাস্করের সম্মত, আর দ্বিতীয় পক্ষটি ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদী শঙ্করাচার্য্যের অভিমত।

আর যদি এইরূপ বলা যায়—দেশান্তরস্থ রজতই রজতভ্রমের বিষয় হইয়া থাকে, তবে দেশান্তরস্থ রজত চাক্ষুষ রজতজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে না; অথচ "চক্ষুষা রজতং পশ্যামি অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা রজত দেখিতেছি" এইরূপ অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। দেশান্তরস্থ রজত চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। কারণ দেশান্তরস্থ রজতের সহিত চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগসন্নিকর্ষ নাই। দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগই সন্নিকর্ষ; রজত দ্রব্যপদার্থ, দেশান্তরস্থ রজতদ্রব্যের সহিত নেত্রের সংযোগসন্নিকর্ষ নাই; এই পক্ষটি অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বৈশেষিকগণের সম্মত। তাঁহারা দেশান্তরস্থ রজতের সহিত সংযোগসন্নিকর্ষ নাই মনে করিয়া রজতজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলেন; কিন্তু দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ক্লৃপ্তকারণ ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ না থাকিলে মনগড়া বহু সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলেও রজতের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবার কোন আশা নাই। যে-কোন বস্তুর সন্নিকর্ষনামকরণ করিয়া দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ উপপাদন করা যায় না। যে-কোন সন্নিকর্ষই দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ নহে; কিন্তু দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সন্নিকর্ষ দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ। দেশান্তরস্থ রজতের সহিত চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষ নাই ইহা সর্ব্বসম্মত; সুতরাং অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ দেশান্তরস্থ রজতের চাক্ষুষজ্ঞান কোনরূপেই উপপাদন করিতে পারেন না।

অন্যথাখ্যাতিবাদীর প্রতি প্রদর্শিত আপত্তি যদিও সকলেই প্রদর্শন করিতে পারেন, তথাপি এই স্থলে মূলকার অখ্যাতিবাদীর দ্বারাই এই আপত্তির অবতারণা করাইয়াছেন। অখ্যাতিবাদের অবতারণা করাই ইহার অভিপ্রায়। মীমাংসাদর্শনের শাবরভাষ্যের নিবন্ধকার মহামতি প্রভাকরমিশ্র তাঁহার "বৃহতী" টীকাতে এই অখ্যাতিবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। এইজন্য প্রাভাকরমতানুসারী শালিকনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ "ঋজুবিমলা", "প্রকরণ-পঞ্চিকা", "নয়বিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থে এই অখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়াছেন। মূলকার এই স্থলে এই অখ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিবেন। এজন্যই অখ্যাতিবাদীর দ্বারা অন্যথাখ্যাতিবাদে আপত্তি উত্থাপন করাইয়াছেন।

অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, দেশান্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষ নাই বলিয়া রজতের চাক্ষুষ-জ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য চাক্ষুষ রজতভ্রম অনুপপন্ন। আরও কথা এই যে, ইন্দ্রিয়জন্য ভ্রমজ্ঞান হইতেই

সহকারিমাত্রত্বাৎ। দেশান্তরবৃত্তিত্বাঙ্গীকারে দ্বিতীয়ে চ ন তাবৎ কেবলচাক্ষুষতদ্বিষয়কং জ্ঞানং জায়তে ইতি বক্তুং শক্যম্, তস্যাসন্নিকর্ষাৎ ; ইন্দ্রিয়াণাং সমীচীনজ্ঞানজননসামর্থ্যনিয়মাৎ। নাপি দোষসহিতাৎ চাক্ষুষতজ্জ্ঞানোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, দোষস্য প্রকৃতকার্য্যোপজননসামর্থ্যবিঘাতমাত্রহেতুত্বাৎ। তস্মাৎ দেশান্তরবর্ত্তিরজতারোপো মনোরথমাত্র এবেতি নান্যথাখ্যাতিবাদঃ সম্ভবতীতি সিদ্ধম্। ১৭৫।

অন্যে তু ইদং রজতমিতি বিশিষ্টজ্ঞানমেব নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ, সর্ব্বেষাং প্রত্যয়ানাং যথার্থত্বেন ভ্রমস্যৈব অসিদ্ধেঃ। বিমতাঃ সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ যথার্থাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, অয়ং ঘট ইত্যাদি প্রত্যয়বৎ—ইত্যনুমানাৎ। ন চ প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্তেরেব মানত্বাৎ কথমপ্রমাণত্বমিতি বাচ্যম্, প্রবৃত্তেরন্যথোপপন্নত্বাৎ।

পারে না। ইন্দ্রিয়মাত্রই সমীচীন জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, ইহাই অবধৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়মাত্রে সমীচীন জ্ঞানের জনকতা অবধৃত আছে বলিয়া ইন্দ্রিয়মাত্রে সমীচীন জ্ঞানজননসামর্থ্য আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সামর্থ্য কথার অর্থ—শক্তি ; সুতরাং ইন্দ্রিয়মাত্রে সমীচীন জ্ঞানজননশক্তি আছে বলিয়া ইন্দ্রিয় অসমীচীন জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। বহ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে বলিয়া বহ্নি হইতে দাহই হইয়া থাকে ; কিন্তু বহ্নি হইতে কখনও ক্লেদন হইতে পারে না। ক্লেদনশক্তি জলের, বহ্নির নহে। যাহা হউক, সমীচীন জ্ঞানজননসমর্থ ইন্দ্রিয় কখনও অসমীচীন জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। সুতরাং অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভ্রমাত্মক রজতচাক্ষুষজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া থাকেন, তাহা অসঙ্গত। যদি অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, শুদ্ধচক্ষু সমীচীন চাক্ষুষ জ্ঞানের জনক হইলেও দোষসহকৃত চক্ষু রজতভ্রমের জনক হইতে পারিবে। সহকারীর দোষপ্রযুক্তই ইন্দ্রিয় অসমীচীন জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় হইতে সমীচীন জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সদোষ ইন্দ্রিয় হইতে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইতে বাধা কি ?

এতদুত্তরে অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। দোষসহকৃত ইন্দ্রিয় অভিনব কার্য্যের জনক হইতে পারে না। দোষের ইহাই মাত্র সামর্থ্য বা মহিমা এই যে, যে কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, দোষ থাকিলে সেই কারণ হইতে সেই কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। দোষ কারণের কার্য্যোৎপাদন-সামর্থ্যমাত্রের বিঘটক হইয়া থাকে ; কিন্তু অভিনব কার্য্যোৎপাদনের সামর্থ্য সম্পাদন করে না। যববীজই যবাঙ্কুরের জনক হইয়া থাকে ; দুষ্ট যববীজ যবাঙ্কুরের জনক হয় না ; কিন্তু দুষ্ট যববীজ তিলাঙ্কুরের জনক হইবে, এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং "দেশান্তরস্থ রজত চাক্ষুষভ্রমে ভাসমান হইয়া থাকে", এইরূপ বলা যায় না বলিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে। ১৭৫।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অন্যথাখ্যাতিবাদ অসঙ্গত হয় বলিয়া অখ্যাতিবাদ স্বীকার করাই সঙ্গত। অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, যাহাকে লোকে ভ্রমজ্ঞান বলে, যেমন শুক্তিতে "ইদং রজতম্", এইরূপ জ্ঞান ; রজ্জুতে "অয়ং সর্পঃ", এইরূপ জ্ঞান ; এই সকল জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান নহে অর্থাৎ "ইদং রজতম্", এই জ্ঞান রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান নহে ; অথবা রজততাদাত্ম্যবিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান নহে। এইরূপ "অয়ং সর্পঃ", এইরূপ প্রতীতিও সর্পত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান নহে, কিংবা সর্পতাদাত্ম্যবিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান নহে। পুরোবর্ত্তী (সম্মুখস্থিত) বস্তুকেই ইদংবস্তু বলে। রজতভ্রমে পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ ভাসমান হয় না ; কিংবা পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজততাদাত্ম্য ভাসমান হয় না ; কারণ পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজতত্বের সংসর্গ বা রজতের তাদাত্ম্য নাই। ইহা অলীক ; এই সংসর্গ বা তাদাত্ম্য অলীক বলিয়া তাহা জ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে না। এইজন্য ভ্রমজ্ঞানমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান নহে। ভ্রমজ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান হয়, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই।

তথাহি—ইদমিতি গ্রহণাত্মকং রজতমিতি স্মরণাত্মকম্, তয়োঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতসংসর্গয়োঃ জ্ঞানয়োঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ তুষ্টকরণস্য রজতার্থিনঃ পুংসঃ পুরোবর্ত্তিনি প্রবৃত্তিঃ সুপপন্না। অন্যথা জ্ঞানস্যা-যথার্থত্বেন তত্র বিশ্বাসাসম্ভবাৎ "জ্ঞানস্য ব্যভিচারিত্বে বিশ্বাসঃ কিংনিবন্ধনঃ" ইতি বচনাৎ তস্য ভ্রমত্বা-

---

শুক্তিতে রজতজ্ঞান যদি বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান হইত, তবেই ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত ; কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যথার্থ অর্থাৎ সমীচীন। তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বা সমীচীন জ্ঞান বলে। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন ; কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান অখ্যাতিবাদী আমরা স্বীকার করি না। তৎপ্রকারক জ্ঞানমাত্রই তদ্বদ্বিশেষ্যক হইয়া থাকে। তদভাববদ্বিশেষ্যক হইতেই পারে না ; ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। তদভাববদ্বিশেষ্যক তৎপ্রকারক জ্ঞান হইতে না পারিলে ভ্রমজ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য জ্ঞানমাত্রই সমীচীন ; অসমীচীন জ্ঞান অলীক। সুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে যে, সমস্ত জ্ঞান (পক্ষ) যথার্থ (সাধ্য), প্রত্যয়ত্বই তাহার হেতু (হেতু)। যাহা যাহা প্রত্যয়, তাহা সমস্তই যথার্থ। যেমন "অয়ং ঘটঃ", এইরূপ প্রত্যয় (দৃষ্টান্ত)। ইহাই অখ্যাতিবাদীর মতে সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্বানুমান।

অখ্যাতিবাদিগণের প্রদর্শিত যুক্তিতে আপত্তি এই যে, তাঁহারা ভ্রমজ্ঞানকে বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না। বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান স্বীকার করেন না বলিয়াই "ইদং রজতম্" ইত্যাদি জ্ঞানকেও ভ্রম বলেন না। যদি "ইদং রজতম্"—এই জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান হয়, তবে তাঁহাদিগকেও ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ যে, "ইদং রজতম্", এইরূপ জ্ঞানের পরে রজতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়জ্ঞানজন্য। যে রজতার্থী ইদংবস্তুকে রজতত্ববিশিষ্টরূপে জানে না, সেই রজতার্থী ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তও হয় না। ইদংবস্তু ও রজতবস্তু ভিন্নরূপে জানিয়া রজতার্থী ইদংবস্তুতে কখনও প্রবৃত্ত হয় না। অথচ "ইদং রজতম্", এই জ্ঞানের পরে রজতার্থী ইদংবস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা অখ্যাতিবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অখ্যাতিবাদী "ইদং রজতম্", এই জ্ঞানকে রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবিষয়ক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর তাহাতে ভ্রমজ্ঞান তাঁহাকে মানিতেই হইবে। সুতরাং রজতার্থীর ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তিই রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞানে প্রমাণ। বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার না করিলে এই প্রবৃত্তিই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রবৃত্তির অন্যথানুপপত্তিই রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞানে প্রমাণ। রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করিতে হয়।

এতদুত্তরে অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, "রজতার্থী পুরুষের সম্মুখস্থিত ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তি হয় বলিয়াই রজতত্ব-বিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান রজতার্থী পুরুষের স্বীকার করিতে হইবে ; নতুবা রজতার্থী পুরুষের ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তিই হইতে পারিবে না", এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত ; কারণ রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান না হইয়াও ইদংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই স্থলে "ইদং রজতম্"—এই জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান নহে। ভ্রমস্থলে "ইদং রজতম্", এইরূপ একটি জ্ঞান হইতে পারে না ; কিন্তু "ইদম্"—এই একটি জ্ঞান ও "রজতম্"—এই আর একটি জ্ঞান। "ইদম্"—এই জ্ঞান চাক্ষুষ অনুভব অর্থাৎ ইদংবিষয়ক চাক্ষুষ অনুভব ও রজতবিষয়ক স্মৃতি, এইরূপে অনুভব ও স্মৃতি—এই দুইটি জ্ঞান এই স্থলে হইয়া থাকে। মূলগ্রন্থে "গ্রহণ" শব্দের অর্থ অনুভব ; সুতরাং ইদংবস্তুর অনুভব ও রজত-বস্তুর স্মরণ হয় বলিয়া "ইদং রজতম্", ইহা একটি জ্ঞান নহে ; কিন্তু দুইটি জ্ঞান। এই দুইটি জ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও অর্থাৎ এই দুইটি জ্ঞানের স্বরূপ বিলক্ষণ হইলেও দোষবশতঃ এই দুইটি জ্ঞানের ভেদ গৃহীত হয় না। এইরূপ এই দুইটি জ্ঞানের বিষয়ও ভিন্ন। "ইদম্", এইরূপ অনুভবের বিষয় পুরোবর্ত্তী বস্তু ও "রজতম্", এইরূপ স্মৃতির বিষয় দেশান্তরীয় রজত। এই দুইটি বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও দোষবশতঃ ঐ দুইটি বিষয়ের ভেদ গৃহীত হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত

সিদ্ধেরিত্যাহুঃ। তচ্চিন্ত্যম্; তত্র যদুক্তং বিশিষ্টজ্ঞানে প্রমাণাভাবঃ, তৎ সাহসমাত্রম্। পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিঃ বিশিষ্টানুভবসাধ্যা প্রবৃত্তিত্বাৎ সম্বাদি-প্রবৃত্তিবৎ—ইত্যনুমানস্যৈব মানত্বাৎ। সর্ব্বপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বকথাপি বিচারশূন্যা, তেষাং স্বরূপেণ যথার্থত্বেঽপি বিষয়বাধাবাধাভ্যাং

জ্ঞান দুইটির স্বরূপগত ভেদ থাকিলেও ভেদ গৃহীত হয় না এবং জ্ঞান দুইটির বিষয়ের ভেদ থাকিলেও ভেদ গৃহীত হয় না। দোষবশতঃই ভেদের অগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপে স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ অগৃহীতভেদ অনুভব ও স্মরণই রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। ইদংবস্তুর সহিত রজতবস্তুর বিদ্যমান ভেদের দোষবশতঃ অগ্রহ হইয়া থাকে। যাহা আছে, দোষবশতঃ তাহার অগ্রহ হইতে পারে; কিন্তু যাহা নাই, তাহার জ্ঞান কোনও মতেই হইতে পারে না। এইজন্য ইদংবস্তুর সহিত রজতবস্তুর অভেদ গৃহীত হইতে পারে না। ইদংবস্তুর সহিত রজতবস্তুর অভেদ অলীক; অলীক বস্তুর জ্ঞানই হইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। অতএব "ভ্রান্ত পুরুষ ইদংবস্তুর সহিত রজতবস্তুর অভেদ প্রত্যক্ষ করে", এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ "ইদং-বস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ গৃহীত হয়", এইরূপ বলাও অসঙ্গত। ইদংবস্তু শুক্তিকা অর্থাৎ অরজত; অরজতের সহিত রজতত্বধর্ম্মের সমবায়-সংসর্গ নাই। যাহা নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য ইদংবস্তুতে রজতত্ব-ধর্ম্মের অসংসর্গের অগ্রহ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের অসংসর্গ বস্তুতঃই আছে। দোষবশতঃ তাহার জ্ঞান হয় না, এইরূপই বলা সঙ্গত। সুতরাং দোষবশতঃ অগৃহীতসংসর্গ জ্ঞানদ্বয়ই রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। সুতরাং রজতার্থী দুষ্টেন্দ্রিয় পুরুষের পুরোবর্ত্তী দ্রব্যে প্রবৃত্তি অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয় হইতেই উপপন্ন হইতে পারে বলিয়া "বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তিই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে", এইরূপ বলা যায় না। অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয় হইতেই রজতার্থী পুরুষের ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তি অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে। প্রদর্শিত দুইটি জ্ঞানই যথার্থ। পুরোবর্ত্তী বস্তুকে ইদংরূপে জানা হইয়াছে, এইজন্য ইদংজ্ঞান অযথার্থ নহে এবং রজতানুভবজন্য সংস্কার হইতেই রজতের স্মৃতি হইয়াছে, এইজন্য রজতস্মরণও অযথার্থ নহে। এই হেতু অপরবাদিগণ যাহাকে অযথার্থজ্ঞান বলেন, তাহাও প্রদর্শিতরূপ যথার্থজ্ঞানই বটে। এইজন্য জ্ঞানমাত্রই যথার্থ। জ্ঞান কোনও স্থলে অযথার্থও হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে কোনও স্থলেই জ্ঞানে বিশ্বাস থাকিবে না। জ্ঞানমাত্রেই অযথার্থশঙ্কা হইবে। জ্ঞানমাত্রে অযথার্থত্বশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞানমাত্রকেই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান যদি অযথার্থ হইতেই না পারে, তবে কোন জ্ঞানেই অযথার্থত্ব শঙ্কা হইবে না। অন্যথা জ্ঞানমাত্রেই অযথার্থত্বশঙ্কা হইতে পারিবে। জ্ঞানমাত্রেই অযথার্থত্বশঙ্কা হইলে জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হইতে পারিবে না। "এই জ্ঞান যথার্থ", এইরূপ বিশ্বাস আর কোথাও থাকিবে না। আর এইজন্যই অখ্যাতিবাদিগণ বলিয়াছেন যে, "অহো বত মহানেষ প্রমাদো ধীমতামপি। জ্ঞানস্য ব্যভিচারিত্বে বিশ্বাসঃ কিংনিবন্ধনঃ॥" (শালিকনাথ-বিরচিত প্রকরণপঞ্চিকা)। বিষয় না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হইতে পারে, তবে জ্ঞান বিষয়ব্যভিচারী হইবে। আর জ্ঞান বিষয়ব্যভিচারী হইলে জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তিই হইতে পারিবে না। ইহাই অখ্যাতিবাদিগণের সিদ্ধান্ত। মূলগ্রন্থে এই অখ্যাতিবাদসম্বন্ধে অতি সামান্য কথা বলা হইয়াছে। "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডে এই অখ্যাতিবাদের অতিসুবিস্তৃত আলোচনা ও অখ্যাতিবাদের খণ্ডনপূর্ব্বক অন্যথাখ্যাতিবাদ স্থাপন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অখ্যাতিবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্র প্রদর্শন করিয়াছেন। অতিপ্রাচীন মণ্ডনমিশ্র অখ্যাতিবাদ খণ্ডন-পূর্ব্বক অন্যথাখ্যাতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। এই মণ্ডনমিশ্র মহামীমাংসক ও অদ্বৈতবাদী।

অখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয়কেই লোকে

যথার্থাযথার্থত্বয়োরবশ্যম্ভাবেন অকামৈরপি স্বীকার্য্যত্বাৎ। অন্যথা নেদং রজতমিতি বাধো ন স্যাৎ অপ্রসক্তনিষেধাসম্ভবাৎ। ১৭৬।

ন চ নিষেধস্য ব্যবহার এব বিষয়ো ন জ্ঞানং নাপি তদ্বিষয়ো রজতাদিরিতি বাচ্যম্, বিষয়নিষেধস্য অনুভবসিদ্ধত্বাৎ নেদং রজতমিত্যত্র ব্যবহারোল্লেখাভাবাচ্চ। ন চ প্রবৃত্তেরন্যথাসিদ্ধ্যা তস্যাপ্রযোজকত্বমিতি

ভ্রমজ্ঞান বলে। বস্তুতঃ বিশিষ্টবিষয়ক ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না; রজতত্ববিশিষ্ট শুক্তির জ্ঞান বা রজততাদাত্ম্যবিশিষ্ট শুক্তির জ্ঞানই অসম্ভব; এতাদৃশ বিশিষ্টজ্ঞানে কোন প্রমাণই নাই; শুক্তির ইদমংশে রজতত্বধর্ম্মের সমবায় কিংবা রজতের তাদাত্ম্য নাই বলিয়া তাহার জ্ঞান হইতেই পারে না; সুতরাং ভ্রমস্থলে বিশিষ্টজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ ইত্যাদি"; অখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা নিতান্তই দুঃসাহস; কারণ ইদংবস্তুতে রজতার্থীর যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আর প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানসাধ্য। ইদংবস্তুতে রজতত্বের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান না হইলে ইদংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, ইদংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি (পক্ষ) বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবজন্য হইবে (সাধ্য), যেহেতু তাহা প্রবৃত্তি (হেতু), যাহা যাহা প্রবৃত্তি, তাহা সমস্তই বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবজন্য হইয়া থাকে। যেমন—সমীচীন রজতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি (দৃষ্টান্ত)। এই অনুমানের দ্বারা ইদংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক বিশিষ্টবিষয়ক অনুভব সিদ্ধ হইবে। আর এই অনুমিত বিশিষ্টানুভবই ভ্রম। ইদংবস্তুতে রজতত্বের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক অনুভব স্বীকার করিলেই ভ্রম স্বীকার করা হইল। কারণ এই অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তিত্বহেতুক অনুমানই বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবের সাধক প্রমাণ। সুতরাং অখ্যাতিবাদী যে বলিয়াছেন, "যাহাকে অন্যেরা ভ্রমজ্ঞান বলে, তাহা বিশিষ্টবিষয়কই নহে বলিয়া ভ্রম নহে", ইহা আর বলা যায় না। ভ্রমজ্ঞানও যে বিশিষ্টবিষয়ক, তাহা প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আর তাঁহারা যে বলিয়াছেন, সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ, ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ সমস্ত জ্ঞান স্বরূপতঃ যথার্থ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপতঃ বাধিত না হইলেও "সমস্ত জ্ঞানের বিষয় অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই অবাধিতবিষয়ক" এইরূপ বলা যায় না, কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞান স্বরূপতঃ অবাধিত হইলেও তাহা অবাধিতবিষয়ক নহে; কিন্তু বাধিতবিষয়ক জ্ঞান বলিয়া তাহা অযথার্থ। যে জ্ঞানের বিষয় অবাধিত অর্থাৎ যে জ্ঞান অবাধিতবিষয়ক, সেই জ্ঞানই যথার্থ। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ের বাধ ও অবাধপ্রযুক্তই জ্ঞানের অযথার্থত্ব ও যথার্থত্ব অখ্যাতিবাদীকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। "ইদং রজতম্" এই জ্ঞানও যদি অবাধিতবিষয়কই হইত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইত, তবে "ইদং রজতম্"—এই জ্ঞানের পরে "নেদং রজতম্", এইরূপ তাহার বাধ হইতে পারিত না। যথার্থ জ্ঞানের বাধ হয় না। অথচ ভ্রমজ্ঞানের পরে যে বাধ হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে, "ইদং রজতম্", এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ কিংবা রজতের তাদাত্ম্য যদি প্রসক্তই না হইয়া থাকে, তবে বাধজ্ঞানের দ্বারা নিষেধ হইবে কাহার? যাহা অপ্রসক্ত, তাহার নিষেধ হইতে পারে না। এইজন্য "ইদং রজতম্"—এই জ্ঞানে রজতত্বের সংসর্গ বা রজততাদাত্ম্য ভাসমান হইয়াছিল, ইহা অখ্যাতিবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করা হয়। ১৭৬।

যদি অখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, "নেদং রজতম্", এইরূপ বাধের দ্বারা রজত বা রজতজ্ঞান এই দুইটির একটিও নিষিদ্ধ হয় না; কিন্তু রজতজ্ঞানপ্রযুক্ত রজতব্যবহারেরই নিষেধ হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "নেদং রজতম্", এইরূপ বাধের দ্বারা রজতজ্ঞানের বিষয় রজতই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপই অনুভব হয়, কিন্তু রজতব্যবহার নিষিদ্ধ হয়, এইরূপ অনুভব হয় না। "নেদং রজতম্"—এই বাধজ্ঞানে রজতই উল্লিখ্যমান; কিন্তু রজতব্যবহার উল্লিখ্যমান নহে।

বাচ্যম্, তর্হি সর্ব্বদা প্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ স্বতন্ত্রোপস্থিতেষ্টভেদাগ্রহাদেব প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ কিং বিশিষ্ট-জ্ঞানেনেতি বাচ্যম্, লাঘবাদিষ্টোপস্থিতেরেব প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। ন চ রজতস্মরণমেব প্রবর্ত্তকমস্তু

যদি অখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, বিশিষ্টানুভবের সাধক যে অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অপ্রযোজকতা-দোষে দুষ্ট; কারণ প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবজন্য হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম স্বীকার করিলেই ভ্রমজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু "প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবজন্য হইবে", এইরূপ নিয়মই অসঙ্গত; কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অগৃহীতভেদ গ্রহণস্মরণদ্বয় হইতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া ভ্রমস্থলীয় প্রবৃত্তি বিশিষ্টবিষয়ক একটি অনুভবজন্য নহে; কিন্তু অগৃহীতভেদ গ্রহণস্মরণদ্বয় হইতেই তাদৃশ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবৃত্তিমাত্র বিশিষ্টবিষয়ক অনুভবজন্য ইহাই সিদ্ধ হয় না। আর তাহাতে ভ্রমজ্ঞানসিদ্ধিরও কোন অবসর থাকে না।

অখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ স্মর্য্যমাণ রজতের ইদংবস্তুতে ভেদ গৃহীত হয় নাই বলিয়া যদি ইদংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হয়, তবে স্মর্য্যমাণ রজতের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবৎ বস্তুরই ভেদ গৃহীত হয় নাই বলিয়া যে-কোন বস্তুতেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত ছিল; আর তাহাতে রজতার্থীর সর্ব্বত্র প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। রজতের ভেদাগ্রহমাত্রই রজতার্থীর প্রবৃত্তির কারণ হইলে সর্ব্বদাই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। রজতের অস্মরণদশাতেও ইদংবস্তুতে রজতের ভেদাগ্রহ আছে, সুতরাং রজতের অস্মরণদশাতেও রজতার্থীর ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয়। সুতরাং রজতের স্মরণদশাতে ও অস্মরণদশাতে সর্ব্বদাই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। অখ্যাতিবাদী এইরূপ বলিতে পারেন না যে, রজতের অস্মরণদশাতে ইদংবস্তুতে বা যে-কোন বস্তুতে রজতের ভেদগ্রহ আছে; রজতের ভেদগ্রহ থাকিতে হইলে রজতের স্মরণ আবশ্যক, যাহার রজতস্মরণ নাই, তাহার রজতের ভেদগ্রহও হইতে পারে না। ভেদজ্ঞানে রজতজ্ঞান কারণ; সুতরাং যাহার রজতজ্ঞান নাই, তাহার কোন বস্তুতে রজতের ভেদগ্রহও হইতে পারে না। এইজন্য ভেদের অগ্রহই স্বীকার করিতে হইবে। আর ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির কারণ। এইরূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। মূলকার কেবল সর্ব্বদা রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—রজতের স্মরণকালে ও রজতের অস্মরণকালে। রজতের স্মরণকালে রজতার্থীর প্রবৃত্তি অখ্যাতিবাদী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। রজতের অস্মরণকালেও রজতের ভেদাগ্রহ আছে বলিয়া রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে।

ইহাতে অখ্যাতিবাদিগণ যদি বলেন, যাঁহারা ইষ্টবস্তুর সহিত অভেদগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ বলেন, তাঁহারাও ইষ্টবস্তুর সহিত ভেদের অগ্রহকেই কারণ বলেন। ভেদের গ্রহ থাকিলে অভেদের গ্রহ হইতে পারে না। ইদংবস্তুর সহিত রজতের ভেদ গৃহীত হইলে ইদংবস্তুর সহিত রজতের অভেদ গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং রজতার্থীর প্রবৃত্তির প্রতি ইদংবস্তুর সহিত রজতের অভেদগ্রহ কারণ, অভেদগ্রহের প্রতি ভেদাগ্রহ কারণ, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তদপেক্ষা ইষ্টবস্তুর ভেদাগ্রহকেই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলা উচিত। ভেদাগ্রহকে অভেদগ্রহের কারণ না বলিয়া সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির প্রতিই কারণ বলা যাইতে পারে। আরও কথা এই যে, রজতের অস্মরণদশাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইতেই পারে না। রজতভেদের অগ্রহমাত্রকেই আমরা রজতার্থীর প্রবৃত্তির কারণ বলি না; আমরা প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত ইষ্টবস্তুর ভেদাগ্রহকেই কারণ বলি। অনুপস্থিত ইষ্টবস্তুর ভেদাগ্রহ কারণই নহে। সুতরাং সর্ব্বদা প্রবৃত্তির প্রসঙ্গই হইতে পারে না। রজতের অস্মরণ-দশাতে রজত উপস্থিতই নহে। সুতরাং অনুপস্থিত বস্তুর সহিত ভেদের অগ্রহ প্রবৃত্তির কারণ নহে। চাকচিক্যাকার ইদংবস্তুর দর্শনজন্য ইষ্ট রজতসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া রজতার্থীর ইষ্ট রজতবিষয়ক স্মৃতি হইয়া থাকে। এই রজতস্মৃতি

ইতি বাচ্যম্, স্মৃতিবিষয়স্য দেশান্তরবৃত্তিতয়া পুরোবর্ত্তিনি প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। যদপ্যুক্তমগৃহীতভেদয়োর্জ্ঞানয়োঃ প্রবৃত্তিহেতুত্বম্, তদপি মনোরথমাত্রম্। তথাত্বে ইদং পশ্যামি রজতং স্মরামি—ইতি স্বার্থবিবেচকানুব্যবসায়-

---

প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি। "তদ্ রজতম্", এইরূপ স্মৃতি না হইয়া "রজতম্", এইরূপ স্মৃতি হয়। দোষবশতঃ তত্তাংশের প্রমোষ হইয়া থাকে। এই প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতির বিষয় রজত স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত অর্থাৎ ইদংবস্তুর সহিত অসংসৃষ্ট হইয়া উপস্থিত। স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত ইষ্টবস্তুর সহিত পুরোবর্ত্তী বস্তুর ভেদাগ্রহনিবন্ধন ইষ্টার্থী পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইষ্টভেদাগ্রহ ও প্রবৃত্তির অন্তরালে ইষ্টবস্তুর সহিত অভেদগ্রহের অপেক্ষা নাই। সুতরাং ইষ্টবস্তু-বিশিষ্ট জ্ঞান ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনকই নহে বলিয়া প্রবৃত্তির জনকরূপে বিশিষ্টজ্ঞান সিদ্ধই হইতে পারে না; আর তাহার ফলে ভ্রমজ্ঞানও সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত ইষ্ট বস্তুর ভেদাগ্রহ ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির কারণ", এইরূপ বলা যায় না। স্বতন্ত্রভাবে ইষ্টের উপস্থিতি ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনক নহে; কিন্তু প্রবৃত্তিবিষয় পুরোবর্ত্তী বস্তু-বৃত্তিরূপে ইষ্টের উপস্থিতিই ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির হেতু। রজতত্ববিশেষণবিশিষ্ট ইদংবস্তুর জ্ঞান হইতেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মূলকার এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষে "স্বতন্ত্রোপস্থিতেষ্টভেদাগ্রহাদেব প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ কিং বিশিষ্টজ্ঞানেন?" এই যে কথাটি বলিয়াছেন, ইহা তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের অন্যথাখ্যাতিবাদের প্রারম্ভে প্রভাকরমতপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন। (৪৪৮ পৃঃ তত্ত্বচিন্তামণি, এসিয়াটিক সোসাইটী-মুদ্রিত)। আর এই প্রভাকরমতের খণ্ডনও চিন্তামণি-গ্রন্থে অন্যথাখ্যাতিবাদে বলা হইয়াছে। (৪৭৮ পৃঃ তত্ত্বচিন্তামণি, এসিয়াটিক সোসাইটী-মুদ্রিত)। মথুরানাথ এই চিন্তামণি-গ্রন্থের পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত রজত ও ইদংবস্তুর ভেদাগ্রহ হইতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির প্রতি শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান স্বীকার করিলেই বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত এবং এই বিশিষ্টজ্ঞান ভ্রম হইয়া পড়িত। এইজন্য ইষ্টভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে ইদম্ত্বরূপে ইদং ও রজতত্বরূপে রজতের উপস্থিতি এবং ইদং ও রজতের ভেদাগ্রহই ইদংবস্তুতে রজতত্ব-প্রকারক প্রবৃত্তির কারণ। ইদং ও রজতের অনুপস্থিতি-দশাতেও ইদং ও রজতের ভেদাগ্রহ আছে বলিয়া তাহা হইতে রজতত্ব-প্রকারক প্রতীতির আপত্তি হইতে পারে, এই-জন্য উপস্থিতের ভেদাগ্রহ বলা হইয়াছে। উপস্থিতের ভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির জনক; অনুপস্থিতের ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির জনক নহে। এইজন্যই "স্বতন্ত্র উপস্থিত", এইরূপ বলা হইয়াছে। "স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত"—ইহা বলার অভিপ্রায় এই যে, উপস্থিতের ভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতের ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির কারণ। অভাবের অবিশেষণরূপে উপস্থিতিই স্বতন্ত্রোপস্থিতি। অখ্যাতিবাদী প্রভাকরমতে রজতে "নেদং রজতম্", এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট একটি জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাকে বিশিষ্ট একটি জ্ঞান স্বীকার করিলে অখ্যাতিবাদীকেও ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য এই স্থলেও জ্ঞানদ্বয়ই অখ্যাতিবাদীকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে রজতের উপস্থিতি ও ইদংবস্তুর উপস্থিতিও স্বীকার করিতে হইবে। উদাহৃত স্থলে ইদংবস্তু বস্তুতঃ অরজত; এইজন্য ইদংবস্তুতে রজতের ভেদ গৃহীত হইয়াছে, ইহা অখ্যাতিবাদী বলিতে পারেন না। রজতরূপ ইদংবস্তুতে রজতের ভেদগ্রহ স্বীকার করিলে তাঁহাকে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ভেদাগ্রহ আছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য প্রদর্শিত স্থলে ইদংবস্তুর ও রজতবস্তুর উপস্থিতি আছে এবং রজতরূপ ইদংবস্তুর সহিত রজতের ভেদাগ্রহও আছে; সুতরাং "নেদং রজতম্", এইরূপ জ্ঞান হইতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। এই আপত্তির বারণের জন্য "স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত", এইরূপ বলা হইয়াছে। ইদংবস্তু ও রজতবস্তু উপস্থিত হইলেই হইবে না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ইদংবস্তু ও রজতবস্তু উপস্থিত হইলেই প্রবৃত্তি হইবে। প্রদর্শিত স্থলে রজতবস্তু নঞর্থ-ভেদের বিশেষণরূপে উপস্থিত

প্রসঙ্গস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। কিঞ্চ ন ভেদাগ্রহমাত্রাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিসম্ভবঃ, চেতনব্যবহারস্য জ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ। অন্যথা সুষুপ্তাবপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। উক্তানুমানস্যাপি বাধিতহেত্বাভাসত্বেন অপ্রামাণ্যং জ্ঞেয়ম্। বিপ্রতিপন্নং জ্ঞানং রজতত্বপ্রকারকং তৎপ্রকারকবৃত্তিজনকত্বাৎ সমীচীনরজতজ্ঞানবৎ—ইত্যনুমানাৎ। পুরোবর্ত্তি-

---

হইয়াছে। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত কথার অর্থ—অভাবের অবিশেষণরূপে উপস্থিত। প্রদর্শিত স্থলে ভেদরূপ অন্যোন্যাভাবের বিশেষণরূপে রজত উপস্থিত হইয়াছে। রজতের যেমন স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি আবশ্যক, সেইরূপ ইদংবস্তুরও স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি আবশ্যক। ইদংবস্তুর স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি স্বীকার না করিলে যে স্থলে "অত্র ভেদঃ", এইরূপ অনুভব ও রজতস্মরণ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া রজতেই "নেদং রজতম্", এইরূপ ভ্রম হয়, তাদৃশ ভ্রম হইতেও রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। এই প্রবৃত্তির বারণের জন্যই ইদংবস্তুরও স্বতন্ত্রোপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে অর্থাৎ "অত্র ভেদঃ", এইরূপ অনুভবে ইদংবস্তু ভেদের বিশেষণরূপে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিচার মথুরানাথ তর্কবাগীশ "রহস্য" টীকাতে বলিয়াছেন। বিচার দুরূহ বলিয়া আমরা আর অধিক বিস্তৃত করিলাম না। (এই মূলগ্রন্থের টীকাতেও মথুরানাথের "রহস্য"-টীকার অংশই উদ্ধৃত হইয়াছে)। যাহা হউক, অখ্যাতিবাদীর অভিপ্রায় প্রদর্শন করা হইল। ইহার খণ্ডনের জন্য মূলকার বলিয়াছেন যে, স্বতন্ত্র-উপস্থিত ইষ্টভেদাগ্রহকে কারণ বলিলে কারণতাবচ্ছেদক শরীর গুরু হইয়া পড়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্রোপস্থিত ইষ্টভেদাগ্রহত্বকে কারণতাবচ্ছেদক বলিতে হয়, তদপেক্ষা লাঘবপ্রযুক্ত ইষ্ট-উপস্থিতিকেই প্রবর্ত্তক স্বীকার করা উচিত। ইষ্ট-উপস্থিতি কথার অর্থ—ইষ্টবস্তুর জ্ঞান। "ইষ্টবস্তুর জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক", এইরূপ স্বীকার করিলেই লাঘব হয়। বস্তুতঃ ইষ্ট-জ্ঞান কথার অর্থ—ইষ্টতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান। রজতার্থীর রজত ইষ্ট ও রজতত্ব ধর্ম্ম ইষ্টতাবচ্ছেদক। এই ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম-প্রকারে যে বস্তুর জ্ঞান হইবে, সেই বস্তুতেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইবে। শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করিতে হইবে। মূলগ্রন্থে যে ইষ্টোপস্থিতিকে প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় প্রদর্শিতরূপ। শুক্তিতে ইষ্টবস্তুর জ্ঞানই শুক্তিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক।

আর যদি অখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে রজতের সংসর্গজ্ঞান রজতার্থীর প্রবৃত্তির হেতু নহে; কিন্তু শুক্তিতে রজতের স্মরণই রজতার্থীর শুক্তিতে প্রবৃত্তির জনক হইবে। অখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ শুক্তিতে রজতের স্মৃতি হইবে কিরূপে? পূর্ব্বে শুক্তিতে রজতের অনুভব হয় নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতের স্মৃতিও হইতে পারে না। দেশান্তরে রজতের অনুভব হইয়াছিল, সুতরাং দেশান্তরবৃত্তিরূপে রজতের স্মৃতি পুরোবর্ত্তী শুক্ত্যাদিতে প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে না। "এই বস্তু রজত", এইরূপ জানিয়াই রজতার্থী প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। "তদ্ রজতম্", এইরূপ স্মৃতি অথবা প্রমুষ্টতত্তাক "রজতম্", এইরূপ স্মৃতি পুরোবর্ত্তী শুক্ত্যাদিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে না। পুরোবর্ত্তী বস্তুকে রজতরূপে জানিতে হইলে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। আর যে অখ্যাতিবাদী বলিয়াছেন—অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয়ই প্রবৃত্তির জনক অর্থাৎ প্রমুষ্টতত্তাক রজতস্মৃতি ও পুরোবর্ত্তী শুক্ত্যাদি দ্রব্যের ইদন্ত্বরূপে অনুভূতি এই দুইটি জ্ঞান স্বরূপতঃ অগৃহীতভেদ হইয়া ও বিষয়তঃ অগৃহীতভেদ হইয়া প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয়ই প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, ইহাও তাঁহাদের মনোরথমাত্র। কারণ প্রদর্শিত জ্ঞানদ্বয় স্বীকার করিলে জ্ঞানদ্বয়ের স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ ভেদের অগ্রহ হইতে পারিবে না; প্রত্যুত ভেদের গ্রহই হইয়া পড়িবে। ইদমনুভবের পরে "ইমং পশ্যামি", এইরূপ অনুব্যবসায়ের এবং রজতস্মরণের পরে "রজতং স্মরামি", এইরূপ অনুব্যবসায়ের আপত্তি দুর্ব্বার বলিয়া জ্ঞানদ্বয়ের ভেদগ্রহ অপরিহার্য্য। আর জ্ঞানদ্বয়ের বিষয়েরও ভেদগ্রহ অপরিহার্য্য। একটি জ্ঞান স্মৃতিরূপে ও অপর জ্ঞান প্রত্যক্ষত্বরূপে অনুব্যবসায়ের বিষয় হইলে জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের অগ্রহ হইতে পারে না। ভেদক ধর্ম্ম ভাসমান হইলে ভেদের অগ্রহ হইতে পারে না। জ্ঞানদ্বয়ের ভেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব; এই দুইটি ভেদক

রজতত্বসিদ্ধৌ তস্য চ বাধদর্শনেন মিথ্যাত্বাবগমাৎ, তদ্বিষয়কযথার্থানুমানস্যাপি বাধিতত্বাৎ অযথার্থত্বসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ অখ্যাতিবাদঃ অত্যন্তাসম্ভবঃ। ১৭৭।

ধর্ম্মই অনুব্যবসায়ে ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের অগ্রহ হইবে কিরূপে ? এইরূপ স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের বিষয়ও অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন বিষয়বিশেষিত জ্ঞানদ্বয় অনুব্যবসীয়মান হইলে বিষয়তঃও জ্ঞানদ্বয় অগৃহীতভেদ হইতে পারে না। ভিন্ন বিষয়ও জ্ঞানের ভেদক হইয়া থাকে এবং বিষয়ের ভেদও অনুব্যবসায়ে ভাসমান হয়। "ইদং পশ্যামি", "রজতং স্মরামি" এইরূপ দুইটি অনুব্যবসায়ই রজতের স্মরণ ও ইদংএর প্রত্যক্ষের ভেদক হইবে।

আরও কথা এই যে, জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানের অভাব প্রবৃত্তির জনক নহে। ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপে উপাদানের প্রত্যক্ষই ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির কারণ। এইরূপ উপাদানের সহিত ইষ্টবস্তুর অভেদপ্রত্যক্ষই ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনক ; কিন্তু ইষ্টবস্তুর ভেদের অজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে। জ্ঞানাভাব হইতে কখনও প্রবৃত্তি হয় না। জ্ঞানাভাবও যদি প্রবৃত্তির জনক হইত, তবে সুষুপ্তিদশাতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িত। সুষুপ্তিদশাতে কোনও জ্ঞানই নাই বলিয়া রজতভেদেরও জ্ঞান নাই; সুতরাং সুষুপ্তিদশাতেও রজতের ভেদাগ্রহ আছে বলিয়া প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়ে।*

আরও কথা এই যে, অখ্যাতিবাদিগণ সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন— "বিমতাঃ সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ (পক্ষ) যথার্থাঃ (সাধ্য) প্রত্যয়ত্বাৎ (হেতু), অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি প্রত্যয়বৎ (দৃষ্টান্ত)", এই অনুমানটিও অসঙ্গত ; কারণ শুক্ত্যাদিতে রজতাদির জ্ঞানকে পক্ষ করিয়া যথার্থত্ব অনুমান করিলে বাধনামক হেত্বাভাস হইবে। অখ্যাতিবাদী ভ্রমজ্ঞানকে পক্ষ করিয়া যথার্থত্বের অনুমান করিয়াছেন, আর তাহা বাধনামক হেত্বাভাসদুষ্ট বলিয়া অসদনুমান। এই অনুমান প্রমাণই নহে। এইজন্য এই অনুমান যথার্থত্বের সাধকই হইতে পারে না। অখ্যাতিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শুক্তিতে রজতত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান "ইদং রজতম্" এইরূপ জ্ঞান নহে ; কিন্তু রজতত্বের স্মৃতি হইয়া অনুভূয়মান ইদংবস্তুতে ধর্ম্মের অসংসর্গের অগ্রহ হইয়া থাকে, ইহাই মাত্র ; কিন্তু ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ গৃহীত হয় না। ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ অলীক ; কিন্তু অখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। ইদংবস্তুতে রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তি অখ্যাতিবাদিগণও স্বীকার করেন। এই প্রবৃত্তি বিসংবাদিনীপ্রবৃত্তি। অখ্যাতিবাদিগণ ভ্রমজ্ঞান স্বীকার না করিলেও বিসংবাদিনী ইচ্ছা ও বিসংবাদিনী প্রবৃত্তি স্বীকার করেন ; কিন্তু বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান ভ্রম নহে, এইরূপই তাঁহারা বলেন। তাঁহাদের মতে ভ্রমজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানের ভ্রমত্ব অপরিহার্য্য। বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানের ভ্রমত্ব যে অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন যে, বিসংবাদিনী রজতপ্রবৃত্তির জনক রজতজ্ঞান (পক্ষ) রজতত্বপ্রকারক হইবে (সাধ্য), যেহেতু এই জ্ঞান রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক (হেতু), যে জ্ঞান যৎপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানও তৎপ্রকারকই হইয়া থাকে, যেমন সমীচীন রজতজ্ঞান রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক হয় বলিয়া রজতত্বপ্রকারক হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত)। বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক রজতজ্ঞান রজতত্বপ্রকারক সিদ্ধ হইলেই রজতভ্রম সিদ্ধ হইল। পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞানের সিদ্ধির অনন্তর "নেদং রজতম্", "নাত্র রজতত্বম্"—এইরূপ বাধজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। আর তাহাতে রজতজ্ঞানের অযথার্থত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে তাঁহারা যে রজতজ্ঞানের যথার্থত্বানুমান করিয়াছেন, সেই অনুমান বাধিত বলিয়া তাহা রজতজ্ঞানের যথার্থত্বের সাধক নহে ; প্রত্যুত বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক রজতজ্ঞান অযথার্থই বটে ; সুতরাং অখ্যাতিবাদ নিতান্ত অসঙ্গত। ১৭৭।

অখ্যাতিবাদখণ্ডন সমাপ্ত।

---

*মূলকার এই স্থলে অখ্যাতিবাদের উপরে দোষ-প্রদর্শনের জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অখ্যাতিবাদিগণ জ্ঞানসামান্যাভাবকে প্রবৃত্তির জনক বলেন নাই ; কিন্তু স্বতন্ত্রোপস্থিত ইদং ও রজত-বস্তুর ভেদাগ্রহকেই রজতার্থীর প্রবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিদশাতে ইদংবস্তু ও রজতবস্তু স্বতন্ত্র উপস্থিতিই নহে। অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয়ই প্রবৃত্তির জনক ; সুষুপ্তিদশাতে কোন জ্ঞানই নাই বলিয়া প্রবৃত্তির আপত্তিই হইতে পারে না।

অন্যে তু রজতমিতি জ্ঞানমযথার্থমেব তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বাভাবাৎ। ননু তস্যাযথার্থত্বে রজতার্থিনঃ কথং প্রবৃত্তিরিতি চেৎ ন, পুরোবর্ত্তিবিশেষ্যকরজতত্বপ্রকারকরূপবিশিষ্টজ্ঞানস্য তৎপ্রবর্ত্তকতয়া ক্লৃপ্তস্য অত্রাপি সম্ভবাৎ। ভ্রমবিষয়স্য দেশান্তরে সত্ত্বেন পুরোবর্ত্তীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষানন্তরং দোষবশেন দেশান্তর-

---

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, ভট্ট, পাতঞ্জল ও জৈনগণ অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করেন। এই অন্যথাখ্যাতিবাদকে বিপরীতখ্যাতিবাদ বলা হয়। অনেকে অন্যথাখ্যাতি ও বিপরীতখ্যাতিকে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন; ইহা তাঁহাদের প্রমাদ। বস্তুতঃ ন্যায়ভাষ্যে ভগবান্ বাৎস্যায়ন প্রমাজ্ঞানকে অবিপরীত জ্ঞানই বলিয়াছেন। "সচ্চ সদিতি গৃহ্যমাণমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি"; ভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বিপরীত জ্ঞানই যে ভ্রম, ইহা জানিতে পারা যায়।

অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, শুক্তিতে রজতজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানই বটে। তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। রজতত্ববিশিষ্ট বস্তুতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান তদ্বতি তৎপ্রকারক নহে; শুক্তি রজতত্ববৎ নহে; শুক্তিতে রজতত্ব ধর্ম্ম নাই; সুতরাং রজতত্বাভাববৎ শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান অযথার্থই বটে।

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান যদি অযথার্থ জ্ঞান হয়, তবে এই জ্ঞান রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হয় কিরূপে? এতদুত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, "শুক্তিতে রজতত্বধর্ম্ম নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হইবে না"; এইরূপ বলা যায় না; কারণ পুরোবর্ত্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানই পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। সমীচীন রজতজ্ঞান হইতেও যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও পুরোবর্ত্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান। সমীচীন জ্ঞানস্থলে ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্ম বস্তুগত্যা আছে এবং শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে পুরোবর্ত্তী বস্তুতে রজতত্বধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই; কিন্তু পুরোবর্ত্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান উভয় স্থলেই একরূপ। এইজন্য রজতার্থীর প্রবৃত্তির প্রতি পুরোবর্ত্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানই কারণ। শুক্তিতে রজতজ্ঞানও পুরোবর্ত্তী বস্তুবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক হইয়াছে; সুতরাং তাহা প্রবৃত্তির জনক হইবে না কেন?

ইহাতে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভ্রান্ত পুরুষের শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইল কিরূপে? এতদুত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, ভ্রমে ভাসমান রজত দেশান্তরে আছে এবং পুরোবর্ত্তী শুক্তি-দ্রব্য ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টও হইয়াছে। অনন্তর দোষবশতঃ দেশান্তরস্থিত রজতরূপে পুরোবর্ত্তী দ্রব্য ইদংবস্তু গৃহীত হইয়া থাকে। আর তাহাতে "ইদং রজতম্," এইরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয়। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশান্তরীয় রজত চক্ষুরিন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট নহে, অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে দেশান্তরীয় রজত ভাসমান হইয়া থাকে, ইহা অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ স্বীকার করিলেন কিরূপে? এইরূপ আপত্তির পরিহারের জন্যই দোষবশতঃ দেশান্তরীয় রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। দোষই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ। (প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ রজতসংস্কারকেই সন্নিকর্ষ বলিতেন; কিন্তু রজতসংস্কারজন্য রজতজ্ঞান হইলে এই রজতজ্ঞানের স্মৃতিত্বাপত্তি হইবে মনে করিয়া পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ রজতস্মৃতিকেই রজতের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বলিয়াছিলেন; তাঁহারা সংস্কারকে সন্নিকর্ষ বলেন নাই; কিন্তু স্মৃতিজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিলে এই সন্নিকর্ষ জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইবে। জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবশতঃ যে বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে, তাহা নিয়ত বিশেষণরূপেই ভাসমান হয়। "সুরভি চন্দনম্" ইত্যাদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সৌরভজ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃই ভাসমান হইয়াছে। সৌরভের সহিত চক্ষুর লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভাবিত নহে। সৌরভ গন্ধ চক্ষুর অযোগ্য; এইজন্য সৌরভের স্মৃতিই সন্নিকর্ষ। এই জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষপ্রযুক্ত সৌরভ চন্দনাংশে

রজতাত্মনা পুরোবর্ত্তিদ্রব্যগ্রহাৎ ইদং রজতমিতি প্রত্যয়জন্ম। তথাচ ভ্রান্ত্যা প্রসক্তত্বাৎ তদ্বাধঃ সুপপন্নঃ ইত্যাহুঃ। তৎ তুচ্ছম্, রজতেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবেন রজতজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাৎ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিশেষণ-

---

বিশেষণরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইতে পারে না। এইজন্য "চন্দনে সৌরভম্," এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কিন্তু রজতভ্রমে রজত বিশেষ্যরূপে ও বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। "ইদং রজতম্", "রজতমিদম্", এই দ্বিবিধ অনুভবই প্রমাণসিদ্ধ। রজতস্মৃতিজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে এই দ্বিবিধ অনুভব উপপন্ন হইতে পারিত না অর্থাৎ রজত বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইতে পারিত না। এইজন্য নব্যনৈয়ায়িকগণ রজতস্মৃতিকে সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিয়া দোষকেই সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। আর এইজন্যই মূলগ্রন্থে "দোষবশতঃ দেশান্তরীয় রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হয়, আর তাহাতেই "ইদং রজতম্", এইরূপ চাক্ষুষ অনুভব হইয়া থাকে", এইরূপ বলা হইয়াছে। ফল কথা—দোষকে সন্নিকর্ষ বলিয়াও কোন লাভ হয় নাই; কারণ দোষ ষড়্‌বিধ লৌকিক-সন্নিকর্ষের অন্তর্গত নহে এবং অলৌকিক ত্রিবিধ সন্নিকর্ষেরও অন্তর্গত নহে। তবে কি ইহা লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে তৃতীয় প্রকার? যাহা হউক, দোষভ্রমে কারণ হইলেও সন্নিকর্ষরূপে কারণ হইতে পারে না।) এইরূপে ভ্রান্তিজ্ঞানের দ্বারা প্রসক্ত রজতের বাধও উপপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কথা এই যে, "নেদং রজতম্"—এই বাধ-জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষেধ হইবে কাহার? রজতবস্তুর? কিংবা রজতবস্তুর সহিত ইদংবস্তুর সম্বন্ধের? অথবা রজতজ্ঞানের? প্রদর্শিত তিনটির একটিরও বাধ হইতে পারে না। রজতবস্তু দেশান্তরে সৎ; সদ্বস্তুর বাধ হয় না। রজতবস্তুর সম্বন্ধও রজতবস্তুতে সৎ; রজতত্তাদাত্ম্যই সম্বন্ধ; রজতত্তাদাত্ম্য রজতবস্তুতেই আছে, সুতরাং তাহারও বাধ হইতে পারে না। প্রাচীন নৈয়ায়িক তাৎপর্য্যাচার্য্য প্রভৃতি ভ্রমে অসৎসংসর্গ ভাসমান হয় স্বীকার করিলেও নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রদর্শিতরূপে সৎসংসর্গই ভ্রমে ভাসমান হয় বলেন। নৈয়ায়িকমতে জগৎ সদেকস্বভাব; অসৎ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। এইজন্য সৎ ও অসৎ দুইটি রাশি স্বীকার করা হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে "অসৎসংসর্গ ভাসমান হয়", এইরূপ বলা যায় না। এইজন্য ভ্রমে যাহা ভাসমান হয়, তাহা সকলই সত্য বস্তু। ভ্রমজ্ঞানও সত্য বস্তু; সুতরাং বাধজ্ঞানের দ্বারা বাধ হইবে কাহার? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বাধজ্ঞানের দ্বারা রজত কিংবা রজতত্বধর্ম্ম অথবা এতদুভয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ রজতত্বতাদাত্ম্য বা রজতত্বসমবায় অথবা ভ্রমজ্ঞান ইহার কোনটিরই বাধা হয় না; কিন্তু বাধজ্ঞানের দ্বারা "ইদং রজতম্," এই জ্ঞানের ব্যধিকরণপ্রকারকত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ বিশেষ্যতার ব্যধিকরণ-প্রকার জ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হয়। বিশেষ্যতার সমানাধিকরণ-প্রকারক জ্ঞানই প্রমা এবং বিশেষ্যতার ব্যধিকরণ-প্রকারক জ্ঞানই ভ্রম। এইজন্য ভ্রমজ্ঞানে ভাসমান কোন বস্তুই অসৎও নহে এবং মিথ্যাও নহে; কিন্তু সত্য। দোষপ্রযুক্তই জ্ঞান ব্যধিকরণ-প্রকারক হইয়া থাকে। জ্ঞানের ব্যধিকরণ-প্রকারকত্বজ্ঞাপক প্রমাণকেই বাধক প্রমাণ বলা হয়। বস্তুতঃ অন্যথাখ্যাতিবাদীও সৎখ্যাতিবাদী। "সদেব ভাসতে" ইহাই ইঁহাদিগের সিদ্ধান্ত। অন্যথাখ্যাতি, অখ্যাতি প্রভৃতি সৎখ্যাতি হইলেও ইঁহাদের পরস্পর মতবৈলক্ষণ্য আছে; কিন্তু ইঁহারা মিথ্যাখ্যাতি বা অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন না। যাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদী নহেন ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীও নহেন, তাঁহারা সকলেই সৎখ্যাতিবাদী। সৎখ্যাতিবাদিগণের মধ্যে পরস্পর মতবৈলক্ষণ্য থাকায় খ্যাতির নামান্তর হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত কথা সিদ্ধান্তরহস্যের জ্ঞানকে অপেক্ষ করে। আক্ষরিক জ্ঞানমাত্রের দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

অন্যথাখ্যাতিবাদপ্রদর্শন সমাপ্ত।

—০—

সন্নিকর্ষস্য হেতুত্বাৎ বিশেষ্যসন্নিকর্ষবৎ। অন্যথা ব্যবহিতদণ্ডকেঽপি পুংসি দণ্ডীতি প্রত্যক্ষপ্রসঙ্গাৎ। বিশেষ্যসন্নিকর্ষস্য অত্রাপি সত্ত্বাৎ। ন চ জন্যযথার্থপ্রত্যক্ষে এব বিশেষণসন্নিকর্ষস্য কারণত্বম্, ন তু

অন্যথাখ্যাতিবাদ-খণ্ডন

প্রদর্শিত অন্যথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে; কারণ শুক্তিতে "রজতং পশ্যামি"—এইরূপ ভ্রমাত্মক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে; কিন্তু অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মতে রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া রজতজ্ঞান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। যদ্বিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যই নহে, সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বও থাকিতে পারে না। "ইদং রজতম্"—এইরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ। রজতত্ব বিশেষণ ও ইদং বিশেষ্য। রজতত্ববিশেষণবিশিষ্ট ইদংরূপ বিশেষ্যের জ্ঞানই "ইদং রজতম্" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান। রজতত্ব বিশেষণ হইলে সমবায়সম্বন্ধেই বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে। সমবায়সম্বন্ধে রজতত্ববিশেষণবিশিষ্ট ইদং-বস্তুর জ্ঞানই "ইদং রজতম্" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রই বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধবিষয়ক হইয়া থাকে। বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সম্বন্ধই বৈশিষ্ট্য। এইরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে রজতও বিশেষণ হইতে পারে। মীমাংসামহার্ণবকার প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ বৈশিষ্ট্যকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলী-গ্রন্থে অতদ্ব্যাবৃত্তকেই বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন; কিন্তু গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রত্যক্ষচিন্তামণিতে বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সংসর্গকেই বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন। বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই বৈশিষ্ট্যবিষয়ক; বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে যেমন বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ, সেইরূপ বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও কারণ। বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলে যেমন বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলেও বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যেমন—"দণ্ডী দেবদত্তঃ"; এইরূপ প্রত্যক্ষ দণ্ড ও দেবদত্ত এই উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইলেই হইয়া থাকে; কিন্তু যদি দণ্ডের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না হইয়া কেবল দেবদত্তের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয়, তবে "দণ্ডী দেবদত্তঃ"—এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। দ্রব্যান্তরের দ্বারা দণ্ডের ব্যবধানদশাতে কেবল পুরুষের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া "দণ্ডী পুরুষঃ"—এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিশেষ্যসন্নিকর্ষমাত্র কারণ হইলে দণ্ড সন্নিকৃষ্ট না হইয়াও পুরুষমাত্রে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকিয়া "দণ্ডী"—এইরূপ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু বিশেষণ সন্নিকৃষ্ট না হইলে কেবল বিশেষ্যসন্নিকর্ষ হইতে বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য "ইদং রজতম্"—এইরূপ প্রত্যক্ষেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশেষণ রজত কিংবা সমবায়সম্বন্ধে বিশেষণ রজতত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলে "ইদং রজতম্" এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না।

যদি অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, জন্য যথার্থ প্রত্যক্ষেই বিশেষণসন্নিকর্ষ কারণ, কিন্তু জন্য বিশিষ্ট-বিষয়ক প্রত্যক্ষমাত্রে বিশেষণসন্নিকর্ষ কারণ নহে; অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক নিত্যপ্রত্যক্ষরূপ; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ এবং এক। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নানা নহে; কিন্তু একটি। এই জ্ঞান নিত্য এবং তাহা প্রমারূপ। ঈশ্বরের এই প্রত্যক্ষ নিত্যপ্রমা বিশিষ্টজ্ঞান। এই বিশিষ্টজ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহা বিশেষণজ্ঞানজন্য নহে। নিত্যজ্ঞানজন্য নহে বলিয়াই তাহা যেমন সন্নিকর্ষজন্য নহে, এইরূপ তাহা বিশেষণজ্ঞানজন্যও নহে। সুতরাং ঈশ্বরের বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ বিশেষণসন্নিকর্ষজন্য নহে বলিয়া যথার্থ প্রত্যক্ষমাত্রই বিশেষণসন্নিকর্ষজন্য এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং জন্য যথার্থ প্রত্যক্ষমাত্রই বিশেষণসন্নিকর্ষজন্য বলা হইয়াছে। বিশেষণসন্নিকর্ষই তাদৃশ প্রত্যক্ষে কারণ; কিন্তু যথার্থ-অযথার্থ-সাধারণ জন্য প্রত্যক্ষমাত্রই বিশেষণসন্নিকর্ষজন্য নহে। আর তাহাতে "ইদং রজতম্" ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে বলিয়া

সর্ব্বত্রেতি বাচ্যম্, লাঘবাৎ জন্যপ্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নং প্রত্যেব তস্য কারণত্বাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ। অন্যথা বহ্নিসন্নিকর্ষাভাবেন সন্নিকৃষ্টে অপি পর্ব্বতাদৌ তদ্বিশিষ্টপ্রত্যক্ষাভাববর্ণনং তবাপি বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ১৭৮।

ননু বিশেষণজ্ঞানবিশেষ্যেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবিশেষণবিশেষ্যাসংসর্গাগ্রহাদীনাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্রীত্বেন রজতপ্রত্যক্ষসম্ভবাৎ রজতেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্য অপ্রযোজকত্বাৎ উক্তবিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্র্যৈব রজতবিশিষ্ট-

---

বিশেষণসন্নিকর্ষজন্যও নহে। ভ্রমজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। জন্য যথার্থ প্রত্যক্ষেই বিশেষণসন্নিকর্ষ কারণ হইয়া থাকে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞান উভয়ই বিশিষ্টজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞান উভয়ই সপ্রকারক। সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রই বিশিষ্টজ্ঞান। এইজন্য নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সপ্রকারক নহে বলিয়া তাহা যথার্থও নহে এবং অযথার্থও নহে অর্থাৎ ভ্রমও নহে এবং প্রমাও নহে। ইহাই প্রত্যক্ষখণ্ডে চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন। কোন কোন উচ্ছৃঙ্খল নৈয়ায়িক নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেও প্রমা বলিবার জন্য কুপ্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা যে যুক্তিতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমা বলেন, সেইরূপ যুক্তিতে উহাকে অপ্রমাও বলা যায়। আর ইহাতে কেবল শাস্ত্রার্থের বিপ্লবমাত্রই উপস্থিত হয়। যাহা হউক, এই গ্রন্থে যে যে স্থলে যথার্থজ্ঞান ও অযথার্থজ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহা সমস্তই বিশিষ্টবিষয়ক বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িকগণ যে, জন্য প্রমাপ্রত্যক্ষেই বিশেষণসন্নিকর্ষকে কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমপ্রত্যক্ষে বিশেষণসন্নিকর্ষকে কারণ বলেন নাই, ইহাতে গৌরবদোষই হইয়াছে। জন্য বিশিষ্টপ্রত্যক্ষমাত্রেই বিশেষণসন্নিকর্ষকে কারণ বলিলেই লাঘব হয়; কিন্তু জন্য প্রমারূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণ বলিলে কার্য্যতাবচ্ছেক ধর্ম্মের সঙ্কোচনপ্রযুক্ত গৌরব দোষই হইবে। সুতরাং কার্য্যতাবচ্ছেদক শরীরসঙ্কোচে গৌরব ত হইবেই, প্রত্যুত এতাদৃশ গৌরব স্বীকারে কোন প্রমাণও নাই। আরও কথা এই যে, বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিয়া কেবল বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকিলেই যদি বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারিত, তবে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"—এইরূপ সন্নিকৃষ্টবিষয়ক অনুমিতিও প্রত্যক্ষই হইতে পারিত। এই অনুমিতিতে বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টই বটে। আর নৈয়ায়িকগণ যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইল না, তাহার কারণ বিশেষণ বহ্নির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই, এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ বিশেষণ বহ্নির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই বলিয়াই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ বলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই উক্তিও অসঙ্গত হইবে। কারণ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে ত তাঁহারা বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণই বলেন না। ১৭৮।

যদি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, বিশেষণজ্ঞান বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের অসংসর্গাগ্রহই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের সামগ্রী; কিন্তু বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা নাই। এইজন্য রজতপ্রত্যক্ষ হইতে কোন বাধ হইবে না। বিশেষণ রজতের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলেও বিশেষণজ্ঞান আছে বলিয়াই ইদংবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া "ইদং রজতম্" এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারিবে। "ইদং রজতম্" এই প্রত্যক্ষ দেশান্তরীয় রজতত্বপ্রকারক এবং পুরোবর্ত্তী ইদংবস্তুবিশেষ্যক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া তাহা অন্যথাখ্যাতিও বটে। সুতরাং দেশান্তরীয় সত্য রজতবিষয়ক "ইদং রজতম্." এইরূপ অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করিলেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব উপপন্ন হইতে পারে বলিয়া ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজতাদিকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যকতা নাই। মিথ্যা বস্তুকে অদ্বৈতবাদী অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকেন। আর এইজন্যই তাঁহারা ভ্রমকে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রদর্শিতরূপে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করিলেই ভ্রমের উপপত্তি হয় বলিয়া ভ্রমের বিষয়ীভূত রজতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিও স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রত্যক্ষসম্ভবেন দেশান্তরীয়রজতত্বপ্রকারকপুরোবর্ত্তিবিশেষ্যকমিদং রজতমিতি জ্ঞানম্ অন্যথাখ্যাতিরেব। তস্মাৎ ন ভ্রমবিষয়স্য মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ন, ভ্রমবিষয়রজতস্য দেশান্তরসত্ত্বে তৎসন্নিকর্ষাভাবেন তজ্জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাসম্ভবাৎ। ন চ বিশেষণসন্নিকর্ষাভাবেঽপি বিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্র্যা তৎপ্রত্যক্ষসম্ভব ইতি বাচ্যম্,

---

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভ্রমবিষয়ীভূত রজত অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে দেশান্তরস্থিত বলিয়া দেশান্তরস্থিত রজতের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া রজতজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বও সম্ভাবিত নহে।

যদি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষসামগ্রী বিশেষণসন্নিকর্ষঘটিত নহে ; বিশেষণসন্নিকর্ষ না থাকিয়াও বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেশান্তরীয় রজত বা রজতত্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলেও "ইদং রজতম্," এইরূপ বিশিষ্ট ভ্রম হইতে কোন বাধা নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিশিষ্টপ্রত্যক্ষমাত্রে বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ। বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলে যে বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা "দণ্ডী" এই প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে "ইদং রজতম্", এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

ইহাতে যদি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষে বিশেষণ তত্তাংশের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিয়াও ত প্রত্যভিজ্ঞারূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ কারণ নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "সোঽয়ম্"—এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষে "সঃ" এই তৎপদার্থ বিশেষণ এবং "অয়ম্" এই ইদংপদার্থ বিশেষ্য। "সঃ" এই তৎপদার্থ দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় বলিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভাবিত নহে ; অথচ "সোঽয়ম্" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিশেষণসন্নিকর্ষ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের কারণ হইলে "সোঽয়ম্" এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ হইতে পারিত না, ইহাই নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের তাদৃশ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তত্তাংশ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট নহে বলিয়া তত্তাংশবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতেই পারে না। "সোঽয়ম্" এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতিতে তত্তাংশে পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। তত্তাংশবিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যভিজ্ঞাতে তত্তাংশ-বিষয়ক জ্ঞান স্মৃতি ; এইজন্য তাহা পরোক্ষ ; কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, "সোঽয়ম্" এই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে তত্তাংশের স্মৃতিত্ব ও ইদমংশে প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিলে এক প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে স্মৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্বরূপ দুইটি জাতির সমাবেশ স্বীকার করায় জাতিসাঙ্কর্য্যাপত্তি হইবে। পরস্পরপরিহার করিয়া স্থিত জাতিদ্বয় একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্মৃতিত্বজাতি নাই ও স্মৃতিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বজাতি নাই ; অথচ প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে স্মৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব এই দুইটি জাতি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরস্পরপরিহারবতী জাতিদ্বয় একত্র সমাবিষ্ট হয় না। তাহা হইলে গোত্ব ও অশ্বত্ব জাতিদ্বয় একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারিত। সুতরাং জাতিসাঙ্কর্য্যের আপত্তি হয় বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে তত্তাংশের স্মৃতিত্ব স্বীকার করা যায় না।

এতদুত্তরে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, অবিদ্যাতিরিক্ত জাতিই আমরা স্বীকার করি না। ঘটাদ্যুপহিত অবিদ্যাই ঘটত্বাদি জাতি। সুতরাং অবিদ্যাতিরিক্ত ঘটত্ব-পটত্বাদি জড় জাতি আমরা স্বীকার করি না। অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদিগণ অবিদ্যাই সমস্ত জড় বস্তুতে অনুগত বলিয়া তত্তৎ ব্যক্তির দ্বারা উপহিত অবিদ্যাকেই "অয়ং ঘটঃ" "অয়মপি ঘটঃ" এইরূপ অনুগত প্রতীতির আলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ কোনও স্থলে সদ্রূপ ব্রহ্মকেও অনুগত প্রতীতির আলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন। এই কথা অদ্বৈতসিদ্ধির পরিচ্ছিন্নত্বহেতুনিরূপণে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

বিশেষণসন্নিকর্ষস্যৈব অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ক্লৃপ্তকারণত্বাবগমাৎ। ন চ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাৎ, বিশেষণসন্নিকর্ষাভাবসাম্যাদিতি বাচ্যম্, তত্তাংশে পরোক্ষস্যেষ্টত্বাৎ। তত্তাংশবিষয়ক-জ্ঞানস্য স্মৃতিত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চ জ্ঞানদ্বয়াঙ্গীকারে জাতিসাঙ্কর্য্যাপত্তিরিতি বাচ্যম্, অবিদ্যাতিরিক্তজড়জাতেরনঙ্গীকারাৎ। ন চ তর্হি জ্ঞানমেব সন্নিকর্ষঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ইতি বাচ্যম্, অনুমিত্যাদৌ বিশেষণজ্ঞানাদিরূপবিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্র্যাঃ সত্ত্বেনাগ্নিপ্রত্যক্ষমেব স্যাৎ। তদনুমানাদ্যুচ্ছেদশ্চ। ১৭৯।

ইহাতে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ যদি বলেন, আমাদের মতে "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রত্যক্ষে কোন অসঙ্গতি নাই। দেশান্তরীয় রজতই "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে। দেশান্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ না থাকিলেও জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ আছে। আমরা সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ—এই ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই থাকি। সুতরাং দেশান্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রজতজ্ঞানই হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত শুক্তির সন্নিকর্ষ হইয়া দোষবশতঃ শুক্তিত্বরূপে শুক্তির প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু ইদন্ত্বরূপে শুক্তির প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ পুরোবর্ত্তী চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়। চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষজন্য অনুভূতরজত পুরুষের রজতসংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া রজতবিষয়ক প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি হইয়া থাকে। এই প্রমুষ্টতত্তাক রজতস্মৃতির আকার "রজতম্" এইরূপ। স্মৃতি নিয়ত তত্তোল্লেখী হইয়া থাকে অর্থাৎ "তদ্‌রজতম্"—এইরূপই রজতস্মৃতির আকার হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতস্থলে দোষবশতঃ তত্তাংশের প্রমোষ হয় বলিয়া "রজতম্"—এইরূপ স্মৃতির আকার হয়। এই স্মৃতিতে তত্তাংশ ভাসমান হয় না। এই প্রমুষ্টতত্তাক রজতস্মৃতিই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত দেশান্তরীয় রজতের সন্নিকর্ষ। এই স্মৃতিজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলা যায় কিরূপে? সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ; সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়-নিরূপ্য হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দেশান্তরীয় রজত এই দুইটি সম্বন্ধী এবং রজতজ্ঞান সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ প্রদর্শিত সম্বন্ধিদ্বয়নিরূপ্য হইল কিরূপে? এইজন্য বলিতে হইবে যে, "ইদং রজতম্"—এইরূপ ভ্রমের পূর্ব্বে চক্ষুঃসংযুক্ত মনঃসংযুক্ত আত্মসমবেত রজতজ্ঞান চক্ষু ও দেশান্তরীয় রজত এই উভয়নিরূপ্য হইয়াছে। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত মন, মনের সহিত সংযুক্ত আত্মা এবং আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে রজতস্মৃতি আছে; আর রজতস্মৃতি বিষয়তাসম্বন্ধে রজতে আছে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে স্মৃত দেশান্তরীয় রজত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রজতভ্রমে ভাসমান রজত প্রদর্শিতরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া রজতপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি নাই। প্রদর্শিত জ্ঞানসম্বন্ধের দ্বারা দেশান্তরীয় রজত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্টই আছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিতরূপে জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমিত্যাদি স্থলেও সাধ্যের প্রত্যক্ষই হইতে পারিবে বলিয়া "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি অনুমিতিরও প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইবে। "বহ্নিমত্তয়া পর্ব্বতমনুমিনোমি" এইরূপ অনুব্যবসায় না হইয়া "বহ্নিমত্তয়া পর্ব্বতং পশ্যামি," এইরূপ অনুব্যবসায়ের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ বিশেষণজ্ঞান বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের অসংসর্গের অগ্রহ, ইহাই ত বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতিতে পর্ব্বতরূপ বিশেষ্যের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ আছে; ধূমদর্শনজন্য বহ্নিরূপ বিশেষণের স্মৃতিও হইয়াছে; "যো যো ধূমবান্, স বহ্নিমান্" এইরূপ ব্যাপ্তিস্মৃতিতে বহ্নিও স্মর্য্যমাণ হইয়াছে এবং বহ্নিরূপ বিশেষণের সহিত পর্ব্বতরূপ বিশেষ্যের অসংসর্গের অগ্রহও আছে; সুতরাং "পর্ব্বতো বহ্নিমান্", এইরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হওয়াই উচিত হয়। সুতরাং জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এইজন্য জ্ঞানসন্নিকর্ষপ্রযুক্ত "ইদং রজতম্"—এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তি করা যায় না। সুতরাং দেশান্তরীয় রজত ভ্রমে ভাসমান হয়, এই কথাও বলা যায় না। ১৭৯।

কিঞ্চ কা বা জ্ঞানপ্রত্যাসত্তির্নাম ? যদবচ্ছেদেন যদনুভূতং তদবচ্ছেদেন তজ্‌জ্ঞানং প্রত্যাসত্তিরিতি চেৎ ন, তর্হি শুক্তিত্বাবচ্ছেদেন রজতস্য পূর্ব্বাননুভূতত্বাৎ কথং তজ্‌জ্ঞানস্য প্রত্যাসত্তিত্বম্। এবং সামান্য-প্রত্যাসত্ত্যঙ্গীকারেঽপি প্রমাণাভাবাৎ। ন চ ব্যাপ্তিগ্রহান্যথানুপপত্তিরেব মানমিতি বাচ্যম্, সিদ্ধ্যন্তে সন্নিকৃষ্টধূমাদিব্যক্তিবিষয়ত্বেন সর্ব্বধূমাবিষয়তয়া তস্য সামান্যপ্রত্যাসত্তিকল্পনাযোগাৎ। ১৮০।

আরও কথা এই যে, এই জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি বস্তুটি কি ? অর্থাৎ কিরূপ স্থলে জ্ঞানপ্রত্যাসত্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় ? "সুরভি চন্দনম্"—এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অনুরোধেই নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা যদি বলেন—যদবচ্ছেদে যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল, তদবচ্ছেদে তাহার জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি ; চন্দনাবচ্ছেদে সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সুতরাং চন্দনাবচ্ছেদে সৌরভের জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি হইবে ; কিন্তু যদবচ্ছেদে যাহা অনুভূত হয় নাই, তদবচ্ছেদে তাহার জ্ঞান প্রত্যাসত্তি নহে। এইরূপ বলিলে অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ, যদি ঐরূপ বলেন, তবে শুক্তিত্বাবচ্ছেদে রজত পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই বলিয়া রজতজ্ঞান সেইস্থলে প্রত্যাসত্তি হইবে কিরূপে ? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলেও শুক্তিতে রজতভ্রমের উপপত্তি হইতে পারে না। প্রত্যাসত্তি কথার অর্থ—সন্নিকর্ষ।

আরও কথা এই যে, জ্ঞানপ্রত্যাসত্তিজন্য যদি রজতের প্রত্যক্ষ হইত, তবে নিয়তই রজতভ্রমে রজত বিশেষণ-রূপে ভাসমান হইত। এই সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলে যে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এইরূপে মূলকার অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিবার জন্য জ্ঞানপ্রত্যাসত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এক্ষণে সামান্যপ্রত্যাসত্তিরও খণ্ডন করিতেছেন। সামান্যপ্রত্যাসত্তিও অলৌকিক প্রত্যাসত্তি। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সামান্য প্রত্যাসত্তির বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। মূলকার এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ সামান্যপ্রত্যাসত্তি খণ্ডন করিতেছেন—

অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি-স্বীকার যেমন অপ্রামাণিক, এইরূপ সামান্যপ্রত্যাসত্তি-স্বীকারেও কোন প্রমাণ নাই। ইহাতে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূমে যে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, এই ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল মহানসাদি। মহানসাদিতে পুরুষ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি মহানসস্থিত ধূম-ব্যক্তিতেই মাত্র বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইত, তবে পর্ব্বতীয় ধূমদর্শনের দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইতে পারিত না ; কারণ মহানসীয় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইলেও পর্ব্বতাদিবৃত্তি ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই, সেই হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমিতিও হইতে পারে না। এইজন্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহানসাদিতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইবার সময় তদ্ধূম-ব্যক্তিতেই মাত্র ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু যাবৎ ধূমব্যক্তিতেই বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, দেশান্তরীয়, কালান্তরীয়, সন্নিকৃষ্ট, বিপ্রকৃষ্ট যাবৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু যাবৎ ধূম মহানসাদিতে নাই। সুতরাং যাবৎ ধূম না দেখিলে তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে কিরূপে ? ধর্ম্মী যাবৎ ধূমই যদি গৃহীত না হইয়া থাকে, তবে ব্যাপ্তিরূপ ধর্ম্ম তাহাতে গৃহীত হইবে কিরূপে ? এইজন্য যাবৎ ধূমের জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক। চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষের দ্বারা যাবৎ ধূমের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য ধূমত্বরূপ সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বারা ধূমত্বের আশ্রয় যাবৎ ধূম-ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট সামান্যই প্রত্যাসত্তি ; এই প্রত্যাসত্তির দ্বারা সামান্যের আশ্রয় যাবৎ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যে-কোন ধূম-ব্যক্তিতে ধূমত্বসামান্যের প্রত্যক্ষ হইলে ধূমত্বরূপ সামান্যপ্রত্যাসত্তির দ্বারা ধূমত্বের আশ্রয় যাবৎ ধূমব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিলে যাবৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারিবে না। যাবৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত না

ন চ ধূমো বহ্নিব্যভিচারী নবেতি সংশয়ানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, তস্য তত্তদ্‌ধূমত্বেন বহ্নিসামানাধিকরণ্য-

হইলে পর্ব্বতীয় ধূমদর্শনজন্য পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিও হইতে পারিবে না। অথচ এই অনুমিতি সকলেরই হইয়া থাকে। এইজন্য বাধ্য হইয়া সকলকে সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে—বেদান্তসিদ্ধান্তে সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিয়াও প্রদর্শিত অনুমিতি হইতে পারে। সন্নিকৃষ্ট মহানসীয় ধূমেই বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়; কিন্তু এই ব্যাপ্তি মহানসীয় ধূমত্বরূপে মহানসীয় ধূমে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু শুদ্ধ ধূমত্বরূপেই মহানসীয় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপ্তিগ্রহের পরে ধূমত্বরূপে পর্ব্বতীয় ধূমের জ্ঞানের অনন্তর ধূমত্বরূপে গৃহীত ব্যাপ্তির স্মৃতি হইয়া থাকে এবং স্মৃত ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য পক্ষবৃত্তি ধূমে গৃহীত হয়। পর্ব্বতাদি পক্ষবৃত্তি ধূম স্মৃত ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে গৃহীত হইলে পর্ব্বতাদি পক্ষে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। ফল কথা—ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপে হেতুর পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান হইলে অবশ্যই অনুমিতি হইয়া থাকে। যেরূপে ধূম-ব্যক্তিতে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপে ধূমের পক্ষবৃত্তিতা জ্ঞান হইলেই পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে। এইজন্য পক্ষবৃত্তি ধূমে ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্যজ্ঞানেরও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং পরামর্শকেও অনুমিতির কারণ বলিতে হয় না। এই সমস্ত কথা পরামর্শগ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই স্থলে মূলকার যে "সিদ্ধান্তে" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধান্তে। পূর্ব্বমীমাংসকগণের সিদ্ধান্তই অদ্বৈতবেদান্তিগণ সমর্থন করিয়াছেন। পরামর্শগ্রন্থ আলোচনা করিলে এই সকল বিষয় আরও সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। মূলগ্রন্থের পঙ্‌ক্তির অর্থ এই যে—সন্নিকৃষ্ট মহানসীয় ধূম-ব্যক্তিতেই বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাথমিক ব্যাপ্তি-গ্রহদশাতে যাবদ্ ধূমব্যক্তির উপস্থিতির আবশ্যকতা নাই। যাবদ্ ধূম-ব্যক্তির উপস্থিতি হইল না বলিয়া অন্য ধূমের দ্বারা পর্ব্বতাদিতে বহ্নির অনুমিতি হইতেও কোন অনুপপত্তি নাই। আর ইহাতে সর্ব্বধূমবিষয়ক জ্ঞানসম্পাদনের জন্য সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা নাই। প্রাথমিক ব্যাপ্তিগ্রহদশাতে যাবদ্ ধূম-ব্যক্তির জ্ঞান অনাবশ্যক। সুতরাং "যাবদ্ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহের জন্য সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে" এইরূপ যে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। ১৮০।

সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রথমযুক্তি খণ্ডন।

আর নৈয়ায়িকগণ যদি বলেন—সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিলে "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এইরূপ ধূমে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ব্যভিচারসংশয় অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। কারণ মহানসস্থিত প্রসিদ্ধ ধূমে বহ্নিসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয়ই আছে। যে সমস্ত ধূম প্রসিদ্ধ, সেই সমস্ত ধূমে বহ্নিসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় আছে। এইজন্য দেশান্তরীয় কালান্তরীয় অপ্রসিদ্ধ ধূমেই বহ্নির ব্যভিচারসংশয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভাবিত নহে। অপ্রসিদ্ধ ধূমে সংশয় হইতেই পারে না। অজ্ঞাত ধূমই অপ্রসিদ্ধ ধূম। অজ্ঞাত ধূমে সংশয় সম্ভাবিতই নহে। ব্যভিচারসংশয়ের ধর্ম্মী অজ্ঞাত ধূম ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্মীর জ্ঞান সংশয়ের কারণ; ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে সংশয় হইতেই পারে না। সুতরাং অজ্ঞাত ধূমরূপ ধর্ম্মীতে বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইবে কিরূপে? সুতরাং দেখা যাইতেছে—প্রসিদ্ধ মহানসীয়াদি ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় আছে বলিয়া বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারে না এবং দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ধূম জ্ঞাতই নহে, এইজন্য তাহাতেও বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারে না। অথচ "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এইরূপ সংশয় সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া ঐরূপ সংশয় হইবে না ইহা বলা যায় না। সুতরাং যাঁহারা সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে এই প্রদর্শিত সংশয়ের উপপাদন অসম্ভব। সামান্যপ্রত্যাসত্তির দ্বারা অর্থাৎ

নিশ্চয়েঽপি প্রসিদ্ধে ধূমে এব ধূমত্বেন ব্যভিচারসংশয়োপপত্তেরপ্রসিদ্ধধূমাবিষয়ত্বাৎ। ন সামান্য-প্রত্যাসত্তৌ কিঞ্চিদপি মানমিতি সিদ্ধম্। ১৮১।

ধূমত্বরূপ সামান্যপ্রত্যাসত্তির দ্বারা সমস্ত ধূমের উপস্থিতি হয় স্বীকার করিলে দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ধূম প্রভৃতিতে বিশেষদর্শন নাই বলিয়া ব্যভিচারসংশয় উপপন্ন হইতে পারে। এইজন্য সমস্ত ধূমের উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর সমস্ত ধূমের উপস্থিতির জন্য সামান্যপ্রত্যাসত্তিও স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থলে সামান্যপ্রত্যাসত্তি কথার অর্থ—ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষবিশিষ্ট বিশেষ্যজ্ঞানে প্রকারীভূত ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকেই সামান্য বলে। সামান্যকথার অর্থ—জাতিমাত্র নহে। এই সামান্যই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষের দ্বারা সামান্যাশ্রয় ব্যক্তিমাত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।*

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিলেও "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এই সংশয়ের কোন অনুপপত্তি হয় না। প্রসিদ্ধ ধূমেই "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ ধূমে তত্তদ্ধূমত্বরূপে অর্থাৎ মহানসীয় ধূমত্ব, চত্বরীয় ধূমত্ব, গোষ্ঠীয় ধূমত্বরূপে সেই সেই ধূম-ব্যক্তিতে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় থাকিলেও সেই প্রসিদ্ধ ধূমেই শুদ্ধ ধূমত্বরূপে বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারিবে। সামান্যলক্ষণাবাদী প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যে ব্যক্তিতে যে রূপে যে ধর্ম্মের নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তিতে সেই ধর্ম্মের সংশয় রূপান্তরেও হইতে পারে না ইহাই বলেন। কিন্তু সামান্যলক্ষণা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা এইরূপ মানেন না। তাঁহারা বলেন যে—যে ধর্ম্মীতে যে রূপে যাহার নিশ্চয় আছে, সেই ধর্ম্মীতেই অন্যরূপে সেই ধর্ম্মেরই সংশয় হইতে পারে। এইজন্য তদ্ধূমত্বরূপে তদ্ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় থাকিলেও শুদ্ধধূমত্বরূপে তদ্ধূম-ব্যক্তিতেও বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারে। সমানবিশেষ্যতাসম্বন্ধে সংশয় ও নিশ্চয়ের বিরোধিতা নাই; কিন্তু সমানবিশেষ্যতাবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেই সংশয় ও নিশ্চয়ের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত নব্যরীতির বিচার অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অধিক বিস্তারে বিরত রহিলাম। মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণের মধ্যে রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতি সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন না। অন্য নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু অতিপ্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে "শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব" এই তৃতীয় স্তবকের কারিকাতে সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিয়া অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ধূমের জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ ধূমে বহ্নির ব্যভিচারসংশয় প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু অনুমানপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ধূমেই বহ্নির ব্যভিচারসংশয়ের উপপাদন করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন রীতি অনুসারে সংশয়-নিশ্চয়ের বিরোধিতাও উপপন্ন হইয়াছে; অথচ সামান্যলক্ষণাও স্বীকার করিতে হয় নাই। সুতরাং নব্য নৈয়ায়িকগণ যাঁহারা সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন আচার্য্যের মতের অবহেলা করিয়াই ঐরূপ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যভিচারসংশয় অর্থাৎ "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এইরূপ সংশয়ের বিশেষ্য অপ্রসিদ্ধ ধূম নহে। প্রসিদ্ধ তত্তদ্ধূমেই শুদ্ধ ধূমত্বরূপে বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারে। নিশ্চয় ও সংশয়ের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্ধূমত্ব ও ধূমত্বরূপ ভিন্ন হইয়াছে

---

* এই সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা আছে কি না ইহা লইয়া ন্যায়শাস্ত্রে বহু বিচার দৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকচূড়ামণি রঘুনাথ-শিরোমণির সহিত মৈথিল পক্ষধরমিশ্রের দীর্ঘদিনব্যাপী মহাবিচার হইয়াছিল। এই প্রদর্শিত সংশয়টি সামান্যপ্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিলে হইতে পারে না ইহাই পক্ষধরমিশ্র বলিয়াছিলেন। এইজন্য পক্ষধরমিশ্র বলিয়াছিলেন যে—"বক্ষোজপানকৃৎকাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্। সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে॥ অর্থাৎ হে স্তন্যপায়ী একচক্ষুবিহীন রঘুনাথ! তোমার আলোচ্য বিষয়ে যখন সংশয় জাগ্রত আছে, তখন তুমি অকস্মাৎ কেন সামান্যলক্ষণার অপলাপ করিতেছ? সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিলে উক্তরূপ সংশয়ই ত হইতে পারে না।

ন চ দোষ এব প্রত্যাসত্তিরিতি বাচ্যম্, তস্য স্বতন্ত্রান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভ্রমকারণত্বেন কৢপ্তস্য তত্ত্বে মানাভাবাৎ। কিঞ্চ বিশেষ্যেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষত্বেন কারণত্বে গৌরবাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষত্বেন তদ্বাচ্যম্, তত্রাপি ন কিঞ্চিদ্‌বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষত্বেন, তথাত্বে অতিপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু যাবদ্‌বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষত্বেন প্রত্যক্ষকারণত্বমবশ্যং বক্তব্যম্, তথাত্বে বিশেষণসন্নিকর্ষস্যাপি কারণত্বং ভবত্যেব। অন্যথা উষ্ণীষাদিযুতে কুণ্ডলিনি কুণ্ডলবিশিষ্টপ্রত্যক্ষত্বাপত্তেঃ। ন চ ইষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম্, অনুভবাদর্শনাৎ। তস্মাৎ দেশান্তরীয়-

---

বলিয়া নিশ্চয় সংশয়ের বিরোধী হয় না। সুতরাং প্রসিদ্ধ সেই সেই ধূমেই "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে।

সুতরাং সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিতে যে কোন প্রমাণ নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ এই ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষের মধ্যে প্রথম দুইটি যে অসঙ্গত, তাহা বলা হইল। আর যোগজলক্ষণ সন্নিকর্ষ বিচারার্হই নহে। ১৮১।

আর যদি অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে—ভ্রমে ভাসমান রজতাদির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই এই কথা বলা যায় না, কারণ রজতাদির চাক্ষুষভ্রমে দোষই ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তি হইবে। নৈয়ায়িকগণ ঐরূপও বলিতে পারেন না; কারণ ভ্রমজ্ঞানমাত্রের প্রতি দোষ কারণ বটে; ভ্রমজ্ঞানের প্রতি দোষের স্বতন্ত্র অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। দোষ না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। ভ্রমের কারণরূপে কৢপ্ত দোষের প্রত্যাসত্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। ভ্রমজ্ঞানে দোষ কারণ হইলেও দোষ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাসত্তি হইবে ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথা এই যে—বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই কারণ ইহাই স্বীকার করা উচিত। কিন্তু বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে কারণ এইরূপ বলা যায় না। বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষে বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ই ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্য বিশেষ্যের সহিত যেমন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক, সেইরূপ বিশেষণের সহিতও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আবশ্যক। বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইল, কিন্তু বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইল না ইহার কারণ কি? বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষে কারণ এইরূপও ত বলা যাইতে পারে। অনুভব-বিরোধ উভয়স্থলেই সমান। এইজন্য বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণ বলিতে হইবে। বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই বিষয়। এইজন্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে কারণ এইরূপ বলায় লাঘব আছে। বিষয়বিশেষকে বিশেষ্য বলে; এই বিষয়-বিশেষের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণত্ব স্বীকার করিলেই লঘু হয়। সুতরাং "ইদং রজতম্" এই ভ্রমপ্রত্যক্ষে রজতরূপ বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। এই সন্নিকর্ষ যে দোষ নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। অন্য কোন সন্নিকর্ষও অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিতে পারেন না। সুতরাং অন্যথাখ্যাতি উপপন্নই হয় না।

আরও কথা এই যে—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণ স্বীকার করিয়াও এইরূপ বলা যায় না যে—যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতেই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; প্রত্যক্ষে যতগুলি বিষয় ভাসমান হইবে, সেই সমস্ত বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আবশ্যক। প্রত্যক্ষে যত বিষয় ভাসমান হয়, তত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিয়া প্রত্যক্ষে ভাসমান বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে সেই সন্নিকর্ষ হইতে যাবদ্ বিষয়ের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইতে পারে না। "দণ্ডী কুণ্ডলী চৈত্রঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিতে ভাসমান দণ্ড,

বিষয়স্য অন্যত্র সত্ত্বেঽপি তদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবেন তজ্জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বং সর্ব্বথাপি ন সম্ভবত্যেব। অন্যথা রজতার্থিনোঽপি রজতদেশে এব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, ন তু পুরোবর্ত্তিনি, জ্ঞানস্য স্ববিষয়ে এব প্রবর্ত্তকত্বনিয়মাৎ। ১৮২।

ন চ রজতজ্ঞানং শুক্তিমপি বিষয়ীকরোতি ইতি পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিপ্রবৃত্তিঃ সূপপন্নেতি বাচ্যম্, অন্যাকারজ্ঞানস্য অন্যবিষয়ত্বে সম্বিদ্‌বিরোধাৎ। নন্ু জ্ঞানং যত্রেষ্টতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যং বিষয়ীকরোতি,

---

কুণ্ডল ও চৈত্রাদির মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া প্রদর্শিত বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না। যে কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া যাবদ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষের বিষয়ব্যবস্থাই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এইজন্য প্রত্যক্ষে ভাসমান যাবদ্‌ বিষয়সন্নিকর্ষই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে বিশেষণের সহিতও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে উষ্ণীষ-কুণ্ডলাদিযুক্ত পুরুষে উষ্ণীষ ও পুরুষে চক্ষুঃসংযুক্ত হইয়া এবং কুণ্ডলের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ না হইয়া "অয়ং কুণ্ডলবান্" এইরূপ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। অথচ ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। কুণ্ডলের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না হইয়া কেবল পুরুষের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া "অয়ং কুণ্ডলী" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব কাহারও হয় না। সুতরাং ভ্রমে ভাসমান রজত দেশান্তরস্থ হইলেও তাঁহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভাবিত নহে বলিয়া দেশান্তরীয় রজতের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ কোন মতেই হইতে পারে না। যদি দেশান্তরীয় রজতই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইত, তবে রজতার্থী পুরুষও দেশান্তরেই প্রবৃত্ত হইত; কিন্তু পুরোবর্ত্তী দেশে কখনই প্রবৃত্ত হইত না। জ্ঞান স্ববিষয়েই পুরুষের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। "ইদং রজতম্" এই জ্ঞানের বিষয় দেশান্তরীয় রজত; সুতরাং "ইদং রজতম্" এই জ্ঞান হইতে দেশান্তরীয় রজতেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইবে; কিন্তু পুরোবর্ত্তী দেশে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতেই পারিবে না। অথচ "ইদং রজতম্" এই জ্ঞান হইতে পুরোবর্ত্তী দেশেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৮২।

যদি অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—"ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান কেবল যে রজতবিষয়কই হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু পুরোবর্ত্তী শুক্তিকেও বিষয় করিয়া থাকে। সুতরাং রজতবিষয়ক ভ্রমজ্ঞান পুরোবর্ত্তী শুক্তিবিষয়কও হইয়া থাকে বলিয়া রজতার্থী পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অন্যাকার জ্ঞান অন্যবিষয়ক হইতে পারে না। রজতাকার জ্ঞান শুক্তিবিষয়ক নহে। অন্যাকার জ্ঞান অন্যবিষয়ক হইলে জ্ঞানস্বভাবের বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। এই কথা তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডে অন্যথাখ্যাতিবাদরহস্যে পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায় অখ্যাতিবাদিগণের যুক্তিসংগ্রহপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"তদুক্তং—সাকারপাতাদসতো ন ভানাৎ সম্বিদ্বিরোধাদথ হেত্বভাবাৎ ধিয়ামনাশ্বাসভয়াচ্চ নেষ্টা যতোঽন্যথাখ্যাতিরতোঽযথার্থা ॥" (৪৭৪পৃঃ প্রত্যক্ষচিন্তামণি, এসিয়াটিকসোসাইটিমুদ্রিত)। অখ্যাতিবাদিগণ সম্বিদ্বিরোধপ্রযুক্ত অন্যথাখ্যাতিবাদ অসঙ্গত এই কথা বলিয়াছেন। সম্বিৎ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে সম্বিদের স্বভাবের বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। সম্বিদের স্বভাব এই যে অর্থাৎ বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের স্বভাবই এই যে—তৎপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্যতা নিয়ত তদ্বন্মাত্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্যতা ঘটত্ববন্মাত্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্য ঘটত্বরহিত অঘট বস্তু হইতে পারে না। ইহাই নিয়ম। অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে এই নিয়মের ব্যাঘাত হয়। মথুরানাথতর্কবাগীশ সম্বিদ্বিরোধ কথার এইরূপ অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন (৪৭২ পৃঃ)। এই সম্বিদ্বিরোধপ্রযুক্ত রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতত্বাভাববৎ শুক্তিবিশেষ্যক হইতে পারে না অর্থাৎ রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্যতা রজতত্বরহিত শুক্তিতে থাকিতে পারে না। উক্ত বিশেষ্যতা

তত্রৈব পুরুষং প্রবর্ত্তয়তীতি নিয়মাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানমপি শুক্তৌ রজতত্ববৈশিষ্ট্যং বিষয়ীকুর্ব্বৎ রজতার্থিনং প্রবর্ত্তয়তীতি অদোষ ইতি চেৎ ন, রজতত্বস্য স্বতন্ত্রোপস্থিত্যভাবেন শুক্তৌ তদারোপানুপপত্তেঃ। ন হি পূর্ব্বং রজতত্বং বিশেষ্যত্বেনানুভূতম্, যেন তস্য স্বতন্ত্রোপস্থিতিঃ স্যাৎ, অপি তু রজতবিশেষণত্বেন। তথাত্বে তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ অনুপস্থিততয়া তৎসংসর্গারোপোঽনুপপন্ন এব। ন চ রজতোপস্থিতিসামগ্র্যাং সত্যাং

রজতত্ববিশিষ্ট রজতেই থাকিবে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—মূলকার অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণের দ্বারা অন্যথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন প্রদর্শন করিতেছেন। এইজন্য অখ্যাতিবাদিগণ অন্যথাখ্যাতির খণ্ডনের জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলি অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীও গ্রহণ করিতে পারেন, সেই যুক্তিগুলিও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীর মুখ দিয়া বুলাইয়াছেন। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ ভ্রমজ্ঞানকেও তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করেন। অখ্যাতিবাদিগণও যেমন সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রকেই তদ্বতি তৎপ্রকারক স্বীকার করেন, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণও সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রকেই তদ্বতি তৎপ্রকারক বলিয়া স্বীকার করেন। ভ্রমজ্ঞানও সপ্রকারক জ্ঞান; সুতরাং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীর মতে ভ্রমজ্ঞানও তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীর মতে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজতাদি ভ্রমকালে উৎপন্ন হয়। ভ্রমকালোৎপন্ন রজতাদি অনির্ব্বচনীয়; রজতত্ববিশিষ্ট রজত বস্তু ভ্রমকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই সকল কথা পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়বাদে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতত্ববদ্বিশেষ্যকই বটে। রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্য রজতত্ববৎ রজত ভ্রমকালোৎপন্ন বলিয়া তাহা অনির্ব্বচনীয়—মিথ্যা। কিন্তু অখ্যাতিবাদিগণ রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্য রজতত্ববৎ রজতকে মিথ্যা বলেন না। এইজন্য অখ্যাতি ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি অত্যন্ত ভিন্ন। যদিও বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান অখ্যাতিবাদী ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীর মতে তদ্বতি তৎপ্রকারকই বটে, তথাপি অখ্যাতিবাদিগণ ভ্রমকালে রজতের উৎপত্তি স্বীকার করেন না এবং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন, ইহাতে এতদুভয়ের মহদ্বৈলক্ষণ্য। এইজন্য মূলকার অখ্যাতিবাদীর সহিত অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদীর সমান অংশ গ্রহণ করিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্তরহস্য অতিসূক্ষ্ম।

ইহাতে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলেন যে—রজতভ্রমজ্ঞান হইতে রজতার্থীর পুরোবর্ত্তী বস্তুতে প্রবৃত্তি অসঙ্গত নহে। যদিও রজতজ্ঞানের বিষয় শুক্তি নহে, তথাপি রজতজ্ঞান শুক্তিতে প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে। রজতার্থীর ইষ্ট বস্তু রজত; রজতত্বধর্ম্ম ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম; যে জ্ঞান যাহাতে ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকে বিষয় করে, সেই জ্ঞান তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে ইহাই সার্ব্বত্রিক নিয়ম। এইজন্য রজতভ্রমজ্ঞানও পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাতে রজতার্থীর ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রজতত্বের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক হয় বলিয়া পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাতে রজতত্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যজ্ঞান রজতত্ব ধর্ম্মের আরোপ। শুক্তিকাতে রজতত্বধর্ম্ম নাই। যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্মের জ্ঞান সেই ধর্ম্মের আরোপই বটে। আরোপে আরোপ্য ধর্ম্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি কারণ। আরোপ্য ধর্ম্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি না থাকিলে আরোপই হইতে পারে না। রজতত্বধর্ম্মের স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতত্ব ধর্ম্মের আরোপ হইতে পারে না। আরোপে আরোপ্য ধর্ম্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি কারণ। রজতত্ব ধর্ম্মের আরোপের পূর্ব্বে উহার স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি তবেই স্বীকার করা যাইত, যদি রজতত্বধর্ম্ম পূর্ব্বে স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হইত। রজতত্বধর্ম্মের স্বতন্ত্রভাবে অনুভূতি—বিশেষ্যরূপে রজতত্বের অনুভূতি। রজতত্ব নিয়তই রজতাংশে বিশেষণরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার স্বতন্ত্রভাবে অনুভূতি নাই,

রজতত্বস্য স্বাতন্ত্র্যেণ উপস্থিতিরিতি বাচ্যম্, রজতত্বস্য জাতিত্বেন তৎপরতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাৎ শুক্তৌ রজতত্বারোপো ন সম্ভবত্যেব। ১৮৩।

কিঞ্চ তন্মতে আরোপ্যস্য দেশান্তরস্থত্বেন বাধোঽপি ন স্যাৎ, জ্ঞানস্য স্বরূপেণ বাধানর্হতয়া বিষয়বাধাৎ তস্য বাধস্য বক্তব্যতয়া বিষয়স্যান্যত্র সত্ত্বেন তদ্‌বাধানুপপত্তেঃ। ন চ তদ্বৈশিষ্ট্যস্যৈব বাধ

তাহার স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতিও হইতে পারে না। আর যাহা স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত নহে, তাহার সংসর্গারোপও হইতে পারে না। সুতরাং পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গারোপ অসম্ভব।

ইহাতে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ যদি বলেন—রজতের উপস্থিতি-সামগ্রী হইতেই রজতত্বধর্ম্মের স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি হইতে পারিবে। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ রজতত্ব জাতি এবং রজত ব্যক্তি। রজত ব্যক্তিতে রজতত্ব জাতি আশ্রিত; রজতত্ববিশিষ্ট রজত ব্যক্তির উপস্থিতি-সামগ্রী হইতে রজতত্ব জাতির উপস্থিতি হয় সত্য; কিন্তু রজতত্ব জাতি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হয় না। জাতি ব্যক্তিপরতন্ত্র বলিয়া ব্যক্তির উপস্থিতিতে জাতি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হয় না; কিন্তু ব্যক্তিতে আশ্রিতরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিতে অনাশ্রিত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে রজতত্বের উপস্থিতি হয় না বলিয়া রজতত্বের আরোপও সম্ভাবিত নহে। ১৮৩।

আরও কথা এই যে—অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে আরোপ্য রজতত্বাদি দেশান্তরস্থিত বলিয়া তাহা সত্য বস্তু; সত্য বস্তুর বাধ হইতে পারে না এবং ভ্রমজ্ঞানও সত্য বস্তু, এইজন্য তাহারও বাধ হইতে পারে না। জ্ঞান মিথ্যা বিষয়বিশেষিত বলিয়াই জ্ঞানের বাধ হইয়া থাকে; জ্ঞান স্বরূপতঃ বাধার্হই নহে; জ্ঞানের বিষয়ের বাধপ্রযুক্তই বিষয়বিশেষিত জ্ঞানের বাধ হইয়া থাকে। অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় দেশান্তরে আছে বলিয়া তাহা সত্য বস্তু; সত্য বিষয়ের বাধ সম্ভাবিত নহে এবং সত্যবিষয়বিশেষিত ভ্রমজ্ঞানেরও বাধ সম্ভাবিত হইবে না। অথচ "নেদং রজতম্" এই বাধজ্ঞান "ইদং রজতম্" এই ভ্রমজ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে বাধ্যই নাই বলিয়া বাধকজ্ঞানের বাধকত্বই অনুপপন্ন। ইহাতে অন্যথাখ্যাতিবাদী প্রাচীন নৈয়ায়িক তাৎপর্য্যাচার্য্য প্রভৃতি বলেন যে—রজতভ্রমে রজতত্ব ও পুরোবর্ত্তী ইদংবস্তু সত্য হইলেও রজতত্বধর্ম্মের সহিত ইদংবস্তুর সংসর্গ অলীক; এই অলীক সংসর্গই ভ্রমে ভাসমান হইয়া থাকে। অলীক শব্দের অর্থ—অসৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন যে—অসৎ বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে না পারিলেও দুইটি সদ্বস্তুর দ্বারা উপরক্ত অসৎসংসর্গ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। এইজন্য প্রত্যক্ষভ্রমে ইদংবস্তুর সহিত রজতত্বধর্ম্মের অলীক অসৎসংসর্গ রজতভ্রমে ভাসমান হইয়া থাকে। এই অসৎসংসর্গই ইদংবস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। "নেদং রজতম্" এই বাধকজ্ঞান এই অসৎ বৈশিষ্ট্যের বাধক হইয়া থাকে বলিয়া বাধকপ্রত্যয়ের বাধকত্ব অনুপপন্ন নহে। বাধকপ্রত্যয় সদ্বস্তুর বাধা করিতে না পারিলেও অসৎসংসর্গের বাধক হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত সঙ্গত নহে; কারণ অসৎসংসর্গের প্রত্যক্ষপ্রতীতি ও প্রত্যক্ষপ্রতীত অসদ্বস্তুর বাধ এই উভয়ই অসঙ্গত। অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষপ্রতীতিও হয় না এবং বাধও হয় না। বস্তুতঃ কথা এই যে—অসদ্বস্তুর যে প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় না এইরূপ নহে, কিন্তু অসদ্বস্তুর প্রতীতিই হয় না। অনেকে শব্দজন্য অসদ্বস্তুর প্রতীতি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। অসদ্বস্তুর প্রতীতি স্বীকার করিলে অসদ্বস্তুর সহিত প্রতীতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। দুইটি সদ্বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সৎ ও অসতের কিংবা দুইটি অসতের সম্বন্ধ সম্ভাবিতই নহে। এই সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলিয়াছি। যাহা হউক অসৎসংসর্গে খ্যাতি ও বাধ স্বীকার করিলে আকাশকুসুম ও বন্ধ্যাপুত্রাদিরও খ্যাতি এবং বাধ স্বীকারের আপত্তি হইয়া

ইতি বাচ্যম্, তস্যাসদ্রূপতয়া খ্যাতিবাধয়োরসম্ভবাৎ। অন্যথা খপুষ্পাদেরপি খ্যাতিবাধৌ তর্ককুশলৈঃ সম্ভাবনীয়ৌ ইত্যর্থঃ। পরিশেষাৎ ভ্রমবিষয়ভূতং রজতং ভ্রমকালে এব তত্রৈবানির্ব্বচনীয়ং জায়তে ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। ন চ তজ্জন্মসামগ্র্যভাবাৎ কথং রজতোৎপত্তিরিতি বাচ্যম্, তস্যা লোকপ্রসিদ্ধসামগ্রী-বিলক্ষণায়াঃ সত্ত্বাৎ। কা সেতি চেৎ শ্রূয়তাম্—অধিষ্ঠানেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষানন্তরমিদমাদ্যাকারবৃত্তৌ সত্যামিদমব-

---

পড়িবে। সুতরাং প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত সঙ্গত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সৎও হইতে পারে না এবং অসৎও হইতে পারে না। সদ্বস্তুর বাধ হয় না এবং অসদ্বস্তুর খ্যাতি হয় না। খ্যাতি অসম্ভব বলিয়া বাধও অসম্ভব। এইজন্য ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় এবং ভ্রমকালে শুক্ত্যাদিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রমকালোৎপন্ন অনির্ব্বচনীয় রজতাদিই রজতাদিভ্রমের বিষয় হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাই অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ।

এই অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি স্বীকার করিলে আপত্তি এই যে- রজতাদির ভ্রমকালে উৎপন্ন রজতাদিই রজতাদিভ্রমের বিষয় হইয়া থাকে এইরূপ বলা যায় না। ভ্রমকালে রজত উৎপন্ন হইবে কিরূপে? রজতাদির উৎপাদক সামগ্রী হইতেই রজতাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। উৎপাদক সামগ্রী না থাকিলে উৎপত্তিই হইতে পারে না। রজতের উৎপাদক সামগ্রী রজতাবয়বাদি; এই সামগ্রী শুক্তিকাদিতে নাই। সুতরাং ভ্রমকালে রজতাদির উৎপত্তি হইবে কিরূপে?

এতদুত্তরে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, রজতাদির উৎপত্তির লোকসিদ্ধ সামগ্রী না থাকিলেও তাহা হইতে বিলক্ষণ সামগ্রী হইতেই রজতাদির উৎপত্তি হইতে পারিবে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, রজতাদির উৎপত্তির লোকসিদ্ধ সামগ্রী হইতে বিলক্ষণ সামগ্রীটি কি? লোকসিদ্ধ সামগ্রীই প্রসিদ্ধ। লোকসিদ্ধভিন্ন সামগ্রী প্রসিদ্ধই নহে। সুতরাং তাদৃশ সামগ্রী হইতে রজতাদির উৎপত্তি হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, ভ্রমকালোৎপন্ন রজতের উপাদান শুক্তিত্বপ্রকারক অবিদ্যা। রজতভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তিকা; শুক্তিকার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের অনন্তর দোষবশতঃ শুক্তিকাত্ব ধর্ম্মের জ্ঞান না হইয়া ইদন্ত্বরূপে শুক্তিকা ইদমাকার বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ "ইয়ং শুক্তিকা" এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "ইদম্" এইরূপ পুরোবর্ত্তিত্বরূপে ইদমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইদমাকার বৃত্তির বিষয় ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিষ্ঠ শুক্তিত্বপ্রকারক অবিদ্যা রজতসাদৃশ্যসন্দর্শনজন্য উদ্বুদ্ধ রজতসংস্কারসহকৃত হইয়া রজতরূপ বিষয়াকারে ও রজতরূপ জ্ঞানাকারে পরিণত হইয়া থাকে। আর ইহাই ভ্রমকালে রজতবিষয়ের জন্ম বা উৎপত্তি। সুতরাং রজতাদির উপাদান অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং রজতাদি উক্ত উপাদান অবিদ্যার উপাদেয়। জ্ঞান যেরূপ বিষয়-নিরূপ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানও বিষয়নিরূপ্য হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন নির্ব্বিষয়ক হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানও নির্ব্বিষয়ক হইতে পারে না। অধ্যস্ত রজতাদির অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানই রজতাদির উপাদান হয় বলিয়া অধিষ্ঠানবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানোপাদানক রজতাদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উপাদানের নিবৃত্তিতে উপাদেয়েরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে রজতাদির বাধকজ্ঞানের বাধকত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি যে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুকেই অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। যাহা সদ্রূপে, অসদ্রূপে অথবা সদসদ্রূপে নির্ব্বচনের যোগ্য নহে, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সদসদ্রূপ নহে; কোন বস্তুই সদসদাত্মক হইতে পারে না। সদাত্মকত্ব ও অসদাত্মকত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। কোন বস্তুই বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে না। এইজন্য ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সৎ, অসৎ ও সদসৎ এই তিনটি

চ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠা শুক্তিত্বপ্রকারকাবিদ্যা সাদৃশ্যদর্শনসমুদ্‌বুদ্ধসংস্কারসহকৃতা রজতাকারেণ তজ্‌জ্ঞানাকারেণ পরিণমতে, তদেব তস্য জন্ম। অজ্ঞানোপাদেয়ত্বাদেব অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানেন তন্নাশোঽনির্ব্বচনীয়ত্বাদেব রজতস্য মিথ্যাত্বম্। তস্মাৎ অনির্ব্বচনীয়মেব রজতমস্যাঃ প্রত্যক্ষপ্রতীতের্বিষয় ইতি সিদ্ধম্। ১৮৪।

অত্র ব্রূমঃ—এতাবন্তং কালমসদেব রজতমভাদিতি অসত্যস্যৈব তত্রানুভবাৎ। ন চ অনির্ব্বাচ্যৈক-দেশসত্ত্বাভাববিষয়ত্বেন অসদ্‌বুদ্ধ্যুপপত্তিঃ সুকরেতি বাচ্যম্, অসদ্‌ভেদমাদায় সদেব রূপ্যমভাদিত্যাপত্তেঃ।

কোটি হইতে উত্তীর্ণ। এইজন্য অনির্ব্বচনীয়তাকে চতুর্থী কোটি বলা হয়। আর এই অনির্ব্বচনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব। সদসদ্বিলক্ষণত্বই মিথ্যাত্ব ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং রজতাদির প্রাত্যক্ষিক ভ্রমে অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা রজতই বিষয় হইয়া থাকে। আর ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ ॥ ১৮৪ ॥

অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ স্থাপন শেষ।

—০—

অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ খণ্ডনারম্ভ

(অনির্ব্বচনীয়খ্যাতির প্রত্যক্ষবিরোধ প্রদর্শন)

অদ্বৈতবাদিগণ যে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহার উপরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই অনির্ব্বাচ্যত্ব বলিয়া থাকেন, ভ্রমকালে প্রতীত রজত অনির্ব্বাচ্য নহে; পরন্তু "নেদং রজতং কিন্তু শুক্তিরিয়ম্" এইরূপ বাধজ্ঞানের পরে "এতাবৎ কাল অসৎ রজতই প্রতিভাত হইয়াছিল" এইরূপে অসৎ রজতেরই অনুভব হইয়া থাকে; সুতরাং বাধজ্ঞানের পরে অসৎ রজতেরই প্রত্যক্ষানুভব হয় বলিয়া ভ্রমকালীন রজতের অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় না; কিন্তু প্রদর্শিতরূপ প্রত্যক্ষ-প্রতীতির দ্বারা রজতের অসত্ত্বই সিদ্ধ হয়।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই অনির্ব্বাচ্যত্ব বলিয়াছি অর্থাৎ যাহা সৎও নহে এবং অসৎও নহে, তাহাই অনির্ব্বচনীয় ইহাই আমরা বলিয়াছি, সুতরাং তাদৃশ অনির্ব্বাচ্যের একদেশ যে সদ্বৈলক্ষণ্য তাহা ভ্রমে ভাসমান রজতাদিতে আছে বলিয়া "এতাবৎ কাল অসৎ রজতই প্রতিভাত হইয়াছিল" এইরূপ প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইয়া থাকে। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সদসদ্বিলক্ষণ হইলেও সদ্বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্তই কদাচিৎ অসৎ-প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "মিথ্যা রজতই প্রতিভাত হয়" ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুতে সদ্বৈলক্ষণ্যমাত্রকে অপেক্ষা করিয়া কদাচিৎ অসৎ-ব্যবহারও হইয়া থাকে, সুতরাং ঐরূপে বাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির উপপত্তি সুকর হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সদ্বৈলক্ষণ্যই যদি বস্তুর অসদ্রূপতা হয়, তবে তুল্যযুক্তি-প্রযুক্ত অসদ্বৈলক্ষণ্য বস্তুর সদ্রূপতা হইবে। তাহা হইলে শুক্তিরজত অসদ্বিলক্ষণ বলিয়া সদ্রূপ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে "সদেব রজতম্ অভাৎ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে সদ্রূপ বলা হইয়াছে, তাহাও অসদ্বৈলক্ষণ্যরূপই হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের সদ্রূপতাও সিদ্ধ হইবে না। আরও কথা এই যে, "ইদং রজতম্" ইত্যাদি ভ্রমপ্রতীতির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিলে রজতরূপ বিষয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা প্রমিত হয় বলিয়া ঐ শুক্তিরজতের সত্যত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে, "ইদম্ রজতম্" ইত্যাদিরূপ যে ভ্রমপ্রতীতি, এই ভ্রমপ্রতীতির ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপ সামগ্রীজন্যত্ব কি তাঁহারা স্বীকার করেন? অথবা তাঁহাদের অভিপ্রেত

"সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যত্র সত্যমিত্যস্য অসদ্‌ভেদবিষয়ত্বাপত্ত্যা ব্রহ্মণঃ সদ্‌রূপত্বাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাচ্চ। অপি চেদং রজতমিত্যাদিপ্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বাঙ্গীকারে বিষয়স্য প্রমিতত্বেন সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ ইদং রজতমিত্যাদিপ্রতীতেরিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপসামগ্রীজন্যত্বং বা তবাভিপ্রেতবৃত্তিবিষয়ত্বং বা? নাদ্যঃ, আবয়োরনঙ্গীকারাৎ। দ্বিতীয়ে বৃত্তিব্যাপ্যং ফলব্যাপ্যং বা উভয়ব্যাপ্যং বা? নাদ্যঃ, ব্রহ্মবদবাধ্যত্বাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, বৃত্তিং বিনা ফলব্যাপ্যত্বাসম্ভবাৎ। ন তৃতীয়ঃ, উভয়ব্যাপ্যত্বেঽপি ঘটাদিবৎ তাৎকালীনবাধানুপপত্তেঃ। ন চ মন্মতে প্রাতীতিকরূপ্যাদেঃ সাক্ষ্যেকবেদ্যত্বাঙ্গীকারেণ বৃত্তেস্তৎপ্রযোজকসন্নিকর্ষাদেশ্চ অনুপযোগাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্, চাক্ষুষবৃত্তিং বিনা সাক্ষিণা তদ্‌গ্রহণাসম্ভবাৎ। অন্যথা অন্ধস্যাপি শুক্তৌ রূপ্যপ্রত্যয়াপত্তেরিত্যলং বিস্তরেণ। ১৮৫।

বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না; কারণ "ইদং রজতম্" ইত্যাদিরূপ ভ্রমপ্রতীতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপ সামগ্রীজন্য ইহা আমরা উভয়েই স্বীকার করি না অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপ সামগ্রীজন্য ইহা আমরাও স্বীকার করি না এবং অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন না। সুতরাং প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ভ্রমপ্রতীত রজত কি বৃত্তিব্যাপ্য? কিংবা ফলব্যাপ্য? অথবা বৃত্তি ও ফল এই উভয়ব্যাপ্য? ব্যাপ্য কথার অর্থ—বিষয়। এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না; কারণ ভ্রমপ্রতীত রজতের বৃত্তিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যত্বহেতু যেমন তাঁহার বাধ হয় না, সেইরূপ ভ্রমপ্রতীত রজতেরও বাধ না হওয়ারই আপত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্রহ্মের ন্যায় ভ্রমপ্রতীত রজতের অবাধ্যত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য অখণ্ডাকার বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকেন ইহা বিবরণাচার্য্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন। ভামতীকারের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় নহেন। যাহা হউক, বিবরণমতে শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইয়াও তাহা যেমন অবাধ্য, সেইরূপ বৃত্তিবিষয় শুক্তিরজতেরও অবাধ্যত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ বৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যকেই ফল বলা যায়। বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যভাস্য বস্তুই ফলব্যাপ্য। রজতাদি বৃত্তির বিষয় না হইলে বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ ফলও সম্ভাবিত নহে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি বৃত্তিব্যাপ্য নহে বলিয়া ফলব্যাপ্যও নহে। এইরূপ তৃতীয়পক্ষও অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুই বৃত্তি ও ফল উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া থাকে, শুক্তিরজতাদিও এই উভয়ব্যাপ্য হইলে ব্যাবহারিক বস্তুর যেমন তাৎকালিক বাধ হয় না, সেইরূপ শুক্তিরজতাদিরও তাৎকালিক বাধ হইতে পারিবে না। অথচ শুক্তিরজতাদির তাৎকালিক বাধ সর্ব্বসম্মত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—শুক্তিরজতাদি ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক বস্তু নহে; কিন্তু প্রাতীতিক। প্রাতীতিক রজতাদি সাক্ষিমাত্রবেদ্য ইহাই আমরা স্বীকার করি। এইজন্য প্রাতীতিক রজতাদি বৃত্তিবেদ্য নহে বলিয়া শুক্তিরজতাদিগোচর বৃত্তি ও বৃত্তিপ্রযোজক সন্নিকর্ষ প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সুতরাং প্রদর্শিত দোষেরও সম্ভাবনা নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শুক্তিরজতাদিবিষয়ক চাক্ষুষবৃত্তি স্বীকার না করিলে কেবলমাত্র সাক্ষীর দ্বারা শুক্তিরজতাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি কেবলমাত্র সাক্ষিদ্বারা শুক্তিরজতের প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, তবে অন্ধেরও শুক্তিতে রজতের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইতে পারিত। এই বিষয় আর অধিক বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৫।

কিঞ্চ যদুক্তমজ্ঞানোপাদেয়ং রজতমধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাৎ তন্নাশ ইতি, তৎ তুচ্ছম্। তথাত্বে রূপ্যং জাতং নষ্টঞ্চেতি ধীপ্রসঙ্গাৎ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাচ্চ। নন্বু রজতোৎপত্তিবিনাশধীর্ভ্রান্তিদশায়াং বাধসময়ে বা? নাদ্যঃ, পূর্ব্বোৎপন্নাবিনষ্টাধিষ্ঠানরূপশুক্ত্যভিন্নতয়া গ্রহস্যৈব তদ্ধীপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ,

---

অপর কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—ভ্রমপ্রতীত শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বচনীয় বস্তু অজ্ঞানোপাদানক ও অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞাননাশ্য অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বচনীয় বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ঐ শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বচনীয় বস্তুর নাশ হইয়া থাকে, অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; তাহা অতি তুচ্ছ। কারণ ভ্রমপ্রতীত রজতাদি বস্তু যদি অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য হইত, তবে "রজত উৎপন্ন হইয়াছিল" এবং "বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত এবং "শুক্তিতে রজত নাই, ছিল না ও থাকিবে না" এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ-প্রতীতিও হইতে পারিত না। শুক্তিরজত যদি অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য হয়, তবে "রজত উৎপন্ন হইয়াছিল" এবং "বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতি হওয়াই উচিত হয়; কিন্তু তাদৃশ প্রতীতি ত কাহারও হয় না। আর শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলিলে তাহাতে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতীতিও হইতে পারে না। শুক্তিরজত মিথ্যা বলিয়া অভিমত; ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। আর তাহা হইলে অর্থাৎ শুক্তিরজত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইলে শুক্তিরজতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকে না বলিয়া তাঁহাদের অভিমত উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—শুক্তিরজতের এই উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি কি ভ্রান্তিসময়ে হওয়ার প্রসঙ্গ হয়? অথবা বাধসময়ে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলিলে ভ্রান্তিসময়ে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এইরূপ বলা যায় না; কারণ পূর্ব্বোৎপন্ন ও অবিনষ্ট শুক্তির সহিত অভিন্নরূপেই রজতগ্রহ অর্থাৎ রজতজ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ রজতগ্রহই অর্থাৎ তাদৃশ রজতজ্ঞানই "রজত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতিতে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িবে। আর ভ্রমকালে বিরোধী জ্ঞানের উদয় হয় না বলিয়া রজতের বিনাশ হয় না; এই জন্যও ভ্রমকালে রজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলিলে বাধকালে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এইরূপও বলা যায় না। কারণ প্রতিযোগীর গ্রহে তাহার অত্যন্তাভাব যেমন প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, সেইরূপ রজতের উৎপত্তি-বিনাশগ্রহেও তাহার অত্যন্তাভাবই প্রতিবন্ধক হইবে। বাধকালে "শুক্তিতে রজত নাই, ছিল না ও থাকিবে না" এইরূপ অত্যন্তাভাবেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং এই অত্যন্তাভাবই বাধকালে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির প্রতিবন্ধক। কোথাও কখনও অত্যন্তা-ভাবের অধিকরণরূপে প্রতীত বস্তুতে উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হয় না। সুতরাং শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির শঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ প্রাতীতিক উৎপত্তি প্রমাণবিরুদ্ধ; অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুক্তিরজতাদি প্রাতীতিক বস্তু এবং তাহার উৎপত্তিও প্রাতীতিক। প্রাতীতিক বস্তুর প্রাতীতিক উৎপত্তি সর্ব্বথা অপ্রতীত বলিয়া তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রাতীতিক বস্তুর প্রাতীতিক উৎপত্তি সর্ব্বথা অপ্রমাণ বলিয়া

অত্যন্তাভাবস্যেব প্রতিযোগিগ্রহ ইব তদুৎপাদবিনাশগ্রহেঽপি প্রতিবন্ধকত্বাদিতি চেৎ ন, কদাপ্যপ্রতীতায়াং প্রাতীতিকস্য প্রাতীতিকোৎপত্তৌ মানাভাবাৎ। ত্রয়াণাং সত্ত্বে অত্যন্তাভাববুদ্ধেরেব অসম্ভবাচ্চ।

এতাদৃশ উৎপত্তি অপ্রামাণিক। এই সর্ব্বথা অপ্রতীত অপ্রামাণিক প্রাতিভাসিক রজতাদির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া অধিষ্ঠানের সহিত অভিন্নরূপে অধ্যস্তের প্রতীতি অধ্যস্ত বস্তুর উৎপত্তিপ্রতীতির প্রতিবন্ধক ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। যে উৎপত্তিই অপ্রামাণিক, সেই উৎপত্তির প্রতীতির প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কোথায়? সুতরাং রজতভ্রান্তিকালে রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ তাঁহারা যে শুক্তিরজতের বাধসময়ে রজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির প্রতিবন্ধক কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত; কারণ অধ্যস্ত রজতাদির অধিষ্ঠান শুক্ত্যাদিতে রজতাদির উৎপত্তি, রজতাদির বিনাশ ও রজতাদির অত্যন্তাভাব এই তিনটি থাকিলেও অত্যন্তাভাবের প্রতীতি রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। যে বস্তুর অত্যন্তাভাবের অধিকরণরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাতে সেই বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি কখনই হইতে পারে না ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। কোন বস্তুতেই কোন বস্তুর উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। যাহা যাহার উৎপত্তি ও বিনাশের অধিকরণ, তাহা তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে পারে না। যাহা যাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ, তাহা তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের অধিকরণ হইতে পারে না। সুতরাং উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যন্তাভাব একত্র সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং রজতাদির উৎপত্তি ও বিনাশের অধিকরণে রজতাদির অত্যন্তাভাব অসম্ভাবিত বলিয়া শুক্ত্যাদিতে রজতাদির অত্যন্তাভাববিষয়ক বাধবুদ্ধিই অসম্ভব। রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশের অধিকরণে রজতাদির অত্যন্তাভাববিষয়ক বাধবুদ্ধি হইতেই পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ রজতাদির বাধকালে রজতাদির উৎপত্ত্যাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইবে না ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ শুক্ত্যাদি রজতাদির উৎপত্ত্যাদির অধিকরণ হইলে তাহা অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতেই পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ মনে করেন যে, উৎপত্তি-বিনাশের অধিকরণও অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে পারে, প্রাগভাব ও ধ্বংসের অধিকরণও অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয়, তবে শুক্ত্যাদি রজতাদির উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে কোন বাধা নাই। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ স্বীকার করেন, তবে আপত্তি এই যে—অত্যন্তাভাববুদ্ধিই হইতে পারিবে না। রজতাদির বাধদশাতে শুক্ত্যাদিতে যেমন রজতাদির অত্যন্তাভাব আছে, সেইরূপ রজতাদির ধ্বংসও আছে। সুতরাং রজতাদির ধ্বংসবুদ্ধিই হওয়া উচিত; "শুক্তৌ রজতং ধ্বস্তম্" এইরূপ প্রতীতি হওয়াই উচিত; কিন্তু "শুক্তৌ রজতং নাস্তি" এইরূপ অত্যন্তাভাব প্রতীত হওয়া উচিত নহে। কারণ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতোপাদান অজ্ঞানের নাশ হইয়াছে এবং উপাদাননাশপ্রযুক্ত উপাদেয় রজতাদিরও নাশ হইয়াছে। সুতরাং রজতাদির নাশপ্রতীতিই হওয়া উচিত। তত্ত্বজ্ঞান রজতনাশেরই প্রযোজক। এইজন্য শুক্ত্যাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানকালে "অত্র রজতং নষ্টম্" এইরূপ প্রতীতি হওয়াই উচিত; "অত্র রজতং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্তাভাবের প্রযোজক নহে।

আরও কথা এই যে—রজতাদির অত্যন্তাভাবের অধিকরণ শুক্ত্যাদিতে যে রজতাদির অত্যন্তাভাব আছে, তাহা ত্রৈকালিক অভাব। অত্যন্তাভাব ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব। প্রাগভাব ও ধ্বংস ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব নহে। অত্যন্তাভাবই ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব। যাহাতে যে বস্তু তিনকালেই থাকে না, সেই স্থলেই তাহার অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয়। যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। এই অত্যন্তাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। প্রতিযোগীর অধিকরণে এই অত্যন্তাভাব থাকে না। বায়ুতে যে রূপের অত্যন্তাভাব, তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি অত্যন্তাভাব। যে যাহার ব্যাপ্যবৃত্তি অত্যন্তাভাবের অধিকরণ, সে তাহার উৎপত্ত্যাদির অধিকরণ হইতে পারে না। যেমন বায়ু

ত্রৈকালিকব্যাপ্যবৃত্ত্যত্যন্তাভাবাধিকরণে উৎপত্ত্যাদের্ব্যাহতত্বাচ্চ। ন চ পারমার্থিকত্বেনৈব তন্নিষেধাৎ ন স্বরূপেণ ইত্যুৎপাদাদ্যুপপত্তিরবিরুদ্ধেতি বাচ্যম্, পারমার্থিকত্বস্যাপি রূপ্যবৎ প্রতীতিমাত্রশরীরত্বেন তৎকালে

রূপের উৎপত্তির অধিকরণ হইতে পারে না। শুক্ত্যাদি রজতাদির ব্যাপ্যবৃত্তি ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবের অধিকরণ হইলে শুক্ত্যাদিতে রজতাদির উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবিতই নহে। এইজন্য শুক্ত্যাদি স্বরূপতঃ রজতাদির ব্যাপ্যবৃত্তি ত্রৈকালিক নিষেধের অধিকরণ হইতে পারে না অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ শুক্ত্যাদিতে রজতাদির উৎপত্তি স্বীকার করেন, রজতাদির উৎপত্তির অধিকরণে রজতাদির স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না।

এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শুক্ত্যাদি রজতাদির উৎপত্তির অধিকরণ হয় বলিয়া শুক্ত্যাদিতে রজতাদির স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত না হইলেও পারমার্থিকত্বরূপে রজতাদির অত্যন্তাভাব শুক্ত্যাদিতে সম্ভাবিত বটে। শুক্ত্যাদিতে রজতাদির স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে অর্থাৎ রজতাদির ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে রজতাদির অলীকত্বাপত্তি হয় এবং রজতাদির উৎপত্ত্যাদিরও অনুপপত্তি হয়। (এই সকল কথা অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে)। সুতরাং শুক্তিতে রজতভ্রমের অনন্তর বাধবুদ্ধিতে রজতাদির ত্রৈকালিক নিষেধ ভাসমান হইয়া থাকে। এই নিষেধ রজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ নহে ; কিন্তু পারমার্থিকত্ব-রূপে রজতাদির ত্রৈকালিক নিষেধ ভাসমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ "পারমার্থিকত্বেন রজতং নাস্তি" এইরূপ বাধবুদ্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপ বলিলে আপত্তি এই যে, এইরূপ রজতনিষেধের প্রতিযোগিতা রজতে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা পারমার্থিকত্বরূপ ধর্ম্মে থাকিবে। রজত নিষেধের প্রতিযোগী এবং পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। সুতরাং পারমার্থিকত্ববিশিষ্ট রজতজ্ঞান পারমার্থিকত্বরূপে রজতবাধবুদ্ধির কারণ। সুতরাং রজতভ্রমসময়ে পারমার্থিকত্বরূপে রজত প্রতীত হইয়াছিল। রজতে যদি পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম প্রতীত হইয়া থাকে, তবে রজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সম্ভাবিত নহে। যে ধর্ম্ম যাহাতে কোন কালে আছে, তাহাতে সেই ধর্ম্মের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। রজতভ্রমে রজত ও রজতগত পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম উভয়ই ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্য রজতের পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও রজতের মতই প্রাতিভাসিক। এইজন্য তাহা ভ্রমকালে প্রতীত। যাহাতে যাহা ভ্রমকালে প্রতীত, তাহাতে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভাবিত নহে। এইজন্য ভ্রমপ্রতীত রজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। যাঁহারা ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন, যেমন "ভূতলে পটত্বেন ঘটো নাস্তি" ইত্যাদিরূপ অভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা ভূতলে ঘটের বিদ্যমানতাদশাতেই উক্তরূপ অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাবই ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববাদী বস্তুগত্যা বলিয়া থাকেন। সুতরাং "পারমার্থিকত্বেন রজতং নাস্তি" এইরূপ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিলে রজতে "পারমার্থিকত্বং নাস্তি" ইহাই পর্য্যবসিত হয়। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম রজতে ভ্রমকালে প্রতীত বলিয়া অর্থাৎ পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের সহিতই রজত উৎপন্ন হয় বলিয়া ভ্রমপ্রতীত পারমার্থিকত্ব "রজতং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্ম নহে ; কিন্তু প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ ধর্ম্ম। সুতরাং ভ্রমকালে রজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম প্রতীত বলিয়া এই পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করা যাইতে পারে না ; কিন্তু পারমার্থিকত্বরূপেই পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের নিষেধ রজতে স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই পারমার্থিকত্বও ভ্রমকালে প্রতীত বলিয়া তাহারও স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করা যায় না। এইজন্য তাহারও পারমার্থিকত্বরূপেই নিষেধ স্বীকার করিতে হইবে। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ স্বীকার করিলে উক্তরূপে অনবস্থাদোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং

সত্ত্বাৎ তস্যাপি পারমার্থিকত্বেন নিষেধে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। স্বরূপেণ নিষেধে তদুৎপাদাদ্যসম্ভবাৎ। ১৮৬।

অয়মভিপ্রায়ঃ—নেদং রজতমিতি নিষেধস্য ত্রৈকালিকত্বাভ্যুপগমে কো বা তদ্বিষয়ঃ ? প্রাতীতিকং রজতং বা অর্থক্রিয়াকারিত্বাবচ্ছিন্নব্যাবহারিকং বা পারমার্থিকসত্তাবচ্ছিন্নং বা আপনস্থরূপ্যং বা ? নাদ্যঃ,

---

ভ্রমপ্রতীত রজতের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার না করিয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গ হইবে। এই অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গভয়ে যদি অদ্বৈতবাদী রজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করেন, তবে রজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের অধিকরণ শুক্ত্যাদিতে রজতের উৎপত্ত্যাদিই সম্ভব নহে। আর এই কথা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ১৮৬।*

অদ্বৈতবাদিগণের মতে রজতভ্রমের পরে "নেদং রজতম্" এই বাধজ্ঞানের বিষয় যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাবর, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী রজত বস্তুটি কি ? অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই এই রজত বস্তুটির নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহেন, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য মূলকার "অয়মভিপ্রায়ঃ" এইরূপ বলিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মূলকার বলিয়াছেন—উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী রজত বস্তুটি কি ? ইহা কি প্রাতিভাসিক মিথ্যা রজত ? অর্থাৎ রজতোচিত অর্থক্রিয়াকরণে অসমর্থ তৎকালোৎপন্ন অর্থাৎ ভ্রমকালোৎপন্ন মিথ্যা রজত ? (১) অথবা রজতোচিত অর্থক্রিয়াকারিত্বযুক্ত ব্যাবহারিক রজত ? (২) অথবা পারমার্থিক সত্তাযুক্ত রজত ? (৩) প্রদর্শিত তিনটি বিকল্প প্রাতিভাসিক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা লইয়া দেখান হইয়াছে অর্থাৎ ঐ রজত কি প্রাতিভাসিক ? কিংবা ব্যাবহারিক ? অথবা পারমার্থিক ? এই তিনটি বিকল্পের পরে চতুর্থ বিকল্প বলিয়াছেন—ঐ রজত কি আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজত ? (৪)

প্রদর্শিত চারিটি বিকল্পের মধ্যে প্রথমটি সঙ্গত নহে ; "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রতীতির বিশেষ্য ইদংবস্তুর সহিত সম্বদ্ধরূপে বর্ত্তমান রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। মূলগ্রন্থে "প্রতিপন্ন উপাধি" এই শব্দের অর্থ—প্রতীতির বিশেষ্য যে উপাধি অর্থাৎ আশ্রয়, তাহাকেই "প্রতিপন্নোপাধি" বলা হইয়াছে। প্রতিপূর্ব্বক পদ্ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া "প্রতিপন্ন" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতিপূর্ব্বক পদ্ ধাতুর অর্থ প্রতীতি ; ক্তপ্রত্যয়ের অর্থ প্রতীতির কর্ম্ম ; প্রতীতির বিষয়ই প্রতীতির কর্ম্ম হইয়া থাকে। এই জন্য "প্রতিপন্ন" কথার অর্থ—প্রতীতির বিশেষ্য। যাহা হউক, যাহাতে যে বস্তু সম্বদ্ধ ও বিদ্যমান, তাহাতে সেই বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পটিও সঙ্গত নহে ; কারণ "রজতং নাস্তি" এই নিষেধের প্রতিযোগী রজতত্ববিশিষ্ট রজত ; অদ্বৈতবাদিগণ ভ্রমপ্রসক্ত বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধের আকার প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—এই নিষেধের আকার "নাস্তি, নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং রজতের নিষেধও "রজতং নাস্তি, রজতং নাসীৎ, রজতং ন ভবিষ্যতি" এইরূপ হইবে। ভ্রমপ্রসক্ত বস্তুর নিষেধের আকার এইরূপই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ; কিন্তু এইরূপ নিষেধের আকার কাহারও অনুভূত হয় না যে—অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট-ব্যাবহারিক-রজতং নাস্তি। যদি নিষেধের আকার এইরূপ অনুভূত হইত, তবে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যবহারিক রজতে থাকিতে পারিত ; কিন্তু "রজতং নাস্তি" এইরূপে শুদ্ধরজতেরই নিষেধপ্রতিযোগিত্ব অনুভূত হয় ; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজতে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব

---

* বস্তুতঃ কথা এই যে—মূলকার এই স্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের আবিদ্যক রজতোৎপত্তিপরিচ্ছেদে মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য "কিঞ্চ যদুক্তমজ্ঞানোপাদেয়ম্" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির উক্তিগুলি যথাযথ অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই স্থলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিয়াই ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডনের জন্য তরঙ্গিনীকারও এই স্থলে যে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব হইতে পারে না, তাহাই দেখাইয়াছেন। মূলকারের খণ্ডন এই স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ সমস্ত আলোচনা করা হইল না।

বর্ত্তমানস্য প্রতিপন্নোপাধিসম্বন্ধস্য ত্রৈকালিকনিষেধাসম্ভবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবমাত্রেণ নিষেধাযোগাৎ। অন্যথা নির্ধর্ম্মকব্রহ্মণোঽপি তত্ত্বাপত্তের্বক্তুং শক্যত্বাৎ। নাপি তৃতীয়ঃ, স্বতন্ত্রসত্তা-হীনস্যাস্মাভিরপি স্বীকারেণ আবয়োরভীষ্টসাম্যাৎ। বস্তুতস্তু পারমার্থিকত্বস্য তত্র অপ্রসক্তত্বেন তন্নিষেধস্যৈব

অনুভূত হয় না। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইবে এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষ অসঙ্গত। নিষেধপ্রতীতির অবিষয়েও যদি নিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারে, তবে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেও উক্ত নিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারিবে।

এইরূপ তৃতীয় বিকল্পটিও সঙ্গত নহে; কারণ ভ্রমে ভাসমান রজত পারমার্থিকসত্তাযুক্ত রজত নহে। স্বতন্ত্র-সত্তাকেই পারমার্থিক সত্তা বলা যায়; অন্যের সত্তার অনধীন সত্তাই পারমার্থিক সত্তা। ভ্রমে ভাসমান রজতের সত্তা স্বতন্ত্রসত্তা নহে। পরব্রহ্মের সত্তাই স্বতন্ত্রসত্তা, অপর সত্তামাত্রই পরতন্ত্র সত্তা। এই পরতন্ত্র সত্তা দ্বিবিধ; কূটস্থ সত্তা ও বিকারশীল সত্তা। জন্মাদিবিকারশূন্য হইয়া যাহা নিত্য, তাহাই কূটস্থ সৎ। উক্তরূপ শূন্যত্বই কূটস্থ সত্তা; এতাদৃশ সত্তা জীবমাত্রে আশ্রিত। আর যাহা বিকারযুক্ত হইয়াও অনাদি অনন্ত, তাহাই বিকারশীল সৎ। প্রকৃতিবর্গ বিকারশীল সৎ। আর উক্তরূপ আনন্ত্যই বিকারশীল সত্তা। এই বিকারশীল সত্তা প্রকৃতিবর্গে আশ্রিত। ভ্রমে ভাসমান রজত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্গত বলিয়া এই ভ্রমপ্রতীত রজত বিকারশীল-সত্তাযুক্ত। অদ্বৈতবাদিগণ যদি এই বিকারশীল সত্তাকেই লক্ষ্য করিয়া ভ্রমপ্রতীত রজতকে পারমার্থিক সত্তাযুক্ত বলেন, তাহা হইলে ভ্রমপ্রতীত রজতের তাদৃশ পারমার্থিকত্ব আমাদেরও স্বীকার্য্য বলিয়া তাঁহাদের ও আমাদের অভীষ্ট সমানই হইয়া পড়ে। ফলতঃ অদ্বৈতবাদিগণের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ কথা এই যে, যাহার প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহারই নিষেধ হইয়া থাকে, অপ্রসক্তের অর্থাৎ অপ্রাপ্তের নিষেধ হয় না; প্রপঞ্চে ও ভ্রমে ভাসমান রজতাদিতে পারমার্থিকত্ব প্রসক্তই নহে; সুতরাং স্বতন্ত্র সত্তারূপ পারমার্থিক সত্তাবিহীন শুক্তিরজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইতেই পারে না। উহা অসম্ভব, এইজন্য শুক্তিরজতকে পারমার্থিকসত্তাযুক্ত বলা যায় না।

আর চতুর্থ বিকল্পটিও সঙ্গত নহে অর্থাৎ "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধজ্ঞানের বিষয় যে ত্রৈকালিক নিষেধ, সেই নিষেধের প্রতিযোগী রজত বস্তুটিকে আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজতও বলা যায় না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে আকাশাদি প্রপঞ্চ সদ্ভিন্ন অর্থাৎ অসৎ; অসতের প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যাহার প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহারই নিষেধ হইয়া থাকে; অপ্রসক্তের নিষেধ সম্ভব নহে। সুতরাং অসৎ প্রপঞ্চের অপ্রসক্তিনিবন্ধন যেমন নিষেধ সম্ভব নহে, সেইরূপ আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজত আকাশাদি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া ঐ আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজতেরও নিষেধ সম্ভব নহে। এইজন্য অর্থাৎ উক্ত নিষেধবিষয়তা আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজতে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী রজত বস্তুটিকে আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজত বলা যায় না। আর আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজতেরই নিষেধপ্রতিযোগিত্ব যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণকে অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণের মতেই প্রবেশ করিতে হয়। অন্যথা-খ্যাতিবাদ অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য নহে। অদ্বৈতবাদিগণ যে কারণে ও যেরূপে অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আকাশাদি প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদিকে আমরা অসদ্ভিন্নও বলিয়া থাকি; সুতরাং নিষেধের পূর্ব্বে আকাশাদি প্রপঞ্চ ও দৃষ্টান্তভূত শুক্তিরজতাদির সত্তা থাকে; উত্তরকালে অর্থাৎ বাধকজ্ঞানের উদয়ে সেই সমস্তের নিষেধ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে

অসম্ভবাৎ। নাপি চরমঃ, তস্য আকাশাদিপ্রপঞ্চান্তঃপাতিত্বেন অপ্রসক্তেঃ অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নিষেধস্য উত্তরকালিকমাত্রত্বে অনিত্যত্বমেব স্যাৎ, ন তু ত্বদভীষ্টত্বমস্মদিষ্টঞ্চ। ১৮৭।

কিঞ্চ রূপ্যস্য অজ্ঞানোপাদেয়ত্বে অজ্ঞানং রূপ্যমিতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, উপাদানস্য উপাদেয়ানুবিদ্ধতয়া ভাননিয়মাৎ। ননু তবাপি প্রকৃতের্ঘটানুবিদ্ধতয়া ভানাপত্তেঃ, ন তু তদস্তি, কিন্তু মৃদ্‌ঘট ইতি মৃত্ত্বেনৈব

বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যদি প্রদর্শিতরূপে প্রপঞ্চ ও দৃষ্টান্তভূত শুক্তিরজতের পূর্ব্বকালিক সত্তা স্বীকার করিয়া নিষেধ কেবল উত্তরকালিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ফলতঃ আকাশাদি প্রপঞ্চ ও দৃষ্টান্তভূত শুক্তিরজতাদির অনিত্যতাই হইয়া পড়ে; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চে ও দৃষ্টান্তভূত শুক্তিরজতাদিতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব, সেই অনির্ব্বচনীয়ত্ব আর সিদ্ধ হয় না। পরন্তু নিষেধের উত্তরকালিকত্বমাত্র স্বীকার করায় আমাদের যাহা অভিমত, সেই প্রপঞ্চের অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। ১৮৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকেই ভ্রমপ্রতীত রজতের উপাদান বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ভ্রমপ্রতীত রজত যদি অজ্ঞানোপাদেয় হয় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ উপাদানের কার্য্য হয়, তাহা হইলে "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ উপাদান বস্তু উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান; মৃত্তিকারূপ উপাদানের উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য ঘট; সুতরাং "মৃদ্ ঘটঃ" এইরূপ মৃত্তিকারূপ উপাদান ঘটরূপ উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি ত হয় না; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে যে ভ্রমপ্রতীত রজতের উপাদান বলেন, তাহা সঙ্গত নহে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিতরূপে যে উপাদান বস্তু উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। উপাদান বস্তু উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় এইরূপ নিয়ম নাই। যদি এইরূপ নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের মতেও ঐরূপ আপত্তি হইতে পারিত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ কার্য্যমাত্রের প্রতি প্রকৃতিকেই উপাদান কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং উক্তনিয়মানুসারে তাঁহাদের মতেও "প্রকৃতিঃ ঘটঃ" এইরূপে উপাদানভূত প্রকৃতির ঘটানুবিদ্ধরূপে প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে; কিন্তু "প্রকৃতিঃ ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি ত হয় না; পরন্তু "মৃদ্ ঘটঃ" এইভাবে মৃত্তিকারূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমপ্রতীত রজতকে অজ্ঞানোপাদানক বলায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিতরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ কার্য্যমাত্রের অবস্থা দুই প্রকার—স্থূলাবস্থা ও সূক্ষ্মাবস্থা। কার্য্যমাত্রের সূক্ষ্মাবস্থাপন্নরূপে প্রকৃতিই উপাদানকারণ। আর ঘট যে প্রতীত হয়, এই ঘট স্থূলাবস্থাপন্নরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু সূক্ষ্মাবস্থাপন্নরূপে প্রতীত হয় না। প্রকৃতি কার্য্যমাত্রের সূক্ষ্মাবস্থাপন্নরূপে উপাদানকারণ হইলেও ঘট স্থূলাবস্থাপন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তৎকালে ঘটোপাদান প্রকৃতি জ্ঞাতসত্তাক নহে। আমরা যে উপাদান বস্তু উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় বলিয়াছি, জ্ঞাতসত্তাক উপাদান সম্বন্ধেই উক্ত নিয়ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঘটপ্রতীতিকালে প্রকৃতিরূপ উপাদান জ্ঞাতসত্তাক নহে বলিয়া উক্ত নিয়ম অনুসারে "প্রকৃতিঃ ঘটঃ" এইরূপে উপাদানভূত প্রকৃতির ঘটানুবিদ্ধরূপে প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতি ঘটের সূক্ষ্মাবস্থাপন্নরূপে উপাদান হইলেও বর্ত্তমান প্রতীত ঘট স্থূলাবস্থাপন্ন বলিয়া তৎকালে তদুপাদান প্রকৃতি জ্ঞাত-সত্তাক নহে। সুতরাং "প্রকৃতিঃ ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদের প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার উদ্ভাবন করা যায় না। যে স্থলে যে উপাদান জ্ঞাতসত্তাক হয়, সেই স্থলে সেই উপাদান উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন—"মৃদ্ ঘটঃ" এই স্থলে মৃত্তিকারূপ উপাদান জ্ঞাতসত্তাক হওয়ায়

ভানাদিতি চেন্ন, প্রকৃতিত্বরূপাবস্থায়া অজ্ঞাতসত্তাকত্বেন ঘটাবস্থানেঽপি প্রাতীতিকরূপ্যাদ্যুপাদানস্য প্রাতীতিকস্য অজ্ঞানস্য অজ্ঞাতসত্তাকত্বাসম্ভবাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। ১৮৮।

নাপি তস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বম্, অনির্ব্বচনীয়ত্বস্য অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ। নাপি তস্য মিথ্যাত্বম্, পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। নাপি অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্বম্, বৃক্ষপ্রতিবিম্বস্থলে তজ্জ্ঞানোত্তরসময়ে বৃক্ষাধোঽগ্রত্বাদিভ্রমস্য

ঘটানুবিদ্ধরূপে মৃত্তিকা ভাসমান হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রমপ্রতীত রজতও প্রাতীতিক এবং তদুপাদান অজ্ঞানও প্রাতীতিক। প্রাতীতিক কথার অর্থ—প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী। প্রাতীতিক বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা তাঁহারা স্বীকার করেন না। অজ্ঞান সাক্ষিভাস্য। সাক্ষিভাস্য বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই, ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং অজ্ঞান জ্ঞাতসত্তাক বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি সুসঙ্গতই হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিতরূপ পরিহারচেষ্টা ব্যর্থ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ভ্রমপ্রতীত রজতাদি বস্তুকে অজ্ঞানোপাদানক বলা সঙ্গত হয় নাই। ১৮৮।

আর এই ভ্রমপ্রতীত বস্তুর উপাদান অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্বও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ এখন পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয়ত্বেরই সিদ্ধি হয় নাই। অনির্ব্বচনীয়ত্ব বস্তুটি কি? তাহাই এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। এই প্রকরণে অনির্ব্বচনীয়ত্বের অনুপপত্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি অনির্ব্বচনীয়ত্ব বস্তুটি সিদ্ধ হইত, তবেই ভ্রমপ্রতীত বস্তুর উপাদান অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহারা তাহাতে আপতিত দোষের পরিহার করিতে পারিতেন। অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ নহে বলিয়া তাহাও সম্ভব নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অজ্ঞানের মিথ্যাত্বও বলিতে পারেন না; কারণ অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব পূর্ব্বেই নিরাস করা হইয়াছে অর্থাৎ অজ্ঞান যে মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে অজ্ঞানখণ্ডনপ্রকরণে বলা হইয়াছে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অজ্ঞানকে অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানবাধ্যও বলিতে পারেন না। অজ্ঞানের অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞান-বাধ্যত্ব সম্ভব নহে; কারণ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এইরূপ নিয়ম নাই। এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; জলাদিতে যে বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব হয়, তাহাতে বৃক্ষাদির অধোমুখাদি ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষাদি অধোমুখাদি বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু বৃক্ষাদিজ্ঞানের পরেও বৃক্ষাদির সেই অধোমুখাদি ভ্রম দূরীভূত হয় না; বৃক্ষাদিজ্ঞানের পরেও সেই ভ্রম তদবস্থই থাকে। সুতরাং তাদৃশ স্থলে অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেও ভ্রমনিবৃত্তি না হওয়ায় অজ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য অর্থাৎ এইরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বলিয়া অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ বলা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞানের অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্বে প্রদর্শিতরূপ ব্যভিচার উদ্ভাবন সঙ্গত নহে। অজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানবাধ্যই হইয়া থাকে; তবে নিরুপাধিক ভ্রমে কেবল অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সোপাধিক ভ্রমে উপাধিনিবৃত্তির সহিত অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ। সোপাধিক ভ্রমে উপাধির নিবৃত্তি না হইলে কেবল অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং সোপাধিক প্রতিবিম্বভ্রমে উপাধি জলাদির নিবৃত্তি হয় না বলিয়া প্রতিবিম্বভ্রমেরও নিবৃত্তি হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ যদিও জ্ঞানপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি অজ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের সহিত তুল্যযোগক্ষেম। জ্ঞানপ্রাগভাবের যাহা নিবর্ত্তক, অজ্ঞানেরও তাহাই নিবর্ত্তক। জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক জ্ঞান। প্রতিযোগীমাত্রই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। প্রতিযোগী যে স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হয়, তাহাতে প্রতিযোগী স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তির জন্য অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে

তাদবস্থ্যদর্শনাৎ ব্যভিচারঃ। ন চ সোপাধিকপ্রতিবিম্বভ্রমোপাদানাজ্ঞানম্ উপাধিনিবৃত্তৌ সত্যাং জ্ঞানেন নিবর্ত্ততে, ন কেবলেন, ইতি বাচ্যম্, স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তাবিব অজ্ঞাননিবৃত্তাবপি জ্ঞানস্য ইতরানপেক্ষত্বাৎ। অন্যথা কেবলজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবে কল্পিতত্বাসিদ্ধেঃ। ১৮৯।

এতদুক্তং ভবতি—জ্ঞানং দ্বিবিধং পরোক্ষাপরোক্ষভেদাৎ। তত্র পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানস্য অজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বে শঙ্খশ্বৈত্যানুমিত্যাপি অজ্ঞাননিবৃত্তৌ ভ্রমানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানস্য চ পরোক্ষে অভাবেন পরোক্ষাধ্যাসস্যানিবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। রূপ্যং দৃষ্ট্বা অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানং বিনা নিবৃত্তস্য পুংসঃ

না। প্রতিযোগী উৎপন্ন হইলেও অন্য কোন সহকারীর বিলম্বপ্রযুক্ত স্বপ্রাগভাবের নিবৃত্তি হইতে বিলম্ব হইবে এইরূপ হইতে পারে না। এইজন্য প্রতিযোগী অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এইরূপ সমান-বিষয়ক জ্ঞান অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞান অন্যসাপেক্ষ হইয়া অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্য সহকারীর বিলম্বপ্রযুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং অধিষ্ঠানজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উপাধির নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না এবং সেই অজ্ঞানোপাদানক প্রতিবিম্বভ্রমেরও নিবৃত্তি হইবে না এইরূপ বলা যায় না। যদি অদ্বৈতবাদিগণ উপাধিনিবৃত্তি সহকারে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় এইরূপ বলেন, তবে অজ্ঞান কেবল জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইল না বলিয়া অজ্ঞানের কল্পিতত্বও সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ কেবল জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তুকেই কল্পিত বলিয়া থাকেন। ১৮৯।

আরও কথা এই যে—জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিবিধ। এইজন্য অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানও পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিবিধই হইবে। অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানমাত্রই যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইত, তবে অধিষ্ঠানের পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমের উপাদান অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। "পীতঃ শঙ্খঃ" এইরূপ অপরোক্ষভ্রমের উপাদান অজ্ঞান "শঙ্খঃ শ্বেতঃ" এইরূপ অনুমিত্যাদি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাও নিবৃত্ত হইয়া যাইত। আর তাহাতে শঙ্খে পীতিমার ভ্রমই হইতে পারিত না। "শঙ্খঃ শ্বেতঃ" এইরূপ অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমাজ্ঞান থাকিলেও পিত্তদোষদুষ্ট ব্যক্তির "শঙ্খঃ পীতঃ" এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। এইজন্য পরোক্ষাপরোক্ষসাধারণ অধিষ্ঠানজ্ঞানমাত্রই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক এইরূপ বলা যায় না। আর যদি এইরূপ বলা যায় যে—অধিষ্ঠানবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে, তবে অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাজ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষজ্ঞানত্ব নাই। অথচ পরোক্ষরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং অধিষ্ঠানবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক এইরূপ বলা যায় না। অধিষ্ঠান-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিলেন কিরূপে?

আরও কথা এই যে—জ্ঞানই যদি মিথ্যাবস্তুর নিবর্ত্তক হইত, জ্ঞানভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারা যদি মিথ্যাবস্তুর নিবৃত্তি না হইত, তবে কোনও পুরুষের রজতভ্রমের অনন্তর শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই সেই ব্যক্তি যদি ঐ স্থান পরিত্যাগ করে, তবে সেই পুরুষের শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় নাই বলিয়া সেই পুরুষের অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। সুতরাং সেই অজ্ঞানের পরিণাম রজত এবং রজতজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না; অতএব অজ্ঞানো-পাদানক মিথ্যা রজত ও মিথ্যা রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া সেই পুরুষের রজতজ্ঞান হওয়াই উচিত। অথচ এই প্রতীতি কাহারও হয় না। এইজন্য মিথ্যাবস্তু অজ্ঞানোপাদানক ও অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই মিথ্যাবস্তুর নিবৃত্তি হয়, এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মিথ্যাবস্তুর তত্ত্বজ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যত্ব নিয়ম সঙ্গত নহে।

অজ্ঞাননিবৃত্ত্যভাবেন মিথ্যাত্বেন তত্ত্বজ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যয়োঃ রূপ্যরূপ্যজ্ঞানাকারাবিদ্যাপরিণাময়োঃ নিবৃত্ত্যভাবেন রূপ্যধীসামগ্রীসম্ভাবেন রূপ্যপ্রতীতের্দুর্ব্বারত্বাচ্চ। অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানস্য অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বে তু ত্বন্মতে বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরৈক্যপরস্য বেদান্তবাক্যস্য প্রত্যক্ষতয়া ঐক্যাজ্ঞানাভাবেন উপাধিবশাদপি তব ভেদভ্রমাযোগাচ্চ। ঘটত্বেন সাক্ষাৎকৃতে ঘটত্বাজ্ঞানাভাবেন পটোঽয়মিতি বাক্যাভাসাদ্ ভ্রমানুপপত্তি-প্রসঙ্গাচ্চ ইত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাদনির্ব্বাচ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণং নাস্তীতি সিদ্ধম্। ১৯০।

ননু বিমতং সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সত্ত্বাসত্ত্বরহিতং বাধ্যত্বাৎ দোষপ্রযুক্তভানত্বাৎ ব্যতিরেকে ব্রহ্মবৎ—ইত্যনুমানস্য অনির্ব্বচনীয়বাদে প্রামাণ্যমিতি চেৎ ন, সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পর-

---

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যদি অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানকেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের বিম্বপ্রতিবিম্বভাববাদী অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্যতাৎপর্য্যক "তত্ত্বমস্যাদি" বেদান্তবাক্য হইতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞান থাকিতে পারিবে না। ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রমও হইতে পারিবে না। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে উপাধিবশতঃও জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রম সম্ভাবিত নহে। কারণ ঔপাধিক ভ্রমও অজ্ঞানোপাদানক। ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানই না থাকিলে সহস্র উপাধির দ্বারাও ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। নিরুপাদানক ভাবকার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যশ্রবণের অনন্তর কাহারও জীব-ব্রহ্মভেদভ্রম হওয়া উচিত নহে। অথচ জীব-ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—ঘটত্বরূপে ঘটের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঘটত্বরূপে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া "পটোঽয়ং" এইরূপ বাক্যাভাস হইতেও ঘটে পটত্বপ্রকারক ভ্রমের অনুপপত্তি প্রসঙ্গ হইবে। বাক্যা-ভাসজন্য ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান ঘটসাক্ষাৎকারের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। উপাদান না থাকিলে বাক্যাভাসের দ্বারাও উপাদেয় ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে না। এ বিষয় আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রত্যক্ষপ্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৯০।

অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নিরাস॥

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অনির্ব্বচনীয়ত্বে অনুমানপ্রমাণ আছে। বিমত অর্থাৎ বিবাদাধ্যাসিত বস্তু (পক্ষ) সত্ত্বরহিত হইয়া অসত্ত্বরহিত হইয়া সত্ত্বাসত্ত্বরহিত হইয়া থাকে (সাধ্য), যেহেতু উক্তরূপ পক্ষে বাধ্যত্ব ও দোষ-প্রযুক্ত ভানত্ব আছে (হেতু); যাহা এইরূপ নহে, তাহা এইরূপ হয় না ; যেমন—ব্রহ্ম (ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত)। এইরূপ অনুমানই অনির্ব্বচনীয়বাদে প্রমাণ। উক্ত অনুমানপ্রমাণের দ্বারা অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজত সত্ত্বরহিত হইয়া অসত্ত্বরহিত হইয়া সত্ত্বাসত্ত্বরহিত ; যেহেতু প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতে বাধ্যত্ব ও দোষপ্রযুক্ত ভানত্ব আছে। সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই আমরা অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিয়া থাকি। সুতরাং প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উক্তরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ ; যাহাতে সত্ত্ব থাকে, তাহাতে অসত্ত্ব থাকে না এবং যাহাতে অসত্ত্ব থাকে, তাহাতে সত্ত্ব থাকে না। সত্ত্বের নিষেধে অসত্ত্বই আপতিত হয় এবং অসত্ত্বের নিষেধে সত্ত্বই আপতিত হয় ; সুতরাং এক ধর্ম্মীতে সত্ত্বনিষেধ ও অসত্ত্বনিষেধ হইতেই পারে না ; উহা ব্যাহত। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানের সাধ্য ব্যাহতদোষে দূষিত বলিয়া ঐরূপ অনুমানপ্রয়োগ

[বরহরূপয়োরেকত্র ব্যাহতত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ সত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বেনানির্ব্বাচ্যত্বাসিদ্ধ্যা অর্থান্তরত্বাচ্চ, সাধ্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ। তথাহি—সত্বাসত্বয়োঃ সত্তাজাতিতদভাববিবক্ষায়াম্, অর্থক্রিয়াহেতুত্বাহেতুত্ববিবক্ষায়াং বা জগতি সত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ, তত্র সত্তাজাতেরর্থক্রিয়াহেতুত্বস্য চ সত্বাৎ। শুক্তিরূপ্যাদৌ অসত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ, তত্র সত্তাজাত্যভাবস্যাসত্বস্য অর্থক্রিয়াহেতুত্বাভাবস্য চ সত্বাৎ। ১৯১।

বাধ্যত্বাবাধ্যত্বে বা প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বে বা সত্বাসত্বে বিবক্ষিতে ইতি চেৎ, উভয়ত্রাসত্ব-

---

অসমীচীন। আর অর্থান্তরতাদোষহেতুও উক্তানুমান অসমীচীন। শুদ্ধব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক; শুদ্ধব্রহ্মে কোন ধর্ম্মই নাই; সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মের বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্বধর্ম্ম নাই। শুদ্ধব্রহ্মের সত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে নিগু‘ণবোধক শ্রুতি ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্বের অবাধ্যত্বহেতু অদ্বৈতবোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর শুদ্ধব্রহ্মের বাধ্যত্বাদি ধর্ম্মও নাই; কারণ ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রমিত এবং সাক্ষিত্বাদিহেতু ব্রহ্মের বাধ্যত্ব সম্ভবও নহে। এইজন্য শুদ্ধব্রহ্মে সত্বাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও যেমন শুদ্ধব্রহ্ম সদ্রূপ, সেইরূপ প্রপঞ্চ সত্বরহিত হইলেও স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদি প্রমার বিষয় প্রপঞ্চ অবাধ্য বলিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চে বাধ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া উক্তানুমানের দ্বারা প্রপঞ্চ সদ্রূপ, ইহাই সিদ্ধ হইবে। প্রপঞ্চে বাধ্যত্ব হেতু থাকা সম্ভব নহে; কারণ প্রপঞ্চ স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় প্রপঞ্চ সত্বরহিত হইলেও সদ্রূপ বলিয়া সদ্রূপত্ববিরোধী অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি না হওয়ায় অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত উক্ত অনুমান প্রপঞ্চের সদ্রূপত্ব-সাধনরূপ অর্থান্তরদোষে দুষ্ট। উক্তানুমানের দ্বারা প্রপঞ্চের অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ না হইয়া সদ্রূপত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপে উক্তানুমানের অর্থান্তরতাদোষ আপতিত হয়।

আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্তানুমানে যেরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। ঐরূপ সাধ্যের কুত্রাপি প্রসিদ্ধি নাই। তাহাই দেখান হইতেছে—উক্তানুমানের সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট যে সত্ব ও অসত্ব, এই সত্বপদের অর্থ কি সত্তাজাতি ও অসত্বপদের অর্থ কি সত্তাজাতির অভাব? অথবা সত্বপদের অর্থ—অর্থক্রিয়াহেতুত্ব ও অসত্বপদের অর্থ—অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাব? অর্থক্রিয়াহেতুত্ব শব্দের অর্থ—যৎকিঞ্চিৎকারিত্ব। অদ্বৈতবাদিগণের যদি সত্ব ও অসত্বের প্রদর্শিত দ্বিবিধ বিকল্পাত্মক অর্থ বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই বাধদোষ হইবে। কারণ জগতে অর্থাৎ আকাশাদি প্রপঞ্চে সত্তাজাতি ও অর্থক্রিয়াহেতুত্ব আছে। সুতরাং তাদৃশ সত্ব জগতে থাকায় উক্তানুমানের সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট সত্বরহিতত্বরূপ অংশে বাধ হইয়া পড়িবে। আর শুক্তিরজতাদিতে সত্তাজাতির অভাব ও অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাব আছে; এইজন্য তাদৃশ অসত্ব শুক্তিরজতাদিতে থাকায় উক্তানুমানের সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট অসত্বরহিতত্বরূপ অংশে বাধ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট সত্ব-পদের অর্থ যদি সত্তাজাতি কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্ব হয় এবং অসত্ব-পদের অর্থ যদি সত্তাজাতির অভাব কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাব হয়, তাহা হইলে পক্ষভূত জগতে সত্তাজাতিরূপ কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বরূপ সত্ব থাকায় এবং পক্ষভূত শুক্তিরজতাদিতে সত্তাজাতির অভাবরূপ কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাবরূপ অসত্ব থাকায় পক্ষভূত জগতে সত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে ও পক্ষভূত শুক্তিরজতাদিতে অসত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ বাধ থাকায় কোন প্রকারেই অনুমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না। (১ম ও ২য় বিকল্প)। ১৯১।

আর উক্ত অনুমানে সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ব পদের অর্থ যদি অবাধ্যত্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব এবং অসত্ব পদের অর্থ যদি বাধ্যত্ব কিংবা অপ্রামাণিকত্ব অদ্বৈতবাদিগণের বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সত্ব কথার অর্থ—অবাধ্যত্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব এবং অসত্ব কথার অর্থ বাধ্যত্ব কিংবা অপ্রামাণিকত্ব, তাহা হইলে প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদি উভয়ত্র অসত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে উক্তানুমানের বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ত্রৈকালিক-

রাহিত্যাংশে বাধঃ। তব মতে ত্রৈকালিকবাধ্যত্বস্য পারমার্থিকাপ্রামাণিকত্বস্য চাসত্ত্বস্য আকাশাদৌ শুক্তি-

---

বাধ্যত্বরূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্ত্ব আকাশাদি প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে বলিয়া ত্রৈকালিক-বাধ্যত্বরূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্ত্বের অভাব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে নাই। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অসত্ত্বকে ত্রৈকালিকবাধ্যত্ব কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্ব বলেন, তাহা হইলে তাদৃশ অসত্ত্বের অভাবই প্রদর্শিত অনুমানের সাধ্যাংশ। তাদৃশ সাধ্যাংশ পক্ষভূত শুক্তিরজতাদিতে ও প্রপঞ্চে নাই; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ত্রৈকালিকবাধ্যত্বরূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্ত্ব শুক্তিরজতাদিতে ও প্রপঞ্চে উভয়ত্রই আছে। এইজন্য অর্থাৎ ত্রৈকালিকবাধ্যত্বাভাবরূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বাভাবরূপ অসত্ত্বরহিতত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে নাই বলিয়া উক্ত অনুমানের অসত্ত্বরহিতত্বাংশে বাধ হইয়া পড়িবে। (৩য় ও ৪র্থ বিকল্প)।

আর যদি ঐ সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ত্ব পদের অর্থ অশূন্যত্ব এবং অসত্ত্ব পদের অর্থ শূন্যত্ব অদ্বৈতবাদিগণের বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যদি উক্ত সত্ত্ব-পদের অর্থ অশূন্যত্ব এবং অসত্ত্ব পদের অর্থ—শূন্যত্ব বলেন, তাহা হইলে অশূন্যত্বরূপ সত্ত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন বলিয়া তাদৃশ সত্ত্বরহিতত্ব পক্ষভূত প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে নাই বলিয়া উক্তানুমানের সত্ত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধ হইয়া পড়িবে। অশূন্যত্বরূপ সত্ত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে; সুতরাং সত্ত্ব পদের অশূন্যত্ব অর্থ বলিলে সত্ত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধদোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে। (৫ম বিকল্প)।

আর যদি প্রদর্শিত অনুমানের সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ত্ব পদের অর্থ অবাধ্যত্ব ও অসত্ত্ব পদের অর্থ শূন্যত্ব কিংবা সত্ত্ব পদের অর্থ—প্রামাণিকত্ব ও অসত্ত্ব পদের অর্থ শূন্যত্ব অদ্বৈতবাদিগণের বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যদি সত্ত্ব পদের অর্থ অবাধ্যত্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব বলেন এবং অসত্ত্ব পদের অর্থ উভয় পক্ষেই শূন্যত্ব বলেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে উভয়ত্রই উক্তানুমানের অসত্ত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধ হইবে। এই যে "পূর্ব্বোক্ত রীতিতে" বলা হইল, তাহাই বিস্তারিতভাবে দেখান হইতেছে।* অদ্বৈতবাদিগণের এই ষষ্ঠ ও সপ্তম পক্ষ স্বীকার করা অসঙ্গত হইবে অর্থাৎ অবাধ্যত্ব ও অশূন্যত্বই যথাক্রমে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এবং প্রামাণিকত্ব ও শূন্যত্বই যথাক্রমে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই বিকল্পদ্বয় স্বীকার করা অদ্বৈতবাদিগণের সঙ্গত হইবে না। এই ষষ্ঠ বিকল্পে দোষ এই যে—অবাধ্যত্ব ও শূন্যত্ব বন্ধ্যাপুত্র শশবিষাণাদি অসদ্বস্তুতে আছে। বন্ধ্যাপুত্রাদি অবাধ্যও বটে, শূন্যও বটে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ প্রতিপন্নোপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগিত্বকেই বাধ্য বলেন। এইজন্য বন্ধ্যাপুত্রাদি বাধ্য হইতে পারে না। বন্ধ্যাপুত্রাদি নিষেধের প্রতিযোগী হইলেও বন্ধ্যাপুত্রাদির প্রতিপন্নোপাধি সম্ভাবিত নহে। প্রতিপন্নোপাধি কথার অর্থ– সপ্রকারকধীবিশেষ্য। শুক্তিরজতাদির প্রতিপন্নোপাধি, রজতপ্রকারক বুদ্ধির বিশেষ্য শুক্ত্যাদি হইয়া থাকে। যে

---

* অদ্বৈতবাদিগণ সদসদ্বৈলক্ষণ্যরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই অনির্ব্বাচ্যত্ব-শরীরে প্রবিষ্ট সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম দুইটি কি? এই স্থলে বৈলক্ষণ্য কথার অর্থ ভেদ। সুতরাং সদ্ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্ত্ব ধর্ম্ম ও অসদ্ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অসত্ত্ব ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্ত্ব ধর্ম্ম ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম দুইটি কি? অদ্বৈতবাদিগণ এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম দুইটিকে কি সত্তাজাতি ও সত্তাজাতির অভাব রূপ বলিবেন? অর্থাৎ সত্তাজাতিই সত্ত্ব ও সত্তাজাতির অভাবই অসত্ত্ব (১)? অথবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বই সত্ত্ব এবং অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাবই অসত্ত্ব? (২) অথবা অবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং বাধ্যত্বই অসত্ত্ব? (৩) অথবা প্রামাণিকত্বই সত্ত্ব ও অপ্রামাণিকত্বই অসত্ত্ব? (৪) অথবা অশূন্যত্বই সত্ত্ব ও শূন্যত্ব অসত্ত্ব? (৫) কিংবা ব্রহ্মত্বই সত্ত্ব ও শূন্যত্বই অসত্ত্ব? (৬) অথবা অবাধ্যত্বই সত্ত্ব ও শূন্যত্বই অসত্ত্ব? (৭) অথবা প্রামাণিকত্বই সত্ত্ব ও শূন্যত্বই অসত্ত্ব? (৮) অথবা অদ্বৈতবাদিভিন্ন মাধ্বাদিবাদিগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত সত্ত্ব ও অসত্ত্বই এইস্থলে অদ্বৈতবাদিগণ গ্রহণ করিবেন? (৯) এই নয়টি বিকল্প ন্যায়ামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলকার এইস্থলে উক্ত নয়টি বিকল্পের পূর্ব্ব আটটি বিকল্প অনুরূপ ধরিয়া পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। অন্তিম বিকল্পটি ধরেন নাই।

রূপ্যাদৌ চ সত্ত্বেন তদভাবস্যাসত্ত্বাৎ। কিঞ্চ শূন্যত্বাশূন্যত্বে সত্ত্বাসত্ত্বে বিবক্ষিতে চেৎ, উভয়ত্র শূন্যত্বাভাবস্য সত্ত্বলক্ষণস্যাঙ্গীকারেণ তদ্রাহিত্যাভাবাৎ সত্ত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ। অবাধ্যত্বশূন্যতে বা প্রামাণিকত্বশূন্যত্বে বা

বিশেষ্যে যে বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, সেই বিশেষ্যই সেই বিশেষণের প্রতিপন্ন উপাধি। "ইদং রজতম্" এই প্রতীতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে রজতবিশেষণক প্রতীতির বিশেষ্য ইদন্ত্বরূপে শুক্তি। এইজন্য "ইদং রজতম্" এই প্রতীতিতে শুক্তিই রজতপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য হয় বলিয়া শুক্তিই প্রতিপন্ন উপাধি। প্রদর্শিতরূপ প্রতিপন্ন উপাধি বন্ধ্যাপুত্রাদিরূপ অসদ্বস্তুর সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুর নাই। সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুতে প্রদর্শিত বাধ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া অবাধ্যত্ব ধর্ম্মই আছে এবং বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুতে শূন্যত্বও আছে; সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুতে অবাধ্যত্ব ও শূন্যত্ব উভয় ধর্ম্মই আছে বলিয়া এই দুইটি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্ম এক অধিকরণে থাকিতে পারে না; এক অধিকরণে থাকিতে পারে না বলিয়াই বিরুদ্ধ। এক অধিকরণে যে দুইটি ধর্ম্ম থাকে, তাহারা পরস্পর অবিরুদ্ধ। প্রদর্শিতরূপে অবাধ্যত্ব ও শূন্যত্ব অবিরুদ্ধ; কিন্তু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম ইহা মনুষ্যমাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং পরস্পর অবিরুদ্ধ অবাধ্যত্ব ও শূন্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ কখনই হইতে পারে না। অবিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মস্বরূপ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—অবাধ্যত্বরহিত হইয়া যাহা শূন্যত্বরহিত, তাহাই অনির্ব্বাচ্য—"অবাধ্যত্বরহিতত্বে সতি শূন্যত্বরহিতত্বম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্" ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিতেছেন। এই অনির্ব্বাচ্যত্ব-লক্ষণের বিশেষ্যভাগ ব্যর্থ। কারণ কেবল বিশেষণভাগদ্বারাই ব্রহ্ম ও শূন্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়াছে। কারণ ব্রহ্ম ও শূন্য উভয়ই অবাধ্য। অবাধ্যত্বরহিত নহে। সুতরাং শূন্যে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "শূন্যত্বরহিতত্ব" এই বিশেষ্যভাগ দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। "অবাধ্যত্বরহিতত্ব" এই বিশেষণভাগের দ্বারাই শূন্যে অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়াছে। সুতরাং "অবাধ্যত্বরহিত হইয়া শূন্যত্বরহিত বস্তুই অনির্ব্বাচ্য" এইরূপ না বলিয়া "অবাধ্যত্বরহিত বস্তুই অনির্ব্বাচ্য" এইরূপ বলাই উচিত। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ এইস্থলে "শূন্য" কথার অর্থ কি মনে করেন? শূন্য কথার অর্থ কি নিরুপাখ্য অর্থাৎ সর্ব্বথা অজ্ঞায়মান? অথবা নিঃস্বরূপ? অর্থাৎ সর্ব্বথা অজ্ঞায়মান বস্তুই শূন্য? অথবা নিঃস্বরূপ বস্তুই শূন্য? অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্য শূন্যবাদীর অভিমত যে অসত্ত্ব, তাহার বৈলক্ষণ্যই অনির্ব্বাচ্য রজতাদিতে আছে ইহা শূন্যবাদীর নিকট প্রতিপাদন করিবেন। রজতাদিতে নিরুপাখ্যরূপ অসতের বৈলক্ষণ্য শূন্যবাদীও স্বীকার করেন। কারণ অসৎখ্যাতিবাদেও রজতাদি বস্তুকে নিরুপাখ্য স্বীকার করা হয় না। সুতরাং রজতাদিতে নিরুপাখ্যবৈলক্ষণ্য অসৎখ্যাতিবাদীও স্বীকার করেন। যাঁহারা ভ্রমে ভাসমান রজতকে অসৎ বলেন, তাঁহারাও অসৎ রজত যে জ্ঞায়মান ইহা স্বীকার করেন। সর্ব্বথা অজ্ঞায়মান অসতের বৈলক্ষণ্য এই শূন্যবাদীর অর্থাৎ অসৎখ্যাতিবাদীরও ইষ্টই বটে। সুতরাং নিরুপাখ্যই শূন্য এই কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। এইরূপ নিঃস্বরূপই শূন্য ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ভ্রমে ভাসমান রজতাদি, যাহাকে তাঁহারা অনির্ব্বাচ্য বলেন, সেই রজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী বস্তুই নিঃস্বরূপ; সুতরাং রজতাদিও নিঃস্বরূপ; এইজন্য তাহা শূন্য; সুতরাং রজতাদিতে শূন্যবৈলক্ষণ্য থাকিবে কিরূপে? সুতরাং উক্ত যুক্তি অনুসারে সপ্তম পক্ষও অসঙ্গত। কারণ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই শূন্যত্ব। আর অদ্বৈতবাদী শুক্তিরজতাদির এই শূন্যত্ব স্বীকার করেন, ইহা মিথ্যাত্বলক্ষণখণ্ডনে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বাচ্য বস্তুতে তাঁহারা শূন্যত্ব-রাহিত্যও স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব প্রদর্শিত অনুমানে "বিমতং সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি

অভিপ্রেতে চেৎ, উক্তন্যায়েন উভয়ত্রাপি অসত্ত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ। ব্রহ্মশূন্যত্বে অভিপ্রেতে চেৎ, অবাধ্যত্ব-সত্ত্বাভ্যামপ্যুপপত্ত্যা অর্থান্তরম্। ১৯২।

কিঞ্চ নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণোঽপি সত্ত্বাদিরাহিত্যেন তস্যাপি পক্ষান্তঃপাতিত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধ্যা

সদসত্ত্বরহিতং বাধ্যত্বাৎ" এই অনুমানে "অসত্ত্বরহিতত্বে সতি" এই সাধ্যাংশের বাধ হইবে। কারণ "বিমত" পদের দ্বারা শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চ পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয় ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। শুক্তিসাক্ষাৎকারের দ্বারা রজতের ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ হইয়া থাকে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। যাহার স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ হয়, তাহাই অসৎ; তাহাই শূন্য। সুতরাং শূন্য বা অসৎ শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চকে "বিমতম্" পদের দ্বারা পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অসদ্বৈলক্ষণ্য কিংবা শূন্যবৈলক্ষণ্যরূপ সাধ্যের অনুমান করিলে পক্ষে সাধ্যের অভাবনিশ্চয় আছে বলিয়া বাধনামক হেত্বাভাসদোষ অপরিহার্য্যই হইবে। সুতরাং অসদ্বৈলক্ষণ্য বা শূন্যবৈলক্ষণ্যঘটিত সাধ্যমাত্র "বিমত" পদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পক্ষে নাই বলিয়া বাধদোষ অপরিহার্য্য। পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয়ই বাধ। (৬ষ্ঠ ও ৭ম বিকল্প)।

আর যদি উক্ত সত্ত্ব পদের অর্থ ব্রহ্মত্ব ও অসত্ত্ব পদের অর্থ শূন্যত্ব অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মত্বরাহিত্যরূপ সত্ত্বরাহিত্য ও শূন্যত্বরাহিত্যরূপ অসত্ত্বরাহিত্যই উক্তানুমানের সাধ্য বুঝিতে হয়; কিন্তু তাদৃশ সাধ্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না; পরন্তু অনভিমত আপাদনরূপ অর্থান্তরই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ উক্ত অনুমানে "বিমত" পদের দ্বারা শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চ পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পক্ষভূত শুক্তিরজতাদিতে ও প্রপঞ্চে ব্রহ্মত্বরাহিত্যরূপ সত্ত্বরাহিত্য সিদ্ধই আছে। ব্রহ্মত্বরাহিত্যরূপ সত্ত্বরাহিত্যের দ্বারা ব্যাবহারিক সত্ত্ব প্রপঞ্চে ও প্রাতিভাসিক সত্ত্ব শুক্তিরজতে সাধিত হয়। তাহা এই অনুমানের পূর্ব্বেই অদ্বৈত-বাদিগণের মতে সিদ্ধ আছে। সুতরাং উক্ত অনুমানের দ্বারা প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে অনির্ব্বচনীয়ত্ব সাধন করিতে গেলে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না; পরন্তু সিদ্ধসাধনরূপ অর্থান্তরই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর উক্তানুমানের অসত্ত্বরাহিত্যরূপ সাধ্যাংশের অর্থ যদি শূন্যত্বরাহিত্য হয়, তাহা হইলে শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চের অবাধ্যত্বই উক্তানুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চের অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধি করিবার জন্যই উক্তরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন; অসত্ত্বরাহিত্য কথার অর্থ শূন্যত্বরাহিত্য হইলে শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চের অবাধ্যত্বই উক্তানুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া তাঁহাদের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের আর সিদ্ধি হয় না; পরন্তু তাঁহাদের অনভিমত অবাধ্যত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং উক্তানুমানের অর্থান্তরদোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অনভিমত আপাদনই অর্থান্তর অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধি না হইয়া যে অন্য বিষয়ের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই অর্থান্তর কহে। (৮ম বিকল্প)। ১৯২।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক; কোন ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই; সুতরাং সত্ত্ব কিংবা অসত্ত্ব ধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। এইজন্য উক্তানুমানের সাধ্য সত্ত্বাদিরাহিত্য ব্রহ্মেরও আছে বলিয়া ব্রহ্মও উক্তানুমানের পক্ষের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। আর তাহাতে ব্রহ্মেরও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধি হয় বলিয়া বিপক্ষ না থাকায় উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্তেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে প্রপঞ্চমাত্র পক্ষ বলিয়া অন্বয়দৃষ্টান্ত ত সম্ভব নহেই; ব্রহ্মকে যে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রদর্শিতরূপে তাহাও সম্ভব হয় না। "অনাদি পরব্রহ্ম সৎ বলিয়াও উক্ত হন না এবং অসৎ বলিয়াও উক্ত হন না" এই শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মে যে সত্ত্ব কিংবা অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই, ইহা জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্মও পক্ষান্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানের দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে।

বিপক্ষাভাবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" (গী—১৩।১২) ইতি শাস্ত্রাৎ। কিঞ্চ উক্তলক্ষণস্য সর্ব্বথা অসিদ্ধত্বে কথং তত্রানুমানম্। অন্যথা শশশৃঙ্গাদীনামপি অনুমেয়ত্বাপত্তেঃ। ১৯৩।

ননু সত্ত্বাসত্ত্বে সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী, ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসবৎ। সত্ত্বম্ অসত্ত্বানধিকরণা-

---

আরও কথা এই যে—উক্তরূপ অর্থাৎ সত্ত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। কোন প্রকারেই উক্তরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ নহে; সুতরাং কি প্রকারে তাহাতে অনুমান সম্ভব হইবে? সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ বস্তু কখনও অনুমানপ্রমাণের বিষয় হয় না। সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ বস্তুও যদি অনুমানপ্রমাণের বিষয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শশশৃঙ্গাদি অলীক বস্তুও অনুমানের বিষয় হওয়ার আপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ তাহা হইলে শশশৃঙ্গাদি অলীক বস্তুও অনুমেয় হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বথা অসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধে অনুমান-প্রমাণের প্রবৃত্তিই সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অনুমানে "সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি" এইরূপ যে সাধ্যরূপ বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ ঐরূপ সাধ্যরূপ বিশেষণ অপ্রসিদ্ধ। এক ধর্ম্মিতে সত্ত্বরহিতত্ব ও অসত্ত্বরহিতত্ব থাকা কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্বহেতু উক্তানুমান অসমীচীন। সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হইলে অপ্রসিদ্ধ সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে গৃহীত হইতে পারে না। ব্যাপ্য হেতুর দ্বারাই সাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং যে সাধ্যই কোনও স্থলে প্রসিদ্ধ নহে, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থল সম্ভাবিত নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনির্ব্বাচ্যত্বানুমান অসঙ্গত। ১৯৩।

এই সাধ্যাপ্রসিদ্ধির পরিহারের জন্য অর্থাৎ সামান্যতঃ সাধ্যপ্রসিদ্ধির জন্য অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অনুমান করেন যে—"সত্ত্বাসত্ত্বে সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসবৎ" অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম, এক-ধর্ম্মিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে অর্থাৎ একটি ধর্ম্মীতেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব থাকিবে; যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম; সত্ত্ব ও অসত্ত্বে ধর্ম্মত্বরূপ হেতু আছে। যাহাতে যাহাতে ধর্ম্মত্ব-রূপ হেতু থাকে অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম হয়, তাহারা একধর্ম্মিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। একটি ধর্ম্মীতে যে অত্যন্তাভাবগুলি থাকে, তাহারা সমানাধিকরণ। যাহারা ধর্ম্ম, তাহারা সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে; যেমন—রূপ ও রস। রূপ ও রস উভয়ই ধর্ম্ম; রূপ, রূপবৎ দ্রব্যের এবং রস রসবৎ দ্রব্যের ধর্ম্ম। এইজন্য রূপ ও রসে ধর্ম্মত্ব হেতু আছে। রূপ ও রস সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী; যেহেতু বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতি দ্রব্যে রূপও নাই, রসও নাই। সুতরাং বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে রূপের অভাব ও রসের অভাব আছে। অতএব বায়ু প্রভৃতি ধর্ম্মীতে রূপের অভাব ও রসের অভাব আছে বলিয়া রূপ ও রস সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এই রূপ-রস দৃষ্টান্ত অনুসারে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মও সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, ইহা সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি বলা যাইবে না। রূপ ও রসের অত্যন্তাভাব বায়ু প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মীতে যেমন নিশ্চিত, এইরূপ কোন ধর্ম্মিবিশেষে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাবের নিশ্চয় এই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না; এইজন্য সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাহা সামান্যতঃই সিদ্ধ হইয়াছে; বিশেষভাবে সিদ্ধ হয় নাই। কোন ধর্ম্মিবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব দেখান যায় না। রূপ ও রসের অভাব যেমন বায়ু প্রভৃতি ধর্ম্মিবিশেষে সিদ্ধ আছে, এইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থলে অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও কোনও ধর্ম্মিবিশেষে তাহা সিদ্ধ নহে। এইজন্য প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা সাধ্যরূপ বিশেষণের সামান্যতঃ সিদ্ধি বলা হইয়াছে।

নিষ্ঠম্, অসত্ত্বং বা সত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপাদিবদিতি সামান্যতঃ সা সিদ্ধিরিতি চেৎ ন, সত্ত্বাসত্ত্বে

এইরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য অদ্বৈতবাদিগণ সাধ্যের সামান্যতঃ সিদ্ধি প্রদর্শন করিবার জন্য আরও দুইটি অনুমান করিয়া থাকেন। তাহা এইরূপ—"সত্ত্বম্ অসত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপবৎ" অথবা "অসত্ত্বং সত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপবৎ" অর্থাৎ সত্ত্ব-ধর্ম্ম অসত্ত্ব-ধর্ম্মের অনধিকরণে থাকে না, যেহেতু স্বত্ত্ব একটি ধর্ম্ম ; এইজন্য সত্ত্ব-ধর্ম্মে ধর্ম্মত্বহেতু আছে ; যে যে স্থলে ধর্ম্মত্ব থাকে, অর্থাৎ যাহা ধর্ম্ম হয়, তাহা অসত্ত্বের অনধিকরণে অনিষ্ঠও হয় অর্থাৎ নাও থাকে ; যেমন—রূপ। রূপ একটি ধর্ম্ম ; তাহা অসত্ত্বের অনধিকরণ বায়ু প্রভৃতিতে থাকে না। সুতরাং রূপ অসত্ত্বের অনধিকরণ বায়ু প্রভৃতিতে অনিষ্ঠ। রূপ ধর্ম্ম বলিয়া অর্থাৎ রূপে ধর্ম্মত্ব হেতু আছে বলিয়া রূপ যেমন অসত্ত্বের অনধিকরণ বায়ু প্রভৃতিতে থাকে না, এইরূপ সত্ত্বও ধর্ম্ম বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বে ধর্ম্মত্ব-হেতু আছে বলিয়া সত্ত্বও অসত্ত্বের অনধিকরণ কোন ধর্ম্মীতে থাকিবে না। অসত্ত্বের অনধিকরণ কোন ধর্ম্মীতে যদি সত্ত্বও না থাকে, তবে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম উভয়ই একটি ধর্ম্মীতে নাই ইহাই সিদ্ধ হয়। আর তাহাতেই অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি দোষেরও উদ্ধার হয়। অসত্ত্বের অনধিকরণ কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মীতে সত্ত্বের অভাব এই অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয় না বলিয়া এই অনুমানের দ্বারাও সাধ্যরূপ বিশেষণের সামান্যতঃ সিদ্ধিই হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ নহে।

এইরূপ অসত্ত্ব ধর্ম্মও সত্ত্বের অনধিকরণ কোনও ধর্ম্মীতে থাকিবে না ; যেহেতু অসত্ত্ব একটি ধর্ম্ম ; অসত্ত্বে ধর্ম্মত্বহেতু আছে। যাহা যাহা ধর্ম্ম, তাহা সত্ত্বের অনধিকরণ কোনও ধর্ম্মীতে থাকিবে না ; যেমন—রূপ সত্ত্বের অনধিকরণ বন্ধ্যাপুত্রাদিতে থাকে না, এইরূপ অসত্ত্বও সত্ত্বের অনধিকরণ কোন ধর্ম্মীতে থাকিবে না। অসত্ত্বও যদি সত্ত্বের অনধিকরণ কোনও ধর্ম্মীতে না থাকে, তবে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয় ধর্ম্মই কোন একটি ধর্ম্মীতে নাই ইহাই সিদ্ধ হয়। আর তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানের সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি দোষেরও বারণ হয়। এই দুইটি অনুমানে যেমন রূপকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, এইরূপ রস, গন্ধ প্রভৃতিকেও দৃষ্টান্ত করা যাইতে পারে বলিয়া মূলগ্রন্থে "রূপাদিবৎ" বলা হইয়াছে। মূলগ্রন্থে যে সাধ্যরূপ বিশেষণের সামান্যতঃ সিদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায়ও বিশদভাবে বলাই হইয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

এতদুত্তরে মূলকার বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব বলিয়া এক অধিকরণে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ ঘটত্বের অভাবই অঘটত্ব এবং অঘটত্বের অভাবই ঘটত্ব বলিয়া এক ধর্ম্মীতে ঘটত্ব ও অঘটত্বের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। এমন কোন ধর্ম্মী নাই, যাহা ঘটও নহে এবং অঘটও নহে। এইরূপ এমন কোনও ধর্ম্মী হইতে পারে না যে—যাহা সৎও নহে এবং অসৎও নহে। সুতরাং সদসদ্বিলক্ষণ কোনও বস্তু সম্ভাবিত নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অনির্ব্বাচ্যত্ব কোথাও সিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্পরের অত্যন্তাভাবরূপ দুইটি ধর্ম্মের অভাব একটি ধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না। ইহাই মূলকারের অভিপ্রায়। তদনুসারে মূলকার অনুমান দেখাইতেছেন যে—"সত্ত্বাসত্ত্বে, সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ন ভবতঃ, পরস্পরাত্যন্তাভাবরূপত্বাৎ, ঘটত্বাঘটত্ববৎ।" অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ ; যাহা যাহা পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ, তাহা তাহা সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না ; যেমন—ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নহে।

সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ন ভবতঃ পরস্পরাত্যন্তাভাবরূপত্বাৎ ঘটত্বাঘটত্ববৎ। সত্ত্বম্ অসত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ন, অসত্ত্বং বা সত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ন ভবতি, তৎপ্রতিষেধরূপত্বাৎ, যথা অনিত্যত্বং নিত্যানধিকরণানিষ্ঠং ন তদ্বৎ। ঘটত্বাঘটত্বে সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসবৎ। কল্পিতত্বম্ অকল্পিতত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসাদিবৎ—ইত্যাভাসসাম্যাৎ। ১৯৪।

কিঞ্চ তবাভিপ্রেতং ব্রহ্ম সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে চ সতি সত্ত্বাসত্ত্বরহিতং সর্ব্বধর্ম্মশূন্যত্বাৎ

এইরূপ সত্ত্ব-ধর্ম্ম অসত্ত্বধর্ম্মের অনধিকরণে থাকে না তাহা নহে, কিন্তু থাকেই; যেহেতু সত্ত্ব-ধর্ম্ম অসত্ত্ব-ধর্ম্মের নিষেধরূপ; যাহা যাহার নিষেধরূপ, তাহা তাহার অনধিকরণে থাকে না তাহা নহে; কিন্তু থাকেই; যেমন—নিত্যত্ব অনিত্যত্বের অনধিকরণে থাকে না তাহা নহে; কিন্তু থাকেই। এইরূপ অসত্ত্ব-ধর্ম্ম সত্ত্ব-ধর্ম্মের অনধিকরণে থাকে না এইরূপ নহে, কিন্তু থাকেই; যেহেতু অসত্ত্ব-ধর্ম্ম সত্ত্ব-ধর্ম্মের নিষেধরূপ; যাহা যাহার নিষেধরূপ, তাহা তাহার অনধিকরণে থাকে না এইরূপ নহে, কিন্তু থাকেই; যেমন—অনিত্যত্ব নিত্যত্বের অনধিকরণে থাকে না এইরূপ নহে; কিন্তু থাকেই। অর্থাৎ ঘটাদিনিষ্ঠ অনিত্যত্ব, নিত্যত্বের অনধিকরণ পটাদিতে যেমন থাকে না এইরূপ নহে, কিন্তু থাকেই, সেইরূপ আকাশকুসুমনিষ্ঠ অসত্ত্ব সত্ত্বের অনধিকরণ শশশৃঙ্গাদিতে থাকে না এইরূপ নহে; কিন্তু থাকেই; এই সকল অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অনুমান বাধিত হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধার আর সম্ভব হয় না। তাঁহাদের প্রদর্শিত অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে আমরা যে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষ হয় বলিয়াছি, তাহা থাকিয়াই যায়। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অনির্ব্বাচ্যত্বানুমান অপ্রসিদ্ধবিশেষণদোষে দুষ্ট। আর অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য যে অনুমানগুলি দেখাইয়াছেন, সেই সকল অনুমানকে সদনুমান বলা যায় না; ঐ সকল অনুমান অনুমানাভাসেরই তুল্য। "ঘটত্ব ও অঘটত্ব সমানাধিকরণ অর্থাৎ একধর্ম্মিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে অর্থাৎ একটি ধর্ম্মীতে ঘটত্ব ও অঘটত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব থাকিবে; যেহেতু ঘটত্ব ও অঘটত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম; ঘটত্ব ও অঘটত্বে ধর্ম্মত্বরূপ হেতু আছে; যাহাতে যাহাতে ধর্ম্মত্বরূপ হেতু থাকে অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম হয়, তাহারা সমানাধিকরণ অর্থাৎ একধর্ম্মিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে; যেমন—রূপ ও রস এই অনুমানের দৃষ্টান্ত। রূপ ও রস ধর্ম্ম; রূপ ও রসে ধর্ম্মত্বহেতু আছে; বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে রূপ ও রসের অভাব আছে বলিয়া রূপ ও রস সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে", এই অনুমানটি যেমন সদনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস; কারণ ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অভাবরূপ, সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য "সত্ত্বাসত্ত্বে সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিনী" ইত্যাদি যে অনুমানটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সদনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস। কারণ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ। এইরূপ "কল্পিতত্ব অকল্পিতত্বের অনধিকরণে থাকিবে না, যেহেতু কল্পিতত্ব একটি ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম হয়, তাহা অকল্পিতত্বের অনধিকরণে আনিষ্ঠও হয় অর্থাৎ নাও থাকে; যেমন—রূপ-রসাদি ধর্ম্ম অকল্পিতত্বের অনধিকরণ বায়ুতে থাকে না," এই অনুমানটি যেমন সদনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস; কারণ কল্পিতত্ব ও অকল্পিতত্ব পরস্পর নিষেধরূপ, সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য "সত্ত্বম্ অসত্ত্বানধিকরণানিষ্ঠং ন" ইত্যাদি যে অনুমান দুইটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সদনুমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস। কারণ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর নিষেধরূপ। ১৯৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে অনির্ব্বাচ্যত্বের অনুমান করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের অভিমত ব্রহ্মে অনির্ব্বাচ্যত্বের অনুমান করিতে পারি। যেমন—অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত ব্রহ্ম (পক্ষ) সত্ত্বরহিত হইয়া অসত্ত্বরহিত হইয়া সত্ত্বাসত্ত্বরহিত হইবে (সাধ্য), যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত ব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মশূন্য ও সর্ব্বপ্রমাণহীন (হেতু); যাহা সর্ব্বধর্ম্মশূন্য ও সর্ব্ব-

সর্ব্বপ্রমাণহীনত্বাচ্চ, যন্নৈবং তন্নৈবম্ অস্মদভীষ্টৌপনিষদ্‌ব্রহ্মবৎ ইত্যপি বক্তুং শক্যত্বাৎ। নাপি দোষপ্রযুক্তভানত্বাৎ ইত্যস্য সদ্ধেতুত্বং স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ। ন হি মূলাজ্ঞানস্য দোষপ্রযুক্তভানত্বং বক্তুং যুক্তম্, অজ্ঞানাৎ প্রাক্ তৎপ্রযোজকদোষান্তরস্যাভাবাৎ, সর্ব্বদোষাণামপি তৎকার্য্যত্বেন উত্তরভাবিত্বাৎ, স্বস্যৈব দোষরূপত্বেন স্বপ্রযোজকত্বাভ্যুপগমে আত্মাশ্রয়ত্বাপত্তেঃ, দোষান্তরকল্পনে চ অনবস্থাদিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ উক্তানুমানস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বে মনোরথমাত্রমেবেতি সিদ্ধম্। ১৯৫।

প্রমাণহীন হয় না, তাহা এইরূপ হয় না অর্থাৎ সত্ত্বরহিত হইয়া অসত্ত্বরহিত হইয়া সত্ত্বাসত্ত্বরহিত হয় না; যেমন ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত—আমাদের অভিমত উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম (দৃষ্টান্ত)। অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদির অনির্ব্বাচ্যত্বসিদ্ধির জন্য যদি "বিমতং সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সত্ত্বাসত্ত্বরহিতম্" ইত্যাদি রূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের অভিমত ব্রহ্মের অনির্ব্বাচ্যত্বসিদ্ধির জন্য প্রদর্শিতরূপ অনুমানও ত করিতে পারি। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যাদৃশ সাধ্যের নির্দ্দেশ করিয়া প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে অনির্ব্বাচ্যত্বসিদ্ধি করেন, তাহাতে তাঁহাদের অনিষ্টপ্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহারা যেরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত "বিমতং সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সত্ত্বাসত্ত্বরহিতং বাধ্যত্বাৎ দোষপ্রযুক্তভানত্বাৎ" এই অনির্ব্বাচ্যত্বানুমানে যে "দোষপ্রযুক্তভানত্ব" হেতুটি দেওয়া হইয়াছে, ঐ হেতুটি সদ্ধেতু হয় নাই; কারণ ঐ হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস; সদ্ধেতু নহে। যে হেতু পক্ষে থাকে না, তাহাকেই স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস কহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহাই মূল অজ্ঞান; সেই মূলাজ্ঞানও অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষভূত। পক্ষভূত মূলাজ্ঞানে দোষপ্রযুক্তভানত্ব আছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ মূলাজ্ঞানের পূর্ব্বে মূলাজ্ঞানের প্রযোজক দোষান্তর থাকা সম্ভব নহে; কারণ মূলাজ্ঞানই সর্ব্বদোষের কারণ; সর্ব্বদোষই মূলাজ্ঞানের কার্য্য। সর্ব্বদোষই মূলাজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া পরভাবী। কার্য্য কারণের পরভাবীই হইয়া থাকে। এইজন্য মূলাজ্ঞানের পূর্ব্বে মূলাজ্ঞানের প্রযোজক দোষান্তর থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মূলাজ্ঞানে দোষপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতু আছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। আর এজন্যই অর্থাৎ পক্ষভূত মূলাজ্ঞানে দোষপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতু নাই বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে দোষপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতুটি সদ্ধেতু হয় নাই, কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধহেতু তাদৃশ অনুমিতির উৎপত্তিই হইতে পারে না। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি মূলাজ্ঞানে অজ্ঞানত্ব ও দোষরূপত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় স্বীকার করিয়া "মূলাজ্ঞান নিজেই দোষরূপে নিজের প্রযোজক" ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। মূলাজ্ঞান নিজের উৎপত্তিতে নিজকে অপেক্ষা করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। আর যদি তাঁহারা মূলাজ্ঞানরূপ দোষ অপেক্ষা অতিরিক্ত দোষকে মূলাজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করেন, তাহাতেও জিজ্ঞাসা হইবে যে—সেই দোষের কারণ অর্থাৎ প্রযোজক কি? এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য দোষান্তর কল্পনা করিতে হইবে; এইরূপে দোষধারা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং পক্ষভূত মূলাজ্ঞানে দোষপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতু নাই বলিয়া উক্ত অনুমানে উক্ত হেতুটি যে স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার পরিহার অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই করিতে পারিবেন না। অতএব অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধির নিমিত্ত অদ্বৈতবাদিগণ যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা অসমীচীন। উক্ত অনুমানের অনির্ব্বচনীয়ত্বে অদ্বৈতবাদিগণের মনোরথমাত্রই পর্য্যবসিত হয়; বস্তুতঃ উক্তানুমানের দ্বারা অনির্ব্বচনীয়ত্ব-সিদ্ধি করা যায় না ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৯৫।

ইতি পরাভিমত অনির্ব্বাচ্যত্বে অনুমানপ্রমাণ নিরাস।

—০—

নন্বু বিমতং সৎ চেৎ ন বাধ্যেত, অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত, বাধ্যতে প্রতীয়তে চ, তস্মাদ্বাধান্যথানুপপত্তেঃ প্রতীত্যন্যথানুপপত্তেশ্চ অত্র মানত্বমিতি চেৎ ন, অসম্ভবেনাভাসমাত্রত্বাৎ। তথাহি—সেতুদর্শনাৎ সত এব ব্রহ্মহত্যাদিজন্যপাপস্য বাধশ্রবণেন সতো বাধাভাবস্যানিয়মাৎ। ন চ তস্য নিয়মাদিসহকৃতদর্শনেন নিবৃত্তির্ন কেবলদর্শনেন, অন্যথা তত্রত্যম্লেচ্ছানামপি দর্শনসাম্যাৎ পাপনাশপ্রসঙ্গঃ। প্রকৃতে নেদং রজতমিতিবৎ বাধজ্ঞানমাত্রবাধ্যত্বাৎ বিষমদৃষ্টান্ত ইতি বাচ্যম্, নিয়মাদীনামধিকারিত্বসম্পাদনো-

---

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—বিমত অর্থাৎ বিবাদাধ্যাসিত রজতাদি বস্তু যদি সৎ হইত, তবে তাহা বাধিত হইত না এবং যদি অসৎ হইত, তবে তাহা প্রতীত হইত না; সদ্বস্তু কখনও বাধিত হয় না এবং অসদ্বস্তু কখনও প্রতীত হয় না; অথচ বিবাদাধ্যাসিত রজতাদি বস্তু বাধিতও হয় এবং প্রতীতও হয়; অতএব অর্থাৎ এই বাধহেতু ও প্রতীতিহেতু শুক্তিরজতাদি বস্তু সদসদ্বিলক্ষণ; সদসদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। সুতরাং শুক্তিরজতাদি বস্তুর বাধের অন্যথা অনুপপত্তি এবং প্রতীতির অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি শুক্তিরজতাদি বস্তুর অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ। শুক্তিরজতাদি বস্তুর বাধ ও প্রতীতি শুক্তিরজতাদিকে সৎ কিংবা অসৎ বলিলে উপপন্ন হয় না; কারণ সদ্বস্তুর বাধ ও অসদ্বস্তুর প্রতীতি কখনও সম্ভব নহে; এইজন্য শুক্তিরজতাদিকে সদসদ্বিলক্ষণ বলিতে হয়। আর এই সদসদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। সুতরাং বাধ ও প্রতীতির অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিও শুক্তিরজতাদির অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ শুক্তিরজতাদি বস্তুর অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রদর্শিতরূপে অর্থাপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া উহা শুক্তিরজতাদি বস্তুর অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাস। তাহাই দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—"সৎ চেৎ ন বাধ্যেত অর্থাৎ সৎ হইলে বাধিত হইত না," এই অংশে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে,—সদ্বস্তু বাধিত হয় না এইরূপ কোন নিয়ম সম্ভব নহে; সৎ-এরও বাধ হইতে শুনা যায়। পুরাণাদিতে সমুদ্রসেতুদর্শনের ফলে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত সৎ পাপেরই বাধ অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং সৎ-এর বাধ হয় না এইরূপ নিয়ম সম্ভব নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে; কিন্তু প্রমাণাভাস।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—কেবলমাত্র সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু শ্রদ্ধানিয়মাদিসহকৃত সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবলমাত্র সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হইত, তবে তত্রত্য ম্লেচ্ছগণেরও সেতুদর্শনসাম্যহেতু তাদৃশ পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। সুতরাং শ্রদ্ধানিয়মাদি সহকৃত সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই পাপের নিবৃত্তি হয়; কেবলমাত্র সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে পাপের নিবৃত্তি হয় না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত স্থলে শুক্তিরজত যেমন "নেদং রজতম্" এইরূপ কেবল বাধজ্ঞানমাত্রবাধ্য, সেইরূপ প্রপঞ্চও কেবল বাধজ্ঞানমাত্রবাধ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানমাত্রবাধ্য। সুতরাং সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা যে পাপের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে শ্রদ্ধানিয়মাদির অপেক্ষা আছে; কিন্তু বাধজ্ঞানের দ্বারা যে প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদির বাধ অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, তাহাতে অপর কিছুরই অপেক্ষা নাই। সুতরাং "সদ্বস্তু বাধিত হয় না" এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে "সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হয়" এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম দৃষ্টান্ত হয় নাই; কিন্তু বিষম দৃষ্টান্ত হইয়াছে। কেবল জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর বাধ হয় না ইহাই নিয়ম। সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা যে সত্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হয় বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহাতে কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা সত্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হয়

পক্ষীণত্বেন নিবৃত্তৌ তেষামসহকারিত্বাৎ কেবলদর্শনাদেব সতঃ পাপস্য বাধাৎ দৃষ্টান্তসিদ্ধিঃ সুকরা, ম্লেচ্ছাদীনামধিকারিত্বাভাবাৎ নাতিপ্রসঙ্গঃ। অন্যথা বিবেকবিরাগাদিসাধনচতুষ্টয়স্য অধিকারিবিশেষণস্য মূলাজ্ঞাননিবৃত্তৌ জ্ঞানসহকারিত্বাপত্তেঃ ত্বয়াপি অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ, নিয়মবিধ্যঙ্গীকারবৈয়র্থ্যাচ্চ, ম্লেচ্ছাদীনামপি বেদান্তার্থভূতম্লেচ্ছভাষাপ্রবন্ধাদিভিরপি অজ্ঞানবাধো মোক্ষাপত্তিশ্চ স্বীকার্য্যো স্যাতাং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ। তস্মাৎ সতো বাধসম্ভবেন উক্তার্থাপত্তেরাভাসত্বমিতি পূর্ব্বোক্তত্বাৎ বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। ১৯৬।

না; কিন্তু শ্রদ্ধা-নিয়মাদিসহকৃত সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারাই সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (এই সকল কথা পূর্ব্বে অধ্যাসনিরাসপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে)। পরন্তু প্রকৃতস্থলে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই শুক্তিরজতাদির বাধ হইয়া থাকে। সুতরাং দৃষ্টান্ত বিষম হওয়ায় তদ্দ্বারা "সদ্বস্তু বাধিত হয় না।" এই নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের সমীচীন হয় নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ পাপনিবৃত্তিতে শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনের সহকারী নহে। শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায়। পরে কেবল সমুদ্রসেতু-দর্শন হইতেই সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-নিয়মাদির দ্বারা অধিকারীর অধিকারিত্ব সিদ্ধ হইলে পরে কেবল সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই সত্য পাপের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত "সদ্বস্তু বাধিত হয় না" এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া আমরা যে "সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য পাপের নিবৃত্তি হয়" এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "কেবল সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য পাপের নিবৃত্তি হইলে তত্রত্য ম্লেচ্ছগণেরও পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয়" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ ম্লেচ্ছগণের সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব নাই বলিয়াই সমুদ্রসেতুদর্শনসত্ত্বেও তাহাদের পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায় ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ পাপনিবৃত্তিতে শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনের সহকারী বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহাতেও অধিকারিবিশেষণ বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়কে তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী বলিয়াই অদ্বৈত-বাদিগণকেও স্বীকার করিতে হয়। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ অধিকারিবিশেষণ বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায় ইহা স্বীকার না করিলে তাঁহারা যখন কেবল জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন বেদান্তার্থজ্ঞাপক ম্লেচ্ছভাষা প্রবন্ধাদি শ্রবণের দ্বারাও ম্লেচ্ছগণেরও বেদবাক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব হইবে বলিয়া তাহাদিগেরও অজ্ঞাননিবৃত্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি পণ্ডিতাভিমানী অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় যেমন তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়া উপক্ষীণ হয় ও কেবল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়া উপক্ষীণ হয় ও কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহাও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে—সৎ-এরও বাধ হয়; এইজন্য অর্থাৎ সৎএরও বাধ সম্ভব হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"শুক্তিরজতাদি যদি সৎ হইত, তবে তাহা বাধিত হইত না, সদ্বস্তুর বাধ হয় না; অথচ শুক্তিরজতাদি বাধিত হয়" অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত শুক্তিরজতাদির সদসদ্বি-লক্ষণত্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্বসাধক অর্থাপত্তির প্রথমাংশ অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে; কিন্তু

কিঞ্চ শশে শৃঙ্গাভাবাজ্ঞানবতো জড়স্য পুংসঃ শশশৃঙ্গশব্দশ্রবণাৎ পরোক্ষভ্রমস্যাপি সম্ভবেন দ্বিতীয়ার্থাপত্তেরপি প্রমাণাভাসত্বমাত্রত্বস্য পরৈঃ স্বীকারান্ন প্রামাণ্যমিতি বিবেকঃ। ১৯৭।

প্রমাণাভাস ইহাই সিদ্ধ হয়। কারণ সত্যবস্তুও যে বাধিত হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বে অধ্যাসনিরাসপ্রকরণে বিশেষভাবে বলিয়াছি এবং অগ্রিম গ্রন্থেও বলিব। ১৯৬।

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদিগণ যে উক্ত অর্থাপত্তিতে "শুক্তিরজতাদি যদি অসৎ হইত, তবে তাহা প্রতীত হইত না; অসদ্বস্তু কখনও প্রতীত হয় না; অথচ শুক্তিরজত প্রতীত হইয়া থাকে" এইরূপ বলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তির এই দ্বিতীয় অংশও সঙ্গত নহে; কারণ যে জড়বুদ্ধি পুরুষ শশক পশুতে শৃঙ্গের অভাব আছে ইহা জানে না অর্থাৎ খরগোসের শিং নাই ইহা যে জড়বুদ্ধি পুরুষ জানে না, এইরূপ জড়বুদ্ধি পুরুষের "শশশৃঙ্গ" শব্দ শ্রবণ করিয়া শশকে শৃঙ্গের ভ্রমাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভ্রম পরোক্ষভ্রমই হইবে। শব্দশ্রবণজন্য যে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু তাহা শাব্দবোধাত্মক পরোক্ষজ্ঞান। শশকে শৃঙ্গ নাই ইহা যে জানে, "শশশৃঙ্গ" শব্দশ্রবণজন্য সেই পুরুষের শাব্দ পরোক্ষভ্রম হইতে পারে না। কারণ বিশেষদর্শন থাকিলে ভ্রম বা সংশয় হইতে পারে না; কিন্তু যাহার এই বিশেষদর্শন নাই অর্থাৎ "শশক শৃঙ্গরহিত" এইরূপ বিশেষ জ্ঞান যাহার নাই, তাদৃশ জড়বুদ্ধি পুরুষের শশশৃঙ্গশব্দশ্রবণজন্য শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গের পরোক্ষজ্ঞান হইবে। অথচ শৃঙ্গে শশীয়ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গের জ্ঞান ভ্রমই হইবে। যাহার বিশেষদর্শনের ফলে অযোগ্যতানিশ্চয় আছে, তাহার শশশৃঙ্গশব্দশ্রবণজন্য বিশিষ্টবিষয়ক বোধ হইতেই পারে না অর্থাৎ শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গের বোধ হইতেই পারে না। শশশৃঙ্গ অলীকবস্তু; এই অলীক বস্তুবিষয়ক পরোক্ষ ভ্রমাত্মক জ্ঞান স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া "অসদ্বস্তু প্রতীতির বিষয়ই হয় না" ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিলেন কিরূপে? অসৎ শশবিষাণাদিও প্রদর্শিতরূপে পরোক্ষভ্রমপ্রতীতির বিষয়ই হইয়া থাকে। সুতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" অসৎ হইলে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না" এইরূপ আর অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। সুতরাং শুক্তিরজতাদি প্রতীত হয় বলিয়া তাহা অসদ্বিলক্ষণ হইবে এইরূপ আর বলা যায় না। এইজন্য প্রদর্শিত অর্থাপত্তি, সদর্থাপত্তি নহে; কিন্তু অর্থাপত্ত্যাভাস। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রমাণাভাস বলিয়া তাহা স্বার্থসাধক নহে।

আরও কথা এই যে—অসৎ শশবিষাণাদি "শশবিষাণম্" এইরূপ শব্দজন্য জড় পুরুষের পরোক্ষ ভ্রমপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতেও অসতের প্রতীতি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত"—এইরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণ অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাঁহাদের মতেও এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তি আভাসই বটে। মূলগ্রন্থে যে "পরৈঃ স্বীকারাৎ" এইরূপ বলা হইয়াছ, তাহার অর্থ—অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন, এই অভিপ্রায়েই ইহা মূলে বলা হইয়াছে। ১৯৭।*

---

* এই স্থলে যে বলা হইয়াছে—অদ্বৈতবাদিগণও অসতের প্রতীতি স্বীকার করেন, অন্ততঃ অসদ্বস্তুর ভ্রমাত্মক পরোক্ষপ্রতীতি স্বীকার করেন ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে। মূলগ্রন্থে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে আছে। এই খ্যাতিবাদের অন্যথানুপপত্তিপ্রকরণে ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে—অদ্বৈতবাদিগণ অসদ্বস্তুবিষয়ক কোনরূপ প্রতীতিই স্বীকার করেন না। অসদ্বস্তুবিষয়ক প্রতীতি যে হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে—প্রতীতি সম্বন্ধ; দুইটি সদ্বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু দুইটি অসতের যেমন সম্বন্ধ হয় না, এইরূপ সৎ ও অসতেরও সম্বন্ধ হয় না। অসতের জ্ঞান স্বীকার করিলে অসতের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যদি মনে করা যায়—ভাবী ও অতীত বস্তু অসৎ হইলেও তাহার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ ত স্বীকার করা হয়; এইরূপ শশবিষাণাদি অসৎ বস্তুর সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে পারিবে, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ অসদ্বস্তু নিঃস্বরূপ,—

কিঞ্চ "সৎ চেৎ"—ইত্যাদিবাক্যবৃত্তিসচ্ছব্দঃ কিমর্থকঃ ইতি বিবেচনীয়ম্ ? প্রামাণিকঃ সচ্ছব্দবাচ্যঃ, তত্র প্রমাণঞ্চ যথার্থত্বনিশ্চায়কমেব, তচ্চ লক্ষণয়া শুদ্ধব্রহ্মবোধকং বেদান্তবাক্যমেবেতি চেৎ ন, স্বপ্রকাশ-

---

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে উক্ত অর্থাপত্তিপ্রদর্শনে বলিয়াছেন—"বিমতং সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" ইত্যাদি, এই বাক্যগত সৎ-শব্দের অর্থ কি, ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন —এই স্থলে "সৎ" এই শব্দের বাচ্য অর্থ—প্রামাণিক অর্থাৎ প্রামাণিকত্বই এই স্থলে সত্ত্ব। যাহা প্রমাণনিরূপিত, তাহাই প্রামাণিক, আর যাহা যথার্থত্বনিশ্চায়ক, তাহাই প্রমাণ; লক্ষণার দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মবোধক যে বেদান্তবাক্য, তাহাই যথার্থত্বনিশ্চায়ক অর্থাৎ তত্ত্বাবেদক; সুতরাং বেদান্তবাক্যই প্রমাণ। এই বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের দ্বারা নিরূপিতরূপ যে প্রামাণিক, ইহাই সৎ শব্দবাচ্য। সুতরাং "বিবাদাধ্যাসিত শুক্তিরজতাদি যদি সৎ অর্থাৎ প্রামাণিক হইত, তাহা হইলে বাধিত হইত না" ইত্যাদিরূপে প্রদর্শিত অর্থাপত্তির স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অর্থাপত্তিতে "সৎ" এই শব্দের অর্থ যদি "প্রামাণিক" হয়, তাহা হইলে "যাহা যাহা প্রামাণিক, তাহা তাহা অবাধ্য" এইরূপ ব্যাপ্তিই স্বীকার করিতে হয়। আর সৎ-শব্দের অর্থ প্রামাণিক বলিয়া এইরূপ ব্যাপ্তির কথাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন; কিন্তু ঐরূপ ব্যাপ্তির সিদ্ধিই হয় না। যেহেতু ঐরূপ ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল একমাত্র ব্রহ্মকেই বলা যাইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মে অবাধ্যত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও প্রামাণিকত্ব ধর্ম্ম নাই; সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহই হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ; স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে প্রমাণের প্রবৃত্তি ব্যর্থই হইয়া পড়ে। এইজন্য ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের প্রবৃত্তি ব্রহ্মে সম্ভব নহে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রামাণিক বলা যায় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের

নিরুপাখ্য; এই নিরুপাখ্য শশবিষাণাদির সহিত সোপাখ্য জ্ঞানাদির সম্বন্ধ হইতে পারে না। ভাবী ও অতীত বস্তু নিঃস্বরূপ—নিরুপাখ্য নহে। ভাবী ও অতীত বস্তুর কোনও সময়ে সত্তাসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। শশবিষাণাদির কোন কালেই সত্তাসম্বন্ধ নাই। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানে বিষয় অধ্যস্ত হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। অসতের জ্ঞান স্বীকার করিলে অসৎ জ্ঞানে অধ্যস্ত হইবে ইহাই বলিতে হইবে; আর তাহাতে অসৎ মিথ্যাই হইয়া পড়িবে। অমিথ্যা অসদ্বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। এই সকল কথা অদ্বৈতসিদ্ধিতে দৃক্‌দৃশ্যসম্বন্ধভঙ্গপ্রকরণে বলা হইয়াছে। এই খ্যাতিবাধান্যথানুপপত্তি-প্রকরণেও অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষভাবে এই সকল কথা বলিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অসতের জ্ঞান স্বীকার করেন, ইহা কোন প্রকারেই বলা যায় না। সুতরাং মূলগ্রন্থের "পরৈঃ" এই পদের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণকে গ্রহণ করা যায় না। অদ্বৈতবাদিভিন্ন অন্যবাদিগণকে গ্রহণ করিলে তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের কোন ক্ষতি হয় না। অন্যেরা অসতের জ্ঞান স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের মতে দোষ দেওয়া যায় না অর্থাৎ তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তিকে তদ্দ্বারা প্রমাণাভাস বলা যায় না। যাঁহারা অসতের জ্ঞান স্বীকার করেন, তাঁহারা অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদিবিষয়ক স্মৃতি স্বীকার করিতে পারেন না। "বন্ধ্যাপুত্রং স্মরামি" এইরূপ অনুভূতি (অনুব্যবসায়) কাহারও হয় না। এইজন্য অনুভূতি স্বীকার করিতে হইবে, "বন্ধ্যাপুত্রং অনুভবামি" এইরূপ অনুভব (অনুব্যবসায়) অপ্রসিদ্ধ। অনুভব স্বীকার করিলে অনুভবজন্য সংস্কার হইতে বন্ধ্যাপুত্রাদির স্মৃতিও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। অসদ্বিষয়ক অনুভব সংস্কারের জনক নহে এইরূপ স্বীকার করিলে এবং অসদ্বিষয়ক অনুভব অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার অনুব্যবসায় হয় না এইরূপ স্বীকার করিলে কেবল কুকল্পনারই বৃদ্ধি করা হইবে। সুতরাং অসদ্বিষয়ক অনুভব কাহারই স্বীকার করা উচিত নহে। ইহাই নবীন অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায়। প্রাচীন অদ্বৈতবাদী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি অসদ্বস্তুরও অসৎপদজন্য পরোক্ষপ্রতীতি স্বীকার করিয়াছেন। অসদ্বস্তুর পরোক্ষপ্রতীতির জন্য পরোক্ষভ্রমের অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির মতে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" ইহার অর্থ—যাহা অসৎ, তাহা অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অপরোক্ষপ্রতীতি অভিপ্রায়েই প্রতীতি শব্দ বলা হইয়াছে। মাত্র শব্দজন্য অসৎ বস্তুর পরোক্ষপ্রতীতি স্বীকার করিলেও অসদ্বস্তুর অপরোক্ষপ্রতীতি কখনও হইতে পারে না। সুতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" ইহার দ্বারা "অসৎ চেৎ ন অপরোক্ষতয়া প্রতীয়েত" এইরূপ বুঝিতে হইবে।

চিন্মাত্রে ব্রহ্মণি তস্য বৈয়র্থ্যযোগেন প্রামাণিকত্বাবাধ্যত্বয়োঃ ব্যাপ্ত্যসিদ্ধেঃ। যত্র যত্র প্রামাণিকত্বং তত্র তত্রাবাধ্যত্বমিতি ব্যাপ্তের্ব্রহ্মণি ব্যভিচারাৎ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রস্য অবাধ্যত্বযোগেঽপি তত্র প্রামাণিকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রত্যুত নির্ব্বিশেষব্রহ্মভিন্নে এব প্রামাণিকত্বস্য সত্ত্বেন তস্য বাধ্যত্বেঽপি তেন সহ ব্যাপ্তিদর্শনাৎ, প্রপঞ্চে বাধ্যত্বপ্রামাণিকত্বয়োঃ সত্ত্বাৎ। তথাত্বে চ তস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বাসিদ্ধেঃ। ১৯৮।

ন চ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেঽপি ব্যবহারপ্রতিবন্ধকাজ্ঞাননিবৃত্ত্যর্থং প্রমাণপ্রবৃত্তেঃ সাফল্যমিতি বাচ্যম্, স্বপ্রকাশে প্রতিবন্ধকাজ্ঞানাসম্ভবাদিতি পুরস্তাদেব (অজ্ঞানাশ্রয়নিরাসপ্রকরণে) উক্তম্। প্রত্যক্ষাপ্রামাণ্যে

অবাধ্যত্ব সম্ভব হইলেও প্রামাণিকত্ব সম্ভব নহে। এইজন্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহ স্থলের অভাবপ্রযুক্ত "যাহাতে যাহাতে প্রামাণিকত্ব আছে, তাহাতে তাহাতে অবাধ্যত্ব আছে" এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই উক্ত ব্যাপ্তিগ্রহের একমাত্র স্থল বলিতে পারেন। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মে অবাধ্যত্ব সম্ভব হইলেও প্রামাণিকত্ব নাই। সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত ব্যাপ্তিগ্রহের স্থলই হইতে পারে না। সহচারগ্রহ ভিন্ন ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না।* পরন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চেই প্রামাণিকত্ব ও বাধ্যত্ব আছে বলিয়া প্রামাণিকত্ব ও বাধ্যত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে দেখা যায়। প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণনিরূপিত ও বাধ্য। এইজন্য প্রামাণিকত্ব ও বাধ্যত্বেরই ব্যাপ্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অর্থাপত্তির দ্বারা আর প্রপঞ্চের অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না। কারণ প্রামাণিকত্বরূপ সত্ত্বের ব্যাপক অবাধ্যত্ব নহে, কিন্তু বাধ্যত্ব; সুতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই অর্থাপত্তির দ্বারা প্রতীত প্রপঞ্চ অসদ্বিলক্ষণ বলিয়া সিদ্ধ হইলেও "সৎ চেৎ ন বাধ্যেত অর্থাৎ প্রামাণিকং চেৎ ন বাধ্যেত" এই অর্থাপত্তির দ্বারা বাধ্য প্রপঞ্চের সদ্বিলক্ষণত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ বাধ্যত্বই প্রামাণিকত্বরূপ সত্ত্বের ব্যাপক; সুতরাং প্রপঞ্চ সৎও বটে, বাধ্যও বটে; ব্যাপ্য ও ব্যাপক দুইটি ধর্ম্মই প্রপঞ্চে আছে। প্রপঞ্চে বাধ্যত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া সত্ত্ব নাই ইহা সিদ্ধ হয় না। আর ইহাতে প্রপঞ্চ সদ্বিলক্ষণও হইল না। সুতরাং প্রপঞ্চ অসদ্বিলক্ষণ হইলে সদ্বিলক্ষণ নহে বলিয়া সদসদ্বৈলক্ষণরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রপঞ্চের সিদ্ধ হয় না। ১৯৮।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব থাকিলেও ব্রহ্মবিষয়ক যে অভিজ্ঞা অভিলপনাদি ব্যবহার, সেই ব্যবহারের প্রতিবন্ধক যে অজ্ঞান ব্রহ্মে আছে, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে প্রমাণপ্রবৃত্তির সাফল্য আছে। এইজন্য ব্রহ্ম প্রামাণিক এবং ব্রহ্মে প্রামাণিকত্ব আছে বলিয়া প্রামাণিকত্ব ও অবাধ্যত্বের ব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভবই বটে, অসম্ভব নহে; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে ব্যবহারের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান থাকা কখনই সম্ভব নহে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞান অজ্ঞানের আশ্রয় কখনই হইতে পারে না। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমণ্ডল কখনই

---

* মূলগ্রন্থে যে "ব্যভিচারাৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—প্রামাণিকত্ব ও অবাধ্যত্ব এই ধর্ম্ম দুইটির ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঐ দুইটি ধর্ম্মের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না অর্থাৎ প্রামাণিকত্ব ধর্ম্ম, অবাধ্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। যেহেতু ঐ দুইটি ধর্ম্মের সহচার দর্শন নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ প্রামাণিকত্বকে অবাধ্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিতে পারেন না। অবাধ্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রামাণিকত্বধর্ম্মে সিদ্ধ নহে। এই কথাই মূলগ্রন্থে "ব্যভিচারাৎ" এই পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়াই ব্যভিচার বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অবাধ্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রামাণিকত্ব ধর্ম্মে অন্যত্র গৃহীত হইয়াছে; কেবল ব্রহ্মে ব্যভিচার হইতেছে এইরূপ অভিপ্রায় মূলকারের নহে।

চ তন্নিবন্ধনং শুক্তিরূপ্যাদেরপ্রামাণিকত্বং ন স্যাৎ, বাধ্যত্বাকারেণ বাধ্যস্যাপি প্রামাণিকত্বেন তস্যাপ্রামাণিকত্বং ন স্যাৎ, সত্ত্বেন প্রামাণিকত্বে চ আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ। মানান্তরাপ্রাপ্তস্য তত্ত্বাবেদকশ্রুতিবেদ্যত্বেন

অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না। এই সকল কথা আমরা পূর্ব্বে অজ্ঞানাশ্রয়নিরাসপ্রকরণে বিশদভাবে বলিয়াছি। তদ্দ্বারাই অদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং প্রামাণিকত্ব ও অবাধ্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। প্রামাণিকত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে। যাহা যাহা প্রামাণিক, তাহাই অবাধ্য এই কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। ঘট-পটাদি প্রামাণিক হইলেও তাহা অবাধ্য এই কথা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—প্রমাণ দ্বিবিধ ; ব্যবহারসাধক ব্যাবহারিক প্রমাণ ও তত্ত্বাবেদক প্রমাণ। যাহা কালত্রয়ে অবাধ্য বস্তু, তাহাই তত্ত্ব ; তত্ত্বপ্রতিপত্তির জনক প্রমাণই তত্ত্বাবেদক প্রমাণ। যাহা তত্ত্বাবেদক-প্রমাণসিদ্ধ, তাহা অবাধ্য। ঘট-পটাদি ব্যাবহারিকপ্রমাণসিদ্ধ হইলেও তাহা তত্ত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ নহে। এই স্থলে প্রামাণিক কথার অর্থ—তত্ত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং যাহা তত্ত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ, তাহা অবাধ্য। এইজন্য তত্ত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধত্বধর্ম্ম অবাধ্যত্ব ধর্ম্মেরই ব্যাপ্য ; বাধ্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য নহে। ঘট-পটাদিতে তত্ত্বাবেদকপ্রমাণ-সিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্বধর্ম্ম নাই ; কিন্তু ব্যাবহারিকপ্রমাণসিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্বই আছে ; সুতরাং ব্যাবহারিকপ্রমাণ-সিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্ব বাধ্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও তত্ত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্ব বাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু অবাধ্যত্বেরই ব্যাপ্য। এই স্থলে আমরা তত্ত্বাবেদক প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়াছি ; ব্যাবহারিক প্রমাণকে প্রমাণ বলি নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন—যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবহারিক প্রমাণকে অপ্রমাণ বলেন, তবে রজতাদি ভ্রমের পরে শুক্ত্যাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষও ব্যাবহারিক প্রমাণ বলিয়া তাহা অপ্রমাণই হইবে ? শুক্ত্যাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইলে অর্থাৎ অতত্ত্বাবেদক হইলে অতত্ত্বাবেদক শুক্ত্যাদিপ্রত্যক্ষ বাধ্য রজতাদির অপ্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইবে না। প্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্য বস্তুই অপ্রামাণিক হইয়া থাকে। অপ্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্য বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব হইতে পারে না। এইজন্য অপ্রামাণিক শুক্ত্যাদিপ্রত্যক্ষবাধ্যত্বপ্রযুক্ত রজতাদির অপ্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইবে না। প্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্যত্বপ্রযুক্তই বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ কথা এই যে—"সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই অর্থাপত্তিতে সদ্বস্তুটি কি ইহাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহারা যে বলিয়াছেন—যাহা সদ্বস্তু, তাহা বাধিত হয় না, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—সদ্বস্তুটি কি ? অর্থাৎ তাঁহারা কাহাকে সৎ বলেন ? (১) তাঁহারা কি বৈশেষিক মতানুসারে সত্তাজাতিবিশিষ্ট বস্তুকে সৎ বলেন ? অথবা বৌদ্ধমতানুসারে অর্থক্রিয়াকারী বস্তুকে সৎ বলেন ? (২) অথবা যথাকথঞ্চিৎ অবাধ্য বস্তুকে সৎ বলেন ? (৩) অথবা অবাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুকে সৎ বলেন ? (৪) অথবা প্রামাণিক বস্তুকে সৎ বলেন ? (৫) এই প্রদর্শিত পাঁচটি পক্ষের মধ্যে পঞ্চম পক্ষটি যে অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পঞ্চম পক্ষে আরও দোষ এই যে—প্রামাণিক বস্তু যেমন অবাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রামাণিক বস্তু বাধ্যও হইতে পারে। কারণ বাধ্য বস্তুও বাধ্যত্বরূপে প্রমাণসিদ্ধই বটে। যে বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মপ্রকারে সেই বস্তুর জ্ঞানই প্রমাণ ; এইজন্য প্রামাণিকগণ তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞানকে প্রমা বলিয়াছেন। বাধ্যত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বাধ্য বস্তুর বাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রমাই হইবে। বাধ্যত্বরূপে বাধ্যবস্তু জ্ঞাত হইলে তাহা প্রমিতই বটে। প্রমিত বস্তুকেই প্রামাণিক বলা

প্রামাণিকস্য ব্রহ্মনিষ্ঠনির্ব্বিশেষাদিব্রহ্মধর্ম্মস্য ত্বন্মতে ব্রহ্মান্যত্বেন বাধ্যত্বেন ব্যভিচারাৎ। তত্র প্রামাণিকত্বং বর্ত্ততে, অবাধ্যত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। নেদং রজতমিতি শুক্তিরূপ্যাদিবাধস্য তত্ত্বাবেদকত্বেন তদপ্রামাণিকত্বানাপাদনাচ্চ, অতত্ত্বাবেদকব্যাবহারিকপ্রমাণবাধিতস্যাপি শুক্তিরূপ্যাদেঃ অদ্বৈতবৎ স্বতঃপ্রামাণ্যপ্রযুক্ত-

---

হয়। প্রমাণজন্য জ্ঞানের বিষয়বস্তুই প্রমাণসিদ্ধ বা প্রামাণিক বস্তু। সুতরাং শুক্তিরজতাদি বাধ্য বস্তুও বাধ্যত্বরূপে জ্ঞাত হইলে তাহা প্রামাণিকই বটে। বাধ্যত্বরূপে জ্ঞাত বাধ্য বস্তুকে অপ্রামাণিক বলা যায় না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—সত্ত্বরূপে প্রমাণসিদ্ধ বস্তুই প্রামাণিক। বাধ্যবস্তু শুক্তিরজতাদি বাধ্যত্বরূপে জ্ঞাত হইলেও সত্ত্বরূপে প্রমিত নহে বলিয়া শুক্তিরজতাদি প্রামাণিক হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ সদ্বস্তু কি, ইহা নিরূপণ করিবার জন্যই "যাহা প্রামাণিক তাহাই সৎ" এইরূপ বলিয়াছেন। এখন যদি তাঁহারা "যাহা সত্ত্বরূপে প্রামাণিক, তাহাই সৎ" এইরূপ বলেন, তবে জ্ঞপ্তিতে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে অর্থাৎ সত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ সত্ত্বের জ্ঞান হইবে। "সত্ত্বরূপে প্রামাণিকত্বই সত্ত্ব" এইরূপ বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। আর তাহাতে সত্ত্বের জ্ঞানই হইতে পারে না। সত্ত্ব জানিলে সত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে এইরূপ হইলে সত্ত্ব কখনও জানিতে পারা যায় না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধব্রহ্মকে "কেবলো নিগুর্ণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্বধর্ম্ম আছে স্বীকার করেন। ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্বধর্ম্ম না থাকিলে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু হইতে পারিত না। ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্বধর্ম্ম শ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে যে নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা শ্রুতি ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ। কেবলমাত্র তত্ত্বাবেদকশ্রুতিপ্রমাণবেদ্য বলিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্ম প্রামাণিক, ইহা অবশ্যই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তত্ত্বাবেদকশ্রুতিপ্রমাণবেদ্য প্রামাণিক ব্রহ্মগত নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মভিন্ন বস্তুমাত্রই বাধ্য বলিয়া ব্রহ্মভিন্ন নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্মও বাধ্যই হইবে; অথচ এই বাধ্য নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্ম তত্ত্বাবেদকশ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহা প্রামাণিক। সুতরাং "যাহা যাহা প্রামাণিক, তাহাই অবাধ্য" এইরূপ ব্যাপ্তি অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্বীকার করা যায় না; কারণ ব্রহ্মগত নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্মে প্রামাণিকত্ব থাকিলেও অবাধ্যত্ব নাই। সুতরাং প্রামাণিকত্ব ধর্ম্মটি অবাধ্যত্বের ব্যভিচারী হইয়াছে। অবাধ্যত্বরহিত নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্মে প্রামাণিকত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া প্রামাণিকত্ব ধর্ম্মটি অবাধ্যত্বের ব্যভিচারী। নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্মে প্রামাণিকত্ব আছে, কিন্তু অবাধ্যত্ব নাই। এইজন্যই উহা ব্যভিচারী হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদির বাধক "নেদং রজতম্" ইত্যাদি প্রত্যক্ষকে অতত্ত্বাবেদক ব্যাবহারিক প্রমাণ বলিয়া যে বলিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ "নেদং রজতম্" এইরূপ নিষেধপ্রত্যক্ষ তত্ত্বাবেদক বলিয়া তাহাকে কখনও অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। যাহা তত্ত্বাবেদক, তাহা কখনও অপ্রামাণিক হইতে পারে না। শুক্তিরজতাদির নিষেধ অবাধ্য বলিয়া তাহা তত্ত্ব, এই তত্ত্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের অপ্রামাণিকত্ব হইবে কিরূপে?

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ তত্ত্বাবেদক শ্রুতিপ্রমাণজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্য হইয়া থাকে বলিয়া ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ মিথ্যা হইবে এইরূপ তাঁহারা বলেন। তাঁহাদের মতে তাঁহাদের প্রদর্শিত রীতিতে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেও শুক্তিরজতাদির পারমার্থিকত্বের আপত্তিই হইবে। কারণ শুক্তিরজতাদি তত্ত্বাবেদকপ্রমাণবাধ্য নহে। শুক্তিরজতাদির বাধক প্রমাণকে অদ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বাবেদক বলিয়া স্বীকার করেন না। এইজন্য শুক্তিরজতাদি অতত্ত্বাবেদক ব্যাবহারিক প্রমাণবাধিত; কিন্তু তত্ত্বাবেদক প্রমাণবাধিত নহে।

পারমার্থিকত্বাপত্তেঃ। ন চাস্য তত্ত্বাবেদকাদ্বৈতশ্রুতিবাধ ইতি বাচ্যম্, তস্যাঃ ভেদশ্রুতিবৎ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত-ব্যাবহারিকরূপ্যনিষেধানুবাদকত্বোপপত্তিরিতি সংক্ষেপঃ। ১৯৯।

নন্থ সত্তাজাতিমান্ বা অর্থক্রিয়াকারী বা সৎপদার্থঃ অস্তু ইতি চেৎ ন, ত্বন্মতে প্রপঞ্চে ব্যভিচারাৎ।

ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ তাঁহাদের মতে তত্ত্বাবেদক প্রমাণবাধিত। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিগণের মতে জ্ঞানমাত্রেরই ঔৎসর্গিক প্রমাত্ব আছে। কিন্তু তত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক জ্ঞান অপ্রমা হইয়া থাকে। যে জ্ঞানের বিষয় তত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রমাত্ব সুব্যবস্থিতই থাকে। শুক্তিরজতাদিবিষয়ক জ্ঞান তত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক হয় নাই ইহা অদ্বৈতবাদিগণই বলেন। সুতরাং শুক্তিরজতাদি জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রসক্ত প্রমাত্ব সুস্থিতই থাকিবে। অতত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা প্রসক্ত ঔৎসর্গিক প্রমাত্বের অপনোদন হইতে পারে না। যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান অতত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক হইলেও কোনও তত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা তাহা বাধিতবিষয়ক হয় না বলিয়া অদ্বৈতবস্তু যেমন পরমার্থ সত্য, এইরূপ শুক্তিরজতাদি জ্ঞানও কোনও তত্ত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক হয় নাই বলিয়া শুক্তিরজতাদি বস্তুও পরমার্থ সত্য হইয়া পড়িবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—শুক্তিরজতাদি তত্ত্বাবেদক প্রমাণবাধ্য হয় নাই এইরূপ বলা যায় না। "নেদং রজতম্" ইত্যাদি জ্ঞানের তত্ত্বাবেদকতা না থাকিলেও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি দ্বৈতমাত্রের নিষেধক তত্ত্বাবেদক শ্রুতির দ্বারা শুক্তিরজতাদিও বাধিত হইয়াছে। অদ্বৈতশ্রুতি যেমন ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের বাধক, সেইরূপ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চেরও বাধক বটে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি তত্ত্বাবেদক প্রমাণবাধিত নহে এইরূপ কখনই বলা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যেমন ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিকে প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদকই বলিয়া থাকেন, এইরূপ দ্বৈতনিষেধপ্রতিপাদক শ্রুতিও শুক্তিরজতাদির প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ব্যাবহারিক নিষেধের অনুবাদকমাত্র বলা যাইতে পারে। শুক্তিরজতাদির ব্যাবহারিক নিষেধেরই অনুবাদিনী অদ্বৈতশ্রুতি হইবে; কিন্তু শুক্তিরজতাদি দ্বৈতমাত্রের নিষেধ প্রতিপাদন করিবে না। সুতরাং ইহাতে শুক্তিরজতাদির পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম পক্ষ অর্থাৎ প্রামাণিক বস্তুই সৎ ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ১৯৯।

"সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিতে সৎ-পদার্থ পাঁচ প্রকার শঙ্কা করিয়া পঞ্চম প্রকার সৎপদার্থ স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখান হইতেছে। সত্তাজাতিমান্ সৎপদার্থ অথবা অর্থক্রিয়াকারী সৎপদার্থ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে সত্তাজাতি ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চ সদ্বস্তু; অথচ আকাশাদি প্রপঞ্চের বাধ্যত্ব অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা বাধ্য হইয়া থাকে ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং যাহা সত্তাজাতিমান্, তাহা অবাধ্য নহে। এইরূপ যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী, তাহাও অবাধ্য নহে। সুতরাং সত্তাজাতিরূপ সত্ত্ব এবং অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে; প্রত্যুত ব্যভিচারী। অবাধ্যত্বরহিত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে সত্তাজাতি ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। সুতরাং "যাহা সৎ তাহা অবাধ্য হইবে" এইরূপ বলা যায় না অর্থাৎ যাহা সত্তাজাতিমান্, তাহা অবাধ্য হইবে এবং যাহা অর্থক্রিয়াকারী, তাহা অবাধ্য হইবে এইরূপ অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না। অতএব সৎ-পদের প্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ করিলে "সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" এইরূপ অর্থাপত্তি অসঙ্গতই হইয়া পড়ে।

অবাধ্যত্বং সৎপদবাচ্যমিতি চেৎ ন, যদবাধ্যং তদবাধ্যমেবেতি সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাৎ। এতেন অবাধ্যত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং সৎপদার্থ ইত্যপি নিরস্তরম্, প্রামাণিকত্বাদন্যস্য তদবচ্ছেদকস্যাভাবাৎ। নাপি অসত এব

আর তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ "অবাধ্যই সৎপদার্থ" এইরূপ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত অর্থাপত্তি অসঙ্গতই হইবে। কারণ তাহা স্বীকার করিলে "সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" এইরূপ উক্তির অর্থ এই হইবে যে—"অবাধ্যং চেৎ ন বাধ্যেত" অর্থাৎ যাহা অবাধ্য, তাহা অবাধ্য। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অভেদ স্বীকার করিলে হেতুর সাধ্যাবৈশিষ্ট্যদোষ হইয়া পড়ে। সাধ্য অসিদ্ধ ও হেতু সিদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধ হেতুর দ্বারা অসিদ্ধ সাধ্যের অনুমিতি বা অর্থাপত্তি হইয়া থাকে। যাহা সিদ্ধ, তাহাই অসিদ্ধ হইতে পারে না। সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। হেতুজ্ঞানই সাধ্যবিষয়ক হইলে অনুমিতির অপেক্ষাই থাকে না।

এইরূপ চতুর্থ পক্ষ অর্থাৎ "অবাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নই সৎপদার্থ" এইরূপ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষই থাকিবে বলিয়া প্রদর্শিত অর্থাপত্তি অসঙ্গতই হইবে। পূর্ব্বে অবাধ্যই সৎপদার্থ বলা হইয়াছিল; এই পক্ষে অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নকে সৎপদার্থ বলা হইয়াছে। অবাধ্য বস্তুই অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে। আরও কথা এই যে—অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি কি? অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্ম্মই অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম; যেমন কারণতার সমনিয়ত ধর্ম্ম কারণতাবচ্ছেদক, কার্য্যতার সমনিয়ত ধর্ম্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে, এইরূপ অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্ম্মই অবাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে। অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মকে সমনিয়ত ধর্ম্ম কহে; যে ধর্ম্ম অবাধ্যতার অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি, তাহাই অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্ম্ম। অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্ম্ম যেমন অবাধ্যত্ব, এইরূপ প্রামাণিকত্বও হইতে পারে। সুতরাং অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম প্রামাণিকত্ব হইলে ইহাই অর্থ হইবে যে—যাহা প্রামাণিক, তাহা অবাধ্য। আর এই পক্ষ প্রথমেই খণ্ডিত হইয়াছে। আর অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অবাধ্যত্ব হইলে "যাহা অবাধ্য, তাহা অবাধ্য" এইরূপ অর্থই হইবে। আর এই পক্ষেও দোষ দেখান হইয়াছে। স্ব স্ব-এর সমনিয়ত হইয়া থাকে।

পঞ্চ প্রকার সৎপদার্থ নিরূপণখণ্ডন সমাপ্ত।

—০—

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—"সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ নহে; কিন্তু "সৎ চেৎ" এইরূপ উক্তিতে "সৎ" এই কথার অর্থ—অসৎ হইতেই বিলক্ষণ বুঝাইয়া থাকে। "অসৎ হইতেই" এইরূপ অবধারণদ্বারা "সদসদ্বিলক্ষণ নহে" ইহাই লব্ধ হইয়া থাকে। যাহা অসন্মাত্র হইতেই বিলক্ষণ, তাহা সদসদ্বিলক্ষণ নহে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং যাহা সদসদ্বিলক্ষণ নহে, তাহা বাধ্য হয় না ইহাই এই স্থলে প্রদর্শিত অর্থাপত্তির স্বরূপ। সুতরাং "সৎ চেৎ" ইহার দ্বারা "সদসদ্বিলক্ষণং ন চেৎ" ইহাই লব্ধ হইল। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—যাহা সদসদ্বিলক্ষণ হয় না, তাহা বাধ্যও হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ এখন পর্য্যন্তও অদ্বৈতবাদিগণ সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুর সিদ্ধি করিতে পারেন নাই; সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং "সদসদ্বিলক্ষণং ন চেৎ" ইহার অর্থ—যাহা সদসদ্বিলক্ষণ নহে। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিক অভাবই হইতে পারে না। সুতরাং "সদসদ্বিলক্ষণং ন চেৎ" এইরূপ অর্থাপত্তির স্বরূপ হইতে পারে না। কারণ অর্থাপত্তিতে আপাদকই অপ্রসিদ্ধ। অর্থাপত্তিতে আপাদকদ্বারা আপাদ্যের প্রমিতি হইয়া থাকে। আপাদক অপ্রসিদ্ধ হইলে অপ্রসিদ্ধ আপাদকদ্বারা আপাদ্যের প্রমিতি হইতে পারে না। এই অর্থাপত্তিতে "সদসদ্বিলক্ষণং ন চেৎ" ইহাই আপাদক এবং "ন বাধ্যেত" >

বিলক্ষণমিহ সৎপদার্থ ইতি বাচ্যম্, অত্রাবধারণস্য সদসদ্বিলক্ষণং ন চেদিত্যর্থকত্বেন প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধ্যা আপাদকাসিদ্ধেঃ। বিস্তরস্তু আকরে দ্রষ্টব্যঃ। ২০০।

কিঞ্চ "ন বাধ্যেত" ইত্যত্র বাধো নাম কিং জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধো বা? নাদ্যঃ, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্য সত্ত্বেনৈব ব্যাপ্তেঃ সম্ভবাৎ, ঘটজ্ঞানাৎ পটাদিজ্ঞানস্য সত্যস্যৈব নিবৃত্তিদর্শনাৎ।

আপাদ্য। এই স্থলে আপাদক অপ্রসিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত অর্থাপত্তিই অসঙ্গত। এই স্থলে মূলকার বলিয়াছেন— "বিস্তরস্তু আকরে দ্রষ্টব্যঃ" এই আকর গ্রন্থগুলি কি? মূলকার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে ন্যায়ামৃতাদি গ্রন্থে সুবিন্যস্ত আছে। ২০০।

আরও কথা এই যে—"সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তির "ন বাধ্যেত" এই স্থলে বাধ বস্তুটি কি? ইহা কি বাধকজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি? অথবা প্রতিপন্ন উপাধিতে অর্থাৎ স্বাশ্রয়রূপে অভিমত ধর্ম্মীতে "নাই, ছিল না ও থাকিবে না" এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ? এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ "ন বাধ্যেত" এই স্থলে বাধকে বাধকজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি বলিতে পারেন না; কারণ যাহা সত্য বস্তু, তাহার বাধ অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয় না এই কথা বলা যায় না। "জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তুমাত্রই সৎ" এইরূপ নিয়মই দেখা যায়। পরবর্ত্তী ঘটজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী পটাদিবিষয়ক সত্য জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। সুতরাং পটাদি-জ্ঞান সৎ হইয়াও জ্ঞানবাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্বধর্ম্ম অবাধ্যত্বের ব্যাপ্যই নহে। এইজন্য "সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" এইরূপ অর্থাপত্তি হইতেই পারে না। কারণ উপপাদ্য ধর্ম্মে উপপাদকের ব্যাপ্তি নাই। উপপাদ্য ধর্ম্মটি উপপাদকের ব্যাপ্য হয় নাই। সদ্রূপ পটাদিজ্ঞানের ঘটাদিজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধই বাধ, ইহাও বলা যায় না; কারণ শুক্তিজ্ঞানদ্বারা যেরূপ রজতের বাধ হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ হয় ইহা স্বীকার করা যায় না। যদি ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ হইত, তবে ঔপনিষদ সিদ্ধান্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইয়া যাইত। গুরুশিষ্যপরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলে; ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ শিষ্য ও ব্রহ্মোপদেষ্টা গুরু; এই সমস্তেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা উচ্ছেদ হইয়া যাইত। গুরু-শিষ্যাদি ভেদ না থাকিলে উপদেষ্টা গুরু ও উপদেষ্টব্য শিষ্য এই সমস্ত কিছুই হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ভেদমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যায় ইহা স্বীকার করিলে বেদান্তসম্প্রদায়েরই উচ্ছেদ হইবে। আর যাঁহারা গুরু-শিষ্যাদি ভেদ দর্শন করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে। আর যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তিনি কখনও উপদেষ্টা আচার্য্য হইতে পারেন না। আর গুরু-শিষ্যভেদ না থাকিলেও আচার্য্যত্ব বা উপদেষ্টৃত্ব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনিও উপদেষ্টা হইতে পারেন না, যেহেতু তাহার গুরু-শিষ্যাদি ভেদজ্ঞান উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উপদেশমাত্রই ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ; ভেদের উচ্ছেদে উপদেশমাত্রই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তিনি অজ্ঞ বলিয়াই উপদেষ্টা গুরু হইতে পারিবেন না। সুতরাং গুরু-শিষ্যাদি ভেদদর্শী অজ্ঞ পুরুষের আচার্য্যত্ব অসম্ভাবিত; কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্রহ্মদর্শী পুরুষেরই উপদেষ্টৃত্ব বা আচার্য্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শী পুরুষই উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। "যৎ ত্বং পশ্যসি তদ্বদ অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মদর্শী পুরুষেরই আচার্য্যত্ব বলা হইয়াছে। এইরূপ "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" এই গীতাস্মৃতিতেও ব্রহ্মদর্শী পুরুষেরই উপদেষ্টৃত্ব বলা হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শী পুরুষের উপদেষ্টৃত্ব স্বীকার না করিলে ঔপনিষদ সিদ্ধান্তসম্প্রদায় অন্ধপরম্পরা হইয়া পড়িবে অর্থাৎ অজ্ঞপুরুষপরম্পরাক্রমে ঔপনিষদ সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে ইহাই স্বীকার করিতে

ন দ্বিতীয়ঃ, শুক্তিজ্ঞানাৎ রজতবাধবৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ব্ববাধাদর্শনাৎ। অন্যথা সর্ব্ববাধস্বীকারে ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তসম্প্রদায়োচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ; ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতামুপদেষ্টৄণাঞ্চ গুরুশিষ্যাদিভেদাদর্শনাৎ তদ্দর্শিনামজ্ঞত্বেন আচার্য্যত্বাসম্ভবাৎ, "যত্ত্বং পশ্যসি তদ্বদ" (কঠ—২।১৪) "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ" (গী—৪।৩৪) ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্রহ্মদর্শিনামেব উপদেষ্টৃত্বোক্তেঃ। অন্যথা অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গাৎ জীবন্মুক্তের্নিরস্য-মানত্বাচ্চ—ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ২০১।

কিঞ্চ অসন্নাম কিং সত্তাহীনং বা বাধ্যং বা পদবৃত্ত্যবিষয়রূপনিরুপাখ্যং বা নিরুপাখ্যত্বাবচ্ছেদকা-

---

হইবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে জীবন্মুক্ত পুরুষের উপদেষ্টৃত্ব স্বীকার করিয়া অন্ধপরম্পরার সমাধান করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত ; কারণ জীবন্মুক্তিই অসম্ভব। জীবন্মুক্তি যে অসম্ভব, তাহা আমরা পরে বিবৃত করিব। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রদর্শনের জন্য যে অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যে অসঙ্গত, প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য নহে, এইজন্য প্রপঞ্চ অনির্ব্বাচ্যও নহে, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বের অনুপপত্তিপ্রযুক্তই প্রপঞ্চের সদ্বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য নহে, তাহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০১।

অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত", অর্থাৎ যাহা অসৎ, তাহার প্রতীতি হয় না, এই অসৎ বস্তুটি কি, যাহার প্রতীতি হইতে পারে না ? সত্তাজাতিরহিত বস্তুই কি অসৎ ? (১) অথবা বাধ্য বস্তুই অসৎ ? (২) অথবা নিরুপাখ্য বস্তু অসৎ ? উপাখ্যারহিত বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা হয়। "উপাখ্যায়তে যেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থের বোধক শব্দকে উপাখ্যা বলা যায়। শব্দবোধ্য অর্থই সোপাখ্য এবং শব্দাবোধ্য অর্থই নিরুপাখ্য। শব্দদ্বারা যে অর্থের বোধ জন্মে না, সেই বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা যায়। শব্দ শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা অর্থের বোধক হইয়া থাকে। পদের শক্তি ও লক্ষণাকে পদবৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তির দ্বারা পদ যাহার বোধক হয় না, সেই বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা যায়। পদবৃত্তির দ্বারা অপ্রতিপাদ্য অর্থাৎ পদবৃত্তির অবিষয় বস্তুই নিরুপাখ্য। উপাখ্যা পদের অর্থ জ্ঞানও হইতে পারে। যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহাকেও নিরুপাখ্য বলা যায় ; কিন্তু মূলকার উপাখ্যা-পদের দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণ পদবৃত্তির অবিষয় নিরুপাখ্যকেই কি এই স্থলে অসৎ বলিয়াছেন ? (৩) অথবা নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুই অসৎ ? নিরুপাখ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন কথার অর্থ। (৪) অথবা নিঃস্বরূপ বস্তুই অসৎ ? (৫) এই প্রদর্শিত পাঁচটি বিকল্পের প্রথম বিকল্পটি সঙ্গত নহে ; কারণ যাহা সত্তাজাতিরহিত, তাহার প্রতীতি হয় না এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মে ব্যভিচারদোষ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বস্তু বলিয়া ব্রহ্ম সত্তাজাতিরহিত। অথচ ব্রহ্মের প্রতীতি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম সত্তাজাতিরহিত বলিয়া অসৎ ; অথচ তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং "অসতের প্রতীতি হয় না" এইরূপ নিয়মে ব্যভিচারদোষ ঘটে। বৈশেষিকমতে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি ভাবপদার্থই সত্তাজাতিরহিত এবং অভাবও সত্তাজাতিরহিত ; অথচ সামান্যাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। সত্তাজাতিরহিত বলিয়া সামান্যাদি অসৎ। এই অসৎ বস্তুরও প্রতীতি স্বীকার করা হয়। সুতরাং "অসতের প্রতীতি হয় না" এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না।

এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পটিও অসঙ্গত ; কারণ বাধ্য বস্তুকেই অসৎ বলিলে শুক্তিরজতাদি বাধ্য বলিয়া অসৎই হইবে ; অথচ এই অসৎ শুক্তিরজতাদির প্রতীতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং "বাধ্যরূপ অসতের প্রতীতি হয় না" এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। কারণ—বাধ্যরূপ অসৎ শুক্তিরজতেই উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইয়া থাকে।

বচ্ছিন্নং বা নিঃস্বরূপং বা? নাদ্যঃ, সত্তাহীনস্যাপি নির্ধর্ম্মকস্যাপি ব্রহ্মণঃ প্রতীত্যা ব্যভিচারাৎ, সামান্যাদৌ ব্যভিচারাচ্চ। নঃ দ্বিতীয়ঃ, শুক্তিরূপ্যাদের্বাধ্যস্যাপি প্রতীত্যা ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ঃ, পদবৃত্ত্যবিষয়ে বাক্যার্থে প্রতীতিসত্ত্বেন ব্যভিচারাৎ। পদবৃত্ত্যবিষয়েঽপি তত্র প্রতীত্যভাবো নাস্তীতি ব্যভিচারপদার্থঃ। নন্থ বাক্যার্থরূপে পদবৃত্তিবিষয়ত্বস্য ভাবেন অবিষয়ত্বাভাবাৎ ন উক্তব্যভিচারাবকাশ

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ বাক্যার্থ পদবৃত্তির অবিষয়; এইজন্য বাক্যার্থ অপদার্থ। পদবৃত্তির বিষয়কেই পদার্থ বলে। বৃত্তির দ্বারা পদপ্রতিপাদ্য অর্থের অর্থাৎ পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যার্থ। এই বাক্যার্থ অপদার্থ। বাক্যের ঘটক পদসমূহ বৃত্তির দ্বারা পদার্থসমূহের উপস্থাপক হইয়া থাকে। পদোপস্থাপিত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গ পদোপস্থাপ্য নহে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ এই সংসর্গের প্রতীতি হইয়া থাকে। পদার্থের সংসর্গরূপ বাক্যার্থ পদবৃত্তিপ্রতিপাদ্য না হইলেও তাহা প্রতীতির বিষয় হয় অর্থাৎ শাব্দবোধের বিষয় হয়। স্থতরাং পদবৃত্তির অবিষয় অসৎ বাক্যার্থে প্রতীতির অভাব নাই; প্রত্যুত প্রতীতিই আছে; স্থতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" অর্থাৎ যাহা যাহা অসৎ, তাহার প্রতীতি হয় না এইরূপ নিয়মের বাক্যার্থেই ব্যভিচার হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদী প্রাভাকরগণের মতে বাক্যার্থেও পদশক্তি আছে; বাক্যার্থও পদশক্যই বটে; যাহা পদের শক্য নহে, তাহা শাব্দবোধে ভাসমানই হইতে পারে না। স্থতরাং পদার্থ-সংসর্গরূপ বাক্যার্থও পদশক্যই বটে; স্থতরাং পদবৃত্তিপ্রতিপাদ্য বাক্যার্থকে অসৎ বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যেও বিবরণাচার্য্য এই অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়াছেন। স্থতরাং প্রদর্শিতরূপে বাক্যার্থে ব্যভিচার হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অসদ্বস্তু পদবৃত্তির বিষয় নহে; এই জন্যই অসদ্বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা হয়। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অসদ্বস্তু নিরুপাখ্যপদপ্রতিপাদ্য হইয়াও পদবৃত্তির অবিষয় হইল কিরূপে? নিরুপাখ্য-পদের বৃত্তিবিষয় অসদ্বস্তুই বটে। যদি অসদ্বস্তু পদবৃত্তির বিষয়ই না হইত, তবে নিরুপাখ্য-পদের দ্বারা অসদ্বস্তুকে বলা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ শব্দের দ্বারা যাহা বলা হয়, তাহা শব্দের অপ্রতিপাদ্য হইল কিরূপে? অসদ্বস্তু পদবৃত্তির অবিষয় বলিলে পদবৃত্তির অবিষয়রূপ শব্দের বৃত্তিবিষয়ই অসদ্বস্তু হইল। স্থতরাং নিরুপাখ্য অসৎ বস্তুতেও পদবৃত্তি-বিষয়ত্বই আছে। আর এইজন্য ব্যভিচার দোষই হইবে। কারণ "যাহা নিরুপাখ্য, তাহা পদবৃত্তির অবিষয়" এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে; অথচ যাহা নিরুপাখ্য, তাহাতেও পদবৃত্তিবিষয়তা আছে; স্থতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারদোষই হইবে।

আর যদি নিরুপাখ্যত্বই অসত্ত্ব হয়, তবে যাহা নিরুপাখ্য, তাহার প্রতীতি হইতে পারে না এইরূপ অর্থাপত্তি বলিতে হইবে। নিরুপাখ্য-কথার অর্থও যাহার প্রতীতি হয় না; স্থতরাং উপপাদ্য ও উপপাদকের অভেদপ্রযুক্ত সাধ্যা-বৈশিষ্ট্য দোষ হইবে। সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কথা এই যে—পদবৃত্ত্যবিষয়ত্ব ও নিরুপাখ্যত্ব ভিন্ন বস্তু; এইজন্য তৃতীয় বিকল্পটিকে দুইটি বিকল্প বলিতে হইবে। পদবৃত্ত্যবিষয়ত্ব ও নিরুপাখ্যত্বকে এক স্বীকার করিলে অর্থাৎ পদবৃত্ত্যবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব এইরূপ বলিলে "ন প্রতীয়েত" এই স্থলে "ন খ্যায়েত" এইরূপ বলিতে হইবে। আর তাহাতেই প্রদর্শিত সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষ হইবে। স্থতরাং অদ্বৈতবাদিগণ "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তির অসৎ বস্তুটিকে পদবৃত্ত্যবিষয়রূপ নিরুপাখ্য বলিতে পারেন না।

আর এই কারণেই চতুর্থ পক্ষটিও অর্থাৎ নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুই অসৎ, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ নিরুপাখ্য বস্তুই নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; নিরুপাখ্য বস্তুর নিরুপাখ্যতা

ইতি চেৎ ন, নিরুপাখ্যত্বপদবৃত্ত্যবিষয়ত্বাদিরূপপদবৃত্তিবিষয়তায়া নিরুপাখ্যেঽপি সত্ত্বেন ব্যভিচারস্য তাদবস্থ্যাৎ। নিরুপাখ্যং চেৎ ন খ্যায়েত—ইতি সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাচ্চ। অতএব ন চতুর্থঃ, নিরুপাখ্যত্বান্যস্য অবচ্ছেদকস্যাভাবাচ্চ। নাপি পঞ্চমঃ, নিঃস্বরূপস্য স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগিত্বে তস্য প্রপঞ্চসাধারণতয়া

ব্যতীত অপর অবচ্ছেদক ধর্ম্ম কিছু নাই; সুতরাং চতুর্থপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুই অসৎ ইহা স্বীকার করিলে প্রদর্শিত তৃতীয় পক্ষোক্ত দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। এই পক্ষে নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুকে অসৎ বলিলেও নিরুপাখ্য বস্তুই নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া ফলতঃ তৃতীয় বিকল্পের মত এই বিকল্পেও "নিরুপাখ্যই অসৎ" ইহাই বলা হয় এবং তাহাতে তৃতীয় বিকল্পের মত উপপাদ্য ও উপপাদকের অভেদপ্রযুক্ত সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষই হইয়া পড়ে। নিরুপাখ্য কথার অর্থ—যাহার প্রতীতি হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তিতে অসৎকে নিরুপাখ্য বলিলে তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তির স্বরূপ ইহাই হয় যে—নিরুপাখ্য অর্থাৎ অপ্রতীত হইলে প্রতীত হয় না। এইরূপ বলিলে যে উপপাদ্য ও উপপাদকের অভেদপ্রযুক্ত সাধ্যাবৈশিষ্ট্যদোষ হয়, তাহা অতি সুস্পষ্ট এবং পূর্ব্ববিকল্পেও এই দোষই দেখান হইয়াছে।

আর পঞ্চম বিকল্পটিও অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বস্তুই অসৎ ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—নিঃস্বরূপ বস্তুর স্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই কি নিঃস্বরূপত্ব? যদি স্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই নিঃস্বরূপত্ব হয়, তাহা হইলে স্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ নিঃস্বরূপত্ব অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রপঞ্চমাত্রে আছে বলিয়া প্রতীতিবিশিষ্ট প্রপঞ্চে "অসৎ অর্থাৎ নিঃস্বরূপং চেৎ ন প্রতীয়েত" এই প্রদর্শিত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। কারণ নিঃস্বরূপত্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ অসত্ত্ব প্রপঞ্চে আছে, অথচ প্রপঞ্চ প্রতীতই হইয়া থাকে; প্রপঞ্চ অপ্রতীত নহে; সুতরাং অসৎ কথার অর্থ—নিঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগী বলিলে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই ব্যাপ্তির প্রপঞ্চেই ব্যভিচার হইয়া পড়ে। কারণ প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগীরূপ অসৎ হইয়াও প্রতীতই হইয়া থাকে; অপ্রতীত নহে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রপঞ্চের উৎপত্তি শ্রুত্যাদিসিদ্ধ এবং প্রপঞ্চ অর্থক্রিয়াকারী; এইজন্য প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ নিষেধ করা যায় না; কিন্তু পারমার্থিকত্বরূপেই প্রপঞ্চের নিষেধ বুঝিতে হইবে। স্বরূপতঃ প্রপঞ্চের নিষেধ নহে। সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই প্রপঞ্চে আছে; স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে নাই; এইজন্য নিঃস্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ অসত্ত্ব প্রপঞ্চে আছে দেখাইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ প্রতীতিবিশিষ্ট প্রপঞ্চে যে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই ব্যাপ্তির ব্যভিচার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই যদি প্রপঞ্চে থাকে এবং সেই পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে আছে বলিয়া যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, অতএব ব্রহ্মেও সেই পারমার্থিকত্বাকারে নিষেধ সম্ভব হয় বলিয়া "পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্ম নাই" এইরূপ নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, অতএব "পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্ম নাই" এইরূপ নিষেধও প্রতীতিসিদ্ধই বটে; আর এইরূপ নিষেধের প্রতিযোগী ব্রহ্মই বটে, সুতরাং ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বাপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। এইরূপ দোষের বারণের জন্যই অদ্বৈতবাদিগণকে "স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ নিঃস্বরূপত্বই অসত্ত্ব" ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহা বলিলে যে ব্যভিচারদোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অর্থাপত্তির "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই স্থলে অসৎ

তত্র ব্যভিচারাৎ। ন চ পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধো ন স্বরূপতঃ প্রপঞ্চস্যেতি বাচ্যম্, নির্ধর্ম্মকব্রহ্মণ্যপি তেন রূপেণ নিষেধাৎ তস্যাপি মিথ্যাত্বাপত্তেঃ। ২০২।

অথ "ন প্রতীয়েত" ইত্যত্র কো বা অর্থোঽভিপ্রেতঃ? প্রতীতিমাত্রবিরহ ইতি চেৎ ন, অসন্নৃশৃঙ্গমিত্যাদিবাক্যাৎ অসতোঽপি প্রতীতেঃ। অন্যথা অসতোঽপ্রতীতৌ অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ। অসৎপ্রতীতিনিরাসানুপপত্তেশ্চ, অসৎপদস্য অনর্থকতায়াঞ্চ প্রযুক্তপদানাং সম্ভূয়কারিত্বেনাসন্ন প্রতীয়তে ইতি বাক্যস্য অবোধকত্বাপাতাচ্চ, অসতোঽসত্ত্বেনাপ্রতীতৌ অসদ্ব্যবহারানুপপত্তেশ্চ। "অসদ্বিলক্ষণজ্ঞপ্তৌ জ্ঞাতব্যমসদেব হি। তস্মাদসৎপ্রতীতিশ্চ কথং তেন নিবার্য্যতে॥" ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। ২০৩।

বস্তুটির স্বরূপ অদ্বৈতবাদিগণ যে কোনরূপেই বলিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি বিকল্প করিয়া দেখান হইল। সুতরাং ঐরূপ অর্থাপত্তি অনির্ব্বচনীয়ত্বের সাধক হইতে পারে না। ২০২।

আর "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই বাক্যে যে "ন প্রতীয়েত" আছে, এই "ন প্রতীয়েত" কথার কি অর্থ অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত? ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—এই স্থলে "ন প্রতীয়েত" এই কথার অর্থ—প্রতীতিমাত্রের অর্থাৎ প্রতীতিসামান্যের অভাব। প্রতীতিসামান্যের বিরহই "ন প্রতীয়েত" কথার অর্থ।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না; কারণ "অসৎ নৃশৃঙ্গ, অসৎ আকাশকুসুম" ইত্যাদি বাক্য হইতে অসতেরও প্রতীতি হইয়া থাকে। "অসৎ নৃশৃঙ্গ, অসৎ আকাশকুসুম, অসৎ বন্ধ্যাপুত্র" ইত্যাদিরূপ বাক্যজন্য জ্ঞানবিষয়ত্ব অসতেরও আছে বলিয়া "ন প্রতীয়েত" এই কথার অর্থ প্রতীতিসামান্যের বিরহ বলা যায় না। সুতরাং অসতেরও প্রতীতি হয় বলিয়া "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। অসতেরও প্রতীতি স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা না করিলে অর্থাৎ অসতের প্রতীতিমাত্রই না হইলে অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানই সম্ভব হইবে না। অসদ্রূপ ধর্ম্মীর জ্ঞান না হইলে অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানও জন্মিতে পারে না। আর প্রতিযোগীর প্রমিতি ব্যতীত তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না; ইহাই নিয়ম। সুতরাং অসৎ আকাশ-কুসুমাদির প্রতীতি না হইলে সেই অসৎপ্রতীতির নিরাস উপপন্ন হয় না। অসৎপ্রতীতিনিরাসের উপপত্তির নিমিত্ত অসতেরও প্রতীতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা স্বীকার করিলে অর্থাৎ অসতেরও প্রতীতি হয় স্বীকার করিলে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ উক্তিও ব্যাহতই হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে—অসতের প্রতীতি না হইলে অসৎ-পদ অনর্থক অর্থাৎ অর্থবিহীন ইহাই বলা হয়। অসৎ-পদের অনর্থকত্ব স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে—বাক্যে প্রযুক্ত সমস্ত পদই মিলিত হইয়া বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। বাক্যে প্রযুক্ত সমস্ত পদের মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারিত্ব আছে। বাক্যে প্রযুক্ত কোনও পদের অনর্থকত্ব হইলে সেই বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারিত্ব উপপন্ন হয় না। সুতরাং অসৎপদের অনর্থকত্ব হইলে অসৎ-পদকে লইয়া যে বাক্য প্রযুক্ত হইবে, সেই বাক্যে প্রযুক্ত পদসমূহের মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারিত্ব উপপন্ন হইবে না বলিয়া "অসৎ ন প্রতীয়তে" অর্থাৎ "অসৎ প্রতীত হয় না" এই বাক্যের অবোধকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ "অসৎ ন প্রতীয়তে" এই বাক্যের বোধকত্বের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। "অসৎ ন প্রতীয়তে" এই বাক্য কিছুই বুঝাইতে পারিবে না এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর অসতের অসত্ত্বপ্রযুক্ত প্রতীতি না হইলে অসৎ-ব্যবহারের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। অসতের ব্যবহারই হইতে পারিবে না। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্য

ন চ সত্ত্বেন অপ্রতীতিরভিপ্রেতা ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। সত্ত্বেন প্রতীতিঃ প্রমারূপা নিষিধ্যতে ? ভ্রমরূপা বা ? নাদ্যঃ, ইষ্টাপত্তেঃ ; অস্মন্মতেঽপি অবিশেষাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, উক্তন্যায়েন অসতঃ প্রতীতিসিদ্ধৌ সতোঽসত্ত্বেনেব অরূপ্যস্য চ রূপ্যত্বেনেব ভ্রান্তিত্বাদেব অসতঃ সত্ত্বেন প্রতীত্যুপপত্তেঃ। ২০৪।

বলিয়াছেন—* "অসদ্বিলক্ষণজ্ঞানের জন্য অসৎই জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে। অসৎ প্রতীত না হইলে অসদ্বিলক্ষণজ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ অসৎপ্রতীতির নিবারণ করেন কি প্রকারে?" সুতরাং অসতের প্রতীতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ২০৩।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা যে বলিয়াছি,—অসতের প্রতীতি হয় না, তাহার অভিপ্রায় এই যে, অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি হয় না ; অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অভাবই আমাদের আপাদনীয়। সুতরাং "যৎ অসৎ, তৎ সত্ত্বেন ন প্রতীয়তে" অর্থাৎ "যাহা অসৎ, তাহা সত্ত্বরূপে প্রতীত হয় না" এইরূপ ব্যাপ্তিই আমাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তির বুঝিতে হইবে। সুতরাং অসৎ শশশৃঙ্গাদিতে সত্ত্বরূপে প্রতীতির অভাব আছে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণপ্রদর্শিত দোষের আর সম্ভাবনা নাই।

অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ উক্তির উপরে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষই অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি টিকিবে না। তাহাই দেখান হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অসতের সত্ত্বরূপে প্রতীতি হয় না, ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, অসতের কি সত্ত্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতি হয় না ? (১) অথবা অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হয় না ? (২) অর্থাৎ প্রদর্শিত ব্যাপ্তিতে কি অসতের সত্ত্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে ? (১) অথবা অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে ? (২) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তিতে অসতের সত্ত্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। কারণ তাহা আমাদেরও ইষ্টই বটে ; অসতের সত্ত্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতি হয় না ইহা আমরাও বলিয়াই থাকি। অসতের সত্ত্বরূপে প্রতীতিকে কেহই প্রমা বলেন না। সুতরাং ঐরূপ ব্যাপ্তিমূলক অর্থাপত্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্ব্বাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ প্রদর্শিত ব্যাপ্তিতে অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। কারণ অসতের যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। উক্ত রীতিতে অসতের প্রতীতি সিদ্ধ হইলে অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতিও হইতে পারে। অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হইয়াও থাকে। যেমন—যে ব্যক্তি শশকে শৃঙ্গের অভাব অবগত নহে, সেই ব্যক্তির "গোশৃঙ্গ আছে" এই বাক্যের ন্যায় "শশশৃঙ্গ আছে" এই বাক্য হইতেও অসৎ শশশৃঙ্গের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হইতে দেখা যায়। সুতরাং যেমন সতের অসত্ত্বরূপে ভ্রমপ্রতীতি হয় এবং যেমন অরজতের রজতত্বরূপে ভ্রমপ্রতীতি হয়, সেইরূপ অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও সত্ত্বরূপে ভ্রমপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ "অসতের সত্ত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হয় না" ইহা বলিতে পারেন না। তাঁহারা যে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ বলিয়াছেন, প্রদর্শিতরূপে তাঁহাদের সেই উক্তি ব্যাহত হইল। ২০৪।

---

* ন্যায়ামৃত গ্রন্থে ৪১৮ (২য়) পৃষ্ঠায় এই কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধির ৬৩২ পৃষ্ঠায়ও এই কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অপরোক্ষপ্রতীতির্বিবক্ষিতেতি চেৎ ন, যদসৎ তন্ন প্রতীয়তে ইতি ব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বস্যাবশ্যকত্বাৎ, জ্ঞানজ্ঞানস্য তদ্বিষয়বিষয়কত্বনিয়মাৎ। শশশৃঙ্গাত্যন্তাভাবস্যাপ্রত্যক্ষত্বাপত্ত্যা অসতঃ—অসত্ত্বাসিদ্ধেশ্চ।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা যে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ বলিয়াছি, ইহার অর্থ—অসতের অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না; প্রদর্শিত ব্যাপ্তির এইরূপ অর্থই আমাদের বিবক্ষিত। সুতরাং অসৎ নৃশৃঙ্গাদির অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না বলিয়া উক্তরূপ ব্যাপ্তিপ্রদর্শন অসঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ "যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহা প্রতীত হয় না" এই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই নিশ্চয় করা যায়; এইজন্য প্রদর্শিত ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ আবশ্যক। সেই প্রত্যক্ষ অবশ্য মানসপ্রত্যক্ষ। প্রদর্শিত ব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অসতেরও প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কারণ জ্ঞানের জ্ঞানে পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয়ই বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান পূর্ব্বজ্ঞানবিষয়-বিষয়ক হইয়া থাকে; জ্ঞানজ্ঞানের পূর্ব্বজ্ঞানবিষয়বিষয়কত্ব থাকে ইহাই নিয়ম। "ঘটজ্ঞানবান্ অহম্" এইরূপ জ্ঞানবিষয়ক মানস প্রত্যক্ষে যেমন জ্ঞানাংশে অপরোক্ষত্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্ব আছে, তেমন ঘটাংশেও অপরোক্ষত্ব আছে; সুতরাং উক্ত নিয়মানুসারে "ঘটজ্ঞানবান্ অহম্" এইরূপ মানসপ্রত্যক্ষে ঘটেরও প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিতে হয়; নির্ব্বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; সেইরূপ "যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে" এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষে যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানাংশে প্রত্যক্ষত্ব আছে, তেমন অসদংশেও প্রত্যক্ষত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। কারণ জ্ঞানজ্ঞানের তদ্বিষয়বিষয়কত্ব আছে ইহাই নিয়ম। প্রদর্শিত ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় অসতেরও প্রত্যক্ষই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অসতের অপরোক্ষ-প্রতীতি হয় না, তাহা সঙ্গত নহে। প্রদর্শিতরূপে অসতেরও অপরোক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ আবশ্যক; অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষত্বের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলে অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও অসত্ত্ববুদ্ধি হইবে না অর্থাৎ অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যন্তাভাবের অপ্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইবে বলিয়া অসতের অসত্ত্বই সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং অসৎ শশশৃঙ্গাদির অসত্ত্বসিদ্ধির জন্য অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ আবশ্যক এবং তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও প্রত্যক্ষ হয় স্বীকার করিতে হইবে। অভাবের প্রত্যক্ষ হইলে তৎপ্রতিযোগী অসতেরও যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর সন্দেহের অবসর নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—অসতের অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না; তাহা অসঙ্গত। প্রদর্শিতরূপে অসতেরও অপরোক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা যে "যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে" এইরূপ বলিয়াছি, তাহার অর্থ—যাহা অসৎ, তাহা সত্ত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীত হয় না অর্থাৎ অসৎ সত্ত্বপ্রকারক অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না। সুতরাং অসৎ নৃশৃঙ্গাদি সত্ত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি সুসঙ্গতই বটে।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ "ইদং রজতম্" ইত্যাদি ভ্রান্তির দ্বারা অত্যন্ত অসৎও সত্ত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। ভ্রান্তিতে অত্যন্ত অসৎ রজতাদি সত্ত্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। শুক্তিরজত অসৎ; অসৎ রজতই ভ্রমে ভাসমান হয়। সুতরাং অসতেরও ভ্রান্তিদ্বারা সত্ত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীতি হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে "অসৎ সত্ত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীত হয় না" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধি করিবার জন্য বাধান্যথানুপপত্তি ও খ্যাত্যন্যথানুপপত্তিরূপ দুইটি অর্থাপত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে "সৎ চেৎ ন বাধ্যেত" "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই দুইটি ব্যাপ্তি যে তাঁহারা

ন চ সত্ত্বেনাপরোক্ষপ্রতীতির্বিবক্ষিতেতি বাচ্যম্, ভ্রান্তিত্বাদেব তদুপপত্তেঃ। তস্মাৎ নোক্তয়োরর্থাপত্ত্যোরত্র প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধম্। ২০৫।

ন চ "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ"..."তম আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতীনামত্র প্রামাণ্যমিতি বাচ্যম্, তাসাং

প্রদর্শন করেন, সেই ব্যাপ্তি দুইটির "সৎ" "ন বাধ্যেত" "অসৎ" "ন প্রতীয়েত" এই সমস্ত পদার্থ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ব্যাপ্তি দুইটি যে অসঙ্গত, তাহাই দেখান হইল। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধিতে তাঁহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তিদ্বয়ের যে প্রামাণ্য নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ২০৫।

ইতি অনির্ব্বচনীয়ত্বে অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরাস। ২০৫।

আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্বে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলে এইরূপ সূক্ত আছে যে—"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্। ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" ইত্যাদি। ইহাকে নাসদাসীয় সূক্ত কহে। এই ঋগ্‌বেদীয় সূক্তের সায়নভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—প্রলয়ে স্থিত কারণস্বরূপ বলা হইতেছে—নাসদাসীৎ ইত্যাদি। "তদানীং" প্রলয়ে "অসৎ" নিরুপাখ্য ছিল না; যেহেতু অসৎ—নিরুপাখ্য কখনও কারণ হয় না। আর তখন সৎও ছিল না অর্থাৎ সত্ত্বরূপে নির্ব্বাচ্যও ছিল না। কারণ সদ্রূপের তদ্বিলক্ষণ জগৎপরিণামিত্ব কখনও সম্ভব হয় না। আর তখন "রজঃ" অর্থাৎ লোকসমূহ ছিল না। এই স্থলে অন্তরীক্ষাদি লোক বুঝিতে হইবে না; কারণ অন্তরীক্ষাদি লোকের কথা পরে বলা হইবে। সুতরাং "নাসীদ্রজঃ" ইহার অর্থ—অন্তরীক্ষাদি লোকাতিরিক্ত লোকসমূহ তখন ছিল না। "নো ব্যোমাপরো যৎ"—ব্যোম অন্তরীক্ষলোক ও অন্তরীক্ষলোকের উপরে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রলয়ে ছিল না। এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড যে মহাপ্রলয়ে ছিল না, তাহা বলা হইল। এক্ষণে পুরাণপ্রসিদ্ধ ভূতসমূহ যে প্রলয়ে ছিল না, তাহাই বলিতেছেন—"কিমাবরীবঃ"—তখন ভূতসমূহ কি আবরণ করিবে? যেহেতু আবরণীয় ত নাই অর্থাৎ প্রলয়ে আবরক ভূতসমূহ ছিল না। "কুহ"—কোন্ দেশে থাকিয়া ভূতকে আবৃত করিবে? অর্থাৎ তাদৃশ দেশও প্রলয়ে ছিল না। "কস্য শর্ম্মন্"—কাহার ভোগের জন্য আবরণ করিবে? অর্থাৎ কোন ভোক্তাও প্রলয়ে ছিল না। "অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরম্"—গহন গভীর জলই কি প্রলয়ে ছিল? অর্থাৎ প্রলয়ে জলও ছিল না। "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ" এই শ্রুতিদ্বারা মহাপ্রলয়ে জলসত্তার ভ্রম হইতে পারিত, উক্ত সূক্তাংশের দ্বারা তাহা নিবারণ করা হইল। "ন মৃত্যুরাসীৎ"—তখন সংহর্ত্তা মৃত্যু ছিল না। 'অমৃতং ন তর্হি"—সুতরাং তখন অমৃত অর্থাৎ জীবন ছিল না। "ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ"—তখন রাত্রির ও দিনের জ্ঞানজনক ছিল না; যেহেতু চন্দ্র-সূর্য্য ছিল না। "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং"—মহাপ্রলয়ে এক—অদ্বিতীয় তৎ—সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্ম "স্বধয়া" মায়ার সহিত "অবাতম্ আনীৎ" বায়ুবিলক্ষণ জীবিতবৎ ছিলেন। সাংখ্যমতে মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির ঈশ্বরানাশ্রিতত্ব ও ঈশ্বরের ঈক্ষণানপেক্ষত্ব বলা হয়; এই স্থলে স্বধা ও সহার্থক তৃতীয়া বিভক্তিদ্বারা সেই সাংখ্যমত নিরাকৃত হইল। এই স্থলে যে ব্রহ্মের স্বধাসাহিত্য বলা হইল, তাহা ব্যবহারতঃ বুঝিতে হইবে; পরমার্থতঃ নহে। মায়ার সহিত ব্রহ্ম মহাপ্রলয়ে ছিল বলা হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে—তবে পূর্ব্বে আন্তরীক্ষাদি লোক ছিল না বলা হইল কিরূপে? অন্তরীক্ষাদি

স্থূলসূক্ষ্মনিষেধপরত্বেন পূর্ব্বৈর্ব্ব্যাখ্যাতত্বাৎ। যদ্বা সদসচ্ছব্দয়োঃ পঞ্চভূতপরত্বাৎ সামঞ্জস্যম্ "যদন্যদ্বায়োরন্ত-

---

লোক ত মায়া হইতে ভিন্ন নহে; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চন আস"—সেই মায়াসহিত ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টিকালে জায়মান অপর অনির্ব্বাচ্য কার্য্যসমূহ ছিল না। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—যদি মহাপ্রলয়ে জগৎ ছিলই না, তাহা হইলে জনিক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যেহেতু কারকবিশেষেরই কর্ত্তৃত্ব হয়। আর ক্রিয়ানিমিত্তত্বই কারকত্ব এবং কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তীরই নিমিত্তত্ব সম্ভব হয়। এইরূপ আশঙ্কায় শ্রুতি বলিতেছেন—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"। "অগ্রে" মহাপ্রলয়ে 'তমসা গূঢ়ং"—অন্ধকারের ন্যায় ভাবরূপ আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানকর্ত্তৃক সংস্কাররূপপ্রাপ্তিদ্বারা স্ববশীকৃত "তমঃ আসীৎ"—অজ্ঞানাভিন্ন জগৎ ছিল। সুতরাং স্থূলতাপ্রাপ্তিরূপ আবির্ভাবই জগতের উৎপত্তি এবং সংস্কারাবস্থাই জগতের নাশ। ইহাদ্বারা অসৎকার্য্যবাদিগণের মত নিরাকৃত হইল। "তমসা গূঢ়ং তমঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে; ইহা বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে; এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্"—'অপ্রকেতম্"—অজ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে অজ্ঞায়মান, অতএব অজ্ঞানে "সলিলম্"—তাদাত্ম্যরূপে সম্বদ্ধ "সর্ব্বমা ইদম্,' সম্পূর্ণ জগৎ তখনও ছিল। অথবা "সলিলম্" এই পদে লুপ্তোপমা বুঝিতে হইবে। তাহাতে অর্থ এই হইবে যে—দুগ্ধমিশ্রিত একতাপন্ন জলের ন্যায় কারণগত হইয়া জগৎ মহাপ্রলয়েও ছিল। "তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎতপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্" "তুচ্ছেন" সদ্বিলক্ষণের দ্বারা "অপিহিতং"—নিগূঢ় "একং"—সংস্কাররূপ একাবস্থাপন্ন "আভু যৎ আসীৎ"—সর্ব্বতঃ ভবনযুক্ত যে জগৎ ছিল, "তৎ" তাহা "তপসঃ মহিনা" ঈশ্বরালোচনার অর্থাৎ ঈশ্বরেক্ষণের মহিমাদ্বারা স্থূলবিচিত্ররূপে "অজায়ত" আবির্ভূত হইয়াছিল। ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যাই সায়নভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ "নাসদাসীৎ" ইত্যাদি সূক্তের প্রদর্শিত অর্থই করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ বলেন 'নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও অনির্ব্বাচ্যত্বে প্রমাণ। প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্বে উক্ত শ্রুতিসমূহের প্রামাণ্য আছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" ইত্যাদিরূপ বলিয়া সদসদাদির নিষেধ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না। কারণ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐ ঋগ্বেদীয় সূক্তের সদসদাদি শব্দের স্থূল-সূক্ষ্মাদিরূপ অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ "নাসৎ আসীৎ" "নো সদাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের স্থূল-সূক্ষ্মনিষেধপরত্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারা অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি করা যায় না। উক্ত শ্রুতিগত সৎ-শব্দের অর্থ—স্থূল, অসৎ-শব্দের অর্থ—সূক্ষ্ম ও তমঃ-শব্দের অর্থ—প্রকৃতি বলিলেই উক্ত ঋগ্বেদীয় শ্রুত্যর্থের উৎপত্তি হয়। পরন্তু উক্ত শ্রুতিগত সদসদাদি শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ করিলে যে, সমস্ত পদের সার্থকতা রক্ষা করিয়া শ্রুত্যর্থের উপপত্তি করা যায় না, তাহা পরে "যদ্বা" বলিয়া যে অপর উপপাদনপক্ষ বলিব, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। আমাদের মতে উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে যে—প্রলয়ে অসৎ—সূক্ষ্ম ছিল না, সৎ—স্থূল ছিল না ইত্যাদি এবং তমঃ প্রকৃতি ছিল ইত্যাদি। শ্রুতির অপরাপর বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তাহাতে বৈমত্য নাই বলিয়া আর পুনরুল্লেখ করা হইল না।

অথবা "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" এই স্থলে সৎ ও অসৎ এই দুইটি শব্দ পঞ্চভূতপর অর্থাৎ ঐ দুইটি শব্দদ্বারা পঞ্চভূতকে বুঝাইয়াছে। তাহা হইলেই শ্রুত্যর্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে। "সৎ" এই শব্দদ্বারা পৃথিবী জল ও তেজ এই ভূতত্রয়কে এবং "অসৎ" এই শব্দদ্বারা বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। কারণ এইরূপ অপর বৃহদারণ্যক শ্রুতি আছে যে—"বায়ু ও আকাশ ব্যতীত যে অপর ভূতত্রয়, তাহাই সৎ এবং বায়ু ও

রিক্ষাচ্চৈতৎ সৎ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাসৎ” (বৃ—২।৩।২) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অন্যথা নাসদাসীদিত্যত্র অপ্রসক্তনিষেধাপত্তেঃ। ন চ “নো সদাসী”দিত্যনেন সদ্ভিন্নত্বে উক্তে অসত্ত্বপ্রসক্তিঃ, তদানীমিতি

আকাশ অসৎ”। আর প্রদর্শিত শ্রুতিগত তমঃশব্দদ্বারাও প্রকৃতিকেই বুঝাইয়াছে। কারণ এইরূপ শ্রুতি আছে যে—“অক্ষরং তমসি লীয়তে অর্থাৎ অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়।” সুতরাং ঋগ্‌বেদীয় নাসদাসীদিত্যাদি সূক্তগত অসৎ ও সৎ শব্দের পঞ্চভূতরূপ অন্য অর্থই করিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি ঐ শব্দদ্বয়ের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে “নাসৎ আসীৎ” অর্থাৎ “অসৎ ছিল না” এই স্থলে অপ্রসক্ত নিষেধেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। উহা ন্যায়বিরুদ্ধ। নিরুপাখ্য অসতের নিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন নহে। প্রসক্তেরই অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা সম্ভব, তাহারই নিষেধ উপপন্ন হইয়া থাকে। যাহা অপ্রসক্ত অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা সম্ভব নহে, তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না। সুতরাং “অসৎ ছিল না” এইরূপ বলায় অসৎ-শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপর শ্রুতিপ্রমাণমূলে অসৎ-শব্দের অর্থ—“বায়ু ও আকাশ” এইরূপ করাই সঙ্গত। নতুবা অর্থাৎ যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থপর হইলে অপ্রসক্তনিষেধের আপত্তি হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—এই স্থলে অসৎ অপ্রসক্ত নহে; প্রসক্তই হইয়াছে; যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে তৎপরেই বলা হইয়াছে—“নো সদাসীৎ” অর্থাৎ “সৎ ছিল না।” সুতরাং সতের নিষেধ করায় অসতের প্রসক্তিই হইয়াছে; সদ্ভিন্নত্ব বলিলে অসত্ত্বের প্রসক্তিই হয়। এইজন্য এই স্থলে অসৎ-শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে অপ্রসক্তনিষেধের আপত্তি হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিতরূপে অপ্রসক্তনিষেধাপত্তির সমাধান করিয়া অসৎ-শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও উক্ত শ্রুতিতে যে “তদানীম্” এই শব্দটি আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নিরুপাখ্য অসৎ কোন কালেই থাকে না; সুতরাং “তখন অসৎ ছিল না” এইরূপ বলিলে ‘তখন” এই শব্দটির কোন সার্থকতা নাই বলিয়া উহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। অসৎ-শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ করিলে শ্রুতিগত ‘তদানীম্” শব্দটির ব্যর্থতা অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—উক্ত শ্রুতিতে যে “নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ” এই বাক্যটি আছে, সেই বাক্যে অর্থাৎ রজঃ—সাধারণলোক ও অন্তরীক্ষলোক নিষেধে “তদানীম্” পদটির অন্বয় হইবে; “তদানীম্” পদটি পরবাক্যে অন্বিত হইবে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের “তদানীম্” পদের আর ব্যর্থতাপত্তি দেখাইবার অবসর নাই। সুতরাং প্রসিদ্ধ অর্থ সম্ভব হইলে অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা অযুক্ত বলিয়া এই স্থলে যখন প্রদর্শিতরূপে প্রসিদ্ধ অর্থই সম্ভব হয়, তখন অসৎ-শব্দের, সুতরাং সৎ-শব্দেরও প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। শ্রুতিগত “তদানীম্” পদটির পরবাক্যে অন্বয় করিয়া ব্যর্থতাপত্তি দোষ নিবারণ করা গেলেও শ্রুত্যুক্ত সৎ-পদের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ সৎ-পদের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে “নো সদাসীৎ” এই বাক্যের দ্বারাই রজঃ—অন্তরীক্ষলোক প্রভৃতির নিষেধ সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে শ্রুতি “নাসীদ্রজঃ” ইত্যাদি বলিয়া যে অন্তরীক্ষ লোকাদির নিষেধ করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। সৎ-শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর হইলে ‘নো সদাসীৎ” অর্থাৎ ‘সৎ ছিল না” এইরূপ বলাতেই রজঃ-আদিশব্দবাচ্য অন্তরীক্ষলোকাদি সমস্তের নিষেধ পাওয়া যায়। তাহা হইলে শ্রুতি পুনরায় অন্তরীক্ষ-লোকাদির নিষেধ করিতে গেলেন কেন? সুতরাং “নাসীদ্রজঃ” ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হয় বলিয়া সৎ-শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুত্যন্তরমূলে সৎ-শব্দের দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজকেই বুঝিতে

বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ "নাসীদ্রজো নো ব্যোম" ইতি রজোনিষেধাদাবেব তদন্বয় ইতি বাচ্যম্, "নো সদাসীৎ" ইত্যনেনৈব রজঃপ্রভৃতিনিষেধসিদ্ধৌ পৃথক্ তন্নিষেধবৈয়র্থ্যাৎ। ২০৬।

ন চ "নো সদাসীৎ" ইত্যত্র সচ্ছব্দস্য পরমার্থসত্ত্বেন ব্যবহারিকসতো রজঃপ্রভৃতের্নিষেধস্য ন ততঃ প্রাপ্তিঃ, রজঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপেণ তমসশ্চ পারমার্থিকত্বেন নিষেধ ইতি বাচ্যম্, "আনীদবাতং স্বধয়া

হইবে। সুতরাং "নাসদাসীৎ" এই বাক্যে "তদানীম্" এই পদের অন্বয় না করিলে "তদানীম্" পদের ব্যর্থতা দোষের পরিহার হয় বটে, কিন্তু শ্রুত্যুক্ত সৎ-পদের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কারণ তাহাতে "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং সৎ-পদের যখন প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়, তখন অসৎ-পদেরও প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অসৎ শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর এবং সৎ-শব্দ অপ্রসিদ্ধার্থপর এইরূপ বলা যায় না। একত্র উচ্চারিত অসৎ ও সৎ শব্দের কোনটি প্রসিদ্ধার্থপর কোনটি অপ্রসিদ্ধার্থপর এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতিতে অসৎ ও সৎ পদের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুত্যন্তরমূলে অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া পঞ্চভূতকেই বুঝিতে হইবে। ২০৬।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"নো সদাসীৎ" এই স্থলে সৎ-শব্দ পরমার্থ সৎপর; সুতরাং যাহার পরমার্থ সত্ত্বের সম্ভাবনা আছে, উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যার পরমার্থ সত্ত্বের সম্ভাবনা আছে বলিয়া "নো সদাসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। আর রজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক প্রভৃতি ব্যাবহারিক সৎ, সুতরাং "নো সদাসীৎ" এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্যাবহারিক সৎ রজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক প্রভৃতির নিষেধ পাওয়া যায় না, এইজন্য শ্রুতি পুনরায় "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি বলিয়া ব্যাবহারিক সৎ রজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোকাদির নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রুতি "নো সদাসীৎ" বলিয়া "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি বলায় "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে "নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি বলিয়া নিষেধ করতঃ বাক্যশেষে "তমঃ আসীৎ" এইরূপ বলিয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যাত্মক কার্য্যসামান্যের সত্ত্ব বলায় যেমন অবিদ্যা ও অবিদ্যাত্মক কার্য্যসামান্যের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব লাভ হয়, সেইরূপ "নো সদাসীৎ" এইরূপ বলিয়া পরমার্থ সত্ত্বের নিষেধ করতঃ বাক্যশেষে "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" এইরূপ বলিয়া তাহার সত্ত্ব বলায় পরমার্থ সৎ ব্রহ্মেরও সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। যেহেতু "আনীৎ" এই পদ "আসীৎ" এইরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপে আমাদের প্রদর্শিত "নাসীদ্রজঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যর্থতাপত্তি দোষ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মের অনির্ব্বাচ্যত্বাপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিকর্ত্তৃক ব্রহ্মের সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং এই সকল শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" এই শ্রুতির সদসদন্যপরত্ব সম্ভব নহে। ব্রহ্মের সত্যত্বপ্রতিপাদক "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি করা যায় না। শ্রুত্যন্তরের দ্বারা যখন ব্রহ্মের সত্যত্ব সিদ্ধ আছে, তখন এই স্থলে অর্থাৎ নাসদাসীদিত্যাদি ঋগ্‌বেদীয় সূক্তদ্বারা ব্রহ্মের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব হইবে কিরূপে? ব্রহ্মের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বে ব্রহ্মের সত্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুত্যন্তরবিরোধই প্রতিবন্ধক।

তদেকম্” ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মণোঽপি অনির্ব্বাচ্যত্বাপত্তেঃ। ন চ ব্রহ্মসত্যত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যন্তরবিরোধাৎ ন তৎপরত্বং শাস্ত্রস্যেতি বাচ্যম্, "বিশ্বং সত্যম্" (ঋক্‌সং-২য় অষ্টক) "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" (বৃ-২।১।২০) ইত্যাদ্যন্বয়শ্রুতেঃ, "অসত্যমাহুর্জগদেতদজ্ঞাঃ" ইতি ব্যতিরেকশ্রুতেশ্চ বিরোধস্য প্রকৃতেঽপি সত্ত্বেন উক্তন্যায়সাম্যাৎ উক্তশাস্ত্রস্য নাত্র প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধম্। অতঃ সর্ব্বপ্রমাণশূন্যত্বমেব অস্য অনির্ব্বচনীয়বাদস্য ইত্যলং বিস্তরেণ। এতাবতা গ্রন্থেন মিথ্যাজ্ঞানস্য তৎকারণস্য ভাবাদিতি তৃতীয়ো হেতুরপি নিরস্তঃ। ২০৭।

ইতি পরাভিমতানির্ব্বচনীয়বাদবিষয়প্রমাণগিরিনিপাতঃ॥

—০—

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা যেরূপ যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ যেরূপ শ্রুত্যন্তরবিরোধপ্রদর্শনদ্বারা আমাদের প্রদর্শিত ব্রহ্মের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বাপত্তির পরিহার করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ সেইরূপ শ্রুত্যন্তরবিরোধপ্রদর্শনদ্বারা বিশ্বের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব পরিহার করা যাইবে। কারণ "বিশ্বং সত্যম্" "প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্" এইরূপ বিশ্বসত্যত্বপ্রতিপাদক অন্বয়শ্রুতি এবং "অসত্যমাহুঃ জগদেতদজ্ঞাঃ" অর্থাৎ "অজ্ঞগণ এই জগৎকে অসত্য বলেন" এইরূপ বিশ্বসত্যত্ব-প্রতিপাদক ব্যতিরেক-শ্রুতি আছে। যুক্তি উভয়ত্রই তুল্য। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অনিষ্টপ্রসঙ্গই হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ তাদৃশ যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রুত্যন্তরবিরোধ প্রদর্শনের দ্বারা আমাদের প্রদর্শিত ব্রহ্মের সদসদন্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বাপত্তির পরিহার করিতে পারেন না। অতএব "নাসদাসীৎ" ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় সূক্তকে অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ বলা যায় না অর্থাৎ উক্ত সূক্তের অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রামাণ্য নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। সুতরাং ঐ ঋগ্‌বেদীয় সূক্তস্থ "অসৎ" "সৎ" "তমঃ" এই সকল শব্দের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ-পদে বায়ু ও আকাশকে, সৎ-পদে পৃথিবী, জল ও তেজকে এবং তমঃ-পদে প্রকৃতিকে গ্রহণ করা উচিত। অথবা সদসৎ-পদে স্থূল ও সূক্ষ্মকে এবং তমঃ-পদে প্রকৃতিকে গ্রহণ করা উচিত ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অনির্ব্বচনীয়বাদ সর্ব্বপ্রমাণশূন্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়বাদের সর্ব্বপ্রমাণশূন্যত্বই সিদ্ধ হইল। অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রপঞ্চের অনির্ব্বাচ্যত্বে অর্থাৎ সদসদন্যত্বরূপ মিথ্যাত্বে "তৎকারণ মিথ্যাজ্ঞান আছে" এইরূপ বলিয়া তৃতীয় হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাও নিরস্ত হইল। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানও অসিদ্ধ হইল। ২০৭।

যত্রদ সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্‌গুরোরেব কেবলম্।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গুরোর্ন তু॥
মহানুভাবধৌরেয়ো যোগেন্দ্রাখ্যো গুরুর্মম।
প্রবক্তাস্য প্রবন্ধস্য লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারিপঞ্চতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে পরাভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণনিরাস সমাপ্ত।

—০—

অথ যদপ্যুক্তং সত্যমনিদং চৈতন্যম্, অনৃতং যুষ্মদর্থোঽচেতনঃ, তয়োর্মিথুনীকরণমধ্যাসঃ। তত্রাহমিত্যাধ্যাত্মিককার্য্যাধ্যাসেষু প্রথমোঽধ্যাস ইতি "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহার" ইতি শ্রীভগবৎপাদভাষ্যকারোক্তেঃ। তস্মাদহমর্থো নাত্মা পশ্চাৎ পরামর্শান্যথানুপপত্ত্যা

অহমর্থের অনাত্মত্বোক্তি খণ্ডনারম্ভ

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—অনাত্মা জড় পদার্থমাত্রই যুষ্মৎ-পদের অর্থ। ইহাকে "ইদম্" এইরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। আর চিৎস্বভাব আত্মা অর্থাৎ চৈতন্যই অস্মৎ-পদের অর্থ। এই চৈতন্যকে "অনিদম্" এইরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। অস্মৎপদার্থ অনিদং চৈতন্যবস্তু অর্থাৎ আত্মা সত্য এবং ইদংরূপ যুষ্মৎ-পদার্থ অনাত্মা জড় পদার্থমাত্রই মিথ্যা। এই সত্য অনিদং চৈতন্য ও মিথ্যা যুষ্মদর্থ অচেতন, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। চৈতন্য প্রকাশস্বরূপ এবং অনাত্মবস্তুমাত্রই জড়। সুতরাং চৈতন্য প্রকাশক ও অনাত্ম-বস্তুমাত্রই তৎপ্রকাশ্য। পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব সত্য চিদাত্মা ও মিথ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি এই দুইটি ধর্ম্মীর যে মিথুনীকরণ অর্থাৎ ইতরেতরভাব বা পরস্পরতাদাত্ম্য, তাহারই নাম অধ্যাস। আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তু পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও অনাদি অবিবেকনিবন্ধন আত্মাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং অন্যেতে আত্মার ও আত্মধর্ম্মের অধ্যাস অর্থাৎ তাদাত্ম্যবিভ্রম হইয়া থাকে। এই অধ্যাস অনাদি। এই অধ্যাসের স্বরূপাদি পূর্ব্বেই অধ্যাসখণ্ডন প্রকরণে বলা হইয়াছে। এইজন্য এই স্থলে আর এই বিষয়ের বিস্তার করা হইল না। অধ্যস্ত কার্য্যমাত্রেরই উপাদান অবিদ্যা; সুতরাং অবিদ্যার অধ্যাস কারণাধ্যাস। আর ঐ সর্ব্বকারণ অবিদ্যা শুদ্ধচিন্মাত্রে অধ্যস্ত। অবিদ্যা হইতেই অহঙ্কারাদির সৃষ্টি। তাহাই কার্য্যাধ্যাস। তাহাতে "অহম্" ইহাই অর্থাৎ অহঙ্কারই আধ্যাত্মিক কার্য্যাধ্যাসসমূহের মধ্যে প্রথম অধ্যাস। যেহেতু শ্রীভগবৎপাদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন—"সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ" অর্থাৎ সত্য আত্মা ও মিথ্যা অনাত্মা এই উভয়কে জড়িত করিয়া অর্থাৎ একে অন্যের অধ্যাস করিয়া "এই আমি" "ইহা আমার" এইরূপ স্বাভাবিক অনাদি এই লোকব্যবহার চলিতেছে। অতএব অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার অনাত্মা—আত্মভিন্ন অধ্যস্ত বস্তু; কারণ সুষুপ্তির পরে "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ পরামর্শের অর্থাৎ স্মরণের অনুপপত্তিনিবন্ধন সুষুপ্তিতে স্বপ্রকাশ আত্মার সত্তা থাকিলেও সুষুপ্তিতে প্রদর্শিতরূপ অহঙ্কার থাকে না। অনুভবপূর্ব্বকই স্মরণ হইয়া থাকে। অনুভব ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং সুষুপ্তির পরে যে স্মরণ হয়, তাহার অন্য প্রকারে উপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া সুষুপ্তিতে অনুভবের জন্য স্বপ্রকাশ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য সুষুপ্তিতে আত্মপ্রকাশ থাকে। অহঙ্কার চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলিয়া অধ্যস্ত। এতাদৃশ অহঙ্কার সুষুপ্তিতে প্রকাশিত হয় না; যদি সুষুপ্তিতে অহঙ্কার প্রকাশিত হইত, তবে সুষুপ্তির পরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় অহঙ্কারের স্মরণ হইত। সুতরাং অহঙ্কার অনাত্মা, যেহেতু কোনও সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আত্মপ্রকাশ থাকিলেও অহঙ্কারপ্রকাশ থাকে না, যাহা সতত স্বপ্রকাশ, তাহাই আত্মা; অহঙ্কার সতত স্বপ্রকাশ নহে; সুতরাং অহঙ্কার অনাত্মা। সুষুপ্তিতে নির্গুণ আত্মাই গৃহীত অর্থাৎ অনুভূত হইয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। অনুভব না হইলে তাহার জাগরণে স্মরণ হইতে পারে না। সুষুপ্তির পরে স্মরণের অনুপপত্তি নিবন্ধন স্বপ্রকাশ আত্মার অস্তিত্ব থাকিলেও প্রদর্শিতরূপ অহঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অহঙ্কার অনাত্মা।

আর ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আছে—"অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" (৭।২৫।১) "অথাত আত্মাদেশঃ" (৭।২৫।২) অর্থাৎ "অনন্তর এই কারণে অহং এইরূপে উপদেশ" "অনন্তর এই কারণে আত্মা এইরূপে উপদেশ।" সুতরাং এই প্রদর্শিত

সুষুপ্তৌ স্বপ্রকাশস্যাত্মনঃ সত্ত্বেঽপি এবম্বিধস্য অহমর্থস্যাভাবাৎ। "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" (ছা—৭।২৫।১) "অথাত আত্মাদেশঃ" (ছা—৭।২৫।২) ইত্যাদিশ্রুত্যা উভয়োঃ পার্থক্যোপদেশাৎ। "অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" (গী—৭।৪) ইতি স্মৃত্যা চ ক্ষেত্রান্তঃপাতিত্বোপদেশাৎ। অহমর্থো নাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থানমুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ, করণত্বাচ্চ চক্ষুরাদিবৎ—ইত্যনুমানাদ্বা ইত্যাদি, তন্ন সম্যক্, অসম্ভবাৎ। তথাহি—ইদং রজতমিদং জলময়ং সর্প ইত্যাদিবৎ অধ্যাসমাত্রস্য অধিষ্ঠানারোপ্যাংশদ্বয়ভানবত্ত্বাৎ।

শ্রুতিতে আত্মা ও অহঙ্কারের পৃথক্ উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যই আত্মা ও অহঙ্কারের পার্থক্যে প্রমাণ। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ভূমা-প্রকরণে "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (৭।২৪।১) "স এব অধস্তাৎ" (৭।২৫।১) ইত্যাদি দ্বারা ভূমার স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে "যত্র" এইরূপ অধিকরণ ও "সঃ" এইরূপ পরোক্ষ নির্দ্দেশ থাকায় দ্রষ্টা জীব হইতে ভূমা পুরুষের ভিন্নত্বের প্রসক্তি হইয়া পড়ে, তাহা বারণ করিবার জন্য সেই ছান্দোগ্যশ্রুতিই তৎপরে "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" এইরূপ বলিয়া অহঙ্কাররূপে ভূমা পুরুষের নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ দ্রষ্টা জীব হইতে ভূমা পুরুষের অভিন্নত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" এইরূপ বলিয়া অহঙ্কাররূপে ভূমা পুরুষের নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু অবিবেকিগণ দেহাদিসঙ্ঘাতে অহঙ্কারপদ প্রয়োগ করেন দেখা যায় বলিয়া তাহার সহিত ভূমা পুরুষের অভেদপ্রসক্তি হইয়া পড়ে, এইজন্য শ্রুতি তৎপরেই বলিয়াছেন—"অথাত আত্মাদেশঃ" ইত্যাদি। "অথাত আত্মাদেশঃ" এই শ্রুতি-বাক্য শুদ্ধ আত্মার সর্ব্বাত্মতা বোধনদ্বারা "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" এই শ্রুতিবাক্যগত অহঙ্কার যে কেবল আত্মস্বরূপপর তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বিবাদাস্পদীভূত অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে শ্রুতি অহঙ্কারের সর্ব্বাত্মতা বলিয়া পরে পৃথক্ আত্মার সর্ব্বাত্মতা বলিতে যাইতেন না। সুতরাং প্রদর্শিত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আত্মা ও অহঙ্কারের পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যই আত্মা ও অহঙ্কারের পার্থক্যে প্রমাণ। এই কারণে অহঙ্কার অনাত্মা। অহঙ্কারাদেশবাক্যে যে অহঙ্কারের সর্ব্বাত্মতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল আত্মস্বরূপেরই বুঝিতে হইবে। চিদচিৎসম্বলনাত্মক অহঙ্কারের নহে। আর গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।" এই ভগবদ্‌বাক্যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্গতই বলা হইয়াছে; আত্মা বলা হয় নাই। সুতরাং এই স্মৃতিবাক্যদ্বারাও অহঙ্কার যে আত্মা নহে, ইহা নির্ণীত হয়। ইহাতে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য), যেহেতু অহঙ্কার সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে অনুগত হয় না (হেতু); অহমর্থত্ব কথার অর্থ "অহং" এইরূপ বুদ্ধিবিষয়ত্ব; তাহা সুষুপ্তিতে ভাসমান হয় না। সুষুপ্তিতে অহমর্থ ভাসমান হয় বলিলে সুষুপ্তিভঙ্গের আপত্তি হইয়া পড়ে। ইচ্ছাদিবিশিষ্টেই অহঙ্কার গৃহীত হইয়া থাকে; সুষুপ্তিতে ইচ্ছাদি থাকে না; সুতরাং সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হইবে কিরূপে? যাহা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে অনুগত হয় না, তাহা আত্মা নহে, যেমন স্থূলদেহাদি (দৃষ্টান্ত)। এইরূপ—অহঙ্কার (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য), যেহেতু অহঙ্কার করণ (হেতু), যাহা যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে, যেমন চক্ষুরাদি (দৃষ্টান্ত)। এইরূপে অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার যে আত্মা নহে, তাহা সিদ্ধ হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহারা যে অহঙ্কারকে আধ্যাত্মিক কার্য্যাধ্যাসের মধ্যে প্রথম অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ তাহা অসম্ভব। তাহাই দেখান হইতেছে;—সমস্ত ভ্রমেই দুইটি অংশ ভাসমান হইয়া থাকে। সমস্ত ভ্রমেই অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই দুইটি অংশের প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রমে "ইদং রজতম্", মরীচিকায় "ইদং জলম্" ও রজ্জুতে সর্পভ্রমে "অয়ং

অহমর্থে অংশদ্বয়ভানাভাবাৎ। নন্থ অয়ো দহতীতিবৎ অহমুপলভে ইতি দৃগ্‌দৃশ্যয়োরুপলম্ভাৎ অস্তি অংশদ্বয়ভানমিতি চেৎ ন, উক্তবাক্যস্য অগ্নিনা সিঞ্চেৎ ইতিবৎ বাক্যাভাসত্বেন ত্বদীয়কল্পনামাত্রত্বাৎ। অপি তু তত্রত্যায়ো দহতীত্যস্য বাক্যত্বেন তত্রাপ্যংশদ্বয়স্য ভানাভাবাৎ। অন্যথা অগ্নিনা সিঞ্চেদিত্যর্থাধ্যাসত্বেন অভ্যুপগন্তব্যং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ। ২০৮।

কিঞ্চ অস্তু বা অয়ো দহতীত্যস্য প্রামাণ্যম্, তত্র অয়ঃশব্দঃ অজহল্লক্ষণয়া দাহাশ্রয়াগ্নিবিশিষ্টায়োঽর্থে

সর্পঃ" এইরূপে অংশদ্বয়ের ভান হইয়া থাকে। স্থতরাং উক্ত দৃষ্টান্তে অধ্যাসমাত্রই অর্থাৎ ভ্রমমাত্রই অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই অংশদ্বয়প্রকাশবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু অহমর্থে অর্থাৎ অহঙ্কারে অংশদ্বয়ের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। "ইদং রজতম্" এইরূপ বুদ্ধিতে যেমন "ইদম্" এইরূপ অধিষ্ঠানাংশ ও "রজতম্" এইরূপ আরোপ্যাংশ ভাসমান হয়, অহং-বুদ্ধিতে সেইরূপ অংশদ্বয় ভাসমান হয় না। ভ্রমমাত্রে অংশদ্বয়ের ভান উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে নিয়ত বলিয়া অহমর্থে যখন অংশদ্বয়ের ভান হয় না, তখন অহমর্থকে অর্থাৎ অহঙ্কারকে ভ্রম বলা যায় না। স্থতরাং অহঙ্কার অধ্যাস নহে; কিন্তু অহঙ্কার আত্মাই। অহঙ্কারের ভ্রমত্ব অসম্ভব।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—যেমন লৌহে দহনকর্তৃত্ব না থাকিলেও লৌহে দহনাশ্রয় বহ্নির তাদাত্ম্যাধ্যাস-নিবন্ধন "অয়ো দহতি" অর্থাৎ "লৌহ দগ্ধ করে" এইরূপ বলা হয়, সেইরূপ অহঙ্কার অনাত্মা হইলেও অহঙ্কারে জ্ঞানের অধ্যাস-নিবন্ধন "অহম্ উপলভে" অর্থাৎ "আমি জানিয়াছি" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। স্থতরাং "অহম্ উপলভে" এইরূপ বুদ্ধিতে দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া অহঙ্কারেও অংশদ্বয়ের ভান হইয়াই থাকে। স্থতরাং অহঙ্কারে অংশদ্বয়ের ভান হয় না বলিয়া যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। প্রদর্শিতরূপে অহঙ্কারেও অংশদ্বয়ের ভান উপপন্নই হইয়া থাকে। স্থতরাং আমরা যে অহঙ্কারের অনাত্মত্ব বলিয়াছি, তাহাতে কোন অনুপপত্তি নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যে "অয়ো দহতি" এই স্থলে অর্থাধ্যাস কল্পনা করিয়া তদ্দৃষ্টান্তে "অহম্ উপলভে" এইরূপে জ্ঞানাধ্যাস কল্পনা করিয়া অহঙ্কারেও অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ "অয়ো দহতি" এইরূপ বাক্য সদ্‌বাক্য নহে; কিন্তু বাক্যাভাস। যেমন সেচনকার্য্যে অগ্নি করণ হইতে পারে না বলিয়া "বহ্নিনা সিঞ্চেৎ" অর্থাৎ "অগ্নিদ্বারা সেচন করিবে" এই বাক্য সদ্‌বাক্য নহে, কিন্তু বাক্যাভাস, সেইরূপ দাহকার্য্যে লৌহ কর্ত্তা হইতে পারে না বলিয়া "অয়ো দহতি" এই বাক্যও সদ্বাক্য নহে, কিন্তু বাক্যাভাস। যাহা বাক্য নহে, কিন্তু বাক্যাভাস, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করাইয়া অহঙ্কারের ভ্রমত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে অদ্বৈতবাদিগণের কল্পনামাত্রই পর্য্যবসিত হয়। উহাদ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় না। স্থতরাং "অয়ো দহতি" ইহা বাক্যই নহে বলিয়া তাহাতে অর্থাধ্যাস কল্পনা এবং তদ্দৃষ্টান্তে "অহম্ উপলভে" এই স্থলে জ্ঞানাধ্যাস কল্পনা অসঙ্গত। আর এই জন্যই অহঙ্কারে অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলা যায় না। আরও কথা এই যে—"অয়ো দহতি" ইহা একটি বাক্য; স্থতরাং তাহাতেও অধিষ্ঠান ও আরোপ্যরূপ অংশদ্বয়ের ভান হয় না। এইজন্য উক্ত বাক্যে অর্থাধ্যাস স্বীকার করা যায় না। আর "অয়ো দহতি" এই স্থলেও যদি অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা হইলে পণ্ডিতাভিমানী অদ্বৈতবাদিগণের "অগ্নিনা সিঞ্চেৎ" অর্থাৎ "অগ্নির দ্বারা সেচন করিবে" এই স্থলেও অর্থাধ্যাস স্বীকার করিতে হয়। ২০৮।

আরও কথা এই যে—অথবা হউক "অয়ো দহতি" এই বাক্যের প্রামাণ্য, তাহা হইলেও অর্থাৎ "অয়ো দহতি" এই বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও তাহাতে অধ্যাস কল্পনা করা সঙ্গত নহে; উক্ত বাক্যে "অয়ঃ" শব্দটিকে

বর্ত্তমানতয়া লাক্ষণিক এব, শোণো ধাবতীতিবৎ অগ্নির্মাণবক ইতিবদ্বা তাৎপর্য্যানুপপত্তের্লক্ষণাবীজত্বাৎ। অন্যথাত্রাপি অধ্যাসঃ কল্পনীয়ো মনীষিভিঃ। অননুভূয়মানে হি দ্ব্যংশতাকল্পনে মানাভাবাৎ। অন্যথা "আত্মা" ইত্যত্রাপি দ্ব্যংশতাকল্পনাপত্তেঃ। নাপি অহমুপলভে ইত্যত্র দ্ব্যংশতাভানসম্ভবঃ, "ব্রহ্ম স্ফুরতি, আত্মা অস্তি, চৈতন্যং ভাতি" ইত্যাদাবপি দ্ব্যংশতাপত্তেঃ। তস্মাৎ দ্ব্যংশতাভানাভাবাৎ অহমর্থ আত্মৈবেতি সিদ্ধম্। "দ্ব্যংশতাপি ন চ ভাতি চেতনেঽহংপ্রতীতিবিষয়েঽহমর্থকে" ইতি পূর্ব্বাচার্য্যোক্তেঃ। ২০৯।

নমু যদি আত্মস্বরূপ এব অহমর্থঃ অভিপ্রেতশ্চেৎ তর্হি সুষুপ্ত্যাদৌ কিমিতি ন স্ফুরতি ইতি চেৎ মৈবম্, অহমর্থস্তাবৎ ইচ্ছাদিবিশিষ্টে এব স্ফুরতীত্যাবয়োর্নির্ব্বিবাদত্বাৎ সমম্। সুষুপ্তৌ চ ইচ্ছাদেরভাবাৎ

লাক্ষণিক বলিলেই উক্ত বাক্যের উপপত্তি হয়। উহাতে অর্থাধ্যাস কল্পনা অসঙ্গত। "অয়ঃ" পদে অজহল্লক্ষণাদ্বারা দাহাশ্রয় অগ্নিবিশিষ্ট লৌহকে বুঝাইয়াছে। সুতরাং "শোণো ধাবতি অর্থাৎ রক্ত রূপ ধাবিত হইতেছে" এই স্থলে যেমন "শোণ" পদের রক্ত রূপাশ্রয় অশ্বে অজহল্লক্ষণা এবং "অগ্নির্মাণবকঃ" এই স্থলে যেমন "অগ্নি" পদের অগ্নিসদৃশে অজহল্লক্ষণা, সেইরূপ "অয়ো দহতি" এই স্থলে "অয়ঃ" পদের অগ্নিবিশিষ্ট লৌহে অজহল্লক্ষণা। কারণ তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। সুতরাং "অয়ো দহতি" এই বাক্যে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিনিবন্ধন "অয়ঃ" পদকে লাক্ষণিক বলাই উচিত। তাহাতে অধ্যাসকল্পনা ব্যর্থ ও অসঙ্গত। "অয়ো দহতি" এই স্থলে যদি অদ্বৈতবাদিগণ অধ্যাস কল্পনা করেন, তাহা হইলে "শোণো ধাবতি" "অগ্নির্মাণবকঃ" এই সকল স্থলেও পণ্ডিতাভিমানী অদ্বৈতবাদিগণকে অধ্যাস কল্পনা করিতে হয়। "অহম্" এইরূপ বুদ্ধিতে দুইটি অংশ অনুভূয়মান হয় না; সুতরাং "অহম্" এইরূপ বুদ্ধির দুইটি অংশ কল্পনা করায় কোনও প্রমাণ নাই। বিনা প্রমাণে অহমর্থের অংশদ্বয় কল্পনা করিলে "আত্মা" এই স্থলেও অংশদ্বয় কল্পনার আপত্তি হইতে পারে। আর "অহম্ উপলভে" এইস্থলে অংশদ্বয় ভানেরও সম্ভাবনা নাই। যদি ইহাতে অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলা যায়, তাহা হইলে "ব্রহ্ম স্ফুরতি" "আত্মা অস্তি" "চৈতন্যং ভবতি" ইত্যাদি স্থলেও অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলা যাইবে। "অহম্ উপলভে" এই স্থলে অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলিলে "ব্রহ্ম স্ফুরতি" "আত্মা অস্তি" ইত্যাদি স্থলেও অংশদ্বয়ভানের আপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ অনিষ্টাপত্তির ভয়ে "অহমুপলভে" এই স্থলেও যে অংশদ্বয়ের ভান হয় না ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব "ইদং রজতম্" "ইদং জলম্" ইত্যাদির ন্যায় অহমর্থে অংশদ্বয়ের ভান হয় না বলিয়া অহমর্থ আত্মাই, ইহাই সিদ্ধ হইল। যেহেতু পূর্ব্বাচার্য্যই বলিয়াছেন— অহংপ্রতীতির বিষয় অহমর্থক অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা চেতনে দুইটি অংশও ভাসমান হয় না; সুতরাং অহঙ্কারই আত্মা। ২০৯।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অহমর্থ আত্মস্বরূপ বলিয়াই যদি দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে অহমর্থের স্ফুরণ হয় না কেন? সুষুপ্তিতে আত্মস্ফুরণ থাকে বলিয়াই সুষুপ্তির পরে "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইত্যাদি পরামর্শের উপপত্তি হয়। পরামর্শের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়াই সুষুপ্তিতে আত্মস্ফুরণ থাকে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অহমর্থ যদি আত্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে অহমর্থের স্ফুরণ হয় না কেন? সুষুপ্তিতে অহমর্থের স্ফুরণ হয় না বলিয়া অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার করা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত নহে। অহমর্থ ইচ্ছাদিবিশিষ্ট হইয়াই স্ফুরিত হইয়া থাকে; ইহা অদ্বৈতবাদিগণের ও আমাদের উভয়েরই স্বীকার্য্য। ইহাতে বিবাদ নাই বলিয়া অহমর্থের স্ফুরণ সম্বন্ধে উভয়েরই সমান মত। সুতরাং সুষুপ্তিতে ইচ্ছাদির অভাবনিবন্ধন অহমর্থের বিশেষ অনুভব হয় না। সুষুপ্তিতে ইচ্ছাদি থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিতে অহমর্থের বিশেষ অনুভব বিরুদ্ধ, ইহাই আমরা বলি। এইরূপ ইচ্ছাদির সম্বন্ধনিবন্ধনই আত্মারও বিশেষ অনুভব হইয়া থাকে; ইচ্ছাদির সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মারও বিশেষ অনুভব হয় না।

অহমর্থস্য বিশেষানুভবোঽবিরুদ্ধ ইতি ক্রমঃ। এবম্ "অহং সুখী ইচ্ছামি" ইতি প্রতীতিভিন্নাত্মবিষয়ক-প্রতীতেরসত্ত্বেন আত্মনোঽপি ইচ্ছাদিবিশিষ্টতয়ৈব গ্রহণম্। ইচ্ছাদিগ্রহং বিনা আত্মগ্রহাঙ্গীকারে অহমর্থস্যাপি অঙ্গীকারে ক্ষতেরভাবাৎ। সুখত্বেন আত্মনোঽনুভব ইতি চেৎ তর্হি "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইত্যহমর্থস্যৈব সুখত্বেনানুভবাদাত্মত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বেনানুভবাচ্চ। ২১০।

ননু সুষুপ্তৌ নাহমর্থানুভবঃ, ন চ পরামর্শানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, পরামৃশ্যমান আত্মা ইদানীং জাতেনান্তঃকরণেন অহমর্থেনাবচ্ছেদাদহংত্বংগতস্তথাত্বেনানুভূয়তে, তথাচ নোক্তপরামর্শানুপপত্তিরিতি

"অহম্ ইচ্ছামি" "অহং সুখী" এইরূপ প্রতীতি ভিন্ন কেবল আত্মবিষয়ক প্রতীতি হয় না। আত্মারও ইচ্ছাদিবিশিষ্ট-রূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে। আর ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত সুষুপ্ত্যাদিতে কেবল আত্মার গ্রহণ অর্থাৎ অনুভব হয় এই-রূপ স্বীকার করিলে অহমর্থের সম্বন্ধেও সেইরূপই স্বীকার করা যাইতে পারিবে ; তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ সুষুপ্ত্যাদিতে ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত কেবল আত্মার অনুভব হয় ইহা যেমন অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, সেইরূপ আমরাও বলিব —সুষুপ্ত্যাদিতে ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত কেবল অহমর্থের অনুভব হইয়া থাকে। এইরূপ বলিলে কোন ক্ষতি নাই।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সুষুপ্তির পরে "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" অর্থাৎ "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সেই পরামর্শের উপপত্তির নিমিত্ত সুষুপ্তিতে সুখরূপে আত্মার অনুভব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সুষুপ্তিতে সুখরূপে আত্মার অনুভব আছে বলিয়াই ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত আত্মার অনুভব আমরা স্বীকার করি।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে আমরাও বলিব—সুষুপ্তির পরে "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সেই পরামর্শের উপপত্তির নিমিত্ত সুষুপ্তিতে অহমর্থেরই সুখরূপে অনুভব হইয়া থাকে। সেই জন্যই "সুখমহম-স্বাপ্‌সম্" এইরূপ পরামর্শ হয়। সুতরাং অহমর্থের আত্মত্ব অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ অহমর্থই আত্মা ; অহমর্থ অনাত্মা নহে। আর সুষুপ্তির পরে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ "আমি কিছুই জানি নাই" এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুভব হয় বলিয়াও অহমর্থের আত্মত্ব বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ অহমর্থই আত্মা। ২১০।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সুষুপ্তিতে অহমর্থের অর্থাৎ অহঙ্কারের অনুভব হয় না। যদি সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে অনুভূত অহমর্থের যেমন পরের দিন স্মরণ হয়, সেইরূপ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিরও সুষুপ্তিতে অনুভূত অহমর্থের স্মরণ হইত। অনুভূত বিষয়ের অবশ্যই স্মরণ হইবে এইরূপ নিয়ম না থাকিলেও সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার স্মরণ হইতই ; কারণ এই স্থলে স্মর্য্যমাণ বস্তুটি আত্মমাত্র অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থকে আত্মস্বরূপই বলিয়া থাকেন। সুতরাং সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব হইত, তবে সুপ্তোত্থিতের স্মরণ অবশ্যই হইত ; কিন্তু সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না এবং সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অহমর্থের স্মরণও হয় না। আর ইহাতে "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" ইত্যাদি পরামর্শের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে ইহাও বলা যায় না অর্থাৎ যদি সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হয়, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যে "অহমস্বাপ্‌সম্" ইত্যাদিরূপ স্মরণ করিয়া থাকে, তাহার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে, ইহাও বলা যায় না ; কারণ সুষুপ্তিতে অনুভূত আত্মাই জাগ্রদবস্থায় পরামৃশ্যমান অর্থাৎ স্মর্য্যমাণ হইয়া এবং সেই জাগ্রদবস্থায় উৎপন্ন অন্তঃকরণরূপ অহমর্থের সহিত সম্বন্ধহেতু অহংরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অহংরূপে অনুভূয়মান হইয়া থাকে। পরামৃশ্যমান আত্মা জাগ্রদবস্থায় উৎপন্ন অহঙ্কারের সহিত ঐক্যাধ্যাসনিবন্ধন অহংরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অহমর্থ পরামৃশ্যমান হয় না ; কিন্তু আত্মাই পরামৃশ্যমান হইয়া থাকে। সুতরাং "অহমস্বাপ্‌সম্"

চেৎ ন, "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদৌ অজ্ঞানাদ্যংশেঽপি অপরামর্শত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হি অজ্ঞানাদিকং নিরাশ্রয়মন্যাশ্রয়ং বা পরামৃশ্যতে, কিন্তু অহমর্থাশ্রয়ম্। এতাবন্তং কালং স্বপ্নং পশ্যন্নাসং জাগ্রদাসমিত্যত্রেব

ইত্যাদিরূপ পরামর্শের অনুপপত্তি নাই। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না বলিলে "অহমস্বাপ্সম্" ইত্যাদিরূপ পরামর্শের অনুপপত্তি হয় বলিয়া আপত্তি করা যায় না; প্রদর্শিতরূপে ঐরূপ পরামর্শের উপপত্তি হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না এবং বস্তুতঃ জাগরণে অহমর্থের পরামর্শও হয় না; কিন্তু পরামৃশ্যমান আত্মা জাগ্রদবস্থায় উৎপন্ন অহঙ্কারের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধনিবন্ধন অহংরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হয় এবং তদ্দ্বারাই "অহমস্বাপ্সম্" ইত্যাদিরূপ পরামর্শের উপপত্তি হইয়া থাকে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব না হয়, তাহা হইলে "মূঢ়োঽহং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিতে অজ্ঞানাদি অংশেও অপরামর্শত্বেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকে বলিয়া সুষুপ্তির পরে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিরূপে অজ্ঞানের পরামর্শত্ব অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হইলে সুষুপ্তির পরে অজ্ঞানের পরামর্শ হইতে পারিবে না। কারণ সুষুপ্তিতে অজ্ঞানাদি নিরাশ্রয় বা অহমাশ্রয় ব্যতীত অন্যাশ্রয় হইয়া প্রতীত হয় না; কিন্তু সুষুপ্তিতে অজ্ঞানাদি অহমাশ্রয় হইয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হইলে অজ্ঞানাদিরও অনুভব হইতে পারিবে না এবং সেই কারণে সুষুপ্তির পরে অজ্ঞানাদির পরামর্শও হইতে পারিবে না। সুতরাং ফল কথা এই যে—সুষুপ্তির পরে "মূঢ়োঽহং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ অহমর্থাশ্রিতরূপে অজ্ঞান পরামৃশ্যমান হয় বলিয়া সুষুপ্তিতেও অহমর্থাশ্রিতরূপে অজ্ঞানের অনুভব হয় বলিতে হইবে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব স্বীকার করেন না। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হইলে অজ্ঞানের অনুভব হইবে কিরূপে? অনাশ্রিত বা অহমর্থব্যতীত অন্যাশ্রিতরূপে ত অজ্ঞানের অনুভব হয় না; কিন্তু অহমর্থাশ্রিতরূপেই অজ্ঞান প্রতীত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হইলে অজ্ঞানেরও অনুভব হইতে পারিবে না, তাহার ফলে সুষুপ্তির পরে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিরূপে যে অজ্ঞানের পরামর্শ হয়, যাহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার অনুপপত্তিই হইয়া পড়িবে। আর সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব স্বীকার না করিলে অহমর্থের ন্যায় অজ্ঞানেরও অননুভবের আপত্তি হইয়া সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার অস্তিত্ব যাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহাও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সুষুপ্তিতেও "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদি পরামর্শানুসারে অহমর্থাশ্রিতরূপেই অজ্ঞানের অনুভব হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণ "সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না" ইহা আর বলিতে পারেন না। ফলতঃ আমাদেরই ইষ্টসিদ্ধি হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় অহমর্থের অনুভব থাকে বলিয়া স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির "স্বপ্নং পশ্যন্ আসম্ অর্থাৎ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম" এইরূপ পরামর্শ হয় এবং সেই সেই পরামর্শে "স্বপ্নং পশ্যন্নাসমিতি পরামর্শবান্ অস্মি" এইরূপ অনুব্যবসায়দ্বারা অহমর্থবিষয়ক পরামর্শের অনুভব হইয়া থাকে, আর যেমন জাগ্রদবস্থায় অহমর্থের অনুভব থাকে বলিয়া অপর জাগ্রৎকালে সেই ব্যক্তির "জাগ্রদাসম্ অর্থাৎ আমি জাগ্রত ছিলাম" এইরূপ পরামর্শ হয় এবং সেই পরামর্শে "জাগ্রদাসমিতি পরামর্শবান্ অস্মি" এইরূপ অনুব্যবসায়দ্বারা অহমর্থবিষয়ক পরামর্শের অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় অহমর্থের অনুভব থাকে বলিয়াই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "অহমস্বাপ্সম্" এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে এবং সেই পরামর্শে "অহমস্বাপ্সমিতি পরামর্শবানস্মি" এইরূপ অনুব্যবসায়দ্বারা অহমর্থবিষয়ক পরামর্শের অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে স্বপ্নোত্তরকালের ন্যায় ও জাগ্রৎকালান্তরের ন্যায়

"অহমস্বাপ্সম্" ইত্যত্রাপি অহমংশে পরামর্শানুভবাচ্চ। অন্যথা যঃ পূর্ব্বং দুঃখী সোঽধুনা সুখী জাত ইতিবৎ যঃ পূর্ব্বং মদন্যঃ সুপ্তঃ সোঽধুনা অহং জাত ইতি ধীঃ স্যাৎ। ২১১।

নন্বু জাগরে সমুৎপন্নে অনুভূয়মানে অহমর্থে পরামৃশ্যমানাত্মাভেদারোপাৎ পরামর্শত্বোপপত্তিরিতি চেৎ ন, ইদং রূপ্যমিত্যাদৌ আরোপ্যাভিন্নতয়া ইদমর্থস্যেব অহমিত্যত্র অহমর্থাভিন্নতয়া আত্মনোঽপ্রতীতেঃ। অন্যথা এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহমন্যো বা ইতি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাৎ, ন তু অহমেবেতি নিশ্চয়ঃ। ২১২।

নন্বু সুষুপ্তিকালানুভূতাত্মৈক্যাধ্যাসাৎ নিশ্চয়োপপত্তিরিতি চেৎ ন, অহমর্থাতিরিক্তাত্মানুভবস্য অলীকত্বাৎ। ন চ পরামৃশ্যমানাত্মৈক্যারোপাৎ তদুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, অপরামর্শে পরামর্শত্বারোপস্য

সুষুপ্তির পরেও অহমংশে পরামর্শের অনুভব হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না ইহা বলা যায় না। তাহা না হইলে অর্থাৎ "অহমস্বাপ্সম্" এই স্থলে অহমংশে পরামর্শত্ব স্বীকার না করিয়া অনুভবত্ব স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে—"যে পূর্ব্বে দুঃখী ছিল, সে অধুনা সুখী হইয়াছে" ইহার ন্যায় "অহমর্থভিন্ন যে পূর্ব্বে সুপ্ত ছিল, সে অধুনা অহং হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতি সুপ্তোত্থিতের হইবার আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ত ঐরূপ প্রতীতি হয় না। অতএব অহমংশে পরামর্শ হয় না এইরূপ বলা অসঙ্গত। এইজন্য অহমংশে পরামর্শত্ব স্বীকার করিতেই হইবে এবং তাহার উপপত্তির জন্য সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভবও স্বীকার করিতে হইবে। ২১১।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—জাগ্রৎকালে সমুৎপন্ন ও অনুভূয়মান যে অহমর্থ, তাহাতে সুষুপ্তিতে অনুভূত ও সুষুপ্তির পরে পরামৃশ্যমান আত্মার ঐক্যারোপনিবন্ধন "অহমস্বাপ্সম্" এইরূপে অহমর্থের পরামর্শত্বাভিমানের উপপত্তি হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না, সুতরাং সুষুপ্তির পরে অহমর্থের বস্তুতঃ পরামর্শও হয় না; কিন্তু সুষুপ্তির পরে অনুভূয়মান অহমর্থের সহিত পরামৃশ্যমান আত্মার ঐক্যারোপনিবন্ধনই অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির আর অবসর নাই। সুষুপ্তির পরে অহমর্থের বস্তুতঃ পরামর্শ না হইলেও পরামর্শের অভিমান ত হয়ই; সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ ভ্রমস্থলে আরোপ্যের সহিত অভিন্নরূপে যেমন অধিষ্ঠানের প্রতীতি হয় অর্থাৎ "ইদং রজতম্" এই স্থলে যেমন আরোপ্য রজতের সহিত অভিন্নরূপে ইদমর্থের প্রতীতি হয়, সেইরূপ "অহম্" এই স্থলে আরোপ্য অহমর্থের সহিত অভিন্নরূপে অধিষ্ঠান আত্মার প্রতীতি হয় না; সুতরাং অহমর্থে পরামৃশ্যমান আত্মার ঐক্যারোপনিবন্ধন অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হয় বলা যায় না; কিন্তু অহমংশে পরামর্শই হয়। আর ঐ পরামর্শের উপপত্তির জন্য সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভবও স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তির পরে যদি অহমর্থের পরামর্শ না হয়, তাহা হইলে "এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহমন্যো বা" অর্থাৎ "এতকাল আমি ঘুমাইয়াছিলাম কিংবা অপর কেহ ঘুমাইয়াছিল?" এইরূপ সংশয়ই হইতে পারে; কিন্তু "আমিই ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। সুষুপ্তির পরে "আমিই ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ নিশ্চয়ই যখন হয়, তখন অহমর্থের পরামর্শই হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ২১২।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সুষুপ্তিকালানুভূত এবং সুষুপ্তির পরে পরামৃশ্যমান আত্মার সহিত অহমর্থের ঐক্যাধ্যাসনিবন্ধন সুষুপ্তির পরে "আমিই ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বদিনানুভূত দেবদত্ত হইতে অভিন্নরূপে অনুভূত যে চৈত্র, তাহাতে "চৈত্র কি না" এইরূপ সংশয় হয় না, কিন্তু "চৈত্র" এইরূপই

ক্কাপ্যদর্শনাৎ, সিদ্ধে অহমর্থস্য আত্মান্যত্বে পরামৃশ্যমানাত্মৈক্যারোপঃ, সিদ্ধে চ তস্মিন্ সুষুপ্তৌ অপ্রকাশেন অহমর্থস্য আত্মান্যত্বমিতি অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেশ্চ। অহমিত্যতোঽন্য আত্মপরামর্শ ইত্যুক্তত্বেন দৃষ্টহান্যদৃষ্টকল্পনাপত্তেশ্চ। এতেন "সুষুপ্তৌ অহমর্থপ্রকাশে স্মর্য্যেত হ্যস্তন ইব অহমর্থ" ইতি নিরস্তম্। অহংশব্দোল্লেখিপরামর্শাপাদনে সুষুপ্তৌ তদুল্লেখ্যনুভবাভাবাদেব তদভাবোপপত্তেঃ। তাবন্মাত্রে চ হ্যস্তনবৈষম্যাৎ। অহমর্থবিশেষ্যকস্য অহন্ত্বপ্রকারস্য চ পরামর্শাপাদনে ইষ্টাপত্তেঃ। "এতাবন্তং কালং

নিশ্চয় হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিতে অনুভূত আত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভূত অহমর্থে "আমি কি না" এইরূপ সংশয় হয় না, কিন্তু "আমি" এইরূপ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তাঁহারা যে বলিয়াছেন—সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না, কিন্তু আত্মার অনুভব হইয়া থাকে, তাহা হইতে পারে না। অহমর্থ হইতে অতিরিক্ত আত্মানুভব অলীক। অহমর্থ হইতে আত্মা যদি ভিন্ন হইত, তবেই তাহা সম্ভব হইত; কিন্তু অহমর্থই আত্মা। সুতরাং অহমর্থাতিরিক্ত আত্মার অনুভব অলীক অর্থাৎ অসম্ভব। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অহমর্থের নিশ্চয়োপপত্তি সঙ্গত নহে।

আর পরামৃশ্যমান আত্মার সহিত ঐক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থে পরামর্শত্বের অভিমান হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই অহংনিশ্চয়ের উপপত্তি হয়, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে "অনুভবে পরামর্শত্বের আরোপ হয়" ইহাই তাঁহারা বলেন বলিয়া বুঝিতে হয়, যেহেতু তাঁহারা অহমনুভবে আত্মপরামর্শত্বের অভিমান হয় বলিয়াছেন। কিন্তু অনুভবে পরামর্শত্বের আরোপ হইতে ত কোথাও দেখা যায় না। অনুভবে স্মৃতিত্বের আরোপ হইতে কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত উপপত্তি অসঙ্গত। আর তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়িবে। অহমর্থও যদি পরামৃশ্যমান হয়, তাহা হইলে পরামৃশ্যমান আত্মার সহিত অহমর্থের বাস্তব ঐক্যই হইয়া পড়ে বলিয়া আত্মার সহিত অহমর্থের ঐক্যারোপ সম্ভব হয় না; এইজন্য অহমর্থের অপরামৃশ্যমানত্বের দ্বারা আত্মভিন্নত্ব সিদ্ধ হইলে পরামৃশ্যমান আত্মার সহিত অহমর্থের ঐক্যারোপ সিদ্ধ হইবে, আর পরামৃশ্যমান আত্মৈক্যারোপ সিদ্ধ হইলে সুষুপ্তিতে অহমর্থের অপ্রকাশহেতু অহমর্থের আত্মভিন্নত্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—অহমর্থই আত্মা; অহমর্থ হইতে আত্মা ভিন্ন নহে; সুতরাং অহংজ্ঞানেরই আত্মপরামর্শত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ "অহম্" এইরূপ জ্ঞান হইতে আত্মপরামর্শ ভিন্ন বলায় দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনার আপত্তি হইয়া পড়ে। অহংজ্ঞানই আত্মপরামর্শ বলিয়া অনুভবসিদ্ধ; অহংজ্ঞানকে আত্মপরামর্শ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাদৃশ অনুভবসিদ্ধরূপ দৃষ্টের হানি হইয়া পড়ে। আর "অহংজ্ঞান হইতে আত্মপরামর্শ ভিন্ন" এইরূপ অনুভবাসিদ্ধরূপ অদৃষ্টের কল্পনা করা হয়। এই দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা দোষ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে।

এই যে অদ্বৈতবাদিগণের মত খণ্ডন করা হইল, ইহার দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না; সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে অনুভূত অহমর্থের যেমন পরের দিন স্মরণ হয়, সেইরূপ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিরও সুষুপ্তিতে অনুভূত অহমর্থের স্মরণ হইত" এই অদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি নিরস্ত হইয়া গেল। কারণ তাঁহারা যে আপত্তি করিয়াছেন—সুষুপ্তির পরে অহঙ্কারের স্মরণ হইত, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—সুষুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ অর্থাৎ স্মরণ হইত এইরূপই কি তাঁহাদের আপত্তি? (১) অথবা সুষুপ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহন্ত্বপ্রকারক পরামর্শ অর্থাৎ স্মরণ হইত এইরূপ

সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি সুষুপ্তিকালীনসুখাবচ্ছিন্নোঽহমর্থ ইতি স্মৃতেশ্চ। অন্যথা "স্মর্য্যেত হ্যস্তন ইবাহমর্থঃ" ইতি চোদ্যং নিরুত্তরং স্যাৎ। ২১৩।

নন্থ তথাপি এতাবন্তং কালমহমিত্যভিমন্যমান আসমিতি পরামর্শঃ স্যাদিতি চেৎ ন, কর্ণে স্পৃষ্টঃ

তাঁহাদের আপত্তি? (২) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে, কারণ সুষুপ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অনুভবই হয় না; সুতরাং সুষুপ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অনুভবের অভাবনিবন্ধনই সুষুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শের অভাব হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপ অহমর্থের অনুভব থাকিলেও অহংশব্দোল্লেখী অনুভব থাকে না বলিয়া সুষুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ হয় না। এইরূপে সুষুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ না হওয়ার উপপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিনে যে অহমর্থের অনুভব হয়, তাহা অহংশব্দোল্লেখী সবিকল্পক, আর সুষুপ্তিতে যে অহমর্থের অনুভব, তাহা অহংশব্দানুল্লেখী নির্ব্বিকল্পক; ইহাই পূর্ব্বদিনে জাগ্রদনুভূত অহমর্থ ও সুষুপ্ত্যনুভূত অহমর্থের বৈষম্য। সুতরাং সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় বলিলে তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির আর অবসর থাকে না। কারণ সুষুপ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অনুভব থাকে না বলিয়াই সুষুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ হয় না। আর পূর্ব্বদিনে অনুভূত অহমর্থ অহংশব্দোল্লেখী বলিয়াই পরের দিনে তাহার অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ হয়। সুতরাং প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে।

আর দ্বিতীয় পক্ষে যেরূপ আপত্তির স্বরূপ দেখান হইয়াছে, তাহাই যদি অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হয়, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—তাহা আমাদের ইষ্টাপত্তিই হয়। কারণ সুষুপ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহত্বপ্রকারক পরামর্শ হইয়াই থাকে। কারণ "এতকাল আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এইরূপে "সুষুপ্তিকালীন সুখাবচ্ছিন্ন অহমর্থ" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহত্বপ্রকারক পরামর্শ হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তর স্বীকার না করিলে "সুখমহমস্বাপ্সম্" এই স্থলে কেবল পূর্ব্বদিনবৈষম্যমাত্রদ্বারা অহমর্থে পরামর্শত্বের অভাব বলিলে আত্মাংশেও পরামর্শত্ব হইতে পারিবে না; তাহাতেও আপত্তি হইতে পারিবে যে—সুষুপ্তিতে আত্মার অনুভব অর্থাৎ প্রকাশ হয় না, যদি সুষুপ্তিতে আত্মা প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে অনুভূত আত্মার যেমন পরের দিন স্মরণ হয়, সেইরূপ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিরও সুষুপ্তিতে অনুভূত আত্মার স্মরণ হইত। এই আপত্তির উত্তর আর অদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারিবেন না। কারণ এইরূপ আপত্তিতে আমরা অহমর্থসম্বন্ধে যেরূপ উত্তর করিলাম, সেইরূপ উত্তরই অদ্বৈতবাদিগণকেও করিতে হইবে। অহমর্থসম্বন্ধে আপত্তির উত্তর আমরা যেরূপ করিয়াছি, আত্মার সম্বন্ধে আপত্তির উত্তরও অদ্বৈতবাদিগণকে সেইরূপ করিতে হইবে। অহমর্থসম্বন্ধে আপত্তিতে অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত উত্তর স্বীকার না করিলে আত্মার সম্বন্ধে আপত্তির উত্তরও তাঁহারা করিতে পারিবেন না। কারণ আমরা অহমর্থ সম্বন্ধে যেরূপ উত্তর দিয়াছি, সেইরূপ উত্তরই আত্মার সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদিগণকে দিতে হইবে; আর গত্যন্তর নাই। আমাদের প্রদর্শিত উত্তর স্বীকার না করিলে আত্মার সম্বন্ধে আপত্তিতে অদ্বৈতবাদিগণকে নিরুত্তর হইয়া পড়িতে হইবে। ২১৩।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—তাহা হইলেও সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব হইত, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "আমি এতকাল "অহং" এইরূপ অভিমানী ছিলাম" এইরূপ পরামর্শ হইত। সুষুপ্তির পরে এইরূপ পরামর্শ ত হয় না। অতএব সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহারা কি কর্ণে স্পৃষ্ট হইয়া কটিদেশ চালনা করিতেছেন? সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব স্বীকার করিলে সুষুপ্তির পরে অহমর্থাভিমানের পরামর্শ হওয়ার আপত্তি হইবে কেন? অহমর্থের

কটিং চালয়সি, অহমর্থপ্রকাশেন তদভিমানপরামর্শাপাদনস্য ব্যধিকরণত্বাৎ। অন্যথা তবাপি আত্মেত্যভিমন্যমান আসমিতি পরামর্শঃ স্যাৎ। তস্মাৎ সুষুপ্তৌ অহমর্থঃ প্রকাশত এব। ২১৪।

অপি চ সুষুপ্তৌ অহমর্থাভাবে "অহং নির্দুঃখঃ স্যাম্" ইতি ইচ্ছয়া সুষুপ্ত্যর্থং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। যোঽহং সুপ্তঃ স এব জাগর্ম্মীতি প্রত্যভিজ্ঞা ন স্যাৎ। যোঽহং পূর্ব্বেদ্যুঃ অকার্ষম্, সোঽহমদ্য করোমীতি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তিশ্চ। ননু "কৃশোঽহং স্থূলঃ স্যাম্" ইতিবৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তিরিতি চেৎ ন, কার্শ্যস্য

অনুভবে অহমর্থের পরামর্শ এইরূপ সমানাধিকরণ আপত্তিই হইতে পারে। অহমর্থের অনুভবে অহমর্থাভিমানের পরামর্শ এইরূপ ব্যধিকরণ আপত্তি ত হইতে পারে না। একের অনুভবে অন্যের পরামর্শের আপত্তি কখনই হয় না। অহমর্থ ও অহমর্থাভিমান এক কথা নহে, ইহা অতি সহজ কথা। সুতরাং সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় স্বীকার করিলে সুষুপ্তির পরে অহমর্থাভিমানের পরামর্শের আপত্তি হইতেই পারে না। তাহা স্বীকার না করিলে অদ্বৈতবাদিগণ যে সুষুপ্তিতে আত্মার অনুভব ও সুষুপ্তির পরে আত্মার পরামর্শ হয় বলেন, তাহাতেও এইরূপ আপত্তি করা যাইবে যে, সুষুপ্তিতে যদি আত্মার অনুভব হইত, তবে সুষুপ্তির পরে "আত্মা এইরূপ অভিমানী ছিলাম" এইরূপ পরামর্শ হইত। এইরূপ আপত্তিতে অদ্বৈতবাদিগণও ত "ব্যধিকরণ আপত্তি হইতে পারে না" ইহাই উত্তর দিবেন। আর ত গত্যন্তর নাই। সুতরাং ঐরূপ বলা কখনই সঙ্গত নহে। অতএব সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হইয়াই থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। ২১৪।

আরও কথা এই যে—সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থের অভাব হয় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যদি অহমর্থ না থাকে, তাহা হইলে দুঃখী ব্যক্তির যে "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির অর্থাৎ নিদ্রার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে নির্দুঃখী হইবার ইচ্ছায় সুষুপ্তির জন্য প্রবৃত্তি হইবে কেন? প্রত্যুত সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হইবে বলিয়া নিদ্রার প্রবৃত্তি না হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব হয় বলিলে "যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি" এইরূপ সুষুপ্তি ও জাগরণের অহমর্থের ঐক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবে না এবং "যে আমি পূর্ব্বের দিন করিয়াছিলাম, সেই আমিই আজ করিতেছি" এইরূপ পূর্ব্বতনীয় ও অদ্যতনীয় অহমর্থের ঐক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থেরই কর্তৃত্ব; সুতরাং সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে কর্তৃত্বের অধিকরণ পূর্ব্বতনীয় অহমর্থ ও অদ্যতনীয় অহমর্থের ঐক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবে না। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে সুষুপ্তির জন্য যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার উপপত্তি এবং প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তির নিমিত্ত সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না; সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব হইলে "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তির অনুপপত্তিই হইয়া পড়ে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ দেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিবন্ধন "কৃশ আমি স্থূল হইব" এইরূপ প্রবৃত্তির যেমন উপপত্তি হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলেও দেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিবন্ধন "দুঃখী আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে পারিবে। তাহাতে অনুপপত্তি নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ অহমর্থকে অদ্বৈতবাদিগণ আরোপিত বলেন, আমরা অনারোপিত বলি; সে যাহা হউক অর্থাৎ অহমর্থ আরোপিতই হউক বা অনারোপিতই হউক, এতাদৃশ অহমর্থ কার্শ্যের পরম্পরাসম্বন্ধী; কারণ কার্শ্য অর্থাৎ কৃশতা দেহের ধর্ম্ম; সুতরাং অহমর্থ দেহের সাক্ষাৎসম্বন্ধী ও কার্শ্যের পরম্পরা-

পরম্পরাসম্বন্ধিন অরোপিতস্যানারোপিতস্য বা অহমর্থস্য বিদ্যমানত্বেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তাবপি সুষুপ্তৌ অহমর্থস্য নাশাৎ তদানীন্তনসুখাদিসম্বন্ধাভাবেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। বিবেকিনাং মম দেহঃ স্থূলঃ স্যাদিতি ইচ্ছয়ৈব প্রবৃত্তেশ্চ। ন হি মমাত্মা নির্দুঃখঃ স্যাদিতি ইচ্ছয়া কস্যাপি সুষুপ্তৌ প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। তস্মাৎ দৃষ্টান্তানুপপত্তিরেব, অহংব্যক্তিভেদাৎ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাহমর্থস্য ভেদাৎ। অভিন্নে চ চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবাৎ, কর্ত্তৃত্বাদ্যারোপস্য চ দেহাদাবপি সত্ত্বাৎ, অহং করোমীত্যেব প্রতীত্যাহমর্থানাত্মনি

সম্বন্ধী। এই কার্শ্যের পরম্পরাসম্বন্ধী আরোপিত বা অনারোপিত অহমর্থ কৃশ ও স্থূল উভয় অবস্থায় থাকে বলিয়া "কৃশ আমি স্থূল হইব" এইরূপ প্রবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে বটে ; তাহা হইলেও তদ্দৃষ্টান্তে "দুঃখী আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে না ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিয়া তদানীন্তন সুখাদির সহিত অহমর্থের সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং দৃষ্টান্তবৈষম্য-হেতু অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশহেতু তদানীন্তন সুখাদির সহিত অহমর্থের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় যে সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয়, তাহার অনুপপত্তিই হইয়া পড়ে। আর বিবেকিগণের "আমার দেহ স্থূল হইবে" এইরূপ ইচ্ছায়ই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কার্শ্যাদি-নিরূপিত শরীরই স্থৌল্যাধিকরণরূপে বিবেকিগণের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের আপত্তিতে উক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা উপপত্তি করা যায় না। "আমার আত্মা দুঃখবিহীন হইবে" এইরূপ ইচ্ছায় কাহারও সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না ; কিন্তু "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছারই সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়। সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিলে উক্তরূপ প্রবৃত্তির অনুপপত্তিই হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের প্রদর্শিত আপত্তির পরিহার করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার অনুপপত্তিই হয়। সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা যে, সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে "আমি দুঃখবিহীন হইব" এইরূপ ইচ্ছায় সুষুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় বলিয়াছি, তাহার উপপত্তি করা যায় না।

আরও কথা এই যে—সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব হয় স্বীকার করিলে পূর্ব্বতন অহমর্থের নাশ এবং সুষুপ্তির পরে অদ্যতন অহমর্থের পুনরুৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে পূর্ব্বতন অহং-ব্যক্তি ও অদ্যতন অহং-ব্যক্তির ভেদ হয় বলিয়া কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই উভয়ই অহমর্থনিষ্ঠ ; সুতরাং পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তা অহমর্থ ও অদ্যতন কর্ম্মফলভোক্তা অহমর্থ প্রদর্শিতরূপে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তা অহমর্থের কৃতহানি হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তা অহমর্থ যে কর্ম্ম করিল, সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিয়া সেই অহং-ব্যক্তি আর অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে পারিল না ; সুতরাং কৃতহানি দোষ হইয়া পড়ে। আর সুষুপ্তির পরে উৎপন্ন অদ্যতন অহমর্থের কর্ম্মাভাবেও ফলভোগ সম্ভব হইল ; সুতরাং সেই অদ্যতন অহং-ব্যক্তির অকৃতাভ্যাগম হইল ; সে কোন কর্ম্ম করে নাই, অথচ ফল ভোগ করিল। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব হয় বলিলে প্রদর্শিতরূপে কৃতের নাশ ও অকৃতের অভ্যাগমরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিলে কর্ত্তা অহমর্থ ও ভোক্তা অহমর্থের ভেদ হইয়া পড়ে এবং সেই কারণেই কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই চৈতন্য অনুগত ; সুতরাং চৈতন্যানুগমের দ্বারা কর্ত্তা ও ভোক্তার অভেদের উপপত্তি হয়। চৈতন্যানুগমের দ্বারা কর্ত্তা ও ভোক্তা অভিন্ন হয় বলিয়া কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অভিন্ন চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদি নাই। অভিন্ন চৈতন্য শুদ্ধচৈতন্য ;

কর্ত্তৃত্বাদ্যারোপস্যাপি অসম্ভবাচ্চ। অন্যথা আত্মা করোতি—ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চ সুষুপ্তৌ কারণাত্মনা স্থিতস্যৈব উৎপত্ত্যঙ্গীকারান্নানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, কর্ত্তৃভোক্তৃকারণস্য কর্ত্তৃত্বাদিশূন্যস্য স্থিতাবপি কৃতহান্যাদেরনুদ্ধারাৎ। ২১৫।

নন্বু পূর্ব্বোক্তয়োঃ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অনুমানস্য চ বিরোধস্তদবস্থ এব, শাস্ত্রবাধস্তু তবাপ্যনিষ্ট ইতি চেৎ ন, শ্রুত্যাদেরন্যবিষয়ত্বেন বাধাভাবাৎ। তত্র "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" (ছা—৭।২৫।১) ইত্যাদি

শুদ্ধচৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদি থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যানুগমের দ্বারা কর্ত্তা ও ভোক্তার অভেদের উপপত্তি হয় দেখাইয়া কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষের পরিহার করিতে পারেন না। কারণ অনুগত অভিন্ন চৈতন্যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি নাই।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—চৈতন্যে বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি না থাকিলেও আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি আছে; সুতরাং আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদিযুক্ত চৈতন্যানুগমের দ্বারা কর্ত্তা ও ভোক্তার অভেদের উপপত্তি হয় বলিয়া প্রদর্শিত কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মাতে অর্থাৎ চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদির আরোপও সম্ভব নহে। কর্ত্তৃত্বাদির আরোপ দেহাদিতেও আছে। যেমন "স্থূলঃ করোতি" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদির আরোপ চৈতন্যেই আছে বলা যায় না। কর্ত্তৃত্বাদি আরোপের দেহাদিতে অতিপ্রসঙ্গনিবন্ধন চৈতন্যে আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি আছে বলা যায় না। আর "অহং করোমি" এইরূপই প্রতীতি হয় বলিয়াও অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্যে অর্থাৎ আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদির আরোপ সম্ভব নহে। অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদির প্রতীতি হয় না; কিন্তু অহমর্থ হইতে অভিন্ন চৈতন্যেই কর্ত্তৃত্বাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। অহমর্থ হইতে অভিন্ন চৈতন্যে যে কর্ত্তৃত্বাদির প্রতীতি হয়, তাহা আরোপিত নহে। সুতরাং অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদির আরোপ সম্ভব নহে। যদি অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদি থাকিত, তাহা হইলে "চৈতন্যং করোতি, আত্মা করোতি" এইরূপ প্রতীতি হইত। ঐরূপ প্রতীতি ত হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না বলিয়াছি। সেজন্য সুষুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বুঝিতে হইবে না; কিন্তু সুষুপ্তিতে অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার কারণরূপে থাকে এবং সুষুপ্তিতে কারণরূপে স্থিত অহমর্থেরই সুষুপ্তির পরে উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহাই আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং সুষুপ্তিতেও অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার কারণরূপে থাকে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে সকল দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। সমস্ত আপত্তির উপপত্তি হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ যাহা কর্ত্তা ও ভোক্তার কারণ, সেই অহমর্থ সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদিশূন্য হইয়া থাকিলেও আমরা যে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, সেই দোষের আর উদ্ধার হইবে না অর্থাৎ পরিহার হইবে না। কর্ত্তা অহমর্থ ও ভোক্তা অহমর্থ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বতন অহমর্থের ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাশরূপ কৃতনাশের এবং অদ্যতন অহমর্থের কর্ম্মাভাবেও ভোগপ্রাপ্তিরূপ অকৃতাভ্যাগমের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আত্মা হইতে অহমর্থকে ভিন্ন বলিলে এই প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার কোনরূপেই করা যায় না। সুতরাং অহমর্থ আত্মাই, অনাত্মা নহে। ২১৫।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—"অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" "অথাত আত্মাদেশঃ" এই ছান্দোগ্যশ্রুতিতে অহঙ্কার ও আত্মার পৃথক্ উপদেশ থাকায় অহমর্থ—অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা নহে।

শ্রুতি-স্মৃত্যোঃ "গর্ব্বোঽভিমানোঽহঙ্কার" ইত্যভিধানাৎ গর্ব্বাদিবাচকাহঙ্কারো বিষয়ঃ, স তু প্রাকৃত এব "অহঙ্কারশ্চাহংকর্ত্তব্যঞ্চ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স চ মান্তোঽব্যয়রূপঃ কারপ্রত্যয়ান্তঃ। আত্মবাচ্যহংশব্দস্তু দকারান্তোঽস্মচ্ছব্দঃ। তস্মাৎ উভয়োরর্থতঃ শব্দতশ্চ ভেদাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। ন চ উভয়োরপি অহঙ্কারে এব শক্তিরিতি বাচ্যম্, অহঙ্কারস্যানেকপ্রয়োগদর্শনেন একত্র শক্তেঃ নিয়ন্তুমশক্যত্বাৎ। অহংশব্দস্তু অহঙ্কারশব্দবৎ আত্মভিন্নে প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাভাবাদাত্মপর এবেতি ভাবঃ। এবমহমর্থস্য সর্ব্বাবস্থানুগতত্ব-সিদ্ধ্যা পরোক্তানুমানবৃত্তিহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বেন অপ্রমাণত্বং সুপ্রসিদ্ধম্। ২১৬।

নন্বু জ্ঞাতুঃ সদ্ভাবে কিমিতি বিশেষজ্ঞানং ন স্যাদিতি চেৎ ন, তত্র বিষয়াভাবাৎ। ন হি জ্ঞাতুঃ

আর "অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" এই স্মৃতিতে অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্গত বলিয়া উপদেশ করায় অহমর্থ—অনাত্মা এবং "অহমর্থ—অনাত্মা সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থানন্নুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ" এই অনুমানের দ্বারাও অহমর্থের অনাত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থকে আত্মাই বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সহিত এই প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও অনুমানের বিরোধ থাকিয়াই যাইবে। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রার্থের বাধ হইয়া পড়িবে; কিন্তু শাস্ত্রার্থের বাধ দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণেরও অনভিলষিতই। সুতরাং অহমর্থকে আত্মা বলা যায় না; অহমর্থ অনাত্মাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুত্যাদি অন্যবিষয়ক বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা শ্রুত্যর্থের বাধ হওয়ার আশঙ্কা নাই। "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ" "অহঙ্কার ইতীয়ং মে" এই শ্রুতি-স্মৃতির বিষয় হইল গর্ব্বাদিবাচক অহঙ্কার। অহঙ্কার-শব্দের প্রতিবোধক শব্দ যে গর্ব্ব ও অভিমান হইতে পারে, তাহা অভিধানেই আছে। অভিধানে বলা হইয়াছে—গর্ব্বোঽভিমানোঽহঙ্কারঃ। সুতরাং প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতিতে গর্ব্ব ও অভিমানবাচক অহঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। সেই অহঙ্কার প্রাকৃতই। সেই অহঙ্কার যে প্রাকৃত, তাহা শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায়। অপর শ্রুতি বলিয়াছেন—অহঙ্কারশ্চাহংকর্ত্তব্যঞ্চ। সেই অহঙ্কার মকারান্ত, অব্যয় ও কারপ্রত্যয়ান্ত। আর আত্মবাচ্য অহংশব্দ কিন্তু দকারান্ত অস্মদ্‌শব্দ। অতএব অহঙ্কার ও অহং শব্দতঃ ও অর্থতঃ ভিন্ন। প্রাকৃত অহঙ্কারের কথাই উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি বলিয়াছেন। তদ্দ্বারাই উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির উপপত্তি হইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বিরোধ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। আর "অহম্" ইহাই আত্মবাচ্য; সুতরাং অহংকেই আমরা আত্মা বলিয়া থাকি।

আর অহং ও অহঙ্কার এই উভয় শব্দেরই অহঙ্কারেই শক্তি ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অহঙ্কারশব্দের অনেক অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অহঙ্কারশব্দকে এক অর্থে সঙ্কোচ করা যায় না; কিন্তু অহংশব্দের অহঙ্কার-শব্দের ন্যায় আত্মভিন্ন অর্থে বেশী প্রয়োগ হইতে দেখা যায় না। অহংশব্দের কেবল আত্মার্থেই বেশী প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অহঙ্কার গর্ব্বাদিবাচক এবং অহং আত্মবাচক। এই প্রদর্শিতরূপে আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রুতি-স্মৃতির কোন বিরোধ হয় না। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অনুমানবিরোধ দেখাইয়াছেন, তাহারও আর অবসর নাই। কারণ তাহাতে "সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থানন্নুগতত্বাৎ" এইরূপ হেতু বলা হইয়াছে; প্রদর্শিতরূপে আত্মভূত অহমর্থ সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে অননুগত নহে; কিন্তু অহমর্থ সর্ব্বাবস্থাতে অনুগতই বটে। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমানের হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস হইয়াছে; সদ্ধেতু হয় নাই। সুতরাং উক্তানুমানের অপ্রামাণ্য সুপ্রসিদ্ধ। ২১৬।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মতে সুষুপ্তিতেও জ্ঞাতা অহমর্থ থাকে। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, সুষুপ্তিতে যদি জ্ঞাতা অহমর্থ থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়বিষয়ক জ্ঞান

সত্ত্বমাত্রং বিষয়ানুভবে প্রযোজকম্, অপি তু বিষয়সত্ত্বসহকৃতমেব। তস্মাৎ জ্ঞাতুঃ সত্ত্বেঽপি বিষয়াভাবাৎ বিশেষজ্ঞানানুদয়ঃ অবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। ন চ "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" ইত্যস্মদর্থাভাব-বিষয়কপ্রত্যয়স্য "ন বিজানাত্যয়মহমস্মি" ইতি শ্রুতেশ্চ সুষুপ্তৌ অহমর্থাভাবস্য মানসিদ্ধ্যা কথমস্মৎ-প্রযুক্তহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বম্? তস্মাৎ অননুগমস্য তাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্, উক্তপ্রত্যয়েঽপি অহমর্থস্য অনুবৃত্তিদর্শনাৎ। তথাহি—তত্র মামিতি দ্বিতীয়ান্তস্য কর্ম্মরূপাহমর্থস্য জাগ্রদনুভূতানাদিকর্ম্মসংস্কার-

---

থাকে না কেন? জ্ঞাতা থাকিলে বিষয়ানুভব থাকিবেই। জ্ঞাতৃসত্তা বিষয়ানুভবে প্রযোজক। সুতরাং সুষুপ্তিতে যখন বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ানুভব থাকে না, তখন সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থও থাকে না ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থ থাকিলেও বিষয়ের অভাবনিবন্ধনই বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ানুভব থাকে না। জ্ঞাতার সত্তামাত্রই বিষয়ানুভবে প্রযোজক নহে; কিন্তু বিষয়সত্ত্ব সহকারে জ্ঞাতার সত্তাই বিষয়ানুভবে প্রযোজক। যদি জ্ঞাতৃসত্ত্বমাত্রই বিষয়ানুভবে প্রযোজক হইত, তবেই সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থের সত্তা থাকে বলায় সুষুপ্তিতে বিষয়জ্ঞান হওয়ার আপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু কেবল জ্ঞাতৃসত্তা বিষয়ানুভবে প্রযোজক নহে; কিন্তু বিষয়সত্ত্বসহকৃত জ্ঞাতৃসত্তাই বিষয়ানুভবে প্রযোজক। অতএব সুষুপ্তিতে জ্ঞাতৃসত্তা থাকিলেও বিষয়ের অভাবনিবন্ধন বিশেষ জ্ঞানের অর্থাৎ বিষয়বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় না। সুতরাং সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থের অনুভব আছে বলায় কোন বিরোধ হয় না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সুষুপ্তির পরে "এতকাল আমাকেও আমি জানি নাই" এইরূপ অস্মদর্থের অভাববিষয়ক জ্ঞান এবং "এই আমি হই এইরূপ জানে না" এইরূপ শ্রুতির দ্বারা সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত জ্ঞান ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে অহমর্থাভাবের অনুমানে "সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্ব"রূপ হেতুটিকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিতে পারেন না। আমরা "অহমর্থ অনাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থকে সর্ব্বাবস্থাতে অনুগত বলিয়া সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্ব"রূপ হেতুটিকে স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ প্রদর্শিত জ্ঞান ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাবসিদ্ধ হয় বলিয়া উক্ত হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস নহে; সদ্ধেতুই হইয়াছে। সুষুপ্তিতে অহমর্থ অননুগতই বটে; প্রদর্শিত জ্ঞান ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্তানুমানের হেতুতে অহমর্থের সুষুপ্ত্যাদিতে অননুগতত্বরূপ যাহা বলিয়াছি, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে অর্থাৎ "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" অর্থাৎ "এতকাল আমাকেও আমি জানি নাই" এইরূপ জ্ঞানকে এবং "ন বিজানাতি অয়মহমস্মি" এই শ্রুতিকে সুষুপ্তিতে অহমর্থাভাবের প্রমাণ বলিতে পারেন না। কারণ "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানেও অহমর্থের অনুবৃত্তি দেখা যায়। তাহাই বলা হইতেছে—"এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে যে "মাম্" এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মরূপ অহমর্থ, জাগ্রদনুভূত অনাদিকর্ম্মসংস্কারপ্রযুক্ত ও আত্মত্বরূপে অভিমত দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্নই সেই অহমর্থের বিষয় অর্থাৎ জাগ্রদবস্থানুভূত দেহাদিসম্বদ্ধ ও আত্মত্বরূপে অভিমত যে অস্মদর্থ, তাহাই "মাম্" এইরূপ পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। আর "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে যে "অহম্" এইরূপ প্রথমান্ত কর্ত্তৃরূপ অহমর্থ, তাহার বিষয় দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণ শুদ্ধব্রহ্মাত্মক প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণ শুদ্ধব্রহ্মাত্মক প্রত্যগাত্মা যে জ্ঞাতা, তাহাকেই "অহম্" এই পদের দ্বারা বলা

প্রযুক্তাত্মত্বাভিমতদেহাদ্যবচ্ছিন্নো বিষয়ঃ, অহমিতি প্রথমান্তস্য কর্ত্তুরস্মদর্থস্য দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণ-শুদ্ধব্রহ্মাত্মকপ্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা বিষয়ঃ, তথাচ—মামিত্যুক্তলক্ষণস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধস্য তত্রাভাবাৎ নিষেধ-বিষয়ত্বং সুপপন্নম্। তথৈবাহমিতি দেহাদিবিযুক্তস্য তদ্বিশিষ্টাভাববিষয়কানুভূত্যাশ্রয়াভিন্নস্য তত্রাপি সত্ত্বেন জ্ঞাতৃতয়া ভানমপি সুপপন্নতরম্। তথাচাহমর্থস্যানুভবিতুঃ সর্ব্বাবস্থানুগতত্বেন হেত্বসিদ্ধেঃ সুপপন্ন-

---

হইয়াছে। সুতরাং "মাম্" এই পদের দ্বারা যাহার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রদর্শিত লক্ষণবিশিষ্ট দেহাদিসম্বন্ধ অহমর্থ সুষুপ্তিতে থাকে না বলিয়া তাহাই "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ নিষেধের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে প্রদর্শিত লক্ষণবিশিষ্ট দেহাদি-সম্বন্ধ অহমর্থের অভাবই "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে বুঝাইয়া থাকে। সেই সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপ অহমর্থরূপ বিশেষ্যের সত্তা থাকিলেও জাগ্রদবস্থানুভূত, অনাদি-কর্ম্মসংস্কারপ্রযুক্ত ও আত্মত্বরূপে অভিমত যে দেহাদি, তদবচ্ছিন্নরূপ বিশেষণের অভাবনিবন্ধনই বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ দেহাদিবিশিষ্ট অহমর্থের অভাব "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ্য অহমর্থের সুষুপ্তিতে অভাব "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে বুঝায় না। অথবা "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে অস্মদর্থে বিশেষণীভূত যে দেহাদিবৈশিষ্ট্য, তাহাই উক্ত জ্ঞানে নিষেধ্য। কারণ এইরূপ ন্যায় আছে যে, "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে" অর্থাৎ "সবিশেষণে যে বিধি ও নিষেধ হয়, বিশেষ্যে বাধ থাকিলে সেই বিধি ও নিষেধ বিশেষণকেই আশ্রয় করে"। সুতরাং বিশেষ্য অহমর্থ সুষুপ্তিতেও অনুগত বলিয়া বাধ থাকায় "মামপি নাবেদিষম্" এই নিষেধ বিশেষণীভূত দেহাদিবৈশিষ্ট্যেই প্রযুক্ত হইবে। সুতরাং সুষুপ্তিতে দেহাদিবৈশিষ্ট্যেরই অভাব "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ্য অহমর্থের অভাব "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানে বুঝায় না। সুতরাং "মাম্" এই পদের দ্বারা যাহার স্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই দেহাদিসম্বন্ধ অহমর্থ সুষুপ্তিতে থাকে না বলিয়া "মামপি নাবেদিষম্" এইরূপে তাহার নিষেধবিষয়ত্ব সুন্দররূপে উপপন্ন হয়। সেইরূপই "অহম্" এই পদের দ্বারা যাহার কথা বলা হইয়াছে এবং যাহা দেহাদিবিশিষ্টাভাববিষয়ক অনুভূতির আশ্রয় হইতে অভিন্ন, সেই দেহাদিবিযুক্ত অহমর্থ সুষুপ্তিতেও থাকে বলিয়া জ্ঞাতৃরূপে তাহার প্রকাশও অর্থাৎ অনুভবও সুষুপ্তিতে আরও সুন্দররূপেই উপপন্ন হয়। আর তাহার ফলে অনুভবিতা অর্থাৎ জ্ঞাতা আত্মস্বরূপ অহমর্থ সুষুপ্ত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় অনুগত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমানে "সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ" এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই হেতুটির অসিদ্ধি অতি উত্তমরূপেই উপপন্ন হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে "অহমর্থ—অনাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননু-গতত্বাৎ, স্থূলদেহাদিবৎ" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অনুমানের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়। জ্ঞাতা আত্মস্বরূপ অহমর্থ সর্ব্বাবস্থায়ই অনুগত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত হেতুটি যে স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস, সদ্ধেতু নহে, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানকে সুষুপ্তিতে অহমর্থাভাবে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে—"ন বিজানাতি অয়মহমস্মীতি" এইরূপ শ্রুতিকে সুষুপ্তিতে অহমর্থাভাবে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ প্রদর্শিতরূপ উপপত্তির দ্বারা উক্ত শ্রুতিরও ব্যাখ্যা করাই হইয়াছে। কারণ ঐ শ্রুতিবাক্যও দেহাদিবিশিষ্ট অহমর্থপ্রতিযোগিক যে অভাব, সেই অভাবই বিধান করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্য সুষুপ্তিতে দেহাদিসম্বন্ধ অহমর্থেরই নিষেধ করিয়াছেন; দেহাদিবিযুক্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞাতা অহমর্থের নিষেধ করেন নাই। সুতরাং "এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞান ও "ন বিজানাত্যয়মহমস্মীতি" এই শ্রুতিবাক্য তুল্যার্থক অর্থাৎ সমানার্থক। এইজন্য "মামপ্যহং নাবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানের যেরূপ উপপত্তি দেখান

তমত্বাৎ অপ্রামাণ্যমনুমানস্য। এতেন উক্তায়াঃ শ্রুতেরপি ব্যাখ্যানম্ উক্তং ভবতি, তস্যাপি উক্তলক্ষণ-বিশিষ্টপ্রতিযোগিকাভাববিধানপরত্বেন তুল্যার্থকত্বাৎ। ২১৭।

নন্বহমর্থোঽনাত্মা অহংপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ শরীরবদিতি প্রয়োগাৎ তস্য অনাত্মত্বাবগম ইতি চেৎ ন, ত্বন্মতে অহমর্থান্তর্গতাধিষ্ঠানভূতচিতোঽপি তৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বেন তত্র ব্যভিচারাৎ। ন চ যেন রূপেণ অহংধীবিষয়ত্বং তেন রূপেণ অনাত্মত্বং স্বরূপেণাত্মত্বমিতি ন ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, "অহমাত্মা গুড়াকেশ"

হইয়াছে, তদ্দ্বারাই উক্ত শ্রুতিবাক্যেরও উপপত্তি বলাই হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত শ্রুতিবাক্যকেও সুষুপ্তিতে অহমর্থাভাবে প্রমাণ বলিতে পারেন না। ২১৭।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"অহমর্থ—অনাত্মা, যেহেতু অহমর্থ অহংপ্রতীতির বিষয়; যাহা যাহা অহং-প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা তাহা অনাত্মা; যেমন শরীরাদি অহংপ্রতীতির বিষয় বলিয়া অনাত্মা" এইরূপ অনুমানপ্রয়োগ হইতে অহমর্থের অনাত্মত্ব জানা যায়। সুতরাং অহমর্থ অনাত্মা। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থ চিদচিৎসম্বলনাত্মক। তাহাতে চিদ্ভাগ অচিদ্ভাগারোপের অধিষ্ঠান। সেই অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চিদ্ভাগও অর্থাৎ আত্মভূত চৈতন্যভাগও অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া তাহাতে উক্তানুমানের ব্যভিচার হইয়া পড়ে অর্থাৎ উক্তানুমানে যে "যাহা যাহা অহংপ্রতীতির বিষয় হয়, তাহা তাহা অনাত্মা" এইরূপ ব্যাপ্তি দেখান হইয়াছে, অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চিদ্ভাগও অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া তাহাতে উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়া পড়ে। অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চিদ্ভাগ অহংপ্রতীতির বিষয় হইয়াও অনাত্মা নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ অনুমানের দ্বারা অহমর্থের অনাত্মত্ব সিদ্ধি করিতে পারেন না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—যে রূপে চৈতন্য অহংপ্রতীতির বিষয়, সেই রূপে চৈতন্য অনাত্মা। যে রূপে চৈতন্যের অহংপ্রতীতিবিষয়ত্ব, সেই রূপে চৈতন্যের অনাত্মত্ব। সুতরাং অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য অহত্বরূপে অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া অহত্বরূপে চৈতন্য অনাত্মা; কিন্তু চৈতন্য স্বরূপে আত্মা। স্বরূপতঃ চৈতন্য অনাত্মা নহে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ তদ্দ্বারা আমাদের প্রদর্শিত অনুমানে ব্যভিচার দেখাইতে পারেন না। অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য অহত্বরূপে অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া উহা উক্তানুমানের পক্ষান্তর্গত এবং তাহাতেও সাধ্যের সিদ্ধি আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্যভিচার দোষ উদ্ভাবন করা যায় না। স্বরূপতঃ চৈতন্য আত্মা, অনাত্মা নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ "অহমাত্মা গুড়াকেশ" এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা আত্মত্বরূপেও চৈতন্যের অহংপ্রতীতিবিষয়ত্ব জানা যায়। সুতরাং কেবল যে অহত্বরূপে চৈতন্যের অহংপ্রতীতিবিষয়ত্ব হয়, তাহা নহে; কিন্তু আত্মত্বরূপেও চৈতন্যের অহংপ্রতীতিবিষয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের যেরূপ পরিহার করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। আর চৈতন্যের স্বরূপতঃ আত্মত্বে কোন প্রমাণও নাই। আত্মত্বপ্রকারক ও অহমর্থবিশেষ্যক প্রতীতিবিষয়ত্ব যাহাতে থাকে, তাহাতেই আত্মত্ব থাকে। চৈতন্যে আত্মত্বপ্রকারক অহমর্থবিশেষ্যক প্রতীতিবিষয়ত্ব আছে, সুতরাং তাদৃশ প্রতীতিবিষয়ত্ববিশিষ্ট চৈতন্যে আত্মত্ব আছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উক্ত ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"অহমর্থ—আত্মা হইতে ভিন্ন, যেহেতু অহমর্থ অহংশব্দাভিধেয়, যাহা যাহা অহংশব্দাভিধেয়, তাহা তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন; যেমন অহঙ্কারশব্দাভিধেয় বস্তু অহংশব্দাভিধেয় বলিয়া আত্মা হইতে ভিন্ন" এইরূপ অনুমানই অহমর্থের অনাত্মত্বে প্রমাণ। সুতরাং অহমর্থ অনাত্মা।

(গী—১০।২০) ইতি আত্মত্বেনাপি অহংপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ, স্বরূপেণাত্মত্বে মানাভাবাচ্চ। ন চ অহমর্থঃ আত্মান্যঃ, অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ অহঙ্কারশব্দাভিধেয়বৎ—ইত্যত্র মানমিতি বাচ্যম্, "অহমাত্মা গুড়াকেশ" (গী—১০।২০) ইত্যহংশব্দাভিধেয়ে বিশ্বাত্মনি শ্রীবাসুদেবে পরব্রহ্মণি ব্যভিচারাৎ। ২১৮।

অথ যৎ ত্বয়া আত্মনো "গৌরোঽহম্" ইতি অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্বম্, "মা ন ভূবং হি ভূয়াসম্" ইত্যাদিনা পরমপ্রেমাস্পদত্বম্, অহমর্থস্য স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকবৈধুর্য্যেণ আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বং চোক্তম্, তৎ সর্ব্বমহমর্থস্যানাত্মত্বে অযুক্তং স্যাৎ, উক্তস্য সর্ব্বস্য অহমর্থে এব পর্য্যবসানাৎ। ২১৯।

ন চ প্রেমাস্পদাত্মৈক্যারোপাদহমর্থে তথা প্রতীতিরিতি বাচ্যম্, অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ, অহমর্থ-

---

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে "অহমাত্মা গুড়াকেশ" এই ভগবদুক্তিতে যে বিশ্বাত্মা শ্রীবাসুদেব পরব্রহ্ম অহংশব্দাভিধেয় হইয়াছে, তাহাতে উক্তানুমানের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। যেহেতু বিশ্বাত্মা বাসুদেব পরব্রহ্মে উক্ত ভগবদুক্তিমূলে অহংশব্দাভিধেয়ত্বরূপ হেতু আছে, কিন্তু আত্মান্যত্বরূপ সাধ্য নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমান ব্যভিচারদোষে দুষ্ট। সুতরাং উক্তানুমানের দ্বারা অহমর্থের অনাত্মত্ব সিদ্ধ হয় না। ২১৮।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "গৌরোঽহম্" ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া আত্মাকে দেহধর্ম্মাদিরূপ অনাত্মবস্তুর আরোপের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন অর্থাৎ "গৌরোঽহম্" ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া আত্মার অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্ব বলিয়াছেন, আর অদ্বৈতবাদিগণ যে "মা ন ভূবং ভূয়াসম্" অর্থাৎ "আমার না থাকা যেন ঘটে না, চিরকালই যেন বাঁচিয়া থাকি" ইত্যাদি প্রতীতি উদাহরণ দিয়া আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব বলিয়াছেন, আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের স্বসত্তায় প্রকাশের ব্যভিচার হয় না বলিয়া আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিয়াছেন, এই সমস্তই অহমর্থের অনাত্মত্বে অযুক্ত হইয়া পড়ে ; কারণ "গৌরোঽহম্" ইত্যাদি উদাহরণের দ্বারা আত্মার অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্ব, "মা ন ভূবং ভূয়াসম্" ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব এবং অহমর্থের স্বসত্তায় প্রকাশের অব্যভিচারহেতু আত্মার স্বপ্রকাশত্ব, এই সমস্তেরই অহমর্থে পর্য্যবসান হইয়াছে। অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করিলে অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিত্রয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যই আত্মাতে অনাত্মধর্ম্মের আরোপ উপপাদন করিতে যাইয়া অধ্যাসভাষ্যে "গৌরোঽহম্" এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা আত্মার অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্ব বলা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ "গৌরোঽহম্" এই স্থলে গৌরত্বরূপ দেহধর্ম্মের আরোপ আত্মাভিন্ন অহমর্থেই হইয়াছে ; অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মাতে হয় নাই। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ যে "মা ন ভূবং ভূয়াসম্" এইরূপ প্রতীতি উদাহরণ দিয়া আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও আত্মাভিন্ন অহমর্থেরই পরম প্রেমাস্পদত্ব অনুমান করা যায়। অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব অনুমান করা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত উদাহরণের দ্বারা আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব বলা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের স্বসত্তায় প্রকাশের ব্যভিচার হয় না এইরূপ হেতু দেখাইয়া অর্থাৎ অহমর্থ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ প্রকাশিতই থাকে এইরূপ হেতু দেখাইয়া আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিয়াছেন, অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করিলে তাঁহাদের সেই উক্তিও অসঙ্গতই হইয়া পড়ে। অহমর্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহাদের প্রদর্শিতরূপে আত্মার স্বপ্রকাশত্বরূপ উক্তি অযুক্তই হইয়া পড়ে। ২১৯।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ ; আত্মৈক্যারোপনিবন্ধনই অহমর্থে পরমপ্রেমাস্পদত্ববুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করিয়াও যে "মা ন ভূবং ভূয়াসম্" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা

প্রেম্ণোঽন্যস্য আত্মপ্রেম্ণোঽনুভবাভাবাচ্চ। অহিতে হিতবুদ্ধ্যা প্রেমোৎপত্তাবপি অপ্রেমাস্পদে প্রেমাস্পদত্বস্য আরোপাদর্শনাচ্চ। "সমারোপ্যস্য রূপেণ বিষয়ো রূপবান্ ভবেৎ। বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন রূপবৎ॥" ইতি বাচস্পত্যুক্তেঃ অধ্যস্তান্তঃকরণগতাপ্রেমাস্পদত্বস্যৈব আত্মনি প্রতীত্যাপত্তেশ্চ। কিঞ্চ অনিদমি রূপ্যে শুক্তিনিষ্ঠেদন্ত্বাদিভানবৎ অনিষ্ঠাননিষ্ঠসাধারণধর্ম্মস্য আরোপ্যে ভানেঽপি অসাধারণধর্ম্মস্য প্রেমাস্পদত্বাদেঃ ভানাসম্ভবাৎ। আরোপ্যাসাধারণধর্ম্মাণাং ভীষণত্বাদীনাং রজ্জ্বামিব আরোপ্যাসাধারণানাম-

---

আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্ব বলিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। আত্মৈক্যাধ্যাসনিবন্ধনই অহমর্থে পরমপ্রেমাস্পদত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপও বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে—"আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্বসিদ্ধি হইলে আত্মৈক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থের পরমপ্রেমাস্পদত্বসিদ্ধি হইবে এবং আত্মৈক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থের পরমপ্রেমাস্পদত্বসিদ্ধি হইলে আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্ব-সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর "আত্মার প্রেমাস্পদত্বসিদ্ধি অহমর্থের প্রেমাস্পদত্বারোপের অধীন নহে; সুতরাং প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না" ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ অহমর্থগত প্রেম হইতে ভিন্ন আত্মগত প্রেমের অনুভবই নাই। অহমর্থগত প্রেম হইতে ভিন্ন আত্মগত প্রেম থাকার কোনও প্রমাণ নাই। অহমর্থেই প্রেম অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং অহমর্থগত প্রেমের যে অনুভব, তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মপ্রেমের অনুভব নাই বলিয়া আত্মার প্রেমাস্পদত্ব অহমর্থের প্রেমাস্পদত্বারোপের অধীন বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অনিষ্টসাধন সর্পাদিতে মালাত্বভ্রমের ফলে "ইহা ইষ্টসাধন, যেহেতু ইহা মালা" এইরূপ ইষ্টসাধনতাভ্রমের পরে উহাতে বস্তুতঃ ইষ্টসাধনতার অভাবেও যেমন "ইহা আমার হউক" এইরূপ ইচ্ছা অর্থাৎ প্রেম অনুভূত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস হওয়ার ফলে অহমর্থে প্রেমাস্পদত্ব ভ্রম হয় এবং অহমর্থে বস্তুতঃ প্রেমাস্পদত্ব না থাকিলেও প্রেম অনুভূত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপও বলিতে পারেন না। কারণ অনিষ্টসাধন সর্পাদিতে ইষ্টসাধনত্ববুদ্ধিদ্বারা প্রেমোৎপত্তি হইলেই বস্তুতঃ প্রেম থাকে বলিয়া প্রেমানুভব হইয়া থাকে। আর অনিষ্টসাধন সর্পাদিতে প্রেমোৎপত্তিও হয়। কিন্তু অনিষ্টসাধন সর্পাদিতে প্রেমের উৎপত্তি না হইলে প্রেমানুভব হইতে পারে না। সুতরাং অহিতে হিতবুদ্ধিদ্বারা প্রেমোৎপত্তি হইতে দেখা গেলেও অপ্রেমাস্পদে প্রেমাস্পদত্বের আরোপ হইতে কোথাও দেখা যায় না। অহমর্থ অপ্রেমাস্পদ হইলে, তাহাতে প্রেমাস্পদত্বের আরোপ হয় বলিতে হইবে। তাহা ত হইতে পারে না। কারণ অপ্রেমাস্পদে প্রেমাস্পদত্বের আরোপ হইতে দেখা যায় না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন এবং অহমর্থে আত্মরূপ অধিষ্ঠানগত প্রেমাস্পদত্বের আরোপ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী বাচস্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে এবং বাচস্পতিমিশ্রের উক্তি অনুসারে অনিষ্টাপত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"সর্পাদি সমারোপ্য বস্তুর রূপদ্বারা অর্থাৎ ভীষণত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা বিষয় অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত রজ্জু প্রভৃতি, রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়ের অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত রজ্জু প্রভৃতির ধর্ম্মদ্বারা সমারোপ্য সর্পাদি বস্তু রূপবিশিষ্ট হয় না। ইহাই ভ্রমস্থলে নিয়ম।" অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করিয়া অহমর্থে আত্মরূপ অধিষ্ঠানগত প্রেমাস্পদত্বের আরোপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রদর্শিত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। বাচস্পতিমিশ্র অধিষ্ঠানের ধর্ম্মদ্বারা আরোপ্য রূপবান্ হয় না বলিয়াছেন; আত্মরূপ অধিষ্ঠানগত প্রেমাস্পদত্বের অহমর্থে আরোপ স্বীকার করিলে সেই বাচস্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। আর যে

প্রেমাস্পদত্বাদীনামেব আত্মনি ভানাপত্তেরিত্যর্থঃ। ত্বদ্রীত্যা সুখানুভবরূপস্য আত্মনঃ "অহং সুখমনুভবামি" ইতি সুখানুভবাদ্‌ভেদেনৈব প্রতীতেশ্চ। ২২০।

কিঞ্চ মোক্ষে অহমর্থাভাবে আত্মনাশো মোক্ষ ইতি বাহ্যমতাপত্তিঃ। প্রেমাস্পদাহমর্থস্য ত্বন্মতেঽপি নাশাৎ, তদতিরিক্তশূন্যস্য তন্মতেঽপ্যনাশাৎ। ন হি অহমর্থভিন্নে আত্মনি প্রেমধীঃ কদাচিদস্তীতি ভাবঃ।

বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—আরোপ্যের রূপদ্বারা অধিষ্ঠান রূপবান্ হয়, সেই উক্তি অনুসারে অধ্যস্ত অন্তঃকরণগত যে অপ্রেমাস্পদত্ব, সেই অপ্রেমাস্পদত্বেরই অধিষ্ঠানভূত আত্মাতে প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং অহমর্থকে অনাত্মা বলা যায় না; তাহা প্রদর্শিত হেতুগুলির দ্বারাই নিরূপিত হয়। এই সকল অনুপপত্তিনিবন্ধন অহমর্থকে আত্মা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

আরও কথা এই যে, ভ্রমকালে অধিষ্ঠাননিষ্ঠ যে সাধারণ ধর্ম্ম, তাহাই মাত্র আরোপ্যে ভাসমান হইতে দেখা যায়, কিন্তু অধিষ্ঠাননিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম আরোপ্যে ভাসমান হয় না। আর আরোপ্যনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্মই অধিষ্ঠানে ভাসমান হইতে দেখা যায়; কিন্তু আরোপ্যনিষ্ঠ সাধারণ ধর্ম্ম অধিষ্ঠানে ভাসমান হয় না। যেমন শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, তাহাতে অধিষ্ঠান শুক্তিনিষ্ঠ ইদন্ত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মই আরোপ্য রজতে ভাসমান হইয়া থাকে; কিন্তু অধিষ্ঠান শুক্তিনিষ্ঠ শুক্তিত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম আরোপ্য রজতে ভাসমান হয় না। অধিষ্ঠাননিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম ভাসমান হইলে আরোপই সম্ভব হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থাধ্যাসে আত্মা অধিষ্ঠান। প্রেমাস্পদত্বাদি অধিষ্ঠানভূত আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম; সুতরাং প্রদর্শিত রীতি অনুসারে অধিষ্ঠানভূত আত্মনিষ্ঠ সাধারণ ধর্ম্ম আরোপ্য অহমর্থে ভাসমান হইলেও আত্মনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম প্রেমাস্পদত্বাদি ত আরোপ্য অহমর্থে ভাসমান হইতে পারে না। অধিষ্ঠানের অসাধারণ ধর্ম্ম ভাসমান হইলে যে আরোপ সম্ভব হয় না, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। অথচ অহমর্থে প্রেমাস্পদত্ব ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং অহমর্থকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে আরোপ্য অহমর্থে অধিষ্ঠানভূত আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম প্রেমাস্পদত্বাদি ভাসমান হওয়া সম্ভব হয় না। আর রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহাতে যেমন আরোপ্য সর্পের অসাধারণ ধর্ম্ম ভীষণত্বাদি অধিষ্ঠানভূত রজ্জুতে ভাসমান হয়, সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে আরোপ্য অন্তঃকরণের অসাধারণ ধর্ম্ম অপ্রেমাস্পদত্বাদিই অধিষ্ঠানভূত আত্মাতে ভাসমান হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি প্রদর্শিত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তিদ্বারাই সমর্থিত হয়।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—আত্মৈক্যারোপই অহমর্থে প্রেমাস্পদত্ব আরোপের কারণ, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ তাঁহাদের মতে আত্মা সুখানুভবরূপ। "আমি সুখ অনুভব করিতেছি" এইরূপে সুখানুভবরূপ আত্মা হইতে অহমর্থের ভেদেই প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতিতে অহমর্থ ও আত্মার অভেদে ত প্রতীতি হয় না। "আমি সুখ অনুভব করিতেছি" এইরূপে অহমর্থ ও আত্মার ভেদে প্রতীতি হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের "অহমর্থে আত্মৈক্যারোপ হয়" এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইরূপ ভেদে প্রতীতি হয় বলিয়া প্রদর্শিত স্থলে আত্মৈক্যারোপ বলা যায় না। ২২০।

আরও কথা এই যে, অহমর্থই প্রেমাস্পদ; আর যাহা প্রেমাস্পদ, তাহাই আত্মা। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যদি মোক্ষে সেই প্রেমাস্পদ অহমর্থের অভাব হয় বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে "আত্মনাশই মোক্ষ" এই বৌদ্ধমতের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতেও মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ স্বীকার করা হয়। বেদবাহ্য বৌদ্ধগণও মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ বলিয়া "আত্মনাশই মোক্ষ" এইরূপে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতেও যদি মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বেদবাহ্য

কিঞ্চ "মামৃতং কৃধি" "জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসম্" ইতি শ্রুত্যা অহমর্থস্যৈব অমৃতত্বোক্তেঃ, "অহং মুক্তঃ স্যাম্" ইতি ইচ্ছা চ ন স্যাৎ, তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বাৎ। ২২১।

নমু আত্মন এব মুক্তিরিষ্যতে অহঙ্কারেতরারোপাৎ "মুক্তঃ স্যাম্" ইতি ইচ্ছা সুপপন্না, যথা শরীরস্যৈব পুষ্টীচ্ছায়ামপি আত্মনি তদৈক্যারোপাৎ "পুষ্টঃ স্যাম্" ইতি ইচ্ছা, যথা আত্মন এব সুখেচ্ছায়ামপি তদৈক্যারোপাৎ "শরীরং সুখি স্যাৎ" ইতি ইচ্ছা চ—ইতি চেৎ ন, অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ।

বৌদ্ধমতেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ হইলেও তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের নাশ হয় না বলিয়া ব্রহ্মভাবই মোক্ষ; সুতরাং বৌদ্ধমতের আপত্তি হইবে না, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ বেদবাহ্য বৌদ্ধমতেও মোক্ষে আত্মনাশ হইলেও আত্মভিন্ন শূন্যের নাশ হয় না। সুতরাং শূন্যভাবই বৌদ্ধমতে মোক্ষ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যদি মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ হয় বলেন, তাহা হইলে বেদবাহ্য বৌদ্ধমতেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। বেদবাহ্য বৌদ্ধমতেও যেমন মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ ও শূন্যের স্থিতি স্বীকৃত হয়, অদ্বৈতমতেও সেইরূপই মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্থের নাশ ও ব্রহ্মের স্থিতি স্বীকৃত হয়। সুতরাং উভয় মত সমানই হইয়া পড়ে। জীবমাত্রের অহমর্থেই প্রেমবুদ্ধি হইয়া থাকে; অহমর্থভিন্ন আত্মাতে কখনও প্রেমবুদ্ধি হয় না। সুতরাং অহমর্থই প্রেমাস্পদ; আর যাহা প্রেমাস্পদ, তাহাই আত্মা। এইরূপে অহমর্থের আত্মত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে, "মামৃতং কৃধি" অর্থাৎ "আমাকে অমৃত কর" "জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসম্" অর্থাৎ "জ্যোতিঃস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও পাপশূন্য হই" এই শ্রুতির দ্বারা অহমর্থেরই অমৃতত্ব বলা হইয়াছে। এই প্রদর্শিত শ্রুতিতে "মাম্" "অহম্" এইরূপে অহমর্থেরই অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয় এবং আত্মস্বরূপ অহমর্থেরই মুক্তি হইয়া থাকে ইহা সিদ্ধ হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের অনাত্মত্ব বলেন এবং অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার মুক্তি হয় বলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। অহমর্থ যদি আত্মা না হয়, তাহা হইলে "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না। কারণ "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছা অহমর্থবিষয়কই হইয়া থাকে। অহমর্থ আত্মা না হইলে "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছার উপপত্তি হয় না। ২২১।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আত্মারই মুক্তি অভীষ্ট; অর্থাৎ আত্মমুক্তিরই ইচ্ছা হইয়া থাকে; তথাপি যে—"আমি মুক্ত হইব" এইরূপ অহমর্থবিষয়ক ইচ্ছা হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ অহমর্থে আত্মৈক্যারোপ। সুতরাং অহমর্থ আত্মা না হইলেও আত্মৈক্যারোপনিবন্ধন "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছা উপপন্ন হইয়া থাকে। অহমর্থে আত্মৈক্যারোপ থাকায় অহমর্থবিষয়ক প্রদর্শিতরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই। যেমন শরীরেরই পুষ্টি ইচ্ছা থাকিলেও আত্মাতে শরীরের ঐক্যারোপ-নিবন্ধন "আমি পুষ্ট হইব" এইরূপ অহমর্থ-বিষয়ক ইচ্ছা হইয়া থাকে এবং যেমন আত্মারই সুখেচ্ছা থাকিলেও শরীরের সহিত আত্মার ঐক্যারোপ-নিবন্ধন "শরীর সুখী হইবে" এইরূপ শরীরবিষয়ক ইচ্ছা হইয়া থাকে, সেইরূপ অহঙ্কারের সহিত আত্মার ঐক্যারোপ-নিবন্ধন "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ অহমর্থবিষয়ক ইচ্ছা হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আত্মা ও অহমর্থের আরোপকারণ ভেদসিদ্ধি থাকিলেই "আমি মুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছার অবাধকত্ব সিদ্ধি হইবে এবং উক্তরূপ ইচ্ছার অবাধকত্ব-সিদ্ধি হইলে আত্মা ও অহমর্থের আরোপকারণ ভেদসিদ্ধি হইবে, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়

তত্র শরীরং পুষ্টং স্যাদিতি শরীরমাত্রে পুষ্টীচ্ছাবৎ অহং সুখী স্যাম্ ইতি ইচ্ছাবচ্চ ইহ চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাদিতি ইচ্ছায়াঃ কদাপ্যদর্শনেন মুক্তেরনিষ্টত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। যঃ কশ্চিৎ আত্মা মুক্তঃ স্যাৎ ইতি ইচ্ছা চেৎ, ন কদাপি মুমুক্ষুপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ মমাত্মা মুক্তঃ স্যাদিতি ইচ্ছায়া অদর্শনাৎ। ২২২।

ননু যদ্যপি ইচ্ছাসময়ে অন্তঃকরণাধ্যাসসম্ভবেন আত্মমাত্রমুক্তীচ্ছা নাস্তীতি সত্যম্, তথাপি বিশিষ্টগত-মুক্তীচ্ছায়া এব বিশেষ্যগতমুক্তিবিষয়ত্বপর্য্যবসানাৎ তস্যা ইষ্টত্বোপপত্তেরিতি চেৎ ন, অহমর্থভিন্নতয়া

দোষ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিতে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অহমর্থের অনাত্মত্ব স্বীকার করিয়াও "অহং মুক্তঃ স্যাম্" এইরূপ ইচ্ছার উপপত্তি করিবার জন্য "অহং পুষ্টঃ স্যাম্" এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের মহদ্বৈলক্ষণ্য এই যে, শরীরের সহিত আত্মার ভেদব্যবহারও লোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু অহমর্থের সহিত আত্মার ভেদব্যবহার লোকে সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ। শরীরের সহিত আত্মার ভেদব্যবহার আছে বলিয়াই লোকে কদাচিৎ এইরূপও ব্যবহার হইয়া থাকে যে, "মম শরীরং পুষ্টং স্যাৎ", "অহং পুষ্টঃ স্যাম্" অর্থাৎ "আমি পুষ্ট হই" এইরূপ ইচ্ছা যেমন হয়, সেইরূপ "আমার শরীর পুষ্ট হউক" এইরূপ ইচ্ছাও হয়। এইজন্য অহমর্থ আত্মার সহিত পুষ্টির আশ্রয় শরীর কখনও অভিন্নরূপে কখনও বা ভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু অহমর্থের সহিত আত্মার ভিন্নরূপে ব্যবহার সর্ব্বথাই অপ্রসিদ্ধ। এইজন্য "অহং মুক্তঃ স্যাম্" এইরূপ ইচ্ছার মত "চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাৎ" এইরূপ ইচ্ছা কখনও হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে চিন্মাত্রই আত্মা। অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মা চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া "মম চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাৎ" এইরূপ ইচ্ছাও কদাচিৎ হওয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে উচিত ছিল। অথচ ইহা কখনও হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের সাম্য নাই। সুতরাং বিষম দৃষ্টান্তদ্বারা দার্ষ্টান্তিকে সম্ভাবনাবুদ্ধিও হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, অহমর্থের মুক্তি না হইয়া যদি চিন্মাত্রের মুক্তি হইত, তবে মুক্তি কখনও পুরুষের অভিলষিতই হইতে পারিত না। মদন্য অর্থের মুক্তির জন্য অহমর্থের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছাবিষয়কেই ইষ্ট বলে। যাহা ইচ্ছার বিষয় হয় না, তাহা অনিষ্ট। সুতরাং মুক্তির অনিষ্টত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। "যে কোন আত্মা মুক্ত হউক" এইরূপ ইচ্ছা হইতে মুক্তির জন্য মুমুক্ষুর প্রবৃত্তিই হইতে পারিবে না। "আমার আত্মা অর্থাৎ আমার চিন্মাত্র মুক্ত হউক" এইরূপ ইচ্ছা কখনও কাহারও হয় না। ২২২।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—যদিও ইচ্ছাসময়ে অন্তঃকরণাধ্যাস নিয়তই হয় বলিয়া আত্মমাত্রের অর্থাৎ চিন্মাত্রের মুক্তি-ইচ্ছা হয় না ইহা সত্য, তাহা হইলেও বিশিষ্টগত অর্থাৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট চিন্মাত্রগত মুক্তির ইচ্ছারই বিশেষ্য চিন্মাত্রগত মুক্তিবিষয়ত্বে পর্য্যবসান হয় বলিয়া মুক্তি পুরুষের অভিলষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্তঃকরণাধ্যাস ব্যতীত ইচ্ছাই হইতে পারে না; সুতরাং ইচ্ছাসময়ে অন্তঃকরণাধ্যাস নিয়তই থাকে বলিয়া কেবল চিন্মাত্রের মুক্তি-ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণবিশিষ্ট চিন্মাত্ররূপ অহমর্থের মুক্তি-ইচ্ছা হইয়া থাকে ইহা সত্য বটে, এবং ইচ্ছাভাসক সাক্ষিদ্বারা অহমর্থ ভাসমান হয় বলিয়া ইচ্ছার উল্লেখকালে অহমর্থেরও উল্লেখ হয় বটে, তাহা হইলেও বিবেকিগণের অহমর্থভিন্ন চিন্মাত্রগতত্বরূপেই মুক্তিবিষয়ে ইচ্ছা হয়। আর অবিবেকিগণেরও "মদনুভূয়মান যে দুঃখ, সেই দুঃখের মূল অজ্ঞান যাহাতে আছে, তাহাতে দুঃখমূল অজ্ঞানের উচ্ছেদ হউক" এইরূপে চিন্মাত্রগতত্বরূপেই মুক্তিবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে, সুতরাং এই প্রদর্শিতরূপে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চিন্মাত্রগত মুক্তীচ্ছারই বিশেষ্য চিন্মাত্রগত মুক্তিবিষয়ে পর্য্যবসান হয় বলিয়া মুক্তির ইষ্টত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অহমর্থের অনাত্মত্ব বলায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে মুক্তির অনিষ্টত্বপ্রসঙ্গ দেখাইয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই।

আত্মনো ভানস্য ক্বাপ্যদর্শনেন এতৎকল্পনায়া অপ্রামাণিকত্বাৎ। অপি চ অহমর্থো যদি অন্তঃকরণগর্ভিতশ্চেৎ "মম মনঃ" ইতি প্রত্যয়ো ন স্যাৎ, তদবচ্ছিন্নস্য পুনস্তদনন্বয়াৎ। কিঞ্চ এবং "মনঃ স্ফুরতি, মনঃ অস্তি" ইতি জ্ঞানাৎ অহমিতি জ্ঞানস্য বৈষম্যানুভবো ন স্যাৎ, চিদচিৎসম্বলনবিষয়ত্বাবিশেষাৎ। তস্মাদহমর্থস্য অনাত্মত্বে কিমপি মানং নাস্তীতি সিদ্ধম্। ২২৩।

আত্মত্বে তু প্রত্যক্ষানুমানশ্রুত্যাদীনাং সত্ত্বাৎ তস্যাত্মত্বং সুতরাং সিদ্ধম্। তথাহি—জানামি অনুভবামি ইচ্ছামি ইত্যাদিপ্রতীতিভ্যঃ। অহমর্থো মোক্ষান্বয়ী তৎসাধনকৃত্যাশ্রয়ত্বাৎ সম্মতবদিতি। ন চ

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ কল্পনা সঙ্গত নহে; কারণ যদি অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মার প্রকাশ হইত, তবেই তাঁহারা প্রদর্শিতরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন; কিন্তু অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মার প্রকাশ হইতে কখনও দেখা যায় না। অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মার প্রকাশ কখনও হইতে দেখা যায় না বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিতরূপ কল্পনা অপ্রামাণিক এবং অপ্রামাণিক বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ কল্পনা অসঙ্গত। অহমর্থ হইতে অতিরিক্তরূপে আত্মার প্রকাশ সিদ্ধ থাকিলেই তাঁহারা এইরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন। অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মার প্রকাশ ত সিদ্ধ নাই।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থকে আধ্যাত্মিক কার্য্যাধ্যাসের মধ্যে প্রথম অধ্যাস বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অহমর্থ—চিৎ আত্মা ও অচিৎ অন্তঃকরণসম্বলিত। তাঁহাদের মতে অহমর্থে অন্তঃকরণরূপ অচিদ্ভাগ আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাহাতে দোষ এই হইবে যে, অহমর্থ যদি অন্তঃকরণগর্ভিত হয় অর্থাৎ অহমর্থের মধ্যে যদি অন্তঃকরণও থাকে, তাহা হইলে "আমার মন" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিবে না। অন্তঃকরণ ও মন একই বস্তু। "আমার" এইরূপে প্রতীয়মান যে অহমর্থ, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে মন প্রবিষ্ট আছে বলিয়া "আমার মন" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিবে না। যেমন "দণ্ডীর দণ্ড" এইরূপ প্রতীতি কখনও সম্ভব হয় না, সেইরূপ মনোঽবচ্ছিন্ন অহমর্থের পুনরায় মনের সহিত অন্বয় হইতে পারে না। যেমন ঘটবিশিষ্ট ভূতলে পুনরায় ঘটের অন্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া উপপন্ন হয় না, সেইরূপ "আমার" এইরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট অহমর্থে পুনরায় মনের অর্থাৎ অন্তঃকরণের অন্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ বলিয়াই উপপন্ন হয় না।

আরও কথা এই যে, আত্মা স্ফুরণরূপ ও সদ্রূপ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। অহমর্থকে আমরা আত্মাই বলি; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থকে অনাত্মা অর্থাৎ চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলেন। অহমর্থকে চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলিলে এই দোষ হয় যে, "মন স্ফুরিত হইতেছে" "মন আছে" ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হইতে "অহম্" এইরূপ জ্ঞানের বৈষম্যানুভব হইতে পারিবে না। কারণ "মন স্ফুরিত হইতেছে" এইস্থলে মন অচিৎ ও স্ফুরণ চিৎ বলিয়া "মন স্ফুরিত হইতেছে" এইরূপ প্রতীতি চিদচিৎসম্বলনাত্মক হইয়াছে; আর "অহম্" এইরূপ প্রতীতিকেও অদ্বৈতবাদিগণ চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলেন, তাহা হইলে "মনঃ স্ফুরতি" ও "অহম্" এই উভয় জ্ঞানই চিদচিৎসম্বলনাত্মক হইয়াছে বলিয়া এই উভয় জ্ঞানের অনুভূয়মান বৈষম্যের আর অনুভব হইতে পারিবে না। অথচ "মনঃ স্ফুরতি" ও "অহম্" এই উভয় জ্ঞানের বৈষম্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং প্রদর্শিত অনুপপত্তিনিবন্ধন অহমর্থই আত্মা ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের অনাত্মত্ব বলেন, তাহাতে কোনই প্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ২২৩।

আর আমরা যাহা বলিয়া থাকি, সেই অহমর্থের আত্মত্বে কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ আছে; সুতরাং অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। তাহাই দেখান হইতেছে—"জানামি" "অনুভবামি" "ইচ্ছামি" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-

স্বর্গসাধনকৃত্যাশ্রয়ে ঋত্বিজি ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধেন হি যত্র কৃতিস্তত্রৈব ফলমিতি নিয়মঃ, ঋত্বিজান্তু দক্ষিণায়া এব উদ্দেশ্যত্বাৎ নোক্তব্যভিচারযোগঃ। অহমর্থোঽনর্থনিবৃত্ত্যাশ্রয়ঃ অনর্থাশ্রয়ত্বাৎ সম্মতবৎ। ন চাসিদ্ধঃ, "অহমজ্ঞঃ, অহমনুভবামি" ইতি অবাধিতানুভবাৎ দেহস্য অনর্থাশ্রয়ত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। অনাত্মত্বং নাহমর্থবৃত্তি অনাত্মমাত্রবৃত্তিত্বাৎ ঘটত্বাদিবৎ—ইত্যাদ্যনুমানেভ্যঃ। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা—৬।২।১) "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" (ছা– ৬।২।৩) "নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছা—৬।৩।২) "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (ছা—৬।৩।৩) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" (বৃ—১।৪।১০) "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" (ছাঃ—৬।৩।২) ইত্যাদিভ্যঃ। ২২৪।

প্রতীতি হইতেই অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ—(১) অহমর্থ (পক্ষ) মোক্ষান্বয়ী হইয়া থাকে (সাধ্য), যেহেতু অহমর্থ মোক্ষসাধনকৃতির আশ্রয় (হেতু), যাহা যৎফলসাধনকৃতির আশ্রয় হয়, তাহা তৎফলান্বয়ী হইয়া থাকে ; যেমন—স্বর্গরূপ ফলসাধনকৃতির আশ্রয় যজমান স্বর্গফলান্বয়ী হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত)। আর ইহাতে এইরূপ আপত্তি করা যায় না যে, স্বর্গসাধন হোমাদিকৃতির আশ্রয় ঋত্বিক্ বটে, কিন্তু তাদৃশ ঋত্বিক্-এ ত স্বর্গরূপ ফলের অন্বয় হয় না ; সুতরাং স্বর্গসাধনকৃতির আশ্রয় ঋত্বিক্-এ প্রদর্শিত অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায়। এইরূপ ব্যভিচার উদ্ভাবন করা যায় না ; কারণ ফলোদ্দেশ্যতাসম্বন্ধেই যাহাতে কৃতি থাকে, তাহাতেই ফলের অন্বয় হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। স্বর্গরূপ ফলের উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধেই যজমানে কৃতি থাকে ; এইজন্য যজমানেই স্বর্গরূপ ফলের অন্বয় হইয়া থাকে। ঋত্বিক্‌গণের কিন্তু দক্ষিণাই উদ্দেশ্য ; স্বর্গরূপ ফল উদ্দেশ্য নহে ; এইজন্য ঋত্বিক্‌গণে স্বর্গরূপ ফলের অন্বয় হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচার সম্ভব নহে। (২) অহমর্থ (পক্ষ) অনর্থনিবৃত্তির আশ্রয় (সাধ্য), যেহেতু অহমর্থ অনর্থের আশ্রয় (হেতু); যাহা যাহার আশ্রয় হয়, তাহা তন্নিবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে ; যেমন ঘটের আশ্রয় কপাল ঘটনিবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত)। এই অনুমান অসিদ্ধও বলা যায় না ; কারণ "আমি অজ্ঞ" "আমি অনুভব করিতেছি" এইরূপ অবাধিত অনুভব সকলেরই আছে। আর শরীরে অনর্থাশ্রয়ত্বরূপ হেতু নাই বলিয়াই শরীরে উক্তানুমানের ব্যভিচার দোষ হয় না। (৩) অনাত্মত্ব (পক্ষ) অহমর্থবৃত্তি নহে অর্থাৎ অহমর্থে থাকে না (সাধ্য), যেহেতু অনাত্মত্ব অনাত্মমাত্রেই থাকে (হেতু), যেমন ঘটত্ব অনাত্মমাত্রে থাকে বলিয়া অহমর্থবৃত্তি নহে (দৃষ্টান্ত)। এই সকল অনুমান হইতে অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ "হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-রূপেই বর্ত্তমান ছিল" এইরূপ বলিয়া "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ "তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব" এইরূপ বলা হইয়াছে। এই স্থলে "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এইরূপে উত্তমপুরুষ নির্দ্দেশ করায় অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ পরে বলা হইয়াছে—"নামরূপে ব্যাকরবাণি" "ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" অর্থাৎ "আমি নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব" "আমি তেজ,জল ও অন্ন এই তিনটির প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ করিব" "আচ্ছা আমি এই তিন দেবতাতে" এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" অর্থাৎ "অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি নিজকেই এইরূপ জানিয়াছিলেন যে, আমি ব্রহ্ম" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতেও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। ২২৪।

কিঞ্চ প্রাকৃতপ্রলয়ে বিশ্বলয়াত্মকে অবশিষ্যমাণস্য একাদ্বিতীয়াদিশব্দাভিধেয়স্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্যাপি প্রাণমনোভূতাদিসৃষ্টেঃ প্রাগপি জ্ঞাত্রভিন্নাহমর্থস্বরূপত্বমেব ইত্যবগম্যতে। তস্য নিত্যমুক্তত্বং তাবন্নির্ব্বিবাদম্। এবং তৎসাম্যাপন্নানাং "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু—৩।১।৩) ইত্যাদিশ্রূয়মাণানামপ্যহমর্থস্বরূপত্বমেবেতি মুক্তাবপি তথাত্বসিদ্ধেঃ। "তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" (বৃ—১।৪।১০) ইত্যত্রাবধারণেনাহমর্থাভিন্নব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাৎ। তথাভূতবেদনস্য "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃ—৪।২।৪) ইত্যভয়প্রাপ্তিরূপমোক্ষফলকত্বোপদেশাচ্চ। অনবদ্যস্যাপি ব্রহ্মণঃ অহমুল্লেখোক্তেশ্চ। "অহমিত্যেব যো বেদ্যঃ স জীব ইতি কীর্ত্তিতঃ। স দুঃখী স সুখী চৈব স পাত্রং বন্ধমোক্ষয়োঃ॥" ইতি কণ্ঠরবেণ অহমর্থস্য মোক্ষান্বয়িত্বশ্রবণাচ্চ। "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃ—১।৪।১০) ইতি মুক্ততয়াবগতস্য বামদেবস্যানুভবাচ্চ। "অহমাত্মা গুড়াকেশ" (গী—১০।২০) ইতি সর্ব্বাত্মকত্বম্, "নত্বেবাহং জাতু নাসম্" (গী—২।১২) ইত্যাদিনা কালত্রয়াবাধ্যত্বম্, "দদামি বুদ্ধিযোগং তম্" (গী—১০।১০) ইতি মোক্ষোপয়িকজ্ঞানদাতৃত্বম্, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গী—৭।১৪) ইতি মায়াতরণাসাধারণোপায়রূপশরণাপত্তিবিষয়ত্বম্, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" (গী—৭।৬)

আরও কথা এইযে—বিশ্বলয়াত্মক প্রাকৃতপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্যমাণ থাকেন এবং যিনি এক অদ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন, পূর্ব্বপ্রদর্শিত অনুমানসমূহ ও শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমও যে প্রাণ,মন ও ভূতাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেও জ্ঞাতা হইতে অভিন্ন অহমর্থস্বরূপ, তাহাই অবগত হওয়া যায়। সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের নিত্যমুক্তত্ব বিবাদাস্পদ নহে অর্থাৎ পরব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব সকলেরই স্বীকার্য্য। আর "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাঁহাদের কথা শুনা যায়, সেই পরব্রহ্মসাম্যাপন্ন আত্মসমূহেরও অহমর্থস্বরূপত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রদর্শিতরূপে মুক্তিতেও আত্মা যে অহমর্থস্বরূপ, তাহার সিদ্ধিই হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রদর্শিতরূপে মুক্তিতেও আত্মার অহমর্থস্বরূপত্বের সিদ্ধিই হইয়া থাকে। যেহেতু "তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" এই স্থলে "আত্মানমেব" এইরূপ অবধারণের দ্বারা অহমর্থ হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপদেশ করা হইয়াছে, আর যেহেতু সেইরূপ বেদনের অর্থাৎ জানারই "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" এইরূপে অভয়প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফলকত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, আর যেহেতু নিত্যনির্দ্দোষ ব্রহ্মেরও "অহম্" এইরূপে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, আর যেহেতু "অহমিত্যেব যো বেদ্যঃ স জীব ইতি কীর্ত্তিতঃ। স দুঃখী স সুখী চৈব স পাত্রং বন্ধমোক্ষয়োঃ॥" অর্থাৎ "অহং এইরূপে যিনি বেদ্য হন, তিনিই জীব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তিনিই দুঃখী, তিনিই সুখী এবং তিনিই বন্ধ ও মোক্ষের পাত্র।" এইরূপে কণ্ঠরবে অহমর্থের মোক্ষান্বয়িত্ব শুনা যায়, আর যেহেতু "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" এইরূপে মুক্ত বামদেবের অহমর্থানুভব হইয়াছিল, সেই সেই হেতু অর্থাৎ এই সকল প্রদর্শিত কারণে মুক্তিতেও আত্মা যে অহমর্থস্বরূপ, তাহাই সিদ্ধ হয়। এইরূপে শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আর স্মৃতিবাক্যও অহমর্থের আত্মত্বই জানাইয়া দেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহাই দেখান হইতেছে। গীতায় ভগবান্ "অহমাত্মা গুড়াকেশ" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের সর্ব্বাত্মকত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের কালত্রয়াবাধ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, "দদামি বুদ্ধিযোগং তম্" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের মোক্ষোপযোগী জ্ঞানদাতৃত্ব বলিয়াছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের মায়াতরণের অসাধারণ উপায় যে শরণাগতি, তদ্বিষয়ত্ব বলিয়াছেন, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" এই

ইতি জগৎকারণত্বম্, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গী—১৫।১৫) ইতি শাস্ত্রবিষয়ত্বম্, "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" (গী—১৮।৫৫) ইতি মুক্তোপসৃপ্যত্বম্, "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" (গী—৮।১৬) ইতি অপুনরাবৃত্তিলক্ষণফলত্বম্, "মামেকং শরণং ব্রজ" (গী—১৮।৬৬) ইতি সর্ব্বশরণ্যত্বম্, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" (গী—১৮।৬৬) ইতি সর্ব্বপাপনিবর্ত্তকত্বঞ্চ অহমর্থস্যৈব শ্রীমুখেন নির্ণীতং ভগবতা শ্রীপুরুষোত্তমেন, ইত্যাদি শ্রীভগবদ্‌গীতানির্ণয়বাক্যেভ্যঃ। ২২৫।

কিঞ্চ অহমর্থাদন্য আত্মা যদি স্যাৎ তর্হি উপলভ্যেত, ন তু তথোপলভ্যতে—ইতি যোগ্যানুপলব্ধেরপি অত্র মানত্বাৎ। অপি চ অস্মদর্থান্যাত্মপ্রতীত্যভাবান্যথানুপপত্তেরপি অত্র প্রামাণ্যম্।

কিঞ্চ পরৈরপি ভাষ্যে "সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি, যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ" ইতি "ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়োঽস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ" ইতি চ অন্বয়ব্যতিরেকেণ আত্মনোঽহমর্থতয়ৈব প্রতিপাদনাৎ। অন্যথা স্বোক্তিবাধাদিত্যর্থঃ। তস্মাদহমর্থা-ভাবাভাব এব প্রমাণমিত্যলং পল্লবিতেন। ২২৬।

ইতি পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিগিরিনিপাতঃ।

—০—

বাক্যদ্বারা অহমর্থের জগৎকারণত্ব বলিয়াছেন, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের শাস্ত্রবিষয়ত্ব বলিয়াছেন, "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের মুক্তপ্রাপ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের অপুনরাবৃত্তিরূপ ফলত্ব বলিয়াছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের সর্ব্বশরণ্যত্ব বলিয়াছেন এবং "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" এই বাক্যদ্বারা অহমর্থের সর্ব্বপাপনিবর্ত্তকত্ব বলিয়াছেন। এই উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্যসমূহ হইতে অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের অনাত্মত্ব বলেন, তাহা সর্ব্বথা অপ্রামাণিক এবং অপ্রামাণিক বলিয়াই তাঁহাদের উক্তি অসঙ্গত। ২২৫।

আরও কথা এই যে, অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মা যদি থাকিত, তাহা হইলে অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার উপলব্ধি হইত; কিন্তু অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার উপলব্ধি ত হয় না। অতএব এই যোগ্যানুপলব্ধিও অহমর্থের আত্মত্বে প্রমাণ। আরও কথা এই যে, অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার প্রতীতি যে হয় না, এই অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মপ্রতীতির অভাবের অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়াও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রদর্শিত অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে আত্মপ্রতীতির অভাবের অন্যথানুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিও অহমর্থের আত্মত্বে প্রমাণ।

আরও কথা এই যে, অহমর্থের আত্মত্বে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের সমর্থনও পাওয়া যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও স্বরচিত সূত্রভাষ্যে অহমর্থের আত্মত্বই বলিয়াছেন। তিনি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"সকলেই আত্মার অস্তিত্ব জানে, কেন না "আমি নহি" এইরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না। আত্মাকে জানা না থাকিলে কেহই "আমি আছি" এইরূপ বলিত না; বরং "আমি নাই" এই কথাই বলিত। আত্মার অস্তিত্ব-প্রসিদ্ধি যদি না থাকিত, তবে সকল লোকই "আমি নহি" এইরূপ জানিত"। আর অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—"আত্মা যে নিতান্তই অবিষয় অর্থাৎ কোন প্রকারেও বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হন না, তাহা নহে, কারণ তাঁহাতে অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়তা আছে। আত্মা যখন "অহম্" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর আত্মাকে অবিষয় বলা

ননু স্যাদেতৎ মোক্ষোপায়কৃত্যাশ্রয়ত্বেন অহমর্থস্য আত্মত্বং মোক্ষান্বয়িত্বঞ্চ, কৃত্যাদিকং যদি আত্মনিষ্ঠং স্যাৎ, তদেব তু নাস্তি ; কিন্তু যথা জবাকুসুমস্থং লৌহিত্যং স্ফটিকে ভাতি, তদ্বৎ মনোবৃত্তি কৃত্যাদিক-মাত্মন্যধ্যস্তং ভাসতে, ন তু তাত্ত্বিকম্। তথাত্বে হি আত্মনো বিকারিত্বাপত্তেঃ, সুষুপ্তৌ মনসোঽভাবে কৃত্যাদীনামদর্শনাৎ, অকর্ত্রাত্মবোধকশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ—ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাদিতি ক্রমঃ। তথাহি—যথা প্রত্যেকং স্ফটিকে জবাকুসুমে চ লৌহিত্যং ভেদেন ভাসতে প্রত্যক্ষপ্রমাণেন, তথা আত্মনি মনসি চ

যায় না" এই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উক্তিদ্বারাই অহমর্থের আত্মত্ব সমর্থিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করের উক্তিই বাধিত হইয়া পড়িবে। অতএব অহমর্থই আত্মা। অহমর্থের অনাত্মত্বে কোন প্রমাণ নাই। অহমর্থের আত্মত্ব প্রমাণসিদ্ধ। আর অধিক বিস্তারে নিষ্প্রয়োজন। ২২৬।

পরাভিমত অহমর্থের অনাত্মত্ব নিরাস।

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে মোক্ষসাধন কৃত্যাশ্রয়ত্বরূপ হেতুদ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব ও মোক্ষান্বয়িত্ব অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি মোক্ষোপায়ভূত কৃত্যাদি আত্মনিষ্ঠ হইত, তবেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ তদ্দ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব ও মোক্ষান্বয়িত্ব সিদ্ধি করিতে পারিতেন ; কিন্তু মোক্ষসাধন কৃত্যাদির আশ্রয় ত আত্মা নহে অর্থাৎ মোক্ষোপায়ভূত কৃত্যাদি ত আত্মনিষ্ঠ নহে ; কিন্তু যেমন জবাকুসুমগত লৌহিত্য অর্থাৎ রক্তিমা স্ফটিকে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণগত কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয় ; কিন্তু আত্মাতে ভাসমান ঐ কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব তাত্ত্বিক নহে। আত্মাতে ভাসমান কর্ত্তৃত্ব যদি তাত্ত্বিক হয়, তাহা হইলে আত্মার বিকারিত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং আত্মার নির্ব্বিকারত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের বাধ হইয়া পড়িবে। আর অন্তঃকরণ থাকিলেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব ভাসমান হয়, অন্তঃকরণ না থাকিলে হয় না ; যেমন সুষুপ্তিতে মনের অভাবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। এই জন্যও আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তব নহে ; কিন্তু মনোগত কর্ত্তৃত্বই আরোপিত হইয়া আত্মাতে ভাসমান হইয়া থাকে। যদি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ তাত্ত্বিক হইত, তাহা হইলে আত্মা সুষুপ্তিতেও থাকে বলিয়া সুষুপ্তিতেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভাসমান হইত। আর আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাত্ত্বিক হইলে আত্মার অকর্ত্তৃত্ববোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের বাধ হইয়া পড়ে। "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এই শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব অতাত্ত্বিক বলিয়াই জানা যায়। সুতরাং প্রদর্শিত কারণে আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাত্ত্বিক নহে বলিয়া কর্ত্তৃত্বাশ্রয়ত্বরূপ হেতুদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থের আত্মত্ব ও মোক্ষান্বয়িত্ব সিদ্ধি করিতে পারেন না। আত্মার কর্ত্তৃত্ব বাস্তব নহে ; কিন্তু আরোপিত। কর্ত্তৃত্ব অনাত্মা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। সেই অনাত্মধর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইতেই পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কখনও "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমরূপা প্রতীতি হইয়া থাকে। আবার প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই কখনও "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ প্রমারূপা প্রতীতিও হইয়া থাকে। রক্তিমা কুসুমের ধর্ম্ম ; তাহা যখন স্ফটিকে আরোপিত হয়, তখন "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি হয়। আবার অনারোপিত-ভাবে "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও অন্তঃকরণনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে আরোপিত হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা হইলে "রক্তঃ স্ফটিকঃ" ইহার ন্যায় কখনও "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" এইরূপ

প্রত্যেকং কর্তৃত্বং ভায়াৎ। আত্মা কৃত্যাত্মাশ্রয়ত্বেন অধ্যস্তত্বাৎ কর্ত্তেতি, মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃ ইতি কদাপি সাক্ষাৎকারাভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্। অন্যথা "মনঃ কর্ত্তৃ" ইতি "আত্মা কর্তা" ইতি কদাচিৎ ভেদেনাপি ভানং স্যাদিত্যর্থঃ। ২২৭।

বিকল্পাসহত্বাচ্চ, তথাহি—সোপাধিকোঽয়মধ্যাসঃ? নিরুপাধিকো বা? ন দ্বিতীয়ঃ, নেদং রজতমিতিবৎ সকৃদেব নায়ং কর্ত্তেতি অকর্ত্তৃত্বযাথাত্ম্যজ্ঞানেন তন্নিবৃত্ত্যাপত্তেঃ। কুসুমস্যেবোপাধেঃ

ভ্রমপ্রতীতি হউক; আবার "রক্তং কুসুমম্" ইহার ন্যায় 'মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হউক; কিন্তু তাহা ত কখনও হইতে দেখা যায় না। ঐরূপ হইতে দেখা যায় না বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে বলিয়াই তদ্দ্বারা আত্মাতে ভাসমান কর্ত্তৃত্বের অতাত্ত্বিকত্ব উপপাদন করা যায় না। সুতরাং আত্মাতে ভাসমান কর্ত্তৃত্বকে আরোপিত অর্থাৎ ভ্রম বলা যায় না। অন্তঃকরণগত কর্তৃত্ব যদি ভ্রমহেতু আত্মাতে ভাসমান হইত, তবে "রক্তঃ স্ফটিকঃ, রক্তং কুসুমম্" ইহার ন্যায় "মনঃ কর্ত্তৃ, আত্মা কর্তা" এইরূপে কখনও কর্তৃত্ব ভেদেও ভাসমান হইত; কিন্তু তাহা ত হয় না। সুতরাং আত্মাতে ভাসমান কর্তৃত্ব আরোপিত নহে; আত্মাতে তাত্ত্বিক কর্তৃত্বই আছে। সুতরাং মোক্ষসাধন কৃত্যাশ্রয়ত্বরূপ হেতুদ্বারা আমরা যে অহমর্থের আত্মত্ব সমর্থন করিয়াছি, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। ২২৭।

আর আমরা অদ্বৈতবাদিগণের উক্তির উপরে দুইটি পক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতেও তাঁহাদের প্রদর্শিত উক্তি টিকিবে না। তাঁহারা দুইটি পক্ষের কোন পক্ষই স্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণ যে আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস হয় বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, এই অধ্যাস কি সোপাধিক? অথবা নিরুপাধিক? সোপাধিক অধ্যাসের দৃষ্টান্ত—রক্তঃ স্ফটিকঃ ইত্যাদি। আর নিরুপাধিক অধ্যাসের দৃষ্টান্ত—ইদং রজতম্ ইত্যাদি। সুতরাং জিজ্ঞাসা এই যে, আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস কি "রক্তঃ স্ফটিকঃ" ইত্যাদির মত সোপাধিক অধ্যাস? অথবা 'ইদং রজতম্" ইত্যাদির মত নিরুপাধিক অধ্যাস? ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুক্তিতে যে "ইদং রজতম্" এইরূপ নিরুপাধিক রজতভ্রম হয়, "নেদং রজতম্" এইরূপ একবারমাত্র বাধজ্ঞানের দ্বারা যেমন সেই নিরুপাধিক রজতভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতে যে "অয়ং কর্তা" এইরূপ নিরুপাধিক কর্তৃত্বভ্রম, তাহাও "নায়ং কর্তা" এইরূপ একবারমাত্র আত্মার অকর্তৃত্ব যাথাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অথচ একবার আত্মার অকর্তৃত্ব যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলেও কর্তৃত্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইলে শুক্তিতে রজতভ্রমের মত একবারমাত্র যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যাইত। সুতরাং কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক বলা যায় না; কারণ নিরুপাধিক অধ্যাসে ইহাই নিয়ম যে, একবারমাত্রই যথার্থজ্ঞান হইলে সেই অধ্যাসের নিবৃত্তি হইয়া যায়। একবার আত্মার অকর্তৃত্বরূপ যথার্থজ্ঞান হইলেও কর্তৃত্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া উহাকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলা যায় না। কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক বলিলে একবারমাত্র আত্মার অকর্তৃত্বরূপ যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই সেই অধ্যাসের নিবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ "রক্তঃ স্ফটিকঃ" ইত্যাদি সোপাধিক ভ্রমে যেমন যথার্থজ্ঞান হইলেও জবাকুসুমরূপ উপাধি প্রতিবন্ধক থাকে বলিয়া ভ্রমনিবৃত্তি হয় না, যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণই ভ্রম থাকে, নিরুপাধিক ভ্রমে সেইরূপ ভ্রমনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক কিছু থাকে না। সুতরাং আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইলে একবারমাত্র যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই তাহার

প্রতিবন্ধকস্যাভাবাৎ। নাপি আদ্যঃ, রক্তং পুষ্পমিতি প্রমাবৎ কদাচিৎ মনঃ কর্ত্তৃ ইতি প্রময়া লোহিতঃ স্ফটিকঃ ইতি ভ্রমবচ্চৈতন্যং কর্ত্তৃ ইতি ভ্রমেণ চ অবশ্যম্ভাব্যমানত্বাৎ। ননু কুসুমস্য স্ফটিকাত্মনা অনধ্যস্তত্বাৎ মনসস্তু চিদাত্মনা অধ্যস্তত্বাৎ—ইতি বৈষম্যেন তজ্জ্ঞানাভাবোঽবিরুদ্ধ ইতি চেৎ ন, অধিষ্ঠানাত্মনা অনধ্যস্তং জবাকুসুমাদিস্থানীয়মুপাধিং বিনা ভীষণত্বযুক্তসর্পস্য রজ্জ্বাত্মনেব কর্ত্তৃত্বাদিযুক্ত-

---

নিবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে; যেহেতু সোপাধিক অধ্যাসের মত প্রতিবন্ধক কিছু নাই। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলিতে পারেন না।

আর প্রথম পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাসও বলা যায় না; কারণ সোপাধিক অধ্যাসে যেমন কখনও "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি হয় এবং আবার কখনও "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হয়, কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে সেইরূপ কখনও "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি হউক এবং আবার কখনও "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হউক; কিন্তু তাহা ত হয় না। সোপাধিক ভ্রমের মত কখনও "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি এবং আবার কখনও "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি ত হয় না। কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে অবশ্যই এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হইত; তাহা যখন হয় না তখন কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক বলা যায় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে সোপাধিক ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া "রক্তঃ স্ফটিকঃ, রক্তং কুসুমম্" ইহার মত "চৈতন্যং কর্ত্তৃ, মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ প্রতীতিদ্বয় হওয়ার আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই; কারণ প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে। দৃষ্টান্তে অধ্যস্যমান রক্তত্ব হইতে অতিরিক্ত রক্তত্বের আশ্রয় জবাকুসুম ভিন্ন আছে; স্ফটিকে রক্তত্বাশ্রয় ধর্ম্মী কুসুমের আরোপ হয় নাই; কেবল কুসুমগত রক্তত্ব ধর্ম্মই স্ফটিকে আরোপিত হইয়াছে। এই অধ্যস্যমান রক্তত্ব কুসুমগত রক্তত্ব হইতে ভিন্ন ও তৎকালোৎপন্ন; আর অনারোপিত রক্তত্বের আশ্রয় কুসুমও আছে। সুতরাং এস্থলে ধর্ম্মীর আরোপ না হইয়া কেবল ধর্ম্মমাত্রের আরোপ হওয়ায় "রক্তঃ স্ফটিকঃ" "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ ভ্রম-প্রমারূপ প্রতীতিদ্বয় হইতে পারে; কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে সেরূপ হয় নাই। প্রকৃত স্থলে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ হইয়াছে। চিদাত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী অন্তঃকরণেরই আরোপ হইয়াছে, ইহা আমরা বলিয়া থাকি। সুতরাং অধ্যস্যমান কর্ত্তৃত্বাতিরিক্ত কর্ত্তৃত্বের আশ্রয় অন্তঃকরণান্তর নাই বলিয়া "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ দ্বিবিধ ভ্রম-প্রমারূপ কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তে রক্তত্বাশ্রয় কুসুম অনধ্যস্ত, আর দার্ষ্টান্তিকে কর্ত্তৃত্বাশ্রয় মন অধ্যস্ত, ইহাই বৈষম্য। এই বৈষম্যনিবন্ধনই দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত হয় না। কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলেও প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের মত অধ্যস্যমান কর্ত্তৃত্বাতিরিক্ত কর্ত্তৃত্বের আশ্রয় অন্তঃকরণান্তর নাই বলিয়াই দৃষ্টান্তের মত দ্বিবিধ প্রতীতি হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাসই বলিয়া থাকেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত সোপাধিক অধ্যাসের মত কর্ত্তৃত্বাধ্যাসে দ্বিবিধ প্রতীতিরূপ আপত্তির প্রদর্শিতরূপ পরিহার যদি করেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসে অধিষ্ঠানরূপে অনধ্যস্ত জবাকুসুমস্থানীয় উপাধি নাই ইহাই বলিয়াছেন বুঝিতে হয়; তাহা হইলে উপাধি ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্বই সম্ভব হয় না। সোপাধিক ভ্রমে জবাকুসুমাদিরূপ উপাধি স্ফটিকাত্মরূপে অধ্যস্ত হয় না; কিন্তু জবাকুসুমগত রক্তত্বধর্ম্ম সদৃশ অপর রক্তত্বধর্ম্মই স্ফটিকে আরোপিত হইয়া থাকে। আর নিরুপাধিক ভ্রমে ভীষণত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত সর্পাদিই

বুদ্ধেশ্চিদাত্মনাধ্যাসে রজ্জৌ ভীষণত্বান্তরস্যেব আত্মনি কর্ত্তৃত্বান্তরস্যানধ্যাসেন তদধ্যাসস্য সোপাধিকত্ব-যোগাৎ। ন চ আত্মনি কর্ত্তৃত্বান্তরমেবাধ্যস্তমিতি বাচ্যম্, অধ্যস্যমানধর্ম্মাশ্রয়স্য অভেদারোপে ঔপাধিকত্বাসম্ভবাৎ। ২২৮।

নন্থ রজ্জুসর্পাদৌ অধ্যস্যমানভীষণাদিবিশিষ্টসর্পাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকসর্পান্তরস্য সম্ভবেন অস্য নিরুপাধিকত্বম্, অত্র তু অধ্যস্যমানান্তঃকরণাপেক্ষয়া কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টেতরস্য অধিকসত্তাকস্য অত্যন্তা-

---

রজ্জ্বাত্মরূপে আরোপিত হইয়া থাকে ; কিন্তু সর্পাদিগত ভীষণত্বাদি ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত অপর ভীষণত্বাদি ধর্ম্ম রজ্জুতে আরোপিত হয় না। প্রকৃতস্থলেও কর্ত্তৃত্বধর্ম্মযুক্ত অন্তঃকরণই চিদাত্মরূপে আরোপিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তঃকরণগত কর্ত্তৃত্ব সদৃশ অপর কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম আরোপিত হয় না। সুতরাং রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের মত এই কর্ত্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক অধ্যাসই হইয়া পড়ে ; কিন্তু স্ফটিকে রক্তত্বাধ্যাসের মত এই কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের পরিহার অনুসারে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস প্রদর্শিতরূপে সোপাধিক অধ্যাস না হইয়া কর্ত্তৃত্বান্তরের অনধ্যাসনিবন্ধন রজ্জু-সর্পের ন্যায় নিরুপাধিক অধ্যাসই হইয়া পড়ে। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাস বলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত পরিহারে অপসিদ্ধান্ত দোষ হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সোপাধিক অধ্যাসে যেমন জবাকুসুমরূপ উপাধিগত রক্তত্ব ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত তৎসদৃশ অপর রক্তত্ব ধর্ম্ম স্ফটিকে আরোপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিগত কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত তৎসদৃশ অপর কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মই আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মাতে কর্ত্তৃত্বান্তরই অধ্যস্ত হয় বলিয়া কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক অধ্যাস।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ যদি আত্মাতে উপাধি অন্তঃকরণগত কর্ত্তৃত্ব হইতে ভিন্ন তৎসদৃশ অপর কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ অন্তঃকরণে অর্থাৎ মনে কর্ত্তৃত্বপ্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক অধ্যাসে যেমন "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি হয়, আবার কদাচিৎ "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হয়, সেইরূপ "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আপত্তি বারণের জন্য অদ্বৈতবাদিগণকে কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের আত্মাতে আরোপ হয় ইহাই বলিতে হইবে এবং তাহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। আর তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্ব যে উপপন্ন হয় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কারণ অধ্যস্যমান ধর্ম্মের যাহা আশ্রয়, তাহার আরোপ হইলে সেই ধর্ম্মাধ্যাসের ঔপাধিকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। অধ্যস্যমান কর্ত্তৃত্বধর্ম্মের আশ্রয় অন্তঃকরণের আত্মাতে আরোপ হইলে সেই কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের ঔপাধিকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। সোপাধিক অধ্যাসে অধ্যস্যমান ধর্ম্মের আশ্রয়ের আরোপ হয় না। যেমন "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইস্থলে অধ্যস্যমান রক্তত্ব ধর্ম্মের আশ্রয় কুসুমের স্ফটিকে আরোপ হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তি সঙ্গত নহে। ২২৮।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—যে স্থলে অধ্যস্যমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী অপেক্ষায় অধিকসত্তাক অপর ধর্ম্মীর সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থলে অধ্যাসের নিরুপাধিকত্ব আমরা বলিয়া থাকি। আর যে স্থলে অধ্যস্যমান ধর্ম্মী অপেক্ষায় অধ্যস্যমান ধর্ম্মবিশিষ্ট অপর অধিক-সত্তাক ধর্ম্মী থাকে না, সেই স্থলে অধ্যাসের সোপাধিকত্ব আমরা বলিয়া থাকি। সুতরাং রজ্জুতে সর্পভ্রমে অধ্যস্যমান ভীষণত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সর্প অপেক্ষায় অধিকসত্তাক অপর সর্পরূপ ধর্ম্মী আছে বলিয়া রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের নিরুপাধিকত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রদর্শিত কারণে রজ্জুতে সর্পাধ্যাস নিরুপাধিক অধ্যাস। প্রকৃত স্থলে তাহা হয় নাই ; কিন্তু প্রকৃত স্থলে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসে অধ্যস্যমান অন্তঃকরণ অপেক্ষায় কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অপর

ভাবাৎ অন্তঃকরণমাত্রস্য উপাধিত্বমিতি চেৎ ন, স্ফটিকে অধ্যস্যমানপ্রাতিভাসিকলৌহিত্যাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকলৌহিত্যান্তরস্য সত্ত্বেন তস্যাপি নিরুপাধিকত্বাপত্তেঃ। ন চ যত্র ধর্ম্মী তাদাত্ম্যেন আরোপিতঃ ততোঽধিকসত্তাকঃ অতিরিক্তশ্চাস্তি, স নিরুপাধিকঃ অধ্যাসঃ রজ্জুসর্পাদিবৎ, "লোহিতঃ স্ফটিকঃ" ইত্যত্র তু ন ধর্ম্মিণঃ তাদাত্ম্যেনারোপঃ ইতি সোপাধিকলোহিতোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, মম মনঃ, মম বুদ্ধিঃ, মম অন্তঃকরণম্ ইতি ভেদধিয়া প্রতিবন্ধাদভেদারোপাসম্ভবেন ধর্ম্মমাত্রস্যৈব বক্তব্যতয়া লৌহিত্যাদেরিব কর্ত্তৃত্বাদেরুভয়ত্র প্রতীতের্দুর্ব্বারত্বাৎ। সোপাধিকস্থলে ধর্ম্মারোপেণৈব উপপত্ত্যা ধর্ম্ম্যারোপস্য

অধিকসত্তাক অন্তঃকরণরূপ ধর্ম্মীই নাই বলিয়া প্রদর্শিতরূপে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্বই সিদ্ধ হয়। কর্ত্তৃত্বাধ্যাসে অন্তঃকরণই উপাধি। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"রজ্জুতে অপর ভীষণত্বের অধ্যাস না হওয়ায় যেমন সেই অধ্যাসের সোপাধিকত্ব হয় না, সেইরূপ আত্মাতে অপর কর্ত্তৃত্বের অধ্যাস না হওয়ায় কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্ব সম্ভব হয় না", দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তি আর সঙ্গত হয় না, কারণ প্রদর্শিতরূপেই রজ্জুতে সর্পভ্রমের নিরুপাধিকত্ব ও আত্মাতে কর্ত্তৃত্বভ্রমের সোপাধিকত্ব সিদ্ধ হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে যাহা সোপাধিক ভ্রম বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য, সেই স্ফটিকে লৌহিত্যভ্রমেরও নিরুপাধিকত্বই হইয়া পড়িবে। "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমে যে লৌহিত্য অধ্যস্যমান হইয়াছে, তাহা প্রাতিভাসিক ; এই অধ্যস্যমান প্রাতিভাসিক লৌহিত্য অপেক্ষায় অধিকসত্তাক অপর ব্যাবহারিক লৌহিত্য আছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপে স্ফটিকে লৌহিত্য ভ্রমেরও নিরুপাধিকত্ব প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন, যে স্থলে ধর্ম্মী তাদাত্ম্যরূপে অর্থাৎ অভেদে আরোপিত হয় এবং সেই আরোপিত ধর্ম্মী অপেক্ষায় অধিকসত্তাক অতিরিক্ত ধর্ম্মী থাকে, সে স্থলে সেই অধ্যাস নিরুপাধিক অধ্যাস। যেমন রজ্জুসর্পভ্রমে ধর্ম্মী সর্প রজ্জুতে অভেদে আরোপিত হয় এবং সেই আরোপিত সর্পরূপ ধর্ম্মী অপেক্ষায় অধিকসত্তাক অপর সর্প দেশান্তরে আছে, সুতরাং তাহা নিরুপাধিক অধ্যাস। "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এই স্থলে কিন্তু ধর্ম্মীর অভেদে আরোপ হয় নাই ; কিন্তু কুসুমগত লৌহিত্য ধর্ম্মেরই আরোপ হইয়াছে ; সুতরাং লৌহিত্য ধর্ম্মবিশিষ্ট কুসুমরূপ ধর্ম্মী স্ফটিকে অভেদে আরোপিত হয় নাই বলিয়াই স্ফটিকে লৌহিত্যভ্রমের সোপাধিকত্ব উপপন্ন হয়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে স্ফটিকে লোহিত্যভ্রমের নিরুপাধিকত্বপ্রসঙ্গ হয় বলিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে "আমার মন" "আমার বুদ্ধি" "আমার অন্তঃকরণ" এইরূপ ভেদপ্রতীতিদ্বারা প্রতিবন্ধ হয় বলিয়া আত্মাতে অন্তঃকরণের অভেদারোপ সম্ভব নহে। এজন্য কর্ত্তৃত্বরূপ অন্তঃকরণধর্ম্মেরই আত্মাতে আরোপ হয় ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে ; এবং আত্মাতে অভেদে অন্তঃকরণাধ্যাস হইতে পারে না ইহাও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসও স্ফটিকে লৌহিত্যাধ্যাসের মতই হইল। আর তাহাতে যেমন "রক্তঃ স্ফটিকঃ" "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি ও প্রমাপ্রতীতিরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, সেইরূপ "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি ও প্রমাপ্রতীতিরূপ দ্বিবিধ প্রতীতিরই আপত্তি হইয়া পড়িবে ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্তঃকরণ ও চৈতন্য উভয়ত্রই কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি দুর্নিবারণীয় হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে, সোপাধিক ভ্রমে ধর্ম্মারোপের দ্বারাই তাহার উপপত্তি হইতে পারে। ধর্ম্মী আরোপের আবশ্যকতা নাই। "রক্তঃ স্ফটিকঃ" ইত্যাদি সোপাধিক ভ্রমে ধর্ম্মারোপই হইয়া থাকে ; ধর্ম্মীর আরোপ হয় না ; এজন্য

অপ্রামাণিকত্বাচ্চ। উপ সমীপে স্থিত আদধাতি স্বীয়ং ধর্ম্মম্ অন্যত্র—ইতি উপাধিলক্ষণত্বাৎ। অভেদগ্রহদশায়ামপি অয়ং ভীষণঃ, সর্পো ভীষণঃ, অহং গৌরঃ, শরীরং গৌরমিতিবৎ মনঃ কর্ত্তৃ চৈতন্যং কর্ত্তৃ—ইতি প্রতীত্যাপত্তেঃ। ২২৯।

অপি চ "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ—২।৩।৩৩) ইত্যধিকরণে ভবদ্ভিরপি সাংখ্যরীত্যা বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে প্রাপ্তে জীবস্যৈবেতি সিদ্ধান্তিতত্বেন স্বোক্তিবিরোধাচ্চ। বুদ্ধ্যাত্মনোরবিবেকনিবন্ধনস্য জীবনিষ্ঠ-কর্ত্তৃত্বস্য সাংখ্যমতেঽপি সত্ত্বেনাবিশেষাৎ। কিঞ্চ বন্ধতন্নিবৃত্ত্যোপয়িককৃত্যোঃ স্বধ্বংসাভাবস্বফলভোক্তৃত্বাভ্যাং

অদ্বৈতবাদিগণ যে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক বলিয়া কর্ত্তৃত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী অন্তঃকরণকেও আত্মাতে আরোপিত বলেন, তাহা অপ্রামাণিক। সোপাধিক অধ্যাসে ধর্ম্মীর আরোপে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ সোপাধিক অধ্যাস যে বলা হয়, তাহাতে উপাধি শব্দের স্বরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সোপাধিক অধ্যাসে ধর্ম্মেরই অধ্যাস হয়; ধর্ম্মীর অধ্যাস হয় না। উপাধি অর্থ উপ—সমীপে থাকিয়া অন্যত্র স্বকীয় ধর্ম্ম যে আধান করে, সে উপাধি। যেমন জবাপুষ্প স্ফটিকের সমীপে থাকিয়া স্ফটিকে স্বকীয় ধর্ম্ম রক্তত্ব আধান করে। সুতরাং জবাপুষ্প "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ ভ্রমে উপাধি।

আর রজ্জুতে সর্পভ্রমে এবং শরীরে আত্মভ্রমে ইদং ও সর্পের এবং শরীর ও আত্মার অভেদপ্রতীতি অবস্থায়ও যেমন "অয়ং ভীষণঃ" "সর্পো ভীষণঃ" এবং "অহং গৌরঃ" "শরীরং গৌরম্" এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, সেইরূপ মন ও চৈতন্যের অভেদপ্রতীতি অবস্থায়ও "মনঃ কর্ত্তৃ" "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। ২২৯।

আরও কথা এই যে, "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩) এই অধিকরণে অদ্বৈতবাদিগণও সাংখ্যরীতি অনুসারে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত থাকায় সাংখ্যসিদ্ধান্তের নিরাসের জন্যই এই অধিকরণে জীবেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ সাংখ্যসিদ্ধান্তের নিরাস করিয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, আবার যদি জীবের কর্ত্তৃত্বের অনঙ্গীকার করেন, তবে অদ্বৈতবাদীর স্বোক্তিবিরোধই ঘটিবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে, বুদ্ধি ও আত্মার অবিবেকনিবন্ধনই বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে ভাসমান হয়। বস্তুতঃ আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব নাই, তবে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তের সহিত অবিশেষ হইয়া পড়িবে। আর এজন্য সাংখ্যসিদ্ধান্তকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রদর্শিত অধিকরণে স্বসিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। কারণ এই স্থলে সাংখ্যসিদ্ধান্তই অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত একই হইয়া গেল। আর ইহাতে অদ্বৈতবাদীর মতে এই অধিকরণ আরব্ধই হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অধিকরণের আবশ্যকতা কোথায় ?

আরও কথা এই যে, যাহার বন্ধ, তাহারই বন্ধনিবৃত্তির জনক কৃতি হইয়া থাকে, অন্যের বন্ধ এবং অন্যের বন্ধনিবৃত্তির জনক কৃতি হইতে পারে না। অন্যের বন্ধনিবৃত্তির জন্য অন্যে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য বন্ধ ও তাহার নিবারক কৃতি এক জনেরই হইবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বন্ধ ও বন্ধনিবর্ত্তক কৃতির সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। এইরূপ যাহার বন্ধ, তাহারই বন্ধধ্বংসরূপ ফল হইবে। অন্যের বন্ধ এবং অন্যের বন্ধধ্বংস এরূপ হইবে না। হস্তের বন্ধন চরণে খোলে না। এজন্য বন্ধ ও বন্ধধ্বংসরূপ ফল সমানাধিকরণ ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ যাহার বন্ধনিবারক কৃতি হইবে, সেই কৃতির ফলভোক্তৃত্বও তাহারই হইবে। একজনের কৃতি, আর অন্যের সেই কৃতিজন্য ফলভোক্তৃত্ব হইতে পারে না। কৃতির সহিত কৃতিফলভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে বলিয়া

সামানাধিকরণ্যনিয়মেন বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বাযোগাৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থরূপো বন্ধো বুদ্ধিগতশ্চেৎ ততো মোক্ষঃ অপি তদ্গতঃ স্যাৎ। বন্ধমোক্ষয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ, অজ্ঞানমপি দুঃখাদিভোগদ্বারেণৈব অনর্থ ইতি তব সিদ্ধান্তাদিত্যর্থঃ। ২৩০।

ন চ বুদ্ধিগতং সদ্রূপং ভোক্তৃত্বাদিকং তদ্ধর্ম্মত্বাৎ ন অনর্থরূপম্, কিন্তু তদুপাধিকং মিথ্যাভোক্তৃত্বাদিক-

---

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার ফলভোক্তৃত্ব হইতে পারে না। আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্ত্তৃত্বও আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে। কর্ত্তৃত্ব কথার অর্থ—কৃতিমত্ত্ব; বন্ধনিবৃত্ত্যৌপয়িক কৃতি বুদ্ধিতে থাকিবে; আর বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মার হইবে ইহা হইতেই পারে না। আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্ত্তৃত্বও আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অনর্থরূপ বন্ধ যদি বুদ্ধিগত হয়, তবে অনর্থনিবৃত্তিরূপ মোক্ষও বুদ্ধিগতই হইবে, আত্মগত হইতে পারিবে না। যাহার বন্ধ, তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে যে অনর্থ বলিয়াছেন, সেই অজ্ঞানও দুঃখভোগদ্বারাই অনর্থ হইয়া থাকে। অজ্ঞান যদি দুঃখভোগের জনক না হইত, তবে অজ্ঞানকে অনর্থ বলা যাইত না। সুতরাং যাহার অজ্ঞান, তাহারই দুঃখভোগনিবারণের জন্য কৃতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আত্মাকে কোনও মতেই অকর্ত্তা বলা যায় না। অর্থাৎ অজ্ঞান স্বরূপতঃ বন্ধ নহে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের আপাদকরূপেই অজ্ঞান বন্ধ হইয়া থকে। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অনর্থ যদি বুদ্ধিগত হয়, তবে বন্ধও বুদ্ধিগতই হইবে এবং তাহার ফলে বুদ্ধিরই মোক্ষাপত্তি হইয়া পড়িবে। ২৩০।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন, বুদ্ধিগত সদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম বলিয়া অনর্থরূপ নহে; কিন্তু বুদ্ধ্যুপাধিক মিথ্যা অর্থাৎ আরোপিত যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি, তাহাই অনর্থরূপ। সুতরাং বুদ্ধিগত সদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত বলিয়া সেই আরোপিত মিথ্যাভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থ জীবে থাকে বলিয়া সেই অনর্থরূপ বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য সঙ্গত হয়। প্রদর্শিতরূপে জীবেই বন্ধ ও মোক্ষ সম্ভব হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন—বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বন্ধ নহে, কিন্তু আত্মার মিথ্যাভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিই বন্ধ, তাঁহাদের এই কল্পনা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধির অধীন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধি থাকিলেই এইরূপ কল্পনা করা যায় এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধি প্রদর্শিত কল্পনার অধীন অর্থাৎ প্রদর্শিতরূপ কল্পনার সিদ্ধি থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে, বন্ধনিবৃত্তিই মোক্ষ; তাদৃশ মোক্ষেরও যেমন সত্যেরই অর্থাৎ সত্য মোক্ষেরই পুরুষার্থত্ব হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ বন্ধেরও সত্যেরই অনর্থত্ব হওয়া উচিত হয়। বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ পুরুষার্থ এবং সত্য, আর কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ বন্ধ অনর্থ এবং মিথ্যা এরূপ হইতে পারে না। বন্ধের নিবৃত্তিই মোক্ষ ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন এবং তাদৃশ মোক্ষের সত্যতাও স্বীকার করেন; কিন্তু বন্ধের সত্যতা স্বীকার করেন না; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ বন্ধের নিবৃত্তি অর্থাৎ বন্ধের অভাবরূপ মোক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অভাবের প্রতিযোগী বন্ধও সত্যই হইবে। সুতরাং মোক্ষের ন্যায় বন্ধকেও সত্য বলাই উচিত। তাহা যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সত্যভূত অনর্থ বুদ্ধিনিষ্ঠ বলিয়া এবং মোক্ষ আত্মনিষ্ঠ বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য আর থাকিবে না।

মিতি বাচ্যম্, এতৎকল্পনায়াঃ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসসিদ্ধ্যধীনত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। মোক্ষস্যাপি সত্যস্যৈব পুরুষার্থত্ববৎ ভোক্তৃত্বাদিবন্ধস্যাপি সত্যস্যৈব অনর্থত্বাচ্চ। তদুক্তং বার্ত্তিকে বৌদ্ধং প্রতি— "ন হি স্বপ্নসুখাদ্যর্থং পুমান্ কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে। যাদৃচ্ছিকত্বাৎ স্বাপ্নস্য তূষ্ণীমাস্যেত পণ্ডিতৈঃ" ইতি। "স্থূলঃ করোমি, স্থূলোঽহং ভুঞ্জে" ইত্যাদিপ্রতীত্যা দেহস্যাপি অনর্থান্বয়াপাতাচ্চ। নাপি বুদ্ধ্যুপাধিকং আত্মস্থভোক্তৃত্বাদিকমনর্থঃ, ন তু

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ কল্পিত বন্ধ যেমন অনর্থ, সেইরূপ মোক্ষেরও কল্পিতেরই পুরুষার্থত্ব হইবে। তাহা হইলে আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হইতে পারিবে। অদ্বৈত-বাদিগণ এরূপও বলিতে পারেন না; কারণ মোক্ষ কল্পিত হইতে পারে না। মোক্ষ কল্পিত হইলে কেহই মোক্ষের জন্য যত্ন করিত না। কল্পিত মোক্ষসুখের জন্যও কেহ যত্ন করিত না। এই কথাই ভট্টবার্ত্তিকে বৌদ্ধগণের প্রতি বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ স্বপ্নসুখের ন্যায় মোক্ষসুখেরও কল্পিতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা খণ্ডন করিতে গিয়া বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন—স্বপ্নসুখ লাভ করিবার জন্য কেহই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না অর্থাৎ কেহই যত্ন করে না। কারণ স্বপ্ন যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ নিদ্রায় যদৃচ্ছাক্রমে স্বপ্ন লভ্যমান হইয়া থাকে; সুতরাং স্বপ্নসুখও যদৃচ্ছাক্রমেই লাভ হয় বলিয়া কেহই তাহার জন্য যত্ন করে না। অতএব মোক্ষসুখও কল্পিত হইলে তাহাও যদৃচ্ছাক্রমে লভ্যমান হইবে বলিয়া পণ্ডিতগণ মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নীরব-নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন। মোক্ষের জন্য যত্ন করিতেন না। সুতরাং মোক্ষকে কল্পিত বলা যায় না।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ জীবে মিথ্যাভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থ থাকে স্বীকার করিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য উপপন্ন করিতে প্রয়াস করেন, তাহাতে আরও দোষ এই হইবে যে—"স্থূলঃ করোমি" "স্থূলোঽহং ভুঞ্জে" ইত্যাদি প্রতীতিদ্বারা দেহেরও মিথ্যাভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থান্বয়ের প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া দেহও মিথ্যাভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের আশ্রয় হইয়া পড়ে। তাহা হইলে তাদৃশ অনর্থ দেহেই আছে বলিয়া দেহেরই মোক্ষাপত্তি হইবে। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ মিথ্যাভূত অনর্থ অর্থাৎ বন্ধ যাহার, তাহারই মোক্ষ হওয়া উচিত। প্রদর্শিতরূপে দেহেরই বন্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া দেহেরই মোক্ষাপত্তি হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন, বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। অধ্যাসনিবন্ধন সেই বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে ভাসমান হইয়া থাকে। বুদ্ধিরূপ উপাধি হইতে আত্মাতে যাহা ভাসমান হইয়া থাকে, এই আত্মগত মিথ্যা-ভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিই আত্মার অনর্থ। দেহগত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অনর্থ নহে। সুতরাং আত্মগতই বন্ধ ও মোক্ষ; বন্ধ ও মোক্ষ দেহগত নহে। এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ বুদ্ধ্যুপাধিক আত্মগত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি যদি আত্মার অনর্থ হয়, তাহা হইলে অনর্থের আশ্রয় আত্মারও অনর্থকোটিতে নিবেশ হইয়া পড়ে। যাহা অনর্থ, তাহার আশ্রয়ও অনর্থই হইবে। তাহা হইলে অনর্থহানিই পুরুষার্থ বলিয়া কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের হানি যেমন পুরুষার্থ, সেইরূপ অনর্থাশ্রয় আত্মাও অনর্থকোটিতে নিবিষ্ট বলিয়া আত্মহানিও পুরুষার্থ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, শুদ্ধ আত্মারই মোক্ষ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য রক্ষা করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণকে শুদ্ধ আত্মাতেই বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে শুদ্ধ আত্মাতেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির প্রতীতি হইতে হইবে; কিন্তু তাহা ত হয় না অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার ত কখনও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের আশ্রয়রূপে প্রতীতি হয় না। ভ্রমকালে "অহং কর্ত্তা" "অহং ভোক্তা" এইরূপে অহমর্থনিষ্ঠরূপেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি প্রতীত হইয়া থাকে; শুদ্ধাত্মনিষ্ঠরূপে ত প্রতীতি হয় না। আর

দেহস্থমিতি বাচ্যম্, অনর্থাশ্রয়স্য আত্মনঃ অনর্থকোটিত্বাপাতাৎ। ভ্রমসময়ে অহং ভোক্তেতি প্রমাকালে বুদ্ধির্ভোক্ত্রীতি প্রতীত্যাপত্ত্যা শুদ্ধাত্মনি কদাপি তদপ্রতীতেশ্চ। ২৩১।

অপি চ বুদ্ধেঃ শ্রবণাদিসাধনকর্ত্তৃত্বেন তৎফলমোক্ষস্যাপি তত্রৈবাপত্তেঃ "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" ইতি ন্যায়াৎ। যত্র সাধনকৃতিস্তস্যৈব ফলভাক্ত্বাৎ। অন্যথা কৃতহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ,

---

প্রমাকালে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান সময়েও "বুদ্ধিঃ কর্ত্রী" "বুদ্ধিঃ ভোক্ত্রী" এইরূপে বুদ্ধিনিষ্ঠরূপেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি প্রতীত হইয়া থাকে। শুদ্ধাত্মনিষ্ঠরূপে ত প্রতীত হয় না। সুতরাং শুদ্ধ আত্মাতে কখনও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের প্রতীতি হয় না। এজন্যও অদ্বৈতবাদিগণের মতে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থ অহমর্থভূত আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে। ২৩১।

আরও কথা এই যে– অদ্বৈতবাদিগণ যখন শ্রবণাদিরূপ সাধনের কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ বুদ্ধিরই স্বীকার করেন, তখন শ্রবণাদি সাধনের ফল মোক্ষও বুদ্ধিরই হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধনের কর্ত্তৃত্ব যখন বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই আছে, তখন তাহার ফল মোক্ষও বুদ্ধিতেই হওয়ার আপত্তি হয়। যেহেতু "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" অর্থাৎ "বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের ফল স্বর্গ-নরকাদি প্রয়োগকর্ত্তাতেই অর্থাৎ ফলসাধনের প্রযত্ন যাহাতে থাকে, তাহাতেই হইয়া থাকে" এই জৈমিনিকৃত সূত্রাংশ হইতেই তাহা জানা যায়। আর যাহাতে সাধন অর্থাৎ উপায়বিষয়ক প্রযত্ন থাকে, তাহাই ফলভাগী হইয়া থাকে। এজন্য শ্রবণাদি সাধনের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিতে থাকিলে তাহার ফলভাগী বুদ্ধিই হওয়ার আপত্তি হয়। অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিরই বলেন, তাহা হইলে শ্রবণাদি মোক্ষসাধনকর্ত্তৃত্বও বুদ্ধিরই হইল; অথচ তাঁহারা তৎফল মোক্ষ আত্মারই হয় স্বীকার করেন। তাহা হইতে পারে না; তাহা হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বুদ্ধিকৃত শ্রবণাদির হানি হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে শ্রবণাদির কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও বুদ্ধির মোক্ষরূপ ফল হইল না; সুতরাং কৃতের হানি হইল। আত্মাতে শ্রবণাদির কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও আত্মার মোক্ষফল হইল; সুতরাং অকৃতের অভ্যাগম হইল। যে করে, তাহার যদি ফললাভ না হয় এবং যে করে না, তাহার যদি ফললাভ হয়, তাহা হইলেই কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত এই কৃতনাশ ও অকৃতা-ভ্যাগম দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর তাহাতে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধির বলিলে বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ বন্ধ ও মোক্ষ এক অধিকরণে না থাকার আপত্তি হইয়া পড়ে। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিই অনর্থরূপ বলিয়া বন্ধ। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধির অথচ মোক্ষ হয় আত্মার; তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যই হইল। বন্ধ বুদ্ধিতে ও মোক্ষ আত্মাতে থাকায় এক অধিকরণে বন্ধ ও মোক্ষ থাকিল না। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি বলিলে যাহার বন্ধ, তাহার মোক্ষ হয় না এইরূপ আপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে।

আর ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—উপহিত আত্মার অর্থাৎ অন্তঃকরণোপাধিক আত্মার অর্থাৎ জীবের শুদ্ধ আত্মা হইতে স্বাভাবিক ভেদ নাই বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য উক্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে। উপহিত আত্মা ও শুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভেদ নাই বলিয়া উপহিতগত বন্ধও শুদ্ধগত হইতে পারে; সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি হইতে পারে। এজন্য বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে উপহিতগত অনর্থ যেমন শুদ্ধগত হইতে পারে, এইরূপ উপহিতগত দৃশ্যত্ব মিথ্যাত্ব প্রভৃতিও শুদ্ধগত হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। শুদ্ধ আত্মাতে দৃশ্যত্ব মিথ্যাত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ত অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রদর্শিতরূপেও অদ্বৈতবাদিগণ বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তির সমাধান করিতে পারেন না।

বন্ধমোক্ষয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেশ্চ। ন চ শুদ্ধোপহিতয়োঃ স্বাভাবিকভেদাভাবেন বন্ধমোক্ষয়োঃ সামানাধিকরণ্যং সুপপন্নমিতি বাচ্যম্, উপহিতগতানর্থস্য শুদ্ধগতত্ববৎ তদ্গতদৃশ্যত্বমিথ্যাত্বাদীনামপি শুদ্ধগতত্বাপত্তেঃ। ন চ জাতেষ্টিপিতৃশ্রাদ্ধাদৌ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, কৃতিফলয়োঃ সামানাধিকরণ্যোপপাদকোদ্দেশ্যতাসম্বন্ধস্য ফলাধিকরণে পুত্রপিত্রাদৌ সত্ত্বাৎ, জাতেষ্টাবপি পিত্রর্থপুত্রগতং

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—"শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" এই নিয়ম সর্ব্বত্র স্বীকার করা যায় না; কারণ জাতেষ্টি ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। "বৈশ্বানরং দ্বাদশ কপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে, যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নির্ব্বপতি, পূত এব স ভবতি" এই শ্রুতিদ্বারা পুত্রজন্মনিবন্ধন পিতার জাতেষ্টি বিহিত হইয়াছে। এই জাতেষ্টির কর্ত্তা বা অনুষ্ঠাতা পিতা; কিন্তু এই ইষ্টির ফল পুত্রগত পবিত্রতা। জাত পুত্রের পবিত্রতারূপ ফলের জন্য পুত্রের পিতা জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই জাতেষ্টিতে কর্ত্তার ফল হয় না; কর্ত্তা পিতা, পবিত্রতারূপ ফল পিতার নহে; কিন্তু পুত্রের। এই ফলভাক্ পুত্র; কিন্তু পুত্র এই ইষ্টির অনুষ্ঠাতা নহে। সুতরাং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাই সর্ব্বত্র ফলভাক্ হইয়া থাকে, এই নিয়মের জাতেষ্টিতে ব্যভিচার হইয়াছে। এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদিতেও প্রদর্শিত নিয়ম ব্যভিচারী। পিতার স্বর্গলাভের জন্য পুত্র শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে; শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের কর্ত্তা পুত্র এবং শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের ফলভোক্তা পিতা। সুতরাং যে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, সে সেই কর্ম্মের ফলভোক্তা হইবে এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হইতে পারে না। জাতেষ্টি, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যভিচারপ্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই; প্রদর্শিত দুইটি স্থলেও কার্য্যের অনুষ্ঠাতাই সেই কর্ম্মের ফলভোক্তা। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃত্ব ও ফলভোক্তৃত্ব সমানাধিকরণ হয় নাই অর্থাৎ এক জনের হয় নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মফলের সামানাধিকরণ্য উপপাদক উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রদর্শিত স্থলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধে কৃতি ও ফল সমানাধিকরণ হইয়াছে। পুত্রের পবিত্রত্ব কামনা করিয়াই পিতা জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং পূতপুত্রকত্বই জাতেষ্টির ফল; পিতা পূতপুত্রক হইবেন বলিয়াই জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পূতপুত্রকত্ব ফল পিতৃনিষ্ঠ এবং জাতেষ্টির অনুষ্ঠাতাও পিতাই বটে; পূতত্ব ধর্ম্ম পুত্রনিষ্ঠ হইলেও পূতপুত্রকত্ব ধর্ম্ম পিতৃনিষ্ঠই বটে। পুত্র এই ফলের কামনা করে নাই; পিতাই পুত্রগত পূতত্ব ফলের কামনা করিয়াছেন; সুতরাং যাহার ফলকামনা, তাহারই ফলসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ফলও তাহারই। যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পূতত্ব ফল পুত্রের, তথাপি ফলকামনা পুত্রের নাই; এজন্য উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধে ফল পিতৃগতই হইয়াছে। এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদিতেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ স্বর্গগামিপিতৃকত্বই শ্রাদ্ধের ফল, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা পুত্র এবং স্বর্গগামিপিতৃকত্ব ফলও পুত্রনিষ্ঠই বটে। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই।

আরও কথা এই যে—জাতেষ্টি কর্ম্ম বা শ্রাদ্ধাদি যে কোন পুত্র বা পিতার ফললাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্তু পিত্রর্থ পুত্রের পূতত্ব কামনা করিয়াই সেই পুত্রের পিতা জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুত্রই যদি পিত্রর্থ অর্থাৎ পিতার জন্য হইল, তবে পুত্রগত পূতত্বও ত পিত্রর্থই হইবে অর্থাৎ পিতার জন্যই হইবে। এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে অদ্বৈতবাদী একথা বলিতে পারেন না যে—পুত্র যেমন পিত্রর্থ, এইরূপ আত্মাও অন্তঃকরণার্থ; আত্মার মোক্ষও অন্তঃকরণগতই ফল; মোক্ষের সাধনানুষ্ঠান করিবে অন্তঃকরণ; আর মোক্ষফল হইবে আত্মার, ইহা কখনই হইতে পারে না। আত্মা যদি অন্তঃকরণার্থ হইত, তবে জাতেষ্ট্যাদির মত মোক্ষও অন্তঃকরণেরই ফল বলা যাইত, কিন্তু আত্মা অন্তঃকরণার্থ কখনই হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতে মোক্ষদশাতে অন্তঃকরণই থাকে না।

পূতত্বাদিকং তদনুষ্ঠাতুঃ পিতুরেব ফলমিত্যর্থঃ। তথৈব শ্রাদ্ধেঽপি বোধ্যম্। আরোপিতানারোপিত-সাধারণকর্ত্তৃত্বস্য ফলং প্রতি প্রযোজকত্বে বুদ্ধিদেহয়োর্মোক্ষান্বয়াপত্তেঃ। ২৩২।

কিঞ্চ "তন্মনোঽকুরুত" (বৃ—১৷২৷১) ইত্যাদিশ্রুতৌ মনসঃ কৃতিকর্ম্মত্বস্য "শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসা" (ছা—৫৷১৷৭, বৃ—৬৷১৷৮) ইতি করণত্বস্য, "মন উৎক্রমন্ মীলিত ইবাশ্নন্ পিবন্নাস্তে ইব" ইত্যাদৌ মন উৎক্রমণেঽপি আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বস্য "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছা—৮৷৩৷৪) ইত্যাদৌ স্বরূপাবির্ভাবে পরমুক্তাবপি কর্ত্তৃত্বস্য, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈ—২৷৫৷১) "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা" (প্র—৪৷৯) "যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি" (ছা—৮৷১২৷৪) "স আত্মা আনন্দভুক্ যথা প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ বিজ্ঞানাত্মনিষ্ঠকর্ত্তৃত্বস্য শ্রবণাৎ। ন চাত্র বিজ্ঞানশব্দো বুদ্ধিপর ইতি বাচ্যম্, "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে" ইতি বাক্যশেষাৎ। ২৩৩।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃত্ব ও ফলের সামানাধিকরণ্য রক্ষা করিবার জন্য আরোপিত বা অনারোপিত কর্ত্তৃত্ব ফলসমানাধিকরণ হইয়া থাকে এরূপ বলেন অর্থাৎ আত্মাতে অনারোপিত কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও আরোপিত কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া কর্ত্তৃত্ব ও ফল সমানাধিকরণই হইবে। মোক্ষরূপ ফল আত্মাতে আছে এবং মোক্ষফলের সাধনানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বও আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে। অতএব আত্মাতে আরোপিত কর্ত্তৃত্ব ও ফল উভয়ই আছে। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ও ফলের বৈয়ধিকরণ্য হয় নাই, এইরূপ বলেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আরোপিত অনারোপিত সাধারণ কর্ত্তৃত্বকে ফলের প্রতি প্রযোজক স্বীকার করিলে বুদ্ধি ও দেহের মোক্ষের আপত্তি হইবে। কারণ কর্ত্তৃত্বের আরোপ দেহাদিতেও আছে; অথচ দেহাদি মোক্ষফলভাক্ নহে; মোক্ষফলের ভাগী দেহাদি হয় না। এইরূপ বুদ্ধিরও কর্ত্তৃত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; কিন্তু মোক্ষফল বুদ্ধির হয় না। বুদ্ধি ও দেহাদির যদি মোক্ষফল স্বীকার করা যায়, তবে মোক্ষদশাতে বুদ্ধি ও শরীরের অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। ২৩২।

আরও কথা এই যে—কৃতির কর্ম্মত্ব, করণত্বাদি ধর্ম্ম মনের ইহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। বুদ্ধির অভাব দশাতেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব শ্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং আত্মা অকর্ত্তা এবং মন বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তা ইত্যাদি যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত। যেমন—"তন্মনোঽকুরুত" এই শ্রুতিতে মনকে কৃতির কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ "শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসা" এই শ্রুতিতে মনকে করণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "মনঃ উৎক্রমন্ মীলিত ইব অশ্নন্ পিবন্ আস্তে ইব" এই শ্রুতিতে মনের উৎক্রমণ হইলেও অশন-পানাদিতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার স্বরূপাবির্ভাবে পরমুক্তিদশাতেও ক্রীড়া রত্যাদির কর্ত্তারূপে আত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানাত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা যো বেদদং জিঘ্রাণীতি" এই শ্রুতিতেও বিজ্ঞানাত্মা কর্ত্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "স আত্মা আনন্দভুক্ যথা প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মারই কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়—"বিজ্ঞানং যজ্ঞ"মিত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানশব্দ বুদ্ধির প্রতিপাদক, আত্মার প্রতিপাদক নহে; সুতরাং উক্ত শ্রুতিদ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ তস্মাচ্চ ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে" এই বাক্যশেষশ্রুতিদ্বারা বিজ্ঞানশব্দপ্রতিপাদিত আত্মাই বটে, বুদ্ধি নহে, ইহাই অবধারিত হইয়াছে। আত্মারই ব্রহ্মরূপতা উপদেশ করা হইয়াছে, বুদ্ধির ব্রহ্মরূপতা উপদেশ করা হয় নাই। ২৩৩।

কিঞ্চ "অহং করোমি" ইত্যাদিপ্রত্যক্ষেণ, আত্মা মোক্ষসাধনবিষয়কৃতিমান্ তৎফলান্বয়িত্বাৎ সম্মতবৎ, অজ্ঞানং জ্ঞানসমানাধিকরণং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ জ্ঞানপ্রাগভাববৎ, দুঃখাদিভোগঃ মোক্ষসমানাধিকরণঃ বন্ধরূপত্বাৎ সম্মতবৎ—ইত্যাদ্যনুমানৈশ্চ, "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা" (প্র—৪।৯) "যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি" ইত্যাদিশ্রুতিভিশ্চ, "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি ন্যায়াচ্চ। যদ্যাত্মা কর্ত্তা ন স্যাৎ তর্হি ভোগমোক্ষসাধনোপদেশোঽপি ন স্যাৎ—ইতি অর্থাপত্তেশ্চ সিদ্ধস্যাত্মকর্ত্তৃত্বস্য বাধকাদর্শনাৎ। ন চ শ্রুতিঃ অনুবাদপরা, অহমর্থান্যাত্মকর্ত্তৃত্বস্য "নামরূপে ব্যাকরোৎ" "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" ইতি শ্রুত্যুক্তেশ্বরস্যকর্ত্তৃত্বস্য চ প্রত্যক্ষেণ অপ্রাপ্তত্বাৎ। ন চ নির্ধর্ম্মকত্বং বাধকম্, নির্ধর্ম্মকত্বরূপধর্ম্মস্য ভাবাভাবাভ্যাং ব্যাঘাতাৎ। জ্ঞানত্ববৎ সৌষুপ্তিকাজ্ঞানাদিসাক্ষিত্ববৎ বুদ্ধিং প্রতি বুদ্ধিবিশিষ্টস্য জ্ঞাতৃত্ববচ্চ সত্যস্য জ্ঞাতৃত্বাদেরপি আত্মন্যেব সম্ভবাচ্চ।

আরও কথা এই যে—"অহং করোমি" এইরূপ প্রত্যক্ষদ্বারাও আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত প্রত্যক্ষের বাধক প্রমাণও কিছু নাই। এইরূপ "আত্মা মোক্ষসাধনবিষয়কৃতিমান্, তৎফলান্বয়িত্বাৎ সম্মতবৎ" এইরূপ অবাধিত অনুমানদ্বারাও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রদর্শিত অনুমানের অর্থ এই যে—যে, যে কর্ম্মের ফলভোগী হইয়া থাকে, সে সেই কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া থাকে; যেমন উভয়মতসিদ্ধ যজমান। যজমান কর্ম্মফলভাগী হয় বলিয়া কর্ম্মের কর্ত্তাও বটে। "অজ্ঞানং জ্ঞানসমানাধিকরণং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ জ্ঞানপ্রাগভাববৎ" এই অনুমানদ্বারাও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুমানের অর্থ এই যে—যাহার অজ্ঞান, জ্ঞানও তাহারই হইয়া থাকে। আত্মার অজ্ঞান আছে বলিয়া জ্ঞানও আত্মারই হইবে। আত্মা যেমন অজ্ঞ, এইরূপ বিজ্ঞ বা জ্ঞাতা আত্মাই হইবে। আর যে জ্ঞাতা, সেই কর্ত্তা হইয়া থাকে। যেহেতু অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য, যাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য, তাহা জ্ঞানের সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞানের প্রাগভাব জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলিয়া জ্ঞানসমানাধিকরণ হইয়া থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানসমানাধিকরণ সিদ্ধ হইলে অজ্ঞ আত্মারই জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩) এই ন্যায়সূত্র অনুসারেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যদি আত্মা কর্ত্তা না হইত, তবে ভোগ ও মোক্ষের সাধনোপদেশও আত্মাকে করা যাইত না। যে কর্ত্তা নহে, তাহাকে সাধনানুষ্ঠানের উপদেশও করা যায় না। এই অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারাও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মার কর্ত্তৃত্বসাধক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগুলির কোন বাধকও নাই। এস্থলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষপ্রমাণ, শ্রুতিপ্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ, ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণ ও অর্থাপত্তিপ্রমাণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন - দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ প্রদর্শিত শ্রুতি লৌকিকানুভবসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বের অনুবাদমাত্র। সুতরাং প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহদ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক অনুভবদ্বারা অহমর্থেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। "অহং কর্ত্তা"—আমি করি এইরূপই লোকের অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু অহমর্থ ভিন্ন আত্মার কর্ত্তৃত্বের অনুভব লোকের হয় না। অথচ প্রদর্শিত শ্রুতিতে অহমর্থভিন্ন আত্মারই কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে এবং "নামরূপে ব্যাকরোৎ" "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে। অহমর্থভিন্ন আত্মার ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য নহে বলিয়া উক্ত কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি লৌকিক অনুভবের অনুবাদিনী হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষদ্বারা তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তই নহে।

যদি বলা যায়—আত্মা নির্ধর্ম্মক; আত্মার কোন ধর্ম্মই নাই; সুতরাং আত্মাতে কর্ত্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? আত্মার নির্ধর্ম্মকত্বগ্রাহক প্রমাণই বাধক বলিয়া আত্মাতে কর্ত্তৃত্বধর্ম্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই

নাপি নিষ্ক্রিয়ত্বং বাধকম্, ক্রিয়ায়া ধাত্বর্থত্বে হি আত্মন্যপি অস্ত্যাদিধাত্বর্থসত্ত্বাদেঃ সত্ত্বেন তত্ত্বাসিদ্ধত্বাৎ। পরিস্পন্দাদিপরত্বে চ ইষ্টাপত্তেঃ। কৃতিপরত্বে চ "রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদিশ্রুত্যা চেতনে বিহিতত্বেনাসিদ্ধেঃ। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিবিরোধঃ, তস্যা ব্রহ্মণি পরতন্ত্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যগাত্মনি স্বতন্ত্রকর্তৃত্বস্য নিষেধকত্বাৎ। অন্যথা "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেত ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-

---

যে—আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বীকার ও নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্ম স্বীকার উভয়ই আত্মাতে ধর্ম্ম স্বীকারই বটে ; সুতরাং আত্মাতে নির্ধর্ম্মকত্ব ধর্ম্ম আছে স্বীকার করিলে আত্মা ধর্ম্মরহিত হইল না। এইরূপ আত্মাতে নির্ধর্ম্মকত্ব ধর্ম্ম নাই স্বীকার করিলেও আত্মার ধর্ম্মরাহিত্য সিদ্ধ হয় না। আত্মাতে নির্ধর্ম্মকত্ব ধর্ম্ম না থাকিলে সধর্ম্মকত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মের থাকা ও না থাকাপ্রযুক্ত উভয়তঃই ব্যাঘাত হইবে অর্থাৎ নির্ধর্ম্মকত্বোক্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং "আত্মা নির্ধর্ম্মক" এইরূপ উক্তি প্রদর্শিতরূপে ব্যাঘাতদোষদুষ্ট।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ আত্মা বা ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মক স্বীকারই করিতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ; এজন্য ব্রহ্মে জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম আছে স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম নাই স্বীকার করিলে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হইতে পারিবে না। যাহাতে জ্ঞানত্ব নাই, তাহা জ্ঞানই নহে। এইরূপ আত্মা সৌষুপ্তিক অজ্ঞানাদির সাক্ষী হইয়া থাকে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান, সুখ প্রভৃতির সাক্ষী আত্মা, ইহা অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানাদির সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম আত্মার আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ বুদ্ধির প্রতি বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আত্মা নির্ধর্ম্মক ইহা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।

বিশেষ কথা এই যে—জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আত্মাতেই সম্ভাবিত, অনাত্মাতে সম্ভাবিত নহে ; এই জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম সত্যই বটে। আত্মাতেও যদি জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম সত্য না হয়, তবে আর কোথায় হইবে। সুতরাং আত্মা সত্য জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ইহাই সিদ্ধ হইল। আত্মা নির্ধর্ম্মক হইতেই পারে না।

যদি বলা যায়—আত্মা জ্ঞাতা হইতে পারে না ; আত্মা নিষ্ক্রিয় বলিয়া জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় আত্মা হইতে পারে না। জ্ঞা-ধাতুর অর্থ ই জ্ঞান ; আর ধাত্বর্থ ই ক্রিয়া ; সুতরাং "জ্ঞা" ধাত্বর্থ জ্ঞানক্রিয়াই বটে। সুতরাং আত্মাতে জ্ঞানক্রিয়া স্বীকার করিলে আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মা নিষ্ক্রিয়, ইহার অর্থ অদ্বৈতবাদিগণ কি মনে করেন? ক্রিয়া কথার অর্থ কি ধাত্বর্থ? অথবা পরিস্পন্দন (চলন)? যদি ধাত্বর্থই ক্রিয়া এরূপ মনে করা যায়, আর তাহাতে জ্ঞা-ধাত্বর্থ জ্ঞান আত্মাতে নাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "আত্মা অস্তি" "অস্তি ইত্যেবোপলব্ধব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে অস্ ধাতুর অর্থ সত্তা ক্রিয়াও আত্মাতে নাই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ "আত্মা ভাতি—প্রকাশতে" ইত্যাদি স্থলে ভান, প্রকাশাদি ধাত্বর্থও আত্মাতে নাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে আত্মা অসৎ, অপ্রকাশরূপ ইহাই হইয়া পড়িবে। অথচ অদ্বৈতবাদী অস্ত্যাদি ধাতুর অর্থ সত্তাদি আত্মাতে আছে স্বীকার করিয়া থাকেন। অস্ত্যাদি ধাতুর অর্থ আত্মাতে স্বীকার করাতে যদি আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধক না হইয়া থাকে, তবে জ্ঞা-ধাতুর অর্থ জ্ঞান আত্মাতে স্বীকার করাতেই বা আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধক হইবে কেন? আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ পরিস্পন্দনকে ক্রিয়া বলেন, আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ পরিস্পন্দনরহিত এইরূপ বলেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই ; কারণ আমরাও আত্মার পরিস্পন্দনক্রিয়া স্বীকার করি না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ এইরূপ মনে করেন যে—কৃতিরূপ ক্রিয়া আত্মার নাই, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে। কারণ শ্রুতিই "রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"

র্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" (বৃ ৪।৩।২৩) "ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ" (বৃ—৪।৩।২৭) "ন হি মন্তুঃ মতেঃ" (বৃ ৪।৩।২৮) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ বাধস্য তবাপি সাম্যাৎ। নাপি নির্ব্বিকারত্বং বাধকম্, আকাশস্য সংযোগাদ্যাশ্রয়ত্বেঽপি নির্ব্বিকারিত্ববৎ আত্মনোঽজ্ঞানতদ্ধ্বংসাদ্যাশ্রয়ত্বেঽপি নির্ব্বিকারিত্ববচ্চ

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কৃতিমত্ত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব আত্মার প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্মের কৃতিরূপ ক্রিয়া নাই এইরূপ বলিলে কৃতিমত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবিরোধই হইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—আত্মাতে বা ব্রহ্মে জ্ঞান, কৃতি, প্রভৃতি ক্রিয়া স্বীকার করিলে নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতির গতি কি হইবে? শ্রুতিই ত নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মা ও ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ইহা আমরাও স্বীকার করি। জ্ঞান, কৃতি প্রভৃতি ক্রিয়া আত্মা ও ব্রহ্মে স্বীকার করাতে আমাদের মতে নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতির বিরোধ হয় না; কারণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, ইহার অর্থ—ব্রহ্মে পরতন্ত্র ক্রিয়া নাই। ব্রহ্মে পরতন্ত্র ক্রিয়ার নিষেধই নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিদ্বারা করা হইয়াছে; কিন্তু স্বতন্ত্র ক্রিয়ার নিষেধ করা হয় নাই। এজন্য ব্রহ্মে স্বতন্ত্র জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি থাকিলেও পরতন্ত্র জ্ঞান, ইচ্ছাদি নাই বলিয়া ব্রহ্মকে শ্রুতি নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যগাত্মাতে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া প্রত্যগাত্মাকেও নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে। প্রত্যগাত্মাতে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও পরতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব আছে। সুতরাং প্রদর্শিত নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতির বিরোধ আমাদের মতে নাই। কর্ত্তৃত্ব কথার অর্থ কৃতিমত্ত্ব; কৃতিমান্‌কে কর্ত্তা বলে। কৃতি কৃঞ্ ধাতুর অর্থ বলিয়া ক্রিয়াই বটে; পরতন্ত্র কৃতি প্রত্যগাত্মাতে থাকিলেও স্বতন্ত্র কৃতি নাই বলিয়া প্রত্যগাত্মাকে শ্রুতিতে নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে। ব্রহ্মে পরতন্ত্র ক্রিয়া নাই, স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে, ইহা বলা হইয়াছে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মে স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র কোন ক্রিয়াই স্বীকার না করেন, তবে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে; কারণ এই শ্রুতি ব্রহ্মের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে, ন হি মন্তুর্মতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতির বাধ অদ্বৈতবাদীর মতে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। উক্ত শ্রুতি সুষুপ্তিদশায় প্রত্যগাত্মার দৃষ্টি, শ্রুতি, মতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ রক্ষা করিতে গেলে প্রদর্শিত শ্রুতির বাধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আর যদি বলা যায়—আত্মা জ্ঞাতা হইতে পারে না; আত্মাতে জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার বিকারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ শ্রুতিই আত্মার নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ গুণাশ্রয়ত্বরূপে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার দ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরূপ বিকারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয়; কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ আত্মার নির্ব্বিকারত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যই তাহাতে বাধক। সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা নহেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানাদি গুণের আশ্রয় হইলেও আত্মার বিকারত্ব প্রসঙ্গ হয় না। আকাশ সংযোগাদির আশ্রয় হইলেও যেমন আকাশের দ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরূপ বিকারিত্বের প্রসঙ্গ হয় না এবং অদ্বৈতবাদিগণের মতে আত্মা অজ্ঞানরূপ বন্ধ ও বন্ধধ্বংসরূপ মুক্তির আশ্রয় হইলেও যেমন আত্মার দ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরূপ বিকারিত্বের প্রসঙ্গ হয় না, সেইরূপ আত্মা জ্ঞানাদি গুণের আশ্রয় হইলেও আত্মার বিকারিত্বের প্রসঙ্গ হয় না। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্বে আত্মার নির্ব্বিকারত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যকে বাধক বলা যায় না। আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" এই বাক্যদ্বারা আত্মাকে অবিকারী বলা হইয়াছে, আত্মাকে জ্ঞাতা বলিলে সেই স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ারও সম্ভাবনা নাই; কারণ "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" এই স্মৃতিবাক্যে আত্মার দ্রব্যান্তরত্বাপত্ত্যাদিরূপ ষড়্‌বিধ বিকার যে নাই, তাহাই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় হইলেও দ্রব্যান্তরত্বাপত্ত্যাদি-

জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্বেঽপি (দ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরূপ-) বিকারিত্বাযোগাৎ। "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (গী—২।২৪) ইত্যাদিশাস্ত্রস্য দ্রব্যান্তরাপত্ত্যাদিষড়্‌বিকাররূপনিষেধপরত্বাৎ ন বিরোধঃ। ২৩৪।

ন চ সুষুপ্তৌ মনসোঽভাবে কর্ত্তৃত্বাদ্যদর্শনং বাধকমিতি বাচ্যম্ তত্রাপি শ্বাসাদিকর্ত্তৃত্বদর্শনাৎ তদসিদ্ধেঃ "সুপ্তো ভূর্ভূরিত্যেব প্রশ্বসিতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। দেহাদিবন্মনসো নিমিত্তত্বরূপত্বেনাপি তদুপপত্তেশ্চ। "কামঃ সঙ্কল্পঃ" (বৃ—১।৫।৩) ইত্যাদিশ্রুতিরপি মনসঃ করণত্ববোধনবিষয়িকৈব "মনসৈবাগ্রে সঙ্কল্পয়তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অত্র স্পষ্টং কণ্ঠরবেণ করণপাঠদর্শনাচ্চ। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু-

---

রূপ বিকারিত্বের প্রসঙ্গ যে আত্মার হয় না, তাহা পূর্ব্বেই দৃষ্টান্তদ্বয়দ্বারা উপপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আত্মার নির্ব্বিকারত্বপ্রতিপাদক স্মৃতিবাক্যও আত্মার জ্ঞাতৃত্বে বাধক হইতে পারে না। ২৩৪।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—মনের অভাবদশাতে সুষুপ্তিতে যে কর্ত্তৃত্বাদি দেখা যায় না, সেই সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শনই আত্মার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বাদির বাধক হইবে। কর্ত্তৃত্বাদি যদি আত্মারই হইত, তবে সুষুপ্তিতেও আত্মা থাকে বলিয়া সুষুপ্তিতেও কর্ত্তৃত্বাদি থাকার প্রসঙ্গ হইত। সুষুপ্তিতে মন থাকে না, কর্ত্তৃত্বাদিও থাকে না, সুতরাং মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন "কর্ত্তৃত্বাদি যে মনের" ইহাই বুঝাইয়া দেয়। কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার হইলে মনের অভাবদশায় সুষুপ্তিতেও আত্মা থাকে বলিয়া কর্ত্তৃত্বাদি থাকার প্রসঙ্গ হয়। অথচ সুষুপ্তিতে আত্মা থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃত্বাদি থাকে না। সুতরাং সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শনই আত্মার কর্ত্তৃত্বাদির বাধক। পরন্তু মনের অভাব-অবস্থা সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন—মনেরই কর্ত্তৃত্বাদির সাধক। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে, কিন্তু মনের।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাঁহারা যে সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শনকে আত্মার কর্ত্তৃত্বাদির বাধক বলিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই বাধক অসিদ্ধ। সুষুপ্তিতেও আত্মার শ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুষুপ্তিতে যে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া হইতে দেখা যায়, সেই ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তিতে মনের অভাব হয় বলিয়া "ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব মনের" এরূপ বলা যায় না। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"সুপ্তো ভূর্ভূরিত্যেব প্রশ্বসিতি" অর্থাৎ "আত্মা সুপ্ত হইয়া "ভুর্ ভুর্" এইরূপেই শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে" এই শ্রুতি হইতেই সুষুপ্তিতেও আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব আছে জানা যায়। সুতরাং সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন নাই, কিন্তু দর্শনই আছে; এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের উদ্ভাবিত বাধক অসিদ্ধ। আর বাধকের অসিদ্ধি-নিবন্ধনই তাঁহাদের উক্তি অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি স্বীকার করিলে সুষুপ্তিতে (মনের অভাবে) আত্মা থাকে বলিয়া সুষুপ্তিতেও কর্ত্তৃত্বাদি থাকার আপত্তি হয়, তাহাতে ইষ্টাপত্তি দেখাইয়া প্রদর্শিত সমাধান করা হইল। আর সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন স্বীকার করিলেও যে তাহা আত্মার কর্ত্তৃত্বাদির বাধক হইতে পারে না, তাহাই দেখান হইতেছে—সুষুপ্তিতে মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদি দেখা যায় না বলিয়াই তৎকালে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন "কর্ত্তৃত্বাদি মনের" এইরূপ বলিয়া বুঝায় না। কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন কর্ত্তৃত্বাদিতে মনের নিমিত্তত্বই বুঝাইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে মনোরূপ নিমিত্তের অভাবনিবন্ধনই কর্ত্তৃত্বাদি দেখা যায় না। সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন মনোরূপ নিমিত্তের অভাবনিবন্ধনই উপপন্ন হইতে পারে। নিমিত্তকারণের অভাবেও কার্য্যের অদর্শন হইতে পারে; যেমন দণ্ডরূপ নিমিত্তকারণের অভাবেও ঘটরূপ কার্য্যের অদর্শন হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ দণ্ডাভাবে ঘটের অদর্শন দণ্ডের কর্ত্তৃত্ব বুঝাইয়া দেয় না। এইরূপ সুষুপ্তিতে নিমিত্তরূপ মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন মনের কর্ত্তৃত্বাদি বুঝাইয়া দেয় না। সুষুপ্তিতে যে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয়, তাহা নিমিত্তরূপ মনের অভাব-নিবন্ধনই হইয়া থাকে। তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি মনের বলিয়া সিদ্ধ হয় না এবং তদ্দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে ইহারও সিদ্ধি

র্মনীষিণঃ" (কঠ—৩।৪) ইতি শ্রুতেস্তু আত্মনো ভোক্তৃত্বে দেহাদিবৎ মনসোঽপি সহকারিত্বমাত্র-মিত্যেতৎপরত্বাৎ। ২৩৫।

কিঞ্চ "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" (বৃ—৪।৩।৭) ইতি শ্রুতৌ ইবশব্দঃ পরতন্ত্রপ্রভৌ প্রভুরিব ইতিবৎ জীবকর্ত্তৃত্বস্য ঈশ্বরপারতন্ত্র্যপ্রদর্শনপরঃ। নন্থ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

করা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত। মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া যদি কর্ত্তৃত্বাদি মনেরই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া দেহেরও কর্ত্তৃত্বাদির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আত্মারই কর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয়, মনের নহে। প্রদর্শিতরূপে মনের করণত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাদি নহে।

আর যদি বলা যায়—"কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কাম প্রভৃতির মনোরূপত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনের ঐ কামাদ্যাত্মকত্ব কামাদির কর্ত্তৃত্বই বলিতে হইবে। সুতরাং উক্ত শ্রুতিদ্বারাই মনের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। মনের কর্ত্তৃত্বে উক্ত শ্রুতিই প্রমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ এই প্রদর্শিত শ্রুতিও মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"মনসৈবাগ্রে সঙ্কল্পয়তি" অর্থাৎ মনোদ্বারাই অগ্রে সঙ্কল্প করিয়াছেন। "কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে মনের কামাদ্যাত্মকত্ব বলা হইয়াছে, সেই মনের কামাদ্যাত্মকত্ব যে কামাদির করণত্ব, তাহা "মনসৈবাগ্রে সঙ্কল্পয়তি" এই শ্রুতি হইতেই জানা যায়। "মনসৈবাগ্রে সঙ্কল্পয়তি" এই শ্রুতিতে স্পষ্ট কণ্ঠরবেই মনকে করণরূপে পাঠ করা হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং "কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিও মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে। আর "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ "দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে মনীষিগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন" এই শ্রুতি আত্মার ভোক্তৃত্বে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে যেমন সহকারী বলিয়াছেন, সেইরূপ মনকেও সহকারীই বলিয়াছেন। এই শ্রুতিতে আত্মশব্দদ্বারা কথিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসহকারে আত্মারই ভোক্তৃত্ব বলা হইয়াছে; কিন্তু মনের ভোক্তৃত্ব বলা হয় নাই। আত্মার ভোক্তৃত্বে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যেমন সহকারিত্ব বলা হইয়াছে, সেইরূপ মনেরও সহকারিত্বই বলা হইয়াছে। মনের ভোক্তৃত্ব বলা হইয়াছে বলিয়া শঙ্কা করাই যায় না; কারণ তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়েরও ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। ২৩৫।

আরও কথা এই যে—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বিজ্ঞানাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ "তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন", এই শ্রুতিতে "ইব" শব্দ প্রয়োগ করায় আত্মার অকর্ত্তৃত্ব শঙ্কাও করা যায় না; কারণ উক্ত শ্রুতিগত "ইব" শব্দ জীবের কর্ত্তৃত্বের পারতন্ত্র্য অর্থাৎ ঈশ্বরাধীনত্ব প্রদর্শনপর। জীবকর্ত্তৃত্ব যে ঈশ্বরাধীন, ইহাই শ্রুতিগত ইবশব্দদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ইবশব্দদ্বারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই। যেমন পরাধীন প্রভুতে "প্রভুরিব' এইরূপ বলিয়া ইবশব্দদ্বারা তাহার প্রভুত্বের পরাধীনত্ব প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু তাহার অপ্রভুত্ব প্রদর্শন করা হয় না, সেইরূপ শ্রুতি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এইরূপ বলিয়া ইবশব্দদ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জীবের অকর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" অর্থাৎ "দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত জীব "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিয়া থাকে, এই স্মৃতিই আত্মার কর্ত্তৃত্বে বাধিকা অর্থাৎ উক্ত স্মৃতিবাক্যদ্বারাই জানা যায় আত্মা কর্ত্তা নহেন; আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলিলে উক্ত স্মৃতিবাক্যই তাহার বাধক হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে;

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গী—৩।২৭) ইতি স্মৃতির্বাধিকেতি চেৎ ন, তস্যা অপি স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বনিষেধপরত্বাবিশেষাৎ। "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।" (গী—১৮।১৬) ইতি কেবলশব্দঃ স্বাতন্ত্র্যপরার্থে মানম্, কেবলং স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তারং মন্যমানো দুর্ম্মতিরিত্যর্থঃ। "স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং ন তাবতা দোষবানীশিতাপি" "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। বদ্ধাবস্থায়ামনাদিপ্রকৃতিসম্বন্ধরূপয়া কর্ম্মরূপয়া বা অবিদ্যয়া সঙ্কুচিতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিকানাং প্রত্যগাত্মনাং জ্ঞানক্রিয়াদৌ মনআদিপারতন্ত্র্যাৎ তৎসহায়াপেক্ষা, মুক্তাবস্থায়াং তু স্বপরস্বরূপয়োরাবির্ভাবেন বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষত্বমিতি বিবেকঃ। "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মু—১।১।৯) "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা"

কারণ উক্ত স্মৃতিবাক্যেও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বই নিষেধ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবকর্ত্তৃত্ব পরতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত জীব "আমি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিয়া থাকে, ইহাই উক্ত স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। এই জন্যই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ" অর্থাৎ "এইরূপ হইলে অর্থাৎ মনুষ্যগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ন্যায্য বা বিপরীত কর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পাঁচটিই হেতু হইলে যে ব্যক্তি আত্মাকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে, সেই অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি দুর্ম্মতি ব্যক্তি সম্যক্ দেখিতে পায় না", এই স্মৃতিবাক্যেও "কেবল" শব্দদ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মাকে কেবল অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি দুর্ম্মতি ইহাই স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত স্মৃতিবাক্যে যদি আত্মার সর্ব্বথা কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হইয়াছে বলা যায়, তবে উক্ত স্মৃতিবাক্যগত "কেবল" শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতেও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু জীবের পরতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। প্রদর্শিত গীতাস্মৃতির অর্থ শ্রুতিদ্বারাও সমর্থিত। "ঈশিতা অর্থাৎ ঈশ্বর জীবকে পুণ্য বা পাপ করাইয়া থাকেন। পুণ্য বা পাপ করান বলিয়া ঈশ্বর দোষভাক্ হন না" অর্থাৎ তাহাতে ঈশ্বরের রাগদ্বেষাদির আপত্তি হয় না। কারণ ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই তাহা করাইয়া থাকেন। কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"এই ঈশ্বরই সেই জীবদ্বারা সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাহাকে এই লোক হইতে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন"। এই শ্রুতিদ্বারাও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাই জানা যায়। "জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর কারয়িতা", এইরূপ স্মৃতিবাক্য হইতেও জীবের পরতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব জানা যায়—"হৃদয়স্থিত পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইয়া থাকি, সেইরূপই করিয়া থাকি।"

প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতিদ্বারা আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা বলা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা এই উভয় অবস্থাতেই জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে; কিন্তু বদ্ধাবস্থার কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্তাবস্থার কর্ত্তৃত্বের ভেদ এই যে—বদ্ধাবস্থায় জীব অনাদি প্রকৃতিসম্বন্ধবশতঃ অথবা কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবশতঃ সঙ্কুচিত জ্ঞানক্রিয়াশক্তিযুক্ত থাকে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত থাকে। এই সঙ্কোচের কারণ—অনাদি প্রকৃতিসম্বন্ধ অথবা কর্ম্মরূপ অবিদ্যাসম্বন্ধ। বদ্ধাবস্থায় জীব অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা সঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তি ও সঙ্কুচিত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত বলিয়া তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়া মন প্রভৃতি করণের ও শরীরের অধীন হইয়া থাকে; কিন্তু মুক্তাবস্থাতে প্রত্যগাত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া মন প্রভৃতি করণসাপেক্ষ নহে। মুক্তাবস্থাতে জীব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। এজন্য তাহার জ্ঞান করণসাপেক্ষ নহে। এই সমস্ত কথা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে অলোচনা করিব। মুক্তাবস্থায় জীবের নিকটে স্ব-পরস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে এস্থলে বলা হইয়াছে।

(বৃ—৪।৪।১৩) "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছা—৬।৩।৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ঈশস্য তাবৎ নিত্যক্রিয়াশ্রয়ত্বং বিবাদশূন্যমেব। তথৈব মুক্তানামপি জ্ঞানক্রিয়াদিযোগঃ অবিরুদ্ধঃ, "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছা—৮।১২।৩) "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছা—৮।২।১) "বিহারোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ—২।৩।৩৩) "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্রঃ সূঃ—৪।৪।৮) ইতি শ্রুতিসূত্রেভ্যঃ। ২৩৬।

ননু জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদীনাং নিত্যত্বে সদা সৃষ্ট্যাদ্যাপত্তিঃ। ন চ কালস্য তত্র নিমিত্তত্বাৎ তদ্ভাবাভাবয়োস্তত্র নিয়ামকত্বেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্, প্রধানাদাবিচ্ছাদিসম্বন্ধাপাদককালাদেরপি সদা সত্ত্বাদিতি চেন্ন, সৃষ্টিপ্রলয়কালাভ্যাং সম্বদ্ধায়া এব ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সিসৃক্ষাত্বজিহীর্ষাত্বসম্ভবাৎ। যথা পরেষাং

জীবের স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপ কি, তাহাও চতুর্থাধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবে। মুক্তাবস্থায় জীব সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে বলিয়া ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি" এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে—"পশ্যঃ"—ব্রহ্মদর্শী মুক্ত জীব "সর্ব্বং পশ্যতি"—সর্ব্বদেশকালাবস্থিত বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। "সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইহার অভিপ্রায় এই যে—মুক্ত জীব সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে লাভ করিয়া থাকে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব এবং ঈক্ষণপূর্ব্বক বহু ভাবপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় জীবও বিশ্বান্তরাত্মা ভগবানদ্বারাই দীপ্যমান থাকে বলিয়া জীবের দর্শনাদিতে ইন্দ্রিয়াদি বা সূর্য্যাদির অপেক্ষা নাই। প্রদর্শিত দুইটি শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ক্রিয়া নির্ব্বিবাদ। যেহেতু তাহা শ্রুতিসিদ্ধ। এইরূপ মুক্তাবস্থায় জীবেরও অসঙ্কুচিত জ্ঞান-ক্রিয়াদিসম্বন্ধ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়াই অবিরুদ্ধ। মুক্তাবস্থায় জীবের নানাবিধ বিহারের কথা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মুক্ত জীবের ভোজন, ক্রীড়া, রতি প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং মুক্ত জীবের সঙ্কল্পসিদ্ধির কথাও বলা হইয়াছে। এইরূপ "বিহারোপদেশাৎ" "সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই ব্রহ্মসূত্রদ্বয়দ্বারাও প্রদর্শিত শ্রুতির অর্থই সমর্থিত হইয়াছে। ২৩৬।

ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি নিত্য বলা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি এই যে—ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি নিত্য হইলে সর্ব্বদাই জগৎ সৃষ্টির আপত্তি হইবে; ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতিপ্রযুক্তই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ সৃষ্টিও সর্ব্বদাই হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি যেমন সৃষ্টির কারণ, এইরূপ কালও জগৎসৃষ্টির কারণ। এই সৃষ্টিকারণ কালের সদ্ভাবপ্রযুক্ত সৃষ্টি ও অসদ্ভাবপ্রযুক্ত সৃষ্টির অভাব হইতে পারিবে। সুতরাং সর্ব্বদা সৃষ্টির আপত্তি হইবে না। সৃষ্টিনিয়ামক কালের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত সৃষ্টি হইতে পারিবে না। সুতরাং সর্ব্বদা সৃষ্টির আপত্তি হইবে না।

এইরূপে সদাসৃষ্টির আপত্তির সমাধান সঙ্গত মনে হয় না; কারণ কালও সর্ব্বদা বিদ্যমান; কালকে যে সৃষ্টির নিমিত্ত বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও কৃতির সহিত প্রধানাদির সম্বন্ধ হইলে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রধান বা প্রকৃতির স্বরূপ অগ্রে নিরূপিত হইবে। প্রধান বা প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাদি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাক। প্রধানাদির সহিত ঈশ্বরেচ্ছাদির সম্বন্ধের আপাদক কাল। এই কালপ্রযুক্তই ঈশ্বরের ইচ্ছাদি প্রধানাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্যই কালকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। এই কালও সর্ব্বদা বিদ্যমান বলিয়া উক্ত আপত্তির বারণ হয় না।

"বৃত্তিশ্চিত্ত্বপরাগার্থা" ইতি মতে ব্যাপকস্যাপি চৈতন্যস্য বৃত্তিদ্বারক এব ঘটাদিসম্বন্ধঃ, যথা চ তার্কিকাণাং মতে সর্ব্বগতস্যাপি গোত্বাদেঃ সাস্নাদিমত্যেব সম্বন্ধঃ, ন অন্যত্র, যথা চাস্মৎপক্ষে বিশ্বাত্মনঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্নপদার্থেতরতয়া ব্যাপকত্বেন সর্ব্বত্র সত্ত্বেঽপি কস্মিংশ্চিৎ চরমজন্মন্যেব অধিকারিবিশেষে সাক্ষাৎকারঃ, নান্যত্র, তদ্বৎ পরমেশ্বরীয়েচ্ছাদেরপি সৃষ্টিকালাদিবিশেষাবচ্ছিন্নপ্রধানাদি সম্বন্ধঃ, নান্যদেতি নোক্তদোষসম্বন্ধাবকাশ ইত্যনবদ্যম্। ২৩৭।

ন চ কর্ত্তৃত্বস্য ক্লেশাবহত্বাৎ ন তত্র শ্রৌতং তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যম্, দর্শপৌর্ণমাসাদাবপি শ্রবণমননাদাবপি চ অতাৎপর্য্যপ্রসঙ্গাৎ শ্বাসাদেরকরণে এব ক্লেশদর্শনাচ্চ। "যদা করোতি অথ নিস্তিষ্ঠতি"

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কাল সর্ব্বদা বিদ্যমান হইলেও সৃষ্টিকাল, প্রলয়কাল সর্ব্বদা বিদ্যমান নহে। সৃষ্টিকালসম্বদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাকে সিসৃক্ষা বলা হয়। সিসৃক্ষা কথার অর্থ—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলেও ইচ্ছামাত্রকে সিসৃক্ষা বলা হয় না; কিন্তু সৃষ্টিকালসম্বদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাই সিসৃক্ষা। এইরূপ প্রলয়কালসম্বদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাই জিহীর্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জিহীর্ষা কথার অর্থ—হরণ করিবার ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছা প্রলয়কালসম্বদ্ধ না হইলে সেই ইচ্ছাকে জিহীর্ষা বলা যায় না। যাহা হউক, সৃষ্টি ও প্রলয়ে কালকে সহকারী কারণ বলা হইয়াছে; আর তাহাতেই সর্ব্বদা সৃষ্টি ও প্রলয়ের আপত্তিরও পরিহার হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলেও তাঁহার সৃষ্টিকালসম্বদ্ধ নিত্য নহে বলিয়া সর্ব্বদা সৃষ্ট্যাদির আপত্তি হয় না। এইরূপ সমাধান প্রতিবাদী অদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক প্রভৃতিও স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতন্য নিত্য এবং ব্যাপক হইলেও সেই ব্যাপক চৈতন্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশের আপত্তির সমাধান করিবার জন্য চিত্ত্বপরাগার্থা বৃত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। চৈতন্য ব্যাপক হইলেও চৈতন্য অসঙ্গ বলিয়া বৃত্তিদ্বারাই চৈতন্যের ঘটাদি বিষয়সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বৃত্তির অভাবকালে চৈতন্যের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া সর্ব্বদা ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশও চৈতন্যদ্বারা হয় না। ঘটাদি বিষয় ও চৈতন্য বিদ্যমান থাকিয়াও চৈতন্যদ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় না। বৃত্তিদ্বারক চৈতন্য-বিষয়সম্বন্ধ হইলেই বিষয়ের প্রকাশ হয়। এইরূপ প্রধানাদি ও ঈশ্বরেচ্ছা বিদ্যমান থাকিলেও প্রধানাদির সহিত ঈশ্বরেচ্ছার সম্বন্ধাপাদক সৃষ্টিকাল না থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না। এইরূপ তার্কিকাদির মতেও গোত্বাদি জাতি সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্ব জাতির সমবায়সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় অর্থাৎ গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্বজাতি অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু অশ্বাদি ব্যক্তিতে গোত্বজাতি স্বরূপসম্বন্ধে থাকিলেও অশ্বাদি ব্যক্তিতে গোত্বজাতি অভিব্যক্ত হয় না। সমবায়সম্বন্ধেই জাতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন বৈশেষিকগণ স্বরূপসম্বন্ধেই জাতির সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রশস্তপাদভাষ্যে গোত্বাদি জাতিকে সমবায়সম্বন্ধে স্বাশ্রয়সর্ব্বগত বলা হইয়াছে। এস্থলে মূলগ্রন্থে যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ গোত্বাদি জাতির সাস্নাদিমৎ ব্যক্তিতেই সম্বন্ধ, অন্যত্র নাই; ইহাতে সমবায়সম্বন্ধকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বরূপসম্বন্ধে জাতি সর্ব্বত্রই থাকে। এইরূপ আমাদের মতেও বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম, দেশ-কাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্ন সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সর্ব্বত্র বিদ্যমান পুরুষোত্তম সর্ব্বজীবেই আছেন বলিয়া সর্ব্বজীবেরই পুরুষোত্তমসাক্ষাৎকার উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় না। কিন্তু কোনও বিশেষ অধিকারী পুরুষেরই চরমজন্মে পুরুষোত্তমসাক্ষাৎকার হয়; অন্যের হয় না। এইরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছাদিরও সৃষ্টিকালাদিবিশেষবিশিষ্ট প্রধানাদিতেই সম্বন্ধ হয়; অন্য কালে হয় না। এইজন্য প্রদর্শিত দোষের অবকাশ নাই অর্থাৎ সর্ব্বদা সৃষ্ট্যাদির আপত্তি হইতে পারে না। ২৩৭।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—কর্ত্তৃত্ব ক্লেশাবহ বলিয়া আত্মার কর্ত্তৃত্বে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে।

ইতি শ্রুত্যৈব কর্ত্তৃত্বস্য ফলসম্বন্ধবিধানাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—কর্ত্তৃত্বং বুদ্ধিগতং বা, শুদ্ধাত্মগতং বা, অহমর্থগতং বা? নাদ্যঃ, তস্যাঃ জড়ত্বেন তত্র কর্ত্তৃত্বাঙ্গীকারে ঘটাদিবতিব্যাপ্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অহমর্থভিন্নাত্মাসিদ্ধেঃ, পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ। পরিশেষাদহমর্থাভিন্নাত্মবৃত্তিত্বমেব সিদ্ধমিতি পূর্ব্বমেব বিস্তরেণ নিরূপিতম্। ২৩৮।

নন্থ মা ভূৎ কেবলয়োর্বুদ্ধ্যাত্মনোরেকতরস্য কর্ত্তৃত্বম্, উক্তদোষাৎ, তথাপি উপাধিসম্পর্কাৎ অকর্ত্তুরপি আত্মনঃ এব কর্ত্তৃত্বমিতি চেৎ ন, তথাত্বে ষণ্ডস্যাপি স্ত্রীসম্বন্ধমাত্রেণ প্রজোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিক-কর্ত্তৃত্বাদ্যাশ্রয়স্যৈব অহমর্থাভিন্নজ্ঞাতুরাত্মনো বদ্ধাবস্থায়াং করণবিষয়সম্বন্ধনিমিত্তকমেব কর্ত্তৃত্বম্, স্বাভাবিক-

---

কর্ত্তৃত্বই ক্লেশজনক; সুতরাং আত্মার ক্লেশাবহ কর্ত্তৃত্ব আছে ইহা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। এইজন্য যে যে স্থলে যথাশ্রুত শ্রুত্যর্থে আত্মার কর্ত্তৃত্ব জানা যায়, সেই সেই স্থলেই আত্মার কর্ত্তৃত্বে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে বুঝিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে দর্শপৌর্ণমাস যাগাদিতে ও শ্রবণ-মননাদিতে শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। দর্শপৌর্ণমাসাদিতে ও শ্রবণ-মননাদিতে যে কর্ত্তৃত্ব, তাহাও ক্লেশাবহ বটে; অথচ তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই একথা বলা যায় না। প্রত্যুত কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র ক্লেশাবহই নহে। শ্বাস-প্রশ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব জীবের আছে। জীব শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ত্তা। শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ত্তৃত্বজন্য কি জীবের ক্লেশানুভব হয়? প্রত্যুত শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেই অর্থাৎ জীব শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে না পারিলেই অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। আরও কথা এই যে—"যদা করোতি অথ নিস্তিষ্ঠতি" এই শ্রুতিদ্বারা আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। জীব কর্ত্তা বলিয়াই নিঃস্থিত অর্থাৎ স্বস্থভাবে অবস্থান করিতে পারে। কর্ত্তৃত্বজন্য ফললাভ হয় বলিয়াই জীব স্বস্থ হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়াছেন। এই কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি বুদ্ধিগত? (১) অথবা শুদ্ধ আত্মগত? (২) কিংবা অহমর্থগত? (৩) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ বুদ্ধি জড় বস্তু; জড় বস্তুতে কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম থাকে না। জড় বস্তুতে কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ঘটাদি জড় বস্তুরও কর্ত্তৃত্বের আপত্তি হইত। "ঘটঃ কর্ত্তা" এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। "চেতনই কর্ত্তা" ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ অহমর্থভিন্ন শুদ্ধ আত্মা বলিয়া কিছু নাই। অহমর্থ ভিন্ন আত্মার যে সিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—জড় বুদ্ধিতেও কর্ত্তৃত্ব নাই, শুদ্ধ আত্মাতেও নাই; কিন্তু এরূপ বলা যায় না—কর্ত্তৃত্ব বলিয়া কোন ধর্ম্মই নাই। কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। "অহং কর্ত্তা" এইরূপ অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং পারিশেষ্যপ্রযুক্ত অহমর্থরূপ আত্মারই কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম. ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের মধ্যে অবশিষ্ট তৃতীয় পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা যে অহমর্থ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা পূর্ব্বেই বিস্তৃত-ভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ কিছুতেই আত্মার কর্ত্তৃত্বের অপলাপ করিতে পারেন না। ২৩৮।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত দোষবশতঃ কেবল জড়বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অথবা কেবল আত্মার কর্ত্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে; তথাপি বুদ্ধিরূপ উপাধিসম্পর্কবশতঃ অকর্ত্তা আত্মারই কর্ত্তৃত্ব হইতে পারিবে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কিন্তু আত্মার ঔপাধিক কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত; কারণ যাহাতে যে ধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই, অন্য সম্বন্ধপ্রযুক্ত তাহাতে সেই ধর্ম্ম স্বীকার করা যায় না। এরূপ স্বীকার করিলে ক্লীব ব্যক্তিরও সন্তানোৎপাদকত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। ক্লীবের সন্তানোৎপাদকত্ব ধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই; এজন্য ক্লীবের স্ত্রীসম্বন্ধপ্রযুক্ত সন্তানোৎ-

দাহকত্বাশ্রয়াগ্নেঃ কাষ্ঠাদিসম্বন্ধনিমিত্তকদাহকত্ববৎ সুপপন্নম্। সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ করণবিষয়াদেরভাবেন বিশেষকর্ত্তৃত্বাভানস্যাপি সুপপন্নত্বাৎ, সামান্যশ্বাসাদিকর্ত্তৃত্বস্য উক্তশ্রুত্যা তত্রাপি সত্ত্বাচ্চ। সর্ব্বাবস্থানুগতত্বমপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা সুপপন্নতরম্। ২৩৯।

নন্থ তর্হি কর্ত্তৃত্বপক্ষে জাগ্রদবস্থায়াং কদাপি তদুপরমো ন স্যাৎ করণকলাপস্য তদা সত্ত্বাদিতি চেন্ন, কর্ম্মক্রিয়াভাবস্য তদুপরমে প্রযোজকত্বাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বস্যাপি সচেতনস্য কর্ম্মকর্ত্রাদিকলাপস্য সর্ব্বান্তরাত্মশ্রীপুরুষোত্তমপরতন্ত্রত্বাৎ তন্নিয়ন্তৃত্বস্য চ বদ্ধজীবানাদ্যদৃষ্টফলভোগানুরূপদেশকালসাপেক্ষত্বেন তৎপ্রেরণসঙ্কল্পস্য ভাবাভাবৌ তদ্ভানোপরত্যোর্নিয়ামকৌ ভবতঃ। তথাত্বে চ তৎপ্রযোজকসত্ত্বে তদ্ভানং তদভাবে চ উপরতিরিত্যর্থঃ। বদ্ধজীবেত্যাদ্যুক্ত্যা ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদিশঙ্কাপি দূরতো নিরস্তা, তস্য

পাদকত্ব ধর্ম্ম থাকিবে এরূপ বলা যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় অহমর্থের সহিত অভিন্ন জ্ঞাতা আত্মার বদ্ধদশাতে অর্থাৎ সংসারদশাতে ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিমিত্তক কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে ইন্দ্রিয় বিষয়সম্বন্ধপ্রযুক্তও কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারিত না। এজন্য আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন স্বাভাবিক দাহকত্ব ধর্ম্মের আশ্রয় অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তুর সম্বন্ধনিমিত্ত কাষ্ঠাদির দাহক হইয়া থাকে; অগ্নি স্বভাবতঃ দাহক না হইলে কাষ্ঠাদিসম্বন্ধপ্রযুক্তও দাহক হইতে পারিত না। ইন্দ্রিয়-বিষয়াদির অভাবপ্রযুক্ত সুষুপ্তি, মূর্চ্ছাদিদশাতে আত্মার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছাদি-দশাতে আত্মার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব পরিলক্ষিত না হইলেও সামান্যতঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ত্তৃত্ব "সুপ্তো ভূর্ভুরিত্যনেন প্রশ্বসিতি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্ব অবস্থাতেই থাকে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। মুক্তিদশাতে, সংসারদশাতে, সুষুপ্তিদশাতে ও মূর্চ্ছাদশাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রমাণসিদ্ধ। ২৩৯।

ইহাতে আপত্তি এই যে—আত্মার কর্ত্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হয়, তবে জাগ্রদবস্থাতে কখনও আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ জাগ্রদ্দশাতে আত্মার করণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্যমানই থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। ক্রিয়াসম্পাদ্য বস্তু অথবা বিশেষাদৃষ্ট ও বস্তুসম্পাদক ক্রিয়া না থাকিলে কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। এজন্য জাগ্রদ্দশাতেও কখনও ক্রিয়াসম্পাদ্য বস্তু অথবা বিশেষাদৃষ্ট ও বিশেষ ক্রিয়ার অভাবপ্রযুক্ত বিশেষ কর্ত্তৃত্বেরও উপশম ঘটিয়া থাকে। সামান্যতঃ কর্ত্তৃত্ব যে সর্ব্বাবস্থায়ই থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—সমস্ত চেতন জীবের কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই সর্ব্বান্তরাত্মা শ্রীপুরুষোত্তমের অধীন। এজন্য বদ্ধ জীবের অনাদি অদৃষ্টজন্য ফলভোগ তদনুরূপ দেশ-কালসাপেক্ষ বলিয়া ঈশ্বরের প্রেরণসঙ্কল্পের ভাব ও অভাব-প্রযুক্ত জীবকর্ত্তৃত্বেরও ভাব ও অভাব হইয়া থাকে। আর এজন্য জীবকর্ত্তৃত্বের প্রযোজক থাকিলে জীবকর্ত্তৃত্বের ভান হয়, না থাকিলে হয় না। বদ্ধজীবের অনাদি অদৃষ্টপ্রযুক্ত জীবের ফলভোগ হইয়া থাকে এই কথা বলাতে ব্রহ্মের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষও নিরস্ত হইল। বদ্ধজীব স্ব স্ব অদৃষ্টপ্রযুক্তই নানাবিধ ফল ভোগ করিয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষের স্পর্শ হয় না। অদৃষ্টনিরপেক্ষ ব্রহ্ম ফলপ্রদাতা হইলে অবশ্য উক্ত দোষ হইত। জীবের অদৃষ্টানুসারেই ঈশ্বর ফল প্রদান করিয়া থাকেন ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। সুখং দুঃখং ভবোভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ (গীতা ১০ম অধ্যায় ৪।৫) এই শ্লোকে বুদ্ধি ও জ্ঞান পদ ভিন্নার্থক। সারাসার বিবেচনরূপ অন্তঃকরণাবস্থা বুদ্ধি এবং আত্মা অনাত্মপদার্থের অববোধ জ্ঞান।

স্বস্বাদৃষ্টবৃত্তিতয়া তৎপ্রযোজকে ব্রহ্মণি তদস্পর্শাৎ। "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ" (গী—১০।৪-৫) ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন শ্রীমুখগানাৎ। "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রঃ সূঃ—৩।২।৩৮) ইতি সূত্রাচ্চ। ২৪০।

ন চৈবং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশস্য নির্ব্বিষয়ত্বেন বৈয়র্থ্যাপত্তিরিতি শঙ্কনীয়ম্, উপদেশস্য শ্রীহরিপ্রযোজকতাজ্ঞানপ্রাক্কালীনপ্রবৃত্তিবিধায়কত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাদিতি ভাবঃ। এবং ভোক্তৃত্বাদয়োঽপি উহনীয়াঃ। তথাহি—সুষুপ্ত্যাদৌ "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" ইতি "যোঽহং জাগর্ম্মি স এবাহং সুখী সুপ্তঃ" ইতি স্মরণপ্রত্যভিজ্ঞানপ্রমাণসিদ্ধম্, মোক্ষে চ "জক্ষন্ ক্রীড়ন্" (ছা—৮।১২।৩) ইতি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধমিতি সংক্ষেপঃ। বিশেষার্থশ্চ আকারে দ্রষ্টব্যঃ॥ ২৪১।

ইতি পরাভিমতকর্ত্তৃত্বাধ্যাসগিরিনিপাতঃ॥ ২২ ॥

অথ দেহাত্মৈক্যাধ্যাসোক্তিরপি মনোরথমাত্রৈব প্রমাণশূন্যত্বাৎ। নন্বাত্মনি দেহেন্দ্রিয়াদ্যৈক্যং

"ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮) এই ব্রহ্মসূত্রেও জীবের সমস্ত ফললাভ ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। ২৪০।

ইহাতে আপত্তি এই যে—পরমাত্মাই যদি জীবের সমস্ত ফলপ্রদাতা হন, তবে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জীবের নিকটে নিতান্তই ব্যর্থ। কারণ জীব উপদেশ অনুসারে কোন কর্ম্ম করিয়াই ফললাভ করিতে পারিবে না। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে জীবের প্রবৃত্তি নিতান্তই বৃথা হইয়া যাইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে – যে পর্য্যন্ত জীব সমস্ত প্রবৃত্তি ও সমস্ত ফল ভগবদায়ত্ত, ইহা জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের আবশ্যকতা। সমস্ত প্রবৃত্তি ও ফল ভগবদায়ত্ত, এইরূপ জ্ঞান যাহার নাই, তাহার নিকটেই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ সার্থক হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের বৈয়র্থ্য হইবে না।

যাহা হউক, এই বিস্তৃত বিচারদ্বারা আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মও আত্মার স্বাভাবিক ইহা উহণ করিতে হইবে। ভোক্তৃত্বাদিও যে আত্মার স্বাভাবিক, তাহা কিরূপে উহণ করিতে হইবে, তাহা মূলকার দেখাইতেছেন—সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপ্সম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। এই স্মরণদ্বারা সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ "যোঽহং জাগর্ম্মি, স এবাহং সুখী সুপ্তঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারাও সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষদশাতেও আত্মার যে ভোক্তৃত্ব থাকে, তাহা "জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং আত্মার কর্ত্তৃত্ব যেমন স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাবস্থাতেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব থাকে, এইরূপ ভোক্তৃত্বও আত্মার স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাবস্থাতেই আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকে। সুষুপ্তি ও মোক্ষদশাতে আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকে না এইরূপ শঙ্কা নিবারণের জন্যই মূলকার উক্ত দুই অবস্থায় আত্মার ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগ্রদ্দশাতে ও স্বপ্নদশাতে যে আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকে, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে মূলকার প্রমাণপ্রদর্শন করেন নাই। এইরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব যে স্বাভাবিক, ইহা সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইল। যিনি এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভাষ্যটীকা কি আকরগ্রন্থ আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। ২৪১।

ইতি পরাভিমত কর্ত্তৃত্বাধ্যাস নিরাস॥

———০———

অদ্বৈতবাদিগণ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মার ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন। অনাত্মা দেহে আত্মার ঐক্যাধ্যাসপ্রযুক্ত "আমি গৌর" "আমি স্থূল" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। গৌরত্ব-স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম আত্মার নহে, কিন্তু দেহের

তদ্ধর্ম্মাশ্চাধ্যস্যন্তে, তত্র "অহং ব্রাহ্মণঃ, অহং কাণঃ, অহং বধিরঃ" ইতি প্রত্যক্ষস্য, "ব্রাহ্মণো যজেত, ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" ইতি উভয়কাণ্ডশ্রুতেঃ, সুষুপ্তৌ দেহৈক্যাধ্যাসাভাবে প্রমাতৃত্বাদ্যদর্শনাৎ ইত্যাদ্যন্যথানুপপত্তেশ্চ সত্ত্বেন কথং প্রমাণশূন্যত্বমিতি চেৎ ন, ত্বন্মতে অহমর্থস্য অনাত্মতয়া অহং ব্রাহ্মণ ইত্যাদেঃ প্রমাণস্য দেহাত্মৈক্যাধ্যাসাবিষয়ত্বাৎ, দেহাত্মৈক্যস্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাঙ্গীকারে তদ্বিরোধ্যনুমানাদ্যপ্রামাণ্যস্য উক্তত্বেন তদ্ভেদাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাচ্চ। ইতরেতরভিন্নত্বেন নিশ্চিতানাং

ধর্ম্ম। দেহে আত্মার ঐক্যাধ্যাসপ্রযুক্তই "আমি গৌর" ইত্যাদি প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহাই তাহাদের কথা। ইহাতে মূলকার বলিতেছেন যে—দেহে আত্মার ঐক্যাধ্যাস যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণশূন্য বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মনোরথমাত্রসিদ্ধ ; কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের মতে অধ্যাসমাত্রই ইতরেতরাধ্যাস। শুক্তির ইদমংশে রজতের ও রজতে শুক্তির ইদমংশের অধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির ঐক্যের ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মার ঐক্যের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই জন্য দেহাত্মৈক্যাধ্যাস কথার অর্থ—প্রদর্শিতরূপে পরস্পর ঐক্যাধ্যাস বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মিদ্বয়ের যেরূপ পরস্পর ঐক্যাধ্যাস হয়, এইরূপ ধর্ম্মিদ্বয়গত ধর্ম্মেরও পরস্পর বিনিময়াত্মক অধ্যাস হইয়া থাকে। যেমন রজতগত রজতত্ব ধর্ম্ম ইদংবস্তুতে এবং ইদংবস্তুগত ধর্ম্ম ইদন্ত্ব রজতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। দেহাত্মৈক্যাধ্যাস প্রমাণশূন্য বলা হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—দেহাত্মৈক্যাধ্যাস প্রমাণশূন্য হইবে কেন ? এই অধ্যাসে প্রত্যক্ষ, শ্রুতি ও অর্থাপত্তি প্রমাণ আছে। আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির ঐক্যের ও দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মের যে অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহাতে "অহং ব্রাহ্মণঃ" "অহং বধিরঃ" "অহং কাণঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষই প্রমাণ। ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্ম দেহগত এবং বধিরত্ব ও কাণত্ব ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গত ; অথচ এই ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম আত্মাগতরূপে প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মের আত্মাতে অধ্যাস—ধর্ম্মী শরীরাদির ঐক্যাধাস ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং "ব্রাহ্মণোঽহং" কাণোঽহং" ইত্যাদি প্রত্যক্ষই উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ। এইরূপ শ্রুতিও উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ। "ব্রাহ্মণো যজেত" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে" "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ সংসার হইতে নির্ব্বিণ্ন হইবে" "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা করিবে" এইরূপ উভয় কাণ্ডীয় শ্রুতিই উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ। প্রদর্শিত তিনটি শ্রুতির মধ্যে প্রথম শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডপরিপঠিত ও পরের দুইটি ব্রহ্মকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে। শরীরই ব্রাহ্মণ, আত্মা ব্রাহ্মণ নহে। "ব্রাহ্মণ যাগ করিবে" এরূপ বলাতে ব্রাহ্মণশরীরের সহিত যে আত্মার ঐক্যাধ্যাস আছে, তাদৃশ আত্মাকেই শ্রুতি যাগ করিতে বলিয়াছেন। জড় দেহ যাগ করিতে পারে না, নির্ব্বিণ্ন হইতে পারে না এবং প্রজ্ঞাও করিতে পারে না। এইরূপ অর্থাপত্তিও উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ ; সুষুপ্তিদশাতে দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে আত্মার প্রমাতৃত্বাদিও থাকে না ; কিন্তু জাগ্রদ্দশাতে থাকে। জাগ্রদ্দশাতে আত্মার প্রমাতৃত্বাদির অনুপপত্তিমূলে প্রমাতৃত্বাদির উপপাদক আত্মাতে দেহের ঐক্যাধ্যাস অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। জাগ্রদ্দশাতে আত্মার প্রমাতৃত্বাদির অনুপপত্তিই আত্মাতে দেহের ঐক্যাধ্যাসে প্রমাণ। সুতরাং প্রদর্শিত প্রমাণসমূহ আছে বলিয়া দেহাত্মৈক্যাধ্যাস প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহারা যে অধ্যাসে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অহমর্থ অনাত্মবস্তু ; সুতরাং অহংবস্তু ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও "আত্মা ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট" ইহা "অহং ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষদ্বারা সিদ্ধ হয় না। আরও কথা এই যে— "অহং ব্রাহ্মণঃ" "অহং গৌরঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষদ্বারা যদি দেহের সহিত আত্মার ঐক্য প্রত্যক্ষ হইত, তবে দেহের

দেহেন্দ্রিয়াদীনাং যুগপদৈকাত্ম্যৈক্যাধ্যাসানুপপত্তেশ্চ। ত্বন্মতে দেহাত্মনোর্ভেদস্যাপি অধ্যস্তত্বেন জীবব্রহ্মণোরিব তত্রাভেদাধ্যাসাযোগাচ্চ। ২৪২।

নন্বু দেহস্য স্বরূপেণৈব অধ্যস্তত্বাৎ দেহাত্মনোর্ন ভেদো নাপ্যভেদ ইতি চেন্ন, অধ্যস্তাদপি রজতাচ্ছুক্তেঃ স্বজ্ঞানাবাধ্যভেদদর্শনাৎ। অপি চ অহং গেহীতিবদহং দেহীত্যেব প্রতীয়তে, ন তু দেহোঽহমস্মীতি কদাচিৎ কস্যচিৎ প্রত্যয়ো ভবতি। ব্রাহ্মণোঽহং মনুষ্যোঽহমিত্যাদিপ্রতীতিরপি

সহিত আত্মার ভেদের সাধক অনুমান প্রভৃতি প্রমাণই হইতে পারিত না। অভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষই ভেদগ্রাহী অনুমানাদির বাধক হইত। প্রত্যক্ষবাধিত অনুমানাদিদ্বারা দেহের সহিত আত্মার ভেদই সিদ্ধ হইতে পারিত না। দেহের সহিত আত্মার ভেদসাধক অনুমানাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য দেহের সহিত আত্মার ঐক্য প্রত্যক্ষ হয় ইহা কখনও স্বীকার করা উচিত নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে দেহাত্মৈক্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। ঐক্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে অনুমানাদির দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষবাধিত অনুমানাদির উত্থানই হইতে পারে না। বাৎস্যায়নভাষ্যে বলা হইয়াছে যে—"যদনুমানং প্রত্যক্ষাগমবাধিতং ন্যায়াভাসঃ সঃ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাধিত অনুমান ন্যায়াভাস।

আরও কথা এই যে—দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নরূপে সকলেরই নিশ্চয় আছে। পরস্পর ভিন্নরূপে নিশ্চিত দেহেন্দ্রিয়াদির যুগপৎ এক আত্মাতে ঐক্যাধ্যাস হইতে পারে না। যেমন পরস্পর ভিন্নরূপে নিশ্চিত সর্প ও দণ্ড যুগপৎ এক রজ্জুতে অধ্যস্ত হইতে পারে না ; এইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিরও যুগপৎ এক আত্মাতে ঐক্যাধ্যাস হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদীর মতে ভেদ মাত্রই অধ্যস্ত বলিয়া দেহের সহিত আত্মার ভেদও অধ্যস্ত। যে দুইটি ধর্ম্মীতে ভেদ অধ্যস্ত, সেই দুইটি ধর্ম্মীতে অভেদ অধ্যস্ত হইতে পারে না। ভেদের অধ্যাসকালে অভেদের অধ্যাস হয় না। যেমন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অধ্যস্ত বলিয়া ভেদাধ্যাসকালে অভেদের অধ্যাস হইতে পারে না, এইরূপ দেহের সহিত আত্মারও ভেদ অধ্যস্ত বলিয়া অভেদের অধ্যাস হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদ উভয়ই অধ্যস্ত ইহা কিরূপে হইবে ? ২৪২।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—দেহ স্বরূপতঃ অধ্যস্ত বস্তু বলিয়া দেহ হইতে আত্মার ভেদ ও অভেদ উভয়ই মিথ্যা—অধ্যস্ত। সুতরাং দেহ হইতে আত্মার ভেদও নাই, অভেদও নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুক্তিতে রজত অধ্যস্ত হইলেও রজত হইতে শুক্তির অবাধ্য ভেদ দেখা যায়। রজতভ্রমের অনন্তর শুক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে রজত বাধিত হয় বটে, কিন্তু রজতের সহিত শুক্তির ভেদ বাধিত হয় না। শুক্তিতে রজতের ভেদ শুক্তিজ্ঞানদ্বারা অবাধ্য ; সুতরাং যাহা স্বরূপতঃ অধ্যস্ত, অধিষ্ঠানে তাহার ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই এরূপ বলা যায় না।

আরও কথা এই যে—দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস অনুভববিরুদ্ধ ; প্রত্যুত দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতিই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যেমন "অহং গেহী" এইরূপ প্রতীতিতে গেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি হয়, এইরূপ "অহং দেহী" এই প্রতীতিতেও দেহের সহিত আত্মার ভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। "আমি দেহ" এইরূপ প্রতীতি কখনও কাহারও হয় না। এজন্য "ব্রাহ্মণোঽহং" "মনুষ্যোঽহং" ইত্যাদি প্রতীতি প্রমাপ্রতীতিই বটে। দেহসংযুক্ত আত্মাই ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ। "ব্রাহ্মণ" পদের দ্বারা কেবল দেহমাত্রকে বুঝায় না ; ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্ম কেবল দেহমাত্রবৃত্তি নহে ; কিন্তু দেহবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি। ব্রাহ্মণপদের অর্থ যদি কেবল দেহ হইত, তবে "দেহো ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইত ; কিন্তু এরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। প্রত্যুত "দেহী ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে। "দেহী ব্রাহ্মণঃ"

প্রমৈব, দেহসংযুক্তস্য ব্রাহ্মণাদিপদার্থত্বাৎ, ন তু দেহবিশেষমাত্রস্য দেহী ব্রাহ্মণ ইতিবৎ দেহো ব্রাহ্মণ ইতি প্রত্যয়াভাবাৎ। মম গৃহম্, মম ক্ষেত্রম্—ইতিবৎ মম দেহ ইতি প্রতীতেশ্চ। অন্ধোঽহং বধিরোঽহং কাণ ইত্যাদি প্রত্যয়োঽপি প্রমৈব, চক্ষুঃশ্রোত্রাদিহীনদেহযুক্তস্যৈব তথাত্বাৎ। অন্যথা মম মনঃ, মম চক্ষুঃ, মম শ্রোত্রম্—ইত্যাদিভেদপ্রতীতির্ন স্যাৎ। কিঞ্চ কৃশোঽহমিত্যাদিপ্রতীতিরপি প্রমৈব; কিন্তু কর্দ্দমলিপ্তে অহং কৃষ্ণঃ—ইতিবৎ গৌণঃ. পুত্রে কৃশে অহং কৃশ—ইতিবচ্চ। ন চায়মধ্যাসঃ, কার্শ্যাৎ

কথার অর্থ—দেহবান্ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যদি দেহই হইত, তবে "দেহবান্ দেহঃ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইত। গৃহ, ক্ষেত্রাদির সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি সকলেরই আছে। এজন্য "মম গৃহম্" "মম ক্ষেত্রম্" এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে। এইরূপ "আমার দেহ" এরূপ প্রতীতিও হইয়া থাকে। গৃহ, ক্ষেত্রাদির মত দেহও আত্মা হইতে ভিন্নরূপে সকলেরই প্রতীতি হয় বলিয়া আত্মাতে দেহের ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করা যায় না। "অন্ধোঽহম্" "বধিরোঽহম্" "কাণোঽহম্" ইত্যাদি প্রত্যয়ও প্রমাই বটে। চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়হীন দেহযুক্ত আত্মাই তাদৃশ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। যদি "অন্ধোঽহম্" ইত্যাদি প্রতীতি অভেদবিষয়ক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে "আমার মন" "আমার চক্ষু" "আমার শ্রোত্র" এইরূপে আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়ের কখনও ভেদ প্রতীত হইতে পারিত না।

আরও কথা এই যে—"কৃশোঽহম্" ইত্যাদি প্রতীতিও প্রমাই বটে; কিন্তু দেহ কর্দ্দমলিপ্ত হইলে "অহং কৃষ্ণঃ" এইরূপ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন পুত্র কৃশ হইলে "অহং কৃশঃ" এইরূপ গৌণ শব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ আত্মভিন্ন দেহে কৃশত্ব থাকিলেও "অহং কৃশঃ" এইরূপ গৌণ শব্দপ্রয়োগমাত্রই হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে—ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসে ভেদাগ্রহ কারণ। শুক্তিতে রজতের ঐক্যাধ্যাসে শুক্তি ও রজত এই দুইটি ধর্ম্মীর ভেদাগ্রহ কারণ। আর কোন ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাসে ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের অসংসর্গের অগ্রহ কারণ। ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসে যদি ধর্ম্মিদ্বয়ের ভেদগ্রহ থাকে, তবে ঐক্যাধ্যাস হইতে পারে না। এইরূপ ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাসেও যদি ধর্ম্মের অসংসর্গগ্রহ থাকে, তবে ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাস হইতে পারে না। এজন্য পুত্র কৃশ হইলে "অহং কৃশঃ" এইরূপ যে পিতার প্রতীতি, তাহা কখনও অধ্যাস হইতে পারে না। কারণ পুত্রের ভেদ যে পিতাতে আছে, ইহা পিতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পিতাতে পুত্রের ঐক্যাধ্যাস হইতে পারে না। ভেদগ্রহই প্রতিবন্ধক। ভেদের অগ্রহ অধ্যাসের কারণ; তাহা প্রকৃতস্থলে নাই। আর এজন্য পুত্রগত কার্শ্য ধর্ম্মে পিতাতে অসংসর্গের অগ্রহও নাই; কিন্তু অসংসর্গের গ্রহই আছে। এজন্য পুত্রগত কার্শ্য ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাস পিতাতে হইতে পারে না। মূলগ্রন্থে যে "কার্শ্যাৎ পুত্রাচ্চ স্বভেদস্য স্পষ্টং প্রতীয়মানত্বাৎ" বলা হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় প্রদর্শিতরূপ বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসেই ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক; কিন্তু ধর্ম্মাধ্যাসে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক নহে; প্রত্যুত অসংসর্গগ্রহই প্রতিবন্ধক। এজন্য কার্শ্যাদি ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাসে ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক বলিয়া অসংসর্গগ্রহই প্রতিবন্ধক বুঝিতে হইবে। যে স্থলে ধর্ম্মিদ্বয়ের ভেদগ্রহ আছে, সে স্থলে এক ধর্ম্মীর প্রতিপাদক শব্দ অন্য ধর্ম্মীতে প্রযুক্ত হইলে সেই প্রযুক্ত শব্দটি গৌণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গৌণী বৃত্তিদ্বারা অন্যবাচক শব্দ অন্যে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই মাত্র বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মিদ্বয়ের ঐক্যপ্রতীতি কিছুতেই হইতে পারে না। ঐক্যপ্রতীতি না হইলে অধ্যাস বলা যায় না; কিন্তু শব্দের গৌণপ্রয়োগমাত্র বলা যায়। গৌণ শব্দ-প্রয়োগ ও ঐক্যপ্রতীতিরূপ অধ্যাস অত্যন্ত ভিন্ন। এজন্যই মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে—"ন চায়মধ্যাসঃ"। পুত্রের কৃশত্বনিবন্ধন পিতার কৃশত্বপ্রতীতি পিতাতে পুত্রগত কৃশত্বের সংসর্গপ্রতীতি নহে। এরূপ প্রতীতি হইতেই পারে না। কারণ তাহাতে অসংসর্গগ্রহই প্রতিবন্ধক। তথাপি পিতা যে "কৃশোঽহং" বলেন, ইহা শব্দের গৌণপ্রয়োগমাত্র বুঝিতে হইবে। শব্দপ্রয়োগই গৌণ হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দবৃত্তি

পুত্রাচ্চ স্বভেদস্য স্পষ্টং প্রতীয়মানত্বাৎ। অন্যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি ইত্যাদেরপি অধ্যাসত্বং স্যাৎ। পুত্রকার্শ্যেন দুঃখানুভবস্যাতিশয়প্রেমাস্পদত্বেনৈব ঘটতে। ২৪৩।

কিঞ্চ কৃশোঽহমিত্যধ্যাসোঽনুপপন্নঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—কৃষ্ণোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদৌ কৃষ্ণত্বাদিধর্ম্মাণাং রজ্জৌ সর্পস্য ভীষণত্বাদীনামিব ধর্ম্মৈক্যেন সহাধ্যাসো বা স্ফটিকে লৌহিত্যস্যেব বা

অনুসারে প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় না। সুতরাং ইহা অধ্যাস না হইয়া গৌণপ্রয়োগমাত্রই হইবে। এইরূপ নিজের দেহের কৃশত্বপ্রযুক্ত "অহং কৃশঃ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগও গৌণই বুঝিতে হইবে। কারণ আত্মার সহিত দেহের ভেদপ্রতীতি যে আছে, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। পুত্রের সহিত যেমন পিতার ভেদপ্রতীতি আছে, এইরূপ নিজের দেহের সহিতও আত্মার ভেদপ্রতীতি আছে। ভেদপ্রতীতি সত্ত্বেও যদি অন্যবাচক শব্দ অন্যে প্রযুক্ত হয় বলিয়া অধ্যাস বলা যায়, তবে "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" ইত্যাদি গৌণপ্রয়োগেও অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—পুত্রগত কৃশত্ব যদি পিতৃগতরূপে প্রতীতিই না হয়, কেবল গৌণ শব্দপ্রয়োগমাত্রই হয়, তবে পিতার দুঃখানুভব হয় কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুত্র পিতার অতিশয় প্রেমাস্পদ বলিয়া প্রেমাস্পদ পুত্রগত কৃশত্বনিবন্ধনই পিতার দুঃখানুভব হইয়া থাকে। ২৪৩।

আরও কথা এই যে, নিজের শরীরের কৃশত্বনিবন্ধন অথবা কৃষ্ণত্বনিবন্ধন "কৃশোঽহম্" "কৃষ্ণোঽহম্" এইরূপ অধ্যাস হইয়া থাকে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বীকৃত এতাদৃশ অধ্যাস অনুপপন্ন অর্থাৎ উপপত্তিশূন্য অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ এই অধ্যাস বিকল্পাসহ। যদি অদ্বৈতবাদিগণকে জিজ্ঞাসা করা যায়—"কৃশোঽহম্" "কৃষ্ণোঽহম্" ইত্যাদি অধ্যাসে কি ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসের সহিত কৃষ্ণত্বাদি ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাস হয়? যেমন রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস রজ্জুধর্ম্মীতে সর্পধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসের সহিত সর্পগত ভীষণত্বাদি ধর্ম্মের রজ্জুতে সংসর্গাধ্যাস হইয়া থাকে। ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাসের সহিত ধর্ম্মের সংসর্গাধ্যাস "কৃশোঽহম্" ইত্যাদিতে যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। শরীরের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস নাই। আর এরূপও বলা যায় না যে, ধর্ম্মিদ্বয়ের ঐক্যাধ্যাস ব্যতীতই ধর্ম্মমাত্রের অধ্যাস হইবে, কারণ স্ফটিকে যেমন জবাকুসুমাদির লৌহিত্য ভাসমান হয়, ধর্ম্মিদ্বয়ের ঐক্যারোপ ব্যতীতই ধর্ম্মমাত্রের অধ্যাস—স্ফটিকে লৌহিত্যধর্ম্মমাত্রের অধ্যাস হয়, লৌহিত্য-ধর্ম্মের আশ্রয় জবাকুসুমের সহিত স্ফটিকের ঐক্যাধ্যাস নাই। জবাকুসুম ও স্ফটিক ভিন্নরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু জবাকুসুমগত লৌহিত্যধর্ম্মই স্ফটিকে অধ্যস্তভাবে ভাসমান হয়। এজন্য দুইটি লৌহিত্যের প্রতীতি হইয়া থাকে। জবাকুসুমগত একটি লৌহিত্য ও স্ফটিকশিলাগত আর একটি লৌহিত্য এই দুইটি লৌহিত্যের প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপ দেহাদিগত কার্শ্য বা কৃষ্ণত্ব ধর্ম্মমাত্রই যদি আত্মাতে অধ্যস্ত হইত, দেহ ও আত্মা এই ধর্ম্মিদ্বয়ের ঐক্যারোপ ব্যতীতই স্ফটিকে লৌহিত্য আরোপের মত দেহগত কার্শ্যাদি ধর্ম্মমাত্রেরই আত্মাতে অধ্যাস হইত, তবে দুইটি কার্শ্যের বা দুইটি কৃষ্ণত্বের প্রতীতির আপত্তি হইত। দেহগত একটি কার্শ্য ও আত্মগত আর একটি কার্শ্য, এইরূপ দুইটি কার্শ্যের আপত্তি হইত। কিন্তু "কৃশোঽহম্" এই প্রতীতিতে একটিমাত্র কার্শ্যই ভাসমান হইয়া থাকে। দুইটি কার্শ্যের প্রতীতি হয় না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"কৃশোঽহম্" এই প্রতীতিতে দেহের সহিত আত্মার ঐক্য ভাসমান হইয়া থাকে। দেহের সহিত আত্মার ঐক্য ভাসমান না হইলে "কৃশোঽহম্" এইরূপ কৃশত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর সহিত আত্মার অভেদপ্রতীতি হইতে পারিত না। সুতরাং দেহের সহিত আত্মার যে ঐক্যাধ্যাস আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দৃঢ়তর ঐক্যপ্রতীতি থাকা সত্ত্বেও "মম দেহঃ" এইরূপ দেহের সহিত

ধর্ম্মিণাং বিনৈব ? নাদ্যঃ, পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, লৌহিত্যবৎ কার্শ্যাদের্দ্ব য়োঃ দ্বিঃ প্রতীত্যাপত্তেঃ। ন চ কৃশোঽহমিত্যৈক্যপ্রতীত্যা শিলাপুত্রিকায়া দেহ ইতিবৎ মম দেহ ইত্যয়মেব গৌণ ইতি বাচ্যম্, মম দেহ ইত্যস্য দেহাত্মবিবেকিনি মুখ্যতায়াঃ কৃশোঽহমিত্যস্য চ পুত্রকার্শ্যে গৌণতায়াঃ ক্লৃপ্তত্বাৎ। তত্র ভেদধীঃ স্পষ্টৈবেতি চেৎ, ইহাপি তথাত্বাৎ। ২৪৪।

ননু অহং গৌরঃ, অহং স্থূলঃ ইতি স্থৌল্যাদিবিশিষ্টদেহস্য অহমর্থে অভেদারোপবৎ চেতনোঽহং

আত্মার ভেদ-ব্যপদেশ যাহা হইয়া থাকে, তাহা গৌণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন "শিলাপুত্রের শরীর" এইরূপ ভেদব্যপদেশ হইয়া থাকে, (নোড়াকে শিলাপুত্র কহে)। শিলাপুত্রের হস্ত, মস্তক, পদাদি নাই; কেবল শরীরমাত্রই (ধড়মাত্রই) আছে, শিলাপুত্র ও শরীর ভিন্ন বস্তু নহে; শিলাপুত্র শরীরস্বরূপ; অথচ "শিলাপুত্রের শরীর" এইরূপ ভেদব্যপদেশমাত্র হইয়া থাকে। অভিন্ন বস্তুতে ভেদোল্লেখী শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহা মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে না; এজন্য তাহা গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ গুণবৃত্তিদ্বারাই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শব্দের মুখ্যবৃত্তি (শক্তি), লক্ষণাবৃত্তি, গৌণীবৃত্তি প্রভৃতি শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। "শিলাপুত্রের শরীর" এরূপ বলিলে ভেদ-উল্লেখী ষষ্ঠী বিভক্তির গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অভিন্নে ভেদ-উল্লেখী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জলাদি দর্শনে ইহাকে বিকল্পবৃত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ দেহের সহিত আত্মার অভেদ-প্রতীতি থাকিলেও "আমার দেহ" এইরূপ ভেদ-উল্লেখী ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ গৌণ প্রয়োগমাত্রই বটে। এই গৌণপ্রয়োগদ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। অভিন্ন বস্তুতে ভেদ-উল্লেখী শব্দমাত্রের প্রয়োগদ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইতে পারে না। যেমন শিলাপুত্রের শরীর বলাতে শিলাপুত্রের সহিত শরীরের ভেদ সিদ্ধি হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ সঙ্গত কথা বলেন নাই; কারণ "অহং কৃশঃ" এই শব্দপ্রয়োগ যে মুখ্য শব্দপ্রয়োগ নহে, তাহা অদ্বৈতবাদিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পুত্রের কৃশত্বপ্রযুক্ত পিতা "অহং কৃশঃ" এইরূপ গৌণ শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকে; সুতরাং "অহং কৃশঃ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে গৌণ প্রয়োগ —বস্তুর স্বরূপসাধক নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। "অহং কৃশঃ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে গৌণ ইহা উভয়মতসিদ্ধ বলিয়া ক্লৃপ্ত। সুতরাং এই গৌণ শব্দপ্রয়োগমাত্রদ্বারা "মম দেহঃ" এরূপ প্রতীতিতে ভাসমান দেহের সহিত আত্মার ভেদ বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং "মম দেহঃ" এইরূপ ভেদোল্লেখী শব্দপ্রয়োগ কখনও গৌণ হইতে পারে না। এইজন্য "মম দেহঃ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ মুখ্যই বটে। "কৃশোঽহম্" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে উভয়মতেই গৌণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—পুত্রের কৃশত্বনিবন্ধন পিতার "কৃশোঽহম্" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ গৌণই বটে, কারণ পুত্রশরীর হইতে পিতৃশরীরের সুস্পষ্ট ভেদপ্রতীতি আছে; কিন্তু স্বীয় দেহের কৃশত্বনিবন্ধন "অহং কৃশঃ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ গৌণ হইতে পারে না। কারণ দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি নাই। সুতরাং "কৃশোঽহম্" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ সর্ব্বত্রই গৌণ হইবে এরূপ বলা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পুত্রশরীরের সহিত পিতৃশরীরের যেরূপ ভেদপ্রতীতি আছে, এইরূপ আত্মার সহিতও শরীরের ভেদপ্রতীতি আছে। "মম দেহঃ" এইরূপ প্রতীতিই আত্মার সহিত দেহের ভেদ উল্লেখ করিয়া থাকে। "অয়মহং ন ভবামি" এইরূপ অনুভবে পিতা ও পুত্রের ভেদ ভাসমান হয়, এইরূপ "মম দেহঃ" এইরূপ প্রতীতিতেও শরীর ও আত্মার ভেদ ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস হইতেই পারে না। ২৪৪।

আর অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"অহং গৌরঃ" "অহং স্থূলঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে স্থূলত্বাদিবিশিষ্ট দেহের

করোমি—ইতি কৃত্যাদিবিশিষ্টাহমর্থস্য চেতনে অভেদারোপঃ স্যাদিতি চেৎ ন, যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভূবং সোঽহং স্থবিরে নপ্তৄননুভবামি, যোঽহং স্বপ্নে ব্যাঘ্রদেহঃ সোঽহমিদানীং মনুষ্যদেহঃ—ইতি দেহভেদজ্ঞান-পূর্ব্বকং স্বস্য ঐক্যমনুসন্দধানঃ কথং ততো ভেদং ন জানীয়াৎ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন চেয়ং বিরুদ্ধধর্ম্মরূপলিঙ্গজন্যা ভেদধীঃ পরোক্ষেতি ন ঐক্যাপরোক্ষভ্রমবিরোধিনীতি বাচ্যম্, প্রত্যক্ষে ধর্ম্মিণি ভেদকসাক্ষাৎকারস্য ভেদসাক্ষাৎকারব্যাপ্তত্বাৎ। ইহ চ ব্যাবৃত্তত্বেন ধীস্থদেহাদিভেদকস্যানুবৃত্তত্বস্য

সহিত অহমর্থের অভেদ ভাসমান হইয়া থাকে। দেহের সহিত অহমর্থের অভেদ আরোপিত অভেদই হইবে, পারমার্থিক অভেদ হইতে পারে না ; এইরূপ "চেতনোঽহং করোমি" এই প্রতীতিতে কৃত্যাদিবিশিষ্ট অহমর্থেরও চেতনে অভেদারোপ স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থও চৈতন্যে অধ্যস্ত।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে, কারণ প্রত্যেকেরই এরূপ বোধ হইয়া থাকে "যে আমি বাল্যকালে পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় নাতিদিগকে অনুভব করিতেছি এবং যে আমি স্বপ্নে ব্যাঘ্রদেহ হইয়াছিলাম, সেই আমিই ইদানীং জাগ্রৎকালে মনুষ্যদেহ হইয়াছি", ইত্যাদি প্রতীতিতে দেহের ভেদজ্ঞানপূর্ব্বক অহমর্থের ঐক্য অনুসন্ধান হইয়া থাকে। বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন নহে। এইরূপ প্রদর্শিত স্বপ্নে ও জাগরণে দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন নহে। দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন হয় নাই বলিয়া দেহ হইতে অহমর্থ ভিন্ন ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। যাহা ভিন্ন হইলেও যাহা ভিন্ন হয় না, তাহারা কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং সকলেই দেহ হইতে অহমর্থের ভেদ অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং কালভেদে দেহ ভিন্ন হইলেও কালভেদে অহমর্থ ভিন্ন নহে। এজন্য দেহের সহিত আত্মার ভেদ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যে দুইটি ধর্ম্মীর ভেদ যাহার নিকট ভাসমান আছে, তাহার নিকট সেই দুইটি ধর্ম্মীর ঐক্যাধ্যাস হইতে পারে না। ভেদজ্ঞানই ঐক্যাধ্যাসের বিরোধী। সুতরাং "গৌরোঽহম্ স্থূলোঽহম্" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত অনুসারে "চেতনোঽহং করোমি" ইত্যাদি প্রতীতিও অধ্যাসরূপ হইবে ইত্যাদি যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। অদ্বৈত-বাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাসই হইতে পারে না। দেহাত্মৈক্যাধ্যাসরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা অহমর্থের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস সমর্থন করা যায় না। দেহের সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান সকলেরই আছে বলিয়া দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস হইতেই পারে না। সুতরাং দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বারা দেহের সহিত আত্মার পরোক্ষরূপ ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও অপরোক্ষ ঐক্যভ্রমের তাহা বাধক নহে। "যে আমি বাল্যে পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম ইত্যাদি" দৃষ্টান্তদ্বারা দেহ হইতে আত্মার ভেদের অনুমিতি হইতে পারে ; কিন্তু ভেদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বাল্য, কৈশোর, বার্দ্ধক্য অবস্থায় শরীর পরস্পর ভিন্ন হইলেও অহমর্থের একত্ব প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা দেখান হইয়াছে ; আর তাহাতে বাল্যাদিদেহ পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন এবং অহমর্থ অব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অভিন্ন এই ব্যাবৃত্তত্ব ও অব্যাবৃত্তত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ লিঙ্গদ্বারা দেহ ও অহমর্থের যে ভেদজ্ঞান হইয়াছে, তাহা অনুমিতিরূপ জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান। "যাহারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত তাহারা ভিন্ন" এই ব্যাপ্তি বা নিয়ম অনুসারে দেহ হইতে অহমর্থের ভেদ অনুমিত হইয়াছে। অনুমিত ভেদজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষ ঐক্যভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। পরোক্ষ বাধকজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—দেহ হইতে আত্মার ভেদের অনুমিতি হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ইত্যাদি, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মীতে ভেদকধর্ম্মের

আত্মনি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ, ব্যাবর্ত্তকসাক্ষাৎকারস্যৈব ঐক্যাপরোক্ষভ্রমেণ ভেদব্যবহারস্য ঔপচারিকত্বেন সহ বিরোধাচ্চ। ২৪৫।

ন চ ঐক্যধীবিরোধিনো নীলা বলাকা—ইত্যত্র নীলাদ্ভেদকস্য বলাকাত্বস্য গ্রহেঽপি নীলভেদপ্রত্যক্ষাভাবস্য তদভেদপ্রত্যক্ষস্য চ দর্শনাদ্ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, দোষবিশেষাজন্যারোপস্যৈব বিশেষধীপ্রতিবধ্যত্বাৎ, নীলধিয়ো (নীলা বলাকা ইত্যভেদধিয়ো) দোষবিশেষজন্যত্বেন তদপ্রতিবধ্যত্বাৎ।

সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য। ভেদের সাক্ষাৎকার না থাকিলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। দেহ ও অহমর্থ এই দুইটি ধর্ম্মী প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধর্ম্মীতে অনুবৃত্তত্ব ও ব্যাবৃত্তত্বরূপ ভেদক ধর্ম্ম দুইটিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভেদের জ্ঞাপক ধর্ম্মকে ভেদক ধর্ম্ম কহে। ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের ব্যাপ্য বলিয়া ভেদের প্রত্যক্ষও আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন—ভেদের পরোক্ষজ্ঞানই হইতে পারে, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে না, তাহা সঙ্গত নহে। প্রকৃত স্থলে বাল্যদেহ ও বার্দ্ধক্যদেহ পরস্পর ব্যাবৃত্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং দেহ হইতে আত্মার ভেদের জ্ঞাপক অনুবৃত্তত্ব ধর্ম্ম আত্মাতে প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ভেদকসাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য বলিয়া ভেদসাক্ষাৎকার নাই এরূপ বলা যায় না। ভেদকসাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য স্বীকার না করিলেও ভেদকসাক্ষাৎকারই ঐক্য অপরোক্ষভ্রমের বিরোধী হইবে। সুতরাং ভেদকসাক্ষাৎকারপ্রযুক্তই ঐক্যবিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম হইতে পারিবে না। যে স্থলে ঐক্যবিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম হয়, সে স্থলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারই থাকে না। এইরূপ ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারদশাতে ভেদব্যবহারের ঔপচায়িকত্বও হইতে পারে না। ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারই ভেদব্যবহারের ঔপচারিকত্বের বিরোধী। সুতরাং "মম দেহঃ" এইরূপ ভেদব্যবহার ঔপচারিক বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ২৪৫।

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার শঙ্কা করেন যে—ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ঐক্যবিষয়ক বুদ্ধির বিরোধী নহে এবং ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্যও নহে ; কারণ "নীলা বলাকা" এই প্রতীতিতে নীল ও বলাকা বস্তু অভেদে ভাসমান হইয়া থাকে। অথচ নীল হইতে বলাকার ভেদক ধর্ম্ম বলাকাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। যাহার "নীলা বলাকা" এই প্রতীতি হয়, বলাকাত্ব ধর্ম্মও তাহার প্রতীত হইয়া থাকে। নীল হইতে বলাকার ভেদক ধর্ম্ম গৃহীত হইলেও নীলের সহিত বলাকার অভেদবুদ্ধি অর্থাৎ অভেদপ্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। সুতরাং ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য ইহা বলা যায় না। প্রদর্শিত স্থলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার আছে ; অথচ নীল হইতে বলাকার ভেদপ্রত্যক্ষ নাই ; প্রত্যুত অভেদপ্রত্যক্ষই আছে। সুতরাং "নীলা বলাকা" এই প্রতীতিতে প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার হইয়াছে। সুতরাং ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ঐক্যবুদ্ধির বিরোধী নহে। প্রদর্শিত স্থলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার থাকিলেও নীলের সহিত বলাকার ভেদপ্রত্যক্ষ ত হয়ই নাই, প্রত্যুত অভেদপ্রত্যক্ষই হইয়াছে।

এইরূপে প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকার শঙ্কা করিয়াছেন যে—পূর্ব্বপক্ষী যদি এরূপ বলেন—"নীলা বলাকা" এই স্থলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার থাকিয়াও যে ভেদের প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার কারণ প্রবল দোষ ; দোষের প্রাবল্য আছে বলিয়া "নীলা বলাকা" এই স্থলে ভেদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাই। প্রবল দোষ থাকিলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইলেও ভেদের সাক্ষাৎকার হয় না ; কিন্তু যে স্থলে প্রবল দোষ নাই, সে স্থলে ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইলে ভেদেরও অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—"গৌরোঽহম্" "স্থূলোঽহম্" ইত্যাদি অভেদপ্রতীতিতেও যে দোষের প্রাবল্য নাই ইহা জানা গেল কিরূপে? এই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিবার জন্য

ন চ প্রকৃতেঽপি দোষবিশেষজন্যারোপ ইতি বাচ্যম্, ভেদজ্ঞানেনাপি নিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, সোপাধিকস্যাধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকারেঽপি যাবদুপাধি বৃত্তিত্বনিয়মাৎ। বস্তুতস্তু যদা ভেদকপ্রত্যক্ষং তদা ভেদপ্রত্যক্ষমিতি কালিকব্যাপ্তির্নাঙ্গীক্রিয়তে, অপি তু যত্র ভেদকপ্রত্যক্ষং তত্র ভেদপ্রত্যক্ষমিতি দৈশিকব্যাপ্ত্যঙ্গীকারঃ, ভবতি চ বলাকায়াং দিবা নীলভেদপ্রত্যক্ষম্। তস্মাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। ২৪৬।

ন চ দেহনাশসময়ে তদ্‌ভেদসিদ্ধাবপি তদ্দেশকালে তদৈক্যারোপাসম্ভবাদিষ্টসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্,

---

মূলকার বলিয়াছেন যে—ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ঐক্যারোপের বিরোধী হইলেও ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার দোষ-বিশেষজন্য ঐক্যারোপের বিরোধী হয় না; কিন্তু দোষবিশেষাজন্য ঐক্যারোপেরই বিরোধী হইয়া থাকে। আরোপ বিশেষাদর্শনজন্য হইয়া থাকে। বিশেষদর্শন আরোপের বিরোধী। ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারই বিশেষদর্শন। দোষ-বিশেষাজন্য আরোপই বিশেষদর্শনপ্রতিবধ্য হইয়া থাকে। এস্থলে মূলকার যে বিশেষ ধী বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—বিশেষ দর্শন অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্মের দর্শন। "নীলা বলাকা" এই প্রতীতি দোষবিশেষজন্য বলিয়া বলাকাত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের দর্শন অভেদপ্রতীতির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যদি বলা যায়—"গৌরোঽহম্" "স্থূলোঽহম্" ইত্যাদি আরোপও দোষবিশেষজন্যই বটে; সুতরাং ভেদক ধর্ম্মের দর্শন তাদৃশ আরোপের নিবর্ত্তক হইবে না। অদ্বৈত-সিদ্ধিকারের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের প্রদর্শিত উক্তি অসঙ্গত; কারণ যে স্থলে ভেদক ধর্ম্মের দর্শন থাকিয়াও ঐক্যারোপ হয়, সে স্থলে ভেদজ্ঞান থাকিয়াও ঐক্যারোপ হইবে, ভেদজ্ঞানেও সেই আরোপের নিবৃত্তি হইবে না। সোপাধিক আরোপ স্থলে অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকার থাকিলেও আরোপের নিবৃত্তি হয় না ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। স্ফটিকে লৌহিত্যের আরোপ সোপাধিক আরোপ। এই সোপাধিক আরোপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাধিসান্নিধ্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সোপাধিক আরোপের নিবৃত্তি হয় না—ইহাই নিয়ম।

অতঃপর মূলকার বলিয়াছেন যে—যে কালে ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, সেই কালে ভেদেরও প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ কালগর্ভ ব্যাপ্তি আমরা বলি না। এরূপ বলিলে প্রদর্শিত স্থলে ব্যভিচার হইত বটে; কিন্তু যাহাতে ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ভেদেরও প্রত্যক্ষ হয়—এইরূপ দৈশিক ব্যাপ্তি আমরা স্বীকার করি। আর তাহাতে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য এই নিয়মই সিদ্ধ হয়, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল—দোষবিশেষাজন্য আরোপেই ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য ইত্যাদি, তাহাও আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আর ইহা মনে করিয়াই মূলকার বস্তুতস্তু বলিয়া দৈশিক ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বস্তুতস্তু পক্ষে দোষবিশেষা-জন্য আরোপে উক্ত নিয়ম এইরূপ বলিবার আর আবশ্যকতা নাই। কালিক ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে দোষবিশেষাজন্য এই বিশেষণের আবশ্যকতা হইত, দৈশিক ব্যাপ্তিতে উক্ত বিশেষণের আবশ্যকতা নাই। উক্ত বিশেষণ না দিলে লাঘব হইবে মনে করিয়াই মূলকার বস্তুতস্তু ইত্যাদি বলিয়াছেন। মূলকারের অভিপ্রায় এই যে—যে ধর্ম্মীতে ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই ধর্ম্মীতে ভেদেরও প্রত্যক্ষ হইবে এইরূপ দৈশিক ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে দিবাভাগেই বলাকাধর্ম্মীতে বলাকাত্বরূপ ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বলাকাতে নীলের ভেদপ্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকারপ্রদর্শিত দোষের অবকাশ নাই। ২৪৬।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—যে সময়ে আত্মার সহিত দেহের ভেদপ্রতীতি থাকে, সে সময়ে "অহং গৌরঃ" "অহং স্থূলঃ" এইরূপ ঐক্যারোপ হয় না। দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতির অভাবকালেই দেহের সহিত আত্মার অভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত অভেদপ্রতীতি অধ্যাসরূপই হইবে, ভেদগ্রহকালে যে অভেদ-

দেহনাশে মৃতস্য প্রত্যক্ষসাধনসামগ্রীলয়াৎ ম্রিয়মাণস্য জীবদ্দশাব্যাবৃত্তভেদপ্রত্যক্ষসামগ্র্যভাবাচ্চ। মুমূর্ষোরচাক্ষুষাত্মপ্রতিযোগিকাত্মাধিকরণকভেদস্য অপরোক্ষাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ নোক্তপ্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধম্। ২৪৭।

অথ "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদিশ্রুতীনামপি ন তত্র প্রামাণ্যং বক্তুং শক্যমসম্ভবাৎ। শ্রুতৌ ব্রাহ্মণশব্দো লক্ষণয়া দেহবিশেষৈক্যাধ্যাসবদ্বাচকো বা দেহবিশেষনিষ্ঠাধ্যাসিকসম্বন্ধপরো বা দেহবিশেষে

প্রতীতি হয় না, ভেদগ্রহের অভাবকালেই যে অভেদপ্রতীতি হয়. ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে—উক্ত অভেদপ্রতীতি অধ্যাসরূপ। দেহের নাশকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে অনিত্য দেহেরই নাশ হয়, নিত্য আত্মার নাশ হয় না। যাহার নাশ হয় ও যাহার নাশ হয় না, অর্থাৎ দেহ ও আত্মা, দেহের নাশ হয়, আত্মার নাশ হয় না, এজন্য মৃত্যুকালে দেহে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই সময়ে দেহে আত্মার ঐক্যাধ্যাসও হয় না; কিন্তু জীবিতকালে দেহে আত্মার ভেদগ্রহ থাকে না বলিয়া দেহে আত্মার ঐক্যাধ্যাস হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং জীবিতকালে "অহং গৌরঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতি দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাসে প্রমাণ।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; দেহনাশকালে মৃত ব্যক্তির উক্ত ভেদপ্রত্যক্ষ অসম্ভব। কারণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সামগ্রী তৎকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ম্রিয়মাণ ব্যক্তির দেহের সহিত আত্মার ভেদগ্রহের সামগ্রী নাই। এই সামগ্রী জীবদ্দশাতে ঐক্যপ্রতীতির সামগ্রী হইতে ভিন্ন। যাহা ঐক্যপ্রতীতির সামগ্রী, তাহা ভেদগ্রহের সামগ্রী হইতে পারে না। জীবদ্দশাতে ঐক্যপ্রতীতিই হইয়া থাকে, সুতরাং কার্য্যানুসারে কারণও তদ্রূপই কল্পনা করিতে হইবে। আরও কথা এই যে—জীবদ্দশাতে দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতির যাহা সামগ্রী পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য সামগ্রী ম্রিয়মাণ পুরুষের সম্ভাবিত নহে। জীবদ্দশাতে ভেদপ্রতীতির সামগ্রী যে ম্রিয়মাণ পুরুষের নাই তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে দেহনাশসময়ে দেহ ও আত্মার ভেদসিদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে। সুতরাং দেহনাশকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া অচাক্ষুষ জ্ঞানই বলিতে হইবে। এই অচাক্ষুষ ভেদজ্ঞানের বিষয় ভেদ এবং ভেদের প্রতিযোগী আত্মা ও অনুযোগী শরীর। আত্মা হইতে দেহ ভিন্ন এইরূপ ভেদ। মূলগ্রন্থে আত্মপ্রতিযোগিক আত্মাধিকরণক ভেদ বলা হইয়াছে; তাহাতে প্রথম আত্মপদ আত্মাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আত্মপদ শরীর অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মাধিকরণক ভেদ কথার অর্থ—দেহানুযোগিক ভেদ। এই ভেদের অপরোক্ষজ্ঞান ম্রিয়মাণ পুরুষের সম্ভাবিত নহে বলিয়া উক্ত প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। দেহানুযোগিক ভেদপ্রত্যক্ষে দেহের বিদ্যমানতা অপেক্ষিত; কিন্তু মৃত্যুকালে দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দেহাধিকরণক আত্মপ্রতিযোগিক ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ দেহনাশসময়ে দেহ ও আত্মার ভেদসিদ্ধি আছে বলিয়া দেহ ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান অধ্যাসরূপ হইবে যে বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। সুতরাং মৃত্যুকালে ভেদজ্ঞান ঐক্যারোপে প্রমাণ হয় না। মৃত্যুসময়ে ভেদের প্রত্যক্ষ যে সম্ভাবিত নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং "মৃত্যুকালে ভেদপ্রত্যক্ষ দেহ ও আত্মার ঐক্যাধ্যাসে প্রমাণ" এইরূপ অদ্বৈত-বাদিগণের উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত*। ২৪৭।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি দেহাত্মৈক্যাধ্যাসে প্রমাণ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের

---

* প্রদর্শিত শঙ্কা ও সমাধানগ্রন্থ অনাকর ও অকিঞ্চিৎকর। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ শঙ্কাও নাই। আর এইরূপ সমাধানের আবশ্যকতাও নাই। কেবলমাত্র অধ্যাসে প্রত্যক্ষপ্রমাণ দেখাইবার জন্যই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর শঙ্কা করা হইয়াছে।

এব শক্তো বা—ইতি বিবেচনীয়ম্। নাদ্যঃ, বিধৌ লক্ষণাসম্ভবাৎ। কিঞ্চ "পুত্রাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহমেব বিকলঃ সকলো বা" ইতি ভবদ্ভিরধ্যাসাঙ্গীকারেণ ভৃত্যমিত্রাদাবপি তস্য সত্ত্বেন শূদ্রস্বামিনো মিত্রস্য বা ব্রাহ্মণাদের্যাগাদ্যনধিকারপ্রসঙ্গাৎ। ব্রাহ্মণমিত্রস্য শূদ্রস্য তত্র অধিকারাপত্তেশ্চ। ২৪৮।

কিঞ্চ "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য" ইতি নিষেধস্য সুপ্তজীবন্মুক্তবিষয়কত্বানুপপত্তেঃ। ন চ স্বকর্ম্মার্জ্জিতেন দেহবিশেষেণ ঐক্যাধ্যাসবান্ ব্রাহ্মণপদবাচ্য ইতি বাচ্যম্, আবশ্যকত্বেন স্বকর্ম্মণা দেহবিশেষার্জ্জনস্যৈব

এরূপ বলা অসঙ্গত। উক্ত শ্রুতি দেহাত্মৈক্যাধ্যাসে প্রমাণ হইতেই পারে না। "ব্রাহ্মণো যজেত" এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন (১) ব্রাহ্মণশব্দ লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা দেহবিশেষের সহিত ঐক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাই ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ। (২) অথবা দেহবিশেষনিষ্ঠ আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রতিপাদক ব্রাহ্মণশব্দ। (৩) অথবা কেবল দেহবিশেষেই ব্রাহ্মণ-পদের শক্তি। অদ্বৈতবাদিগণের এই ত্রিবিধ অর্থ সঙ্গত নহে। এই প্রদর্শিত তিনটি অর্থের একটি অর্থও বিবেচনা করিয়া দেখিলে সঙ্গত হইবে না। "ব্রাহ্মণো যজেত" এই বিধি-বাক্যের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-পদ লক্ষণাদ্বারা প্রথম অর্থটির প্রতিপাদক হইতে পারে না। কারণ বিধিবাক্যের ঘটক পদ লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হয় না। ইহাই মীমাংসামর্য্যাদা। "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" এই কথাই শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—"বিধৌ—বিধায়কবাক্যে পরঃ—লক্ষণয়া গৌণ্যা বা প্রতীয়মানোঽর্থঃ শব্দার্থো ন ভবতি" অর্থাৎ বিধায়ক বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তিদ্বারা প্রতীয়মান অর্থ শব্দার্থ নহে। প্রদর্শিত অনুশাসনটি ভাষ্যকার শবরস্বামীর, কিন্তু সূত্রকার জৈমিনির নহে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুশাসন অনুসারে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণপদ প্রথম অর্থের প্রতিপাদক হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন যে—"পুত্র-ভার্য্যাদি বিকল হইলে অথবা সুস্থ থাকিলে "আমিই বিকল" "আমিই সুস্থ" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া পুত্র-ভার্য্যাদির সহিতও আত্মার অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে ইত্যাদি", ইহাতে বক্তব্য এই যে—পুত্র-ভার্য্যাদির বিকলতাতে বা সকলতাতে "আমিই বিকল" "আমি সকল" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া যদি পুত্রভার্য্যাদির সহিত ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করা যায়, তবে ভৃত্য বা মিত্রাদির বিকলতা বা সকলতাতেও "আমিই বিকল" "আমিই সকল" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ভৃত্য ও মিত্রাদির সহিতও ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে শূদ্র ভৃত্যের স্বামী ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের মিত্র ব্রাহ্মণেরও যাগাদি বৈদিক কর্ম্মে অনধিকারের আপত্তি হইবে। শূদ্র দেহের সহিত ব্রাহ্মণের ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিলে শূদ্রাভিন্ন ব্রাহ্মণের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকিতে পারে না। এইরূপ ব্রাহ্মণমিত্র শূদ্রেরও ব্রাহ্মণ-দেহের সহিত ঐক্যাধ্যাস-প্রযুক্ত বৈদিক কর্ম্মে অধিকারের আপত্তি হইবে। ২৪৮।

আরও কথা এই যে—ব্রাহ্মণদেহের সহিত ঐক্যাধ্যাস-বিশিষ্ট আত্মাই যদি ব্রাহ্মণ-পদ-প্রতিপাদ্য হয়, তবে "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি নিষেধশাস্ত্র সুপ্ত ব্রাহ্মণ বা জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইবে না। সুপ্ত বা জীবন্মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ সুষুপ্তিদশাতে ও জীবন্মুক্তিদশাতে ব্রাহ্মণ শরীরের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস থাকে না বলিয়া সুপ্ত বা জীবন্মুক্ত পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাদৃশ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে বধ করিলে বধকর্ত্তা পুরুষও ব্রহ্মঘাতী হইবে না। "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" এই নিষেধশাস্ত্রের বিষয়ই তখন থাকিবে না। এই প্রদর্শিত দুইটি দোষের মধ্যে প্রথম দোষের সমাধানের জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—দেহবিশেষের সহিত ঐক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাই ব্রাহ্মণপদ-প্রতিপাদ্য নহে; কিন্তু স্বকর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত দেহবিশেষের সহিত ঐক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাই ব্রাহ্মণ-পদপ্রতিপাদ্য। ভৃত্যের দেহ ভৃত্যের কর্ম্মোপার্জ্জিত হইলেও প্রভুর কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত নহে; এইজন্য শূদ্রভৃত্য ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বাপত্তি হইবে না এবং ভৃত্য শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্বাপত্তি হইবে না।

তদর্থত্বোপপত্তেঃ। নাপি কাদাচিৎকাধ্যাসবান্ তদর্থঃ, মহাপাতকেন নষ্টব্রাহ্মণত্বস্যাপি অধিকারিত্বাপত্তেঃ। আজন্মনোঽপি জীবন্মুক্তস্য হননে নিষেধবিষয়ত্বানাপত্তেশ্চ। পাতকেন নষ্টব্রাহ্মণ্যস্য হননে নিষেধবিষয়ত্বাপত্তেশ্চ। ন চ পাতক এব তত্রানধিকারপ্রযোজকঃ, পতিতো ব্রাহ্মণঃ ইতি ব্যবহারাদিতি বাচ্যম্, শাপাদিনা যবনতাং চাণ্ডালতাং বা প্রাপ্তস্য তথা ব্যবহারাভাবাৎ। ২৪৯।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ গুরুতর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কোনও আবশ্যকতা নাই। কারণ দেহ-বিশেষের ঐক্যাধ্যাসকে অধিকার-বিশেষের প্রযোজক স্বীকার করিলেও দেহবিশেষের উৎপত্তির জন্য কর্ম্মবিশেষের অপেক্ষা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার কর্ম্মবিশেষদ্বারাই আত্মার ভোগায়তন দেহ রচিত হইয়া থাকে। কর্ম্মবিশেষ না থাকিলে ভোগায়তন দেহবিশেষ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্বকর্ম্মদ্বারা যে আত্মা যে দেহবিশেষের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি শরীরের উপার্জ্জক হয়, সেই আত্মাই ব্রাহ্মণাদি শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ-দেহের উপার্জ্জক আত্মা ব্রাহ্মণপদের প্রতিপাদ্য। স্বকর্ম্মদ্বারা শূদ্রদেহের উপার্জ্জক আত্মা শূদ্রপদের প্রতিপাদ্য। এইরূপ বলিলেই প্রদর্শিত স্থলে সমস্ত আপত্তির নিরাস হইতে পারে; কিন্তু দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস বৃথা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ নিরূপণ করিতে বৃথা গৌরবই অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তাহা অসঙ্গত।

এইরূপ দ্বিতীয় দোষ সমাধান করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—যে আত্মা কদাচিৎ ব্রাহ্মণদেহের সহিত ঐক্যাধ্যাসবিশিষ্ট, তাহাকেই ব্রাহ্মণপদপ্রতিপাদ্য বলা যায়; এজন্য সুষুপ্তিদশাতে ও জীবন্মুক্তিদশাতে ব্রাহ্মণদেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস না থাকিলেও জাগ্রদ্দশাতে ও বদ্ধদশাতে ব্রাহ্মণদেহের সহিত ঐক্যাধ্যাস ছিল বলিয়া নিদ্রা-দশাতে ও জীবন্মুক্তদশাতে আত্মা কাদাচিৎক ব্রাহ্মণশরীর-ঐক্যাধ্যাসবান্ বলিয়া ব্রাহ্মণপদপ্রতিপাদ্যই বটে; এজন্য সেই অবস্থায় হননকর্ত্তা ব্রহ্মঘাতীই হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ মহাপাতককর্ত্তা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে অধিকারের আপত্তি হইবে। কারণ মহাপাতকী ব্রাহ্মণেরও মহাপাতক করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদেহের সহিত ঐক্যাধ্যাস ছিল। আরও কথা এই যে—যে ব্রাহ্মণ জন্মাবধিই জীবন্মুক্ত, তাহার জন্মাবধিই দেহের সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান আছে বলিয়া দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস জন্মাবধিই নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণদেহের সহিত কাদাচিৎক ঐক্যাধ্যাস নাই বলিয়া তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণকে হনন করিলে হননকর্ত্তার ব্রহ্মহত্যার পাপ না হওয়া উচিত এবং মহাপাতকদ্বারা নষ্টব্রাহ্মণ্য পুরুষকে হনন করিলে ঘাতক পুরুষের ব্রহ্মহত্যার পাতকের আপত্তি হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—মহাপাতকদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না; কিন্তু মহাপাতকদ্বারা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে অনধিকারমাত্র হইয়া থাকে। পাতক ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে অনধিকারের প্রযোজক; কিন্তু মহাপাতক-দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের নাশ হয় না। মহাপাতকদ্বারা পতিত হইলেও "পতিতো ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইলে "পতিতো ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ ব্যবহার হইতে পারিত না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ব্রাহ্মণও যদি অভিসম্পাতাদিদ্বারা যবনত্ব বা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার ব্রাহ্মণশব্দদ্বারা ব্যবহার হয় না। "যবনো ব্রাহ্মণঃ" "চাণ্ডালো ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ ব্যবহার কখনও হয় না। সুতরাং মহাপাতকাদিদ্বারা ব্রাহ্মণত্বের নাশ হয় না এরূপ কখনই বলা যায় না। কোনও স্থলে যে ব্রাহ্মণপদদ্বারা ব্যবহার হয়, তাহাও অব্রাহ্মণেই ব্রাহ্মণপদের গৌণপ্রয়োগমাত্র হইয়া থাকে। ২৪৯।

প্রথম বিকল্প খণ্ডন সমাপ্ত ॥

অতএব ন দ্বিতীয়ঃ, সংযোগস্যাত্মবিভুত্বপক্ষে সর্ব্বদেহেষু স্বস্বামিভাবস্য চ ভৃত্যদেহে সত্ত্বেঽপি ইচ্ছানুবিধায়িত্বস্য চ আতুরাদিদেহেষু অসত্ত্বেঽপি সাক্ষাৎ স্বস্বামিভাবস্য বা তদিন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বস্য বা সাক্ষাৎ তৎপ্রযত্নজন্যক্রিয়াশ্রয়ত্বস্য বা তদ্ভোগায়তনত্বস্য বা তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বস্য বা সম্বন্ধান্তরস্য সম্ভবাৎ। ন চ

দ্বিতীয় বিকল্পে অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায় এই যে—ব্রাহ্মণাদি দেহবিশিষ্ট আত্মাই কর্ম্মে অধিকৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল আত্মার কোন কর্ম্মেই অধিকার থাকিতে পারে না। এজন্য অবশ্যই দেহবিশেষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। (এই পরিচ্ছেদে বারবার "দেহবিশেষ" এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই—ব্রাহ্মণদেহ, ক্ষত্রিয়দেহ প্রভৃতিই দেহবিশেষ। ব্রাহ্মণমাতাপিতৃজাত দেহই ব্রাহ্মণদেহ, ক্ষত্রিয়মাতাপিতৃজাত দেহই ক্ষত্রিয়দেহ। এইরূপ বৈশ্যাদিদেহ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে ভট্টপাদ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "জাতি" কথার অর্থ—অনেক ব্যক্তি সমবেত নিত্যধর্ম্ম। "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্ব" ইহাই বৈশেষিক সম্মত জাতির লক্ষণ। ভট্টপাদ সমবায় স্বীকার করেন না। এজন্য বৈশেষিকগণ যে যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধ বলেন, ভট্টপাদ সেই সমস্ত স্থলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—ভেদাভেদ সম্বন্ধ।)

এই দেহবিশেষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি হইবে ইহাই এস্থলে বিচার্য্য। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—দেহের সহিত আত্মার সংযোগ, সমবায়াদি সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। এজন্য দেহের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থও আত্মার দেহবিশেষনিষ্ঠ আধ্যাসিক সম্বন্ধ। আর ইহাই দ্বিতীয় কল্প। দেহবিশেষে আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধই শ্রুতিবাক্যস্থিত ব্রাহ্মণাদি পদের লক্ষণাবৃত্তিপ্রতিপাদ্য অর্থ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যস্থিত ব্রাহ্মণাদি পদ লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা উক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধের বোধক হইয়া থাকে। প্রদর্শিত তিনটি কল্পের মধ্যে প্রথম দুইটি কল্পে ব্রাহ্মণাদি পদ প্রদর্শিত অর্থ দুইটির লক্ষক ও তৃতীয় কল্পে ব্রাহ্মণাদি পদ দেহবিশেষের বাচক; কিন্তু লক্ষক নহে। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণ ব্রাহ্মণাদি পদকে প্রদর্শিত আধ্যাসিক সম্বন্ধের লক্ষক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ দেহের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ তবেই স্বীকার করিতে হইত, যদি লোকসিদ্ধ কোন সম্বন্ধ সম্ভাবিত না হইত; কিন্তু দেহের সহিত আত্মার লোকপ্রসিদ্ধ বহুবিধ সম্বন্ধই সম্ভাবিত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদিও আত্মাকে বিভু দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিলে বিভু আত্মার সংযোগ সমস্ত দেহেই আছে বলিয়া ব্রাহ্মণদেহের সহিত বিভু আত্মার সংযোগ সম্বন্ধ বলা যায় না; কারণ ব্রাহ্মণদেহের সহিত যেমন সংযোগ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি দেহের সহিতও সেই আত্মারই সংযোগসম্বন্ধ আছে; যেহেতু আত্মা বিভু দ্রব্য। যে দ্রব্য পরিচ্ছিন্নপরিমাণ সমস্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত, তাহাকে বিভু দ্রব্য বলে। দেহমাত্রই পরিচ্ছিন্নপরিমাণ দ্রব্য; এজন্য এক একটি বিভু আত্মা সমস্ত দেহের সহিতই সংযুক্ত। সুতরাং এই বিভু আত্মার সংযোগ যেমন ব্রাহ্মণদেহের সহিত আছে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়াদিদেহের সহিতও আছে। দেহবিশেষের সহিত আত্মার সংযোগ কোন বিশেষসংযোগ নহে, সর্ব্বদেহসাধারণ সংযোগ। সর্ব্বদেহসাধারণ সংযোগদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বিশেষব্যবহার হইতে পারে না। এজন্য দেহের সহিত আত্মার সংযোগসম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার হইতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি পদ দেহবিশেষের সহিত আত্মার সংযোগসম্বন্ধের প্রতিপাদক নহে। যদিও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে আত্মা বিভু নহে, কিন্তু অণু, তথাপি ন্যায়বৈশেষিকাদিমতে আত্মা বিভু বলিয়া আত্মার বিভুত্বপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রদর্শিত দোষ দেখান হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি পদ দেহবিশেষের সহিত আত্মার সংযোগসম্বন্ধের যেমন প্রতিপাদক হয় না, এইরূপ দেহের সহিত আত্মার স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধেরও প্রতিপাদক হইতে পারে না। দেহ—স্ব ও আত্মা—স্বামী। নিজের দেহের সহিত আত্মার যেমন স্ব-স্বামিভাব

প্রযত্নাদাবপি আত্মৈক্যভ্রম এব সম্বন্ধঃ, অহং কৃতিরিতি প্রতীত্যভাবাৎ, আত্মসমবায়াদেঃ সম্বন্ধান্তরস্য

সম্বন্ধ আছে, এইরূপ ভৃত্যদেহের সহিতও আত্মার স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ আছে। ক্রীতদাস, গর্ভদাস প্রভৃতির দেহের সহিতও স্বামীর এইরূপই স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ আছে। এজন্য ব্রাহ্মণাদি পদ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধেরও প্রতিপাদক হইতে পারে না। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি দেহের সহিত ব্রাহ্মণাদি আত্মার ইচ্ছানুবিধায়িত্বসম্বন্ধও হইতে পারে না। যে আত্মার ইচ্ছানুসারে যে শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে সেই আত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এজন্য দেহের সহিত আত্মার ইচ্ছানুবিধায়িত্বই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মার সহিত দেহের ইচ্ছানুবিধায়িত্ব সম্বন্ধও বলা যায় না। কারণ আম-বাতাদি রোগদ্বারা জড়ীকৃত শরীরে ইচ্ছানুবিধায়িত্ব থাকে না অর্থাৎ তাদৃশ আতুর ব্যক্তির শরীর তাহার ইচ্ছানুসারে চেষ্টা করিতে পারে না। এজন্য আত্মার সহিত দেহের প্রদর্শিত তিনটি সম্বন্ধ হইতে না পারিলেও অন্য সম্বন্ধ সম্ভাবিত হয় বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

দেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। ভৃত্যদেহের সহিত প্রভুর স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ থাকিলেও সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ নাই। নিজের দেহের সহিতই নিজের সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ থাকে। ভৃত্যদেহ প্রভুর দেহের অনুকূল বলিয়া প্রভুর আত্মার সহিত ভৃত্যদেহের পরম্পরা স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ থাকে। ভৃত্যদেহ প্রভুদেহের উপকারদ্বারা প্রভু আত্মার উপকারক হইয়া থাকে। এজন্য প্রভু আত্মার সাক্ষাৎ স্বত্ব প্রভুদেহে ও পরম্পরা স্বত্ব ভৃত্যদেহে আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদিদেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধই ব্রাহ্মণাদিপদপ্রতিপাদ্য হইতে পারে। এজন্য আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ আত্মার সহিত দেহের তদিন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধও বলা যাইতে পারে। আত্মার ভোগসম্পাদক ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় দেহই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বই শরীরত্ব। "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্" ইহাই অক্ষপাদসূত্র। সুতরাং আত্মার সহিত দেহের ইহাই সম্বন্ধ যে—আত্মার ভোগসাধক ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় দেহ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত দেহের এতাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আত্মার প্রযত্নজন্য চেষ্টারূপ ক্রিয়ার আশ্রয় দেহ হইয়া থাকে। এজন্য সাক্ষাৎ প্রযত্নজন্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। আত্মার প্রযত্নজন্য শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হইয়া সেই চেষ্টাদ্বারা ঘটাদিতেও ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার প্রযত্নজন্য ক্রিয়াশ্রয়ত্ব ঘটাদিতেও আছে। প্রযত্নজন্য ক্রিয়াশ্রয়ত্ব কেবল নিজের শরীরেই আছে এরূপ বলা যায় না। এজন্য মূলকার "সাক্ষাৎপ্রযত্নজন্যক্রিয়াশ্রয়ত্ব" এরূপ বলিয়াছেন। প্রযত্ন হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন ক্রিয়ার আশ্রয়। ঘটক্রিয়া আত্মার প্রযত্নজন্য হইলেও সাক্ষাৎজন্য নহে। শরীরচেষ্টাই প্রযত্ন হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মার ভোগায়তনত্বই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ। শরীরই আত্মার ভোগায়তন। শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সুখদুঃখসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সুখসাক্ষাৎকার ও দুঃখ-সাক্ষাৎকারই ভোগ। এজন্য আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ তদ্‌ভোগায়তনত্ব। এইরূপ তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ। আত্মার পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মদ্বারা শরীর অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে শরীরের সহিত আত্মার পাঁচটি সম্বন্ধ দেখান হইল। প্রদর্শিতরূপে শরীরের সহিত আত্মার পাঁচটি সম্বন্ধ সম্ভাবিত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

যদি বলা যায়—সাক্ষাৎ প্রযত্নজন্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। প্রযত্নের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধই বলিতে হইবে। প্রযত্নাদিতেও আত্মার ঐক্যাধ্যাসই সম্বন্ধ হইবে।

সত্ত্বাচ্চ। ন চানতিপ্রসঙ্গায় স্বস্বামিভাবাদিঃ ঐক্যাধ্যাসমূলসম্বন্ধাধীন ইতি বাচ্যম্, বৈপরীত্যস্যাপি সুবচত্বাৎ, তত্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বস্যৈব মূলসম্বন্ধত্বাচ্চ। ন চ তত্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বং পুত্রদেহসাধারণং পুত্রদেহস্য

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রযত্নাদিতে আত্মার ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিলে "অহং প্রযত্নঃ" "অহং কৃতিঃ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইবে; কিন্তু এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। প্রত্যুত "অহং প্রযত্নবান্" "অহং কৃতিমান্" এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—বৈশেষিকমতে আত্মার সহিত প্রযত্নের সমবায়সম্বন্ধ, অযুতসিদ্ধিসম্বন্ধ স্বীকৃতি হইয়া থাকে বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। মূলগ্রন্থে যে "আত্মসমবায়াদেঃ" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—প্রযত্নের সহিত আত্মসমবায়সম্বন্ধ এবং আদিপদদ্বারা আত্মাযুতসিদ্ধিসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব প্রভৃতি যে পাঁচটি সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, এই পাঁচটি সম্বন্ধের মূলেও ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। ঐক্যাধ্যাসরূপ মূল সম্বন্ধপ্রযুক্তই স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই দেহেই এই আত্মার সাক্ষাৎ সত্ত্ব, এই দেহেই এই আত্মার ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব থাকিল কেন? ভৃত্যাদিদেহেই বা থাকিল না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে—যে দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস আছে, সেই দেহের সহিতই আত্মার স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ঐক্যাধ্যাসমূলকই স্ব-স্বামিভাবাদি পঞ্চবিধ সম্বন্ধ।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীতও ত বলা যাইতে পারে। স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের মূল যদি ঐক্যাধ্যাস হয়, তবে ঐক্যাধ্যাসের মূল সম্বন্ধও স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইতে পারিবে। এই দেহেই এই আত্মার ঐক্যাধ্যাস হইল কেন? দেহান্তরে হইল না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে—এই দেহের সহিতই এই আত্মার স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ আছে, অন্য দেহে নাই। স্ব-স্বামিভাবাদির মূল যদি ঐক্যাধ্যাস হয়, তবে ঐক্যাধ্যাসেরও মূল স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইতে পারে। বস্তুতঃ কথা এই যে—স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের জন্য ঐক্যাধ্যাস স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। তৎ তৎ পূর্ব্বীয় কর্ম্মার্জ্জিতত্বই স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের মূল। যাহার কর্ম্মদ্বারা যে দেহ অর্জ্জিত হইয়া থাকে, সেই দেহের সহিতই সেই আত্মার স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—তৎপূর্ব্বীয় কর্ম্মার্জ্জিতত্বই স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের মূল হইতে পারে না। কারণ পিতার কর্ম্মদ্বারা যেমন পিতার দেহ অর্জ্জিত হইয়া থাকে, এইরূপ পিতার কর্ম্মদ্বারা পুত্রের দেহও অর্জ্জিত হইয়া থাকে। পুত্রদেহ ও পিতৃদেহ উভয়ই পিতার কর্ম্মার্জ্জিত বলিয়া নিজের দেহের সহিতই আত্মার তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্ব অসাধারণ সম্বন্ধ নহে। তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্ব সম্বন্ধ পুত্রদেহসাধারণ।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ পুত্রদেহ পিতৃকর্ম্মোপার্জ্জিতই নহে। পুত্রের কর্ম্ম হইতেই পুত্রের দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিতার কর্ম্মজন্য পুত্রদেহে পিতার সত্ত্বমাত্র উৎপন্ন হয়। যেমন যজ্ঞবিশেষজন্য গ্রামাদি লাভ হইয়া থাকে। গ্রামাদি পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বসিদ্ধ গ্রামাদিতে যজ্ঞাদিকর্ম্মজন্য যজ্ঞাদিকর্ম্ম-কর্ত্তার সত্ত্বমাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রামের উৎপত্তি যজ্ঞকর্ত্তার কর্ম্মজন্য নহে, এইরূপ পুত্রের কর্ম্মজন্য উৎপন্ন পুত্রশরীরে পিতার অদৃষ্টজন্য স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধমাত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ স্বীকার না করিয়া যদি অদ্বৈতবাদিগণ পিতার অদৃষ্টজন্য পুত্রশরীর উৎপন্ন হয় স্বীকার করেন, তবে পিতার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পিতা মুক্ত হইতে পিতার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে; আর তাহাতে পুত্রদেহের আরম্ভক পিতার অদৃষ্ট

তদদৃষ্টেনৈবোপপত্তেঃ। সিদ্ধগ্রামাদিষ্বিব পিত্রদৃষ্টেন সম্বন্ধমাত্রস্য জননাৎ, অন্যথা ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পিতরি মুক্তে সতি পুত্রদেহারম্ভকপিতৃকর্ম্মক্ষয়েণ পুত্রদেহস্য নাশাপত্তেঃ। ২৫০।

নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য জড়ত্বাদিযোগেন নিযোজ্যত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা ঘটাদেরপি নিযোজ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। দেহবিশিষ্টে এব ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগেণ দেহস্যাতদর্থত্বাচ্চ। অন্যথা মৃতব্রাহ্মণশিরশ্ছেদাদিনা পুত্রস্য

ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়া পুত্রদেহেরও নাশের আপত্তি হইবে অর্থাৎ পিতার মুক্তিতে পুত্রদেহের নাশের আপত্তি হইয়া পড়িবে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিতীয় পক্ষ অসঙ্গত। ২৫০।

দ্বিতীয় পক্ষ সমাপ্ত॥

এইরূপ তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণমাতাপিতাজন্য দেহবিশেষই ব্রাহ্মণ-পদের শক্য। ব্রাহ্মণপদ তাদৃশ অর্থে শক্ত। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি পদ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাই তৃতীয় পক্ষ। এই পক্ষও অসঙ্গত; কারণ দেহমাত্রই ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ হইলে "ব্রাহ্মণো যজেত" এইরূপ বিধি অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। বিধি লকারের অর্থ নিয়োগ। এই নিয়োগ নিযোজ্যসাপেক্ষ। "নিয়োগো হি স্বসিদ্ধয়ে পুরুষং নিযুঞ্জানঃ নিয়োগ ইত্যুচ্যতে" বিধি-লকারার্থ নিয়োগ স্বসিদ্ধির জন্য পুরুষের প্রেরণ অর্থাৎ নিযোজন করে বলিয়া নিয়োগ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে নিয়োগ-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিয়োগ জড় দেহকে প্রেরণ করিতে পারে না; এজন্য জড় দেহ নিযোজ্য হইতে পারে না। যে কার্য্যকে স্বকীয়রূপে অবগত হয়, বিধিশ্রবণের অনন্তর "ইহা আমার কর্ত্তব্য" এইরূপ অবগত হয়, তাহাকেই নিযোজ্য বলে। "নিযোজ্যঃ স চ কার্য্যং যঃ স্বীয়ত্বেনাববুধ্যতে।" সুতরাং নিযোজ্য জড় বস্তু হইতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ জড় দেহমাত্র হইলে ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ নিযোজ্যই হইতে পারিবে না। বিধির অর্থ নিয়োগ, ইহা প্রাভাকরসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অতি জটিল বিচারে পূর্ণ। এজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে মূলগ্রন্থের সঙ্গতিমাত্র অপেক্ষা করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিলাম। কর্ত্তব্যতাজ্ঞানবান্ আত্মাই নিযোজ্য হইতে পারে, জড় দেহ নিযোজ্য হইতে পারে না। এজন্য অদ্বৈতবাদীর মতে "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদি বাক্যার্থ নিয়োগই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। কর্ত্তব্যতাজ্ঞানবান্ ও কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ চেতন পুরুষই নিযোজ্য হইয়া থাকে। জড় বস্তুকেও নিযোজ্য স্বীকার করিলে জড় ঘটাদি বস্তুও প্রদর্শিত নিয়োগের নিযোজ্য হইতে পারিত।

বস্তুতঃ কথা এই যে—দেহবিশিষ্ট আত্মাতেই ব্রাহ্মণাদি পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে বলিয়া কেবল জড় দেহমাত্র ব্রাহ্মণাদি পদের শক্য অর্থই নহে। জড়দেহমাত্রই যদি ব্রাহ্মণাদি পদের শক্য অর্থ হইত, তবে মৃতব্রাহ্মণপিতার দাহাদিকার্য্যদ্বারা পুত্রের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইত। মৃত ব্রাহ্মণদেহের দাহাদিকালে মৃতদেহের হস্ত-মস্তকাদির বিশ্লেষণও করিতে হয়, এজন্য মৃত ব্রাহ্মণপিতার দাহকর্ম্মদ্বারা পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

যাহা হউক, বিগত গ্রন্থদ্বারা ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে—"মম দেহঃ" এইরূপ সর্ব্বলোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষদ্বারা দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রত্যক্ষ সকলেরই আছে। আর এজন্য দেহের সহিত আত্মার ঐক্যাধ্যাস কাহারও হইতে পারে না। আর এজন্য অদ্বৈতবাদী যে দেহাত্মৈক্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে শঙ্কা করিয়াছেন—সকলেরই যদি দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রত্যক্ষ থাকিত, তবে আগম ও অনুমানপ্রমাণ যাহারা মানে না, কেবল প্রত্যক্ষমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া যাহারা স্বীকার করে, সেই চার্ব্বাকাদি দেহকেই আত্মা বলিয়া মানে। "দেহই আত্মা" ইহাই চার্ব্বাকমতের প্রবাদ। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়—দেহের সহিত আত্মার ভেদ সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে চার্ব্বাকাদিও দেহাত্মৈক্যবাদ স্বীকার করিত না। সুতরাং দেহের সহিত আত্মার ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে।

এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্ব্বাকাদির "দেহই আত্মা" এইরূপ প্রবাদ

ব্রহ্মহত্যাপ্রসক্তের্দুর্ব্বারত্বাৎ। ন চ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিনাং চার্ব্বাকাদীনাং দেহ এবাত্মা—ইতি কথং প্রবাদ ইতি বাচ্যম্, অনুগতবিষয়কপ্রত্যভিজ্ঞারূপপ্রত্যক্ষস্য দেহাত্মনো ভেদস্য ভেদকানাঞ্চাবগাহিনঃ সবিকল্পস্য চার্ব্বাকাদিভিঃ প্রামাণ্যানভ্যুপগমাৎ। অতএব তাদৃশকুসময়নিরাসকতয়া দেহাত্মৈক্যনিষেধক-শ্রুতেরপি সার্থক্যান্নাপ্রাপ্তনিষেধদোষাবকাশঃ, অসৎকারণবাদনিষেধবৎ। ২৫১।

ন চ মনুষ্যত্বব্রাহ্মণত্বাদীনাং দেহবিশেষবিশিষ্টাত্মবৃত্তিত্বে চাক্ষুষত্বাভাবপ্রসঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ, কেবলাত্ম-

---

আছে বলিয়া দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না এরূপ বলা যায় না। "মম দেহঃ" এই প্রতীতি-দ্বারা দেহের সহিত আত্মার ভেদ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। চার্ব্বাকাদির যে ভেদপ্রত্যক্ষ হয় না, তাহার কারণ—চার্ব্বাকাদির মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য তাহারা স্বীকার করে না; কেবল নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষেরই প্রামাণ্য তাহারা স্বীকার করে। এজন্য "যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভবম্, স এবাহং স্থবিরে প্রণপ্তৄননুভবামি" এইরূপ অনুগতরূপে আত্মার সবিকল্পক প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও চার্ব্বাকাদিরা স্বীকার করে না। এইরূপ বাল্য, যৌবনাদি দশাতে দেহগুলির পরস্পর ভেদ ও দেহগুলির পরস্পর ভেদপ্রযুক্ত সর্ব্বদেহানুবৃত্ত আত্মার বাল্যাদি দেহে অভেদ এবং বাল্যাদি দেহে অনুবৃত্ত আত্মা হইতে ব্যাবৃত্ত দেহগুলির ভেদানুমানের প্রামাণ্যও চার্ব্বাকাদিরা স্বীকার করে না। কারণ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ, ভেদপ্রত্যক্ষ ও ভেদক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ এই সমস্তই সবিকল্পক। সবিকল্পক প্রত্যক্ষমাত্রই অপ্রমাণ। ভেদক ধর্ম্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারিলেও তাহাতে ভেদক ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। ব্যাবৃত্তরূপে ধর্ম্মের জ্ঞানই ভেদক ধর্ম্মের জ্ঞান। যে ধর্ম্ম স্বরূপতঃ গৃহীত হইয়াও ব্যাবৃত্তরূপে গৃহীত হয় নাই, সেই ধর্ম্ম ভেদের অনুমাপকও হইতে পারে না। ব্যাবৃত্তরূপে গৃহীত ধর্ম্মই ভেদক ধর্ম্ম অর্থাৎ ভেদের অনুমাপক। সুতরাং চার্ব্বাকাদিমতে ভেদক ধর্ম্মের জ্ঞানও ইতরব্যাবৃত্তরূপে ধর্ম্মের জ্ঞান। আর এই জ্ঞান সবিকল্পকই হইবে। চার্ব্বাকাদিমতে যে সবিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং "মম দেহঃ" এইরূপ ভেদপ্রত্যক্ষ চার্ব্বাকাদির হইলেও তাহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলিয়া তাহাদের মতে অপ্রমাণ। এই অপ্রমাণ ভেদপ্রত্যক্ষ দেহের সহিত আত্মার অভেদপ্রতীতির বাধক হয় না। আর এজন্যই দেহাত্মবাদের উত্থান হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ কুসময় অর্থাৎ কুসিদ্ধান্ত নিরাস করিবার জন্য দেহাত্মৈক্যনিষেধশ্রুতি সার্থক হইয়াছে। আর তাহাতে দেহাত্মৈক্যনিষেধক শ্রুতির অপ্রসক্তপ্রতিষেধকত্বদোষও হয় নাই। প্রদর্শিতরূপে চার্ব্বাকাদি কুসিদ্ধান্ত অনুসারে দেহাত্মতা প্রাপ্তই ছিল; আর সেই প্রাপ্ত দেহাত্মতার প্রতিষেধের জন্যই শ্রুতি দেহাত্মতার প্রতিষেধ করিয়াছেন। যেমন চার্ব্বাকাদি কুসিদ্ধান্ত অনুসারে অসৎকারণতাবাদ প্রসক্ত আছে বলিয়া "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রুতিতে অসৎকারণতাবাদ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অসৎকল্পনাপ্রসূত মতের নিরাস করায় শ্রুতির সার্থকতাও রক্ষিত হইয়াছে। ২৫১। *

অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে।

---

* আমরা মূলগ্রন্থ অনুসারে গ্রন্থের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিলাম; কিন্তু চার্ব্বাকমতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই, ইহা নূতন কথা। সবিকল্পক প্রত্যক্ষদ্বারাই ব্যবহার হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জনকই নহে। ব্যবহারের জনক সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে চার্ব্বাকমতে ব্যবহারমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আরও কথা এই যে—চার্ব্বাকমতে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অনুমানৈকবেদ্য। সুতরাং চার্ব্বাকমতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধই হইতে পারে না। এ সমস্ত কথা সুধিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা মূলগ্রন্থেরই আশয়মাত্র প্রকাশ করিয়া বিরত হইলাম।

নোঽচাক্ষুষত্বেঽপি দেহবিশেষযুক্তস্য বিশিষ্টনিষ্ঠধর্ম্মাণাঞ্চ প্রতীতিবলাৎ চাক্ষুষত্বাভ্যুপগমে ক্ষত্যভাবাৎ, বিশিষ্টস্যাতিরিক্ততয়া কেবলস্য চক্ষুরযোগ্যত্বেঽপি দেহবিশেষযুক্তস্য চাক্ষুষবিষয়ত্বাৎ। "ত্বাং ব্রাহ্মণং পশ্যামি, ত্বমপি মাং ব্রাহ্মণং পশ্য, ব্রাহ্মণস্য দেহে ইদং পশ্যামি" ইত্যাদিব্যবহারপরৈর্ব্বাক্যৈঃ আত্মবৃত্তিত্বেন ব্রাহ্মণত্বস্য প্রতীতেঃ দণ্ডিনোঽয়ং দণ্ড ইতিবৎ ব্রাহ্মণস্যায়ং দেহ ইতি ব্যবহারস্যাপ্যুপপত্তেঃ। "ব্রাহ্মণস্য

"অয়ং মনুষ্যঃ" "অয়ং ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ চাক্ষুষ প্রতীতি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ এজন্য মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম দেহমাত্রবৃত্তি। দেহ চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় বলিয়া মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মও চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম যদি দেহবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি হয়, তবে তাহার চাক্ষুষপ্রতীতি হইতে পারিবে না; কারণ আত্মা চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় নহে। ধর্ম্মী চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় নহে বলিয়া তাহার ধর্ম্মও চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বে মূলগ্রন্থে এই প্রকরণে মনুষ্যত্বাদি ধর্ম্ম দেহবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি বলিয়া মূলকার স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা অসঙ্গত হইয়াছে। দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না।*

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ কেবল আত্মা চাক্ষুষ প্রতীতির অবিষয় হইলেও অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রতীতির অবেদ্য হইলেও দেহবিশেষযুক্ত আত্মা চাক্ষুষপ্রতীতির বিষয় হইতে পারে। এইরূপ কেবল আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম ও আত্মত্বাদি চাক্ষুষ প্রতীতির অবিষয় হইলেও

---

* পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় সূত্র "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ"। অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য উপপাদনের জন্য দ্বিতীয় পাদের প্রথম অধিকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আঠারটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণ রচিত হইয়াছে। এই অধিকরণের প্রথম ছয়টি সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সূত্রগুলিদ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। প্রদর্শিত সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় সূত্র। এই সূত্রের তিনটি অর্থ অর্থাৎ তিনটি বিরোধ এই সূত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) শাস্ত্রবিরোধ, (২) দৃষ্টবিরোধ, (৩) শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ। কোন কোন অর্থবাদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কোন কোন অর্থবাদ দৃষ্টবিরুদ্ধ এবং কোন কোন অর্থবাদ শাস্ত্রদৃষ্টবিরুদ্ধ। এইজন্য বিরুদ্ধ অর্থবাদ অপ্রমাণ। দৃষ্টবিরুদ্ধ অর্থবাদের উদাহরণপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার "কি বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মঃ, অব্রাহ্মণা বা" এই অর্থবাদ বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞ কর্ম্মে উন্মুখ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব ব্রাহ্মণ্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই উক্ত অর্থবাদবাক্যের অর্থ। "আমরা ব্রাহ্মণ কি না" এইরূপ সন্দেহের প্রকাশক উক্ত অর্থবাদ বাক্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। কারণ ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া "আমি ব্রাহ্মণ কিনা" এইরূপ সংশয়প্রদর্শক উক্ত অর্থবাদবাক্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ। এই ভাষ্যের বিবরণ প্রসঙ্গে বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম জাতি অথবা উপাধি? এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন যে—ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম জাতি। ঘটত্ব পটত্বাদি ধর্ম্মের মত ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মও জাতি। ভট্টমতে যে ধর্ম্ম নিত্য ও অনেক ব্যক্তিবৃত্তি, তাহাকেই জাতি বলা হয়। ভট্ট সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। এজন্য জাতি অনেকসমবেত নহে, কিন্তু অনেকবৃত্তি। এই ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিই শরীরমাত্রবৃত্তি। শরীর যোগ্য বস্তু বলিয়া যোগ্যব্যক্তিবৃত্তি জাতিও যোগ্য হইয়া থাকে; এজন্য ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি ব্রাহ্মণশরীরদ্রষ্টা পুরুষমাত্রেরই দৃশ্য হইবে। ব্রাহ্মণশরীর দেখিলাম; কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব দেখিলাম না এরূপ হইতে পারে না। ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রাহ্মণব্যক্তিকে দেখিলেও "ইনি ব্রাহ্মণ কি না" এইরূপ সন্দেহ ত হইয়া থাকে। জাতির আশ্রয় ব্যক্তি গৃহীত হইয়াও জাতি গৃহীত হয় না এইরূপ ত হইতে পারে না। যোগ্যব্যক্তিবৃত্তি জাতি যোগ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণব্যক্তি জ্ঞাত হইলেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি জ্ঞাত নহে এরূপ হইতে পারে না। "যোগ্যবৃত্তিজাতের্যোগ্যত্বনিয়মাৎ"। এতদুত্তরে ভট্ট বলিয়াছেন যে—ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে ব্রাহ্মণমাতাপিতৃজন্যত্বজ্ঞানও সহকারী কারণ। ঘটত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে যেমন কম্বুগ্রীবাদি সংস্থানবিশেষের জ্ঞান কারণ, ঘৃতত্ব, মধুত্ব প্রভৃতি জাতিপ্রত্যক্ষে যেমন গন্ধবিশেষ, রসবিশেষের জ্ঞান কারণ, এইরূপ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে ব্রাহ্মণমাতাপিতৃজন্যত্ব-জ্ঞান কারণ। ব্রাহ্মণমাতাপিতৃজন্যত্বজ্ঞান সহকারে ব্যক্তিকে দেখিলেই "ইনি ব্রাহ্মণ" এইরূপ নিশ্চয়ই হইবে, সংশয় কখনও হইতে পারিবে না। সুতরাং "আমরা ব্রাহ্মণ কিনা" এইরূপ সংশয় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যাহা হউক, ভট্ট ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি দেহমাত্রবৃত্তি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভাকরমিশ্র ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষবেদ্য বলেন নাই; কিন্তু আগমবেদ্য বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণমাতাপিতার ব্যভিচারসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে কিনা? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভট্ট সেই পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি মনুর টীকাকার এতাদৃশ পুত্রের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা এতাদৃশ পুত্রকে "অবাবট" জাতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে" ইতি স্মৃতেশ্চ। অন্যথা দেহবিশেষাধ্যাসবত্যাত্মনি ব্রাহ্মণত্বাদি-স্বীকারেঽপি চাক্ষুষত্বাদ্যনুপপত্তেঃ তবাপি সাম্যাৎ। এতেন "সর্ব্বাণ্যপি বিধিনিষেধশাস্ত্রাণ্যধ্যাসমূলানি" ইতি পরোক্তং প্রত্যুক্তং বোধ্যম্। ২৫২।

যদপ্যুক্তম্ অধ্যাসসিদ্ধৌ প্রমাতৃত্বাদ্যন্যথানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যম্, তদপি মনোরথমাত্রম্, তদভাবেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ সুখজ্ঞানাদিজ্ঞাতৃত্বস্য দর্শনাৎ। জাগ্রদাদাবপি প্রমাতৃত্বস্য স্বরূপনিষ্ঠযাবদাত্মবৃত্তিস্বাভাবিক-

---

দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম চাক্ষুষপ্রতীতির বিষয় হইতে পারে, এরূপ স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই। বিশিষ্ট বস্তু কেবল বস্তু হইতে অতিরিক্ত। এজন্য কেবল আত্মা চাক্ষুষ প্রতীতির অবিষয় হইলেও দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মা চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। কারণ বিশিষ্ট আত্মা কেবল আত্মা হইতে অতিরিক্ত। যদি বলা যায়—"দেহবিশিষ্ট আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি" এইরূপ প্রতীতি ত কাহারও হয় না। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে, "ত্বাং ব্রাহ্মণং পশ্যামি" "মাং ব্রাহ্মণং পশ্য" "ব্রাহ্মণস্য দেহে ইদং পশ্যামি" ইত্যাদি বাক্যব্যবহার সকলেরই হইয়া থাকে। প্রদর্শিত বাক্যরূপ ব্যবহারদ্বারা আত্মবৃত্তি ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। "ত্বাং ব্রাহ্মণম্" "মাং ব্রাহ্মণম্" ইত্যাদি বাক্যে যুষ্মদস্মৎ পদদ্বারা আত্মারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং দেহবিশেষযুক্ত আত্মা যে চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ "ব্রাহ্মণের দেহে এই যজ্ঞোপবীতাদি দেখিতেছি" এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত ব্রাহ্মণপদদ্বারা আত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণপদদ্বারা শরীরের নির্দ্দেশ করিলে "ব্রাহ্মণের দেহে" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারিত না। "দেহের দেহে" এইরূপ প্রতীতি হয় না। সুতরাং দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মা ও দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণাদি পদ কেবল দেহমাত্রেরই বোধক হইলে "ব্রাহ্মণের দেহ" এইরূপ ব্যবহার হইতে পারিত না। "দণ্ডী পুরুষের এই দণ্ড" এইরূপ যেমন ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপ "ব্রাহ্মণের এই দেহ" এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। "ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিতেও ব্রাহ্মণ ও দেহ ভিন্নরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেহমাত্রই ব্রাহ্মণ হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম দেহমাত্রবৃত্তি হইলে প্রদর্শিত লৌকিক বাক্যের ও স্মৃতিবাক্যের সারস্য রক্ষিত হইতে পারিত না। আমরা যে ভাবে ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মের চাক্ষুষপ্রতীতিবেদ্যত্বের উপপাদন করিয়াছি, অদ্বৈতবাদিগণ যদি তাহা স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মের চাক্ষুষ প্রতীতি হইতেই পারিবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ দেহবিশেষের অধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাতে ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করেন বলিয়া আত্মবৃত্তি ধর্ম্মের চাক্ষুষত্ব অসম্ভাবিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মের চাক্ষুষ প্রতীতি অনুপপন্নই হইয়া পড়িবে। এজন্য আমাদের প্রদর্শিত রীতি অনুসারেই অদ্বৈতবাদিগণকেও ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মের চাক্ষুষ প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দেহবিশেষযুক্ত আত্মার ধর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বাদি চাক্ষুষ-প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য বর্ণাধ্যাস স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বর্ণাধ্যাস ব্যতীতই "ব্রাহ্মণোঽহম্" ইত্যাদি প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। আর এজন্য অধ্যাসভাষ্যে যে বলা হইয়াছে—সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রই অর্থাৎ "ব্রাহ্মণো যজেত" "ব্রাহ্মণো ন সুরাং পিবেৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রই অধ্যাসমূলক। অধ্যাস স্বীকার না করিলে বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না ইত্যাদি, তাহাও নিরস্ত হইল। অধ্যাস স্বীকার না করিয়াই যে বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রের উপপত্তি হয়, তাহা বিশদভাবে বলাই হইয়াছে। ২৫২।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—আত্মার প্রমাতৃত্বাদির অনুপপত্তিই অন্তঃকরণাদির অধ্যাসসিদ্ধিতে প্রমাণ; অন্তঃকরণাদি আত্মাতে অধ্যস্ত না হইলে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমাদ্বারা আত্মার প্রমাতৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না।

স্বধর্ম্মজ্ঞাননিরূপ্যত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ, "সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্, ঘটং ন জানামি" ইত্যাদিপ্রতীতেঃ, "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (বৃ-৪।৩।৩০) "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" (বৃ-৪।৫।১৪) "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃ-৪।৫।১৫), (বৃ-২।৪।১৪) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ,

---

আত্মার প্রমাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্বাদি অন্তঃকরণাদির অধ্যাস ব্যতীত অসিদ্ধ বলিয়া অধ্যাস ব্যতীত অসিদ্ধ প্রমাতৃত্বাদিই অধ্যাসে প্রমাণ। এইরূপে প্রদর্শিত অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্তঃকরণাদির অধ্যাস ব্যতীত আত্মার প্রমাতৃত্বাদি অনুপপন্ন হইবে ইত্যাদি যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থাতে অন্তঃকরণাদির আত্মাতে অধ্যাস না থাকিয়াও আত্মা সুখের ও অজ্ঞানের জ্ঞাতা হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম অন্তঃকরণাধ্যাসসাপেক্ষ নহে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখের অনুভব ও অজ্ঞানের অনুভব হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানের ও সুখের অনুভব না হইলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুখের ও অজ্ঞানের স্মরণ হইতে পারিত না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে আত্মা সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞাতা হইয়া থাকে। আত্মাতে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম থাকে। সুতরাং সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস ব্যতীতই আত্মার সুখাদির জ্ঞাতৃত্ব থাকে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ মূর্চ্ছাদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস না থাকিয়াও আত্মা অজ্ঞানের জ্ঞাতা হইয়া থাকে ; যেহেতু মূর্চ্ছার অপগমে পুরুষের "এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ "এতকাল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই" এইরূপ অজ্ঞানের স্মৃতি হইয়া থাকে। সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় অন্তঃকরণাদির অধ্যাস ব্যতীতই যেমন আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন অবস্থাতেও অন্তঃকরণাদির অধ্যাস ব্যতীতই আত্মার প্রমাতৃত্বের সিদ্ধি হইতে পারিবে। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান ; আত্মার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান আছে বলিয়াই আত্মা জ্ঞাতা হইয়া থাকে। জ্ঞানের আশ্রয়কেই জ্ঞাতা বলা হয়। আত্মার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধির জন্য অধ্যাসের অপেক্ষা নাই। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞানদ্বারাই উপপন্ন হয় বলিয়া অন্যথা উপপন্ন জ্ঞাতৃত্ব অধ্যাসের সাধক নহে। "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিরূপে আত্মার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধি যেমন অধ্যাসনিরপেক্ষ, আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞানদ্বারাই উপপন্ন হয়, এইরূপ "ঘটং জানামি" ইত্যাদিরূপে আত্মার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিও অধ্যাস ব্যতীতই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞানদ্বারাই উপপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান যে আত্মার স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম, তাহা "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিজ্ঞাতৃ-আত্মার বিজ্ঞাতি অর্থাৎ জ্ঞান বিপরিলুপ্ত হয় না ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। এইরূপ "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" এই শ্রুতিদ্বারা জ্ঞাতৃ-আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞাতৃত্ব সর্ব্বদাই থাকে, কখনও বিনষ্ট হয় না ইহাই বলা হইয়াছে। এইরূপ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" এই শ্রুতিদ্বারা বিজ্ঞেয় আত্মার স্বরূপ "বিজ্ঞাতা" ইহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক পরামার্থ সত্য ; কিন্তু অন্তঃকরণাদির অধ্যাসাধীন নহে এবং মিথ্যাও নহে। এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও "আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক" ইহাই বলা হইয়াছে ;—"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" এই গীতাবাক্যে এতৎ কথার অর্থ—ভূতাদি সঙ্ঘাত, এই ভূতাদি সঙ্ঘাতকে যে আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জানে, তাহাকে আত্মযাথাত্ম্যবিদ্গণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং অধ্যাসনিরপেক্ষই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। সুতরাং অধ্যাসভাষ্যে যে বলা হইয়াছিল—আত্মার

"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" (গী-১৩।২) ইতি শ্রীমুখবচনাচ্চ। এতেন প্রমাতৃত্বাদিকমধ্যাসমূলমিতি পরোক্তং নিরস্তম্, অনুপপত্তীনাং পূর্ব্বমেবোক্তত্বাৎ। ২৫৩।

যদপ্যুক্তং কৈশ্চিৎ—দেহাত্মাধ্যাসাভাবেঽপি স্বতশ্চেতনতয়ৈব প্রমাতৃত্বোপপত্তিঃ। ন চ সুষুপ্তৌ প্রমাতৃত্বাপত্তিঃ করণাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য প্রমাশ্রয়ত্বং প্রমাতৃত্বম্, তত্র প্রমা নিত্যচিন্মাত্রং বা বৃত্তিমাত্রং বা? নাদ্যঃ, আশ্রয়ত্বাযোগাৎ, করণবৈয়র্থ্যাচ্চ। দ্বিতীয়ে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গঃ বৃত্তের্জড়ত্বাদিতি বিকল্পমুখেন নিরস্য তস্মাদ্ বৃত্তীদ্ধো বোধঃ প্রমা, তদাশ্রয়ত্বমসঙ্গস্যাত্মনো বৃত্তিমন্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসমৃতে ন সম্ভবতি, তৎসিদ্ধয়ে অধ্যাসঃ অবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি নির্ণীতম্, তদপ্যযুক্তমসম্ভবাৎ। তথাহি—চিন্মাত্রস্য প্রমাতৃত্বা-

---

প্রমাতৃত্বাদি ধর্ম্ম অধ্যাসমূলক, অধ্যাস না থাকিলে প্রমাতৃত্বাদি হইতেই পারে না, তাহাও প্রদর্শিতরূপে নিরস্ত হইল। আত্মাতে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস যে অনুপপন্ন, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ২৫৩।

অধ্যাসভাষ্যের কোন কোন টীকাকার অধ্যাস সমর্থন করিবার জন্য প্রথমতঃ অধ্যাসে অনুপপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপে সমর্থন করেন যে—দেহের সহিত আত্মার অধ্যাস না থাকিলেও আত্মা স্বতশ্চেতন বলিয়াই আত্মার প্রমাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারিবে। আত্মার প্রমাতৃত্ব উপপাদনের জন্য অধ্যাস স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যদি বলা যায়—আত্মা স্বতশ্চেতন বলিয়াই যদি প্রমাতা হইতে পারে, তবে সুষুপ্তিদশাতেও স্বতশ্চেতন আত্মার প্রমাতৃত্বের আপত্তি হইবে। আত্মা স্বতশ্চেতন বলিয়া সুষুপ্তিদশাতেও প্রমাতা হওয়া উচিত; কিন্তু সুষুপ্তিদশাতে আত্মা প্রমাতা ত নহে। এতদুত্তরে যদি বলা যায়—চক্ষুরাদি জ্ঞানকরণের অভাবপ্রযুক্ত সুষুপ্তিদশাতে আত্মা প্রমাতা হইতে পারে না। আত্মা স্বতশ্চেতন হইলেও সুষুপ্তিদশাতে চক্ষুরাদি জ্ঞানকরণের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা প্রমাতা হয় না। তৎকালে প্রমার করণ থাকে না বলিয়াই আত্মা প্রমাতা হয় না। ইহাতে বক্তব্য এই যে—প্রমাশ্রয়ত্বই প্রমাতৃত্ব; প্রমাজ্ঞানের আশ্রয়কেই প্রমাতা বলে; আত্মার এই প্রমারূপ জ্ঞান কি নিত্যচৈতন্যমাত্র অথবা অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্র হইবে? নিত্যচৈতন্যমাত্র প্রমা হইতে পারে না; কারণ আত্মাই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ। নিত্যচৈতন্যের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ। নিত্যচৈতন্যই প্রমা হইলে প্রমার আশ্রয় প্রমাতা হইবে কে? প্রমাই ত প্রমাতা নহে; প্রমার আশ্রয়কে প্রমাতা বলে। নিত্যচৈতন্য প্রমা হইলে প্রমাতাই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—নিত্যচৈতন্যই প্রমা হইলে চক্ষুরাদি প্রমাকরণের ব্যর্থতাপত্তি হইবে। কারণ প্রমার জনকই প্রমার করণ হইয়া থাকে, প্রমা নিত্যচৈতন্যরূপ হইলে তাহার করণ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিত্যচৈতন্যকে কোনও মতেই প্রমা বলা যায় না।

এইরূপ "অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্রই প্রমা" এই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি জড় বস্তু; প্রমেয় বস্তু জড় অর্থাৎ অপ্রকাশস্বরূপ। এইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাও জড় হইলে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ কোনও বস্তুই প্রকাশমান হইতে পারিবে না। কাহারও নিকটে কোনও বস্তু প্রকাশ না হইতে পারিলে জগতেরই অন্ধত্বপ্রসঙ্গ হয়। সুতরাং প্রদর্শিত দ্বিবিধ পক্ষই অসঙ্গত বলিয়া প্রমা প্রদর্শিতরূপ হইতে পারে না। এজন্য চিৎপ্রতিবিম্বসমন্বিত অন্তঃকরণবৃত্তিকেই প্রমা বলিতে হইবে। মূল গ্রন্থে যে "বৃত্তীদ্ধবোধ"ই প্রমা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—বৃত্তিসমন্বিত চৈতন্য। অন্তকরণবৃত্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথবা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই প্রমা এইরূপ বলা হইয়াছে। চৈতন্যসমন্বিত অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমা হইলে অসঙ্গ আত্মা এই অন্তঃকরণবৃত্তির আশ্রয় হইতে পারে না বলিয়া অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্বও উপপন্ন হয় না। এই অসঙ্গ আত্মার প্রমাশ্রয়ত্বরূপ প্রমাতৃত্ব উপপাদন করিবার জন্য প্রমাবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রমাবৃত্তির আশ্রয় অন্তঃকরণ বা মন। প্রমাবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ আত্মাতে অভেদে অধ্যস্ত হইলে বৃত্তিমদন্তঃকরণের আধ্যাসিক অভেদপ্রযুক্ত অসঙ্গ আত্মারও

সম্ভবশ্চ আবয়োরবিশেষেণাভীষ্টঃ, বৃত্তের্জড়ত্বমপি তথৈব। পরন্তু যদুক্তং বৃত্তীদ্ধো বোধঃ প্রমা ইত্যাদি, তদযুক্ততমং বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—"বৃত্তীদ্ধঃ" ইতি শব্দস্য কো বার্থঃ? বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতত্বং বা বৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্বং বা? উভয়থাপি অসম্ভবঃ, তস্য প্রতিবিম্ববাদাবচ্ছেদবাদখণ্ডনরীত্যা অত্রাপি নিরস্তত্বং যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ আত্মবৃত্তিস্বাভাবিকধর্ম্মভূতজ্ঞানমেব সর্ব্বগতমপি বদ্ধাবস্থায়াং বুদ্ধ্যাদিসঙ্কুচ্যমানং ঘটেন দীপপ্রভেব বুদ্ধিবিকসিতং সৎ প্রমেতি কথ্যতে। তদাশ্রয়শ্চাহমর্থো জ্ঞাত্রভিন্নঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধঃ। "যোঽয়ং বেদ জিঘ্রাণীতি স আত্মা কতম" ইত্যুপক্রম্য "পুরুষ এব দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ"

প্রমাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। প্রদর্শিত অধ্যাস স্বীকার না করিলে অসঙ্গ আত্মার প্রমাশ্রয়ত্বরূপ প্রমাতৃত্ব সম্ভাবিত নহে। এইরূপ কোন কোনও অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়াছেন; কিন্তু এই ব্যাখ্যাতৃগণের উক্তি অসঙ্গত। তাঁহারা যে চৈতন্যমাত্রের প্রমাতৃত্ব অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট বটে এবং তাঁহারা যে অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে জড় বলিয়াছেন, তাহাও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহারা যে—বৃত্তিসমন্বিত বোধকে প্রমা বলিয়াছেন এবং আধ্যাসিক সম্বন্ধদ্বারা আত্মার প্রমাতৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। কারণ "বৃত্তীদ্ধবোধ" কথার অর্থ তাঁহারা কি বলিবেন? যদি অদ্বৈতবাদিগণ "বৃত্তীদ্ধবোধ" কথার অর্থ এরূপ মনে করেন যে—বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বৃত্তীদ্ধবোধ কথার অর্থ; অথবা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বৃত্তীদ্ধবোধ কথার অর্থ। প্রদর্শিত দুইটি অর্থের একটিও সঙ্গত নহে। প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ খণ্ডরীতি অনুসারে প্রদর্শিত উভয়বাদই নিরস্ত হইবে। চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ও বৃত্তি যে চৈতন্যের অবচ্ছেদকও হইতে পারে না, তাহা প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদখণ্ডনপ্রস্তাবে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত প্রমার স্বরূপ নিতান্ত অসঙ্গত।

সুতরাং প্রমাস্বরূপ ইহাই বলিতে হইবে যে—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান। আত্মার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান সর্ব্বগত। আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান সর্ব্বগত হইলেও বদ্ধাবস্থাতে জীবের এই সর্ব্বগত জ্ঞান বুদ্ধ্যাদিদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; যেমন—প্রদীপপ্রভা বহুদেশপ্রসারী হইলেও ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা ঘটরূপ আবরণপ্রযুক্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এজন্য ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভাদ্বারা ঘটমধ্যস্থিত প্রদেশই আলোকিত হয়, ঘটের উদরদেশই সেই প্রভাদ্বারা প্রকাশিত হয়, এইরূপ আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান সর্ব্বগত হইলেও বদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং কোনও বিষয়বিশেষে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশপ্রযুক্ত আত্মধর্ম্ম জ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিবিকশিত জ্ঞানকেই প্রমা বলা হয়। এই প্রমার আশ্রয় অহমর্থ; আর এই অহমর্থই জ্ঞাতা। এই অহমর্থ জ্ঞাতাকেই প্রমার আশ্রয় বলিয়া প্রমাতা বলা হইয়া থাকে। আর ইহাই সিদ্ধান্ত। আর ইহা শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়সিদ্ধ। শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে—"আমি গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি এরূপ যে জানে, সেই আত্মা, কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন প্রভৃতির সন্নিধিতে আমি গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকি এরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া সন্দেহ হয়, এই যে—প্রদর্শিত দেহাদিমধ্যে গন্ধগ্রহণকর্ত্তা আত্মা কে?" এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি পরে বলিয়াছেন যে—"দেহাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষই দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসগ্রহণকর্ত্তা, ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা ও বিজ্ঞানাত্মা হইয়া থাকে।" আর "এই বিজ্ঞাতাকে কোন প্রমাণদ্বারা জানা যায় না, এই পুরুষই সমস্ত বস্তুকে জানিয়া থাকে, এই দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও বিনাশ হয় না" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, স্বপ্রকাশ ও আত্মার জ্ঞানধর্ম্ম নিত্য ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "দ্রষ্টা শ্রোতা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। "বিজ্ঞাতারমরে কেন"

(বৃ-৪।৩।২৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "জ্ঞোঽত এব" (ব্রঃ সূঃ—১।৩।১৮) ইতি ন্যায়াৎ, "এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" (গী-১৩।২) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।২৫৪।

যচ্চোক্তমসঙ্গস্যাত্মনো বৃত্তিমন্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসমৃতে প্রমাতৃত্বং ন সম্ভবতি, তৎসিদ্ধয়ে অধ্যাসোঽঙ্গী-কার্য্য ইতি, তদত্যন্তবিড়ম্বনমাত্রম্, শুদ্ধচিন্মাত্রাজ্ঞানাধ্যাসয়োর্ব্বদতোব্যাঘাতেন সূর্য্যতমসোরিব উন্মত্তপ্রলাপত্বাৎ, বিস্তরশো নিরস্তত্বাচ্চ। নাপি সুষুপ্তৌ প্রমাতৃত্বব্যভিচারো বক্তুং শক্যঃ, সুখ-জ্ঞানাদিপ্রমাতৃত্বস্য তদানীমপি সত্ত্বেন পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতত্বাৎ। নাপি করণবৈয়র্থ্যোক্তির্যুক্তা, তৎ-সার্থক্যপ্রকারস্য পূর্ব্বত্রৈব নিরূপিতত্বাৎ, তস্মাদধ্যাসাঙ্গীকারস্য সর্ব্বথা দুরাগ্রহমাত্রত্বমেবাবৈদিকত্বাৎ। কিঞ্চ অধ্যস্তস্য অবিদ্যাদোষবত্ত্বেন কথং প্রমাতৃত্বম্? তবাপি প্রমাশ্রয়স্যৈব প্রমাতৃত্বাঙ্গীকারাৎ। প্রত্যুত

ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলা হইয়াছে। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম জ্ঞান নিত্য ইহা বলা হইয়াছে। "জ্ঞোঽতএব" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১) এই সূত্রদ্বারাও আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। জ্ঞানগুণবিশিষ্ট বস্তুকেই "জ্ঞ" বলা হয়। এই ন্যায়সূত্র এবং "এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" এই ভগবদ্গীতা স্মৃতিতেও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান বলা হইয়াছে।২৫৪।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন—বৃত্তিবিশিষ্ট মনের তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার না করিলে অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, এজন্য অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্ব সিদ্ধির জন্য প্রদর্শিতরূপ অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে ইত্যাদি, তাহা অত্যন্তই বিড়ম্বনামাত্র; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অসঙ্গ আত্মাতে প্রথমতঃই অন্তঃকরণের অধ্যাস হইতে পারে না। অন্তঃকরণ অজ্ঞানের পরিণাম। অন্তঃকরণের উপাদান অজ্ঞান। এজন্য অসঙ্গ আত্মাতে অনাদি অজ্ঞানের অধ্যাসপ্রযুক্ত অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণাদির অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যাস হইয়া থাকে। অন্তঃকরণাধ্যাস স্বীকার করিলে অন্তঃকরণাধ্যাসের পূর্ব্বে অজ্ঞানাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু শুদ্ধচিন্মাত্রে অজ্ঞানাধ্যাস সূর্য্যে অন্ধকারাধ্যাসের মত ব্যাহত বলিয়া তাহা উন্মত্তপ্রলপিত। শুদ্ধচৈতন্যমাত্রে যে অজ্ঞানের অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন—জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে সুষুপ্তিতেও আত্মার প্রমাতৃত্বের আপত্তি হইবে, কিন্তু এইরূপ বলাও অসঙ্গত। সুষুপ্তিদশাতেও আত্মার প্রমাতৃত্ব থাকে; সুষুপ্তিদশাতে আত্মা প্রমাতা নহে এরূপ বলা যায় না। কারণ সুষুপ্তিদশাতে আত্মা সুখ ও অজ্ঞানাদির প্রমাতাই হইয়া থাকে। সুখ ও অজ্ঞানাদির প্রমাতৃত্ব সুষুপ্তিদশাতেও আত্মার থাকে; ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন—জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য চক্ষুরাদি করণের কোনও আবশ্যকতা থাকিবে না ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক নিত্য ধর্ম্ম হইলেও চক্ষুরাদি করণের আবশ্যকতা আছে, ইহা পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণের অধ্যাস স্বীকার কেবল তাঁহাদের দুরাগ্রহমাত্র এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা অবৈদিক। আরও কথা এই যে—অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই অবিদ্যারূপ দোষপ্রযুক্ত হইয়া থাকে; প্রমাতৃত্বও অধ্যস্ত হইলে তাহাও অবিদ্যারূপ দোষপ্রযুক্তই হইবে। প্রমার আশ্রয়কেই প্রমাতা বলা যায়; প্রমা অবিদ্যার বিরোধী; অবিদ্যাবান্ প্রমাতা হইতে পারে না; প্রত্যুত অবিদ্যাবান্ প্রমাতা না হইয়া ভ্রান্তই হইবে। সুতরাং অবিদ্যাদ্বারা প্রমাতৃত্ব উপপন্ন না হইয়া ভ্রান্তত্বই উপপন্ন হইবে।

প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকার অদ্বৈতবাদী বলেন যে—অবিদ্যাদোষপ্রযুক্ত প্রমাতার ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে না। কারণ আগন্তুক দোষদ্বারাই ভ্রান্তত্ব সিদ্ধ হয়। অবিদ্যা দোষ হইলেও তাহা আগন্তুক

ভ্রান্তত্বমেব। এতেন "সতি প্রমাতরি পশ্চাদ্‌ভবন্ দোষো দোষ ইত্যুচ্যতে যথা কাচাদি, অবিদ্যা তু প্রমাত্রন্তর্গতত্বাৎ ন দোষো যেন প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ভবেৎ" ইত্যুক্তিরপি নিরস্তা। মূলাবিদ্যাবচ্ছিন্ন-তয়ানাদিভ্রান্তস্য প্রমাতৃত্বোক্তেরুপহাসমাত্রত্বাৎ, জন্মান্ধস্য কমলনয়নসমাখ্যাবৎ। ২৫৫।

অপি চ তব পক্ষে শাস্ত্রকৃতাং বিদুষামপি পশ্বাদিভিরবিশেষাৎ তদুক্তীনামপি পশুহ্রেষণসাম্যপ্রসক্ত্যা অন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ। নন্থু বিদ্বত্বং দ্বিবিধং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষরূপমেকম্, আত্মানাত্মবিবেকরূপযৌক্তি-কপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ দ্বিতীয়ম্। আদ্যে বাধিতাধ্যাসানুবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তানাং ব্যবহারঃ। দ্বিতীয়ে পরোক্ষজ্ঞানস্য অপরোক্ষভ্রান্ত্যনিবর্ত্তকত্বাৎ বিবেকিনামপি ব্যবহারকালে পশ্বাদিসাম্যমবিরুদ্ধমধ্যাসসাম্যাদিতি চেন্ন, অপরোক্ষজ্ঞানবতাং বাধিতানুবৃত্তের্জীবন্মুক্তিখণ্ডনাবসরে বিশেষতো নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। কিঞ্চ পরোক্ষ-

---

দোষ নহে। এজন্য অবিদ্যা ভ্রান্তত্বের প্রযোজকও নহে। যাহা ভ্রান্তত্বের প্রযোজক নহে, তাহাকে মুখ্যভাবে দোষ বলা যায় না। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে—পূর্ব্বসিদ্ধ প্রমাতাতে পশ্চাদুৎপন্ন দোষই মুখ্য দোষ। তাহাই ভ্রান্তত্বের প্রযোজক; যেমন কাচকামলাদি দোষ। অবিদ্যা পূর্ব্বসিদ্ধ প্রমাতাতে পশ্চাদুৎপন্ন নহে। যেহেতু অবিদ্যা অনাদি। অবিদ্যাসম্বলিত চৈতন্যে অন্তঃকরণের অধ্যাসপ্রযুক্তই প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য অবিদ্যা প্রমাতৃস্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ভ্রান্তত্বের প্রযোজক দোষই নহে। এজন্য প্রত্যক্ষাদিরও অপ্রামাণ্য হইবে না, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে মূলাবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অন্তঃকরণের অধ্যাসপ্রযুক্ত প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে অবিদ্যাবিশিষ্ট, সে অবশ্যই ভ্রান্ত। তাঁহাদের মতে অবিদ্যাই ভ্রমের উপাদান। অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ ভ্রান্ত পুরুষের প্রমাতৃত্ব সমর্থন নিতান্তই উপহাসমাত্র; যেমন জন্মান্ধ পুরুষের কমলনয়ন নাম উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন যেমন উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে। ২৫৫।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে অদ্বৈতশাস্ত্র প্রণেতৃ-পণ্ডিতগণও ভ্রান্ত; কারণ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" এই কথা অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে—পণ্ডিতগণও লোকব্যবহারে পশুসদৃশই বটে। শাস্ত্রপ্রণেতৃ পণ্ডিতগণও যদি পশুসদৃশ হয়, তবে তাঁহাদের উক্তিও অশ্বাদি পশুর হ্রেষাদি ধ্বনির মতই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাঁহাদের শাস্ত্রও অন্ধপরম্পরাদোষদুষ্ট হইবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—শাস্ত্রপ্রণেতৃ বিদ্বান্ জীবন্মুক্ত পুরুষের পশুসাম্য হইবে না; কারণ বিদ্বত্ব দ্বিবিধ; যাঁহাদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যজন্য ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এক প্রকার বিদ্বত্ব। আর যাঁহাদের আত্মা ও অনাত্মার ভেদবিষয়ক যুক্তিলভ্য পরোক্ষ জ্ঞান আছে, তাহা অন্যপ্রকার বিদ্বত্ব অর্থাৎ প্রদর্শিত পরোক্ষজ্ঞান অন্য প্রকার বিদ্বত্ব। এইরূপে বিদ্বত্ব দ্বিবিধ। প্রথম পক্ষে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অধ্যাস বাধিত হইলেও প্রারব্ধ-কর্ম্মজন্য বাধিত অধ্যাসের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। এই বাধিত অধ্যাসের অনুবৃত্তি-প্রযুক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহারও হইয়া থাকে। এই জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহার পশ্বাদির ব্যবহারসদৃশ নহে। আর দ্বিতীয় পক্ষে—বিবেকবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষ ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না বলিয়া তাদৃশ বিবেকী পুরুষের ব্যবহারকালে পশ্বাদি-সাম্য আছেই বটে। কারণ পশুর যেমন অধ্যাস আছে, তাদৃশ বিবেকী পুরুষেরও সেইরূপ অধ্যাস আছে। পশ্বাদির যেমন আত্মানাত্মাধ্যাস আছে, এইরূপ আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানবান্ পুরুষেরও অধ্যাস আছে। এজন্য তাদৃশ বিদ্বৎপুরুষের ব্যবহারকেই পশ্বাদিব্যবহারসদৃশ বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ—জীবন্মুক্তিই অসম্ভব। জীবন্মুক্তি

জ্ঞানাদপি ধ্রুবাস্মৃত্যাখ্যাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ সামঞ্জস্যাৎ। "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছা—৭।২৬।২) ইত্যাদিশ্রুত্যা কণ্ঠরবেণ ডিণ্ডিময়মানত্বাৎ। কিঞ্চ পশ্বাদীনাং জ্ঞানস্য ক্ষুধা-পিপাসাদীষ্টানিষ্টাদিবিষয়কত্বেন তাবন্মাত্রত্বেঽপি স্বাভাবিকত্বমেব, ন অধ্যস্তত্বং "জাতমাত্রা মৃগা গাবো হস্তিনঃ পক্ষিণঃ শশাঃ। ভয়াভয়স্বভাবাদৌ কারণানি বিজানতে। অস্মৃতৌ পূর্ব্বদেহস্য বিজ্ঞানং তৎ কথং ভবেৎ ॥" ইতি স্মৃতেঃ। "অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাস এবাভিজ্ঞানম্" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। তস্মাদুক্তদোষতাদবস্থ্যেন অধ্যাসস্যাপ্রমাণকত্বাৎ উক্তলক্ষণসিদ্ধান্তস্য অশ্রৌতত্বাৎ বদ্ধাবস্থায়াং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংযুক্তস্যৈব প্রমাতৃত্বমিতি সিদ্ধম্। সিদ্ধঞ্চ দেহাত্মৈক্যেন স্বরূপেণ বা অধ্যাসস্য অপ্রামাণিকত্বমিতি সংক্ষেপঃ। ২৫৬।

ইতি পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসগিরিনিপাতঃ ॥

—— ০ ——

খণ্ডনাবসরে ইহা বিশেষভাবে বলা হইবে যে—ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবান্ পুরুষে বাধিত অধ্যাসের অনুবৃত্তি হইতেই পারে না। সুতরাং বাধিতানুবৃত্তিদ্বারা জীবন্মুক্তের ব্যবহার সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া জীবন্মুক্তের শাস্ত্রপ্রণয়নও অসম্ভব। সুতরাং প্রদর্শিত দোষের সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারেন নাই।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি ধ্রুবা স্মৃতি হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন। এই ধ্রুবা স্মৃতি পরোক্ষ-জ্ঞানই বটে। স্মৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ধ্রুবা স্মৃতির উৎপত্তিতে সমস্ত গ্রন্থির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতি সাক্ষাৎ কণ্ঠরবেই পরোক্ষজ্ঞান হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন। ধ্রুবা স্মৃতি হইতে যে সর্ব্বগ্রন্থির নিবৃত্তি হয়, ইহা শ্রুতিই ডিণ্ডিমনাদে ঘোষণা করিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—ক্ষুধা পিপাসাদি ইষ্টানিষ্টবিষয়ক পশু-পক্ষীর জ্ঞান স্বাভাবিক এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-মাত্রবিষয়ক। এজন্য পশু-পক্ষীর তাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তি বা অধ্যাসরূপ নহে। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—মৃগ, গো, হস্তী, শশক প্রভৃতি জন্মমাত্রেই ভয়-অভয়াদির কারণ জানিতে পারে। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের দেহের স্মরণ না থাকিলে তাহাদের এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইত। সুতরাং পশ্বাদিরও নিয়মিতবিষয়ক ব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—মনুষ্যেতর পশুগণেরও অশনা-পিপাসাবিষয়ক অভিজ্ঞান থাকে। সুতরাং দেহাত্মৈক্যাধ্যাস স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য এবং অদ্বৈতবাদিপ্রদর্শিত অধ্যাস অপ্রামাণিক বলিয়া অশ্রৌত। আর আমাদের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই শ্রৌত বলিয়া বদ্ধাবস্থাতেও দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। দেহেন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত আত্মাই প্রমাতা। প্রমাতৃত্বসিদ্ধির জন্য অধ্যাসের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অধ্যাস ব্যতীতই প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইল। আর ইহাও সিদ্ধ হইল যে—দেহাদি স্বরূপতঃও অধ্যস্ত নহে এবং আত্মৈক্য-রূপেও দেহাদি অধ্যস্ত নহে। কারণ অধ্যাসই অপ্রামাণিক। ইহাই দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের নিরাসের সংক্ষিপ্ত অর্থ। ২৫৬।

দেহাত্মৈক্যাধ্যাসগিরিনিপাত ॥

—— ০ ——

এবং প্রসঙ্গপ্রাপ্তঃ সপরিকরোঽয়মধ্যাসবাদো নিরস্তঃ। তৎ সিদ্ধং পরমতে বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাসিদ্ধ্যাধিকার্য্যসিদ্ধিরিতি। এবঞ্চ অনুবন্ধাভাবে শাস্ত্রপ্রণয়নস্য সুতরাং বৈয়র্থ্যমিত্যলং বিস্তরেণ। সিদ্ধান্তে তু অধিকার্য্যাদেঃ সর্ব্বস্য শাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ শাস্ত্রারম্ভস্য সার্থক্যমেবেতি। শ্রীশ্রীনিবাসচরণাম্বুজকোশগন্ধভৃঙ্গায়মাণচরণানুগৃহীতবুদ্ধ্যা। আলোড্য তৈর্বিরচিতং সনকানুগৈঃ স-চ্ছাস্ত্রং ময়া বিরচিতঃ শ্রুতিনির্ণীতার্থঃ ॥ ১ ॥ এতেন তুষ্যতু বিভুর্মম দেবদেব আচার্য্যবর্য্যনিখিলার্থপ্রদো বদান্যঃ। শ্রেয়স্তনোতু জগতোঽখিলমঙ্গলানাং মূর্ত্তির্গুরুশ্চ ভগবান্ মনুজাবতারঃ ॥ ২ ॥ ২৫৭।

ইতি পরাভিমতাধ্যাসবাদগিরিনিপাতঃ ॥

ইত্যুপোদ্‌ঘাতগ্রন্থঃ ॥

—————— ০ ——————

শ্রীনিকুঞ্জবিহারিণে নমঃ।

শ্রীশ্রীনিবাস দ্রুহিণেশসমীড্যকীর্ত্তে, হ্যস্পৃষ্টদোষমহিম শ্রুতিসারবেদ্য।
মুক্তোপসৃপ্য গুণসাগর বিশ্বহেতো, শ্রেয়ঃ কুরুষ জগতাং ব্রজবল্লবীশ ॥ ১ ॥

বেদান্তশাস্ত্রের প্রারম্ভে অবশ্য নির্ণেয় বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথাই এই গ্রন্থে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—উক্ত অনুবন্ধচতুষ্টয় প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া সমস্তই অধ্যাসমহিমাদ্বারা ব্যবস্থাপিত করা যায়, কিন্তু প্রসঙ্গপ্রাপ্ত এই অদ্বৈতবাদিগণের সপরিকর অর্থাৎ সসামগ্রীক অধ্যাসবাদ প্রদর্শিতরূপে এই উপোদ্‌ঘাতগ্রন্থের দ্বারা নিরাকৃত হইল। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না বলিয়া তাঁহাদের অধিকারীরও সিদ্ধি হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইল। এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অনুবন্ধচতুষ্টয়ের অভাব হইলে তাঁহাদের মতে শাস্ত্রারম্ভই সুতরাং ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে আর অধিক বিস্তারে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সিদ্ধান্তে কিন্তু অধিকারী প্রভৃতি সমস্ত অনুবন্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রারম্ভ সার্থকই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের চরণকমল-কোশের গন্ধে ভৃঙ্গসমূহের ন্যায় আচরণকারী বিশ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরণকর্ত্তৃক যাহা অনুগৃহীত হইয়াছে, তাদৃশ বুদ্ধিদ্বারা আমি সনকপথানুবর্ত্তী প্রসিদ্ধ দেবর্ষি নারদ, নিম্বাদিত্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকর্ত্তৃক বিরচিত পঞ্চরাত্র, শারীরিকমীমাংসাবাক্যার্থ ও বেদান্তকৌস্তুভ নামক সৎ-শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বেদবাক্যসমূহের নির্ণয়ই যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ এই "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি ॥ ১ ॥

এই যে আমি উপোদ্‌ঘাতগ্রন্থ রচনা করিলাম, ইহাদ্বারা যিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যশ্রেষ্ঠগণের নিখিল পুরুষার্থপ্রদ, সমস্ত মঙ্গলের মূর্ত্তিস্বরূপ, গুরু ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, সেই বিভু দেবদেব ভগবান্ মনুষ্যাবতার শ্রীনিম্বাদিত্য আমার প্রতি তুষ্ট হউন এবং জগতের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ২ ॥ ২৫৭।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথতর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারিপঙ্কতীর্থ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে উপোদ্‌ঘাতগ্রন্থ সমাপ্ত ॥

—————— ০ ——————

শ্রীনিকুঞ্জবিহারীকে নমস্কার ॥ ব্রহ্মা ও রুদ্রকর্ত্তৃক যাঁহার কীর্ত্তি স্তুত হইয়া থাকে, তাদৃশ হে ব্রহ্মরুদ্রকর্ত্তৃক স্তুতকীর্ত্তে! যাঁহার মহিমা অবিদ্যা, অস্মিতাদি দোষপঞ্চক দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তাদৃশ হে অস্পৃষ্টদোষমহিম! হে উপনিষদ্বেদ্য! হে মুক্তগণপ্রাপ্য! হে কল্যাণগুণনিধে! হে বিশ্বকারণ! হে ব্রজাঙ্গনাগণের স্বামিন্! হে রুক্মিণী ও বৃষভানুজার নিবাসভূত অর্থাৎ আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জগতের কল্যাণ বিধান কর ॥ ১ ॥

ইত্থমুপোদ্‌ঘাতগ্রন্থে শাস্ত্রারম্ভহেতুভূতা বেদান্তশাস্ত্রানুবন্ধা অধিকারিবিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাখ্যাঃ শ্রুতিমুখেন নিরূপিতাঃ। তত্র প্রসঙ্গাপন্নঃ পরাভিমতাধ্যাসবাদঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ সপরিকরো নিরাকৃতঃ। ইদানীং শারীরকমীমাংসার্থসংগ্রহায় উপক্রমতে। শারীরকমীমাংসা নাম শারীরকস্য মীমাংসা, শারীরকশ্চ শরীরে ভবাঃ শারীরাঃ প্রত্যগাত্মানঃ, তেষাং ক আনন্দরূপ আত্মা পরব্রহ্মাখ্যঃ

এই পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকারে উপোদ্‌ঘাতগ্রন্থে শাস্ত্রারম্ভের হেতুভূত অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ নামক বেদান্তশাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় শ্রুতিপ্রদর্শনমুখে নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অধ্যাসবাদ অধ্যাস-সামগ্রীর সহিত শ্রুতি ও যুক্তিসমূহের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে শারীরিক-মীমাংসা নামক ব্রহ্মসূত্রের অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত উপক্রম করা হইয়াছে। "শারীরকমীমাংসা" কথার অর্থ—শারীরকের মীমাংসা। "শারীরক" কথার অর্থ—শরীরে বিদ্যমান যাহা তাহা শারীর ; সুতরাং শারীরসমূহ বলিতে প্রত্যগাত্ম-সমূহ বুঝিতে হইবে। সেই প্রত্যগাত্মসমূহের অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের "ক"—আনন্দরূপ আত্মা পরব্রহ্ম নামক শ্রীপুরুষোত্তম যিনি, তিনি শারীরক। অথবা শারীরসমূহের—প্রত্যাগাত্মসমূহের "ক"- মোক্ষরূপ আনন্দ যাহা হইতে হইয়া থাকে, তিনি শারীরক। সুতরাং এই উভয় অর্থেই শারীরক শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া গেল। "কং ব্রহ্ম" "এষ আনন্দয়তি" এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়াই উক্ত উভয়বিধ অর্থে "শারীরক" শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে। "শারীরকের মীমাংসা—শারীরকমীমাংসা" ইহাই সমাসবাক্য। "শারীরকমীমাংসা" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মবিচার। সেই শারীরকমীমাংসা অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক। চারিটি অধ্যায়ের নাম যথা—সমন্বয়, বিরোধ, সাধন ও ফল অর্থাৎ সমন্বয়াধ্যায়, বিরোধাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় এই চারিটি অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবিচার করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ সমন্বয়াধ্যায়ের বিষয় সংগ্রহ করা হইতেছে। বেদান্তসূত্রের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। এই সূত্রে প্রথমতঃ "অথ" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থান্তর, মঙ্গল, অধিকার, আরম্ভ ও আনন্তর্য্যভেদে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং "অথ" শব্দটি—অনেকার্থক অর্থাৎ "অথ" শব্দটি অর্থান্তরাদি বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই সূত্রের "অথ" শব্দটি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই বিচার্য্য। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রগত "অথ" শব্দটি অর্থান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না ; কারণ ইহা উপক্রমবাক্য অর্থাৎ আরম্ভবাক্য। উপক্রমবাক্যগত "অথ" শব্দ অর্থান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না। পূর্ব্বে এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে পরে যে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকে অর্থান্তর কহে। তাদৃশ অর্থান্তরেও "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "মাধব" পদের ব্যুৎপত্তিতে বলা হয়—মার অর্থাৎ রমার ধব অর্থাৎ স্বামী—মাধব। অথবা মধুবংশে জাত—মাধব। এই স্থলে পূর্ব্বে "মাধব" শব্দের রমাকান্ত অর্থ করা হইয়াছে ; পরে আবার সেই "মাধব" শব্দের মধুবংশজাত অর্থ করা হইয়াছে। সুতরাং "মায়াঃ রমায়াঃ ধবঃ স্বামী মাধবঃ অথবা মধুবংশে ভবঃ মাধবঃ" এই স্থলে প্রযুক্ত অথ-শব্দটি অর্থান্তর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে কিন্তু তাদৃশ অর্থান্তর সম্ভব নহে। কারণ তৎপূর্ব্বে উহার কোন নির্ব্বচন অর্থাৎ ব্যাখ্যান্তর নাই। অতএব "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রগত অথ-শব্দটি অর্থান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না।

আর অথ-শব্দ মঙ্গলার্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথ-শব্দ যে মাঙ্গলিক, তাহাতে স্মৃতি-বাক্যই প্রমাণ ; স্মৃতি বলিয়াছেন—"ওঙ্কার ও অথ-শব্দ এই দুইটি পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল ; অতএব ওঙ্কার ও অথ-শব্দ এই উভয় শব্দই মাঙ্গলিক।" কিন্তু অথ-শব্দ কোথাও মঙ্গলার্থে প্রযুক্ত হইলেও "অথাতো

শ্রীপুরুষোত্তমঃ। যদ্বা শারীরাণাং ক আনন্দো মোক্ষলক্ষণো যস্মাৎ স শারীরকঃ "কং ব্রহ্ম" (ছা—৪।১০।৫) "এষ আনন্দয়তি" ইতি শ্রুতেঃ, তস্য মীমাংসেতি বিগ্রহঃ, ব্রহ্মবিচার ইত্যর্থঃ। সা চ অধ্যায়চতুষ্টয়রূপা, অধ্যায়াশ্চ সমন্বয়বিরোধসাধনফলাখ্যাঃ। তত্র তাবৎ সমন্বয়াধ্যায়ার্থঃ সংগৃহ্যতে —"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ—১।১।১)। তত্র অনেকার্থকোঽয়মথশব্দঃ, অর্থান্তরমঙ্গলাধিকারারম্ভানন্তর্য্যভেদাৎ। তত্র ন তাবৎ অর্থান্তরপরঃ, উপক্রমবাক্যত্বাৎ। পূর্ব্বনির্ব্বচনাৎ ব্যাখ্যান্তরকথনমর্থান্তরম্, যথা মায়া রমায়া ধবঃ স্বামী মাধবঃ, অথবা মধুবংশে ভবো মাধব ইতি। স চাত্র ন সম্ভবতি, পূর্ব্বনির্ব্বচনাভাবাৎ। নাপি মঙ্গলার্থকঃ, "ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" ইতি স্মৃতেঃ, বেদান্তানাং ভগবৎস্বরূপগুণাদিপ্রতিপাদনপরতয়া সর্ব্বেষামপি বাক্যপদবর্ণমাত্রাণাং মঙ্গলরূপত্বেন মঙ্গলান্তরনিরপেক্ষত্বাৎ। নাপি অধিকারপরঃ, শব্দাদিবৎ ব্রহ্মণোঽধিকার্য্যত্বাভাবাৎ। নাপি আরম্ভপরঃ, বেদান্তানামনাদিত্বাভ্যুপগমাৎ। অন্যথা ঔপচারিকত্বাপত্ত্যা অপ্রাধান্যপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ পরিশেষাৎ আনন্তর্য্যার্থক এবেতি। কিং তদ্বস্তু, যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বেদান্তসূত্রে প্রযুক্ত অথ-শব্দ মঙ্গলার্থক হইতে পারে না; কারণ সমস্ত বেদান্তবাক্য ভগবান্ পরব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাদি প্রতিপাদন করে বলিয়া সমস্ত বেদান্তবাক্য এবং বেদান্তবাক্যগত পদ ও বর্ণসমুদায় এই সমস্তই মঙ্গলরূপ; সুতরাং পদ-বর্ণাত্মক সমস্ত বেদান্তবাক্য মঙ্গলরূপ বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রের প্রারম্ভে আর মঙ্গলান্তরের অপেক্ষা নাই। মঙ্গলান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই আরব্ধ বেদান্তবাক্য মঙ্গল সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে প্রযুক্ত অথ-শব্দকে মঙ্গলার্থক বলা যায় না।

আর উক্ত অথ-শব্দ অধিকারপর অর্থাৎ অধিকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও বলা যায় না; কারণ পাতঞ্জল মহাভাষ্যে "অথ শব্দানুশাসনম্" এইরূপ উপক্রমে অথ-শব্দ যেমন অধিকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেইরূপ অধিকার অর্থে অথ-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ "অথ শব্দানুশাসনম্" এই স্থলে শব্দ যেমন অধিকার্য্য, প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সেইরূপ অধিকার্য্য নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের ন্যায় অধিকার্য্য হইলেই তৎসমভিব্যাহৃত অথ-শব্দ অধিকারার্থক হইতে পারিত। প্রকৃত স্থলে তাহা হয় নাই।

আর উক্ত অথ-শব্দ আরম্ভ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও বলা যায় না; কারণ বেদান্তসিদ্ধান্তে বেদান্তবাক্যসমূহের অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র অনাদি বলিয়া "এখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরব্ধ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরব্ধ হয় নাই" এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং প্রকৃত স্থলে প্রযুক্ত অথ-শব্দ আরম্ভার্থক হইতে পারে না। বেদান্তসিদ্ধান্তে বেদান্তবাক্যসমূহের অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা স্বীকার না করিলে বেদান্তবাক্যসমূহের ঔপচারিকত্বের অর্থাৎ গৌণপ্রয়োগত্বের আপত্তি হইয়া বেদান্তবাক্য-সমূহের অপ্রাধান্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

অতএব পরিশেষপ্রযুক্ত উক্ত অথ-শব্দ আনন্তর্য্যার্থক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে অথ-শব্দ আনন্তর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা পরিশেষতঃ পাওয়া গেল। আর "সেই বস্তুটি কি, যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিহিত হইয়াছে" এইরূপ অপেক্ষায় মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা ও মুমুক্ষার সহকারী শ্রদ্ধালাভপূর্ব্বক গুরু সমীপে গমন প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী নির্ণয়ের

বিধীয়তে, ইত্যপেক্ষায়াং মুমুক্ষেতি, তৎসহকারীণি চ শ্রদ্ধোপপত্তিপূর্ব্বকগুরূপসত্ত্যাদীনি ইতি পূর্ব্বমেবাধিকারিনির্ণয়ে প্রমাণপূর্ব্বকম্ উক্তানি। ১।

অতঃশব্দশ্চ হেতুসংগ্রহার্থঃ, কর্ম্মফলানাং হ্যনিত্যত্বাদিদোষদর্শনপরঃ, "যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছা ৮।১।৬) "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মু-১।২।১২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইতি পাণিনীয়সূত্রাৎ। ব্রহ্ম চ স্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্নিরতিশয়বৃহত্তমো ভগবান্ বাসুদেবাখ্যঃ, "বৃহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, বৃহন্তো গুণা অস্মিন্" ইতি শ্রুতেঃ, "এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ। পরঞ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাদ্‌বৃহত্তমোঽচ্যুতঃ॥ বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেশ্চ অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ, তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া ইতি ভগবদ্বাক্যকারপাদোক্তেঃ, "স্বরূপেণ বৃহদ্‌গুণযোগাচ্চ বৃহত্তমং বস্তু ব্রহ্মশব্দবাচ্যম্" ইতি বিবরণকারপাদোক্তেশ্চ। তস্মাৎ অথেতি মুমুক্ষানন্তরং কর্ম্মফলানামনিত্যত্বসাতিশয়ত্বাদিদর্শনাদ্ধেতোঃ নিত্য-

---

বেলায় প্রমাণপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছা ও তৎসহকারী শ্রদ্ধা লাভ পূর্ব্বক গুরু সমীপে গমন প্রভৃতির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এইরূপ আনন্তর্য্য অর্থেই সূত্রে অথ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ১।

আর সূত্রগত "অতঃ" শব্দটি হেতুসংগ্রহার্থক অর্থাৎ কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন করাইয়া থাকে। যেহেতু কর্ম্মফলসমূহ অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত, এই কারণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্ব শ্রুতিই বলিয়াছেন—যথা "যেমন ইহলোকে কর্ম্মসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "ব্রাহ্মণ কর্ম্মসম্পাদিত লোকসমূহকে প্রমাণদ্বারা অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন।" "অনিত্য কর্ম্মদ্বারা নিত্য মোক্ষরূপ পরমাত্মলাভ হয় না" ইত্যাদি।

ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা; "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-পদ জিজ্ঞাসার কর্ম্ম, আর ত্রিতাপতপ্ত মুমুক্ষু জিজ্ঞাসার কর্ত্তা। ব্রহ্ম-পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বলায় ব্রহ্মের বিষয়ত্ব ও প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আর স্বরূপে, গুণে ও শক্ত্যাদিতে যে নিরতিশয় বৃহত্তম বাসুদেব নামক ভগবান্, তাহাই ব্রহ্ম-পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম-পদে তাদৃশ বৃহত্তম বাসুদেব নামক ভগবান্‌কেই বুঝাইয়াছে। ইহাতে শ্রুতি ও স্মৃতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বৃহ ধাতু ও বৃংহ ধাতু দ্বারা ব্রহ্ম-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, "বৃহতি" "বৃংহয়তি" এই ক্রিয়াদ্বয়ের অর্থ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সুতরাং নিরতিশয় বৃহত্তমকে পরব্রহ্ম বলা হয়," "নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণসমূহ এই ভগবান্ বাসুদেবে আছে"। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"এই বাসুদেব নামক ভগবান্‌ই প্রকৃতি, অব্যক্ত, সনাতন কর্ত্তা ও সর্ব্বভূত হইতে শ্রেষ্ঠ; অতএব এই ভগবান্ অচ্যুত বৃদ্ধতম। বৃহত্ত্বহেতু ও বৃংহণত্বহেতু ইনি ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন।" ব্রহ্ম-পদের এই প্রদর্শিতরূপ অর্থে অপ্রামাণ্যশঙ্কাও হইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বাচার্য্য ভগবান্ বাক্যকার ও বিবরণকার এই উভয়ের বাক্য-দ্বারাই ব্রহ্ম-পদের প্রদর্শিতরূপ অর্থ সমর্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বাক্যকার বলিয়াছেন—"অনন্ত ও অচিন্ত্য স্বাভাবিক স্বরূপ, গুণ ও শক্ত্যাদিদ্বারা নিরতিশয় বৃহত্তম যে রমাকান্ত শ্রীপুরুষোত্তম, তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অভিধেয়; তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা সতত সম্পাদনীয়।" বিবরণকার বলিয়াছেন—"স্বরূপতঃ ও বৃহৎ গুণযোগতঃ বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম-পদের অভিধেয়।" অতএব ("অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহাতে) "অথ, অর্থাৎ

নিরতিশয়মোক্ষফলকব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুমুক্ষুণা কর্ত্তব্যা ইতি বাক্যার্থঃ। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ—২।৪।৫-৪।৫।৬) "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছা—৭।২৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। ২।

পরমতে জিজ্ঞাস্যো দুরুপপাদঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—শুদ্ধো বা মায়োপহিতো বা অজ্ঞানাধ্যস্তেশ্বরো বা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বেনাভিপ্রেতঃ? নাদ্যঃ, তস্য অবিষয়ত্বাভ্যুপগমাদন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ, শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ, অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ, অবিষয়ত্বাভ্যুপগমসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসয়া শ্রবণাদ্যভ্যাসজন্যোপহিতসাক্ষাৎকারেণ তদ্বিষয়কাজ্ঞাননাশেঽপি শুদ্ধনির্ব্বিশেষবিষয়কাজ্ঞানস্য তাদবস্থ্যেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ অপ্রযোজকত্বাচ্চ। কিঞ্চ উপহিতজ্ঞানং মোক্ষহেতুর্ন বা? নাদ্যঃ, তস্যৈব মুক্তোপসৃপ্যত্বপ্রসক্ত্যা শুদ্ধাভ্যুপগমস্য অপ্রযোজকত্বেন বৈয়র্থ্যাৎ। ন

মুমুক্ষার অনন্তর, অতঃ অর্থাৎ কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্ব সাতিশয়ত্বাদি দোষদর্শনহেতু নিত্য নিরতিশয় মোক্ষফলক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য" ইহাই উক্ত সূত্রবাক্যের অর্থ। এইরূপ সূত্রবাক্যের অর্থে "ওহে আত্মাই দ্রষ্টব্য" "ভূমা পুরুষই জিজ্ঞাসিতব্য" এই শ্রুতিদ্বয়ই প্রমাণ। ২।

আমাদের মতে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা হইল। ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই। পরমতে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা দুঃসাধ্য। তাঁহাদের মতে জিজ্ঞাস্য উপপাদন করা যায় না; কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুসারে জিজ্ঞাস্যসম্বন্ধে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষই তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই কি জিজ্ঞাস্য? অথবা মায়োপহিত কিংবা অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বর জিজ্ঞাস্য? এই তিনটির কোন্‌টি জিজ্ঞাসাবিষয়রূপে অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্মের অবিষয়ত্বই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অবিষয়, তখন তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে কিরূপে? শুদ্ধ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শুদ্ধ ব্রহ্মের মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম (পক্ষ) মিথ্যা (সাধ্য), যেহেতু তাহা জিজ্ঞাসার বিষয়; যাহা যাহা বিষয়, তাহাই মিথ্যা; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদি বস্তু মিথ্যা। আর তাহাতে অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে এবং তাঁহারা যে শুদ্ধ ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব স্বীকার করেন, সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

আর "মায়োপহিত ব্রহ্মই কি জিজ্ঞাস্য?" এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসাদ্বারা যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মননাদি করা হইবে, তাহার ফলে উপহিত ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার হইয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞানেরই নাশ হইবে; তাহা হইলেও শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে। ফলতঃ তাদৃশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদ্বারা কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে না। অনির্মোক্ষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর তাদৃশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মোক্ষের অপ্রযোজকও বটে। আরও কথা এই যে—এই পক্ষে উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞান মোক্ষজনক হইবে কি? অথবা হইবে না? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকারই মোক্ষজনক হয়, তাহা হইলে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদির ফলে উপহিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সেই উপহিত ব্রহ্মই মুক্তপ্রাপ্য হইয়া পড়িবেন। আর তাহা হইলে এই পক্ষে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বীকার, মুক্তিতে অপ্রযোজক বলিয়া ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান

বিধীয়তে, ইত্যপেক্ষায়াং মুমুক্ষেতি, তৎসহকারীণি চ শ্রদ্ধোপপত্তিপূর্ব্বকগুরূপসত্ত্যাদীনি ইতি পূর্ব্বমেবাধিকারিনির্ণয়ে প্রমাণপূর্ব্বকম্ উক্তানি। ১।

অতঃশব্দশ্চ হেতুসংগ্রহার্থঃ, কর্ম্মফলানাং হ্যনিত্যত্বাদিদোষদর্শনপরঃ, "যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছা ৮।১।৬) "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মু-১।২।১২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইতি পাণিনীয়সূত্রাৎ। ব্রহ্ম চ স্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্নিরতিশয়বৃহত্তমো ভগবান্ বাসুদেবাখ্যঃ, "বৃহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, বৃহন্তো গুণা অস্মিন্" ইতি শ্রুতেঃ, "এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ। পরঞ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাদ্বৃহত্তমোঽচ্যুতঃ॥ বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেশ্চ অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ, তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া ইতি ভগবদ্বাক্যকারপাদোক্তেঃ, "স্বরূপেণ বৃহদ্গুণযোগাচ্চ বৃহত্তমং বস্তু ব্রহ্মশব্দবাচ্যম্" ইতি বিবরণকারপাদোক্তেশ্চ। তস্মাৎ অথেতি মুমুক্ষানন্তরং কর্ম্মফলানামনিত্যত্বসাতিশয়ত্বাদিদর্শনাদ্ধেতোঃ নিত্য-

---

বেলায় প্রমাণপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছা ও তৎসহকারী শ্রদ্ধা লাভ পূর্ব্বক গুরু সমীপে গমন প্রভৃতির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এইরূপ আনন্তর্য্য অর্থেই সূত্রে অথ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ১।

আর সূত্রগত "অতঃ" শব্দটি হেতুসংগ্রহার্থক অর্থাৎ কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন করাইয়া থাকে। যেহেতু কর্ম্মফলসমূহ অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত, এই কারণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্ব শ্রুতিই বলিয়াছেন—যথা "যেমন ইহলোকে কর্ম্মসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "ব্রাহ্মণ কর্ম্মসম্পাদিত লোকসমূহকে প্রমাণদ্বারা অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন।" "অনিত্য কর্ম্মদ্বারা নিত্য মোক্ষরূপ পরমাত্মলাভ হয় না" ইত্যাদি।

ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ; "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-পদ জিজ্ঞাসার কর্ম্ম, আর ত্রিতাপতপ্ত মুমুক্ষু জিজ্ঞাসার কর্ত্তা। ব্রহ্ম-পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বলায় ব্রহ্মের বিষয়ত্ব ও প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আর স্বরূপে, গুণে ও শক্ত্যাদিতে যে নিরতিশয় বৃহত্তম বাসুদেব নামক ভগবান্, তাহাই ব্রহ্ম-পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম-পদে তাদৃশ বৃহত্তম বাসুদেব নামক ভগবান্‌কেই বুঝাইয়াছে। ইহাতে শ্রুতি ও স্মৃতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বৃহ্ ধাতু ও বৃংহ ধাতু দ্বারা ব্রহ্ম-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, "বৃহতি" "বৃংহয়তি" এই ক্রিয়াদ্বয়ের অর্থ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; সুতরাং নিরতিশয় বৃহত্তমকে পরব্রহ্ম বলা হয়," "নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণসমূহ এই ভগবান্ বাসুদেবে আছে"। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"এই বাসুদেব নামক ভগবান্‌ই প্রকৃতি, অব্যক্ত, সনাতন কর্ত্তা ও সর্ব্বভূত হইতে শ্রেষ্ঠ ; অতএব এই ভগবান্ অচ্যুত বৃদ্ধতম। বৃহত্ত্বহেতু ও বৃংহণত্বহেতু ইনি ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন।" ব্রহ্ম-পদের এই প্রদর্শিতরূপ অর্থে অপ্রামাণ্যশঙ্কাও হইতে পারে না ; কারণ পূর্ব্বাচার্য্য ভগবান্ বাক্যকার ও বিবরণকার এই উভয়ের বাক্য-দ্বারাই ব্রহ্ম-পদের প্রদর্শিতরূপ অর্থ সমর্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বাক্যকার বলিয়াছেন—"অনন্ত ও অচিন্ত্য স্বাভাবিক স্বরূপ, গুণ ও শক্ত্যাদিদ্বারা নিরতিশয় বৃহত্তম যে রমাকান্ত শ্রীপুরুষোত্তম, তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অভিধেয় ; তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা সতত সম্পাদনীয়।" বিবরণকার বলিয়াছেন—"স্বরূপতঃ ও বৃহৎ গুণযোগতঃ বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম-পদের অভিধেয়।" অতএব ("অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহাতে) "অথ, অর্থাৎ

নিরতিশয়মোক্ষফলকব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুমুক্ষুণা কর্ত্তব্যা ইতি বাক্যার্থঃ। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ—২।৪।৫-৪।৫।৬) "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছা—৭।২৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। ২।

পরমতে জিজ্ঞাস্যো দুরুপপাদঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—শুদ্ধো বা মায়োপহিতো বা অজ্ঞানাধ্যস্তেশ্বরো বা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বেনাভিপ্রেতঃ? নাদ্যঃ, তস্য অবিষয়ত্বাভ্যুপগমাদন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ, শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ, অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ, অবিষয়ত্বাভুপগমসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসয়া শ্রবণাদ্যভ্যাসজন্যোপহিতসাক্ষাৎকারেণ তদ্বিষয়কাজ্ঞাননাশেঽপি শুদ্ধনির্ব্বিশেষবিষয়কাজ্ঞানস্য তাদবস্থ্যেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ অপ্রযোজকত্বাচ্চ। কিঞ্চ উপহিতজ্ঞানং মোক্ষহেতুর্ন বা? নাদ্যঃ, তস্যৈব মুক্তোপসৃপ্যত্বপ্রসক্ত্যা শুদ্ধাভ্যুপগমস্য অপ্রযোজকত্বেন বৈয়র্থ্যাৎ। ন

মুমুক্ষার অনন্তর, অতঃ অর্থাৎ কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্ব সাতিশয়ত্বাদি দোষদর্শনহেতু নিত্য নিরতিশয় মোক্ষফলক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য" ইহাই উক্ত সূত্রবাক্যের অর্থ। এইরূপ সূত্রবাক্যের অর্থে "ওহে আত্মাই দ্রষ্টব্য" "ভূমা পুরুষই জিজ্ঞাসিতব্য" এই শ্রুতিদ্বয়ই প্রমাণ। ২।

আমাদের মতে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা হইল। ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই। পরমতে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা দুঃসাধ্য। তাঁহাদের মতে জিজ্ঞাস্য উপপাদন করা যায় না; কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুসারে জিজ্ঞাস্যসম্বন্ধে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষই তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই কি জিজ্ঞাস্য? অথবা মায়োপহিত কিংবা অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বর জিজ্ঞাস্য? এই তিনটির কোন্‌টি জিজ্ঞাসাবিষয়রূপে অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্মের অবিষয়ত্বই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অবিষয়, তখন তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে কিরূপে? শুদ্ধ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শুদ্ধ ব্রহ্মের মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম (পক্ষ) মিথ্যা (সাধ্য), যেহেতু তাহা জিজ্ঞাসার বিষয়; যাহা যাহা বিষয়, তাহাই মিথ্যা; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদি বস্তু মিথ্যা। আর তাহাতে অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে এবং তাঁহারা যে শুদ্ধ ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব স্বীকার করেন, সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

আর "মায়োপহিত ব্রহ্মই কি জিজ্ঞাস্য?" এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসাদ্বারা যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মননাদি করা হইবে, তাহার ফলে উপহিত ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার হইয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞানেরই নাশ হইবে; তাহা হইলেও শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে। ফলতঃ তাদৃশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদ্বারা কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে না। অনির্মোক্ষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর তাদৃশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মোক্ষের অপ্রযোজকও বটে। আরও কথা এই যে—এই পক্ষে উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞান মোক্ষজনক হইবে কি? অথবা হইবে না? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকারই মোক্ষজনক হয়, তাহা হইলে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদির ফলে উপহিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সেই উপহিত ব্রহ্মই মুক্তপ্রাপ্য হইয়া পড়িবেন। আর তাহা হইলে এই পক্ষে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বীকার, মুক্তিতে অপ্রযোজক বলিয়া ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান

দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসাবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, তদর্থকভাষ্যাদিপ্রণয়নস্য জলতাড়নসাম্যাপত্তেশ্চ। নাপি অধ্যস্তজিজ্ঞাসাঙ্গীকারস্তৃতীয়ঃ, পূর্ব্বমেব বিস্তরেণ নিরস্তত্বাৎ অধ্যাসবাদস্য, ইতলং কুতর্কনিরাসৈঃ। তস্মাদুক্তস্বরূপমেব ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং "তদ্‌ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি শ্রুত্যা বক্ষ্যমাণলক্ষণস্যৈব জিজ্ঞাস্যত্বনির্ণয়াৎ। ৩।

ইতি পরাভিমতজিজ্ঞাস্যোপপত্তিগিরিনিপাতঃ॥

তস্য কিং লক্ষণমিত্যপেক্ষায়ামাহ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। অস্যেতি শব্দঃ কার্য্যপরঃ, যতঃ ইতি কারণপরঃ, জন্ম আদির্যস্য তদিদং জন্মাদি সৃষ্টিস্থিতিলয়মিতি তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারণাৎ সর্ব্বনিয়ন্তুঃ পুরুষোত্তমাৎ শ্রীভগবতঃ অস্য

মোক্ষজনক না হয়, তাহা হইলে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়ে। উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান মোক্ষজনক না হইলে তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ব্যর্থ। এই পক্ষে আরও দোষ হইবে যে—জিজ্ঞাস্য উপহিত ব্রহ্মের মোক্ষজনকত্ব নাই বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত যে ভাষ্যাদিরচনা, তাহাও নিষ্ফল জলতাড়নের সমানই হইয়া পড়িবে অর্থাৎ জলতাড়নের ন্যায় ভাষ্যাদিরচনাও ব্যর্থই হইয়া পড়িবে; কারণ জিজ্ঞাস্য উপহিত ব্রহ্মের মোক্ষজনকত্ব নাই।

আর "অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বর জিজ্ঞাসার বিষয়" এই তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অধ্যাসবাদ পূর্ব্বেই আমরা বিস্তৃতরূপে নিরাস করিয়াছি। অধ্যাসই যখন নিরস্ত হইয়াছে, তখন অধ্যস্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয় হইবেন কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণের কুতর্কনিরাসে আর প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের প্রদর্শিতস্বরূপ ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য; যেহেতু "তাহাই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা কর" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভাবী সূত্রে প্রতিপাদিত লক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্যরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। ৩।

ইতি পরাভিমত জিজ্ঞাস্যোপপত্তিগিরি নিপাত॥

"মুমুক্ষুর ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য" ইহা প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে। সেই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রহ্মের লক্ষণ কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সূত্রকার বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" এই দ্বিতীয় সূত্রগত "অস্য" শব্দটি কার্য্যপর এবং "যতঃ" শব্দটি কারণপর। "জন্ম আদি হইয়াছে যাহার তাহা এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে জন্মাদি পদ নিষ্পন্ন হইয়া জন্ম-স্থিতি-লয়কে বুঝাইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ প্রধান হইয়া থাকে। এজন্য "জন্ম আদি হইয়াছে যাহার" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়কে বুঝাইয়াছে। বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ;—তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান। যে স্থলে বিশেষ্যের একদেশই বিশেষণ করিয়া সমাস হয়, তাহাকে তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে। আর যে স্থলে তাহা করা হয় না, তাহাকে অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে। তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহির উদাহরণ যথা—লম্বকর্ণম্ আনয় অর্থাৎ লম্বকর্ণকে আনয়ন কর। এস্থলে লম্বকর্ণ পদটি বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়া লম্বকর্ণবিশিষ্ট পুরুষকে বুঝাইয়াছে। "লম্ব কর্ণ হইয়াছে যাহার" এইরূপ পুরুষের একদেশ লম্ব কর্ণকেই বিশেষণ করিয়া সমাস করা হইয়াছে বলিয়া ইহা তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি। আর অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহির উদাহরণ যথা—চিত্রগুমানয় অর্থাৎ চিত্রগুকে আনয়ন কর। এস্থলে "চিত্রগু" পদে "চিত্রা গৌর্যস্য" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে চিত্রা গো আছে যাহার তাহাকে বুঝাইয়াছে; কিন্তু এই বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণীভূত চিত্রা গো বিশেষ্য পুরুষের একদেশ হয় নাই; সুতরাং ইহাকে অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে। প্রকৃত স্থলে কিন্তু তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহিই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ

জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য বিবিধবিভক্তভোক্তৃসংযুক্তস্য নিয়তদেশকালফলোপভোগাশ্রয়ভূতস্য তর্কাগোচররচনস্য জন্মস্থিতিলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে, তদেব ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিতি বাক্যার্থঃ, যত্তচ্ছব্দয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ—৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৪।

পরমতে লক্ষণমসম্ভবি, বিকল্পাসহত্বাৎ পূর্ব্ববৎ। নন্মু লক্ষণং দ্বিবিধং স্বরূপতটস্থভেদাৎ। তত্র স্বরূপাভিন্নং লক্ষণমাদ্যম্, যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ—২।১।১) ইত্যাদিকম্। যাবল্লক্ষ্যমনব-

---

জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়রূপ বিশেষ্যের একদেশ জন্মকে বিশেষণ করিয়া "জন্ম আদি হইয়াছে যাহার— যে জন্ম-স্থিতি-লয়ের" এইরূপ সমাস করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—তাহা হইলে এক জন্মেরই ত বিশেষ্যত্ব ও বিশেষণত্ব এই উভয়ের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তিও হইতে পারিবে না ; কারণ জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়ই বিশেষ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। আর এই জন্মাদি ত্রিতয় বিশেষ্যরূপে বিবক্ষিত বলিয়াই "জন্মাদি" পদে পুংলিঙ্গ ও বহুবচনের প্রাপ্তি নাই, কিন্তু নপুংসকলিঙ্গ ও একবচন হইয়াছে।

"যতঃ"—যাহা হইতে অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমকারণ সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ হইতে "অস্য"—এই জগতের অর্থাৎ যাহা দেবদত্তাদি নাম ও দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি আকৃতিদ্বারা বিকারভাবপ্রাপ্ত, যাহা অনেকবিধ বিভাগপ্রাপ্ত ভোক্তৃগণের সহিত সংযুক্ত এবং যাহা নিয়ত দেশবিশিষ্ট ও নিয়ত কালবিশিষ্ট ফলসমূহ ও ফলোপভোগসমূহের আশ্রয়ভূত, সুতরাং যাহার রচনা সকলের তর্কের অগোচর, তাদৃশ এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই ভগবান্ ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, ইহাই সূত্রবাক্যের অর্থ। "যতঃ অস্য জন্মাদি, তৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্" এইরূপে "তৎ" শব্দের অধ্যাহার করিয়া যে প্রদর্শিতরূপ অর্থ করা হইল, তাহাতে অর্থাৎ "তৎ" শব্দের অধ্যাহারে যৎ ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধই প্রমাণ। যৎ ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রদর্শিতরূপ সূত্রবাক্যার্থ পর্য্যবসিত হয়। আর "যাহা হইতেই এই ভূতসমূহ জন্মিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সূত্রবাক্যের মূল প্রমাণ। ৪।

জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইল। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ সম্ভব হয় না ; কারণ পূর্ব্বে যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে জিজ্ঞাস্য বিকল্পকোটিতে টিকে না দেখান হইয়াছে, সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণও বিকল্পকোটিতে টিকে না অর্থাৎ বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে টিকে না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—লক্ষণ দুই প্রকার,—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। তাহার মধ্যে স্বরূপাভিন্ন লক্ষণই স্বরূপলক্ষণ। যেমন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। আর যাবৎকাল লক্ষ্যে না থাকিয়া অর্থাৎ লক্ষ্য যতকাল আছে, ততকাল না থাকিয়া যাহা লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্ত্তক হয় অর্থাৎ অলক্ষ্য হইতে লক্ষ্যের ব্যাবৃত্তিবোধের জনক হয়, তাহাকে তটস্থলক্ষণ কহে। যেমন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত জন্মাদিকারণত্ব প্রলয়দশায় লক্ষ্য ব্রহ্মে অননুগত হইয়া ইতরের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে।*

---

* অদ্বৈতবাদিগণ স্বরূপ ও তটস্থভেদে লক্ষণ দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু কোন স্থলে ত্রিবিধ লক্ষণও বলা হইয়াছে। ধর্ম্মলক্ষণ, স্বরূপলক্ষণ ও উপলক্ষণ। এই উপলক্ষণকেই তটস্থলক্ষণ বলা হয়। যেমন—ঘটত্ব ঘটের ধর্ম্মলক্ষণ ; কম্বুগ্রীবাদিমতী ঘটব্যক্তি ঘটের স্বরূপলক্ষণ এবং জলাহরণাদি কার্য্য ঘটের উপলক্ষণ বা তটস্থলক্ষণ। (৮৭২ পৃঃ মেট্রো-মুদ্রিত বিবরণবার্ত্তিক)। বস্তুতঃ গৌড় ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকাতে বলিয়াছেন যে—লক্ষ্যের সহিত অত্যন্ত অভিন্নরূপই স্বরূপলক্ষণ এবং যাবদাশ্রয়ভাবী রূপই বিশেষলক্ষণ। যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব বিশেষলক্ষণ। আর যাহা স্বকালাবচ্ছেদে স্বাশ্রয়নিষ্ঠ হয়, তাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে। যেমন—গন্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর তটস্থলক্ষণ। গন্ধ প্রভৃতি যতকাল থাকে, ততকাল

স্থিতত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকং তটস্থলক্ষণম্, যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ—৩।১।১) ইত্যাদি-শ্রুত্যুক্তজন্মাদিকারণত্বস্য প্রলয়ে অননুগতত্বে সতি ইতরব্যাবর্ত্তকত্বাৎ লক্ষণসমন্বয়ো বোধ্য ইতি চেৎ, মৈবমসম্ভবাৎ। তথাহি—ন তাবৎ স্বরূপলক্ষণোক্তিরুপপত্তিমতী, অসাধারণধর্ম্মস্যৈব সর্ব্ববাদিসম্মতত্বেন লক্ষণত্বাৎ, ন স্বরূপমাত্রস্য। অন্যথা স্বরূপস্যৈব ব্যাবর্ত্তকত্বে লক্ষণোক্তেরেব বৈয়র্থ্যাৎ, স্বরূপস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাদর্শনাচ্চ। ৫।

ননু স্বরূপস্যৈব ধর্ম্মধর্ম্মিভাবকল্পনয়া লক্ষণত্বাঙ্গীকারে উক্তদোষানবকাশাৎ "আনন্দো বিষয়ানুভবো

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অসম্ভবহেতুই এইরূপ হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—অদ্বৈতবাদিগণ যে স্বরূপলক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই স্বরূপলক্ষণ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বস্তুর অসাধারণ ধর্ম্মই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বস্তুর লক্ষণ হইয়া থাকে; বস্তুস্বরূপমাত্র বস্তুর লক্ষণ হয় না। ঘটস্বরূপ ঘটের লক্ষণ হয় না; কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মই ঘটের লক্ষণ হইয়া থাকে। লক্ষণ লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্ত্তক; স্বরূপমাত্রই যদি লক্ষণ হয়, তাহা হইলে স্বরূপই ব্যাবর্ত্তক হইয়া পড়ে; তাহাতে লক্ষণ কথা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর স্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্বও দেখা যায় না অর্থাৎ স্বরূপ ইতরের ব্যাবর্ত্তক হয় এরূপ কোথাও দেখা যায় না। ৫।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মের স্বরূপকে যে আমরা ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়াছি, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণের প্রদর্শিত দোষের অবকাশ থাকিবে না; কারণ স্বরূপেই ধর্ম্মধর্ম্মিভাব কল্পনা করিয়া স্বরূপের লক্ষণত্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ হয় না। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। এই স্বরূপভূত সত্য, জ্ঞান ও অনন্তে সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া ঐ সকলকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলে প্রদর্শিত দোষের অবসর থাকে না। এই জন্যই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন—"আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব এই ধর্ম্মগুলি চৈতন্যস্বরূপে আছে। এই সকল ধর্ম্ম চৈতন্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন বলিয়াই যেন অবভাত হইয়া থাকে।" ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পনাদ্বারা স্বরূপেরই লক্ষণত্ব সম্ভব হইতে পারে; প্রদর্শিত পঞ্চপাদিকাকারের উক্তিদ্বারাই তাহা সমর্থিত হয়। ব্রহ্ম আনন্দাদিস্বরূপ হইলেও কল্পিত আনন্দাদি ধর্ম্ম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে আছে ইহা পঞ্চপাদিকাকারও বলিয়াছেন। সুতরাং সত্যত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করিয়াই সত্যাদি স্বরূপের লক্ষণত্ব বলা যাইতে পারে। তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত দোষের আর অবসর নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, স্বরূপেরই ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পনা করিয়া লক্ষণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ কল্পিতের ব্যাবর্ত্তকত্ব কখনই সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদিস্বরূপ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বলিয়া থাকেন, এই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদ ভঙ্গের ভয়েই তাঁহারা সত্যত্বাদি ধর্ম্মকে পারমার্থিক না বলিয়া কাল্পনিক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর সেই কল্পিত ধর্ম্মদ্বারাই স্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্ব সিদ্ধি করিতে চাহেন; কিন্তু তাহা হয় না। কল্পিত ধর্ম্ম ব্যাবর্ত্তক

পৃথিবীতে আশ্রয়নিষ্ঠ হইয়াই থাকে। পৃথিবীতে অনাশ্রিত হইয়া গন্ধাদি থাকিতেই পারে না; কিন্তু পৃথিবী উৎপত্তিকালে গন্ধশূন্য থাকে, পরে তাহাতে গন্ধ উৎপন্ন হয়; কিন্তু পৃথিবী যাবৎ পৃথিবী থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই পৃথিবীতে আশ্রিত থাকে। পৃথিবীত্বশূন্য পৃথিবী কখনই হইতে পারে না; কিন্তু গন্ধশূন্য পৃথিবী কখনও হইয়া থাকে। মাধ্বমতে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ এই দ্বিবিধ লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। যাবদাশ্রয়-ভাবী ধর্ম্মই স্বরূপলক্ষণ এবং যাবদাশ্রয়কালে অবিদ্যমান অর্থাৎ কোনও সময়ে আশ্রয়ে থাকিয়া যাহা কোনও সময়ে আশ্রয়ে থাকে না, তাহাকে তটস্থ-লক্ষণ বলে। ফল কথা—স্থায়ী ধর্ম্মকে স্বরূপলক্ষণ ও অস্থায়ী ধর্ম্মকে তটস্থলক্ষণ বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ কোনও স্থলে স্বরূপলক্ষণভিন্ন লক্ষণকেই তটস্থলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে লক্ষণ দ্বিবিধ, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। লক্ষ্যের সহিত অত্যন্ত অভিন্নরূপ লক্ষণ হইতে পারে কি না ইহাই এস্থলে বিচার্য্য।

নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ, অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে" ইত্যভিযুক্তোক্তেরিতি চেৎ ন, কল্পিতস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা যূপে কল্পিতাদিত্যত্বস্যাসূর্য্যাদ্ ব্যাবর্ত্তকত্বাপত্তেঃ। তস্মাৎ স্বরূপস্য লক্ষণত্বোক্তেঃ স্বোৎপ্রেক্ষামাত্রত্বমেব। ৬।

কিঞ্চ সত্যাদিশব্দা যৌগিকা রূঢ়া বা? আদ্যে যৌগিকস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থযোগপরত্বেন নির্ব্বিশেষত্বহানেঃ। দ্বিতীয়ে রূঢ়ানাং গুণজাত্যাদ্যনেকধর্ম্মবদ্বস্তুপরত্বনিয়মেন নির্ব্বিশেষপরত্বাযোগাৎ।

হইতে পারে না। যদি কল্পিত ধর্ম্মেরও ব্যাবর্ত্তকত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে যূপে কল্পিত সূর্য্যত্বও সূর্য্যভিন্নের ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে। তাহা ত হয় না। "আদিত্যো যূপঃ" এইরূপ শ্রুতি আছে; তাহাতে যূপে আদিত্যত্ব কল্পিত হইয়াছে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ কল্পিত ধর্ম্মেরও ব্যাবর্ত্তকতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে যূপে কল্পিত আদিত্যত্বও আদিত্যভিন্নের ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে। তাহা ত হয় না এবং হইতেও পারে না; কারণ যূপও আদিত্য-ভিন্ন বলিয়া যূপে কল্পিত আদিত্যত্ব যূপেরও ব্যাবর্ত্তক হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। তাহা হয় না। অতএব স্বরূপের লক্ষণত্ব বলা অর্থাৎ স্বরূপকে লক্ষণ বলা অদ্বৈতবাদিগণের নিজেদেরই উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনামাত্র। স্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্ব সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি স্বকপোলকল্পিত। ৬।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদিকে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই সত্যাদি শব্দ কি যৌগিক? অথবা রূঢ়? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যৌগিক শব্দ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের যোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া সত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থাৎ অখণ্ডার্থত্ব ভঙ্গ হইয়া পড়ে। যৌগিক শব্দে প্রকৃত্যর্থ বিশেষণ ও প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্য; সুতরাং প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থের যোগে যে শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা অখণ্ডার্থক হইবে কি করিয়া? আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ সত্যাদি শব্দকে রূঢ় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ রূঢ় শব্দ গুণ জাতি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর বোধক হইয়া থাকে। নির্ধর্ম্মক নির্ব্বিশেষ বস্তুর বোধক কোন রূঢ় শব্দই হইতে পারে না। সাধু শব্দমাত্রই সপ্রবৃত্তিনিমিত্তক হইয়া থাকে। ঘটপদ যে ঘটপদার্থের বোধক হয়, তাহার কারণ ঘটপদার্থে ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্ব ধর্ম্ম ঘটে আছে। ঘটে ঘটত্ব ধর্ম্ম না থাকিলে ঘট ঘটপদপ্রতিপাদ্য হইতে পারিত না। এইরূপ গো অশ্বাদি রূঢ় শব্দ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সত্যত্ব ধর্ম্মশূন্য বস্তু রূঢ় সত্যপদদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মে যদি সত্যত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করা না যায়, তবে তাহা সত্য-পদদ্বারা প্রতিপাদ্যও হইতে পারিবে না। এজন্য নির্ধর্ম্মক নির্ব্বিশেষ বস্তু কোনও রূঢ় শব্দদ্বারাই প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। আর এজন্যই মূলকার বলিয়াছেন—রূঢ় শব্দমাত্রই ধর্ম্মবদ্বস্তুপর হইয়া থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মবদ্ বস্তুই রূঢ় শব্দপ্রতিপাদ্য হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—সত্যাদি রূঢ় পদ শক্তিদ্বারা সবিশেষ বস্তুর প্রতিপাদক হইলেও লক্ষণাদ্বারা নির্ব্বিশেষ বস্তুরই প্রতিপাদক হইতে পারিবে অর্থাৎ সত্যাদি পদের শক্যার্থ সবিশেষ বস্তু এবং লক্ষ্যার্থ নির্ব্বিশেষ বস্তু। আর তাহাতে প্রদর্শিত দোষেরও অবকাশ থাকিবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ লক্ষণা দ্বিবিধ; জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা। যদি অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি পদের জহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করেন, তবে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গা-পদ জহৎস্বার্থা লক্ষণাদ্বারা তীরের বোধক হইয়াছে। গঙ্গা-পদের শক্যার্থ প্রবাহ এবং জহৎস্বার্থা লক্ষণাদ্বারা লক্ষ্য তীর। এস্থলে যেমন গঙ্গা-পদ শক্যার্থ ত্যাগ করিয়া অগঙ্গারূপ তীরের প্রতিপাদক হইয়াছে, এইরূপ সত্যাদি পদও শক্যার্থ ত্যাগ করিয়া জহৎস্বার্থা লক্ষণাদ্বারা শক্যভিন্ন অশক্য অর্থের প্রতিপাদক হইবে। আর তাহাতে শক্য-পদের লক্ষ্যার্থ অসত্য, জ্ঞান-পদের লক্ষ্যার্থ জড় এবং অনন্ত-পদের লক্ষ্যার্থ সান্ত অর্থাৎ

নমু সত্যাদিপদানাং সবিশেষপরত্বেঽপি লক্ষণয়া নির্ব্বিশেষপরত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাৎ। লক্ষণাঙ্গীকারে জহৎস্বার্থাভিপ্রেতা চেৎ, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র যথা প্রবাহরূপশক্যত্যাগেন অগঙ্গারূপস্তীরঃ লক্ষ্যার্থঃ, তথা প্রকৃতে সত্যাদিপদার্থত্যাগেন অসত্যজড়পরিচ্ছিন্নরূপো বাক্যার্থঃ স্যাৎ। অজহৎস্বার্থাঙ্গীকারে শক্যবদ্বিশিষ্টার্থত্বাপত্তেঃ। ৭।

ভাগত্যাগলক্ষণাপক্ষে বিশেষ্যমাত্রাঙ্গীকারে সত্যাদীনাং কো বার্থ ইতি অদ্যাপি অনিশ্চয়াৎ। সত্যত্বাদিধর্ম্মত্যাগেঽপি সচ্চিদপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্মেতি ত্রৈবিধ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়ত্বভঙ্গাৎ। সর্ব্বেষামেকার্থত্বাঙ্গীকারে পর্য্যায়ত্বাপত্তেস্তথাভ্যুপগমে চ একপদেনৈবার্থসিদ্ধৌ পদান্তরবৈয়র্থ্যাচ্চ। ৮।

কিঞ্চ শক্যৈকাংশার্থাঙ্গীকারে সর্ব্বাংশবাচকতাসম্বন্ধাভাবেঽপি তদংশবাচকতাসম্বন্ধস্য অকামেনাপি

পরিচ্ছিন্ন এইরূপ হইবে। আর তাহাতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই লক্ষণবাক্যের অর্থ "অসত্য, জড়, পরিচ্ছিন্ন" ইহাই হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গই হইয়া পড়িবে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি পদের অজহৎস্বার্থলক্ষণা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নীল-শুক্লাদি পদ যেমন অজহৎস্বার্থলক্ষণাদ্বারা নীলাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে, এইরূপ সত্যাদি পদও সত্যাদিবিশিষ্ট অর্থের বোধক হইবে। আর তাহাতে প্রদর্শিত লক্ষণবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ না হইয়া বিশিষ্টার্থকত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। ৭।

অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শিত দ্বিবিধ লক্ষণা ভিন্ন ভাগত্যাগলক্ষণা নামক তৃতীয় লক্ষণা স্বীকার করেন। এই লক্ষণাকে জহদজহৎস্বার্থলক্ষণাও বলা হয়। বিশিষ্ট অর্থের বাচক শব্দ যদি বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র বিশেষ্যাংশের প্রতিপাদক হয়, তবে সেই স্থলে ভাগত্যাগলক্ষণা বলা হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বস্তুর বিশেষণভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল বিশেষ্যভাগের বোধক হয় বলিয়াই এই লক্ষণাকে "ভাগত্যাগলক্ষণা" বলা হয়। এই লক্ষণা অনুসারে সত্যাদি পদের বিশেষ্যাংশমাত্র প্রতিপাদিত হইলে সত্যাদি পদের অর্থ কি, তাহাও নিশ্চিত হইতে পারিবে না। সত্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই সত্যাদি পদের শক্যার্থ; সত্যত্বাদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সত্যাদি পদ কাহার বোধক হইবে? সত্যত্বরহিত সত্য-পদের লক্ষ্যার্থটি কি, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। সর্ব্বধর্ম্মরহিত বস্তু অনির্দ্দেশ্য। তাহা পদের শক্য বা লক্ষ্য কিছুই হইতে পারে না, ইহাই মূলকারের অভিপ্রায়। আরও কথা এই যে—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি পদদ্বারা যথাক্রমে সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব এই তিনটি বিশেষণ ত্যাগ করিয়া তিনটি বিশেষ্যমাত্রের বোধক হইলেও প্রদর্শিত তিনটি "বিশেষ্যস্বরূপ ব্রহ্ম"—এইরূপ ব্রহ্মের ত্রৈবিধ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়ত্বের ভঙ্গই হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রদর্শিত তিনটি বিশেষ্যস্বরূপ হইলে তাহা আর নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়রূপ হইতে পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি-পদের ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদ্য বিশেষ্য তিনটির ভেদ স্বীকার না করেন, অর্থাৎ সত্যাদি-পদত্রয়ের লক্ষ্য অর্থ এক, ত্রিবিধ নহে এইরূপ বলেন, তবে সত্যাদি পদের সর্ব্বথা একার্থত্বপ্রযুক্ত পর্য্যায়ত্বের আপত্তি হইবে। ঘট, কুম্ভ, কলস এই তিনটি পদ একার্থক বলিয়া যেমন পর্য্যায় শব্দ, এইরূপ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি পদেরও পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে। পর্য্যায় শব্দের সহপ্রয়োগ হয় না। সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্ব স্বীকার করিলে একার্থক তিনটি পদের যে কোন একটি পদদ্বারাই অর্থের সিদ্ধি হয় বলিয়া অপর পদগুলি ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। ৮।

আরও কথা এই যে—ভাগত্যাগলক্ষণাবাদীর মতে শক্য বিশেষ্যাংশকেই লক্ষ্য বলা হয়। শক্য বিশেষণাংশ

ত্বয়া স্বীকার্য্যত্বাৎ নির্ব্বিশেষত্বহানেঃ, তথাত্বে মিথ্যাত্বাপত্তেঃ। নির্ব্বিশেষং বস্তু মিথ্যা, শক্যৈকদেশত্বাৎ তব মতে ঘটত্বাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ননু সত্যত্বাদিবিশিষ্টবাচিনাং পদানাং শুদ্ধে ব্রহ্মণি লক্ষণাঙ্গীকারাৎ ন পর্য্যায়ত্বাপত্ত্যাদিদোষাবকাশ ইতি চেৎ ন, অনৃতাস্বপ্রকাশপরিচ্ছিন্নরূপে সবিশেষে

ত্যাগ করিয়া শক্য বিশেষ্যাংশমাত্রের প্রতীতির জন্যই ভাগত্যাগলক্ষণা স্বীকার করা হয়। বিশেষ্যাংশও শক্যই বটে; বিশিষ্টবাচক পদের বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়াংশই শক্য। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা শক্য বিশেষ্যাংশকেই সত্যাদি পদের লক্ষ্যার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সত্যাদি-পদের সর্ব্বাংশবাচকতা সম্বন্ধ না থাকিলেও সত্যাদি পদের বিশেষ্যাংশবাচকত্ব সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল বিশেষ্যাংশ সত্যাদিপদবাচ্য এবং সত্যাদি-পদ তাহার বাচক, ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ঘটাদি-পদবাচ্য ঘটাদি বস্তুর মত সত্যাদি-পদবাচ্য ব্রহ্মেরও সবিশেষত্বাপত্তিই হইবে; নির্ব্বিশেষত্বের হানিই হইবে। অদ্বৈতবাদির মতে সবিশেষ বস্তু মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের মিথ্যাত্বাপত্তি হইবে। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান হইতে পারিবে যে—"নির্ব্বিশেষং বস্তু মিথ্যা, শক্যৈকদেশত্বাৎ তব মতে ঘটত্বাদিবৎ।" নির্ব্বিশেষ বস্তু পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য, শক্যৈকদেশত্ব হেতু এবং ঘটত্বাদি উদাহরণ। বেদান্তবাদিগণ মীমাংসকমতপ্রবিষ্ট বলিয়া ত্র্যবয়ব ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণ পঞ্চাবয়ববাদী হইলেও মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনটিই ন্যায়বাক্যের অবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য এস্থলে তিনটি অবয়বই দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা অদ্বৈতমতসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। শক্যৈকদেশ বস্তু-মাত্রই অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। যেমন ঘটপদের শক্যৈকদেশ ঘটত্ব অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। সুতরাং ঘটত্বরূপ দৃষ্টান্তে শক্যৈকদেশত্ব হেতু ও মিথ্যাত্ব সাধ্য উভয়ই আছে। এজন্য শক্যৈকদেশত্ব হেতু মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থল প্রদর্শিত ঘটত্বাদি দৃষ্টান্ত। ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল প্রদর্শনের জন্যই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়। যদিও উদাহরণবাক্য ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থল প্রদর্শনের জন্য দৃষ্টান্তের সহিত উদাহরণবাক্য বলা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলেও উদাহরণবাক্যের কোন হানি হয় না। কেবলমাত্র সম্প্রদায়ানুসারেই সদৃষ্টান্ত উদাহরণবাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মিথ্যাত্ব সাধ্যের ব্যাপ্য শক্যৈকদেশত্ব ধর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ বস্তু ব্রহ্মরূপ পক্ষে আছে। শক্যৈকদেশত্ব কিরূপে নির্ব্বিশেষ বস্তুতে আছে, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য হেতু নির্ব্বিশেষ বস্তুতে আছে বলিয়া নির্ব্বিশেষ বস্তুরও ঘটত্বাদির মতই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্বীকার করিলে তাহার মিথ্যাত্বও অপরিহার্য্য। ইহাই মূলকারের অভিপ্রায়।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—মূলকার যে পূর্ব্বে সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ সত্যাদি পদের লক্ষ্যার্থ অভিন্ন হইলেও বাচ্যার্থ অভিন্ন নহে। বাচ্যার্থের ভেদপ্রযুক্তই সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে না। সত্যপদ সত্যত্ববিশিষ্টবাচী, জ্ঞানপদ জ্ঞানত্ববিশিষ্টবাচী। এজন্য সত্যত্ব-বিশিষ্ট বস্তু ও জ্ঞানত্ববিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন। সুতরাং লক্ষ্যার্থ অভিন্ন হইলেও বাচ্যার্থের ভেদপ্রযুক্তই পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—অদ্বৈতবাদীর মতে সত্যাদি-পদশক্য সত্যত্বাদি অনৃতাদিব্যাবৃত্তিস্বরূপ অর্থাৎ অনৃতব্যাবৃত্তিই সত্যত্ব, জড়ব্যাবৃত্তিই জ্ঞানত্ব অথবা অস্বপ্রকাশব্যাবৃত্তিই জ্ঞানত্ব এবং পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তিই অনন্তত্ব। এই সত্যত্ব, জ্ঞানত্বাদি সত্যাদি-পদের শক্য অর্থ। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণ অদ্বৈতবাদীর মতে কোথায় প্রসিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ এই লক্ষণটি কি উপহিত ব্রহ্মের বলা হইবে? উপহিত ব্রহ্মে এই লক্ষণ সঙ্গত হয় না; কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে উপহিত ব্রহ্ম অনৃত, অস্বপ্রকাশ ও পরিচ্ছিন্নরূপ; তাহাতে অনৃতব্যাবৃত্তিরূপ সত্যত্ব,

সত্যত্বাদেরযোগাৎ। যোগে বা তস্যৈব অনৃতাদিব্যাবৃত্তত্বং স্যাৎ, ন শুদ্ধস্য। তস্মাৎ সত্যত্বাদীনাং শুদ্ধাদন্যত্রাসম্ভবাৎ বাক্যস্য লক্ষণয়া অখণ্ডার্থত্বে চ শুদ্ধে তদসিদ্ধেঃ পর্য্যায়ত্বপ্রসঙ্গঃ পদান্তরবৈয়র্থ্যঞ্চ তাদবস্থ্যমেব। ৯।

কিঞ্চ সত্যাদিপদলক্ষ্যং পদান্তরবাচ্যং ন বা? আদ্যে সবিশেষত্বস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। দ্বিতীয়ে লক্ষ্যত্বাসিদ্ধেঃ। লক্ষ্যত্ববাচ্যত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ, যত্র বাচ্যত্বং তত্র লক্ষ্যত্বম্, যথা গঙ্গাপদলক্ষ্যস্য তীরশব্দবাচ্যত্বম্, যন্নৈবং তন্নৈবং খপুষ্পবৎ ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং লক্ষ্যত্বাসিদ্ধেঃ।

অস্বপ্রকাশব্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানত্ব এবং পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তিরূপ অনন্তত্ব সম্ভাবিত নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম মিথ্যাদিব্যাবৃত্তিরূপ বলিয়া মূলকার "সবিশেষে সত্যত্বাদেঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে সত্ত্ব অখণ্ডজাতি-বস্তু নহে; কিন্তু মিথ্যাব্যাবৃত্তিরূপ বলিয়া তাহা সবিশেষ। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদী উপহিত ব্রহ্মে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণের অনুগতি স্বীকার করিতে পারেন না।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত ব্রহ্মেই উক্ত স্বরূপলক্ষণের অনুগতি স্বীকার করেন, তবে উপহিত ব্রহ্মেরই অনৃতাদিব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া যাইবে। উক্ত লক্ষণ শুদ্ধব্রহ্মের না হইয়া উপহিত ব্রহ্মেরই হইয়া পড়িবে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্যই প্রদর্শিত সত্যত্বাদি ধর্ম্ম উপহিত ব্রহ্মে স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধব্রহ্ম ভিন্ন উপহিত ব্রহ্মের উহা স্বরূপলক্ষণ নহে। শুদ্ধব্রহ্মেরই উহা স্বরূপলক্ষণ। শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ সম্পাদনের জন্যই "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বাক্যের লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি যাহার স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ যে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ, তাহাতে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম নাই। যেহেতু শুদ্ধব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক। উপহিত ব্রহ্মেও যে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সত্যাদি-পদের বাচ্যার্থ অদ্বৈতবাদীর মতে প্রসিদ্ধ হইল কোথায়? বাচ্যার্থের ভেদপ্রযুক্তই ত সত্যাদি-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তিদোষের বারণ করিতে অদ্বৈতবাদী প্রয়াস করিয়াছিলেন। সুতরাং সত্যত্বাদি ধর্ম্ম উপহিতে সম্ভাবিত নহে এবং শুদ্ধব্রহ্মেও নহে। শুদ্ধব্রহ্মে সত্যাদি-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত নাই। সুতরাং সত্যাদি বাক্য লক্ষণদ্বারা অখণ্ডার্থের প্রতিপাদক হইলে সত্যাদি-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি ও পদান্তরের ব্যর্থতা উভয়ই থাকিয়াই যাইবে। ৯।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধব্রহ্মকে সত্যাদি-পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু শুদ্ধব্রহ্ম সত্যাদি-পদের বাচ্য নহেন,—ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, সত্যাদি-পদের লক্ষ্য শুদ্ধব্রহ্ম সত্যাদি-পদের বাচ্য না হইলেও অন্য পদের বাচ্য কি না? ব্রহ্ম পদান্তরের বাচ্য হন কি না? যদি ব্রহ্ম পদান্তরের বাচ্য হন এরূপ স্বীকার করা যায়, তবে শুদ্ধব্রহ্মেরও সবিশেষত্বাপত্তি হইবে। কারণ বাচ্য বস্তুমাত্রই সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ বস্তু বাচ্য হইতে পারে না। গুণ-ক্রিয়া-জাত্যাদিবিশিষ্ট বস্তুই বাচ্য হইয়া থাকে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদান্তরের বাচ্য এরূপ বলা যায় না।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী যদি বলেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদান্তরেরও বাচ্য নহেন। যেমন সত্যাদি-পদের বাচ্য নহেন, এইরূপ সত্যাদি-পদভিন্ন অন্য পদেরও বাচ্য নহেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কেবলমাত্র লক্ষ্যই হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের এই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম যদি কোন পদেরই বাচ্য না হন, তবে তাহা লক্ষ্যও হইতে পারিবেন না। লক্ষ্যত্ব ও বাচ্যত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। এই দুইটি ধর্ম্মের যে কোন একটি না থাকিলে অপরটিও থাকিতে পারে না। যে বস্তু পদান্তরের লক্ষ্য, সে বস্তু পদান্তরের বাচ্যও হইয়া থাকে। যেমন—গঙ্গাপদলক্ষ্য তীর তীর-শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। যাহা বাচ্যই নহে, তাহা লক্ষ্যও হইতে পারে না।

ননু সত্যাদয়ঃ শব্দাঃ অসত্যাদিব্যাবৃত্তিদ্বারা লক্ষ্যে ব্রহ্মণি পর্য্যবস্যন্তীতি চেৎ ন, ব্রহ্মস্বরূপমাত্রস্য শ্রুতিং বিনাপি প্রাগেবাবিদ্যাধিষ্ঠানতয়া জ্ঞাতস্য পুনরপি "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ—২।১।১) ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যে সামান্যতোঽত্র চ সত্যাদিশব্দৈঃ সত্যত্বাদিবিশিষ্টতয়া ব্যাবৃত্তিবিশিষ্টতয়া চ জ্ঞাতত্বেন তজ্‌জ্ঞানস্য ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্যত্বাযোগাৎ, ব্যাবৃত্তিজ্ঞানস্যৈব ধর্ম্মিজ্ঞানসাধ্যত্বেন বিপরীতত্বাপাতাচ্চ। ১০।

কিঞ্চ ব্যাবৃত্তয়ঃ সত্যা মিথ্যা বা? আদ্যে ব্যাবর্ত্তকানামপি সত্যত্বাপত্তেঃ, ব্যাবহারিকৈঃ ব্যাবর্ত্তকৈঃ পারমার্থিকব্যাবৃত্ত্যসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ ব্যাবৃত্তিবিশিষ্টত্বাপত্ত্যাদ্বৈতভঙ্গাৎ, সবিশেষত্বাপত্তেশ্চ।

যেমন—খপুষ্পাদি। সুতরাং এই প্রদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা পদান্তরের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষ্যত্বও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—সত্যাদি শব্দ অসত্যাদি ব্যাবৃত্তিদ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব অসিদ্ধ হইবে কেন? বাচ্য না হইয়াও প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্ম লক্ষিত হইতে পারিবেন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের জ্ঞানের জন্য অদ্বৈতবাদীর মতে শ্রুতিপ্রমাণের কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতীতই, শ্রুতিপ্রমাণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্ম অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে জ্ঞাতই আছেন। "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম ভাসমানই আছেন। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর আদি বাক্য "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ইহাদ্বারা সামান্যরূপে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই বাক্যের পরবর্ত্তী "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণবাক্যের ঘটক সত্যাদি পদদ্বারা সত্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে এবং অসত্যাদিব্যাবৃত্তিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান অসত্যাদিব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্যই নহে। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে পূর্ব্বেই হইয়াছে। ব্যাবৃত্তিজ্ঞান পরে হইয়াছে। সুতরাং ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্য স্বরূপজ্ঞান হইবে কিরূপে?

আরও কথা এই যে—অসত্যাদিব্যাবৃত্তিজ্ঞানের ধর্ম্মী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মস্বরূপেই অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। ব্যাবৃত্তিজ্ঞান ধর্ম্মিজ্ঞানসাধ্য; ধর্ম্মিজ্ঞান না থাকিলে ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইতে পারে না। অসত্যাদিব্যাবৃত্তি কথার অর্থ—অসত্যাদির ভেদ। এই ভেদজ্ঞান ভেদের আশ্রয়ভূত ধর্ম্মীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। সুতরাং ব্যাবৃত্তিজ্ঞানের কারণ বলিয়া ধর্ম্মিজ্ঞান পূর্ব্বেই অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিপরীতই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানসাধ্যই ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইবে। কারণ ব্যাবৃত্তিজ্ঞান ধর্ম্মিজ্ঞানসাধ্য। ১০।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মে যে অসত্যাদির ব্যাবৃত্তি স্বীকার করেন অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অসত্যাদিব্যাবৃত্ত, ইহাই যে তাঁহারা বলেন, ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ব্রহ্মনিষ্ঠ অসত্যব্যাবৃত্তি, জড়ব্যাবৃত্তি ও পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তি প্রভৃতি সত্য অথবা মিথ্যা? যদি এই ব্যাবৃত্তিগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মগুলিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাবৃত্তির অর্থ ভেদ এবং ব্যাবর্ত্তক কথার অর্থ ভেদক অর্থাৎ ভেদের জ্ঞাপক। ভেদ অনাদি বস্তু বলিয়া তাহার জনক অপ্রসিদ্ধ। এজন্য ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি সত্য হইলে ব্রহ্মে এই ব্যাবৃত্তির ধর্ম্মগুলিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহাতে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম নাই, তাহাতে ব্যাবৃত্তিও সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মে সত্যব্যাবৃত্তির জন্য সত্যব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মও স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সিদ্ধ হইবে। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম পারমার্থিক না হইয়া যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে

দ্বিতীয়ে অসতঃ তুচ্ছস্য শশশৃঙ্গাদেরিব ব্যাবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ। তুচ্ছস্য যদি স্বয়ং কিঞ্চিৎ পদার্থত্বং স্যাৎ, তর্হি ভেদত্বমপি স্যাৎ, তত্তু নাস্ত্যেব। ন চ ব্যাবৃত্তিঃ স্বরূপমেবেতি বাচ্যম্, স্বরূপস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাভাবাৎ, ব্যাবর্ত্তকত্বে চ ব্যাবৃত্ত্যঙ্গীকারস্য বৈয়র্থ্যাৎ, তথাত্বে সবিশেষত্বাপত্তেদুর্ব্বারত্বাচ্চ। অভেদে সতি ভেদনির্ব্বাহকত্বং ব্যাবর্ত্তকত্বমিতি লক্ষণস্যাসমন্বয়াৎ। ১১।

কিঞ্চ ব্যাবর্ত্ত্যমসদাদিশব্দবাচ্যং সদ্বিলক্ষণমসদ্‌বিলক্ষণং বা? আদ্যে সদ্বিলক্ষণস্য বস্তুত্বে অদ্বৈতভঙ্গাৎ, অবস্তুত্বে ব্যাবৃত্তিবৈয়র্থ্যাৎ। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ, ব্যাবৃত্তব্যাবর্ত্ত্যয়োরৈক্যাপত্তেশ্চ।

এই ব্যাবহারিক ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক সবিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না বটে; কিন্তু ব্যাবহারিক ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মদ্বারা পারমার্থিক ব্যাবৃত্তিরও সিদ্ধি হইতে পারে না। আর এজন্য ব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি ব্যাবহারিক হইলে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যরূপতা সিদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মও ব্যাবহারিক সত্যই হইয়া পড়িবেন। সুতরাং ব্যাবৃত্তিকে সত্য বলিলে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের সত্যতা এবং ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিলে ব্যাবৃত্তিরও মিথ্যাত্বই হইবে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি হইবে। তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ ও ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তি এই উভয় দোষ হইবে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবৃত্তিকে মিথ্যা বলেন—তবে মিথ্যা ব্যাবৃত্তি অসদ্‌বস্তু; অসদ্‌বস্তু শশশৃঙ্গাদির মত তুচ্ছ; তুচ্ছ বস্তুতে ব্যাবৃত্তিত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তুচ্ছ বস্তু অপদার্থ; এজন্য তাহা ব্যাবৃত্তি বা ভেদ-স্বরূপ হইতে পারে না। ভেদ ও ব্যাবৃত্তি সত্য বস্তু। তুচ্ছও যদি পদার্থ হইত, তবে তাহা ব্যাবৃত্তি বা ভেদরূপ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা সম্ভাবিত নহে।*

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অসত্য প্রভৃতির ব্যাবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। ব্যাবৃত্তি ব্যাবৃত্তস্বরূপ; কিন্তু তাহার ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ব্যাবৃত্তি সত্য কি মিথ্যা এরূপ প্রশ্নই করা চলে না। এতদুত্তরে মূলকার বলেন যে—ব্যাবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ব্যাবর্ত্তক হইবে কে? ব্যাবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপই ব্যাবর্ত্তক এরূপ বলা যায় না। ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্ত্তক উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ এরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিলে ব্যাবৃত্তিস্বীকারই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্ব থাকিলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তিও দুর্ব্বার হইবে। ভেদনির্ব্বাহককেই ব্যাবর্ত্তক বলা হয়; ব্যাবর্ত্তকত্বের ইহাই লক্ষণ। সুতরাং অভেদে ভেদনির্ব্বাহকত্ব সম্ভাবিত নহে। ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্ত্তক উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ব্রহ্মের ভেদনির্ব্বাহকত্বরূপ ব্যাবর্ত্তকত্ব সম্ভাবিত হইবে কিরূপে? । ১১।

"সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি লক্ষণবাক্যের "সত্য" পদদ্বারা ব্রহ্মে অসত্যব্যাবৃত্তি প্রতীত হইয়া থাকে। সত্যাদি পদ অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। প্রদর্শিত ব্যাবৃত্তির আশ্রয়

---

* অদ্বৈতবাদিগণ অসৎকে মিথ্যা বলেন না। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুকেই তাঁহারা মিথ্যা বলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে এরূপ স্বীকার করা হয় না। সদ্বিলক্ষণ বস্তুই অসৎ; মিথ্যা বস্তু সদ্বিলক্ষণ বলিয়া তাহা অসৎই বটে। ব্যাঘাতদোষপ্রযুক্ত সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুই সম্ভাবিত নহে। এজন্য সিদ্ধান্তে সৎ ও অসৎ এই দুইটি রাশিই স্বীকার করা হয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ সৎ, অসৎ ও মিথ্যা এই রাশিত্রয় স্বীকার করেন। সিদ্ধান্তে অসৎ ব্যতীত মিথ্যা বলিয়া তৃতীয় রাশি স্বীকার করা হয় না। নৈয়ায়িকগণ মাত্র সৎ বস্তুই স্বীকার করেন; সৎ ও অসৎ ঐ দুইটি রাশি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সদেকস্বভাব জগৎ। কিন্তু সিদ্ধান্তে অসৎখ্যাতি স্বীকার করা হয় বলিয়া ভ্রমে ভাসমান বস্তু অসৎ অর্থাৎ সদ্বিলক্ষণ, এইরূপ স্বীকার করা হয়। এজন্য সিদ্ধান্তী সৎ ও অসৎ এই দুইটি রাশি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন না বলিয়া অসৎ নামক কোন রাশি স্বীকার করেন না। এজন্য মূলগ্রন্থে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে দুইটি কোটি দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে মিথ্যা কোটির অর্থ—"অসৎ" মনে করিয়াই সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদীর পক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন।

কিঞ্চ ব্যাবৃত্তয়ো ব্রহ্মভিন্না অভিন্না বা? আদ্যে দ্বৈতাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে ব্যাবৃত্তির্ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যাপত্তেঃ, ব্যাবৃত্তব্যাবর্ত্তয়োরভেদব্যবহারাভাবাচ্চ। কিঞ্চ ব্যাবৃত্তির্ব্রহ্মণি কল্পিতা যথার্থা বা? নাদ্যঃ, কল্পিতস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা ব্রহ্মহত্যাদৌ কল্পিতেনাপি ধর্ম্মত্বেন অধর্ম্ম-ব্যাবর্ত্তকত্বাপত্তেঃ, শূদ্রাদৌ কল্পিতেনাপি ব্রাহ্মণত্বেন শূদ্রাদিব্যাবর্ত্তকত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তভঙ্গাদিত্যলং বিস্তরেণ। ১২।

কিঞ্চ সত্যাদের্বিশেষ্যমাত্রপরত্বে বাক্যস্য উদ্দেশ্যবিধেয়বিভাগাভাবেন যৎকিঞ্চিদিত্যেব বোধনাৎ বুভুৎসানুপরমাপত্তেঃ, সামান্যস্য পূর্ব্বমেব প্রাপ্তত্বাৎ, বিশেষস্যানঙ্গীকারাচ্চ। তস্মাৎ সত্যাদিবাক্যানা-

---

ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত এবং অসত্যাদি ব্যাবৃত্তির ব্যাবর্ত্ত্য। ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগীকে ব্যাবর্ত্ত্য ও অনুযোগীকে ব্যাবৃত্ত বলা হয়। সুতরাং অসদ্ব্যাবৃত্তি, জড়ব্যাবৃত্তি ও পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তির ব্যাবর্ত্ত্য অসদাদি পদবাচ্য বস্তুই কি সদ্বিলক্ষণ অথবা অসদ্বিলক্ষণ? সদ্বিলক্ষণ বা অসদ্বিলক্ষণ বস্তুকেই কি অসদাদি পদদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? যদি বলা যায়—ব্যাবর্ত্ত্য অসৎ সদ্বিলক্ষণ। তাহা হইলে এই সদ্বিলক্ষণ যদি সত্য বস্তু হয়, তবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। ব্রহ্ম ও সদ্বিলক্ষণ এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায় অদ্বৈতমতের হানি হইবে এবং এই সদ্বিলক্ষণ ব্যাবর্ত্ত্যকে অবস্তু বলিলে ব্যাবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অবস্তুপ্রতিযোগিক ব্যাবৃত্তিও অবস্তুই হইবে। নিরূপকের অবস্তুত্বপ্রযুক্ত নিরূপ্যও অবস্তু হইয়া যাইবে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগী ব্যাবর্ত্ত্যকে অসদ্বিলক্ষণ বলেন, এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মও সৎস্বরূপ বলিয়া তাহা অসদ্বিলক্ষণ; এজন্য তাহা ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগী অর্থাৎ ব্যাবর্ত্ত্য হইয়া পড়িবে। ব্রহ্ম ব্যাবৃত্তির আশ্রয়; কিন্তু ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগী নহে। কিন্তু ব্যাবর্ত্ত্য অসদ্বিলক্ষণ বলিলে ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্ত্য এই উভয়ই এক হইয়া পড়িবে। ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্ত্য কখনও এক হইতে পারে না। ভেদের অনুযোগী ও প্রতিযোগী এক হইলে স্বএর ভেদ স্বতেই স্বীকার করা হয়। ভেদ্য ও ভিন্ন এক হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিগুলি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ব্যাবৃত্তিগুলিকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। আর ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ও ব্যাবৃত্তি একই বস্তু হইবে। আর তাহাতে "ব্যাবৃত্তি ব্রহ্ম" এইরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি অর্থাৎ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইবে। আর ব্যাবৃত্ত ব্রহ্ম ও অসত্যাদি ব্যাবৃত্তি এই উভয়ের অভেদব্যবহারের আপত্তি হইবে। কিন্তু কখনও এই উভয়ের অভেদব্যবহার হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিগুলি ব্রহ্মে কল্পিত কি যথার্থ? ব্যাবৃত্তিগুলি কল্পিত হইলে ব্রহ্মে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মও কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাবৃত্তির কল্পিতত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মকেও কল্পিত বলিতে হইবে। কিন্তু কল্পিত ধর্ম্ম ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে না। কল্পিত ধর্ম্মও যদি ব্যাবর্ত্তক হইত, তবে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপকার্য্যেও ধর্ম্মত্ব কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত ধর্ম্মত্বদ্বারা ব্রহ্মহত্যাদিতে অধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারিত। কল্পিত ধর্ম্মত্বেরও অধর্ম্মব্যাবর্ত্তকত্বের আপত্তি হইত। শূদ্রাদিতে কল্পিত ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মেরও শূদ্রাদিব্যাবর্ত্তকত্বের আপত্তি হইত। এইরূপ ব্যাবৃত্তিগুলি ব্রহ্মে যথার্থ এই দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম ও ব্যাবৃত্তি উভয়ই যথার্থ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যে ভঙ্গ হইবে—ইহা অতি সুস্পষ্ট। ১২।

আরও কথা এই যে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মলক্ষণবাক্যে ব্রহ্ম লক্ষ্য ও সত্যাদি লক্ষণ। এই লক্ষ্য ও লক্ষণ একই বস্তু হইলে বাক্যের অর্থবোধই হইতে পারিবে না। লক্ষ্যের অনুবাদ করিয়া লক্ষণের বিধান হইয়া থাকে;

মখণ্ডার্থনিষ্ঠত্বোক্তির্ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতৈবাগ্রে বিস্তরেণ নিরসিষ্যতে। তস্মাৎ স্বরূপলক্ষণং সর্ব্বথাপ্যসিদ্ধম্। নাপি দ্বিতীয়লক্ষণং বক্তুং শক্যম্, তস্যাপি সবিশেষে এব বস্তুনি সমন্বেতুমর্হত্বাৎ। ব্রহ্মণো লক্ষ্যত্বযোগে সুতরাং সবিশেষত্বাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। ১৩।

ইতি পরাভিমতাভীষ্টব্রহ্মলক্ষণগিরিনিপাতঃ॥

—— ০ ——

কিঞ্চ তন্মতে কারণসিদ্ধিরপি দুষ্করা, বিকল্পাসহত্বাৎ। শুদ্ধং জগৎকারণমুপহিতং বা অজ্ঞানাধ্যস্ত-পরমেশ্বরো বা? আদ্যে কিং বা শুদ্ধশব্দাভিধেয়ম্? "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥" ইতিসূত্রকারপিতৃনির্ণীতঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমো বা সর্ব্বপ্রমাণাবিষয়ো নির্ব্বিশেষসংজ্ঞকো বা? নাদ্যঃ, অনঙ্গীকারাৎ। অন্যথাপসিদ্ধান্তাপত্তেরস্মৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ,

---

এজন্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষণ বিধেয়। সত্যাদি পদ যদি ব্রহ্মমাত্রের প্রতিপাদক হয়, তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভেদ থাকে না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভেদ না থাকিলে সপ্রকারক বোধ হইতে পারে না। আর তাহাতে "যৎকিঞ্চিৎ" এইরূপ বোধ হইবে। বিধেয়দ্বারা বিশেষিতরূপে উদ্দেশ্যের বোধ হইবে না। উদ্দেশ্যরূপ ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবিশেষের বুভুৎসা-নিবৃত্তির জন্যই শ্রোতা লক্ষণবাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে। লক্ষণবাক্য হইতে "যৎকিঞ্চিৎ" এইরূপ বোধ হইলে শ্রোতার বুভুৎসার নিবৃত্তিই হইতে পারে না। উদ্দেশ্যরূপ ধর্ম্মিমাত্রের বোধ শ্রোতার পূর্ব্বেই ছিল। সামান্যরূপে জ্ঞাত উদ্দেশ্যে বিশেষ ধর্ম্ম জানিবার জন্যই শ্রোতার বুভুৎসা হইয়া থাকে। লক্ষণবাক্যদ্বারাও শ্রোতা পূর্ব্বে যাহা জানিয়াছিল, তাহাই প্রতিপাদন করা হইলে শ্রোতার বুভুৎসার নিবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। সামান্যরূপে জ্ঞাত লক্ষ্য ব্রহ্মে লক্ষণদ্বারা কোন বিশেষ স্বরূপের প্রতিপাদন না করিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসানিবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মে কোন বিশেষ স্বরূপ্র স্বীকার করেন না। এজন্য প্রদর্শিত লক্ষণবাক্য অদ্বৈতবাদীর মতে নিতান্ত নিষ্ফল। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে সত্যাদি বাক্যসমূহের অখণ্ডার্থনিষ্ঠতা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। সত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থনিষ্ঠতার খণ্ডন অগ্রে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ সর্ব্বথা অসিদ্ধ। এইরূপ তটস্থলক্ষণও অসিদ্ধ। তটস্থলক্ষণদ্বারাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বস্তুর তটস্থ-লক্ষণও হইতে পারে না। তটস্থলক্ষণও সবিশেষ বস্তুতেই সমনুগত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বীকার করিলে তাহাতে অবশ্যই লক্ষ্যত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্যত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সবিশেষত্ব অপরিহার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণদ্বারাও ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তিই হইবে। ১৩।

ইতি অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ খণ্ডন সমাপ্ত।

—— ০ ——

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সিদ্ধিও অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম কি জগতের কারণ? অথবা (২) উপহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ? (৩) অথবা অজ্ঞানাধ্যস্ত পরমেশ্বরই জগতের কারণ? প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের একটি পক্ষও সঙ্গত নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ শব্দের অভিধেয় কাহাকে বলেন? তাঁহাদের মতে শুদ্ধ-শব্দের অর্থ কি? তাঁহারা কি ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণের পিতা পরাশরের মতানুসারে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন? অথবা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন? পূর্ব্বপক্ষী প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন না। বলিলে তাঁহাদের

সর্ব্ববিশেষশূন্যস্য শ্রুত্যুক্তেক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পাদ্যনুপপত্তেঃ, সর্ব্বপ্রমাণশূন্যস্যাবস্তুত্বাৎ। শ্লোকার্থস্তু—হে মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্দঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে ইতি যোজনা। তস্য নির্ব্বচনমাহ—মহাবিভূত্যাখ্য ইতি। মহতী বিভূতির্যস্য সঃ মহাবিভূতিঃ, সৈব আখ্যা যস্য স তথা তস্মিন্, এতেন সর্ব্ববিশেষহীনো মানাবিষয়োঽত্র শুদ্ধপদার্থ ইতি পক্ষঃ শ্রীপরাশরেণৈব নিরস্তঃ স্পষ্টোঽত্র কণ্ঠরবেণ। তস্য লক্ষণমাহ—সর্ব্বকারণকারণ ইতি। সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রধানকর্ম্মপরমাণুজীবাদীনামেকৈককার্য্যবিশেষকারণানামপি কারণে "স কারণং করণাধিপাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বে-৬।৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তত্র হেতুঃ—পর ইতি। ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টে "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" (শ্বে-৬।১৬) ইতি শ্রুতেঃ। ১৪।

অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে এবং তাঁহাদিগকে আমাদের মতেই প্রবেশ করিতে হইবে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় ও সর্ব্ববিশেষশূন্য ব্রহ্ম অবস্তু বলিয়া তাঁহার শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ, বহুভবন প্রভৃতি সঙ্কল্পাদির অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। সূত্রকারের পিতা পরাশরের লিখিত শ্লোকের অর্থ এই যে—হে মৈত্রেয়! ভগবৎ-শব্দ শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিপাদক। ভগবৎ-শব্দের অর্থ এই যে—যিনি মহাবিভূতিসম্পন্ন, তাঁহাকেই ভগবান্ বলে। আর এজন্যই পরাশরশ্লোকে—"শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে" এইরূপ বলা হইয়াছে। মহাবিভূতিই শুদ্ধ ব্রহ্মের আখ্যা অর্থাৎ নাম। যাঁহার "মহাবিভূতি" এই আখ্যা আছে, তাঁহাকেই মহাবিভূত্যাখ্য বলা হইয়াছে। মহাবিভূতিসম্পন্ন শ্রীপুরুষোত্তমকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলায় "সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত প্রমাণের অবিষয় চৈতন্যই শুদ্ধপদের অর্থ" এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষও শ্রীপরাশরকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে। মহাবিভূতি নামদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীপরাশর কণ্ঠরবদ্বারাই অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমের লক্ষণ শ্রীপরাশরই বলিয়াছেন—পুরুষোত্তম সর্ব্বকারণের কারণ। জগতের কারণরূপে সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে, মীমাংসকগণ কর্ম্মকে, বৈশেষিকগণ চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে, কেহ কেহ জীবাদিকেও (জগতের কারণ বলিয়া) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মূলগ্রন্থে যে জীবাদি বলা হইয়াছে, এই আদিপদদ্বারা বৈনাশিক পক্ষ, কালকারণিক পক্ষ, শব্দকারণবাদী পক্ষ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। বাদিগণের প্রদর্শিত কারণ সর্ব্বকার্য্যের কারণ নহে; কিন্তু তাহা কতিপয় কার্য্যমাত্রের কারণ। এইজন্য পরাশরশ্লোকে সর্ব্বকারণকারণ বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ—বাদিগণের প্রদর্শিত প্রধানাদি সমস্ত কারণের যিনি কারণ, তিনিই সর্ব্বকারণকারণ। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর) শ্রীপুরুষোত্তমকে সমস্ত কার্য্যের কারণ বলা হইয়াছে। ইনিই সমস্ত করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি দেবতাগণেরও অধিপতি—স্বামী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি সূর্য্যাদি দেবতা; শ্রীপুরুষোত্তম এই দেবতাগণেরও অধিপতি। "এই সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমের কেহ জনয়িতা নাই এবং তাঁহার কেহ অধিপতিও নাই।" ইহাই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রের অর্থ। এই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে যে শ্রীপুরুষোত্তমকে সর্ব্বকারণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতিগণেরও অধিপতি বলা হইয়াছে, তদনুসারে পরাশরশ্লোকে "পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে" এই পর-শব্দদ্বারা তাঁহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরাশরশ্লোকে পর-শব্দ "ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" এই শ্রুতি হইতেও শ্রীপুরুষোত্তমকে ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানা যায়। প্রধানপদদ্বারা ক্ষর এবং ক্ষেত্রজ্ঞপদদ্বারা অক্ষরকে শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রুতি এই পুরুষোত্তমকেই গুণেশ বলিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি ষড়্গুণপরিপূর্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রথম পক্ষ শ্রীপরাশরের উক্তি ও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া নিরস্ত হইল। অদ্বৈতবাদিগণ যাঁহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন, প্রদর্শিত শ্রুতি ও পরাশরবাক্যে তাহার বিপরীতই বলা হইয়াছে। ১৪।

প্রথমপক্ষ নিরাস সমাপ্ত

নাপি উপহিতং ব্রহ্ম কারণমসম্ভবাৎ। তথাহি—উপহিতং বিম্বরূপং প্রতিবিম্বরূপং বা কারণত্বেনাভিপ্রেতম্? অত্রাহুঃ কেচিৎ—বিম্বাত্মকমেব, তথাহি—একমেব চৈতন্যং বিম্বত্বাক্রান্তং সৎ ঈশ্বরচৈতন্যং প্রতিবিম্বত্বাক্রান্তং জীবচৈতন্যঞ্চাভিধীয়তে। বিম্বপ্রতিবিম্বকল্পনোপাধিশ্চ একজীববাদে অবিদ্যা, অনেকজীববাদে অন্তঃকরণানি। অবিদ্যান্তঃকরণোপাধিপ্রযুক্তো জীবপরয়োর্ভেদঃ, অবিদ্যাকৃতদোষাশ্চ প্রতিবিম্বে জীবে এব, ন বিম্বে পরমেশ্বরে, উপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বাৎ। তত্র বিম্বরূপমেব জগৎকারণমিতি চেৎ ন, অনুপপন্নত্বাৎ। গ্রীবাস্থমুখস্য দর্পণপ্রদেশ ইব বিম্বরূপচৈতন্যস্য জীবপ্রদেশে ব্যাপ্ত্যভাবাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামি-

---

অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। উপহিত ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষ। এই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। উপহিত-শব্দের অর্থ—উপাধিযুক্ত। মুখ দর্পণাদি উপাধিযুক্ত হইয়া বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিম্ব এবং গ্রীবাস্থ মুখ বিম্ব। সুতরাং উপহিত বস্তু বিম্ব বা প্রতিবিম্ব হইতে পারে। উপহিত ব্রহ্মকে কারণ বলায় বিম্বরূপ ব্রহ্ম অথবা প্রতিবিম্বরূপ ব্রহ্মকে কারণ বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিবরণকার প্রভৃতি কোন কোন অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত ব্রহ্মকে কারণ বলায় বিম্বরূপ ব্রহ্মকেই কারণ বলা হইয়াছে এরূপ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—চৈতন্য এক হইলেও উপাধিবশতঃ বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে ভিদ্যমান হইয়া থাকে। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ উপাধিকল্পিত বলিয়া তাহা মিথ্যা। যাহা হউক, একই চৈতন্য বিম্বত্বাক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরচৈতন্য এবং প্রতিবিম্বত্বাক্রান্ত হইয়া জীবচৈতন্য নামে অভিহিত হয়। এই বিম্ব-প্রতিবিম্বকল্পনার উপাধি—একজীববাদে অবিদ্যা এবং অনেকজীববাদে অন্তঃকরণসমূহ। এই একজীববাদ ও অনেকজীববাদ বিবরণগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবরণের চতুর্থ বর্ণকের শেষভাগে অনেকজীববাদের সমর্থন এবং নবমবর্ণকে একজীববাদের সমর্থন করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ এই একজীববাদকেই তাঁহাদের চরম (মুখ্য) সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। এই অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের ভেদ হইয়া থাকে। আর অবিদ্যারূপ উপাধিকৃত দোষ প্রতিবিম্ব জীবেই থাকে; কিন্তু বিম্ব পরমেশ্বরে থাকে না। বিম্ব-প্রতিবিম্বের বিভাগ উপাধিকৃত হইলেও উপাধিপ্রযুক্ত দোষ প্রতিবিম্বেই থাকে, বিম্বে থাকে না। মলিন দর্পণাদি উপাধিপ্রযুক্ত দোষ মালিন্যাদি প্রতিবিম্বেই উপলব্ধ হয়; বিম্বে নহে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ "উপাধি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী" এইরূপ বলিয়া থাকেন। এজন্য বিম্বরূপ ঈশ্বরচৈতন্যই জগতের কারণ, ইহাই তাঁহারা বলেন। সুতরাং উপহিত বিম্বরূপ চৈতন্যই জগতের কারণ। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষ।

অদ্বৈতবাদিগণের এই দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ রূপবদ্‌দ্রব্য দর্পণাদিতে রূপবদ্ দ্রব্য মুখাদির প্রতিবিম্ব যুক্তিসিদ্ধ হইলেও রূপরহিত অবিদ্যাতে রূপরহিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব যুক্তিবিরুদ্ধ। আরও কথা এই যে—বিম্বস্থানীয় গ্রীবাস্থ মুখ প্রতিবিম্বপ্রদেশ দর্পণাদিতে থাকে না। বিম্ব প্রতিবিম্বপ্রদেশকে ব্যাপন করে না। এইরূপ বিম্বচৈতন্য ঈশ্বরেরও জীবপ্রদেশে ব্যাপ্তি সম্ভাবিত হইবে না। ঈশ্বরচৈতন্য জীবপ্রদেশ ব্যাপন করিতে পারিবে না। আর তাহাতে ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব যাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "যে আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" এই সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বের ভঙ্গ হইয়া যাইবে। প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসারে ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—বিম্বরূপ চৈতন্যই জগৎকারণ এবং অবিদ্যাকৃত দোষ প্রতিবিম্বজীবেই থাকিবে, এরূপ বলা যায় না। কারণ উপাধির প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্ব নিয়মই অসিদ্ধ। এই নিয়ম যে অসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। অগ্রেও প্রদর্শন করা যাইবে। উপাধিকৃত দোষদ্বারা যেমন প্রতিবিম্ব দুষ্ট হয়, এইরূপ বিম্বও দুষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য অবিদ্যাকৃত দোষদ্বারা জীবের মত জগৎকারণ ঈশ্বরও দুষ্ট হইয়া পড়িবে। অবিদ্যাকৃত দোষ যেমন

ভঙ্গপ্রসক্তেশ্চ। নাপি বিম্বরূপং জগৎকারণম্, অবিদ্যাকৃতদোষা জীব ইব কারণেঽপি স্যুরুপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বানিয়মাৎ। প্রতিবিম্ববাদশ্চ পূর্ব্বমেব নিরস্তো নিরসিষ্যমাণশ্চেতি। ন চরমঃ, অধ্যাসস্যাসিদ্ধ্যা অধ্যস্তস্য সুতরামসিদ্ধেঃ। ১৫।

কিঞ্চ কিং তাবদুপাদানত্বম্? ভ্রমাধিষ্ঠানত্বমিতি চেৎ ন, উপাদানে মৃদাদৌ ভ্রমাধিষ্ঠানত্বস্য ভ্রমাধিষ্ঠানে চ শুক্ত্যাদৌ উপাদানত্বস্য ব্যবহারাভাবাৎ, পারিভাষিকোপাদানত্বস্য চ অনুপাদানত্বে এব পর্য্যবসানাৎ। এতেন অসত্যরূপান্তরাপত্তির্বিবর্ত্তঃ, সত্যরূপান্তরাপত্তিস্তু পরিণামঃ, রূপান্তরাপত্তিমাত্রং তু উপাদানত্বম্। তচ্চ ব্রহ্মণো বিবর্ত্তরূপবিশেষেণাপি উপপন্নম্। নির্ব্বিকারশ্রুতিস্তু তাত্ত্বিকবিকারাভাবাভিপ্রায়িকা। ব্রহ্ম চাজ্ঞাতং প্রপঞ্চরূপেণ বিবর্ত্ততে ইতি। অজ্ঞানমপি পরিণামিতয়া উপাদানান্তর্গতম্, রূপ্যমপি শুক্তিবিবর্ত্তত্বাৎ অজ্ঞানপরিণামত্বাচ্চ উভয়োপাদানকমিতি নিরস্তম্। ত্বয়াপি "মিথ্যাভূতস্য মিথ্যাভূতমেব

জীবে ঘটিবে, সেইরূপ জগৎকারণ ঈশ্বরেও ঘটিবে। আর প্রতিবিম্ববাদ পূর্ব্বেই নিরাস করা হইয়াছে। অগ্রেও নিরাস করা হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত। "অজ্ঞানাধ্যস্ত চৈতন্যই ঈশ্বর" এইরূপ বলা যায় না। কারণ অধ্যাসই অসিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অধ্যাসই অসিদ্ধ বলিয়া অধ্যস্তও সুতরাং অসিদ্ধ হইবে। ১৫।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ নিরাস সমাপ্ত।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব স্বীকার করেন, এই উপাদানত্ব বস্তুটি কি? যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন— ভ্রমাধিষ্ঠানত্বই উপাদানত্ব। ভ্রমের অধিষ্ঠানকেই উপাদান বলে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকাদিতে ভ্রমাধিষ্ঠানত্বের ব্যবহার হয় না। অর্থাৎ যাহা কোন বস্তুর যথার্থ উপাদান, তাহা সেই বস্তুর ভ্রমাধিষ্ঠান নহে। এইরূপ রজতাদিভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্ত্যাদিতে রজতাদির উপাদানত্বের ব্যবহার হয় না। অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ ভ্রমের অধিষ্ঠান, তাহা তাহার উপাদান নহে। রজতভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি রজতের উপাদান নহে। সুতরাং ভ্রমাধিষ্ঠানত্বকেই উপাদানত্ব বলিলে ইহা উপাদানত্বের পরিভাষামাত্র হইবে। কিন্তু ইহা উপাদানত্বের নির্ব্বচন হইতে পারে না। অনুপাদানই অধিষ্ঠান হয় বলিয়া অধিষ্ঠানকে উপাদান বলিলে তাহা অনুপাদানেই পর্য্যবসিত হইবে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অসত্য রূপান্তরাপত্তি বিবর্ত্ত এবং সত্য রূপান্তরাপত্তি পরিণাম। এই বিবর্ত্ত ও পরিণামসাধারণ রূপান্তরাপত্তিমাত্রই উপাদানত্ব। রূপান্তর কোন স্থলে মিথ্যা কোন স্থলে সত্য হইলে রূপান্তরাপত্তি উভয় স্থলেই আছে। এতাদৃশ উপাদানত্ব জগদ্বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান ব্রহ্মেও আছে বলিয়া কোন দোষ নাই। বিবর্ত্ত বা পরিণাম উভয় স্থলেই রূপান্তরাপত্তিরূপ উপাদানত্ব আছে। রূপান্তর অসত্য হইলেও রূপান্তরাপত্তিরূপ উপাদানত্বের কোন হানি নাই। শ্রুতিই যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারও অভিপ্রায়— ব্রহ্মে তাত্ত্বিক কোন বিকার নাই। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ বিকারী হন না। অতাত্ত্বিক বিকারদ্বারা অর্থাৎ অসত্য বিকারদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বের কোন হানি হয় না। অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞাত ব্রহ্ম বিবর্ত্তিত হইলেও অজ্ঞান প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞান প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান। ব্রহ্ম ও অজ্ঞান উভয়ই প্রপঞ্চের উপাদান। ব্রহ্ম বিবর্ত্তোপাদান ও অজ্ঞান পরিণামী উপাদান। মিথ্যা রজতাদিও শুক্তির বিবর্ত্ত বলিয়া শুক্ত্যুপাদানক এবং শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের পরিণাম বলিয়া রজত অজ্ঞানোপাদানক। এইরূপে শুক্তি-রজত যেমন উভয় উপাদানক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রপঞ্চও ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এই উভয়োপাদানক।

উপাদানমন্বেষণীয়ম্, সত্যত্বে কার্য্যস্যাপি কারণস্বভাবতয়া সত্যত্বপ্রসঙ্গ” ইতি বদতা সত্যস্য অসত্যরূপাপত্তেঃ নিষেধাৎ, স্বভাবত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চ। কিঞ্চ সত্যস্য অসত্যরূপতাপত্তৌ তদাপত্তিযোগ্যতারূপধর্ম্মোঽপি অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বসামর্থ্যশূন্যস্য তথাত্বাসম্ভবাৎ। তথাত্বে চ নির্ব্বিশেষত্বভঙ্গাৎ। ন চ উপাদানং মায়া, ঈশ্বরো নিমিত্তম্, শুদ্ধং ব্রহ্ম অধিষ্ঠানমিতি বাচ্যম্, অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাভাবেন ত্বন্মতে তদর্থস্য প্রকৃত্যধিকরণাদের্ব্বিরোধাপত্তেঃ। ১৬।

অথ কো বা পরমেশ্বরঃ? মায়াবচ্ছিন্নশ্চেতন ইতি চেৎ ন, ভ্রান্তত্বপ্রসঙ্গাৎ, “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” (মু-১।১।৯) “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছা-৮।১।৫) ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ। ন চ মায়াবচ্ছিন্নবিষয়িকৈব সার্ব্বজ্ঞ্যাদিশ্রুতিঃ, শুদ্ধে ধর্ম্মত্বাযোগাদিতি বাচ্যম্, বালভাষিতত্বাৎ। মায়াবচ্ছিন্নস্য ভ্রান্তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-যোগম্ অনুন্মত্তঃ কো ব্রূয়াৎ, জন্মান্ধস্য কমলনয়নসম্বোধনং তদুপহাসমাত্রমেবেত্যর্থঃ। ন চ “মায়াস্তু

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ নিজেই বলিয়াছেন যে—মিথ্যাভূত বস্তুর মিথ্যাভূতই উপাদান অন্বেষণ করিতে হইবে। উপাদান সত্য হইলে উপাদেয় কার্য্যেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। কারণ কার্য্য কারণস্বভাব হইয়া থাকে। এইরূপ বলাতে অদ্বৈতবাদিগণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে—সত্য বস্তু অসত্য-রূপাপন্ন হইতে পারে না। সত্য বস্তুই যদি অসত্যরূপাপন্ন হইতে পারিত, তবে অসত্য কার্য্যের জন্য অসত্য উপাদান অন্বেষণ করিতে হইত না। সত্য বস্তুর অসত্যরূপতাপত্তি স্বীকার করিলে সত্য বস্তুর স্বভাবত্যাগের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে—সত্য বস্তুর অসত্যরূপতাপত্তি স্বীকার করিলে অসত্যরূপতাপত্তিযোগ্যতারূপ ধর্ম্মও ব্রহ্মে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বসামর্থ্যশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে তাদৃশ যোগ্যতারূপ ধর্ম্মও সম্ভাবিত নহে। তাদৃশ যোগ্যতারূপ ধর্ম্ম শুদ্ধ ব্রহ্মে স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রপঞ্চের উপাদান মায়া; কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিষ্ঠান। অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন না। কারণ এরূপ বলাতে শুদ্ধ ব্রহ্ম উপাদান নহে বলিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের হানি না হইলেও প্রপঞ্চের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ অভিন্ন বস্তু ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রদর্শিত প্রকৃত্যধিকরণে ব্রহ্মের প্রপঞ্চোপাদানত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবাদিগণ ঐরূপ বলিলে তাঁহাদের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। আর প্রকৃত্যধিকরণাদিরও বিরোধ ঘটিবে। সুতরাং মায়াই উপাদান, ব্রহ্ম উপাদান নহে, এরূপ কথা অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না। ১৬।

অদ্বৈতবাদিগণের মতে পরমেশ্বর বস্তুটি কি? তাঁহারা যদি মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যকে পরমেশ্বর বলেন, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে; কারণ মায়াবিশিষ্ট পুরুষ ভ্রান্ত হইয়া থাকে। পরমেশ্বর মায়াযুক্ত হইলে তাঁহারও ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও সত্যকামত্বাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধা হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি শ্রুতি মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যেরই প্রতিপাদক, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম শুদ্ধ চৈতন্যে থাকিতে পারে না। এজন্য মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যকেই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি বালকের উক্তি। মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য ভ্রান্তই হইয়া থাকে। ভ্রান্তের সর্ব্বজ্ঞত্ব উন্মত্ত ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তিকে “কমলনয়ন” পদের দ্বারা সম্বোধন করিলে তাহা উপহাসমাত্রই হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—“মায়াস্তু প্রকৃতিম্” এই শ্রুতিতে মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ীকে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিই কণ্ঠরবদ্বারা পরমেশ্বরের মায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং উন্মত্ততা দোষ শ্রুতিরই হইবে;

প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্” (শ্বে-৪।১০) ইতি শ্রুত্যৈব কণ্ঠরবেণ মায়িত্বপ্রতিপাদনাৎ শ্রুতেরেবোন্মত্ত-যোগো বাচ্যো নাস্মাকং দোষাবহ ইতি বাচ্যম্, যতো মায়িত্বঞ্চাত্র মায়ানিয়ন্তৃত্বং শ্রুত্যা বিবক্ষিতম্। তচ্চ সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যচিন্ত্যানন্তস্বাভাবিকশক্ত্যাশ্রয়স্য মহাবিভূত্যাখ্যস্য শুদ্ধস্যৈবাসাধারণো ধর্ম্মো নান্যস্য পারিভাষিকশুদ্ধস্য মায়াবচ্ছিন্নস্য বা, স্ত্রীসংযোগাদপি প্রজোৎপাদনং পুংস্ত্বধর্ম্মবত এব, ন তু ক্লীবস্য, নির্ব্বিশেষস্য ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পাদ্যসম্ভবাৎ। মায়াবচ্ছিন্নস্য ভ্রান্তিযোগান্ন মায়ানিয়ন্তৃত্বসম্ভাবনাপীতি ভাবঃ।১৭।

অপি চ কিং তাবৎ কর্ত্তৃত্বম্? পারিভাষিকং শুক্ত্যাদিবৎ অধিষ্ঠানমাত্রত্বং বা? ভ্রান্তবদধ্যাসদ্রষ্টৃত্বং বা? মায়াবিবৎ মোহকত্বং বা? কুলালাদিবৎ উপাদানগোচরপ্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্বং বা? নাদ্যঃ, ত্বন্মতে

আমাদের তাহাতে কোন দোষ নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতি যে পরমেশ্বরকে মায়ী বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—পরমেশ্বর মায়ার নিয়ন্তা। মায়ার নিয়ন্তৃত্বই মায়িত্ব; আর ইহাই শ্রুতির বিবক্ষিত। এই মায়ানিয়ন্তৃত্বরূপ মায়িত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক শক্তির আশ্রয় মহাবিভূতি* নামধেয় শুদ্ধ পরমেশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য কোন পারিভাষিক শুদ্ধ বস্তুর ধর্ম্ম নহে। আধুনিক সঙ্কেতকে পরিভাষা বলে। অদ্বৈতবাদিগণ যাহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন, তাহা তাঁহাদের পরিভাষামাত্র। এইরূপ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যেও মায়ানিয়ন্তৃত্বরূপ মায়িত্ব সম্ভাবিত নহে। এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও সম্ভাবিত নহে। পুংস্ত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবই স্ত্রীসংযোগদ্বারা প্রজা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পুংস্ত্বধর্ম্মরহিত ক্লীব তাহা পারে না। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; সর্ব্ববিশেষরহিত চিন্মাত্র ব্রহ্মের বহুভবন-বিষয়ক সংকল্পাদি অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম ক্লীবতুল্য বলিয়া বহুভবন-সঙ্কল্পাদির কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই ব্রহ্ম হইলে এই ব্রহ্মও ভ্রান্তিযুক্ত হইত। আর তাহাতে ভ্রান্তিযুক্ত ব্রহ্মের মায়ানিয়ন্তৃত্বও সম্ভাবিত হইত না। ১৭।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কর্ত্তৃত্ব বস্তুটি কি? (১) ইহা কি—শুক্তি প্রভৃতিতে যেমন অধ্যস্ত রজতাদির অধিষ্ঠানত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন, এইরূপ কল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত্বই ব্রহ্মের পারিভাষিক কর্ত্তৃত্ব? প্রদর্শিত অধিষ্ঠানত্বকে লোকদৃষ্টি অনুসারে কর্ত্তৃত্ব বলা যায় না। ঘটাদির কর্ত্তা কুলালাদিতে যে কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা প্রদর্শিত অধিষ্ঠানত্বরূপ নহে। অধিষ্ঠানত্বকে কর্ত্তৃত্ব বলিলে তাহা পরিভাষামাত্রই হইবে। (২) অথবা অধ্যস্ত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব যেমন ভ্রান্ত পুরুষে থাকে, সেইরূপ অধ্যস্ত প্রপঞ্চের দ্রষ্টৃত্বই কি অধ্যস্ত জগৎপ্রপঞ্চের ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব? (৩) অথবা মায়াবী পুরুষের মত অন্যের মোহ-জনকত্বরূপই কি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব? (৪) অথবা ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুলালাদির মত ঘটের উপাদানবিষয়ক প্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্বই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব? অর্থাৎ জগতের উপাদানবিষয়ক প্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্বই ঈশ্বরে জগতের কর্ত্তৃত্ব? এই প্রদর্শিত চারিটি † পক্ষের প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অধিষ্ঠানকেই উপাদান বলা হইয়া থাকে। উপাদান অধিষ্ঠানাতিরিক্ত নহে। সুতরাং অধিষ্ঠানত্বই যদি কর্ত্তৃত্ব হয়, তবে কর্ত্তৃত্ব-উপাদানত্বের পর্য্যায়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ এই উভয়কে এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে “পরমেশ্বরই জগতের কর্ত্তা এবং উপাদান” এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ প্রদর্শিতরূপে কর্ত্তৃত্বই উপাদানত্ব; সুতরাং কর্ত্তা বলিলে আর উপাদান বলিবার

---

* মহাবিভূতি শব্দের অর্থ—ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

† (১) অধিষ্ঠানত্ব, (২) অধ্যাসদ্রষ্টৃত্ব, (৩) মোহকত্ব (৪) ও উপাদানবিষয়ক প্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্ব।

অধিষ্ঠানাতিরিক্তোপাদানত্বাভাবেন কর্ত্তৃত্বোপাদানত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যোক্ত্যযোগাৎ। "তদৈক্ষত" (ছা-৬।২।৩) "নামরূপে ব্যাকরোৎ" (ছা-৬।৩।৩) ইত্যাদিশ্রুতীনাং বাধাচ্চ। ন হি চেতনঃ অচেতনঃ বা স্বস্মিন্ আরোপিতং সঙ্কল্প্য করোতীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, ভ্রান্তস্য প্রেক্ষাপূর্ব্বকমারোপিত-কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ। ব্রহ্মণঃ অভ্রান্তত্বেন অকর্ত্তৃত্বাৎ জীবস্য ভ্রান্তত্বেন কর্ত্তৃত্বস্যাপাতাচ্চ। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, শ্রুত্যাদিবিরোধাৎ অসম্ভবাৎ। জগত ঈশ্বরং মুক্ত্বা সংসারিণো জগজ্জন্মকর্ত্তৃত্বসম্ভাবনায়া অসম্ভবাৎ।

আবশ্যকতা থাকে না; বলিলে পুনরুক্তি দোষই হয়। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ পরমেশ্বরকে কর্ত্তা ও উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং উপাদানত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও অধিষ্ঠানত্বকে একার্থক বলা যায় না।

আরও কথা এই যে—পরমেশ্বর ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদৈক্ষত, নামরূপে ব্যাকরোৎ।" অদ্বৈতমতে এই সকল শ্রুতিরও বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ অদ্বৈতমতে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত—অধ্যস্ত। চেতন বা অচেতন কেহই নিজেতে আরোপিত বস্তু সঙ্কল্পপূর্ব্বক করে না। শুক্তিতে আরোপিত রজত শুক্তিসঙ্কল্পপ্রযুক্ত নহে এবং অদ্বৈতমতে জীবে আরোপিত মনুষ্যশরীরাদি জীবসঙ্কল্পপ্রযুক্ত নহে অর্থাৎ জীব সঙ্কল্পপূর্ব্বক রচনা করে না। ঘটাদির কর্ত্তা কুলালাদি যেমন সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, এইরূপ জীব সঙ্কল্পপূর্ব্বক দেহাদি নির্ম্মাণ করে না। সুতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠানকে কর্ত্তা বলা যায় না। কার্য্যের সঙ্কল্পপূর্ব্বক অনুষ্ঠাতাকেই কর্ত্তা বলে। এজন্য প্রথম পক্ষ অসঙ্গত।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; অধ্যাসের দ্রষ্টাকে কর্ত্তা বলা যায় না। অধ্যাসের দ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষ। ভ্রান্ত পুরুষে আরোপিত বস্তুর বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব নাই। শুক্তিতে রজতের দ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষ শুক্তিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক রজতের নির্ম্মাণ করে না। অধ্যাসের দ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষই হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যাসদ্রষ্টৃত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব অভ্রান্ত ব্রহ্মে সম্ভাবিত নহে। ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব অধ্যাসদ্রষ্টৃত্বরূপ হইতে পারে না। প্রত্যুত অধ্যাসদ্রষ্টৃত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব ভ্রান্ত জীবেরই সম্ভাবিত। সুতরাং জগদধ্যাসের দ্রষ্টৃত্বরূপ জগৎকর্ত্তৃত্ব যেমন ব্রহ্মে অসম্ভাবিত, সেইরূপ জীবেই সম্ভাবিত। সুতরাং অদ্বৈতমতে জগৎকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে সিদ্ধ না হইয়া জীবেই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা না হইয়া জীবই জগৎকর্ত্তা হইয়া পড়ে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—আমরা জীবেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিব; ব্রহ্মের নহে; জীবে জগৎকর্ত্তৃত্বের আপত্তি আমাদের অনিষ্ট নহে; প্রত্যুত আমাদের ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ইহাতে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব-প্রতিপাদক শ্রুত্যাদিপ্রমাণের বিরোধ হইবে। আরও কথা এই যে—সংসারী জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বথা অসম্ভাবিত। ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী অসর্ব্বজ্ঞ জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভাবিতই হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে—ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীব হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবিতও হইতে পারে না। সুতরাং জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার কেবল যে শ্রুত্যাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ, তাহাই নহে; কিন্তু অদ্বৈতবাদের ভাষ্যকারের উক্তিরও বিরুদ্ধ।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—আমরা শুদ্ধ ব্রহ্মকে জগৎকর্ত্তা বলি না। শুদ্ধ ব্রহ্ম অভ্রান্ত হইলেও মায়াসম্বলিত ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা এবং মায়াসম্বলিত ঈশ্বর ভ্রান্তই বটেন। সুতরাং ভ্রান্তের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। ভ্রান্ত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ভ্রান্ত জীবের মত ভ্রান্ত ঈশ্বরেরও সংসারাদির আপত্তি হইবে। ভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও বিরোধ হইবে।

"জগত ঈশ্বরং মুক্ত্বা সংসারিণ উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুমশক্য"মিত্যাদিত্বদ্ভাষ্যবিরোধাচ্চ। ন চ শুদ্ধস্যাভ্রান্তত্বেঽপি মায়াসম্বলিতঃ কর্ত্তা ঈশ্বরো ভ্রান্ত ইতি বাচ্যম্, তথাত্বে তস্য সংসারান্থাপাতেন সর্ব্বজ্ঞত্বশ্রুতিবাধাৎ। কিঞ্চ পক্ষদ্বয়েঽপি "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) ইত্যাদিসূত্রেষু কর্ম্মসাপেক্ষত্বেনৈব বৈষম্যাদিপরিহারোঽযুক্তঃ স্যাদধিষ্ঠানত্বাদিনা তদপ্রসক্তেঃ।১৮

ন তৃতীয়ঃ, ব্যামোহনীয়জীবাদর্শনে ব্যামোহকত্বাসম্ভবাৎ। দর্শনে চ ভ্রান্তত্বাপত্তেঃ, ব্যামোহকত্বস্যাপি আরোপিতত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেশ্চ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ-৬।৩।২) "নামরূপে ব্যাকরোৎ" (ছা-৬।৩।৩) ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ। ন হি মায়াবী রাজাদিকং করবাণীতি সঙ্কল্প্য করোতি, কিন্তু দর্শয়ানীতি সঙ্কল্প্য দর্শয়তি। কিঞ্চ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ-১।১।২) ইতি সূত্রে

আরও কথা এই যে—প্রদর্শিত দুইটি পক্ষেই "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরে জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়ত্ব দোষের আপত্তি হয়; এই আপত্তি পরিহারের জন্য সূত্রকার জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর বিষম সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলিয়া প্রদর্শিত দুইটি দোষের আপত্তি হয় না বলিয়াছেন। ঈশ্বর জীব-কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এজন্য ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হয় না বলা হইয়াছে। যদি অধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব বা অধ্যাসদ্রষ্টৃত্বরূপই ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব হইত, তবে ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষের প্রসক্তিই হইতে পারিত না। বৈষম্যাদি দোষের প্রসক্তি না হইলে তাহার পরিহার বলাও সূত্রকারের সঙ্গত হইত না। অপ্রসক্ত দোষের পরিহারের জন্য সূত্রকার সূত্র রচনা করেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উভয় পক্ষেই সূত্রকারপ্রদর্শিত পরিহার অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। ১৮।

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে অর্থাৎ মায়াবীর মত মোহকত্বই ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব এরূপ বলা যায় না। ব্যামোহকত্বই যদি জগৎকর্ত্তৃত্ব হয়, তবে ব্যামোহনীয় না থাকিলে ব্যামোহ কাহাকে ব্যামোহন করিবে? যদি ব্যামোহক ঈশ্বর ব্যামোহনীয় জীবের দর্শন না করেন, তবে ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বই সম্ভাবিত হইবে না। আর যদি ব্যামোহক ঈশ্বর ব্যামোহনীয় জীবগণকে দর্শন করেন, তবে ব্যামোহনীয় জীবের দর্শনহেতু ঈশ্বরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ ব্যামোহনীয় জীব মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তুর দ্রষ্টাকেই ভ্রান্ত বলে।

আরও কথা এই যে—ঈশ্বরের ব্যামোহকত্ব ধর্ম্মও আরোপিত বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরের ব্যামোহকত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যামোহকত্ব ধর্ম্মের আরোপিতত্ব সিদ্ধি হইবে এবং আরোপিতত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যামোহকত্বের সিদ্ধি হইবে। আরও কথা এই যে—ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বরূপ জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে "নামরূপে ব্যাকরবাণি" "নামরূপে ব্যাকরোৎ" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। কারণ মায়াবী পুরুষ মায়ানির্ম্মিত বস্তুর সঙ্কল্পপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করে না; কিন্তু মায়াবী পুরুষ "ইহাদিগকে মায়িক বস্তু দর্শন করাইব" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক মায়িক বস্তু রাজা নগর প্রভৃতির দর্শনমাত্র করাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি "ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক জগৎ নির্ম্মাণ করেন" ইহাই বলিয়াছেন। এজন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে "ঈশ্বর জগজ্জন্মাদির কারণ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর জগজ্জন্মাদির কারণ বলিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বও অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারা লব্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত ঈশ্বরের জগজ্জন্মাদিকারণত্ব উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া জগৎকারণত্বদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থাৎ লব্ধ হইয়া থাকে। এই অর্থাপত্তিপ্রমাণলব্ধ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বের স্ফুরণের জন্য অর্থাৎ দৃঢ়ত্ব সম্পাদনের জন্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্রটি বলা হইয়াছে। ঈশ্বর ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের প্রণেতা; ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের প্রণেতৃত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রসিদ্ধ

অর্থলব্ধসার্ব্বজ্ঞ্যাদিস্ফোরণার্থং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ—১।১।৩) ইতি সূত্রমিতি যৎ পরেষাং সিদ্ধান্তস্য বাধঃ স্যাদ্‌ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদিনা সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যলাভাৎ ।১৯।

নাপি চতুর্থঃ, কার্য্যস্য কল্পিতত্বে উক্তলক্ষণকর্তৃত্বাযোগাৎ। ন হি ঘটাদিবৎ রূপ্যাদি ভ্রান্তেন ক্রিয়তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তস্মাৎ স্বভাবেনৈব নিরস্তনিখিলকর্ম্মক্লেশতাপবিকারাবস্থাদিদোষলেশাস্পৃষ্টমহিমা-চিন্ত্যানন্তস্বাভাবিকাসংখ্যেয়সদ্‌গুণগণসাগরো মুক্তোপসৃপ্যো মুমুক্ষুধ্যেয়ো ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিমহর্ষ্যাদিনিকায়-কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠো ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমো মুকুন্দ এব জগদভিন্ননিমিত্তোপাদনকারণম্, তত্রৈব উক্তলক্ষণস্য সমন্বয় ইতি সিদ্ধান্তঃ। বিশেষার্থস্য চ অগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ।২০।

ইতি পরাভিমতকারণোপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ ৩ ॥

—০—

অথ উক্তলক্ষণে ব্রহ্মণি প্রমাণমাহ—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩ ব্রঃ সূঃ)। অত্র তাবৎ প্রমাকরণং প্রমাণম্, তচ্চ অষ্টবিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দার্থাপত্ত্যনুপলব্ধিসম্ভবৈতিহ্যভেদাৎ। তত্র বিষয়েন্দ্রিয়-

---

হইয়া থাকে। ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বরূপ জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণের নিজসিদ্ধান্তেরই বাধ হইয়া পড়িবে। অধিষ্ঠানত্ব, অধ্যাসদ্রষ্টৃত্ব বা ব্যামোহকত্বদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব লব্ধ হয় না। সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীতই ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদির উপপত্তি হইতে পারে। ১৯।

এইরূপ চতুর্থপক্ষও সঙ্গত নহে। উপাদানগোচর প্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্বই কর্তৃত্ব—ইহাই চতুর্থ পক্ষ। অকল্পিত ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুলালাদির উক্তরূপ কর্তৃত্ব থাকিলেও অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ কল্পিত বলিয়া কল্পিত জগদ্রূপ কার্য্যের উক্তরূপ কর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। অকল্পিত ঘটাদি কার্য্য যেমন কুলালাদিদ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া থাকে (নির্ম্মিত হইয়া থাকে), এইরূপ কল্পিত রজতাদি ভ্রান্ত পুরুষদ্বারা নির্ম্মিত হয় না। এজন্য অদ্বৈতবাদীর মতে এই চতুর্থ পক্ষ স্বীকারও সম্ভাবিত নহে। এই যে ঈশ্বরকর্তৃত্ব সম্বন্ধে (১) অধিষ্ঠানত্ব, (২) অধ্যাসদ্রষ্টৃত্ব, (৩) মোহকত্ব এবং (৪) উপাদানবিষয়ক প্রযত্নচিকীর্ষাদিমত্ত্ব এইরূপ চারিটি বিকল্প করিয়া অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হইল, এই রীতিতেই ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থও অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন—"অধিষ্ঠানে তথা ভ্রান্তে ভ্রামকে চ ন কর্তৃতা। লৌকিকী কৃতিমত্তা তু ন দৃষ্টা কল্পিতং প্রতি ॥

সুতরাং প্রদর্শিতরূপে অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অসঙ্গত। এজন্য ইহাই সিদ্ধান্ত যে—যিনি সমস্ত কর্ম্ম, ক্লেশ, তাপ, বিকার ও অবস্থাদিরহিত এবং দোষলেশদ্বারা যাঁহার মহিমা অস্পৃষ্ট, যিনি অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক অসংখ্যেয় সদ্‌গুণরাশির সাগর, যিনি মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য, মুমুক্ষুগণের ধ্যেয় এবং ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদি দেবগণের ও মহর্ষি সমুদায়ের কিরীটাগ্রদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে, সেই ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুকুন্দই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-কারণ ভগবান্ মুকুন্দেই উক্ত জগৎকারণত্বলক্ষণের সমন্বয় সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা অগ্রে বলা হইবে। ২০।

ইতি পরাভিমত কারণোপপত্তি নিরাস ॥

—০—

প্রত্যক্ষপ্রমাণ-নিরূপণ

ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুকুন্দ জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে। এই সূত্রের অভিপ্রায় অদ্বৈতবাদিগণের মত নিরসনপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণত্বই

সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং বিষয়সম্বন্ধেন্দ্রিয়ং বা প্রত্যক্ষপ্রমাণম্, যথা—অয়ং ঘট ইত্যাদি। বাহ্যাভ্যন্তরৈকতরকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। তদ্দ্বিবিধং বাহ্যাভ্যন্তরভেদাৎ। শ্রবণাদীন্দ্রিয়করণকং

শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মের লক্ষণ। উক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ বাদরায়ণ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—যিনি বেদাদিরূপ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য; বেদরূপ শাস্ত্রই ব্রহ্মে প্রমাণ। সূত্রে "যোনি" পদের অর্থ—প্রমাণ। ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণক; কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণক নহেন। সূত্রকার শাস্ত্রকেই ব্রহ্মে প্রমাণ বলিয়াছেন। সূত্রান্তর্গত যোনি শব্দের অর্থ প্রমাণ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে জিজ্ঞাসা হয় যে—প্রমাণ কাহাকে বলে? প্রমাণ পদের অর্থ কি? এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—প্রমার করণই প্রমাণ। "প্রমীয়তে যেন" এইরূপ করণবাচ্যে "প্রমাণ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "প্রমার করণ প্রমাণ" ইহা সমস্ত শাস্ত্রকারগণেরই অভিপ্রেত। কিন্তু এই প্রমাণসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের চারি প্রকার বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়। সংখ্যাবিপ্রতিপত্তি, লক্ষণ-বিপ্রতিপত্তি, বিষয়বিপ্রতিপত্তি ও ফলবিপ্রতিপত্তি। প্রমাণের সংখ্যা কত, তাহাতে কেহ একটি প্রমাণ, কেহ দুইটি প্রমাণ, এইরূপে কেহ আটটি পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়াছেন। এইরূপে প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ক বিপ্রতিপত্তি শাস্ত্রে দেখা যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণসম্বন্ধেও ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসক প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের বহু মতভেদ আছে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণ সমস্ত শাস্ত্রে একরূপ নহে। এইরূপ প্রমাণের বিষয় এবং ফলসম্বন্ধেও বহু মতভেদ আছে। এস্থলে মূলকার শাস্ত্রকারগণের প্রমাণের সংখ্যাসম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে—শাস্ত্রকারগণের মতভেদ অনুসারে প্রমাণ আট প্রকার বলা যাইতে পারে। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য।*

---

* এস্থলে মূলকার "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি। ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবং উপমানঞ্চ কেচন। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ। অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥" এই তার্কিকরক্ষাকারপ্রদর্শিত শ্লোক অনুসারে প্রমাণসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—চার্ব্বাকমতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হয়। মূলকারও এই পক্ষই সমর্থন করিবেন। সমস্ত আগমিকগণ এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকেন। মনু সংহিতাতেও "প্রত্যক্ষ-মনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" ইহা বলিয়া তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়ৈকদেশী কাশ্মীরক ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রস্থানে "ন্যায়সার" "ন্যায়ভূষণ" প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত তিনটি প্রমাণমাত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে উক্ত তিনটি এবং উপমান এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোৎকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্য্যগণও এই চারি প্রমাণবাদী। অদ্য পর্য্যন্ত সমস্ত নৈয়ায়িকই উক্ত চারিটি মাত্র প্রমাণই সমর্থন করিয়া থাকেন। এজন্য লোকের ধারণা—নৈয়ায়িকমাত্রই চারি প্রমাণবাদী। কিন্তু ভাসর্ব্বজ্ঞীয় প্রস্থানের আলোচনা না থাকায় লোকের এরূপ ধারণা হইয়াছে। উক্ত চারিটি প্রমাণ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণ প্রাভাকর সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচটি প্রমাণ ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ কুমারিলভট্টের মতে ও অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই পূর্ব্ব মীমাংসক। উক্ত ছয়টি প্রমাণ এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ পৌরাণিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ডের শেষে "প্রমাণ—প্রত্যক্ষাদি চারিটিই বটে; অতিরিক্ত নহে" ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য "প্রমাণচতুষ্টয় প্রামাণ্যবাদ" লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মূলকারপ্রদর্শিত আটটি প্রমাণ ব্যতীত "চেষ্টা" নামক একটি নবম প্রমাণের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই চেষ্টাপ্রমাণ তান্ত্রিকগণের সম্মত। এই কথা পৌণ্ডভট্ট "পদার্থদীপিকা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন। হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতির চেষ্টা এবং জ্রসংকোচ, অক্ষিনিকোচ প্রভৃতি চেষ্টাও অনুভব বিশেষের জনক হইয়া থাকে; এজন্য চেষ্টাও নবমপ্রমাণ হওয়া উচিত, ইহাই চেষ্টাপ্রামাণ্যবাদিগণের কথা। এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থের উক্ত পরিচ্ছেদে ও মণ্ডনমিশ্রবিরচিত "বিধিবিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ প্রাতিভ জ্ঞান, আর্ষ জ্ঞান, সিদ্ধদর্শন প্রভৃতিও অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে আমরা সে সমস্তের আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

জ্ঞানং বাহ্যপ্রত্যক্ষম্, তচ্চ পঞ্চবিধম্, শ্রাবণং স্পার্শনং চাক্ষুষং রাসনং ঘ্রাণজঞ্চেতি বিবেকঃ। মনঃ-করণকং জ্ঞানমান্তরপ্রত্যক্ষম্, তদপি দ্বিবিধং লৌকিকমলৌকিকঞ্চ। তত্র অহং সুখী দুঃখী চ ইতি লৌকিকসুখাদিবিষয়কত্বাৎ লৌকিকম্। অলৌকিকপ্রত্যগাত্মপরমাত্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কঞ্চ অলৌকিক-প্রত্যক্ষম্। তদপি দ্বিবিধং পদার্থধ্যানাভিব্যঞ্জিতং তন্মাত্রবিষয়কঞ্চৈকম্, বাক্যার্থবস্তুধ্যানাভিব্যঞ্জিতং

যাহা হউক, এস্থলে মূলাকার প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান উপপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যেমন—ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উপপন্ন "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ জ্ঞান। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—"প্রমাণ" শব্দটি করণব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমার করণ এবং ভাবব্যুৎপত্তি অনুসারে "প্রমাণ" শব্দটি প্রমার বোধক হইয়া থাকে। "প্রমিতিঃ প্রমাণম্" এইরূপ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন প্রমাণ পদ প্রমার বোধক। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমার করণ এই উভয়ই বুঝিতে পারা যায়। মূলকার প্রত্যক্ষপ্রমাণের যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমা অভিপ্রায়েই দেখাইয়াছেন। "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমা। আবার মূলকার প্রত্যক্ষপ্রমার করণ অভিপ্রায়ে "বিষয়সম্বদ্ধেন্দ্রিয়ং বা প্রত্যক্ষপ্রমাণম্" এইরূপ বলিয়াছেন। বিষয়সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষপ্রমার করণ।*

এই প্রত্যক্ষ বাহ্য ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও মন অন্তরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ—বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনঃকরণক প্রত্যক্ষ—আন্তরপ্রত্যক্ষ। চক্ষু-কর্ণাদি এক একটি ইন্দ্রিয়করণক জ্ঞানকে বাহ্য প্রত্যক্ষ বলে। এই বাহ্য প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার, যথা—শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, স্পার্শন প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ। শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় বলিয়া বাহ্য প্রত্যক্ষও পাঁচ প্রকার। এক একটি ইন্দ্রিয় হইতে এক একটি বাহ্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর মনঃকরণক প্রত্যক্ষই আন্তর প্রত্যক্ষ। এই আন্তর প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ; যথা—লৌকিক ও অলৌকিক। তন্মধ্যে "অহং সুখী, দুঃখী" ইত্যাদি লৌকিক সুখাদিবিষয়ক আন্তর প্রত্যক্ষই লৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ অলৌকিক প্রত্যগাত্মা ও অলৌকিক পরমাত্মার স্বরূপ-গুণাদিবিষয়ক আন্তর প্রত্যক্ষই অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ। এই অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষও দ্বিবিধ ; যথা—(১) পদার্থধ্যানাভিব্যঞ্জিত তন্মাত্রবিষয়ক অর্থাৎ পদার্থমাত্রবিষয়ক জ্ঞান এবং (২) বাক্যার্থবস্তুধ্যানাভিব্যঞ্জিত প্রত্যগাত্মার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্যাবগাহী জ্ঞান। অর্থাৎ একটি পদার্থবিষয়ক ও অপরটি বাক্যার্থবিষয়ক। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে এই যে—প্রদর্শিত দ্বিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষই ধ্যাননিষ্পাদ্য। ধ্যানসহকৃত মনই পদার্থ ও বাক্যার্থবিষয়ক প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে। ধ্যানাসহকৃত মন উক্ত প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে না। ধ্যানসহকৃত মনের দ্বারা বাক্যার্থবস্তুর প্রত্যক্ষের উদাহরণরূপে প্রত্যগাত্মার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবগাহী জ্ঞান বলা হইয়াছে। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—ভেদাভেদসম্বন্ধ। ভেদ-সহিষ্ণু অভেদকেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলে। একান্ত ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ একান্ত অভেদেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হয় না। যে দুইটি বস্তুর মধ্যে কথঞ্চিৎ ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদ আছে অর্থাৎ ভেদসমানাধিকরণ অভেদ আছে, তাহাদেরই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলা হয়। মূলগ্রন্থে প্রত্যগাত্মা শব্দের অর্থ—জীব। এই জীব ও পূর্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মশব্দাভিধেয় পুরুষোত্তমের পূর্বোক্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান আন্তর অলৌকিক দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ। ধ্যানসহকৃত মনোদ্বারা এই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর শ্রুতিও এরূপ বলিয়াছেন যে—

---

* ন্যায়ভাষ্যে জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা হইয়াছে। "অয়ং ঘটঃ" এই জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ ইহাও বলা যায়। এই জ্ঞান প্রমাণ হইলে ঘটবিষয়ক হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি প্রমিতি বা ফল হইবে। এই সমস্ত কথা ন্যায়দর্শনের ১।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এইরূপ বিষয়সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষপ্রমাণ না বলিয়া বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকেও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা যায়, ইহা উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে।

প্রত্যগাত্মব্রহ্মতাদাত্ম্যসম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানং দ্বিতীয়ম্। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃ—৪।৪।১৯) "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মু-৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ২১।

নন্থ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈ-২।৪।১-২।৯।১) ইতি শ্রুত্যা মনোঽগোচরত্বাভিধানাৎ কথমুক্তসিদ্ধান্তোপপত্তিঃ? তস্মাৎ বাক্যস্যৈব আত্মপ্রত্যক্ষে হেতুত্বমিতি চেন্ন, শ্রুতেঃ শাস্ত্রাচার্য্য-সংস্কারশূন্যমনোনিষেধবিষয়কত্বাৎ কাৎস্ন্যাগোচরবিষয়কত্বাদ্বা নোক্তদোষাবকাশঃ। শ্রুত্যর্থস্তু বক্ষ্যতে উপরিষ্টাৎ। বাক্যস্য প্রত্যক্ষহেতুত্বোক্তিস্তু বালভাবৈব, অস্যামেব শ্রুতৌ বাগগোচরত্বস্যাপি বিধানাৎ। অত্র বিশেষবিচারস্তু সাধনবর্ণনাবসরে বিস্তরিষ্যতে ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ২২।

কিঞ্চ যদ্যপি প্রত্যগাত্মবৃত্তি-তদ্ধর্ম্মভূতজ্ঞানমনাদ্যনন্তং বিভু চ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধম্, "ন হি বিজ্ঞাতু-র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (বৃ-৪।৩।৩০) "যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্ত এবমেবাস্য

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"। শ্রুতি যদিও মনোদ্বারাই দর্শন করিতে হইবে বলিয়াছেন, তথাপি "ধ্যানসহকৃত মনোদ্বারা" এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ—"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এই দ্বিতীয় শ্রুতিতে "ধ্যায়মানঃ" শব্দদ্বারা ধ্যানাভি-ব্যঞ্জিত প্রত্যক্ষই প্রদর্শন করা হইয়াছে। ধ্যায়মান যে পুরুষ, সেই পুরুষই নিষ্কল পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া থাকে ইহাই শ্রুতির অর্থ। সুতরাং ধ্যানরহিত পুরুষ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারে না। ২১।

এই প্রদর্শিত সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতিতে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্ম মনের অগোচর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত এই শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত। এজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যই আত্মপ্রত্যক্ষে হেতু; ইহাই বলা উচিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ মনোজন্য নহে; কিন্তু বাক্যজন্য ইহাই বলা উচিত। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত; কারণ উক্ত শ্রুতিতে শাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারশূন্য মনের অবিষয়রূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মকে সংস্কৃত মনের অবিষয় বলা হয় নাই। অথবা অগণ্য গুণশালী শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্ম; যে ব্রহ্মের গুণ পরিচ্ছেদরহিত, তাঁহার এতগুলি গুণ এইরূপে পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; এজন্যই শ্রুতি সমগ্র গুণশালী ব্রহ্ম মনের বিষয় নহে বলিয়াছেন। আর ইহাই স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"নান্তং গুণানাং গচ্ছতি তেনানন্তোঽয়মুচ্যতে।" এইরূপ "বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণা ন শক্যা বক্তুং সমেতৈরপি সর্ব্বলোকৈঃ" ইত্যাদিও উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম মনের অবিষয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অগ্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্যের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনকত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বালকোক্তি। কারণ তাঁহাদেরই প্রদর্শিত শ্রুতিতে ব্রহ্ম বাক্যেরও অগোচর, ইহাই বলা হইয়াছে। বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের যে সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, তাহার বিশেষ বিচার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনবর্ণন অবসরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। ২২।

আরও কথা এই যে—জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যগাত্মা জীব; এই প্রত্যগাত্মা জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান অনাদি, অনন্ত ও বিভু, ইহা প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" অর্থাৎ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানধর্ম্ম বিপরিলুপ্ত হয় না; কারণ তাহা অবিনাশী। এইরূপ অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে— "যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্তঃ এবমেবাস্য প্রকাশো ব্যাপ্তঃ" অর্থাৎ যেমন অণুপরিমাণ চক্ষুর প্রকাশ বহু দূর ব্যাপ্ত হয়, এইরূপ প্রত্যগাত্মার প্রকাশও ব্যাপ্ত। এইরূপ গীতাতেও বলা হইয়াছে—"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ" ইত্যাদি। ইহাতে প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। "তদ্গুণসারত্বাৎ" ইত্যাদি

প্রকাশো ব্যাপ্তঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ” (গী-১৩।৩৩) ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ, “তদ্‌গুণসারত্বাৎ” (ব্রঃ সূঃ—২।৩।২৮) ইত্যাদি সূত্রাচ্চ, তথাপি বদ্ধাবস্থায়াম্ “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্” (গী-৫।১৫) “আবৃতং জ্ঞানমেতেন” (গী-৩।৩৯) ইত্যাদিশাস্ত্রাৎ তস্যাবৃতত্বাৎ, গৃহবৃত্তিঘটস্থদীপপ্রভাবৎ,

---

ব্রহ্মসূত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রদ্বারা প্রত্যগাত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞান অনাদি, অনন্ত ও বিভু বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও বদ্ধাবস্থাতে অর্থাৎ সংসারদশাতে অজ্ঞানাবৃত থাকে বলিয়া তাহা প্রকাশমান হয় না। “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্” “আবৃতং জ্ঞানমেতেন” ইত্যাদি গীতাবাক্যদ্বারা প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হয় ইহাই জানা যায়। এই স্থলে গীতাবাক্যে যে অজ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতসিদ্ধ অজ্ঞান নহে ; কিন্তু তাহা জ্ঞানসঙ্কোচরূপ। ইহা অগ্রে বলা যাইবে। প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান বিভু ও অবিনাশী হইয়াও বদ্ধাবস্থাতে তাহা সঙ্কোচিত হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপপ্রভা ব্যাপনশীল হইয়াও ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা ঘটরূপ আবরণনিবন্ধন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এজন্য তাহা কেবল ঘটের উদরভাগকেই ব্যাপন করে, কিন্তু গৃহাদিকে ব্যাপন করিতে পারে না, এইরূপ ঘটাধীন প্রদীপপ্রভার মত বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণপরতন্ত্র প্রত্যগাত্মার জ্ঞান প্রসরণশীল হইয়াও বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণের অনুরোধে সঙ্কুচিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রসরণ করিতে পারে না। প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশে বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণ অসাধারণ কারণ বলিয়া এবং প্রত্যগ্‌ধর্ম্ম জ্ঞান নিত্য হইলেও তাহা বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণজন্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে বলিয়া নিত্য জ্ঞানের করণজন্যত্ব ঔপচারিক ; বস্তুতঃ জ্ঞান নিত্য ; তাহা জন্য নহে। গৃহস্থিত ঘটমধ্যবর্ত্তী প্রদীপ-প্রভা যেমন ঘটচ্ছিদ্রদ্বারা নির্গত হইয়াও গৃহদ্বার দিয়া বহির্নির্গত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃস্থিত বিষয় পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক সেই বিষয়কে পরিব্যাপন করিয়া (প্রদীপপ্রভা) নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যগ্‌ধর্ম্ম জ্ঞানও মনঃপরিণামদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দেশে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়পরিণামদ্বারা বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়কে জ্ঞান স্বস্বরূপদ্বারা অভিব্যাপন করিয়া সেই বিষয়কে ও (জ্ঞান) নিজকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়কে অভিব্যাপন করিয়া যেমন বিষয়কে প্রকাশিত করে, এইরূপ জ্ঞান নিজকেও প্রকাশিত করে। এইজন্য “ঘটং জানামি” এইরূপ লোকের প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞান কেবলমাত্র বিষয়ের প্রকাশক হয় না এবং বিষয়বর্জ্জিত হইয়া কেবল জ্ঞানও প্রকাশিত হয় না ; কিন্তু বিষয়ের সহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।* আর এই কথাই

---

* ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জ্ঞান নিজে নিজের প্রকাশক নহে। জ্ঞান বিষয়মাত্রেরই প্রকাশক। ভট্টমতে জ্ঞান প্রকাশিতই হয় না। জ্ঞান নিত্যানুমেয় অতীন্দ্রিয় ; এজন্য জ্ঞানদ্বারা বিষয়মাত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়ের সহিত নিজের প্রকাশক হইয়া থাকে ; জ্ঞান যেমন ঘটাদি বস্তুর প্রকাশক, এইরূপ নিজেরও প্রকাশক, ইহাই প্রাভাকর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে ব্যবসায় ও অনুব্যবসায় ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। জ্ঞানমাত্রই অনুব্যবসায়াত্মক। এজন্যই “ঘটং জানামি” এইরূপই ঘটজ্ঞানের আকার হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষয়মাত্রের প্রকাশ হয় না অর্থাৎ “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ জ্ঞানের আকার হয় না। এই সিদ্ধান্তে জ্ঞানের অজ্ঞাতসত্তা নাই। জ্ঞানমাত্রই অবশ্যবেদ্য। এজন্য বিষয়ের সহিত জ্ঞান সেই জ্ঞানেরই বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞান স্ববিষয়ক হয় অর্থাৎ জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রাভাকর সিদ্ধান্ত। এস্থলে মূলকারও আংশিকভাবে প্রাভাকর সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাভাকর মতে জ্ঞান অনিত্য এবং মূলকারের মতে জ্ঞান নিত্য, ইহাই প্রভেদ। কিন্তু জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে ইহা উভয়েই স্বীকার করেন। জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের স্ববিষয়ত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের স্ববিষয়ত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ ভিন্ন। প্রাচীন প্রাভাকরগণও বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানের স্ববিষয়ত্ব স্বীকার করেন না। বিষয় ও বিষয়ী এক বস্তু হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রাভাকর মত নব্য প্রাভাকরগণের বুঝিতে হইবে। চিন্তামণিগ্রন্থে যে প্রাভাকর মত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নব্য প্রাভাকরগণেরই সম্মত। প্রাচীন প্রাভাকরগণও জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন ; কিন্তু তাঁহাদের মতে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ ভিন্ন।

বাহ্যান্তঃকরণপরতন্ত্রত্বাৎ তৎপ্রসরণস্য। তদ্বিকাশে তেষামসাধারণকারণত্বম্। তজ্জন্যত্বঞ্চ তস্য ঔপচারিকম্, গৃহগতঘটস্থদীপপ্রভা যথা ঘটচ্ছিদ্রেণ নির্গত্য গৃহদ্বারৈঃ বহির্নিঃসৃত্য বিষয়পর্য্যন্তং গত্বা বিষয়ং স্বাত্মনা অভিব্যাপ্য আত্মানঞ্চ বিষয়ঞ্চ প্রকাশয়তি, তথা ইদং প্রত্যগ্‌ধর্ম্মজ্ঞানমপি মনঃপরিণামদ্বারা চক্ষুরাদিকং গত্বা তৎপরিণামদ্বারা বিষয়ং প্রাপ্য তঞ্চ স্বাত্মনাভিব্যাপ্য প্রকাশয়তি স্বাত্মানঞ্চাপীতি, ঘটং জানামীতি প্রতীতেঃ। তথোক্তং বিবরণকারৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যপাদৈঃ বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে—"তস্মাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানসঙ্কোচলক্ষণাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তজ্‌জ্ঞানবিকাশো ভবত্যেব, ঘটস্থদীপস্য তদাত্মকপ্রতিবন্ধসঙ্কুচিতপ্রভস্য ঘটাত্মকপ্রতিবন্ধনিবৃত্তৌ তৎপ্রভাপ্রকাশবৎ" ইত্যাদিনা।

বিবরণকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যপাদ বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান অনাদি, অনন্ত ও বিভু হইলেও বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণদ্বারা ঘটগত প্রদীপপ্রভার সঙ্কোচনের মত জ্ঞানেরও সঙ্কোচন হইয়া থাকে। এই বিভু জ্ঞানের সঙ্কোচরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সেই বিভু জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন ঘটস্থিত প্রদীপ ঘটরূপ প্রতিবন্ধকদ্বারা সঙ্কুচিতপ্রভ হইলেও ঘটরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিতে সেই প্রভার বিকাশ হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বিবরণকার পুরুষোত্তমাচার্য্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে নিজেই বলিয়াছেন।

ঘটাদি বস্তু জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞান বিষয়ী, ঘটাদি বিষয়ে বিষয়ত্ব ধর্ম্ম ও জ্ঞানে বিষয়িত্ব ধর্ম্ম আছে। বিষয়গত বিষয়ত্ব ধর্ম্মটি কি? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"তদ্বিষয়ত্বং নাম" ইত্যাদি। জ্ঞাননিরূপিত বিষয়ত্ব এই যে—বিষয় জ্ঞানে স্বাকার সমর্পণ করিয়া জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হইয়া থাকে। জ্ঞান স্বভাবতঃ নিরাকার; জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে স্বাকার সমর্পণ করিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়ের আকারের ভজনা করে। বিষয় জ্ঞানের আকার ভজনা করায়। এজন্য বিষয়ের স্বাকারভাজয়িতৃত্ব বলা হইয়াছে। বিষয় জ্ঞানে স্বাকারভাজয়িতা হইয়া জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হইয়া থাকে। এতাদৃশরূপে জ্ঞানপ্রকাশ্যত্বই বিষয়ত্ব। এই বিষয়কেই শাস্ত্রে জ্ঞেয়, প্রমেয় ইত্যাদি শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।*

এইরূপ বিষয়িত্ব বিষয়ী জ্ঞানের ধর্ম্ম। এই বিষয়িত্বটি কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—জ্ঞান বিষয়ের আকার ভজনশীল হইয়া বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। যে জ্ঞান যে বিষয়ের আকার ভজনা করে, সেই জ্ঞান সেই বিষয়ের প্রকাশ করে। বিষয়ের আকার ভজনশীল হইয়া সেই বিষয়ের প্রকাশকত্বই বিষয়িত্ব। আর এই বিষয়ী জ্ঞানই শাস্ত্রে প্রমাণাদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাদি পদার্থ ঘটত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলেও যখন তাহাদের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ হয় না, তখন ঘটাদি পদার্থের প্রকাশও হয় না। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের প্রদর্শিত সম্বন্ধই বিষয়ত্ব। জ্ঞানের সহিত অসম্বদ্ধ পদার্থে প্রদর্শিত বিষয়ত্বলক্ষণ নাই বলিয়া জ্ঞানাসম্বদ্ধ পদার্থের প্রকাশের অভাবই হইয়া থাকে।

---

*এই বিষয়তার নির্ব্বচন লইয়া শাস্ত্রে বহু গহন বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই বিষয়তা পদার্থটি কি? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বাহ্যার্থভঙ্গপ্রকরণে বলিয়াছেন যে—"প্রকাশস্য স্বতঃ তদীয়তামাত্ররূপঃ স্বভাববিশেষঃ।" (৫০৮ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত।) ইহার টীকাতে রঘুনাথশিরোমণি বিষয়ত্ব, বিষয়িত্ব প্রভৃতি কি? ইহা নিরূপণ করিতে যাইয়া পরিশেষে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয় হইতে বিষয়ত্বাদি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য "বিষয়তাবাদ" গ্রন্থে বিষয়তাদির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত নৈয়ায়িকগণেরই প্রদর্শিত উদয়নের উক্তিই প্রধান উপজীব্য। সুতরাং এক কথায় বিষয়তা, বিষয়িতা প্রভৃতি নিরূপণ করা যায় না। যাহা হউক, জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধই বিষয়ত্ব। দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তভেদপ্রযুক্ত এই বিষয়ত্ব প্রত্যেক দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন। মূলকারের অভিপ্রেত বিষয়ত্ব কি, তাহা বলাই হইয়াছে।

তদ্বিষয়ত্বং নাম জ্ঞানস্য স্বাকারভাজয়িতৃত্বে সতি তৎপ্রকাশ্যত্বম্, তদেব জ্ঞেয়প্রমেয়াদিশব্দাভিধেয়ম্। বিষয়িত্বঞ্চ বিষয়াকারভজনশীলত্বে সতি তৎপ্রকাশকত্বম্, তদেব প্রমাণাদিশব্দাভিধেয়ম্। অতএব ঘটাদিপদার্থানাং ঘটত্বাদ্যবচ্ছিন্নস্বরূপেণ সত্ত্বেঽপি জ্ঞানাসম্বন্ধত্বাৎ প্রকাশাভাবঃ অবিরুদ্ধঃ, বিষয়লক্ষণবত্ত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ প্রমাণজ্ঞানসম্বন্ধস্যৈব প্রমেয়ত্বাৎ তদপৃথক্সিদ্ধত্বাচ্চ জ্ঞেয়স্য। অতস্তদনুপলব্ধিরপি সুবচেতি সংক্ষেপঃ। ২৩।

আন্তরানুভবে বাহ্যেন্দ্রিয়াণামতন্ত্রত্বাৎ মনোমাত্রেণ সুখাদীনাং প্রত্যক্ষানুভবঃ। প্রত্যগাত্মাদ্যনুভূতৌ তু বিষয়স্য স্বপ্রকাশত্বেন মনোনিয়মনমাত্রমেব কারণম্, নান্যৎ। মনসি একাগ্রে সতি ধ্যানসিদ্ধ্যা তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্ত্যা তৎসাক্ষাৎকারো ন তু ধ্যানজন্যঃ, তস্য তৎপ্রতিবন্ধকনিবর্ত্তনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ

জ্ঞানের সম্বন্ধপ্রযুক্তই বিষয়ের প্রকাশ এবং জ্ঞানের অসম্বন্ধপ্রযুক্ত বিষয়ের প্রকাশাভাব হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানসম্বন্ধপ্রযুক্তই পদার্থ জ্ঞেয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধপ্রযুক্তই পদার্থ প্রমেয় হইয়া থাকে। প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধই প্রমেয়ত্ব। প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধ না থাকিলে প্রমেয়ত্বও থাকে না। মূলগ্রন্থে "প্রমাণ" পদটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এজন্য "প্রমাণ" পদের অর্থ—প্রমা। প্রমেয় প্রমাজ্ঞান হইতে অপৃথক্সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধ না থাকিলে প্রমেয় হইতে পারে না। এজন্য প্রমেয়মাত্রই প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধ। এজন্য প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধ না থাকিলে প্রমেয়ের অনুপলব্ধিই হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানের অসম্বন্ধপ্রযুক্ত জ্ঞেয় বস্তুরও অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। ২৩।

বাহ্য ও আন্তর ভেদে অনুভব দ্বিবিধ। বাহ্য অনুভব বাহ্য ইন্দ্রিয়াধীন এবং আন্তর অনুভব মনোমাত্রের অধীন অর্থাৎ মনোমাত্রজন্য—মনঃকরণক হইয়া থাকে। এজন্য আন্তর অনুভবে বাহ্যেন্দ্রিয় কারণ নহে। মনোমাত্রদ্বারাই সুখাদির প্রত্যক্ষানুভব হইয়া থাকে। প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকারে মনের নিগ্রহমাত্রই কারণ, যেহেতু প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশে কারণান্তরের অপেক্ষা নাই। কেবলমাত্র মনের নিয়মনই অপেক্ষিত। মনের নিগ্রহই মনের নিয়মন। অনেকাগ্র মনই অসংযত মন। মন একাগ্র হইলে ধ্যানদ্বারা মনের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ধ্যান প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির জন্যই অপেক্ষিত। প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশের জন্য ধ্যানের অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বে যে ত্বংপদার্থ প্রত্যগাত্মার ধ্যানজ প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছিল, তাহারও অভিপ্রায় ইহাই বুঝিতে হইবে। ধ্যান মনের একাগ্রতার প্রতিবন্ধকের নিবারক। অনেকাগ্র মন ধ্যানবর্জ্জিত ; সুতরাং তাদৃশ মনোদ্বারা প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয় না। সুতরাং প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার ধ্যানজন্য নহে। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিতে এবং "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এই শ্রুতিতেও ইহাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—ত্বংপদার্থ প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ ; তাহার প্রত্যক্ষের জন্য কোনও করণের অপেক্ষা নাই। সুতরাং প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার মনঃকরণকও নহে। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিদ্বারাও প্রত্যগাত্মসাক্ষাৎকারের করণ মনকে বলা হয় নাই। "ততস্তু তং পশ্যতি" এই দ্বিতীয় শ্রুতিতে মনের করণতার উল্লেখ করা হয় নাই। এজন্য মন ধ্যানেরই করণ। মনঃকরণক ধ্যানই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ধ্যানদ্বারা প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে ভগবদনুগ্রহদ্বারা ত্বংপদার্থ প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বাত্মসাক্ষাৎকার বলা যায়। এইরূপে ত্বংপদার্থসাক্ষাৎকার বিবৃত হইল।

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে মুমুক্ষু অধিকারী প্রথমতঃ শ্রীগুরুর উপসদনপূর্ব্বক অর্থাৎ বিধি অনুসারে গুরুসমীপে গমনপূর্ব্বক গুরুর মুখ হইতে বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ করিবেন,—ইহাই শ্রুতিগত "শ্রোতব্য" পদের অর্থ। তদনন্তর শ্রুত বিষয়ের মননদ্বারা শ্রুতবিষয়ক সংশয়াদির নিরাস করিবেন,—ইহাই শ্রুতিগত "মন্তব্য"

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃ-৪।৪।১৯) ইতি শ্রুতেঃ "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মু—৩।১।৮) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ মনসো ধ্যানকরণত্বে বিনিয়োগঃ, ধ্যানস্য প্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ সত্যাঞ্চ ভগবদনুগ্রহেণ তৎসাক্ষাৎকার ইতি। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আদৌ শ্রীগুরূপসত্তিপূর্ব্বকং তন্মুখাদ্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণেন তদনন্তরং মননেন তদ্বিষয়কসংশয়াদীন্ ছিত্ত্বা মনসা নিদিধ্যাসনদ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ শ্রীমুকুন্দপ্রসাদাৎ তৎসাক্ষাৎকারস্তেন মোক্ষ ইতি সিদ্ধান্তঃ। বিশেষার্থশ্চ সাধনাধ্যায়ে বক্ষ্যতে। ইতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ সংগ্রহঃ। ২৪।

লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্ মহানসাদৌ ধূমে ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পশ্চাৎ পর্ব্বতাদৌ ধূমং পশ্যতি,

---

পদের অর্থ। অনন্তর মনোদ্বারা নিদিধ্যাসন করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া * ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে শ্রীমুকুন্দপ্রসাদে তৎপদার্থ শ্রীমুকুন্দের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর শ্রীমুকুন্দের সাক্ষাৎকার হইতে মুমুক্ষু মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা সাধনাধ্যায়ে বলা হইবে। ২৪।

ইতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ সংগ্রহ।

অনুমান-নিরূপণ

প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি মূলকার অনুমানপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। লিঙ্গপরামর্শই অনুমান-প্রমাণ। † হেতুকে লিঙ্গ বলে। এই লিঙ্গের তৃতীয় দর্শনকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। এজন্য কোন স্থলে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শই

---

* "নিদিধ্যাসন" শব্দের অর্থ কি, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। চিন্তার্থক "নি" উপসর্গপূর্ব্বক "ধ্যৈ" ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে "সন্" প্রত্যয় করিয়া "নিদিধ্যাসন" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর তাহাতে নিঃশেষরূপে ধ্যান করিবার ইচ্ছাই "নিদিধ্যাসন" পদের অর্থ ইহাই সাধারণ-ভাবে বুঝা যায়। ধ্যান ধাতুর অর্থ ও ইচ্ছা সন্ প্রত্যয়ের অর্থ। সাধারণতঃ প্রত্যয়ার্থই প্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে এবং প্রকৃত্যর্থ অপ্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। "প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ব্রূতঃ তয়োঃ প্রত্যয়ার্থস্য প্রাধান্যম্" ইহাই অনুশাসন। কিন্তু ইচ্ছার্থক সন্ প্রত্যয়ান্ত পদের সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের অন্যথা হইয়া থাকে। এজন্য প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে—"উপসর্জ্জনং হ্যেবা যা সন্‌বাচ্যা ইচ্ছা" সন্‌প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা প্রত্যয়ার্থ হইলেও তাহা বিশেষ্য না হইয়া উপসর্জ্জন অর্থাৎ বিশেষণই হইয়া থাকে। "প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ব্রূতঃ তয়োঃ প্রত্যয়ার্থস্য প্রাধান্যং সনোঽন্যত্র ইতি চ ন্যায়ঃ" এই প্রদর্শিত ন্যায় অনুসারে ইচ্ছাবিষয়ীভূত অর্থাৎ অভিলষিত ধ্যানই "নিদিধ্যাসন" পদের অর্থ হইয়া থাকে। ("নয়নপ্রসাদিনী ৩৪৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগরমুদ্রিত)। এস্থলে ফলপর্য্যবসায়িনী ইচ্ছার বিষয়ীভূত ধ্যানই "নিদিধ্যাসন" পদের মুখ্য অর্থ।

† অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়শাস্ত্রই প্রমাণশাস্ত্র। প্রমাণসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। অন্য শাস্ত্রকারগণও এই ন্যায়শাস্ত্রে উপদিষ্ট প্রমাণস্বরূপ লইয়াই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাকরণ যেমন পদশাস্ত্র, এইরূপ ন্যায়দর্শনও প্রমাণশাস্ত্র। সুতরাং প্রমাণের আলোচনা ন্যায়শাস্ত্রেরই মুখ্য বিষয়। অন্য দর্শনশাস্ত্রে গৌণভাবে প্রমাণের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে মূলকার যে অনুমানপ্রমাণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ন্যায়প্রস্থানের পরমাচার্য্য উদ্যোতকরের বার্ত্তিক অনুসারেই করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত আচার্য্য উদ্যোতকর ন্যায়ভাষ্যের বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রমাণবিদ্যার আকর। এই গ্রন্থে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে—"অপরে তু মন্যন্তে লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানমিতি।" উদ্যোতকর প্রথমতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরে লিঙ্গপরামর্শকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুইটি মতই পূর্ব্বাচার্য্যগণের সম্মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বার্ত্তিককার লিঙ্গপরামর্শই অনুমানপ্রমাণ হওয়া উচিত "লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যম্" এইরূপ বলিয়া নিজের মত দেখাইয়াছেন। চিন্তামণিকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন ও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমানপ্রমাণের ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মূলকার বার্ত্তিককারের মত অনুসরণ করিয়া তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। ব্যাপ্তিগ্রহণভূমি মহানসাদি দৃষ্টান্তে ধূমাদি লিঙ্গের প্রথম দর্শন, তৎপর পর্ব্বতাদি পক্ষে লিঙ্গের দ্বিতীয় দর্শন এবং তৎপরে ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে লিঙ্গের পক্ষে দর্শনই তৃতীয় দর্শন। গৃহীতব্যাপ্তিক পুরুষের দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন হইলে ব্যাপ্তিস্মরণপূর্ব্বক তৃতীয় লিঙ্গদর্শন হইয়া থাকে।

ততো ধূমো বহ্নিব্যাপ্য ইত্যেবংরূপং ব্যাপ্তিস্মরণম্, ততো বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিতি পরামর্শ উচ্যতে, তদেবানুমানম্, ততো বহ্নিমানয়মিত্যনুমিতিজ্ঞানং জায়তে ইতি। ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গং হেতুসাধনাদিশব্দাভিধেয়ম্, ব্যাপ্তিবলেনার্থগমকত্বাৎ। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তির্ভবতি হি ধূমস্য হেতোঃ সাধ্যবন্তো মহানসাদিভ্যঃ অন্যেষু হ্রদাদিষু অবৃত্তিত্বং সাধ্যেন বহ্নিনা

অনুমানপ্রমাণ এরূপ বলা হইয়াছে। পর্ব্বতে ধূমলিঙ্গক বহ্নির অনুমিতিতে ধূমস্বরূপ লিঙ্গের তৃতীয় পরামর্শই অনুমানপ্রমাণ এবং এই পরামর্শজন্য "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ জ্ঞানই অনুমিতি। অনুমিতি—প্রমা ও এই প্রমার করণ পরামর্শই অনুমানপ্রমাণ। আর এই কথাই এস্থলে মূলকার বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলকার বলিয়াছেন যে—মহানসাদিতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়া সেই গৃহীত-ব্যাপ্তিক পুরুষ পর্ব্বতাদি পক্ষে যখন ধূম দর্শন করে, তখন সেই পুরুষের "ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ" অর্থাৎ ধূমমাত্রই বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট—এইরূপে গৃহীত ব্যাপ্তির স্মরণ হইয়া থাকে। এই ব্যাপ্তি স্মরণের পরে "বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ম্" অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমবান্ এই পর্ব্বত—এইরূপ প্রত্যক্ষই লিঙ্গপরামর্শ বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। আর ইহাই অনুমানপ্রমাণ। এই পরামর্শের পরে "বহ্নিমান্ অয়ম্" অর্থাৎ এই পর্ব্বত বহ্নিমান্—এইরূপ অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুমিতিজ্ঞান প্রমা ও লিঙ্গপরামর্শ অনুমানপ্রমাণ। ধূমাদি হেতু ব্যাপ্তিবশতঃ লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অগ্ন্যাদিরূপ অর্থের অবগমন করাইয়া থাকে বলিয়া হেতুকে লিঙ্গ বলে। "লীনং গময়তি" এইরূপ নির্ব্বচন অনুসারে লিঙ্গ শব্দ হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এজন্য সাধ্যের অবগমক লিঙ্গ হেতু, সাধন ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিবশতঃ এই লিঙ্গ অর্থের অনুমাপক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্যাপ্তিবশতঃ লীন অর্থের গমককে লিঙ্গ বলে, ব্যাপ্তিস্মরণের অনন্তর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞানই পরামর্শ, এই পরামর্শই অনুমানপ্রমাণ। লিঙ্গের স্বরূপ ও পরামর্শের স্বরূপ জানিতে হইলে ব্যাপ্তির স্বরূপ জানা আবশ্যক। এজন্য মূলকার ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ধূমাদি লিঙ্গদ্বারা বহ্ন্যাদি সাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে। লিঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান অপেক্ষিত। লিঙ্গ ব্যাপ্য ও সাধ্য ব্যাপক। সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তি অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্তি লিঙ্গে আছে। সাধ্য ব্যাপ্তির নিরূপক ও লিঙ্গ ব্যাপ্তির আশ্রয়। মূলকারপ্রদর্শিত ব্যাপ্তি ধূমাদি হেতুতে আছে। বহ্নি সাধ্য ও ধূম হেতু হইলে সাধ্যবৎ মহানসাদি হইবে। মহানসাদি বহ্নিরূপ সাধ্যবান্। সাধ্যবৎ মহানসাদি হইতে অন্য হ্রদাদি বস্তু; জলহ্রদাদি বহ্নিমান্ নহে বলিয়া তাহা সাধ্যবদন্য। এই সাধ্যবদন্য জলহ্রদাদিতে ধূমরূপ হেতু থাকে না বলিয়া হেতু ধূম সাধ্যবদন্যাবৃত্তি হইয়াছে। যে সাধ্যবদন্যে থাকে, তাহাকে সাধ্যবদন্যবৃত্তি বলা যায়। আর যে সাধ্যবদন্যে থাকে না, তাহাকে সাধ্যবদন্যাবৃত্তি বলা যায়। হেতু ধূম সাধ্যবদন্যাবৃত্তি হইয়াছে এবং সাধ্য বহ্নির সহিত হেতু ধূম মহানসাদিরূপ অধিকরণে থাকে বলিয়া ধূম বহ্নির সমানাধিকরণ হইয়াছে। বহ্নিসমানাধিকরণ ধূমে বহ্নিসামানাধিকরণ্যরূপ ধর্ম্ম আছে। সমানাধিকরণের ধর্ম্মকেই সামানাধিকরণ্য বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—হেতু ধূমে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব ও সাধ্যসামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া প্রদর্শিত স্থলে প্রদর্শিত ব্যাপ্তিলক্ষণের সমন্বয় হইয়াছে। উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের দুইটি অংশ আছে; পূর্ব্ব অংশটি বিশেষণ ও পরবর্ত্তী অংশটি বিশেষ্য। সত্যন্ত ভাগ বিশেষণ ও অবশিষ্ট ভাগ বিশেষ্য। এই লক্ষণে যদি বিশেষ্য ভাগ না দেওয়া যাইত, তবে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ হইত। আর তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি বহ্নির ব্যভিচারী অবৃত্তি গগনাদিতেও সম্ভাবিত হইত। গগন বিভু পদার্থ বলিয়া তাহার অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ।

সামানাধিকরণ্যমিতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। ঈদৃগ্ ব্যাপ্তিগ্রহণে এব ধূমঃ অগ্নিং গময়তি নান্যথেতি যুক্তমুক্তং ব্যাপ্তিবলেনেতি। এবং স্বার্থানুমানপ্রকারঃ উক্তঃ, স্বস্মা অনুমিতিজ্ঞানহেতুত্বাৎ। ২৫।

অথ পরার্থানুমানম্। পরার্থত্বঞ্চ উক্তপ্রকারেণ স্বয়ং ধূমাদগ্নিমনুমায় পরং বোধয়িতুং প্রবৃত্তঃ পঞ্চাবয়বানুমানবাক্যং প্রযুঙ্‌ক্তে তত্ত্বম্, অবয়বত্বঞ্চ প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বম্, উক্তলক্ষণবাক্যৈকদেশত্বং বা।

গগন কোন স্থলেই থাকে না। সুতরাং গগন বহ্নিমদন্য জলহ্রদাদিতে অবৃত্তিই হইয়াছে বলিয়া গগনও বহ্নির ব্যাপ্য হইত, এজন্য লক্ষণে বিশেষ্যদল দেওয়া হইয়াছে। "সাধ্যসামানাধিকরণ্য" ইহাই বিশেষ্যভাগ। যে সাধ্যের অধিকরণে থাকে, তাহাকে সাধ্যসমানাধিকরণ বলা হয়। সাধ্য বহ্নির অধিকরণ মহানসাদিতে গগন থাকে না। গগন কোন স্থলেই থাকে না। সুতরাং বহ্নির অধিকরণেও থাকে না। এজন্য গগনে সাধ্য বহ্নির সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া সাধ্য বহ্নির ব্যাপ্তি গগনে থাকিল না। ব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ বিশেষ্যভাগ না দিলে গগনেও বহ্নির ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইত। গগন অবৃত্তি বস্তু বলিয়া কাহারও ব্যাপ্য হইতে পারে না। সুতরাং গগনাদিতে উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে বিশেষ্যভাগ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ যদি কেবল বিশেষ্যভাগকেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলা হইত, তবে "সাধ্যসামানাধিকরণ্য" ইহাই ব্যাপ্তির লক্ষণ হইত। আর তাহাতে ব্যভিচারী হেতুতেও এই ব্যাপ্তি থাকিতে পারিত। যেমন বহ্নিলিঙ্গদ্বারা ধূমের অনুমান করিলে বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী, অথচ বহ্নিতে ধূমের সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া বহ্নিতেও ধূমের ব্যাপ্তি থাকিত। অথচ বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী। এই ব্যভিচারী হেতুতে ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ব্যাপ্তিলক্ষণে বিশেষণভাগ দেওয়া হইয়াছে। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বই বিশেষণভাগ। ধূম সাধ্য, বহ্নি হেতু; সাধ্যবদন্য উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ডও বটে; উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ধূমবদন্য বটে, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে ধূম থাকে না; অথচ বহ্নি থাকে। সুতরাং ধূমবদন্য লৌহপিণ্ডে বহ্নি আছে বলিয়া বহ্নি ধূমবদন্যাবৃত্তি হয় নাই; সুতরাং বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। যাহা হউক, "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" ইহাই ব্যাপ্তির লক্ষণ। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের ব্যাপ্তিবাদে ব্যাপ্তিসম্বন্ধে অগণিত কথা বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপে ব্যাপ্তিলক্ষণের সমন্বয়মাত্র প্রদর্শিত হইল। প্রদর্শিতরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় ধূমে হইলে প্রদর্শিত ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে নিশ্চিত ধূম অগ্নির অনুমাপক হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে অনিশ্চিত হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয় না। এজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্" অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে বলিয়া হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয়, এজন্য হেতুকে লিঙ্গ বলে। এইরূপে স্বার্থানুমান প্রকার প্রদর্শিত হইল।

শাস্ত্রে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান-ভেদে অনুমান দুই প্রকার বলা হইয়াছে। অনুমানকর্ত্তা পক্ষে লিঙ্গ দর্শন করিয়া পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে লিঙ্গপরামর্শই অনুমানপ্রমাণ। অনুমানকর্ত্তার লিঙ্গপরামর্শ হইয়া তাহারই অনুমিতি হইয়া থাকে। নিজের অনুমিতির জন্য যে লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমান, তাহাই স্বার্থানুমান। আর ইহাই মূলকার বলিয়াছেন—"স্বস্মৈ অনুমিতিজ্ঞানহেতুত্বাৎ"। "স্বস্মৈ ইদং স্বার্থম্, যেন স্বয়ং প্রতিপদ্যতে তৎ স্বার্থম্। পরস্মৈ ইদং পরার্থম্, যেন পরং প্রতিপাদয়তি তৎ পরার্থম্"। ২৫।

মূলকার স্বার্থানুমান নিরূপণ করিয়া পরার্থানুমান নিরূপণের জন্য বলিতেছেন—"অথ পরার্থানুমানম্"। অনুমানের পরার্থত্ব কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে অনুমানের পরার্থত্ব ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—স্বার্থানুমান যেরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বার্থানুমানপ্রকরণে প্রদর্শিত রীতি অনুসারে অনুমানকর্ত্তা স্বয়ং ধূমলিঙ্গদ্বারা বহ্নির অনুমান করিয়া অন্যের বহ্নিবিষয়ক অনুমিত্যাত্মক বোধ সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ন্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যুৎপন্ন পুরুষ বাক্যার্থাবধারণ

তে চ পঞ্চ প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনাখ্যাঃ। তত্র সাধ্যবিশিষ্টপক্ষবোধকবাক্যং প্রতিজ্ঞা, যথা পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি। ধূমবত্ত্বাদিত্যাদি পঞ্চম্যন্তং পক্ষধর্ম্মতাবোধকং কুত ইতি শঙ্কোপশমকং বাক্যং হেতুঃ। ব্যাপ্তিবিশিষ্টদৃষ্টান্তবোধকং "ধূমঃ অস্তু অগ্নির্মা অস্তু" ইতি শঙ্কোপশমকং বাক্যমুদাহরণম্। যত্র ধূমস্তত্র বহ্নিঃ, যথা মহানস ইতি পক্ষে হেতূপসংহাররূপং বাক্যমুপনয়ঃ, তথাচায়ং বহ্নিব্যাপ্য-

---

করিলে অনুমিতির চরম কারণ পরামর্শাত্মক জ্ঞান ব্যুৎপান্ন পুরুষের উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ পরামর্শ হইতে ব্যুৎপান্ন পুরুষের বহ্নিবিষয়ক অনুমিতি উৎপন্ন হয়। ব্যুৎপান্ন পুরুষের বহ্নিবিষয়ক অনুমিতি উৎপাদন করিবার জন্য ধূমলিঙ্গক বহ্নিবিষয়ক অনুমিতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যুৎপাদয়িতা পুরুষ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্য হইতে ব্যুৎপান্ন পরপুরুষের লিঙ্গপরামর্শ হইয়া সাধ্যবিষয়ক অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পরপুরুষের লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমানপ্রমাণ সম্পাদনের জন্য যে প্রতিজ্ঞাদি সমন্বিত ন্যায়বাক্য প্রযুক্ত হয়, সেই ন্যায়বাক্যকে পরার্থানুমান বলা হইয়া থাকে। অনুমানপ্রমাণ-সম্পাদক বাক্যই পরার্থানুমান। তাদৃশ বাক্যত্বই পরার্থত্ব। পুরুষ নিজের বোধের জন্য নিজে বাক্য প্রয়োগ করে না; কিন্তু প্রতিপাদ্য শ্রোতৃপুরুষের জন্য প্রতিপাদয়িতা পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এজন্য প্রযুক্ত বাক্য স্বার্থ নহে; কিন্তু পরার্থ। যে পুরুষের ব্যাপ্তি, পক্ষধর্ম্মতা প্রভৃতির প্রতিসন্ধান না থাকায় পর্ব্বতে ধূমদর্শন করিয়া বহ্নির অনুমিতি হয় না, সেই পুরুষের তাদৃশ অনুমিতি সম্পাদনের জন্য স্বার্থানুমানসম্পন্ন প্রতিপাদয়িতা পুরুষ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রযুক্ত ন্যায়বাক্য হইতে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানরূপ লিঙ্গপরামর্শ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লিঙ্গপরামর্শ স্বসামর্থ্যবশতঃই অনুমিতির জনক হইয়া থাকে। যদিও বাক্য হইতেই পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মে, তথাপি পরামর্শ শাব্দবোধাত্মক নহে; কিন্তু তাহা মানস বোধরূপ। স্বার্থানুমানেও পরামর্শ মানস বোধরূপই হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা তত্ত্বচিন্তামণির "অবয়ব" গ্রন্থে অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ন্যায়বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কথা বলিয়াছি। হস্ত-পদাদি যেমন শরীরের অবয়ব; অবয়বে অবয়বী সমবেত হইয়া থাকে। অবয়বী অবয়বারব্ধ হয়। শরীরের অবয়ব হস্ত-পদাদি স্থির বস্তু এবং অবয়বী শরীরও স্থির বস্তু; এইরূপ অবয়বাবয়বিভাব ন্যায়বাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের নাই। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বদ্বারা ন্যায়বাক্য আরব্ধ হয় না; প্রতিজ্ঞাদি অবয়বে ন্যায়বাক্য সমবেত নহে এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব ও ন্যায়বাক্য স্থির বস্তুও নহে। ন্যায়বাক্য ও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব শব্দস্বরূপ; শব্দমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। এজন্য প্রতিজ্ঞাদিতে যে ন্যায়াবয়বত্ব আছে, তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু গৌণ। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি বাক্যের অন্যতম বাক্যই অবয়ব। সুতরাং এই পাঁচটি বাক্যের অন্যতমত্বই অবয়বত্ব। প্রতিজ্ঞাদি প্রত্যেকটি বাক্যকে খণ্ডবাক্য এবং ন্যায়বাক্যকে মহাবাক্য বলে। এই খণ্ডবাক্যগুলিকেই ন্যায়বাক্যরূপ মহাবাক্যের অবয়ব বলে। মূলকার অবয়বের অন্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিতেছেন—"উক্তলক্ষণবাক্যৈকদেশত্বং বা।" উক্ত লক্ষণবাক্য—ন্যায়বাক্য। প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চক সমুদায়কে ন্যায়বাক্য কহে। উক্ত ন্যায়বাক্যের একদেশকেই অবয়ব বলে। ন্যায়বাক্যের একদেশের নাম অবয়ব। এই অবয়ব পাঁচটি; যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞাবাক্য কহে; যেমন—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্"। বহ্নি সাধ্য ও পর্ব্বত পক্ষ। সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক বাক্য এস্থলে—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্"। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণের পরে শ্রোতৃপুরুষের এইরূপ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে যে—"কুতঃ পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ কোন হেতু হইতে পর্ব্বত বহ্নিমান্ হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসার উপশমক হেতুর পক্ষধর্ম্মতার বোধক—হেতুর সহিত পক্ষের সম্বন্ধবোধক

ধূমবানয়মিত্যর্থঃ। পক্ষে সাধ্যোপসংহাররূপং বাক্যং নিগমনম্, তস্মাৎ বহ্নিমানিতি গৌতমীয়াঃ। তে এব প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনানুসন্ধানপ্রত্যাম্নায়শব্দৈঃ নির্দ্দিশ্যন্তে কাণাদৈঃ। তত্র প্রতিজ্ঞাদিভিস্ত্রিভিঃ উদাহরণাবসানৈঃ অনুমানস্য সম্ভবাৎ আধিক্যং গৌরবমাত্রমিতি সিদ্ধান্তঃ। ২৬।

লিঙ্গং ত্রিবিধম্, কেবলান্বয়ি কেবলব্যতিরেকি উভয়রূপঞ্চ। তত্র বৃত্তিমদত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যকো হেতুঃ আদ্যঃ। যথা ইদং বাচ্যম্, জ্ঞেয়ত্বাৎ ইত্যাদি। ভবতি হি বাচ্যত্বরূপ-সাধ্যস্য বৃত্তিমদ্-

---

পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত "ধূমবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যই এস্থলে হেতুবাক্য। অনন্তর শ্রোতৃপুরুষের এইরূপ শঙ্কা হইয়া থাকে যে—পর্ব্বতে ধূম থাকুক, অগ্নি না থাকুক। প্রতিপাদ্য শ্রোতৃপুরুষের এইরূপ শঙ্কার উপশমক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যকে উদাহরণবাক্য বলে। যেমন—"যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিঃ যথা মহানস ইতি" অর্থাৎ যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে অগ্নি থাকে, যেমন মহানসে ধূমও আছে, অগ্নিও আছে। তদনন্তর সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে কি না ? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, সেই প্রযুক্ত বাক্যই উপনয়বাক্য। (মূলকার যে হেতুপসংহার বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব প্রদর্শন।) সংক্ষেপতঃ "তথাচায়ম্" এইরূপ উপনয়বাক্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ—"বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্" অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম এই পর্ব্বতে আছে। এই পর্ব্বত তাদৃশ ধূমবান্। আর পক্ষে সাধ্যের উপসংহারবাক্যই নিগমনবাক্য। এই নিগমনবাক্য সংক্ষেপতঃ "তস্মাৎ তথা" এইরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ—এই পর্ব্বত বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমবান্ বলিয়া বহ্নিমান্। এইরূপ পঞ্চাবয়বপ্রয়োগ গৌতমমতানুসারী নৈয়ায়িকগণ করিয়া থাকেন।*

অক্ষপাদসূত্রানুসারে পাঁচটি অবয়বের নাম ও তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। কণাদসিদ্ধান্ত অনুসারে এই পাঁচটি অবয়বের নাম—প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যাম্নায় বলা হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে যে—"অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনানুসন্ধানপ্রত্যাম্নায়াঃ", (প্রশস্তপাদভাষ্যগুণগ্রন্থে অবয়বনিরূপণ।) অক্ষপাদসিদ্ধান্তে ও কণাদসিদ্ধান্তে পাঁচটি অবয়ব স্বীকার করিলেও প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ এই তিনটি অবয়বদ্বারাই পরার্থানুমান সম্ভাবিত হয় বলিয়া এই তিন অবয়বের অতিরিক্ত উপনয় ও নিগমন এই দুইটি অবয়ব স্বীকার কেবল অবয়বগৌরবমাত্র; এই দুইটি অবয়বের কোনও অপেক্ষা নাই। সুতরাং সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত তিনটি অবয়বমাত্রই স্বীকার করা হয়। ২৬। †

প্রদর্শিত লিঙ্গ ত্রিবিধ ; যথা—কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী।‡ এই ত্রিবিধ লিঙ্গের মধ্যে কেবলান্বয়ী বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের অনুমাপক হইয়া থাকে। লিঙ্গদ্বারা যে সাধ্যের অনুমিতি হইয়া

---

*মূলকারের উক্তি অনুসরণ করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য বহু থাকিয়া গেল। "ধূমবত্ত্বাৎ" এইরূপ হেতুর প্রয়োগ না হইয়া "ধূমাৎ" এইরূপ হেতুর প্রয়োগ ন্যায়মতে হওয়া উচিত। ত্র্যবয়ববাদী মীমাংসকগণই হেতুর পক্ষধর্ম্মতা প্রদর্শনের জন্য "ধূমাৎ" এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া "ধূমবত্ত্বাৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ উদাহরণবাক্যও যেরূপ আকাঙ্ক্ষানুসারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, মূলগ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। প্রত্যুত মূলগ্রন্থে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ তর্কের উত্থাপক। এইরূপ বহু বক্তব্য থাকিলেও আমরা গ্রন্থবিস্তারভয়ে বিরত রহিলাম।

† প্রদর্শিত তিনটি অবয়ব মীমাংসকগণের সম্মত। মীমাংসকগণ ত্র্যবয়ববাদী হইলেও তাঁহারা মাত্র উদাহরণ পর্য্যন্তই ত্র্যবয়ব স্বীকার করেন না, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনটি অবয়ব অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়া থাকেন। "উদাহরণ-পর্য্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিকম্" ইহাই ভট্টের উক্তি। মীমাংসাশাবরভাষ্যে অবয়বের দ্বিবিধ প্রয়োগই দেখা যায়।

‡ এইরূপে অনুমানের ত্রৈবিধ্য প্রদর্শন সর্ব্বপ্রথমে ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোৎকর করিয়াছেন। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"অন্বয়ী, ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ" (১।১।৫ ন্যায়সূত্র)।

ভূম্যাদ্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিভ্যো ভিন্নত্বং তদ্ধেতুভূতস্য জ্ঞেয়ত্বরূপস্য লিঙ্গস্য কেবলান্বয়িত্বসিদ্ধিঃ। যদ্বা বিপক্ষশূন্যো হেতুঃ কেবলান্বয়ী। নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ। স চ নিশ্চিতবাচ্যত্বাভাববান্ কোঽপি নাস্তি ; সর্ব্বস্য বাচ্যত্বাৎ। ২৭।

অনবগতসাধ্যসাধনসাহচর্য্যকো হেতুঃ কেবলব্যতিরেকী ; যথা—পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ। অত্র গন্ধস্য জলাদিভেদসাহচর্য্যং কুত্রাপ্যদৃষ্টচরম্, কিন্তু যত্রেতরত্বং তত্র গন্ধাভাব ইতি, ইতরভেদাভাবগন্ধা-

---

থাকে, সেই সাধ্যটি যদি বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, তবে তাদৃশ সাধ্যের অনুমাপক হেতুকে কেবলান্বয়ী হেতু বলে। "বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী" কথার অর্থ এই যে—যে বস্তুটি সর্ব্বত্র থাকে, যাহার অত্যন্তাভাব কোন স্থলেই থাকে না, তাহাকেই বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী বলা হয়। যেমন—"ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে বাচ্যত্ব সাধ্য ও জ্ঞেয়ত্ব হেতু। জ্ঞেয়ত্ব হেতুদ্বারা বাচ্যত্ব সাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে। এই বাচ্যত্বরূপ সাধ্য বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন। ঘট-পটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তু, যাহা সর্ব্বদেশে থাকে না, তাহাদের অত্যন্তাভাবই বৃত্তিমদত্যন্তাভাব। বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট-পটাদি, এবং বাচ্যত্ব সাধ্য বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট-পটাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বাচ্যত্ব বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। বাচ্যত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বত্র আছে। পদশক্যত্বই বাচ্যত্ব। এমন কোন বস্তুই সংসারে নাই, যাহা পদশক্য হয় না। এজন্য সমস্ত বস্তুই বাচ্য। অবাচ্য বস্তু অলীক। সুতরাং বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাব কোন স্থলেই নাই। এজন্য বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাব বৃত্তিমৎ নহে। যে বস্তু কোন স্থলে থাকে, যাহার অধিকরণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকে বৃত্তিমৎ বলে। বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাব কোন স্থলেই থাকে না বলিয়া তাহা বৃত্তিমৎ নহে। ঘট-পটাদির অত্যন্তাভাব বৃত্তিমদত্যন্তাভাব। এই বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট-পটাদি বস্তু। বাচ্যত্ব ঘট-পটাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। মূলকার এস্থলে ঘট-পটাদি না বলিয়া "ভূম্যাদি" বলিয়াছেন। ভূম্যাদি কথার অর্থ ভূমি, জল প্রভৃতি। ঘট, পট প্রভৃতিও যেমন সর্ব্বত্র থাকে না, এইরূপ ভূমি, জল প্রভৃতিও সর্ব্বত্র থাকে না। এজন্য ভূম্যাদি বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীই বটে। এই বাচ্যত্বের অনুমাপক জ্ঞেয়ত্ব লিঙ্গ কেবলান্বয়ী সাধ্যের অনুমাপক হইয়াছে বলিয়া জ্ঞেয়ত্ব লিঙ্গের কেবলান্বয়িত্ব সিদ্ধ হইল।

মূলকার এইরূপে কেবলান্বয়ী হেতুর লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া অন্য প্রকারে সেই কেবলান্বয়ী হেতুরই লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন—"বিপক্ষশূন্যো হেতুঃ কেবলান্বয়ী" অর্থাৎ যে হেতুর বিপক্ষ নাই, সেই হেতুকে কেবলান্বয়ী হেতু বলা হয়। নিশ্চিত সাধ্যবান্ ধর্ম্মীকে সপক্ষ এবং নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ ধর্ম্মীকে বিপক্ষ বলা হয়। যে হেতুর বিপক্ষই সম্ভাবিত নহে, সেই হেতু কেবলান্বয়ী। প্রদর্শিত স্থলে বাচ্যত্ব সাধ্য ; বাচ্যত্বের অভাব কোনও স্থলেই সম্ভাবিত নহে বলিয়া "নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্"রূপ বিপক্ষ জ্ঞেয়ত্ব হেতুর সম্ভাবিত নহে। সুতরাং বাচ্যত্বকে সাধ্য করিয়া জ্ঞেয়ত্বকে হেতু করিলে এই হেতুটি কেবলান্বয়ীই হইবে। ২৭।

যে হেতুর সাধ্যের সহিত সাহচর্য্যজ্ঞান হইতে পারে না, কেবল ব্যতিরেক সহচারমাত্র-গ্রহণাধীন ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির জ্ঞান হইয়া যে হেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির করণ হইয়া থাকে, তাহাকে কেবলব্যতিরেকী হেতু বলে। যে যে স্থলে ধুম আছে, সেই সেই স্থলে বহ্নি আছে ; যেমন মহানসাদি। এই মহানসাদিতে ধূমে বহ্নির অন্বয়সহচারজ্ঞান হইয়া থাকে। অন্বয়সহচারজ্ঞানাধীন অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। কিন্তু যে হেতু ও সাধ্যের কোনও স্থলেই অন্বয়সহচারজ্ঞান সম্ভাবিত নহে, কিন্তু কেবল ব্যতিরেকসহচারমাত্রই গৃহীত হয়, সেই স্থলে ব্যতিরেক-সহচারমাত্র গ্রহণাধীন হেতুতে ব্যতিরেকব্যাপ্তিই গৃহীত হইয়া থাকে। হেতুর সহিত সাধ্যের সহচার—অন্বয়সহচার ও সাধ্যাভাবের সহিত হেতুর অভাবের সহচার ব্যতিরেকসহচার। যে যে স্থলে সাধ্যাভাব, সেই সেই স্থলে হেত্বভাব,

ভাবয়োরেব সামানাধিকরণ্যমবগতমতো ব্যতিরেকয়োঃ সাধ্যাভাবহেত্বভাবয়োরেব ব্যাপ্তিগ্রহাৎ কেবলব্যতিরেকীতি সিদ্ধম্। যদ্বা সপক্ষহীনো হেতুঃ কেবলব্যতিরেকীতি। নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষঃ, যথা—ধূমে হেতৌ মহানসাদিঃ, স চাস্য নাস্তি পৃথিবীমাত্রস্য পক্ষত্বাৎ। সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ, যথা—তস্মিন্নেব

এইরূপ সহচারজ্ঞানকে ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান বলা হয়। যে হেতুতে সাধ্যের সাহচর্য্যজ্ঞান না হইয়া সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সাহচর্য্যজ্ঞান হয় এবং এইরূপ সাহচর্য্যজ্ঞানপ্রযুক্ত হেতুতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়, সেই হেতুকে কেবলব্যতিরেকী হেতু বলে। এই কেবলব্যতিরেকীর উদাহরণ যথা—"পৃথিবী ইতরভিন্না, গন্ধবত্বাৎ" এই অনুমানে পৃথিবী পক্ষ, ইতরভেদ সাধ্য ও গন্ধবত্ব হেতু। পৃথিবীরূপ পক্ষে পৃথিবীতরের ভেদ সাধ্য করা হইয়াছে। পৃথিবীর ইতর পৃথিবীব্যতিরিক্ত আটটি দ্রব্য এবং গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এইরূপ ত্রয়োদশ ভাবপদার্থ। এই তেরটি ভাবপদার্থকেই এস্থলে পৃথিবীর ইতর বলা হইয়াছে। এই তেরটি পদার্থের ভেদই পৃথিবীরূপ পক্ষে সাধ্য। এই তেরটি পদার্থের তেরটি ভেদের সহিত গন্ধবত্ব হেতুর সাহচর্য্য কেবলমাত্র পৃথিবীতেই সম্ভাবিত; অন্যত্র সম্ভাবিত নহে; অথচ যাবৎ পৃথিবীই পক্ষ; পক্ষে সাহচর্য্যজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয় না। সপক্ষেই সাহচর্য্যজ্ঞানদ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে সপক্ষই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীতই হইতে পারে না। এজন্য ব্যতিরেকসহচারজ্ঞানদ্বারাই হেতুতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইবে। পৃথিবীর ইতরভেদ সাধ্য; পৃথিবীতরভেদের অভাব সাধ্যাভাব। পৃথিবীতরভেদাভাব পৃথিবীতরত্বরূপ। যেমন ঘটভেদাভাব ঘটত্বরূপ। ভেদের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীতরভেদাভাব পৃথিবীতরত্বরূপ বলিয়া এই পৃথিবীতরত্ব যে যে স্থলে আছে, সেই সেই স্থলে গন্ধাভাবও আছে। পৃথিবীতরত্ব পৃথিবীভিন্ন জলাদি ত্রয়োদশ ভাবপদার্থেই আছে। আর গন্ধেরও অত্যন্তাভাব আছে। মাত্র পৃথিবীতেই গন্ধ আছে; জলাদিতে গন্ধ নাই। সুতরাং জলাদি ত্রয়োদশ ভাবপদার্থে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান হইয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে গন্ধবত্ব হেতুতে পৃথিবীতরভেদরূপ সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তিই গৃহীত হইয়াছে। এই হেতু ও সাধ্যে অন্বয়সহচার যে সম্ভাবিত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতরভেদাভাব ও গন্ধাভাবের সামানাধিকরণ্যই জলাদিতে অবগত হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীতরভেদের সহিত গন্ধের সামানাধিকরণ্য এই অনুমিতির পূর্ব্বে কোথাও গৃহীত হইতে পারে না। এজন্য ব্যতিরেকব্যাপ্তিই প্রকৃত স্থলে গৃহীত হইয়াছে। ব্যতিরেক, বিরহ, অভাব, প্রভৃতি শব্দ একার্থবাচী অর্থাৎ সমানার্থবাচী; এজন্য হেতুর অভাবের সহিত সাধ্যাভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান ব্যতিরেকসামানাধিকরণ্যজ্ঞান। সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অন্বয়সামানাধিকরণ্যজ্ঞান। এই সামানাধিকরণ্যজ্ঞানকেই সহচারজ্ঞান বলে। অন্বয়সহচারজ্ঞানজন্য গৃহীত ব্যাপ্তিই অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকসহচারজ্ঞানজন্য গৃহীত ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে" এই প্রদর্শিত অনুমানে অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানই হইবে। ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকেই ব্যতিরেকী হেতু বলে। এইরূপ অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকেই অন্বয়ী হেতু বলে। যে হেতুতে কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিই আছে, তাহাকে কেবলব্যতিরেকী হেতু বলে। প্রদর্শিত "গন্ধবত্বাৎ" এই হেতুটি কেবলব্যতিরেকী হেতু।

মূলকার কেবলব্যতিরেকী হেতুর অন্য লক্ষণ বলিতেছেন—"যদ্বা সপক্ষহীনো হেতুঃ কেবলব্যতিরেকীতি।" নিশ্চিত সাধ্যবান্ ধর্ম্মীকে সপক্ষ বলে। সপক্ষহীন হেতুই কেবলব্যতিরেকী হেতু। যে হেতুর সপক্ষ নাই, তাহাকেই সপক্ষহীন হেতু বলে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে ধূম হেতু অন্বয়ব্যতিরেকী হেতু। এই হেতুর সপক্ষও আছে, বিপক্ষও আছে। এই ধূমরূপ হেতুর মহানসাদি সপক্ষ ও জলহ্রদাদি বিপক্ষ। কিন্তু "পৃথিবী

হেতৌ পর্ব্বতাদিঃ। ন চ গন্ধহেতোর্ব্যাপ্ত্যগ্রহাৎ ইতরভেদব্যাপ্যগন্ধবতীয়মিতি পরামর্শাসম্ভবাৎ কথমনুমিতিরিতি বাচ্যম্, সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিহেতুমানয়মিতি ব্যতিরেকিণি পরামর্শাঙ্গীকারাৎ। ২৮।

যত্র সাধ্যহেত্বোঃ তদভাবয়োশ্চ ব্যাপ্তিরবগম্যতে, সঃ অন্বয়-ব্যতিরেকী। যথা যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিঃ, যথা মহানসঃ; যত্রাগ্ন্যভাবস্তত্র ধূমাভাবঃ, যথা মহাহ্রদঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—অন্বয়ব্যাপ্তৌ যদ্ব্যাপ্যং তদভাবো ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ ব্যাপকঃ। তত্রৈব যদ্ব্যাপকং তদভাবোঽত্র ব্যাপ্য ইতি। তদুক্তম্—"ব্যাপ্য-

---

ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ" এই অনুমানে "গন্ধবত্ত্ব" হেতুর সপক্ষ কেহ নাই। এই অনুমিতির পূর্ব্বে নিশ্চিত সাধ্যবান্ কেহ হইতে পারে না। প্রদর্শিত সাধ্যটি পৃথিবীতেই থাকিবে। অথচ পৃথিবীমাত্রকেই পক্ষ করা হইয়াছে। সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ ধর্ম্মীকে পক্ষ বলে। যে ধর্ম্মীতে সাধ্যের সন্দেহ আছে, তাহা পক্ষ। পৃথিবীমাত্রে সাধ্যের সন্দেহ আছে বলিয়াই পৃথিবীমাত্রকে পক্ষ করা হইয়াছে। অথচ প্রদর্শিত সাধ্য পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভাবিত নহে। সুতরাং "গন্ধবত্ত্ব" হেতুর সপক্ষ হইতেই পারে না। সপক্ষহীন হেতুই কেবলব্যতিরেকী হেতু।

ইহাতে শঙ্কা এই যে, অনুমিতির করণ পরামর্শ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরামর্শই অনুমানপ্রমাণ। কেবল-ব্যতিরেকী লিঙ্গের পরামর্শ হইবে কিরূপে ? "সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ অয়ম্" ইহাই পরামর্শের আকার। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্" এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে "গন্ধবত্ত্ব" হেতুতে পৃথিবীতরভেদরূপ সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই। সুতরাং "পৃথিবীতরভেদব্যাপ্যগন্ধবতীয়ং পৃথিবী" এইরূপ পরামর্শ হইবে কিরূপে ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন,—গন্ধবত্ত্ব হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত না হইলেও ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পরামর্শ। কিন্তু সাধ্যের অন্বয়-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পরামর্শ নহে। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানই অপেক্ষিত। ব্যতিরেকব্যাপ্তি-জ্ঞানদ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে পরামর্শ অসম্ভাবিত হইবে কেন ? যদিও পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি প্রকৃত স্থলে সম্ভাবিত নহে, তথাপি সাধ্যাভাবব্যাপকাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি গন্ধবত্ত্বরূপ হেতুতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগি-হেতুমান্ অয়ম্" এইরূপ ব্যতিরেকী হেতুর পরামর্শ হইয়া থাকে। ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য হইয়া থাকে ও হেত্বভাব ব্যাপক হইয়া থাকে। যে যে স্থলে সাধ্যাভাব থাকে, সেই সেই স্থলে হেত্বভাব থাকে। সুতরাং হেত্বভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। সাধ্যাভাবব্যাপক অভাবের প্রতিযোগিত্বই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। সুতরাং কেবল-ব্যতিরেকী হেতুরও পরামর্শ অসম্ভাবিত নহে। ২৮।

যে স্থলে হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই উভয় ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে, সেই হেতুকে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু বলে। যেমন—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে "ধূম" হেতু অন্বয়-ব্যতিরেকী। যে স্থলে ধূম আছে, সেই স্থলে বহ্নিও আছে; যেমন মহানসাদি। মহানসাদিতে অন্বয়সহচারজ্ঞানদ্বারা ধূমরূপ হেতুতে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে এবং যে স্থলে বহ্নির অভাব আছে, সে স্থলে ধূমেরও অভাব আছে; যেমন—মহাহ্রদাদি। মহাহ্রদাদিতে ব্যতিরেকসহচারগ্রহণজন্য ধূমরূপ হেতুতে বহ্নির ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য ধূম হেতু অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু। অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির ইহাই বৈলক্ষণ্য যে—অন্বয়ব্যাপ্তিতে যে ব্যাপ্য হইয়া থাকে, তাহার অভাবই ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে ব্যাপক হইয়া থাকে এবং অন্বয়ব্যাপ্তিতে যে ব্যাপক হইয়া থাকে, তাহার অভাবই ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে ব্যাপ্য হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—যে দুইটি ভাববস্তুর ব্যাপ্যব্যাপকভাব যাদৃশ প্রতীত হয়, সেই দুইটি ভাববস্তুর অভাবদ্বয়ের বিপরীত ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব প্রতীত হইয়া থাকে। কারিকাটি বস্তুতঃ এইরূপ—"নিয়ম্যত্বনিয়ন্তৃত্বে ভাবয়োর্যাদৃশে মতে। বিপরীতে প্রতীয়েতে

ব্যাপকভাবো হি ভাবয়োর্যাদৃগিষ্যতে। তয়োরভাবয়োস্তস্মাদ্বিপরীতঃ প্রতীয়তে। অন্বয়ে সাধনং ব্যাপ্যং সাধ্যং ব্যাপকমিষ্যতে। সাধ্যাভাবোঽন্যথা ব্যাপ্যো ব্যাপকঃ সাধনাত্যয়ঃ। ব্যাপ্যস্য বচনং পূর্ব্বং ব্যাপকস্য ততঃ পরম্। এবং পরীক্ষিতা ব্যাপ্তিঃ স্ফুটীভবতি তত্ত্বতঃ॥" ইতি। ২৯।

ব্যাপ্তির্দ্বিধা, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগ্রাহ্যা, শাস্ত্রৈকগ্রাহ্যা চ। তত্র লৌকিকপদার্থবিষয়ানুমিতিহেতুভূতা প্রথমা। প্রকৃতির্নাত্মা জড়ত্বাৎ ঘটবৎ, ভূতানি নাত্মা কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ, দেহো নাত্মা কার্য্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ ঘটাদিবৎ, ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ নাত্মা করণত্বাৎ দণ্ডাদিবৎ, প্রাণো নাত্মা কার্য্যত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ ব্যজনজন্য বায়ুবৎ, শব্দাদয়ো নাত্মা কার্য্যত্বাৎ শরীরবৎ, অহঙ্কারো নাত্মা করণত্বাৎ কুঠারাদিবৎ—ইত্যাদি-প্রয়োগাৎ। ৩০।

প্রত্যগাত্মাদ্যলৌকিকপদার্থবিষয়কানুমিতিহেতুভূতা দ্বিতীয়া। প্রত্যগাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ চেতনত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অচেতনভিন্নত্বাচ্চ ব্রহ্মবৎ, "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘন" (৪।৫।১৩ বৃঃ) ইতি শ্রুতেঃ। প্রত্যগাত্মা

তে এব তদভাবয়োঃ॥" অন্বয়ব্যাপ্তিতে সাধন ব্যাপ্য হইয়া থাকে ও সাধ্য ব্যাপক হইয়া থাকে। আর ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিতে ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ সাধ্যাভাব ব্যাপ্য ও সাধনাভাব ব্যাপক হইয়া থাকে। মূলে "সাধনাত্যয়ঃ" কথার অর্থ—সাধনাভাব। ব্যাপ্যবাচক পদের উল্লেখ প্রথমে করিয়া ব্যাপকবাচক পদের উল্লেখ পরে করিতে হয়। আর এইরূপে ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিলে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যে যে স্থলে ধুম আছে, সেই সেই স্থলে বহ্নি আছে। ব্যাপ্য ধুমের উল্লেখ প্রথমে করিয়া ব্যাপক বহ্নির উল্লেখ পরে করা হয়। ব্যাপ্যব্যাপকের এইরূপ উল্লেখ হইলে ব্যাপ্তি সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। মূলকার এস্থলে তিনটি কারিকাদ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কারিকা তিনটি মূলকারের স্বরচিত নহে; কিন্তু প্রাচীনগণের উক্তি। ২৯।

এই প্রদর্শিত ব্যাপ্তি দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্য ও শাস্ত্রমাত্রগ্রাহ্য। লৌকিক পদার্থবিষয়ক অনুমিতির হেতু-ভূত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্য হইয়া থাকে। যেমন (১) প্রকৃতির্নাত্মা, জড়ত্বাৎ; ঘটবৎ। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন, যেহেতু প্রকৃতি জড়; যাহা জড়, তাহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; যেমন ঘট। ঘট জড় বস্তু এবং আত্মা হইতে ভিন্ন, (২) ভূতানি নাত্মা, কার্য্যত্বাৎ; ঘটাদিবৎ অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত আত্মা হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহা কার্য্যবস্তু; যাহা কার্য্যবস্তু, তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন; যেমন ঘটাদি কার্য্যবস্তু বলিয়া তাহা আত্মা নহে। (৩) দেহো নাত্মা, কার্য্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ, ঘটাদিবৎ অর্থাৎ দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা কার্য্য এবং জড়; যাহা কার্য্য ও জড়, তাহা আত্মা নহে; যেমন ঘটাদি বস্তু কার্য্য ও জড় বলিয়া আত্মা নহে। (৪) ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ নাত্মা, করণত্বাৎ দণ্ডাদিবৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি আত্মা নহে, যেহেতু সেই সকল করণ; যাহা যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে, যেমন দণ্ডাদি করণ বলিয়া আত্মা নহে। (৫) প্রাণো নাত্মা কার্য্যত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ, ব্যজনজন্যবায়ুবৎ অর্থাৎ প্রাণ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা কার্য্য, ভৌতিক ও জড়; যাহা যাহা কার্য্য, ভৌতিক ও জড়, তাহা আত্মা নহে; যেমন ব্যজনজন্য বায়ু কার্য্য, ভৌতিক ও জড় বলিয়া আত্মা নহে, (৬) শব্দাদয়ো নাত্মা, কার্য্যত্বাৎ, শরীরবৎ অর্থাৎ শব্দাদি আত্মা নহে, যেহেতু তাহা কার্য্য, যাহা কার্য্য, তাহা আত্মা নহে; যেমন শরীর কার্য্য বলিয়া আত্মা নহে। (৭) অহঙ্কারো নাত্মা, করণত্বাৎ কুঠারাদিবৎ অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা নহে, যেহেতু তাহা করণ; যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে; যেমন কুঠারাদি করণ বলিয়া আত্মা নহে। প্রদর্শিত অনুমানগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্য ব্যাপ্তিহেতুক। যেহেতু উক্ত অনুমিতিগুলি লৌকিকপদার্থবিষয়িণী। ৩০।

শাস্ত্রমাত্রগ্রাহ্য ব্যাপ্তির উদাহরণ প্রদর্শন প্রসঙ্গে মূলকার বলিয়াছেন—প্রত্যগাত্মাদি অলৌকিক পদার্থবিষয়ক

জ্ঞাতা আত্মত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ—২।৪।১৪—৪।৫।১৫) ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা অনুচ্ছিন্নধর্ম্মা চেতনত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" (বৃ—৪।৫।১৩)

অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্তি অর্থাৎ শাস্ত্রমাত্রগ্রাহ্য ব্যাপ্তি।* প্রত্যগাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ, চেতনত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অচেতনভিন্নত্বাচ্চ, ব্রহ্মবৎ; "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘন" ইতি শ্রুতেঃ। "ইহার অর্থ এই যে—প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীব (পক্ষ) জ্ঞানস্বরূপ (সাধ্য), পূর্ব্বে জ্ঞান প্রত্যগাত্মার ধর্ম্ম বলা হইয়াছে; এস্থলে প্রত্যগাত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইতেছে; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করা হয় না বলিয়াই এরূপ বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়, ইহাকেই তাদাত্ম্য বলে। এই সমস্ত কথাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইবে; কারণ তাহা চেতন, স্বপ্রকাশক ও অচেতনভিন্ন; যাহা চেতন, তাহা জ্ঞান-স্বরূপ; যেমন—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চেতন এবং জ্ঞানস্বরূপ। এইরূপ যাহা স্বপ্রকাশ, তাহা জ্ঞানস্বরূপ; যেমন—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। সিদ্ধান্তে "স্বপ্রকাশ" কথার অর্থ কি, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ যাহা অচেতনভিন্ন, তাহা জ্ঞানস্বরূপ; যেমন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অচেতনভিন্ন এবং জ্ঞানস্বরূপ। এইরূপ প্রত্যগাত্মাও—চেতন, স্বপ্রকাশ ও অচেতনভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মের মতই জ্ঞানস্বরূপ হইবে। প্রত্যগাত্মার জ্ঞানস্বরূপতা সিদ্ধির জন্য যে তিনটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রদর্শিত হেতু তিনটিদ্বারা প্রত্যগাত্মার জ্ঞানস্বরূপতার অনুমিতি করা হইয়াছে। এই অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। প্রদর্শিত হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রত্য-ক্ষাদি প্রমাণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। এই ব্যাপ্তি মাত্র শ্রুতিবেদ্য। "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-মূলেই উক্ত ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত ব্যাপ্তি শাস্ত্রমাত্রবেদ্য। এজন্য প্রদর্শিত অনুমান তিনটি শ্রুতি-প্রমাণমূলক।

এইরূপ প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা, আত্মত্বাৎ; ব্রহ্মবৎ। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি" শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীব (পক্ষ) জ্ঞাতা (সাধ্য), যেহেতু তাহা আত্মা। যাহা আত্মা, তাহা জ্ঞাতা; যেমন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া জ্ঞাতা; এইরূপ জীবও আত্মা বলিয়া জ্ঞাতা। এই অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই গৃহীত হইয়াছে। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" এই শ্রুতি ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে।"

এইরূপ "আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, চেতনত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ; "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি শ্রুতেঃ।" ইহার অর্থ—প্রত্যাগাত্মা অর্থাৎ জীব (পক্ষ), এই প্রত্যাগাত্মার ধর্ম্ম—জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞানাদি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই থাকে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার উক্ত ধর্ম্মগুলি কোন কালেই উচ্ছিন্ন হয় না। এজন্য আত্মাকে অনুচ্ছিন্নধর্ম্মা বলা হইয়াছে। আত্মা পক্ষ, অনুচ্ছিন্নধর্ম্মত্ব সাধ্য, আর তাহাতে চেতনত্ব হেতু। যাহা চেতন, তাহা অনুচ্ছিন্নধর্ম্মা; যেমন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চেতন এবং ব্রহ্মধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদির কখনও উচ্ছেদ হয় না।—এইরূপ প্রত্যগাত্মা চেতন বলিয়া ব্রহ্মের মতই প্রত্যগাত্মারও জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের কখনও উচ্ছেদ হইবে না। এই অনুমিতিরও হেতুভূত ব্যাপ্তি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই গৃহীত হইয়াছে। "অবিনাশী বা অরে" ইত্যাদি শ্রুতিই ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তাহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—হে মৈত্রেয়ি! আত্মা অবিনাশী এবং আত্মধর্ম্মের কখনও উচ্ছেদ হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ দুইবার পঠিত হইয়াছে।

এইরূপ "জীবঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যপরঃ, জ্ঞাতৃত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়" ইতি

---

* এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে—এই দ্বিতীয় ব্যাপ্তির উদাহরণ প্রসঙ্গে মূলকার স্বসিদ্ধান্তে অর্থাৎ ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে জীবব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতি শ্রুতেঃ। জীবঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যপরঃ জ্ঞাতৃত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি-শ্রুতেঃ। ৩১।

প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বরায়ত্তস্বরূপস্থিত্যাদিকঃ নিয়ম্যত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিবৎ, "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" "নারায়ণাৎ প্রবর্ত্ততে" "য আত্মানমন্তরো যময়তি" (বৃ—৩।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবঃ অণুপরিমাণকঃ উৎক্রান্ত্যাদিমত্ত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং পরমাত্মবৎ, "অণুর্হ্যেষ আত্মা" "এষ আত্মা উৎক্রামতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

শ্রুতেঃ।" ইহার অর্থ—জীব প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহদাদি হইতে ভিন্ন; (মূলগ্রন্থে "পর" শব্দটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।) যেহেতু জীব জ্ঞাতা। যে যে জ্ঞাতা, সে প্রকৃতি ও প্রকৃতিকার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন ব্রহ্ম জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদি হইতে ভিন্ন। ইহাতেও শ্রুতিই প্রমাণ। "সেই এই মনোময় আত্মা হইতে বিজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন। বিজ্ঞানময় আত্মা জীব, মনোময় প্রভৃতি প্রকৃতির কার্য্য।" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ৩১।

এইরূপ জীব শ্রীহরির অধীন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য মূলকার শ্রুতিমূলক অনুমানপ্রমাণ দেখাইতেছেন;—"প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বরায়ত্তস্বরূপস্থিত্যাদিকঃ, নিয়ম্যত্বাৎ; দেহেন্দ্রিয়াদিবৎ"। "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" "নারায়ণাৎ প্রবর্ত্ততে" "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ অর্থাৎ—প্রত্যগাত্মা জীবের স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বর শ্রীহরির অধীন; যেহেতু জীব নিয়ম্য; যে যে বস্তু নিয়ম্য, তাহার স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বর শ্রীহরির অধীন হইয়া থাকে। যেমন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিয়ম্য বস্তুর স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বরের অধীন। ইহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। "জীবের স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা শ্রীহরিরই অধীন ছিল।" "জীবের স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি নারায়ণ হইতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।" "পরমেশ্বর জীবের মধ্যে স্থিত হইয়া জীবকে নিয়মিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরনিয়ম্য" এই শ্রুতি সকল অনুসারেই নিয়ম্যত্ব হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে।

এইরূপ "জীবোঽণুপরিমাণকঃ, উৎক্রান্ত্যাদিমত্ত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবং পরমাত্মবৎ।" "অণুর্হ্যেষ আত্মা" "এষ আত্মা উৎক্রামতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—জীব—অণুপরিমাণক হইবে; যেহেতু জীবের উৎক্রান্তি, গতি, আগতি প্রভৃতি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। যাহা অণুপরিমাণক নহে অর্থাৎ যাহা বিভুপরিমাণ, তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি সম্ভাবিত নহে। যেমন—পরমাত্মা। পরমাত্মা বিভুপরিমাণ বলিয়া তাঁহার উৎক্রান্তি, গতি, আগতি প্রভৃতি নাই। পূর্ব্বে কেবলব্যতিরেকী হেতুর স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এস্থলে মূলকার কেবল ব্যতিরেকী হেতুরই প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্মা যে অণুপরিমাণ এবং তাহার উৎক্রান্তি প্রভৃতি আছে, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই আত্মা অণু" "এই আত্মা উৎক্রমণ করিয়া থাকে।"

এইরূপ "জীবাত্মা বিভুপরিমাণকজ্ঞানাশ্রয়ঃ, চেতনত্বাৎ; ব্রহ্মবৎ।" "যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্তঃ এবমেবাস্য প্রকাশো ব্যাপ্ত ইতি শ্রুতেঃ।" "নিত্যং বিভুমিতি শ্রুতেশ্চ।" ইহার অর্থ—জীবাত্মা বিভুপরিমাণ জ্ঞানের আশ্রয় হইবে অর্থাৎ জীব অণুপরিমাণ হইলেও তাহার ধর্ম্ম জ্ঞান বিভুপরিমাণ; যেহেতু জীবাত্মা চেতন। যে যে চেতন, তাহা বিভুপরিমাণ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে; যেমন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চেতন এবং বিভুপরিমাণ জ্ঞানের আশ্রয়। জীবাত্মাও চেতন; এজন্য তাহা বিভুপরিমাণ জ্ঞানের আশ্রয় হইবে। অণুপরিমাণ জীবের জ্ঞান যে বিভুপরিমাণ, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অণুপরিমাণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশ যেমন ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ অণুপরিমাণ জীবের প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানও ব্যাপ্ত। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে—"অণু জীবের জ্ঞান নিত্য এবং বিভু।"

জীবাত্মা বিভুপরিমাণকজ্ঞানাশ্রয়ঃ চেতনত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, "যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্তঃ এবমেবাস্য প্রকাশো ব্যাপ্তঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "নিত্যং বিভুম্" ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ পরিচ্ছিন্নপরিমাণকস্য বিভুধর্ম্মাশ্রয়ত্বা-দর্শনাদসম্ভব ইতি বাচ্যম্, দ্যুমণ্যাদৌ তস্য প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ, "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" (গী—১৩।৩৩) ইতি স্মৃতেশ্চ। ৩২।

পরমেশ্বরঃ চেতনাচেতনাভ্যামুৎকৃষ্টঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাচ্চ ব্যতিরেকে অস্মদাদিবৎ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। পরমেশ্বরো জীবপ্রকৃতিভিন্নঃ, আত্মত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ, "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বর"মিতি শ্রুতেঃ। পরমেশ্বরঃ অচিন্ত্যানন্তাসংখ্যেয়স্বাভাবিক-সদ্‌গুণাশ্রয়ঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ, ব্যতিরেকে চেতনাচেতনবর্গবৎ, "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব" ইতি শ্রুতেঃ।

ইহাতে আপত্তি এই যে—অণুপরিমাণ জীব বিভুপরিমাণ জ্ঞানধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না। অণুপরিমাণ বস্তু বিভু ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমান প্রমাণান্তরবাধিত। অতএব প্রদর্শিত অনুমান অসম্ভব। পূর্ব্বপক্ষিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ পরিচ্ছিন্নপরিমাণ দ্যুমণি অর্থাৎ সূর্য্য প্রভৃতি ব্যাপনশীল বিভু প্রকাশের আশ্রয় হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং আশ্রয় অপেক্ষা আশ্রিত ধর্ম্ম অধিক পরিমাণ হইতে পারে। ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই। সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রভা সূর্য্য-চন্দ্রাদি হইতে অধিক পরিমাণ ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমান নির্দ্দোষ। ৩২।

এইরূপ "পরমেশ্বরঃ চেতনাচেতনাভ্যামুৎকৃষ্টঃ, সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাচ্চ ; ব্যতিরেকে অস্মাদিবৎ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—পরমেশ্বর চেতন ও অচেতন জগৎ হইতে উৎকৃষ্ট ; যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বনিয়ন্তা। যে চেতনাচেতন হইতে উৎকৃষ্ট নহে, সে সর্ব্বজ্ঞও নহে এবং সর্ব্বনিয়ন্তাও নহে ; যেমন আমরা জীব। এই জীবে চেতনাচেতন হইতে উৎকর্ষ নাই এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বও নাই। এস্থলেও মূলকার পূর্ব্বের মত ব্যতিরেকী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও "শাস্তা জনানাম্" এই শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপ "পরমেশ্বরো জীবপ্রকৃতিভিন্নঃ, আত্মত্বাৎ ; ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ।" "পতিং বিশ্বস্য আত্মেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—পরমেশ্বর জীব ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; যেহেতু পরমেশ্বর আত্মা ; যাহা জীব-প্রকৃতি-ভিন্ন নহে, তাহা আত্মাও নহে ; যেমন ঘটাদি। এস্থলেও মূলকার ব্যতিরেকী হেতুই প্রদর্শন করিয়াছেন। "পতিং বিশ্বস্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও পরমেশ্বর জীব-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছেন।

এইরূপ "পরমেশ্বরঃ অচিন্ত্যানন্তাসংখ্যেয়স্বাভাবিকসদ্‌গুণাশ্রয়ঃ, সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ ; ব্যতিরেকে চেতনাচেতনবর্গবৎ।" "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—পরমেশ্বর অচিন্ত্য, অনন্ত, অসংখ্যেয় স্বাভাবিক সদ্‌গুণসমূহের আশ্রয় ; যেহেতু পরমাত্মা সর্ব্ববিলক্ষণ। যে যে বস্তু উক্তরূপসদ্‌গুণসমূহের আশ্রয় নহে, তাহা সর্ব্ববিলক্ষণ নহে। যেমন চেতনবর্গ জীবসমূহ এবং অচেতনবর্গ প্রকৃত্যাদি। আর শ্রুতিও পরমেশ্বরের উক্তরূপ সদ্‌গুণরাশি প্রতিপাদন করিয়াছেন। "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই পরমেশ্বরের উক্তরূপ সদ্‌গুণ থাকার প্রমাণ।

এইরূপ "পরমেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা, অনন্তত্বে সতি চেতনত্বাৎ ; ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ।" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—পরমেশ্বর সকলের আত্মস্বরূপ ; যেহেতু তিনি অন্তরহিত হইয়া চেতন। যে যে বস্তু

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা অনন্তত্বে সতি চেতনত্বাৎ, ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ, "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। ৩৩।

পরং ব্রহ্ম জগদভিন্ন-নিমিত্তোপাদানম্, অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বে সতি চেতনত্বাৎ, ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ, "স্বয়মাত্মানমকুরুত" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকপ্রমাণবেদ্যম্, অন্যপ্রমাণাগোচরত্বাৎ, ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" "কোহদ্ধা বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো জীবাত্মানঃ পরমেশ্বরজন্যত্বাৎ পরোপদেশ্যত্বাৎ পরনিয়ম্যত্বাচ্চ অস্মদাদিবৎ, "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৩৪।

বিশ্বাক্সেশ্বরাদিতরধ্যানোপাসনাদির্ম্মোক্ষপ্রতিবন্ধকঃ, অশুদ্ধহেতুত্বাৎ যুবতিধ্যানবৎ, অজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরসম্মতপূর্ব্বকাণ্ডবৎ, তুচ্ছফলত্বাৎ কাম্যকর্ম্মফলবৎ, তেষাং পরদত্তদাতৃত্বাচ্চ অস্মদাদিবৎ। "তস্মাৎ

সকলের আত্মস্বরূপ নহে, সে অন্তরহিত হইয়া চেতনও নহে। যেমন প্রধানাদি। "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এই শ্রুতিদ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৩।

এইরূপ—"পরং ব্রহ্ম জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানম্, অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বে সতি চেতনত্বাৎ ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ।" "স্বয়মাত্মানমকুরুত সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—পরব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান অর্থাৎ এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণও বটেন, উপাদানকারণও বটেন। যেহেতু ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিমান্ হইয়া চেতন। যাহা জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান নহে, তাহা অচিন্ত্যশক্তিমান্ হইয়া চেতনও নহে। যেমন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতি। "স্বয়মাত্মানম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এবং "সচ্চ ত্যচ্চ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপ—"ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকপ্রমাণবেদ্যম্, অন্যপ্রমাণাগোচরত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ।" "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" "কোহদ্ধা বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম মাত্র শাস্ত্রপ্রমাণবেদ্য; যেহেতু ব্রহ্ম শাস্ত্রভিন্ন অন্য প্রমাণের অবেদ্য। যাহা শাস্ত্রমাত্রবেদ্য নহে, তাহা অন্য প্রমাণের অবেদ্যও নহে, যেমন ঘটাদি। ঘটাদি বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য; এজন্য তাহা শাস্ত্রৈকপ্রমাণবেদ্য নহে। "সর্ব্বে বেদা" এই শ্রুতি ব্রহ্মকে সর্ব্ববেদবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নাবেদবিৎ" শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মকে অবেদবিৎ জানিতে পারে না বলা হইয়াছে। "কোহদ্ধা বেদ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণবেদ্য নহেন বলা হইয়াছে।

এইরূপ—"ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো জীবাত্মানঃ, পরমেশ্বরজন্যত্বাৎ, পরোপদেশ্যত্বাৎ, পরনিয়ম্যত্বাচ্চ অস্মদাদিবৎ।" "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে" "নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ—ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি (পক্ষ) জীবাত্মা (সাধ্য), যেহেতু তাঁহারা পরমেশ্বরজন্য, পরোপদেশ্য ও পরনিয়ম্য। যাহা যাহা পরমেশ্বরজন্য, পরোপদেশ্য ও পরনিয়ম্য, তাহারা সকলেই জীবাত্মা; যেমন আমরা পরমেশ্বরজন্য, পরোপদেশ্য ও পরনিয়ম্য বলিয়া জীব, এইরূপ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতিও পরমেশ্বরজন্য, পরোপদেশ্য ও পরনিয়ম্য বলিয়া জীব। এই অনুমিতির ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে" ইত্যাদি শ্রুতি। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জন্মিয়াছেন" ইত্যাদি। ৩৪।

এইরূপ শ্রীভগবান্ বাসুদেব হইতে ভিন্ন অন্য দেবতার অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি মুক্তির জনক নহে। এজন্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীবাসুদেবই ধ্যেয় ও অর্চ্চনীয় ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য মূলকার অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন—"বিশ্বাক্সেশ্বরাদিতরধ্যানোপাসনাদিঃ (পক্ষ) মোক্ষপ্রতিবন্ধকঃ (সাধ্য), অশুদ্ধ-হেতুত্বাৎ যুবতিধ্যানবৎ। ইহার

সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ। কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা। শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ। অন্যে চ পুরুষব্যাঘ্র চেতসো যে ব্যপাশ্রয়াঃ। অশুদ্ধাস্তে সমস্তাস্তু দেবাদ্যাঃ কর্ম্মযোনয়ঃ॥" ইতি বৈষ্ণবে অশুদ্ধহেতুত্বম্। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদিশ্রুতেরজ্ঞবিষয়ত্বম্।

অর্থ—বিশ্বাত্মা ঈশ্বর বাসুদেব হইতে ভিন্ন অন্য দেবতার ধ্যানোপাসনাদি (পক্ষ) মোক্ষের প্রতিবন্ধক (সাধ্য) অর্থাৎ অন্য দেবতার ধ্যানাদি হইতে কখনও মোক্ষ হয় না ; যেহেতু তাহা অশুদ্ধ হেতু। অন্য দেবতার ধ্যানাদি শুদ্ধ হেতু নহে। যেমন যুবতি স্ত্রীবিষয়ক ধ্যানাদি অশুদ্ধ হেতু বলিয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, এইরূপ অন্য দেবতার ধ্যানাদিও যুবতিবিষয়ক ধ্যানাদির মতই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। অন্য দেবতার ধ্যানাদি যে অশুদ্ধ হেতু, তাহা সমর্থন করিবার জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—"তস্মাৎ সমস্তশক্তীনা"মিত্যাদি। ইহার অর্থ—"এজন্য সমস্ত শক্তির আধার শ্রীবাসুদেবে চিত্ত স্থাপন করিবে। বাসুদেবে চিত্তস্থাপনই শুদ্ধধারণা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে পুরুষব্যাঘ্র! বাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতা চিত্তের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধধারণার বিষয় হইতে পারে না ; যেহেতু অন্য দেবতা অশুদ্ধ। বাসুদেব ভিন্ন অন্য সমস্ত দেবতাই কর্ম্মযোনি অর্থাৎ জীব।" সুতরাং অন্য দেবতাবিষয়ক ধ্যানাদি অশুদ্ধ হেতু বলিয়া মোক্ষপ্রতিবন্ধক।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত অনুমানে যে পক্ষ ও সাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য সিদ্ধি করিবার জন্য মূলকার দ্বিতীয় হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"অজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরসম্মতপূর্ব্বকাণ্ডবৎ"। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি "শ্রুতেরজ্ঞবিষয়ত্বম্" ইহার অর্থ—বাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবতার ধ্যানোপাসনাদি মোক্ষপ্রতিবন্ধক; যেহেতু তাহা অজ্ঞবিষয়ক ; অজ্ঞবিষয়ক ধ্যানোপাসনাদি মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে ; যেমন—অদ্বৈতবাদীর সম্মত কর্ম্মকাণ্ডের উপাসনাদি। অদ্বৈতবাদীর মতে কর্ম্মকাণ্ডের উপাসনাদি অজ্ঞবিষয়ক বলিয়া তাহা যে মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। অজ্ঞ পুরুষই কর্ম্মকাণ্ডে রত থাকে ; এজন্য তাহাদের মোক্ষ হয় না—ইহা অদ্বৈতবাদেরই কথা। এইরূপ অজ্ঞবিষয়ক অন্য দেবতার ধ্যানাদিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অন্য দেবতার ধ্যানাদি অজ্ঞ পুরুষই করিয়া থাকে। অজ্ঞ পুরুষই যে অন্য দেবতার ধ্যানাদি করিয়া থাকে ইহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতিই বলিয়াছেন যে—যে বাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে না। মূলে যে "অজ্ঞবিষয়ত্বাৎ" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—অজ্ঞকর্ত্তৃকত্ব। অজ্ঞ পুরুষই অন্য দেবতার উপাসনাদি করে।

মূলকার পূর্ব্বোক্ত পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"তুচ্ছফলত্বাৎ কাম্য-কর্ম্মফলবৎ"। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্" ইতি "স্মৃতেঃ তুচ্ছফলত্বম্।" ইহার অর্থ—বাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবতার ধ্যানাদি মোক্ষপ্রতিবন্ধক ; যেহেতু তাহা তুচ্ছফলক। অন্য দেবতার ধ্যানাদি হইতে অল্প ফল লব্ধ হইয়া থাকে। অল্প অর্থে মূলে "তুচ্ছ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—কাম্যকর্ম্মের ফল। কাম্য কর্ম্ম তুচ্ছ ফলের জনক বলিয়া তাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক। এইরূপ তুচ্ছফলক বলিয়া অন্য দেবতার ধ্যানাদিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক। অন্য দেবতার ধ্যানাদি যে তুচ্ছফলক, তাহা গীতাতে বলা হইয়াছে। "অন্য দেবতার উপাসনাজন্য ফল অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশী হইয়া থাকে" ইহাই উক্ত গীতাবাক্যে বলা হইয়াছে।

মূলকার পূর্ব্বোক্ত পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য সিদ্ধ করিবার জন্য চতুর্থ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"তেষাং পরদত্তদাতৃত্বাচ্চ অস্মদাদিবৎ"। "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" ইতি "পরদত্তদাতৃত্বম্"। ইহার অর্থ—বাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবতা ধ্যাত বা উপাসিত হইয়া উপাসককে মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন না ; যেহেতু অন্য দেবতা বাসুদেবপ্রদত্ত ফলের প্রদাতা। যাহারা অন্যপ্রদত্ত ফলের প্রদাতা, তাহারা মোক্ষপ্রদাতা হইতে পারে না ; যেমন অস্মদাদি জীব। অস্মদাদি জীব বাসুদেবপ্রদত্ত ফলের প্রদাতা হয় বলিয়া মোক্ষের প্রদাতা নহে,

"অন্তবত্তু ফলম্" ইতি স্মৃতেঃ তুচ্ছফলত্বম্। "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্" ইতি পরদত্তদাতৃত্বম্। পরমতে তু জীবাত্মা অলীকঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ তরুপ্রতিবিম্ববৎ। বিম্বভূতং ব্রহ্ম মিথ্যা বিম্বশব্দাভিধেয়ত্বাৎ প্রতিবিম্বনধর্ম্মবত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ বৃক্ষাদিবচ্চ। পরাভিমতমোক্ষঃ অলীকঃ স্বরূপনাশরূপত্বাৎ বিম্বভাবাপন্নমুখাদিপ্রতিবিম্ববৎ। শ্রবণাদিসাধনং ব্যর্থং ফলশূন্যত্বাৎ জলতাড়নবৎ। পরমতে জিজ্ঞাসাশাস্ত্রারম্ভো ব্যর্থঃ

এইরূপ অস্মদাদি জীবের মত অন্য দেবতাও বাসুদেবপ্রদত্ত ফলের প্রদাতা বলিয়া মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন না। আর এই কথা গীতাতেই বলা হইয়াছে যে—"অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া উপাসক যে ফললাভ করে, তাহাও আমিই প্রদান করিয়া থাকি।" অর্থাৎ অন্য দেবতা বাসুদেবপ্রদত্ত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন; স্বতন্ত্রভাবে প্রদান করিতে পারেন না।

মূলকারপ্রদর্শিত এই চতুর্থ হেতুর অনুরোধে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পক্ষে ধ্যানোপাসনাকে বিশেষ্যরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া "ধ্যাত উপাসিত বাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবতাকে" পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিলে চতুর্থ হেতুটি সুসঙ্গত হইবে। অন্যথা ধ্যানোপাসনারই দাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

অদ্বৈতমতে জীবাত্মার অলীকত্ব প্রদর্শনের জন্য মূলকার বলিতেছেন যে—"জীবাত্মা অলীকঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ তরুপ্রতিবিম্ববৎ।" অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবাত্মা অলীক; যেহেতু তাহা চৈতন্যের প্রতিবিম্ব। যাহা যাহা প্রতিবিম্ব, তাহা অলীক; যেমন বৃক্ষের প্রতিবিম্ব। এইরূপ জীবাত্মাও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলিয়া অলীক হইবে। অদ্বৈতমতে জীবকে প্রতিবিম্ব ও ব্রহ্মকে বিম্ব বলা হইয়া থাকে। আর এজন্য তাঁহাদের মতে জীবের অলীকত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপ বিম্ব ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। বিম্ব ব্রহ্মের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানটি এইরূপ—"বিম্বভূতং ব্রহ্ম মিথ্যা, বিম্বশব্দাভিধেয়ত্বাৎ প্রতিবিম্বনধর্ম্মবত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ বৃক্ষাদিবচ্চ।" ইহার অর্থ—বিম্বভুত ব্রহ্ম মিথ্যা হইবে, যেহেতু বিম্ব বিম্বশব্দাভিধেয় হইয়া থাকে। যাহা যাহা বিম্বশব্দাভিধেয়, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। যেমন ঘটাদি বস্তু বিম্বশব্দাভিধেয় হইয়া থাকে বলিয়া অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা; এইরূপ ব্রহ্মও বিম্বশব্দাভিধেয় হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে। জলাদিতে প্রতিবিম্বন অবস্থায় ঘটাদি বস্তু বিম্বশব্দাভিধেয় হইয়া থাকে, এইরূপ বিম্বভূত ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে, যেহেতু তাহা প্রতিবিম্বনধর্ম্মবিশিষ্ট। ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। যাহা যাহা প্রতিবিম্বনধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা; যেমন—বৃক্ষাদি। এইরূপ ব্রহ্মও প্রতিবিম্বনধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে।

এইরূপ "পরাভিমতো মোক্ষোঽলীকঃ স্বরূপনাশরূপত্বাৎ বিম্বভাবাপন্নমুখাদিপ্রতিবিম্ববৎ।" ইহার অর্থ—অদ্বৈতবাদীর মতে জীবের মোক্ষ অলীক হইবে; কারণ তাঁহাদের মতে জীবের মোক্ষ জীবের স্বরূপনাশরূপ। যাহা যাহা স্বরূপনাশরূপ, তাহা অলীক; যেমন মুখাদি প্রতিবিম্বের বিম্বভাবপ্রাপ্তিতে প্রতিবিম্বের স্বরূপনাশ হয় বলিয়া প্রতিবিম্বের বিম্বভাবপ্রাপ্তি অলীক; এইরূপ প্রতিবিম্ব জীবের বিম্বভাবপ্রাপ্তিতে প্রতিবিম্বের স্বরূপনাশ হয় বলিয়া অদ্বৈতমতে জীবের মোক্ষও অলীক। এইরূপ "শ্রবণাদি সাধনং ব্যর্থম্, ফলশূন্যত্বাৎ জলতাড়নবৎ" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর মতে মোক্ষসাধন শ্রবণ, মননাদি ব্যর্থ, যেহেতু তাহা ফলশূন্য; অদ্বৈতবাদীর মতে শ্রবণাদি, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে। মোক্ষই অলীক বলিয়া তাহার সাধনও ব্যর্থ। যাহা যাহা ফলশূন্য, তাহা ব্যর্থ; যেমন জলতাড়নাদি; এইরূপ শ্রবণাদি সাধনও ফলশূন্য বলিয়া ব্যর্থ হইবে। এস্থলে "ব্যর্থ" কথার অর্থ অননুষ্ঠেয়। এই অনুমানদ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের শ্রবণাদি সাধন অননুষ্ঠেয়; ইহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইরূপ "পরমতে জিজ্ঞাসাশাস্ত্রারম্ভো ব্যর্থঃ, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ জলতাড়নাদিবৎ" অদ্বৈতবাদীর মতে জিজ্ঞাসাশাস্ত্রের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারশাস্ত্রের আরম্ভ বৃথা হইবে; যেহেতু তাহা প্রয়োজনশূন্য। যাহা প্রয়োজনশূন্য, তাহা বৃথা,—

প্রয়োজনশূন্যত্বাজ্জলতাড়নাদিবৎ। মুমুক্ষোঃ সাধনপ্রবৃত্তিঃ ফলশূন্যা মোক্ষস্য মিথ্যাত্বাৎ স্বপ্নসুখার্থপ্রবৃত্তিবৎ। নির্ব্বিশেষং বস্তু তুচ্ছং সর্ব্বপ্রমাণশূন্যত্বাৎ নামধেয়মাত্রত্বাৎ শশশৃঙ্গাদিবৎ। ইত্যাদিপ্রয়োগা অনুসন্ধেয়াঃ। পদার্থাদিপরীক্ষা চোপোদ্ঘাতগ্রন্থে পূর্ব্বমেবোক্তা—ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ৩৫।

প্রকৃতোঽন্বয়ব্যতিরেকী হেতুঃ পঞ্চবিশেষোপপন্ন এব সাধ্যসাধনে সমর্থো ন তু একেনাপি হীনঃ। বিশেষাশ্চ পক্ষধর্ম্মত্বং সপক্ষে সত্ত্বং বিপক্ষাদ্ব্যাবৃত্তত্বম্ অবাধিতবিষয়ত্বম্ অসৎপ্রতিপক্ষত্বঞ্চেতি। তে চ ধূমাদাবন্বয়ব্যতিরেকিণি হেতৌ সন্তি। তথাহি—ধূমবত্ত্বং হি পক্ষস্য পর্ব্বতাদের্ধর্ম্মস্তস্য সত্ত্বাৎ তথৈব সপক্ষে

যেমন জলতাড়নাদি। জিজ্ঞাসাশাস্ত্রের আরম্ভও জলতাড়নাদির ন্যায় প্রয়োজনশূন্য বলিয়া ব্যর্থ। এইরূপ অদ্বৈতবাদীর মতে "মুমুক্ষোঃ সাধনপ্রবৃত্তিঃ ফলশূন্যা, মোক্ষস্য মিথ্যাত্বাৎ, স্বপ্নসুখার্থপ্রবৃত্তিবৎ"। ইহার অর্থ—অদ্বৈতবাদীর মতে মুমুক্ষুর মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তি ফলশূন্য অর্থাৎ নিষ্ফল হইবে; যেহেতু তাঁহাদের মতে মোক্ষই মিথ্যা অর্থাৎ অলীক। যাহা মিথ্যা অর্থাৎ অলীক, তাহা ফলশূন্য অর্থাৎ নিষ্ফল। যেমন স্বপ্নসুখের জন্য প্রবৃত্তি মিথ্যা বলিয়া নিষ্ফল।

অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে সর্ব্ববিশেষশূন্য নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুমাত্রই সবিশেষ; নির্ব্বিশেষ বস্তু অলীক। এজন্য অদ্বৈতমতসিদ্ধ ব্রহ্মের তুচ্ছত্ব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মূলকার অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন যে—"নির্ব্বিশেষং বস্তু তুচ্ছং সর্ব্বপ্রমাণশূন্যত্বাৎ নামধেয়মাত্রত্বাৎ শশশৃঙ্গাদিবৎ।" ইহার অর্থ—অদ্বৈতবাদীর মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তুচ্ছই হইবে অর্থাৎ অলীক হইবে, যেহেতু তুচ্ছ বস্তু সর্ব্বপ্রমাণশূন্য। প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুর সাধক। নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা কোন প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয় না, তাহা তুচ্ছ বা অলীক। যেমন—শশশৃঙ্গাদি সর্ব্বপ্রমাণশূন্য বলিয়া অলীক। অদ্বৈতবাদীর মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও সর্ব্বপ্রমাণশূন্য বলিয়া শশবিষাণাদির মতই অলীক হইবে। এইরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তুচ্ছ বা অলীক হইবে; যেহেতু তাহা নামধেয়মাত্র। ("নামধেয়"শব্দের অর্থ—নাম)। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নামমাত্র। যাহা নামমাত্র, তাহা তুচ্ছ; যেমন শশশৃঙ্গাদি। ব্রহ্ম নামধেয়মাত্র না হইয়া যদি বস্তু হইত, তবে তাহা সবিশেষ হইত। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নামমাত্র বলিয়া শশশৃঙ্গাদির মত অলীক। অদ্বৈতবাদের নিঃসারতা প্রদর্শনের জন্য এইরূপ আরও অনুমান করা যাইতে পারে। পদার্থাদির পরীক্ষা উপোদ্ঘাত গ্রন্থে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩৫।

কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী হেতুর স্বরূপ দেখান হইয়াছে এবং ব্যাপ্তির প্রকার প্রদর্শনপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের নিঃসারতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় প্রকার হেতু অন্বয়ব্যতিরেকী প্রদর্শন করা যাইতেছে। এই অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু পাঁচটি বিশেষযুক্ত অর্থাৎ পাঁচটি রূপবিশিষ্ট হইয়া সাধ্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর পাঁচটি রূপের মধ্যে একটি রূপ কম থাকিলেই সাধ্যসাধনে সামর্থ্য থাকে না। এই হেতুর পাঁচটি বিশেষ বা পাঁচটি রূপ এই—(১) পক্ষধর্ম্মত্ব বা পক্ষসত্ত্ব, (২) সপক্ষসত্ত্ব, (৩) বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্তত্ব, (৪) অবাধিত বিষয়ত্ব, (৫) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব। অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুতে এই প্রদর্শিত পাঁচটি রূপ থাকিবে। বহ্নির অনুমাপক ধূমাদি অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুতে পাঁচটি রূপ আছে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ, যদেবং তদেবং যথা মহানসম্, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা জলহ্রদাদি।" এইরূপ ন্যায়প্রয়োগে ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ, মহানসাদি সপক্ষ ও জলহ্রদাদি বিপক্ষ। ধূমরূপ হেতু পর্ব্বতে আছে বলিয়া হেতুতে পক্ষসত্ত্ব বা পক্ষধর্ম্মত্ব রূপ আছে। এইরূপ ধূমরূপ হেতু মহানসাদি সপক্ষে আছে বলিয়া ধূমরূপ হেতুতে সপক্ষসত্ত্ব রূপ আছে। ধূমরূপ হেতু বিপক্ষ জলহ্রদাদিতে নাই বলিয়া ধূমরূপ হেতুতে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব রূপ আছে। এইরূপ ধূমরূপ হেতুতে অবাধিতবিষয়ত্ব রূপও আছে; কারণ ধূমহেতুক অনুমিতির বিষয়

মহানসাদৌ সত্ত্বাৎ বিপক্ষাজ্জলহ্রদাদের্ব্যাবৃত্তত্বং তত্রাবৃত্তিত্বাৎ, অবাধিতবিষয়ত্বঞ্চ তদ্বিষয়স্য সাধ্যস্যাগ্নেঃ কেনাপি মানেনাবাধিতত্বাৎ, এবমসৎপ্রতিপক্ষত্বং সাধ্যবিপরীতসাধকো হেতুঃ প্রতিপক্ষঃ, স চ ধূমবত্ত্বে হেতৌ নাস্তি অনুপলম্ভাৎ। পঞ্চবিশেষযোগাদস্য সাধ্যগমকত্বম্, অগ্নিমত্ত্বস্য সাধকত্বম্। অগ্নেঃ পর্ব্বতাদিপক্ষধর্ম্মত্বং হেতোঃ পক্ষধর্ম্মতাবলাৎ সিধ্যতি। তথাহি—অনুমানস্য দ্বে অঙ্গে, ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্ম্মতা চ। তত্র ব্যাপ্ত্যা সাধ্যসামান্যসিদ্ধিঃ, পক্ষধর্ম্মতাবলাৎ পক্ষসম্বন্ধিত্ববিশেষ ইতি পক্ষধর্ম্মেণ ধূমবত্ত্বেনাগ্নিরপি পর্ব্বতসম্বদ্ধ এবানুমীয়তে। অন্যথা সাধ্যসামান্যস্য ব্যাপ্তিগ্রহাদেব সিদ্ধেরলমনুমানেনেতি সংক্ষেপঃ। কেবলব্যতিরেকিহেতোস্তু সপক্ষবৃত্তিত্বং নাস্তি সপক্ষাভাবাৎ। কেবলান্বয়িহেতোশ্চ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বং নাস্তি বিপক্ষাভাবাৎ। এবম্ভূতস্ত্রিবিধোঽপি হেতুরনুমিতিসাধকঃ। ৩৬।

সাধ্য বহ্নি কোন প্রমাণদ্বারাই বাধিত নহে। পর্ব্বতবৃত্তি বহ্নিই অনুমিতির বিষয়; অথচ কোন প্রমাণদ্বারাই পর্ব্বতে বহ্নি বাধিত হইতে পারে না; এজন্য অর্থাৎ "পর্ব্বতে বহ্নির্নাস্তি" এইরূপ কোন প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয় না বলিয়া ধূমরূপ হেতুতে "অবাধিতবিষয়ত্ব" রূপ আছে। এইরূপ ধূমরূপ হেতুতে অসৎপ্রতিপক্ষত্ব রূপও আছে। সাধ্যের বিপরীত সাধক হেতুকে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের সাধক হেতুকে প্রতিপক্ষ বলে। যে হেতু প্রতিপক্ষ হেতুযুক্ত, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলে। আর যে হেতুর প্রতিপক্ষ হেতু নাই, তাহাকে অসৎপ্রতিপক্ষ বলে। ধূমরূপ হেতু সাধ্যাভাবের সাধক হেতুরহিত বলিয়া অসৎপ্রতিপক্ষ। সুতরাং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব রূপ ধূমহেতুতে আছে। এই পাঁচটি বিশেষ বা রূপ ধূমহেতুতে আছে বলিয়া এই পাঁচটি রূপবিশিষ্ট ধূমরূপ হেতুর সাধ্যগমকত্ব আছে অর্থাৎ উক্ত হেতু পর্ব্বতে অগ্নিমত্তার সাধক হইয়া থাকে। হেতুর পক্ষধর্ম্মতাবশতঃ সাধ্যেরও পর্ব্বতাদিধর্ম্মতা সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ পর্ব্বতাদি পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অনুমানের দুইটি অঙ্গ,—ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা। ব্যাপ্তিদ্বারা সামান্যরূপে সাধ্যের সিদ্ধি হয় ও পক্ষধর্ম্মতাবশতঃ পক্ষসম্বন্ধিত্বরূপে সাধ্যবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। হেতুর পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানদ্বারা সাধ্য পক্ষসম্বদ্ধরূপে অনুমিত হইয়া থাকে। ধূমের পর্ব্বতাদি পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানদ্বারা সাধ্য বহ্নিও পর্ব্বতাদিতে সম্বদ্ধরূপে অনুমিত হইয়া থাকে। পক্ষ পর্ব্বতাদিসম্বদ্ধরূপে সাধ্য বহ্ন্যাদির জ্ঞানের জন্যই অনুমানের আবশ্যকতা। সামান্যরূপে বহ্নির জ্ঞান পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সামান্যরূপে সাধ্যজ্ঞানের জন্য অনুমানের আবশ্যকতা নাই। "যে যে ধূমবান্, সে বহ্নিমান্" এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়দ্বারা ধূমবান্ ধর্ম্মিমাত্রই বহ্নিমান্ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু "পর্ব্বত বহ্নিমান্" অথবা "এই পর্ব্বতটি বহ্নিমান্" এইরূপ বিশেষভাবে সাধ্য বহ্নি ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। হেতুর পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানদ্বারাই সাধ্য বহ্নির পর্ব্বতাদি ধর্ম্মিসম্বদ্ধ অনুমিত হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্য গৃহীত হইলেও পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্বাদি ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য সাধ্যে গৃহীত হয় নাই। সাধ্যে পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অনুমানসাধ্য। ইহাই অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কেবলব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষবৃত্তিতা রূপটি সম্ভাবিত নহে। হেতুর সাধ্যগমকতোপয়িক রূপ পাঁচটি বলা হইয়াছে। এই পাঁচটি রূপের মধ্যে কেবলব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষবৃত্তিত্ব রূপটি সম্ভাবিত নহে। কারণ সপক্ষ নাই বলিয়াই হেতু কেবলব্যতিরেকী হইয়াছে। নিশ্চিতসাধ্যবান্‌কে সপক্ষ বলে। পক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব এই চারিটি মাত্র রূপ কেবলব্যতিরেকী হেতুর থাকে। এইরূপ কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষ সম্ভাবিত নহে বলিয়া বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব রূপটি কেবলান্বয়ী হেতুতে থাকে না। এজন্য কেবলান্বয়ী হেতুতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব এই চারিটি মাত্র রূপ থাকে। আর অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর যে পাঁচটি রূপই

অথানুমিতিবাধকো হেতুর্হেত্বাভাসঃ। হেতুলক্ষণরহিতত্বে সতি হেতুবদ্ভাসমানত্বং তত্ত্বম্। স চ পঞ্চবিধঃ—অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকপ্রকরণসমকালাত্যয়াপদিষ্টভেদাৎ। (১) তত্র আশ্রয়াসিদ্ধাদ্যন্যতমত্বমসিদ্ধত্বম্। স ত্রিবিধঃ—আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চ। (১) পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাব আশ্রয়াসিদ্ধত্বম্, যথা—গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ—ইত্যত্র পক্ষতাবচ্ছেদকং গগনীয়ত্বং প্রসিদ্ধে অরবিন্দে নাস্তীতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। (২) পক্ষে ব্যাপ্যত্বাভিমতস্যাভাবঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বম্, যথা—জলং রসবৎ গন্ধবত্ত্বাৎ। অত্র গন্ধবত্ত্বস্য ব্যাপ্যত্বাভিমতস্য হেতোর্জলে অভাবাৎ। (৩) ব্যাপ্ত্যভাববান্ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ। স দ্বিবিধঃ, ব্যাপ্তিগ্রাহকপ্রমাণবিধুর একঃ, সোপাধিকো দ্বিতীয়ঃ। তত্রাদ্যো যথা—

থাকে, তাহা বলাই হইয়াছে। এইরূপে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ হেতুই অনুমিতির সাধক হইয়া থাকে। ৩৬।

——०——

হেত্বাভাস-নিরূপণ

মূলকার সদ্ধেতু নিরূপণ করিয়া হেত্বাভাস নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন—অনুমিতি-বাধক হেতুকে হেত্বাভাস বলে। অনুমিতির সাধক হেতুই সদ্ধেতু এবং অনুমিতির বাধক হেতুই হেত্বাভাস। হেত্বাভাসের লক্ষণ এই যে—হেতুলক্ষণরহিত হইয়া যাহা হেতুর মত আভাসমান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাদৃশরূপে আভাসমানত্বই হেত্বাভাসত্ব। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ রূপোপপন্নত্বই হেতুর লক্ষণ। সুতরাং হেতুলক্ষণরহিতত্ব বলাতে পূর্ব্বোক্ত পক্ষসত্ত্বাদি পঞ্চ প্রকার রূপরহিতত্ব বুঝিতে হইবে। যে হেতুর যতগুলি রূপ অপেক্ষিত, তাহার যে কোন একটি না থাকিলেই হেত্বাভাস হইবে। এই হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার :—যথা—(১) অসিদ্ধ, (২) বিরুদ্ধ, (৩) অনৈকান্তিক, (৪) প্রকরণসম ও (৫) কালাত্যয়াপদিষ্ট। এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথম অসিদ্ধ হেত্বাভাসটি তিন প্রকার :—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। সুতরাং আশ্রয়াসিদ্ধাদির অন্যতমত্বই অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ অর্থাৎ ত্রিবিধ অসিদ্ধের অন্যতমত্বই অসিদ্ধত্ব। (১) এই ত্রিবিধ অসিদ্ধের মধ্যে প্রথম আশ্রয়াসিদ্ধ। পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম না থাকিলে আশ্রয়াসিদ্ধ হয়। এস্থলে আশ্রয় কথার অর্থ—পক্ষ ; পক্ষের অসিদ্ধিই আশ্রয়াসিদ্ধি। যে স্থলে আশ্রয়ই অসিদ্ধ, সে স্থলে হেতু সাধ্যের অনুমাপক হইতে পারে না। যেমন—গগনারবিন্দং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ ; সরোজারবিন্দবৎ। এ স্থলে পক্ষ গগনারবিন্দ অসিদ্ধ ; কারণ গগনারবিন্দ পক্ষ হইলে গগনীয়ত্ব ধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। "গগনীয়ত্ব" কথার অর্থ—গগনজাতত্ব। এই পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অরবিন্দে নাই। প্রসিদ্ধ অরবিন্দ সরোবরজাত ; সুতরাং গগনীয়ত্ব ধর্ম্ম অরবিন্দে নাই বলিয়া পক্ষ অরবিন্দে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম গগনীয়ত্বের অভাব আছে ; পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাব আছে বলিয়া উদাহৃত স্থলে আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ সঙ্গত হইয়াছে।

(২) সাধ্যের ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত হেতু পক্ষে না থাকিলে সেই হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধ বলে অর্থাৎ পক্ষে অবৃত্তি হেতু স্বরূপাসিদ্ধ। যেমন—জলং রসবৎ গন্ধবত্ত্বাৎ। এস্থলে জল পক্ষ ও গন্ধ হেতু, পক্ষ জলে গন্ধ নাই বলিয়া "গন্ধবত্ত্ব" হেতুটি এস্থলে স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। রসরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত গন্ধবত্ত্ব হেতুর অভাব পক্ষ জলে আছে বলিয়া এইস্থলে হেতুর স্বরূপাসিদ্ধত্ব হইয়াছে।

(৩) এইরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিরহিত হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু দুই প্রকার :—ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণরহিত হেতু এক প্রকার ও সোপাধিক হেতু দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকারের উদাহরণ—বৌদ্ধমতে যাহা যাহা সদ্বস্তু, তাহা ক্ষণিক ; সত্ত্বধর্ম্ম ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্য। সুতরাং ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তি সত্ত্বে আছে, ইহা বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন।

যৎ সৎ তৎ সর্ব্বং ক্ষণিকং যথা ঘটঃ, সংশ্চ বিবাদাধ্যাসিতঃ শব্দাদিঃ। অত্র সত্ত্বক্ষণিকত্বয়োর্ব্যাপ্তিগ্রাহক-প্রমাণাভাবাৎ। দ্বিতীয়ো যথা—ক্রত্বর্থা হিংসা অধর্ম্মহেতুঃ হিংসাত্বাৎ বাহ্যহিংসাবৎ। অত্রাধর্ম্মসাধনত্বে হিংসাত্বং ন প্রযোজকম্, কিন্তু নিষিদ্ধত্বমেব প্রযোজকমুপাধিঃ। উপাধিত্বঞ্চ সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনা-ব্যাপকত্বম্। ভবতি হি নিষিদ্ধত্বমধর্ম্মেণ ব্যাপকত্বম্, যত্র অধর্ম্মজনকত্বং তত্র নিষিদ্ধত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্, যত্র হিংসা তত্র নিষেধ ইতি ব্যাপ্তির্নাস্তি ক্রতুহিংসায়াশ্চানিষিদ্ধত্বাৎ; প্রত্যুত "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইতি বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ সাধনাব্যাপকত্বমিতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। ৩৭।

বৌদ্ধগণ দ্ব্যবয়ববাদী বলিয়া অর্থাৎ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়বমাত্র স্বীকার করেন বলিয়া মূলকারও এস্থলে বৌদ্ধমতানুসারে দ্ব্যবয়ব ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কারণত্বই সত্ত্ব। যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী, তাহাই ক্ষণিক। বস্তু উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বস্তু উৎপত্তিক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া বৌদ্ধগণ মনে করেন। আর এজন্য তাঁহারা সদ্বস্তুমাত্রকেই ক্ষণিক বলেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্মত সত্ত্বহেতুতে ক্ষণিকত্বসাধ্যে ব্যাপ্তিগ্রাহক কোন প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত সত্ত্বহেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসের উদাহরণ এই যে—"ক্রত্বর্থা হিংসা অধর্ম্মহেতুঃ, হিংসাত্বাৎ বাহ্যহিংসাবৎ" অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্য যে অগ্নিসোমীয়াদি পশুর হিংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই হিংসার পাপজনকত্ব আছে কি না এইরূপ সন্দেহে বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বেদবাহ্যবাদিগণ উক্ত ক্রত্বর্থ হিংসার পাপজনকত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য প্রদর্শিত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উক্ত প্রয়োগে হিংসাত্ব হেতু, পাপজনকত্ব সাধ্য এবং বাহ্যহিংসা দৃষ্টান্ত। অক্রত্বর্থ হিংসাই বাহ্যহিংসা। যাহা যাহা হিংসা, তাহা সমস্তই পাপজনক; যেমন—বাহ্যহিংসা। ক্রত্বর্থ হিংসাও হিংসাই বটে; সুতরাং তাহা পাপজনক হইবে। এস্থলে "হিংসাত্ব" হেতুটি সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিযুক্ত বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপ্তিরহিত। এজন্য উক্ত হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতুদ্বারা ক্রত্বর্থ হিংসার পাপজনকত্ব সিদ্ধ হয় না। হিংসাত্ব হেতু উক্ত সাধ্যের প্রযোজক নহে। এস্থলে নিষিদ্ধত্বই উপাধি। সাধ্যের বস্তুতঃ প্রযোজক ধর্ম্মকেই উপাধি বলে। নিষিদ্ধত্বপ্রযুক্তই বাহ্যহিংসার পাপজনকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু হিংসাত্বপ্রযুক্ত নহে। সুতরাং হিংসাত্ব পাপজনকত্বের প্রযোজক নহে। অপ্রযোজক হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।

উপাধি কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মূলকার উপাধির লক্ষণ বলিতেছেন—"উপাধিত্বঞ্চ" ইত্যাদি। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যাহা হেতুর অব্যাপক ধর্ম্ম, তাহাকে উপাধি বলে। যে ধর্ম্মে সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও হেতুর অব্যাপকত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম থাকে, তাহাই উপাধি হয়। প্রদর্শিত হিংসাত্ব হেতুতে নিষিদ্ধত্বই উপাধি বলা হইয়াছে। অধর্ম্মজনকত্বই সাধ্য। উক্ত উপাধি এই সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে; কারণ যে যে স্থলে অধর্ম্মজনকত্ব, সেই সেই স্থলেই নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম আছে। অধর্ম্মজনক কর্ম্মমাত্রই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, তাহা অধর্ম্মের জনক হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে শাস্ত্রমাত্রই প্রমাণ। এইরূপে নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম অধর্ম্মজনকত্বের ব্যাপক হইয়াছে। এই নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম হিংসাত্ব হেতুর অব্যাপক হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাপক হয় নাই। যাহা যাহা হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ, এইরূপ ব্যাপ্তি নাই; ঐরূপ ব্যাপ্তি থাকিলে নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম হিংসাত্বেরও ব্যাপক হইয়া পড়িত। যাহা যাহা হিংসা, তাহা নিষিদ্ধ, এইরূপ ব্যাপ্তি নাই কেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে মূলকার বলিতেছেন—"ক্রতুহিংসায়াশ্চানিষিদ্ধত্বাৎ" অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হিংসা নিষিদ্ধ নহে। প্রত্যুত ক্রত্বর্থ হিংসা "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" এইরূপ বিধিদ্বারা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ক্রত্বর্থ হিংসা কেবল অনিষিদ্ধই নহে, কিন্তু বিধিবিহিতও বটে। সুতরাং নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম হিংসাত্ব হেতুর ব্যাপক হয় নাই বলিয়া তাহা অব্যাপক। নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়াছে বলিয়া নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্মে উপাধির লক্ষণ সঙ্গত হইয়াছে। ৩৭।

উপাধিশ্চতুর্ব্বিধঃ—কেবলসাধ্যব্যাপকঃ, পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকশ্চ। তত্র ধুমবান্ বহ্নেরিতি প্রয়োগে আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ আদ্যঃ। তস্য কেবলেন ধূমেন ব্যাপকত্বাৎ। বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাদিত্যত্র বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রত্যক্ষত্বব্যাপকমুদ্ভূতরূপবত্ত্বমুপাধিঃ। পক্ষভূতস্য বায়োর্বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নত্বাৎ তদবচ্ছিন্নমেব প্রত্যক্ষত্বরূপং সাধ্যং ব্যাপ্নোতীতি দ্বিতীয়ঃ। ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ, অত্র জন্যত্বরূপসাধনাবচ্ছিন্নবিনাশিত্বেন সাধ্যেন ব্যাপকত্বাদ্ ভাবত্বমুপাধিস্তৃতীয়ঃ। প্রাগভাবো বিনাশী জন্যত্বাৎ। অত্রাজন্যত্বাবচ্ছিন্নানিত্যত্বরূপসাধ্যব্যাপকভাবত্বমুপাধিশ্চতুর্থঃ। ৩৮।

এই উপাধি চারি প্রকার :—কেবল সাধ্যের ব্যাপক, পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক ও উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক। এই চারিটির মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ—"ধুমবান্ বহ্নেঃ" এইরূপ প্রয়োগে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগ"। এই আর্দ্রেন্ধনসংযোগ কেবল ধুমের ব্যাপক হইয়াছে অর্থাৎ যে যে স্থলে ধুম আছে, সেই সেই স্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগও আছে, আর্দ্রেন্ধনসংযোগ না থাকিলে ধুম থাকিতে পারে না। বহ্নিহেতুদ্বারা ধুমরূপ সাধ্যের অনুমান করিলে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগই" উপাধি হইবে।

দ্বিতীয় উপাধির উদাহরণ—যথা—"বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাৎ"। এই স্থলে "উদ্ভূতরূপবত্ত্ব" উপাধি। প্রত্যক্ষত্ব সাধ্য ; "উদ্ভূতরূপবত্ত্ব" কেবল প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক হয় নাই ; কিন্তু পক্ষ বায়ুগত ধর্ম্ম বহির্দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্ব হইয়াছে। আত্মাও প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু তাহাতে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব নাই। এজন্য কেবল প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্ব হয় নাই ; কিন্তু পক্ষ-ধর্ম্ম বহির্দ্রব্যত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্ব হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বহির্দ্রব্যমাত্রই উদ্ভূতরূপবান্ ; যেমন—ঘটাদি বস্তু। সুতরাং "উদ্ভূতরূপবত্ত্ব" পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে।

তৃতীয় উপাধির উদাহরণ যথা—"ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ।" এস্থলে ধ্বংস পক্ষ ও বিনাশিত্ব সাধ্য এবং জন্যত্ব হেতু। এস্থলে "ভাবত্ব" উপাধি। ভাবত্ব কেবল বিনাশিত্বের ব্যাপক হয় নাই। বিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্তু প্রাগভাবে ভাবত্ব নাই ; কিন্তু সাধন জন্যত্বসমানাধিকরণ বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্ব হইয়াছে। যে যে স্থলে জন্য বিনাশিত্ব আছে, সে সে স্থলে ভাবত্বও আছে। যেমন ঘটাদি বস্তুতে প্রদর্শিত উভয় ধর্ম্মই আছে ; কিন্তু প্রাগভাবে বিনাশিত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তাহা অনাদি অভাববস্তু বলিয়া জন্যত্ববিশিষ্ট বিনাশিত্ব প্রাগভাবে নাই।

চতুর্থ উপাধির উদাহরণ যথা—"প্রাগভাবো বিনাশী জন্যত্বাৎ।" এস্থলে বিনাশিত্ব সাধ্য এবং ভাবত্ব উপাধি। ভাবত্ব কেবল বিনাশিত্বের ব্যাপক হয় নাই ; বিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্তু তাহাতে ভাবত্ব নাই। এজন্য উদাসীন ধর্ম্ম অজন্যত্বসমানাধিকরণ বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্ব হইয়াছে। ৩৮।*

* এই চতুর্থ উপাধির উদাহরণটি সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ব্বপ্রদর্শিত তিনটি উপাধিই বলা হইয়াছে। এজন্য মুক্তাবলী, দীনকরী ও তর্কসংগ্রহের টীকা পদকৃত্য এবং গোপীনাথভট্টবিরচিত মণিসার গ্রন্থে উপাধি ত্রিবিধই বলা হইয়াছে ; কিন্তু তর্কসংগ্রহের টীকা নীলকণ্ঠীতে উপাধি চারি প্রকার বলা হইয়াছে। উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপককেও উপাধি বলা হইয়াছে। গোপীনাথভট্ট মণিসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে—পরমাণুরূপং প্রত্যক্ষং প্রমেয়ত্বাৎ। ইহাতে পরমাণুর রূপ পক্ষ, প্রত্যক্ষত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু। ইহাতে "উদ্ভূতরূপবত্ত্ব" উপাধি হইয়াছে। এই উপাধি শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক নহে ; কারণ প্রত্যক্ষত্ব আত্মা ও আত্মগুণ সুখাদিতেও আছে ; কিন্তু উদ্ভূতরূপবত্ত্ব নাই। এজন্য উপাধি শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক হইতে পারে নাই। এইরূপ এই উপাধি সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যেরও ব্যাপক হয় নাই ; যেহেতু প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষত্ব আত্মাদিতে আছে। এইরূপ এই উপাধি পক্ষধর্ম্মবিশিষ্ট সাধ্যেরও ব্যাপক হয় নাই। এজন্য অসাধনধর্ম্ম ও অপক্ষধর্ম্ম বহির্দ্রব্যত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক "উদ্ভূতরূপবত্ত্ব" উপাধি উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। এই বহির্দ্রব্যত্বধর্ম্ম পক্ষবৃত্তি হইতে পারে না ; কারণ পরমাণুর রূপ পক্ষ ; রূপে দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম নাই। সুতরাং এস্থলে উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক উপাধি হইয়াছে। ন্যায়সার গ্রন্থে বলা হইয়াছে (৬৬ পৃঃ ন্যায়সারগ্রন্থ, ত্রিবেন্দ্রম্-মুদ্রিত)। ন্যায়সার গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে—উপাধি ত্রিবিধই বটে। "ঋজবস্তু উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকস্তুরীয় এব বিভাগস্তু উপলক্ষণপর ইতি সমাদধুঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে—সরলবুদ্ধি আচার্য্যগণ উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক উপাধিকে চতুর্থপ্রকার উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত ত্রিবিধ উপাধির অন্তর্গত হইতে পারে না ; তথাপি চিন্তামণি গ্রন্থে যে উপাধি ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনমাত্র। অন্য প্রকার উপাধিও হইতে পারে (৬৭ পৃঃ ঐ)।

(২) সাধ্যাভাবব্যাপ্তঃ সাধ্যাসমানাধিকরণো বা হেতুর্বিরুদ্ধঃ। শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ। অত্র কৃতকত্বস্য নিত্যত্বরূপসাধ্যাভাবেন অনিত্যত্বেন সহ ব্যাপ্তত্বাৎ যত্র কৃতকত্বং তত্রানিত্যত্বমিতি। (৩) সাধ্যব্যভিচরিতো হেতুরনৈকান্তিকঃ। স ত্রিবিধঃ সাধারণাসাধারণানুপসংহারিভেদাৎ। (১) তত্র সাধ্যবদন্যবৃত্তিঃ সাধারণঃ। যথা—ধূমবান্ বহ্নেরিত্যত্র ধূমবদন্যত্র তপ্তায়োগোলকাদৌ বহ্নের্বৃত্তেঃ। সপক্ষবিপক্ষবৃত্তির্বা, যথা—শব্দো নিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ। অস্যোভয়ত্র বৃত্তিত্বাৎ। (২) সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগী দ্বিতীয়ঃ, সপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তো বা। নিত্যা ভূঃ গন্ধবত্ত্বাৎ। গন্ধবত্ত্বং হি উভয়স্মাৎ ব্যাবৃত্তং ভূমাত্রবৃত্তিত্বাৎ। শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ, শব্দত্বে নিত্যত্বব্যাপকো যঃ শব্দত্বাত্যন্তাভাবস্তৎপ্রতিযোগিত্বম্। (৩) অথ অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তহীনঃ অনুপসংহারী। যথা—সর্ব্বমনিত্যং প্রমেয়ত্বাৎ। অত্র

যে হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলে। হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিরুদ্ধ হেত্বাভাস সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য। অথবা সাধ্যের অসমানাধিকরণ হেতুকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলে। যে হেতু কোন স্থলেই সাধ্যের সহিত একাধিকরণে থাকে না, তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলে। ইহার উদাহরণ যথা—"শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ"। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও কৃতকত্ব হেতু। কৃতকত্বরূপ হেতু নিত্যত্বরূপ সাধ্যের অভাব অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্য। যে যে স্থলে কৃতকত্ব আছে, সেই সেই স্থলে অনিত্যত্ব আছে। অনিত্যত্বের ব্যাপ্য হেতু নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হইয়াছে।

সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। এই অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ত্রিবিধ;—সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী। ইহাদের মধ্যে সাধ্যবদ্ভিন্ন ধর্ম্মীতে যে হেতু থাকে, তাহাকে সাধারণ অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস বলে। যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ"। এস্থলে ধূম সাধ্য ও বহ্নি হেতু। ধূমবদন্য উত্তপ্ত অয়োগোলকাদিতে বহ্নি আছে বলিয়া বহ্নিরূপ হেতু সাধারণ অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই উভয়বৃত্তি হেতুকে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা যাইতে পারে। ইহা সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের দ্বিতীয় লক্ষণ। উদাহরণ যথা—"শব্দো নিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ"। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু। প্রমেয়ত্ব হেতুটি নিত্য গগনাদিতে ও অনিত্য ঘটাদিতে আছে বলিয়া এস্থলে প্রমেয়ত্ব হেতুটি সাধারণ অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস হইয়াছে।

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়া থাকে। অথবা সপক্ষ ও বিপক্ষ এই উভয়ে অবৃত্তি হেতুকে অসাধারণ অনৈকান্তিক বলা হয় অর্থাৎ পক্ষমাত্রবৃত্তি হেতুই অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। এই দুইটি লক্ষণের ক্রমিক উদাহরণ যথা—"শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ"। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও শব্দত্ব হেতু। সাধ্য নিত্যত্বের ব্যাপক শব্দত্বের অত্যন্তাভাব হইয়াছে। আত্মা ও গগনাদিতে নিত্যত্ব ধর্ম্ম আছে এবং তাহাতে শব্দত্বের অত্যন্তাভাবও আছে। সুতরাং শব্দত্বের অত্যন্তাভাব এবং এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব শব্দত্বে আছে। সুতরাং শব্দত্ব হেতু সাধ্যের ব্যাপক অভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এজন্য এই হেতুটি অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। এইরূপ "নিত্যা ভূঃ গন্ধবত্ত্বাৎ"। ইহাতে ভূ অর্থাৎ পৃথিবী পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও গন্ধবত্ত্ব হেতু। এই গন্ধবত্ত্ব হেতুটি সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েতে অবৃত্তি হইয়াছে; যেহেতু উক্ত হেতুটি কেবল পক্ষমাত্রবৃত্তি। সুতরাং এই হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস।

অন্বয়-ব্যতিরেক দৃষ্টান্তবিহীন হেতু অনুপসংহারী হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। যেমন—"সর্ব্বমনিত্যং প্রমেয়ত্বাৎ"। ইহাতে সর্ব্ব পক্ষ, অনিত্যত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু। এই হেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়বিধ দৃষ্টান্তবিহীন হইয়াছে। কারণ সমস্তই পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পক্ষাতিরিক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি গ্রহণস্থল বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি গ্রহণস্থল

উভয়বিধদৃষ্টান্তাভাবাৎ। অবৃত্তিসাধ্যকত্বং বা। যথা—আকাশবান্ ধূমাৎ। আকাশস্য তৎসাধ্যস্য কুত্রাপি বৃত্তিত্বং নাস্তি কেবলান্বয়িত্বাৎ। অবৃত্তিত্বং সর্ব্বত্রাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্। (৪) সাধ্যবিপরীত-সাধকহেত্বন্তরঃ প্রতিপক্ষঃ, স বিদ্যতে যস্য সঃ সৎপ্রতিপক্ষঃ। যথা—জলমুষ্ণং স্পর্শবত্ত্বাৎ। জলং নোষ্ণমতেজস্ত্বাৎ ইতি। স এব প্রকরণসম ইত্যুচ্যতে। (৫) পক্ষে প্রমাণান্তরাবগতসাধ্যাভাবকো হেতুর্ব্বাধিতঃ, পক্ষে সাধ্যশূন্যত্বং বা, হেত্বপ্রসিদ্ধির্ব্বা। যথা—জলমুষ্ণং বহ্নিত্বাৎ। অত্র পক্ষে জলে উষ্ণত্বসাধ্যাভাবস্য প্রত্যক্ষেণাবগতত্বাৎ, তথৈব পক্ষে জলে উষ্ণত্বাভাবাৎ তস্যৈবাপ্রসিদ্ধত্বং বহ্নিত্বহেতোর-প্রসিদ্ধত্বাচ্চেতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। স এব কালাত্যয়াপদিষ্ট উচ্যতে। এতেষু বাধিতস্য গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয়ত্বেন, সৎপ্রতিপক্ষস্য বিরোধিজ্ঞানসামগ্রীত্বেন সাক্ষাৎ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বম্। ইতরেষাং পরামর্শপ্রতিবন্ধকত্বম্।

নাই। এজন্য ইহা অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। এইরূপ যে হেতুর সাধ্য অবৃত্তি হয় অর্থাৎ যাহার অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ, তাদৃশ সাধ্যের অনুমিতির জন্য প্রযুক্ত হেতুই অনুপসংহারী। যেমন—"আকাশবান্ ধূমাৎ" ইহাতে আকাশ সাধ্য ও ধূম হেতু। এই হেতুর সাধ্য আকাশ কোথাও থাকে না ; যেহেতু আকাশাত্যন্তাভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এজন্য আকাশাত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী। সুতরাং অবৃত্তি আকাশসাধ্যক এই ধূমরূপ হেতু অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। যাহার অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্র থাকে, তাহাই অবৃত্তি বস্তু। গগনের অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া গগন অবৃত্তি বস্তু।

সাধ্যের বিপরীত সাধক হেত্বন্তরই প্রতিপক্ষ ; এই প্রতিপক্ষ যে হেতুর আছে, তাহাই সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বা-ভাস। যেমন—"জলম্ উষ্ণং স্পর্শবত্ত্বাৎ"। ইহাতে জল পক্ষ, উষ্ণত্ব সাধ্য ও স্পর্শবত্ত্ব হেতু। জলে উষ্ণত্ব ধর্ম্মের অনুমিতির জন্য স্পর্শবত্ত্ব হেতুটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার "জলং নোষ্ণম্ অতেজস্ত্বাৎ" ইহাতে জলে অনুষ্ণত্ব ধর্ম্মের অনুমিতি জন্য "অতেজস্ত্ব"রূপ হেতুটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এজন্য স্পর্শবত্ত্ব ও অতেজস্ত্ব এই হেতু দুইটি বিরুদ্ধ অর্থের অনুমাপক হইয়াছে। এজন্য দ্বিতীয় হেতুদ্বারা প্রথম হেতু ও প্রথম হেতুদ্বারা দ্বিতীয় হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হইয়াছে। এজন্য এই দুইটি হেতুই সাধ্যের অনুমাপক হইতে পারিল না। এই সৎপ্রতিপক্ষের অপর নাম প্রকরণসম হেত্বাভাস।

যে হেতুদ্বারা পক্ষে সিষাধয়িষিত সাধ্যের প্রমাণান্তরদ্বারা অভাব নিশ্চিত থাকে, তাদৃশ সাধ্যের সাধনের জন্য প্রযুক্ত হেতুকে কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস বলে। অথবা সাধ্যশূন্যপক্ষক হেতুই কালাত্যয়াপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যশূন্যত্বই বাধ। অথবা হেতুর অপ্রসিদ্ধিই বাধ। যেমন—"জলম্ উষ্ণং বহ্নিত্বাৎ"। ইহাতে জল পক্ষ, উষ্ণত্ব সাধ্য ও বহ্নিত্ব হেতু। এস্থলে পক্ষ জলে উষ্ণত্বরূপ সাধ্যের অভাব প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা গৃহীতই আছে। সুতরাং প্রথম লক্ষণ অনুসারে বহ্নিত্ব হেতুটি কালাত্যয়াপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পক্ষ জলে উষ্ণত্বরূপ সাধ্যের অভাব আছে বলিয়া দ্বিতীয় লক্ষণ সঙ্গত হইল। এইরূপ জলে বহ্নিত্ব হেতুর অপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়া তৃতীয় লক্ষণও সঙ্গত হইল। * এই কালাত্যয়াপদিষ্ট হেতুকে বাধিত হেতুও বলা হইয়া থাকে। এই পাঁচটি হেত্বাভাসের মধ্যে বাধিত হেত্বাভাস ও সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাধিত হেতু গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয়রূপে এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেতু বিরোধিজ্ঞানের সামগ্রীরূপে সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। † অপর তিনটি হেত্বাভাস অনুমিতির চরম কারণ তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয়ই

---

* পক্ষে হেতুর অপ্রসিদ্ধি "অসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত হইবে। ইহা বাধদোষের অন্তর্গত হইল কিরূপে বুঝা গেল না।

† তদ্বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তানিশ্চয় ও তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এই উভয় প্রতিবন্ধককেই বাধমুদ্রার প্রতিবন্ধক বলা হয়। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমটি বাধ ও দ্বিতীয়টি সৎপ্রতিপক্ষরূপ হইয়া থাকে।

তত্রাপি সাধারণস্যাব্যভিচারাভাবতয়া, বিরুদ্ধস্য সমানাধিকরণাভাবতয়া, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধস্য বিশিষ্টব্যাপ্ত্যভাবতয়া, অসাধারণানুপসংহারিণোঃ ব্যাপ্তিসংশয়বিধায়কতয়া চ ব্যাপ্তিগ্রহপ্রতিবন্ধকত্বম্। আশ্রয়াসিদ্ধস্বরূপাসিদ্ধয়োঃ পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বম্, সোপাধিকস্তু ব্যভিচারদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্রতিবন্ধক ইতি সংক্ষেপঃ। ইত্যনুমানম্। ৩৯।

সাদৃশ্যজ্ঞানমুপমানম্। সাদৃশ্যঞ্চ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্, তদ্বিষয়কং জ্ঞানমুপমানমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিবিধম্—প্রত্যক্ষমূলং শ্রুতিমূলঞ্চেতি। যথা—চন্দ্রবন্মুখমিতি, ভবত্যত্র মুখস্য চন্দ্রভিন্নত্বম্। দ্রষ্টাহ্লাদজনকত্বস্য চন্দ্রগতভূয়োধর্ম্মস্য তত্র সত্ত্বমিতি লক্ষণসমন্বয় ইত্যাদ্যস্য উদাহরণম্। অথ দ্বিতীয়ম্—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি মুক্তজীবস্য ব্রহ্মসাদৃশ্যশ্রবণাৎ, ভবতি চ মুক্তজীবস্য পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নস্য

তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ। অবশিষ্ট তিনটি হেত্বাভাসের মধ্যে সাধারণ অনৈকান্তিক অব্যভিচারাভাবরূপে অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারজ্ঞানদ্বারা অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় প্রতিবধ্য হইয়া থাকে। এইরূপ বিরুদ্ধ হেত্বাভাসদ্বারা হেতুতে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় প্রতিবধ্য হইয়া থাকে। সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাবই বিরুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং ব্যাপ্তিও যে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধও ব্যাপ্তির অভাবনিশ্চয়রূপ বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘটন করিয়া থাকে। অসাধারণ ও অনুপসংহারী হেত্বাভাস ব্যাপ্তির সংশয়ের জনক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। আশ্রয়াসিদ্ধি ও স্বরূপাসিদ্ধি হেতুর পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে এবং সোপাধিক হেতু হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারোন্নায়ক হয় বলিয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই তিনটি হেত্বাভাসই তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ৩৯।

অনুমানপ্রমাণনিরূপণ সমাপ্ত।

যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুমান নিরূপণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি উপমানপ্রমাণ নিরূপণ করা হইতেছে। সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমান। যাহা তদ্ভিন্ন হইয়া তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্মবান্ হয়, তাহাই সদৃশ। তদ্‌ভিন্নত্ব হইয়া তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্বই সাদৃশ্য, সেই সাদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান উপমান। সেই উপমানও দ্বিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষমূলক উপমান ও শ্রুতিমূলক উপমান। প্রত্যক্ষমূলক উপমানের উদাহরণ, যথা—"চন্দ্রবৎ মুখম্" অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় মুখ। এস্থলে মুখ চন্দ্রভিন্ন বলিয়া মুখের চন্দ্রভিন্নত্ব হইয়াছে এবং দ্রষ্টৃজনের আহ্লাদজনকত্বরূপ চন্দ্রগত ভূয়োধর্ম্ম মুখে আছে; সুতরাং মুখ চন্দ্রভিন্ন হইয়া চন্দ্রগত ভূয়োধর্ম্মবান্ হইয়াছে বলিয়া মুখে চন্দ্রসাদৃশ্য আছে। আর এই সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমানপ্রমাণ। "চন্দ্রবৎ মুখম্" ইহা প্রত্যক্ষমূলক উপমানের উদাহরণ। প্রদর্শিতরূপে এই উদাহরণে উপমানের লক্ষণসমন্বয় হইয়া থাকে। আর শ্রুতিমূলক উপমানের উদাহরণ যথা—ব্রহ্মসদৃশ জীব। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" অর্থাৎ "প্রত্যগাত্মা—জীব দুঃখবিহীন হইয়া পরমসাম্য ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে" এই শ্রুতি হইতে মুক্ত জীবের ব্রহ্মসাদৃশ্য শ্রুত হওয়া যায়। সুতরাং ইহা শ্রুতিমূলক উপমানের উদাহরণ। জীব পরাধীন সত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মাধীন সত্তাবিশিষ্ট এবং ব্রহ্ম স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয়; সুতরাং পরাধীন সত্তাবচ্ছিন্ন জীব স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নত্ব হইয়াছে এবং মুক্ত জীব চৈতন্য, সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ব্রহ্মগত ভূয়োধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মুক্ত জীবের ব্রহ্মগত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্বও আছে। এইরূপে এই উদাহরণে শ্রুতিমূলক উপমানের লক্ষণসমন্বয় হইয়া থাকে। জীবের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব এবং ব্রহ্মগত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব এই উভয়বিধত্বই শ্রুতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নিত্যো নিত্যানাম্" অর্থাৎ পরমাত্মা চেতন জীবসমূহের পরমচেতন। "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" অর্থাৎ

স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়াদ্‌ব্রহ্মণো ভিন্নত্বং মুক্তস্য চৈতন্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিব্রহ্মগতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বঞ্চেতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। "নিত্যো নিত্যানাম্" "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদিনা উভয়বিধত্বশ্রবণাৎ। ব্যাখ্যাতা চেয়ং শ্রুতিঃ শ্রীমুখেন—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতা" ইত্যাদিনা। এতেন সাম্যশব্দঃ স্বরূপাভেদপর ইতি নিরস্তম্। তত্র রূঢ্যাদ্যভাবাৎ। ন চ "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" ইতি সমশব্দো ব্রহ্মপরত্বেন শ্রীভগবতৈব গীত ইতি বাচ্যম্, তত্রাপি ভাবপ্রত্যয়দর্শনাৎ, সমস্য ব্রহ্মণো ভাবঃ সাম্যম্, তস্মিন্ সাম্যে ব্রহ্মভাবলক্ষণে ইত্যর্থঃ। তচ্চাস্মাকমপীষ্টাপন্নমেব। অন্যথা সর্ব্বথাভেদপরত্বাঙ্গীকারে "ব্রহ্মণি তে স্থিতা" ইতি ভেদবিধায়কবাক্যশেষবিরোধাদিতি সংক্ষেপঃ। ৪০।

অথ শব্দো নিরূপ্যতে। আপ্তপ্রযুক্তবাক্যং শব্দরূপং প্রমাণম্। আপ্তত্বং নাম ভ্রমহেত্বভাব-

---

মুক্ত জীব শোকরহিত হইয়া ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞ্যাদিরূপ মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী জীব সমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকল শ্রুতি হইতে জীবের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব এবং চৈতন্য, সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ব্রহ্মগত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব এই উভয়বিধত্বই জানা যায়। সুতরাং এতাদৃশ সাদৃশ্যজ্ঞান শ্রুতিমূলক উপমান। এই যে শ্রুতিমূলক উপমানের উদাহরণরূপে "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এই শ্রুতির ব্যাখ্যা গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদিদ্বারা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত গীতাবাক্যের অর্থ—এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ মদুক্ত এই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমধর্ম্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থলে যে "সাধর্ম্ম্য" বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতিগত "সাম্য" শব্দ স্বরূপাভেদপর যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মত নিরস্ত হইল। অদ্বৈতবাদিগণই শ্রুতিগত "সাম্য"শব্দকে স্বরূপাভেদপর বলিয়া থাকেন; কিন্তু উক্ত গীতাবাক্যগত "সাধর্ম্ম্য" শব্দদ্বারা তাহা নিরস্ত হইল। উক্ত গীতাবাক্যে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এইরূপ বলায় মুক্তিতে স্বরূপৈক্যবাদ, কেবলভেদবাদ ও আত্মৈক্যবাদ স্পষ্টই নিরস্ত করা হইয়াছে। "সাম্য"শব্দ স্বরূপাভেদে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ তাহাতে রূঢ়ি প্রভৃতি নাই।

ইহাতে বলা যাইতে পারে যে—গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষস্বরূপ। সুতরাং "সম" শব্দ ব্রহ্মপর বলিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য শ্রুত্যুক্ত "সাম্য" কথার অর্থ—স্বরূপাভেদই হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, এইরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ সেইরূপ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্বরূপ হইলেও প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত "সাম্য"শব্দে ভাববিহিত প্রত্যয় হইয়াছে দেখা যায়। সম অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহার ভাব সাম্য, মুক্ত জীব ব্রহ্মভাবরূপ সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ হয়। এইরূপ অর্থ হইলে তাহাও ইষ্টাপন্নই বটে; আমাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ নহে। "ব্রহ্মের ভাবরূপ সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে" এইরূপ বলিলে "সাম্য"শব্দ সর্ব্বথা ব্রহ্মস্বরূপাভেদপর হয় না। "সাম্য"শব্দের সর্ব্বথা অভেদপরত্ব স্বীকার করিলে সেই গীতাবাক্যের শেষেই যে বলা হইয়াছে "তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ" অর্থাৎ অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করিয়াছেন, এই জীব-ব্রহ্মের ভেদবিধায়ক বাক্যশেষের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমাদের প্রদর্শিত অর্থে কোন আপত্তির অবসর নাই। এই সংক্ষেপে উপমান নিরূপণ করা হইল। ৪০।

উপমানপ্রমাণনিরূপণ সমাপ্ত।

সম্প্রতি শব্দপ্রমাণ নিরূপণ করা যাইতেছে। আপ্তপ্রযুক্ত বাক্যই শব্দরূপ প্রমাণ। আপ্ত কাহাকে বলে, এতদুত্তরে মূলকার আপ্তের লক্ষণ বলিতেছেন—যে পুরুষের ভ্রমের চতুর্ব্বিধ হেতু নাই, যিনি ভ্রমের চতুর্ব্বিধ হেতুরহিত

সহকৃতপদবাক্যপ্রমাণবেত্তৃত্বে সতি যথার্থবক্তৃত্বম্। ভ্রমহেতবস্তাবচ্চত্বারঃ—বুদ্ধিমান্দ্যমিন্দ্রিয়াপাটবং বিপ্রলিপ্সা ত্বরাগ্রহশ্চেতি। তত্র আপ্ততমো বেদঃ, স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ। আপ্ততরা মন্বব্যাসাদয়ো বেদার্থস্মর্ত্তারঃ, তদুক্তীনাং শ্রুতিসাপেক্ষত্বাৎ। শ্রুতিস্মৃতীনাং ব্যাখ্যাতারঃ আপ্তাঃ, উভয়সাপেক্ষত্বাৎ তন্নির্ণয়স্য। তেষাং বাক্যং প্রমাণম্। বাক্যত্বঞ্চ—আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্ত্যাদিমত্ত্বে সতি পদসমুদায়ত্বম্। তত্র যৎপদেন বিনা যৎপদস্যান্বয়াননুভাবকত্বং তেন সহ তস্য আকাঙ্ক্ষা। ক্রিয়াপদস্য কারকপদং বিনা, কারকপদস্য ক্রিয়াপদং বিনা শাব্দবোধাজনকত্বাৎ তয়োরিতরেতরাকাঙ্ক্ষা, অন্বয়ানুপপত্তিরাকাঙ্ক্ষেতি যাবৎ। জ্ঞাতুরিতরেতরাকাঙ্ক্ষাজনকত্বেনৈব পদানাং সাকাঙ্ক্ষত্বম্, ন ত্বাকাঙ্ক্ষাবত্ত্বেন, তস্য চেতনাসাধারণধর্ম্মত্বাৎ। শব্দস্যাচেতনত্বেন তত্ত্বাযোগাৎ। এতেন হস্তী গৌরশ্ব ইত্যাদিপদসমুদায়স্য বাক্যত্বমিতি নিরস্তম্ আকাঙ্ক্ষাশূন্যত্বাৎ। পদার্থসংসর্গাবাধো যোগ্যতা, পদার্থস্য পদার্থান্তরসম্বন্ধো বা। অগ্নিনা সিঞ্চেদিত্যস্য পদসমুদায়ত্বেঽপি ন বাক্যত্বং যোগ্যতাভাবাৎ। ইতরেতরান্বয়সাপেক্ষাণাং পদানামবিলম্বেন উচ্চারণমাসত্তিঃ,

---

ও যিনি পদ, বাক্য ও প্রমাণের বেত্তা এবং যিনি যথাবগত অর্থের বক্তা, তিনিই আপ্ত। তাদৃশ বক্তৃত্বই আপ্তত্ব। ভ্রমের হেতু চারিটি ;—(১) বুদ্ধির মান্দ্য, (২) ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব, (৩) বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এবং (৪) ত্বরাগ্রহ। এই চারিটি ভ্রমের হেতু। সর্ব্বাপেক্ষা বেদই আপ্ততম ; যেহেতু তাহা স্বতঃপ্রমাণ। বেদার্থের স্মর্ত্তা মনু, ব্যাসাদি আপ্ততর ; যেহেতু তাঁহাদের উক্তি শ্রুতিসাপেক্ষ। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির ব্যাখ্যাতৃগণ আপ্ত ; যেহেতু তাঁহাদের উক্তি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়সাপেক্ষ হইয়াই প্রমাণ হইয়া থাকে। এইরূপে আপ্ততম, আপ্ততর ও আপ্তগণের বাক্যই শব্দপ্রমাণ। প্রমাণীভূত বাক্যের লক্ষণ বলা হইতেছে—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্ত্যাদিযুক্ত পদসমুদায়কে বাক্য বলে। তাদৃশ সমুদায়ত্বই বাক্যত্ব। আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ বলা হইতেছে—যে পদ ব্যতীত যে পদের অন্বয়ানুভবজনকত্ব থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। যেমন কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদের এবং ক্রিয়াপদ ব্যতীত কারকপদের অন্বয়ানুভাবকত্ব থাকে না অর্থাৎ শাব্দবোধজনকত্ব থাকে না বলিয়া ক্রিয়া ও কারকপদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কারকপদসাপেক্ষ এবং কারকপদ ক্রিয়াপদসাপেক্ষ হইয়া থাকে। অন্বয়ের অনুপপত্তিই আকাঙ্ক্ষা ; আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা ; ইহা চেতনের ধর্ম্ম ; অচেতন শব্দের আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। এজন্য ক্রিয়াকারকাদিপদকে সাকাঙ্ক্ষ বলা যায় না। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—"জ্ঞাতুরিতরেতরাকাঙ্ক্ষে"ত্যাদি। জ্ঞাতৃপুরুষের ক্রিয়াকারকাদিবিষয়ক পরস্পর আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া ক্রিয়াকারকাদিপদকে সাকাঙ্ক্ষ বলা হইয়া থাকে। জ্ঞাতার আকাঙ্ক্ষাজনক পদকে সাকাঙ্ক্ষ বলা হয়। বস্তুতঃ অচেতন পদে আকাঙ্ক্ষাধর্ম্ম নাই। আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদসমুদায়কে বাক্য বলা হইয়াছে ; এজন্য নিরাকাঙ্ক্ষ পদসমুদায় বাক্য নহে। যেমন—হস্তী, গো, অশ্ব ইত্যাদি পদসমুদায় পরস্পর নিরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া বাক্য নহে।

এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গের বাধরাহিত্যই যোগ্যতা। অথবা এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যতা। এতাদৃশ যোগ্যতারহিত পদসমুদায়ের বাক্যত্ব নাই। যেমন "অগ্নিনা সিঞ্চেৎ" এইরূপ পদসমুদায় যোগ্যতারহিত বলিয়া বাক্য নহে। সেচন ক্রিয়াতে অগ্নিকরণকত্বের সম্বন্ধ নাই ; অগ্নিকরণকত্ব দাহ, পাকাদি ক্রিয়াতে আছে ; জলাদি দ্রব-দ্রব্যই সেচনের করণ হইয়া থাকে। এজন্য যোগ্যতারহিত পদসমুদায় বাক্য নহে।

পরস্পর অন্বয়সাপেক্ষ পদসমূহের অবিলম্বে উচ্চারণই আসত্তি। এই আসত্তিকেই সন্নিধি বলে। অনাসন্ন পদসমুদায় বাক্য নহে। কালব্যবধানে উচ্চারিত পদসমুদায়ে আসত্তি নাই বলিয়া তাহা বাক্য হইতে পারে না।

পদসমুদায়কে বাক্য বলা হইয়াছে। সম্প্রতি পদ কাহাকে বলে, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার

সৈব সন্নিধিরুচ্যতে। কালব্যবধানেন উচ্চরিতপদসমুদায়স্য ন বাক্যত্বং তত্রাসত্ত্যভাবাৎ। বৃত্তিমদ্বর্ণ-সমুদায়ঃ পদম্। বৃত্তিমত্ত্বঞ্চ পদপদার্থয়োঃ স্মার্য্যস্মারকত্বরূপসম্বন্ধঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াভিন্নপদার্থাভিধানং বা। বৃত্তির্দ্বিধা—শক্তির্লক্ষণা চ। তত্রাভিধেতি সংজ্ঞিকা পদার্থান্তরভূতা সামান্যমাত্রাভিধানপরা সঙ্কেতলভ্যেতি কর্ম্মমীমাংসকাঃ। অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোধ্য ইতীশ্বরসঙ্কেতরূপা জাতিবিশিষ্টপদার্থবোধিকেতি গৌতমীয়াঃ। অর্থেঃ সাকং শব্দানাং যোগ্যতালক্ষণনিত্যসম্বন্ধরূপেতি শাব্দিকাঃ। পদপদার্থয়োর্ব্বাচ্যবাচকত্বরূপশব্দ-বৃত্তিতদর্থজ্ঞাপনার্হসামর্থ্যং পদার্থান্তরং বহ্নিবৃত্তিদাহকতাসামর্থ্যবৎ স্বাভাবিকী শক্তিরিত্যৌপনিষদাঃ। ৪১।

সা শক্তিস্ত্রিবিধা—রূঢ়িঃ যোগঃ যোগরূঢ়িশ্চ। সমুদায়ে শক্তিঃ রূঢ়িঃ, যথা—গৌঃ, নীলং, শুক্লঃ, ডিত্থঃ, লোষ্ট্র ইত্যাদিঃ। রূঢ়াঃ শব্দা দ্বিবিধা অনেকার্থাঃ, পর্য্যায়রূপাশ্চ। তত্রাদ্যাঃ হরিগোপতঙ্গাদয়ঃ।

বলিতেছেন—বৃত্তিমদ্ বর্ণসমুদায়কেই পদ বলে। পদের সহিত পদার্থের স্মার্য্য-স্মারকত্বরূপ সম্বন্ধই বৃত্তি। পদ পদার্থের স্মারক হইয়া ও পদার্থ পদদ্বারা স্মার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ গৃহীতসঙ্কেত পুরুষের পদজ্ঞানজন্য পদার্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং পদের সহিত পদার্থের স্মার্য্য-স্মারকত্বরূপ সম্বন্ধই বৃত্তি। এই বৃত্তিবিশিষ্ট বর্ণসমুদায়কে পদ বলা হয়। এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়াভিন্ন পদার্থের অভিধানকেও বৃত্তি বলা যায়। এই বৃত্তি দ্বিবিধ—শক্তি ও লক্ষণা। এই শক্তিকে কর্ম্মমীমাংসকগণ অভিধা বলিয়া থাকেন। এই শক্তি বৈশেষিকপদার্থ দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ এবং সামান্যমাত্রই এই শক্তিলভ্য অর্থ। "সামান্য"শব্দের অর্থ—জাতি। কর্ম্ম-মীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী। সঙ্কেতদ্বারা জাতিতেই পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য ইঁহাদের মতে জাতিমাত্রই পদশক্য। নৈয়ায়িকগণের মতে জাতিবিশিষ্ট পদার্থই পদশক্য। নৈয়ায়িকগণের মতে এই শক্তি ঈশ্বরসঙ্কেতরূপ। "এই পদ হইতে এই অর্থের বোধ হউক" এতাদৃশ ঈশ্বরেচ্ছারূপ সঙ্কেতই শক্তি, ইহা গৌতম-মতানুসারী নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। "অর্থের সহিত শব্দের যোগ্যতারূপ নিত্যসম্বন্ধই শক্তি" ইহা শাব্দিকগণ অর্থাৎ বৈয়াকরণিকগণ স্বীকার করেন। পদ-পদার্থের বাচ্য-বাচকত্বরূপ শব্দবৃত্তি অর্থাৎ শব্দের তৎতৎ অর্থজ্ঞাপন-সামর্থ্যই শক্তি। এই শক্তি পদার্থান্তর। যেমন বহ্নির দাহিকাশক্তি বহ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, এইরূপ পদের অর্থজ্ঞাপনসামর্থ্যরূপ শক্তিও পদের স্বাভাবিকী শক্তি, ইহা ঔপনিষদগণ অর্থাৎ বেদান্তিগণ স্বীকার করেন। ৪১।

এই শক্তি ত্রিবিধ—রূঢ়ি, যোগ ও যোগরূঢ়ি। বর্ণসমুদায়ে স্থিত শক্তিই রূঢ়ি শক্তি। যেমন গৌঃ নীলং শুক্লঃ ডিত্থ ইত্যাদি। গকার, ঔকার ও বিসর্গ এই বর্ণত্রয়সমুদায়ে গলকম্বলাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞাপনসামর্থ্যরূপ শক্তি আছে বলিয়া তাহা রূঢ়ি। এইরূপ নীলাদি পদসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই রূঢ় শব্দ দ্বিবিধ—অনেকার্থ ও পর্য্যায়। অনেকার্থ শব্দ যেমন—হরি, গো, পতঙ্গ প্রভৃতি শব্দ। সর্প, বানর, ভেক প্রভৃতি বহু অর্থের বোধক বলিয়া হরিশব্দ অনেকার্থক। এইরূপ গোশব্দেরও সর্গ, বৃষভাদি দশটি অর্থ আছে বলিয়া গোশব্দ অনেকার্থক। এইরূপ পতঙ্গ শব্দও সূর্য্য, প্রজাপতি প্রভৃতি বহু অর্থের বোধক হইয়া থাকে। আর পর্য্যায়রূপ শব্দ যেমন—হস্ত, কর প্রভৃতি। একপ্রবৃত্তিনিমিত্তক নানানুপূর্ব্বিবিশিষ্ট শব্দসমূহকে পর্য্যায় শব্দ বলে।

অবয়বে শক্তিকে যোগশক্তি বলে, অর্থাৎ যে পদের সমুদায়ে শক্তি নাই, কিন্তু পদের ঘটক প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিরূপ অবয়বের শক্তিদ্বারা পদ অর্থের প্রতিপাদন করে, সে স্থলে পদ রূঢ়শক্তিদ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে না; কিন্তু যোগ-শক্তিদ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে বুঝিতে হইবে। যেমন মাধব, গোপীকান্ত, গোবর্দ্ধনধর, ধরণীধর প্রভৃতি শব্দ। "মা" শব্দের অর্থ—লক্ষ্মী এবং "ধব" শব্দের অর্থ পতি। সুতরাং মাধবশব্দ অবয়বশক্তিদ্বারা লক্ষ্মীপতিকে বুঝায়। গোপীকান্ত প্রভৃতি শব্দেরও এইরূপে যোগার্থ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়শ্চ হস্তকরাদয়ঃ। অবয়বে শক্তির্যোগঃ, যথা—মাধবঃ, গোপীকান্তঃ, গোবর্দ্ধনধরঃ, ধরণীধর ইত্যাদয়ঃ। উভয়ত্র শক্তিস্তৃতীয়ঃ, যথা—বিষ্ণুঃ, ব্যাপনপ্রবেশনযোগাদ্‌বিষ্ণুপদার্থঃ পরমেশ্বরঃ। "বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে" ইতি রূঢ্যাপি স এবার্থঃ। ৪২।

শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা। স্বশক্যেন সহ নিয়ম্যরূপব্যাপ্তিরেব লক্ষণেতি মীমাংসকাঃ, তচ্চিন্ত্যম্। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যত্র মঞ্চপদস্য মঞ্চস্থে লক্ষণাভাবপ্রসঙ্গাৎ, মঞ্চপুরুষয়োর্ব্যাপ্তেরনিয়তত্বাৎ। গঙ্গাদিপদানাং তীরে শক্তিরেব, সর্ব্বেষামপি পদানাং সর্ব্বত্র শক্তিমত্ত্বাৎ লক্ষণায়াঃ ভিন্নবৃত্তিত্বমেব নাস্তি গৌরবমাত্রত্বাৎ তদঙ্গীকারস্যেতি শাব্দিকৈকদেশিনঃ। তৎ তুচ্ছম্, সর্ব্বেষাং পদানাং সর্ব্বপদার্থোপস্থাপকত্বে সর্ব্বেষ্বপি বাক্যস্থপদেষু একতমেনাপি সর্ব্বপদার্থোপস্থিত্যাপত্ত্যা তস্যৈব কারকবিশেষস্য সর্ব্বপদার্থোপস্থাপনার্থং পৌনঃপুন্যেন প্রয়োগাদপি বাক্যার্থবোধাপত্তেঃ পদান্তরপ্রয়োগবৈয়র্থ্যাচ্চ, তথাত্বপ্রবৃত্ত্যদর্শনাচ্চ। ৪৩।

যে শব্দের সমুদায়ে শক্তি আছে এবং অবয়বেও শক্তি আছে, এই উভয়ত্র শক্তিবিশিষ্ট পদই যোগরূঢ়। উভয়ত্র শক্তিকেই যোগরূঢ়ি বলে। যেমন বিষ্ণুশব্দ। "বিষ্‌৯ ব্যাপ্তৌ" "বিশ প্রবেশনে" এই দুইটি ধাতুদ্বারাই বিষ্ণুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় ধাতুর অর্থই বিষ্ণুশব্দদ্বারা প্রতীত হয়, এজন্য ব্যাপন ও প্রবেশনরূপ অর্থযুক্তই বিষ্ণুপদ। সুতরাং বিষ্ণুপদদ্বারা সর্ব্বব্যাপনশীল ও সর্ব্বত্রপ্রবিষ্ট পরমেশ্বরই বিষ্ণুপদের যোগশক্তিদ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতিদ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদ যোগশক্তিদ্বারা যেমন পরমেশ্বরের বোধক হয়, এইরূপ রূঢ়িশক্তিদ্বারাও অর্থাৎ সমুদায়শক্তিদ্বারাও বিষ্ণুপদ পরমেশ্বরের বোধক হইয়া থাকে। বেদে ও বেদান্তে পরমেশ্বর বিষ্ণুশব্দদ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন—"বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে"। ৪২।

"শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা" অর্থাৎ পদের শক্য অর্থের সহিত যে অর্থের নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকে, সেই অর্থ সেই পদের লক্ষ্য অর্থ। সেই অর্থের বোধক পদ লক্ষক পদ। লক্ষক পদের সহিত লক্ষ্য অর্থের সম্বন্ধই লক্ষণা। এই লক্ষণারূপ সম্বন্ধ পদের শক্য অর্থের সহিত ব্যাপ্তিরূপ ইহাই পূর্ব্বমীমাংসকগণ বলেন। "অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতির্লক্ষ-ণোচ্যতে" ইহাই কুমারিলভট্টের উক্তি। ইহা সঙ্গত নহে; কারণ "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "মঞ্চ"-পদের মঞ্চস্থ পুরুষে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। অথচ মঞ্চপদের শক্য অর্থের সহিত মঞ্চস্থ পুরুষের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। শক্য অর্থের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধই যদি লক্ষণা হইত, তবে মঞ্চপদের মঞ্চস্থ পুরুষে লক্ষণা হইতে পারিত না। ব্যাপ্তি—নিয়মস্বরূপ; মঞ্চের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ত নহে।

কেহ কেহ মনে করেন—গঙ্গাদি পদেরও তীরে শক্তিই আছে। সমস্ত পদেরই সমস্ত অর্থে শক্তি আছে। এজন্য শক্তিভিন্ন লক্ষণারূপ বৃত্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং লক্ষণা পদের বৃত্তিই নহে। লক্ষণার পৃথক্ বৃত্তিত্ব স্বীকার কেবল গৌরবমাত্র। ইহা বৈয়াকরণগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই মত নিতান্ত অসঙ্গত। যদি সমস্ত পদই সমস্ত অর্থের উপস্থাপক হইতে পারিত, তবে বাক্যের ঘটক পদগুলির মধ্যে যে কোন একটিই সমস্ত অর্থের উপস্থাপক হইতে পারে বলিয়া নানা পদার্থের উপস্থিতির জন্য আর নানা পদ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সকৃদুচ্চরিত পদ সকৃদর্থের উপস্থাপক হইলেও বাক্যের ঘটক পদগুলির মধ্যে যে কোনও একটি পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগদ্বারাই সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারিবে। আর তাহাতেই বাক্যার্থবোধও নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। একটি পদদ্বারাই বাক্যার্থের প্রতীতি সম্পন্ন হইতে পারিলে পদান্তরের প্রয়োগ ব্যর্থই হইয়া পড়িবে; কিন্তু এরূপ কোন স্থলেই দেখা যায় না যে—কোন প্রামাণিক পুরুষ বাক্যের ঘটক নানা পদের প্রয়োগ না করিয়া একটিমাত্র পদেরই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেন। সুতরাং সমস্ত পদের সমস্ত অর্থে শক্তি স্বীকার নিতান্ত অসঙ্গত। ৪৩।

সা দ্বিধা—লক্ষণা লক্ষিতলক্ষণা চ। সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপা প্রথমা। সা ত্রিধা—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা জহদজহৎস্বার্থা চেতি। তত্র শক্যত্বাবচ্ছিন্নপদার্থপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিবিশেষে বৃত্তিঃ প্রথমা, যথা—গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদস্য শক্যস্তাবৎ প্রবাহঃ, তস্য সর্ব্বাংশত্যাগেন তৎসম্বন্ধিতীরাদৌ বৃত্তিঃ। স্বার্থাপরিত্যাগেন অন্যত্র বৃত্তির্দ্বিতীয়া। যথা—কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতামত্র দধ্যুপঘাতকত্বেন কাকপদস্য স্বশক্যেষু কাকেষু তদিতরমার্জারাদিষু চ বৃত্তিঃ। সা চ শক্তিসমানা ইতরলক্ষণাতো বলবতী স্বার্থাত্যাগাৎ। শক্যৈকদেশপরিত্যাগেন তদবশিষ্টশক্যৈকদেশবৃত্তিস্তৃতীয়া। যথা – ঘটো নিত্য ইত্যত্র ব্যক্তেঃ নিত্যত্বস্য প্রত্যক্ষাদিনা বাধাৎ তৎত্যাগেন তদেকদেশভূতে ঘটত্বসামান্যে বৃত্তিঃ। তামেব ভাগত্যাগলক্ষণেত্যাহুঃ। শক্যপরম্পরাসম্বন্ধো লক্ষিতলক্ষণা। যথা—দ্বিরেফ ইত্যত্র দ্বিরেফপদস্য শক্যং রেফদ্বয়ং তস্য ভ্রমরপদেন সম্বন্ধঃ, ভ্রমরপদস্য মধুকরেণ সম্বন্ধঃ। এবং দ্বিরেফপদস্য মধুকরেণ পরম্পরাসম্বন্ধাল্লক্ষণসমন্বয়ঃ। সৈব গৌণীত্যুচ্যতে। যথা—সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহপদস্য মৃগবিশেষঃ সিংহো নাম শক্যঃ। তস্য

সেই লক্ষণা দুই প্রকার—লক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা। শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধরূপ লক্ষণাকেই প্রথম প্রকার লক্ষণা বলা হয়। এই লক্ষণা আবার তিন প্রকার—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা। ইহাদের মধ্যে জহৎস্বার্থা লক্ষণার স্বরূপ এই যে—যে পদ স্বীয় শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া শক্যার্থসম্বন্ধী পদার্থবিশেষকে প্রতিপাদন করে, সেই স্থলে ঐ পদের জহৎস্বার্থা লক্ষণা বলা হইয়া থাকে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গাপদের শক্য অর্থাৎ শক্তিলভ্য অর্থ প্রবাহ; এই প্রবাহরূপ শক্যার্থের সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাপদ প্রবাহসম্বন্ধী তীরাদির প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এজন্য এস্থলে গঙ্গাপদের জহৎস্বার্থা লক্ষণা হইয়া থাকে।

অজহৎস্বার্থা লক্ষণা এই যে—যে পদ স্বীয় শক্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ শক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া অন্যেরও প্রতিপাদক হয়, সেই স্থলে ঐপদের অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করা হয়। যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" এই বাক্যের অন্তর্গত "কাক"পদ কেবলমাত্র স্বশক্য কাকের প্রতিপাদন না করিয়া দধির উপঘাতকরূপে "কাক"পদ স্বশক্যার্থ কাক ও কাকপদের অশক্যার্থ মার্জ্জারাদির প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এস্থলে "কাক"পদ স্বশক্যার্থ ও অশক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়াছে বলিয়া "কাক"পদের অজহৎস্বার্থা লক্ষণা হইয়াছে। এই অজহৎস্বার্থলক্ষণা শক্তির সদৃশী; যেহেতু এই লক্ষণাতে শক্যার্থের পরিত্যাগ হয় নাই এবং এই লক্ষণা ইতরলক্ষণা হইতে বলবতী।

জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা এই যে—বিশিষ্টবাচক পদ যদি শক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট শক্যের একদেশের প্রতিপাদক হয়, তবে সেই পদের জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা হইয়া থাকে। যেমন—"ঘটো নিত্যঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত "ঘট"পদ শক্তিদ্বারা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটব্যক্তির প্রতিপাদক হইলেও উৎপাদবিনাশশালিনী ঘটব্যক্তির সহিত নিত্যত্বের অন্বয় সম্ভাবিত নহে; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা ঘটব্যক্তির নিত্যতা বাধিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই ঘটব্যক্তির যে নিত্যতা নাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এজন্য নিত্যত্বের অন্বয় ঘটব্যক্তিতে হইতে পারে না বলিয়া "ঘট"পদ ব্যক্তি-অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঘটপদের শক্যের একদেশ ঘটত্বজাতিকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। জাতিমাত্রই নিত্য বলিয়া ঘটত্বজাতিতে নিত্যত্বের অন্বয় হইতে পারে। সুতরাং জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বাচক "ঘট"পদ শক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট একদেশের প্রতিপাদক হইয়াছে। জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাদ্বারাই "ঘট"পদ একদেশের প্রতিপাদক হইয়াছে। এই লক্ষণাকে ভাগত্যাগলক্ষণা বলে। এইরূপে লক্ষণার স্বরূপ নিরূপিত হইল।

সম্প্রতি লক্ষিতলক্ষণার স্বরূপ বলা হইতেছে—শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধই লক্ষিতলক্ষণা। যেমন—"দ্বিরেফ"পদ লক্ষিতলক্ষণাদ্বারা মধুকরের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। "দ্বিরেফ"পদ "দ্বৌ রেফৌ যত্র" এইরূপ বহুব্রীহি

ক্রৌর্য্যাদিগুণৈঃ সম্বন্ধঃ, তেষাঞ্চ দেবদত্তে সম্বন্ধাল্লক্ষণসমন্বয়ঃ। সিংহপদস্য লক্ষ্যেণ দেবদত্তেন শক্য-পরম্পরাসম্বন্ধস্য সত্ত্বাৎ। "অভিধেয়াবিনাভূতপ্রবৃত্তির্লক্ষণোচ্যতে। লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা॥" ইতি বচনাদিতি সংক্ষেপঃ। ৪৪।

অথ বৃত্তিভেদাদর্থোঽপি দ্বিবিধঃ—শক্যো লক্ষ্যশ্চ। তত্র শক্তিবিষয়ঃ প্রথমঃ, শক্যসম্বন্ধিত্বে সতি লক্ষণাবিষয়ো দ্বিতীয়ঃ। উভয়বিধস্যাপি বোধে শক্তিগ্রহস্য কারণত্বাৎ শক্তিগ্রহমন্তরেণ বাচ্যজ্ঞানা-ভাবঃ, তদভাবে চ লক্ষ্যজ্ঞানস্য সুতরামভাবঃ বাচ্যজ্ঞানাধীনত্বাৎ লক্ষ্যজ্ঞানস্য পদান্তরবাচ্যত্বাচ্চ লক্ষ্যস্যেতি ভাবঃ। ৪৫।

সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। রকারকে রেফ বলে। সুতরাং "দ্বিরেফ"পদ রকারদ্বয়সম্বন্ধী "ভ্রমর"পদের লক্ষক হইয়াছে। ভ্রমরপদে দুইটি রকার আছে। সুতরাং "দ্বিরেফ"পদের শক্যার্থ—রকারদ্বয়। রকারদ্বয়সম্বন্ধী "ভ্রমর"পদ "দ্বিরেফ"পদের প্রথম লক্ষ্যার্থ এবং ভ্রমরপদবাচ্য মধুকর দ্বিরেফপদের দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। সুতরাং দ্বিরেফপদ লক্ষণাদ্বারা ভ্রমরপদকে প্রতিপাদন করিয়া ভ্রমরপদের বাচ্য মধুকরকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং দ্বিরেফপদ লক্ষিতলক্ষণাদ্বারা মধুকরের প্রতিপাদক হইয়াছে। দ্বিরেফপদের শক্যার্থের সহিত মধুকরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই; কিন্তু প্রদর্শিতরূপে পরম্পরাসম্বন্ধ আছে। এজন্য এস্থলে লক্ষিতলক্ষণা বুঝিতে হইবে। এই লক্ষিতলক্ষণাকেই গৌণী বৃত্তি বলে। গৌণী বৃত্তির প্রসিদ্ধ উদাহরণ—"সিংহো দেবদত্তঃ"। এই বাক্যের অন্তর্গত "সিংহ"পদের শক্যার্থ—মৃগবিশেষ অর্থাৎ মৃগরাজ সিংহ। সিংহপদবাচ্য সিংহগত ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদি গুণের সম্বন্ধ দেবদত্তে আছে বলিয়া সিংহপদ লক্ষিতলক্ষণাদ্বারা দেবদত্তের প্রতিপাদক হইয়াছে। সিংহপদ শক্তিদ্বারা সিংহপশুর, লক্ষণাদ্বারা পশুগত ক্রৌর্য্যাদি গুণের ও লক্ষিতলক্ষণাদ্বারা উক্ত গুণযুক্ত বস্তুর প্রতিপাদক হইয়াছে। সুতরাং সিংহপদের সহিত উক্তগুণযুক্ত দেবদত্তরূপ লক্ষ্যের শক্যপরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়া গৌণী স্থলেও লক্ষিতলক্ষণাই হইবে। লক্ষিতলক্ষণা হইতে গৌণী বৃত্তি ভিন্ন নহে। গৌণী বৃত্তি স্থলেও লক্ষিতলক্ষণা আছে। এজন্য মীমাংসকগণ গৌণী বৃত্তিকে লক্ষিতলক্ষণা হইতে যে অতিরিক্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহার আবশ্যকতা নাই। ভট্টবার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে—অভিধেয়ের সহিত অবিনাভূত অর্থের প্রতীতি লক্ষণাদ্বারা হইয়া থাকে এবং লক্ষ্যমাণ গুণযুক্ত বস্তুর প্রতীতি গৌণীবৃত্তিদ্বারা হইয়া থাকে।* ৪৪।

পদের শক্তি ও লক্ষণা এই দ্বিবিধ বৃত্তি প্রদর্শিত হইল। বৃত্তি দ্বিবিধ বলিয়া পদার্থও দ্বিবিধ। শক্তিলভ্য অর্থই শক্য এবং লক্ষণালভ্য অর্থ—লক্ষ্য। সুতরাং শক্য ও লক্ষ্য ভেদে পদার্থ দ্বিবিধ। শক্যার্থ প্রথম ও লক্ষ্যার্থ দ্বিতীয় অর্থাৎ শ্রুতপদ হইতে প্রথম শক্যার্থের উপস্থিতি ও শক্যার্থের উপস্থিতির পরে লক্ষ্যার্থের উপস্থিতি হইয়া থাকে। শক্যার্থের উপস্থিতি না হইয়া লক্ষ্যার্থের উপস্থিতি হইতে পারে না। শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বোধে পদের শক্তিগ্রহ কারণ। পদের শক্তিগ্রহ না হইলে পদের বাচ্যার্থ অর্থাৎ শক্যার্থের বোধ হইতে পারে না। আর শক্যার্থের বোধ না হইলে লক্ষ্যার্থেরও জ্ঞান হয় না। লক্ষ্যার্থের জ্ঞান বাচ্যার্থের জ্ঞানাধীন। ইহাতে বিশেষ কথা এই যে—

---

* এই ভট্টকারিকাটি সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতের বিরোধী হইয়াছে। অভিধেয়ের সহিত অবিনাভাবসম্বন্ধ লক্ষণা ইহা মূলকার নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন এবং লক্ষণা হইতে গৌণী ভিন্ন বৃত্তি ইহা মূলকার স্বীকার করেন নাই। অথচ ভট্টবার্ত্তিকে গৌণী বৃত্তিকে লক্ষণা হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে—নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিকগণ লক্ষণা হইতে ভিন্ন গৌণী বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। মূলকার ইঁহাদেরই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বার্ত্তিকশ্লোক মূলকারের মতে সঙ্গত হয় না। এস্থলে নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিকগণের মত যে অসঙ্গত, তাহা মধুসূদন-সরস্বতী-বিরচিত "বেদান্তকল্পলতিকা" গ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

এতেন তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য সত্যাদিবাক্যস্য চ লক্ষণয়া অখণ্ডার্থপরত্বমভ্যুপগচ্ছন্তো নিরস্তাঃ। লক্ষ্যার্থস্য বাচ্যত্বানঙ্গীকারাৎ। পদান্তরবাচ্যত্বে চ মিথ্যাত্বাপত্তেঃ। পরাভিমতলক্ষ্যার্থো মিথ্যা অন্যপদাবাচ্যত্বাৎ খপুষ্পবৎ। লক্ষ্যার্থো মিথ্যা পদান্তরবাচ্যত্বাৎ তন্মতে তীরাদিবদিত্যনুমানাৎ। অয়ং ভাব— তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যার্থঃ পদান্তরবাচ্যো ন বা ? আদ্যে বাচ্যত্বসিদ্ধ্যা মিথ্যাত্বাবশ্যম্ভাবাৎ। অবাচ্যত্বে সিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ। দ্বিতীয়ে চাসম্ভবঃ। যল্লক্ষ্যং তদ্‌বাচ্যমিতি ব্যাপ্তিবৎ যল্লক্ষ্যং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্ত্যভাবাৎ।

লক্ষ্যার্থও কোন পদের বাচ্যই বটে। গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীর—তীরপদের বাচ্যই বটে। যাহা কোনও পদের বাচ্য নহে, তাহা লক্ষ্যও নহে। বাচ্যত্বধর্ম্ম কেবলান্বয়ী ; সমস্ত বস্তুতেই বাচ্যত্ব ধর্ম্ম আছে। ৪৫।

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—লক্ষ্য অর্থ পদান্তরের বাচ্য হইয়া থাকে, ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মত নিরস্ত হইয়াছে। কারণ নির্ধর্ম্মক বস্তু পদের বাচ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকে নির্ধর্ম্মক বলেন। এজন্য তাহা কোনও পদেরই বাচ্য হইতে পারে না। যে পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম যাহাতে নাই, তাহা সেই পদের বাচ্য হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম কোনও পদেরই বাচ্য হইতে পারে না। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক বোধ, সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণবাক্যজন্য ব্রহ্মবিষয়ক বোধ এবং যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ইত্যাদি ত্বংপদার্থশোধক বাক্যজন্য জীবচৈতন্যবিষয়ক বোধ অখণ্ডার্থবিষয়ক হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহাও নিরস্ত হইল। লক্ষ্য বস্তুমাত্রই বাচ্য হইয়া থাকে ; এজন্য তাহা অবশ্যই ধর্ম্মবিশিষ্টও হইয়া থাকে। ধর্ম্মশূন্য বস্তুই অপ্রসিদ্ধ।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সত্যাদি পদলক্ষ্য ব্রহ্ম কোনও পদেরই বাচ্য নহে। ব্রহ্ম যদি পদান্তরবাচ্য হইত, তবে তাহা মিথ্যাবস্তু হইত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা কোন পদেরই বাচ্য নহে, তাহা মিথ্যাবস্তু। "পরাভিমতলক্ষ্যার্থো মিথ্যা অন্যপদাবাচ্যত্বাৎ খপুষ্পবৎ" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর সম্মত লক্ষ্য ব্রহ্ম মিথ্যা হইবে, যেহেতু তাহা কোনও পদের বাচ্য নহে ; যাহা কোনও পদের বাচ্য নহে, তাহা মিথ্যা ; যেমন গগনকুসুম। অদ্বৈতবাদিগণ পদান্তরবাচ্য বস্তুকে মিথ্যা বলেন ; কিন্তু ব্রহ্ম সত্যাদি পদের লক্ষ্য হইলে অবশ্যই পদান্তরের বাচ্য হইবে। তীরাদি বস্তু পদান্তরের লক্ষ্য হইলেও পদান্তরের বাচ্যই বটে। এজন্য লক্ষ্য ব্রহ্মও বাচ্যই হইবে। আর বাচ্য হইলেই অদ্বৈতবাদীর মতে তাহা মিথ্যা হইবে। এজন্য অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য ব্রহ্ম মিথ্যাই হইবে। আর তাহাতে এরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যায় যে—"লক্ষ্যার্থো মিথ্যা পদান্তরবাচ্যত্বাৎ, তন্মতে তীরাদিবৎ" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য ব্রহ্ম মিথ্যাই হইবে, যেহেতু তাহা অবশ্যই পদান্তরবাচ্য হইয়া থাকে। যেমন অদ্বৈতবাদীর মতে পদান্তরবাচ্য তীরাদি মিথ্যা হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে—অদ্বৈতবাদীর মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের লক্ষ্যার্থ পদান্তরের বাচ্য কি না ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ কি বলিবেন ? যদি তাঁহারা লক্ষ্যার্থকে পদান্তরের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে পদান্তরবাচ্য বলিয়া ব্রহ্ম অবশ্যই মিথ্যা হইবে। পদান্তরের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া পদান্তরের অবাচ্য বলিলে তাঁহাদেরই অভ্যুপগত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। আর যদি তাঁহারা লক্ষ্য ব্রহ্মকে পদান্তরের অবাচ্য বলেন, তবে অসম্ভব দোষ হইবে। কারণ যাহা লক্ষ্য, তাহা অবশ্যই বাচ্য হইয়া থাকে— এইরূপ ব্যাপ্তি সর্ব্বজনসিদ্ধ ; কিন্তু এরূপ ব্যাপ্তি কোথাও প্রসিদ্ধ নাই যে—যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য। লক্ষ্য বস্তুমাত্রই পদান্তরের বাচ্য হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এজন্য সত্যপদবাচ্য ব্রহ্ম যদি সত্যপদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা জ্ঞানাদি পদান্তরের বাচ্য হইবে। ব্রহ্ম সেই পদেরও লক্ষ্য হইলে পদান্তরের বাচ্য হইবে ; এইরূপে অনবস্থা দোষেরই প্রসঙ্গ হইবে। কোনও পদের লক্ষ্য বস্তু অবশ্যই পদান্তরবাচ্য হইয়া থাকে—

পদান্তরস্যাপি লক্ষ্যত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। অবাচ্যস্য শশশৃঙ্গাদিবৎ তুচ্ছত্বাচ্চেতি অলং প্রাসঙ্গিকেন। তস্মাৎ পদার্থবোধে শক্তিগ্রহস্য কারণত্বমিতি সিদ্ধং সর্ব্বসম্মতত্বাৎ। ৪৬।

শক্তিগ্রহশ্চ ব্যাকরণাদিনা জায়তে। তথাচোক্তম্ "শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্ত-বাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ। বাক্যস্য শেষাদ্‌বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥" ইতি। তত্র ধাতুপ্রত্যয়াদীনাং শক্তিগ্রহো ব্যাকরণাদ্‌ভবতি। যথা—চৈত্রঃ পচতীত্যাদৌ আখ্যাতস্য কর্ত্তরি শক্তিগ্রহঃ। উপমানাদিতি—গোসদৃশো গবয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণসদৃশঃ প্রদ্যুম্নঃ, শ্রীরামসদৃশো ভরত ইত্যাদৌ। কোষাদিতি—নীলশুক্লাদিপদানাং নীলরূপাদৌ তদ্বিশিষ্টে চ শক্তিগ্রহঃ। আপ্তবাক্যাদ্ যথা—কোকিলঃ পিকপদবাচ্য ইত্যাদিনাং শক্তিগ্রহঃ। ব্যবহারতশ্চ যথা হি—উত্তমবৃদ্ধস্য "ঘটমানয়" ইতি বাক্যশ্রবণানন্তরং মধ্যমবৃদ্ধঃ প্রবর্ত্ততে, বালস্তৎপ্রবৃত্তিং দৃষ্ট্বা তজ্‌জ্ঞানমনুমিনোতি—ইয়ং প্রবৃত্তির্জ্ঞানসাধ্যা প্রবৃত্তিত্বাৎ মদীয়প্রবৃত্তিবৎ

ইহাই বস্তুস্বভাব। যদি ব্রহ্ম সমস্ত পদেরই অবাচ্য হয়, তবে তাহা অবস্তু অর্থাৎ শশশৃঙ্গের মতই তুচ্ছ হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের কথা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শক্য ও লক্ষ্য অর্থের বোধে শক্তিগ্রহ কারণ। সুতরাং পদার্থবোধমাত্রেই শক্তিগ্রহ কারণ,—ইহাই সর্ব্বসম্মত। ৪৬।

পদার্থে পদের শক্তিগ্রহ ব্যাকরণাদিদ্বারা হইয়া থাকে। আর ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য-প্রযুক্ত পদার্থে পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। ধাতু-প্রত্যয়াদির শক্তিগ্রহ ব্যাকরণ হইতে হইয়া থাকে। যেমন—"চৈত্রঃ পচতি" ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতের শক্তি কর্ত্তাতে গৃহীত হয়, (ইহা বৈয়াকরণ মত; ন্যায়মতে কৃতিতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকার করা হয়)। "গোসদৃশো গবয়ঃ" "শ্রীকৃষ্ণসদৃশঃ প্রদ্যুম্নঃ" "শ্রীরামসদৃশো ভরতঃ" ইত্যাদি স্থলে গবয়ে, প্রদ্যুম্নে ও ভরতে গবয়াদিপদের শক্তিগ্রহ উপমান হইতে হইয়া থাকে। নীল-শুক্লাদি পদের নীলাদিগুণ ও গুণবিশিষ্টদ্রব্যে শক্তিগ্রহ কোষ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। "গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণি লিঙ্গাস্তু তদ্বতি" ইহাই অমরকোষে বলা হইয়াছে। (নৈয়ায়িকগণ গুণে শক্তি ও গুণীতে নিরূঢ় লক্ষণা স্বীকার করেন। মূলকার উভয় স্থলেই শক্তি স্বীকার করিয়া নীলাদি পদের নানার্থতা স্বীকার করিয়াছেন।) "কোকিলঃ পিকপদবাচ্যঃ" এইরূপ আপ্তবাক্য হইতে পিকপদের কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে।

ব্যবহার হইতে যে পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ যথা—উত্তমবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রযোজকবৃদ্ধ "ঘটম্ আনয়" এইরূপ বলিলে তাহা শুনিয়া মধ্যমবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়নে প্রবৃত্ত হয়; তখন তৎপার্শ্বস্থ বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার জ্ঞান এইরূপে অনুমান করে যে—ইহার এই প্রবৃত্তি জ্ঞানসাধ্য হইবে; যেহেতু ইহা প্রবৃত্তি; যাহা প্রবৃত্তি তাহা জ্ঞানসাধ্য হইয়া থাকে; যেমন মদীয় প্রবৃত্তি। এইরূপ অনুমান করিয়া বালক সেই জ্ঞানের বাক্যজন্যত্ব এইরূপে অনুমান করিয়া থাকে যে—প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিজনক এই জ্ঞান ঐ প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যজন্য, যেহেতু প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিজনক এই জ্ঞান প্রযোজকবৃদ্ধবাক্যের "থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না" এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়ী; যাহা যাহার অন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়ী, তাহা তজ্জন্য হইয়া থাকে; যেমন—দণ্ডজন্য ঘটাদি। তাহার পর বালক "ঘটং নয়" "গাম্ আনয়" ইত্যাদি বাক্যাদিতে ঘটপদের আবাপ ও উদ্বাপ অর্থাৎ পদান্তরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ অবগত হইয়া তদ্দ্বারা "ঘট"পদের কম্বুগ্রীবাদিমৎ ব্যক্তিতে শক্তি আছে ইহা অবগত হইয়া থাকে। "ঘট"পদের যে কম্বুগ্রীবাদিমৎ পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিতরূপে ব্যবহার হইতেই হইয়া থাকে।

এইরূপ বাক্যশেষ হইতেও পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—"যবময়শ্চরুর্ভবতি" এই

ইত্যনুমায় তস্য বাক্যজন্যত্বমনুমিনোতি—ইদং জ্ঞানমেতদ্‌বাক্যজন্যম্ এতদ্বাক্যান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ দণ্ডজন্যঘটাদিবৎ ইতি। তদনন্তরমাবাপোদ্বাপাভ্যাং ঘটপদস্য কম্বুগ্রীবাদিমদ্‌ব্যক্তৌ শক্তিরিত্যবগচ্ছতি। বাক্যশেষাদ্ যথা—যবময়শ্চরুর্ভবতি ইত্যত্র যবপদস্য দীর্ঘশূকবিশেষে আর্য্যাণাং প্রয়োগঃ, কঙ্গৌ চ ম্লেচ্ছানাম্, তত্র "বসন্তে সর্ব্বশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্। মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ॥" ইতি, "যত্রান্যা ওষধয়ো ম্লায়ন্তে, অথৈতে মোদমানাস্তিষ্ঠন্তি" ইতি বাক্যশেষাৎ দীর্ঘশূকে শক্তিগ্রহঃ, কঙ্গৌ তু ভ্রমাৎ প্রয়োগঃ। কিঞ্চ বিবৃতেরিতি বিবরণাদপি ঘটপদস্য কম্বুগ্রীবাদিমদ্‌ব্যক্তৌ শক্তিগ্রহঃ। পচতীত্যস্য পাকং করোতীতি বিবরণাদাখ্যাতস্য পাকক্রিয়াকর্ত্তরি শক্তিগ্রহঃ। সান্নিধ্যতোঽপি—আম্রে মধুরং পিকো রৌতীত্যাদৌ আম্রপদসান্নিধ্যাৎ পিকশব্দস্য কোকিলে শক্তিগ্রহ ইতি সংক্ষেপঃ। ৪৭।

অথ তাৎপর্য্যস্যাপি শক্তিগ্রহে কারণত্বম্। তত্ত্বং নাম তৎপরত্বম্। তদ্বিবিধম্—লৌকিকং বৈদিকঞ্চ।

বাক্যান্তর্গত "যব"পদের দীর্ঘশূকে শক্তিগ্রহ বাক্যশেষ হইতে হইয়া থাকে। আর্য্যগণ দীর্ঘশূকবিশেষে "যব"পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং ম্লেচ্ছগণ কঙ্গু বা প্রিয়ঙ্গুতে "যব"পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ ব্যবহার থাকায় "যবময়শ্চরুর্ভবতি" এই স্থলে "যব"পদের দীর্ঘশূকে শক্তি অথবা কঙ্গুতে শক্তি, এইরূপ সন্দেহ হইলে বাক্যশেষ হইতে "যব"পদের দীর্ঘশূকে শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—"বসন্তকালে সমস্ত শস্যের পত্র ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু এই কণিশশালী যবগুলি সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থান করে।" "যে সময়ে অন্য ওষধিগুলি ম্লান হইয়া যায়, তখন এইগুলি (যবগুলি) সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থান করে।" সুতরাং বাক্যশেষ হইতে "যব" পদের দীর্ঘশূকে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ম্লেচ্ছগণ কঙ্গুতে যে "যব"পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাদের সেই প্রয়োগ শক্তিভ্রমবশতঃই হইয়া থাকে। এইরূপ বিবরণ হইতেও পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। "বিবরণ" কথার অর্থ—তৎসমানার্থক পদান্তর-দ্বারা তদর্থকথন। উদাহরণ যথা—"ঘটঃ অস্তি" ইহার "কম্বুগ্রীবাদিমান্ কলশঃ অস্তি" এইরূপ বিবরণ করায় কম্বু-গ্রীবাদিমদ্‌ব্যক্তি কলশে ঘটপদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপ "পচতি" এই পদের "পাকং করোতি" এইরূপ বিবরণ করায় আখ্যাতের পাকক্রিয়ার কর্ত্তাতে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। (ইহা বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত।)

এইরূপ প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্যবশতঃও পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—"আম্রে মধুরং পিকো রৌতি অর্থাৎ এই আম্রবৃক্ষে পিক মধুর রব করিতেছে" এই বাক্যে প্রসিদ্ধ আম্রপদের সান্নিধ্যবশতঃ "পিক"পদের কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ৪৭।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত তাৎপর্য্যগ্রাহক প্রমাণগুলি নিরূপণ করিয়া মূলকার এক্ষণে তাৎপর্য্যজ্ঞানেরও শক্তিগ্রাহকত্ব আছে ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—অথ তাৎপর্য্যস্যাপি ইত্যাদি। তাৎপর্য্যেরও শক্তিগ্রহে কারণতা আছে। এই "তাৎপর্য্য" কথার অর্থ তৎপরত্ব। এই তাৎপর্য্য দ্বিবিধ—লৌকিক ও বৈদিক। তন্মধ্যে লৌকিক তাৎপর্য্য—বিবক্ষিতার্থ-প্রত্যয়জননযোগ্যত্ব অর্থাৎ বক্তার বিবক্ষিত অর্থের জ্ঞানোৎপাদনযোগ্যত্ব। যেমন ভোজনকালে যদি কেহ "সৈন্ধবম্ আনয়" এইরূপ বাক্য বলে, তবে এই বাক্যের অন্তর্গত "সৈন্ধব"পদদ্বারা কাহার প্রতীতি হইবে? "সৈন্ধব"পদ লবণ ও অশ্ব এই উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং এই "সৈন্ধব"পদদ্বারা অশ্বেরও প্রতীতি হইতে পারে। অশ্বও আনয়নযোগ্য বস্তুই বটে; সুতরাং আনয়নযোগ্যতা অশ্বেও আছে। তবে কি ঐ বাক্যদ্বারা শ্রোতৃপুরুষ ভোজনকালে অশ্বেরও আনয়ন করিবে? বস্তুতঃ তাহা করিবে না। এজন্য উক্ত তাৎপর্য্যলক্ষণে "বিবক্ষিতার্থ হইতে ভিন্ন বস্তুর প্রতীতিমাত্রের ইচ্ছাদ্বারা অনুচ্চরিত হইয়া" এইরূপ বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। আর তাহাতে ভোজনকালে উচ্চরিত সৈন্ধবপদদ্বারা লবণেরই আনয়ন হইবে, অশ্বের নহে। যে স্থলে লবণ ও অশ্ব এই উভয়ের প্রতীতির ইচ্ছা-

তদিতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়ানুচ্চরিতত্বে সতি তদর্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্বং লৌকিকম্। ভোজনপ্রস্তাবে "সৈন্ধবমানয়" ইত্যুক্তে লবণপ্রতীতিবদশ্বপ্রত্যয়স্যাপি সত্ত্বাৎ তত্রাপি যোগ্যতায়াস্তুল্যত্বাৎ তদ্ব্যাবৃত্তিফলকং পূর্ব্বদলম্। উভয়েচ্ছয়া উচ্চরিতে উভয়প্রত্যয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ মাত্রশব্দঃ। উভয়েচ্ছয়োচ্চারণেঽপি তদিতর-প্রতীতিমাত্রেচ্ছয়ানুচ্চারণস্য ভাবাৎ বক্ত্রভিপ্রায়ো লৌকিকতাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। তজ্জ্ঞানস্যৈব শাব্দবোধে হেতুত্বাৎ। অতঃ শুকাদিবাক্যে ন ব্যভিচারঃ, তত্র লক্ষণসমন্বয়াৎ। বৈদিকন্তু পূর্ব্বাপরবাক্য-বিচারাবগম্যম্। তথাহি—যথা আকাশপ্রাণজ্যোতিরাদিবৈদিকশব্দানাং রূঢ্যা ভূতাকাশবায়ুতেজ-আদৌ বৃত্তিমত্ত্বেঽপি সূত্রকৃদ্ভির্যোগবৃত্ত্যা ব্রহ্মপরত্বং সূচিতম্। তত্র তত্র পঠিতলিঙ্গাদীনামন্যত্রাকাশাদৌ অনন্বয়াৎ। লিঙ্গাদ্যন্যথানুপপত্ত্যা তেষাং ন আকাশাদিপরত্বম্, কিন্তু ব্রহ্মপরত্বমিতি। তথাচ ভেদবাক্যানা-

---

দ্বারা সৈন্ধবপদ প্রযুক্ত হয়, সে স্থলে সৈন্ধবপদে উভয়কেই বুঝাইবে। সে স্থলেও তাৎপর্য্যের প্রদর্শিত লক্ষণ সমন্বগতই হইবে। কারণ সে স্থলে সৈন্ধবপদে বিবক্ষিতার্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্বও আছে এবং বিবক্ষিতার্থের ইতর প্রতীতিমাত্রের ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্বও আছে। এজন্যই বিশেষণভাগে "মাত্র" পদ দেওয়া হইয়াছে।*

মূলকার পরে বলিয়াছেন যে—বক্তার অভিপ্রায়ই লৌকিক তাৎপর্য্য। এতাদৃশ তাৎপর্য্যজ্ঞানই শাব্দবোধে হেতু হইয়া থাকে। শুকাদি পক্ষিকর্ত্তৃক উচ্চরিত বাক্য হইতেও যে বাক্যার্থবোধ হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অথচ এস্থলে বক্তা শুকাদি পক্ষী অর্থবিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় শব্দপ্রয়োগ করে নাই। এজন্য বক্তার অভিপ্রায়ই তাৎপর্য্য না বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ শুকোচ্চরিত বাক্যেরও অর্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্ব আছে এবং তাহা ইতর প্রতীতিমাত্রের ইচ্ছায় অনুচ্চরিতও বটে। কোন প্রতীতির ইচ্ছাই বক্তা শুকের নাই। সুতরাং শুকোচ্চরিত বাক্যও প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতই বটে।

বৈদিক তাৎপর্য্য বক্তার অভিপ্রায়রূপ হইতে পারে না। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। পৌরুষেয় লৌকিক বাক্য পুরুষপ্রণীত। প্রণেতৃপুরুষের অভিপ্রায় অনুসারে লৌকিক বাক্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। বেদবাক্য কোনও পুরুষপ্রণীত নহে; এজন্য লৌকিক বাক্যে যেরূপ তাৎপর্য্য সম্ভব, বৈদিকবাক্যে তাহা সম্ভব নহে। এজন্য উপক্রমোপসংহারাদি বাক্যের পর্য্যালোচনাদ্বারা শব্দের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হয়। যেমন শ্রুতিতে আকাশ, প্রাণ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বৈদিক পদের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। রূঢ়িশক্তিদ্বারা "আকাশ"পদ ভূতাকাশকে, রূঢ়িশক্তিদ্বারা "প্রাণ"পদ প্রাণবায়ুকে এবং রূঢ়িশক্তিদ্বারা "জ্যোতিঃ"পদ ভৌতিক তেজকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ঐ পদগুলি প্রদর্শিত অর্থে রূঢ় হইলেও ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ যোগবৃত্তিদ্বারা উক্ত পদগুলির ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব অবধারণ করিয়াছেন। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" এই শ্রুতিতে "আকাশ"পদ "আ সমন্তাৎ কাশতে" এইরূপ যোগার্থদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইয়াছে; কিন্তু এই আকাশপদের অর্থ ভূতাকাশ হইতে পারে না; কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মাত্র ভূতাকাশ হইতে সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয় না। সমস্ত ভূতের একমাত্র উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মই বটে। এই অসাধারণ ব্রহ্মলিঙ্গদ্বারা শ্রুতিগত আকাশপদ ব্রহ্মের প্রতিপাদক। আর এই কথাই সূত্রকার

---

* এস্থলে মূলকার অকারণ গ্রন্থবাহুল্যমাত্র করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থও বস্তুতঃ সঙ্গত হয় নাই। তাৎপর্য্য শক্তিগ্রাহক প্রমাণই নহে; কিন্তু শক্তিগ্রহের পরে নানার্থক পদের তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে অর্থবিশেষের উপস্থিতি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্যাবধারণও প্রকরণাদির অনুসন্ধানপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাৎপর্য্য শক্তিগ্রাহকও নহে এবং শাব্দবোধের কারণও নহে; কিন্তু তাৎপর্য্য-সংশয়জন্য যে স্থলে বোধ হইতে পারে না, সেই স্থলেই তাৎপর্য্যাবধারণ শাব্দবোধের কারণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত আলোচনা এস্থলে নিতান্ত অনাবশ্যক।

মভেদবাক্যানাঞ্চ বলাবলবিচারেণ বক্ষ্যমাণরীত্যা তুল্যত্বে সিদ্ধে ভেদবাক্যানাং পদার্থতদ্গতভেদপ্রতিপাদনেন পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নভেদপরত্বে বৃত্তিঃ। অভেদবাক্যানাঞ্চ পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নয়োশ্চেতনাচেতনপদার্থয়োঃ স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নপরব্রহ্মপুরুষোত্তমাদিপদার্থেন তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিধানে বৃত্তিঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। তাৎপর্য্যঞ্চ উপক্রমাদিষড়্লিঙ্গৈঃ শ্রুতিলিঙ্গাদিভিঃ প্রমাণৈশ্চ অবগম্যতে। যথা ভেদবাক্যানামভেদবাক্যানাঞ্চ উপক্রমাদিভিঃ তুল্যবলত্বং তথা সমন্বয়াধিকরণে বক্ষ্যতে। উপক্রমাদ্যুদাহরণঞ্চ শ্রুতিমুখেন শ্রুতিলিঙ্গাদিমানানি তু তৃতীয়াধ্যায়ে বক্ষ্যন্তে। ৪৮।

অথ পঞ্চরাত্রস্য প্রামাণ্যসমর্থনম্। কিঞ্চ শ্রৌতবাক্যানাং তাৎপর্য্যগ্রহে তদুপবৃংহণভূতানাং স্মৃতীনামপি কারণত্বম্, তথাচ আহ ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বয়মেব ভারতে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (১৷১৷২৩) সূত্রে বলিয়াছেন। প্রদর্শিত ব্রহ্মলিঙ্গ ভূতাকাশাদিতে সঙ্গত হইতে পারে না। এই ব্রহ্মলিঙ্গের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত "আকাশ"পদ ভূতাকাশের প্রতিপাদক নহে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রতিপাদক। এইরূপ শ্রুতিতে জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক ও অভেদপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের প্রাবল্য-দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে উভয়বিধ বাক্যের তুল্যবলত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে জীব-ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভেদ ও অভেদ আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও ভেদপ্রতিপাদক "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলির জীব-ব্রহ্মরূপ পদার্থদ্বয় প্রতিপাদনে এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদনে সামর্থ্য আছে; কিন্তু অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যানুসারে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়া থাকে যে—জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মের ভেদ থাকিলেও সেই ভেদ পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট। জীবে ব্রহ্মের ভেদ স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট নহে। এইরূপ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অভেদবাক্য পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহের অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাদৃশ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিধানেই অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অভেদপ্রতিপাদক বাক্যে উক্তরূপ অভেদে যে তাৎপর্য্য আছে, তাহা উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গদ্বারা এবং শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায়। উপক্রমাদি লিঙ্গদ্বারা ভেদপ্রতিপাদক ও অভেদপ্রতিপাদক বাক্যের তুল্যবলতা যেরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা সমন্বয়াধিকরণে বলা যাইবে। উপক্রমাদির উদাহরণ শ্রুতিপ্রদর্শনদ্বারা এবং শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণ তৃতীয়াধ্যায়দ্বারা নিরূপিত হইবে। ৪৮।

পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সমর্থন

আরও কথা এই যে—শ্রৌত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যগ্রহে সেই শ্রুতিবাক্যসমূহের বিবরণীভূত স্মৃতি প্রভৃতিরও কারণত্ব আছে অর্থাৎ বেদবাক্যস্থলে সেই বেদবাক্যের বিবরণীভূত স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিও তাৎপর্য্যগ্রাহক হইয়া থাকে। ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই মহাভারতে তাহা বলিয়াছেন—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্" ইত্যাদি অর্থা ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদকে সম্যক্‌রূপে পরিবর্দ্ধন করিবে অর্থাৎ বেদার্থের পরিপোষণ করিবে। বেদ অল্পশ্রু ব্যক্তি হইতে "ঐ ব্যক্তি আমাকে প্রতারিত করিবে" এইরূপ ভয় পাইয়া থাকেন। "শাস্যতে অনেনেতি শাস্ত্রম্ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে শাসনকর্ত্তৃত্ব যাহাতে আছে, তাহাই শাস্ত্র। এই শাসনকর্ত্তৃত্বরূপ শাস্ত্রত্ব বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি,

সম্পবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্‌বেদো হ্যসৌ মাং প্রতরিষ্যতি ॥" ইতি। শাস্ত্রং নাম শ্রুতিস্তন্মূলস্মৃতি-ভারতপঞ্চরাত্রবাল্মীকিরামায়ণাদিকম্। "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং পরং মতম্। অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥" ইতি স্মৃতেঃ। ৪৮।

নন্থ পঞ্চরাত্রং ন প্রমাণম্, বেদবিরুদ্ধত্বাদিতি চেৎ ন, আপাতোক্তেঃ। তথাহি—প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বয়োঃ শাস্ত্রমেবৈকং নিয়ামকং তদেকগম্যত্বাৎ তয়োঃ। তত্র শ্রুতিমূলঞ্চ প্রামাণ্যং শিষ্টগ্রাহ্যম্। শ্রুতিবিরুদ্ধঞ্চ অপ্রামাণ্যং হেয়ঞ্চেতি সর্ব্বপ্রমাণবিদাং সমানম্। এবঞ্চ পঞ্চরাত্রস্য শ্রুতিমূলত্বং তৎতুল্যত্বেন মোক্ষধর্ম্মে শ্রীসূত্রকারেণ নির্ণীতম্—"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ। য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ॥" ইত্যাদিযুধিষ্ঠিরপ্রশ্নানাং পঞ্চরাত্রোক্তপ্রক্রিয়য়া হ্যুত্তরং দত্ত্বা আহ—"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ। আমথ্য মতিমন্থেন দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্। নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা। আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথামৃতম্। ইদং মহোপনিষদং

মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। স্থতরাং বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্র। যেহেতু স্মৃতিতে আছে—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ" ইত্যাদি অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও বাল্মীকি রামায়ণ এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। আর যাহা এই সমস্তের অনুকূল, তাহাও শাস্ত্র বলিয়া অভিমত। ইহা হইতে ভিন্ন গ্রন্থ-বিস্তার শাস্ত্র নহে; তাহা কুপথ। ৪৮।

ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে—পঞ্চরাত্র প্রমাণ নহে; যেহেতু তাহা বেদবিরুদ্ধ। বেদবিরুদ্ধত্বপ্রযুক্ত পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ আপাততঃ প্রতিপন্ন বিষয়েই এইরূপ আশঙ্কাবাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে প্রকৃতস্থলে এইরূপ আশঙ্কার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা যে আপাততঃ উক্তি, তাহাই দেখান হইতেছে—"ইহা প্রমাণ, ইহা অপ্রমাণ" ইহা কেবল শাস্ত্র হইতেই নিশ্চয় করা যায়। প্রমাণত্ব ও অপ্রমাণত্ব একমাত্র শাস্ত্র হইতে জানা যায় বলিয়া প্রমাণত্ব ও অপ্রমাণত্বের একমাত্র শাস্ত্রই নিয়ামক। সেই শাস্ত্রসমূহের মধ্যেও যাহা শ্রুতিমূলক, তাহারই প্রাম্যণ্য আছে এবং তাহাই শিষ্টগ্রাহ্য অর্থাৎ শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইয়া থাকে। আর যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহার প্রামাণ্য নাই এবং তাহা শিষ্টগণের পরিত্যাজ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমস্ত প্রমাণবিদ্‌গণের পক্ষে সমান। এজন্য অর্থাৎ পঞ্চরাত্র আগমও শিষ্টপরিগৃহীত বলিয়া পঞ্চরাত্র আগমের শ্রুতিমূলত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। শিষ্টপরিগৃহীত বলিয়াই পঞ্চরাত্র প্রমাণ। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় প্রকরণে পঞ্চরাত্রকেও বেদতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ অথবা ভিক্ষুক এই চতুরাশ্রমীর যে কোনও আশ্রমীই যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে কোন্ দেবতাকে ভজনা করিবে?" ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নের অনন্তর পঞ্চরাত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে উত্তর প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে—"এই পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত শতসহস্র অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতরূপ আখ্যান হইতে বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা মথিত দধি হইতে উদ্ধৃত ঘৃতের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। দধি হইতে যেমন নবনীত উদ্ধৃত হয় অর্থাৎ দধির সার যেমন নবনীত, যেমন দ্বিপদ মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যেমন বেদসমূহের মধ্যে আরণ্যকভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্‌ভাগ শ্রেষ্ঠ এবং ওষধির সার যেমন অমৃত, এইরূপ এই মহোপনিষৎ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বেদসমন্বিত এবং সাংখ্যযোগসিদ্ধান্তের সহিত এই মহোপনিষৎ

চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্। সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্। ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্। ঋগ্‌যজুঃসামভির্জুষ্টমথর্ব্বাঙ্গিরসৈস্তথা। ভবিষ্যতি প্রমাণং বা হ্যেতদেবানুশাসনম্॥" ইতি। ৪৯।

অয়ং ভাবঃ—অস্য অপ্রামাণ্যং প্রমাণাভাবাদ্বা নিষেধাদ্বা ? নাদ্যঃ, উক্তলক্ষণপ্রমাণস্য সত্ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ ভারতাদৌ ক্বাপ্যদর্শনাৎ। ন চ ক্বচিৎ কূর্ম্মপুরাণাদৌ নিষেধো দৃশ্যতে ইতি শঙ্কনীয়ম্, ভারতাদিবিরুদ্ধ-স্মৃতেরনঙ্গীকারাৎ। "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ" ইতি সূত্রকারপ্রতিজ্ঞাবচনাৎ। ভারতস্য তু সর্ব্বৈরপি শিষ্টৈঃ নিঃসংশয়েন পরিগ্রহান্ন তত্রাপ্রামাণ্যশঙ্কাবকাশঃ। অন্যথা ভগবদ্গীতায়া অপি তথাত্বাপত্তি-র্দুর্ব্বারা—ইতি ভাবঃ। ৫০।

কিঞ্চ নারায়ণীয়োপাখ্যানে পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্যবিষয়স্য নির্ণয়োপয়িকষড়্‌লিঙ্গোপেতবাক্যসিদ্ধত্বাৎ প্রামাণ্যতমত্বম্। তথাহি—"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ" ইত্যাদিনা রাজ্ঞঃ প্রশ্নোপক্রমঃ, সর্ব্বাশ্রমিণাং স্বানুরূপপুরুষার্থোপপত্তয়ে—কো দেবো যজনীয়ঃ ? বৈশ্বদেবং পৈত্র্যঞ্চ কর্ম্ম কথং কর্ত্তব্যম্ ?

পঞ্চরাত্র নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাই শ্রেয়ঃ, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই অনুত্তম হিত। আর ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্বাঙ্গিরসযুক্ত ও ইহাই প্রমাণ ও ইহাই অনুশাসন। ৪৯। *

এস্থলে অভিপ্রায় এই যে—পঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সাধক কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই কি তাহা অপ্রমাণ হইবে ? অথবা পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধক প্রমাণ আছে বলিয়া পঞ্চরাত্র অপ্রমাণ হইবে ? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ মহাভারত-বচনে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধ মহাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায় না। যদি বলা যায়—কূর্ম্মপুরাণাদিতে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধ দেখা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মহাভারতাদিবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রামাণ্য নাই। মহাভারতেই বলা হইয়াছে যে—"যাহা মহাভারতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই অন্যত্র আছে ; যাহা মহাভারতে নাই, তাহা অন্যত্রও নাই।" মহাভারত ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসেরই রচিত। সমস্ত শিষ্টগণ নিঃসংশয়ভাবে মহাভারতের পরিগ্রহ করিয়া থাকেন বলিয়া মহাভারতের অপ্রামাণ্যশঙ্কার অবকাশ নাই। মহাভারত অপ্রমাণ হইলে মহাভারতান্তর্গত গীতাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। ৫০।

আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপ্রদর্শিত মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গোপেত বাক্যদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ (১) উপক্রমোপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ (৬) ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে উক্ত তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গোপেত বাক্যদ্বারা পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ই সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাই দেখান হইতেছে—(১) "গৃহস্থো ব্রহ্মচারী" ইত্যাদি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোপক্রম। এই উপক্রমে বলা হইয়াছে—সমস্ত আশ্রমিগণের নিজ নিজ পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য কোন্ দেবতা যজনীয় ? বৈশ্বদেব ও পৈত্র্য কর্ম্ম কি প্রকারে কর্ত্তব্য ? মোক্ষ কিরূপ ? সমস্তের সার কি ? উক্ত উপাখ্যানে ইহাই উপক্রমবাক্য। আর উপসংহারে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! যাহা অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাদৃশ এই একান্তধর্ম্ম অর্থাৎ হরিধর্ম্ম আমি গুরুদেবের অনুগ্রহে তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। হে রাজন্ ! শ্বেতপুরুষগণের পতিগণের ও আমার গুরুকে সেই মহাভাগ নারদ এইরূপই অব্যয় একান্তগতি অর্থাৎ হরিধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেবও প্রীতিসহকারে মতিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও যাঁহারা যথাক্রমপরায়ণ পঞ্চরাত্র-বেত্তা, তাঁহাদিগকে এইরূপই অব্যয় একান্তগতি উপদেশ করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবও উপসংহারে বলিয়াছেন—হে

---

* মূলোদ্ধৃত শ্লোকগুলি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৪৩ অধ্যায়ে ১১নং শ্লোক হইতে ১৩নং শ্লোক পর্য্যন্ত।

বিষ্ণুনিবেদিতান্নেনেতরেণ বা? কিমাত্মকো মোক্ষঃ? কিং সর্ব্ববেদসারঃ?—ইত্যুপক্রমঃ। "এষ একান্তধর্ম্মস্তে কীর্ত্তিতো নৃপসত্তম। ময়া গুরুপ্রসাদেন দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ" ইতি বৈশম্পায়নঃ। "এবং হি স মহাভাগো নারদো গুরবে মম। শ্বেতানাং যতীনাঞ্চাহ হ্যেকান্তগতিমব্যয়াম্। ব্যাসশ্চাকথয়ৎ প্রীত্যা ধর্ম্মপুত্রায় ধীমতে। পঞ্চরাত্রবিদো যে চ যথাক্রমপরা নৃপ॥" ইতি ভীষ্মশ্চ। "মত্তোঽন্যানি চ তে রাজন্নুপাখ্যানশতানি বৈ। যানি শ্রুতানি সর্ব্বাণি তেষাং সারোঽয়মুদ্ধৃতঃ॥" ইত্যুপসংহারঃ।

"যে চ তদ্‌ভাবিতা লোকে হ্যেকান্তিত্বং সমাশ্রিতাঃ। শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তারো নারায়ণপরায়ণাঃ। কাম্যং নৈমিত্তিকং রাজন্ যজ্ঞীয়াঃ পরমক্রিয়াঃ। সর্ব্বাঃ সাত্বতমাস্থায় বিধিং চক্রে সমাহিতঃ। পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাস্তস্য গেহে মহাত্মনঃ। প্রায়ণং ভগবৎপ্রোক্তং ভুঞ্জতে চাগ্রভোজনম্।" ইতি শতশোঽভ্যাসঃ। ৫১।

"নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ। এষ ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্নৃপ। সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্॥" ইত্যাদিনা অপূর্ব্বতা। "এতদভ্যধিকং তেষাং যত্তেজঃ প্রবিশন্ত্যত। অহো হ্যেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠাৎ প্রীণাতি ভগবান্ স্বয়ম্। বিধিপ্রযুক্তাং পূজাঞ্চ গৃহ্নাতি ভগবান্ স্বয়ম্। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্। নূনমেকান্তধর্ম্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ। সহোপনিষদান্ বেদান্ যে বিপ্রাঃ সম্যগাশ্রিতাঃ। পঠন্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতিধর্ম্মিণঃ। তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্। একান্তিনো হি পুরুষা দুর্ল্লভা বহবো নৃপ। যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ

রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি আমার নিকট হইতে অপর যে সকল শত শত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, সেই সকল উপাখ্যানের সার এই আমাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইল।" উক্ত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ইহাই উপসংহারবাক্য (১)।

"এই জগতে যাঁহারা ঐ একান্তিত্ব অর্থাৎ হরিধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হয়, তাঁহারাই সনাতনধর্ম্মের রক্ষক ও নারায়ণপরায়ণ। হে রাজন্! ভগবান্ নারদ সমাহিত হইয়া কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞীয় পরমক্রিয়া সমস্তই সাত্বতবিধি অবলম্বন করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যাঁহারা নারদপ্রোক্ত পঞ্চরাত্রবেত্তা, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। সেই পাঞ্চরাত্রবেত্তা মহাত্মার গৃহে ভগবৎপ্রোক্ত প্রায়ণ হইয়া থাকে এবং তিনি অগ্রভোজন করেন।" এইরূপে উক্ত উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রের কথা শত শতবার অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২)। ৫১।

"হে রাজন্! যাহা পূর্ব্বে সূর্য্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই সাত্বতবিধি অবলম্বন করিয়া নারদ রহস্য ও সংগ্রহের সহিত এই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" উক্ত উপাখ্যানে এইরূপ বলিয়া পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মের অপূর্ব্বতা দেখাইয়াছেন (৩)।

"ইহাই তাঁহাদিগের অত্যধিক যে, তাঁহারা তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অহো! হরিপরায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বয়ং ভগবান্ প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের নিকট হইতে বিধিপ্রযুক্ত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। হরিপরায়ণ পুরুষগণ পরমধামে গমন করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এই হরিধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয়। যে সকল ব্রাহ্মণ ও যে সকল সন্ন্যাসী উপনিষৎসমূহের সহিত বেদসমূহ আশ্রয় করিয়া বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগ হইতে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রাপ্য গতি হইতে হরিপরায়ণ মনুষ্যগণের গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি জানি। হে রাজন্! হরিপরায়ণ পুরুষ বহু দুর্ল্লভ অর্থাৎ বেশী হয় না। হে কুরুনন্দন! এই জগৎ যদি কাম্যকর্ম্মবিবর্জ্জিত, অহিংসক, সর্ব্বভূতহিতে নিরত ও আত্মজ্ঞানী হরিপরায়ণ পুরুষগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তবে সত্যযুগের প্রাপ্তি হইবে। তাহার পর হরিপরায়ণ পুরুষ নারায়ণাত্মক মোক্ষে অধিকারী হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি শত শতবার বলিয়া উক্ত উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে (৪)।

কুরুনন্দন। অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্ব্বভূতহিতে রতৈঃ। ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিরাশীকর্ম্মবিবর্জ্জিতৈঃ। নারায়ণাত্মকে মোক্ষে ততো যাতি পরাং গতিম্॥" ইত্যাদিশতশঃ ফলোক্তিঃ। "ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্। সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম্ম একান্তসেবিতঃ। সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে। যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ। ন চৈনমেবং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে। তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ। নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি বচো মম। নিঃসংশয়েষু সর্ব্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ॥" ইত্যাদিনা অর্থবাদঃ। ৫২।

কিঞ্চ জনমেজয়েন পৃষ্টো বৈশম্পায়নঃ—প্রতিকল্পং পঞ্চরাত্রং শ্রীনারায়ণাদাবির্ভবতি তিরোভবতি চ পাষণ্ডপ্রাচুর্য্যাদিতি সম্পূর্ণাধ্যায়েনাহ—"যদাসীন্মানসং জন্ম নারায়ণমুখোদ্গতম্। ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল তদা নারায়ণঃ স্বয়ম্। তেন ধর্ম্মেণ কৃতবান্ দৈবং পৈত্র্যঞ্চ ভারত। ফেনপা ঋষয়শ্চৈব তং ধর্ম্মং প্রতিপেদিরে। বৈখানসাঃ ফেনপেভ্যো ধর্ম্মমেতং প্রপেদিরে। বৈখানসেভ্যঃ সোমস্তু ততঃ সোঽন্তর্দ্দধে পুনঃ॥" ইত্যাদিনা কল্পে কল্পে সম্প্রদায়পূর্ব্বকপ্রবৃত্ত্যুক্তয়োঽত্র উপপত্তয় ইতি। ৫৩।

অথ তন্নিষ্ঠাবতাং হি অন্যক্রিয়াবদ্ভ্যঃ স্বরূপফললক্ষণোক্তেরপি শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনাচ্চ—"সহোপনিষদান্ বেদান্" ইত্যাদিজনমেজয়োক্তেঃ। "একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ। ইদং মে সমনুপ্রাপ্তা মম দর্শনলালসাঃ। ন তু মাং তে দদৃশিরে ন তু দ্রক্ষ্যতি কশ্চন। ঋতে হ্যৈকান্তিকং চৈষাং ত্বং তু চৈকান্তিকো মম॥" ইতি নারদং প্রতি শ্বেতদ্বীপপতিবচনাৎ। কিঞ্চ "পঞ্চরাত্রবিদো যে চ যথাক্রমপরা নৃপ। একান্ত-

---

"এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিষৎ চারি বেদসমন্বিত অর্থাৎ চারি বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু এই পঞ্চরাত্রে নির্ণীত হইয়াছে। হরিপরায়ণগণের সেবিত এই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্ম সাংখ্যযোগের তুল্য। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মসমূহের সকল জ্ঞানেই আগম ও ন্যায় অনুসারে প্রভু নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ চরমপ্রাপ্তি দেখা যায়। হে নরপতে! তামস ব্যক্তিগণ এইরূপ জানে না। মনীষী শাস্ত্রকারগণ সেই নারায়ণ ঋষিকেই নিষ্ঠা বলিয়া থাকেন। অপর কেহ নিষ্ঠা নাই, ইহাই আমার বাক্য। নিঃসংশয় সমস্ত জ্ঞানেই হরি নিত্য অবস্থান করেন।" ইত্যাদিদ্বারা উক্ত উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রের অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা করা হইয়াছে (৫)। ৫২।

আর জনমেজয়কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৈশম্পায়ণ সম্পূর্ণ অধ্যায়ে ইহাই বলিয়াছেন যে—প্রতি কল্পে পঞ্চরাত্র শ্রীনারায়ণ হইতে আবির্ভূত হয় এবং পাষণ্ডগণের প্রাচুর্য্যহেতু তাহা তিরোভূত হয়। ইহাই উক্ত উপাখ্যানে বলা হইয়াছে—"হে পৃথিবীপাল! যখন নারায়ণের মুখ হইতে উদ্গত ব্রহ্মার মানসজন্ম হইয়াছিল, তখন স্বয়ং নারায়ণ সেই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মদ্বারা দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। হে ভারত! ফেনপ নামক ঋষিগণও সেই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ফেনপ ঋষিগণের নিকট হইতে বৈখানস মুনিগণ এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার বৈখানস মুনিগণের নিকট হইতে তাহা সোম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর পুনরায় সেই ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।" ইত্যাদিদ্বারা উক্ত উপাখ্যানে কল্পে কল্পে সম্প্রদায়পূর্ব্বক পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে যে বলা হইয়াছে, এই সকল উক্তিই তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপপত্তিবাক্য (৬)। সুতরাং পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গোপেত বাক্যদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই। ৫৩।

আর অন্যক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণের অপেক্ষা পঞ্চরাত্রে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণের স্বরূপ, ফল ও লক্ষণোক্তিরও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করায় পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই। যেহেতু জনমেজয় "সহোপনিষদান্ বেদান্" ইত্যাদি বলিয়া পঞ্চরাত্রে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণের স্বরূপ, ফল ও লক্ষণোক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। আর নারদের প্রতি

ভাদ্বোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ। যদ্ব্রহ্মা ঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ। শেষাশ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ষয়স্তথা। হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রযুঞ্জতে। কৃৎস্নং তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতে। যাঃ ক্রিয়াঃ সম্প্রযুক্তাশ্চ একান্তগতিবুদ্ধিভিঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বৈ স্বয়ম্।" তত্রৈবাশরীরিণী বাগেকতাদীন্ ব্রহ্মপুত্রান্ প্রতি—"দৃষ্টা বঃ পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতাঃ। দৃষ্টো ভবতি দেবেশ এভির্দৃষ্টৈর্দ্বিজোত্তমাঃ। গচ্ছধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যথাগতমিতোঽচিরাৎ। ন স শক্যস্ত্বভক্তেন দ্রষ্টুং দেবাঃ কথঞ্চন। কালং কালেন মহতা একান্তত্বং সমাগতৈঃ। শক্যো দ্রষ্টুং স ভগবান্ প্রভামণ্ডলদুর্দৃশঃ" ইতি। শ্রীনারায়ণো নারদং প্রতি—"তে দেবা আশ্রমাশ্চৈব নানা তনুং সমাশ্রিতাঃ। ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যেনং গতিং চৈষাং দদাতি সঃ। যতস্তদ্ভাবিতা লোকে হ্যেকান্তিত্বং সমাশ্রিতাঃ। এতদভ্যধিকং তেষাং তত্তেজঃ প্রবিশন্ত্যত। ইতি গুহ্যসমুদ্দেশস্তব নারদ কীর্ত্তিতঃ। ভক্ত্যা প্রেম্না চ বিপ্রর্ষে অস্মদ্ভক্ত্যা চ তে শ্রুতঃ।" ইতি। ৫৪।

নন্থ "সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা" ইতি সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণেঽপি শারীরকে তেষাং নিষেধদর্শনাৎ তন্ন্যায়েন অস্যাপি নিষেধো যুক্ত এব। ন চ সাংখ্যাদৌ বেদবিরুদ্ধভাগস্যাপি সত্বাৎ

শ্বেতদ্বীপপতি বলিয়াছেন—"হে নারদ! একত, দ্বিত, ত্রিত প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিষৎ আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আমার দর্শনলালস হইয়াও আমাকে দেখিতে পান নাই। হরিপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না। হে নারদ! ইঁহাদিগের মধ্যে তুমিই আমার ঐকান্তিক ভক্ত অর্থাৎ তুমিই হরিপরায়ণ।" সেই স্থলে আরও বলা হইয়াছে যে—"হে রাজন্! যাঁহারা পঞ্চরাত্রবেত্তা ও যথাক্রমপরায়ণ, তাঁহারা একান্তভাব অর্থাৎ হরিভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, ঋষিগণ, স্বয়ং পশুপতি, অপর দেবশ্রেষ্ঠগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, রাক্ষসগণ, নাগগণ, পক্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও রাজর্ষিগণ সতত বিধিপ্রবৃত্ত যে যে হব্য ও কব্য (অর্থাৎ পৈত্র্য অন্ন ও দৈব অন্ন) সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই নারায়ণদেবের চরণদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যাঁহাদের বুদ্ধি একান্তগতি অর্থাৎ হরিপরায়ণ, তাঁহারা নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন, দেব নারায়ণ স্বয়ং সেই সমস্ত ক্রিয়াই মস্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন।" আবার সেই স্থলেই অশরীরিণী বাক্ অর্থাৎ আকাশবাণী একত প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণের প্রতি বলিয়াছেন—"হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত শ্বেতপুরুষগণকে দেখিয়াছ। এই দৃষ্ট শ্বেতপুরুষগণকর্তৃক দেবেশ্বর হরি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে মুনিগণ! তোমরা সকলে অচিরে এস্থানে হইতে যথাস্থানে চলিয়া যাও। অভক্ত পুরুষ কোন প্রকারেই সেই ভগবান্‌কে দেখিতে সমর্থ হয় না এবং এই শ্বেতপুরুষরূপ দেবগণকেও দেখিতে সমর্থ হয় না। তোমরা সুদীর্ঘকালে হরিভাব প্রাপ্ত হইয়া যিনি প্রভামণ্ডলে দুর্দ্দর্শনীয়, সেই ভগবান্‌কে দেখিতে সমর্থ হইবে।" শ্রীনারায়ণ নারদের প্রতি বলিয়াছেন—"নানা শরীর আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত দেবতা ও আশ্রমিগণ ভক্তিসহকারে এই শ্রীহরিকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া থাকেন। সেই শ্রীহরি ইঁহাদের গতি অর্থাৎ মুক্তি দান করিয়া থাকেন; যেহেতু জগতে তাঁহারা হরিভাবে ভাবিত হইয়া হরিপরায়ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা যে তাঁহারা হরিতেজে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন। হে নারদ! এই গুহ্য সমুদ্দেশ অর্থাৎ রহস্যবৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রর্ষে! ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও আমাদের প্রতি ভক্তিহেতু তুমি তাহা শ্রবণ করিলে।" এইরূপে পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায় ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই। ৫৪।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা" এইরূপ উক্তিদ্বারা সাধারণভাবে এই সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও সমাদর আছে বটে, তথাপি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত শারীরকভাষ্যে সাংখ্য, যোগ ও

তন্মাত্রনিষেধ ইষ্ট ইতি বাচ্যম্, শ্রুতিবিরুদ্ধভাগস্যাত্রাপি সত্ত্বাৎ তন্মাত্রনিষেধোঽত্রাপি যুক্তস্তথা ক্ষত্যভাবাৎ। তথাহি—পরমকারণাৎ শ্রীবাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণাখ্যো জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কার ইতি ভগবচ্ছাস্ত্রপ্রক্রিয়া। তত্র ন তাবৎ জীবোৎপত্তিঃ সম্ভবতি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি জীবান্মনস উৎপত্তিঃ, ততঃ অহঙ্কারস্য ইতি মনোজ্ঞম্, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি পরত এব মন আদীনামুৎপত্তিশ্রবণাৎ। তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধাংশস্য নিষেধে ক্ষত্যভাব ইতি চেন্ন, ভগবৎপ্রক্রিয়াজ্ঞানহীনানাং পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বনির্ণয়াশক্তানাং স্বপ্রাঙ্গনে অশ্বধাবনমাত্রত্বাৎ। তথাহি—সাংখ্যাদীনাং পৌরুষেয়ত্বেন বেদবিরুদ্ধাংশস্যাপি সম্ভবাৎ তন্মাত্রনিষেধঃ সুপপন্নঃ। প্রকৃতে তু "পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্" ইত্যাদিনাস্য শ্রীমুখনির্গতত্বেন শ্রীভগবদ্গীতাবৎ কৃৎস্নস্যাপি বেদার্থরূপত্বেন প্রামাণ্যতমত্বাৎ ন উক্তন্যায়স্য অত্রাবকাশ। ন হি সাংখ্যাদিনা সহ পঠনমাত্রেণ তৎতুল্যত্বং বক্তুং শক্যম্, উক্তরীত্যা তেষাং ষড়্লিঙ্গোপেতবাক্যৈর্নির্ণয়াভাবাৎ মহদ্বৈষম্যাদুক্তন্যায়স্য। নাপ্যুক্তপ্রক্রিয়া বেদবিরুদ্ধা, তদ্-

---

পাশুপত মতের নিষেধ দেখা যায় বলিয়া তদ্রীতিতে এই পঞ্চরাত্রেরও নিষেধ সঙ্গতই বটে, শারীরকভাষ্যে সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত মতের নিরাকরণ করায় সেই সেই শাস্ত্রের যেমন অপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ এই পঞ্চরাত্রের নিরাকরণও সঙ্গতই হইবে এবং ইহারও অপ্রামাণ্য হইবে। এই আপত্তির সমাধানে যদি বলা হয় যে—সাংখ্যাদি শাস্ত্রে বেদবিরুদ্ধ ভাগও আছে বলিয়া সেই বেদবিরুদ্ধ ভাগমাত্রের নিষেধই শারীরকভাষ্যে অভিলষিত। সুতরাং সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মত পঞ্চরাত্রের নিষেধ সঙ্গত হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বেদবিরুদ্ধ ভাগ এই পঞ্চরাত্রেও আছে; আর সেই বেদবিরুদ্ধ ভাগমাত্রের নিষেধ এই পঞ্চরাত্রেও সঙ্গত হইবে। তাহাতেই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মত পঞ্চরাত্রেরও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রদর্শিত আপত্তির কোন হানি নাই। পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে যে—পরমকারণ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে; সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধসংজ্ঞক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; ইহাই ভগবচ্ছাস্ত্র বা পঞ্চরাত্রের প্রক্রিয়া। পঞ্চরাত্রের এই উৎপত্তিপ্রক্রিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ। কারণ জীবের উৎপত্তিই অসম্ভাবিত। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"বিপশ্চিৎ এর (জীবের) উৎপত্তি-বিনাশ নাই। জীবের উৎপত্তি প্রতিপাদন যেমন শ্রুতিবিরুদ্ধ, এইরূপ জীব হইতে মনের ও মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি প্রতিপাদনও শ্রুতিবিরুদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত পঞ্চরাত্রের উৎপত্তিপ্রক্রিয়া বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বেদবিরুদ্ধাংশের নিষেধে কোন ক্ষতি নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ যাঁহাদের ভগবচ্ছাস্ত্রের প্রক্রিয়ার জ্ঞান নাই এবং পদ, বাক্য ও প্রমাণের তত্ত্বনির্ণয়ে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহাদের ভগবচ্ছাস্ত্রের প্রক্রিয়া খণ্ডনের প্রয়াস স্বীয় অঙ্গনে অশ্বধাবনের মতই উপহাসাস্পদ। সাংখ্যাদি শাস্ত্র পৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে বেদবিরুদ্ধাংশ সম্ভাবিতই বটে। সুতরাং বেদবিরুদ্ধাংশমাত্রের খণ্ডন সঙ্গতই বটে; কিন্তু প্রকৃত সমগ্র পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং নারায়ণ, ইহা মহাভারতাদি শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। শ্রীমুখনির্গত সমগ্র পঞ্চরাত্রশাস্ত্র শ্রীভগবদ্গীতাশাস্ত্রের মতই প্রমাণ। সমগ্র পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বেদার্থরূপ বলিয়া তাহার প্রামাণ্য অখণ্ডনীয়। সাংখ্যশাস্ত্রের মত ইহাতে বেদবিরুদ্ধাংশ নাই বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের খণ্ডনরীতিতে এই শাস্ত্রের খণ্ডন করা যায় না। যদি বলা যায়—মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে সমানই বলা হইয়াছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত পঞ্চরাত্রের পাঠ আছে বলিয়া পঞ্চরাত্রও সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতই প্রমাণ

ব্যবস্থায়াস্তব মীমাংসাগোচরত্বাৎ। তথাহি—ন তাবৎ জীবোৎপত্তেস্তত্রাঙ্গীকারস্তস্য নিত্যত্বপ্রতিপাদনাদর্থতো নিষেধ এব—"অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া। ত্রিগুণং কর্ম্মণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতে রূপমুচ্যতে। ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥" ইতি পরমসংহিতোক্তেঃ। ননু তর্হি পূর্ব্বাপরবিরোধাত্নভয়বিধবাক্যানামপি হেয়ত্বমিতি চেন্ন, উক্তন্যায়স্য বেদেঽপি ব্যাপনাৎ তত্রাপি নিষেধঃ সাবকাশঃ। তথাহি—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যারভ্য "সর্ব্ব এবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইতি ইতরেতরবিরোধস্য সাম্যাৎ। ৫৫।

ন চোৎপত্তিশ্রুতের্হেয়যোগমাত্রবিধানপরত্বে তাৎপর্য্যাদবিরোধঃ, অন্যথা "নাত্মাশ্রুতেঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাধাদিতি বাচ্যম্, উক্তন্যায়স্যাত্রাপি সাম্যাৎ। নাপি সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানাং জীবমনোঽহঙ্কাররূপত্বং

হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা যায় না; কারণ প্রদর্শিত রীতি অনুসারে অর্থনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গোপেত বাক্যসমূহদ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রের অর্থ নিরূপিত হয় নাই; কিন্তু পঞ্চরাত্রে তাহা আছে। এজন্য সাংখ্যাদি শাস্ত্র হইতে পঞ্চরাত্রের মহদ্বৈষম্য আছে। এজন্য সাংখ্যরীতি অনুসারে পঞ্চরাত্রের খণ্ডন সঙ্গত নহে।

আরও কথা এই যে—পঞ্চরাত্রে প্রদর্শিত উৎপত্তিপ্রক্রিয়া বেদবিরুদ্ধও নহে। উক্ত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা পূর্ব্বপক্ষীর মীমাংসার যোগ্য নহে। যে মীমাংসাদ্বারা পঞ্চরাত্রপ্রক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বপক্ষী বুঝিতে পারেন নাই। পঞ্চরাত্রে জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় নাই। পঞ্চরাত্রে জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করায় অর্থতঃ জীবের উৎপত্তির নিষেধই করা হইয়াছে। কারণ পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে—"প্রকৃতি অচেতনা, নিত্যা, সর্ব্বদা বিকারযুক্তা, ত্রিগুণাত্মিকা ও কর্ম্মসমূহের ক্ষেত্র। এই প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিনী। এই সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতির সহিত পুরুষের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। এই পুরুষ পরমার্থতঃ অনাদি ও অনন্ত।" পরমসংহিতার এই উক্তি অনুসারে জীবের নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্তে জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এরূপ পূর্ব্বপক্ষীর বলা সঙ্গত হয় নাই। যদি বলা যায়—পঞ্চরাত্রেই ত শ্রীবাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে; আর তাহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধপ্রযুক্ত পঞ্চরাত্রশাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে পঞ্চরাত্রের হেয়ত্বই সিদ্ধ হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর বিরোধদ্বারা হেয়ত্ব সিদ্ধ হইলে বেদেরও হেয়ত্ব প্রসঙ্গ হইবে। কারণ বেদে কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।" আবার কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গরাশি নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, এইরূপ পরমাত্মা হইতে জীবসমূহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।" বেদে একবার জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই বলিয়া আবার পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি বলায় বেদবাক্যেও পরস্পরবিরোধ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়। সুতরাং পঞ্চরাত্রে যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য আছে—ইহা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সেইরূপ বেদেও পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য আছে—ইহা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়। এই বিষয়ে উভয়ত্রই সাম্য আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর বিরোধদ্বারা পঞ্চরাত্রের হেয়ত্ব সিদ্ধ হইলে সেই রীতিতে বেদেরও হেয়ত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর বিরোধ দর্শনদ্বারা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যায় না। ৫৫।

ইহাতে যদি বলা যায় যে—বেদে যে জীবের উৎপত্তিপ্রতিপাদক বাক্য আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ সেই সকল শ্রুতিবাক্যের জীবের উৎপত্তিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু জীবাত্মসমূহের হেয় দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগপ্রতিপাদনেই ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ঐ সকল শ্রুতিতে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত প্রত্যগাত্মসমূহের সংযোগকেই জীবসমূহের উৎপত্তি বলিয়া বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবের উৎপত্তি নাই। সুতরাং বেদবাক্যের

সম্ভাবনার্হমপি তু শ্রীবাসুদেবাখ্যস্য পরব্রহ্মণো ব্যূহাত্মত্বমেব। তদুক্তং পৌষ্করসংহিতায়াম্—"কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাসতে। ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমং তু তৎ॥" ইতি। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং পরব্রহ্মোপাসনমেবেতি সাত্বতসংহিতোক্তেঃ। "ব্রাহ্মণানাং হি সদ্‌ব্রহ্মবাসুদেবাখ্যযাজিনাম্। বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥" ইতি। পৌষ্করেঽপি—"তস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্। অস্মাদবাপ্যতেশাস্ত্রাজ্‌জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা।" ইতি। অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি শ্রীবাসুদেবস্যৈব স্বেচ্ছাব্যূহরূপত্বম্, "চতুর্ব্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি" ইতি কূর্ম্মোক্তেঃ। ৫৬।

জীবমনোঽহঙ্কারতত্ত্বাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ তেষাং জীবমনোঽহঙ্কারশব্দৈঃ কথনস্যাবিরোধাৎ। যথা—"তা আপ ঐক্ষন্ত" "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যত্র অবাদ্যচেতনেষু ঈক্ষণাদিচেতনাসাধারণধর্ম্মাদেরনুপপত্ত্যা অবাদিশব্দানাং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাপরত্বং তদন্তরাত্মব্রহ্মপরত্বঞ্চাভ্যুপগম্যতে, যথা বা আকাশপ্রাণজ্যোতিরাদিশব্দানাং

পরস্পর বিরোধ নাই। প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যের যদি জীবোৎপত্তিতে তাৎপর্য্য হইত, তবেই তাহার অনুৎপত্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ সম্ভব হইত; কিন্তু "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের জীবোৎপত্তিতে তাৎপর্য্যই নাই। যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যের হেয় দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত প্রত্যগাত্মার সংযোগে তাৎপর্য্য না হয়, তবে "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) এই ব্রহ্মসূত্রের বাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিরোধ নাই বলিয়া বেদের হেয়ত্ব প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আর পঞ্চরাত্রে জীবের উৎপত্তি বলায় পূর্ব্বাপর বিরোধপ্রযুক্ত পঞ্চরাত্রের হেয়ত্বই সিদ্ধ হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে রীতিতে বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে, সেই রীতি এই পঞ্চরাত্রের পক্ষেও তুল্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পঞ্চরাত্রে যে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেই বাক্যের জীবোৎপত্তিতে তাৎপর্য্য নাই। তদ্দ্বারা সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি বলা হয় নাই। তাহার তাৎপর্য্য ভিন্ন। সুতরাং পঞ্চরাত্রেও পূর্ব্বাপর বিরোধ নাই বলিয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের হেয়ত্বপ্রসঙ্গ হইতে পারে না। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কাররূপত্বের সম্ভাবনাই হইতে পারে না। সুতরাং পঞ্চরাত্রেও তাহা বলা হয় নাই; কিন্তু পঞ্চরাত্রে যে "পরমকারণাৎ শ্রীবাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণাখ্যো জীবো জায়তে" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সঙ্কর্ষণাদির বাসুদেবব্যূহাত্মতাই বলা হইয়াছে। ইহাতেই উক্ত পঞ্চরাত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের যে শ্রীবাসুদেবনামক পরব্রহ্মের ব্যূহাত্মত্ব, তাহাই উক্ত বাক্যে বলা হইয়াছে। তাহাই পৌষ্করসংহিতায় বলা হইয়াছে যে—"ক্রমাগত স্বসংজ্ঞক ব্রাহ্মণসমূহদ্বারা যাহাতে কর্ত্তব্যত্বরূপে চাতুরাত্ম্য অর্থাৎ ব্যূহচতুষ্টয়াত্মক ব্রহ্ম উপাসিত হইয়া থাকে, তাহাই আগম।" সেই চাতুরাত্ম্যের উপাসনা—পরব্রহ্মেরই উপাসনা; যেহেতু সাত্বতসংহিতাতে তাহাই বলা হইয়াছে। সাত্বতসংহিতায় বলা হইয়াছে—"বাসুদেব নামক সদ্‌ব্রহ্মের উপাসনাকারী ব্রাহ্মণগণের মহৎ ব্রহ্মোপনিষদই বিবেকপ্রদ পরমশাস্ত্র।" আর পৌষ্করসংহিতাতেও বলা হইয়াছে—"অতএব এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব নামক অব্যয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সুতরাং পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—সঙ্কর্ষণাদিও শ্রীবাসুদেবেরই স্বেচ্ছাব্যূহরূপ। যেহেতু কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"সেই পুরুষ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন।" ৫৬।

আরও কথা এই যে—পঞ্চরাত্রে যে বলা হইয়াছে—"পরমকারণাৎ শ্রীবাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণাখ্যো জীবো জায়তে" ইত্যাদি, তাহাতে জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দদ্বারা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু জীব, মন ও অহঙ্কার এই তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের উৎপত্তি বলা হয় নাই। আর তাহাতে শ্রুতিবিরোধ বা পূর্ব্বাপরবিরোধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া

ভূতাকাশাদৌ তত্রোক্তলিঙ্গানুপপত্ত্যা চ ব্রহ্মপরত্বং সূত্রিতম্, তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি সুপপন্নম্। এতেন সঙ্কর্ষণাদিভ্যো মনআদিসৃষ্ট্যনুপপত্তিশঙ্কাপি নিরস্তা, তদ্রূপাৎ শ্রীবাসুদেবাদেব উৎপত্ত্যবগমাৎ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ" ইতি শ্রুতেরপি স্বার্থপরত্বসিদ্ধৌ তদ্বিরোধশঙ্কায়া অপি দূরতো নিরাসাৎ। ৫৭।

এতদুক্তং ভবতি—সর্ব্ববেদান্তবেদ্যো জগজ্জন্মাদিহেতুঃ ব্রহ্মেশাদিকিরীটকোটীড়িতপাদপীঠো হেয়ধর্ম্মাস্পৃষ্টমহিমদিক্তটঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-বাৎসল্য-কারুণ্যাদ্যপরিমিতস্বাভাবিকনিত্যকল্যাণগুণার্ণবো মুমুক্ষুধ্যেয়ো ভগবান্ পরব্রহ্মাখ্যঃ শ্রীবাসুদেব ইতি তাবৎ নির্ব্বিবাদঃ, শ্রুতিমানসিদ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ স এব পরমশ্রেয়োজ্ঞাপকানামৃগ্যজুঃসামাথর্ব্বসংজ্ঞকানাং বিধিনিষেধাদিপঞ্চবিধবাক্যকদম্বরূপাণাং শব্দতোঽর্থতশ্চ মন্নিঃশ্বাসরূপত্বেন দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ ময়া বিনা তদ্‌যাথাত্ম্যস্য বেত্তুমশক্যত্বাৎ সুরাদিভিরপি তদ্‌যাথাত্ম্যজ্ঞানাভাবে

পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্য শঙ্কাও হইতে পারে না। যেমন "তা আপ ঐক্ষন্ত, তৎতেজ ঐক্ষত" শ্রুতিবাক্যে এই যে জলাদির ঈক্ষণ বলা হইয়াছে, চেতনের অসাধারণ ধর্ম্ম এই ঈক্ষণ অচেতন জলাদিতে উপপন্ন হয় না অর্থাৎ অচেতন জলাদির ঈক্ষণ সম্ভাবিত নহে, এজন্য অর্থাৎ এই অনুপপত্তিনিবন্ধন যেমন উক্ত শ্রুতিবাক্যগত অপ্‌আদি শব্দের তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাপরত্ব কিংবা তদন্তরাত্মভূত ব্রহ্মপরত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে আকাশের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ—"কতমা সা দেবতা ইতি প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি উদ্‌গীথপ্রকরণে যে প্রাণের কথা বলা হইয়াছে এবং "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, এই আকাশ, প্রাণ ও জ্যোতিঃ-শব্দ যথাশ্রুত ভূতাকাশ, প্রাণবায়ু ও ভূতজ্যোতিপর হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে সেই সেই স্থলে যে ব্রহ্মলিঙ্গ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই সেই স্থলে যে ব্রহ্মার্থপ্রকাশনসামর্থ্যযুক্ত পদযোগ আছে, তাহার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। এজন্য ব্রহ্মসূত্রকার যেমন "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" "অত এব প্রাণ" "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" এই সকল সূত্রদ্বারা উক্ত শ্রুতিগত আকাশ, প্রাণ ও জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মপরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রকৃতস্থলেও অর্থাৎ পঞ্চরাত্রেও জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিশেষের কথাই জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দদ্বারা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের উৎপত্তি বলা হয় নাই। এইরূপ সমাধানদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী যে বেদবিরোধ দেখাইয়া সঙ্কর্ষণাদি হইতে মনআদির উৎপত্তির অনুপপত্তি-শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ বেদ যেমন পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বলিয়াছেন, পঞ্চরাত্র হইতেও সেইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেব হইতেই প্রাণ, মন প্রভৃতির উৎপত্তি জানা যায়। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ" এই শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চরাত্রের উক্তির বিরোধ মোটেই নাই। উভয়েরই প্রতিপাদ্য এক। ৫৭।

এই প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে—যিনি সর্ব্ববেদান্তবেদ্য ও জগজ্জন্মাদির হেতু, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতির কিরীটাগ্রদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ বন্দিত হইয়া থাকে, হেয়ধর্ম্মসমূহদ্বারা যাঁহার মহিমার সীমা অস্পৃষ্ট এবং সার্ব্বজ্ঞ্য, বাৎসল্য, কারুণ্য প্রভৃতি অপরিমিত স্বাভাবিক নিত্য কল্যাণগুণসমূহের যিনি আধার, সেই পরব্রহ্মনামক ভগবান্ শ্রীবাসুদেবই মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়; ইহাতে কোনও বিবাদ নাই। কারণ তিনি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা তাহাই জানা যায়। আর তাদৃশ পরব্রহ্মনামক ভগবান্ বাসুদেবই নিশ্চয় করেন যে—"পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমমুক্তির জ্ঞাপক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক বিধি-নিষেধাদি পঞ্চবিধ বাক্যসমূহরূপ বেদসমূহ শব্দতঃ ও অর্থতঃ আমার নিশ্বাসরূপ বলিয়া দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং আমি ব্যতীত এতাদৃশ বেদসমূহের যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে দেবতারাও সমর্থ হইবে না; আ

শ্রেয়সস্তৎসাধনাদীনাঞ্চাসিদ্ধেরিতি নিশ্চিত্য তদর্থযাথাত্ম্যোপপত্তয়ে তদধিকারিণাং পুংসাং স্বানুরূপপুরুষার্থসিদ্ধয়ে চ স্বাশ্রিতানন্যজনজাতমধিকৃত্য তেষাং স্বস্বরূপগুণাদিবিষয়কতত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধয়ে স্বয়ং তান্ বেদান্ পঞ্চরাত্রাখ্যশাস্ত্রার্থরূপেণ বিশদং ব্যাচকার। তথাচাত্র সর্ব্বস্যাপি বেদার্থস্য স্বয়মেব শ্রীমুখেন নির্ণীতত্বাৎ সর্ব্বাংশেনাপি তস্য প্রমাণতমত্বমিতি। "পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্। ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্॥" ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তবাক্যান্যত্রানুসন্ধেয়ানি। তস্মাদুক্তপ্রমাণৈরস্যাপ্ততমত্বেন তত্র অপ্রামাণ্যশঙ্কায়া উন্মত্তপ্রলাপত্বনিশ্চয়াৎ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ উপেক্ষণীয়ত্বমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ৫৮।

বৃহৎপরাশরে চ "বৈদিকস্তু জপং কুর্য্যাৎ পৌরাণং পঞ্চরাত্রকম্। যো বেদস্তানি চৈতানি যান্যেতানি চ সা শ্রুতিঃ। পঞ্চরাত্রবিধানেন স্থণ্ডিলে বাপি পূজয়েৎ। জলমধ্যগতো বাপি পূজয়েৎ জলমধ্যগম্। দ্বাদশারং নবব্যূহং পঞ্চরাত্রক্রমেণ তু।" ইতি। বাল্মীক্যুত্তরে শ্রীসনৎকুমারো রাবণং প্রতি—"পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ। ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্।" ইতি। বারাহে চ—"বেদাঢ্যে তু সমং দত্তং ত্রিগুণং তদ্বিদে তথা। আচার্য্যে পঞ্চরাত্রাণাং সহস্রগুণিতং ভবেৎ। সাত্বতজ্ঞানদৃষ্টোঽহং সাত্বতামিতি সাত্বতাৎ।" ইতি। পুনস্তত্রৈব—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পঞ্চরাত্রং বিধীয়তে। শূদ্রাদীনাঞ্চ তচ্ছ্রোত্রপদবীমুপযাস্যতি। এবং ময়োক্তং বিপ্রেন্দ্র পুরাকল্পে পুরাতনম্। পঞ্চরাত্রসহস্রাণি

তাহাতে যথার্থ বেদার্থজ্ঞানের অভাবে পরমশ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমমুক্তি ও তাহার সাধনাদির অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে।" ভগবান্ বাসুদেব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদার্থের যাথাত্ম্য-উপপত্তির নিমিত্ত এবং তদধিকারী পুরুষগণের নিজ নিজ অনুরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত নিজাশ্রিত একান্ত ভক্তগণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির জন্য স্বয়ং সেই বেদসমূহকে পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রার্থরূপে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই পঞ্চরাত্রে স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবেরই শ্রীমুখদ্বারা সমস্ত বেদার্থই নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বাংশেই এই পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যতমত্ব বুঝিতে হইবে। "সম্পূর্ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং নারায়ণ। এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিষৎ চতুর্ব্বেদসমন্বিত।" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকল এস্থলে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব উক্ত প্রমাণদ্বারা এই পঞ্চরাত্রের আপ্ততমত্ব নিশ্চিত হয় বলিয়া তাহাতে অপ্রামাণ্যশঙ্কা করিলে তাহা উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াই নিশ্চিত হয়। আর এজন্য অর্থাৎ পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্যশঙ্কার উন্মত্তপ্রলাপত্ব নিশ্চয় হয় বলিয়া তাহা কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের উপেক্ষণীয়। ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ। ৫৮।

আর বৃহৎপরাশরেও বলা হইয়াছে—"বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি পৌরাণিক পঞ্চরাত্রোক্ত জপ করিবেন। যাহা বেদ, তাহা এই পঞ্চরাত্রাদি; আর যাহা এই পঞ্চরাত্রাদি, তাহা শ্রুতি। অথবা পঞ্চরাত্রের বিধান অনুসারে স্থণ্ডিলে পূজা করিবেন; কিংবা জলমধ্যে থাকিয়া পঞ্চরাত্রোক্ত ক্রম অনুসারে জলমধ্যগত দ্বাদশ অরবিশিষ্ট নব-ব্যূহের পূজা করিবেন।" বাল্মীকিরচিত উত্তররামায়ণে শ্রীসনৎকুমার রাবণের প্রতি বলিয়াছেন—"যোগিগণ পুরাণোক্ত, বেদোক্ত ও পঞ্চরাত্রোক্ত উপাসনাসমূহের দ্বারা সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যজ্ঞসমূহের দ্বারা তাঁহার যজনা করিয়া থাকেন।" বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—"বেদাঢ্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নকারীকে দান করিলে তাহা সমগুণ হয়, বেদার্থজ্ঞানী ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা তিনগুণ হয় এবং পঞ্চরাত্রের আচার্য্যকে দান করিলে তাহা সহস্রগুণ হয়।" ইত্যাদি। পুনরায় সেই স্থলেই বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের নিমিত্ত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বিহিত হইয়াছে এবং তাহা শূদ্রাদিরও কর্ণের বিষয়ীভূত হইবে অর্থাৎ শূদ্রাদিও তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইরূপে

যদি কশ্চিদ্ গ্রহীষ্যতি। কর্ম্মক্ষয়ে মম কশ্চিদ্ যদি ভক্তো ভবিষ্যতি। তস্যেদং পঞ্চরাত্রং তু নিত্যং হৃদি চ সিদ্ধ্যতি। ইতরে রাজসৈর্ভাবৈস্তামসৈশ্চ সমাবৃতাঃ। ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মচ্ছাসনপরাঙ্মুখাঃ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ শৃণু নারদ সাম্প্রতম্। যদিদং পঞ্চরাত্রেণ ভজেদ্ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমঃ। প্রাপ্যোঽহং নান্যথা বৎস কল্পকোট্যযুতৈরপি।" ইত্যাদিনা। ভীষ্মপর্ব্বণি চ—"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ। অর্চ্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ। সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।" ইতি। এতৈঃ প্রমাণবাক্যৈরপ্যস্য প্রামাণ্যতমত্বং সিদ্ধম্। শ্রুতিসমানপ্রামাণ্যতমমেতৎ শাস্ত্রমপ্রমাণমিত্যনুন্মত্তঃ কো ব্রূয়াদিতি ভাবঃ। এতদ্বিরুদ্ধাঃ স্মৃতয়ো হেয়াঃ শ্রুতিতন্মূলকস্মৃতিবিরোধাৎ। তথোক্তং ভগবতা জৈমিনিনা—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" ইতি। শ্রুতিবিরোধে সতি অনপেক্ষং প্রামাণ্যং স্যাৎ স্মৃতেশ্চ বাধঃ। অবিরোধে হি অনুমানং স্মৃতিরপি প্রমাণং স্যাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। অধিকরণার্থস্তু দ্বিতীয়ে অধ্যায়ে বক্ষ্যতে। কিঞ্চ "যন্মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্" ইতি শ্রুতিসিদ্ধমৌষধরূপং মনুবচনম্—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥" ইত্যাদি। ৫৭।

যত্তু সাঙ্গেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্, "সাঙ্গেষু বেদেষু প্রতিষ্ঠা-

---

আমাকর্ত্তৃক পুরাকল্পে পুরাতন পঞ্চরাত্র উক্ত হইয়াছে। সহস্র পঞ্চরাত্র যদি কেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্ম সকল অবলম্বন করে এবং কর্ম্মক্ষয়ে আমাকে অবলম্বন করিয়া যদি কেহ আমার ভক্ত হয়, তবে তাহার এই পঞ্চরাত্রোক্ত জ্ঞানই নিত্য হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই পঞ্চরাত্ররূপ আমার উপদেশে পরাঙ্মুখ অপর ব্যক্তিগণ রাজস ও তামস ভাবদ্বারা সমাবৃত হইয়া থাকে। হে নারদ! ইহা শ্রবণ কর যে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও এই কলিতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পঞ্চরাত্রবিধান অনুসারে ভক্তিসহকারে আমার ভজনা করিবে, তাহা হইলেই আমি তাহার প্রাপ্য হইব। হে বৎস! অন্য প্রকারে অযুত কল্পকোটি ভজনা করিলেও আমি তাহার প্রাপ্য হইব না।"

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে বলা হইয়াছে—"সঙ্কর্ষণ যে সাত্বতবিধি উপদেশ করিয়াছেন, সেই সাত্বতবিধি অবলম্বন করিয়া কৃতলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মাধবকে অর্চ্চনা, সেবা ও পূজা করা কর্ত্তব্য।" এই সকল প্রমাণবাক্যদ্বারাও এই পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যতমত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতির সমান প্রামাণ্যতম এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্র "অপ্রমাণ" ইহা অনুন্মত্ত কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন। উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষেই পঞ্চরাত্রকে অপ্রমাণ বলা সম্ভব হইতে পারে।

আর এই প্রদর্শিত প্রমাণসমূহের বিরুদ্ধ পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্যখ্যাপক স্মৃতিসমূহ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। কারণ ঐ সমস্ত স্মৃতিতে বেদ ও বেদমূলক স্মৃতির বিরোধ আছে। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি যে অপ্রমাণ, এই কথা ভগবান্ জৈমিনিও "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" এই সূত্রে বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে—শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ; কিন্তু শ্রুত্যবিরুদ্ধ স্মৃতিই প্রমাণ। শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রামাণ্য অনপেক্ষিত; শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি বাধিত হইয়া থাকে। শ্রুতির অবিরুদ্ধ স্মৃতিই প্রমাণ। জৈমিনিসূত্রে "অনুমান" শব্দটি স্মৃতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিপ্রাবল্য অধিকরণের অর্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা যাইবে।

আরও কথা এই যে—"মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভেষজ" এইরূপ শ্রুতি আছে। এজন্য মনুবচন ঔষধরূপ বুঝিতে হইবে। আর ভগবান্ মনু নিজেই বলিয়াছেন যে—"যে সমস্ত বেদবাহ্য স্মৃতি এবং যে সমস্ত কুদৃষ্টি, তাহা সমস্তই নিষ্ফল অর্থাৎ পরলোকের উপকারক নহে। তাহা সমস্তই তামস বুঝিতে হইবে"। ৫৭।

আর শাঙ্করভাষ্যে উৎপত্ত্যধিকরণে বলা হইয়াছে যে—"শাণ্ডিল্য সাঙ্গ বেদসমূহে নিষ্ঠালাভ করিতে না পারিয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।" সুতরাং শাণ্ডিল্য সাঙ্গ বেদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই এরূপ বলায়

মলব্ধ্বে”তি বচনাদিদং বেদবিরুদ্ধমিতি কেষাঞ্চিৎ পদবাক্যপ্রমাণমীমাংসাহীনানামনাকলিতশ্রুতিতত্ত্বপবৃংহণন্যায়স্মৃতিকানাং মৃষাকপোলকল্পিতম্, তদপি নিরস্তম্। তস্য তৎপ্রশংসামাত্রপরত্বাৎ। যথা শ্রীনারদেন—“ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্” ইত্যাদিকেন “ভগবন্ মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ” ইত্যন্তেন বাক্যসমুদায়েন সর্ব্ববিদ্যাস্থানমভিধায় ভূমবিদ্যাতিরিক্তসর্ব্বত্রাত্মবেদনালাভোক্তিঃ প্রকৃতভূমবিদ্যাপ্রশংসার্থকৈব, সর্ব্ববিদ্যাসু অধীয়মানাসু সতীষ্বপি তৎপ্রতিপাদ্যপরতত্ত্বনির্ণয়ালাভনিমিত্তিকা বা, অন্যেষাং গুর্ব্বভিগমনপ্রকারসংগ্রাহণার্থকা বা ; ন তদ্বিরুদ্ধপ্রখ্যাপনার্থা। অন্যথা সর্ব্ববিদ্যাস্থানানাং বেদাদীনাং সর্ব্বেষামপি বাধপ্রসঙ্গাৎ। ভূমবিদ্যায়া অপি সাম্ন এবৈকশাখাবিশেষৈকদেশত্বেন তত্রৈবান্তর্ভূতত্বেন নিষেধ্যত্ববিরোধাচ্চ! তথা প্রকৃতেঽপি শাণ্ডিল্যাখ্যানবচনস্য তৎপ্রশংসার্থত্বাৎ ন বেদবিরুদ্ধতাস্ফোটনার্থমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তথা চ পরমসংহিতায়াম্—“অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ। শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ। ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা কচিৎ। শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। বেদান্তেষু যদা সারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ। ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্” ইতি। এষামর্থঃ—হে ভগবন্! সাঙ্গোপাঙ্গা বেদা ময়া শ্রুতাস্তদঙ্গান্যপি শ্রুতানি, তথাপি সংশয়েন বিনা যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি, তচ্ছ্রেয়োমার্গং ন পশ্যামি

বেদবিরুদ্ধ কথাই বলা হইয়াছে। যাঁহারা পদ, বাক্য ও প্রমাণের মীমাংসাহীন এবং যাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির উপবৃংহণরূপ ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহাদের এতাদৃশ স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাভাষণ প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারাই নিরস্ত হইয়াছে। “বেদে যাহা নাই, পঞ্চরাত্রে তাহা আছে” এইরূপ উক্তি বেদের নিন্দার জন্য প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু পঞ্চরাত্রের প্রশংসার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়িকাতে নারদ সনৎকুমারের নিকট বলিয়াছেন—“হে ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি।” এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—“হে ভগবন্! আমি কেবলমাত্র মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি।” এইরূপ বাক্যসমূহদ্বারা সমুদায় বিদ্যাস্থানের উল্লেখ করিয়া “ভূমবিদ্যাতিরিক্ত অন্য সমস্ত বিদ্যাদ্বারা আত্মবেদন লাভ হয় না” এইরূপ বলিয়া প্রকৃত ভূমবিদ্যার প্রশংসামাত্রই করিয়াছেন। অথবা সর্ব্ববিদ্যা অধীয়মান হইলেও ভূমবিদ্যাপ্রতিপাদিত পরতত্ত্ব লাভ হয় না, অথবা ভূমবিদ্যাদ্বারা গুর্ব্বভিগমন প্রভৃতি শিষ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনের জন্য ভূমবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ববিদ্যার বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনের জন্য ভূমবিদ্যা উক্ত হয় নাই। প্রদর্শিতরূপ সমাধান স্বীকার না করিলে একমাত্র ভূমবিদ্যাদ্বারা সমস্ত বিদ্যাস্থানসমূহের ও বেদাদি শাস্ত্রের বাধ স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যাই বাধিত হইয়া যাইবে।

আরও বিশেষ কথা এই যে—ভূমবিদ্যাও সামবেদেরই এক শাখার একদেশ বলিয়া সামবেদেরই অন্তর্গত। সামবেদ বা বেদ বাধিতার্থক হইলে ভূমবিদ্যাও বাধিতার্থক হইয়া পড়িবে। সুতরাং সামশাখার একদেশমাত্র ভূমবিদ্যাদ্বারা সমস্ত বিদ্যাস্থানের নিষেধ স্বীকার করিলে বিরোধই হইয়া পড়িবে। এইরূপ শাণ্ডিল্যোক্তিদ্বারাও বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদিত হয় নাই ; কিন্তু পঞ্চরাত্রের প্রশংসাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। “পঞ্চরাত্র বেদবিরুদ্ধ” এইরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্য উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই। ইহাই “চতুর্ষু বেদেষু প্রতিষ্ঠামলব্ধ্বা” ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্যার্থ। আর এই কথাই পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে—“অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।

নির্দেষ্টুং ন শক্নোমি তেষাং দুরবগাহত্বেন দুর্ব্বোধনার্থকত্বাৎ। অতো যথা শ্রীভগবান্ স্বভক্তানুকম্পয়া তান্ সংশয়নিরাসপূর্ব্বকং সৌকর্য্যেণ বেদোক্ততত্ত্বং গ্রাহয়িতুং যথাসুখং যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞঃ বেদান্তেষু যৎ আ—সমন্ততঃ সারং সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বং সংগৃহ্য স্বাসাধারণানুগ্রহবশাৎ সঞ্চিক্ষেপ, তদ্‌বদস্বেতি শেষঃ। অতোঽস্য সর্ব্ববেদব্যাখ্যারূপত্বাৎ ন কেনাপ্যংশেনাত্র শঙ্কাবকাশঃ। তস্মাৎ কার্ৎস্নেন প্রামাণ্যতমত্বং বেদবদ্‌বোধ্যমিতি সংক্ষেপঃ। ৬০।

কিঞ্চ বেদোঽপি কাণ্ডদ্বয়াত্মকো নিরপেক্ষতয়া প্রমাণম্। স চ ঋগ্‌বেদাদিসংজ্ঞয়া চতুর্ব্বিধঃ। তস্য ষড়ঙ্গানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তছন্দোজ্যোতীংষীতি সংজ্ঞকানি। তথা চ আম্নায়তে মুণ্ডকশ্রুতৌ—"তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।" "ছন্দঃ পাদৌ শব্দশাস্ত্রঞ্চ বক্ত্রং কল্পঃ পাণী জ্যোতিষং চক্ষুষী চ। শিক্ষা ঘ্রাণং শ্রোত্রমুক্তং নিরুক্তং বেদস্যাঙ্গান্যাহুরেতানি ষট্ চ॥" ইতি তদ্‌ব্যাখ্যানরূপবচনঞ্চানুসন্ধেয়ম্। তত্র শিক্ষা—বর্ণনির্ণয়পরা। কল্পঃ—সূত্রগ্রন্থঃ অনুষ্ঠেয়শ্রৌতস্মার্ত্তক্রমপ্রতিপাদনপরঃ। ব্যাকরণং—স্বরবর্ণপদাদিসমর্থনপরম্। নিরুক্তং

শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ। ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ। শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। বেদান্তেষু যদা সারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ। ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সঞ্চিক্ষেপ যথাসুখম্।" এই সকল শ্লোকের অর্থ এই যে—হে ভগবন্! আমাকর্ত্তৃক সাঙ্গোপাঙ্গ সবিস্তর বেদসমূহ অধীত হইয়াছে এবং বাকোবাক্য-সমন্বিত বেদাঙ্গসমূহও শ্রুত হইয়াছে; তাহা হইলেও আমি সংশয় ব্যতীত যদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে এইরূপ কোনও শ্রেয়োমার্গ অর্থাৎ কল্যাণকর পথ দেখিতেছি না অর্থাৎ আমার কেবল সংশয়ই হইতেছে; আমি শ্রেয়োমার্গ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কারণ সেই সকল বেদ ও বেদাঙ্গ দুরবগাহ বলিয়া দুর্ব্বোধনার্থক। অতএব যেমন সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্তজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের সংশয় নিরাসপূর্ব্বক অনায়াসে বেদোক্ত তত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য ভক্তজনের অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে এরূপ সর্ব্ববেদার্থ-তত্ত্ব যাহা বেদান্তের সারভূত তাহা সঙ্কলনপূর্ব্বক স্বকীয় অসাধারণ অনুগ্রহবশতঃ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বলুন।

সুতরাং পঞ্চরাত্রশাস্ত্র ভগবদ্‌বুদ্ধিসংগৃহীত সর্ব্ববেদার্থসার এবং সমস্ত বেদের ব্যাখ্যারূপ। এজন্য এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কোন আশঙ্কার অবসর নাই। সুতরাং সমগ্র পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বেদের মতই প্রমাণতম—ইহাই বুঝিতে হইবে। ৬০।

আরও কথা এই যে—বেদও দুই কাণ্ডে বিভক্ত—মন্ত্রকাণ্ড ও ব্রাহ্মণকাণ্ড। এই উভয়কাণ্ডাত্মক বেদ নিরপেক্ষ বলিয়া প্রমাণ। এই মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি প্রকার। এই বেদের শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গ। আর এই কথা মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে "বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে অপরা বিদ্যা ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।" এই শ্রুতির ব্যাখ্যারূপ বচনেও বলা হইয়াছে যে—ষড়ঙ্গ বেদের ছন্দঃ চরণযুগল, শব্দ-শাস্ত্র ব্যাকরণ মুখ, কল্পশাস্ত্র হস্তদ্বয়, জ্যোতিষশাস্ত্র চক্ষুযুগল, শিক্ষাশাস্ত্র নাসিকা এবং নিরুক্তশাস্ত্র কর্ণ। এইরূপে ছন্দঃ প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্র বেদের ছয়টি অঙ্গ। ইহাদের মধ্যে শিক্ষাশাস্ত্র অকারাদি বর্ণের নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত। কল্পসূত্রগ্রন্থ অনুষ্ঠেয় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রতিপাদনপর। স্বর, বর্ণ ও পদাদির সমর্থনের জন্য ব্যাকরণ প্রবৃত্ত। পূর্ব্বার্থের প্রতিপাদক নিরুক্ত। অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্ আদি ছন্দ এবং অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠানের কালনির্ণয়ার্থক জ্যোতিষশাস্ত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বর, বর্ণ ও পদাদির সমর্থনের জন্য ব্যাকরণ। ব্যাকরণসংস্কৃত পদের শক্তি কোথায়? শক্তিদ্বারা পদ কোন্ অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে? এই সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—পদার্থমাত্রে

পূর্ব্বার্থপ্রতিপাদকম্। ছন্দশ্চ—অনুষ্টুপ্‌ত্রিষ্টুবাদিকম্। জ্যোতিঃশাস্ত্রঞ্চ—অধ্যয়নানুষ্ঠানকালনির্ণয়পরশ্রিতি বিবেকঃ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। অথ পদানাং শক্তিঃ পদার্থমাত্রে বা কার্য্যান্বিতে বা ইতরান্বিতে বেতি সংশয়ে আহুর্গৌতমীয়াঃ—পদার্থে এব শক্তিঃ, পদৈঃ পদার্থস্মরণস্যৈব জায়মানত্বাৎ, তেষাং সমভিব্যাহারাদ্‌-বাক্যার্থোপলম্ভঃ। অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থো ন তু কার্য্যান্বিতে গৌরবাদিতি প্রাপ্তে আহুঃ কর্ম্মমীমাংসকাঃ—পদানাং কার্য্যান্বিতে এব শক্তির্ন তু পদার্থমাত্রে বাক্যার্থপ্রমানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। পদার্থমাত্রশক্তানাং বাক্যার্থজ্ঞাপকত্বাযোগাৎ। ন চ পদসমভিব্যাহারাৎ তদ্‌বোধ ইত্যাশাসনীয়ম্, পদানাং তত্রাশক্তত্বেন তদ্‌বোধকত্বাসম্ভবাৎ। "শশকুশপলাশাঃ" ইত্যত্র সমভিব্যাহারস্য সত্ত্বেঽপি সমূহালম্বনবোধবৎ তত্রাপি সমূহালম্বনমেব জ্ঞানম্, ন তু সংসর্গরূপবাক্যার্থবোধঃ, পদানাং সংসর্গে শক্ত্যনঙ্গীকারাৎ। ৬১।

কিঞ্চ পদার্থমাত্রে শক্তিরিতি পক্ষে সঙ্গতিগ্রহো দুর্ল্লভঃ। তথাহি—প্রবৃত্ত্যা জ্ঞানাদ্যনুমানদ্বারেণ পদানাং পদার্থে শক্তিনিশ্চয়ঃ। প্রথমতঃ বালস্য কার্য্যতাজ্ঞানং প্রবৃত্তৌ হেতুঃ। কার্য্যত্বং কৃতিসাধ্যত্বম্, বাক্যশ্রবণানন্তরং কার্য্যতাজ্ঞানাভাবে জ্ঞানাদ্যনুমানাসম্ভবেন শক্তিনিশ্চয়াযোগাৎ। ন চ হর্ষাদিনা জ্ঞানানু-মানেন তন্নিশ্চয় ইতি বাচ্যম্, ব্যুৎপন্নস্য তথাত্বেঽপি মুগ্ধস্য প্রবৃত্তৌ তদযোগাৎ। হর্ষাদীনামন্যতোঽপি সম্ভবেন ততস্তদনুমানাযোগাচ্চ। তস্মাৎ কার্য্যান্বিতে এব শক্তিরবশ্যমঙ্গীকরণীয়া। তথাত্বে চ বাক্য-

---

পদের শক্তি, কেহ বলেন—কার্য্যান্বিতে পদের শক্তি, কেহ বলেন—ইতরান্বিতে পদের শক্তি। এইরূপ সংশয়ে গৌতমমতানুসারী নৈয়ায়িকগণ বলেন পদার্থেই পদের শক্তি; পদ হইতে পদার্থেরই স্মরণ হইয়া থাকে। পদের সমভিব্যাহাররূপ বাক্য হইতেই বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। অনন্যলভ্য পদার্থমাত্রেই পদের শক্তি, কিন্তু কার্য্যান্বিত পদার্থে পদের শক্তি নহে। তাহাতে গৌরব দোষ হয়। কার্য্যান্বয়াংশ অন্যলভ্য বলিয়া তাহাতে পদের শক্তি স্বীকার করা যায় না। ইহাতে কর্ম্ম-মীমাংসক প্রাভাকরগণ বলেন যে—কার্য্যান্বিত অর্থেই পদের শক্তি, কিন্তু শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের শক্তি নহে। পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে বাক্যার্থবিষয়িণী প্রমাই হইতে পারিত না। পদার্থমাত্রে শক্ত পদসমূহের বাক্যার্থজ্ঞাপকত্ব সম্ভাবিত নহে। ইহাতে যদি নৈয়ায়িকগণ বলেন—পদসমভিব্যাহার-প্রযুক্ত অর্থাৎ পদান্তরের সহিত সমভিব্যাহৃত হয় বলিয়া পদ বাক্যার্থের জ্ঞাপক হইতে পারিবে। এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ কোন পদেরই বাক্যার্থে শক্তি নাই বলিয়া পদসমভিব্যাহারও বাক্যার্থের বোধক হইতে পারে না। যেমন "শশ-কুশ-পলাশাঃ" এই শব্দে তিনটি পদের সমভিব্যাহার থাকিলেও তাহা হইতে সমূহালম্বন বোধই হইয়া থাকে, এইরূপ অন্যত্রও নানা পদের সমভিব্যাহার হইতে সমূহালম্বন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে; কিন্তু পদার্থগুলির পরস্পর সংসর্গরূপ বাক্যার্থের বোধ হইতে পারিবে না। যেহেতু নৈয়ায়িকগণ পদার্থের সংসর্গে পদের শক্তি স্বীকার করেন নাই। ৬১।

আরও কথা এই যে—শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের সঙ্কেতগ্রহও অসম্ভব। কারণ প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিদ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানানুমানপূর্ব্বক প্রথমতঃ বালকের পদার্থে পদের শক্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু; কৃতিসাধ্যত্বই কার্য্যত্ব। প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিলে সেই উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রুত বাক্য কার্য্যতাজ্ঞানের জনক না হইলে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি উৎপন্ন না হইলে অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিদ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানেরও অনুমান করিতে পারিবে না। আর তাহাতে শুদ্ধ পদার্থে পদের শক্তিনিশ্চয়ও বালকের হইতে পারিবে না।

শ্রবণানন্তরং কার্য্যতাজ্ঞানম্, ততঃ প্রবৃত্তিঃ, তয়া জ্ঞানাদ্যনুমানম্, তেন শক্তিনিশ্চয় ইতি ভাবঃ। ন চ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কিং কার্য্যতাজ্ঞানেনেতি বাচ্যম্, সুধাময়ুখমণ্ডলে তৎসত্ত্বেঽপি প্রবৃত্তেরদর্শনাৎ। ন চ কার্য্যতাজ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বে কূপপাতে তৎপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানসমানকালস্য কার্য্যতাজ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বাভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ কার্য্যতাজ্ঞানস্যৈব প্রবর্ত্তকত্বম্। অতএব কার্য্যপরাণাং লিঙ্-

---

যদি বলা যায়—"পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি বিধিরহিত বাক্য হর্ষের হেতু বলিয়া এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর পুরুষের হর্ষ হইয়া থাকে এবং হর্ষজন্য চক্ষু, মুখ ও গণ্ডাদির প্রসাদ উপলব্ধ হয়; সুতরাং অব্যুৎপন্ন পুরুষ "চৈত্র! পুত্রস্তে জাতঃ" হে চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে চৈত্রের মুখপ্রসাদাদি অবলোকন করিয়া এই বাক্যদ্বারা চৈত্রের হর্ষহেতু কোনও বস্তু প্রতিপাদন করা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে পারে। যদি বাক্যদ্বারা হর্ষহেতু প্রতিপাদিত না হইত, তবে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্রের হর্ষজন্য মুখপ্রসাদাদি হইত না। সুতরাং শ্রোতৃপুরুষবৃত্তি হর্ষাদির উন্নায়ক মুখপ্রসাদাদিদ্বারা অব্যুৎপন্ন পুরুষ শ্রোতৃপুরুষের হর্ষের অনুমান করিয়া থাকে এবং বাক্যশ্রবণের পরেই হর্ষ হইয়াছে বলিয়া শ্রুত বাক্যকেই হর্ষের হেতুরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে।—"হর্ষহেতুঃ কশ্চিদনেন বাক্যেন প্রতিপাদিতঃ"। এই হর্ষের হেতু কে হইবে? বহু কারণ হইতেই হর্ষ হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনা স্থলে পুত্রজন্মাতিরিক্ত অন্য কোন হর্ষহেতু এস্থলে সম্ভাবিত নহে ইহা অবধারণ করিয়া অব্যুৎপন্ন পুরুষ এই বাক্যদ্বারা পুত্রজন্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে—এইরূপ অবধারণ করে এবং পরে উক্ত হর্ষজনক বাক্যের ঘটক পদগুলির আবাপ-উদ্বাপদ্বারা প্রত্যেক পদের শুদ্ধ পদার্থমাত্রে শক্তি অবধারণ করে। এইরূপে শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ অব্যুৎপন্ন পুরুষেরও হইতে পারে; কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। প্রদর্শিতরূপে শক্তিগ্রহ ব্যুৎপন্ন পুরুষের হইতে পারিলেও সর্ব্বথা অব্যুৎপন্ন বালকের প্রদর্শিতরূপে শুদ্ধ পদার্থমাত্রে প্রাথমিক শক্তিগ্রহ হইতে পারে না। পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ কার্য্যান্বিত অর্থেই হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—কেবলমাত্র পুত্রজন্মাদিই হর্ষাদির হেতু নহে; অন্য বহু কারণ হইতেও হর্ষাদি সম্ভাবিত হয় বলিয়া হর্ষাদিদ্বারা পুত্রজন্মাদির অনুমান হইতে পারে না। এজন্য কার্য্যান্বিত অর্থেই পদের শক্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যশ্রবণের অনন্তর প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই কার্য্যতাজ্ঞান হইতে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইয়া থাকে। অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের এই চেষ্টা দর্শন করিয়া চেষ্টাদ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিদ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকে এবং জ্ঞানানুমানদ্বারা পদের কার্য্যান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। অপ্রবর্ত্তক বাক্যদ্বারা পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত নহে। কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক।

যদি বলা যায়—ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তি হইতে পারিবে; কার্য্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির হেতু নহে। এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ চন্দ্রমণ্ডলের উদয়ে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকিলেও তাহাতে কার্য্যতাজ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞানকেই কার্য্যতাজ্ঞান বলে। এই কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান চিকীর্ষাদ্বারা প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—কার্য্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হইলে কূপে পতন কৃতিসাধ্য বলিয়া কূপপতনে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আছে; আর তাহাতে কূপপতনে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ইষ্টসাধনতাজ্ঞানসমানকালীন কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। কূপপতনে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানসমানকালীন কার্য্যতাজ্ঞান নাই বলিয়া প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। বিধিলিঙ্, লোট্, তব্যপ্রত্যয় কার্য্যতাবাচী বলিয়া লিঙাদি প্রত্যয়ঘটিত বাক্যগুলি কার্য্যপর বলিয়া তাহাই প্রমাণ। লিঙাদিরহিত বাক্যের কার্য্যপরত্ব নাই বলিয়া তাহা প্রমাণই নহে।

লোট্তব্যপ্রত্যয়ঘটিতানামেব প্রামাণ্যং নান্যেষাম্। কথং তেভ্যঃ বাক্যার্থবোধ ইতি চেৎ, অসংসর্গাগ্রহাদিতি ভ্রমঃ ; তস্মাৎ কার্য্যান্বিত এব পদার্থে শক্তিরিতি। ৬২।

অত্র রাদ্ধান্তঃ—ইতরান্বিত এব পদার্থে শক্তিন' কার্য্যান্বিতে গৌরবাৎ তাবতৈব ব্যবহারোপপত্তেশ্চ। ন চ কার্য্যতাজ্ঞানাভাবে প্রবৃত্ত্যসম্ভবেন শক্তিগ্রহো ন স্যাদিতি বাচ্যম্, "পুত্রস্তে জাতঃ" ইতি শ্রবণানন্তরং সিদ্ধার্থজ্ঞানাদপি মুখবিকাশেন হর্ষমনুমায় ততস্তস্য জ্ঞানজন্যত্বমনুমায় ততস্তস্য বাক্যজন্যত্বমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং নিশ্চিত্য আবাপোদ্বাপাভ্যাং জনিমৎপিণ্ডে পুত্রপদস্য শক্তিনিশ্চয়েন কার্য্যতাজ্ঞানস্য সর্ব্বত্রাতন্ত্রত্বাৎ। এতেন যদুক্তং কার্য্যপরাণামেব প্রামাণ্যং ন তু সিদ্ধপরাণামিতরেষামিতি নিরস্তম্। উক্তরীত্যা সঙ্গতিগ্রহসম্ভবাৎ। "দ্বারকানিলয়ো হরিঃ" ইত্যাদৌ শাব্দবোধদর্শনাৎ। ননু পদার্থমাত্র এব শক্তিরঙ্গীকার্য্যা, ন তু অন্বয়াংশে গৌরবাৎ। ন চৈবং পদানামন্বয়াংশে শক্ত্যভাবে কথং বাক্যার্থবোধ ইতি

যদি বলা যায়—লিঙাদিরহিত বাক্য যদি প্রমাণই না হয়, তবে তাদৃশ বাক্য হইতে বাক্যার্থবোধ অর্থাৎ শাব্দী প্রমিতি উৎপন্ন হইবে কিরূপে ? অপ্রমাণ হইতে প্রমিতির উৎপত্তি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তাদৃশ বাক্য অনুভাবকই নহে অর্থাৎ শাব্দী প্রমিতির জনক নহে। তাদৃশ বাক্যের ঘটক পদগুলি পদার্থমাত্রের স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে। আর ঐ স্মৃত পদার্থের অসংসর্গাগ্রহমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং পদের কার্য্যান্বিত অর্থেই শক্তি—ইহাই সিদ্ধান্ত। ৬২।

প্রাচীন প্রাভাকর আচার্য্যগণ কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলেও নবীন প্রাভাকর আচার্য্যগণ কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার না করিয়া যোগ্য ইতরান্বিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। উভয়পক্ষেই অন্বিতাভিধানবাদ রক্ষিত হইয়া থাকে। চিন্তামণির শব্দখণ্ডের শক্তিবাদপ্রকরণে এই বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এই জন্যই নবীন প্রাভাকর আচার্য্যগণ যোগ্য ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। অযথা গৌরব হয় বলিয়াই তাঁহারা কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করেন নাই। আর এতাদৃশ অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকারেও ব্যবহারের উপপত্তি হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—বাক্য কার্য্যান্বিত অর্থের বোধক না হইয়া ইতরান্বিত অর্থমাত্রের বোধক হইলে তাদৃশ বাক্য হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে না এবং প্রবৃত্তির অজনক বাক্যদ্বারা শক্তিগ্রহও সম্ভাবিত হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"পুত্রস্তে জাতঃ" এইরূপ বাক্যশ্রবণের অনন্তর কার্য্যানন্বিত সিদ্ধার্থমাত্রবিষয়ক জ্ঞান হইতেও শ্রোতৃপুরুষের মুখবিকাশাদি হইয়া থাকে। মুখবিকাশাদিদ্বারা শ্রোতৃপুরুষের হর্ষ অনুমান করিয়া অনুমিত হর্ষের জ্ঞানজন্যত্বের অনুমান হইয়া থাকে এবং অনুমিত জ্ঞানও বাক্যজন্য—এইরূপ অবধারণ অব্যুৎপন্ন পুরুষের হইয়া থাকে। এই অনুমিত জ্ঞানের সহিত বাক্যের অন্বয়-ব্যতিরেক আছে বলিয়া উক্ত অনুমিত জ্ঞান বাক্যজন্য—এইরূপ অবধারণ অব্যুৎপন্ন পুরুষের হইয়া থাকে। অনন্তর আবাপ-উদ্বাপদ্বারা উৎপন্ন শরীরবিশেষে পুত্রপদের শক্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম ব্যুৎপত্তিগ্রহের জন্য সর্ব্বত্র কার্য্যতাজ্ঞান অপেক্ষিত নহে।

আর ইহাতে যে প্রাভাকরগণ বলিয়াছিলেন—কার্য্যপর বাক্যই প্রমাণ, সিদ্ধপরবাক্য প্রমাণ নহে, তাহা নিরস্ত হইল। যেহেতু প্রদর্শিত রীতি অনুসারে ইতরান্বিত সিদ্ধ বস্তুতেও পদের শক্তিগ্রহ হইতে পারে। "দ্বারকা-নিলয়ো হরিঃ" ইত্যাদি সিদ্ধপর বাক্য হইতেও শাব্দবোধ সকলেরই হইয়া থাকে। ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে—শুদ্ধ পদার্থমাত্রেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত, কিন্তু অন্বিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত

বাচ্যম্, সমভিব্যাহারাদেব তদুপপত্তেরিতি চেন্ন, অতিপ্রসঙ্গাৎ। পদানাং যত্র শক্তিরবধারিতা, তেষাং তত্রৈব অর্থবোধকত্বনিয়মাৎ। ইতরথা ঘটাদিপদাৎ পটাদিবোধোঽপি ভবেৎ অশক্তত্বসাম্যাৎ। ততশ্চ অশক্তপদসমভিব্যাহারান্ন বাক্যার্থবোধঃ কথমপি সম্ভাবনার্হঃ। ৬৩।

ন চ ক্রিয়াপদসমভিব্যাহৃতেন আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদেন স্বস্বার্থে গৃহীতসঙ্গতিকেন শাব্দবোধো বাধকাভাবাৎ সম্ভবতীতি বাচ্যম্, তৎতৎপদশ্রবণেন তত্তৎপদার্থোপস্থিতৌ অন্বয়াংশে শক্ত্যভাবেন পদানাং সমভিব্যাহারাদ্বোধোঽশক্য এব। তস্মাৎ ইতরান্বিতে পদার্থে শক্তিরিতি সিদ্ধম্। সা চ জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব, ন জাতিমাত্রে। তথাত্বে ব্যক্ত্যবোধপ্রসঙ্গাৎ। ন চাক্ষেপাল্লক্ষণয়া ব্যক্তিবোধ ইতি বাচ্যম্, ব্যক্তেঃ পূর্ব্বোপস্থিতিদর্শনেন জাতেরেব আক্ষেপেণ লক্ষণয়া বোধ ইত্যপি বক্তুং শক্যত্বাৎ। নাপি ব্যক্তিমাত্রে শক্তিঃ, ব্যক্তীনামানন্ত্যেন অতিগৌরবাৎ। তস্মাজ্জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব শক্তিরিতি সিদ্ধম্। তথাপি জাতৌ জ্ঞাতা শক্তিঃ, ব্যক্তৌ তু স্বরূপসতীতি বিবেকঃ। ইতি শব্দনির্ণয়ঃ। ৬৪।

নহে। অন্বয়াংশে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরবই হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্বয়াংশে পদের শক্তি না থাকিলে বাক্যার্থবোধ হইবে কিরূপে? পদার্থের অন্বয়ই ত বাক্যার্থ। একটি পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধই অন্বয়। আর ইহাই বাক্যার্থ। এই অন্বয়াংশে পদের শক্তি না থাকিলে বাক্যার্থ বোধ হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকারবাদী বলেন যে—পদসমূহের সমভিব্যাহার বশতঃই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হইতে পারিবে। এজন্য অন্বয়াংশে শক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইবে। যেহেতু যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয়, সেই পদ সেই অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে, যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয় নাই, সেই পদ তাহার বোধকও হইতে পারে না। হইতে পারিলে ঘটপদার্থে গৃহীতশক্তিক ঘটপদ হইতে পটাদি অর্থেরও বোধের আপত্তি হইত। ঘটপদের পটাদিতে শক্তি গৃহীত হয় নাই বলিয়াই যেমন ঘটপদ পটাদির বোধক হয় না, এইরূপ অন্বয়াংশে পদের শক্তি গৃহীত না হইলে পদ অন্বয়াংশেরও বোধক হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অশক্ত পদের সমভিব্যাহার হইতে বাক্যার্থবোধ কখনই সম্ভাবিত হইবে না। ৬৩।

যদি বলা যায়—ক্রিয়াপদ-সমভিব্যাহৃত আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট নামপদ পদার্থমাত্রে গৃহীত-সঙ্কেত হইয়াও ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের শাব্দবোধের জনক হইতে পারিবে—ইহাতে কোনও বাধক নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদার্থমাত্রে গৃহীতশক্তিক তৎতৎপদশ্রবণজন্য তৎতৎপদার্থমাত্রের উপস্থিতি হইলেও অন্বয়াংশে পদের শক্তি নাই বলিয়া পদসমূহের সমভিব্যাহার হইতে বাক্যার্থবোধ অসম্ভাবিতই বটে। সুতরাং ইতরান্বিত অর্থেই পদের শক্তি ইহাই সিদ্ধ হইল। এই শক্তি জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু জাতিমাত্রে পদের শক্তি গৃহীত হয় না। হইলে পদ হইতে ব্যক্তির বোধ হইতে পারিত না। যদি বলা যায়—আক্ষেপবশতঃ অথবা লক্ষণাদ্বারা জাতিমাত্রে শক্ত পদ হইতেও ব্যক্তির বোধ হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদ হইতে প্রথমতঃ ব্যক্তিই উপস্থিত হয় বলিয়া ব্যক্তিমাত্রশক্ত পদ হইতে আক্ষেপ বা লক্ষণাদ্বারা জাতির বোধ হয়—এরূপও বলা যাইতে পারে। এজন্য পদের জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ কেবল ব্যক্তিমাত্রে পদের শক্তি—ইহাও বলা যায় না। কারণ এক একটি পদের বোধ্য ব্যক্তি অনন্ত বলিয়া অনন্ত ব্যক্তিমাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে অতিগৌরব দোষ হইবে। এজন্য জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধ হইল। জাতিবিশিষ্ট

উপপাদ্যজ্ঞানেন উপপাদকজ্ঞানসমর্থনমর্থাপত্তিঃ। যথা—দেবদত্তং দিবা অভুঞ্জানং পীনং চ দৃষ্ট্বা তর্ক্যতে—দিবা অভুঞ্জানস্য রাত্রিভোজনং বিনা পীনত্বমনুপপন্নমতো রাত্রিভুঞ্জান এবায়মিতি। অত্র তথাভূতপীনত্বমুপপাদ্যং তস্য জ্ঞানং করণম্, পীনত্বজ্ঞানং বিনা রাত্রিভোজনজ্ঞানস্যানুপপন্নত্বাৎ। রাত্রিভোজনাভাবে চ পীনত্বস্যানুপপত্তিরিতি ভোজনং তদুপপাদকং তস্য জ্ঞানং চাত্র সাধ্যমিতি বিবেকঃ। সৈব অন্যথানুপপত্তিশব্দাভিধেয়া। সা দ্বিধা প্রত্যক্ষমূলা শ্রুতিমূলা চেতি। তত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণগোচরোপপাদ্যবিষয়কজ্ঞানকরণিকা প্রথমা। দেহাদিবুদ্ধিপর্য্যন্তঃ পদার্থো যদি অনাত্মা ন স্যাৎ, তর্হি ঘটাদিবৎ ধ্বংসপ্রতিযোগ্যপি ন স্যাৎ, প্রত্যক্ষগৃহীতধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্বান্যথানুপপত্ত্যা দেহাদেরনাত্মত্বমিতি। এবমগ্রেঽপি উহ্যম্। ৬৫।

ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলেও শাব্দবোধে জাতিতে পদের শক্তি জ্ঞাত হইয়াই উপযোগী হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বরূপসত্তামাত্রেই উপযোগী হইয়া থাকে; জ্ঞাত হইবার আবশ্যকতা নাই। ব্যক্ত্যংশে পদের শক্তি অজ্ঞাত হইয়াই শাব্দবোধের উপযোগী হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে কুব্জশক্তিবাদ বলা হয়। ৬৪।

শব্দনিরূপণ সমাপ্ত ॥

উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানসমর্থনকে অর্থাপত্তি বলে। যেমন—দিবা-অভোজী স্থূল দেবদত্তকে দেখিয়া এইরূপ তর্ক হইয়া থাকে যে—দিবা-অভোজী স্থূল পুরুষের রাত্রিভোজন ব্যতীত স্থূলত্ব উপপন্ন হয় না। এজন্য এই দিবা-অভোজী স্থূল দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এস্থলে দিবা-অভোজী দেবদত্তের স্থৌল্য উপপাদ্য। এই উপপাদ্যের জ্ঞান করণ অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণ। দেবদত্তের স্থূলত্বজ্ঞান অর্থাপত্তিপ্রমিতি। যাহা হইতে অর্থের আপত্তি হয়, তাহাই অর্থাপত্তি,—"অর্থস্য আপত্তির্যস্মাৎ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থাপত্তিশব্দ উপপাদ্যজ্ঞানরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণকে বুঝাইয়া থাকে এবং "অর্থের আপত্তি অর্থাপত্তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপপাদকজ্ঞানরূপ প্রমিতিকে অর্থাপত্তিশব্দে বুঝাইয়া থাকে ব্যুৎপত্তিভেদে একই অর্থাপত্তিশব্দ অর্থাপত্তিপ্রমাণ ও অর্থাপত্তিপ্রমিতির বোধক হইয়া থাকে। স্থূলত্বজ্ঞান ব্যতীত দিবা-অভোজী পুরুষের রাত্রিভোজনজ্ঞান অনুপপন্ন এবং দিবা-অভোজী পুরুষের রাত্রিতে ভোজন না থাকিলে তাদৃশ পুরুষের স্থূলত্বের অনুপপত্তি হইয়া থাকে। দিবা-অভোজী পুরুষের রাত্রিভোজন সেই পুরুষের স্থূলত্বের উপপাদক। এই উপপাদকের জ্ঞানই অর্থাপত্তিপ্রমিতি বা সাধ্য এবং স্থূলত্ব ভোজনের উপপাদ্য বলিয়া অর্থাৎ ভোজনসম্পাদ্য বলিয়া স্থূলত্বই উপপাদ্য এবং তাহার জ্ঞানই উপপাদ্যজ্ঞান। এই উপপাদ্যজ্ঞানই অর্থাপত্তিপ্রমাণ। প্রদর্শিতরূপে অর্থাপত্তিপ্রমাণ ও অর্থাপত্তিপ্রমিতির ভেদ বুঝিতে হইবে। এই অর্থাপত্তিকে "অন্যথানুপপত্তি" শব্দদ্বারাও বলা হইয়া থাকে। এই অর্থাপত্তি দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষমূলা ও শ্রুতিমূলা। তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষমূলা অর্থাপত্তি—প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় উপপাদ্যবিষয়ক জ্ঞানকরণিকা হইয়া থাকে। উপপাদ্য-বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনাই প্রত্যক্ষমূলা অর্থাপত্তি। যেমন—দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ যদি অনাত্মা না হইত, তবে ঘটাদি বস্তুর মত ধ্বংসপ্রতিযোগীও হইতে পারিত না। দেহাদি পদার্থের প্রত্যক্ষগৃহীত ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বের অন্যথা অনুপপত্তিপ্রযুক্ত দেহাদির অনাত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহাদির অনাত্মত্ব ব্যতীত দেহাদির প্রত্যক্ষগৃহীত ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বও অনুপপন্ন। দেহাদির প্রত্যক্ষগৃহীত ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই উপপাদ্য এবং দেহাদির অনাত্মত্ব উক্ত উপপাদ্যের উপপাদক। প্রত্যক্ষগৃহীত উপপাদ্যদ্বারা উপপাদককল্পনাই প্রত্যক্ষমূলা অর্থাপত্তি। এইরূপে প্রত্যক্ষমূলা অর্থাপত্তির উদাহরণ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। ৬৫।

ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যত্থনাত্মভূতা ন স্যুঃ, তর্হি বাস্যাদিবৎ জাগ্রদাদিসর্ব্বাবস্থানন্বুগতা ন স্যুঃ, প্রাণো যদি বাহ্যবায়ুবজ্জন্যো ন স্যাৎ, তর্হি ঘটাদিবদচেতনোঽপি ন স্যাৎ, ইত্যাদিশ্রুতিপ্রমাণগোচরোপপাদ্যবিষয়কজ্ঞানকরণিকা দ্বিতীয়া। (১) আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-প্রাণাদিভ্যো বিলক্ষণো ন স্যাৎ, তর্হি ঘটাদিবৎ চেতনোঽপি ন স্যাৎ, "এতস্মান্মনোময়াদন্য আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। (২) প্রত্যগাত্মা যদি অজো নিত্যো ন স্যাৎ, তর্হি কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গনিবৃত্তিরপি ন স্যাৎ, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ। (৩) প্রত্যগাত্মা যদি পারমার্থিকসত্তাশ্রয়ো ন স্যাৎ, তদা স্বস্বরূপাপত্তিলক্ষণমোক্ষভাগপি ন স্যাৎ, "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। (৪) অহমর্থো যদি মোক্ষান্বয়ী ন স্যাৎ, তর্হি অভয়াপত্তিলক্ষণ-মোক্ষভাগপি ন স্যাৎ, "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি শ্রুতেঃ। (৫) প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানস্বরূপো ন স্যাৎ, তর্হি দেহাদিপ্রকাশকোঽপি ন স্যাৎ, "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘনঃ" ইতি শ্রুতেঃ। (৬) প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানাশ্রয়ো ন স্যাৎ, তর্হি তদুপদেশশাস্ত্রস্য সার্থক্যমপি ন স্যাৎ, "জানাত্যে-বায়ং পুরুষঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি শ্রুতেঃ। (৭) প্রত্যগাত্মা যদি অণুপরিমাণকো ন

শ্রুতিপ্রমাণগোচর উপপাদ্যবিষয়ক জ্ঞানকরণিকা অর্থাপত্তিই শ্রুতিমূলা অর্থাপত্তি। (১) যেমন—আত্মা যদি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ না হইত, তবে আত্মা চেতনও হইতে পারিত না অর্থাৎ আত্মা ঘটাদির মত অচেতন হইয়া পড়িত। এস্থলে উপপাদ্য যে শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—"এতস্মান্মনোময়া-দন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় আত্মা এই মনোময় আত্মা হইতে ভিন্ন। এই প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (২) এইরূপ প্রত্যগাত্মা যদি অজ ও নিত্য না হইত, তবে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গের নিবৃত্তিও হইতে পারিত না। আত্মা জন্য ও অনিত্য বস্তু হইলে ফলপ্রদান না করিয়াই কৃতকর্ম্মের নাশের আপত্তি হইত এবং অকৃতকর্ম্মের ফলভোক্তৃত্বের আপত্তি হইত। এস্থলে উপপাদ্য যে শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন যে—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার জন্ম ও বিনাশ নাই। (৩) এইরূপ প্রত্যগাত্মা যদি পারমার্থিক সত্তার আশ্রয় না হইত, তবে প্রত্যগাত্মা স্বস্বরূপাপত্তিলক্ষণ মোক্ষভাগীও হইতে পারিত না। প্রত্যগাত্মার স্বস্বরূপাপত্তিই মোক্ষ। প্রত্যগাত্মা মোক্ষদশাতে শ্রীভগবান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ স্বাত্মরূপে অনুভব করিয়া ভগবৎ-স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনবচ্ছিন্ন অনুভবিতৃত্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে, ইহাই প্রত্যগাত্মার মোক্ষ। "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" এই শ্রুতিদ্বারাও ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির অর্থ—প্রত্যগাত্মা পরব্রহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (৪) এইরূপ অহমর্থ যদি মোক্ষান্বয়ী না হইত, তবে অহমর্থ অভয়া-পত্তিলক্ষণ মোক্ষভাক্‌ও হইতে পারিত না। "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" এই শ্রুতিদ্বারাও অহমর্থের অভয়াপত্তিরূপ মোক্ষ বলা হইয়াছে। শ্রুতির অর্থ—হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে সেই আত্মাকে জানিয়াছিল।

(৫) এইরূপ প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানস্বরূপ না হইত, তবে তাহা দেহাদির প্রকাশকও হইতে পারিত না। "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘনঃ" এই শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৬) এইরূপ প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানাশ্রয় না হইত, তবে প্রত্যগাত্মার প্রতি উপদেশশাস্ত্রেরও সার্থক্য হইত না। "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার জ্ঞানাশ্রয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। (৭) প্রত্যগাত্মা যদি অণুপরিমাণ না

স্যাৎ, তদা গত্যাত্যুপদেশোঽপি ন স্যাৎ, "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (৮) আত্মা যদি ব্রহ্মাত্মকো ন স্যাৎ, তর্হি তাদাত্ম্যোপদেশোঽপি ন স্যাৎ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (৯) আকাশাদ্যচেতনজাতং যদি ব্রহ্মাত্মকং ন স্যাৎ, তদা ব্রহ্মোপাদেয়রূপকার্য্যমপি ন স্যাৎ,"ঐতদাত্ম্যম্" ইতি পূর্ব্বোক্তশ্রুতেঃ "স্বয়মাত্মানমকুরুত" ইতি শ্রুতেশ্চ। (১০) বেদান্তশাস্ত্রপ্রয়োজনরূপো মোক্ষো যদি পারমার্থিকো ন স্যাৎ, তর্হি স্বপ্নসুখার্থবৎ তদর্থকপ্রযত্নপ্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ, "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। (১১) শাস্ত্রপ্রয়োজনং যদি পারমার্থিকং ন স্যাৎ, তর্হি স্বপ্নসুখার্থবৎ তদর্থং শাস্ত্রারম্ভোঽপি ন স্যাৎ, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রাৎ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রুতেঃ। (১২) "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদিবাক্যং যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশেষাশ্রয়ব্রহ্মপরং ন স্যাৎ, তর্হি ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পোপদেশোঽপি ন স্যাৎ, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৩) ব্রহ্ম যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মবৎ ন স্যাৎ, তর্হি জগদুপাদানং নিমিত্তং চ ন স্যাৎ, "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। (১৪) ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাত্মা ন স্যাৎ, তর্হি অপরিচ্ছিন্নমপি ন স্যাৎ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৫) সর্ব্বাত্মা যদি বৈদিকসর্ব্বশব্দবাচ্যো ন স্যাৎ, তর্হি সর্ব্বসমানাধিকরণোপদেশোঽপি ন স্যাৎ, "নামানি

হইত, তবে তাহার পরলোকগত্যাদির উপদেশও হইতে পারিত না। "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" "তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার গত্যাদি উপদেশ করা হইয়াছে। (৮) আত্মা যদি ব্রহ্মাত্মক না হইত, তবে ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার তাদাত্ম্যোপদেশও হইতে পারিত না। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার ব্রহ্মাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে। (৯) আকাশাদি অচেতন বস্তুগুলি যদি ব্রহ্মাত্মক না হইত, তবে ব্রহ্মরূপ উপাদানের উপাদেয়ও হইতে পারিত না। "ঐতদাত্ম্যম্" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বারা এবং "স্বয়মাত্মানমকুরুত" এই শ্রুতি-দ্বারা আকাশাদির ব্রহ্মাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে। (১০) বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ মোক্ষ যদি পারমার্থিক না হইত, তবে স্বাপ্ন সুখের মত মোক্ষের জন্যও পুরুষের প্রযত্ন ও প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিদ্বারা মোক্ষে প্রযত্ন ও প্রবৃত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। (১১) শাস্ত্রপ্রয়োজন যদি পারমার্থিক না হইত, তবে স্বপ্নসুখার্থের মত শাস্ত্রপ্রয়োজনের জন্য শাস্ত্রারম্ভও হইতে পারিত না। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রদ্বারা শাস্ত্রারম্ভ সমর্থিত হইয়াছে এবং "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্" এই শ্রুতিদ্বারা শাস্ত্রপ্রয়োজনের পারমার্থিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (১২) "সদেব-সোম্যেদম্" ইত্যাদি বাক্য যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশেষাশ্রয় ব্রহ্মপর না হইত, তবে শাস্ত্রে ব্রহ্মের ঈক্ষণ, বহুভবন ইত্যাদি সঙ্কল্পের উপদেশও হইতে পারিত না। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনসঙ্কল্প উপদিষ্ট হইয়াছে। (১৩) ব্রহ্ম যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মবৎ না হইত, তবে ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত হইতে পারিতেন না। "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। (১৪) ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাত্মা না হইতেন, তবে অপরিচ্ছিন্নও হইতে পারিতেন না। ব্রহ্ম যে অপরিচ্ছিন্ন, তাহা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে "অনন্ত" শব্দের অর্থ—অপরিচ্ছিন্ন। (১৫) সর্ব্বাত্মা যদি বৈদিক "সর্ব্ব" শব্দবাচ্য না হইতেন, তবে শাস্ত্রে সর্ব্বসামানাধিকরণ্যের উপদেশও হইতে পারিত না। "নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মে বৈদিক সর্ব্বশব্দবাচ্যতার উপদেশ করা হইয়াছে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সর্ব্বাত্মব্রহ্মের সর্ব্বসামানাধিকরণ্যের উপদেশ করা হইয়াছে। (১৬) প্রত্যগাত্মা যদি কর্ত্তা না হইত, তবে প্রত্যগাত্মার প্রতি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই উভয় কাণ্ডের উপদেশও হইতে পারিত না। "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" এই শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার

সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। (১৬) প্রত্যগাত্মা যদি কর্ত্তা ন স্যাৎ, তর্হি উভয়-কাণ্ডোপদেশোঽপি সার্থকো ন স্যাৎ, "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৭) ভগবদনুগ্রহো যদি তৎসাক্ষাৎকারাসাধারণহেতুর্ন স্যাৎ, তর্হি সর্ব্বোপায়ানামপি সার্থক্যং ন স্যাৎ, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ" ইতি ব্যতিরেকশ্রুতেশ্চ। (১৮) আকাশাদিকার্য্যং যদি সত্যং ন স্যাৎ, তর্হি তৎসত্যোপদেশোঽপি ন স্যাৎ, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" "অশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৯) প্রত্যগাত্মনাং পুণ্যাদিকং কর্ম্ম যদি অনাদি ন স্যাৎ, তদা সৃষ্টিরপি ন স্যাৎ, "কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি সূত্রাৎ—ইতি সংক্ষেপঃ। ৬৬।

অথানুপলব্ধিপ্রমাণম্। অভাবজ্ঞানকারণং জ্ঞানমনুপলব্ধিঃ। অতীতপ্রতীতিবিষয়রূপোপলব্ধিস্তদ-ভাবোঽনুপলব্ধিঃ। ঘটাদ্যভাবানুভূতৌ তস্যা অসাধারণকারণত্বাৎ করণত্বমিত্যর্থঃ। সা চ যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞাতৈব প্রমাণং নান্যথা। অত্রেদং যদি স্যাদিতি তর্কিতেন প্রতিযোগিসত্ত্বেন প্রসঞ্জিত উপলব্ধিরূপঃ প্রতিযোগী যস্যাঃ সা যোগ্যানুপলব্ধিঃ। সৈবাভাবগ্রহণে কারণভূতেত্যর্থঃ। অত্র স্ফীতালোক-

---

প্রতি কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করা হইয়াছে এবং "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার প্রতি ব্রহ্মকাণ্ডের উপদেশ করা হইয়াছে। (১৭) ভগবদনুগ্রহ যদি ভগবৎসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ না হইত, তবে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সমস্ত উপায়েরই সার্থক্য হইত না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই শ্রুতিতে ভগবদনুগ্রহকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের হেতু বলা হইয়াছে এবং "শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ" এই শ্রুতিতে ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না বলা হইয়াছে। (১৮) আকাশাদি কার্য্য যদি সত্য না হইত, তবে শ্রুতিতে তাহার সত্যত্বরূপে উপদেশও হইতে পারিত না। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" "অশ্বত্থঃ সনাতনঃ" এই সকল শ্রুতিতে আকাশাদি কার্য্যকে সত্য বলা হইয়াছে। (১৯) প্রত্যগাত্মসমূহের পুণ্যাদি কর্ম্ম যদি অনাদি না হইত, তবে সৃষ্টিও হইতে পারিত না। "কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা কর্ম্মের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৬৬।

অর্থাপত্তিনিরূপণ সমাপ্ত॥

অভাবানুভবের করণ জ্ঞান অনুপলব্ধি। উপলব্ধির অভাব অনুপলব্ধি। এই অনুপলব্ধি ঘটাদির অভাবের অনুভূতিতে অসাধারণ করণ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাই করণ অর্থাৎ অনুপলব্ধিপ্রমাণ। উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলব্ধি যোগ্যতাবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াই প্রমাণ হইয়া থাকে। যোগ্যতাবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হইলে স্বরূপসৎ অনুপলব্ধিমাত্র অনুপলব্ধিপ্রমাণ নহে। যোগ্যতাবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াই অনুপলব্ধি প্রমাণ হইয়া থাকে। এজন্য যোগ্যানুপলব্ধিই প্রমাণ; অনুপলব্ধিমাত্র নহে। অনুপলব্ধির যোগ্যতা ধর্ম্মটি কি, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"অত্রেদং যদি স্যাৎ" ইত্যাদি। "তর্কিতপ্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বই" অনুপলব্ধির যোগ্যত্ব। উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি; সুতরাং উপলব্ধি অনুপলব্ধির প্রতিযোগী। অনুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারা ভূতলে ঘটাভাবের অনুভবে অনুপলব্ধিপ্রমাণের যোগ্যতা এইরূপ হইবে যে—ভূতলে যদি ঘট থাকিত, তবে ভূতলে ঘটের উপলব্ধিও হইত; অথচ ভূতলে ঘটের উপলব্ধি হইতেছে না। এতাদৃশ অনুপলব্ধিই যোগ্যানুপলব্ধি। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট ভূতলে তর্কিত হইলে অর্থাৎ প্রসঞ্জিত হইলে সেই তর্কিত ভূতলে প্রতিযোগিসত্ত্বদ্বারা অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধিও প্রসঞ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "তর্কিতপ্রতিযোগিসত্ত্ব" ইত্যাদি যোগ্যতার লক্ষণ

বতি ভূতলে যদি ঘটঃ স্যাৎ, তর্হি ভূতলবত্তুপলভ্যেত, আলোকাভাবে তু তাদৃশাপাদনাযোগেন অভাবগ্রহো বিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। নাস্তীতি প্রত্যয়গোচরত্বমভাবসামান্যস্য লক্ষণম্। স চাভাবঃ চতুর্ব্বিধঃ—প্রাগভাবো ধ্বংসাভাবোঽন্যোন্যাভাবোঽত্যন্তাভাবশ্চ। কার্য্যোৎপত্তেঃ প্রাগ্ ভবিষ্যতীতি প্রত্যয়গোচরভবিষ্যৎ-প্রতিযোগিকাভাবঃ প্রথমঃ। যথা—মৃৎপিণ্ডে ঘটাদ্যভাবঃ। মুদ্গরাদিপাতানন্তরং ঘটো ধ্বস্ত ইতি প্রত্যয়গোচরপ্রতিযোগিকাভাবো দ্বিতীয়ঃ। যথা—কপালেষু ঘটাভাবঃ। অয়ময়ং ন ভবতীতি প্রতীতি-বিষয়োঽভাবঃ তৃতীয়ঃ। যথা—ঘটঃ পটাদির্ন, যথা বা জীবো ন পরমেশ্বরঃ, স্বতন্ত্রো ন পরতন্ত্রঃ। অয়মেব হি ভেদবিভাগাদিশব্দাভিধেয়ঃ। এতেন তার্কিককপোলকল্পিতবিভাগপৃথক্ত্বাদেঃ পৃথক্পদার্থত্বং নিরস্তং প্রমাণহীনত্বাৎ। অত্রেদং কালত্রয়েঽপি নাস্তীতি প্রতীতিবিষয়োঽত্যন্তাভাবঃ। যথা—জীবাত্মনি পরমেশ্বরত্বাভাবঃ। সর্ব্বজ্ঞে ব্রহ্মণি অজ্ঞানাভাবস্তদধ্যাসাভাবঃ, তত্রৈব জীবত্বাভাবঃ, স্বতন্ত্রে পারতন্ত্র্যা-ভাবঃ, পরতন্ত্রে স্বতন্ত্রত্বাভাবশ্চ, প্রত্যগাত্মনি জন্মাদিবিকারাভাবঃ। আকাশে স্পর্শাদ্যভাবঃ, বায়ৌ

প্রদর্শিত অনুপলব্ধিতে সঙ্গত হইয়াছে। প্রতিযোগিসত্ত্বের তর্কদ্বারা প্রসঞ্জিত হয়—উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী যাহার অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির সেই অনুপলব্ধিই যোগ্যানুপলব্ধি। "যদি স্যাৎ উপলভ্যেত" ইহাই এস্থলে তর্কের আকার। এই যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবানুভবে করণ। প্রচুরতর আলোকবিশিষ্ট এই ভূতলে যদি ঘট থাকিত, তবে তাহা ভূতলের মতই উপলব্ধ হইত, এইরূপ প্রসঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু অন্ধকারে এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপাদন হইতে পারে না বলিয়া অন্ধকারাবৃত ভূতলে ঘটাভাবের অনুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারা অনুভব হয় না। "নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয়ই অভাব হইয়া থাকে। "ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় ঘটাভাব, সুতরাং "নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয়ত্বই অভাবের সামান্যলক্ষণ।

এই অভাব চারি প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। কার্য্যবস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে "ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ভবিষ্যদ্বস্তুপ্রতিযোগিক অভাবই প্রাগভাব। যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের উপাদান মৃৎপিণ্ডে "ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটের অভাবই ঘটের প্রাগভাব। এইরূপ ঘটোৎপত্তির পরে মুদ্গরাদিপাতের অনন্তর "ঘটো ধ্বস্তঃ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটপ্রতিযোগিক অভাবই ধ্বংসাভাব। এই ধ্বংসাভাব ধ্বংসের প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। যেমন ঘটধ্বংস ঘটের সমবায়ী কারণ কপালে থাকে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—ভাববস্তুর ধ্বংসই তাহার প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে থাকে। অভাব সমবেত বস্তু নহে বলিয়া প্রাগভাবের ধ্বংস প্রাগভাবের অধিকরণে থাকিবে এইরূপ বলিতে হইবে। প্রাগভাব অনাদি ও অসমবেত বস্তু। "অয়ময়ং ন ভবতি" অর্থাৎ "ইহা ইহা নহে" "ঘট পট নহে" এইরূপ প্রতীতির বিষয়ই অন্যোন্যাভাব। যেমন "ঘট পটাদি নহে, জীব পরমেশ্বর নহে, স্বতন্ত্র পরতন্ত্র নহে" এই সমস্ত প্রতীতির বিষয় অন্যোন্যাভাব। এই অন্যোন্যাভাবকে ভেদ, বিভাগ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বলা হয় অর্থাৎ ভেদ, বিভাগাদি শব্দের অর্থও অন্যোন্যাভাব। এজন্য তার্কিকগণ বিভাগরূপ গুণ ও পৃথক্ত্বরূপ গুণকে অন্যোন্যাভাব হইতে যে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। বিভাগ ও পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন নহে। তার্কিকগণের পরিকল্পনা প্রমাণহীন।

"এস্থলে এই বস্তু তিন কালেই নাই" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অত্যন্তাভাব। যেমন জীবাত্মাতে পরমেশ্বরত্বের অভাব অত্যন্তাভাব। জীবাত্মাতে পরমেশ্বরত্ব ধর্ম্ম তিন কালেই নাই অর্থাৎ কোন কালেই থাকে না। এইরূপ অত্যন্তাভাবের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া মূলকার স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন- সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে অজ্ঞানের অভাব,

রূপাদ্যভাবঃ, অজ্ঞানাধ্যাসে শ্রৌতপ্রমাণাভাবঃ, জগৎকারণে ব্রহ্মণি নানাত্বাভাবঃ, নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি প্রমাণাভাবঃ, অবাচ্যে লক্ষ্যত্বাভাবঃ, নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি প্রতিবিম্বনযোগ্যতাভাবঃ, তত্রৈব অজ্ঞানাশ্রয়ণ-যোগ্যতাভাবঃ, অজ্ঞানবিষয়ত্বযোগ্যতাভাবশ্চ, সদ্রূপে কার্য্যেঽনির্ব্বচনীয়ত্বাভাবঃ, অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণাভাব-শ্চেতি সংক্ষেপঃ। ৬৭।

অথ উক্তপ্রমাণানাং প্রামাণ্যং পরতো গ্রাহ্যং স্বতো বা ইতি বিশয়ে কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? পরতো গ্রাহ্যমিতি। অন্যথা সংশয়াদ্যনুপপত্তেঃ। তথাহি—জ্ঞানে প্রামাণ্যং যদি স্বতো গ্রাহ্যং স্যাৎ, তদা তদনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞানে অপ্রামাণ্যসংশয়ো ন স্যাৎ। অয়ম্ভাবঃ—জ্ঞানং জ্ঞাতং ন বেতি? আদ্যে ত্বন্মতে প্রামাণ্যং জ্ঞাতমেবেতি কথং তত্র সংশয়ঃ? দ্বিতীয়ে ধর্ম্মিজ্ঞানাভাবে সুতরাং সংশয়াসম্ভব ইতি। তস্মাৎ

সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে অজ্ঞানের অধ্যাসের অভাব, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে জীবত্বের অভাব, স্বতন্ত্রে পরতন্ত্রত্বধর্ম্মের অভাব, পরতন্ত্রে স্বতন্ত্রত্ব-ধর্ম্মের অভাব, প্রত্যগাত্মাতে অর্থাৎ জীবে জন্মাদি বিকারের অভাব, আকাশে স্পর্শাদি গুণের অভাব, বায়ুতে রূপাদির অভাব, অজ্ঞানাধ্যাসে শ্রৌতপ্রমাণাদির অভাব, জগৎকারণ ব্রহ্মে নানাত্বের অভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণের অভাব, অবাচ্য বস্তুতে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্মের অভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রতিবিম্বনযোগ্যত্বের অভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অজ্ঞানা-শ্রয়ত্বযোগ্যত্বের অভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অজ্ঞানবিষয়ত্বযোগ্যত্বের অভাব, সদ্রূপ কার্য্যে অনির্ব্বচনীয়ত্বধর্ম্মের অভাব এবং অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণের অভাব—অত্যন্তাভাব। ৬৭।

অনুপলব্ধিপ্রমাণ নিরূপণ সমাপ্ত ॥

প্রত্যক্ষাদি ছয়টি প্রমাণের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃ গৃহীত হইয়া থাকে কি পরতঃ গৃহীত হইয়া থাকে—ইহা নিরূপণ করিবার জন্য প্রামাণ্যবাদের অবতারণা করা হইতেছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—প্রমাজ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। যথার্থ জ্ঞানই প্রমা। জ্ঞানের যথার্থত্ব—তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব। প্রমাজ্ঞানের এতাদৃশ প্রমাত্ব স্বতঃ গৃহীত হয় কি পরতঃ গৃহীত হয় ইহাই বিচার্য্য। প্রমার স্বতস্ত্ব বা পরতস্ত্ব বিচার চিন্তামণি গ্রন্থে দুই প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। উৎপত্তিতে স্বতস্ত্ব ও জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্ব। এই গ্রন্থে মাত্র জ্ঞপ্তি-স্বতস্ত্বের বিচারই হইবে। প্রমাত্বের পরতস্ত্ববাদিগণ উৎপত্তিতে ও জ্ঞপ্তিতে উভয় স্থলেই পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব বা পরতস্ত্ব প্রযুক্ত প্রমাকরণত্বরূপ প্রামাণ্যেরও স্বতস্ত্ব বা পরতস্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব বা পরতস্ত্ব নিরূপণের জন্য প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব বা পরতস্ত্ব অপেক্ষিত। প্রমাত্বের স্বতস্ত্বাদি নিরূপণ না করিয়া প্রমাকরণত্ব-রূপ প্রামাণ্যের স্বতস্ত্বাদি নিরূপিত হইতে পারে না। যেহেতু প্রমাণ প্রমাঘটিতশরীর। প্রমাণ পদটি ভাববাচ্যে প্রমা অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে—"প্রমিতিঃ প্রমাণম্"। এজন্য শাস্ত্রে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব-পরতস্ত্ব বিচারে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে—প্রামাণ্যশব্দের অর্থ কি প্রমাত্ব অথবা প্রমাকরণত্ব? প্রমাকরণত্বের স্বতস্ত্বাদি নিরূপণ প্রমাত্বের স্বতস্ত্বাদি নিরূপণসাপেক্ষ ইহা বলাই হইয়াছে। প্রদর্শিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বতোগৃহীত হয় অথবা পরতোগৃহীত হয়—এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—প্রামাণ্য পরতোগৃহীত হইয়া থাকে। পরতোগৃহীত না হইলে প্রামাণ্যসংশয়ই অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। জ্ঞানে প্রামাণ্য যদি স্বতোগৃহীত হয়, তবে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অপ্রামাণ্যসংশয়ই হইতে পারিবে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে—জ্ঞান জ্ঞাত হয় কি না? জ্ঞান যদি জ্ঞাত হয়, তবে "জ্ঞানে প্রমাত্ব স্বতো গৃহীত হয়"—এইরূপ বাদীর মতে জ্ঞান গৃহীত হইলে অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানে পূর্ব্বজ্ঞানের প্রমাত্বও বিষয় হইবে। সুতরাং জ্ঞাত জ্ঞানে প্রমাত্বসংশয় অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। আর যদি জ্ঞান জ্ঞাতই না হয়—এরূপ স্বীকার করা যায়, তবে ধর্ম্মী জ্ঞান নাই বলিয়াই জ্ঞানে প্রমাত্বসংশয় হইবে না। প্রমাত্বসংশয়ের ধর্ম্মী জ্ঞান। ধর্ম্মী জ্ঞান না থাকিলে

প্রামাণ্যমনুমানগ্রাহ্যমেব। ইদং জ্ঞানং প্রমা, সম্বাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ গঙ্গাজলাহরণপ্রবৃত্তিজনকগঙ্গাজল-জ্ঞানবৎ, ইদং পৃথিবীত্বপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, গন্ধবতি পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্বাৎ স্নেহবতি জলত্বপ্রকারক-জ্ঞানবদিত্যাদিপ্রয়োগাৎ। ৬৮।

অত্র রাদ্ধান্তঃ—প্রামাণ্যং স্বত এব গ্রাহ্যম্। প্রামাণ্যং নাম তদ্‌যাথাত্ম্যম্। তত্ত্বঞ্চ তদ্বতি তৎ-প্রকারকজ্ঞানত্বম্, যথা—পৃথিবীবিশেষ্যকং যজ্‌জ্ঞানম্, তদ্‌গতগন্ধবত্ত্বপ্রকারকং তদেব প্রমাত্বমিত্যর্থঃ। স্বতস্ত্বপক্ষেঽপি জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ তজ্‌জ্ঞানপ্রামাণ্যং তেন গৃহ্যত ইতি প্রাভাকরাঃ। জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্, জ্ঞানজন্যজ্ঞাততা প্রত্যক্ষা, তয়া চ জ্ঞানমনুমীয়তে, জায়মানা চ জ্ঞানানুমিতিঃ প্রামাণ্যমপি বিষয়ীকরোতি ইতি ভট্টমতানুযায়িনঃ। অনুব্যবসায়েন জ্ঞানং গৃহ্যতে ইত্যন্যে মুরারিমিশ্রাদয়ঃ। এতেষাং মতে তত্তজ্‌-জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানেন জ্ঞানপ্রামাণ্যং গৃহ্যত ইতি ভাবঃ। তদপ্যপেশলম্, অনুব্যবসায়জ্ঞানানঙ্গীকারাৎ

সংশয়ই হইতে পারে না। যাঁহাদের মতে জ্ঞান জ্ঞাত হয় না, তাঁহাদের মতে প্রমাত্বসংশয়ই অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতোগৃহীত হয় এই বাদীর মতে জ্ঞান জ্ঞাত হইলে কিংবা জ্ঞাত না হইলে উভয়ত্রই জ্ঞানের প্রমাত্বসংশয় অসম্ভব। অথচ অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞানে প্রমাত্বসংশয় সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। প্রমাত্বের স্বতস্ত্ববাদীর মতে ইহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে—জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতো গৃহীত হয় না; কিন্তু অনুমানপ্রমাণগ্রাহ্য হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞানের প্রমাত্ব পরতোগ্রাহ্য। "ইদং জ্ঞানং প্রমা, সম্বাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ; গঙ্গাজলাহরণপ্রবৃত্তিজনকগঙ্গাজলজ্ঞানবৎ।" সম্বাদিপ্রবৃত্তিজনক যে কোনও জ্ঞানকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে প্রমাত্বের অনুমান করা হইয়া থাকে—এই জ্ঞান (পক্ষ) প্রমা (সাধ্য), যেহেতু তাহা সম্বাদিপ্রবৃত্তির জনক, যাহা যাহা সম্বাদিপ্রবৃত্তির জনক জ্ঞান, তাহা প্রমা; যেমন—গঙ্গাজলাহরণপ্রবৃত্তির জনক গঙ্গাজলজ্ঞান। এইরূপ অনুমানদ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্বের অনুমান হইয়া থাকে। এইরূপ 'ইদং পৃথিবীত্বপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, গন্ধবতি পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্বাৎ" এই পৃথিবীত্বপ্রকারক জ্ঞান (পক্ষ) প্রমা (সাধ্য), যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট দ্রবে পৃথিবীত্বপ্রকারক জ্ঞানত্ব আছে; যে যে জ্ঞান গন্ধবিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারক হয়, তাহা প্রমা হইয়া থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ পৃথিবীপিণ্ডবিষয়ক জ্ঞান। এইরূপ "ইদং জলত্বপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, স্নেহবতি জলত্বপ্রকারকজ্ঞানত্বাৎ" এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান (পক্ষ) প্রমা (সাধ্য), যেহেতু তাহাতে স্নেহবিশিষ্ট দ্রব্যে জলত্বপ্রকারক জ্ঞানত্ব আছে। যাহা স্নেহবিশিষ্ট দ্রব্যে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান, তাহা প্রমা হইয়া থাকে; যেমন প্রসিদ্ধ জলজ্ঞান। স্নেহগুণ মাত্র জলেই থাকে, আর কোথাও থাকে না। এইরূপ প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। প্রমাত্বের পরতস্ত্ববাদীর মতে প্রমাত্ব নিত্যানুমেয়। নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্বের পরতস্ত্ববাদী। মীমাংসকগণ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ববাদী। নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায়ানুসারে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শন করিয়া মীমাংসক-মতে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—"অত্র রাদ্ধান্তঃ"। ৬৮।

প্রামাণ্য স্বতঃই গৃহীত হইয়া থাকে। যাথাত্ম্যই প্রামাণ্য। "তদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্বই যাথাত্ম্য। তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুতে তদ্ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানই প্রমা। যেমন—পৃথিবীগত গন্ধবত্ত্বপ্রকারক পৃথিবীবিশেষ্যক যে জ্ঞান, তাহা প্রমা। এজন্য গন্ধবৎপৃথিবীতে গন্ধবত্ত্বপ্রকারক জ্ঞানত্বই এস্থলে প্রমাত্ব। প্রমাত্বের স্বতস্ত্ববাদীর মধ্যেও এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় যে—প্রাভাকরগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ স্বীকার করেন বলিয়া জ্ঞানগত প্রমাত্ব সেই প্রমাত্বের আশ্রয় জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাভাকর মতে জ্ঞান নিজেই নিজকে বিষয় করে; এজন্য জ্ঞানগত প্রমাত্বও সেই জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হয়।

তত্র প্রমাণাভাবাচ্চ। বস্তুতস্তু যাবৎস্বাশ্রয়ীভূতপ্রমাগ্রাহকসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বম্। ন চৈবং ভ্রমপ্রমাত্বস্যাপি গ্রহণাপত্তিঃ, জ্ঞানসামান্যসামগ্র্যাস্তুল্যত্বাদিত্যাশাসনীয়ম্, দোষাভাবস্যাপি তত্র বিশেষণত্বাঙ্গীকারাৎ। ন চৈবং পরতস্ত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইতি শঙ্কনীয়ম্, আগন্তুকভাবরূপহেত্বপেক্ষায়াং পরতস্ত্বাভ্যুপগমাৎ। লক্ষণে মাত্রশব্দোঽন্যনিরপেক্ষত্ববাচকঃ। তথাচ—দোষাভাবে সতি অন্যনিরপেক্ষত্বে চ সতি যাবৎস্বাশ্রয়ভূতপ্রমাগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বম্। তেন প্রামাণ্যং গৃহ্যতে। যথা—চক্ষুষা রূপাদিমদ্-দ্রব্যে গৃহ্যমাণে তেনৈবান্যনিরপেক্ষতয়া তদ্‌গতদ্রব্যত্বঘটত্বাদীনাং গ্রহোঽপি নির্ব্বিবাদস্তদ্বদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ দোষস্য সত্ত্বে সংশয়স্যাপি সম্ভবাৎ সর্ব্বমনবদ্যম্। কিঞ্চ যেষাং মতে অনুব্যবসায়জ্ঞানং তদ্‌গ্রাহ্যঞ্চ জ্ঞান-প্রামাণ্যম্, তেষাং মতে পরতস্ত্বপ্রবেশো দুর্ব্বারঃ, আগন্তুকভাবরূপহেত্বন্তরাপেক্ষায়া অঙ্গীকারাৎ, তেনৈব স্বতস্ত্বপক্ষভঙ্গ ইতি ভাবঃ। অপ্রামাণ্যন্তু—ইদং রজ্জৌ সর্পজ্ঞানমপ্রমাণং বিপরীতপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ

ভট্টমতানুযায়ী মীমাংসকগণ জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলেন অর্থাৎ নিত্যানুমেয় বলেন। এজন্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞাততাদ্বারা জ্ঞানের অনুমান হইয়া থাকে। এই জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞাততালিঙ্গক জ্ঞানবিষয়ক অনুমিতি জ্ঞানগত প্রমাত্বকেও বিষয় করিয়া থাকে। মুরারিমিশ্র প্রভৃতি মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকগণের মত জ্ঞানকে অনুব্যবসায়গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন। জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষকেই অনুব্যবসায় বলে। এই মুরারিমিশ্রাদির মতে জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের অনুব্যবসায়দ্বারা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানগত প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। এই মুরারিমিশ্রের মত সঙ্গত নহে; কারণ সিদ্ধান্তে অনুব্যবসায়জ্ঞানই স্বীকার করা হয় না। অনুব্যবসায়-জ্ঞানে কোনও প্রমাণ নাই।

জ্ঞপ্তিতে প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব বস্তুটি এই যে—প্রমাত্বের আশ্রয়ীভূত প্রমার গ্রাহক যাবৎসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্বই প্রমাত্বের জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্ব। অভিপ্রায় এই যে—জ্ঞান গৃহীত হইলেও সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব গৃহীত হইবে না—এরূপ হইতে পারে না। জ্ঞান গৃহীত হইলে তদ্‌গত প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহাতে আপত্তি এই যে-জ্ঞান যদি প্রমাত্বের সহিতই গৃহীত হয়, তবে ভ্রমজ্ঞানেও প্রমাত্বগ্রহ হওয়া উচিত। ভ্রমজ্ঞানও জ্ঞান; আর এই জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারা গ্রাহ্য জ্ঞানগত প্রমাত্বেরও গ্রহ হওয়া উচিত। যদি জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্বই প্রমাত্বের স্বীকার করা যায়, তবে ভ্রমজ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারাও তদ্‌গত প্রমাত্বের গ্রহ হওয়ার আপত্তি হইবে। আর তাহাতে ভ্রমও প্রমা হইয়া পড়িবে। ভ্রম ও প্রমা উভয়ই জ্ঞান এবং জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যও বটে।

এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীই প্রমাত্বের গ্রাহক হইয়া থাকে। দোষসহকৃত সামগ্রী প্রমাত্বের গ্রাহক হয় না। এজন্য ভ্রমজ্ঞানের প্রমাত্বাপত্তি হইবে না। ইহাতে আপত্তি এই যে—জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী ও দোষাভাব এই উভয়কে প্রমাত্বের গ্রাহক বলিলে প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তিই হইবে; কারণ জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্ব প্রমাত্বের নাই। জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী ও দোষাভাব এই উভয়গ্রাহ্যত্ব প্রমাত্বের বলা হইয়াছে অর্থাৎ দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্রাহ্য প্রমাত্ব হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রমাত্বগ্রহে দোষাভাব অপেক্ষিত হইলেও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হইতে ভিন্ন কোনও ভাবরূপ হেতু অপেক্ষিত হয় নাই। দোষাভাব জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা অভাব-বস্তু; ভাববস্তু নহে। আগন্তুক ভাবরূপ হেতুর অপেক্ষা হইলে প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তি হইত। প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব-লক্ষণে যে "মাত্র" পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ—অন্যনিরপেক্ষত্ব। আর তাহাতে উক্ত স্বতস্ত্বের এইরূপ লক্ষণ হইবে যে—দোষাভাব থাকিয়া অন্যনিরপেক্ষ হইয়া প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমার গ্রাহক যাবৎসামগ্রীগ্রাহ্যত্বই প্রমাত্বের জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্ব। উক্ত সামগ্রীদ্বারাই প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন

শুক্তিরজতপ্রবৃত্তিবৎ—ইতীতরপ্রমাণেন গৃহ্যতে। তস্য তদভাববতি তৎপ্রকারকত্বলক্ষণকস্য দোষমাত্র-প্রযোজ্যত্বযোগেন পূর্ব্বোক্তলক্ষণগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যবস্তুবিপরীতত্বাৎ ইতি সংক্ষেপঃ। ৬৯।

শতে দশকং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবঃ। অজ্ঞাতবক্তৃকং পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্। এষু প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তিকস্য চার্ব্বাকস্য দেহাত্মবাদিনঃ, তচ্চানুমানঞ্চেতি বৈশেষিকস্য, তে চ শব্দশ্চেতি সাংখ্যপাতঞ্জলয়োঃ, তানি চোপমানঞ্চেতি নৈয়ায়িকস্য, তানি চার্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চেতি মীমাংসকস্য, তানি চ সম্ভবৈতিহ্যে চ ইত্যষ্টৌ পৌরাণিকস্য। বস্তুতস্তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দাখ্যানি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি,

---

চক্ষুদ্বারা রূপাদিমৎ দ্রব্য গৃহীত হইলে অন্যনিরপেক্ষ সেই চক্ষুদ্বারাই সেই দ্রব্যগত দ্রব্যত্ব, ঘটত্বাদিরও জ্ঞান হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করেন, এইরূপ জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারা জ্ঞান গৃহীত হইলে সেই জ্ঞানগত জ্ঞানত্ব এবং প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং দোষসহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারা জ্ঞানগত প্রমাত্ব গৃহীত হয় না বলিয়া জ্ঞানগত প্রমাত্বের সংশয়ও উপপন্ন হইয়া থাকে। গৃহীতজ্ঞানে প্রমাত্বসংশয় হইলে বুঝিতে হইবে যে—সন্দিগ্ধ প্রমাত্বের আশ্রয়ীভূত জ্ঞান দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারা গৃহীত হয় নাই। সুতরাং প্রমাত্বের জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্বপক্ষেও প্রমাত্বসংশয়ের অনুপপত্তি হয় না।

আর মুরারিমিশ্রাদির মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান স্বীকার করা হয় এবং অনুব্যবসায়গ্রাহ্যই ব্যবসায়জ্ঞানের প্রমাত্ব—ইহাও বলা হয়। এই মতে প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তি দুর্ব্বারণীয়। কারণ জ্ঞান নিজদ্বারাই নিজে গৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারাই প্রমাত্বও গৃহীত হয়—ইহাই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব। স্বগ্রাহ্যত্বই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান স্বগত প্রমাত্বগ্রহের জন্য স্বাতিরিক্ত ভাবভূত অনুব্যবসায়কে অপেক্ষা করে বলিয়া প্রমাত্বের পরতস্ত্ব অপরিহার্য্য। এই রীতিতে ভট্টমতেও প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তি হইবে। মূলকারের প্রদর্শিত রীতি প্রভাকরসিদ্ধান্তের অনুরূপ। এই সমস্ত কথা প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলেও অপ্রমাত্ব পরতোগ্রাহ্যই বটে। বিসম্বাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুদ্বারা অপ্রমাত্বের অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান অপ্রমা। যেহেতু তাহা বিসম্বাদিপ্রবৃত্তির জনক ; যে যে জ্ঞান বিসম্বাদি-প্রবৃত্তির জনক, তাহা অপ্রমা হইয়া থাকে ; যেমন—শুক্তিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক শুক্তিতে রজতজ্ঞান। এই প্রদর্শিত অনুমানপ্রমাণদ্বারা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের অপ্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। এই অপ্রমাত্বের লক্ষণ এই যে—তদ্ধর্ম্মাভাববিশিষ্ট বস্তুতে তদ্ধর্ম্মপ্রকারকজ্ঞানত্বই অপ্রমাত্ব। এই অপ্রমাত্ব দোষমাত্রপ্রযোজ্য হইয়া থাকে ; এজন্য অপ্রমাত্ব প্রমাত্বের বিপরীতস্বরূপ। প্রমাত্ব-লক্ষণে জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্রাহ্যত্ব বলা হইয়াছে। প্রমাত্ব জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহ্য বস্তু ; অপ্রমাত্ব তাহার বিপরীত। এই অপ্রমাত্ব ইতরপ্রমাণগ্রাহ্য। ৬৯।

প্রমাত্ববিচার সমাপ্ত ॥

কেহ কেহ "সম্ভব" নামক একটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন—শতে দশ আছে। শতে দশের সম্ভাবনাবুদ্ধি "সম্ভব" নামক প্রমাণ। এইরূপ অজ্ঞাতপ্রবক্তৃক বাক্যকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা যায়। এই ঐতিহ্য প্রবাদপারম্পর্য্যরূপ।

এইরূপে প্রদর্শিত আটটি প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষই লোকায়তিকগণ স্বীকার করেন। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাককেই লোকায়তিক বলে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ স্বীকার করেন। (ন্যায়ৈকদেশী ভাসর্ব্বজ্ঞও এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করেন)। উক্ত তিনটি প্রমাণ ও উপমান, এই চারিটি প্রমাণ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। (উক্ত চারিটি

অন্যেষামত্রৈবান্তর্ভাবেন পৃথক্‌গ্রহণস্য গৌরবমাত্রত্বাৎ। তথাহি—উপমানস্য দৃষ্টান্তমাত্রৈকবিগ্রহত্বেন অনুমানাবয়বে উদাহরণে অন্তর্ভাবঃ। অর্থাপত্তেশ্চ ব্যতিরেকব্যাপ্তিরূপতয়া তত্রৈবান্তর্ভাবঃ। অনুপলব্ধেশ্চ ইন্দ্রিয়সহকারিতয়া প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব ইত্যর্থঃ। ননু ইন্দ্রিয়াণামধিকরণাদিগ্রহণেনৈব উপক্ষীণতয়া অভাবপ্রত্যক্ষে অসামর্থ্যাৎ তদর্থমনুপলব্ধেঃ পৃথক্ প্রমাণত্বস্যাবশ্যমঙ্গীকরণীয়ত্বাদিতি চেৎ ন, ঔপনিষদানাং পক্ষে অভাবস্য ভিন্নপদার্থত্বানঙ্গীকারাৎ। কিন্তু ভাব এব বিবক্ষাবিশেষতয়া অভাবশব্দেনাভিধীয়তে, ন তু নিরুপাখ্যং বস্তু। তথাহি—ঘটপ্রাগভাবো মৃৎপিণ্ড এব, ধ্বংসাভাবশ্চ কপালরূপঃ, অন্যোন্যাভাবশ্চ প্রতিযোগিরূপঃ, অত্যন্তাভাবশ্চাধিকরণরূপঃ। এবঞ্চ মৃৎপিণ্ডাদীনামিন্দ্রিয়বেদ্যতয়া প্রমাণান্তরাপেক্ষাভাবাৎ। সম্ভবস্য অনুমানে অন্তর্ভাবঃ। দশকং শতান্তর্গতং তদবিনাভূতত্বাৎ ইত্যনুমানাৎ। ঐতিহ্যঞ্চ প্রত্যক্ষে অন্তঃস্যাৎ আদিমেন পুরুষেণ দৃষ্টত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ৭০।

তত্র ন তাবৎ ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং সম্ভাবনার্হম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ জাত্যাদিলৌকিকবিশেষ-বিরহাদ্বা, যন্নৈবং তন্নৈবং গবাদিবৎ। ন চ "অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইতি শ্রুতেস্তস্য

ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণ প্রাভাকর মীমাংসকগণ স্বীকার করেন)। নৈয়ায়িকসম্মত চারিটি প্রমাণ এবং অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ ভাট্ট মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। উক্ত ছয়টি প্রমাণ এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ পৌরাণিকগণ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ। অপর প্রমাণগুলি এই তিনটি প্রমাণেরই অন্তর্ভূত বলিয়া এই তিনটি প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ নির্দ্দেশ কেবল গৌরবমাত্র। উপমানপ্রমাণ পৃথক্ নহে; কারণ পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত উদাহরণে উপমানপ্রমাণ অন্তর্ভূত। যেহেতু উপমান দৃষ্টান্তবাক্যমাত্রস্বরূপ।

অর্থাপত্তি ব্যতিরেকব্যাপ্তিরূপ বলিয়া অনুমানের অন্তর্গত। অনুপলব্ধি ইন্দ্রিয়ের সহকারী বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত। যদি বলা যায়—ইন্দ্রিয় অভাবের অধিকরণগ্রহণে উপরতব্যাপার বলিয়া সেই অধিকরণবৃত্তি অভাবপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাই বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের জন্য "অনুপলব্ধি" নামক পৃথক্ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঔপনিষদগণের মতে অভাব ভাব হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; কিন্তু ভাববস্তুই বিবক্ষা-বিশেষবশতঃ "অভাব" শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ভাবাতিরিক্ত অভাব নিরুপাখ্য বলিয়া তাহা অবস্তু। যেমন ঘটপ্রাগভাব ঘটোপাদান মৃৎপিণ্ডস্বরূপ; মৃৎপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত কোনও ঘটপ্রাগভাব নাই। এইরূপ ঘটধ্বংসও কপালস্বরূপ; অন্যোন্যাভাবও প্রতিযোগিস্বরূপ; অত্যন্তাভাব অধিকরণস্বরূপ। এইরূপে চতুর্ব্বিধ অভাবই মৃৎপিণ্ডাদি ভাবস্বরূপ বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয়বেদ্য। ভাবাতিরিক্ত অভাব নাই বলিয়া অভাব গ্রহণের জন্য অনুপলব্ধি নামক প্রমাণ মানিবারও আবশ্যকতা নাই। "সম্ভব" নামক প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত। যেমন দশক শতের অন্তর্গত; যেহেতু দশ ব্যতিরেকে শত হইতে পারে না। এইরূপে "সম্ভব" প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত। এইরূপ "ঐতিহ্য"ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত; কারণ ঐতিহ্য বাক্যেরও আদি বক্তা পুরুষ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা জানিয়াই বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে অপর প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণেরই অন্তর্গত। ৭০।

এই প্রদর্শিত প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা ব্রহ্ম গৃহীত হইতে পারেন না। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্ব সম্ভাবনার্হই নহে। কারণ ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় এবং লৌকিক গুণ-ক্রিয়া-জাত্যাদি বিশেষরহিত। যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হয়, তাহা লৌকিক গুণাদিরহিত হয় না; যেমন গবাদি বস্তু।

সর্ব্বত্র ব্যাপকত্বেন ইন্দ্রিয়েষ্বপি সত্ত্বাবিশেষাৎ কথং তৎসন্নিকর্ষানর্হত্বম্? এতদুক্তং ভবতি—ব্রহ্মণো ব্যাপ্তিঃ ইন্দ্রিয়েষু অঙ্গীক্রিয়তে ন বা? নাদ্যঃ, তস্য ইন্দ্রিয়েষু সত্ত্বেন তৎসন্নিকর্ষস্যাপ্যবশ্যম্ভাবাৎ প্রত্যক্ষসম্ভব এব। ন দ্বিতীয়ঃ, পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তেঃ, সর্ব্বশ্রুতিবিরোধাৎ, প্রমাণাভাবাচ্চেতি বাচ্যম্, তস্য ব্যাপকত্বেন সর্ব্বত্র সত্ত্বেঽপি করণানাং তৎপ্রকাশ্যত্বেত ৎপ্রকাশবত্ত্বাভাবাৎ। ন তাবৎ প্রমাণবিষয়ীভাবে পদার্থসদ্ভাবমাত্রং প্রযোজকম্, কিন্তু প্রমাণনিষ্ঠা তদ্‌গ্রহণার্হা তচ্ছক্তিরেব; অন্যথা ক্ষীরাদিপানে রসনেন্দ্রিয়েণ তন্মাধুর্য্যে গৃহ্যমাণে তৎসমানাধিকরণরূপাদেরপি গ্রহণাপত্তেঃ, তস্য তত্র সদ্ভাবসাম্যাৎ। এবং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসত্ত্বেঽপি করণানাং তদ্‌গ্রহণযোগ্যতাভাবাৎ ন তদ্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। যথা বা খদ্যোতানাং সূর্য্যপ্রকাশকত্বাযোগঃ তৎপ্রকাশ্যত্বাৎ, তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি বোধ্যম্। "অণোরণীয়ান্" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মণঃ অতীন্দ্রিয়ত্বে সর্ব্বপ্রকাশকত্বে চ প্রমাণত্বেন অনুসন্ধেয়া ইতি সংক্ষেপঃ। ৭১।

যদি বলা যায়—পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমূহেও আছেন বলিয়া ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছেই; আর ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইবেন। সুতরাং ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই এরূপ বলা যায় না। ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকিলে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরও বিষয় হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণেরও বিষয় নহে, তাহা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মের পরিব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়সমূহে স্বীকার করা হয় কি না? যদি ইন্দ্রিয়সমূহে ব্রহ্মের পরিব্যাপ্তি স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমূহে আছেন বলিয়া ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও অবশ্যই থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্মের প্রত্যক্ষও অবশ্যই হইবে। আর যদি এরূপ বলা যায় যে—ব্রহ্মের পরিব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়সমূহে নাই, ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিব্যাপন করিয়া ব্রহ্ম অবস্থিত নহেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের আপত্তি হইবে এবং ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বপ্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। আর ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বসাধক কোন প্রমাণও নাই। সুতরাং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হওয়াই উচিত।

পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্রহ্মপ্রকাশ্য বলিয়া ব্রহ্মের প্রকাশক হইতে পারে না। পদার্থের সদ্ভাব আছে বলিয়াই সেই পদার্থ প্রমাণের বিষয়ীভূত হয় না, কিন্তু সেই পদার্থের গ্রহণশক্তি যদি প্রমাণে থাকে, তবেই প্রমাণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে। যে প্রমাণে যে বস্তুর গ্রহণশক্তি নাই, সেই প্রমাণদ্বারা সেই বস্তুর গ্রহণ হইতে পারে না। অন্যথা দুগ্ধপানকালে রসনেন্দ্রিয়দ্বারা দুগ্ধের মাধুর্য্য গৃহীত হইলেও মাধুর্য্যসমানাধিকরণ দুগ্ধের রূপাদিরও রসনেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ মাধুর্য্যের আশ্রয় দুগ্ধে রূপাদিও আছে। এইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্রহ্মকে গ্রহণের যোগ্যতা নাই বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হইতে পারেন না। যেমন খদ্যোত সূর্য্যের প্রকাশক হয় না, প্রত্যুত খদ্যোতই সূর্য্যপ্রকাশ্য হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মও ইন্দ্রিয়প্রকাশ্য হন না, প্রত্যুত ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশকই হইয়া থাকেন। "ব্রহ্ম অণু হইতেও অণুতর" "ব্রহ্মের প্রকাশদ্বারাই সমস্ত বস্তু প্রকাশমান হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয়ত্ব ও সর্ব্বপ্রকাশকত্বে প্রমাণ। অণু হইতে অণুতর বলিয়া ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। ৭১।

ব্রহ্মে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয়ত্ব নিরূপণ সমাপ্ত।

নাপি অনুমানগোচরং ব্রহ্ম, হেতুদৃষ্টান্তবিরহাৎ। "নেন্দ্রিয়াণি নানুমানম্" "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া" ইতি শ্রুতেঃ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইতি মনুবচনাৎ। "শ্রুতিসাহায্যরহিতমনুমানং ন কুত্রাচিৎ। নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ।" ইতি স্মৃতেঃ। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি সূত্রাচ্চ। নন্বু ক্ষিত্যাদীনি মহাভূতানি সকর্ত্তৃকাণি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ ভূতাদিকর্ত্তৃব্রহ্মভাবঃ সিধ্যত্যেব, তৎকার্য্যস্য ভূতাদের্লিঙ্গস্য ঘটাদের্দৃষ্টান্তস্য চ সত্ত্বেন অনুমাতুং শক্যত্বাৎ উক্তহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ। কিঞ্চ "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুত্যা "যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ইতি মনুস্মৃত্যা চ অনুমানস্যাদরণাৎ কথমনুমানাগোচরত্বং তস্যেতি চেন্ন, উক্তানুমানেন সামান্যতঃ কর্ত্তৃমাত্রসিদ্ধেঽপি ব্রহ্মণঃ তদবিষয়কত্বং তাদবস্থ্যমেব। তস্যান্যপ্রমাণবিষয়ত্বং দুরুপপাদম্, তত্র ব্যাপ্তেঃ পক্ষধর্ম্মতায়াশ্চ শাস্ত্রমন্তরেণ গৃহীতুমশক্যত্বাৎ। অয়ম্ভাবঃ—উক্তানুমানস্য কো বা বিষয়ঃ? কর্ত্তৃবিশেষো বা? স্বভাবতোঽপ্রাতদোষগন্ধমাহাত্ম্যসার্ব্বজ্ঞ্যসর্ব্বশক্ত্যাদ্যনন্তাচিন্ত্যাসংখ্যেয়গুণাশ্রয়ং ব্রহ্ম বা? আদ্যে ইষ্টাপত্তেঃ, কর্ত্তৃবিশেষস্য বিবাদানবসরত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুতিং বিনা ব্যাপ্ত্যাদীনাং গৃহীতুমশক্যত্বাৎ। প্রত্যুত কর্ত্তৃবিশেষে সিদ্ধেঽপি যত্র কর্ত্তৃত্বং তত্র দোষবত্ত্বং কুলালাদিবৎ ইতি প্রত্যক্ষাদিগৃহীতয়া সামান্যব্যাপ্ত্যা গুণদোষবতো জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্বেন সিদ্ধেঃ, নোক্তলক্ষণস্য পরব্রহ্মণ

এইরূপ ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণেরও বিষয় নহে। কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অনুমিতির জনক কোন হেতু নাই এবং হেতুতে ব্রহ্মের ব্যাপ্তিগ্রহণস্থলরূপ দৃষ্টান্তও নাই। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অনুমান ব্রহ্মের প্রকাশক নহে।" শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম তর্কেরও বিষয়ীভূত হন না।" ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে—"যে সমস্ত বস্তু অচিন্ত্য, তাহা তর্কের বিষয় নহে।" অন্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে—"শ্রুতির সহায়তারহিত অনুমান ও অন্যপ্রমাণ কোনও স্থলেই অর্থের নিশ্চয় জন্মাইতে পারে না।" ব্রহ্মসূত্রকারও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ বলিয়াছেন।

যদি বলা যায়—"ক্ষিত্যাদি মহাভূত (পক্ষ) সকর্ত্তৃক (সাধ্য), যেহেতু তাহা কার্য্য; যাহা যাহা কার্য্য, তাহা সকর্ত্তৃক হইয়া থাকে,—যেমন ঘটাদি কার্য্য সকর্ত্তৃক হয়।" এইরূপ অনুমানদ্বারা কার্য্য ক্ষিত্যাদি মহাভূতের কর্ত্তা পরমেশ্বর ব্রহ্ম অনুমিত হইতে পারেন। কার্য্য মহাভূতাদি ব্রহ্মের অনুমাপক লিঙ্গ এবং ঘটাদি দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া অনায়াসেই ব্রহ্মের অনুমিতি হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল, ব্রহ্মের অনুমাপক হেতু ও দৃষ্টান্ত নাই, তাহা অসঙ্গত। "হেতুদৃষ্টান্তবিরহাৎ" এই উক্তিদ্বারা হেতুদৃষ্টান্তের বিরহকেই হেতু বলা হইয়াছিল; কিন্তু ব্রহ্মের অনুমাপক হেতু ও দৃষ্টান্ত যে আছে, তাহা প্রদর্শিতরূপে দেখান হইয়াছে বলিয়া হেতুদৃষ্টান্তবিরহরূপ হেতুই অসিদ্ধ। আরও কথা এই যে—"মন্তব্যঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম যে অনুমানসিদ্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। "যে তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে, সে ধর্ম্ম জানিতে পারে" এইরূপ মনুস্মৃতিদ্বারাও অনুমানের আদরণীয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম অনুমানের অবিষয় হইবেন কেন?

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উক্ত অনুমানদ্বারা সামান্যতঃ কর্ত্তামাত্রের সিদ্ধি হইলেও শ্রুতিপ্রদর্শিত ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি উক্তরূপ অনুমানদ্বারা হইতে পারে না। শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের অন্যপ্রমাণবিষয়ত্ব উপপাদন করা যায় না। ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মানুমাপক লিঙ্গের ব্যাপ্তি এবং লিঙ্গের পক্ষধর্ম্মতা শাস্ত্র ব্যতীত গৃহীত হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে—প্রদর্শিত কার্য্যত্বলিঙ্গক অনুমিতির বিষয় কে? কর্ত্তৃবিশেষই কি উক্ত অনুমিতির বিষয় হইবে? অথবা যাঁহাতে স্বভাবতঃই দোষগন্ধ অসম্ভাবিত এবং যাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্য সর্ব্বশক্ত্যাদি অনন্ত অচিন্ত্য অসংখ্যেয় গুণরাশি আছে,

ইতি, তস্য স্বরূপগুণাদীনামলৌকিকত্বাৎ। ন চ শাস্ত্রে এব তৎস্বরূপগুণশক্তীনাং প্রসিদ্ধিঃ, তত এব তন্নিশ্চিততদ্বতো জগৎকারণত্বমনুমেয়মিতি বাচ্যম্, শাস্ত্রমূলকানুমানস্যেষ্টত্বাৎ। নাস্মাকমনুমানস্যোচ্ছেদে অভিপ্রায়ঃ। অপি তু তস্য স্বতন্ত্রত্বমাত্রে এব, তত্তু্চ তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধমিতি ভাবঃ। এতেন পূর্ব্ব-পক্ষোক্তশ্রুত্যাদীনামপি ব্যবস্থা নিরূপিতা ভবতি। তথাচ—তর্কাদিনিষেধশাস্ত্রস্য শাস্ত্রনির্মূলস্বতন্ত্রানুমান-পরত্বেন তদ্বিধায়কশাস্ত্রস্য চ শ্রুত্যনুকূলতন্মূলকানুমানবিষয়ত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ সর্ব্বথাপ্যবিরুদ্ধম্। ৭২।

কিঞ্চ পূর্ব্বোক্তপ্রয়োগস্যাংশতোঽসিদ্ধহেতুকত্বাৎ ন উক্তার্থসাধকত্বম্। মহাভূতানীতি পক্ষে কার্য্যত্বস্য হেতোরাকাশভাগে অব্যাপনাৎ ত্বন্মতে গগনস্যাকার্য্যত্বাৎ। ন চ তস্য পক্ষবাহ্যত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যম্, ভূতত্বাবচ্ছিন্নস্য পক্ষত্বাৎ। ন চ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুত্যা তস্য কার্য্যত্বমিতি

তাদৃশ ব্রহ্মই কি উক্ত অনুমিতির বিষয় হইবে? প্রদর্শিত প্রথম পক্ষ আমরাও স্বীকার করি। মহাভূতাদির কর্ত্তৃবিশেষ যে আছে, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় না; কারণ উক্তলক্ষণ ব্রহ্ম শ্রুতি ব্যতীত অন্য প্রমাণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। উক্তলক্ষণ ব্রহ্মের সহিত কোনও লিঙ্গের ব্যাপ্ত্যাদিগ্রহণ সম্ভাবিতই নহে। আরও কথা এই যে—উক্ত অনুমানদ্বারা কর্ত্তৃবিশেষ সিদ্ধ হইলেও "যে যে কর্ত্তা, সে দোষবান্ হইয়া থাকে; যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারাদি" এইরূপ প্রত্যক্ষগৃহীত সামান্যব্যাপ্তিদ্বারা গুণদোষবান্ জীবেরই কর্ত্তৃত্বরূপে সিদ্ধি হইবে; কিন্তু উক্তলক্ষণ পরব্রহ্মের সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু উক্তলক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাদি অলৌকিক।

যদি বলা যায়—শাস্ত্রেই উক্তলক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপ-গুণাদির প্রসিদ্ধি আছে। এজন্য শাস্ত্র হইতেই স্বরূপ-গুণাদি জানিয়া সেই স্বরূপ-গুণাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ শাস্ত্রমূলক অনুমান আমরাও স্বীকার করি। অনুমানের উচ্ছেদ আমাদের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু অনুমানের স্বতন্ত্রতা আমরা স্বীকার করি না। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান স্বতন্ত্রভাবে উক্তলক্ষণ ব্রহ্মের সাধক হইতে পারে না—ইহাই আমাদের কথা। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান যে উক্তলক্ষণ ব্রহ্মের সাধক হয় না, তাহা পূর্ব্বপক্ষীও নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। আর এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই ব্রহ্ম অনুমেয় বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে, "মন্তব্যঃ" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের অনুমেয়ত্ব সিদ্ধ হয় ইত্যাদি, তাহারও ব্যবস্থা ইহাদ্বারা নিরূপিত হইল অর্থাৎ "ব্রহ্ম তর্কবেদ্য নহে" ইত্যাদি নিষেধশাস্ত্র ব্রহ্ম শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রপ্রমাণবেদ্য ইহাই বলিয়াছেন এবং "ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণের বিষয় হয়" এইরূপ বিধায়ক শাস্ত্রদ্বারা শ্রুত্যনুকূল ও শ্রুতিমূলক অনুমান-প্রমাণের বিষয় ব্রহ্ম হইয়া থাকেন—ইহাই বলিয়াছেন। ইহাতে বিধায়ক ও নিষেধশাস্ত্রের অবিরোধ সিদ্ধ হইল। ৭২।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী—"মহাভূতানি সকর্ত্তৃকানি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই অনুমিতিও অংশতঃ অসিদ্ধহেতুক বলিয়া উক্তার্থের সাধক হইতে পারে না। কারণ উক্তানুমানে মহাভূতসমূহকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আকাশও মহাভূতেরই অন্তর্গত। আকাশরূপ মহাভূত নিত্য বলিয়া কার্য্যত্বরূপ হেতু এই মহাভূত আকাশে নাই; এজন্য উক্ত হেতু অংশতঃ অসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে গগন নিত্য বলিয়া তাহা কার্য্য নহে।

যদি বলা যায়—গগনব্যতিরিক্ত মহাভূতই উক্তানুমানে পক্ষ, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত অনুমান-প্রয়োগে "মহাভূতানি" এইরূপ পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ভূতত্বাবচ্ছিন্ন মহাভূতপঞ্চকই পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এজন্য আকাশও পক্ষের অন্তর্গত বলিয়া কার্য্যত্ব হেতুর অংশতঃ অসিদ্ধি দোষ থাকিয়াই যাইবে।

বাচ্যম্, ইষ্টত্বাৎ। তথাচ—তয়ৈব ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বাবগমে অনুমানস্য অপ্রযোজকত্বাৎ, ন্যায়সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ অসৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ। তস্মাৎ নানুমানবিষয়ো ব্রহ্মেতি সিদ্ধমিতি সংক্ষেপঃ। ৭৩।

নাপ্যুপমানগোচরং ব্রহ্ম তস্য সাদৃশ্যাভাবাৎ। তথাহি—সদৃশজ্ঞানপ্রযোজ্যং সাদৃশ্যম্; যথা—গোসদৃশো গবয় ইতি। ব্রহ্মসদৃশপদার্থান্তরাভাবেন তৎসাদৃশ্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ননু "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতা" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সিদ্ধত্বাৎ তৎসদৃশস্য সাধর্ম্ম্যস্যৈব সাদৃশ্যত্বাৎ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বস্য সাদৃশ্যসাম্যসাধর্ম্ম্যপদবাচ্যত্বাৎ কথং সদৃশাভাব ইতি চেৎ, সত্যং তস্য সত্ত্বেঽপি শাস্ত্রৈকগম্যত্বেন প্রত্যক্ষপ্রমাণাগোচরত্বাৎ অবিষয়ত্বস্য তাদবস্থ্যমেব; শ্রৌতোপমানস্য তু শাস্ত্রান্তঃপাতিত্বাদিত্যর্থঃ। ৭৪।

ননু মাস্তু সাদৃশ্যজ্ঞানজন্যোপমিতিবিষয়ং ব্রহ্ম সাদৃশ্যাভাবাৎ, তথাপি বৈসাদৃশ্যজ্ঞানজন্যোপমিতিবিষয়ত্বং স্যাদেব, ব্রহ্মণঃ বিসদৃশানাং ক্ষেত্রজ্ঞাদীনাং সত্ত্বাৎ, যথা—গোবিসদৃশঃ অশ্বঃ ইতি চেন্ন, অসম্ভবাৎ, তথাহি—কীদৃশোঽশ্ব ইত্যাদিনা তদবিত্তৃষা পৃষ্টে তজ্জ্ঞাপকস্যাশ্বাদিজ্ঞানাভাবে গোবিসদৃশো দ্বিশফস্বল্পপুচ্ছ-

---

যদি বলা যায়—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ শ্রুতিদ্বারা আকাশেরও কার্য্যত্ব সিদ্ধই আছে। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা আমাদের ইষ্টই বটে। কারণ প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বারাই ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমানপ্রমাণ অনপেক্ষিত। শ্রুতি অনুসারে আকাশের কার্য্যত্ব স্বীকার করিলে ন্যায়-সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। আর আকাশের কার্য্যত্ব স্বীকার করায় আমাদের সিদ্ধান্তই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণের বিষয় নহেন ইহাই সিদ্ধ হইল। ৭৩।

ব্রহ্মের অনুমানপ্রমাণবেদ্যত্ব নিরাস সমাপ্ত।

আর ব্রহ্ম উপমানপ্রমাণেরও বিষয় নহেন। যেহেতু ব্রহ্মে কাহারও সাদৃশ্য নাই, সাদৃশ্য সদৃশজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "গোসদৃশো গবয়ঃ" এইরূপ প্রতীতিতে গবয়ে গোসাদৃশ্য বিষয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মসদৃশ কোন পদার্থান্তর নাই বলিয়া ব্রহ্মসাদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মসদৃশ বস্তুতে ব্রহ্মের রূপ নাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রই ব্রহ্ম হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া তাহা ব্রহ্মবিসদৃশ। এইরূপ "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" এই শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মসদৃশ অন্য কোন বস্তু নাই বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতিদ্বারা মুক্ত জীব ব্রহ্মসাম্য লাভ করে বলা হইয়াছে। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই গীতাস্মৃতিদ্বারাও মুক্ত জীবের ব্রহ্মসাম্য বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম-সদৃশ পদার্থান্তর নাই বলা যায় না। ব্রহ্মসদৃশ বস্তুতে ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য আছে; সাধর্ম্ম্যকেই সাদৃশ্য বলে। "তদ্ভিন্ন হইয়া তদ্গতভূয়ো ধর্ম্মবত্ত্বই" সাদৃশ্য। আর ইহাই সাম্য বা সাধর্ম্ম্যপদবাচ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসদৃশ কেহ নাই—এরূপ বলা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মুক্ত জীবে ব্রহ্মসাদৃশ্য শাস্ত্রমাত্রগম্য বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় নহে। সুতরাং শাস্ত্রাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়ত্ব ব্রহ্মে সিদ্ধই রহিল। শ্রুতিপ্রদর্শিত উপমান শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া ব্রহ্ম শাস্ত্রাতিরিক্ত প্রমাণবেদ্য নহেন। ৭৪।

যদি বলা যায়—ব্রহ্ম সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমিতির বিষয় না হউক, ব্রহ্মে কাহারও সাদৃশ্য নাই বলিয়া সাদৃশ্য-জ্ঞানজন্য উপমিতির বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারেন না। ব্রহ্মসদৃশ কোনও বস্তু নাই; তথাপি বৈসাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমিতির বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারিবেন। সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য যেমন উপমিতি হয়, এইরূপ বৈসাদৃশ্যজ্ঞানজন্যও উপমিতি হইয়া থাকে।

বিশিষ্টব্যক্তিমস্তিন্নোঽশ্বঃ অতিদীর্ঘগ্রীবাবিশিষ্টব্যক্তিমস্তিন্নো হস্তীতি বিষবিসদৃশং হননাসাধারণীভূতোষধ্যাদিভিন্নমমৃতমিতি জ্ঞাপনাত্মকবচনপ্রোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ। তথাচ—জ্ঞাপকস্য ব্রহ্মজ্ঞানাভাবেন জ্ঞাপকত্বাসিদ্ধেঃ, জ্ঞাতৃত্বপূর্ব্বত্বাৎ জ্ঞাপকত্বস্য ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ বৈসাদৃশ্যজ্ঞানসত্ত্বেঽপি নোক্তলক্ষণব্রহ্মসিদ্ধিঃ, তথাহি—যথা গোবিসদৃশোঽশ্বঃ ইতি বাক্যাদ্‌গোভিন্নপদার্থমাত্রস্য সামান্যজ্ঞানে জাতেঽপি অশ্বত্বাবচ্ছিন্নৈকশফবদ্‌ব্যক্তিজ্ঞানস্যাসিদ্ধিরেব, তথা ব্রহ্মবিসদৃশচেতনাচেতনবস্তুজ্ঞানাৎ তদ্বিসদৃশং ব্রহ্মেতি জ্ঞানোৎপত্তাবপি সর্ব্বজ্ঞত্বজ্ঞানাসিদ্ধত্বাৎ নোপমেয়ং ব্রহ্মেতি রাদ্ধান্তঃ। ৭৫।

নাপি অর্থাপত্তিপ্রমাণবেদ্যং ব্রহ্ম, তস্য পীনত্বাদিজ্ঞানবত্তুপপাদ্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ অর্থাপত্তেঃ

ব্রহ্মবিসদৃশ ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি প্রসিদ্ধই আছে। যেমন গোবিসদৃশ অশ্ব। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ যে অশ্ব জানে না, সে যখন জিজ্ঞাসা করে কীদৃশ অশ্ব? তখন যে ব্যক্তি সেই অশ্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অশ্ব বুঝাইবে, তাহারও যদি অশ্ববিষয়ক জ্ঞান না থাকে অর্থাৎ শ্রোতা ও বক্তা পুরুষের উভয়েরই অশ্ববিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে সেই অশ্বপ্রতিপাদয়িতা পুরুষ কখনও "দ্বিশফ অল্পপুচ্ছবিশিষ্ট আকৃতিমৎ গো-ব্যক্তি হইতে অশ্ব বিসদৃশ" এরূপ বলিতে পারে না। সেই ব্যক্তিই উক্তপ্রকার বলিতে পারে,—যাহার অশ্ববিষয়ক জ্ঞান আছে। এইরূপ "অতিদীর্ঘগ্রীবাদিবিশিষ্ট আকৃতিমৎ উষ্ট্রাদি পশু হইতে হস্তী ভিন্ন" এতাদৃশ উক্তিও সেই ব্যক্তিই করিতে পারে,—যাহার উষ্ট্রাদি পশু ও হস্তীবিষয়ক জ্ঞান আছে। এইরূপ "প্রাণবিনাশক ওষধি বিষ হইতে বিসদৃশ অমৃত" এতাদৃশ উক্তিও সেই ব্যক্তিই করিতে পারে,—যে ব্যক্তি বিষ ও অমৃতকে জানে। যাহার অশ্ববিষয়ক, হস্তিবিষয়ক ও অমৃতবিষয়ক জ্ঞান নাই, সে গোবিসদৃশরূপে অশ্বকে, উষ্ট্রাদিবিসদৃশরূপে হস্তীকে ও বিষবিসদৃশরূপে অমৃতকে প্রতিপাদন করিতে পারে না। এইরূপ যে ব্যক্তির ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিও জীবাদিবিসদৃশরূপে ব্রহ্মকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। যে নিজে যে বস্তুকে জানে, সেই অন্যকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে। ব্রহ্ম বস্তুতঃ জীবাদিবিসদৃশ হইলেও প্রতিপাদয়িতা পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় জীবাদিবিসদৃশরূপে ব্রহ্মকে অন্যের নিকটে প্রতিপাদন করিতে পারে না।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মে জীবাদিবৈসাদৃশ্যের জ্ঞান থাকিলেও এবং জীবাদিবিসদৃশরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলেও "ব্রহ্ম জীবাদিবিসদৃশ" এইরূপ বাক্যদ্বারা যথোক্তলক্ষণ ব্রহ্মের প্রতিপত্তি হইতে পারে না। যেমন "গোবিসদৃশ অশ্ব" এরূপ বাক্য হইতে গো-ভিন্ন পদার্থমাত্রের সামান্যরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও একশফবিশিষ্ট অশ্বত্বধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। এইরূপ "জীবাদিবিসদৃশ ব্রহ্ম" এরূপ বাক্য হইতে যথোক্তরূপ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। ব্রহ্মবিসদৃশ চেতনাচেতন বস্তুর জ্ঞান হইতে "চেতনাচেতন বস্তুবিসদৃশ ব্রহ্ম" এইমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্ত্যাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। এজন্য ব্রহ্ম উপমিতির বিষয় নহে,—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৭৫।

ব্রহ্মের উপমিতিপ্রমাণবেদ্যত্ব নিরাস সমাপ্ত।

এইরূপ ব্রহ্ম অর্থাপত্তিপ্রমাণবেদ্যও নহেন। অর্থাপত্তিপ্রমাণের স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনাই অর্থাপত্তি। দিবা অভোজী পুরুষের পীনত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া তাহার রাত্রিভোজন কল্পনা করা হইয়া থাকে। এস্থলে পীনত্বাদির জ্ঞানই উপপাদ্যজ্ঞান এবং রাত্রিভোজনকল্পনাই উপপাদক কল্পনা। প্রকৃত স্থলে এমন কোনও উপপাদ্যের জ্ঞান সম্ভাবিত নহে, যাহার অনুপপত্তিপ্রযুক্ত উপপাদক ব্রহ্মের কল্পনা হইতে পারে। উপপাদক ব্যতীত অনুপপন্ন উপপাদ্যের জ্ঞানদ্বারাই উপপাদকের কল্পনারূপ অর্থাপত্তি হইয়া থাকে। আরও কথা

তর্করূপতয়া তদ্বিষয়ত্বস্যানুমাননিরাকরণেনৈব নিরাসো বোধ্যঃ; "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া" ইতি শ্রুতেশ্চ। ৭৬।

নাপি অনুপলব্ধিগোচরত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভাবনার্হম্, তস্যা অভাবকরণত্বাৎ। ব্রহ্মণস্তু কেবলান্বয়িত্বেন অভাবত্বাবচ্ছিন্নাপ্রতিযোগিত্বাৎ, প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষত্বাদভাবস্য। তথাচ—অভাবস্য জ্ঞানে অনুপলব্ধি-প্রমাণবৃত্তিস্তদভাবে প্রবৃত্তেরেবাসম্ভবাৎ কুতস্তদ্বিষয়তাপ্রত্যাশেতি ভাবঃ। "অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্য কেবলান্বয়িত্বে মানত্বাৎ। ৭৭।

তস্মাৎ শাস্ত্রৈকবেদ্যমেব ব্রহ্মেতি তাৎপর্য্যবানাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) ইতি। শাস্ত্রমেব যোনিঃ জ্ঞানকারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং যত্র তৎ শাস্ত্রযোনিস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদিতি বিগ্রহঃ। ইতরপ্রমাণাবিষয়ত্বে সতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণগোচরং ব্রহ্মেতি যাবৎ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" "সর্ব্বে বেদা যত্র একীভবন্তি" "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদ্যন্বয়ব্যতিরেক-শ্রুতিভ্যঃ, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে

এই যে—অর্থাপত্তি তর্করূপ বলিয়া ব্রহ্ম তর্কের বিষয় নহে, এজন্য ব্রহ্ম অর্থাপত্তির বিষয়ও নহেন। তর্ক অনুমানরূপ; ব্রহ্ম যে অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া" এই শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্ম তর্কের বিষয় নহে বলা হইয়াছে। ৭৬।

ব্রহ্মের অর্থাপত্তি-প্রমাণবেদ্যত্ব নিরাস সমাপ্ত।

এইরূপ ব্রহ্ম অনুপলব্ধিপ্রমাণের বিষয় হইবেন বলিয়া সম্ভাবনাই করা যায় না। কারণ অনুপলব্ধি অভাবমাত্র-গ্রাহক প্রমাণ। ব্রহ্ম কেবলান্বয়ী বস্তু; এজন্য ব্রহ্ম বৃত্তিমদভাবের প্রতিযোগী হইতে পারেন না। অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ। অনুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারাই অভাববিষয়ক প্রমিতি হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কেবলান্বয়ী বস্তু বলিয়া তাহার অভাবই অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অসম্ভব। সুতরাং অভাবগ্রাহক অনুপলব্ধিপ্রমাণ প্রকৃতে অসম্ভব। সুতরাং অনুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারা ব্রহ্মের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর ব্রহ্ম ভাববস্তু বলিয়া তাহা অনুপলব্ধিপ্রমাণবেদ্যও নহেন। ব্রহ্ম যে কেবলান্বয়ী বস্তু, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ; শ্রুতি বলিয়াছেন যে "সমস্ত বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপন করিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন"। ৭৭।

ব্রহ্মের অনুপলব্ধিপ্রমাণবেদ্যত্ব নিরাস সমাপ্ত।

"এইরূপে ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকবেদ্য" এইরূপ তাৎপর্য্যবান্ সূত্রকার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মকে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য বলিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে—শাস্ত্রই যোনি—জ্ঞানকরণ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ যাহাতে হয়, তাহাই শাস্ত্রযোনি; তাহার ভাবই শাস্ত্রযোনিত্ব। আর পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা শাস্ত্রযোনিত্বের হেতুত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহাই সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। ব্রহ্ম শাস্ত্রভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া শাস্ত্রমাত্রপ্রমাণের বিষয় হইয়া থাকেন। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। ব্রহ্ম যে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায়—"সমস্ত বেদ যাঁহার প্রতিপাদন করে" "সমস্ত বেদ যাঁহাতে একীভূত হয়" "সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি" "অবেদবিৎ সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না" এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য ও বেদভিন্ন প্রমাণের অবেদ্য বলা হইয়াছে। আর

চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" "নমামঃ সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। এতেন শাস্ত্রবেদ্যং ব্রহ্ম, তজ্জ্ঞাপকঞ্চ শাস্ত্রমিতি নিত্যসম্বন্ধোঽপি উক্তঃ। ৭৮।

নন্বু শাস্ত্রজ্ঞাপ্যত্বে পরপ্রকাশ্যত্বপ্রসক্ত্যা স্বপ্রকাশত্বহানেস্তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রব্যাকোপাচ্চেতি চেন্ন, তৎশাস্ত্রগতবোধকশক্তীনাং তচ্ছক্ত্যভিন্নত্বাৎ। শক্তীনাং চ তৎপরতন্ত্রসত্তাকত্বেন তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাৎ। তৎপ্রকাশকত্বঞ্চ স্বপ্রকাশকত্বমেব। তস্মান্নোক্তদোষাবকাশঃ। নন্বু এবং ব্রহ্মশক্তীনামপরিচ্ছিন্নত্বেন ক্ষেত্রজ্ঞতৎকরণেষ্বপি সম্ভাবাৎ তদ্বিষয়ত্বেঽপি উক্তন্যায়েন ক্ষত্যভাবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেবাঙ্গীকার্য্যম্, তথাচ—অন্যপ্রমাণ-

---

স্মৃতিসমূহদ্বারাও একথাই বলা হইয়াছে—"সমস্ত বেদদ্বারা আমিই বেদ্য হইয়া থাকি" "বেদ, মূল রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্র হরি গীয়মান হইয়া থাকেন" "সমস্ত বাক্যের যিনি শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে প্রণাম করি।" প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদ্য এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এজন্য শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। ৭৮।

ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রজ্ঞাপ্য হইলে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রকাশ্যত্বনিবন্ধন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে এবং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না। অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বের হানি হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক শব্দকে যদি ব্রহ্মের প্রকাশক বলা যাইত, তবে প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক শব্দগত বোধকশক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই শক্তি ব্রহ্মপরতন্ত্রসত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশকত্ব স্বপ্রকাশকত্বই বটে। এজন্য ব্রহ্মের পরপ্রকাশ্যত্বের আপত্তি হয় না।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—শাস্ত্রগত বোধকশক্তি যেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহেও ব্রহ্মশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হওয়া উচিত নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দ্রিয়গতশক্তি ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ; এজন্য তাহা অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়াও যেমন স্বপ্রকাশ, কিন্তু পরপ্রকাশ্য নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবেদ্য ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বই স্বীকার করা উচিত। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবেদ্য হইয়াও যদি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণব্যতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকই হইল। শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণবেদ্য হইয়াও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এইরূপই বলা উচিত ছিল। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সর্ব্বগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সর্ব্বত্রই পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন পারমেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও পারমেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি আছে। পারমেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জীবের বুদ্ধ্যাদিদ্বারা ব্যবহিতভাবে হইয়া থাকে; এজন্য জীবের প্রত্যক্ষাদিবেদ্য ব্রহ্ম হইলে সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা বেদ্য হইল—এরূপ বলা যায় না। ব্রহ্মবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধানবশতঃ দোষবত্ত্বের সম্ভাবনা আছে; বুদ্ধিমান্দ্য, দুরাগ্রহ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য্য। এজন্য ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কাদিজ্ঞানের বিষয় হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব থাকিতে পারে না। বেদদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশ্য হইতে জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষা করে না; সাক্ষাদ্‌ভাবেই ব্রহ্ম বেদবেদ্য

বিষয়ত্বোক্তিভঙ্গ ইতি চেৎ সত্যম্, পারমেশ্বরীয়শক্তীনাং ক্ষেত্রজ্ঞতৎকরণেষু ব্যাপ্তিসাম্যেঽপি তৎতদ্বুদ্ধি-ব্যবধানেন দোষবত্ত্বসম্ভবাৎ তদ্বিষয়স্য ন স্বপ্রকাশত্বযোগঃ। বেদে তু তদ্ব্যবধানাভাবেন সাক্ষাৎ তদ্বিষয়তয়া মহদ্বৈষম্যাদিতি ভাবঃ। ৭৯।

নন্বু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুত্যা শব্দাবিষয়ত্বস্যাপি ডিণ্ডিমায়মানত্বাৎ কথং শাস্ত্রৈকবেদ্যং ব্রহ্মেতি চেন্ন, শ্রুতেঃ কার্ৎস্ন্যেন বাগ্‌গোচরত্বনিষেধপরত্বাৎ, "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" (৩।২।২২) ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা তব পক্ষেঽপি দোষসাম্যাৎ। ৮০।

নন্বু অস্মৎপক্ষেঽপি ব্রহ্মণঃ সত্যাদিপদবাচ্যত্বানঙ্গীকারেঽপি তাৎপর্য্যেণ তৎপ্রতিপাদ্যত্বাভ্যুপগমাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ, সত্যাদিপদং ন ব্রহ্মবাচকং তৎপ্রতিপাদকবাক্যৈকদেশত্বাৎ ঘটাদিপদবদিত্যনুমানাদিতি

হইয়া থাকেন। এজন্য বেদবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণবেদ্য হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয়। এজন্য উভয় পক্ষের অতিশয় বৈলক্ষণ্য আছে বুঝিতে হইবে। ৭৯।

যদি বলা যায়—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহেন—ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্রবেদ্য হইবেন কিরূপে? উক্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম কোনও শব্দেরই বিষয় নহেন—ইহাই বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য নহেন—এরূপ বলা হয় নাই; কিন্তু অনন্ত সদ্‌গুণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না—ইহাই বলা হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম শ্রুতি-প্রতিপাদ্যই নহেন—ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মের খপুষ্পাদির মত অসত্ত্বাপত্তি হইবে। যাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য, তাহা অসৎ, যেমন খপুষ্পাদি। ব্রহ্মও সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য হইলে খপুষ্পাদির মত অসৎ হইবে। ৮০।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী এরূপ বলেন যে—আমাদের পক্ষেও প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মের অসত্ত্বাপত্তি হইবে না। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ঘটক সত্যাদি পদের বাচ্য ব্রহ্ম না হইলেও উক্ত শ্রুতিবাক্য তাৎপর্য্য দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। ব্রহ্ম পদবাচ্য না হইলেও বাক্যতাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্যই বটে। সুতরাং ব্রহ্মের অসত্ত্বাপত্তি হইবে না। যাহা বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্য, তাহা বাক্যের ঘটক পদের বাচ্য হয় না। এজন্য এরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"সত্যাদিপদং ন ব্রহ্মবাচকম্, তৎপ্রতিপাদকবাক্যৈকদেশত্বাৎ; যথা ঘটাদি-পদম্" অর্থাৎ সত্যাদি পদ ব্রহ্মের বাচক নহে, যেহেতু উক্ত পদ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের একদেশ। যাহা বাক্যের একদেশ, তাহা বাক্যার্থের বাচক হয় না; যেমন ঘটাদি পদ ঘটাদিপদসমভিব্যাহৃত বাক্যের অর্থের বাচক হয় না।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ শক্তি ও লক্ষণা পদেই সম্ভাবিত; বাক্যে নহে। বাক্যের শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তি নাই। সুতরাং বাক্য শক্তি বা লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না। শক্তি বা লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম বাক্যপ্রতিপাদ্য হয় না। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যৈকদেশত্বরূপ হেতু, যাহা পূর্ব্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ। আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্য, তাৎপর্য্যদ্বারাই বাক্য ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্য অর্থ—পদার্থের সংসর্গ। বাক্যের ঘটক পদ পদার্থের প্রতিপাদক এবং বাক্য তাৎপর্য্যদ্বারা পদার্থের সংসর্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সংসৃষ্ট পদার্থ ই বাক্যার্থ। ব্রহ্ম পদার্থের সংসর্গ-রূপ নহেন। অসংসর্গরূপ ব্রহ্ম বাক্যার্থই হইতে পারেন না। সংসর্গই বাক্যার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সত্যাদি বাক্য

চেন্ন, বাক্যে শক্তিলক্ষণয়োরভাবেন ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিপাদ্যত্বাসম্ভবেনাসিদ্ধত্বাদুক্তহেতোঃ বাক্যার্থত্বস্যাসংসর্গরূপে ব্রহ্মণ্যসিদ্ধেঃ, সত্যাদিপদং ব্রহ্মবাচকং অন্যাবাচকত্বে সতি সাধুপদত্বাৎ যদেবং তদেবং নারায়ণাদিপদবৎ। ব্রহ্ম কিঞ্চিৎপদবাচ্যং লক্ষ্যত্বাৎ তীরাদিবদিতি প্রতিরোধাৎ। "এতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" (৩।৮।৮ বৃঃ) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইতি স্মৃতেশ্চ। ৮১।

কিঞ্চ সত্যাদিপদানাং ক্বচিৎ শক্তিং বিনা তৎসমূহস্য বাক্যত্বানুপপত্তেঃ। নিরর্থকপদসমূহস্যাপি বাক্যত্বে জরদ্গবাদিখপুষ্পশশশৃঙ্গাদিপদসমূহস্যাপি লক্ষণয়া ব্রহ্মপরত্বং চ স্যাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মণোঽবাচ্যশব্দ-বাচ্যত্বং ন বা? আদ্যে বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ে তেন নোচ্যতে চেৎ তর্হি অবাচ্যত্বাসিদ্ধ্যা সুতরাং বাচ্য-

---

শক্তিদ্বারা, লক্ষণাদ্বারা এবং তাৎপর্য্যদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না। ব্রহ্ম শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদ্যও যদি না হয়, তবে কোনও প্রমাণবেদ্যই হইল না বলিয়া তাহা খপুষ্পাদির মতই অসৎ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—"সত্যাদিপদং ব্রহ্মবাচকম্, অন্যাবাচকত্বে সতি সাধুপদত্বাৎ, যদেবং তদেবং নারায়ণাদি-পদবৎ" অর্থাৎ সত্যাদি পদ ব্রহ্মেরই বাচক হইবে, যেহেতু সত্যাদি পদ সাধু পদ এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অবাচক। সাধু পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হইয়া থাকে। ব্রহ্মাতিরিক্তের অবাচক সাধুপদ ব্রহ্মেরই বাচক হইবে। যেমন নারায়ণাদি পদ ব্রহ্মের বাচক হইয়া থাকে। এই অনুমানদ্বারা ব্রহ্ম সত্যাদিপদবাচ্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকেন। এইরূপ "ব্রহ্ম কিঞ্চিৎপদবাচ্যং লক্ষ্যত্বাৎ তীরাদিবৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্য হইবেন, যেহেতু তাহা সত্যাদিপদের লক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। যাহা কোনও পদের লক্ষ্য, তাহা অবশ্যই, কোনও পদের বাচ্য হইয়া থাকে; যেমন গঙ্গাপদের লক্ষ্য তীর, তীরপদের বাচ্য হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে পদের শক্য স্বীকার না করিলেও পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম যদি কোনও পদের বাচ্য হন, তবে সত্যাদি পদকেই তাঁহার বাচক বলিতে হইবে। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী যে—সত্যাদি পদ ব্রহ্মের বাচক হয় না বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা এই দুইটি প্রতিরোধানুমানদ্বারা নিরস্ত হইল। আমাদের প্রদর্শিত দুইটি প্রতিরোধানুমান শ্রুতিমূলক; শ্রুতিও ইহাই বলিয়াছেন—"এতমেব ব্রহ্ম ইত্যাচক্ষতে" "তদেতদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে ব্রহ্মপদবাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারাও উক্ত অর্থই সমর্থিত হইয়াছে। ৮১।

আরও কথা এই যে—সত্যাদি পদের কোনও স্থলেই শক্তি স্বীকার না করিলে তাহারা সর্ব্বথা অবাচক পদ হইবে, কিন্তু অবাচক পদসমূহ বাক্য হইতে পারে না। অবাচক পদই নিরর্থক পদ। নিরর্থক পদসমূহও বাক্য হইলে "জরদ্গবাদি" পদসমূহের এবং "খপুষ্প" "শশশৃঙ্গাদি" পদসমূহেরও লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মপরত্ব সিদ্ধ হইত। আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে অবাচ্য বলেন; ব্রহ্ম কোনও পদেরই বাচ্য নহেন,—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ব্রহ্ম "অবাচ্য" শব্দের বাচ্য কি না? যদি ব্রহ্ম অবাচ্য শব্দের বাচ্য হন, তবে ব্রহ্মের বাচ্যত্বই সিদ্ধ হইল। আর যদি ব্রহ্ম অবাচ্য শব্দের বাচ্যই না হন, তবে অবাচ্য শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে বলা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব সিদ্ধ হইল না বলিয়া বাচ্যত্বেরই আপত্তি হইবে। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম "অবাচ্য" পদের লক্ষ্যই বটে; এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ যে শব্দের মুখ্য অর্থ নাই, তাহার লক্ষ্য অর্থও থাকিতে পারে না। অবাচ্য শব্দের মুখ্য অর্থ—অবাচ্য বস্তু; অবাচ্য বস্তু যে সম্ভাবিত নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং অবাচ্য শব্দের শক্য অর্থ নাই বলিয়া শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সম্ভাবিত নহে।

ত্বাপত্তিঃ। ন চ তস্যাপি লক্ষ্যত্বমেবেতি বাচ্যম্, অবাচ্যরূপমুখ্যার্থস্যাভাবেন শক্যসম্বন্ধরূপলক্ষণাসম্ভবাৎ, অনবস্থাপত্তেশ্চ। ভাবে বা নাবাচ্যং কিন্তু তীরবৎ অবাচ্যরূপমুখ্যার্থসম্বন্ধিমাত্রমিত্যর্থঃ স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি—অবাচ্যশব্দে কা বা লক্ষণা অভিপ্রেতা? জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, ভাগত্যাগলক্ষণা বা? নাদ্যা, গঙ্গাশক্যস্য ত্যাগেনাগঙ্গারূপতীরে লক্ষণাবৎ অবাচ্যপদশক্যরূপস্য বচনাবিষয়রূপস্য ত্যাগেন অশক্যে বাচ্যরূপে লক্ষণা স্যাৎ, অবাচ্যপদলক্ষ্যং বাচ্যমিত্যর্থোঽঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ। নাপি দ্বিতীয়া, বাচ্যত্বাবিশেষাৎ ত্বন্মতেঽনঙ্গীকারাদদ্বৈতভঙ্গাচ্চ। নাপি তৃতীয়া, অভাগে ভাগদ্বয়াভাবাৎ। ৮২।

নন্বু অবাচ্যরূপমুখ্যার্থাভাবেঽপি নঞ্‌সমভিব্যাহৃতবাচ্যশব্দেন বাচ্যত্বাত্যন্তাভাববোধনদ্বারা স্বরূপে লক্ষণয়া পর্য্যবসানমিতি চেন্ন, বাচ্যত্বাত্যন্তাভাববৈশিষ্ট্যস্য শক্ত্যা বোধনে বাচ্যত্বসিদ্ধেঃ মুখ্যার্থং বিনা

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মকে অবাচ্যপদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষও হইবে। কারণ লক্ষক পদ স্ববাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুকেই বুঝাইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্মবস্তুরও তাদৃশ জ্ঞান অপেক্ষিত। সর্ব্বথা অজ্ঞাত বস্তুতে পদের লক্ষণা হয় না। এজন্য ব্রহ্মের জ্ঞানের জন্য ব্রহ্মের লক্ষক পদান্তর প্রয়োগ করিতে হইবে; সেই লক্ষক পদও জ্ঞাত ব্রহ্মেরই লক্ষক হইবে বলিয়া ব্রহ্মের জ্ঞানের জন্য আবার ব্রহ্মের লক্ষক পদান্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। আর এইরূপে অনবস্থাদোষই হইবে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ মনে করেন যে—অবাচ্য শব্দের মুখ্য অর্থ অবাচ্য বস্তু আছে, তবে ব্রহ্ম আর অবাচ্য হইল না; কিন্তু তীর যেমন গঙ্গাপদের মুখ্য অর্থের সম্বন্ধী, এইরূপ ব্রহ্মও অবাচ্য শব্দের লক্ষ্য বলিয়া অবাচ্য পদের মুখ্য অর্থের সম্বন্ধী। ব্রহ্ম অবাচ্য বস্তুর সম্বন্ধী হইল বলিয়া ব্রহ্মকে অবাচ্য বলা যায় না। যেমন প্রবাহের সম্বন্ধী তীরকে প্রবাহ বলা যায় না। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে—পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে অবাচ্য শব্দেরও বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু অবাচ্য পদের লক্ষ্য বলিয়াই স্বীকার করেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অবাচ্য পদ কীদৃশ লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়? ব্রহ্মে অবাচ্য পদের লক্ষণা কি জহৎস্বার্থা? অথবা অজহৎস্বার্থা? অথবা ভাগত্যাগলক্ষণা? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। অবাচ্য পদের জহৎস্বার্থলক্ষণা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বাচ্যত্বই সিদ্ধ হইবে। কারণ গঙ্গাপদের তীরে জহৎস্বার্থলক্ষণা হইয়া থাকে। জহৎস্বার্থলক্ষণাদ্বারা গঙ্গাপদ অগঙ্গারূপ তীরের যেমন লক্ষক হইয়া থাকে, এইরূপ অবাচ্যপদও স্বীয় শক্যার্থ বচনাবিষয়রূপ অর্থ ত্যাগ করিয়া শক্য অর্থাৎ বাচ্যরূপ অর্থের লক্ষক হইবে। আর তাহাতে অবাচ্য পদলক্ষ্য ব্রহ্ম "বাচ্য" এই অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি অজহৎস্বার্থলক্ষণা স্বীকার করা যায়, তবে অবাচ্য পদের শক্য অর্থের সহিত ব্রহ্ম পদার্থের লক্ষক হইল বলিয়া অবাচ্যপদলক্ষ্য বাচ্যই হইয়া পড়িবে। আর ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকারও করেন না। অবাচ্যপদের শক্যার্থ-সহকৃত ব্রহ্মই অবাচ্যপদের লক্ষ্য এরূপ অদ্বৈতবাদীগণ স্বীকার করেন না এবং তাহাতে অদ্বৈতমতের ভঙ্গই হয়।

এইরূপ ভাগত্যাগলক্ষণাও অসঙ্গত। কারণ সভাগ অর্থাৎ সাংশ বস্তুই ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারে; কিন্তু অভাগ অর্থাৎ নিরংশ বস্তু ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম অভাগ অর্থাৎ নিরংশ। সুতরাং নিরংশ ব্রহ্ম ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। ৮২।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম অবাচ্য হইলেও অবাচ্যশব্দ সমস্তপদ বলিয়া তাহার কোন শক্যার্থ নাই; কিন্তু নঞ্‌সমভিব্যাহৃত বাচ্যশব্দদ্বারা বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাব প্রতিপাদিত হয় এবং বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাবপ্রতিপাদনদ্বারা অবাচ্যশব্দ বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপে লক্ষণাদ্বারা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম অবাচ্যশব্দেরও লক্ষ্যই বটে।

লক্ষণায়াশ্চাসম্ভবাৎ। যত্র লক্ষ্যত্বং তত্র বাচ্যত্বমিতি ব্যাপ্তিবৎ যল্লক্ষ্যং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্ত্যভাবাৎ, দৃষ্টান্তাভাবাচ্চ ইতি। কিঞ্চ লক্ষ্যপদেনাপি লক্ষ্যত্বে তীরস্য অগঙ্গাত্ববৎ ব্রহ্মণঃ অলক্ষ্যত্বাপত্তিঃ। ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাদিষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম্, বাচ্যত্বাভাবমাত্রেণ লক্ষ্যত্বব্যবহারঃ, লক্ষ্যত্বাভাবমাত্রেণ বাচ্যত্বব্যবহারশ্চ স্যাৎ। তত্রাপি ইষ্টাপত্তৌ শব্দসামান্যবাচ্যলক্ষ্যবহির্ভূতস্য অবস্তুত্বেন অপ্রামাণিকতয়া ব্রহ্মাসিদ্ধাপত্তেঃ। ন চ শক্তেরেব নিষেধ ইতি বাচ্যম্, কিঞ্চিৎপদশক্যত্বাভাবে লক্ষণাসম্ভবাৎ। ৮৩।

ন চ পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাদিত্যত্র পদত্বং নাম কিং সুপ্‌তিঙন্তত্বং বা শক্তত্বং বা? নাদ্যঃ, সমাসপদস্যাশক্তত্বেন রাজপুরুষাদৌ ব্যভিচারাৎ। নান্ত্যঃ, সাধ্যবৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্, অসমস্তত্বে সতি ব্যাকরণাদিনিষ্পন্নত্বরূপসাধুপদস্য হেতুত্বাৎ। সত্যাদিবাক্যং বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবচ্ছব্দযুক্তং

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অবাচ্যশব্দ যদি শক্তিদ্বারা বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাবের বৈশিষ্ট্যের বোধক হয়, তবেই অবাচ্যপদের বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ হইবে। পদের বাচ্য অর্থই পদের মুখ্য অর্থ। যে পদের মুখ্য অর্থই নাই, সেই পদের লক্ষ্য অর্থও নাই। পদের মুখ্যার্থ না থাকিলে সেই পদের লক্ষণাও হইতে পারে না। শক্যসম্বন্ধই লক্ষণা, এইরূপ মনে করিয়াই মূলকার প্রদর্শিত কথা বলিয়াছেন। যাহা কোনও পদের লক্ষ্য হয়, তাহা কোনও পদের বাচ্যও হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য হইলে তাহা অবশ্যই বাচ্যও হইবে; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী লক্ষ্য ব্রহ্মকে বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের মতে প্রদর্শিত ব্যাপ্তি বা নিয়ম রক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহাই দোষ। যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এতাদৃশ ব্যাপ্তিগ্রহের কোনও স্থলও নাই। ব্যাপ্তিগ্রহস্থানকেই দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত না থাকিলে ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য বলিয়া তাহা অবাচ্য হইবে এইরূপ কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম লক্ষ্য পদেরও লক্ষ্য হইলে গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের অগঙ্গাত্বের মত লক্ষ্যপদলক্ষ্য ব্রহ্মেরও অলক্ষ্যত্বাপত্তি হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্মও নাই; সুতরাং ব্রহ্মের অলক্ষ্যত্ব ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে বাচ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া যদি তাহাতে লক্ষ্যত্ব ব্যবহার হয়, তবে ব্রহ্মে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া বাচ্যত্ব ব্যবহারও হওয়া উচিত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ ইষ্টাপত্তি করেন, তবে ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সমস্ত শব্দের অবাচ্য এবং অলক্ষ্য, তাহা অবস্তু—অপ্রামাণিক বলিয়া অবাচ্য ও অলক্ষ্য ব্রহ্মের সিদ্ধিই হইতে পারে না।

যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে—কোনও পদ শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় না বলিয়া আমরা ব্রহ্মে পদশক্যত্বেরই নিষেধ করিয়া থাকি। ব্রহ্ম পদশক্য নহে বলিয়া তাহার অসিদ্ধি হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যাহা অশক্য, তাহা অলক্ষ্যও বটে। অশক্য ও অলক্ষ্য অবস্তু—অপ্রামাণিক। ৮৩।

অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—সিদ্ধান্তী যে পরমার্থশব্দ, সৎশব্দ, জ্ঞানশব্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক হইবে বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহারা কি মনে করেন—পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হয়? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদের মতে এইরূপ অনুমান হইবে যে—সদাদি পদ কোনও অর্থের বাচক হইবে, যেহেতু তাহা পদ; যাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয়, যেমন ঘটাদি পদ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—"পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাৎ" এই অনুমানে পদত্ব হেতুটি কি? অর্থাৎ পদ কাহাকে বলে। সুপ্‌তিঙন্তই পদ? অথবা শক্তিমান্‌ই পদ? যদি সুবন্ত তিঙন্ত শব্দকেই পদ বলা যায়, তবে রাজপুরুষাদি সমস্ত শব্দও সুবন্ত হইয়াছে বলিয়া

বাক্যত্বাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ। "বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব" ইত্যাদাবপি বিষভুজ্যাদিপদানাং প্রকৃতবোধবিশেষার্থা-বাচকত্বেঽপি বিষাদের্বাচকত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। ৮৪।

কিঞ্চ অবাচ্যত্বে লক্ষ্যত্বানুপপত্তিঃ, বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞাতস্যৈব লক্ষ্যত্বাৎ। তজ্জ্ঞানঞ্চ ন শব্দভিন্ন-প্রমাণোপপাদ্যং ব্রহ্মণ উপনিষদেকগম্যত্বাৎ। নাপি স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধে শব্দবৈয়র্থ্যাৎ, অবাচ্যশব্দস্য চ লক্ষকস্যৈব বক্তব্যত্বাৎ, তত্রাপি বাচ্যসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বে অনবস্থাপত্তেঃ। ন চ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতয়া নিত্য-সিদ্ধত্বেঽপি আবরণাভিভাবকবৃত্তিজননেন শাস্ত্রস্য সার্থক্যম্, স্বপ্রকাশস্যাবরণাসম্ভবাৎ। ন চ নিমিত্তাভাবান্

তাহাও পদ হইবে। আর যাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয় বলিয়া সমস্ত রাজপুরুষপদও কোনও অর্থের বাচক হওয়া উচিত। অথচ রাজপুরুষ এই সমুদায় ভাগের কোনও শক্য অর্থ নাই। এজন্য সুবন্তাদি পদ হইলে রাজপুরুষাদি পদেই পদত্বহেতুর ব্যভিচার হইবে। রাজপুরুষাদি শব্দে পদত্ব হেতু আছে, অথচ কোনও অর্থের বাচকত্ব নাই। আর যদি শক্তিমত্ত্বরূপ শক্তত্বকে হেতু বলা যায়, তবে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিশিষ্টতা হইবে অর্থাৎ সাধ্য ও হেতু একই হইয়া পড়িবে। কোনও অর্থের বাচকত্বই সাধ্য এবং শক্তত্বও কোনও অর্থের বাচকত্ব। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা সদাদি পদের বাচকত্ব সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদত্বহেতুর প্রদর্শিত দুইটি অর্থই আমরা স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রদর্শিত দ্বিবিধ পদত্বই আমরা স্বীকার করি না। আমাদের মতে যাহা অসমস্ত ও ব্যাকরণাদির দ্বারা নিষ্পন্ন সাধু শব্দ, তাহাই পদ। সদাদি পদ অসমস্তও বটে এবং ব্যাকরণাদিদ্বারা নিষ্পন্নও বটে। এজন্য সদাদি পদ অবশ্যই কোনও অর্থের বাচক হইবে। এইরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইবে, যেহেতু তাহা বাক্য; যাহা বাক্য, তাহা বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইয়াছে।

যদি বলা যায়—শত্রুর গৃহে ভোজননিষেধ অভিপ্রায়ে "বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব" অর্থাৎ "বিষ খাও" ইত্যাদি বাক্যে বাক্যত্ব হেতু থাকিলেও তাহা বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হয় নাই। উক্ত বাক্যদ্বারা বিষ ভোজন করিতে বলা হয় নাই; কিন্তু শত্রুর গৃহে ভোজনের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থতাৎপর্য্যযুক্ত নহে বলিয়া বাক্যত্বহেতুর ব্যভিচারই হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিষ পদ ও ভুজি ধাতু প্রকৃত বোধের বিষয়ীভূত অর্থের বাচক না হইলেও তাহা বিষাদি অর্থের বাচকই বটে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থ-রহিত নহে। বিষাদি পদের বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচারদোষ নাই। ৮৪।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে তাহা লক্ষ্যও হইতে পারিবে না। বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুই লক্ষ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হইলেই লক্ষ্য হইতে পারিবে। বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান শব্দভিন্ন প্রমাণদ্বারা হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম উপনিষন্মাত্রপ্রমাণগম্য। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবে,—এরূপও বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎপ্রমাণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—অবাচ্যশব্দদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইতে পারিবে, এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম অবাচ্যশব্দের লক্ষ্য; কিন্তু বাচ্য নহে। অবাচ্যশব্দ লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক—ইহাই বলিতে হইবে। বাচ্য-সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাতই লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অবাচ্যশব্দ লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইলে সেই ব্রহ্মও পদান্তর-বাচ্যসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্ম সেই পদান্তরেরও লক্ষ্য হইলে অন্য পদান্তরের বাচ্যসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষই হইয়া পড়িবে। এই দোষ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

লক্ষণায়াশ্চাসম্ভবাৎ। যত্র লক্ষ্যত্বং তত্র বাচ্যত্বমিতি ব্যাপ্তিবৎ যল্লক্ষ্যং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্ত্যভাবাৎ, দৃষ্টান্তাভাবাচ্চ ইতি। কিঞ্চ লক্ষ্যপদেনাপি লক্ষ্যত্বে তীরস্য অগঙ্গাত্ববৎ ব্রহ্মণঃ অলক্ষ্যত্বাপত্তিঃ। ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাদিষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম্, বাচ্যত্বাভাবমাত্রেণ লক্ষ্যত্বব্যবহারঃ, লক্ষ্যত্বাভাবমাত্রেণ বাচ্যত্বব্যবহারশ্চ স্যাৎ। তত্রাপি ইষ্টাপত্তৌ শব্দসামান্যবাচ্যলক্ষ্যবহির্ভূতস্য অবস্তুত্বেন অপ্রামাণিকতয়া ব্রহ্মাসিদ্ধাপত্তেঃ। ন চ শক্তেরেব নিষেধ ইতি বাচ্যম্, কিঞ্চিৎপদশক্যত্বাভাবে লক্ষণাসম্ভবাৎ। ৮৩।

ন চ পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাদিত্যত্র পদত্বং নাম কিং সুপ্‌তিঙন্তত্বং বা শক্তত্বং বা? নাদ্যঃ, সমাসপদস্যাশক্তত্বেন রাজপুরুষাদৌ ব্যভিচারাৎ। নান্ত্যঃ, সাধ্যবৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্, অসমস্তত্বে সতি ব্যাকরণাদিনিষ্পন্নত্বরূপসাধুপদস্য হেতুত্বাৎ। সত্যাদিবাক্যং বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবচ্ছব্দযুক্তং

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অবাচ্যশব্দ যদি শক্তিদ্বারা বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাবের বৈশিষ্ট্যের বোধক হয়, তবেই অবাচ্যপদের বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ হইবে। পদের বাচ্য অর্থই পদের মুখ্য অর্থ। যে পদের মুখ্য অর্থই নাই, সেই পদের লক্ষ্য অর্থও নাই। পদের মুখ্যার্থ না থাকিলে সেই পদের লক্ষণাও হইতে পারে না। শক্যসম্বন্ধই লক্ষণা, এইরূপ মনে করিয়াই মূলকার প্রদর্শিত কথা বলিয়াছেন। যাহা কোনও পদের লক্ষ্য হয়, তাহা কোনও পদের বাচ্যও হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য হইলে তাহা অবশ্যই বাচ্যও হইবে; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী লক্ষ্য ব্রহ্মকে বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের মতে প্রদর্শিত ব্যাপ্তি বা নিয়ম রক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহাই দোষ। যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এতাদৃশ ব্যাপ্তিগ্রহের কোনও স্থলও নাই। ব্যাপ্তিগ্রহস্থানকেই দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত না থাকিলে ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য বলিয়া তাহা অবাচ্য হইবে এইরূপ কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম লক্ষ্য পদেরও লক্ষ্য হইলে গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের অগঙ্গাত্বের মত লক্ষ্যপদলক্ষ্য ব্রহ্মেরও অলক্ষ্যত্বাপত্তি হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্মও নাই; সুতরাং ব্রহ্মের অলক্ষ্যত্ব ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে বাচ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া যদি তাহাতে লক্ষ্যত্ব ব্যবহার হয়, তবে ব্রহ্মে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া বাচ্যত্ব ব্যবহারও হওয়া উচিত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ ইষ্টাপত্তি করেন, তবে ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সমস্ত শব্দের অবাচ্য এবং অলক্ষ্য, তাহা অবস্তু—অপ্রামাণিক বলিয়া অবাচ্য ও অলক্ষ্য ব্রহ্মের সিদ্ধিই হইতে পারে না।

যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে—কোনও পদ শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় না বলিয়া আমরা ব্রহ্মে পদশক্যত্বেরই নিষেধ করিয়া থাকি। ব্রহ্ম পদশক্য নহে বলিয়া তাহার অসিদ্ধি হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যাহা অশক্য, তাহা অলক্ষ্যও বটে। অশক্য ও অলক্ষ্য অবস্তু—অপ্রামাণিক। ৮৩।

অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—সিদ্ধান্তী যে পরমার্থশব্দ, সৎশব্দ, জ্ঞানশব্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক হইবে বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহারা কি মনে করেন—পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হয়? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদের মতে এইরূপ অনুমান হইবে যে—সদাদি পদ কোনও অর্থের বাচক হইবে, যেহেতু তাহা পদ; যাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয়, যেমন ঘটাদি পদ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—"পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাৎ" এই অনুমানে পদত্ব হেতুটি কি? অর্থাৎ পদ কাহাকে বলে। সুপ্‌তিঙন্তই পদ? অথবা শক্তিমান্ই পদ? যদি সুবন্ত তিঙন্ত শব্দকেই পদ বলা যায়, তবে রাজপুরুষাদি সমস্ত শব্দও সুবন্ত হইয়াছে বলিয়া

বাক্যত্বাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ। "বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব" ইত্যাদাবপি বিষভুজ্যাদিপদানাং প্রকৃতবোধবিশেষার্থা-বাচকত্বেঽপি বিষাদের্বাচকত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। ৮৪।

কিঞ্চ অবাচ্যত্বে লক্ষ্যত্বানুপপত্তিঃ, বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞাতস্যৈব লক্ষ্যত্বাৎ। তজ্জ্ঞানঞ্চ ন শব্দভিন্ন-প্রমাণোপপাদ্যং ব্রহ্মণ উপনিষদেকগম্যত্বাৎ। নাপি স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধে শব্দবৈয়র্থ্যাৎ, অবাচ্যশব্দস্য চ লক্ষকস্যৈব বক্তব্যত্বাৎ, তত্রাপি বাচ্যসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বে অনবস্থাপত্তেঃ। ন চ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতয়া নিত্য-সিদ্ধত্বেঽপি আবরণাভিভাবকবৃত্তিজননেন শাস্ত্রস্য সার্থক্যম্, স্বপ্রকাশস্যাবরণাসম্ভবাৎ। ন চ নিমিত্তাভাবান্ন

তাহাও পদ হইবে। আর যাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয় বলিয়া সমস্ত রাজপুরুষপদও কোনও অর্থের বাচক হওয়া উচিত। অথচ রাজপুরুষ এই সমুদায় ভাগের কোনও শক্য অর্থ নাই। এজন্য সুবন্তাদি পদ হইলে রাজপুরুষাদি পদেই পদত্বহেতুর ব্যভিচার হইবে। রাজপুরুষাদি শব্দে পদত্ব হেতু আছে, অথচ কোনও অর্থের বাচকত্ব নাই। আর যদি শক্তিমত্ত্বরূপ শক্তত্বকে হেতু বলা যায়, তবে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিশিষ্টতা হইবে অর্থাৎ সাধ্য ও হেতু একই হইয়া পড়িবে। কোনও অর্থের বাচকত্বই সাধ্য এবং শক্তত্বও কোনও অর্থের বাচকত্ব। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা সদাদি পদের বাচকত্ব সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদত্বহেতুর প্রদর্শিত দুইটি অর্থই আমরা স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রদর্শিত দ্বিবিধ পদত্বই আমরা স্বীকার করি না। আমাদের মতে যাহা অসমস্ত ও ব্যাকরণাদির দ্বারা নিষ্পন্ন সাধু শব্দ, তাহাই পদ। সদাদি পদ অসমস্তও বটে এবং ব্যাকরণাদিদ্বারা নিষ্পন্নও বটে। এজন্য সদাদি পদ অবশ্যই কোনও অর্থের বাচক হইবে। এইরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইবে, যেহেতু তাহা বাক্য; যাহা বাক্য, তাহা বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইয়াছে।

যদি বলা যায়—শত্রুর গৃহে ভোজননিষেধ অভিপ্রায়ে "বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব" অর্থাৎ "বিষ খাও" ইত্যাদি বাক্যে বাক্যত্ব হেতু থাকিলেও তাহা বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হয় নাই। উক্ত বাক্যদ্বারা বিষ ভোজন করিতে বলা হয় নাই; কিন্তু শত্রুর গৃহে ভোজনের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থতাৎপর্য্যযুক্ত নহে বলিয়া বাক্যত্বহেতুর ব্যভিচারই হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিষ পদ ও ভুজি ধাতু প্রকৃত বোধের বিষয়ীভূত অর্থের বাচক না হইলেও তাহা বিষাদি অর্থের বাচকই বটে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থ-রহিত নহে। বিষাদি পদের বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচারদোষ নাই। ৮৪।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে তাহা লক্ষ্যও হইতে পারিবে না। বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুই লক্ষ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হইলেই লক্ষ্য হইতে পারিবে। বাচ্যার্থসম্বন্ধিরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান শব্দভিন্ন প্রমাণদ্বারা হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম উপনিষন্মাত্রপ্রমাণগম্য। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবে,—এরূপও বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎপ্রমাণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—অবাচ্যশব্দদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইতে পারিবে, এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম অবাচ্যশব্দের লক্ষ্য; কিন্তু বাচ্য নহে। অবাচ্যশব্দ লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক—ইহাই বলিতে হইবে। বাচ্য-সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাতই লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অবাচ্যশব্দ লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইলে সেই ব্রহ্মও পদান্তর-বাচ্যসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্ম সেই পদান্তরেরও লক্ষ্য হইলে অন্য পদান্তরের বাচ্যসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষই হইয়া পড়িবে। এই দোষ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

বাচকত্বম্, সত্যাদিপদানাং লক্ষকত্বে সিদ্ধে নিমিত্তাভাবঃ, তস্মিংশ্চ লক্ষকত্বমিতি অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ। ন চ নির্ব্বিশেষবাক্যেন নিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ, নির্ব্বিশেষবাক্যস্য স্বরূপমাত্রপরত্বে প্রবৃত্তিনিমিত্তাবিরোধিত্বং নির্ব্বিশেষত্ববিশিষ্টপরত্বে চ তস্যৈব সত্ত্বে নির্ব্বিশেষপদবাচ্যস্যৈব সিদ্ধেঃ। ৮৫।

ন চ অবান্তরতাৎপর্য্যজন্যবোধেন বিশেষাভাববিষয়কেন নিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ, নির্ব্বিশেষত্বস্যৈব বিশেষত্বেন বিশেষমাত্রনিষেধস্য স্বব্যাহতত্বাৎ। তস্মাৎ সমস্তদোষগন্ধানাঘ্রাতমাহাত্ম্যমচিন্ত্যানন্তাপরিমিত-স্বাভাবিকসদ্‌গুণশক্ত্যাদিবরুণালয়ং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রপ্রমাণৈকগম্যমিতি সিদ্ধম্। বিশেষার্থস্তু সিদ্ধান্তজাহ্নব্যাং দ্রষ্টব্যঃ। শ্রুত্যর্থস্তু—যতো দেশাদিপরিচ্ছেদশূন্যাৎ বিশ্বান্তরাত্মনো মুক্তোপ-সৃপ্যাৎ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ, মনসেতি—মনসা সহিতা বাচঃ তৎপ্রতিপাদনে প্রবৃত্তা অপি নিবর্ত্তন্তে ইত্যন্বয়ঃ।

যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে—স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য ব্যর্থ হইবে না; কারণ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা নিত্যসিদ্ধ হইলেও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অজ্ঞানাবরণের নাশক বৃত্তিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবাক্যের আবশ্যকতা আছে। বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তিজ্ঞানই ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদি-গণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আবরণ অসম্ভব।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম নাই; এজন্য ব্রহ্ম কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এজন্য সত্যাদি পদও ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না। এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সত্যাদি পদের ব্রহ্মলক্ষকত্ব সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মে সত্যাদি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইবে এবং প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইলে সত্যাদি পদের ব্রহ্মলক্ষকত্ব সিদ্ধ হইবে—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইবে।

যদি বলা যায়—সত্যাদি পদের লক্ষকত্বসিদ্ধিপ্রযুক্ত ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইবে—এরূপ আমরা বলি না; আর তাহাতে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইবে না। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য-দ্বারাই ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ নির্ব্বিশেষবাক্যের ব্রহ্মস্বরূপমাত্রপরত্ব সিদ্ধ হইলে নির্ব্বিশেষবাক্যদ্বারা ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাবপ্রতিপাদনে নহে; কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র-প্রতিপাদনে। যে বাক্যের তাৎপর্য্য যাহাতে নাই, সেই বাক্যদ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপতাৎপর্য্যক বাক্য হইতে ব্রহ্মস্বরূপ সিদ্ধ হইলেও সেই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাবে বাক্যের তাৎপর্য্যই নাই। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপপর নির্ব্বিশেষ বাক্য ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের বিরোধী নহে। আর যদি নির্ব্বিশেষবাক্য নির্ব্বিশেষত্ববিশিষ্টপর হয়, তবে ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ পদবাচ্যই হইবে। ৮৫।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—নির্ব্বিশেষ বাক্য পরমতাৎপর্য্যদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের বোধক হইলেও অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা উক্ত বাক্য ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাবের প্রতিপাদক হইবে। যাবদ্‌বিশেষধর্ম্মের অভাবই উক্ত বাক্যের অবান্তরতাৎপর্য্যজন্য বোধের বিষয় হইবে। নির্ব্বিশেষবাক্য অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা যাবদ্বিশেষের অভাব প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরমতাৎপর্য্যদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বাক্য ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের বিরোধীই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। ব্রহ্মে বিশেষমাত্রের নিষেধকবাক্য ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্ব ধর্ম্মের উপস্থাপন না করিয়া বিশেষমাত্রের নিষেধ করিতে পারে না। নির্ব্বিশেষত্বও একটি বিশেষ; সুতরাং নির্ব্বিশেষবাক্য

নিবর্ত্তনে হেতুমাহ—অপ্রাপ্যেতি। তৎস্বরূপগুণাদীয়ত্তামলব্ধ্বা অকৃতার্থা ইব নিবর্ত্তন্তে, অনন্তত্বেন কার্ৎস্ন্যাগোচরত্বাৎ। যথা অগাধতোয়াব্ধৌ প্রবিষ্টা জনা যথাশক্তি তমবগাহ্য তদগাধতামপ্রাপ্য পুনরাবর্ত্তন্তে অগাধত্বাৎ, স্নানপানাদিদৃষ্টফলৈঃ কৃতার্থা অপি তৎতলস্পর্শমাত্রে অকৃতার্থাঃ, ন হি এতাবতা তেষাং বলহানিঃ অগাধত্বাদেব, তথা বেদা অপি তৎস্বরূপাদিগুণনির্ণয়ে প্রবৃত্তা যথাধিকারং সর্ব্বাধিকারিভ্যঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়-সাধনাদিজ্ঞাপনরূপভগবৎকৈঙ্কর্য্যপালনেন কৃতার্থা অপি তদিয়ত্তাদিনির্ণয়মাত্রে অকৃতার্থাঃ। অতঃ সাধূক্তমকৃতার্থা ইবেতি। তথাভূতমকৃতার্থত্বং তেষাং ভূষণমেব, ভগবদৈশ্বর্য্যাত্মনন্তত্বদ্যোতকত্বাৎ। এতেন বেদানাং তদিয়ত্তাজ্ঞানাৎ অজ্ঞত্বপ্রসঙ্গোঽপি নিরস্তঃ। যদি ইয়ত্তা স্যাৎ বেদাশ্চ ন জানীয়ুঃ, তদা উক্তশঙ্কাব-কাশঃ, ন তু তদস্তি, প্রমাণাভাবাৎ। ন হি খপুষ্পাদিগন্ধাগ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়শক্তিহানিঃ তস্যাত্যন্তাভাবাৎ। অন্যথা "সাঙ্গো বেদো যদি বা ন বেদো" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মণোঽপি সার্ব্বজ্ঞ্যহানিপ্রসঙ্গাৎ। স পুরুষোত্তমঃ

বিশেষমাত্রের নিষেধক হইলে স্বব্যাঘাতক হইয়া পড়িবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অনাঘ্রাত মাহাত্ম্যযুক্ত, অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরিমিত, স্বাভাবিক সদ্গুণ-শক্ত্যাদির সাগর শ্রীপুরুষোত্তম নামধেয় পরব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রমাত্রপ্রমাণ-গম্য—ইহাই সিদ্ধ হইল। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সিদ্ধান্তজাহ্নবী গ্রন্থে দেখিতে হইবে। সুতরাং "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির অদ্বৈতবাদিসম্মত অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইল। আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে এই শ্রুতির অর্থ এই যে—"যতঃ"—দেশাদিপরিচ্ছেদশূন্য বিশ্বের অন্তরাত্মা মুক্ত পুরুষগণের উপগম্য শ্রীপুরুষোত্তম হইতে "মনসা"—মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই পুরুষোত্তমপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন—"অপ্রাপ্য"—সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়া অকৃতার্থের মত মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তম অনন্ত গুণশালী বলিয়া সমগ্ররূপে তিনি মন ও বাক্যের বিষয় হইতে পারেন না। যেমন অগাধ—অতলস্পর্শ সমুদ্রে প্রবিষ্ট জনগণ যথাশক্তি তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু সমুদ্র অগাধ, এজন্য তাহার গাধলাভ সম্ভাবিত নহে; তাহার গাধলাভ সম্ভাবিত না হইলেও সমুদ্রে স্নান-পানাদিজন্য দৃষ্টফলসমূহদ্বারা সমুদ্রপ্রবিষ্ট জনগণ কৃতার্থ হইয়াও সমুদ্রের তলস্পর্শমাত্রে অকৃতার্থ হইয়া থাকে; এজন্য সমুদ্রপ্রবিষ্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল অগাধ বলিয়াই সমুদ্রের তলস্পর্শ তাহারা করিতে পারে নাই। তলস্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া সমুদ্রপ্রবিষ্ট জনগণ হীনবল—ইহা সিদ্ধ হয় না; এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ-গুণাদিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অধিকারী পুরুষের অধিকারানুসারে সমস্ত অধিকারীদিগকে ধর্ম্মার্থাদি পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধন ইতিকর্ত্তব্যতাদি জ্ঞাপনরূপ ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও শ্রীপুরুষোত্তমের ইয়ত্তানির্ণয়মাত্রে তাহারা অকৃতার্থ হইয়া থাকে। অতএব সমুদ্র-প্রবিষ্ট জনগণের অকৃতার্থতার মত ভগবৎপ্রতিপাদনে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা—যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সমীচীন। ভগবদিয়ত্তানির্ণয়ে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভূষণই বটে। এই অকৃতার্থতাদ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্যের অনন্তত্ব দ্যোতিত হইয়াছে। বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়া বেদবাক্য-সমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক—এরূপ দোষও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদ যদি তাহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত; কিন্তু ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই; ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাতে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুসুমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানি হয় না। আকাশকুসুমের গন্ধগ্রহণ অত্যন্ত অসম্ভাবিত, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসম্ভাবিত। অন্যথা—"সাঙ্গো বেদ যদি বা ন বেদো" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরও সার্ব্বজ্ঞ্যহানির প্রসঙ্গ হইত। সেই শ্রীপুরুষোত্তম

স্বাত্মানং গুণাদীংশ্চ যাথাত্ম্যেন বেদ এব, বেত্যবধারণার্থঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইয়ত্তাবচ্ছেদেন তু ন বেদ ন জানাত্যেব তস্যা অভাবাদিত্যর্থঃ। ৮৬।

নন্থ নিবর্ত্তন্তে ইতি সামান্যপদপ্রয়োগেন ইয়ত্তাপরত্বসঙ্কোচনে মানাভাবাৎ গৌরবাচ্চেতি চেন্ন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি" ইতি মন্ত্রোত্তরার্দ্ধস্যৈব মানত্বাৎ। অন্যথা "আনন্দং বিদ্বান্" ইতি প্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। নন্থ "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারাদ্ ব্রহ্মণশ্চিদবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বেন স্বপ্রকাশতয়া স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ কিমর্থং বাচ্যত্বাঙ্গীকার ইতি চেন্ন, স্বং প্রতি বিষয়ত্বা-

---

নিজকে ও নিজের গুণাদিকে যথাযথভাবে জানিয়াই থাকেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে; কিন্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নরূপে তিনি জানেন না; এজন্য প্রদর্শিত শ্রুতিতে "বেদো যদি বা ন বেদ" এরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই বলিয়াই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নরূপে ভগবদৈশ্বর্য্য জানা যায় না। ৮৬।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রবৃত্তিসামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে মনের সহিত বাক্যসমূহ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে না এরূপ বলায় সামান্যতঃ নিবৃত্তিমাত্রকে বিশেষ বিষয়ে নিবৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় সামান্যবাচী শব্দের বিশেষ অর্থে সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এরূপ সঙ্কোচ স্বীকারে গৌরব দোষও হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে, তাহার সমস্ত ভয়ের নিবৃত্তি হয়। মনের সহিত বাক্য যদি ব্রহ্মকে জানিতেই না পারিত, তবে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুতিতে "ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে" এইরূপ বলা হইল কিরূপে? ব্রহ্ম সর্ব্বথা জ্ঞানের অবিষয় হইলে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুত্যংশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—ব্রহ্মের পদবাচ্যত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্য না হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের অসিদ্ধি হইবে না। কারণ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ; ব্রহ্ম পরপ্রকাশ্য নহেন। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা চৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য নহে, অথচ অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য, তাঁহাকেই স্বপ্রকাশ বা স্বয়ঞ্জ্যোতি বলা হয়। ব্রহ্ম চৈতন্যের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম জড়বস্তু ঘট-পটাদির মত চৈতন্যভাস্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য নহেন। ঘট-পটাদি চৈতন্যের বিষয় হইয়া অপরোক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যের বিষয় না হইয়াই অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ জড়বস্তু স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় নহেন; কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হয়। ব্রহ্ম যদি নিজেই নিজের বিষয় না হইত, তবে ব্রহ্ম-ব্যবহারেরই উৎপত্তি হইত পারিত না। চৈতন্যের অবিষয়ী-ভূত বস্তুর ব্যবহারই অসিদ্ধ। জড়বস্তু স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় এবং অজড় ব্রহ্মবস্তু স্বস্বরূপ চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য জড় ও অজড় উভয়ই চৈতন্যের বিষয় হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে। চৈতন্যের অবিষয় বস্তু ব্যবহারযোগ্যই হইতে পারে না। ঘটাদির স্ফুরণের জন্য যেমন ঘটাতিরিক্ত চৈতন্যের অপেক্ষা আছে, এইরূপ ব্রহ্মের স্ফুরণের জন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত চৈতন্যের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা থাকিলে অনবস্থা দোষ হইত।

আরও কথা এই যে—চৈতন্যের বিষয়ীভূত বস্তুরই ব্যবহার হইয়া থাকে; চৈতন্যের অবিষয়ীভূত বস্তুর ব্যবহার

ভাবে স্বব্যবহারজননানুপপত্তেঃ, স্ফুরণান্তরাঙ্গীকারে অনবস্থাপত্তেঃ। অন্যত্র ক্লৃপ্তস্য তদ্‌ব্যবহারে তদ্বিষয়ত্বস্য নিয়ামকস্য আবশ্যকত্বেন তৎত্যাগাসম্ভবাৎ। ৮৭।

প্রমেয়ত্বং প্রমেয়মিত্যাদৌ প্রমেয়ত্বস্য স্ববৃত্তিত্ববদভেদেঽপি বিষয়বিষয়িত্বোপপত্তেঃ। ন চ প্রমেয়ত্বাদিকং ন কেবলান্বয়ি, ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ত্বরূপপ্রমেয়ত্বস্য কেবলান্বয়িত্বাভাবে তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যানুপপত্তেঃ। ন চ ছিদায়া অচ্ছেদ্যত্ববৎ চিতেশ্চিদবিষয়ত্বম্, মিথ্যাত্বানুমিত্যাদেরপি স্ববিষয়ত্বানাপত্তেঃ। এতেন চিদবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বমিতি নিরস্তম্, ঘটাদেরপি চিদবিষয়ত্বাপাতাৎ। ৮৮।

হয় না, ইহাই ঘট-পটাদি বস্তুতে সিদ্ধ আছে। ব্যবহারের নিয়ামক চৈতন্যবিষয়ত্ব ব্রহ্মব্যবহারেও স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য ব্রহ্মও চৈতন্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় হইলে অনবস্থা দোষ হয় বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে; কিন্তু অবিষয়ীভূত ব্রহ্মের ব্যবহার অসম্ভব। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মের চিদবিষয়ত্ব বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। ৮৭।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—ব্রহ্মই বিষয় এবং ব্রহ্মই বিষয়ী এরূপ ত বলা যায় না। নিজেই নিজের বিষয় হয় বলিলে এক বস্তুতেই বিষয়-বিষয়িভাব স্বীকার করিতে হয়। অভেদে বিষয়বিষয়িভাবই অনুপপন্ন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"প্রমেয়ত্বং প্রমেয়ম্" এইরূপ অনুভব সর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া প্রমেয়ত্বেও প্রমেয়ত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মে প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম না থাকিলে প্রমেয়ত্ব প্রমেয় হইতে পারিত না। এজন্য প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মে প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম আছে ইহা যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মেই বিষয়বিষয়িভাবও যুক্তিসিদ্ধই হইবে।

ইহাতে এরূপ বলা যায় যে—প্রমাজ্ঞানের বিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব; সমস্ত বস্তুই প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া সমস্ত বস্তুতেই প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম আছে। যে ধর্ম্ম সমস্ত বস্তুতে থাকে, তাহাকে কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম বলে। কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের অভাব কোনও স্থলেই সম্ভাবিত নহে। যে ধর্ম্মের অভাব কোনও স্থলে আছে, সে ধর্ম্ম কেবলান্বয়ীই নহে। বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই কেবলান্বয়িত্ব। প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্বাদি ধর্ম্ম কেবলান্বয়ী। যদি প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম কেবলান্বয়ী না হইত, তবে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মে কেবলান্বয়িত্ব স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বই অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। ঈশ্বর সমস্ত বস্তু জানেন; এজন্য ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ত্ব সমস্ত বস্তুতে আছে। ঈশ্বরজ্ঞান প্রমারূপ; ঈশ্বরজ্ঞানরূপ প্রমার বিষয়ত্ব সমস্ত বস্তুতে স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞত্বাপত্তি হইবে। প্রমেয়ত্বধর্ম্ম কেবলান্বয়ী বলিয়াই প্রমেয়ত্বধর্ম্মেও প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম আছে। প্রমেয়ত্বের কেবলান্বয়িত্ব রক্ষা করিবার জন্যই প্রমেয়ত্বের স্ববৃত্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যদি বলা যায়—বৃক্ষাদি বস্তুই ছেদ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ছিদা (ছেদন) ক্রিয়া ছেদ্য হয় না; ছিদা যেমন অচ্ছেদ্য এইরূপ চৈতন্যও চেত্য অর্থাৎ চৈতন্যের বিষয় হইতে পারিবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চমাত্রবিষয়ক মিথ্যাত্বানুমিতিতে এই মিথ্যাত্বানুমিতিকেও মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মিথ্যাত্বানুমিতিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত; মিথ্যাত্বানুমিতি মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় না হইলে মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং মিথ্যাত্বানুমিতিও যেমন মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যও ব্রহ্মচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ চিদবিষয়ত্বকে স্বপ্রকাশত্ব যে বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। ব্রহ্ম চিদবিষয় হইলে ব্রহ্মের মত ঘটাদিরও চিদবিষয়ত্বাপত্তি হইবে। ৮৮।

এতেন স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তসম্বিদনপেক্ষত্বং স্বাবচ্ছিন্নসম্বিদনপেক্ষত্বং বা তত্ত্বমিতি নিরস্তম্, স্ববেদ্যত্বেনোপপন্নত্বাৎ, তবেষ্টাসিদ্ধেঃ। অনুভূতিঃ স্ফুরণবিষয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বাৎ ঘটবৎ। ন চ জড়ত্বমুপাধিঃ, পক্ষেতরত্বাৎ। ন চ স্বস্মিন্ স্ববৃত্তিবিরোধঃ, স্বস্মিন্ স্ববেদ্যত্বে হি কথং বিরুদ্ধম্, ন তাবৎ

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ "স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদনপেক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব" বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। ঘটাদি বস্তু স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিৎকে অপেক্ষা করে; কিন্তু ব্রহ্মবস্তু স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিৎকে অপেক্ষা করে না; এজন্য ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। ব্রহ্ম স্ববেদ্য বলিয়াই ব্রহ্মের ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রহ্ম অবেদ্য হইলে ব্রহ্মের ব্যবহারই হইতে পারিত না। সুতরাং স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদনপেক্ষত্ব সিদ্ধ হইলেও অদ্বৈতবাদীর ইষ্টসিদ্ধি হইবে না অর্থাৎ ব্রহ্মের অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। ব্রহ্ম স্ববেদ্য বলিয়াই "স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদনপেক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব" এইরূপ স্বপ্রকাশত্বলক্ষণ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। স্ববেদ্য ব্রহ্ম স্বাবচ্ছিন্ন সম্বিৎ-নিরপেক্ষই বটে।

এইরূপ অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব অনুমানও যাহা অদ্বৈতবাদিসম্মত, তাহাও অসঙ্গত। অনুভূতিও বেদ্য; অনুভূতিও অনুভূয়মান; কিন্তু অনুভূতি অবেদ্য বা অননুভূয়মান নহে। অনুভূতির বেদ্যত্বসাধক অনুমান এই যে—"অনুভূতিঃ স্ফুরণবিষয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বাৎ ঘটবৎ"। ইহার অর্থ এই যে—অনুভূতি স্ফুরণের বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকাশ্য হইয়া থাকে; যেহেতু অনুভূতিতে অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্ব আছে; যাহা যাহা অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় হয়, তাহা স্ফুরণের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় ঘটাদি বস্তু স্ফুরণেরও বিষয় হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—প্রদর্শিত অনুমানে জড়ত্বই উপাধি হইবে। ঘটাদি দৃষ্টান্তে জড়ত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অনুভূতিরূপ পক্ষে জড়ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক ধর্ম্মই উপাধি; সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানে জড়ত্ব ধর্ম্মই উপাধি হইয়াছে। সোপাধিক হেতু সাধ্যের সাধক হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অনুমানমাত্রেই পক্ষেতরত্বকে অর্থাৎ পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা যায়। সমস্ত অনুমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়া থাকে; অথচ পক্ষেতরত্বকে উপাধিরূপে উদ্ভাবন করা যায় না। কারণ উদ্ভাবিত উপাধিদ্বারা হেতুর ব্যভিচারের অনুমান হইয়া থাকে। উপাধি স্বতঃ অনুমানের দূষক নহে। ব্যভিচারানুমানেও পক্ষেতরত্ব উপাধি হইবে,—এইরূপে স্বব্যাঘাতক বলিয়া পক্ষেতরত্ব জাত্যুত্তররূপ। এজন্য পক্ষেতরত্বকে উপাধি বলা যায় না। এইরূপ প্রদর্শিত জড়ত্ব উপাধিও পক্ষেতরত্বরূপ; অজড় অনুভূতিই পক্ষ। জড়ত্ব, কেবল অনুভূতিতেই থাকে না। পক্ষমাত্রে অবৃত্তি ধর্ম্মই পক্ষেতরত্ব; জড়ত্বও পক্ষমাত্রে অবৃত্তি ধর্ম্ম। সুতরাং অনুভূতির বেদ্যত্বানুমানে পক্ষেতরত্বরূপ বলিয়া জড়ত্বকে উপাধি বলা যায় না।

যদি বলা যায়—অনুভূতিই সেই অনুভূতিদ্বারা বেদ্য হইলে স্বএর স্ববৃত্তিতা স্বীকার করায় বিরোধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—স্বএর স্ববেদ্যত্বে বিরোধ কোথায়? যদি বলা যায়—অনুভূতির জনক ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া অনুভূতি স্ববেদ্য হইতে পারে না, অথবা অনুভূতি নিজে নিজের জনক হয় না বলিয়া অনুভূতি স্ববেদ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নিত্য অনুভূতিকেই স্ববেদ্য বলা হইয়াছে। নিত্য বস্তুর জনকই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রদর্শিত দুইটি দোষই অসঙ্গত। সুতরাং অনুভূতির স্ববেদ্যত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব অনুমানে কোনও দোষ নাই। অদ্বৈতবাদিগণের মতেও ঘটাদি বস্তু নিত্যচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। অথচ নিত্যচৈতন্যের জনক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ঘটাদি বস্তুতে নাই এবং নিত্যচৈতন্য নিত্যচৈতন্যের জনকও নহে; অথচ নিত্যচৈতন্যের বিষয়

স্বজনকেন্দ্রিয়াসন্নিকৃষ্টত্বাৎ স্বাজনকত্বাদ্বা নিত্যজ্ঞানস্যেব স্বপ্রকাশত্বাঙ্গীকারাৎ তব নিত্যচিদ্বিষয়ত্বস্য তদ্দ্বয়ং বিনৈব ঘটাদৌ সত্ত্বাৎ। ৮৯।

নাপি বিষয়বিষয়িভাবস্য সম্বন্ধত্বেন দ্বিষ্ঠত্বম্, অতীতারোপিতাসতাং জ্ঞানদর্শনেন তস্যোভয়ানিষ্ঠত্বাৎ। ন চ ক্রিয়াকর্ম্মত্বয়োর্বিরোধঃ, বিষয়বিষয়িভাবাতিরিক্তকর্ম্মত্বাদেরনঙ্গীকারাৎ। ন চ কর্ত্তুঃ কর্ম্মত্ববিরোধঃ, মামহং জানামীতি প্রত্যক্ষেণ "তদাত্মানমেবাবেৎ" ইতি শ্রুত্যা চ কর্ত্তুঃ কর্ম্মত্বাবিরোধাৎ মিথ্যাত্বানুমিতী-

---

ঘটাদি বস্তু হইয়া থাকে। ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং অনুভূতি নিজে নিজের বিষয় হইতে প্রদর্শিত দুইটি দোষের অবকাশ নাই। উভয় মতেই চৈতন্য নিত্য। নিত্য বস্তুর জনকই অপ্রসিদ্ধ। ৮৯।

অদ্বৈতবাদিগণ ইহাতে শঙ্কা করেন যে—অনুভূতি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ হইলেও অনুভূতির স্ববিষয়ত্ব সম্ভাবিত নহে। নিত্যানুভূতিই বিষয় ও তাহাই বিষয়ী এইরূপ হইতে পারে না। সম্বন্ধমাত্রই দ্বিষ্ঠ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুইটি বস্তুরই সম্বন্ধ হয়; যেমন সংযোগাদি সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ। বিষয়বিষয়িভাবও সম্বন্ধ বলিয়া দ্বিষ্ঠই হইবে। এক বস্তুই এক বস্তুতে বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অতীত বস্তুর জ্ঞান, আরোপিত রজতাদির জ্ঞান ও বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অসতের জ্ঞান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রদর্শিত ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয় অসৎ। সুতরাং অসদ্বস্তুর সহিত জ্ঞানের বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ আছে; অথচ এই সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ হয় নাই। বন্ধ্যাপুত্র ও জ্ঞান দুইটি বস্তু নহে। অথচ তাহাতে বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধও সর্ব্বত্র দ্বিষ্ঠই হইবে এরূপ বলা যায় না।

অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—ছিদা ক্রিয়া ও ছেদ্য বৃক্ষ; ছেদ্য বৃক্ষ ছিদক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়া থাকে। যাহা ক্রিয়া তাহা সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় না। ক্রিয়াত্ব ও কর্ম্মত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যাহা ক্রিয়া তাহাই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না। এইজন্য অনুভূতি ক্রিয়ার কর্ম্মও সেই অনুভূতিই হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অনুভূতি সেই অনুভূতির অনুভাব্য হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। এক অনুভূতিতেই বিষয়বিষয়িভাব বিরুদ্ধ নহে। অনুভূতির অনুভাব্যতা বিষয়বিষয়িভাবমাত্র। এস্থলে বিষয়বিষয়িভাবাতিরিক্ত ক্রিয়াকর্ম্মভাব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত দোষ অসঙ্গত।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—কর্ত্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না। যে ক্রিয়ার প্রতি যাহা কর্ত্তা, তাহা সেই ক্রিয়ার প্রতি কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম কর্ত্তা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অনুভূতিই কর্ত্তা এবং অনুভূতিই কর্ম্ম এরূপ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"মামহং জানামি" অর্থাৎ আমাকে আমি জানি—এইরূপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে। এইরূপ "তদাত্মানমেবাবেৎ" অর্থাৎ সেই আত্মা নিজকে জানিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রুতিদ্বারাও একই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব দেখান হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তার কর্ম্মত্ব স্বীকার করিলে বিরোধ হয় না। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতেও প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের অনুমিতি সেই অনুমিতিরই বিষয় হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। সুতরাং এক জ্ঞানেরই বিষয়বিষয়িভাব বিরুদ্ধ হয় ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। এইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানও ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় না হইলে ঈশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। এজন্য একই জ্ঞানের বিষয়বিষয়িভাব অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"মামহং জানামি" অর্থাৎ আমাকে আমি জানি—ইত্যাদি প্রতীতিতে এক বস্তুর কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হয় নাই। সাক্ষী কর্ত্তা ও অহমর্থ কর্ম্ম; অথবা অহমর্থই কর্ত্তা ও সাক্ষিচৈতন্যই কর্ম্ম। এক বস্তু

শজ্ঞানাদেৰ্বিষয়ত্বস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। ন চ মামহং জানামীত্যাদৌ সাক্ষিণঃ কর্ত্তৃত্বমথবা অহমর্থস্য কর্ত্তৃত্বাচ্চিতঃ কর্ম্মত্বম্, অভেদে তদ্দ্বয়াদর্শনাদিতি বাচ্যম্, মামহমিত্যত্র কর্ত্তৃকর্ম্মতয়া প্রতীতাহমর্থভিন্নসাক্ষিণি মানাভাবাৎ। "তদাত্মানম্" ইত্যত্রাপি অহমর্থসমানাধিকরণতয়া প্রতীতাত্মনি অহমর্থভেদস্য বাধিতত্বাৎ। ৯০।

কিঞ্চ জ্ঞানসামান্যাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বং ঘটেঽপ্যস্তি। ন চ জ্ঞানসামান্যাবিষয়ত্বং ব্রহ্মাসিদ্ধ্যাপত্তেঃ, ন চ স্বতঃসিদ্ধং তৎ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—স্বত ইত্যস্য স্বেনৈব—ইত্যর্থোঽভিপ্রেতঃ প্রমাণং বিনেতি বা? নাদ্যঃ স্ববিষয়ত্বাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, উপায়ান্তরানুপন্যাসেন তদসিদ্ধ্যাপত্তেঃ, নৃশৃঙ্গশশশৃঙ্গাদেরপি সিদ্ধ্যাপত্তেঃ। অন্যথা স্বপ্রকাশত্বহানেশ্চ। ন চ তদসত্ত্বব্যাবৃত্তিফলকং প্রমাণং নাস্তি, প্রকৃতে চ বৃত্তিবিষয়তামাত্রেণ তদস্তি, ব্রহ্মণো বৃত্ত্যবিষয়ত্বে তদসতো ব্যাবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। তদ্বিষয়ত্বে চ অস্বপ্রকাশত্বাপত্তেঃ। কিঞ্চ তদ্বিষয়কসংশয়ং প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়স্য বিরোধিত্বাৎ ক্লৃপ্তত্বেন নিশ্চয়বিষয়ত্বং বিনা স্বসংশয়-

---

কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "মামহং জানামি" এই প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে এক বস্তুরই কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। অহমর্থই কর্ত্তা ও কর্ম্ম; এই প্রতীত অহমর্থ ব্যতীত সাক্ষী বলিয়া কোনও বস্তু নাই। অহমর্থ ব্যতীত সাক্ষী অপ্রামাণিক। "তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রদর্শিত শ্রুতিতেও আত্মাকেই অহমর্থ বলা হইয়াছে। অহমর্থের সমানাধিকরণরূপে আত্মা প্রতীত হইয়াছে। সুতরাং অহমর্থ ভিন্ন সাক্ষী কল্পনা করা যায় না। ৯০।

আরও কথা এই যে—যদি অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানসামান্যাবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্ব বলেন, তবে তাদৃশ স্বপ্রকাশত্ব ঘটাদিতেও থাকিবে। ঘটাদিও জ্ঞানসামান্যের বিষয় নহে। আর যদি তাঁহারা চিদবিষয়ত্বকে স্বপ্রকাশত্ব বলেন, তবে চিদ্রূপ ব্রহ্ম চিদ্বিষয় নহে বলিয়া ব্রহ্মই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইবে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ স্বতঃসিদ্ধ কথার অর্থ কি স্বদ্বারা স্বএর সিদ্ধি? অথবা প্রমাণব্যতিরেকে স্বএর সিদ্ধি? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে চিদ্রূপ ব্রহ্মে স্ববিষয়ত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, কারণ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। সিদ্ধির প্রতি প্রমাণ ব্যতীত উপায়ান্তর অদ্বৈতবাদিগণও দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং প্রমাণবেদ্য না হইলে ব্রহ্ম অসিদ্ধই হইয়া পড়িবে। প্রমাণ ব্যতীতই যদি ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে, তবে নরশৃঙ্গ শশশৃঙ্গ প্রভৃতির সিদ্ধিরও আপত্তি হইবে। সিদ্ধির উপায় প্রমাণ; প্রমাণ ব্যতীত বস্তুর সিদ্ধি স্বীকার করিলে সমস্ত অনভিপ্রেত বস্তুর সিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হইবে। যদি বলা যায়—নরশৃঙ্গাদির অসত্ত্বব্যাবৃত্তিফলক প্রমাণ নাই; আর ব্রহ্মে বৃত্তিবিষয়তা আছে বলিয়া তাহা আছে। এরূপ বলা অসঙ্গত। ব্রহ্ম বৃত্তির অবিষয় হইলে ব্রহ্মের অসৎ হইতে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে না এবং ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইলে ব্রহ্মেরও ঘটাদির মত অস্বপ্রকাশত্বের আপত্তি হইবে।

আরও কথা এই যে—তদ্বিষয়ক সংশয়ের প্রতি তদ্বিষয়ক নিশ্চয়ই বিরোধী হইয়া থাকে, ইহাই অন্যত্র স্থিরীকৃত আছে। ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ের বিষয় না হইত, তবে ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম নিশ্চয়ের বিষয় না হইয়াও ব্রহ্ম স্বনির্ব্বাহক বলিয়া ব্রহ্মই ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়ের বিরোধী হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—স্বনির্ব্বাহক কথার অর্থ—সকর্ম্মক নির্ব্বহণ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব। নির্ব্বহণ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব যে বস্তুতে আছে, তাহাকে স্বনির্ব্বাহক বলা হয়। অদ্বৈতবাদিগণ কি এক ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব একই বস্তুতে স্বীকার করেন?

বিরোধানুপপত্তেঃ। ন চ বিষয়ত্বাভাবেঽপি স্বনির্ব্বাহকত্বেন স্বসংশয়বিরোধিত্বাদ্যুপপত্তিঃ, স্বনির্ব্বাহক-পদস্য নির্ব্বহণক্রিয়াকর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বাদিমাত্রপরত্বাৎ। ন চ "স্বয়ং দাসাস্তপস্বিনঃ" ইত্যাদৌ দাসান্তরাভাবমাত্রেণ স্বদাসত্বব্যপদেশবৎ স্বভিন্নস্বনির্ব্বাহকানপেক্ষত্বমাত্রেণ স্বনির্ব্বাহকত্বোপচারঃ, দাসান্তরাভাবে সতি স্বদাস্যং কুর্ব্বত্যেব তপস্বিনি তথা ব্যবহারেণ সমাধ্যাদিষু স্থিতে তদব্যবহারেণ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ৯১।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইতি বিধৌ স্ববিষয়ত্বদর্শনাচ্চ। ন চ মামহং জানামীত্যাদৌ অহমর্থবিষয়কং জ্ঞানং বৃত্তিরূপমেব, ন তু স্বরূপজ্ঞানম্, বৃত্ত্যনুৎপত্তিদশায়ামনহম্বেতি কদাচিৎ সংশয়াদ্যাপত্তেঃ। ঘটিকাদ্বয়ং ঘটোঽয়ং ঘটোঽয়মিতি পশ্যন্নেবাহমাসমিতি ধারাবহনোত্তরপরামর্শানুপপত্তেশ্চ। ন হি ঘটাকারা অহমাকারা চেতি বৃত্তিদ্বয়ং যুগপৎপ্রাগুৎপন্নম্, তদ্‌যৌগপদ্যানঙ্গীকারাচ্চ। "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ" (৪।৩।৩ বৃঃ) ইত্যাদিপ্রশ্নপূর্ব্বকং চন্দ্রাগ্নিবাগ্‌জ্যোতিরপ্যুক্ত্বা "চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ" (৪।৩।৬ বৃঃ) ইত্যাদীনাং জ্ঞানসাধনানামভাবে কিং

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"স্বয়ং দাসাস্তপস্বিনঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ অনুসারে দাসান্তরের অভাবমাত্র-প্রযুক্তই তপস্বিগণের স্বয়ংদাসত্ব ব্যপদেশ হইয়া থাকে। এইরূপ স্বভিন্ন স্বনির্ব্বাহক যাহার নাই, তাহাতে স্বনির্ব্বাহকত্ব শব্দের উপচার হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের স্বনির্ব্বাহকত্ব স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। প্রদর্শিতরূপে ঔপচারিক স্বনির্ব্বাহকত্ব ব্রহ্মেরও আছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। তপস্বিগণের দাসান্তর না থাকিলেও তপস্বিগণ স্বীয় দাস্য করেন বলিয়াই তপস্বিগণে উক্তরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন তাঁহারা নিজের কার্য্য নিজে না করিয়া সমাধিতে স্থিত থাকেন, তখন তাদৃশ তপস্বীতে স্বদাসত্বের ব্যবহার হয় না। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত অনুসারে চিদ্রূপ ব্রহ্মের স্বনির্ব্বাহকত্ব বলা যায় না। ৯১।

আরও কথা এই যে—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধি স্ববিষয়ক হইয়াছে। কারণ এই বিধিবাক্যও স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। সুতরাং স্ববিষয়ত্ব বিরুদ্ধ নহে। যদি বলা যায়—"মামহং জানামি" ইত্যাদি স্থলে অহমর্থবিষয়ক জ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ, কিন্তু স্বরূপচৈতন্যরূপ নহে। সুতরাং চৈতন্য চৈতন্যের বিষয় হয় না। সুতরাং স্ববিষয়ত্বের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ বলাও অসঙ্গত। প্রদর্শিতরূপে আত্মার স্ববিষয়ত্বের পরিহার করিলে অহমর্থবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির অনুৎপত্তিদশাতে "আমি কি না" এইরূপ সংশয়ের অথবা "আমি নাই" এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়ের কদাচিৎ আপত্তি হইতে পারিবে। অথচ এইরূপ সংশয়াদি কখনও হয় না। এজন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে—অহমর্থবিষয়ক বৃত্তির অনুৎপত্তিদশাতেও আত্মচৈতন্য নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া কদাচিৎও আত্মবিষয়ক সংশয়াদি হয় না।

আরও কথা এই যে—ঘটিকাদ্বয় পর্য্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল "ঘটোঽয়ং ঘটোঽয়ম্" অর্থাৎ "ইহা ঘট, ইহা ঘট" এইরূপ ধারাবাহিক ঘট-প্রত্যক্ষের অনন্তর "এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমি ঘট দেখিতেছিলাম" এইরূপ অনুব্যবসায় হইয়া থাকে। অথচ ঘটের ধারাবাহিক ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষকালে অহমাকারা আত্মবিষয়িণী বৃত্তি উৎপন্ন হয় না; যদি হইত, তবে ঘটাকারা বৃত্তি ও অহমাকারা বৃত্তি এই দুইটি বৃত্তিরই যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত, অথচ যুগপৎ দুইটি বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহাই সিদ্ধান্ত। দুইটি বৃত্তিজ্ঞান যে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না—ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং ঘটবিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকালে অহমাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয় নাই; অথচ অহমর্থ আত্মা ধারাবাহিক জ্ঞানকালেও ভাসমান আছে। অন্যথা প্রদর্শিত অনুব্যবসায় অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। এজন্য অহমাকারা বৃত্তির বিষয় না হইয়াও অহমর্থ আত্মা ভাসমান থাকে—স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য অহমর্থ

জ্ঞানসাধনমিতি জনকেন পৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তম্—"আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি" (৪।৩।৬ বৃঃ) ইত্যুপক্রমে আত্মশব্দো দ্যুভ্বাদ্যধিকরণন্যায়েন ঈশপরঃ, "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ" (৪।৩।১৪ বৃঃ) ইত্যুপসংহারেঽপি অত্র সুষুপ্ত্যাদৌ জ্ঞানসাধনসামান্যাভাবে অস্য জীবস্য অয়ং পরেশ এব স্বয়ঞ্জ্যোতির্জ্ঞানসাধনং "বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" ইতি জ্যোতিঃশব্দস্য বাচি জ্ঞানসাধনে প্রয়োগাৎ। ত্বদভিমতস্বপ্রকাশপরত্বে সদা স্বপ্রকাশত্বেন শ্রুতৌ অত্রেত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ। ৯২।

ন চ জাগ্রদবস্থায়ামাদিত্যাদিজ্যোতিঃসম্ভবেন দুর্ব্বিবেকতয়া অস্যামবস্থায়াং সুবিবেকতয়া অত্রেতি সার্থকম্, স্বপ্রকাশস্যাবিবেকাসম্ভবাৎ অস্যেতি ষষ্ঠ্যা বিষয়ত্ববিধানাচ্চ। স্ববিষয়ত্বরূপস্বপ্রকাশজ্ঞানেন সবিশেষভিন্নস্বপ্রকাশশ্চ জীবঃ পরেশশ্চ সিদ্ধঃ স্বাভিমতস্বপ্রকাশত্বোপপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। ৯৩।

আত্মচৈতন্য স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে। এক বস্তুতে বিষয়বিষয়িভাব যে বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য অস্তমিত হইলে পুরুষ কিংজ্যোতিঃ অর্থাৎ পুরুষের দর্শনসাধন কি? এইরূপ প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর-প্রবাহে চন্দ্র, অগ্নি ও বাক্‌কে জ্যোতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরে আবার প্রশ্ন করা হইয়াছে যে—চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে এবং বাক্‌ও শান্ত হইলে পুরুষের জ্যোতিঃ কে হইবে? চন্দ্রাদি জ্ঞানসাধনসমূহের অভাবে পুরুষের জ্ঞানসাধন কে হইবে? এইরূপ জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি" অর্থাৎ আত্মাই তখন পুরুষের জ্যোতিঃ হইয়া থাকে। এই স্থলে পুরুষের জ্যোতিরূপে নির্দ্দিষ্ট আত্মা দ্যুভ্বাদ্যধিকরণন্যায়ে আত্মশব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক। এই প্রকরণের উপসংহারে "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ" এই বাক্যে "অত্র" শব্দদ্বারা সুষুপ্ত্যাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুষুপ্ত্যাদিতে কোনও জ্ঞানসাধনই থাকে না বলিয়া এই জীবের অয়ংশব্দবাচ্য পরমেশ্বরই স্বয়ংজ্যোতি অর্থাৎ জ্ঞানসাধন হইয়া থাকেন। এই প্রকরণে "বাচৈবায়ং জ্যোতিষা আস্তে" ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতিঃশব্দ জ্ঞানসাধন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন এই বাক্যে জ্ঞানসাধন বাক্‌কেই জ্যোতিঃশব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারে স্বয়ংজ্যোতিঃশব্দ স্বপ্রকাশার্থক হইলে আত্মা সদা স্বপ্রকাশ বলিয়া "অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ" এই শ্রুতিতে সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতেই আত্মাকে স্বয়ঞ্জ্যোতি বলা হইল কেন? অদ্বৈতবাদিগণের মতে আত্মা সদা স্বপ্রকাশ। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে এই শ্রুতির অন্তর্গত "অত্র" পদটি ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। ৯২।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—জাগ্রদবস্থায় আদিত্যাদিজ্যোতিঃ সম্ভাবিত বলিয়া আদিত্যাদিজ্যোতিঃ হইতে আত্মজ্যোতিঃ দুর্ব্বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে জানা যায় না। আর সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে আদিত্যাদির জ্যোতিঃ সম্ভাবিত নহে বলিয়া এই অবস্থাতে আত্মজ্যোতিঃ আদিত্যাদি-জ্যোতিঃ হইতে পৃথক্‌রূপে অনায়াসে জানা যায় অর্থাৎ তাহা সুবিবেচন হইয়া থাকে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের মতেও শ্রুতিগত "অত্র" পদের সার্থকতা হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির আদিত্যাদিজ্যোতিঃ হইতে অবিবেকই অসম্ভব। "আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি" এই শ্রুতিতে অস্য এই ষষ্ঠী বিভক্তিদ্বারা আত্মাকে জ্যোতির বিষয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুসারে স্ববিষয়ত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব; এই স্বপ্রকাশত্ব জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর জীবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীব ও পরমেশ্বর উভয়ই সবিশেষ এবং স্ববিষয় বলিয়া স্বপ্রকাশ ইহাই সিদ্ধান্তানুসারী স্বপ্রকাশত্ব। ৯৩।

যদ্বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যত্র বাক্শব্দো লৌকিকবাক্পরঃ, তত্র দোষবত্ত্বেন নিষেধসম্ভবাৎ, ন বৈদিকস্য। তথাত্বে হ্যৌপনিষদত্বভঙ্গাৎ। কিঞ্চ শ্রুতৌ মনঃশব্দোঽপি শাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারশূন্যপ্রাকৃতমনোবাচকঃ, অন্যথা "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি সাবধারণশ্রুতিব্যাকোপাৎ। এতেন "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়োঽপি ব্যাখ্যাতাঃ তুল্যার্থত্বাৎ। অন্যথা "মন্তব্যঃ" ইতি বিধিশ্রুতিবিরোধাৎ। যদ্বস্তু লৌকিক্যা বাচা অভ্যুদিতং প্রতিপাদিতং ন ভবতি, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (১।৬ কেন) ইত্যন্বয়ঃ। এবমেব মনঃশব্দস্যাপি অসংস্কৃতমনোবাচকত্বং বোধ্যম্। অন্যথা "বিদ্ধি" ইতি বেদনবিষয়ত্বোক্তিবিরোধাৎ। এবম্ "অবচনেনৈব প্রোবাচ" ইত্যত্রাপি প্রাকৃতবচনবিলক্ষণশ্রৌতবচনেন অনন্তত্বেন বা প্রোবাচ উপদিষ্টবান্ ইত্যর্থঃ। অন্যথা প্রোবাচ ইতি বচনক্রিয়াপদপ্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। সর্ব্বথা প্রমাণাবিষয়ত্বে শশশৃঙ্গাদিসাম্যাপত্তেঃ শাস্ত্রারম্ভবৈয়র্থ্যাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। তস্মাৎ শাস্ত্রৈকবেদ্যং পরং ব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যমিতি সিদ্ধম্। ৭৪।

ইতি প্রমাণবিষয়গিরিনিপাতঃ।

নন্থ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বজ্ঞেন জৈমিনিনা সর্ব্বস্যাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বেন সূত্রিতত্বাৎ তদন্তঃপাতিবেদান্তভাগস্যাপি

প্রকারান্তরে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির অভিপ্রায় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে—শ্রুতির বাক্শব্দ লৌকিক বাক্ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্ সদোষ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাকেরই নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু বৈদিক বাকের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিকশব্দপ্রতিপাদ্য নহেন; কিন্তু বৈদিকশব্দপ্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্যও না হইলে ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রুতিই ব্রহ্মকে ঔপনিষদ বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে, তাহাও শাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারশূন্য মনেরই বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই সাবধারণশ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সদোষ লৌকিক বাক্যের ও প্রাকৃত মনের অবিষয় ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম মনোমাত্রের অবিষয় হইলে "মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বিধিশ্রুতির বিরোধ হইত। যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভ্যুদিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইহাই "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" শ্রুতির অর্থ। এইরূপ "যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কৃত মনের বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্দ্ধে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইহাদ্বারা ব্রহ্মের বেদনবিষয়ত্বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবেদ্য বলা যায় না। এইরূপ "অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ" ইত্যাদি স্থলেও "অবচনেন" কথার অর্থ—প্রাকৃত বচনবিলক্ষণ শ্রৌত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্টবান্—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইল "প্রোবাচ" এই বচনক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্ম প্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্ম ও শশশৃঙ্গাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্রৈকবেদ্য শ্রীপুরুষোত্তমাখ্য পরব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৭৪।

প্রমাণবিষয়গিরিনিপাত সম্পূর্ণ॥

কর্ম্মমীমাংসকাভিমত পক্ষ নিরাস

পরব্রহ্ম শাস্ত্রৈকবেদ্য—এইরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসক জৈমিনির সিদ্ধান্তানুসারে সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য হইতে পারেন না। সাধ্য ক্রিয়াই বেদপ্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। জৈমিনি বলিয়াছেন—আম্নায়

কর্ম্মণ্যেব সমন্বয়ো যুক্তঃ, তথাত্বে চ কথং শাস্ত্রৈকপ্রমাণগম্যং ব্রহ্ম—ইত্যুক্তসিদ্ধান্তসম্ভবঃ? শাস্ত্রস্য তদ্বিষয়কত্বাভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—পঞ্চপ্রকারবাক্যসমুদায়স্তাবৎ সমস্তো বেদঃ, বাক্যানি চ—বিধিনিষেধার্থবাদমন্ত্রনামধেয়াখ্যানি। তত্র "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদি বিধিবাক্যম্, "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিকং নিষেধবাক্যম্, "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাঃ, "ইষে ত্বা" "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ, জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদীনি নামধেয়ানি—ইতি তেষাং বিবেকঃ। তথাচোপক্রমে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রে বেদস্যাধ্যয়নবিধিকরণকভাবনা-বিধিভাব্যফলবদর্থপরত্বং সূত্রকৃতা জৈমিনিনা নিরূপিতম্। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ইতি দ্বিতীয়ে লক্ষণসূত্রে ধর্ম্মে কার্য্যে চোদনাপ্রমাণমিতি কার্য্যপরত্বব্যাপ্তং বেদস্য প্রামাণ্যম্, যত্র প্রামাণ্যং তত্র কার্য্যপরত্বমিতিব্যাপ্ত্যা নির্ণীতম্। তত্র "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদ্যর্থবাদানাং স্বার্থে প্রামাণ্যং ন

অর্থাৎ বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক; যে সমস্ত বেদবাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, যেমন "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদি, সেই সমস্ত বেদবাক্য অনর্থক অর্থাৎ অপ্রমাণ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বেদের একদেশ অপ্রমাণ হইতে পারে না; হইলে সেই দৃষ্টান্তে সমগ্র বেদই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এজন্য সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক বেদভাগ বিধির স্তুতিদ্বারা বিধিবাক্যের সহিত একবাক্য হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত বেদভাগই ক্রিয়াপ্রতিপাদক। সিদ্ধতাৎপর্য্যক বেদভাগ হইতেই পারে না। বেদান্ত বেদেরই একদেশ বলিয়া বেদান্তেরও ক্রিয়াতেই সমন্বয় হইবে অর্থাৎ বেদান্ত তাৎপর্য্যদ্বারা ক্রিয়ারই প্রতিপাদক হইবে; কিন্তু সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ জৈমিনির সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্ব্বে যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রৈকসমধিগম্য বলা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদ ব্রহ্মতাৎপর্য্যকই নহে। জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে—বাক্যাত্মক বেদ পাঁচভাগে বিভক্ত:—বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম:" ইত্যাদি বেদভাগকে বিধিবাক্য বলা হয়। "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি বেদভাগকে নিষেধবাক্য বলা হয়। "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি বেদভাগকে অর্থবাদবাক্য বলা হয়। "ইষে ত্বা" ইত্যাদি যজুর্ম্মন্ত্র এবং "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যাদি ঋক্ বেদের মন্ত্রভাগ। জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদি বেদভাগ নামধেয় অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষের নাম। পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রের "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইহাই আদিসূত্র। এই আদিসূত্রের অভিপ্রায় দেখাইতে যাইয়া মূলাকার প্রভাকরসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন; ভট্টমত গ্রহণ করেন নাই। তদনুসারে প্রথম সূত্রদ্বারা সমস্ত বেদভাগের ফলবদর্থপরত্ব অর্থাৎ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতা (সমস্ত বেদের) প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদের একটি বর্ণও অপুরুষার্থপর্য্যবসায়ী নহে। সমগ্র বেদভাগ ফলবদর্থপ্রতিপাদক। "বেদমধ্যাপয়েৎ" ইত্যাদি অধ্যাপনবিধিদ্বারা অধ্যাপনক্রিয়ার কর্ম্ম অর্থাৎ ভাব্যই বেদের ফলবদর্থপরতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই লক্ষণপ্রতিপাদক দ্বিতীয় সূত্রে ধর্ম্মে অর্থাৎ কার্য্যরূপ অর্থে চোদনা প্রমাণ—এইরূপ বলা হইয়াছে। আর তদ্দ্বারা সমস্ত বেদভাগ কার্য্যপর, ইহাই বলা হইয়াছে। বেদের প্রামাণ্যের ব্যাপক কার্য্যপরত্ব; অকার্য্য অর্থে বেদের প্রামাণ্য নাই। সমগ্র বেদভাগের প্রামাণ্য—কার্য্যরূপ অর্থে বুঝিতে হইবে। কার্য্যরূপ অর্থে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে সিদ্ধার্থক বেদবাক্যের প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। অথচ বেদভাগকে অপ্রমাণও বলা যায় না। এজন্য "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি সিদ্ধার্থক অর্থবাদবাক্যসমূহের স্বার্থে প্রমাণ্য আছে কি না? এইরূপ সংশয়ের অনন্তর পূর্ব্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্"—ইহার অর্থ—আম্নায় অর্থাৎ বেদের ক্রিয়াই অর্থ, এজন্য বেদ

বেতি সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষমাহ—আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিতি। আম্নায়স্য বেদস্য ক্রিয়া এবার্থো যস্য সঃ ক্রিয়ার্থস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদিতি বিগ্রহঃ। বেদবৃত্তিপ্রামাণ্যস্য ক্রিয়ার্থত্বেন ব্যাপ্তত্বাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। অর্থবাদেষু ধর্ম্মস্যাপ্রতীয়মানত্বাৎ। তদেব বিবৃণোতি—অতদর্থানামানর্থক্যমিত্যতো ন তেষাং সর্ব্বত্র প্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যধ্যয়নবিধিনা তেষামপি উপাত্তত্বাৎ নিষ্ফলত্বাভ্যুপগমে অপ্রামাণ্যাপত্ত্যা অধ্যয়নবিধেরপি অংশতো বাধপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ সিদ্ধান্তমাহ—বিধিনা ত্বেক-বাক্যত্বাদিত্যাদিনা। "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদ্যর্থবাদানাং "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যাদিবিধিবাক্যৈরেকবাক্যত্বাৎ তদ্বিধেয়ার্থানাং স্তুত্যর্থেন স্তুত্যর্থরূপেণ দ্বারেণ প্রামাণ্যং স্যুরিতি। ৯৫।

মন্ত্রাণাং চ প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকতয়া সার্থক্যং ন তু তদুচ্চারণমদৃষ্টার্থম্, দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টস্যা-ন্যায্যত্বাৎ। ন চ দৃষ্টস্য প্রকারান্তরেণাপি সম্ভবাৎ মন্ত্রাম্নায়স্যানর্থক্যমিতি বাচ্যম্, মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্যমিতি নিয়মবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। প্রমাণলক্ষণে মন্ত্রাণাং বিচারঃ কৃতঃ। "ইষে ত্বা" ইতি মন্ত্রে "ছিনদ্মি" ইত্যধ্যাহারাৎ শাখাচ্ছেদনক্রিয়াপ্রতীতেঃ। "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদৌ চ ক্রিয়াসাধনদেবতাদিপ্রতীতেঃ মন্ত্রাঃ শ্রুত্যাদিভিঃ

ক্রিয়ার্থ ; ক্রিয়ার্থের ভাবই ক্রিয়ার্থত্ব ; ক্রিয়ার্থত্বাৎ—এই পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা হেতুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার্থত্বহেতুক ; সুতরাং "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" এই সূত্রাংশদ্বারা বেদের ক্রিয়ার্থত্বহেতুক—এইরূপ অর্থ লব্ধ হইয়াছে। বেদ শব্দপ্রমাণ, এই বেদরূপ প্রমাণে যে প্রামাণ্য আছে, তাহা ক্রিয়ার্থত্বের ব্যাপ্য। ক্রিয়ার্থত্ব ব্যাপক ও বেদবৃত্তি প্রামাণ্য ব্যাপ্য। দ্বিতীয় সূত্রে অর্থাৎ "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে চোদনালক্ষণ কথার অর্থ—কার্য্যরূপ এবং ধর্ম্মপদের অর্থ বেদার্থ—এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই এই সূত্রের প্রভাকরসম্মত ব্যাখ্যা। তদনুসারে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে। অর্থবাদবাক্যের অর্থ কার্য্যরূপ নহে, এজন্য তাহা ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে। আর ইহাই সূত্রের অপরাংশদ্বারা বলা হইয়াছে যে—"আনর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থাৎ অকার্য্যার্থক বলিয়া ধর্ম্মের অপ্রতিপাদক অর্থবাদবাক্যসমূহের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই অধ্যয়নবিধিদ্বারা অর্থবাদবাক্যসমূহেরও অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। অর্থবাদবাক্যসমূহ ধর্ম্মের অপ্রতিপাদক বলিয়া যদি তাহা নিষ্ফলই হইত, তবে নিষ্ফল বেদভাগের অধ্যয়নে বিধিই হইতে পারিত না। নিষ্ফল বিষয়ে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করা যায় না। এজন্য নিষ্ফল অর্থবাদবাক্যরূপ বেদভাগে অধ্যয়নবিধিও অপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়ায় অপ্রমাণ হইয়া পড়িত। এইরূপ মনে করিয়া সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে—"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ" ইত্যাদি। "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যীভূত হইয়া বিধেয় অর্থের স্তুতিদ্বারা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে। এজন্য অর্থবাদবাক্যও স্বার্থে অপ্রমাণ হইলেও বিধেয় অর্থের স্তুতিদ্বারা কার্য্যরূপ অর্থে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অর্থবাদবাক্যও ধর্ম্মে প্রমাণ। ৯৫।

"ইষে ত্বা" প্রভৃতি যজুঃ ও ঋক্ মন্ত্রসমূহ যদিও সাক্ষাদ্ভাবে কার্য্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হয় না, তথাপি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠানাপেক্ষিত অর্থের স্মৃতিজনক হইয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদনদ্বারা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে। এজন্য মন্ত্রেরও আনর্থক্য হইবে না ; পরন্তু সার্থক্যই হইবে ; কিন্তু এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না যে—প্রদর্শিতরূপে মন্ত্র সার্থক না হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রদ্বারাই পুরুষের অদৃষ্টবিশেষ সম্পাদন করিয়া মন্ত্র পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে। মন্ত্রসমূহ দৃষ্টদ্বারা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইতে পারিলে অদৃষ্টকল্পনা করিয়া মন্ত্রের পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতা সম্পাদন অন্যায্য।

ক্রতৌ বিনিযুক্তাঃ, তে কিম্ উচ্চারণমাত্রেণ অদৃষ্টং জনয়ন্তঃ ক্রতৌ উপকুর্ব্বন্তি? উত দৃষ্টেনৈব অর্থস্মরণেনেতি বিশয়ে চিন্তাদিনাপি অধ্যয়নকালাবগতমন্ত্রার্থস্য স্মৃতিসম্ভবাৎ অদৃষ্টার্থা এব মন্ত্রা ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তমাহ—অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি। লোকবেদয়োর্বাক্যার্থস্যাবিশেষাৎ। মন্ত্রবাক্যানাং দৃষ্টেনৈব স্বার্থপ্রকাশনেন ক্রতূপকারকত্বসম্ভবাৎ ফলবদনুষ্ঠানাপেক্ষিতেন ক্রিয়াতৎসাধনস্মরণেন দ্বারেণ মন্ত্রাণাং কর্ম্মাঙ্গত্বং মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্য ইতি নিয়মস্ত্বদৃষ্টার্থঃ। তত্র যে মন্ত্রা যত্র পঠিতাস্তেষাং তত্র যদি অর্থপ্রকাশনং প্রয়োজনং সম্ভবতি, তদা তত্রৈব বিনিয়োগঃ, যেষাং তু ন সম্ভবতি, তেষাং যত্র সম্ভবস্তত্রোৎকর্ষঃ। যেষাং তু ক্কাপি ন সম্ভবতি, তদুচ্চারণস্য তু অগত্যা অদৃষ্টার্থত্বম্, সর্ব্বথা তু তেষাং নানর্থক্যমিত্যর্থঃ। ৯৬।

যদি বলা যায়—অনুষ্ঠানাপেক্ষিত অর্থের স্মরণ অনুষ্ঠাতার অপেক্ষিতই বটে। অর্থের স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠান করিতে পারে না; কিন্তু অর্থের স্মরণ মন্ত্রদ্বারা না করিয়া অন্য প্রকারেও করা যাইতে পারে। সুতরাং অর্থস্মরণের জন্য মন্ত্রের নিয়ত অপেক্ষা নাই। কল্পসূত্র বা সংগ্রহবাক্য প্রভৃতিদ্বারাও অর্থের স্মরণ করা যাইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অনুষ্ঠানে অপেক্ষিত অর্থের স্মরণরূপ দৃষ্ট উপকার যেমন মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা অদৃষ্ট উপকারও সিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র দৃষ্ট উপকারের জন্যই মন্ত্র অপেক্ষিত হইলে প্রকারান্তরেও দৃষ্ট উপকার সিদ্ধ হইতে পারিত বলিয়া মন্ত্রের নিয়ত অপেক্ষা থাকিত না; কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণসাধ্য অদৃষ্ট উপকার প্রকারান্তরে সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রয়োগকালে মন্ত্রের উচ্চারণ সার্থক। আর এজন্যই "মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্যম্" এইরূপ নিয়মবিধি স্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের প্রমাণ-লক্ষণে অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ে মন্ত্রেরও ধর্ম্মে প্রামাণ্য উপপাদন করা হইয়াছে। "ইষে ত্বা" এই যজুর্মন্ত্রে "ছিনদ্মি" এইরূপ ক্রিয়াপদের অধ্যাহারদ্বারা পলাশশাখাছেদনরূপ ক্রিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রিয়া প্রতীত না হইলেও ক্রিয়ার সাধন দেবতাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। এজন্য শ্রুতিলিঙ্গ প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা উক্ত মন্ত্র ক্রতুতে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত মন্ত্র ক্রতুর অনুষ্ঠানকালে কেবলমাত্র উচ্চারণদ্বারা অদৃষ্টের জনক হইয়া থাকে। অথবা দৃষ্ট অর্থ স্মরণদ্বারা ক্রতুর উপকারক হইয়া থাকে। এইরূপ সংশয়ে অধ্যয়নকালাব-গত মন্ত্রার্থের চিন্তাদিদ্বারাও স্মরণ সম্ভাবিত হয় বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ অদৃষ্টার্থই বটে,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত-সূত্র বলা হইয়াছে "অবশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৪।৩৪)। লৌকিকবাক্য ও বৈদিকবাক্য উভয়ই তুল্যভাবে অর্থবান্ হইয়া থাকে। লৌকিক বাক্যের মত বৈদিক বাক্যও অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া স্বার্থপ্রকাশনরূপ দৃষ্টদ্বারাই মন্ত্রবাক্যসমূহের ক্রতুর উপকারত্ব সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ফলবৎ যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠানে অপেক্ষিত ক্রিয়া ও সাধনের স্মরণদ্বারা মন্ত্রসমূহও কর্ম্মের অঙ্গ হইয়া থাকে। ক্রিয়া ও তৎসাধনের স্মরণ প্রকারান্তরে সম্ভাবিত হইলেও 'মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্যঃ" এইরূপ নিয়ম অদৃষ্টার্থক স্বীকার করা হইয়া থাকে অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা স্মরণ করিলেই অদৃষ্ট হয়, অন্যরূপে হয় না। এই মন্ত্রগুলি যে স্থলে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলেই যদি মন্ত্রদ্বারা অর্থপ্রকাশনের প্রয়োজন সম্ভাবিত হয়, তবে সেই স্থলেই মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে। আর যদি সেই স্থলে প্রয়োজন সম্ভাবিত না হয়, তবে যে স্থলে মন্ত্রের অর্থপ্রকাশনরূপ প্রয়োজন সম্ভাবিত হইবে, সেই স্থলে মন্ত্রের উৎকর্ষ করিতে হইবে অর্থাৎ সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। আর যে সমস্ত মন্ত্রের অর্থপ্রকাশন কোন স্থলেই সম্ভাবিত নহে, তাদৃশ মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রদ্বারাই অগত্যা অদৃষ্ট অর্থ সিদ্ধ হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলকথা—সমস্ত মন্ত্রই সার্থক। কোনও মন্ত্র দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ প্রয়োজনের সিদ্ধি করে এবং কোনও মন্ত্র কেবলমাত্র অদৃষ্টরূপ প্রয়োজনেরই সিদ্ধি করিয়া থাকে। ৯৬।

তথাচ অর্থবাদানাং স্তুতিপদার্থদ্বারা পদৈকবাক্যত্বম্, বিধিভির্ম্মন্ত্রাণান্তু বাক্যার্থজ্ঞানদ্বারা বাক্যৈক-বাক্যত্বমিতি বিবেকঃ। অথ নামধেয়ানাং বিধেয়ার্থপরিচ্ছেদকতয়া অর্থবত্ত্বম্। তথাহি—"উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" ইত্যত্র উদ্ভিচ্ছব্দো যাগনামধেয়ম্, তেন হি বিধেয়ার্থপরিচ্ছেদঃ ক্রিয়তে। তত্র কোঽসৌ বিশেষ ইত্যপেক্ষায়ামুদ্ভিচ্ছব্দাৎ উদ্ভিদ্রূপো যাগ ইতি জ্ঞায়তে। উদ্ভিদা যাগেন ইতি সামানাধিকরণ্যে নামধেয়স্যান্বয়াৎ। তস্য চ যজিনা সামানাধিকরণ্যম্, বৈশ্বদেবীশব্দোপাত্তবিশেষসমর্পকামিক্ষাপদস্যেব বোধ্যং সামান্যস্যাবিধেয়ত্বাৎ। যজ্যবগতযাগে বিশেষসমর্পকত্বেন নামধেয়স্য সামানাধিকরণ্যাৎ বিধেয়ার্থ-পরিচ্ছেদকতয়া অর্থবত্ত্বমিতি সিদ্ধম্। অথানর্থহেতুকর্ম্মণঃ সকাশাৎ পুরুষস্য নিবর্ত্তকত্বেন নিষেধানাং পুরুষার্থানুবন্ধিত্বম্; যথা বিধয়ঃ প্রৈরণমভিদধন্তঃ স্বপ্রবর্ত্তকত্বনির্ব্বাহার্থং বিধেয়স্য যাগাদেঃ শ্রেয়ঃ-

---

অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের যে একবাক্যতা বলা হইয়াছে, এই একবাক্যতাকে পদৈকবাক্যতা বলে। কারণ অর্থবাদ বাক্যস্বরূপ হইয়াও স্তুতিরূপ পদার্থমাত্রের অর্থাৎ প্রাশস্ত্যরূপ পদার্থমাত্রের প্রতিপাদক হয় বলিয়া অর্থবাদবাক্য পদস্থানীয়। পদস্থানীয় অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের একবাক্যতা পদৈকবাক্যতা অর্থাৎ পদের সহিত বাক্যের একবাক্যতা। অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্য বা নিন্দিতত্বরূপ পদার্থে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়া থাকে। বিধ্যর্থবাদের প্রাশস্ত্যে ও নিষেধার্থবাদের নিন্দিতত্বে লক্ষণা স্বীকার করা হয়।

এইরূপ বিধিবাক্যের সহিত মন্ত্রবাক্যের যে একবাক্যতা, তাহা বাক্যৈকবাক্যতা; কারণ বিধিবাক্য ও মন্ত্রবাক্য উভয়ই স্ব স্ব বাক্যার্থপ্রতিপাদনদ্বারা একবাক্যীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে অর্থবাদের সহিত বিধির একবাক্যতা ও মন্ত্রের সহিত বিধির একবাক্যতার ভেদ বুঝিতে হইবে। অর্থবাদ ও মন্ত্রের ধর্ম্মে উপযোগ বলা হইল অর্থাৎ ইহাদের ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্ব প্রতিপাদন করা হইল। সম্প্রতি নামধেয়ের ধর্ম্মে উপযোগ প্রদর্শিত হইতেছে। নামধেয় পদগুলিও বিধেয় অর্থের পরিচ্ছেদকরূপে অর্থবৎ হইয়া থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মে প্রমাণ হইয়া থাকে। যেমন "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত "উদ্ভিদ্" শব্দটি বিহিত যাগের নামধেয়। এই "উদ্ভিদ্" শব্দদ্বারা বিধেয় যাগরূপ অর্থের পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। "যজেত" পদের অন্তর্গত "যজ্" ধাতুদ্বারা সামান্যতঃ যাগ বুঝা যায়, কোনও বিশেষ যাগ বুঝা যায় না। সামান্যরূপে অবগত যাগের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এজন্য অনুষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষের বিশেষরূপে যাগকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। এইরূপ বিশেষাকাঙ্ক্ষাতে "উদ্ভিদ্" শব্দ যাগের নামধেয় হইয়া উদ্ভিদ্‌যাগকে বুঝাইয়া থাকে। "উদ্ভিদা যাগেন" এইরূপ সমানাধিকরণভাবে নামধেয় শব্দটি যাগরূপ ধাত্বর্থে অন্বিত হইয়া থাকে। বাচ্যতাসম্বন্ধে "উদ্ভিদ্" শব্দ ধাত্বর্থে অন্বিত হয়। যেমন—"বৈশ্বদেবী" শব্দদ্বারা প্রতীত বস্তুর বিশেষ-সমর্পক আমিক্ষা পদের মত যজ্‌ধাতুদ্বারা প্রতীত যাগসামান্যের বিশেষসমর্পক নামধেয় উদ্ভিদ্‌শব্দ হইয়া থাকে। যাগসামান্য বিহিত হইতে পারে না। এজন্য নামধেয় শব্দদ্বারা যাগের বিশেষ স্বরূপ সমর্পিত হইয়া থাকে। যজ্‌ধাতু-দ্বারা সামান্যতঃ অবগত যাগে বিশেষসমর্পক নামধেয় শব্দের সমানাধিকরণ অন্বয়প্রযুক্ত বিধেয় যাগসামান্যরূপ অর্থের পরিচ্ছেদকতা নামধেয়শব্দে আছে। এজন্য বিধেয় অর্থের পরিচ্ছেদক হয় বলিয়া নামধেয় শব্দেরও অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হইল।

সম্প্রতি নিষেধরূপ বেদভাগের নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—নরকাদি অনর্থের হেতু সুরাপানাদি কর্ম্ম হইতে পুরুষের নিবর্ত্তক "ন সুরাং পিবেৎ" ইত্যাদি নিষেধবাক্যসমূহেরও পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতা আছে। যেমন বিধিবাক্যসমূহ প্রেরণার অভিধান করিয়া স্বীয় প্রবর্ত্তকত্ব অর্থাৎ প্রেরকত্ব নির্ব্বাহের জন্য বিধেয় যাগাদির শ্রেয়ঃ-সাধনত্বের আক্ষেপ করিয়া থাকে; বিধির অর্থ প্রেরণা এবং শ্রেয়ঃসাধনত্ব আক্ষেপলভ্য অর্থ। অভিলষিত বস্তুকেই শ্রেয়ঃ বলা হয়। ইষ্ট, শ্রেয়ঃ ইত্যাদি শব্দ সমানার্থক। বিধি স্বীয় প্রবর্ত্তকত্ব রক্ষার জন্যই বিধেয় কর্ম্মের শ্রেয়ঃসাধনত্ব

সাধনত্বমাক্ষিপন্তঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়ন্তি, এবং "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদয়ো নিষেধা অপি নিবর্ত্তনামভিদধন্তঃ স্বনিবর্ত্তকত্বনির্ব্বাহার্থং নিষেধ্যস্য কলঞ্জভক্ষণাদেরনর্থহেতুত্বমাক্ষিপন্তঃ পুরুষং ততো নিবর্ত্তয়ন্তি। লিঙর্থস্তাবৎ প্রবর্ত্তনা, অতস্তেন সম্বধ্যমানো নঞ্ প্রবর্ত্তনাপ্রতিকূলাং নিবর্ত্তনাং গময়তি, বিধিবাক্যশ্রবণে অয়ং মাং প্রবর্ত্তয়তীতিপ্রতীতিবৎ নিষেধবাক্যশ্রবণে অয়ং মাং নিবর্ত্তয়তীতি নিবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারনিবর্ত্তনায়াঃ প্রতীতেঃ। অতঃ সর্ব্বত্র নিষেধেষু নিবর্ত্তনৈব বাক্যার্থঃ। ৯৭।

এবঞ্চ বিধিনিষেধবিধুরাণাং বেদান্তানাং সিদ্ধার্থবস্তুবোধকানামপি মন্ত্রার্থবাদাদিষেবান্তর্ভাবেন অধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বাৎ সর্ব্বথা আনর্থক্যনিরাসায় পরম্পরয়া সাধ্যে কর্ম্মণ্যেবান্বয়ো যুক্তঃ। স্বাতন্ত্র্যাভ্যুপগমে নিষ্ফলত্বাপত্তেঃ। এবং ক্রত্বঙ্গকর্ত্তৃপ্রতিপাদনেনৈব তেষাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যং বোধ্যম্। তত্ত্বংপদার্থপরাণাং বাক্যানাং কর্ম্মকর্ত্তৃদেবতায়াঃ স্তাবকত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি বেদস্য সাধ্যে কর্ম্মণ্যেব সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্। বেদান্ত-

---

বা ইষ্টসাধনত্বের আক্ষেপ করিয়া পুরুষকে বিধেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। পুরুষকে প্রবৃত্ত করায় বলিয়াই বিধিবাক্যকে প্রবর্ত্তক বাক্য বলে। বিধিবাক্য যেমন প্রবর্ত্তক, সেইরূপ নিষেধবাক্য নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি নিষেধবাক্য নিবর্ত্তনার অভিধান করিয়া স্বীয় নিবর্ত্তকত্ব নির্ব্বাহের জন্য নিষেধ্য কলঞ্জভক্ষণাদির অনর্থহেতুত্বের আক্ষেপ করিয়া কলঞ্জভক্ষণাদি হইতে পুরুষকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে। নিষেধের অভিধেয় নিবর্ত্তনা এবং অনিষ্টসাধনত্ব নিষেধের আক্ষেপলভ্য অর্থ; কিন্তু অভিধেয় নহে। বিষাক্ত বাণদ্বারা নিহত মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির মাংসকে কলঞ্জ বলে এবং শুষ্ক মাংসকেও কলঞ্জ বলে; কিন্তু এই সমস্ত নিরূপণ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক গ্রন্থে দেখা যায়—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগপক্ষিণৌ। তয়োর্ম্মাংসং কলঞ্জং স্যাৎ শুষ্কং মাংসমথাপি বা"॥ অনেকে তামাককেও কলঞ্জ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক,— নিষেধের অর্থ নিবর্ত্তনা বলা হইয়াছে। নিষেধ কিরূপে নিবর্ত্তনার বোধক হয়, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—বিধিলিঙের অর্থ—প্রবর্ত্তনা। এই বিধিলিঙের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নঞ্ প্রবর্ত্তনাবিরোধী নিবর্ত্তনাকে অবগমন করাইয়া থাকে। বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে "এই বিধিবাক্য আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে" এইরূপ শ্রোতার প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলেও "এই নিষেধবাক্য আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে" এইরূপ নিবৃত্ত্যনুকূলব্যাপাররূপ নিবর্ত্তনার প্রতীতি শ্রোতৃপুরুষের হইয়া থাকে। এজন্য সর্ব্বত্র নিষেধবাক্যে নিবর্ত্তনাই বাক্যার্থ। প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপার প্রবর্ত্তনা এবং নিবৃত্ত্যনুকূলব্যাপার নিবর্ত্তনা। ৯৭।

মীমাংসকরীতি অনুসারে পঞ্চবিধ বেদভাগের অর্থ প্রদর্শিত হইল। দেখা যাইতেছে যে—ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ বিধিবাক্যও নহে এবং নিষেধবাক্যও নহে। ব্রহ্মরূপ সিদ্ধ বস্তুর বোধক বেদান্তবাক্যসমূহ বিধিনিষেধ ব্যতিরিক্ত মন্ত্র বা অর্থবাদের অন্তর্গত হইবে; কারণ প্রদর্শিত পঞ্চবিধ বেদভাগ ব্যতীত অন্য কোনও ষষ্ঠ বেদভাগ নাই। সুতরাং মন্ত্রার্থবাদের অন্তর্গত এই বেদান্তবাক্যরূপ বেদও "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিদ্বারা ত্রৈবর্ণিককর্ত্তৃক অধীত হইয়া থাকে। অধ্যয়নবিধিদ্বারা উপাত্ত এই বেদান্তভাগ সর্ব্বথা নিরর্থক—এরূপ বলা যায় না। নিরর্থক হইলে অধ্যয়নবিধিদ্বারা তাহা অধীত হইতে পারিত না। প্রবর্ত্তনার অভিধায়ক স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি নিরর্থক কর্ম্মে পুরুষকে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। এজন্য স্বাধ্যায়বিধিদ্বারা অধীত বেদান্তভাগেরও পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতা স্বীকার করিতে হইবে। অধীত বেদান্তভাগের সর্ব্বথা আনর্থক্য পরিহারের জন্য পরম্পরাক্রমে তাহাকে কোনও বিহিত কর্ম্মের সহিত অন্বিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্ত সাক্ষাৎ কোনও সাধ্য কর্ম্মের প্রতিপাদক নহে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডবিহিত যাগ, দানাদি কর্ম্মের সহিত বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরও অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। বিহিত কর্ম্মান্তরের

বাক্যানি ন ব্রহ্মপরাণি ক্রত্বঙ্গকর্ত্তৃদেবতাপ্রাশস্ত্যপ্রকাশনপরত্বাৎ অর্থবাদবাক্যবদিত্যনুমানাৎ। অর্থবাদ-স্ত্রিবিধঃ—গুণবাদঃ, অনুবাদঃ, ভূতার্থবাদশ্চেতি। (১) গুণবৃত্তিনিরূপ্যত্বে সতি গুণবিষয়কো বাদঃ প্রথমঃ। যথা—"আদিত্যো যূপঃ" ইতি শ্রুত্যা যূপস্য প্রত্যক্ষবিরোধাৎ তত্ত্বানুপপত্ত্যা আদিত্যগুণবত্ত্বং কয়াচিৎ বিবক্ষয়া বোধ্যতে। (২) প্রমাণান্তরসিদ্ধস্য কথনমনুবাদঃ। যথা—"অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইত্যত্রাগ্নের্হিম-নিবর্ত্তকতায়াঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ তস্যানুবাদমাত্রত্বমিতি। (৩) সিদ্ধার্থযাথাত্ম্যবোধকো ভূতার্থবাদঃ। যথা—"বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" (২৮।৩ মন্ত্র মাধ্যন্দিনীসংহিতা) ইত্যত্র পুরন্দরস্য বজ্রহস্তত্বং যথার্থমেবেতি। কিঞ্চ প্রকারান্তরেণ অর্থবাদো দ্বিবিধঃ—স্তুতিরূপো নিন্দারূপশ্চ। তত্র বিধেয়ার্থস্তাবকঃ প্রথমঃ, যথা—

সহিত অন্বিত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বেদান্ত স্বার্থের প্রতিপাদক হইলে বেদান্তের নিষ্ফলত্বাপত্তিই হইবে। এজন্য কর্ম্মকাণ্ডবিহিত ক্রতুর অর্থাৎ যজ্ঞাদির অপেক্ষিত কর্ত্তৃরূপ অঙ্গপ্রতিপাদনদ্বারা বেদান্তবাক্যের নিরাকাঙ্ক্ষতা সম্পাদন করিতে হইবে। ক্রত্বঙ্গ কর্ত্তৃপ্রতিপাদনেই জীবস্বরূপপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ পর্য্যবসিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবস্বরূপই "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্যের "ত্বং" পদের অর্থ। এইরূপ ঈশ্বরপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের "তৎ" পদদ্বারাও বিহিত কর্ম্মে অপেক্ষিত দেবতারূপ সম্প্রদানের প্রতিপাদন বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থপর বেদান্তবাক্যসমূহ বিহিত কর্ম্মে অপেক্ষিত কর্ত্তা ও দেবতার স্তাবক হইয়া থাকে অর্থাৎ স্তুতির প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এইরূপে বেদান্তের সহিত সমস্ত বেদ সাধ্য কর্ম্মেরই প্রতিপাদক অর্থাৎ সাধ্য কর্ম্মই বেদের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ; কিন্তু সিদ্ধ ব্রহ্ম বেদের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ হইতেই পারে না। পূর্ব্বমীমাংসকগণের মতে—এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"বেদান্তবাক্যানি ন ব্রহ্মপরাণি, ক্রত্বঙ্গকর্ত্তৃদেবতাপ্রাশস্ত্যপ্রকাশনপরত্বাৎ; অর্থবাদবাক্যবৎ।" ইহার অর্থ এই যে—বেদ্যান্তবাক্যসমূহ সিদ্ধ ব্রহ্মতাৎপর্য্যক নহে, যেহেতু তাহা বিহিত ক্রতুর অঙ্গ কর্ত্তা ও দেবতার প্রাশস্ত্যপ্রকাশনেই তাৎপর্য্যযুক্ত; যেমন বিধিশেষ অর্থবাদবাক্য বিহিত বস্তুর প্রাশস্ত্যপ্রকাশনে তাৎপর্য্যযুক্ত বলিয়া সিদ্ধ বস্তুর প্রকাশনে তাৎপর্য্যযুক্ত নহে। সুতরাং সিদ্ধ ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকবেদ্য হইতে পারে না।

এই বেদান্তবাক্য অর্থবাদের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। অর্থবাদবাক্য তিন প্রকার:—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। গুণবাদ নিরূপণ করিবার জন্য পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে "তৎসিদ্ধিপেটিকা" সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। "তৎ-সিদ্ধি-জাতি-সারূপ্য-প্রশংসা-ভূমলিঙ্গসমবায়া ইতি গুণাশ্রয়ঃ" (১।৪।১৩—২৩ সূত্র)। যে শব্দ প্রমাণান্তরবিরোধ-প্রযুক্ত মুখ্যার্থের প্রতিপাদনে অসমর্থ হইয়া মুখ্যার্থগত গুণদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হয়, অর্থাৎ গুণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শব্দ অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহাকে গুণবাদ বলা হয়। যেমন—"আদিত্যো যূপঃ" এই বেদবাক্যের শ্রৌত অর্থ—আদিত্যাভিন্ন যূপ। পশুবন্ধনকাষ্ঠবিশেষকে যূপ বলে; কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা যূপ আদিত্য হইতে ভিন্ন ইহা সিদ্ধ আছে; এই প্রত্যক্ষবিরোধ পরিহারের জন্য "আদিত্য" পদ সূর্য্যকে না বুঝাইয়া সূর্য্যগত ঔজ্জ্বল্য গুণ প্রতিপাদনদ্বারা তাদৃশ ঔজ্জ্বল্যগুণযুক্ত বস্তুর প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এজন্য "আদিত্যবৎ উজ্জ্বলো যূপঃ" এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। ঘৃতাভ্যক্ত যূপ উজ্জ্বল বলিয়া উক্ত বাক্যদ্বারা গুণবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রশংসিত হইয়া থাকে,—ইহাই গুণবাদরূপ অর্থবাদের উদাহরণ। প্রমাণান্তরসিদ্ধ বস্তুর কথনের নাম অনুবাদ। যেমন—"অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" (২৩.৪৬ মন্ত্র যজুঃ) এই যজুর্ম্মন্ত্র অগ্নির হিমনিবর্ত্তকতার প্রতিপাদক; অগ্নি যে হিমনিবর্ত্তক, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এজন্য ইহা অনুবাদরূপ অর্থবাদ। এইরূপ সিদ্ধ বস্তুর যাথার্থ্য কীর্ত্তনের নাম ভূতার্থবাদ; যেমন—"বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" এই মন্ত্রে পুরন্দর ইন্দ্রকে বজ্রহস্ত বলা হইয়াছে। বস্তুতঃই ইন্দ্রের হস্তে বজ্র আছে। এজন্য ইহা ভূতার্থবাদ।

অর্থবাদ যে ত্রিবিধ তাহা প্রদর্শিত হইল। প্রকারান্তরে অর্থবাদকে দ্বিবিধ বলা যায়:—স্তুতিরূপ ও নিন্দারূপ।

"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি। তস্য বিধিশেষত্বেনান্বয়ঃ, "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যনেনান্বয়াৎ। যথা—"তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্ব"মিতি। দ্বিতীয়ো নিষেধ্যনিন্দাত্মকঃ, তস্য নিষেধশেষত্বেন "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" ইত্যনেন নিষেধেন অন্বয়াৎ। ৯৮।

তত্র বেদান্তানাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ গুণবাদত্বং কেষাঞ্চিচ্চানুবাদত্বাদিকমিতি যথাযোগ্যং নির্ণেয়মিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—"তত্তু সমন্বয়া"দিতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ। পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদান্তশাস্ত্রৈকবেদ্যত্বং ব্রহ্মৈব, কুতঃ? সমন্বয়াৎ। সর্ব্বশাস্ত্রস্য তত্রৈব মুমুক্ষুজিজ্ঞাস্যে জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণে শাস্ত্রযোনৌ জীবপ্রধানকালকর্ম্মাদিনিয়ন্তরি ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিকিরীটেড়িতপাদপীঠে নিখিলদোষগন্ধানাঘ্রাতমাহাত্ম্যে সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তগুণনিলয়ে ব্রহ্মণি মুক্তোপসৃপ্যে সমন্বয়াৎ। "স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (৮।৭।১ ছাঃ) "যতো

তন্মধ্যে বিধেয়ার্থের স্তাবক প্রথম ;—যেমন "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি। এই অর্থবাদ বিধির শেষরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" এই বিধির সহিত উক্ত অর্থবাদের অন্বয় হয়। এইরূপ দ্বিতীয়টির উদাহরণ যথা—"তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" ইহার অর্থ—রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন ; যেহেতু তিনি রোদন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার নাম রুদ্র। এই অর্থবাদবাক্য নিষেধার্থবাদ ; এজন্য ইহা নিন্দার্থবাদ ; ইহা নিষেধ্যের নিন্দাত্মক। "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" বর্হিযাগে রজত দক্ষিণা দিবে না—এই নিষেধবাক্যে দক্ষিণারূপে নিষেধ্য রজতের নিন্দার জন্য উক্ত অর্থবাদবাক্য বলা হইয়াছে। রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন ; এই রোদনজাত অশ্রু হইতে রজত উৎপন্ন হইয়াছে। রোদনাশ্রু হইতে উৎপন্ন রজত বর্হিযাগে দক্ষিণা দিলে যজমানগৃহেও সংবৎসরের মধ্যে রোদন হইবে,—ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ৯৮।

সিদ্ধার্থবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি গুণবাদের অন্তর্গত এবং কতকগুলি অনুবাদের অন্তর্গত হইবে। এইরূপে সমস্ত বেদান্তবাক্যই অর্থবাদের অন্তর্গত বলিয়া বেদান্তবাক্যের স্বতন্ত্রভাবে অর্থপ্রতিপাদকতা নাই। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে বেদান্তবাক্যদ্বারা স্বপ্রধান ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না—ইহাই পূর্ব্বমীমাংসকগণের পূর্ব্বপক্ষ। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে—ব্রহ্মসূত্রে সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে—"তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪ ব্রহ্মসূত্র)। সূত্রে যে "তু" শব্দটি আছে, তাহা প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের নিষেধার্থক, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সূত্রার্থ এইরূপ যে—"তৎ"—বেদান্তশাস্ত্রৈকবেদ্য ব্রহ্মই। কিরূপে ইহা জানা যায়? এইরূপ আশঙ্কায় হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"সমন্বয়াৎ"। যেহেতু যিনি মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাস্য, যিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ, যিনি শাস্ত্রপ্রমাণক, যিনি জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্ম প্রভৃতির নিয়ন্তা, ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র প্রভৃতির কিরীট-সমূহদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ বন্দিত হইয়া থাকে, নিখিল দোষগন্ধদ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য অনাঘ্রাত অর্থাৎ যাঁহার মাহাত্ম্য নিখিল দোষদ্বারা অস্পৃষ্ট, যিনি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অনন্ত গুণসমূহের আশ্রয় এবং যিনি মুক্তগণের প্রাপ্য, সেই ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রৈকবেদ্য যে ব্রহ্মই, ইহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সেই আত্মা জিজ্ঞাসিতব্য", তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যাহা হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে," মুণ্ডকে বলা হইয়াছে—"এই পরমপুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে," নারায়ণোপনিষদে বলা হইয়াছে—"নারায়ণ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন। তখন ব্রহ্মাও ছিলেন না এবং ঈশান অর্থাৎ রুদ্রও ছিলেন না ; সেই ধ্যাননিষ্ঠ নারায়ণের ললাটদেশ হইতে ত্রিলোচন শূলপাণি পুরুষ অর্থাৎ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধ্যাননিষ্ঠ নারায়ণের ললাটদেশ হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম নিপতিত হইয়াছিল ; তাহাই এই বিস্তৃত জলরাশি। সেই জলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" "নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন" কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"সমস্ত বেদ যাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন"। আরণ্যকে

বা ইমানি ভূতানি" (৩।১।১ তৈঃ) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (২।১।৩ মুঃ) "নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা, নেশানঃ, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাৎ স্বেদোঽপতৎ, তা ইমাঃ প্রততা আপস্তত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখোঽজায়ত, নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ রুদ্রঃ" (১ নাঃ) "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (২। ৫ কঠ) "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" (২ প্রশ্ন, ১১ অনু যজুরারণ্যক) "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি" (২।৪ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী) "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (৮।৭।১ ছাঃ) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (১।১।৯ মুঃ) "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (২।১ তৈঃ) "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" (৬।১৬ শ্বেঃ) "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (২।১।২ মুঃ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। যদ্বা উক্তস্বরূপং ব্রহ্মৈব বেদান্তেষু সমন্বয়াৎ উক্তশ্রুতিভ্যঃ। সম্যগন্বয়ঃ শক্ত্যা শক্যত্বেন বান্বয়ঃ সমন্বয়ঃ তস্মাদিতি যাবৎ। ৯৯।

অথ যদুক্তং সর্ব্বস্যাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বম্, তৎ তুচ্ছম্, ব্রহ্মতস্করাণাং কপোলকল্পনামাত্রত্বাৎ। প্রত্যুত সমস্তধর্ম্মজাতস্য ব্রহ্মবিবিদিষয়ৈব মোক্ষাসাধারণরূপোপায়োপক্ষীণত্বাৎ কর্ম্মণ এব মোক্ষোপায়ভূত-

---

বলা হইয়াছে—"সেই অন্তর্য্যামী জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের নিয়ামক হইয়া থাকেন", নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যাঁহাকে সমস্ত দেবতা নমস্কার করিয়া থাকেন", ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে—"যে আত্মা সর্ব্বপাপবর্জ্জিত, অজর, অমর, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মাই অন্বেষণীয়," মুণ্ডকে বলা হইয়াছে—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন", শ্বেতাশ্বতরে বলা হইয়াছে—"তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পতি" এবং মুণ্ডকে বলা হইয়াছে—"সেই পরমপুরুষ কার্য্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ যে সকলের কারণীভূত অব্যক্ত, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বেদান্তশাস্ত্রৈকবেদ্য ব্রহ্মই—ইহাই জানা যায়। অথবা এই চতুর্থ সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে যে—পূর্ব্বোক্তস্বরূপ ব্রহ্মই, যেহেতু বেদান্তবাক্যসমূহে ব্রহ্মের সম্যক্ অন্বয় আছে। প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতেই ইহা জানা যায়। বেদান্তবাক্যসমূহে ব্রহ্মের সম্যক্ অন্বয় অথবা শক্তিদ্বারা শক্যরূপে অন্বয় আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্তস্বরূপ ব্রহ্মই। ৯৯।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসক বলিয়াছিলেন—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" এই জৈমিনিসূত্রানুসারে বেদমাত্রই ক্রিয়া-প্রতিপাদক ইত্যাদি, পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণের ব্রহ্মবিদ্বেষপ্রসূত স্বকপোলকল্পনা-মাত্র। প্রত্যুত সমস্ত বিহিত কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মবিবিদিষা উৎপাদনদ্বারা মোক্ষের উপায়েই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কর্ম্মই মোক্ষের উপায়ভূত বিদ্যার উৎপাদক বলিয়া কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগও পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমন্বগত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্ত সাক্ষাদ্ভাবে ও কর্ম্মকাণ্ড পরম্পরাভাবে ব্রহ্মে সমন্বগত হইয়াছে।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি বিহিত কর্ম্ম বিবিদিষার উৎপাদনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হইয়া থাকে বলা হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমন্বগত হইয়া থাকে। প্রদর্শিত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে শতপথব্রাহ্মণবিহিত সমস্ত কর্ম্মকলাপই গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শতপথব্রাহ্মণেরই শেষভাগ।

আর পূর্ব্বপক্ষিগণ যে বলিয়াছিলেন—বেদান্তবাক্যসমূহও কর্ম্মেই সমন্বগত, কর্ম্মাপেক্ষিত কর্ত্তারই প্রতিপাদক, এজন্য বেদান্তবাক্যও ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে ইত্যাদি, তাহাও "বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। বেদান্তবাক্যসমূহ কর্ম্মে কোনও মতেই সমন্বিত হইতে পারে না; পরন্তু কর্ম্মকাণ্ডবিহিত কর্ম্মসমূহই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের

বিদ্যোৎপাদকত্বেন পরম্পরয়া ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়াচ্চ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (৪।৪।২২ বৃঃ) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতেনৈব যদুক্তং ক্রত্বর্থকর্তৃপ্রতিপাদনেন বেদান্তানাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যমিতি তন্নিরস্তম্। প্রত্যুত কর্ম্মণ এব জিজ্ঞাসোর্বিশেষণত্বেন তদধিকারিত্ব-সম্পাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। শাস্ত্রং ন কর্ম্মপরং তস্য জিজ্ঞাসোৎপাদনেন উপক্ষীণত্বাৎ রূপাদিজ্ঞানোৎ-পাদনে চক্ষুরাদিবদিত্যনুমানাৎ। ১০০।

নন্বু সর্ব্বেষাং কারকাণাং কর্ম্মসাধনত্বং তাবৎ নির্ব্বিবাদম্। তথাচ কর্তুরপি কারকত্বাবিশেষাৎ ক্রিয়াঙ্গত্বে কথমপ্যনুপপত্তিশঙ্কাবকাশাভাবাৎ। ন চ ব্রহ্মণ আপ্তকামতয়া তদ্ভিন্নত্বেন কর্ম্মকর্তৃত্বাভাবাদিষ্টা-সিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, ব্রহ্মণস্তথাত্বেঽপি জীবভিন্নত্বাভাবাৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ ক্রত্বঙ্গকর্তুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য ব্রহ্মত্ববিধানেন স্তূয়মানত্বান্ন তদ্ভিন্নং কিমপি ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মস্তীতি চেন্ন, মন্দানামন্ধপরম্পরোপদেশমাত্রত্বাৎ।

বিশেষণরূপ হইয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারিত্বসম্পাদনদ্বারাই তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মকাণ্ডও পরম্পরা ব্রহ্মেই সমন্বগত। "বিবিদিষন্তি" শ্রুতিদ্বারা বিহিত কর্ম্মকলাপ যে ব্রহ্মবিবিদিষার উৎপাদক, তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিবিদিষাকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলে। সুতরাং এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"শাস্ত্রং ন কর্ম্মপরং তস্য জিজ্ঞাসোৎপাদনেন উপক্ষীণত্বাৎ; রূপাদিজ্ঞানোৎপাদনে চক্ষুরাদিবৎ। ইহার অর্থ—শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ কর্ম্মতাৎপর্য্যক নহে; যেহেতু শাস্ত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদন করিয়া উপরতব্যাপার হইয়া থাকে। যেমন রূপাদি জ্ঞানোৎপাদনে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদিজ্ঞানার্থক হইয়া থাকে, এইরূপ বেদও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থক, কিন্তু কর্ম্মার্থক নহে।১০০।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—কারকমাত্রই ক্রিয়ার সাধন, ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। এইরূপ জীবও ক্রিয়ার কর্তৃকারক বলিয়া তাহাও ক্রিয়ার সাধন হইবে। অন্য কারকের মত কর্ত্তাও ক্রিয়াঙ্গই হইবে। ইহাতে ত কোনও অনুপপত্তির শঙ্কার অবসর নাই। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম আপ্তকাম বলিয়া অনাপ্তকাম জীব হইতে ভিন্ন; অনাপ্তকাম জীবই ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া থাকে; কিন্তু আপ্তকাম ব্রহ্ম ক্রিয়ার কর্ত্তা নহে। সুতরাং ব্রহ্ম ক্রিয়ার কর্তৃকারক হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্ম কর্ম্মাঙ্গও নহে। সুতরাং প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে জীবের মত ব্রহ্মের কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী কোনও অনিষ্টপ্রসঙ্গ দেখাইতে পারিবেন না। এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলেও জীব যে কর্ম্মের কর্তৃকারক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন। "তৎত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ক্রত্বঙ্গ কর্তৃরূপ জীবের ব্রহ্মত্ব-বিধানদ্বারা ক্রত্বঙ্গ জীবই স্তূয়মান হইয়া থাকে। ক্রত্বঙ্গ জীবের স্তুতির জন্যই জীবের ব্রহ্মত্ব বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্তৃজীবভিন্ন ব্রহ্মশব্দাভিধেয় কোনও বস্তু নাই। সুতরাং জীবের ক্রত্বঙ্গতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মেরও ক্রত্বঙ্গতাই স্বীকার করিতে হইবে। জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মশব্দাভিধেয় কোনও বস্তু নাই।

পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। মন্দবুদ্ধি পূর্ব্বপক্ষিগণের ইহা অন্ধপরম্পরা উপদেশমাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"জীব সকল অবিদ্যাযুক্ত হইয়া স্বয়ং পণ্ডিতমানী হইয়া থাকে। তাহাদের তত্ত্বদৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধের মত তাহারা হীনগতি হইয়া থাকে। উপদেষ্টা ও উপদেশ্য পুরুষ এই উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত বলিয়া অন্ধপরম্পরা ভ্রান্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে।" কর্ম্ম, কর্ত্তা প্রভৃতি সকল কারককলাপের নিয়ন্তা স্বতন্ত্র বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম কর্ম্মের অঙ্গ হইবেন এবং জীব হইতে তাঁহার পৃথক্ সত্তা নাই—এইরূপ কথা কোনও সুস্থ ব্যক্তি বলিতে

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" (২।৫ কঠ) ইতি শ্রুতেঃ। ন হি কর্ম্মকর্ত্রাদিসর্ব্বকারককলাপনিয়ন্তুঃ স্বতন্ত্রস্য বিশ্বাত্মনঃ পরব্রহ্মণঃ পরাঙ্গত্বং জীবাৎ পৃথগ্সত্ত্বঞ্চ অনুমন্তুঃ কৈশ্চিদপি বক্তুং শক্যম্। "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (৫।১৫ কঠ) (৬।১৪ শ্বেঃ) "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (২।১।৪ মু) "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নাপি "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (১।২।৭ মু) "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি" (৩।৮।১০ বৃঃ) "মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতেঽর্দ্দ্যমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভির্নিন্দিতে কর্ম্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ো যুক্তঃ, অনাপ্তত্বাপত্তেঃ। ন হি স্বমুখেনৈব নিন্দাং কৃত্বা পুনস্তস্মিন্নেব নিন্দাবিষয়ে স্বয়ং সমন্বীয়াৎ সর্ব্বজ্ঞো বেদঃ। তথাত্বে চ উন্মত্তপ্রলাপবৎ তস্যাপি অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বেদান্তানাং বিধ্যঙ্গত্বমর্থবাদাদিবদ্ বক্তুং শক্যম্, ভিন্নপ্রকরণপঠিতত্বাৎ বিধিসান্নিধ্যাভাবাচ্চ। নাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবরূপভূতার্থবোধকতয়া বেদান্তানাং নিষ্ফলত্বং বক্তুং শক্যম্, বেদান্তবেদ্যব্রহ্মজ্ঞানস্য মোক্ষরূপপরমশ্রেয়ঃফলবত্ত্বাৎ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তরতি-

---

পারেন না অর্থাৎ উন্মত্ত ব্যক্তিই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। ব্রহ্ম যে কর্ম্মাঙ্গ নহেন এবং ব্রহ্মের যে জীব হইতে পৃথক্ সত্তা আছে, তাহা শ্রুতিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই ব্রহ্মের অধীন ছিল" "ব্রহ্মের প্রকাশদ্বারাই সমস্ত প্রকাশমান হইয়া থাকে" "এই ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" "এই ব্রহ্মই অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের শাসনকর্ত্তা"। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য এবং জীব হইতে ব্রহ্মের পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—কর্ম্মে বেদান্তের সমন্বয় সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতিই কর্ম্মকে নিন্দিতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতিই বলিয়াছেন যে—"যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ়" "কর্ম্মের ফল অন্তবৎ হইয়া থাকে" "জীব মৃত হইয়া পুনর্ব্বার স্বকর্ম্মদ্বারা পীড়িত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে।" এইরূপে শ্রুতিনিন্দিত কর্ম্মে শ্রুতির সমন্বয় স্বীকার করিলে শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপ কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না যে—শ্রুতি নিজমুখেই কর্ম্মের নিন্দা করিয়া পুনর্ব্বার সেই নিন্দিত কর্ম্মে স্বয়ংই সমন্বিত হইবেন। এইরূপ সমন্বয় বলিলে উন্মত্তপ্রলাপের মত শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে। আর এরূপ বলা সঙ্গত নহে যে–অর্থবাদাদি বাক্য যেমন বিধির অঙ্গ হইয়া থাকে, এইরূপ বেদান্তও বিধির অঙ্গ হইবে, কারণ বেদান্তবাক্য ও কর্ম্মবিধিবাক্য ভিন্ন প্রকরণে পঠিত। ভিন্ন প্রকরণে পঠিত বেদান্তবাক্যের বিধ্যঙ্গতা সম্ভাবিত নহে। অর্থবাদবাক্যের বিধিসান্নিধ্য আছে বলিয়া অর্থবাদের বিধ্যঙ্গতা থাকিলেও বেদান্তবাক্যের বিধিসান্নিধ্য নাই বলিয়া অর্থবাদের মত বেদান্তের বিধ্যঙ্গতা সম্ভাবিত নহে।

আর এরূপও বলা সঙ্গত নহে যে—বেদান্তবাক্যসমূহ প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির বোধক না হইয়া সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্মের বোধক হইলে বেদান্তবাক্যসমূহের নিষ্ফলত্বাপত্তি হইবে অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসমূহ অপুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইয়া পড়িবে, কারণ বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পরমশ্রেয়ঃ মোক্ষরূপ ফলের লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বেদান্তবাক্য নিষ্ফল হইতে পারে না। বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মোক্ষ হয় না, ইহা বহুতর শ্রুতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"সেই ব্রহ্মকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে। মোক্ষলাভের অন্য কোনও পথ নাই" "ব্রহ্মবিৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন" "আত্মবিৎ শোকাতীত হইয়া থাকেন" "জীব নিরঞ্জন হইয়া পরম ব্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া থাকে" "ব্রহ্মজ্ঞ জীব বীতশোক হইয়া ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে" "জীবের আরাধনায় প্রীত হইয়া ব্রহ্ম জীবকে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া থাকেন"। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত

শোকমাত্মবিৎ" "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" "তন্মহিমানমিতি বীতশোকঃ" "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" "যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং নিগচ্ছতি ॥" ইত্যাদ্যন্বয়ব্যতিরেক-সাবধারণশ্রুতিভ্যঃ। "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" ইতি সূত্রাৎ (৩।৪।১)। ১০১।

নন্বু "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি ব্রহ্মবৎ স্তুতিশ্রবণাৎ তত্র সমন্বয়োঽপি ন দোষাবহ ইতি চেন্ন, বেদবিষয়ঃ স এব যঃ সর্ব্বত্র স্তূয়তে এব, ন তু ক্বাপি নিন্দ্যতে। কর্ম্মণস্তু স্তুতিনিন্দয়োরুভয়োর্বিষয়ত্বদর্শনাৎ ন শাস্ত্রসমন্বিতত্বমিত্যর্থঃ। "যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"

জীবের সর্ব্বদুঃখোচ্ছেদরূপ মোক্ষ হইতে পারে না,—ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"চর্ম্ম যেমন শরীরকে আবৃত করিয়া থাকে, এইরূপ মানব যদি চর্ম্মের মত আকাশকে বেষ্টন করিতে পারে, তবে ব্রহ্মকে না জানিয়াও জীবের দুঃখের অবসান হইতে পারে অর্থাৎ চর্ম্মের শরীরবেষ্টনের মত জীবের আকাশবেষ্টন যেমন অসম্ভব, এইরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া দুঃখের অবসান করাও অসম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ এবং ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে মোক্ষের অভাব প্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মোক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেক শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে "এব"কারদ্বারা সাবধারণ নির্দ্দেশ করিয়াও শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানই যে একমাত্র মোক্ষের কারণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকারও "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" (৩।৪।১) এই সূত্রদ্বারা ইহাই বলিয়াছেন। পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ "অতঃ" অর্থাৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই হইয়া থাকে—ইহা "শব্দাৎ" অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। ১০১।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করেন যে—ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষফলক ইহা যেমন শ্রুতি হইতে জানা যায়, সেইরূপ কর্ম্মও অক্ষয়ফলক ইহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়; শ্রুতিই বলিয়াছেন—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যযাজী পুরুষের অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের মত কর্ম্মেরও স্তুতি শুনা যায় বলিয়া অর্থাৎ বেদবাক্য হইতে জানা যায় বলিয়া কর্ম্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় দোষাবহ হইবে না। স্তুতি উভয়ত্র তুল্যভাবেই আছে, এজন্য কর্ম্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয়ও দোষাবহ হইবে না। বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মপর, কর্ম্মপর নহে এরূপ ত বলা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় তাহাই হইবে, যাহা বেদে সর্ব্বত্র স্তুতই হইয়া থাকে, কোথাও নিন্দিত হয় না অর্থাৎ বেদে সর্ব্বত্র যাহার কেবল প্রশংসাই শ্রুত হওয়া যায়, তাহারই বেদপ্রতিপাদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহার স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই বেদ হইতে শ্রুত হওয়া যায়, তাহা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় নহে। ব্রহ্ম বেদে সর্ব্বত্র স্তুতই হইয়া থাকেন, কোথাও নিন্দিত হন না; এজন্য ব্রহ্মই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়; আর তাঁহাতে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইবে। কর্ম্ম বেদে সর্ব্বত্র স্তুত নহে, কর্ম্মের নিন্দাও বেদে আছে; সুতরাং কর্ম্ম স্তুতি ও নিন্দা উভয়েরই বিষয় হয় বলিয়া কর্ম্ম বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় নহে এবং কর্ম্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইতে পারে না। "যথেহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে" অর্থাৎ যেমন এই জগতে কর্ম্মার্জ্জিত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নিত্য মোক্ষ হয় না—ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক পরমশ্রেয়ের প্রতিবন্ধকত্বই জানা যায়। যাহারা অতত্ত্বে তত্ত্বদর্শন করিয়া থাকে, যাহাদের বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত, যাহাদের চিত্তে সৎ-শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে কোনরূপ সংস্কার আসে নাই, সুতরাং যাহারা পশুপ্রায়, সেই মূর্খ পুরুষগণের কর্ম্মে প্রবর্ত্তনের জন্যই বেদে কুত্রাপি কর্ম্মের স্তুতি করা হইয়াছে অর্থাৎ বেদে যে কোথাও কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভিপ্রায় এই যে—তাদৃশ অজ্ঞ পুরুষগণ চিত্তশুদ্ধির

(৮।১।৬ ছাঃ) "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২) ইত্যাদিনা নিন্দাপূর্ব্বকশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকত্বশ্রবণাৎ। কর্ম্মস্তুতিঃ বালানামতত্ত্বে তত্ত্বপ্রেক্ষাবতাং তমঃপিহিতবুদ্ধীনাং সচ্ছাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারহীনমনস্কানাং পশুপুরুষাণাং প্রবর্ত্তনায়ৈবেতি বোধ্যম্। "এষ ভূতাধিপতিরেষভূতপালঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) "স কারণং করণাধিপাধিপঃ ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯) "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" ইত্যাদিনা সর্ব্বত্র স্তূয়মানে "য আত্মাপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদিনা হেয়ধর্ম্মগন্ধাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যে শ্রীমুকুন্দে এব পরব্রহ্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ইতি রাদ্ধান্তঃ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ১।১২) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব" (বৃঃ ১।৪।১১) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" (বৃঃ ১।৪।১০) "তস্মাৎ সর্ব্বমভবৎ" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।১) "সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সমন্বয়ো নাম শক্ত্যৈব তৎপরত্বং ন লক্ষণাদিবৃত্ত্যা, জঘন্যস্য মুখ্যবাধ্যত্বাৎ; "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ" ইতি ন্যায়াৎ। ১০২।

নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক। কর্ম্মদ্বারা মনোমল বিনষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহারা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইতে পারিবে। কর্ম্মস্তুতিবাক্যের এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ঐ কর্ম্মস্তুতিদ্বারা কর্ম্মই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় ইহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কর্ম্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইতে পারে না। যাহা বেদে সর্ব্বত্র স্তুত হইয়া থাকে, তাহাতেই সর্ব্ববেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপাল" "তিনিই কারণ এবং করণসমূহের অধিপতির অধিপতি; তাঁহার কোনও জনক নাই এবং অধিপতিও নাই" "তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দেখা যায় না। ইঁহার শ্রেষ্ঠা শক্তি নানা প্রকারই শুনা যায়" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" "তিনি সংসারবন্ধের স্থিতি ও মোক্ষের হেতু" ইত্যাদি বাক্যসমূহদ্বারা যিনি বেদে সর্ব্বত্র স্তূয়মান হইয়া থাকেন এবং "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য নিন্দিত ধর্ম্মগন্ধে অস্পৃষ্ট বলিয়া বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মনামক ভগবান্ শ্রীমুকুন্দেই বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন—"যাহা হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে" "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সদ্রূপেই ছিল" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপেই ছিল" "অগ্রে ইহা ব্রহ্মই ছিল, সেই ব্রহ্ম আত্মাকে জানিয়াছিলেন যে—আমি ব্রহ্ম হই" "তাঁহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে" "অগ্রে ইহা একমাত্র আত্মাই ছিল" "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ" "ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ"।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রে যে "সমন্বয়" কথা বলা হইয়াছে, এই সমন্বয় শব্দের অর্থ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—শব্দ স্বীয় শক্তিদ্বারা যে অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, সেই অর্থেই সেই শব্দের সমন্বয় বুঝিতে হইবে। শক্তিদ্বারা শব্দের অর্থপ্রতিপাদকত্বই সমন্বয়। লক্ষণা উপচার প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা প্রতিপাদ্য অর্থে শব্দের সমন্বয় বলা যায় না। শক্তি শব্দের মুখ্যবৃত্তি; এই মুখ্যবৃত্তিকে জ্যেষ্ঠবৃত্তি বলা হয়। লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের কনিষ্ঠবৃত্তি। শক্তির প্রতিসন্ধানপূর্ব্বকই লক্ষণাদির প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে। অগৃহীতশক্তিক পদের লক্ষণাদি বৃত্তিও হইতে পারে না। এজন্য শক্তিরূপ বৃত্তি প্রধান ও লক্ষণাদিরূপ বৃত্তি অপ্রধান। এই প্রধান বা মুখ্য বৃত্তিদ্বারা অপ্রধান লক্ষণাদি বৃত্তি বাধিত হইয়া থাকে। শাব্দন্যায়বিদ্গণও বলিয়াছেন যে—তাৎপর্য্যার্থই শব্দার্থ অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের তাৎপর্য্য গৃহীত হয়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ১০২।

নন্বু স্যাদেতৎ উপনিষদ্ভাগস্য কথঞ্চিৎ ব্রহ্মপরত্বং তত্র তথাত্বদর্শনাৎ, তথাপি ন পূর্ব্বভাগস্য তথাত্বং কথমপি শক্যতে বক্তুম্, তস্য তু "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিনা নিত্যকাম্যাদিকর্ম্মবিধায়কত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যত্বশ্রবণাদিতি চেন্ন, কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য ব্রহ্মপরত্বমেব, কর্ম্মাদৌ তস্য কেনচিদ্ভাগেন কথঞ্চিদন্বয়দর্শনেঽপি সমন্বয়স্তু ব্রহ্মণ্যেব। তত্রোপনিষদ্ভাগস্য তাবৎ সাক্ষাৎ তৎস্বরূপগুণাদিপ্রতিপাদনপরত্বাৎ সাক্ষাদন্বয়ো নির্ব্বিবাদঃ। "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃঃ ২।৫।১৯) "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।২।১১) "তং ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদিবাক্যানাং ন কথমপি অন্যত্র সমন্বেতুং শক্যং কপোলকল্পনায়া নিষ্প্রমাণত্বাৎ। তথাত্বে শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদিকং শাস্ত্রং বিনা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচরত্বাচ্চ। তস্য নিত্যকর্ম্মপরাণাং চাধিকারিসত্ত্বশুদ্ধিসম্পাদনদ্বারা ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানাদ্যুপপাদনেন কাম্যানামপি সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন তত্রৈব পরম্পরয়া সমন্বয় ইতি বিবেকঃ। ন্যায়শ্চ

ইহাতে শঙ্কা এই যে—বেদের উপনিষদ্ভাগ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া উপনিষদ্ভাগের ব্রহ্মপরত্ব কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হইতে পারে; কিন্তু বেদের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ব্রহ্মপরত্ব কিছুতেই বলা যায় না। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে, "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় বাক্য নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদির ও কাম্যকর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদির বিধায়ক হইয়াছে। এই নিত্য ও কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যগুলি তাদৃশ কর্ম্মমাত্র প্রতিপাদন করিয়াই শান্তাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলির ব্রহ্মে সমন্বয় কখনও বলা যাইতে পারে না। প্রদর্শিত বাক্যগুলি লেশতঃও ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে। সুতরাং সমস্ত বেদের সমন্বয় ব্রহ্মেই হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কর্ম্মকাণ্ডীয় বাক্যসমূহের কর্ম্মেই সমন্বয় আছে, ইহাই বলা উচিত।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—সমগ্র বেদ ব্রহ্মতাৎপর্য্যক বলিয়া ব্রহ্মেই সমন্বিত। বেদের কোনও ভাগের কর্ম্মাদিতে কথঞ্চিৎ অন্বয়মাত্র থাকিলেও কর্ম্মাদিতে সমগ্র বেদের সমন্বয় নাই অর্থাৎ সম্যক্—সাক্ষাৎ অন্বয় নাই। সমগ্র বেদের ব্রহ্মেই সমন্বয় আছে। বেদের উপনিষদ্ভাগের ব্রহ্মেই যে সাক্ষাৎ অন্বয় আছে, তৎসম্বন্ধে কোনও বিবাদই হইতে পারে না; কারণ উপনিষদ্ভাগ ব্রহ্মেরই স্বরূপ-গুণাদির প্রতিপাদক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে যে—"সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য। এই আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর অনুভবিতা।" এইরূপ মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"এই ব্রহ্মই অমৃত"। আবার বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"সেই ঔপনিষদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি"। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুতে এই প্রদর্শিত বাক্যগুলির সমন্বয় কোনও প্রকারে বলা যায় না। যদি কেহ স্বকপোলকল্পনাদ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুতে উপনিষদ্বাক্যের সমন্বয় স্বীকার করেন, তবে তাহা অপ্রামাণিক হইবে। সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যেরও অন্যত্র সমন্বয় কল্পনা করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গ দোষ হইবে। "অনন্তর সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া ধ্যাতৃপুরুষ দর্শন করিয়া থাকে" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারাই ব্রহ্ম সিদ্ধ হইয়া থাকেন; ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহেন। সুতরাং উপনিষদ্ভাগের সাক্ষাৎ সমন্বয় ব্রহ্মেই আছে—ইহা নির্ব্বিবাদ। নিত্য-কাম্যাদি কর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ কর্ম্মে অন্বিত হইলেও পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমন্বিত। নিত্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী পুরুষের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদনের সহায়ক হইয়া থাকে বলিয়া নিত্যকর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলিও পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমনুগত। বিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। আর কাম্যকর্ম্ম-

শ্রীজৈমিনিনা সূত্রিতঃ "একস্যোভয়ত্বে সংযোগপৃথক্‌ত্ব"মিতি সূত্রাৎ। একস্য কর্ম্মণঃ উভয়ত্বে অনেকফল-সম্বন্ধে সংযোগস্য উভয়সম্বন্ধবোধকবাক্যস্য তস্য পৃথক্‌ত্বং ভেদঃ। যথা—"খাদিরৈর্জুহোতি, খাদিরৈর্জুহুয়াদ্ বীর্য্যকামঃ" ইত্যেকস্যৈব খাদিরকরণকস্য কর্ম্মণঃ উভয়পরত্বম্, তথা প্রকৃতেঽপি জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলকত্বে শ্রূয়মাণেঽপি "তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতিশ্রুতের্জ্ঞানার্থত্ব-মিত্যবগমাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়ঃ। তথোক্তং সমন্বয়াধিকরণে ভগবচ্চরণৈরাদ্যাচার্য্যৈঃ প্রথমবর্ণকে—"প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চিয়তে বিবিদিষাশ্রুতে"রিতি। দ্বিতীয়-বর্ণকেঽপি "সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়া"দিত্যাদিনা। ১০৩।

নন্বু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যোক্তিরযুক্তা তস্য কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" ইতি সিদ্ধান্তসূত্রাৎ। অয়ং ভাবঃ—শ্রীপুরুষোত্তমঃ বিচিত্রসৃষ্টিকরণে স্বতন্ত্রো বা তৎতৎক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মসাপেক্ষো বা? নাদ্যঃ, তস্য রাগাদ্যভাবেন সুখদুঃখাদ্যবচ্ছিন্নসৃষ্টিকরণে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, অন্যথা

প্রতিপাদক বাক্যগুলিও "সংযোগপৃথক্‌ত্ব" ন্যায়ে ব্রহ্মেই পরম্পরাক্রমে সমনুগত হইয়া থাকে। নিত্য ও কাম্য কর্ম্মের প্রতিপাদক বাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিতরূপে বুঝিতে হইবে। এই "সংযোগপৃথক্‌ত্ব" ন্যায় জৈমিনিকর্ত্তৃক সূত্রিত হইয়াছে। জৈমিনি বলিয়াছেন—"একস্য তুভয়ত্বে সংযোগপৃথক্‌ত্বম্।" (জৈঃ ৪।৩।৫) অর্থাৎ একটি কর্ম্মের উভয়ত্ব হইলে অর্থাৎ অনেক ফলসম্বন্ধ হইলে সংযোগের অর্থাৎ উভয় ফলসম্বন্ধবাক্যের পৃথক্‌ত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ ভেদ হইয়া থাকে। যেমন—"খাদিরৈর্জুহোতি খাদিরৈর্জুহুয়াদ্‌বীর্য্যকামঃ" অর্থাৎ "খদিরকাষ্ঠের সমিধ্‌দ্বারা হোম করিবে" এইরূপ বলিয়া আবার বলা হইয়াছে—"বীর্য্যকাম পুরুষ খদিরকাষ্ঠের সমিধদ্বারা হোম করিবে।" এ স্থলে একটি হোমকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং তাহাতে খদিররূপ সাধন বিহিত হইয়াছে। এই একটি কর্ম্ম বীর্য্যরূপ পুরুষার্থের সাধক এবং ক্রতুরও উপকারক। এজন্য উক্ত হোমকর্ম্মটি উভয়ার্থক। উদাহৃত হোমকর্ম্ম ক্রতুর অঙ্গভূত হোম। এই প্রদর্শিত হোম যেমন উভয়ার্থক, এইরূপ বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্ম অভিলষিত স্বর্গাদি ফলের সাধক এবং "তমেতম্ আত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেরও সহায়ক হইয়া থাকে এইরূপ জানা যায়। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম স্বর্গের সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক বলিয়া সংযোগপৃথক্‌ত্ব ন্যায় অনুসারে প্রদর্শিত কাম্যকর্ম্ম উভয়ার্থক হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদ সাক্ষাদ্বা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমন্বিত হইয়াছে। আর এই কথাই সমন্বয়াধিকরণের (১।১।৪) প্রথম বর্ণকে আদ্যাচার্য্য ভগবচ্চরণ বলিয়াছেন যে—কর্ম্ম বিবিদিষা অর্থাৎ ব্রহ্মবেদনেচ্ছা উৎপাদনদ্বারা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনীভূত জ্ঞানের উৎপত্তির উপকারক হইয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মেই সমন্বিত হইয়া থাকে, বিবিদিষা শ্রুতিদ্বারা ইহা জানা যায়। সমন্বয়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে আদ্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে—সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেই সমন্বিত হইয়া থাকে। ১০৩।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্ম জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াই জগতের সৃষ্টি করেন। "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) এই সিদ্ধান্তসূত্রে জীবকর্ম্মসাপেক্ষ ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে—শ্রীপুরুষোত্তম কি বিচিত্র জগৎসৃষ্টিতে স্বতন্ত্র? অথবা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে, কারণ শ্রীপুরুষোত্তমের রাগাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া সুখদুঃখাদির জনক সৃষ্টিকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভাবিত নহে। রাগাদিরহিত বলিয়া তিনি কোনও জীবকে সুখী এবং কোনও জীবকে দুঃখী করিতে

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। অতো দ্বিতীয় এব পক্ষঃ অকামেনাপি ত্বয়া উক্তদোষপ্রহাণায় অঙ্গীকার্য্যস্তথাত্বে ন স্বাতন্ত্র্যমিতি। কিঞ্চ কর্ম্মণ এবাভীষ্টসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্যাপ্রযোজকত্বেন তদভ্যুপগমস্য দুরাগ্রহমাত্রত্বাদিতি চেন্ন, তস্যৈব কর্ম্মফলদাতৃত্বাৎ। স্বাতন্ত্র্যমেব তৎকর্ত্তৃত্বে তৎসাপেক্ষত্বাভাবাৎ। অন্যথা জড়াৎ কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধ্যসম্ভবেন তস্যৈব বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, ব্রীহ্যাদিক্ষেত্রফলনিষ্পত্তৌ বৃষ্ট্যভাবে বীজানাং বৈয়র্থ্যদর্শনাৎ। "ফলমত উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮ ব্রঃ সূঃ) ইতি ন্যায়াৎ। তিক্তমাধুর্য্যাদিবিশেষবতাং নিম্বাম্রাদিবৃক্ষাণাং তৎতৎফলনিষ্পত্তৌ পর্জ্জন্যস্যাসাধারণকর্ত্তৃত্ব-স্বাতন্ত্র্যাদিসত্ত্বেঽপি বৈষম্যাদিপ্রসক্তিঃ স্বাতন্ত্র্যহানিশ্চ দৃশ্যতে। তৎতদ্গুণদোষাদেস্তৎতদ্বীজবৃত্তিত্বাৎ বৃষ্ট্যভাবে তৎতৎফলানিষ্পত্তেশ্চ। তথা উত্তমাধমাধিকারাদি-সুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যাবচ্ছিন্নসৃষ্টে জগতি শ্রীভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যাদিযোগে সত্ত্বেঽপি ন বৈষম্যাদিযোগঃ স্বাতন্ত্র্য-প্রহাণিশ্চ, বৈষম্যাদীনাং তত্তদ্বীজস্থানীয়কর্ম্মবৃত্তিত্বাৎ, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" (বৃঃ ৩।২।১২) ইতি শ্রুতেঃ, তদভাবে কর্ম্মফলাসিদ্ধেঃ। ১০৪।

পারেন না; করিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দ্দয়ত্বের আপত্তি হইবে। এজন্য দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ রাগাদিরহিত শ্রীপুরুষোত্তমের প্রদর্শিত দোষদ্বয় নিবারণের জন্য জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াই তিনি বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোনও জীবকে সুখী ও কোনও জীবকে দুঃখী করিয়া থাকেন—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে শ্রীপুরুষোত্তমের স্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গই হইবে। কর্ম্মসাপেক্ষ স্রষ্টার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না।

আরও কথা এই যে—কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর সুখ-দুঃখাদির স্রষ্টা হইয়া থাকেন—এইরূপ স্বীকার করা অপেক্ষা কর্ম্মমাত্র হইতেই সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হয়—ইহাই স্বীকার করা উচিত। ঈশ্বরবাদীরও কর্ম্মাপেক্ষা স্বীকার করিতেই হইবে। কর্ম্মের ফলজনকত্ব স্বীকার করিলে আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? কর্ম্মই ফলপ্রদাতা, ফলের জন্য ঈশ্বরস্বীকার দুরাগ্রহমাত্র।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ ঈশ্বরই কর্ম্মফলপ্রদাতা। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যই আছে; কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষত্ব নাই। স্বতন্ত্র ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা না হইলে জড় অচেতন কর্ম্ম হইতে জীবের ফলসিদ্ধি হইতে পারিত না। এজন্য কর্ম্মমাত্রই নিষ্ফল হইয়া যাইত। যেমন বৃষ্টি না থাকিলে ক্ষেত্রপতিত বীজ ফলের জনক হইতে পারে না, এইরূপ ঈশ্বরপ্রেরণা ব্যতীত কর্ম্ম ফলপ্রদ হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন যে—"ফলমত উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮)। সূত্রার্থ এই যে—অধিকারী জীবগণের অধিকারানুরূপ ভোগ ও মোক্ষ ফল "অতঃ" অর্থাৎ এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে। যেহেতু ইহাতেই উপপত্তি আছে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীপুরুষোত্তমেরই কর্ম্মফলদাতৃত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে, জড় কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব সম্ভাবিত নহে, ইহাই সূত্রার্থ। তিক্ত মাধুর্য্যাদি বিশেষ গুণযুক্ত নিম্ব ও আম্রাদি বৃক্ষের তিক্ত ও মধুররূপ ফলনিষ্পত্তিতে পর্জ্জন্যের অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও তিক্ত-মধুরাদি ফলনিষ্পত্তিতে পর্জ্জন্যের বৈষম্যাদি দোষের প্রসঙ্গ হয় না এবং তাদৃশ ফলনিষ্পত্তিতে পর্জ্জন্যের স্বাতন্ত্র্যহানিও হয় না। আম্র-নিম্বাদি ফলের গুণ-দোষাদি তাহাদের বীজায়ত্ত; কিন্তু বৃষ্টি না থাকিলে আম্র-নিম্বাদি বৃক্ষের ফলনিষ্পত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং পর্জ্জন্যের যেমন বৈষম্যাদি দোষ নাই, সেইরূপ উত্তমাধম অধিকারী পুরুষের সুখ-দুঃখাদি বৈচিত্র্যবিশিষ্ট সৃষ্ট জগতে শ্রীপুরুষোত্তমের স্বাতন্ত্র্যযোগাদি থাকিলেও তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ হয় না এবং স্বাতন্ত্র্যের হানিও হয় না। সুখ-দুঃখাদি বৈষম্যের কারণ আম্র-নিম্বাদি বীজস্থানীয় অধিকারী পুরুষের বিচিত্র কর্ম্ম। "পুণ্যফল পুণ্যকর্ম্ম হইতে এবং পাপফল পাপকর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিই বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম না থাকিলে কর্ম্মফলের সিদ্ধি হইতে পারে না। ১০৪।

নন্নু তথাপি কর্ম্মসাপেক্ষত্বং তাদবস্থ্যম্, তস্য কর্ম্মণঃ সৃষ্টিবীজত্বেন ত্বয়াপি স্বীকারাদিতি চেন্ন, বীজস্য সত্ত্বেঽপি ফলনিষ্পত্তৌ তস্য পর্জ্জন্যপারতন্ত্র্যদর্শনাৎ, তথা কর্ম্মণঃ সত্ত্বেঽপি স্বফলনিষ্পত্তৌ ঈশ্বর-পরতন্ত্রত্বমিতি ধ্যেয়ম্। নাস্মাকং কর্ম্মস্বরূপনিষেধে তাৎপর্য্যম্, তস্যাপি শ্রৌতত্বাৎ, কিন্তু তৎফলসিদ্ধৌ তস্য পরমেশ্বরপরতন্ত্রত্বনিশ্চয় এবেতি ভাবঃ। কর্ম্ম চেতনাধীনং জড়ত্বাৎ জন্যত্বাৎ ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ন চৈবং কর্ম্মণো জীবনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ তৎপরতন্ত্রত্বেঽপি পরমাত্মনস্তদপ্রযোজকত্বমিতি বাচ্যম্, জীবস্য পরপ্রযোজ্য-কর্ত্তৃত্বস্য প্রযোজকে পরমেশ্বরে এব পর্য্যবসানাৎ। এবং পরমেশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধ্যা কর্ম্মণঃ তদ্ভাবাপত্তি-লক্ষণশ্রেয়ঃসাধনজ্ঞানজনকত্বেন উপক্ষীণত্বাৎ ন ক্রত্বঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ, নতরাং কর্ম্মণি শাস্ত্রসমন্বয় ইতি ভাবঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" (গী ৪।৩৪) "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"

ইহাতে আপত্তি এই যে—এইরূপ বলাতেও ভগবানের কর্ম্মসাপেক্ষত্ব থাকিয়াই গেল। কর্ম্মকেই সৃষ্টির বীজ বলিয়া সিদ্ধান্তীও স্বীকার করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ বীজ থাকিলেও বীজ হইতে ফলনিষ্পত্তি যেমন পর্জ্জন্যের অধীন, সেইরূপ কর্ম্ম থাকিলেও কর্ম্মের ফলনিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যহানি হয় না। সৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলেও আমরা কর্ম্মের স্বরূপ নিষেধ করি না। কর্ম্মানুসারে যে ফল হয়,—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ; কিন্তু কর্ম্মের ফলসিদ্ধিতে কর্ম্ম ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়াই কর্ম্ম ফলের জনক হইয়া থাকে। ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যায় যে—"কর্ম্ম চেতনাধীনং জড়ত্বাৎ, জন্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ" অর্থাৎ কর্ম্ম চেতনের অধীন, যেহেতু তাহা জড় ও জন্য; যাহা জড় বস্তু, তাহা চেতনাধীন,—যেমন ঘটাদি জড় বস্তু কুলালাদি চেতনের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ যাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ, তাহা চেতনাধীন হইয়া থাকে; যেমন ঘটাদি।

যদি বলা যায়—জড় ও জন্য কর্ম্ম চেতন জীবসম্পাদ্য বলিয়া জীবাধীন উৎপত্তি হইলেও পরমাত্মা কর্ম্মের জনক নহে। সুতরাং কর্ম্মের উৎপত্তি পরমাত্মার অধীন নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তাহা প্রযোজ্য কর্ত্তৃত্ব; ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই জীব কর্ত্তা হইয়া থাকে। জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা এবং পরমেশ্বর প্রযোজক। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব প্রযোজক পরমেশ্বরেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—প্রদর্শিতরূপে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং এই পরমেশ্বরভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের সাধন জ্ঞানের জনক কর্ম্ম হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মও জীবের পরমেশ্বরভাবাপত্তিরূপ মোক্ষেই পর্য্যবসিত। কর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে পরমেশ্বরভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগ ব্রহ্মেই সমন্বিত; কিন্তু ব্রহ্মের কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং কর্ম্মে শাস্ত্রের সমন্বয় সম্ভাবিত নহে। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে—"হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।" সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবিত নহে।

আর ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"ব্রহ্ম ন কর্ম্মাঙ্গং স্বতন্ত্রত্বাৎ বিশ্বাত্মত্বাৎ সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বাৎ; ব্যতিরেকে পুরুডাশাদিবৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারেন না; যেহেতু ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, বিশ্বাত্মা ও সর্ব্বনিয়ন্তা। যাহা কর্ম্মাঙ্গ, তাহা স্বতন্ত্র নহে; যেমন কর্ম্মাঙ্গ পুরুডাশাদি। এইরূপ যাহা কর্ম্মাঙ্গ, তাহা বিশ্বাত্মা নহে; যেমন—পুরুডাশাদি। এরূপ যাহা কর্ম্মাঙ্গ, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা নহে; যেমন কর্ম্মাঙ্গ পুরুডাশাদি। সুতরাং এই প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা ব্রহ্ম যে কর্ম্মাঙ্গ নহেন, তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্ম যে স্বতন্ত্র নহে, তাহাও অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুমানটি এইরূপ :—"কর্ম্ম পরশেষং ভবিতুমর্হতি, জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ জন্যত্বাৎ; পুরুডাশাদিবৎ" অর্থাৎ কর্ম্ম স্বতন্ত্র

(গী—৪।৩৮) ইতি শ্রীমুখগানাৎ। ব্রহ্ম ন কর্ম্মাঙ্গং স্বতন্ত্রত্বাৎ বিশ্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ ব্যতিরেকে পুরোডাশাদিবৎ। কর্ম্ম পরশেষং ভবিতুমর্হতি জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ ইতরজন্যত্বাৎ পুরোডাশাদিবৎ—ইত্যনুমানাৎ। বিস্তরস্তু আকরে দ্রষ্টব্যঃ। ১০৫।

ইতি কর্ম্মমীমাংসকাভিমতপক্ষগিরিনিপাতঃ ॥

———— ० ————

ইত্থং সামান্যতো ব্রহ্মণি বেদান্তশাস্ত্রসমন্বয় ইতি সিদ্ধম্। অথ কিংস্বরূপে ব্রহ্মণি শাস্ত্রস্য সমন্বয় ইতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়ামাহুরেকে—অখণ্ডার্থে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ঃ। তথাহি দ্বিবিধং বাক্যং পদার্থনিষ্ঠং বাক্যার্থনিষ্ঠঞ্চ; তত্রৈকৈকমপি লৌকিকবৈদিকভেদেন দ্বিবিধম্। তত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি তৎপদার্থনিষ্ঠম্, "তত্ত্বমসি" ইতি বাক্যার্থনিষ্ঠং বৈদিকম্। প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইতি পদার্থনিষ্ঠম্, "সোঽয়ং

নহে; কিন্তু পরতন্ত্র হইবে; যেহেতু তাহা জড় বস্তু; যাহা জড় বস্তু, তাহা পরশেষ অর্থাৎ পরতন্ত্র হইয়া থাকে; যেমন পুরুডাশাদি জড় বস্তু কর্ম্মশেষ বা কর্ম্মতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্ম পরার্থ বলিয়াও পরশেষ হইবে এবং জন্য বলিয়াও কর্ম্ম পরশেষ হইবে; যেমন পরার্থ ও জন্য বলিয়া পুরুডাশাদি কর্ম্মশেষ হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্য, সিদ্ধান্তজাহ্নবী প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। ১০৫।

কর্ম্মমীমাংসকাভিমত পক্ষ নিরাস সমাপ্ত ॥

————

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—নিখিল কল্যাণগুণাকর নিখিল হেয়ধর্ম্মরহিত পরব্রহ্ম শ্রীমুকুন্দে সমস্ত বেদবাক্য সমন্বিত। কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক বেদ তাদৃশ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সুতরাং বেদান্তও যে ব্রহ্মেই সমনুগত—ইহা সামান্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি কীদৃশ ব্রহ্মে শাস্ত্রের সমন্বয় হইবে—এইরূপ বিশেষ জিজ্ঞাসাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—অখণ্ড ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অখণ্ডার্থ বাক্য দুই প্রকার:—পদার্থনিষ্ঠ ও বাক্যার্থনিষ্ঠ। এই পদার্থনিষ্ঠ ও বাক্যার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য প্রত্যেকটি দুই প্রকার:—লৌকিক ও বৈদিক। পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার এবং বাক্যার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং অখণ্ডার্থক বাক্য সমুদায়ে চারি প্রকার হইল। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্য এবং "তৎত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য বাক্যার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্য। জীব বা ব্রহ্মের স্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যকে পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্য বলা হয়। এজন্য পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্যও দুই প্রকার:—তৎপদার্থনিষ্ঠ ও ত্বংপদার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপনিষ্ঠ ও জীবস্বরূপনিষ্ঠ। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বাক্য তৎপদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য এবং "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্য ত্বংপদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বেদান্তবাক্য। আর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক বাক্যকেই অদ্বৈতবাদে মহাবাক্য বলা হয় এবং মহাবাক্যীয় জীব বা ব্রহ্মকে পদার্থ বলা হয়। সুতরাং এস্থলে পদার্থ বলিতে জীবস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপকে বুঝিতে হইবে। এইরূপে দ্বিবিধ বেদান্তবাক্য বুঝিতে হইবে। আর "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি লৌকিক বাক্য পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য এবং "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার অভিলাপরূপ লৌকিক বাক্য বাক্যার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য। বাক্যের অখণ্ডার্থত্ব কথার অর্থ এই যে—অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদকত্ব। বাক্য সাধারণতঃ অন্য অর্থের সহিত সংসৃষ্টরূপে অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সংসৃষ্টরূপে অর্থের প্রতিপাদন সাধারণতঃ বাক্যের স্বভাব। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—যে বাক্য অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহাকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলে। অখণ্ডার্থক

দেবদত্তঃ” ইত্যাদি বাক্যার্থনিষ্ঠং লৌকিকম্। তত্র বাক্যার্থস্যাখণ্ডত্বং নাম অসংসৃষ্টত্বম্। বাক্যস্যাখণ্ডত্বঞ্চ অখণ্ডার্থকত্বম্, তল্লক্ষণঞ্চ অপর্য্যায়শব্দানাং পদবৃত্তিস্মারিতাতিরিক্তসংসর্গাগোচরপ্রমাজনকত্বম্, তেষামেক-প্রাতিপদিকার্থমাত্রপর্য্যবসায়িত্বং বা। ১০৬।

তত্ত্বঞ্চ উপক্রমাদিভিলিঙ্গৈর্নিশ্চীয়তে। তথাচ—ছান্দোগ্যে ষষ্ঠে অধ্যায়ে “সদেব সোম্যেদমগ্র আসী-দেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যুপক্রমবাক্যং সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যার্থপরম্, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” ইত্যুপসংহারোঽপি তৎপর এব। (১) ইদমুপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে লিঙ্গম্। (২) তথা “তত্ত্বমসি” ইতি নবকৃত্বোঽভ্যাসঃ। (৩) নিঃশেষবিশেষশূন্যস্য ব্রহ্মণো মানান্তরাবিষয়ত্বাৎ অপূর্ব্বতা।

বাক্যের লক্ষণ এই যে—অপর্য্যায় শব্দঘটিত বাক্যের ঘটক পদের বৃত্তিজ্ঞানজন্য স্মারিত পদার্থাতিরিক্ত সংসর্গের অবিষয়ক প্রমার জনকত্ব। এক প্রবৃত্তিনিমিত্তক পদকে পর্য্যায় পদ বলে; যেমন—ঘট, কুম্ভ, কলস—ইত্যাদি পদ এক প্রবৃত্তি-নিমিত্তক বলিয়া পর্য্যায় পদ। প্রদর্শিত পদগুলির প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্বধর্ম্ম। ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্তক পদকে অপর্য্যায় পদ বলে। যেমন—গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি অপর্য্যায় পদ। গোপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্ব, মহিষপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত মহিষত্ব; এজন্য গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি অপর্য্যায় পদ। অপর্য্যায় পদঘটিত বাক্যের ঘটক পদ, পদবৃত্তিদ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থের সংসর্গরূপ অর্থের প্রমিতিজনক হইলে সেই বাক্যকে সখণ্ডার্থক বাক্য বলা হয়। আর যে বাক্য পদবৃত্তিদ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থের সংসর্গাবিষয়ক প্রমিতির জনক হইয়া থাকে, তাদৃশ বাক্যকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলা হয়। এই অখণ্ডার্থক বাক্যের অন্য লক্ষণ এই যে—অপর্য্যায় শব্দের এক প্রাতিপদিকার্থমাত্র পর্য্যবসায়িত্বই অখণ্ডার্থত্ব। এ স্থলে যে দুইটি লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, তাহার প্রথমটি পঞ্চপাদিকাকারসম্মত এবং দুইটিই চিৎসুখাচার্য্যসম্মত বলিয়া বুঝিতে হইবে*। ১০৬।

এই অখণ্ডার্থত্ব উপক্রমাদি লিঙ্গদ্বারা নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে—“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইহাই উপক্রমবাক্য অর্থাৎ আরম্ভবাক্য। “একমেব” ইত্যাদি শব্দদ্বারা সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদশূন্য অর্থকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; এজন্য উপক্রম-বাক্যটি উক্ত ত্রিবিধ ভেদশূন্য অর্থতাৎপর্য্যক হইয়াছে। এবং “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” এই উপসংহার-বাক্যটিও উক্ত ত্রিবিধ ভেদশূন্য অর্থতাৎপর্য্যক হইয়াছে; এইরূপে উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের ঐকরূপ্য অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্ব বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক প্রথম লিঙ্গ হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণে—“তত্ত্বমসি” এই বাক্যটি নয় বার পঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহা অভ্যাসনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক দ্বিতীয় লিঙ্গ হইয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরের অবিষয় বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিপাদক এই বাক্যে অপূর্ব্বতানামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক তৃতীয় লিঙ্গ আছে। অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকই অপূর্ব্বার্থক। এই প্রকরণে “অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে” এই শ্রুতিদ্বারা “দেহাদি-সঙ্ঘাতগত প্রত্যগ্ ব্রহ্ম তোমার অজ্ঞাত” এইরূপ বলা হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের অপূর্ব্বতা আছে। “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে” এই শ্রুতিদ্বারা ঐ প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষরূপ ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে বলিয়া ফলনামক তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক চতুর্থ লিঙ্গও আছে। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই শ্রুতিদ্বারা

---

* এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শনপ্রসঙ্গে মূলকার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণ হইতে সংগৃহীত। উক্ত প্রকরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যদিও অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের অন্যান্য প্রকরণ এইরূপই বটে, তথাপি অখণ্ডার্থতার বিচার গহন বলিয়া যাহারা ইহা বিস্তৃতভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে ইঙ্গিতমাত্র করিলাম।

"অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে" ইতি শ্রুতেঃ, দেহাদিসঙ্ঘাতগতমপি প্রত্যগ্‌ব্রহ্ম তবাজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। (৪) "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি ফলম্। (৫) "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যদ্বিতীয়জ্ঞানার্থোঽর্থবাদঃ। (৬) মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ স্বোপাদানাতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীত্যুপপত্তিঃ। এবং ষড়্‌ভিঃ উপক্রমাদিলিঙ্গৈঃ লক্ষণয়া বেদান্তানামখণ্ডার্থে তাৎপর্য্যমবগম্যতে। ১০৭।

ন চ সর্ব্বপদলক্ষণা বিরুদ্ধেতি শঙ্কনীয়ম্, সর্ব্বৈরর্থবাদৈরেকস্যাঃ স্তুতের্লক্ষ্যত্বাঙ্গীকারাৎ, তথা প্রকৃতেঽপ্যদোষ ইতি, তন্ন অসম্ভবাৎ; তথাহি—আদ্যে লক্ষণে "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" ইতি বাক্যে অতিব্যাপ্তিঃ,

---

ঐ প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে বলিয়া অর্থবাদনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক পঞ্চম লিঙ্গও আছে। এইরূপ মৃদাদি দৃষ্টান্তদ্বারা উপাদানাতিরিক্ত কার্য্য নাই—ইহা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে; এজন্য উপপত্তিনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষষ্ঠ লিঙ্গও আছে। এইরূপে উপক্রমাদি ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গদ্বারা অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মে বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া বেদান্তবাক্য লক্ষণাদ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। ১০৭।

যদি বলা যায়—বাক্যের ঘটক সমস্ত পদের লক্ষণা বিরুদ্ধ; বাক্যের লক্ষণাই হইতে পারে না; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ আপত্তি অসঙ্গত; কারণ মীমাংসকগণ বিধিশেষ অর্থবাদবাক্যের স্তুতিরূপ একটি অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন, এইরূপ বেদান্তবাক্যেরও অখণ্ড ব্রহ্মে লক্ষণা হইতে পারিবে। ইহাতে কোনও দোষ নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। তাঁহারা যে বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বের দুইটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম লক্ষণটি অসঙ্গত। কারণ—"বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বাক্যে উক্ত প্রথম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ শত্রুর গৃহে ভোজনোদ্যত মিত্রকে নিবারণ করিবার জন্য এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ—"বিষ খাও"। বস্তুতঃ এই অর্থে এই বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু "শত্রুর অন্ন ভোজন করিও না" ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদসমূহদ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থগত সংসর্গবিষয়ক প্রমিতির অজনক উক্ত বাক্য হইয়াছে। সুতরাং "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বাক্য পূর্ব্বপক্ষিগণের মতে অখণ্ডার্থক হওয়া উচিত। সুতরাং এই প্রথম লক্ষণে অলক্ষ্যে লক্ষণগমনজন্য অতিব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য্য।

যদি বলা যায়—"বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বাক্যেও অনিষ্টসাধনত্বের সংসর্গ পদবৃত্তিদ্বারা স্মারিত হইয়া শাব্দবোধের বিষয় অর্থাৎ শাব্দপ্রমিতির বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সংসর্গাবিষয়ক প্রমিতির জনক হয় নাই। এজন্য অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শত্রুগৃহে ভোজনে অনিষ্টসাধনত্ব অনুমানাদি প্রমাণদ্বারাই অবগত হওয়া যায়। "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বাক্যের তাহা অর্থ নহে। সুতরাং সংসর্গবিষয়ক বোধ শাব্দী প্রমিতি নহে; কিন্তু তাহা অনুমিতিরূপ। অনিষ্টসাধনতার সংসর্গ অনুমিতির বিষয়; কিন্তু তাহা শাব্দী প্রমিতির বিষয় নহে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—যে বাক্য প্রতিপিপাদয়িষিত পদার্থের অতিরিক্ত তদ্‌গত সংসর্গবিষয়ক প্রমার অজনক হইয়া থাকে, তাদৃশ বাক্যই অখণ্ডার্থক। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—চন্দ্রস্বরূপের প্রতিপাদক "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এই লক্ষণবাক্য এবং ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি লক্ষণবাক্য চন্দ্রস্বরূপমাত্রের কিংবা ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের বোধক নহে। কারণ চন্দ্রশব্দার্থ ও ব্রহ্মশব্দার্থ শ্রোতার স্বরূপতঃ জ্ঞাতই আছে। যাহা শ্রোতার স্বরূপতঃ জ্ঞাত, তাহা প্রতিপিপাদয়িষিত অর্থ হইতে পারে না। এজন্য চন্দ্র ও ব্রহ্মের লক্ষণবাক্য স্বরূপতঃ চন্দ্র ও ব্রহ্ম-

তস্য দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যম্ ইত্যেতদর্থবিষয়কত্বাৎ। ন চ তত্রাপি অনিষ্টসাধনত্বসংসর্গঃ পদবৃত্ত্যা স্মারিতো বোধ্যতে ইতি বাচ্যম্, অনিষ্টত্বস্য ভোজনে অনুমানাদিনা গম্যত্বে তৎসংসর্গস্য তত্র শাব্দত্বাভাবাৎ। ন চ প্রতিপিপাদয়িষিতপদার্থসংসর্গাপ্রমাপকত্বং বিবক্ষিতমিতি বাচ্যম্, চন্দ্রব্রহ্মাদিশব্দার্থানাং স্বরূপতো জ্ঞাততয়া-প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেন সংসর্গপ্রতিযোগিত্বেনৈব প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেন তত্রাসম্ভবাৎ। ১০৮।

দ্বিতীয়লক্ষণেঽপি শীতোষ্ণস্পর্শবন্তৌ পয়ঃপাবকৌ ইত্যাদ্যনেকপ্রাতিপদিকার্থমাত্রপরে সেনাবনাদি-প্রশ্নোত্তরে চাতিব্যাপ্তিঃ। ন হি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাসহমখণ্ডার্থত্বং ধর্ম্মিভেদসহম্। ন চ শীতস্পর্শবত্যঃ আপঃ উষ্ণস্পর্শবান্ পাবক ইতি সাক্ষাৎপ্রত্যেকবাক্যদ্বয়দ্বারাখণ্ডবিষয়কবোধদ্বয়মাত্রে তাৎপর্য্যান্ন দোষ ইতি বাচ্যম্,

---

শব্দের অর্থকে প্রতিপাদন না করিয়া কোন সংসর্গবিশেষের প্রতিযোগিরূপেই চন্দ্র ও ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। প্রাতিপদিকার্থমাত্র স্বরূপতঃ প্রতিপিপাদয়িষিত হইতে পারে না। সুতরাং কোনও লক্ষ্যেই প্রদর্শিত লক্ষণ নাই বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষই হইবে। অভিপ্রায় এই—বাক্যমাত্রই সংসর্গবিষয়ক প্রমিতির জনক হইয়া থাকে। ১০৮।

এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিতীয় লক্ষণটিও অসঙ্গত। যে বাক্যটি প্রাতিপদিকার্থমাত্র পর্য্যবসায়ী হয়, তাহাই অখণ্ডার্থক বাক্য; প্রাতিপদিকার্থের বোধক বাক্যকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলে।—ইহাই দ্বিতীয় লক্ষণ। এই দ্বিতীয় লক্ষণ অসঙ্গত। কারণ—"শীতোষ্ণস্পর্শবন্তৌ পয়ঃপাবকৌ" অর্থাৎ জল ও অগ্নি যথাক্রমে শীতস্পর্শ ও উষ্ণস্পর্শ-বিশিষ্ট—এই বাক্য জল ও অগ্নির লক্ষণপ্রতিপাদক। শীতস্পর্শ জলের ও উষ্ণস্পর্শ অগ্নির লক্ষণ। লক্ষণবাক্যমাত্রই অখণ্ডার্থক—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। লক্ষণবাক্য প্রাতিপদিকার্থ লক্ষ্যমাত্রের প্রতিপাদক হইয়া থাকে; কিন্তু প্রদর্শিত লক্ষণবাক্যটি দুইটি লক্ষ্যের লক্ষণের প্রতিপাদক বলিয়া একটিমাত্র প্রাতিপদিকার্থ অখণ্ডার্থে পর্য্যবসিত হয় নাই। এজন্য উক্ত বাক্য অখণ্ডার্থক নহে। অথচ প্রাতিপদিকার্থমাত্র প্রতিপাদকত্ব উক্ত বাক্যের আছে বলিয়া উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়াছে। এইরূপ "সেনা, বন" প্রভৃতি অনেকাত্মক বস্তুর প্রশ্নে উত্তরবাক্য অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। কারণ—হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির সমূহকে সেনা ও বৃক্ষসমূহকে বন বলে। এই সমূহ অখণ্ড বস্তু নহে। সুতরাং সেনা-বনাদির স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্য অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যই অখণ্ডার্থক বলিলে সেনা, বনাদির স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্য স্বরূপপ্রতিপাদক হইলেও অখণ্ডার্থক নহে। সুতরাং সখণ্ড সেনা-বনাদির স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যে অখণ্ডার্থকত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে।

আরও কথা এই যে—লক্ষণবাক্যমাত্রই ধর্ম্মধর্ম্মিভাব প্রতিপাদক। লক্ষ্য ধর্ম্মী ও লক্ষণ তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবের প্রতিপাদক লক্ষণবাক্য অখণ্ডার্থক হইতেই পারে না। ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ না থাকিলে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবই হয় না। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—জল ও অগ্নির লক্ষণপ্রতিপাদক বাক্য একটি নহে, কিন্তু দুইটি:—শীতস্পর্শবিশিষ্ট জল ও উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট অগ্নি। এইরূপে লক্ষণবাক্য দুইটি হইয়াছে। এই দুইটি বাক্যের প্রত্যেকটির অখণ্ডার্থকত্ব আছেই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"চন্দ্রে কলঙ্ক, সজ্জনে দরিদ্রতা, কুমুদের বিকাশশোভা চঞ্চল ও ধনবানের মুখের সর্ব্বদা অপ্রসন্নতা—এইগুলি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার যশকে খণ্ডিত বলিয়া প্রতিপাদন করে।" এই কাব্যে এক স্মৃতির বিষয়ীভূত চন্দ্রকলঙ্ক ও সুজনদরিদ্রতা প্রভৃতিতে "কথয়ন্তি" এই বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদদ্বারা কর্ত্তৃগত বহুত্ব সংখ্যা চন্দ্রকলঙ্কাদিতে অন্বিত হইয়া থাকে। এক স্মৃতির বিষয়ীভূত নানা বস্তুতে বিভক্তিদ্বারা উপস্থিত বহুত্ব সংখ্যার অন্বয়ে দোষ নাই। এইরূপ "পয়ঃপাবকৌ" ইত্যাদি স্থলেও এক স্মৃতির বিষয়ীভূত পয়ঃ ও পাবকে দ্বিবচনদ্বারা উপস্থিত দ্বিত্ব সংখ্যার অন্বয় হইতে বাধা নাই। এইরূপ অন্বয় হইতে পারে বলিয়াই—"চন্দ্রে কলঙ্কঃ" এই কাব্যের একবাক্যত্ব রক্ষিত হইয়াছে।

"চন্দ্রে কলঙ্কঃ সুজনে দরিদ্রতা বিকাশলক্ষ্মীঃ কুমুদেষু চঞ্চলা। মুখাপ্রসাদঃ সধনেষু নিত্যশো যশো বিধাতুঃ কথয়ন্তি খণ্ডিতম্॥" ইত্যেকস্মৃত্যুপারূঢ়ানাং চন্দ্রকলঙ্কাদীনাং বহুত্বান্বয়বৎ ইহাপি অন্বয়োপপত্তেঃ "যশো বিধাতুঃ কথয়ন্তি খণ্ডিতম্" ইত্যাদাবিবৈকবাক্যতায়াং বাধকাভাবাৎ, সেনাদিপ্রশ্নোত্তরে অতিব্যাপ্তেরনুদ্ধারাচ্চ। কিঞ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং ভানে অখণ্ডার্থত্বহানিঃ, অভানে চ পর্য্যায়ত্বমেব। ১০৯।

ন চ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদমঙ্গীকৃত্যৈব সত্যাদিপদানাং লক্ষণয়া অখণ্ডশুদ্ধপরত্বং লাক্ষণিকবোধে অধিক-ভানে বাক্যস্য অখণ্ডার্থকত্বহানিরভানে চ লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। ন হি শাক্তবোধানধিকবিষয়কবোধার্থে লক্ষণা-সার্থক্যমিতি সংক্ষেপঃ। অখণ্ডলক্ষণাভাবাৎ তদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অথ তত্র প্রমাণাভাবশ্চ, প্রমাণমাত্রস্য সবিশেষপ্রমাজননে এব পর্য্যবসানাৎ। ১১০।

ননু সত্যাদিবাক্যমখণ্ডার্থনিষ্ঠং ব্রহ্মপ্রাতিপদিকার্থনিষ্ঠং বা লক্ষণবাক্যত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্বাদ্বা

বাক্যভেদের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ "পয়ঃপাবকৌ" এই স্থলেও বাক্যভেদ না করিয়াই একবাক্যতা রক্ষিত হইতে পারিবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের বাক্যভেদ করিয়া অখণ্ডার্থকত্ব প্রদর্শন অসঙ্গত এবং সেনা, বনাদি প্রশ্নের উত্তরবাক্যে প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তির পরিহার হইতেই পারে না।

আরও কথা এই যে—বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যের ঘটক পদ প্রবৃত্তিনিবৃত্তির সহিত পদার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম পদদ্বারা প্রতিপাদিত হইলে পদের বা বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সম্ভাবিতই নহে। পদার্থই বাক্যার্থে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিনিবৃত্তি ধর্ম্ম পদদ্বারা প্রতীত না হইলে সমস্ত পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি অর্থাৎ একার্থত্বাপত্তি হইবে। ১০৯।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি বাক্য লক্ষণাদ্বারা অখণ্ড শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে বলেন, তাঁহারাও সত্যাদি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্মের ভেদ স্বীকারই করিয়া থাকেন। সত্যপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত সত্যত্ব ও জ্ঞানপদের জ্ঞানত্ব। এই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্মের ভেদ স্বীকার না করিলে ঘট-কলসাদি পদের মত সত্যাদি পদেরও পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইত। পর্য্যায়পদের সহপ্রয়োগ সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং অখণ্ড ব্রহ্মে এই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অখণ্ডত্বের হানি হইবে। পদের শক্তিজন্য বোধে যাদৃশ অর্থ ভাসমান হইয়া থাকে, লক্ষণাজন্য বোধে তদপেক্ষা অধিক অর্থ ভাসমান হইলে তাদৃশ পদঘটিত বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব থাকিবে না। আর যদি লক্ষণাজন্য বোধ শক্তিজন্য বোধের বিষয় অপেক্ষা অধিকবিষয়ক না হয় অর্থাৎ শক্তিজন্য বোধ ও লক্ষণাজন্য বোধ অনধিকবিষয়ক হয়, তবে লক্ষণাই নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। শক্তিজন্য বোধ অপেক্ষা অনধিকবিষয়ক বোধের জন্য লক্ষণা স্বীকারই নিরর্থক। শক্তিজন্য বোধ অপেক্ষা অধিকবিষয়ক বোধের জন্য সর্ব্বত্র লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। অখণ্ড বস্তুতে লক্ষণাই হইতে পারে না। সধর্ম্মক বস্তুই যেমন শক্য হয়, এইরূপ লক্ষ্যও সধর্ম্মক বস্তুই হইয়া থাকে। এইরূপে অখণ্ডার্থকত্বের লক্ষণ যে নিরূপিত হইতে পারে না, অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিবিধ লক্ষণই যে অসঙ্গত, তাহা বিশদভাবে বলা হইল।

এই অখণ্ডার্থকত্বের যেমন লক্ষণ সম্ভাবিত নহে, এইরূপ বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বে কোনও প্রমাণও নাই। বাক্য শব্দপ্রমাণ; প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক প্রমার জনক হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুবিষয়ক প্রমার জনক শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না। ১১০।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—যাহা লক্ষণপ্রতিপাদক বাক্য এবং যাহা বস্তুস্বরূপ-প্রশ্নের উত্তরবাক্য, তাহা অখণ্ডার্থকই হইয়া থাকে। এজন্য এরূপ অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"সত্যাদি বাক্যম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠং

প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইতি বাক্যবদিতি, পদার্থবিষয়কাখণ্ডার্থত্বানুমানস্য "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যমখণ্ডার্থনিষ্ঠ-মাত্মস্বরূপমাত্রনিষ্ঠং বা অকার্য্যকারণদ্রব্যমাত্রনিষ্ঠত্বে সতি সমানাধিকরণত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্বাদ্বা, সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদিবাক্যবদিতি বাক্যার্থবিষয়কাখণ্ডার্থত্বানুমানস্য চ সত্ত্বাৎ কথমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন, প্রকৃষ্টাদিবাক্যস্য সখণ্ডার্থপরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। তত্রাপি দৃষ্টান্তান্তরান্বেষণীয়ত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।

ব্রহ্মপ্রাতিপদিকার্থনিষ্ঠং বা লক্ষণবাক্যত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্বাদ্বা, প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইতি বাক্যবৎ।" এই অনুমানটি পদার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের সাধক। পূর্ব্বেই পদার্থবিষয়ক ও বাক্যার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের কথা বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত অনুমানবাক্যের অর্থ এই যে—ব্রহ্মের লক্ষণপ্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য—"অখণ্ডার্থনিষ্ঠ হইবে, অথবা ব্রহ্মপ্রাতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠ হইবে; যেহেতু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণবাক্য, অথবা ব্রহ্মের স্বরূপমাত্রপ্রশ্নের ইহা উত্তরবাক্য। যেমন চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাদক "প্রকৃষ্টপ্রকাশচন্দ্রঃ" এই বাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ হইয়া থাকে, অথবা চন্দ্রপ্রাতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠ হইয়া থাকে। এইরূপ "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র" এই বাক্যটি চন্দ্রস্বরূপমাত্র প্রশ্নের উত্তরবাক্য। বস্তুর স্বরূপমাত্রপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরবাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ অথবা প্রাতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠ হইয়া থাকে।

এইরূপ বাক্যার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের সিদ্ধির জন্য এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—"তত্ত্বমস্যাদি বাক্যম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠম্ আত্মস্বরূপমাত্রনিষ্ঠং বা, অকার্য্যকারণদ্রব্যমাত্রনিষ্ঠত্বে সতি সমানাধিকরণত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্বাদ্বা, সোঽয়ং দেবদত্তঃ ইত্যাদিবাক্যবৎ।" ইহার অর্থ এই যে—"তৎ ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বেদান্ত মহাবাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ হইবে, অথবা আত্মস্বরূপমাত্রনিষ্ঠ হইবে; যেহেতু উক্ত মহাবাক্য অকার্য্যকারণদ্রব্যমাত্রনিষ্ঠ হইয়া সমানাধিকরণ হইয়াছে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদপ্রতিপাদক বাক্য। পদার্থদ্বয়ের অভেদপ্রতিপাদক বাক্যকে সমানাধিকরণ বাক্য বলা হয়। যেমন "নীলো ঘটঃ" এই বাক্য সমানাধিকরণ বাক্য। এতাদৃশ বাক্যের ঘটক পদগুলি একজাতীয় বিভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য "নীলস্য ঘটঃ" এই বাক্য ব্যধিকরণ বাক্য। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের ঘটক "তৎ" পদ ও "ত্বং" পদ যে অর্থের বোধক হইয়াছে, সেই অর্থ পরস্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন নহে; জীব কার্য্য ও ব্রহ্ম কারণ—এরূপ নহে। ব্রহ্মের মত জীবও নিত্য বস্তু। এজন্য ব্রহ্ম জীবের কারণ নহে। জীব ও ব্রহ্ম অকার্য্যকারণ দ্রব্য। "মৃদ্ঘটঃ, সুবর্ণকুণ্ডলম্" ইত্যাদি বাক্য কার্য্যকারণভাবাপন্ন দ্রব্যনিষ্ঠ হইয়াছে। মৃত্তিকা কারণ ও ঘট কার্য্য; কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি বাক্য এরূপ নহে। এই তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অকার্য্যকারণ দ্রব্যমাত্রনিষ্ঠ হইয়াছে এবং সমানাধিকরণও হইয়াছে। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যাভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের অভিলাপ বাক্য অকার্য্যকারণ দ্রব্যমাত্রনিষ্ঠ হইয়াছে এবং সমানাধিকরণ হইয়াছে; এজন্য এই বাক্য অখণ্ডার্থকনিষ্ঠ। এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপমাত্রপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরবাক্য বলিয়া অখণ্ডার্থনিষ্ঠ। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি বাক্য দেবদত্তের স্বরূপমাত্রপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরবাক্য বলিয়া অখণ্ডার্থনিষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বে কোনও প্রমাণ নাই - এরূপ বলা যায় না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম অনুমানে "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি বাক্যকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত বাক্য সখণ্ডার্থক বলিয়া অখণ্ডার্থকত্বানুমানের দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। কারণ উক্ত বাক্য হইতে "প্রকর্ষাশ্রয় প্রকাশবিশিষ্ট চন্দ্র" এইরূপই বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বাক্যার্থ অখণ্ডরূপ নহে। উক্ত বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিলেও আমরা স্বীকার করি না। উক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্বসিদ্ধির জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ অন্য দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, অর্থাৎ অন্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই দৃষ্টান্তের সমর্থন করেন, তবে অনবস্থা দোষ হইবে। আমাদের মতে বাক্যমাত্রই সখণ্ডার্থক।

প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানহেতুরিতি মতস্য অপ্রামাণিকত্বেন প্রমাণমাত্রস্য সবিশেষধীজনকত্বনিয়মেন সাধ্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ। ১১১।

ন চ প্রমাত্বং সংসর্গাগোচরবৃত্তি সকলপ্রমাবৃত্তিত্বাৎ অভিধেয়ত্ববৎ ইতি সামান্যতস্তৎসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, প্রমাত্বং সংসর্গাগোচরবৃত্তি ন ভবতি জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মত্বাৎ অনুমিতিত্বাদিবদিতি সৎপ্রতিপক্ষত্বাৎ। মৃষাসত্য-

---

আরও কথা এই যে—অখণ্ড বস্তু প্রমাণসিদ্ধই নহে। এজন্য প্রদর্শিত অনুমানে অখণ্ডার্থনিষ্ঠত্বরূপ সাধ্যই অপ্রসিদ্ধ। প্রমিতিমাত্রই সপ্রকারক হইয়া থাকে; নিষ্প্রকারক প্রমিতিই অপ্রসিদ্ধ। কেবল প্রমিতিই নহে, নিষ্প্রকারক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। নিষ্প্রকারক জ্ঞানকেই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। অদ্বৈতবাদিগণ অখণ্ড বস্তুবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন; কিন্তু জ্ঞানমাত্রই সবিকল্পক বলিয়া নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। যদি বলা যায়—নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে নির্ব্বিকল্পক প্রমিতি হয় স্বীকার করেন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রথমে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানেরই জনক হইয়া থাকে ইত্যাদি, নৈয়ায়িকগণের এই মত নিতান্ত অপ্রামাণিক। প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বুদ্ধির জনক হইয়া থাকে অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ অখণ্ড বস্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ অপরিহার্য্য। ১১১।

যদি বলা যায়—নির্ব্বিকল্পক প্রমিতি অপ্রামাণিক হইবে কেন? অনুমানপ্রমাণদ্বারা নির্ব্বিকল্পক প্রমার সিদ্ধি হইতে পারিবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে—"প্রমাত্বং (পক্ষ) সংসর্গাগোচরবৃত্তি (সাধ্য) সকলপ্রমাবৃত্তিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববৎ।" নির্ব্বিকল্পক প্রমার সিদ্ধির জন্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের এই অনুমান "তর্কতাণ্ডব" গ্রন্থের প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রদর্শিত অনুমানের অর্থ এই যে—বিশেষ্য-বিশেষণের সংসর্গবিষয়ক জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞান; সংসর্গাবিষয়ক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। সুতরাং এইরূপ বলা যাইতে পারে যে—প্রমাত্ব ধর্ম্ম সংসর্গাগোচরবৃত্তি হইবে; যেহেতু প্রমাত্ব ধর্ম্ম সকলপ্রমাবৃত্তি হইয়া থাকে; যেমন অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্ম। অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্ম কেবলান্বয়ী বলিয়া সকল প্রমাবৃত্তি বটে এবং সংসর্গাগোচরবৃত্তিও বটে। এইরূপ সামান্যতঃ অনুমানদ্বারা নির্ব্বিকল্পক প্রমার সিদ্ধি হইতে পারে।

নৈয়ায়িকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ইহাতে এইরূপ প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে—"প্রমাত্বং সংসর্গাগোচরবৃত্তি ন ভবতি; জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মত্বাৎ অনুমিতিত্বাদিবৎ"। ইহার অর্থ—প্রমাত্ব ধর্ম্ম সংসর্গাগোচরবৃত্তি হয় না; যেহেতু প্রমাত্ব ধর্ম্ম জ্ঞানত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য; যাহা জ্ঞানত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য ধর্ম্ম, তাহা সংসর্গাগোচরবৃত্তি হয় না; যেমন অনুমিতিত্ব ও উপমিতিত্ব ধর্ম্ম ইত্যাদি। নৈয়ায়িকগণ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও নির্ব্বিকল্পক অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি স্বীকার করেন না। সুতরাং এই অনুমানদ্বারা পূর্ব্বানুমান সৎপ্রতিপক্ষিত হইয়াছে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—লক্ষণবাক্য অখণ্ডার্থক হইয়া থাকে বলিয়া "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি লক্ষণবাক্যও অখণ্ডার্থক হইবে ইত্যাদি, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ তাঁহাদের মতে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণবাক্য হইতেই পারে না; কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া ব্রহ্মে পরমার্থতঃ সত্যত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মে কল্পিত সত্যত্ব ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কল্পিত সত্যত্ব ধর্ম্ম ঘট-পটাদিতেও আছে বলিয়া সত্যত্বাদি ধর্ম্ম তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের লক্ষণই হইতে পারে না। যদি বলা যায়—সত্যত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে না পারিলেও ব্রহ্ম সত্যাদিস্বরূপ হইতে পারিবেন। আর ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হইবে। তবে তাহা বলাও অসঙ্গত; কারণ সত্যাদিস্বরূপ ব্রহ্মের লক্ষণই হইতে পারে না। লক্ষ্যগত অসাধারণ ধর্ম্মই লক্ষণ। স্বরূপ কাহারও লক্ষণ হয় না। স্বরূপ ধর্ম্ম নহে। যেমন ঘট ঘটের লক্ষণ নহে। এইরূপ সত্যাদি-

ত্বাদেরন্যত্র সম্ভবেন তাত্ত্বিকস্য ব্রহ্মণ্যপ্যভাবেন লক্ষণাসম্ভবাচ্চ। সত্যাদিস্বরূপং তু ন লক্ষণম্, ন হি ঘটো ঘটস্য লক্ষণম্, কিন্তু তদ্‌গতাসাধারণধর্ম্মঃ, সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ। ন চৈবং স্বরূপতটস্থলক্ষণয়োর্বিভাগো ন স্যাদিতি বাচ্যম্, যাবদ্‌দ্রব্যভাবিত্বাভাবিত্বয়োস্তদ্ভেদনিয়ামকত্বাৎ। ১১২।

ন চ পার্থিবরূপাদৌ স্বরূপলক্ষণে অব্যাপ্তিঃ, রূপত্বাদ্যবচ্ছিন্নস্য যাবদ্‌দ্রব্যভাবিত্বেনোক্তদোষাযোগাৎ। ন চ দ্বারত্বেন লক্ষণে তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যম্, দ্বারেণ ব্রহ্মস্বরূপস্য প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন তন্মাত্রজ্ঞানে দ্বারান-

---

স্বরূপ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। অসাধারণ ধর্ম্মই যে লক্ষণ—ইহা সর্ব্বসম্মত। যদি বলা যায়—লক্ষ্যস্বরূপ যদি লক্ষণ হইতে না পারে, তবে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ এইরূপ লক্ষণের শাস্ত্রীয় বিভাগ অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উক্ত বিভাগ আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু যাবদ্দ্রব্যভাবীই স্বরূপলক্ষণ ও যে ধর্ম্ম লক্ষ্যে থাকিয়াও যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে, তাহাই তটস্থলক্ষণ। লক্ষ্য যতকাল থাকিবে, ততকাল যে ধর্ম্ম থাকে, তাহা যাবদ্দ্রব্যভাবী। আর যে ধর্ম্ম সর্ব্বদা লক্ষ্যে থাকে না, তাহাকে অযাবদ্দ্রব্যভাবী বলে। অযাবদ্দ্রব্যভাবী ধর্ম্মই তটস্থলক্ষণ এবং পূর্ব্বেরটি স্বরূপলক্ষণ। ১১২।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—যাবদ্দ্রব্যভাবী ধর্ম্মই যদি স্বরূপলক্ষণ হয়, তবে পার্থিব রূপাদি পৃথিবীর স্বরূপলক্ষণ হইতে পারিবে না। পৃথিবীর রূপাদি গুণ যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে। যতকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য পৃথিবী থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর গুণ রূপ-গন্ধাদি থাকে না। পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপত্তিকালে নির্গুণ থাকে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিতে কোনও গুণই তখন থাকে না। সুতরাং পার্থিব রূপাদি যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পৃথিব্যাদিতে কোনও রূপাদির অভাব কখনও থাকিলেও পৃথিব্যাদি রূপাদিসামান্য-রহিত কখনও হয় না। পৃথিব্যাদি নীরূপ নির্গন্ধ কখনও হইতে পারে না। উৎপত্তিকালে পৃথিবী নীরূপ থাকে ইহা বৈশেষিক প্রক্রিয়া। তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং রূপাদি যাবদ্দ্রব্যভাবী বলিয়া তাহা পৃথিব্যাদির স্বরূপলক্ষণই বটে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মের লক্ষণ হইলেও তাহা ব্রহ্মের অখণ্ডত্বের বিরোধী নহে, সত্যত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্ম সখণ্ড হয় না, যদিও প্রথমতঃ ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যবোধদ্বারা ব্রহ্মে অসত্যব্যাবৃত্তি বোধ হইয়া থাকে; এই অসত্যব্যাবৃত্তি-উপলক্ষিত স্বরূপই অখণ্ড ব্রহ্ম; সুতরাং সত্যত্বাদি লক্ষণ অখণ্ড ব্রহ্মবোধের দ্বার। এজন্য সত্যত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদনেই শ্রুতির মুখ্য তাৎপর্য্য নহে বলিয়া "সত্যং জ্ঞান"মিত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানের জন্য উক্ত লক্ষণে দ্বারত্ব কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সত্যত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মের বোধেও ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমানই হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্ট বোধে যে ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমান হইয়াছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানের জন্য অন্য দ্বারের অপেক্ষা কোথায়?

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়াদি বিরোধী জ্ঞানে দ্বারের অপেক্ষা আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে; অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। ব্রহ্মবিষয়ক ভ্রম-সংশয়াদিতেও ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমানই হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিষয়ক ভ্রম-সংশয়াদিতে ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমান না হইলে উক্ত ভ্রম-সংশয়াদি ব্রহ্মবিষয়কই হইত না। ভ্রম-সংশয়াদিতে যাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমান হয়, তদপেক্ষা অন্য কোনও অধিক রূপ ব্রহ্মের নাই। সুতরাং ভ্রম-সংশয়াদিতে ভাসমান রূপ অপেক্ষা অনধিকবিষয়ক ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান উক্ত ভ্রম-সংশয়াদির বিরোধীই হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—

পেক্ষণাৎ। ন চ সংশয়বিরোধিস্বরূপজ্ঞানে দ্বারাপেক্ষা, ন সর্ব্বত্র ইতি বাচ্যম্, ভ্রমসংশয়ানধিকবিষয়ক-স্বরূপজ্ঞানস্য সংশয়াদ্যবিরোধিত্বাৎ, প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যাদৌ ব্যভিচারাচ্চ। সংশয়বুভুৎসাদ্যন্যথানুপপত্ত্যা ধর্ম্মিণঃ প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন ধর্ম্মস্যৈব প্রষ্টব্যত্বাৎ। ১১৩।

ন চ প্রকর্ষোপলক্ষিতপ্রকাশব্যক্তিস্বরূপমাত্রপরত্বাৎ অখণ্ডার্থকং তদ্বাক্যমিতি বাচ্যম্, উপলক্ষণরূপ-প্রকারস্য ভানে হি সখণ্ডার্থতৈব ; অভানে চ বাক্যবৈয়র্থ্যম্। কিঞ্চ ধর্ম্মিজ্ঞানাধীনসপ্রকারকসংশয়াদি-নিবর্ত্তকং মোক্ষহেতু সপ্রকারকং জ্ঞানং প্রতি সাধনত্বেন বেদান্তবিচারবিধানান্যথানুপপত্ত্যা বেদান্তবাক্যে

স্বরূপলক্ষণমাত্রই অখণ্ডার্থক হইয়া থাকে—এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তই অসঙ্গত। চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাদক "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি বাক্য "প্রকর্ষবিশিষ্ট প্রকাশের আশ্রয় চন্দ্র" এইরূপ অর্থের বোধক হইয়া থাকে বলিয়া তাহা সখণ্ডার্থেরই বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপলক্ষণমাত্রই অখণ্ডার্থক হইয়া থাকে—এইরূপ নিয়মই অসিদ্ধ। "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এই বাক্যেই উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে।

আরও কথা এই যে—"প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এই লক্ষণবাক্যও চন্দ্রগত অসাধারণ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদক। যাবদ্দ্রব্যভাবী ধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই আমরা উক্ত বাক্যকে চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাদক বলিয়া থাকি ; কিন্তু উক্ত বাক্য ধর্ম্মী চন্দ্রস্বরূপমাত্রের বোধক হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি "চন্দ্রমা কোন্‌টি" এইরূপ জিজ্ঞাসা করে, তাহার চন্দ্ররূপ ধর্ম্মিমাত্রের জ্ঞান আছে। ধর্ম্মিস্বরূপের জ্ঞান না থাকিলে ধর্ম্মিগত ধর্ম্মের সংশয় ও ধর্ম্মবিশেষের জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। সংশয় ও জিজ্ঞাসা ধর্ম্মিস্বরূপজ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। এজন্য সংশয় ও জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই ধর্ম্মিস্বরূপের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মিজ্ঞানজন্য সংশয় ও জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তক ধর্ম্মিজ্ঞানমাত্র হইতে পারে না। সংশয়জন্যই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। এই জিজ্ঞাসার বিষয় ধর্ম্মিস্বরূপ নহে ; কিন্তু ধর্ম্মিগত ধর্ম্মই জিজ্ঞাস্য। চন্দ্রগত ধর্ম্মের জিজ্ঞাসাতে ধর্ম্মিস্বরূপ প্রতিপাদন নিতান্ত অসঙ্গত। এজন্য প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্যও চন্দ্রগত ধর্ম্মেরই প্রতিপাদক। ১১৩।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—চন্দ্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যই বক্তা "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। সুতরাং উক্তবাক্যও চন্দ্রস্বরূপেরই প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। চন্দ্রস্বরূপ জিজ্ঞাসাতে চন্দ্রের ধর্ম্ম প্রতিপাদন—ইহা হইতে পারে না। তাহাতে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়। এজন্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে—"প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এই বাক্য চন্দ্রস্বরূপমাত্র তাৎপর্য্যক। প্রকৃষ্টপ্রকাশোপলক্ষিত চন্দ্রস্বরূপেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। আর চন্দ্রগত ধর্ম্মস্বরূপের জিজ্ঞাসা হইলেও উক্ত বাক্যদ্বারা প্রকর্ষোপলক্ষিত প্রকাশ-ব্যক্তিস্বরূপমাত্রেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। উত্তরবাক্য জিজ্ঞাসিত বস্তুস্বরূপেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকর্ষোপলক্ষিত প্রকাশ-ব্যক্তিস্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এই বাক্য অখণ্ডার্থকই বটে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রকর্ষোপলক্ষিত প্রকাশব্যক্তিস্বরূপের প্রতিপাদক উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানে উপলক্ষণীভূত প্রকর্ষ প্রকাররূপে ভাসমান হয় কি না ? যদি হয়—তবে সপ্রকারক জ্ঞানের জনক উক্ত বাক্য সখণ্ডার্থকই বটে। উপলক্ষণও প্রকারবিশেষ ; এই উপলক্ষণরূপ প্রকার উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানে ভাসমান না হইলে উত্তরবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ সংশয়জন্য জিজ্ঞাসা ধর্ম্মিজ্ঞানসাধ্য হইয়া থাকে। এজন্য জিজ্ঞাসুর ধর্ম্মিজ্ঞান আছেই। জিজ্ঞাসুর ধর্ম্মিজ্ঞান জিজ্ঞাসার জনক, কিন্তু জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তক নহে। উত্তরবাক্য ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক হইলে উক্ত বাক্য জিজ্ঞাসার অনিবর্ত্তক বলিয়া উত্তরবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

সাধ্যাভাবনিশ্চয়াদ্বাধঃ। ন চাজ্ঞানসমবিষয়কজ্ঞানমেব সংশয়াদিনিবর্ত্তকং ন সপ্রকারকং গৌরবাদিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানবিষয়চিন্মাত্রবিষয়কজ্ঞানস্য সংশয়াদেঃ প্রাগেব সত্ত্বেন তস্য তদবিরোধিত্বাৎ। ভ্রমাদিকালা-গৃহীতস্য ভ্রমাদিবিরোধিজ্ঞানবিষয়স্য ধর্ম্মস্যৈব অজ্ঞানবিষয়ত্বম্, ন তু স্বরূপস্য, স্বরূপাজ্ঞানে সংশয়াদ্যনুপপত্তেঃ। ১১৪।

ন চ ব্রহ্মাকারধীরেব তদজ্ঞানবিরোধিনী, দ্রব্যাদ্যাকারজ্ঞানাৎ ঘটাদ্যাকারাজ্ঞাননিবৃত্ত্যাপত্তেঃ। ন চ দ্রব্যাদ্যাকারজ্ঞানস্য ঘটাদ্যাকারত্বমনুভববিরুদ্ধম্, জ্ঞানগতাকারাঙ্গীকারে সাকারবাদাপত্তেঃ। ন

আরও কথা এই যে—ধর্ম্মিজ্ঞানাধীন সপ্রকারক সংশয়ের নিবর্ত্তক জ্ঞান নিষ্প্রকারক হইতে পারে না অর্থাৎ ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা উক্ত সপ্রকারক সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—সংশয়জ্ঞানমাত্রই সপ্রকারক ; নিষ্প্রকারক সংশয়জ্ঞান হইতে পারে না। সংশয়ের নিবর্ত্তক সপ্রকারক জ্ঞানের জনক বাক্য সখণ্ডার্থকই বটে।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়াদির নিবর্ত্তক সপ্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। এই মোক্ষের হেতু সপ্রকারক জ্ঞানের সাধনরূপে বেদান্তবাক্যবিচার বিহিত হইয়াছে। বিচারিত বেদান্তবাক্যই মোক্ষের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানের জনক। যে জ্ঞান মোক্ষহেতু নহে, সেই জ্ঞানের সাধনরূপে বেদান্তবাক্য বিহিত হইতে পারে না। মুমুক্ষু অধিকারীর জন্যই বেদান্তবাক্য বিহিত হইয়াছে। মোক্ষহেতু জ্ঞান যে সপ্রকারক, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং "সত্যাদি" বেদান্তবাক্য সখণ্ডার্থক বলিয়া তাদৃশ বেদান্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব অনুমান করিলে বাধদোষই হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অজ্ঞানের সমানবিষয়ক জ্ঞানই সংশয় ও ভ্রমের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সংশয়াদি অজ্ঞানোপাদানক। অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে সংশয়াদির নিবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য অজ্ঞানসমানবিষয়ক জ্ঞানই সংশয়াদির নিবর্ত্তক হইবে ; কিন্তু সপ্রকারক জ্ঞান সংশয়াদির নিবর্ত্তক হইবে এরূপ বলাই যায় না এবং অজ্ঞানের সমানপ্রকারক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে এইরূপও বলা যায় না। অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্য-মাত্রবিষয়ক বলিয়া অজ্ঞান সপ্রকারকই নহে। অজ্ঞানের সমানবিষয়ক জ্ঞানকে নিবর্ত্তক বলা অপেক্ষা অজ্ঞানের সমান-প্রকারক জ্ঞানকে নিবর্ত্তক বলিলে গৌরবদোষ হইবে। সপ্রকারক জ্ঞানকেই অজ্ঞাননিবর্ত্তক বলিলে "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমকালীন অনুবৃত্তাকার ইদন্ত্বপ্রকারক জ্ঞান সপ্রকারক বলিয়া ভ্রমের নিবর্ত্তক হইবে। আর তাহাতে ভ্রমমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এইরূপে সংশয়মাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সংশয় ও ভ্রমের পূর্ব্বে অজ্ঞানের বিষয় চৈতন্যমাত্রের জ্ঞান আছে বলিয়া চৈতন্যমাত্রবিষয়ক জ্ঞান সংশয়াদির বিরোধীই নহে। চৈতন্যস্বরূপমাত্র অজ্ঞানের বিষয় নহে। ভ্রম ও সংশয়-কালে সংশয় ও ভ্রমের ধর্ম্মিগত অগৃহীত ধর্ম্মের জ্ঞানই সংশয় ও ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মিগত যে ধর্ম্মের অজ্ঞান থাকায় অথবা জ্ঞান না থাকায় সংশয় ও ভ্রম হইয়াছিল, ধর্ম্মিগত সেই ধর্ম্মের জ্ঞান হইতে সংশয় ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম্মই অজ্ঞানের বিষয় ; কিন্তু ধর্ম্মিস্বরূপমাত্র অজ্ঞানের বিষয় নহে। ধর্ম্মিস্বরূপ অজ্ঞাত হইলে সেই ধর্ম্মীতে সংশয় ও ভ্রম কিছুই হইতে পারে না। ১১৪।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শুদ্ধব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি নিষ্প্রকারক হইলেও তাহাই অজ্ঞাননিবর্ত্তক হইবে। প্রকার-মাত্রই অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া প্রকারবিষয়ক বৃত্তি অবিদ্যার সমানবিষয়ক হইতে পারে না। অবিদ্যাকল্পিত বস্তু অবিদ্যার বিষয় হয় না।

চাজ্ঞানতৎকার্য্যান্যতরাবিষয়কং জ্ঞানমজ্ঞাননিবর্ত্তকং রূপ্যহেত্বজ্ঞানতৎকার্য্যান্যতরাবিষয়কেদং শুক্লমিতি জ্ঞানস্যাপি রূপ্যনিবর্ত্তকত্বাপত্তেঃ, তস্যাপি রূপ্যহেত্বজ্ঞানতৎকার্য্যস্যান্যতরবিষয়কত্বাৎ, অদণ্ডিনি দণ্ডীতি ভ্রমস্য পুরুষোঽয়মিতি জ্ঞানেন নিবৃত্ত্যাপত্তেশ্চ। ১১৫।

সত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ সংসৃষ্টরূপঃ সংসর্গরূপো বা প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ সম্মতবৎ। সত্যাদিবাক্যং স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যসংসর্গপরং স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যস্বকরণকপ্রমাবিষয়পদার্থ-নিরূপ্যসংসর্গপরং বা প্রমাণবাক্যত্বাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ। "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদৌ বাচ্যার্থসংসর্গ-

---

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—নিষ্প্রকারক জ্ঞান যদি অজ্ঞানের বিরোধী হয়, আর তাহাতে নিষ্প্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই যদি অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে, তবে দ্রব্যাকার জ্ঞান হইতেও ঘটাকার অজ্ঞানের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কারণ ঘটও দ্রব্যই বটে। যদি বলা যায়—দ্রব্যাকার জ্ঞানের ঘটাকারত্ব নাই; দ্রব্যাকার জ্ঞানের ঘটাকারত্ব অনুভববিরুদ্ধ; সুতরাং প্রদর্শিত আপত্তিই অসঙ্গত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে –জ্ঞানগত আকার স্বীকার করিলে জ্ঞানের সাকারত্ববাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশের আপত্তি হইবে। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিয়াছেন—অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য এতদন্যতরের অবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ তাহাতে "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমের পরে "ইদং শুক্লম্" এইরূপ জ্ঞান হইলে তদ্দ্বারাও ভ্রমগৃহীত রজতের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কারণ "ইদং শুক্লম্" এই জ্ঞান রজতের হেতু অজ্ঞান ও রজতরূপ অজ্ঞানকার্য্যের অন্যতরবিষয়ক নহে এবং অদণ্ডী পুরুষে "দণ্ডী" এইরূপ ভ্রম হইলে "পুরুষোঽয়ম্" এইরূপ জ্ঞানদ্বারাও উক্ত ভ্রমের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কারণ "পুরুষোঽয়ম্" এই জ্ঞান দণ্ডীরূপ ভ্রমজ্ঞানের কারণ অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের অবিষয়ক হইয়াছে। ১:৫।

সত্যাদি বেদান্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্বসাধক অনুমান খণ্ডনের অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী বাধাদি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত অনুমানের প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করিতেছেন অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিতেছেন—প্রতিরোধানু-মানটি এইরূপ—(১) "সত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ (পক্ষ) সংসৃষ্টরূপঃ সংসর্গরূপো বা (সাধ্য), প্রমাণবাক্য-তাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ (হেতু); সম্মতবৎ (দৃষ্টান্ত)।" ইহার অর্থ এই যে—"সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ সংসৃষ্টরূপ হইবে অর্থাৎ সংসর্গযুক্তরূপ হইবে—অর্থাৎ বিশেষণসংসর্গযুক্ত বিশেষ্যরূপ হইবে অথবা সংসর্গরূপ হইবে অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণের সংসর্গরূপ হইবে; যেহেতু তাহাতে প্রমাণবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ত্ব আছে। যাহা যাহা প্রমাণবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়, তাহা সংসৃষ্টরূপ বা সংসর্গরূপ হইয়া থাকে। যেমন উভয়সম্মত প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত যাগাদির স্বর্গসাধনত্ব। "স্বর্গকামো যজেত" এই প্রমাণবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয় সংসৃষ্টরূপ বা সংসর্গরূপই হইয়াছে; কিন্তু অসংসৃষ্ট বা অসংসর্গরূপ হয় নাই।

(২) "সত্যাদিবাক্যং স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যসংসর্গপরম্, স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যস্বকরণকপ্রমাবিষয়-পদার্থনিরূপ্যসংসর্গপরং বা প্রমাণবাক্যত্বাৎ, অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ।" ইহার অর্থ—সত্যাদি বেদান্তবাক্য উক্তবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অবাধ্যসংসর্গতাৎপর্য্যক হইবে অথবা উক্তবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অবাধ্য এবং উক্ত বাক্যকরণক প্রমাবিষয় পদার্থনিরূপ্য সংসর্গপর হইবে; যেহেতু তাহা প্রমাণবাক্য; যাহা যাহা প্রমাণবাক্য, তাহা উক্তরূপ সাধ্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন অগ্নিহোত্রাদি বাক্য।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—প্রথম প্রতিরোধানুমানদ্বারা সাধ্য সংসৃষ্টরূপ বা সংসর্গরূপ সিদ্ধ হইতে পারিলেও তাহার অবাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না; এজন্য বাধ্য সংসর্গাদিরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইলে অর্থান্তরতা দোষ হয়—এইরূপ মনে করিয়া দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমানদ্বারা অবাধ্য সংসর্গের সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অর্থান্তরতা দোষের সম্ভাবনা নাই।

পরত্বাভাবে অপি স্বকরণকপ্রমাবিষয়পদার্থসংসর্গপরত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। "খং ছিদ্রম্, কোকিলঃ পিকঃ" ইত্যাদৌ অভিন্নার্থকত্বে সামানাধিকরণ্যাযোগেন ছিদ্রকোকিলাদীনাং পিকাদিপদবাচ্যত্বসংসর্গপরত্বান্ন ব্যভিচারঃ। ন চাপ্রযোজকং হেতূচ্ছিত্তেরেব বিপক্ষে বাধকত্বাৎ। ১১৬।

ন চাদ্যানুমানে সংসৃষ্টরূপ ইতি সাধ্যে সংসর্গে, সংসর্গরূপ ইতি সাধ্যে চ সংসৃষ্টরূপে পদার্থে ব্যভিচারঃ, উভয়োরপি প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাদিতি বাচ্যম্, পক্ষসমে ব্যভিচারস্য অদোষত্বাৎ, অন্যতর-

---

"বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব" ইত্যাদি বাক্য শত্রুর গৃহে ভোজননিষেধের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এজন্য উক্ত বাক্য পদের বাচ্যার্থসংসর্গপর না হইলেও বাক্যকরণক প্রমাবিষয় পদার্থসংসর্গপর হইয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত প্রতিরোধানুমানে ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ "খং—ছিদ্রম্" "কোকিলঃ—পিকঃ" ইত্যাদি বাক্যও সংসর্গপ্রতিপাদকই বটে। খ পদ ও ছিদ্র পদ এবং কোকিল পদ ও পিক পদ যদি অত্যন্ত অভিন্নার্থক হইত, তবে সামানাধিকরণ্য সম্ভাবিত হইত না। পর্য্যায়শব্দপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্যও সংসর্গপ্রতিপাদকই হইয়া থাকে। ছিদ্রপদার্থ খশব্দবাচ্য এবং কোকিলপদার্থ পিকশব্দবাচ্য বলিয়া ছিদ্রে খশব্দবাচ্যত্বের সংসর্গ এবং কোকিলে পিকশব্দবাচ্যত্বের সংসর্গবোধক উক্ত প্রমাণবাক্য হইয়াছে। সুতরাং পর্য্যায়শব্দপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্যেও উক্তানুমানের ব্যভিচার দোষ সম্ভাবিত নহে।

এই প্রতিরোধানুমানে অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রযোজকত্ব শঙ্কা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমানে প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুদ্বারা অবাধ্য বিষয়ের সিদ্ধি হইলেও অবাধ্য সংসর্গের সিদ্ধি হইতে পারে না। অবাধ্য অর্থের প্রতিপাদক বাক্যই প্রমাণবাক্য। অবাধ্য সংসর্গের প্রতিপাদক না হইলে প্রমাণবাক্যের কোন হানি নাই। সুতরাং এই প্রতিরোধানুমানে প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট সাধ্যের সাধক নহে বলিয়া উহা অপ্রযোজক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অবাধ্য সংসর্গের অপ্রতিপাদক বাক্য প্রমাণবাক্যই হইতে পারে না। সুতরাং অবাধ্য সংসর্গের অপ্রতিপাদক হইলে প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। অথচ প্রমাণবাক্যরূপ হেতুটি পক্ষে প্রমিত বলিয়া প্রমিতপরিত্যাগরূপ অনিষ্টের আপত্তি হইবে। হেতূচ্ছিত্তি দোষ সর্ব্বত্রই প্রমিতপরিত্যাগেই পর্য্যবসিত হয়। ১১৬।

অদ্বৈতবাদিগণ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই অনুমান দূষণের জন্য দুইটি প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার প্রথমানুমানে ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—"সত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ সংসৃষ্টরূপঃ সংসর্গরূপো বা প্রমাণ-বাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ সম্মতবৎ" এই প্রথমানুমানদ্বারা যদি সংসৃষ্টরূপ অর্থকে সাধ্য করা যায়, তবে যে স্থলে প্রমাণ-বাক্যতাৎপর্য্যবিষয় সংসৃষ্টরূপ অর্থ হইবে, সেই স্থলে হেতুর ব্যভিচার দোষ হইবে। কারণ সত্যাদিবাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয় যে স্থলে সংসৃষ্টরূপ হইবে, সে স্থলে প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্ব থাকিলেও সংসর্গরূপতা নাই বলিয়া হেতু আছে, সাধ্য নাই, সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তি হেতু ব্যভিচারী হইবে। এইরূপে যে স্থলে সংসর্গরূপ অর্থই সাধ্য হইবে, সে স্থলে প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্ব থাকিলেও সংসৃষ্টরূপতা নাই বলিয়া উক্ত হেতুর ব্যভিচারই হইবে। সংসৃষ্টরূপ অর্থ ও সংসর্গরূপ অর্থ উভয়ই প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্য বিষয় হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। সংসৃষ্টপদার্থ ও সংসর্গপদার্থ এই দুইটিই আমাদের সাধ্যরূপে অভিলষিত ; কিন্তু একটি ন্যায়বাক্যে দুইটি সাধ্য প্রয়োগ করা যায় না বলিয়া দুইটি সাধ্যের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত দুইটি সাধ্যের কোনটিই স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং উক্ত দুইটি সাধ্যের মধ্যে যে কোনও একটি সাধ্যের সিদ্ধির জন্য ন্যায়প্রয়োগ করিলেও অপর সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষও আমাদের

ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যত্বে অদোষত্বাচ্চ। ন চালক্ষণবাক্যত্বং দ্বিতীয়ে উপাধিঃ, অলক্ষণবাক্যস্য লক্ষণবাক্যভিন্নত্ব-রূপত্বং পক্ষেতরত্বাৎ। লক্ষণবাক্যভিন্নবাক্যত্বরূপত্বে হি বাক্যত্বস্যৈব সাধ্যব্যাপকত্বেন শেষবৈয়র্থ্যাৎ লক্ষণবাক্যস্যৈব পক্ষত্বেন তদিতরত্বাৎ। বেদান্তজন্যা প্রমা সপ্রকারিকা বিচারজন্যজ্ঞানত্বাৎ সংশয়াদিনিবর্ত্ত-

---

সিষাধয়িষিত বলিয়া তাহা পক্ষসম। উক্ত দুইটি সাধ্যের মধ্যে যে কোনও একটি সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নির্দ্দেশ করিলেও অপর সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষও আমাদের সিষাধয়িষিত বলিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অপ্রতিপাদ্য হইলেও বস্তুতঃ তাহা আমাদের সিষাধয়িষিত বলিয়া পক্ষসম। পক্ষে যেমন হেতুর ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবন করা যায় না, এইরূপ পক্ষসমেও হেতুর ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবন করা যায় না। যদি পক্ষেও হেতুর ব্যভিচারদোষ হইত, তবে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইত; কিন্তু পক্ষে যদি বাধনিশ্চয় থাকে, তবে পক্ষই বিপক্ষরূপ হয় বলিয়া সে স্থলে ব্যভিচারদোষ হইয়া থাকে। এই জন্য মূলকার বলিয়াছেন যে—পক্ষসম ধর্ম্মীতে হেতুর ব্যভিচার, দোষই নহে। আরও কথা এই যে—সংসৃষ্টরূপ ও সংসর্গরূপের অন্যতরত্বরূপে সাধ্যের নির্দ্দেশ করিলে ব্যভিচার সম্ভাবিতই হইবে না।

আমাদের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমানে অদ্বৈতবাদিগণ উপাধি উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমানে অর্থাৎ বাক্যপক্ষক অনুমানে অলক্ষণবাক্যত্বই উপাধি অর্থাৎ যাহা সংসর্গপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্য, সেই সমস্ত বাক্যই অলক্ষণবাক্য। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি সংসর্গপ্রতিপাদক বাক্য অলক্ষণবাক্য। এই বাক্য অগ্নিহোত্রের লক্ষণপ্রতিপাদক নহে। সুতরাং অলক্ষণপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্য সংসর্গের প্রতিপাদক হইলে ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদিবাক্য সংসর্গপ্রতিপাদক হইতে পারে না। এজন্য দ্বিতীয় প্রতিরোধানুমানে দৃষ্টান্ত অগ্নিহোত্রাদি বাক্যে অর্থাৎ সপক্ষে অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া ইহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদিবাক্যরূপ পক্ষে অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা সাধনের অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্ম্মটি দ্বিতীয়ানুমানে উপাধি হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উপাধি-উদ্ভাবন অসঙ্গত। কারণ "অলক্ষণবাক্য" কথার অর্থ—লক্ষণবাক্যভিন্ন। লক্ষণ-বাক্যভিন্নত্বই অলক্ষণবাক্যত্ব। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণবাক্যকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে অলক্ষণবাক্যত্বকে অর্থাৎ লক্ষণবাক্যের ভেদকে উপাধি বলায় পক্ষভেদকে উপাধি বলা হইল। পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। পক্ষের ভেদ উপাধি হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অলক্ষণবাক্যত্ব লক্ষণবাক্যভিন্নত্ব নহে; কিন্তু লক্ষণবাক্যভিন্ন-বাক্যত্ব। এইরূপ বলিলেও প্রদর্শিত দোষই থাকিয়া যাইবে; কারণ বাক্যত্বমাত্রকে উপাধি না বলিয়া লক্ষণবাক্যভিন্ন-বাক্যত্ব বলার অভিপ্রায় কি? কেবল বাক্যত্বধর্ম্মটিও আমাদের প্রদর্শিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপকতা রক্ষার জন্য লক্ষণবাক্যের ভেদরূপ বিশেষণটি দেওয়া হয় নাই; কিন্তু উপাধির পক্ষাবৃত্তিতা প্রদর্শন করিবার জন্যই উক্ত বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যের ব্যাপকতাগ্রহের অনুপযোগী উপাধির পক্ষাবৃত্তিতা সম্পাদক লক্ষণবাক্যভিন্নত্বরূপ বিশেষণটি ব্যর্থ। আর লক্ষণবাক্যকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করায় লক্ষণবাক্যের ভেদ পক্ষেরই ভেদ হইয়াছে। পক্ষভেদ যে উপাধি হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—"বেদান্তজন্যা প্রমা সপ্রকারিকা, বিচারজন্যজ্ঞানত্বাৎ সংশয়াদিনিবর্ত্তকত্বাচ্চ; কর্ম্মকাণ্ড-জন্যজ্ঞানবৎ।" এইরূপ অনুমানদ্বারা বেদান্তবাক্যের সখণ্ডার্থকত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে—সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি বাক্যজন্য প্রমাজ্ঞান সপ্রকারক হইবে, যেহেতু উক্ত প্রমাজ্ঞান বিচারজন্য জ্ঞান। বিচারজন্য জ্ঞানমাত্রই

কত্বাচ্চ, কর্ম্মকাণ্ডজন্যজ্ঞানবৎ। বেদান্তজন্যা প্রমা ব্রহ্মপ্রকারবিষয়া ব্রহ্মধর্ম্মিকসংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ, ব্রহ্মবিচারজন্যজ্ঞানত্বাদ্বা, কর্ম্মকাণ্ডবিচারজন্যজ্ঞানবৎ। ১১৭।

ন চ ত্বন্মতে জ্ঞানমাত্রস্য সপ্রকারত্বেন বিচারজন্যত্বসংশয়বিরোধিত্বয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যম্, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষাঙ্গীকারমতে অতিব্যাপ্তিবারকত্বাৎ, মতান্তরে তদ্রহিতস্যৈব হেতুত্বাৎ। ন চ লক্ষণবাক্যাজন্যত্বমুপাধিঃ,

---

সপ্রকারক হইয়া থাকে। যেমন বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় বাক্যের বিচারজন্য জ্ঞান সপ্রকারক হইয়া থাকে। এইরূপ "বেদান্তজন্যা প্রমা ব্রহ্মপ্রকারবিষয়া, ব্রহ্মধর্ম্মিকসংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ, ব্রহ্মবিচারজন্যজ্ঞানত্বাদ্বা, কর্ম্মকাণ্ডবিচারজন্য-জ্ঞানবৎ।" ইহার অর্থ—ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যজন্য প্রমা ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্ম্মবিষয়িণী হইবে; যেহেতু উক্ত প্রমা ব্রহ্মধর্ম্মিক সংশয় ও ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। যে প্রমাজ্ঞান যৎ-ধর্ম্মিক সংশয়াদির বিরোধী হয়, সেই জ্ঞান সেই ধর্ম্মিগত প্রকারবিষয়ক হইয়া থাকে; যেমন কর্ম্মকাণ্ডবিচারজন্য জ্ঞান কর্ম্মগত সংশয়াদির বিরোধী হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মগত ধর্ম্মপ্রকারক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যজন্য প্রমা ব্রহ্মগত ধর্ম্মপ্রকারক হইবে; যেহেতু তাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যবিচারজন্য জ্ঞান; যে জ্ঞান যদ্বিচারজন্য হইয়া থাকে, তাহা তদ্‌গতধর্ম্মপ্রকারক হইয়া থাকে, যেমন কর্ম্মকাণ্ডবিচারজন্য জ্ঞান কর্ম্মগত ধর্ম্মপ্রকারক হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা বেদান্তবাক্যের সখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হয়। ১১৭।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—প্রদর্শিত অনুমান দুইটিতে মূলকার বিচারজন্যজ্ঞানত্ব এবং সংশয়াদি-নিবর্ত্তকজ্ঞানত্বকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় নাই; কারণ মূলকারের মতে জ্ঞানমাত্রই সপ্রকারক। নিষ্প্রকারক জ্ঞানই তাঁহাদের মতে অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং যে জ্ঞান বিচারজন্য নহে অথবা সংশয়াদিরও বিরোধী নহে, সেই জ্ঞানও তাঁহাদের মতে সপ্রকারকই বটে। সুতরাং জ্ঞানের সপ্রকারকত্বসিদ্ধির জন্য কেবল জ্ঞানত্বকেই হেতু করা উচিত ছিল; কিন্তু বিচারজন্যত্ব ও সংশয়বিরোধিত্ব প্রভৃতি যোগ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে উক্ত বিশেষণ ব্যর্থই হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই উক্ত বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আর যদি নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করা হয়, তবে আমরাও উক্ত বিশেষণ যোগ করিব না। কেবলমাত্র জ্ঞানত্বকেই হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিব। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—প্রদর্শিত অনুমানে লক্ষণবাক্যাজন্যত্ব উপাধি হইবে। কারণ কর্ম্মকাণ্ডবিচারজন্য জ্ঞান লক্ষণবাক্যজন্য জ্ঞান নহে। সুতরাং দৃষ্টান্তে লক্ষণবাক্যাজন্যত্ব উপাধি আছে এবং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য প্রমাজ্ঞান ব্রহ্মলক্ষণবাক্যজন্য বলিয়া পক্ষে লক্ষণবাক্যাজন্যত্ব উপাধি নাই। দৃষ্টান্তে আছে বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষে নাই বলিয়া উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আমাদের প্রদর্শিত প্রথমানুমানে সপ্রকারকত্ব সাধ্য; এই সপ্রকারকত্ব ধর্ম্ম সপ্রকারক প্রত্যক্ষ ও সপ্রকারক অনুমিত্যাদিতে আছে; কিন্তু উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। এইরূপ দ্বিতীয়ানুমানে ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রকারবিষয়ক ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বাদি অনুমিতিতে এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রকারবিষয়কত্বরূপ দ্বিতীয় সাধ্যটি আছে; কিন্তু উপাধি নাই। সুতরাং উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই।*

---

* এই মূলকারপ্রদর্শিত দুইটি অনুমান ন্যায়ামৃতকারও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার লক্ষণ-বাক্যাজন্যত্বকে উপাধিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; প্রদর্শিত অনুমান দুইটিতে লক্ষণবাক্যাজন্যত্বই উপাধি হয়; কিন্তু লক্ষণবাক্যজন্যত্ব উপাধি হয় না; কিন্তু মূলগ্রন্থে লক্ষণবাক্যজন্যত্বকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া সাধ্যাব্যাপকত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা কোন-রূপেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আদ্যে সপ্রকারকপ্রত্যক্ষানুমিত্যাদৌ, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠপ্রকারবিষয়ক-স্বপ্রকাশত্বাদ্যনুমিতীশ্বরপ্রত্যক্ষাদৌ সাধ্যাব্যাপকত্বাৎ। ন চ লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বমুপাধিঃ, ঈশজ্ঞানে সাধ্যাব্যাপকত্বাৎ। জন্যত্বস্যৈব ব্যাপকত্বসম্ভবেন বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ, বিশেষ্যভানস্য সাধনব্যাপকত্বাচ্চ। ১১৮।

কিঞ্চ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ, প্রকৃষ্টপ্রকাশশব্দেন শক্ত্যা অখণ্ডার্থাবোধনাৎ লক্ষণায়াশ্চান্বয়ানুপপত্ত্যাদি-বীজাভাবাৎ। ন চ লক্ষণয়ৈব অখণ্ডচন্দ্রত্ববোধঃ, "যষ্টীঃ প্রবেশয়" ইত্যাদাবিব লক্ষণাবীজতাৎপর্য্যানুপপত্তে-

---

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি শঙ্কা করেন যে—লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বই প্রদর্শিত অনুমানে উপাধি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ও সপ্রকারক। সুতরাং সপ্রকারক ঈশ্বরজ্ঞানে সপ্রকারকত্বরূপ সাধ্য আছে, কিন্তু লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বরূপ উপাধি নাই। ঈশ্বরজ্ঞান জন্যই নহে, তাহা নিত্য। সুতরাং উপাধি সাধ্যের অব্যাপক হইয়াছে। আরও কথা এই যে—লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বকে উপাধি না বলিয়া জন্যত্বমাত্রকে উপাধি বলা উচিত ছিল। জন্যত্বধর্ম্ম সপ্রকারকত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক বটে। এজন্য লক্ষণ-বাক্যভিন্নত্বরূপ বিশেষণ উপাধিতে ব্যর্থ হইয়াছে।* বেদান্তবাক্যের বিচারজন্য ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মলক্ষণবাক্যজন্য নহে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান ব্রহ্মের লক্ষণবাক্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানও বিচারজন্য জ্ঞানই বটে। সুতরাং বিচারজন্য জ্ঞানত্ব হেতু উক্ত জ্ঞানে আছে এবং লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্ব উপাধিও আছে; এজন্য উপাধি সাধনের ব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উপাধি উদ্ভাবন সঙ্গত নহে। ১১৮। †

অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বানুমানের জন্য "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি বাক্যকেই দৃষ্টান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়াছে অর্থাৎ দৃষ্টান্তে সাধ্য নাই। এজন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারিবে না। "প্রকৃষ্টপ্রকাশ"শব্দদ্বারা প্রকর্ষবিশিষ্ট প্রকাশকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদগুলি স্বশক্তিলভ্য অর্থের উপস্থাপনদ্বারা সখণ্ড অর্থাৎ সপ্রকারক বোধেরই জনক হইয়া থাকে; কিন্তু অখণ্ডার্থের বোধক হয় না।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—শক্তিদ্বারা অখণ্ডার্থের বোধক না হইলে লক্ষণাদ্বারা উক্ত বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে অখণ্ডার্থেরই বোধ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অন্বয়ের অনুপপত্তি প্রভৃতি লক্ষণার বীজ। প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্যে অন্বয়ের অনুপপত্তি প্রভৃতি লক্ষণার বীজ নাই বলিয়া লক্ষণাই হইতে পারে না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—তাৎপর্য্যানুপপত্তিই লক্ষণার বীজ; সুতরাং তাৎপর্য্যানুপপত্তিনিমিত্তক প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য লক্ষণাদ্বারা চন্দ্রস্বরূপমাত্রবিষয়ক অখণ্ড বোধের জনক হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"যষ্টীঃ প্রবেশয়" ইত্যাদি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি না থাকিয়াও তাৎপর্য্যানুপপত্তিবশতঃই "যষ্টি"পদের যষ্টিধর পুরুষে লক্ষণা হইয়াছে। তাৎপর্য্যানুপপত্তিবশতঃও লক্ষণা হয়—ইহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য হইতে সখণ্ডার্থ বোধ হইলেও তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি নাই বলিয়া চন্দ্রস্বরূপমাত্রবিষয়ক অখণ্ডবোধের জন্য লক্ষণার কোনও আবশ্যকতা নাই। চন্দ্ররূপ ধর্ম্মীতে সংশয়াদিই হইতে পারিবে না,—যদি সংশয়াদির পূর্ব্বে ধর্ম্মিবিষয়ক জ্ঞান না থাকে।

---

* জন্যত্বকে উপাধি বলা যায় না। কারণ এই জন্যত্ব উপাধিপক্ষেও আছে বলিয়া সাধনেরও ব্যাপক হইবে। সাধনের ব্যাপক উপাধি হয় না।

† মূলকারের প্রদর্শিত অনুমান দুইটিতে অদ্বৈতবাদিগণের উদ্ভাবিত উপাধির খণ্ডনের জন্য মূলগ্রন্থে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত না হওয়ায় মূলগ্রন্থ লেখকপ্রমাদযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

রসত্ত্বাৎ। চন্দ্রব্যক্তেঃ সংশয়াদ্যনুপপত্ত্যা প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন তত্র তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ। চন্দ্রস্বরূপাজ্ঞানে ধর্ম্মিধীসাধ্যবুভুৎসাসন্দেহয়োশ্চন্দ্র ইত্যনূদ্য ক ইতি প্রশ্নস্য চন্দ্রশব্দস্যার্থবত্ত্বাজ্ঞানেনাপ্রাতিপদিকতয়া তদুত্তর-সুব্ বিভক্তেশ্চাযোগাৎ। ১১৯।

ন চ চন্দ্রস্বরূপজ্ঞানেঽপি বিপর্য্যয়বিরোধিজ্ঞানানুদয়সময়ে তদুদয়ার্থং প্রশ্নো যুজ্যতে, জ্ঞানবিশেষ এব বিরোধী শঙ্খঃ শ্বেতো ন পীত ইত্যাদি পরোক্ষজ্ঞানে ভাসতে, যাদৃশং শ্বৈত্যস্বরূপং পীতাভাবো বা, তাদৃশমেবাপরোক্ষধীবিষয়দশায়াং বিপর্য্যয়বিরোধীতি বিপর্য্যয়বিরোধিফলোপহিতাসঙ্কীর্ণং স্বরূপং তজ্-জ্ঞানমেব বিপর্য্যয়বিরোধীতি বাচ্যম্, অপরোক্ষবিপর্য্যয়ং প্রতি অপরোক্ষত্বেনৈব হি নিবর্ত্তকত্বম্, শঙ্খশ্বেতানু-মিতৌ সত্যামপি নিবৃত্তিস্তু ন দৃষ্টা ন বা যুক্তা, অতশ্চ ব্যাবৃত্তের্ব্যাবর্ত্তকস্য বা বৈশিষ্ট্যমেব পৃষ্টম্, তদেব চোত্তরিতম্। ন চ যশ্চন্দ্রস্তত্র চন্দ্রত্বং তমোনক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তিশ্চ অস্তীতি ময়া জ্ঞায়তে, স্বরূপন্তু ন জ্ঞায়তে ইত্যনুভবেন ব্যাবর্ত্তকব্যাবৃত্তিবিশিষ্টস্যাজিজ্ঞাসিতত্বেন জিজ্ঞাসিতং চন্দ্রস্বরূপমেব বিপর্য্যয়বিরোধিজ্ঞানবিশেষং

ধর্ম্মিজ্ঞান সংশয়াদির কারণ। সংশয়প্রযুক্তই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে এবং জিজ্ঞাসাপ্রযুক্তই উত্তরবাক্য প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য উত্তরবাক্য। এই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রে থাকিতে পারে না। কারণ জিজ্ঞাসু পুরুষের ধর্ম্মিস্বরূপজ্ঞান আছে বলিয়াই সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পুরুষের যদ্বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানজননের জন্য উত্তরবাক্য প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং উত্তরবাক্যের অর্থাৎ "প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি" বাক্যের চন্দ্রস্বরূপমাত্রে তাৎপর্য্য সম্ভাবিতই নহে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির চন্দ্রস্বরূপের জ্ঞান যদি না থাকিত, তবে ধর্ম্মিজ্ঞানসাধ্য সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইতে পারিত না। জিজ্ঞাসু পুরুষ "চন্দ্রঃ কঃ" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসু পুরুষ চন্দ্রপদদ্বারা পূর্ব্বগৃহীত চন্দ্রের অনুবাদ করিয়া "কঃ" এইরূপ প্রশ্নার্থক কিংপদের প্রয়োগ করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসু পুরুষের যদি চন্দ্রশব্দের অর্থবত্তারই জ্ঞান না থাকিত, তবে চন্দ্রশব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞাই হইত না। আর অপ্রাতিপদিক চন্দ্রশব্দের পরে সুপ্ বিভক্তিও হইতে পারিত না। ১১৯।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—চন্দ্রজিজ্ঞাসু পুরুষের চন্দ্রস্বরূপের জ্ঞান থাকিলেও চন্দ্রবিষয়ক বিপর্য্যয়াদির বিরোধী জ্ঞানের অনুদয় সময়ে বিপর্য্যয়াদির বিরোধী জ্ঞানের উদয়ের জন্য চন্দ্রবিষয়ক প্রশ্ন হইতে পারিবে। জ্ঞান-বিশেষই বিপর্য্যয়াদির বিরোধী হইয়া থাকে। যেমন—শঙ্খ শুক্লই বটে, পীত নহে—এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানে শঙ্খের যাদৃশ শুক্লত্বস্বরূপ ভাসমান হয় অথবা পীতরূপের অভাব ভাসমান হয়, তাদৃশই "শঙ্খঃ শ্বেতো ন পীতঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানদশাতেও ভাসমান হয়। অথচ পরোক্ষজ্ঞান "পীতঃ শঙ্খঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিরোধী হয় না; কিন্তু "শঙ্খঃ শ্বেতো ন পীতঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান উক্ত ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানবিশেষই ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। অতএব বিপর্য্যয়বিরোধী ফলোপহিত অসঙ্কীর্ণ স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানই বিপর্য্যয়ের বিরোধী হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অপরোক্ষ ভ্রমের অপরোক্ষ প্রমাই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। পরোক্ষ প্রমাদ্বারা অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। শঙ্খের শুক্লত্ববিষয়ক অনুমিতি থাকিলেও শঙ্খের প্রাত্যক্ষিক পীতত্বভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। আর ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে। সুতরাং চন্দ্রে অচন্দ্রব্যাবৃত্তি অথবা চন্দ্রে অচন্দ্রব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যই জিজ্ঞাসু পুরুষের জিজ্ঞাস্য। আর প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্যদ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বাক্য অখণ্ডার্থক নহে।

যদি বলা যায়—যে চন্দ্র, তাহাতে চন্দ্রত্ব ধর্ম্ম আছে—ইহা আমি জানি এবং যে চন্দ্র, তাহাতে তম এবং নক্ষত্রাদির ব্যাবৃত্তিও আছে—ইহাও আমি জানি; কিন্তু চন্দ্রের স্বরূপ জানি না—এইরূপ অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং

জনয়তা প্রকৃষ্টাদিবাক্যেন বোধ্যতে ইতি বাচ্যম্, সামান্যতো ব্যাবৃত্ত্যাদিজ্ঞানেঽপি পুরোবর্ত্ত্যপরোক্ষচন্দ্রব্যক্তি-নিষ্ঠতয়া চন্দ্রো নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত ইতি বিশেষতো জ্ঞানাভাবাৎ। ১২০।

ন চ চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিসত্ত্বাৎ চন্দ্রত্বাদিকমপি কিং ন জ্ঞায়তে ইতি বাচ্যম্, পদ্মরাগত্বাদেরিব কাসাঞ্চিৎ জাতীনাম্ উপদেশসহকৃতেন্দ্রিয়বেদ্যত্বেন ব্যক্তিপ্রত্যক্ষেঽপি চন্দ্রত্বস্য অপ্রত্যক্ষত্বোপপত্তেঃ। এতেন চন্দ্রব্যাবৃত্তি-র্বোধ্যতে ব্যক্তিবিশেষো বা ? নাদ্যঃ, যা শুক্তিঃ, সা রজতাদিভিন্নেতি ব্যাবৃত্তিজ্ঞানেঽপি শুক্তিস্বরূপাজ্ঞান-

---

ব্যাবর্ত্তক চন্দ্রত্ব ধর্ম্ম এবং তমো-নক্ষত্রাদির ব্যাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত আছে বলিয়া তাহা জিজ্ঞাস্যই নহে ; কিন্তু অজ্ঞাত চন্দ্রস্বরূপই জিজ্ঞাস্য। এই জিজ্ঞাসাতে প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি উত্তরবাক্য বিপর্য্যয়বিরোধী চন্দ্রস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানবিশেষকে উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য অখণ্ডার্থকই বটে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সামান্যরূপে ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলেও পুরোবর্ত্তী অপরোক্ষ চন্দ্র-ব্যক্তিনিষ্ঠরূপে "চন্দ্র নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত" এইরূপ বিশেষ জ্ঞান নাই বলিয়া তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং উত্তরবাক্যদ্বারা তাদৃশ বোধ হইয়া থাকে। আর তাদৃশ বোধের জনক প্রকৃষ্টাদি বাক্য সখণ্ডার্থকই হইবে। ১২০।

ইহাতে অদ্বৈতবাদী শঙ্কা করেন যে—"চন্দ্র নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত" এইরূপ বিশেষতো জ্ঞান নাই—এরূপ বলা যায় না, কারণ চন্দ্রজিজ্ঞাসু পুরুষের চন্দ্রনক্ষত্রাদি চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম চন্দ্রত্ব এবং চন্দ্রনিষ্ঠ নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তি বিশেষতো জ্ঞাত হইবে না কেন ? চন্দ্রত্বাদি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টই বটে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—চক্ষুঃসন্নিকর্ষজন্য জাতির প্রত্যক্ষ হইলেও কোন কোন জাতি উপদেশসহকৃত ইন্দ্রিয়বেদ্য হইয়া থাকে। উপদেশাসহকৃত কেবল ইন্দ্রিয়বেদ্য হয় না, যেমন পদ্মরাগাদি মণিনিষ্ঠ পদ্মরাগত্বাদি জাতি উপদেশ-সহকৃত ইন্দ্রিয়বেদ্যই হইয়া থাকে ; কেবল ইন্দ্রিয়বেদ্য হয় না। এইরূপ চন্দ্রত্ব ইন্দ্রিয়বেদ্য হইলেও উহা উপদেশসহকৃত ইন্দ্রিয়বেদ্যই হইয়া থাকে, কেবল চন্দ্রব্যক্তির প্রত্যক্ষমাত্রেই চন্দ্রত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন—প্রকৃষ্টপ্রকাশ বাক্যদ্বারা চন্দ্রে নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অথবা ব্যাবৃত্ত চন্দ্রব্যক্তিবিশেষই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে ; কারণ যে শুক্তি, সে রজতাদি ভিন্ন,—এইরূপ শুক্তিতে রজতাদির ব্যাবৃত্তি জ্ঞান হইলেও তদ্দ্বারা শুক্তিস্বরূপের জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। শুক্তিস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানই থাকে বলিয়া রজতাদিভিন্ন শুক্তিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের শুক্তিস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানের কার্য্য রজতাদিভ্রম যেমন দেখা যায়, এইরূপ যে চন্দ্র, সে নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত, এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও চন্দ্রস্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান থাকে বলিয়া এই অজ্ঞানের কার্য্য বিপর্য্যয়াদিও হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃষ্টপ্রকাশবাক্য ব্যাবৃত্তির বোধক হইয়া সখণ্ডার্থক হইলেও তাদৃশ বোধ স্বরূপাজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমের বিরোধী হইতে পারিবে না। সুতরাং ভ্রমবিরোধী জ্ঞানের জনক উক্ত বাক্য ব্যাবৃত্তির বোধক নহে। আর ব্যাবৃত্তির বোধক নহে বলিয়া তাহা সখণ্ডার্থকও নহে।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ ব্যাবৃত্ত ব্যক্তিবিশেষের অর্থ—ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ। ব্যাবৃত্ত ব্যক্তিকেই মূলগ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষ বলা হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—ব্যক্তিস্বরূপজিজ্ঞাসু পুরুষের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানই অপেক্ষিত ; ব্যাবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান অনপেক্ষিত। জিজ্ঞাসুর অপেক্ষিত বিষয়ের জ্ঞানজনক উক্ত বাক্য ব্যক্তিস্বরূপেরই বোধক হইবে ; কিন্তু ব্যাবৃত্তির বোধক হইবে না। অনপেক্ষিতবিষয়ক বোধের জনক উত্তরবাক্য

তৎকার্য্যবিপর্য্যয়াদিদর্শনবৎ যশ্চন্দ্রঃ, স নক্ষত্রাদিবিলক্ষণ ইতি জ্ঞাতেঽপি চন্দ্রস্বরূপাজ্ঞানতৎকার্য্যবিপর্য্যয়াদিদর্শনাৎ। নান্ত্যঃ, আবশ্যকত্বাৎ। ব্যক্তেরেব বোধ্যত্বেন ব্যাবৃত্তিবোধবৈয়র্থ্যাদিতি নিরস্তম্। সংশয়জ্ঞানেঽপি প্রশ্নাদ্যনুপপত্ত্যা ব্যক্তেঃ প্রাগেব জ্ঞাতত্বাৎ, শৃঙ্গগ্রাহিকতয়া ব্যাবৃত্তের্ব্যাবর্ত্তকস্য বা ব্যক্তিনিষ্ঠতয়া বোধনীয়ত্বাৎ। অন্যথা কশ্চন্দ্র ইতি প্রশ্নস্য চন্দ্র ইত্যেবোত্তরং স্যাৎ, ন তু প্রকৃষ্টপ্রকাশ ইত্যাদিকম্। ন চ স্বরূপমাত্রস্য জ্ঞেয়ত্বেঽপি স্বরূপজ্ঞানস্য তাবৎপদার্থজ্ঞানাধীনত্বে সত্যেব তাবৎপদার্থেতরব্যাবৃত্তিফলত্বেন সর্ব্বপদানাং সার্থক্যমিতি বাচ্যম্, তাবৎপদৈঃ ধর্ম্মিণি তাবদ্ব্যাবর্ত্তকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যাবোধে তাবৎপদার্থেতরব্যাবৃত্তেরসম্ভবাৎ। ব্যাবৃত্তেঃ শাব্দবোধাভানে ফলবত্ত্বাসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরবৈয়র্থ্যানুদ্ধারাচ্চ। ১২১।

হইলে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইবে, এই অদ্বৈতবাদিগণের কথাও নিরস্ত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—সংশয় ধর্ম্মিজ্ঞানজন্য। চন্দ্রব্যক্তিরূপ ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে চন্দ্রধর্ম্মিক সংশয়ই হইতে পারে না। আর সংশয় না থাকিলে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসাও হয় না এবং জিজ্ঞাসা না থাকিলে উত্তরবাক্যের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং জিজ্ঞাসুর সংশয়ের অনুরোধে চন্দ্রব্যক্তিস্বরূপ ধর্ম্মীর জ্ঞান পূর্ব্বেই আছে বলিয়া প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য চন্দ্রব্যক্তিস্বরূপমাত্রের বোধক হইলে নিরর্থকই হইয়া পড়িবে। উত্তরবাক্য অনুবাদমাত্র হইলে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইবে। উত্তরবাক্যের নিষ্প্রয়োজনত্বাপত্তির ভয়ে প্রকৃষ্টপ্রকাশ বাক্যকে চন্দ্রস্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এজন্য উক্ত বাক্য চন্দ্রগত নক্ষত্রাদির ব্যাবৃত্তি অথবা চন্দ্রগত ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম চন্দ্রত্বের চন্দ্রব্যক্তিনিষ্ঠরূপে বোধক হইয়া থাকে—ইহাই বলিতে হইবে। ব্যক্তিনির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাবৃত্তি বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের প্রতিপাদনকে শৃঙ্গগ্রাহিকরূপে প্রতিপাদন বলে। যেমন গবাদি পশুর শৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক তাহার গুণদোষাদি প্রতিপাদন করিলে তাহা শৃঙ্গগ্রাহিকরূপে প্রতিপাদন বলা যায়। এইরূপ চন্দ্রব্যক্তি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাবৃত্তি বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের প্রতিপাদনকেও শৃঙ্গগ্রাহিকরূপে প্রতিপাদন বলা হইয়াছে। এইরূপ স্বীকার না করিলে "কশ্চন্দ্রঃ?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরও "চন্দ্রঃ" এইরূপই হইত। আর "প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ" এইরূপ বলিবার আবশ্যকতা থাকিত না। সুতরাং প্রশ্নবাক্যই উত্তরবাক্য হইয়া পড়িত।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—প্রকৃষ্টপ্রকাশবাক্যদ্বারা চন্দ্রস্বরূপমাত্র জ্ঞেয় হইলেও চন্দ্রস্বরূপের জ্ঞান প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি পদার্থের জ্ঞানের অধীন বলিয়া উক্ত পদার্থের প্রতিপাদক প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি ভাগেরও সার্থক্য আছে; অপ্রকৃষ্টপ্রকাশ ব্যাবৃত্তিদ্বারা প্রকৃষ্টপ্রকাশ বাক্য চন্দ্রস্বরূপের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। চন্দ্রস্বরূপের প্রতিপত্তি অপ্রকৃষ্টপ্রকাশব্যাবৃত্তিবুদ্ধির ফল। প্রকৃষ্টপ্রকাশ পদার্থের জ্ঞান না হইলে অপ্রকৃষ্টপ্রকাশব্যাবৃত্তিবুদ্ধিই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি তাবৎ পদার্থবুদ্ধির ফল অপ্রকৃষ্টপ্রকাশব্যাবৃত্তিবুদ্ধি অর্থাৎ ইতরব্যাবৃত্তিবুদ্ধি এবং উক্ত বুদ্ধির ফল চন্দ্রস্বরূপজ্ঞান। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি পদেরও সার্থক্য আছে বলিয়া "চন্দ্রঃ" এইরূপ উত্তরবাক্য হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি পদ ধর্ম্মী চন্দ্রে অপ্রকৃষ্টপ্রকাশাদির ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন না করিয়া অপ্রকৃষ্টপ্রকাশের ব্যাবৃত্তিও প্রতিপাদন করিতে পারে না। ব্যাবৃত্তি বুঝাইতে হইলেই ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যও বুঝাইতে হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে—প্রকৃষ্টপ্রকাশবাক্যজন্য শাব্দবোধে অপ্রকৃষ্টপ্রকাশব্যাবৃত্তি ভাসমানই হইতে পারে না; যেহেতু তাদৃশ ব্যাবৃত্তির বোধক কোনও শব্দ নাই। ব্যাবৃত্তিই যদি বাক্যবোধ্য না হয়, তবে ব্যক্তিস্বরূপের জ্ঞান উক্ত ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির ফল হইবে কিরূপে? আরও কথা এই যে—"চন্দ্রঃ" এইরূপ উক্তিদ্বারাই ব্যক্তিস্বরূপের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি পদবোধ্য পদার্থের বৈয়র্থ্যই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং পদার্থান্তরের বৈয়র্থ্যের সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। ১২১।

কিঞ্চ উত্তরস্য প্রকৃষ্টত্বাদিবিশিষ্টবোধপরত্বাভাবে তাৎপর্য্যতো যঃ কশ্চিচ্চন্দ্র ইত্যেব বোধনাৎ। বস্তুতো যঃ কশ্চিচ্চন্দ্রঃ স্যাৎ তাৎপর্য্যবিষয়ে চায়ং চন্দ্র ইতি লক্ষণলক্ষ্যরূপোদ্দেশ্যবিধেয়বিভাগাভাবেন চন্দ্রবুভুৎসায়া অনিবৃত্তেঃ। কশ্চন্দ্র ইতি প্রশ্নস্যোত্তরং ন স্যাৎ, শাক্তবোধগৃহীতাধিক্যস্য লাক্ষণিকবোধাভানে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাচ্চ। একপদলক্ষণয়ৈব ব্যক্তিধীসম্ভবে অনেকপদলক্ষণাবৈয়র্থ্যাচ্চ। কিঞ্চ স্বরূপস্য প্রাগেব জ্ঞাতস্য বুভুৎসাদ্যসম্ভবেনোত্তরে ধর্ম্মবাচকপদানুরোধেন চ প্রশ্নে ধর্ম্মবোধকপদমধ্যাহার্য্যং তৎসূচককিং-শব্দস্য সত্ত্বাৎ। ১২২।

ব্রহ্মপদস্য যৌগিকত্বেন ব্রহ্মপ্রাতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠত্বেঽপি ন অখণ্ডার্থত্বসিদ্ধিঃ, তস্য সবিশেষসদ্‌গুণা-

---

আরও কথা এই যে—"কশ্চন্দ্রঃ ?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে "প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। এই উত্তরবাক্য যদি প্রকৃষ্টত্বাদিবিশিষ্ট চন্দ্রের বোধে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ উত্তরবাক্যের তাদৃশ বিশিষ্ট চন্দ্রের বোধে যদি তাৎপর্য্য না থাকে, তবে উক্ত বাক্য "যে কোনও বস্তু চন্দ্র" এইরূপ অর্থেরই বোধক হইবে। উত্তরবাক্য তাৎপর্য্যহীন নহে; বিশিষ্ট চন্দ্রে তাৎপর্য্য না থাকিলে উত্তরবাক্যের "যে কোনও বস্তু চন্দ্র" এইরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে উত্তরবাক্যের এইরূপ অর্থ হইবে যে—বস্তুতঃ যাহা কিছু, তাহাই চন্দ্র, এইরূপ অর্থেই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হইবে। আর তাহাতে "এই বস্তু চন্দ্র" অর্থাৎ "অয়ং চন্দ্রঃ" এইরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবের বোধ হইতে পারিবে না। লক্ষ্য চন্দ্র উদ্দেশ্য এবং লক্ষণ বিধেয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উত্তরবাক্য প্রকৃষ্টপ্রকাশত্বাদিবিশিষ্ট বস্তুতে চন্দ্রত্বসিদ্ধির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উত্তরবাক্য প্রদর্শিতরূপ বোধের জনক যদি না হয়, তবে চন্দ্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তির চন্দ্রবিষয়িণী জিজ্ঞাসারই নিবৃত্তি হইবে না। "যে কোনও বস্তু চন্দ্র" এইরূপ জানিলে চন্দ্র জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইতে পারে না। "কশ্চন্দ্রঃ" এইরূপ প্রশ্নের উত্তর "যঃ কশ্চিৎ চন্দ্রঃ" এইরূপ হইতে পারে না। শক্তিজন্য বোধের বিষয় অপেক্ষা লক্ষণাজন্য বোধের বিষয় ভিন্ন হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। শক্তিদ্বারা গঙ্গাপদ প্রবাহের ও লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাপদ প্রবাহভিন্ন তীরের বোধক হইয়া থাকে। লক্ষণা যদি শক্তিলভ্য অর্থমাত্রেরই বোধক হয়, তবে লক্ষণাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। প্রকৃষ্টপ্রকাশবাক্যের ঘটক পদগুলির শক্তিলভ্য অর্থ অপেক্ষা লক্ষণালভ্য অর্থ অধিক হওয়া আবশ্যক। উক্তবাক্যের চন্দ্রস্বরূপমাত্রে লক্ষণা স্বীকার করিলে এই রীতির ভঙ্গ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি উক্তবাক্য লক্ষণাদ্বারা চন্দ্রস্বরূপমাত্রের বোধক হয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তবে উক্ত বাক্যের অন্তর্গত যে কোনও একটি পদের লক্ষণাদ্বারাই চন্দ্রব্যক্তিস্বরূপমাত্রের বোধ সম্ভাবিত হয় বলিয়া উক্ত বাক্যের ঘটক যাবৎ পদের লক্ষণা স্বীকার ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—উত্তরবাক্য যদি চন্দ্রস্বরূপ-মাত্রেরই বোধক হয়, তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই চন্দ্রস্বরূপবিষয়ের বোধ ছিল বলিয়া চন্দ্রস্বরূপে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। যে স্থলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, সে স্থলে উত্তরবাক্যেরও কোনও আবশ্যকতা নাই।

আরও বিশেষ কথা এই যে—উত্তরবাক্যে ধর্ম্মবাচক পদ আছে বলিয়া উত্তরবাক্যের অনুরোধে প্রশ্নবাক্যেও ধর্ম্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। "কশ্চন্দ্রঃ" এইরূপ প্রশ্নবাক্যে যে কিংশব্দ আছে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মবোধক পদের অধ্যাহার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যথা কিংশব্দের প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ১২২।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন—প্রাতিপাদিকার্থমাত্রপর্য্যবসায়ী বাক্যই অখণ্ডার্থ, এইরূপ বলিলেও বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ "ব্রহ্ম"পদ যৌগিক বলিয়া ব্রহ্মপ্রাতিপদিকের অর্থও সখণ্ড, কিন্তু অখণ্ড নহে। বৃদ্ধ্যর্থক বৃহ্ বা বৃহি ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্মপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থই ব্রহ্মপদের

শ্রয়বস্তুবাচকত্বশ্রবণাৎ। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তোহস্মিন্ গুণাঃ" ইতি শ্রুতেঃ "মহদ্গুণং ত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। নাপি তস্য বিশেষ্যমাত্রে তাৎপর্য্যম্, আত্মস্বরূপজ্ঞানস্য সদৈব সত্ত্বাৎ। অন্যথা জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। ১২৩।

কিঞ্চ সর্ব্বস্যোত্তরস্য প্রশ্ননির্দ্ধারিতধর্ম্মিনিষ্ঠানির্দ্ধারিতৈকধর্ম্মপরত্বাদ্বিরুদ্ধশ্চ হেতুঃ ধর্ম্মিণি সংশয়াদ্যভাবেন ধর্ম্মস্যৈব নির্দ্ধারণীয়ত্বাৎ, প্রশ্নানধিকবিষয়কস্যানুত্তরত্বাচ্চ। অন্যথা প্রশ্নস্যৈবোত্তরত্বং স্যাৎ। ১২৪।

ননু ব্রহ্মাদিপদানাং সবিশেষপরত্বেঽপি প্রাতিপদিকার্থবিশেষ্যমাত্রপরত্ব এব তাৎপর্য্যমবগম্যতে, অন্যথা নির্ব্বিশেষজ্ঞানাভাবে মোক্ষলক্ষণফলাসম্ভবাদিতি চেন্ন, সপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব মোক্ষাসাধারণহেতুত্ব-

---

অর্থাৎ প্রাতিপদিকের অর্থ। এই প্রাতিপদিকার্থও বিশিষ্টরূপ বলিয়া প্রাতিপদিকার্থমাত্রপর্য্যবসায়ী বাক্যও সখণ্ডার্থকই হইবে।

আরও বিশেষ কথা এই যে—সবিশেষ সদ্গুণাশ্রয় বস্তুই ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়া থাকে—ইহা শ্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাতিপদিকলভ্য অর্থ বিশিষ্টরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর—যেহেতু পরমেশ্বরের বৃহদ্গুণরাশি আছে; বৃহদ্গুণরাশিযুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়।" স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—"যিনি মহদ্গুণরাশিযুক্ত এবং আদ্য, তাহাকেই অনন্ত ব্রহ্ম বলা হয়।" প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতি বিশিষ্টরূপ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক; কিন্তু অখণ্ডরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতির বিশেষ্যমাত্রেই তাৎপর্য্য, কিন্তু বিশিষ্টরূপ অর্থে তাৎপর্য্য নাই। এজন্য প্রদর্শিত বাক্যও অখণ্ডার্থকই হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ বিশেষ্য আত্মস্বরূপের জ্ঞান সর্ব্বদাই আছে বলিয়া বিশেষ্যমাত্রের প্রতিপাদন ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। বিশেষ্য আত্মস্বরূপের জ্ঞানও না থাকিলে জগদান্ধ্যের আপত্তি হইবে। আত্মচৈতন্যই সর্ব্বভাসক; এই আত্মচৈতন্যও অজ্ঞাত হইলে কোনও বস্তুরই প্রকাশ হইতে পারিবে না। সমস্ত বস্তুর অপ্রকাশকেই জগদান্ধ্য বলে। ১২৩।

আরও কথা এই যে—সমস্ত উত্তরবাক্যই প্রশ্নবাক্যনির্দ্ধারিত ধর্ম্মীতে অনির্দ্ধারিত ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। উত্তরবাক্যমাত্রই অনির্দ্ধারিত ধর্ম্মতাৎপর্য্যক। ধর্ম্মীতে অনির্দ্ধারিত ধর্ম্ম প্রতিপাদনের জন্যই উত্তরবাক্য প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন—আত্মস্বরূপমাত্র-প্রশ্নের উত্তরবাক্য বলিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অখণ্ডার্থক হইবে। তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্ব হেতুদ্বারা অখণ্ডার্থকত্বের সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি, তাঁহাদের এই প্রদর্শিত হেতু তাঁহাদের অভিমত সাধ্যের সাধক না হইয়া সাধ্যাভাবেরই সাধক হইয়াছে। সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুকে বিরুদ্ধ হেতু বলে। উত্তরবাক্যমাত্রই সখণ্ডার্থক বলিয়া তন্মাত্রপ্রশ্নের উত্তরবাক্যও সখণ্ডার্থকই হইবে। ধর্ম্মিস্বরূপে কাহারও সংশয়াদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রশ্ননির্দ্ধারিত ধর্ম্মীতে উত্তরবাক্যদ্বারা ধর্ম্মই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রশ্নবাক্যের অর্থ হইতে অনধিকবিষয়ক বাক্য উত্তরবাক্যই হইতে পারে না। এইরূপ স্বীকার না করিলে প্রশ্নবাক্যই উত্তরবাক্য হইয়া পড়িবে। ১২৪।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—ব্রহ্ম প্রভৃতি পদ যৌগিক বলিয়া বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হইলেও বিশেষ্যমাত্রেই তাৎপর্য্য অবধৃত হইয়াছে বলিয়া সখণ্ডার্থকত্বের আপত্তি হইবে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্যই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক না হয়; তবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানই হইতে পারিবে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে মোক্ষও হইতে পারিবে না। মোক্ষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানেরই ফল।

শ্রবণাৎ। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যারভ্য "পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥" (গীঃ ৫।২৯) ইতি স্মৃতেশ্চ। ১২৫।

কিঞ্চৈবং কর্ম্মকাণ্ডমখণ্ডকর্ম্মপরং বৈদ্যাদিশাস্ত্রং চাখণ্ডৌষধাদিপরং স্যাৎ। ন চ তত্র বিশিষ্টকর্ম্মাদিপরত্বে বাধকাভাব ইতি বাচ্যম্, প্রকৃতেঽপি সাম্যাৎ। নন্বু "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।২০) ইত্যনেকপ্রকারনিষেধকং "উদরমন্তরং কুরুতে" ইত্যাদিভেদনিষেধকং "কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি গুণনিষেধকং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি দ্বিতীয়মাত্রনিষেধকং সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নবস্তুপরৌ অনন্তব্রহ্মশব্দৌ চ বাধকমিতি চেন্ন, তেষামপি ঐক্যদ্বিতীয়াভাবাদিবিশেষসংসৃষ্টপরত্বেন বেদান্তস্যাখণ্ডার্থকত্বাসিদ্ধেঃ, বিশেষ্যমাত্রপরস্য বিশিষ্টপরেণাবিরোধাচ্চ। ১২৬।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানই মোক্ষের অসাধারণ কারণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান মোক্ষের কারণই নহে। মোক্ষের অসাধারণ কারণ ব্রহ্মজ্ঞান সপ্রকারক; নিষ্প্রকারক নহে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে"। এইরূপে পরপ্রাপ্তির অসাধারণ হেতু ব্রহ্মজ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়া "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান নির্দ্দেশ করতঃ এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই বাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। "রুক্মবর্ণ পরমেশ্বরকে জানিলে পরমেশ্বরের পরম সাম্য লাভ হইয়া থাকে।" এই পরম সাম্যই মোক্ষ। রুক্মবর্ণ পরমেশ্বরের জ্ঞান—সপ্রকারক জ্ঞান; কিন্তু নিষ্প্রকারক নহে। রুক্মপদের অর্থ—স্বর্ণ। এইরূপ গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে—"যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ আমাকে জানিয়া জীব শান্তিলাভ করে।" এইরূপ শান্তিই মোক্ষ এবং ভোক্তা মহেশ্বর ও সুহৃৎ-রূপে ভগবানের জ্ঞানই মোক্ষের অসাধারণ কারণ তত্ত্বজ্ঞান। ১২৫।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি সবিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যকেও অখণ্ডার্থক বলিয়া মনে করেন, তবে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক শাস্ত্রও অখণ্ড কর্ম্মপ্রতিপাদক হউক এবং আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রও অখণ্ড ঔষধপ্রতিপাদক হউক। কর্ম্ম যেমন অখণ্ডরূপ হইতে পারে না এবং ঔষধাদিও যেমন অখণ্ডরূপ হইতে পারে না, এইরূপ ব্রহ্মও অখণ্ডরূপ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—শাস্ত্র যে বিশিষ্ট কর্ম্মাদির প্রতিপাদক, তাহাতে কোনও বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া শাস্ত্র বিশিষ্ট কর্ম্মাদিরই প্রতিপাদক হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শাস্ত্র যে বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক, তাহাতেও কোনও বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া শাস্ত্র বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক হইবে। যদি বলা যায়—বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদনে বাধক প্রমাণ আছে; "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিই ব্রহ্মে অনেক প্রকারের নিষেধক। এইরূপ "উদরমন্তরং কুরুতে" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মে ভেদের নিষেধক, "কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের গুণনিষেধক, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি ব্রহ্মে দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের নিষেধক এবং ব্রহ্মশব্দ ও অনন্তশব্দ সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদরহিত বস্তুর প্রতিপাদক হইয়া থাকে বলিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রই বিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিপাদনের বাধক হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ঐক্যবিশিষ্ট ব্রহ্মের, অদ্বিতীয় শ্রুতিদ্বারা দ্বিতীয়াভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বিশেষসংসৃষ্টরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। এজন্য বেদান্তের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—বিশিষ্টবাচক পদ লক্ষণাদ্বারা বিশেষ্যমাত্রের প্রতিপাদক হইলেও বিশিষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ নাই। কারণ বিশিষ্টপ্রতীতিতেও বিশেষ্য ভাসমানই হইয়া থাকে। বিশিষ্টপ্রতীতি বিশেষ্যাবিষয়ক নহে। ১২৬।

ন চ দ্বারতয়া উপস্থিতমৈক্যদ্বিতীয়াভাবাদিকং বিশিষ্টার্থবিরোধীতি বাচ্যম্, দ্বারতয়া উপস্থিতৈক্যাদে-র্মিথ্যাত্বে ন সত্যত্বাদিধর্ম্মপরত্ববিরোধিতা, সত্যত্বে ততঃ এবাদ্বৈতহানিঃ। ন চাভিন্নমৈক্যাদিকমিতি নাদ্বৈতহানিঃ, স্বাভিন্নস্বরূপজ্ঞানে দ্বারত্বাযোগাৎ। ন চাস্য রূপস্যৈব কল্পিতধর্ম্মত্বম্, তজ্জ্ঞানস্য তাত্ত্বিক-ভেদাদ্যবিরোধিত্বাৎ। অপি চ ঐক্যাদিবাক্যং যদি সংসৃষ্টার্থকং ন স্যাৎ, তর্হি বাক্যমেব ন স্যাৎ, আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমত্ত্বাভাবাৎ। যেন বিনা যস্য স্বার্থান্বয়াননুভাবকত্বং তস্য তেন সহাকাঙ্ক্ষা, এক-

---

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থের বোধক হইলেও অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের বোধক হইলেও শক্যার্থের উপস্থিতিদ্বারা উক্ত বাক্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং "একম্" "অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি পদ শক্তিদ্বারা ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদির উপস্থাপন করিয়া থাকে। ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদির উপস্থাপনদ্বারাই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে পরমতাৎপর্য্য থাকিলেও শক্তিদ্বারা দ্বাররূপ অর্থের উপস্থাপন ব্যতীত উক্ত বাক্য লক্ষণাদ্বারা মুখ্যতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অখণ্ড চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। সুতরাং দ্বাররূপে উপস্থিত ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদিরূপ অর্থ বিশিষ্টার্থের বিরোধীই হইবে। এজন্য উক্ত বাক্যের বিশিষ্টরূপ অর্থের ত্যাগ অপরিহার্য্য। এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন— উক্ত বাক্যগুলি বিশেষ্যমাত্রপর হইলে বিশিষ্টপরতার সহিত বিরোধ নাই, তাহা অসঙ্গত; কারণ দ্বাররূপ অর্থই বিশিষ্টার্থপরতার বিরোধী হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত বাক্য বিশিষ্টার্থতাৎপর্য্যক হইতেই পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দ্বাররূপে উপস্থিত ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদিকে যদি মিথ্যা বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তবে মিথ্যা ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মের সত্যত্বাদি ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যে বিরোধী হইবে না অর্থাৎ উক্ত বাক্য সত্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মপর হইলেও ব্রহ্মে মিথ্যাভূত ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি থাকিতে কোনও আপত্তি নাই। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ দ্বাররূপে উপস্থিত ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই হানি হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—দ্বাররূপে উপস্থিত ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর সত্যতা স্বীকার করিলেই আমাদের মতে অপসিদ্ধান্ত হইবে; কিন্তু ব্রহ্মাভিন্ন বস্তুর সত্যতাতে অপসিদ্ধান্ত হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানে দ্বারই হইতে পারে না। অভিন্ন বস্তুতে দ্বার-দ্বারিভাব হয় না। দ্বার সর্ব্বত্র দ্বারী হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও ব্রহ্মাভিন্ন ঐক্য, দ্বিতীয়া-ভাবাদিতে ধর্ম্মত্ব কল্পিত; কল্পিত ধর্ম্মত্বদ্বারাই ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদির দ্বারত্ব সম্ভাবিত হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে - যদি ঐক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মের কল্পিত ধর্ম্ম হয়, তবে এই কল্পিত ধর্ম্মের জ্ঞান ব্রহ্মে তাত্ত্বিক সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও ভেদের বিরোধী হইবে না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি শোধক বাক্যের ও "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অখণ্ডার্থনিরসন প্রকরণের প্রারম্ভেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রদর্শিত অনুমানপ্রয়োগে নির্দ্দিষ্ট হেতুগুলি যে প্রতিকূলতর্কপরাহত, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—প্রদর্শিত অখণ্ডার্থক বাক্যগুলি যদি সংসৃষ্টার্থক না হয় অর্থাৎ বাক্যের ঘটক পদের অর্থের পরস্পর সংসর্গ যদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত না হয়, তবে তাহা বাক্যই হইতে পারে না। বাক্যমাত্রই পদার্থের সংসর্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিবিশিষ্ট পদসমুদায়কেই বাক্য বলে। যাহাতে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও

পদার্থসংসর্গে অপরপদার্থনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মশূন্যত্বং হি যোগ্যতা, অব্যবধানেনান্বয়-প্রতিযোগ্যুপস্থিতিঃ সন্নিধিঃ। এতৎ ত্রয়ং শাব্দবোধস্যাসংসর্গবিষয়ত্বে হি ন সম্ভবতি। ১২৭।

নন্বু যেন বিনা যস্য তাৎপর্য্যানন্বুভাবকত্বং তস্য তেন সহ আকাঙ্ক্ষা। তাৎপর্য্যবিষয়শ্চ ক্বচিৎ সংসৃষ্টঃ ক্বচিদখণ্ডঃ, অব্যবধানেন শাব্দবোধানুকূলার্থোপস্থিতিমাত্রমাসত্তিঃ, তাৎপর্য্যবিষয়াবাধ এব যোগ্যতা,

---

সন্নিধি নাই, তাহা বাক্য হইতে পারে না। যাহা সংসৃষ্টার্থের প্রতিপাদক নহে, তাদৃশ পদসমুদায়ে আকাঙ্ক্ষাদিও থাকিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত পদসমুদায় সর্ব্বত্রই সংসৃষ্ট পদার্থের বোধক হইয়া থাকে। অভিধানাপর্য্য-বসানকেই আকাঙ্ক্ষা বলে অর্থাৎ যে পদের জ্ঞান ব্যতীত যে পদজ্ঞান স্বার্থের অন্বয়বিষয়ক অনুভবের জনক হইতে পারে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। পদজ্ঞান স্বার্থের অন্বয়ের অনুভাবক হইতে না পারিলে অভিধানাপর্য্যবসান বলা হয়। এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধকেই অন্বয় বলে। এক পদার্থের সংসর্গে অপর পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যত্বই যোগ্যতা। ইহার অভিপ্রায় এই যে—যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় হইয়া থাকে, সেই পদার্থে সেই পদার্থের সংসর্গ থাকে। সংসর্গই অন্বয়। যে পদার্থে যে পদার্থের সংসর্গ থাকে না, সেই পদার্থে সেই পদার্থের অন্বয়ও থাকে না। সুতরাং যে পদার্থে যে পদার্থের সংসর্গ থাকে, সেই পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সেই সংসর্গে থাকে না। এজন্য সংসর্গ অপর পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যত্ব হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে—এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গ থাকিলে সেই পদার্থে সেই পদার্থের যোগ্যতা বলা যায় এবং সংসর্গ না থাকিলে যোগ্যতা বলা যায় না। পদার্থসংসর্গে অপর পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব না বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যত্ব কেন বলা হইল? সাধারণভাবে ইহাই মনে হয় যে—যে যন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী, সে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যও বটে। তথাপি অপ্রতিযোগিত্ব না বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যত্ব বলার অভিপ্রায় এই যে—উভয়াভাব, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সংসর্গেও প্রতিযোগিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে, এজন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্যত্ব বলা হইয়াছে। ইহা নব্যন্যায়রীতি অনুসারে বলা হইয়াছে বলিয়া ইহার বিবরণ দেখাইতে হইলে অনুবাদ অধিকতর বিরস হইয়া পড়িবে মনে করিয়া আমরা বিরত রহিলাম। যাঁহারা নব্যন্যায়রীতি জানেন, তাঁহাদের ইহা অনায়াসবোধ্য।

এইরূপ অব্যবধানে অন্বয়ের উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় হইবে, সেই পদার্থের ব্যবধানে উপস্থিতি হইলে তাদৃশ ব্যবধানে উপস্থিত পদার্থের শাব্দবোধ হইতে পারে না। এজন্য অন্বয়প্রতিযোগী পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি অব্যবধানে হওয়া আবশ্যক। আর তাহাই আসত্তি বা সন্নিধি। বাক্য প্রদর্শিত আকাঙ্ক্ষাদি-যুক্ত হইয়া বাক্যার্থবোধের জনক হইয়া থাকে। এই বাক্যার্থবোধকেই শাব্দবোধ বলে। এই শাব্দবোধ যদি সংসর্গাবিষয়ক হইত, তবে প্রদর্শিত আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি এই তিনটিই সম্ভাবিত হইত না। এজন্য আকাঙ্ক্ষাদিসমন্বিত বাক্যমাত্রই সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইয়া থাকে। শাব্দবোধ যে নিয়ত সংসর্গবিষয়কই হইয়া থাকে, তাহার কারণ শাব্দবোধের জনক আকাঙ্ক্ষাদি সংসর্গাবিষয়ক বোধে সম্ভাবিতই হয় না। এজন্য অখণ্ডার্থবোধের জনক শব্দের আকাঙ্ক্ষাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া উক্ত শব্দের বাক্যত্বই নাই। সুতরাং বাক্যমাত্রই সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইয়া থাকে। ১২৭।

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার শঙ্কা করেন যে—যে পদজ্ঞান যে পদজ্ঞান ব্যতীত স্বার্থের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অন্বয়ের অনুভবের জনক হইতে পারে না, সেই পদ সেই পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ—এইরূপ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অন্বয়াংশস্য সর্ব্বত্র বৈয়র্থ্যাদিতি চেন্ন, পদার্থানাং প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন সংসর্গ এব বাক্যতাৎপর্য্যসম্ভবেনাখণ্ডে আকাঙ্ক্ষাদ্যসম্ভবাৎ। ন হি প্রত্যেকপদৈর্নিশ্চিতে এবার্থে বাক্যতাৎপর্য্যসম্ভব ইত্যর্থঃ। ১২৮।

কিঞ্চ প্রথমাধ্যায়তৃতীয়পাদীয়াধিকরণানারম্ভ এব স্যাৎ, বিষয়াদিপঞ্চকাভাবাৎ। বিশিষ্যাজ্ঞাতো হি বিষয়ঃ, সাধারণধর্ম্মধীজন্যশ্চ সংশয়ঃ। মিথ্যাসত্যৈকপ্রকারালম্বিনৌ চ পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তৌ। এক-

---

অন্যথা নিরাকাঙ্ক্ষ পদও তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত যৎকিঞ্চিৎ অন্বয়ের অনুভাবক হইয়া থাকে বলিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ পদও সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়িবে। এজন্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অন্বয়ের অননুভাবকত্বপ্রযুক্তই সাকাঙ্ক্ষত্ব বলিতে হইবে। আর তাহাতে অন্বয়াংশ ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। যে পদজ্ঞান ব্যতীত যে পদজ্ঞান তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের অননুভাবক হয়, সেই পদ সেই পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ—এরূপ বলিলেই চলিতে পারে। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বলিয়াই অন্বয়ও বাক্যবোধ্য হইয়া থাকে। অন্বয়মাত্রই বাক্যবোধ্য নহে; অন্বয়মাত্রকেই বাক্যবোধ্য স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অন্বয়ও বাক্যবোধ্য হইয়া পড়িত। সুতরাং অন্বয়াংশ ব্যর্থ। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ কোনও স্থলে সংসৃষ্টরূপ এবং কোনও স্থলে অখণ্ডরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার অনুরোধে বাক্যের সখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হয় না। অখণ্ডার্থক বাক্যও সাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে।

এইরূপ আসত্তিও শাব্দবোধানুকূল পদার্থের পদজন্য অব্যবধানে উপস্থিতি; কিন্তু অন্বয়প্রতিযোগ্যুপস্থিতি বলিবার আবশ্যকতা নাই। পদার্থের উপস্থিতি না বলিয়া অন্বয়প্রতিযোগিত্ববিশেষিত পদার্থোপস্থিতিই আসত্তি বলিলে বৃথা গৌরব হইবে। আর এতাদৃশ আসত্তি সংসর্গের অবোধক বাক্যেও থাকে বলিয়া অখণ্ডার্থক বাক্যেও আসত্তি থাকিতে পারিবে। এইরূপ তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের বাধরাহিত্যই যোগ্যতা; কিন্তু সংসর্গে বাধরাহিত্যই যোগ্যতা নহে। এজন্য প্রদর্শিত তিনটি লক্ষণেই অন্বয়াংশে বৃথা গৌরব হইয়াছে।

এতদুত্তরে মূলকার বলেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ পদার্থমাত্র পূর্ব্বেই জ্ঞাত থাকে বলিয়া জ্ঞাত পদার্থমাত্রবিষয়ক বোধের জনক বাক্য হইতে পারে না; হইলে বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এজন্য সর্ব্বত্রই বাক্যার্থবোধের পূর্ব্বে অজ্ঞাত পদার্থসংসর্গই বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত হইয়া থাকে বলিয়া কোন বাক্যই অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। অখণ্ডার্থক বাক্যে আকাঙ্ক্ষাদি ত্রয়ই সম্ভাবিত নহে। বাক্যের ঘটক প্রত্যেক পদদ্বারা যে অর্থ নিশ্চিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই অর্থেই বাক্যের তাৎপর্য্য সম্ভাবিতই নহে। ১২৮।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয়পাদের অধিকরণের আরম্ভই হইতে পারিবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ এই তৃতীয়পাদীয় অধিকরণদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হয় বলিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যের সমন্বয়প্রতিপাদক পঞ্চাঙ্গ অধিকরণই অসম্ভব। এজন্য তাদৃশ অধিকরণের আরম্ভই হইতে পারে না। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—এই পাঁচটি অধিকরণের অঙ্গ। এই পাঁচটি অঙ্গই উক্ত অধিকরণে অসম্ভাবিত; কারণ বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুই অধিকরণের বিষয়, ঐ বিষয়ের সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য ঐ বিষয়রূপ ধর্ম্মীতে সংশয় হইয়া থাকে। সংশয়ে ভাসমান কোটিদ্বয়ের মধ্যে অসম্মত কোটিবিষয়ক পূর্ব্বপক্ষ ও সম্মত কোটিবিষয়ক সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মূলগ্রন্থে অসম্মত কোটিকে মিথ্যা প্রকার ও সম্মত কোটিকে সত্য প্রকার বলা হইয়াছে। অধিকরণের বিষয়ের এক প্রকার নির্দ্ধারণাধীন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পাঁচটি অধিকরণাঙ্গ অদ্বৈতবাদিগণের মতে তৎপদপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সম্ভাবিত নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিশেষরূপে অজ্ঞাত হইতে পারে না; এজন্য তাহা অধিকরণের বিষয়ই হয় না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—আমাদের মতেও প্রদর্শিত বিষয়াদি পঞ্চক সম্ভাবিতই বটে। ব্যাবৃত্ত আকারে অজ্ঞাত ব্রহ্মই বিষয় এবং দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত অখণ্ডার্থ জ্ঞানই নির্দ্ধারণ; এই নির্দ্ধারণাধীন মুক্তিই

প্রকারেণ নির্দ্ধারণাধীনঞ্চ প্রয়োজনম্। তচ্চ পঞ্চকং ত্বন্মতে তৎপদপ্রতিপাদ্যে নির্ব্বিশেষে ন সম্ভবতি। এতেন ব্যাবৃত্তাকারেণাজ্ঞাতং ব্রহ্ম বিষয়ঃ, অদ্বৈতাত্মোপলক্ষিতাখণ্ডার্থজ্ঞানঞ্চ নির্দ্ধারণম্, তদধীনপ্রয়োজনং মুক্তিঃ, কল্পিতপ্রকারালম্বিনৌ পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তৌ। সংশয়োঽপি কল্পিতসমানধর্ম্মধীজন্য এবেতি নানুপপত্তিরিতি নিরস্তম্ ; নির্ব্বিশেষে ব্যাবৃত্তাকারস্যালীকত্বাৎ। স্বরূপনির্দ্ধারণস্য সদৈব সত্ত্বাৎ। ১২৯।

কল্পিতপ্রকারালম্বিসিদ্ধান্তস্যাপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যনেনৈব স্বরূপস্য জ্ঞাতত্বসিদ্ধৌ সত্যাদিবাক্যবৈয়র্থ্যাৎ। ন চাসাধারণং স্বরূপমজ্ঞাতমেব, স্বরূপে দ্বৈবিধ্যাভাবাৎ।

প্রয়োজন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কল্পিত প্রকার অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এবং কল্পিত সমান ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য নির্ব্বিশেষ বিষয়ে সংশয় উপপন্ন হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও নিরস্ত হইল। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ব্যাবৃত্ত আকারই অলীক বলিয়া ব্যাবৃত্ত আকারে অজ্ঞাত ব্রহ্মই বিষয়, এরূপ বলা যায় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপনির্দ্ধারণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে বলিয়া উক্ত নির্দ্ধারণ বিচারসাধ্য নহে। স্বরূপনির্দ্ধারণ না থাকিলে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ হইত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১২৯।

অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মে কল্পিত প্রকার অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে—কল্পিত প্রকারাবলম্বী সিদ্ধান্তের অপ্রামাণিকত্বাপত্তিই হইয়া থাকে বলিয়া কল্পিতপ্রকারাবলম্বী সিদ্ধান্তই হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপক্রমবাক্য "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"। ইহার অর্থ—ব্রহ্মবিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই উপক্রমবাক্যদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞাতত্বসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের প্রতিপাদন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—উপক্রমবাক্যদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হইলেও ব্রহ্মের অসাধারণ স্বরূপ অজ্ঞাতই বটে। অজ্ঞাত অসাধারণ স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্যই সত্যাদি বাক্যের আবশ্যকতা আছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সম্ভাবিত নহে।

আরও কথা এই যে—বাক্যমাত্রই উদ্দেশ্যসংসৃষ্টরূপে বিধেয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" এই বাক্যদ্বারা জ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপই "সত্যং জ্ঞান" মিত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যদ্বারা উদ্দেশ্যসংসৃষ্টরূপে বিধেয় হইয়াছে। উদ্দেশ্যসংসৃষ্টরূপে বিধেয়ের প্রতিপাদক বাক্য অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। উদ্দেশ্যসংসৃষ্ট বিধেয় সখণ্ড বস্তু। আরও কথা এই যে—শুদ্ধব্রহ্ম ব্যতীত অন্যত্র সত্যত্বাদি ধর্ম্ম নাই। সত্যাদি বাক্য যদি লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থের প্রতিপাদক হয়, তবে শুদ্ধব্রহ্মে সত্যত্বাদির সিদ্ধিই হইতে পারে না। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বাক্যের ঘটক পদগুলি শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া উক্ত পদগুলির পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশিষ্ট ব্রহ্ম মিথ্যা এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিশিষ্ট ব্রহ্মে সত্যত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্ম সম্ভাবিত নহে। যদি সম্ভাবিত হইত, তবে সত্যাদি পদের বাচ্যার্থে ভেদপ্রযুক্ত প্রদর্শিত পর্য্যায়ত্বাপত্তি দোষের পরিহার সম্ভাবিত হইত। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রই সত্যাদি পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি অবশ্যই হইবে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—পর্য্যায়ত্বাপত্তিপ্রযুক্ত সত্যাদি পদ ব্যর্থ হয় নাই ; সত্যপদ ব্রহ্মে অসত্যব্যাবৃত্তি, জ্ঞানপদ ব্রহ্মে জড়ব্যাবৃত্তি ও অনন্তপদ ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তিদ্বারা সার্থকই হইয়াছে। ব্যাবর্ত্ত্য অসত্যাদি ভিন্ন বলিয়া সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ শুদ্ধব্রহ্মে উক্ত ব্যাবৃত্তিগুলি সত্যাদি পদদ্বারা তবেই প্রতিপাদিত হইতে পারে, যদি সত্যাদি পদ শুদ্ধব্রহ্মে ব্যাবর্ত্তক সত্যত্বাদি ধর্ম্মের তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদন করে। সত্যাদি পদ,

কিঞ্চ স্বরূপেণ জ্ঞাতস্য বিধেয়স্য উদ্দেশ্যসংসৃষ্টতয়ৈব বোধ্যত্বম্, তচ্চাখণ্ডে অযুক্তম্। কিঞ্চ শুদ্ধাদন্যত্র সত্যত্বাদ্যসম্ভবাৎ সত্যাদিবাক্যস্য লক্ষণয়া অখণ্ডার্থত্বে শুদ্ধে সত্যত্বাদেরসম্ভবাৎ। পর্য্যায়তা দুর্ব্বারা, ন হি বিশিষ্টে মৃষাভূতে পরিচ্ছিন্নে সত্যত্বানন্তত্বাদিকং ঘটতে, যেন বাচ্যার্থং বিশিষ্টমাদায় পর্য্যায়ত্বনিরাসঃ স্যাৎ। ন চাসত্যাদিব্যাবৃত্তিবোধনেন সার্থক্যম্, ব্যাবর্ত্তকস্য সত্যত্বাদেস্তাৎপর্য্যতোঽর্পণং বিনা ব্যাবৃত্ত্যসিদ্ধেঃ। ন চ স্বরূপণৈব ব্যাবৃত্তিঃ, আত্মনস্ত্বন্মতে অব্যাবৃত্তত্বাৎ। অন্যথা অব্রহ্মত্বাপত্তেঃ। যথোক্তং সুরেশ্বরবার্ত্তিকে "অব্যাবৃত্তাননুগতং বস্তু ব্রহ্ম সমশ্নুতে। এতচ্চ দুর্ল্লভং তস্য দ্বিতীয়ে সতি লক্ষণম্ ॥" ইতি। ব্যাবৃত্তিভেদেনাখণ্ডার্থত্বহানেশ্চ। কিঞ্চ সত্যজ্ঞানাদিপদলক্ষ্যস্য গঙ্গাদিপদলক্ষ্যস্য তীরস্যাগঙ্গাত্ববৎ অসত্যত্বজড়ত্বপরিচ্ছিন্নত্বাপত্তির্দুর্ব্বারা। ১৩০।

ন চ জহল্লক্ষণানঙ্গীকারাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। যদি নদ্যাদৌ নদীত্ববৎ ব্রহ্মণ্যভিধাবলাৎ সত্যত্বাদিকং ন প্রতীয়েত, তদৈবং স্যাৎ, ন তু তদস্তীতি বাচ্যম্, "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্" ইতত্র

সত্যত্বাদি ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের প্রতিপাদন না করিয়া শুদ্ধব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তির প্রতিপাদক হইতে পারে না। ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। আর ইহা অদ্বৈতবাদিগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না যে— সত্যাদি পদ, শুদ্ধব্রহ্মে সত্যত্বাদি ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদক হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সত্যত্বাদি ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম ব্যতীতই ব্রহ্ম অসত্যাদি ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট হইবে; স্বরূপতঃ ব্যাবৃত্তি সম্ভাবিত হইলে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ নির্দ্ধর্ম্মক বস্তু ব্যাবৃত্তস্বভাব হইতেই পারে না। এজন্য ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্বরূপতঃ অব্যাবৃত্ত। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মরহিত বলিয়া সর্ব্বানুস্যূত; আর ব্রহ্ম সর্ব্বানুস্যূত বলিয়াই সর্ব্বাত্মক। সর্ব্বাত্মক বস্তুই বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম। অসর্ব্বাত্মক হইলে অব্রহ্মত্বের আপত্তি হইত। আর ইহাই সুরেশ্বরবার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে—"ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মরহিত বলিয়া তাহা সর্ব্বানুগত; আর এজন্য সর্ব্বানুগত বস্তুই বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম।" যদি ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু সম্ভাবিত হইত, তবে সর্ব্বানুগতিরূপ ব্রহ্মলক্ষণ দুর্ল্লভ হইয়া যাইত।

আরও কথা এই যে—শুদ্ধব্রহ্মে সত্যাদি পদ যদি সত্যব্যাবৃত্তি, জড়ব্যাবৃত্তি প্রভৃতির বোধক হয়, তবে নানা-ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অখণ্ডার্থত্বের হানিই হইবে। আরও কথা এই যে—গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের যেমন অগঙ্গাত্ব আছে, গঙ্গাপদের শক্য অর্থই গঙ্গা, গঙ্গাপদের লক্ষ্য অর্থ তীর অগঙ্গা হইয়া থাকে, এইরূপ সত্য-জ্ঞানাদি পদের লক্ষ্য ব্রহ্মের অসত্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তি দুর্ব্বার হইবে। অভিপ্রায় এই যে—সত্যাদি পদের শক্য অর্থ যাহা, লক্ষ্য অর্থও তাহাই হইতে পারে না। ১৩০।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—গঙ্গাদি পদ জহল্লক্ষণাদ্বারা অগঙ্গারূপ তীরের বোধক হইলেও সত্যাদি পদের জহল্লক্ষণা আমরা অঙ্গীকার করি না। এজন্য ব্রহ্মে অসত্যত্বাদির আপত্তি হইবে না। নদ্যাদি পদ যেমন অভিধাদ্বারা নদ্যাদিতে নদীত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ সত্যাদি পদ অভিধাদ্বারা ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মেরও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যদি না করিত, তবে ব্রহ্মের অসত্যত্বাদির আপত্তি হইত; কিন্তু তাহা নহে। সুতরাং মূলকারের আপত্তি সঙ্গত হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি পদের জহদজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া অসত্যাদি-ব্যাবৃত্ত্যুপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ সত্যাদি পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" ইহাই জহদজহল্লক্ষণার উদাহরণ। কাকত্ব-বিশিষ্ট কাকব্যক্তিই কাকপদের শক্যার্থ। এস্থলে কাকপদ পদার্থের একদেশ কাকত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং

পদার্থৈকদেশকাকত্বত্যাগাৎ ব্যক্তেরত্যাগাদ্ ভবতি জহদজহল্লক্ষণা, তত্র দধ্যুপঘাতকত্বেনাকাকস্য মার্জ্জারাদেরিব অংশে অসত্যাদিবোধ আবশ্যকঃ। অন্যথা লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। ১৩১।

কিঞ্চাসত্যাদিব্যাবৃত্তীনাং সত্যত্বে ব্রহ্মাভিন্নত্বে চ ব্রহ্মপদেন তল্লাভাৎ শেষবৈয়র্থ্যম্। তদ্ভিন্নত্বে চাদ্বৈতহানিস্তাসাং মিথ্যাত্বে শুক্তেঃ শুক্তিতো ব্যাবৃত্তের্মিথ্যাত্বে শুক্তিত্বস্য শুক্তিসমানসত্তাকবৎ অনৃতব্যাবৃত্তি-ব্র্হ্মণি মিথ্যাত্বে অনৃতস্য ব্রহ্মসমসত্তাকত্বং স্যাৎ। কিঞ্চাসদ্ব্যাবৃত্তিদ্বারা যদ্বোধিতং তদেব জ্ঞানাদিপদৈর-জ্ঞানাদিব্যাবৃত্তিদ্বারা বোধ্যতে চেৎ পদান্তরবৈয়র্থ্যম্। ন চ তাবৎপদৈর্বিনা ত্রিতয়ব্যাবৃত্তং ব্রহ্ম ন সিধ্যেত ইতি বাচ্যম্, ব্যাবৃত্তীনাং প্রকারতয়া অভানে বস্তুগত্যা ত্রিতয়ব্যাবৃত্তব্রহ্মবোধস্য একপদেনৈব সম্ভবাৎ। ১৩২।

ননু সত্যাদিবাক্যে লক্ষণাঙ্গীকারাৎ ন পদবৈয়র্থ্যশঙ্কাবকাশ ইতি চেন্ন, প্রত্যেকপদোপস্থিতেঃ

পদার্থৈকদেশ কাকব্যক্তির ত্যাগ না করিয়া দধ্যুপঘাতকত্বরূপে কাকপদ কাক ও অকাক মার্জ্জারাদির জহদজহল্লক্ষণা-দ্বারা বোধক হইয়া থাকে। শক্তিদ্বারা কাকপদ কাকত্বরূপে কাকের বোধক এবং জহদজহল্লক্ষণাদ্বারা দধির উপঘাতকত্ব-রূপে কাকের ও অকাক মার্জ্জারাদির বোধক হইয়া থাকে। সত্যাদি পদও যদি এইরূপ লক্ষণাদ্বারাই বোধক হয়, তবে কাকপদ যেমন অকাকেরও বোধক হইয়াছে, এইরূপ সত্যাদি পদও অবশ্যই অসত্যাদিরও বোধক হইবে। ১৩১।

আরও কথা এই যে—সত্যাদি পদ যে অসত্যাদির ব্যাবৃত্তির বোধক হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, এই ব্যাবৃত্তিগুলি যদি সত্য হয় এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মাভিন্ন ব্যাবৃত্তির বোধের জন্য সত্যাদি পদের প্রয়োজন কোথায়? ব্রহ্মপদদ্বারাই ত তাহার লাভ হইতে পারিবে। ব্রহ্মাভিন্ন বস্তু ব্রহ্মপদেরই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। আর যদি অসত্যাদি-ব্যাবৃত্তি সত্য হইয়াও ব্রহ্মভিন্ন হয়, তবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। আর যদি ব্যাবৃত্তি মিথ্যা হয়, তবে ব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে অসত্যাদির ভেদ মিথ্যা হইলে অসত্যাদিরও ব্রহ্মের সমসত্তাকত্বাপত্তি হইবে। যেমন শুক্তিতে শুক্তির ব্যাবৃত্তি মিথ্যা বলিয়া শুক্তিত্ব ধর্ম্মের শুক্তিসমানসত্তাকত্ব হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—সত্যপদ অসত্যব্যাবৃত্তিদ্বারা যাহার প্রতিপাদক হইয়াছে, সেই বস্তুরই যদি জ্ঞানাদি পদ অজ্ঞানাদিব্যাবৃত্তিদ্বারা বোধক হয়, তবে সমস্ত পদই একই বস্তুর বোধক বলিয়া পদান্তরের ব্যর্থতাই হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—"সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত" এই তিনটি পদ তিনটি ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়াছে। এই তিনটি পদের যে কোনও একটি বা দুইটি পদ না থাকিলে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্ত ব্রহ্ম সিদ্ধ হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রদর্শিত ব্যাবৃত্তিত্রয়-প্রকারক ব্রহ্মবোধ স্বীকার করা হয় না; কিন্তু ব্যাবৃত্তিত্রয়োপলক্ষিত ব্রহ্মবোধই স্বীকার করা হয়। এজন্য বস্তুতঃ ত্রিতয়ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মের একটিমাত্র পদদ্বারাই বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং পদান্তর ব্যর্থই হইবে। ব্রহ্মবোধে যদি ব্যাবৃত্তি প্রকাররূপে ভাসমান হইত, তবে ব্রহ্মের সখণ্ডত্বাপত্তিই হইয়া পড়িত। ১৩২।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"সত্যং জ্ঞানম্" এই সমুদিত বাক্যের শুদ্ধব্রহ্মে লক্ষণা আমরা স্বীকার করি। এজন্য বাক্যের ঘটক পদের ব্যর্থতার শঙ্কাই হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ উক্ত বাক্যের ঘটক যে কোনও পদদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের বোধের জন্য বাক্যের লক্ষণা ব্যর্থ। বাক্য যদি পদার্থ অপেক্ষা অধিক সংসর্গাদি অর্থের প্রতিপাদক হইত, তবে অখণ্ডার্থকত্বের হানি হইয়া পড়িত। আরও কথা এই যে—পদেরই লক্ষণা সিদ্ধ আছে; বাক্যের লক্ষণাই হইতে পারে না। যদি বলা যায়—"গম্ভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" এই বাক্যজন্য "গভীর নদীতীরবর্ত্তী ঘোষ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। বাক্যে লক্ষণা স্বীকার না করিলে উক্ত বাক্যজন্য প্রদর্শিত বোধ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। উক্ত বাক্যের ঘটক নদী পদেরই

স্বরূপমাত্রে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। অধিকসংসর্গাদিভানে অখণ্ডার্থকত্বহানিঃ। বাক্যলক্ষণায়াঃ ক্বাপ্যসত্ত্বাৎ। ন চ গম্ভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ ইত্যাদৌ বিনিগমনাবিরহাৎ পদলক্ষণাসম্ভবাৎ বাক্যলক্ষণা, চরমোপস্থিতনদীপদস্যৈব লাক্ষণিকত্বাৎ, গম্ভীরপদস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাৎ। অর্থবাদেঽপি একপদে লক্ষণা, পদান্তরাণি তাৎপর্য্যগ্রাহকাণি, "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদেঃ "গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত" ইত্যাদেশ্চ শব্দবিধয়া প্রামাণ্যাঙ্গীকারে গৌরবাৎ। ১৩৩।

কিঞ্চ শাব্দত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি শক্তপদজ্ঞানত্বেনৈব হেতুত্বম্, ন তু বৃত্তিমৎপদজ্ঞানত্বেন গৌরবাৎ। অতঃ সর্ব্বপদলাক্ষণিকত্বে অন্বয়ানুভবো ন স্যাৎ। লাক্ষণিকপদৈরন্বয়প্রতিযোগ্যুপস্থিতৌ কৃতায়াং যদবশিষ্টং শক্তং পদং তদেবান্বয়ানুভাবকম্, অর্থবাদপদানাং লাক্ষণিকত্বেঽপি তদেকবাক্যতাপন্নং বিধিপদমেব অনুভাবকম্,

---

গম্ভীর নদীতীরে লক্ষণা, গম্ভীর পদ উক্ত লক্ষণার তাৎপর্য্যগ্রাহকমাত্র। অর্থবাদ বাক্যেও বাক্যের ঘটক যে কোনও একটি পদেরই প্রাশস্ত্যাদি অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। বাক্যের অপর পদগুলি তাৎপর্য্যগ্রাহক। "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদি বাক্য এবং "গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত!" ইত্যাদি বাক্যেও লক্ষণা স্বীকার করা হয় না। প্রথম বাক্যটি শত্রুর গৃহে ভোজন অপেক্ষা বিষ ভক্ষণের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিপাদন করায় শত্রুগৃহে ভোজনের অনিষ্টসাধনত্বই আক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুগৃহে ভোজনের অকর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু বাক্য লক্ষণাদ্বারা উক্ত অর্থের প্রতিপাদক হয় না। সুতরাং উক্ত বোধ বাক্যপ্রমাণক বোধই নহে, কিন্তু আনুমানিক বোধ। এইরূপ দ্বিতীয় বাক্যও নায়কের গমনের প্রিয়ামরণহেতুত্ব লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদন করে না। প্রত্যুত প্রিয়তমের গমনদেশে নায়িকার জন্মপ্রতিপাদনের দ্বারা নায়িকার জন্মদ্বারা নায়িকার মৃত্যুর অনুমিতি এবং নায়িকার মরণহেতুদ্বারা নায়কের বিদেশগমনের অকর্ত্তব্যতার অনুমিতি হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত বাক্য লক্ষণাদ্বারা এতাদৃশ অর্থের প্রতিপাদক হয় না। এজন্য উক্ত অর্থে প্রদর্শিত বাক্য শব্দবিধয়া প্রমাণই নহে। উক্ত অর্থ শাব্দবোধের বিষয় নহে। বাক্য কেবল অনুমিত্যাত্মক বোধের জনক হেতুর উত্থাপক হইয়া থাকে। বাক্যোত্থাপিত হেতুদ্বারা উক্তার্থবিষয়ক অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তার্থবিষয়ক বোধের জন্য বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিলে গৌরব দোষ হইবে। ১৩৩।

আরও কথা এই যে—বাক্যের ঘটক সমস্ত পদই যদি লাক্ষণিক হয় অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারাই যদি সমস্ত পদ অর্থের উপস্থাপক হয়, তবে তাদৃশ বাক্য হইতে শাব্দবোধই হইতে পারিবে না। লাক্ষণিক পদ অনুভাবক নহে। শাব্দবোধও অনুভববিশেষ। শাব্দবোধমাত্রের প্রতি শক্ত পদজ্ঞানই কারণ; কিন্তু বৃত্তিমৎ পদজ্ঞান কারণ নহে। পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি দুই প্রকার:—শক্তি ও লক্ষণা। শক্তি ও লক্ষণা—ইহার অন্যতরসম্বন্ধবিশিষ্ট পদকেই বৃত্তিমৎ বলে। এজন্য লাক্ষণিক পদও বৃত্তিমৎ। বৃত্তিমৎ পদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলা অপেক্ষা শক্তিমৎ পদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলিলে লাঘব হয়। বৃত্তিত্ব শক্তি ও লক্ষণা—এই উভয়বৃত্তি সাধারণ; কিন্তু শক্তিত্ব মাত্র শক্তিনিষ্ঠ। সুতরাং শক্তিমৎ পদজ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ না বলিয়া বৃত্তিমৎ পদজ্ঞানকে কারণ বলিলে গৌরব হয়। এজন্য বাক্যের সমস্ত পদ লাক্ষণিক হইলে সেই বাক্য হইতে শাব্দবোধই হইতে পারিবে না। উক্ত বাক্যের ঘটক পদের জ্ঞান শক্তপদজ্ঞানত্বরূপে শাব্দবোধের কারণ হয় নাই। সুতরাং উক্ত বাক্য শাব্দবোধের জনক হয় নাই। যে বাক্যের ঘটক পদ শক্ত ও লক্ষক হয়, সেই স্থলে লাক্ষণিক পদদ্বারা অন্বয়ের প্রতিযোগী পদার্থের উপস্থিতি হইলে অবশিষ্ট শক্ত পদই উপস্থিত পদার্থের অন্বয়ের অনুভাবক হইয়া থাকে। এজন্য যে বাক্যে একটিও শক্ত পদ নাই, সেই বাক্য অন্বয়ানুভবের জনকই হইতে পারে না। অর্থবাদবাক্যের ঘটক পদগুলি লাক্ষণিক হইলেও অর্থবাদবাক্যের সহিত

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যু"রিতি ন্যায়াৎ। তথাচ সত্যাদিপদানাং লাক্ষণিকত্বে অন্বয়ানুপপত্তিরেব। ন চ লক্ষণয়া একদেশত্যাগে শক্যস্যৈবানুভবোঽঙ্গীক্রিয়তে, শক্যমাত্রস্যৈব বোধে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। ১৩৪।

কিঞ্চ শক্যৈকদেশত্বাঙ্গীকারে বাধ্যত্বমপি অকামস্যাপি তব অবশ্যং প্রাপ্তম্। তথাচ মিথ্যাত্বস্যাবশ্যম্ভাবাৎ সত্যাদিবাক্যলক্ষ্যো মিথ্যা বাচ্যৈকদেশত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবৎ দ্বিতীয়বাচ্যৈকদেশবচ্চ ইত্যনুমানাদিত্যলং বিস্তরেণ। এবমেব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যাপি অখণ্ডার্থপরত্বনিরাসো বোধ্যঃ। ১৩৫।

ধর্ম্মিমাত্রস্যাবান্তরেণ পদেন প্রত্যক্ষেণ চ সিদ্ধত্বাত্তদুপদেশবৈয়র্থ্যাৎ। ননু সার্ব্বজ্ঞ্যাসার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশেষ-

---

একবাক্যতাপন্ন শক্ত বিধিপদই অন্বয়ানুভবের জনক হইয়া থাকে। আর এজন্যই জৈমিনি "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" এইরূপ ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বলাক্ষণিক পদবিশিষ্ট অর্থবাদবাক্য অন্বয়ানুভবের জনক হইতে পারে না বলিয়া অন্বয়ানুভবের জন্য শক্ত বিধিপদের সহিত তাহা একবাক্যতাপন্ন হইয়া থাকে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বাক্যের সমস্ত পদগুলি লাক্ষণিক বলিয়া উক্ত বাক্য শাব্দবোধেরই জনক হইতে পারিবে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—আমরা জহদজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া অশক্য পদার্থের উপস্থিতি বলি নাই; কিন্তু শক্য পদার্থেরই একদেশ ত্যাগ করিয়া শক্য অপর অংশের বোধ সম্পাদনের জন্য লক্ষণা স্বীকার করিয়াছি। সুতরাং জহদজহল্লক্ষণাদ্বারা অশক্যার্থের উপস্থিতি হয় না; কিন্তু শক্যের একদেশেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শক্যমাত্রবোধের জন্য লক্ষণা স্বীকার নিতান্ত ব্যর্থ। অশক্য অর্থের উপস্থিতির জন্যই লক্ষণা স্বীকার করা হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত লক্ষণা ব্যর্থই বটে। ১৩৪।

আরও কথা এই যে—সত্যাদি পদ শক্তিদ্বারা সত্যত্ববিশিষ্ট ধর্ম্মীকে বুঝাইয়া থাকে এবং লক্ষণাদ্বারা সত্যত্বরহিত ধর্ম্মীমাত্রকে বুঝাইয়া থাকে। সত্যপদের বাচ্যের একদেশ সত্যত্ব ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মিমাত্র সত্যপদের বাচ্যের একদেশ। এই ধর্ম্মিমাত্র একদেশের উপস্থাপক সত্যাদি পদ হইলে লক্ষ্য ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে; কারণ ব্রহ্মে তাত্ত্বিক সত্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া অতাত্ত্বিক সত্যত্ববৈশিষ্ট্যই আছে—স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে তাদৃশ ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব অপরিহার্য্য। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—"সত্যাদিবাক্যলক্ষ্যো মিথ্যা, বাচ্যৈকদেশত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবৎ, দ্বিতীয়বাচ্যৈকদেশবচ্চ।" ইহার অর্থ—যাহা যাহা বাচ্যের একদেশ, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা; যেমন ঘটপদের বাচ্যের একদেশ ঘটত্বাদি ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা। অথবা ঘটপদের বাচ্য অর্থ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট; কেবল ঘটত্ব ধর্ম্ম ও কেবল ঘটব্যক্তি উভয়ই ঘটপদের বাচ্যের একদেশ। কেবল ঘটত্ব ধর্ম্ম প্রথম বাচ্যৈকদেশ এবং কেবল ঘটব্যক্তি ঘটপদের দ্বিতীয় বাচ্যৈকদেশ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই দুইটি বাচ্যৈকদেশই মিথ্যা বস্তু। এইরূপ সত্যাদি পদের বাচ্যের একদেশ সত্যাদিবাক্যলক্ষ্য ব্রহ্মও বাচ্যৈকদেশ বলিয়াই ঘটত্বাদির মত মিথ্যা হইবে। যেরূপে সত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব খণ্ডন প্রদর্শিত হইল। এইরূপে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব খণ্ডনও বুঝিতে হইবে। ১৩৫।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীর বোধক হইয়া থাকে। তাঁহাদের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উক্ত মহাবাক্যের ঘটক তৎপদ বা ত্বংপদও লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীরই বোধক হইয়া থাকে। এইরূপ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি অবান্তরবাক্যও লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যমাত্র ধর্ম্মীরই বোধক হইয়া থাকে এবং প্রত্যক্ষদ্বারা চৈতন্যমাত্র ধর্ম্মী সিদ্ধ আছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে মহাবাক্যের উপদেশ

ধর্ম্মাশ্রয়য়োরৈক্যোপদেশস্য অযোগ্যতাপরাহতত্বাৎ বিরুদ্ধাকারস্যাবিবক্ষয়া ব্রহ্মানুভবাবিষয়ত্বরূপস্ত্যাগো ন ত্বপায়স্তস্য চরমসাক্ষাৎকারসাধ্যত্বাৎ। তথাচ তত্তেদন্তে ইবানাগতেঽপি সার্ব্বজ্ঞ্যাসার্ব্বজ্ঞ্যে নাশ্রয়াভেদবিরুদ্ধ ইতি চেন্ন, তত্তেদন্তয়োঃ কালভেদেনৈকত্রৈব সম্বন্ধসম্ভবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ন হি তত্তেদন্তে এককালাবচ্ছেদেন প্রতীয়েতে, যেন বিরোধঃ স্যাৎ। ন চ সার্ব্বজ্ঞ্যাসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকং কালভেদেনৈকত্র বর্ত্ততে, যেন সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। তত্তেদন্তয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞায়ামভানে তাৎকালিকৈতৎকালিকপিণ্ডাভেদাসিদ্ধ্যাপত্ত্যা পিণ্ডস্য ক্ষণিকত্বাপত্তেঃ। এতেন তদ্দেশকালবিশিষ্টে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্যম্, এতদ্দেশকালবিশিষ্টে তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্যং বা বিশিষ্টয়োরৈক্যং বা সোঽয়মিতি

ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। যাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অথবা যাহা বাক্যের ঘটক যে কোনও একটি পদদ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার বোধের জন্য মহাবাক্যরূপ উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ঘটক "তৎ"পদ শক্তিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীর উপস্থাপক হইয়া থাকে এবং "ত্বং"পদ শক্তিদ্বারা অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীর উপস্থাপক হইয়া থাকে। এই উভয় ধর্ম্মীর ঐক্যোপদেশ অযোগ্যতাপরাহত বলিয়া বিরুদ্ধাকারের অবিবক্ষাদ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিরুদ্ধাকারের পরিত্যাগদ্বারা ধর্ম্মিমাত্র ব্রহ্মের বোধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মিমাত্রবিষয়ক অনুভবে ঐ বিরুদ্ধ আকারগুলি ভাসমান হয় না বলিয়াই অবিবক্ষাদ্বারা বিরুদ্ধ আকারের ত্যাগ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানুভবের অবিষয়ত্বই বিরুদ্ধ আকারের ত্যাগ; কিন্তু বিরুদ্ধ আকারের অপায়কে এস্থলে ত্যাগ বলা হয় নাই। চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ আকারের অপায় চরমসাক্ষাৎকারসাধ্য বলিয়া চরমসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে বিরুদ্ধাকারের অপায় হইতে পারে না। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে ধর্ম্মিমাত্র প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় বলিয়াই ধর্ম্মিমাত্রবিষয়ক জ্ঞানে তত্তা ও ইদন্তা ভাসমান হয় না বলিয়া বিরুদ্ধ তত্তা ও ইদন্তা আকারের প্রত্যভিজ্ঞাতে ত্যাগ হইয়া থাকে বলা হয়। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতির অবিষয় হয় বলিয়াই তাহাতে ত্যাগ বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাতে অপায় কিছু হয় না। দেবদত্তস্বরূপে তত্তা ও ইদন্তা অনপগত হইয়াও ধর্ম্মীর ঐক্যপ্রতীতিতে যেমন বিরোধী হয় না, এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব অনপগত হইয়া ব্রহ্মানুভবের অবিষয়ত্বপ্রযুক্ত ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ের ঐক্যপ্রতীতিতে তাহা বিরোধী হয় না।

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অসঙ্গত। কারণ একই দেবদত্তধর্ম্মীতে কালভেদে তত্তা ও ইদন্তা থাকে বলিয়া কালভেদে উক্ত ধর্ম্মদ্বয় বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু একই চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীতে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব অসর্ব্বদাই বিরুদ্ধ। সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক তুল্য হয় নাই। যদি তত্তা ও ইদন্তা দেবদত্তরূপ ধর্ম্মিতে এককালে প্রতীত হইত, তবে বিরুদ্ধ হইত; কিন্তু তাহা হয় না। পূর্ব্বপ্রতীত দেবদত্ত তত্তাবিশিষ্টরূপে এবং ইদানীং প্রতীয়মান দেবদত্ত ইদন্তাবিশিষ্টরূপে ভাসমান হয়। সুতরাং এককালে দেবদত্তরূপ ধর্ম্মীতে উক্ত উভয় ধর্ম্ম ভাসমান হয় না। এজন্য কালভেদে ভাসমান উক্ত উভয় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্যে এরূপ বলা যায় না "তৎ"পদার্থ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও "ত্বং"পদার্থ জীবের অসর্ব্বজ্ঞত্ব এককালেই ভাসমান হইয়া থাকে।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই প্রত্যভিজ্ঞাতে তত্তা ও ইদন্তা ভাসমান হয় না বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তত্তাবিশিষ্ট দেবদত্তের সহিত ইদন্তাবিশিষ্ট দেবদত্ত পিণ্ডের অভেদও সিদ্ধ হইবে না। বিভিন্নকালীন পদার্থের অভেদ সিদ্ধ না হইলে ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। ক্ষণিকত্ব নিরাসের জন্য অদ্বৈতবাদিগণকেও বিভিন্নকালীন পদার্থের অভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে ? নাদ্যঃ, তৎতৎকালাদেরিদানীং সত্ত্বাপত্তেশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, এতৎকালাদেস্তদানীং সত্ত্বাপত্তেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, বাধাদিতি নিরস্তং পক্ষত্রয়েঽপি দোষসংস্পর্শাৎ। ১৩৬।

পদে অন্বিততয়া জ্ঞাত এবেতরান্বয়ধীঃ স্যাৎ, তস্য তত্র বিশেষণত্বম্, ইদন্তান্বিততয়া জ্ঞাতে এব পিণ্ডে তত্তান্বয়ধীঃ তত্তান্বিততয়া জ্ঞাতে এব ইদন্তান্বয়ধীঃ সোঽয়মিত্যেকস্মিন্ পিণ্ডে ভবতীতি তত্তাদিকস্য বিশেষণত্বম্; অতএব ধীকালে বিদ্যমানস্যাপি ধর্ম্মান্তরমুত্থাপ্য ব্যাবর্ত্তকস্য কাকবদ্‌গৃহং দেবদত্তস্য ইত্যত্র কাকস্য ন বিশেষণত্বম্, কাকোত্থাপিতোত্তৃণত্বান্বিততয়া চ জ্ঞাতে গৃহে দেবদত্তীয়ত্বান্বয়ধীন´ তু কাকান্বিততয়া। অতএব দণ্ড্যয়মাসীদিত্যত্র দণ্ডস্য বিশেষণত্বম্। কিঞ্চ সোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞা নাখণ্ডবিষয়া, তত্র প্রত্যক্ষে শব্দবৃত্তের্লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ। তত্তেদন্তোল্লিখিতত্বেন তত্র নিষ্প্রকারত্বস্য অনুভবপরাহতত্বাৎ। তদনুল্লেখে

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে প্রত্যভিজ্ঞার অভিলাপক "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি বাক্য কি তদ্দেশকালবিশিষ্ট বস্তুতে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে? অথবা এতদ্দেশকালবিশিষ্ট বস্তুতে তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে? কিংবা তদ্দেশকালবিশিষ্ট ও এতদ্দেশকালবিশিষ্ট বস্তুর ঐক্য প্রতিপাদন করে? এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ উদ্দেশ্যবিশেষণ তদ্দেশকালাদির ইদানীং সত্তাপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ উদ্দেশ্যবিশেষণ এতৎদেশকালাদির তদানীং সত্তাপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের অভেদ বাধিত। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের উক্তিও নিরস্ত হইল। প্রদর্শিতরূপে প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য যে লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থক হইতে পারে না, তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ১৩৬।

"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য "সঃ"পদদ্বারা উপস্থিত তত্তান্বিত পিণ্ডে "ইদং"পদদ্বারা উপস্থাপ্য ইদন্তাধর্ম্মের অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। তত্তান্বিত পিণ্ডে ইদন্তা অন্বিত হয় বলিয়াই তত্তার বিশেষণত্ব হইয়া থাকে। এইরূপে ইদন্তান্বিতরূপে জ্ঞাত পিণ্ডে তত্তার অন্বয়ধী এবং তত্তান্বিতরূপে জ্ঞাত পিণ্ডে ইদন্তার অন্বয়ধী "সোঽয়ং" ইত্যাদিবাক্যজন্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মান্তরের সহিত অন্বিতরূপে জ্ঞাত ধর্ম্মীতে যদি ধর্ম্মান্তরের অন্বয় হয়, তবে ধর্ম্মীর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বিশেষণ হইয়া থাকে; এজন্য উক্ত বাক্যে প্রদর্শিতরূপে তত্তা ও ইদন্তা বিশেষণ হইয়া থাকে। যে স্থলে বিশেষণ সাক্ষাৎ ব্যাবর্ত্তক না হইয়া ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপনপূর্ব্বক ব্যাবর্ত্তক হয়, সে স্থলে ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপক বিশেষণকে বিশেষণ না বলিয়া উপলক্ষণ বলা হইয়া থাকে। ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বিশিষ্টবুদ্ধিকালে বিদ্যমান থাকুক, কিংবা বিদ্যমান না থাকুক, উভয় পক্ষেই তাহা সাক্ষাৎ ব্যাবর্ত্তক নহে বলিয়া উপলক্ষণই হইবে। অতএব "কাকবদ্‌গৃহং দেবদত্তস্য" এইরূপ বাক্যজন্য প্রতীতিতে কাকপদ কাকপদার্থের উপস্থাপক হইলেও কাকপদার্থ সাক্ষাৎ গৃহের ব্যাবর্ত্তক না হইয়া গৃহগত উত্তৃণত্বাদি ধর্ম্মের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবর্ত্তক হইয়া থাকে বলিয়া কাকপদার্থ বিশেষণ না হইয়া উপলক্ষণই হইবে। কাকোত্থাপিত উত্তৃণত্ব ধর্ম্মান্বিতরূপে জ্ঞাত গৃহে দেবদত্তসম্বন্ধের অন্বয় হইয়া থাকে বলিয়া কাক উপলক্ষণই বটে; বিশেষণ নহে। যে স্থলে কাকান্বিতরূপে জ্ঞাত গৃহে দেবদত্তসম্বন্ধের অন্বয় হয়, সে স্থলে কাক উপলক্ষণ না হইয়া বিশেষণই হইবে। আর এজন্য "দণ্ডী অয়মাসীৎ" এইরূপ বাক্যজন্য প্রতীতির বিষয় দণ্ড বিশিষ্টপ্রতীতিকালে বিদ্যমান না থাকিলেও বিশেষণই হইবে; যেহেতু দণ্ড ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপন না করিয়াই সাক্ষাৎ ব্যাবর্ত্তক হইয়াছে। উপলক্ষণধর্ম্ম ও বিশেষণধর্ম্মের এইরূপ স্বরূপবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি স্থলে তত্তা ও ইদন্তা বিশেষণই হইবে; কিন্তু উপলক্ষণ হইবে না। সুতরাং "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি বাক্যজন্যপ্রতীতি বিশেষণবিশিষ্টবিষয়ক হইয়াছে বলিয়া অখণ্ডার্থক হইতে পারে না।

তু অভিজ্ঞাতো বৈলক্ষণ্যানুপপত্তেঃ। শাব্দপ্রত্যভিজ্ঞাপি নাখণ্ডার্থা, স্বপ্রত্যভিজ্ঞানগতস্যৈব পরং প্রতি বোধনাৎ। ন চ প্রত্যক্ষস্য লক্ষণানপেক্ষত্বেঽপি বাধাদেব স্বরূপাভেদমাত্রবিষয়কত্বমিতি বাচ্যম্, বিদ্যমানতয়া ইদন্তায়া অতীতায়াস্তত্তায়া অবগাহিনঃ প্রত্যক্ষস্য বিরোধলেশাভাবাৎ। ১৩৭।

কিঞ্চ স্বপ্রকাশস্বরূপাভিন্নাভেদস্য নিত্যসিদ্ধত্বেন উপদেশবৈয়র্থ্যাৎ। তদস্ফুরণে বুভুৎসানুপপত্তেঃ ভ্রমকালজ্ঞাতানধিকবোধকাৎ মহাবাক্যাৎ ভেদভ্রমনিবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। নন্থ তদাদিপদদ্বয়জন্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যুপলক্ষিতস্বরূপজ্ঞানমজ্ঞাননিবর্ত্তকমিতি চেন্ন, স্বরূপভিন্নসার্ব্বজ্ঞ্যাদেরুপলক্ষণতয়া ভানে শ্রুতেরখণ্ডার্থতাহানেরভানে ভ্রমনির্ত্তকত্বাসম্ভবাৎ। যদপ্যুক্তং তত্ত্বমসীতি বাক্যস্য সত্যাদিবাক্যাৎ তৎপদাচ্চ

আরও কথা এই যে—বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বের অনুমানে "সোঽয়ম্" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিতই হইতে পারে না। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষরূপ। সুতরাং তাহা অখণ্ডার্থবিষয়ক হইবে কিরূপে? বাক্য লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থক হইলেও প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থক হইতে পারে না; কারণ লক্ষণা শব্দের বৃত্তি। প্রত্যক্ষে লক্ষণা সম্ভাবিত নহে।

আরও কথা এই যে—"সোঽয়ম্" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতি তত্তা ও ইদন্তার উল্লেখী হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত প্রতীতি সপ্রকারক প্রতীতি। নিষ্প্রকারক প্রতীতিই অখণ্ডার্থকবিষয়িণী হইয়া থাকে। প্রত্যভিজ্ঞার নিষ্প্রকারকত্ব অনুভববিরুদ্ধ। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতিতেও যদি তত্তা ও ইদন্তার উল্লেখ না থাকে, তবে অভিজ্ঞা হইতে প্রত্যভিজ্ঞার বৈলক্ষণ্যই অনুপপন্ন হইবে। যদিও অদ্বৈতবাদিগণ শাব্দ প্রত্যভিজ্ঞাকেই দৃষ্টান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি শাব্দ প্রত্যভিজ্ঞা অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। স্বকীয় প্রত্যভিজ্ঞার পরে পরপুরুষে প্রত্যভিজ্ঞাসমানবিষয়ক বোধ উৎপন্ন করিবার জন্য প্রত্যভিজ্ঞাবান্ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্বকীয় প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষরূপ; এই প্রত্যক্ষ প্রত্যভিজ্ঞার সমানবিষয়ক বাক্যজন্য বোধান্তর পরপুরুষের উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বকীয় প্রত্যভিজ্ঞা যে সপ্রকারক বোধ, তাহা বলাই হইয়াছে; সুতরাং তৎসমানাকার বাক্যজন্য বোধও সপ্রকারকই হইবে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ সপ্রকারক হইতে পারে না। তত্তাবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে ইদন্তা বাধিত। এজন্য তত্তা ও ইদন্তা ধর্ম্মদ্বারা উপলক্ষিত ধর্ম্মীর স্বরূপেরই অভেদমাত্র উপলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি ধর্ম্মীতে তদ্দেশকাল ও এতদ্দেশকালের বৈশিষ্ট্যদ্বয় বাধিত। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ইদন্তার ও অতীত তত্তার অবগাহন করিয়া থাকে বলিয়া বিরোধের লেশও নাই। ১৩৭।

আরও বিশেষ কথা এই যে—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য যদি শুদ্ধচৈতন্যমাত্র হয়, তবে চৈতন্য স্বপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ সকলের নিকটেই ভাসমান। সকলের নিকটেই ভাসমান বস্তুর বোধের জন্য শ্রুতির ঐরূপ উপদেশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। স্বপ্রকাশরূপের স্বরূপাভেদ নিত্যসিদ্ধ। ব্রহ্মের সহিত জীবের যে অভেদ বাক্যপ্রতিপাদ্য হইবে, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপের সহিত অভিন্ন; এজন্য তাহা নিত্যসিদ্ধ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বপ্রকাশচৈতন্য হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। স্বপ্রকাশচৈতন্য যদি ভাসমান না হইত, তবে জগদান্ধ্যের প্রসঙ্গ হইত এবং অভাসমান বস্তুতে বুভুৎসা অর্থাৎ জিজ্ঞাসারও অনুপপত্তি হইত। জীবের ভ্রমকালে জ্ঞাত অর্থাৎ ভাসমান চৈতন্য অপেক্ষা অধিকবিষয়ক বোধের অজনক মহাবাক্য হইতে জীবের ভেদভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। জীব যাহা স্বভাবতঃই জানে, মহাবাক্যদ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিলে জীবের ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে কেন? যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়জন্য সর্ব্বজ্ঞত্ব ও কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব-উপলক্ষিত স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ স্বরূপভিন্ন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম উপলক্ষণরূপে ভাসমান হইলে

প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যেঽপি ধর্ম্মিদ্বয়পরামর্শিত্বেন ভেদভ্রমনিবর্ত্তকত্বাৎ প্রামাণ্যমিতি তন্ন যুক্তম্, প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যে অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ, ধর্ম্মিদ্বয়াবগাহিত্বে প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যস্য শ্রুতেরখণ্ডার্থস্য চ অসিদ্ধ্যাপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুত্যা প্রত্যক্ষসিদ্ধজীবমনূদ্য ব্রহ্মত্বং বোধ্যম্, শ্রুতিসিদ্ধব্রহ্মানূদ্য তস্য জীবত্বং বা, উভয়ানুবাদেনাভেদো বা বিধেয় ইত্যপি ন, উপজীব্যপ্রত্যক্ষাদিবিরোধাৎ পক্ষত্রয়স্যাসম্ভবাৎ। ন চ প্রতিযোগ্যর্থকতয়োপজীব্যমিদং রূপ্যমিতি নেদং রূপ্যমিত্যস্য বাধকং স্যাদিতি বাচ্যম্, যৎপ্রামাণ্যং যৎপ্রামাণ্যাধীনং তদ্ধি তস্যোপজীব্যম্, ন হি নেদং রজতমিত্যস্য প্রামাণ্যমিদং রূপ্যমিতি প্রামাণ্যাধীনং ব্রহ্মাদিরূপধর্ম্মিজ্ঞানং প্রামাণ্যমিতি ভবতি তত্তুপজীব্যম্। ১৩৮।

শ্রুতির অখণ্ডার্থতার হানি হইবে এবং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যজন্য জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম উপলক্ষণরূপেও ভাসমান না হইলে মহাবাক্যজন্য জ্ঞানের ভেদভ্রমনিবর্ত্তকত্ব সম্ভাবিত হইবে না।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের সত্যাদিতৎপদার্থশোধক বাক্য হইতে প্রমেয়ের বৈলক্ষণ্য নাই; মহাবাক্যের প্রমেয়ও শুদ্ধচৈতন্য এবং সত্যাদিবাক্যের প্রমেয়ও শুদ্ধচৈতন্য এবং মহাবাক্যের ঘটক তদাদিপদের প্রতিপাদ্যও শুদ্ধচৈতন্য; প্রমেয়বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও মহাবাক্য ধর্ম্মিদ্বয়পরামর্শী বলিয়া মহাবাক্য ভেদভ্রমের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। আর সত্যাদিবাক্য ধর্ম্মিদ্বয়পরামর্শী নহে বলিয়া জীবব্রহ্মভেদবিষয়ক ভ্রান্তির নিবর্ত্তক হয় না। সত্যাদিবাক্য হইতে যে ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না, ধর্ম্মিদ্বয়পরামর্শী মহাবাক্য হইতে সেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। প্রমেয়ের বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও ভেদভ্রমের নিবর্ত্তক বলিয়া মহাবাক্যের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ সত্যাদিবাক্য হইতে মহাবাক্যের প্রমেয়বৈলক্ষণ্য নাই বলিয়া অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপ প্রামাণ্য মহাবাক্যের সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্মিদ্বয়াবগাহী মহাবাক্যের একধর্ম্মিমাত্রাবগাহী সত্যাদিবাক্য হইতে প্রমেয়ের বৈলক্ষণ্যই হইবে; অবৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মিদ্বয়াবগাহী মহাবাক্যের অখণ্ডার্থত্বও সিদ্ধ হয় না।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবের ত্বংপদদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক সেই অনূদিত জীবে মহাবাক্যদ্বারা কি ব্রহ্মত্ব বিহিত হইয়া থাকে? অথবা শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের তৎপদদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক সেই অনূদিত ব্রহ্মে মহাবাক্যদ্বারা জীবত্ব বিহিত হইয়া থাকে? অথবা জীব ও ব্রহ্মের অনুবাদপূর্ব্বক অনূদিত জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিহিত হইয়া থাকে? এই ত্রিবিধ পক্ষই অসঙ্গত; কারণ ইহাতে উপজীব্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ হইবে। পুরোবাদই অনুবাদের উপজীব্য প্রমাণ। জীবের অনুবাদে প্রত্যক্ষ উপজীব্য প্রমাণ এবং ব্রহ্মানুবাদে শ্রুতিই উপজীব্য প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মভিন্নরূপে জীবের ও শ্রুতি জীবভিন্নরূপে ব্রহ্মের গ্রাহক হইয়া থাকে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—এস্থলে উপজীব্য প্রমাণবিরোধ দোষই নহে। যেমন—"ইদং রজতম্" এই ভ্রমপ্রত্যক্ষ "নেদং রজতম্" এই বাধজ্ঞানের উপজীব্য হইয়াও "নেদং রজতম্" এই ভেদপ্রমার বাধক হয় নাই; প্রত্যুত অনুগ্রাহকই হইয়াছে। "ইদং রজতম্" এই জ্ঞানদ্বারা ভেদপ্রতীতিতে অপেক্ষিত প্রতিযোগীর উপস্থিতি হইয়াছে। প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। এই রজতরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান উপজীব্য বলিয়া বাধক হইলে "নেদং রজতম্" এইরূপ প্রমা উৎপন্নই হইতে পারিত না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে প্রমাণের প্রামাণ্য যে প্রমাণের প্রামাণ্যের অধীন হইয়া থাকে, সেই তাহার উপজীব্য হয়। অধীন প্রামাণ্য উপজীবী ও যাহার অধীন সে উপজীব্য। "নেদং রজতম্" এই জ্ঞানের প্রামাণ্য "ইদং রজতম্" এই জ্ঞানের প্রামাণ্যের অধীন নহে। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে উপজীব্যবিরোধই হয় নাই; কিন্তু ব্রহ্মাদি ধর্ম্মিজ্ঞানের প্রামাণ্যের অধীন মহাবাক্যজন্য জ্ঞানের প্রামাণ্য হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মাদি ধর্ম্মিজ্ঞান মহাবাক্যজন্য জ্ঞানের উপজীব্যই বটে। ১৩৮।

নন্থ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্টং ন তদ্ধর্ম্মি, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমাত্রম্, বিশিষ্টধর্ম্মিজ্ঞানপ্রামাণ্যমৈক্যজ্ঞানপ্রামাণ্যে নাপেক্ষতে, কিন্তু স্বরূপজ্ঞানপ্রামাণ্যমাত্রমন্যথেদং রজতমিত্যস্যাপি ধর্ম্মিজ্ঞানত্বেনোপজীব্যতয়া নিষেধজ্ঞান-প্রামাণ্যে রূপ্যত্ববিশিষ্টে ইদং জ্ঞানপ্রামাণ্যমুপজীব্যং স্যাদিতি চেন্ন, ইদন্ত্ববিশিষ্টস্যৈব ধর্ম্মিত্বেন রজতবৈশিষ্ট্যস্য ধর্ম্মিত্বাপ্রযোজকত্বাৎ। কিঞ্চ অসাধারণসার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মাবচ্ছেদেন ব্রহ্মণোঽনুদ্দেশ্যত্বে সাধারণধর্ম্মেণ স্বরূপেণ বা উদ্দেশ্যতা বাচ্যা। তত্রাদ্যে ইষ্টাপত্তিঃ। চিত্ত্বাদিসাধারণধর্ম্মেণ হ্যৈক্যস্য অস্মাভিরপি অঙ্গীকারাৎ। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মৈক্যাসিদ্ধেঃ, অসাধারণব্রহ্মস্বরূপোদ্দেশ্যস্যাসাধারণধর্ম্মং বিনা অসম্ভবাৎ। ১৩৯।

ন চ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্টস্য উদ্দেশ্যত্বেঽপি নোপজীব্যবিরোধো বিশিষ্টয়োরৈক্যানঙ্গীকারাৎ তত্ত্বম্পদ-লক্ষিতয়োরৈক্যাঙ্গীকারাচ্চেতি বাচ্যম্, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকসার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যবচ্ছেদেন বিধেয়স্যাভেদস্যাসিদ্ধৌ

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্ত মহাবাক্যজন্ত জ্ঞানের ধর্ম্মীই নহে ; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমাত্রই ধর্ম্মী। সুতরাং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্ট ধর্ম্মিবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য মহাবাক্যজন্ত ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যে অপেক্ষিতই নহে ; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যই অপেক্ষিত। অন্তথা—"ইদং রজতম্" এইরূপ জ্ঞানও ধর্ম্মিজ্ঞানরূপে উপজীব্য বলিয়া নিষেধজ্ঞানের প্রামাণ্যে উপজীব্য হইবে। আর তাহাতে উপজীব্যবিরোধই ঘটিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "নেদং রজতম্" এইরূপ নিষেধজ্ঞানে ইদন্ত্ববিশিষ্ট বস্তুই ধর্ম্মী ; কিন্তু রজতবিশিষ্ট ইদং বা রজতত্ববিশিষ্ট ইদং ধর্ম্মীই নহে। সুতরাং ধর্ম্মিজ্ঞানত্বরূপে রজতত্ববিশিষ্ট ইদংজ্ঞান উপজীব্যই নহে।

আরও কথা এই যে—অসাধারণ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম উদ্দেশ্য না হইলে সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অথবা স্বরূপতঃ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। আর তাহাতে সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম উদ্দেশ্য হইলে তাদৃশ উদ্দেশ্য ব্রহ্মে জীবের ঐক্য আমরাও স্বীকার করি। ব্রহ্মের সাধারণ ধর্ম্ম—চিত্ত্ব। এই চিদ্রূপত্ব জীবেও আছে। চিদ্রূপত্ব ধর্ম্ম জীব-ব্রহ্মসাধারণ। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ স্বরূপতঃ উদ্দেশ্য ব্রহ্মে জীবের ঐক্য সিদ্ধ হইলেও জীবে ব্রহ্মৈক্য সিদ্ধ হইবে না। অসাধারণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত জীবের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে হইলে অসাধারণ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অন্তথা ব্রহ্মে জীবের ঐক্য সিদ্ধ হইবে না। ১৩৯।

যদি বলা যায়—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম উদ্দেশ্য হইলেও উপজীব্যবিরোধ হইবে না ; কারণ বিশিষ্টরূপের ঐক্য অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জীবের ঐক্য স্বীকার করেন না ; কিন্তু তৎপদ ও ত্বংপদদ্বারা লক্ষিত শুদ্ধচৈতন্তেরই ঐক্য তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ বাক্যমাত্রই উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিধেয়ের অন্বয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যদি এই মহাবাক্য উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মাবচ্ছেদে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে জীবের অভেদরূপ বিধেয় প্রতিপাদন না করে অর্থাৎ মহাবাক্যদ্বারা বিধেয় অভেদের সিদ্ধি না হয়, তবে মহাবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের উদ্দেশ্যতা স্বীকার করেন না, কিন্তু সাধারণধর্ম্মরূপে বা স্বরূপতঃ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত এই উভয় পক্ষই ইতঃপূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। সাধারণধর্ম্মরূপে ব্রহ্মের উদ্দেশ্যতা স্বীকার করিলে যে তাহাতে আমাদের মতে ইষ্টাপত্তিই হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের সাধারণ ধর্ম্ম চিত্ত্ব অর্থাৎ চিদ্রূপত্ব ; চিদ্রূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য

বাক্যবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ চিত্ত্বৈনৈক্যস্য ইষ্টত্বেঽপি তদাশ্রয়ৈক্যং ত্বদিষ্টম্, আশ্রয়াণাং সর্ব্বজ্ঞত্বা-জ্ঞত্বতৎতদ্ব্যক্তিত্বাদিনা ভেদেঽপি চিত্ত্বেনাভেদেন বাক্যস্য উপপত্ত্যাশ্রয়াণাং তৎতদ্ব্যক্তিত্বাদিনা অভেদা-বোধনাৎ। ন হি প্রমেয়মিত্যত্র সকলব্যক্ত্যভেদঃ প্রতীয়তে, লক্ষণাস্বীকারে অমুখ্যার্থত্বেন সর্ব্ববেদস্যাপি মুখ্যার্থত্যাগাপত্তেঃ, মহাবাক্যান্তঃপাতিত্বাদিতরবাক্যানামিতি যাবৎ। ১৪০।

নন্বু তত্ত্বং-পদয়োর্নামুখ্যার্থত্বম্, ভাগলক্ষণয়া শক্যৈকদেশপরিত্যাগেঽপি বিশেষ্যাংশস্যাপরিত্যাগাদিতি

আমরাও স্বীকার করি। ব্রহ্মও চেতন এবং জীবও চেতন। সামান্য ধর্ম্মরূপে ঐক্য আমরা স্বীকার করিলেও সামান্য ধর্ম্মের আশ্রয়ের ঐক্য আমরা স্বীকার করি না। চিত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য আমরা স্বীকার করি না। আর ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের ইষ্ট; কিন্তু তাহা মহাবাক্যদ্বারা প্রতীত হয় না। চিত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় ব্রহ্মে ও জীবে যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞত্বরূপে ও অজ্ঞত্বরূপে ভেদই আছে এবং তদ্ব্যক্তিত্বরূপেও ভেদই আছে। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপে ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের চিত্ত্বরূপে অভেদই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অসাধারণধর্ম্মরূপে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন হইলেও চিদ্রূপে অভেদই মহাবাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আর ইহাতেই মহাবাক্য উপপন্ন হয় বলিয়া উক্ত বাক্য জীব-ব্রহ্ম ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ প্রতিপাদন করে না। যে বাক্য সামান্যরূপে যাবদ্ব্যক্তির বোধক হয়, সেই বাক্যদ্বারা সামান্যধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্ব্যক্তির অভেদ বুঝা যায় না। যেমন—"প্রমেয়ম্" এই বাক্যদ্বারা প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয়ত্বধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্ব্যক্তি প্রতিপাদিত হইলেও (প্রমেয়ত্বরূপে অভেদ প্রতিপাদিত হইলেও) প্রমেয়ত্বাশ্রয় ব্যক্তিগুলির পরস্পর অভেদ প্রতীত হয় না, এইরূপ মহাবাক্যদ্বারা চিত্ত্বরূপে জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হইলেও চিত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় জীব ও ব্রহ্মরূপ ব্যক্তির অভেদ প্রতিপাদিত হয় না।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ অকারণ মহাবাক্যের লক্ষণা স্বীকার করিয়া মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগনিবন্ধন সমস্ত বেদের মুখ্যার্থত্যাগের আপত্তি হইয়াছে। এক একটি বেদের যে মহাবাক্য, সেই মহাবাক্যের অন্তঃপাতী সেই বেদোক্ত অপর সমস্ত বাক্য। এজন্য মহাবাক্য ভিন্ন অপর বাক্যগুলি অবান্তরবাক্য ও মহাবাক্যের অন্তঃপাতী। মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগ স্বীকার করিলে মহাবাক্যের অন্তঃপাতী বাক্যগুলিরও মুখ্যার্থত্যাগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে অর্থাৎ বেদমাত্রই অমুখ্যার্থক হইয়া পড়িবে। ১৪০।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—আমাদের মতে "তৎ" ও "ত্বং" পদের অমুখ্যার্থকত্ব হইবে না; কারণ উক্ত উভয় পদের ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা শক্যের একদেশ বিশেষণভাগের পরিত্যাগ করিলেও শক্য বিশেষ্যভাগের পরিত্যাগ করা হয় নাই। শক্য বিশেষ্যভাগের প্রতিপাদক পদকে অমুখ্যার্থক বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ শক্য বিশেষণভাগ ত্যাগ করিয়া পদ যদি মাত্র বিশেষ্যভাগের প্রতিপাদক হয়, তবে তাহা অমুখ্যার্থকই হইবে। যেমন "শোণো ধাবতি" অর্থাৎ "লাল ধাবিত হইতেছে" এইরূপ বাক্যে "শোণ"পদ ও "ধাবতি"-পদ শক্যার্থের প্রতিপাদক হইলেও এই বাক্যের মুখ্যার্থতা রক্ষিত হয় নাই। কারণ শোণপদদ্বারা শোণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদিকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শোণপদের শোণগুণে শক্তি ও শোণগুণবিশিষ্টে নিরূঢ়লক্ষণা। লক্ষণাদ্বারা শোণ-গুণবিশিষ্টের প্রতিপাদক শোণপদ শক্য শোণগুণের প্রতিপাদক হইলে লক্ষণাদ্বারা শোণগুণবিশিষ্টের প্রতিপাদক হইয়াছে বলিয়া তাহা অমুখ্যার্থক। গুণবাচক পদ লক্ষণাদ্বারা গুণীর বোধক হইলে সেই পদের মুখ্যার্থতা থাকে না। অমুখ্যার্থতার জন্যই লক্ষণা স্বীকার করা হয়। অন্যথা লক্ষণাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। "শোণো ধাবতি" এই বাক্য যেরূপ অমুখ্যার্থক, এইরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যও অদ্বৈতবাদিগণের মতে অমুখ্যার্থক হইবে। মুখ্যার্থত্যাগ উভয় স্থলেই সমান। "শোণো ধাবতি" এই স্থলে শোণপদ বিশেষ্যরূপে শোণগুণের প্রতিপাদক হয়। শোণগুণবিশিষ্টে লক্ষণা

চেন্ন, তথাপি অমুখ্যার্থস্যাপরিহারাৎ। শোণো ধাবতীত্যত্র সর্ব্বশক্যার্থগ্রহণেঽপি মুখ্যার্থত্বাভাবাৎ। অন্যথা লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। শক্যার্থত্যাগস্য উভয়ত্রাবিশেষাৎ। ১৪১।

ন চ প্রস্তরাদিবাক্যস্যান্যশেষত্বাৎ লক্ষণয়া মুখ্যার্থত্বং যুক্তম্, অনন্যশেষে "সোমেন যজেত" ইত্যাদৌ বৈয়ধিকরণ্যেনান্বয়ে উদ্দেশ্যত্বোপাদেয়ত্বানুবাদ্যত্ববিধেয়ত্বপ্রধানত্বগুণত্ববোধনরূপবিরুদ্ধত্রিকদ্বয়পত্ত্যা সামানা-

---

স্বীকার করিলে শোণগুণ বিশেষণরূপে ভাসমান হয়। শক্তিদ্বারা যাহা বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়, লক্ষণাদ্বারা তাহা বিশেষণরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহাতে মুখ্যার্থের ভঙ্গ হইয়া থাকে। ১৪১।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—"যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের অঙ্গ বলিয়া বিধেয়ার্থের স্তুতির জন্য অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। "সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি" এই বিধিবাক্যের শেষরূপ অর্থবাদ "যজমানঃ প্রস্তরঃ" এই বাক্য। দর্ভমুষ্টিকে প্রস্তর বলে। দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অবসানে সূক্তবাক্ পাঠপূর্ব্বক এই দর্ভমুষ্টি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই দর্ভমুষ্টির স্তুতির জন্য "যজমানঃ প্রস্তরঃ" এই অর্থবাদবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও যজমান প্রস্তর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন; এই ভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তথাপি বিহিত প্রস্তরের স্তুতির জন্য প্রস্তরকে যজমানপদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এস্থলে যজমানপদ যজমানসদৃশ অর্থের লক্ষক। যজমান যেমন যজ্ঞকার্য্যের সাধক, এইরূপ প্রস্তরও যজ্ঞকার্য্যের সাধক বলিয়া প্রস্তরকে "যজমান" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করায় "যজমানসদৃশ কার্য্যসাধক প্রস্তর" এইরূপ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে প্রস্তর স্তুত হইয়াছে। এজন্য এই প্রস্তরাদিবাক্য লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া মুখ্যার্থক হইতে পারে না। এই প্রস্তরাদি-বাক্য বিধিশেষ বলিয়া বিধিস্তুতির জন্য অর্থবাদবাক্যে যজমানপদের লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যশেষ অর্থবাদবাক্য লক্ষণদ্বারা অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহার মুখ্যার্থতা নাই, ইহা দেখান হইল। এইরূপ অনন্যশেষ বিধিবাক্যও লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হইলে অমুখ্যার্থকই হইবে,—যেমন—"সোমেন যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যে বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় স্বীকার করিলে "সোমলতাদ্বারা যাগ সম্পাদন করিবে এবং যাগদ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে" এইরূপ বাক্যার্থ হইবে। আর তাহাতে বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়াপত্তি দোষ হইবে। "সোমদ্বারা যাগ সম্পাদন করিবে" এইরূপ বোধে যাগে সোমরূপ গুণ বিধান করা হইয়াছে। যাগ সাধ্য ও সোম সাধন। যাগোদ্দেশে সোমরূপ সাধন বিহিত হইয়াছে। এজন্য যাগে কর্ম্মত্ব প্রতীত হয় বলিয়া যাগে প্রধানত্ব, অনুবাদ্যত্ব ও উদ্দেশ্যত্ব আছে। এই তিনটি ধর্ম্ম লইয়া একটি ত্রিক হইয়াছে। আর যাগে সোম করণ হইয়াছে বলিয়া এই সোমরূপ করণেও করণত্বানুবন্ধী গুণত্ব, বিধেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব এই তিনটি ধর্ম্ম আছে। সুতরাং এই তিনটি লইয়া অপর ত্রিক হইয়াছে। এই ত্রিকদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। যথা—প্রধানত্ব ও গুণত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ এককালে এক বস্তুতে এই দুইটি প্রতীত হইতে পারে না। এইরূপ অনুবাদ্যত্ব ও বিধেয়ত্বও বিরুদ্ধ এবং উদ্দেশ্যত্ব ও উপাদেয়ত্বও বিরুদ্ধ। সোমে একটি ত্রিক ও যাগে অপর ত্রিক আছে। সুতরাং এস্থলে কোনও বিরোধ ঘটে নাই; কিন্তু সোমদ্বারা যাগ ও যাগদ্বারা ইষ্টসম্পাদন করিতে হইবে—এইরূপ বোধে সোমসাধ্য যাগই ইষ্ট স্বর্গাদির সাধনরূপে অন্বিত হইবে। এজন্য একই যাগে এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব প্রতীত হইবে। আর তাহাতে সাধ্যত্বানুবন্ধী ও সাধনত্বানুবন্ধী বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়ের একত্র আপত্তি হইয়া পড়িবে। এজন্য "সোমেন যজেত" এই বাক্যে বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় করা যায় না। এইরূপ সামানাধিকরণ্যেও অন্বয় হইতে পারে না। সামানাধিকরণ্যে অন্বয় স্বীকার করিলে "সোমেন যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" এইরূপ বোধ হইবে অর্থাৎ "সোমাভিন্ন যাগদ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে" এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। কিন্তু এইরূপ অন্বয়বোধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটিবে। কারণ যাগ সোমলতারূপ দ্রব্য হইতে পারে না। সোমলতা হইতে যাগের ভেদগ্রাহক

ধিকরণ্যান্বয়ে সোমলতাযাগয়োর্ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাবিরোধায় মত্বর্থলক্ষণাশ্রয়ণেন মানান্তরবিরোধাদেব লক্ষণয়ামুখ্যার্থাশ্রয়ণে বীজত্বাৎ অবাচ্যে ব্রহ্মণি সর্ব্ববেদস্য তব লক্ষণয়ামুখ্যার্থপরত্বাবশ্যকত্বাৎ। ১৪২।

নমু অবাচ্যে ব্রহ্মণি বেদস্য লাক্ষণিকত্বেঽপি নামুখ্যার্থত্বম্, তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতার্থবোধকত্বং হি মুখ্যার্থকত্বম্, ন তু শক্যার্থমাত্রবোধকত্বম্; অন্যার্থতাৎপর্য্যকত্বাচ্চামুখ্যার্থকত্বম্, ন তু লাক্ষণিকত্ব-মাত্রমিতি চেন্ন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদৌ পুরুষাদিতাৎপর্য্যকমঞ্চাদিশব্দানাং মুখ্যার্থকত্বাপত্তেঃ, লোকবেদয়োর্মুখ্যার্থকত্বনিয়মস্য ভঙ্গাপত্তেশ্চ তাৎপর্য্যস্যানিয়তত্বাৎ। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদৌ কদাচিৎ গঙ্গাপদস্য তীরে ঘোষপদস্য মৎস্যাদৌ লক্ষণায়া দৃষ্টত্বাৎ। অতঃ শক্যার্থবোধকত্বমেব মুখ্যার্থকত্বং লাক্ষণিকত্বমেবামুখ্যার্থকত্বম্। "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" ইতি বিধৌ লক্ষণানিষেধোঽসঙ্গতঃ স্যাৎ। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতার্থবোধনস্য লাক্ষণিকত্বেনাপি সম্ভবেন শক্যার্থস্যামুখ্যার্থত্বাযোগাৎ। মুখ্যে অর্থে শব্দবৃত্তের্জঘন্যতায়াঃ কৈশ্চিদপ্যনঙ্গীকারাৎ। অতো ভবতো রাদ্ধান্তে

প্রত্যক্ষই উক্তরূপ অন্বয়প্রতীতির বাধক হইবে। এজন্য প্রত্যক্ষের অবিরোধ সম্পাদনের নিমিত্ত মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে "সোমবতা যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" অর্থাৎ সোমলতারূপ দ্রব্যবিশিষ্ট যাগদ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে" এইরূপ অর্থ হইবে। আর ইহাতে সোমপদের মত্বর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। প্রমাণান্তরের সহিত অবিরোধ উপপাদনের জন্যই মত্বর্থলক্ষণাদ্বারা অমুখ্য অর্থের আশ্রয় করা হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা অমুখ্য অর্থের আশ্রয়ের বীজ এস্থলে প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধ। অদ্বৈতবাদিগণ যদি সমস্ত বেদবাক্য লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সমস্ত বেদই অমুখ্যার্থক—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ১৪২।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম অবাচ্য বস্তু; এজন্য বেদবাক্য লক্ষণাদ্বারাই অবাচ্য ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইবে। ইহাতে বেদের অমুখ্যার্থকত্বের আপত্তি হইবে না; কারণ তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকেই মুখ্যার্থক বাক্য বলে। কিন্তু শক্যার্থমাত্রের বোধক বাক্যকে মুখ্যার্থক বলে না। আর কেবল লাক্ষণিক অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকেই অমুখ্যার্থক বাক্য বলে না। লক্ষণাদ্বারা অন্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকে অমুখ্যার্থক বলে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হইয়াও যদি শব্দ মুখ্যার্থক হয়, তবে "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি বাক্যেও মঞ্চস্থ পুরুষতাৎপর্য্যক "মঞ্চ"পদের এবং তীরতাৎপর্য্যক "গঙ্গা" পদের মুখ্যার্থকত্বের আপত্তি হইবে। লোকে ও বেদে যে শব্দকে মুখ্যার্থক বলা হইয়া থাকে, অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শক্যার্থের প্রতিপাদক বাক্যই মুখ্যার্থক। শক্তি নিয়তবিষয়ক; কিন্তু তাৎপর্য্য অনিয়তবিষয়ক। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি বাক্য তীরবৃত্তি ঘোষপ্রতিপাদনতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাপদ লক্ষণাদ্বারা তীরের প্রতিপাদক হইয়া থাকে এবং গঙ্গাজলবৃত্তি মৎস্য এই অভিপ্রায়ে উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাপদ তীরের লক্ষক না হইয়া ঘোষপদ মৎস্যের লক্ষক হইয়া থাকে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে—শক্যার্থবোধকত্বই মুখ্যার্থকত্ব এবং লক্ষ্যার্থবোধকত্বই অমুখ্যার্থকত্ব। "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" এই শাবরভাষ্যবাক্যে বিধিতে লক্ষণা নিষেধ করা হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হইলেও যদি মুখ্যার্থক হইত, তবে বিধিতে লক্ষণানিষেধ শবরস্বামীর অসঙ্গতই হইয়া পড়িত। লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদক শব্দও তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের প্রতিপাদক হয় বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে মুখ্যার্থকই হইতে পারিবে। বিধিবাক্য অমুখ্যার্থক হইতে পারে না বলিয়াই ভাষ্যকার বিধিতে লক্ষণার নিষেধ করিয়াছেন। মুখ্য অর্থে শব্দের জঘন্যবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি কোনও প্রামাণিকগণই স্বীকার করেন

বেদস্যামুখ্যার্থকত্বং দুর্ব্বারম্। অন্যশেষতাপ্রতিপাদকে "সমিধো যজতি" ইত্যাদৌ বেদে "তণ্ডুলান্ পচেৎ" ইত্যাদৌ লোকে বা মুখ্যার্থব্যবহারাচ্চ মানান্তরবিরুদ্ধে অদ্বৈতে সদানির্ণীতে চ অখণ্ডার্থে তাৎপর্য্যাসম্ভবাচ্চ ইতি সংক্ষেপঃ। ১৪৩।

ইতি অখণ্ডার্থগিরিনিপাতঃ॥

—০—

এবং পরপক্ষং নিরস্য স্বপক্ষমুপন্যসন্তি অন্যে—অথ তত্ত্বমসীত্যত্র পদদ্বয়ে লক্ষণাপেক্ষয়া পদৈকদেশ-বিভক্তৌ লক্ষণা লঘীয়সী, অস্তু বা তচ্ছব্দাৎ পরত্র তৃতীয়াদিবিভক্তেঃ "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা প্রথমৈক-বচনাদেশো বা "লুগ্বা", তথাচ তেন ত্বং তিষ্ঠসি, তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসীতি বা, ততঃ ত্বং সঞ্জাত ইতি বা, তস্য ত্বমিতি বা, তস্মিন্ ত্বমিতি বা বাক্যার্থঃ। "স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি" "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বাক্যশেষাৎ। ন চ

নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে বেদের অমুখ্যার্থকতা দুর্ব্বার। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—অন্যশেষ বাক্যমাত্রই অমুখ্যার্থক, তাঁহাদের এইরূপ উক্তিও অসঙ্গত। কারণ দর্শপৌর্ণমাস ইষ্টির অঙ্গপ্রতিপাদক "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্য অন্যশেষপ্রতিপাদক হইয়াও মুখ্যার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ লৌকিক বাক্যেও "তণ্ডুলান্ পচেৎ" ইত্যাদি অন্যশেষপ্রতিপাদক বাক্যও মুখ্যার্থক বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অদ্বৈতবস্তুতে এবং সর্ব্বদা অনির্ণীত অখণ্ড চিন্মাত্রে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য সম্ভাবিতই নহে। ১৪৩।

ইতি অখণ্ডার্থগিরিনিপাত।

—০—

এইরূপে অদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া ভেদবাদী মাধ্বাচার্য্যগণ স্বপক্ষের উপন্যাস করিয়া থাকেন। মূলকারের এই উক্তিদ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে—ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভেদবাদিগণকর্ত্তৃক অদ্বৈতবাদ নিরাসের অনুবাদমাত্র। মাধ্বগণ যে ভাবে অদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়াছেন, তাহা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ভেদবাদিগণ যে ভাবে স্বপক্ষ সমর্থন করেন অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য হইতেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে বলেন, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইতেছে যে—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের ঘটক "তৎ"পদ ও "ত্বং"পদের ভাগত্যাগলক্ষণা স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় পদে লক্ষণা স্বীকার করা অপেক্ষা পদের একদেশ বিভক্তিমাত্রে লক্ষণা স্বীকার করায় লাঘব হয়। এজন্য নামপদের অর্থাৎ প্রাতিপদিক ভাগের লক্ষণা স্বীকার না করিয়া লাঘবপ্রযুক্ত বিভক্তিমাত্রের লক্ষণা স্বীকার করাই সঙ্গত। অথবা "তৎ" "ত্বম্" এই পদদ্বয় প্রথমা বিভক্ত্যন্ত বুঝিতে হইবে। তৎপদের উত্তর যে প্রথমা বিভক্তি আছে, তাহাতে তৃতীয়াদি বিভক্তির স্থানে প্রথমা বিভক্তির আদেশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "তেন ত্বম্" এইরূপ বাক্যই "তৎ ত্বম্"রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "সুপাং সুলুক্" এই পাণিনিসূত্রানুসারে তৃতীয়াদি বিভক্তির স্থানে প্রথমা বিভক্তির একবচনের আদেশ হইয়াছে। এইরূপ চতুর্থী, পঞ্চমী প্রভৃতির স্থানেও প্রথমা বিভক্তির আদেশ উক্তসূত্রদ্বারা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে "তস্মৈ ত্বম্" "তস্মাৎ ত্বম্" ইত্যাদি বাক্যও হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা "লুক্ বা" এই পাণিনিসূত্রানুসারে তৎপদের উত্তর যে বিভক্তি ছিল, তাহার লোপ হইয়াছে। এইরূপে পাণিনিসূত্রানুসারে "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ—"তেন ত্বং তিষ্ঠসি" অর্থাৎ ঈশ্বরদ্বারা তুমি স্থিত আছ। অথবা "তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসি" অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য তুমি স্থিত আছ, এইরূপ "ততঃ সঞ্জাতঃ" অর্থাৎ তাহা হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, এইরূপ "তস্য ত্বম্" অর্থাৎ ঈশ্বরের তুমি, এইরূপ "তস্মিন্ ত্বম্" অর্থাৎ ঈশ্বরে তুমি স্থিত আছ, এইরূপ হইবে। উক্ত অর্থগুলি বাক্যশেষ শ্রুতিদ্বারাই সমর্থিত

সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশেষণস্য ত্যাগেঽপি বিশেষ্যাংশস্যাত্যাগাদ্ভাগলক্ষণা চ জহৎস্বার্থলক্ষণাপেক্ষয়া জ্যায়সীতি বাচ্যম্, ভাগলক্ষণা হি বাচ্যান্তর্গতত্বেন প্রাগ্ধীস্থস্য বাধকাৎ ত্যক্তস্য পুনঃ স্বীকারঃ, জহল্লক্ষণায়ামধীস্থস্য অত্যক্তস্যৈব স্বীকারঃ, অতস্ত্যক্তস্বীকারাৎ বরমধীস্থস্বীকারঃ। ১৪৪।

কিঞ্চ শাক্তবোধাবিষয়ীকৃতস্য অভেদাদের্লাক্ষণিকবোধে ভানাঙ্গীকারে শ্রুতেঃ সখণ্ডার্থকত্বাপত্তেঃ; তদনঙ্গীকারে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। যদ্বা শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ ঘটবদিত্যত্র যথা দৃষ্টান্তানুসারাদনিত্য ইতি পদচ্ছেদঃ, তথা অভেদবোধকনবদৃষ্টান্তানুসারাৎ অতত্ত্বমসীতি পদচ্ছেদঃ, নির্ম্মুক্তত্বপূর্ণজ্ঞানানন্দত্বাদিনা নঞ্ঞ সাদৃশ্যবোধনাৎ; তথাহি যথা—পরিভ্রমণেন শ্রান্তঃ সূত্রবদ্ধঃ পক্ষী শঙ্কুমেবাশ্রয়তি, তথা জাগরাদৌ পরিভ্রমণেন শ্রান্তো জীবঃ সুষুপ্তৌ পরেশং সংশ্রয়তীত্যাহ—"স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ" (ছাঃ ৬।৮।২) ইত্যাদিনা। নন্বু মত্তোঽন্যশ্চেতনশ্চেৎ ময়া জ্ঞায়েত, ইত্যত্রাহ—যথা মধুকরৈঃ সংগৃহীতা রসা অমুষ্যাহমিতি

হইয়াছে। শ্রুতি "স এষ জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রদর্শিত বাক্যার্থপ্রকারের সমর্থন করিয়াছেন।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্য তৎপদের বাচ্যার্থ হইলেও ভাগত্যাগ-লক্ষণাদ্বারা বিশেষণাংশের ত্যাগ করিয়া বিশেষ্যাংশের গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই লক্ষণাজন্য প্রতীতিতে বিশেষণাংশ প্রতীত না হইলেও বিশেষ্যাংশ প্রতীতই হইয়া থাকে। এজন্য জহৎস্বার্থলক্ষণা অপেক্ষা ভাগত্যাগলক্ষণাই স্বীকার করা উচিত। জহৎস্বার্থলক্ষণাজন্য প্রতীতিতে শক্যার্থ ভাসমান হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ বাচ্যার্থের প্রতীতিপূর্ব্বক লক্ষ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। তৎপদদ্বারা প্রতীত বাচ্যার্থ বাধপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা বাচ্যৈকদেশের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং এই লক্ষণাতে ত্যক্তস্বীকারই দোষ; কিন্তু জহল্লক্ষণাতে এই দোষ নাই। কারণ জহল্লক্ষণালভ্য অর্থ বাচ্যার্থপ্রতীতিতে ভাসমান হয় নাই। সুতরাং এই লক্ষণাতে অত্যক্ত স্বীকার করিতে হয়। ত্যক্তস্বীকার করা অপেক্ষা অত্যক্তস্বীকার লঘু। জহল্লক্ষণাদ্বারা প্রতীত অর্থ বাচ্যার্থপ্রতীতির বিষয় নহে বলিয়া এই অর্থকে অধীস্থ বলা হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধির অবিষয় বলা হইয়াছে। ১৪৪।

আরও কথা এই যে—"তত্ত্বং"পদের শক্তিজন্য বোধের অবিষয় অভেদ, ঐক্য প্রভৃতি লক্ষণাজন্য বোধের বিষয় হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার করিলে শ্রুতির সখণ্ডার্থকত্বের আপত্তি হইবে এবং স্বীকার না করিলে লক্ষণা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—"শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ ন্যায়বাক্যপ্রয়োগে নিত্য শব্দটি "অনিত্য" এইরূপ বুঝিতে হইবে। অনিত্য শব্দের অকার সন্ধিদ্বারা লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শব্দের অনিত্যত্বানুমানের জন্যই উক্ত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগে অনিত্য ঘটকে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। অনিত্য ঘটদৃষ্টান্তদ্বারা শব্দের অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য "শব্দো নিত্যঃ" এইরূপবাক্যে নিত্য শব্দের পূর্ব্বে একটি অকার লুপ্ত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক নয়টি দৃষ্টান্ত শ্রুতি উপাদান করিয়াছেন বলিয়া ভেদবোধক দৃষ্টান্তানুসারে "তত্ত্বমসি" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যেও একটি অকার যোগ করিয়া "অতত্ত্বমসি" এইরূপ বাক্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। "অতৎ" এই পদের অর্থও "তৎসদৃশ" এইরূপ বুঝিতে হইবে। এ স্থলে নঞ্ সাদৃশ্যার্থক। আর তজ্জন্য "ব্রহ্ম সদৃশ তুমি" এইরূপই উক্ত "তত্ত্বমসি"বাক্যের অর্থ হইবে। যেমন সূত্রবদ্ধ পক্ষী পরিভ্রমণ-দ্বারা শ্রান্ত হইয়া বন্ধনশঙ্কুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিভ্রমণদ্বারা শ্রান্ত জীব সুষুপ্তিদশাতে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আর ইহাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—"যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ" ইত্যাদি।

স্বভেদং ন জানন্তি, তথা জীবে বিদ্যমানোঽপি অবিবেকিভিঃ ন স্বভিন্নতয়া জ্ঞায়তে পরেশ ইতি "যথা সোম্য মধু মধুকৃতঃ". (ছাঃ ৬।৯।১) ইত্যাদিনা। ননু রসৈরচেতনৈর্বিদ্যমানো মা জ্ঞায়ি, চেতনেন কুতো ন জ্ঞায়তে ? ইত্যত্রাহ—যথা চেতনাভিরপি নদীভিঃ সমুদ্রে মিলিতাভিরিয়ং গঙ্গা, অহং যমুনেতি ভেদো ন জ্ঞায়তে, তথা ত্বয়ি স্থিতে ঈশ্বস্ত্বয়া ন জ্ঞায়তে ইতি "ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ" (ছাঃ ৬।১০।১) ইত্যাদিনা। ১৪৫।

ননু ভবতু জীবে ঈশঃ, জীবস্য তদধীনত্বং কুতঃ ? তত্রাহ—যথা বৃক্ষস্য বিঘাতিনি বিদ্যমানেঽপি ঈশানুগ্রহাৎ সুখমবস্থানং তদভাবে বিঘাতকাভাবেঽপি শুষ্কতা, তথা জীবস্য মানুষাদিদেহেঽপি ঈশাধীনত্বমিতি "অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য" (ছাঃ ৬।১১।১) ইত্যাদিনা। ননু সূক্ষ্মমপি স্বস্বরূপং জ্ঞায়তে, তথা ঈশোঽস্তি চেৎ জ্ঞায়েত এব ইতি, তত্রাহ—যথা বটবীজে মহান্ বটঃ যচ্ছক্ত্যাসন্নপি নোপলভ্যতে, এবং জীবান্তর্গতো হরির্ন দৃশ্যতে ইতি "ন্যগ্রোধফলম্" (ছাঃ ৬।১২।১) ইত্যাদিনা। ননু তদ্ধর্ম্মে গৃহ্যমাণেঽপি স ন গৃহ্যতে ইতি কথং জানীয়াম্ ? তত্রাহ—যথা জলে প্রক্ষিপ্তলবণধর্ম্মে ক্ষারত্বেন গৃহ্যমাণো লবণং ন গৃহ্যতে, তথা বটাবস্থানহেতুসামর্থ্যে গৃহ্যমাণেঽপি স ন গৃহ্যতে ইতি "লবণমেতদুদকে" (ছাঃ ৬।১৩।১)

ইহাতে এইরূপ শঙ্কা হয় যে—সুষুপ্তিতে জীব যদি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিত, তবে জীবভিন্ন চেতন পরমেশ্বরও জীবভিন্নরূপে জ্ঞাত হইত, এতদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন যে—মধুকরদ্বারা সংগৃহীত রস একত্রিত হইলে, সেই রস যেমন জানিতে পারে না—এই রস আমি অমুকপুষ্পের, এইরূপে রসে পরস্পর ভেদ থাকিলেও রস যেমন তাহা জানিতে পারে না, এইরূপ জীবে পরমেশ্বরের ভেদ থাকিলেও অবিবেকী পুরুষেরা স্বভিন্নরূপে পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। আর এই কথাই শ্রুতি "যথা সোম্য মধুকৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—রস অচেতন বলিয়া জানিতে না পারিলেও চেতন জীব জানিতে পারিবে না কেন ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যেমন চেতন নদীসমূহ সমুদ্রে মিলিত হইয়া "ইহা গঙ্গা, আমি যমুনা" এইরূপে নিজেদের ভেদ জানিতে পারে না, এইরূপ তোমাতে স্থিত ঈশ্বরও তোমাদ্বারা ভেদে গৃহীত হন না। আর ইহাই শ্রুতি—"ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। ১৪৫।

ইহাতে আপত্তি এই যে—জীবে ঈশ্বর অবস্থিত হইলেও জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব হইল কিরূপে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যেমন বৃক্ষের বিঘাতক বিদ্যমান থাকিলেও বৃক্ষ ঈশ্বরানুগ্রহে সুখে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ না থাকিলে বৃক্ষের বিঘাতক না থাকিলেও বৃক্ষের শুষ্কতা হইয়া থাকে, এইরূপ মনুষ্যাদি দেহে জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব বুঝিতে হইবে। আর এই কথাই শ্রুতি—"যথা সোম্য মহতো বৃক্ষস্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—জীব সূক্ষ্মস্বরূপকেও যেমন জানিতে পারে, এইরূপ ঈশ্বর থাকিলে তাঁহাকেও জীব জানিতে পারিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যেমন বটবীজে মহাবট-বৃক্ষ আসন্ন থাকিলেও জীব তাহা জানিতে পারে না, এইরূপ জীবান্তর্গত হরিও জীবকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন না, আর এই কথাই শ্রুতি "ন্যগ্রোধ-ফলম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—তদ্ধর্ম্ম গৃহীত হইলেও সেই ধর্ম্মী গৃহীত হয় না, ইহা কিরূপে জানা যাইবে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জলে প্রক্ষিপ্ত লবণের ধর্ম্ম ক্ষারত্ব গৃহীত হইলেও লবণ যেমন গৃহীত হয় না, এইরূপ বটবীজে বটবৃক্ষাবস্থানহেতুসামর্থ্য গৃহীত হইলেও বটবৃক্ষ গৃহীত হয় না। আর ইহাই শ্রুতি "লবণমেতদুদকে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—ঈশ্বর অজ্ঞেয় বলিয়া তাহার জ্ঞানের সাধন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই

ইত্যাদিনা। নন্বু তর্হি ঈশস্য অজ্ঞেয়ত্বাৎ তজ্‌জ্ঞানসাধনবৈয়র্থ্যম্, তত্রাহ—যথা চোরৈঃ কশ্চন পুরুষো বদ্ধাক্ষো দেশান্তরে মুক্তঃ পৃষ্ট্বা স্বদেশমায়াতি, তথা দুর্জ্ঞেয়োঽপি ঈশঃ গুরূপদেশাদিনা "যথা সোম্য পুরুষম্" (ছাঃ ৬।১৪।১) ইত্যাদিনা। ১৪৬।

নন্বু বৃক্ষদেহে জীবস্য ঈশ্বরাধীনত্বমুক্তম্, মানুষদেহে কথং তজ্জানীয়াৎ ? তত্রাহ—রোগগ্রস্তঃ পুরুষঃ স্বপার্শ্বস্থান্ যথা ন বেদ, তথা সুষুপ্তৌ সন্নো জীবস্তং ন বেদ ইতি—"পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনম্" (৬।১৫।১) ইত্যাদিনা। নন্বু যো মত্তোঽন্য ঈশ ইতি জানাতি, যশ্চাহমেব ব্রহ্মেতি বেদ, তয়োঃ কীদৃশং ফলম্ ? তত্রাহ—যথা কশ্চন পুরুষঃ রাজভটৈরানীতঃ চৌরোঽয়মিতি, যদা স চৌরস্তদা দণ্ড্যো যদি ন চৌরস্তদা ন, তথা যোঽহং ব্রহ্মেতি বেদ, পরকীয়ব্রহ্মত্বাপহারকত্বাৎ দণ্ড্যঃ, মত্তিন্নং ব্রহ্মেতি জানন্ ন দণ্ড্যঃ ইতি—"পুরুষং সোম্য" (ছাঃ ৬।১৬।১) ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বেষামপি দৃষ্টান্তানাং ভেদপরত্বাৎ "তত্ত্বমসি" ইতি বাক্যস্যাপি ভেদপরত্বং যুক্তম্। তস্মাৎ ভেদে এব সর্ব্ববেদান্তসমন্বয় ইতি। ১৪৭।

তত্তুচ্ছমিত্যাহুরেকে, তার্কিকাদিমতপ্রবেশাৎ সর্ব্ববেদান্তবিরোধাৎ "সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ ২।৪।৬) ইতি নিন্দাশ্রবণাচ্চ। নন্বু ভেদস্যাপি শ্রুতিস্মৃত্যাদিমানসিদ্ধত্বাৎ

যে—কোনও বদ্ধাক্ষ পুরুষ চোরগণকর্তৃক দেশান্তরে নীত হইয়া পরিত্যক্ত হইলে সেই বন্ধমুক্ত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়া যেমন স্বদেশে আগমন করিয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় হইলেও উপদেশাদিদ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন। আর এই কথাই শ্রুতি—"যথা সোম্য পুরুষম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। ১৪৬।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—পূর্ব্বে বৃক্ষদেহে জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব বলা হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদেহে সেই ঈশ্বরাধীনত্ব কিরূপে জানা যাইবে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ব্যাপার বিনষ্ট হইলে যেমন স্বপার্শ্বস্থ পুরুষগণকে জানিতে পারে না, এইরূপ সুষুপ্তিদশাতে বিদ্যমান থাকিয়াও জীব পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। আর এই কথাই শ্রুতি—"পুরুষং সৌম্যোতোপতাপিনম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—যে ব্যক্তি "আমা হইতে ঈশ্বর ভিন্ন" এইরূপ জানে এবং যে ব্যক্তি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জানে, এই উভয়ের ফল কীদৃশ হইবে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও পুরুষ রাজভটগণকর্তৃক চোর বলিয়া আনীত হইলে সেই গৃহীত পুরুষ যদি চোর হয়, তবে দণ্ডার্হ হইয়া থাকে ; আর যদি চোর না হয়, তবে দণ্ডার্হ হয় না। এইরূপ যে ব্যক্তি পরকীয় ব্রহ্মত্বের অপহারক "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানে, সে দণ্ডার্হ হয় এবং "ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন" এইরূপ যে জানে, সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ হয় না। আর ইহাই শ্রুতি—"পুরুষম্ সৌম্যোত হস্তগৃহীতম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

সুতরাং এই শ্রুতিপ্রদর্শিত নয়টি দৃষ্টান্তবাক্যই ভেদপ্রতিপাদক বলিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যেরও জীব-ব্রহ্মের ভেদপরত্ব অর্থই সঙ্গত। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ভেদেই বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইবে। ইহাই ভেদবাদী মাধ্বগণের সিদ্ধান্ত। ১৪৭।

এই ভেদবাদী মাধ্বগণের মত তুচ্ছ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নহে,—ইহা কেহ কেহ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। কারণ উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে তার্কিক প্রভৃতির মতে বেদান্তিগণকে প্রবেশ করিতে হয় এবং সমস্ত বেদান্তবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। আর শ্রুতি হইতে ভেদবাদের নিন্দা শুনা যায় বলিয়াও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি

কথং প্রত্যাখ্যানম্ ? তথাহি—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (মুঃ ৩।১।১) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (শ্বেঃ ১।৯) "য. আত্মানমন্তরো যময়তি" "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" (কঠঃ ৩।১) ইত্যাদিশ্রুতীনাং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" (গীঃ ১৫।১৬) "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (গীঃ ১৫।১৭) ইত্যাদিস্মৃতীনাং চাত্র মানত্বাৎ, "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২) "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" (ব্রঃ সূঃ ১।২।২১) ইতি সূত্রৈস্তাসাং ভেদপরত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ। "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" (শ্বেঃ ৪।৭) "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেঃ ১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ভেদজ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বোক্তেঃ। "অস্তি খল্বন্যোঽপরো ভূতাত্মা" "স বা এষোঽভিভূতঃ প্রাকৃতৈঃ গুণৈরিত্যতোঽভিভূতত্বাৎ সম্মূঢ়ত্বং প্রযাত্য

সমুদয় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদয় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে"। সুতরাং তার্কিকাদির মতে প্রবেশ, সর্ব্ববেদান্ত-বিরোধ ও নিন্দাশ্রবণহেতু ভেদবাদিগণের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে।

ইহাতে ভেদবাদী মাধ্বগণ পুনরায় শঙ্কা করেন যে—ভেদবাদও ত শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ; তবে কেন ভেদবাদের প্রত্যাখ্যান হইবে ? তাহাই দেখান হইতেছে :—মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি পক্ষী সর্ব্বদা মিলিত হইয়া অবস্থান করেন এবং ইহারা পরস্পর সখা অর্থাৎ সমানস্বভাব। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব ইঁহারা উভয়ে যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ, উভয়েই জন্মরহিত এবং ঈশ্বর প্রভু ও জীব প্রভুত্বহীন। এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"য আত্মানমন্তরো যময়তি" অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবাত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন। এইরূপ কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মা এই দেহে কর্ম্মফল ভোগ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষরস্বভাব দুই প্রকার পুরুষ বর্ত্তমান আছেন এবং এতদুভয় হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ একজন আছেন। এই প্রদর্শিত শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহই ভেদে প্রমাণ। আর "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" এই সকল ব্রহ্মসূত্রদ্বারা উক্ত শ্রুতি-স্মৃতিসমূহ ভেদপররূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভেদ শ্রুতি-স্মৃত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ভেদের প্রত্যাখ্যান হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" অর্থাৎ জীব যখন ঈশ্বরকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, তখন সে পরমেশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক হয়। আবার ঐ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" অর্থাৎ জীব নিজকে ও প্রবর্ত্তক পরমাত্মাকে পৃথক্ জানিয়া প্রীত হইয়া তাহার ফলে তদ্দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতিদ্বারা ভেদজ্ঞানেরই মোক্ষহেতুত্ব বলা হইয়াছে। আর মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অস্তি খল্বন্যোঽপরো ভূতাত্মা" "স বা এষোঽভিভূতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈরিত্যতোঽভিভূতত্বাৎ সংমূঢ়ত্বং প্রযাত্য সম্মূঢ়ত্বাৎ আত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ" অর্থাৎ ভূতাত্মা—জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই এই ভূতাত্মা প্রাকৃত গুণসমূহদ্বারা অভিভূত হয় এবং অভিভূত হয় বলিয়া সম্মূঢ় অর্থাৎ সম্মোহিত হয় এবং সম্মোহিত হয় বলিয়া আত্মস্থিত কারয়িতা প্রভু ভগবান্‌কে দেখিতে পায় না। এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" এই সকল শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীব পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় এবং

সম্মূঢ়ত্বাৎ আত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ" (৩।২) ইতি মৈত্রায়ণীয়শ্রুত্যা জীবেশভেদস্য স্পষ্টং প্রতিপাদনাৎ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩) "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি মোক্ষেঽপি ভেদশ্রবণাচ্চ। ১৪৮।

ন চ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" (মুঃ ৩।১।১) ইতি সত্ত্বম্, "অনশ্নন্নন্যঃ" (মুঃ ৩।১।১) "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ, তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নমভিপশ্যতি, অথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণেন বুদ্ধিজীবপরতয়া অয়ং মন্ত্রো ব্যাখ্যাত ইতি বাচ্যম্, সত্ত্বশব্দেন জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন ঈশস্যোক্তেঃ, "রজনীং ঘোরসত্ত্বনিষেবিতাম্" "মহিষীং সসত্ত্বাম্" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদৌ প্রয়োগে জীবেশয়োঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। ধান্যেন ধনমিতিবৎ যেনেতি অভেদে তৃতীয়া। শারীরঃ জীব ইতি, য উপদ্রষ্টা উদাসীনোঽন্তর্য্যামী পরেশঃ। ১৪৯।

যথেচ্ছ আহার-বিহারাদি করে বলায় মোক্ষেও পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদই থাকে জানা যায়। সুতরাং তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের ভেদই জানা উচিত ; ভেদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। ১৪৮।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—গুহাধিকরণে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে অন্যথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ঋক্‌মন্ত্র গুহাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তানুসারী হইতে পারে না। পৈঙ্গিব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—মন্ত্রপ্রদর্শিত দুইটি সুপর্ণের মধ্যে যে স্বাদু পিপ্পল ভোজন করে, তাহা সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি। আর যে স্বাদু পিপ্পল ভোজন না করিয়া প্রকাশমান সুপর্ণ, সে ক্ষেত্রজ্ঞ। সুতরাং এই দুইটি সুপর্ণ বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ। এই সত্ত্ব তাহাকেই বুঝিতে হইবে,—যদ্দ্বারা জীব স্বপ্ন দর্শন করে অর্থাৎ তাহা স্বপ্নদর্শনের কারণ। আর যে শারীর উপদ্রষ্টা, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া বুঝায়। সুতরাং প্রদর্শিত মন্ত্রব্রাহ্মণদ্বারা বুদ্ধি ও জীব এই উভয় অভিপ্রায়ে শ্রুতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সুতরাং উক্ত মন্ত্র জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে সত্ত্বপদদ্বারাও জীবেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ক্ষেত্রজ্ঞপদদ্বারাও ঈশ্বরেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্ত্বশব্দ যে জীবের প্রতিপাদক, তাহা লৌকিক প্রয়োগ হইতে জানা যায়। যেমন—ঘোরসত্ত্বনিষেবিত রাত্রি ; এস্থলে সত্ত্বপদদ্বারা রাত্রিচর হিংস্র প্রাণীর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ "সসত্ত্বা রাজমহিষী" এই প্রয়োগেও গর্ভস্থ সন্তানকেই সত্ত্বপদদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এই গীতাবাক্যে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞপদদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদ জীব ও ঈশ্বরের প্রতিপাদক বলিয়া প্রদর্শিত ব্রাহ্মণবাক্যও জীব ও ঈশ্বরের ভেদপ্রতিপাদকই হইবে। এইরূপ "যেন স্বপ্নং পশ্যতি" এই ব্রাহ্মণবাক্যে "যেন"পদদ্বারা স্বপ্নদর্শনের করণরূপে সত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। "যেন" এই পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি, তাহা করণার্থক নহে অর্থাৎ এস্থলে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় নাই ; কিন্তু "ধান্যেন ধনম্" ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ ধান্যাভিন্ন ধন প্রতিপাদনের জন্যই যেমন এস্থলে উক্তবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সত্ত্বাভিন্ন স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিপাদনের জন্য "যেন স্বপ্নং পশ্যতি" বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্রাহ্মণবাক্যে "যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা" এই স্থলেও "যিনি শারীর অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধী আত্মাকে জীবরূপে দর্শন করেন, সেই উদাসীন অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত মন্ত্র জীব ও ঈশ্বরের ভেদপ্রতিপাদকই বটে। ১৪৯।

ন চ "তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তঃ অবান্তরমোক্ষ ইতি বাচ্যম্, "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি স্বরূপাবির্ভাবরূপপরমোক্ষোক্তেঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ ৫।১৩), "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বেঃ ৪।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্পষ্টং ভেদমাহুঃ। ন চ দ্বৌ চন্দ্রাবিতিবৎ কল্পিতভেদপরা ইতি বাচ্যম্, "অজোঽন্যঃ" ইত্যাদের্ম্ম্যাভেদপরত্বে অপ্রামাণ্যাপত্তেঃ, এতচ্ছ্রুতিবিরোধাৎ ত্বদভিমতশ্রুতেরন্য-পরত্বোপপত্তেঃ। ন চ প্রত্যক্ষপ্রাপ্তভেদবাদিকা ভেদশ্রুতির্দুর্ব্বলেতি বাচ্যম্, বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহি-প্রত্যক্ষাগৃহীতত্রৈকালিকভেদপরত্বেন শ্রুতেরননুবাদকত্বাৎ। ন চ "অজোঽন্যঃ" ইত্যাদৌ ত্রিকালাবাধ্য-ত্ববোধকপদাভাব ইতি বাচ্যম্, বর্ত্তমানাদিকালোদাসীনতয়া বোধ্যমানভেদস্য শ্রুতিপ্রামাণ্যবশাৎ

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—"জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মোক্ষে জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করা হয় নাই। উক্ত শ্রুতি অবান্তর মোক্ষপ্রতিপাদক। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদিপ্রকরণে "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" এইরূপ বলা হইয়াছে; তাহাতে জীবের স্বরূপাবির্ভাবই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম মোক্ষেই জীবের স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি অবান্তর মোক্ষের প্রতিপাদক হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—"তিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্পষ্টভাবে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদি শ্রুতিও জীবেশ্বরের ভেদে প্রমাণ।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"দ্বৌ চন্দ্রৌ" ইত্যাদি প্রতীতি যেমন চন্দ্রে কল্পিতভেদবিষয়ক হইয়া থাকে, এইরূপ "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রও জীব ও ব্রহ্মের কল্পিতভেদবিষয়কই হইবে। এইরূপ "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" এস্থলেও কল্পিতভেদদ্বারাই অন্যত্বরূপে অজকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ শ্রুতি কল্পিত ভেদের প্রতিপাদক হইলে কল্পিত বস্তু মিথ্যা বলিয়া মিথ্যা ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। জীব ও ঈশ্বরের ভেদপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অন্য অভিপ্রায়রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে অর্থাৎ সাদৃশ্য, সাহচর্য্যাদি অন্য অর্থেই অভেদশ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ভেদের অনুবাদক শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতে দুর্ব্বল হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহী হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষদ্বারা ত্রৈকালিক ভেদ গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষদ্বারা অগৃহীত ত্রৈকালিক ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্ব হইতে পারে না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"অজোঽন্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদ প্রতি-পাদিত হইলেও উক্ত শ্রুতি ত্রিকালাবাধ্য ভেদের প্রতিপাদক হইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্রুতিতে ত্রিকালাবাধ্যত্ব বোধক কোনও পদ নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উক্ত শ্রুতিদ্বারা সামান্যতঃ ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালীনত্ববিশিষ্ট ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। উক্ত শ্রুতিদ্বারা বর্ত্তমানাদি কাল-উদাসীনরূপে ভেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় শ্রুতিপ্রামাণ্যবশতঃই উক্ত ভেদের ত্রিকালাবাধ্যত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ "ন ত্বেবাহং জাতু নাশম্" ইত্যাদি গীতাবাক্যে "আমি, তুমি ও এই নরপতিগণ" এইরূপে আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বহুত্ব ভেদের ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্য বহুত্বদ্বারা ব্যাপক ভেদের উপস্থিতি হইবে। ভেদ ব্যতীত বহুত্ব সম্ভাবিত নহে। এই প্রতিপাদিত বহুত্বের প্রত্যক্ষাযোগ্য অতীতাদি কালসম্বন্ধ ভগবদ্গীতাবাক্যেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "আসম্" "ভবিষ্যামঃ" ইত্যাদি পদদ্বারা

ত্রিকালাবাধ্যত্বসিদ্ধেঃ। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" ইতি ভেদব্যাপ্যবহুত্বস্য প্রত্যক্ষাযোগ্যাতীতাদি-কালসম্বন্ধোক্তেঃ, স্মৃতেশ্চ শ্রুতিব্যাখ্যারূপত্বাৎ। ১৫০।

কিঞ্চ প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যং ন বেতি? আদ্যে তত এব ভেদসিদ্ধেঃ শ্রুতের্নিত্যানুবাদকতা অস্তু। দ্বিতীয়ে শ্রুতেরনুবাদকত্বাসিদ্ধেঃ। ন চ জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বমনুবাদকত্বে তন্ত্রম্, ন তু প্রমাণগৃহীতগ্রাহিত্বমিতি বাচ্যম্, অপ্রমাণগৃহীতমাত্রগ্রাহিত্বেন শুক্তিরূপ্যবোধকবাক্যবৎ শ্রুতেরত্যন্তাপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। ইষ্টাপত্তৌ চ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদমাত্রেঽপি তত্ত্বাপত্তেঃ। অনুবাদকত্বেঽপি তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বরূপযাথার্থ্যপ্রামাণ্যাহানেশ্চ। ন চৈবং শাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যম্, পিশাচভেদে প্রত্যক্ষেঽপি যথা পিশাচোঽপ্রত্যক্ষঃ, তথা ঈশভেদে প্রত্যক্ষেঽপি ঈশস্য অপ্রত্যক্ষেণ তচ্ছাস্ত্রস্য সার্থক্যাৎ। ১৫১।

বহুত্বের প্রত্যক্ষাযোগ্য অতীতাদি কালসম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বহুত্বের ব্যাপক ভেদেরও প্রত্যক্ষাযোগ্য অতীতাদি কালসম্বন্ধ হইবে। স্মৃতি শ্রুতির ব্যাখ্যারূপ বলিয়া গীতাস্মৃতিদ্বারাও এতৎসমানার্থক শ্রুতি সিদ্ধ হইবে। ১৫০।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি না? যদি প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই ভেদের সিদ্ধি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণও জীবেশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ভেদের অনুবাদিনী শ্রুতি হইলেও ভেদের অসিদ্ধি হইবার কোনও কারণ নাই। প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই ভেদ সিদ্ধ হইবে। শ্রুতিই বরং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ভেদের নিত্যানুবাদিনী হউক। শ্রুতি অনুবাদিনী হইলেও ভেদের সিদ্ধি প্রত্যক্ষপ্রমাণ-দ্বারাই হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করেন, অর্থাৎ ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যই স্বীকার না করেন, তবে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অননুবাদকত্বই সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে ভেদ শ্রুতিপ্রমিতই হইয়া পড়িবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও অপ্রমাণীভূত প্রত্যক্ষদ্বারা গৃহীত ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্ব অবশ্যই থাকিবে। গৃহীতগ্রাহিত্বই অনুবাদকত্ব; জ্ঞাতজ্ঞাপককেই অনুবাদক বলে; কিন্তু এরূপ বলিবার আবশ্যকতা নাই যে—প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপকই অনুবাদক হইবে; অপ্রমাণগৃহীত বস্তুর জ্ঞাপকও অনুবাদকই হইবে। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্ব অপরিহার্য্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রুতি যদি অপ্রমাণ প্রত্যক্ষমাত্রগৃহীত ভেদের প্রতিপাদক হয়, তবে ভ্রমগৃহীত শুক্তিরজতের বোধক বাক্যের মত ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিরও অত্যন্ত অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি ইষ্টাপত্তি করেন, অর্থাৎ ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অত্যন্ত অপ্রামাণ্যই স্বীকার করেন, তবে ভেদশ্রুতিকে দৃষ্টান্ত করিয়া শ্রুতিমাত্রেরই অত্যন্ত অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি অনুবাদিনী হইলেও তাহার অপ্রামাণ্য হইবে কেন? যথার্থ জ্ঞানই প্রমা; এই প্রমার করণই প্রমাণ। অনুবাদবাক্য কি যথার্থ জ্ঞানের জনক নহে? যথার্থ জ্ঞানের জনক বলিয়া অনুবাদবাক্যও প্রমাণবাক্যই হইবে। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বরূপ যাথার্থ্যই প্রমাত্ব। অনুবাদবাক্যজন্য জ্ঞানে এই প্রমাত্ব আছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—শাস্ত্রগৃহীত অর্থের প্রতিপাদক হইলে শাস্ত্র ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ স্তম্ভে পিশাচভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও যেমন পিশাচ অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ জীবে ঈশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ঈশ্বরপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সার্থক্যই থাকিবে। ১৫১।

কিঞ্চ ঔপনিষদস্য ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রাতিরিক্তে অন্যত্রাপ্রাপ্তেঃ তদ্ধর্ম্মিকস্য তৎপ্রতিযোগিকস্য বা ভেদস্য ন শাস্ত্রনিরপেক্ষপ্রত্যক্ষাদিনা প্রাপ্তিঃ। ন চ প্রতিযোগিগ্রহার্থং শাস্ত্রাপেক্ষত্বে অপি স্বসমানবিষয়ক-প্রমাণপূর্ব্বকত্বানিয়মেন প্রত্যক্ষস্য ভেদপ্রমাপকত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্, স্বনিরপেক্ষপ্রমাণগৃহীতগ্রাহিত্বেনৈব হ্যনুবাদকত্বম্ ; অন্যথা শ্রুতেঃ স্মৃতিগৃহীতগ্রাহিত্বেন অনুবাদকত্বাপত্তেঃ। তথাচ শ্রুতিসাপেক্ষপ্রত্যক্ষ-গৃহীতগ্রাহিত্বেন ন শ্রুতেরনুবাদকত্বমিতি সিদ্ধম্। ১৫২।

ন চ মাস্তু ভেদশ্রুতীনামনুবাদকত্বং ব্যাবহারিকভেদপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাঙ্গীকারাদিতি বাচ্যম্, তাসামপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। ন চ অর্থবাদবাক্যবৎ উপপত্তিরিতি বাচ্যম্, তৎতাৎপর্য্যবিষয়স্য প্রাশস্ত্যস্যেব ভেদবাক্যার্থস্য অবাধিতস্য সত্ত্বাৎ। ন চাভেদশ্রুতিবিরোধেন প্রতীয়মানে অর্থে অপ্রামাণ্যমিষ্টম্, অভেদশ্রুতেঃ অখণ্ডচিন্মাত্রপরত্বেন ভেদাবিরোধিত্বাৎ। ন হি ধর্ম্মিমাত্রবোধকং মানং তদ্ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য-

---

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম কেবল উপনিষৎপ্রমাণপ্রতিপাদ্য ; এজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মকে ঔপনিষদ বলা হইয়াছে। সুতরাং ঔপনিষদ ব্রহ্ম শাস্ত্রাতিরিক্ত অন্য প্রমাণের অবেদ্য। আর ব্রহ্ম অবেদ্য বলিয়া ঔপনিষদ ব্রহ্মধর্ম্মিক ভেদ অথবা ঔপনিষদ ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদ, শাস্ত্রনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষমাত্রদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—অনুযোগী বা প্রতিযোগীর জ্ঞানের জন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা থাকিলেও জীবনিষ্ঠ ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদ প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া এই প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তদ্বিষয়ক প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষই ভেদগ্রাহক হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যক্ষই ভেদের প্রমাপক হইবে ; কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ শ্রুতিসিদ্ধ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—গৃহীতগ্রাহিত্বমাত্রই অনুবাদকত্ব নহে ; কিন্তু স্বনিরপেক্ষ প্রমাণদ্বারা গৃহীত অর্থের গ্রাহককেই অনুবাদক বলে। সুতরাং জীবে ঈশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও এই ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতি গৃহীত-গ্রাহিণী বলিয়া অনুবাদিনী হইবে না। কারণ জীবে ঈশ্বরের ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ শ্রুতিনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরপ্রতিযোগিক ভেদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভেদের প্রতিযোগী ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষ শ্রুতিসাপেক্ষ হইয়াছে। যদি শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা গৃহীত অর্থেরই প্রতিপাদক শ্রুতি হইত, তবে শ্রুতি অনুবাদিনী হইত। কেবলমাত্র গৃহীতগ্রাহিত্বদ্বারাই অনুবাদকত্ব সিদ্ধ হয় না ; হইলে শ্রুতিও স্মৃতিগৃহীত অর্থের গ্রাহক বলিয়া শ্রুতির অনুবাদকত্বাপত্তি হইত। শ্রুতি ও স্মৃতি সমানার্থক বলিয়া শ্রুতি, স্মৃতিপ্রতিপাদ্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে ; কিন্তু স্মৃতি, শ্রুতি-নিরপেক্ষভাবে অর্থের গ্রাহক হয় না বলিয়া শ্রুতির স্মৃতিগৃহীত অর্থের অনুবাদকত্বাপত্তি হইবে না। আর ইহা অদ্বৈত-বাদিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরভেদ শ্রুতিসাপেক্ষ প্রত্যক্ষগৃহীত বলিয়া তাদৃশ ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্বাপত্তি হইবে না। ১৫২।

ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্বভঙ্গ সমাপ্ত।

—০—

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অনুবাদক না হইলেও ভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতি ব্যাবহারিক ভেদেরই প্রতিপাদক হইবে ; কিন্তু পারমার্থিক ভেদের প্রতিপাদক হইবে না। ব্যাবহারিক ভেদ প্রতিপাদন করিয়াই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারিবে। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিদ্বারা তাত্ত্বিক ভেদ সিদ্ধ হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ ব্যাবহারিক বস্তু ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া বাধ্য ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। অবাধিত অর্থবিষয়ক প্রতীতির জনককেই প্রমাণ বলা হয়। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য যেমন প্রমাণ হইয়া থাকে, এইরূপ

বিরোধি। ন চ অবান্তরতাৎপর্য্যেণ ভেদাভাবো মহাতাৎপর্য্যেণাখণ্ডং বোধ্যতে অবান্তরতাৎপর্য্যমাদায় বিরোধোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, অবান্তরতাৎপর্য্যে বিষয়স্য ভেদাদের্নিষেধকাভাবেন তাত্ত্বিকত্বাপত্তেঃ। মহাতাৎপর্য্যজন্যবোধস্য সর্ব্বাবিরোধিত্বাৎ। অবান্তরতাৎপর্য্যজন্যবোধস্য ব্যাঘাতেন বিহিতানিষেধকত্বাৎ। ন চ ভেদাভাবো ব্রহ্মৈবেতি বাচ্যম্. তজ্‌জ্ঞানস্য ভেদাবিরোধিত্বাৎ। ১৫৩।

কিঞ্চ "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ ২।১) ইত্যত্র সর্ব্বকামাবাপ্তিফলোক্তেঃ, শুদ্ধজ্ঞানফলোক্তেশ্চ। ত্বয়াপি শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ত্বেন স্বীকৃতায়া ভূমবিদ্যায়াঃ ফলোক্ত্যবসরে তস্য "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) "পঞ্চধা সপ্তধা ইতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ভেদোক্তেঃ। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যত্রাপি স্বরূপাভিব্যক্তিফলোক্তেঃ, "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ" ইত্যত্রাপি কর্ম্মক্ষয়োক্তেশ্চ। ত্বন্মতেঽপি

ভেদপ্রতিপাদক বাক্যও প্রমাণ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ উক্ত অর্থবাদবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ প্রস্তরের প্রাশস্ত্য অবাধিত বলিয়া প্রাশস্ত্যরূপ অর্থে অর্থবাদবাক্য যেমন প্রমাণ, এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির প্রতিপাদ্য অর্থ অবাধিত বলিয়া ভেদে শ্রুতির প্রামাণ্য থাকিতে পারিবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ভেদশ্রুতি হইতে প্রতীয়মান অর্থ ভেদ অভেদশ্রুতিদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অভেদশ্রুতি অখণ্ড চিন্মাত্রের বোধক হয় বলিয়া অভেদশ্রুতি ভেদের বিরোধীই নহে। ধর্ম্মিমাত্রের বোধক প্রমাণ সেই ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের বিরোধী হয় না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি অবান্তর তাৎপর্য্যদ্বারা ভেদাভাব ও মহাতাৎপর্য্যদ্বারা অখণ্ড চিন্মাত্রের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং অভেদশ্রুতি অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা ভেদের বিরোধীই হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অবান্তর তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত বস্তুর নিষেধক প্রমাণ নাই বলিয়া তাহার অর্থাৎ ভেদাভাবের তাত্ত্বিকত্বাপত্তি হইবে। মহাতাৎপর্য্যজন্য বোধ ধর্ম্মিমাত্রবিষয়ক বলিয়া তাহা সকলেরই অবিরোধী। সুতরাং মহাতাৎপর্য্যজন্য বোধও অবান্তর তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত বস্তুর বাধক হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা অভেদশ্রুতি ভেদাভাবের প্রতিপাদক হইলে ব্যাঘাতদোষ হইবে। কারণ প্রসক্ত ভেদেরই অভাব স্বীকার করিতে হইবে এবং ভেদের প্রসক্তিও শ্রুতিসিদ্ধ—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ ভেদের নিষেধ করিতে গেলে ব্যাঘাতই হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ভেদাভাবকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, তবে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান যে ভেদের বিরোধী হয় না. তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৫৩।

আরও কথা এই যে—ভেদ অবশ্যই পারমার্থিক হইবে ; ব্যাবহারিক হইতে পারে না। কারণ মুক্তিদশাতেও ভেদ বিদ্যমানই থাকে। "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল সর্ব্বকামের প্রাপ্তি বলা হইয়াছে—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"। সর্ব্বকামাবাপ্তি শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানেরই ফল—ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িণী ভূমবিদ্যার ফলপ্রদর্শন অবসরেও শ্রুতি—"সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" "পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদিদ্বারা ভেদই বলিয়াছেন। সুতরাং মোক্ষদশাতে স্থিত ভেদ পারমার্থিকই হইবে। এইরূপ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" এই শ্রুতিতে স্বরূপাভিব্যক্তিকে ফল বলা হইয়াছে। এইরূপ "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়" ইত্যাদি শ্রুতিতেও কর্ম্মক্ষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত শ্রুতিদ্বারা মোক্ষ-অবস্থাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদি-

ভেদভোগাদিপরেষু ফলাধ্যায়ান্তপাদস্থেষু "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইত্যাদিসূত্রেষু প্রক্রান্তশুদ্ধবিদ্যায়াঃ ফলস্যৈব বক্তব্যত্বাচ্চ। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ" ইতি ভেদজ্ঞানাৎ মোক্ষোক্তেশ্চেতি ভেদস্য পারমার্থিকত্বসিদ্ধিঃ। ১৫৪।

ন চ সগুণোপাসনয়া ব্রহ্মলোকং গতস্যাপি "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদিশ্রুত্যা দৈনন্দিনসর্গাদ্যসম্বন্ধো বোধ্যতে, "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে" ইত্যাদিস্মৃতেরিতি বাচ্যম্, সঙ্কোচে মানভাবাৎ। ন চ "যো বেদ নিহিতম্" ইতি শ্রুতেঃ বৈষয়িকসুখানাং ব্রহ্মানন্দান্তঃপাতিত্ববিধায়কা "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ন তদ্বলান্নানাকামাবাপ্তেঃ শুদ্ধজ্ঞানফলত্বমিতি বাচ্যম্, অশব্দার্থত্বাৎ বৈষয়িকানাং মৃষাভূতানাং ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাবাসম্ভবাচ্চ। ন চ তস্য সর্ব্বেষিত্যাদেঃ নির্গুণবিদ্যা-

---

গণের মতেও ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ" "সঙ্কল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ" "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইত্যাদি সূত্রে প্রক্রান্ত শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যারই ফল বলা হইয়াছে। এই মোক্ষাবস্থায় ভেদ ও ভোগাদি প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া তাহা পারমার্থিকই হইবে। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদজ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়—ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর ইহাতে ভেদের পারমার্থিকত্বই সিদ্ধ হয়। ১৫৪।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রুতি শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যার ফল কীর্ত্তন করে না; কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গাদির অসম্বন্ধই প্রতিপাদন করে। "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গাদির অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বথা জন্মের উচ্ছেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ প্রদর্শিত স্মৃতিতে "নোপজায়ন্তে" এইটুকু বলিলেই জন্মের উচ্ছেদ প্রতিপাদিত হইত; "সর্গেঽপি" এইরূপ বলিবার আবশ্যকতা ছিল না। সুতরাং এই প্রদর্শিত গীতাস্মৃতি অনুসারে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গাদির অসম্বন্ধই প্রতিপাদন করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রুতির প্রদর্শিতরূপ অর্থসঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই। জন্মের উচ্ছেদই উক্ত শ্রুতির স্বারসিক অর্থ। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" এই শ্রুতিদ্বারা বৈষয়িক সর্ব্বসুখপ্রাপ্তি প্রতিপাদিত হয় নাই; কিন্তু বৈষয়িক আনন্দমাত্রই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত—ইহাই বলা হইয়াছে। "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানের ফল সর্ব্বকামাবাপ্তি নহে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বৈষয়িক আনন্দের প্রাপ্তি নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতিতে "সর্ব্বান্ কামান্" এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বকামপ্রাপ্তিই উক্ত শ্রুতির অর্থ বুঝিতে হইবে। সমস্ত বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তঃপাতী—এইরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোনও শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই। বৈষয়িক আনন্দ মিথ্যা বলিয়া তাহা ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত হইতেও পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—"সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" এই শ্রুতিদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল বলা হয় নাই; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাই অলীক।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে পরম সাম্য বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই বটে। সাম্যপদদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এই শ্রুতিতে ঐক্যপ্রতিপাদক কোন পদ নাই বলিয়া ঐক্য

স্তাবকত্বেনাপি উপপত্তিরিতি বাচ্যম্, নির্গুণবিদ্যায়া এবালীকত্বাৎ। ন চ পরমং সাম্যমৈক্যমেব, অপদার্থত্বাৎ স্বরূপভিন্নৈক্যস্য তৎপ্রাপ্তেশ্চ তবালীকত্বাৎ। ন চ "যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইত্যত্রান্যপদেন দেহাদিভিন্নমিতি ন তেন জীবেশভেদসিদ্ধিঃ, দেহাত্মভেদস্য প্রত্যক্ষত্বেন শ্রুতের্বৈয়র্থ্যাৎ। ঈশ্বরে দেহাত্মভেদস্য অপ্রাপ্তত্বেন নিষেধাসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ ভেদশ্রুতীনাং পারমার্থিকভেদপরত্বমেবেতি সিদ্ধম্। ১৫৫।

কিঞ্চ ভেদঃ পারমার্থিক এব ষড়্বিধতাৎপর্য্যনির্ণায়কলিঙ্গোপেতশ্রুতিগম্যত্বাৎ! তথাহি—অথর্ব্বণে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যুপক্রমঃ, "পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যুপসংহারঃ (১), "তয়োরন্যঃ, অনশ্নন্, অন্যঃ, অন্যমীশম্" ইত্যাদ্যভ্যাসঃ (২), শাস্ত্রৈকগম্যেশ্বরপ্রতিযোগিকস্য কালত্রয়াবাধ্যভেদস্য শাস্ত্রং বিনা অপ্রাপ্তেরপূর্ব্বতা (৩),

---

অপদার্থ। সুতরাং সাম্যশ্রুতি ঐক্যপ্রতিপাদক এরূপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে—স্বরূপভিন্ন ঐক্য এবং সেই ঐক্যের প্রাপ্তি অদ্বৈতবাদিগণের মতে সর্ব্বথা অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্বরূপভিন্ন ঐক্য মিথ্যাবস্তু। মোক্ষদশায় তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। "যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অন্যপদদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ শ্রুতিতে ভেদের প্রতিযোগীর নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এজন্য অন্যপদদ্বারা "দেহাদিভিন্ন"—এইরূপ অর্থই হইবে। আর তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দেহাদিভিন্ন কি জীবাত্মা ? অথবা ঈশ্বর ? এতদুভয়ের কাহাকে গ্রহণ করা হইবে ? জীবাত্মাতে দেহাদির ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতি হইলে শ্রুতির ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে। আর ঈশ্বরে দেহাদির ভেদও প্রতিপাদন করা যায় না। কারণ ঈশ্বরে দেহাদির অভেদ অপ্রসক্ত বলিয়া অপ্রসক্ত অভেদের নিষেধ সম্ভাবিত নহে। ভেদশব্দদ্বারা অভেদেরই নিষেধ বুঝা যায়। সুতরাং জীবেশ্বরের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ পারমার্থিক ভেদেরই প্রতিপাদক—ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫৫।

আরও কথা এই যে—জীবেশ্বর-ভেদ পারমার্থিকই হইবে। যেহেতু উক্ত ভেদ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্বিধ লিঙ্গোপেত শ্রুতিগম্য হইয়া থাকে। ভেদ তাদৃশ শ্রুতিগম্য বলিয়া পারমার্থিকই হইবে। ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি যে ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রদ্বারা ভেদে উপক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই মন্ত্রদ্বারা ভেদেই উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" "অন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদে অভ্যাস প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ ভেদ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। জীবে ঈশ্বরপ্রতিযোগিক ভেদ শাস্ত্রৈকবেদ্য বলিয়া তাহা কালত্রয়াবাধ্য; এই কালত্রয়াবাধ্য ভেদ শাস্ত্রব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। এজন্য উক্ত ভেদে অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হইয়াছে। "পুণ্যপাপে বিধূয়" এই শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরভিন্ন জীবজ্ঞানের ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। "অস্য মহিমানমিতি" অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই শ্রুতিদ্বারা ভেদে অর্থবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। "অন্যোঽনশ্নন্" এই শ্রুতিদ্বারা জীবেশ্বরভেদে উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, ঈশ্বর করেন না; এজন্য কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম জীব ও ঈশ্বরে আছে বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের ভেদ উপপত্তিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম-উপসংহারের ঐকরূপ্য (১), অভ্যাস (২), অপূর্ব্বতা (৩), ফল (৪), অর্থবাদ (৫) ও উপপত্তি (৬) এই ছয়টি লিঙ্গদ্বারা পারমার্থিক ভেদে মুণ্ডকশ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণীত

"পুণ্যপাপে বিধূয়" ইতি ফলম্ (৪), "অস্য মহিমানমিতি" ইতি অর্থবাদঃ (৫), "অন্যোঽনশ্নন্" ইত্যুপপত্তিঃ (৬)। অত্র "ভেদব্যপদেশাৎ" "পৃথগুপদেশাৎ" ইত্যাদিসূত্রৈর্ব্যাখ্যাতো দ্বিশব্দো ভেদপরস্তদাক্ষেপকো বা দ্বিত্বসংখ্যৈব ঐক্যবিরোধিনীতি বা, ভবতি উপক্রমো ভেদপরঃ, তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্, নায়ং তৎসদৃশঃ, কিন্তু স এবেতি সাদৃশ্যৈক্যয়োরেকতরনিষেধেন অন্যতরবিধানাৎ। গগনং গগনাকারমিত্যাদি তৎসদৃশবস্ত্বন্তরনিষেধপরং গগনান্থেকদেশস্য তদেকদেশসাদৃশ্যপরং বা কল্পান্তরীয়গগনসাদৃশ্যং বা ইত্যুপসংহারো ভেদপরঃ। অন্যমীশমিত্যত্র ঈশে অন্যত্বং পশ্যতীতি প্রকৃতো জীব এব প্রতিযোগিতয়া সম্বন্ধাৎ ইত্যভ্যাসোঽপি ভেদপরঃ। ১৫৬।

ন চ অথর্ব্বণে প্রথমমুণ্ডকে "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি শৌনকপ্রশ্নানন্তরং "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" ইতি বিদ্যাদ্বয়মবতার্য্য অপরামুক্ত্বা "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,

---

হইয়া থাকে। যদিও "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভেদের প্রতিপাদক শব্দ নাই, তথাপি "দ্বি"শব্দদ্বারাই ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে "ভেদব্যপদেশাৎ" "পৃথগুপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মন্ত্রগত "দ্বি"শব্দ যে ভেদপর, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিশব্দ ভেদের বাচক না হইলেও তাহা ভেদের আক্ষেপক বটে। দ্বিশব্দদ্বারা "দ্বিত্ব" সংখ্যার বোধ হইয়া থাকে। দ্বিত্বসংখ্যা ভেদের ব্যাপ্য বলিয়া তাহা ভেদের আক্ষেপক হইবে। দ্বিশব্দদ্বারা প্রতীত দ্বিত্বসংখ্যা ঐক্যের বিরোধী বটে। এজন্য মন্ত্রগত দ্বিশব্দ ভেদতাৎপর্য্যক বলিয়া তৃতীয় মুণ্ডকের উপক্রম ভেদরূপ অর্থেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই উপসংহারবাক্যও উপক্রমবাক্যের মতই ভেদতাৎপর্য্যক হইয়াছে। সাম্যপদের অর্থ—সাদৃশ্য। তদ্ভিন্ন হইয়া যাহা তদ্গত ভূয়োধর্ম্মবান্ হয়, তাহাকেই তৎসদৃশ বলা হয়। সুতরাং সাদৃশ্য ভেদগর্ভ বলিয়া অভিন্ন বস্তুতে সদৃশ ব্যবহার হয় না। এজন্য "এই বস্তু এই বস্তুর সদৃশ নহে, কিন্তু অভিন্ন—এক বস্তু' এইরূপ ব্যবহার সকলেরই হইয়া থাকে বলিয়া "ন তৎসদৃশঃ কিন্তু স এবায়ম্" এইরূপ অনুভবে সাদৃশ্য ও ঐক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ভাসমান হইয়া থাকে। সাদৃশ্য ও ঐক্যের মধ্যে একটি ধর্ম্মের নিষেধ করিলে অপর ধর্ম্মে বিধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত উভয় ধর্ম্ম পরস্পরের বিরহরূপ অথবা পরস্পরের বিরহের ব্যাপকরূপ বলিয়া বিরুদ্ধ। "গগনং গগনাকারম্" ইত্যাদি স্থলে এক বস্তুতে সাদৃশ্য প্রতিপাদিত হয় নাই, অর্থাৎ গগনে গগনের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয় নাই ; কিন্তু গগনসদৃশ অন্য বস্তু নাই—ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অথবা—গগনাদির একদেশের সহিত গগনাদির অন্য দেশের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অথবা কল্পান্তরীয় গগনের সহিত এতৎকল্পীয় গগনের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই সাদৃশ্য ভেদগর্ভ বলিয়া "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই উপসংহারবাক্য ভেদতাৎপর্য্যকই হইয়াছে। এই প্রদর্শিতরূপে উপক্রম ও উপসংহারবাক্যের ঐকরূপ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ "অন্যমীশম্" ইত্যাদি ভেদের অভ্যাসবাক্যেও প্রতিযোগিসাকাঙ্ক্ষ ভেদে জীবই প্রতিযোগিরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। জীবপ্রতিযোগিক ভেদবিশিষ্ট ঈশ্বরকে দর্শন করিলে ঈশ্বরসদৃশ মহিমা লাভ হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। শ্রুতিতে ঈশ্বরে জীবভেদ যে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অভ্যাসরূপ লিঙ্গের উদাহরণে দেখান হইয়াছে। একই অর্থের পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনকে অভ্যাস বলে। সুতরাং মুণ্ডকশ্রুতির ভেদে অভ্যাস আছে। ১৫৬।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—প্রথম মুণ্ডকে শৌনক অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে—হে ভগবন্! কে বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরা "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" এইরূপ বলিয়া অপরা ও পরা দ্বিবিধ বিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যা প্রদর্শন করিয়া পরা বিদ্যার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা"—এরূপ বলিয়াছেন এবং অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্যরূপে পরা বিদ্যার

যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদিপরবিদ্যাবিষয়াক্ষরপ্রশ্নোত্তরেণ অভেদস্যৈবোপক্রম ইতি বাচ্যম্, ইন্দ্রাদ্যবান্তরার্থপরত্বে ঋগাদ্যা এবাপরবিদ্যা, উত্তমাক্ষরপরত্বে তু তা এব পরা ইত্যুক্তস্য সিদ্ধয়ে তদর্থস্যাক্ষরস্য সর্ব্বোত্তমত্বং প্রতিপাদয়িতুং সর্ব্বকারণত্বং হ্যক্ষরস্যোক্তম্, ন ত্বভেদঃ সাকল্যেনাদৃশ্যত্বাদিকস্য। "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" ইতি সূত্রাৎ। ১৫৭।

ন চ দ্বিতীয়মুণ্ডকে "পুরুষ এবেদং বিশ্বম্" "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ইতি মধ্যে অভেদোক্তিরিতি বাচ্যম্, "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব" ইত্যনুসারাৎ পুরুষস্য বিশ্বব্যাপকত্বোক্তেঃ সত্যে ব্রহ্মণি বিশ্বাভেদস্য অসম্ভবাৎ, ত্বয়া অনঙ্গীকারাচ্চ। ন চ তৃতীয়মুণ্ডকান্তে "পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" "স যো হ বৈ তৎ পরমং

বিষয় অক্ষর বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বাত্মক অক্ষর বস্তুর প্রশ্নের উত্তরেই মুণ্ডকোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অভেদেই মুণ্ডকোপনিষদের উপক্রম বুঝিতে হইবে। সুতরাং মুণ্ডকশ্রুতির ভেদে উপক্রম হইয়াছে—এরূপ বলা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঋগ্‌বেদাদি যে অপরা বিদ্যা, তদ্দ্বারা যখন ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি অবান্তর অর্থের প্রতিপাদন হয়, তখন ঋগ্‌বেদাদিকে অপরা বিদ্যা বলা হয়। আবার যখন ব্রহ্মসূত্রপ্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে ইন্দ্রাদিপ্রতিপাদক ঋগ্‌বেদাদি উত্তমাক্ষর শ্রীবিষ্ণুর প্রতিপাদক হয়, তখন সেই ঋগ্‌বেদাদি অপরা বিদ্যাকেই পরা বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা অপরা বিদ্যা, তাহাই বিষ্ণুর প্রতিপাদক হইয়া পরা বিদ্যা হইয়া থাকে—ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য পরা বিদ্যার প্রতিপাদ্য অক্ষর বস্তুর সর্ব্বোত্তমত্ব দেখাইবার জন্য অক্ষর বস্তুর সর্ব্বকারণত্ব বলা হইয়াছে; কিন্তু সেই স্থলে অভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে মুণ্ডকশ্রুতি অভেদেই উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা প্রদর্শিত অর্থই সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু অদৃশ্যত্বাদি অক্ষরধর্ম্মসমূহের সর্ব্বতোভাবে অভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য উক্ত বাক্য বলা হয় নাই। ১৫৭।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—দ্বিতীয় মুণ্ডকে "পুরুষ এবেদং বিশ্বম্" "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অভেদই বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে তিনটি অধ্যায় আছে; সুতরাং দ্বিতীয়াধ্যায়ের নির্দ্দেশ মধ্যনির্দ্দেশই বটে। সুতরাং শ্রুতি মধ্যভাগে সর্ব্বাত্মতারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" এই গীতাবাক্য অনুসারে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বাত্মক বলা হয়; কিন্তু সর্ব্ববস্তুর সহিত তিনি অভিন্ন নহেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব মিথ্যা বস্তু বলিয়া সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা বিশ্বের অভেদ সম্ভাবিত নহে। ব্রহ্মে মিথ্যা বিশ্বের অভেদ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকারও করেন না।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—তৃতীয় মুণ্ডকের অন্তভাগে "পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐক্যরূপ ফলেই শ্রুতির উপসংহার হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ "একীভবন্তি" এই স্থলে অভূততদ্ভাবার্থক "চ্বি"প্রত্যয়দ্বারা অদ্বৈতবাদীর প্রতিকূল পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঐক্যেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতমতে জীব নিত্য ব্রহ্মভূত বলিয়া অপূর্ব্ব ব্রহ্মভাবের উক্তি অসঙ্গতই বটে। "চ্বি"প্রত্যয়দ্বারা পূর্ব্বে অবিদ্যমান ব্রহ্মভাবের কথাই বলা হইয়াছে। এজন্য "পরে অব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" এই শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা বলিতে হইবে যে—"সায়ং গোষ্ঠে গাবঃ একীভবন্তি" "সন্ধ্যাকালে গো সকল গোষ্ঠে একীভূত হইয়া থাকে" এস্থলে যেমন স্থানের ঐক্যনিবন্ধনই গোসমূহের ঐক্য বলা হইয়াছে, এইরূপ জীবের সহিত ব্রহ্মেরও স্থানের ঐক্যনিবন্ধনই "একীভবন্তি" বলা হইয়াছে। মোক্ষদশাতে জীব ব্রহ্মের একস্থানে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করে বলিয়া "একীভবন্তি" এই শ্রুতি সঙ্গত হইতে পারে। অথবা "একীভূতাঃ নৃপাঃ সর্ব্বে ববর্ষুঃ পাণ্ডবং শরৈঃ" ইত্যাদিবাক্যে নৃপগণের ঐকমত্যপ্রযুক্তই "একীভূতাঃ নৃপাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপ মোক্ষদশাতে

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যৈক্যরূপফলেনোপসংহার ইতি বাচ্যম্, অভূততদ্ভাবার্থকচ্বিপ্রত্যয়েন ত্বৎপ্রতিকূলস্য প্রাগবিদ্যমানস্য স্বরূপৈক্যস্য বক্তুমশক্যত্বাৎ। সায়ং গোষ্ঠে গাব একীভবন্তি ইত্যাদিবৎ একস্থানস্থত্বাদিনা জীবেশয়োরেকীভাবস্যোক্তেঃ। অভেদে পরমং ব্রহ্ম ইত্যসঙ্গতম্। ১৫৮।

কিঞ্চ অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণেঽপি ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গোপেতবাক্যং ভেদে প্রমাণম্, তথাহি—"বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণম্" ইত্যুপক্রমঃ, "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী" ইত্যুপসংহারঃ (১), "এষ তে আত্মা" ইত্যাদ্যেকবিংশতিকৃত্বোঽভ্যাসঃ (২), অন্তর্য্যামিত্বস্য অপ্রাপ্ততয়া অপূর্ব্বতা (৩), "স বৈ ব্রহ্মবিৎ" ইতি ফলম্ (৪), "তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি" ইতি নিন্দারূপোঽর্থবাদঃ (৫), "যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদ্যুপপত্তয় ইতি (৬)। ১৫৯।

ন চ "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র

জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐকমত্য হয় বলিয়াই শ্রুতিতে "একীভবন্তি" এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা "কীটো ভ্রমরেণ একীভূতঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে ভ্রমরসাদৃশ্যপ্রযুক্ত কীট ভ্রমরের সহিত একীভূত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ মোক্ষদশাতে জীব ব্রহ্মসাদৃশ্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় বলিয়া শ্রুতিতে "একীভবন্তি" বলা হইয়াছে।

আর "স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাও জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয় না। "পরব্রহ্মকে যে জানে, সে ব্রহ্ম হয়" এই শ্রুতিবাক্যে দ্বিতীয় "ব্রহ্ম"শব্দ জীব অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মশব্দ—নানার্থক। ব্রাহ্মণজাতি, জীব ও কমলাসন চতুর্মুখ ইত্যাদি ব্রহ্মশব্দের অর্থ। সুতরাং যে পরব্রহ্মকে জানে, সে জীবই হয়, কিন্তু সে পরব্রহ্ম হয় না। এজন্য প্রথম ব্রহ্মশব্দটি "পরম" এই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মশব্দে "পরম" বিশেষণ নাই। পরমব্রহ্ম ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে বেদনের কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব অসঙ্গতও হইয়া পড়িত। এইরূপে মুণ্ডকশ্রুতিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৫৮।

আরও কথা এই যে—বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত বাক্যও ভেদে প্রমাণ হইবে। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে—হে কাপ্য! তুমি সেই অন্তর্য্যামীকে জান কি?—এইরূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপে ভেদে উপক্রম করা হইয়াছে। কাপ্য জ্ঞাতা ও অন্তর্য্যামী জ্ঞেয়। "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী" এইরূপ উপসংহারবাক্যেও ভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী" এইরূপ বলাতে যুষ্মৎ-পদপ্রতিপাদ্য কাপ্য হইতে অন্তর্য্যামী ভিন্ন ইহাই বলা হইয়াছে। "এষ তে আত্মা" এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক বাক্য একবিংশতিবার বলা হইয়াছে। এজন্য ভেদে অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গও আছে এবং অন্তর্য্যামী প্রমাণান্তরবেদ্য নহেন বলিয়া তাহাতে অপূর্ব্বতারূপ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গও আছে। আর "স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স বেদবিৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উক্ত প্রকরণে ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "তৎ চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য! সূত্রমবিদ্বান্ তঞ্চান্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি" অর্থাৎ হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি সেই সূত্র ও সেই অন্তর্য্যামীকে না জানিয়া যদি ব্রহ্মগবী গ্রহণ কর, তবে তোমার মস্তক বিপতিত হইবে—এইরূপ ভিন্নরূপে ব্রহ্মের অবেদনে নিন্দারূপ অর্থবাদও আছে। আর "যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদিবাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদে উপপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণ ছয় প্রকার লিঙ্গযুক্ত বাক্যদ্বারা জীব-ব্রহ্মের ভেদের প্রতিপাদক হইয়াছে। ১৫৯।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" এই বাক্যদ্বারা একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদে উপক্রম করিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ের অবসানে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে

আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ” ইত্যভেদেনোপক্রম্য ষষ্ঠাধ্যায়ান্তে মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যভেদেনৈবোপসংহার ইতি বাচ্যম্, ইন্দ্রাদিদেবানাং জ্ঞানাৎ যৎ ফলম্, ব্রহ্মজ্ঞানাৎ তত্তদধিকং ফলং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানশ্রুত্যর্থাৎ। যত্র সুষুপ্তৌ জ্ঞানজ্ঞেয়াদিকং হ্যাত্মৈব স্বয়মেবাভূৎ তত্তু কেন সাধনেন কং পশ্যেৎ স্বেনৈব স্বয়মেব পশ্যেদিত্যর্থঃ। করণকর্ম্মেতরস্য তদানীমভাবাৎ। অন্যথা “ভেদেনৈনমধীয়তে” ইত্যন্তর্য্যামিপ্রকরণস্য ভেদপরত্বং বোধয়তা সূত্রেণ বিরোধঃ। ন চ ব্যাবহারিকভেদপরমিদং সূত্রমিতি বাচ্যম্, এবং তর্হি বৌদ্ধোঽপি বেদব্যাখ্যাতা, তচ্ছাস্ত্রঞ্চ বেদব্যাখ্যানং স্যাৎ। সোঽপি ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাখ্যায় অন্তে মিথ্যৈব এষোঽর্থঃ, বাস্তবং তু শূন্যমেব তত্ত্বমিতি ভবানিব বদেৎ। অসদ্বা ইত্যাদিবাক্যং তস্য তাত্ত্বিকং স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ১৬০।

“যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ” এই বাক্যদ্বারা অভেদেই উপসংহার করা হইয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকের উপক্রম ও উপসংহার জীব ও ব্রহ্মের অভেদেই আছে বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম খণ্ডে পঠিত হইয়াছে। আর বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ পঠিত হইয়াছে। মূলকার এই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণকে বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—বৃহদারণ্যকের প্রথমে প্রবর্গ্যকাণ্ড পঠিত হইয়াছে। এই প্রবর্গ্যকাণ্ডে দুইটি অধ্যায় আছে। তৎপর মধুকাণ্ড দুই অধ্যায়, তৎপর যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড দুই অধ্যায় এবং তৎপর খিলকাণ্ড দুই অধ্যায় আছে। এইরূপে বৃহদারণ্যকে চারিটি কাণ্ড ও আটটি অধ্যায় আছে। প্রবর্গ্যকাণ্ডের দুই অধ্যায় কর্ম্মোপযোগী বলিয়া উপনিষদ্ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ এই উপনিষদের যাহা চতুর্থ অধ্যায়, প্রদর্শিতরূপে তাহাই ষষ্ঠাধ্যায়। সুতরাং বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপক্রম ও উপসংহার জীব ও ব্রহ্মের অভেদে আছে বলিয়া ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ একবিজ্ঞানশ্রুতিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদে উপক্রম করা হয় নাই। প্রত্যুত ইন্দ্রাদি দেবতার জ্ঞান হইতে যে ফল হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়, ইহাই একবিজ্ঞান শ্রুতির অর্থ। আর “তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি আত্মাই হইয়া যায় বলিয়া “নিজদ্বারাই নিজকে দর্শন করে” এই দর্শনের কর্ম্ম ও করণ একই বস্তু, ইহাই “কোন্ সাধনদ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে” এইরূপে আক্ষেপ করা হইয়াছে। এইরূপ স্বীকার না করিলে অন্তর্য্যামি-প্রকরণের ভেদপরত্ব প্রতিপাদন করিবার- জন্য প্রবৃত্ত “ভেদেনৈনমধীয়তে” এই ব্রহ্মসূত্র বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং সূত্রানুসারে অন্তর্য্যামিপ্রকরণের ভেদেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

যদি বলা যায়—উক্ত সূত্র ব্যাবহারিক ভেদপর হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না। এইরূপ বলিলে বৌদ্ধকেও বেদব্যাখ্যাতা বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রও বেদব্যাখ্যা হইতে পারে। বৌদ্ধও স্বমতানুসারে ব্রহ্মসূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া পরে অদ্বৈতবাদিগণের মতই বলিতে পারে যে—এই সূত্রের সমস্ত অর্থই মিথ্যা; বস্তুতঃ শূন্যই তত্ত্ব। “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই বাক্যের অর্থ—শূন্যই তাত্ত্বিক। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক সূত্রের ব্যাবহারিক ভেদপ্রতিপাদকত্ব বলিলে সর্ব্বথা বৌদ্ধমতে প্রবেশ হইবে। ১৬০।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন, এই ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন? অথবা অভিন্ন? ভিন্ন স্বীকার করিলে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের হানি হইবে। আর অভিন্ন স্বীকার করিলে ঐক্য সাপেক্ষবস্তু

কিঞ্চ ঐক্যং স্বরূপভিন্নমভিন্নং বা? নাদ্যঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ। নান্ত্যঃ, তস্য মৃষাত্বেন ভেদস্য সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। তত্ত্বমস্যাদীনাং সখণ্ডার্থকত্বাপত্তেশ্চ। ন চ স্বরূপমেবেতি বাচ্যম্, শাস্ত্রবৈয়র্থ্যাৎ। অজ্ঞানাদ্যধিষ্ঠানতয়া স্বরূপস্য সদা ভানাৎ, ঐক্যাভিন্ননির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপস্যাবরণে জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। কিঞ্চাভেদে অভেদত্বপারমার্থিকত্বাসদ্‌বৈলক্ষণ্যাদীনি বস্তুতঃ সন্তি ন বেতি? আদ্যে সদ্বিতীয়ত্বাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে অভেদত্বহানিঃ। ন চ আত্মস্বরূপাণ্যেব তানীতি বাচ্যম্, আত্মস্বরূপস্য সর্ব্বৈরপি স্বীকৃতত্বেন ভ্রমরীত্যা চ তুচ্ছাস্ত্রাবিষয়ত্বাৎ। ১৬১।

ন চ জীবাবৃত্তিধর্ম্মানধিকরণত্বং তদিতি বাচ্যম্, জীবাবৃত্তিধর্ম্মানধিকরণত্বস্য শূন্যেঽপি সত্ত্বেন তস্যাপি জীবাভিন্নত্বাপত্তেঃ। ন চ শূন্যং নিঃস্বরূপমাত্মা তু সস্বরূপ ইতি বাচ্যম্, স্বরূপত্বাদিধর্ম্মহীনস্য ঐক্যস্য সস্বরূপত্ববৎ শূন্যস্যাপি সস্বরূপত্বসৌলভ্যাৎ। ১৬২।

কিঞ্চ তদবৃত্তিধর্ম্মনিষেধেন তদ্বৃত্তিধর্ম্মবিধানমেব বিশেষনিষেধস্য শেষাভ্যনুজ্ঞাফলকত্বাৎ। ন চ

বলিয়া নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন ঐক্য সত্য হইলে অদ্বৈতহানি এবং মিথ্যা হইলে ভেদের সত্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে এবং সাপেক্ষ ঐক্যের প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেরও সখণ্ডার্থত্বাপত্তি হইবে। কারণ ঐক্যই সাপেক্ষ বস্তু বলিয়া সখণ্ড বস্তু। যদি বলা যায়—ঐক্য সাপেক্ষ নহে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপই বটে। এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপই ঐক্য স্বীকার করিলে ঐক্যপ্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ অজ্ঞানাদির অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বদাই ভাসমান আছে। ঐক্য ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত হইলে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ কোনও বস্তুই প্রকাশমান হইতে পারিবে না।

আরও কথা এই যে—জীব ও ব্রহ্মের অভেদে অভেদত্ব, পারমার্থিকত্ব ও অসদ্বৈলক্ষণ্যাদি ধর্ম্ম বস্তুতঃ আছে কি না? যদি থাকে, তবে ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি হইবে। আর উক্ত ধর্ম্মগুলি অভেদে নাই স্বীকার করিলে অভেদের অভেদত্বহানি হইবে। যদি বলা যায়—উক্ত ধর্ম্মগুলি আত্মস্বরূপই বটে। এজন্য প্রদর্শিত দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মস্বরূপ সকলেই স্বীকার করেন বলিয়া এবং অদ্বৈতবাদিগণের মতেও ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে আত্মা ভাসমান বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারে প্রদর্শিতরূপ আত্মস্বরূপ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য হইতে পারে না। অজ্ঞাত বস্তুই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। ১৬১।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—ঐক্য একত্বসংখ্যাস্বরূপ না হইলেও জীবাবৃত্তিধর্ম্মানধিকরণত্বরূপ হইবে। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া অনধিকরণত্বরূপ একত্ব তাহাতে সম্ভাবিতই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ জীবে অবৃত্তি ধর্ম্মের অধিকরণত্বাভাব যেমন নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে আছে, এইরূপ বৌদ্ধসম্মত শূন্যেও আছে। এজন্য ব্রহ্ম যেমন জীবাভিন্ন, এইরূপ শূন্যও জীবাভিন্ন হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—জীবাবৃত্তি ধর্ম্মানধিকরণস্বরূপই ঐক্য; এই ঐক্য শূন্যে সম্ভাবিত নহে। যেহেতু শূন্য নিঃস্বরূপ বস্তু। আর ব্রহ্ম সস্বরূপ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মকেই অদ্বৈতবাদিগণ ঐক্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐক্য নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাতে আপত্তি এই যে—নির্ধর্ম্মক ঐক্যে স্বরূপত্ব ধর্ম্ম নাই। অথচ এই ঐক্য সস্বরূপ। এইরূপ স্বরূপত্বরহিত শূন্যও ঐক্যের মতই সস্বরূপ হইতে পারিবে। ১৬২।

আরও কথা এই যে—জীবে অবৃত্তি ধর্ম্মের নিষেধ শুদ্ধব্রহ্মে অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে জীববৃত্তি ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তদবৃত্তি ধর্ম্মের নিষেধ করিলে তদ্‌বৃত্তি ধর্ম্মের বিধান স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষের নিষেধ অবশিষ্টের অঙ্গীকারফলক হইয়া থাকে। ইহাতে

বিশেষনিষেধেঽপি ন শেষাভ্যনুজ্ঞা বায়ৌ ন নীলং রূপমিত্যস্য রক্তং প্রতি অনভ্যনুজ্ঞাত্বাদিতি বাচ্যম্, বিশেষনিষেধশেষাভ্যনুজ্ঞান্যপ্রকারাসম্ভবে তস্য তথাত্বনিয়মাৎ। বায়ৌ নীরূপতৃতীয়প্রকারত্বসত্ত্বাৎ। ন হি ব্রহ্মণি ধর্ম্মবোধকমানবৎ বায়ৌ রূপবোধকমানমস্তি। ১৬৩।

বস্তুতস্তু জীবাবৃত্তিধর্ম্মানধিকরণত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টে, ত্বদভিমতে নির্ধর্ম্মকে বা ? নাদ্যঃ, ব্যাঘাতাৎ। অল্পজ্ঞত্বেনানুভূতো যো জীবস্তদবৃত্তিসর্ব্বজ্ঞত্বাদেস্তত্র সত্ত্বাৎ। ন চ জীবাবৃত্তিধর্ম্মানধিকরণত্বোপলক্ষিতাত্মস্বরূপং পরৈর্নাঙ্গীক্রিয়তে ইতি বাচ্যম্, তাদৃশধর্ম্মানধিকরণত্বস্য ব্রহ্মভিন্নস্য উপলক্ষণতয়া বোধে শ্রুতেঃ সখণ্ডার্থত্বাপত্তেঃ। অবোধে জ্ঞাতমাত্রজ্ঞাপকত্বেন বৈয়র্থ্যাৎ। ১৬৪।

নিত্যসিদ্ধস্য নির্ব্বিশেষস্য ধর্ম্মান্তরোপস্থানেন ব্যাবর্ত্ত্যত্বরূপোপলক্ষিতত্বাযোগাচ্চ। তস্মাৎ ঐক্যস্যাসিদ্ধত্বাৎ ভেদস্য চ তাৎপর্য্যনির্ণায়কোপক্রমাদিষড়্‌লিঙ্গোপেতবাক্যসিদ্ধত্বাচ্চ ভেদে এব বেদান্তশাস্ত্রস্য

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—প্রদর্শিতস্থলে বিশেষের অভ্যনুজ্ঞা (স্বীকার) সিদ্ধ হইবে না। কারণ উক্ত নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে। যেমন "বায়ুতে নীল রূপ নাই" এইরূপ বাক্যদ্বারা বায়ুতে নীলরূপের নিষেধ প্রতীত হইলেও বায়ুতে রক্তাদি রূপের অঙ্গীকার সিদ্ধ হয় না। নীরূপ বায়ুতে নীল রূপ নাই বলিয়া তদ্‌ব্যতীত রক্তাদি রূপ আছে ইহা সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে স্থলে বিশেষনিষেধ ও অবশিষ্টের স্বীকার এই দুইটি প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার সম্ভাবিত নহে, সে স্থলে বিশেষনিষেধদ্বারা অবশিষ্টের অঙ্গীকার অবশ্য সিদ্ধ হইবে; কিন্তু বায়ুতে উক্ত প্রকারদ্বয় ব্যতীত নীরূপত্বরূপ তৃতীয় প্রকার আছে বলিয়া বিশেষের নিষেধদ্বারা অবশিষ্টের অঙ্গীকার সিদ্ধ হয় নাই; কিন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। ব্রহ্ম যে সধর্ম্মক বস্তু, তাহাতে প্রমাণ আছে। এজন্য জীবাবৃত্তি ধর্ম্মের নিষেধদ্বারা জীববৃত্তি ধর্ম্মের অঙ্গীকার ব্রহ্মে হইতে পারিবে; কিন্তু বায়ুর রূপবত্তার বোধক কোনও প্রমাণ নাই। এজন্য নীল রূপের নিষেধে রক্তাদি রূপের অঙ্গীকার বায়ুতে হইতে পারিবে না। ১৬৩।

অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মে জীবাবৃত্তি ধর্ম্মের অনধিকরণত্ব স্বীকার করেন। যে ব্রহ্মে এই অনধিকরণত্ব স্বীকার করেন, সেই ব্রহ্ম কি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু ? অথবা সেই ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত নির্ধর্ম্মক বস্তু ? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহাতে ব্যাঘাত দোষ হইবে। কারণ জীব অল্পজ্ঞত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট। অল্পজ্ঞত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অনুভূত জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম নাই। সুতরাং জীবাবৃত্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অধিকরণত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া জীবাবৃত্তি ধর্ম্মের অনধিকরণত্বরূপ ঐক্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। যদি বলা যায়—জীবাবৃত্তি ধর্ম্মের অনধিকরণত্বদ্বারা উপলক্ষিত আত্মস্বরূপই ঐক্য। আর ইহাই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য। তাদৃশ উপলক্ষিত আত্মস্বরূপ দ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ তাদৃশ অনধিকরণত্বধর্ম্মকে উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উপলক্ষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না ? যদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মভিন্ন উপলক্ষণের সহিত ব্রহ্মবিষয়ক বোধ সখণ্ডার্থক হইবে অর্থাৎ সবিকল্পকরূপ হইবে। আর এই সবিকল্পক বোধের জনক শ্রুতিরও সখণ্ডার্থত্বাপত্তি হইবে। আর যদি অনধিকরণত্বরূপ উপলক্ষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয়, তবে ব্রহ্মমাত্রের বোধক শ্রুতির জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বপ্রযুক্ত বৈয়র্থ্য হইবে। ১৬৪।

আরও কথা এই যে—ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবর্ত্তককেই উপলক্ষণ বলে। তাদৃশ ধর্ম্মানধিকরণত্ব উপলক্ষণ হইলে তাহাকে ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপক বলিতে হইবে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কোনও ধর্ম্ম নাই বলিয়া ধর্ম্মান্তর উপস্থাপনদ্বারা তাদৃশ ধর্ম্মানধিকরণত্ব ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে না এবং উপস্থাপিত ধর্ম্মান্তরবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মও ব্যাবর্ত্ত্য হইতে পারে না। ধর্ম্মান্তরোপস্থাপনদ্বারা ব্যাবর্ত্ত্য হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মে উপলক্ষিতত্বই অসম্ভব। সুতরাং

সমন্বয় ইতি চেৎ, ন ইত্যাহুরন্যে উপাদানত্বানঙ্গীকারাৎ। এতদুক্তং ভবতি—ব্রহ্মণ উপাদানত্বাভাবে কার্য্যে ব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তিরপ্যাবশ্যকী। তস্য নিমিত্তমাত্রত্বাঙ্গীকারে কারণবিজ্ঞানেন সর্ব্বকার্য্য-বিজ্ঞানরূপশ্রৌতপ্রতিজ্ঞাভঙ্গো দুর্ব্বারঃ। ন হি নিমিত্তকারণজ্ঞানেন সর্ব্বকার্য্যজ্ঞানসম্ভবঃ, তথাত্বে চ কুলালাদিজ্ঞানাদপি মৃন্ময়মাত্রস্য জ্ঞানমঙ্গীকার্য্যং দেবানাং প্রিয়ৈঃ, ন তু তদস্তি সর্ব্বানুভববিরোধাৎ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ। জগজ্জন্মাদ্যভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণে এব ব্রহ্মণি শাস্ত্রস্য সমন্বয়প্রতিপাদনাৎ। অন্যথা "যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি লয়শ্রুতের্বাধপ্রসঙ্গাৎ। ন হি নিমিত্তকারণে কার্য্যস্য লয়ঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। তস্মাৎ চিদচিদ্বিশিষ্টং নিখিলহেয়প্রত্যনীকং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসমস্তকল্যাণগুণাকরং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্যমিতি রাদ্ধান্তঃ। ১৬৫।

ননু "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিনা সজাতীয়াদিভেদশূন্যত্বশ্রবণাৎ

জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অসিদ্ধ বলিয়া এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদ, তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপক্রমাদি ছয়টি লিঙ্গোপেত শ্রুতিবাক্যদ্বারা সিদ্ধ বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদেই বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই ভেদবাদী মাধ্বগণের অভিপ্রায়।

কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের মতানুসারী আচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভেদবাদী মাধ্বগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। ভেদবাদী মাধ্বগণ ব্রহ্মের জগদুপাদানতা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম জগতের উপাদান না হইলে কার্য্য জগতে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি সম্ভাবিত নহে। উপাদানত্বপ্রযুক্তই ব্রহ্ম কার্য্য জগতের ব্যাপক হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম অনুপাদান হইলে ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপকত্ব সিদ্ধ না হইয়া ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তিই হইবে। মাধ্বমতে জগতের নিমিত্তকারণত্বমাত্রই ব্রহ্মে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণমাত্র হইলে নিমিত্তকারণ ব্রহ্মের বিজ্ঞানদ্বারা কার্য্য জগতের বিজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। অথচ শ্রুতি একবিজ্ঞান অর্থাৎ এক কারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ হইলে এই শ্রৌতি প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ অবশ্যই হইবে। নিমিত্তকারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। যদি সম্ভাবিত হইত, তবে কুম্ভকারাদির জ্ঞানদ্বারাও মৃন্ময় কার্য্যমাত্রের জ্ঞান সিদ্ধ হইত; কিন্তু তাহা হয় না। কুলালাদির জ্ঞানদ্বারা সমস্ত মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই ব্রহ্মসূত্র ও "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদির উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ ইহা জানিতে পারা যায়। ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদির অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ। জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ ভিন্ন নহে। প্রদর্শিত শাস্ত্রদ্বারা জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ ব্রহ্মেই শাস্ত্রের সমন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি কেবল নিমিত্তকারণ হইতেন, তবে "যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা প্রদর্শিত ব্রহ্মে জগতের লয় অসঙ্গত হইয়া পড়িত। কেবল নিমিত্তকারণে কার্য্যের লয় সম্ভাবিত নহে। সুতরাং মাধ্বমতানুসারী ভেদবাদ অসঙ্গত। এই জন্য চিদচিদ্বিশিষ্ট, নিখিল হেয়বিরোধী, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সমস্ত কল্যাণগুণের আকর শ্রীপুরুষোত্তমস্বরূপ পরব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আর ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। ১৬৫।

মাধ্বমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রদর্শন

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম চিদচিদ্বিশিষ্টরূপ হইতে পারেন না।

কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তাদৃশস্য জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ, মায়াঙ্গীকারেণ চেৎ, কিং তদানীং নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম মায়া তিষ্ঠতীতি জানাতীতি ন বা ? জানাতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্ ? ন জানাতীতি চেৎ, অজ্ঞত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চিৎ শক্তিযোগ্যং মায়াঙ্গীকারানন্তরমভ্যুপেয়তে ভবদ্ভিস্তৎপূর্ব্বং মায়াঙ্গীকারানুগুণশক্ত্যভ্যুপগমে নির্ব্বিশেষত্বহানিঃ। ১৬৬।

কিঞ্চ তদানীং কিং মায়াবিলক্ষণং ব্রহ্ম উত অবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্ ? আদ্যে বস্তুপরিচ্ছেদপ্রসক্তেঃ। দ্বিতীয়ে অঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদিলক্ষণবাক্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। সজাতীয়াদিব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণং তদন্যানিষ্ঠতন্নিষ্ঠধর্ম্মবত্বং হি নান্যথা। ১৬৭।

ন চ শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদন্যায়েনেদমুচ্যতে, অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পত্বারোপবৎ বস্তুনি অবস্তুত্বারোপোঽধ্যারোপঃ। তত্র বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিজড়জাতমবস্তু। অজ্ঞানং

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সজাতীয়াদিভেদশূন্য ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপার সম্ভাবিত নহে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ব্রহ্ম সজাতীয়াদি ভেদশূন্য হইলেও ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া জগদ্ব্যাপার করিতে পারেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মের মায়াঙ্গীকারদশাতে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, মায়া আছে ইহা জানিতে পারেন কি না ? ব্রহ্ম মায়াকে জানিতে পারেন এরূপ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ; জ্ঞান জ্ঞাতা নহে। ব্রহ্ম মায়াকে জানিলে ব্রহ্মের মায়া-জ্ঞাতৃত্বের আপত্তি হইবে। ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ ; কিন্তু জ্ঞাতা নহেন। আর যদি ব্রহ্ম মায়াকে না জানেন, তবে ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিতে হইবে। অজ্ঞ ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিবেন কিরূপে ? আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ মায়ার অঙ্গীকারের পরে ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার করেন। ব্রহ্মের এই শক্তিমত্তা মায়াঙ্গীকারের পূর্ব্বে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং মায়ার অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়াঙ্গীকারের অনুগুণ শক্তি ব্রহ্মের নাই বলিয়া ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিতে পারেন না। আর যদি মায়ার অঙ্গীকারের পূর্ব্বেই অঙ্গীকারের অনুকূল শক্তি ব্রহ্মে স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিমৎ বলিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে পারিবেন না। ১৬৬।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম কি মায়াবিলক্ষণ ? অথবা ব্রহ্ম মায়াত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বৈলক্ষণ্য নাই ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম মায়াভিন্ন হইলে ব্রহ্মে বস্তুপরিচ্ছেদের আপত্তি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত বলিয়া স্বীকার করেন। ভেদের প্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছেদ। সুতরাং ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বের হানি হইবে। আর যদি ব্রহ্ম মায়াত্মক হন, তবে ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এরূপ বলা নিতান্তই নিরর্থক এবং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি লক্ষণবাক্যও ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। কারণ মায়াত্মক ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ নহেন।

আরও কথা এই যে—লক্ষ্য বস্তুতে লক্ষ্যসমানজাতীয় ও লক্ষ্যবিজাতীয় বস্তুর ব্যাবৃত্তিসিদ্ধির জন্য লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। "সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো হি লক্ষণার্থঃ" ইহাই লক্ষণবিদ্‌গণের উক্তি। প্রদর্শিতরূপ ব্যাবৃত্তি লক্ষণের প্রয়োজন। এজন্য লক্ষণমাত্রই লক্ষ্যভিন্ন অলক্ষ্যে থাকিবে না এবং যাবৎলক্ষ্যে থাকিবে। এরূপ না হইলে লক্ষণই হইতে পারে না। ব্রহ্মের লক্ষণ লক্ষ্য ব্রহ্মে থাকিলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তি হইবে। আর লক্ষ্য ব্রহ্মে না থাকিলে তাহা লক্ষণই হইবে না। ১৬৭।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শিষ্যের উপদেশের জন্য অধ্যারোপাপবাদন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মে লক্ষণের কীর্ত্তন ও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। অধ্যারোপদ্বারা লক্ষণ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব

সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপঞ্চ; অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ। অন্যথা নির্ব্বিশেষস্য কারণত্বাসম্ভবাদিতি বাচ্যম্, তর্হি এবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্টজ্ঞানস্য চ তদন্তর্গতত্বেন শিষ্যার্থং কল্পিতমিত্যপি বক্তুং শক্যত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতশিষ্যস্য কা বা অর্থসিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরিক্তং সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলঃ অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, শুক্তিরজতাদৌ রজতাদ্যুপাদানপ্রযত্নবৎ, মোক্ষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুকপ্রহ্লাদবামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাচ্চ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্য-জন্যজ্ঞানবৎ ইত্যনুমানাৎ। ১৬৮।

ন চ আচার্য্যতজ্জ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেঽপি স্বপ্নদৃষ্টসিংহভয়েন প্রবোধবৎ জ্ঞানোৎপত্তিসম্ভব

সিদ্ধ হইয়া থাকে। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপের মত বস্তুতে অবস্তুত্বের আরোপকে অধ্যারোপ বলে। প্রকৃত স্থলে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু এবং অজ্ঞানাদি জড়বর্গ অবস্তু। অজ্ঞান সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ; এজন্য অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অজ্ঞান সৎও নহে এবং অসৎও নহে এবং সদসৎ-রূপও নহে। এজন্য অজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। সদ্রূপে বা অসদ্রূপে অথবা সদসদ্রূপে নির্ব্বচনের অযোগ্য বলা হয়। এই অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক এবং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ। "অহমজ্ঞ" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ অজ্ঞান স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মভিন্ন জগন্মাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যোপদিষ্ট জ্ঞান এই সমস্তই মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়া মিথ্যা বস্তু। সুতরাং মিথ্যা আচার্য্যের উপদেশদ্বারা মিথ্যা শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র হইতে অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মিথ্যা—এরূপ স্বীকার করিলে মোক্ষের জন্য বেদান্তশ্রবণাদিরূপ প্রযত্ন নিষ্ফলই হইবে। কারণ বেদান্তশ্রবণাদিও অবিদ্যারই কার্য্য। সুতরাং মোক্ষপ্রযত্নও নিষ্ফল হইবে। যেমন রজতার্থী পুরুষের মিথ্যা রজতোপাদানপ্রযত্ন নিষ্ফল হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। আর তাহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ হইবে যে—"মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিরজতাদৌ রজতাদ্যুপাদান-প্রযত্নবৎ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষপ্রযত্নের ব্যর্থত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য আরও এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—মোক্ষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুকপ্রহ্লাদবামদেবাদিকার্য্যবৎ। ইহার অর্থ—অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষসাধক প্রযত্ন ব্যর্থ হইবে; যেহেতু উক্ত প্রযত্ন কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। যাহা যাহা কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে; যেমন শুক, প্রহ্লাদাদির প্রযত্ন। এইরূপ—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রা-শ্রয়ত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাচ্চ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। ইহার অর্থ—তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান বন্ধের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজন্য, অথবা যেহেতু উক্ত জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যাত্মক, অথবা উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতাতে আশ্রিত, অথবা উক্ত জ্ঞান কল্পিত আচার্য্যের আয়ত্ত শ্রবণজন্য হইয়া থাকে। প্রদর্শিত এই চারিটি হেতুর যে কোনও একটি যে যে স্থানে থাকে, তাহা বন্ধনিবর্ত্তক হয় না; যেমন স্বাপ্ন বন্ধের নিবর্ত্তক বাক্যজন্য জ্ঞান। ১৬৮।

কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তাদৃশস্য জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ, মায়াঙ্গীকারেণ চেৎ, কিং তদানীং নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম মায়া তিষ্ঠতীতি জানাতীতি ন বা? জানাতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্? ন জানাতীতি চেৎ, অজ্ঞত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চিৎ শক্তিযোগ্যং মায়াঙ্গীকারানন্তরমভ্যুপেয়তে ভবদ্ভিস্তৎপূর্ব্বং মায়াঙ্গীকারানুগুণশক্ত্যভ্যুপগমে নির্ব্বিশেষত্বহানিঃ। ১৬৬।

কিঞ্চ তদানীং কিং মায়াবিলক্ষণং ব্রহ্ম উত অবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্? আদ্যে বস্তুপরিচ্ছেদপ্রসক্তেঃ। দ্বিতীয়ে অঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদিলক্ষণবাক্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। সজাতীয়াদিব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণং তদন্যানিষ্ঠতন্নিষ্ঠধর্ম্মবত্ত্বং হি নান্যথা। ১৬৭।

ন চ শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদন্যায়েনেদমুচ্যতে, অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পত্বারোপবৎ বস্তুনি অবস্তুত্বারোপোঽধ্যারোপঃ। তত্র বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিজড়জাতমবস্তু। অজ্ঞানং

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সজাতীয়াদিভেদশূন্য ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপার সম্ভাবিত নহে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ব্রহ্ম সজাতীয়াদি ভেদশূন্য হইলেও ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া জগদ্ব্যাপার করিতে পারেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মের মায়াঙ্গীকারদশাতে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, মায়া আছে ইহা জানিতে পারেন কি না? ব্রহ্ম মায়াকে জানিতে পারেন এরূপ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞান জ্ঞাতা নহে। ব্রহ্ম মায়াকে জানিলে ব্রহ্মের মায়া-জ্ঞাতৃত্বের আপত্তি হইবে। ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু জ্ঞাতা নহেন। আর যদি ব্রহ্ম মায়াকে না জানেন, তবে ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিতে হইবে। অজ্ঞ ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিবেন কিরূপে? আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ মায়ার অঙ্গীকারের পরে ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার করেন। ব্রহ্মের এই শক্তিমত্তা মায়াঙ্গীকারের পূর্ব্বে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং মায়ার অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়াঙ্গীকারের অনুগুণ শক্তি ব্রহ্মের নাই বলিয়া ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিতে পারেন না। আর যদি মায়ার অঙ্গীকারের পূর্ব্বেই অঙ্গীকারের অনুকূল শক্তি ব্রহ্মে স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিমৎ বলিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে পারিবেন না। ১৬৬।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম কি মায়াবিলক্ষণ? অথবা ব্রহ্ম মায়াত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বৈলক্ষণ্য নাই? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম মায়াভিন্ন হইলে ব্রহ্মে বস্তুপরিচ্ছেদের আপত্তি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত বলিয়া স্বীকার করেন। ভেদের প্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছেদ। সুতরাং ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বের হানি হইবে। আর যদি ব্রহ্ম মায়াত্মক হন, তবে ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এরূপ বলা নিতান্তই নিরর্থক এবং "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি লক্ষণবাক্যও ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। কারণ মায়াত্মক ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ নহেন।

আরও কথা এই যে—লক্ষ্য বস্তুতে লক্ষ্যসমানজাতীয় ও লক্ষ্যবিজাতীয় বস্তুর ব্যাবৃত্তিসিদ্ধির জন্য লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। "সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো হি লক্ষণার্থঃ" ইহাই লক্ষণবিদ্‌গণের উক্তি। প্রদর্শিতরূপ ব্যাবৃত্তি লক্ষণের প্রয়োজন। এজন্য লক্ষণমাত্রই লক্ষ্যভিন্ন অলক্ষ্যে থাকিবে না এবং যাবৎলক্ষ্যে থাকিবে। এরূপ না হইলে লক্ষণই হইতে পারে না। ব্রহ্মের লক্ষণ লক্ষ্য ব্রহ্মে থাকিলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তি হইবে। আর লক্ষ্য ব্রহ্মে না থাকিলে তাহা লক্ষণই হইবে না। ১৬৭।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শিষ্যের উপদেশের জন্য অধ্যারোপাপবাদন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মে লক্ষণের কীর্ত্তন ও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। অধ্যারোপদ্বারা লক্ষণ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব

সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপঞ্চ; অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ। অন্যথা নির্ব্বিশেষস্য কারণত্বাসম্ভবাদিতি বাচ্যম্, তর্হি এবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্টজ্ঞানস্য চ তদন্তর্গতত্বেন শিষ্যার্থং কল্পিতমিত্যপি বক্তুং শক্যত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতশিষ্যস্য কা বা অর্থসিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরিক্তং সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলঃ অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, শুক্তিরজতাদৌ রজতাত্থ্যপাদানপ্রযত্নবৎ, মোক্ষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুকপ্রহ্লাদবামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাচ্চ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্য-জন্যজ্ঞানবৎ ইত্যনুমানাৎ। ১৬৮।

ন চ আচার্য্যতজ্‌জ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেঽপি স্বপ্নদৃষ্টসিংহভয়েন প্রবোধবৎ জ্ঞানোৎপত্তিসম্ভব

সিদ্ধ হইয়া থাকে। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপের মত বস্তুতে অবস্তুত্বের আরোপকে অধ্যারোপ বলে। প্রকৃত স্থলে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু এবং অজ্ঞানাদি জড়বর্গ অবস্তু। অজ্ঞান সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ; এজন্য অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অজ্ঞান সৎও নহে এবং অসৎও নহে এবং সদসৎ-রূপও নহে। এজন্য অজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। সদ্রূপে বা অসদ্রূপে অথবা সদসদ্রূপে নির্ব্বচনের অযোগ্য বলা হয়। এই অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক এবং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ। "অহমজ্ঞ" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ অজ্ঞান স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মভিন্ন জগন্মাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যোপদিষ্ট জ্ঞান এই সমস্তই মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়া মিথ্যা বস্তু। সুতরাং মিথ্যা আচার্য্যের উপদেশদ্বারা মিথ্যা শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র হইতে অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মিথ্যা—এরূপ স্বীকার করিলে মোক্ষের জন্য বেদান্তশ্রবণাদিরূপ প্রযত্ন নিষ্ফলই হইবে। কারণ বেদান্তশ্রবণাদিও অবিদ্যারই কার্য্য। সুতরাং মোক্ষপ্রযত্নও নিষ্ফল হইবে। যেমন রজতার্থী পুরুষের মিথ্যা রজতোপাদানপ্রযত্ন নিষ্ফল হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। আর তাহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ হইবে যে—"মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিরজতাদৌ রজতাত্থ্যপাদান-প্রযত্নবৎ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষপ্রযত্নের ব্যর্থত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য আরও এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—মোক্ষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুকপ্রহ্লাদবামদেবাদিকার্য্যবৎ। ইহার অর্থ—অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষসাধক প্রযত্ন ব্যর্থ হইবে; যেহেতু উক্ত প্রযত্ন কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। যাহা যাহা কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে; যেমন শুক, প্রহ্লাদাদির প্রযত্ন। এইরূপ—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রা-শ্রয়ত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাচ্চ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। ইহার অর্থ—তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান বন্ধের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজন্য, অথবা যেহেতু উক্ত জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যাত্মক, অথবা উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতাতে আশ্রিত, অথবা উক্ত জ্ঞান কল্পিত আচার্য্যের আয়ত্ত শ্রবণজন্য হইয়া থাকে। প্রদর্শিত এই চারিটি হেতুর যে কোনও একটি যে যে স্থানে থাকে, তাহা বন্ধনিবর্ত্তক হয় না; যেমন স্বাপ্ন বন্ধের নিবর্ত্তক বাক্যজন্য জ্ঞান। ১৬৮।

ইতি বাচ্যম্, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। তথাহি দৃষ্টান্তে স্বপ্নসিংহরূপাসদ্‌বিষয়কজ্ঞানং প্রতি সদ্রূপদোষস্য পারমার্থিকস্য কারণত্বম্,জ্ঞানস্য ভয়ং প্রতি ভয়স্য প্রবোধং প্রতি প্রবুদ্ধস্য দেবদত্তস্যাপি পারমার্থিকত্বং চ। দার্ষ্টান্তে তু সর্ব্বস্যাপি মিথ্যাত্বেন দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ। ১৬৯।

অপি চ "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধো নারায়ণঃ প্রথমো গুরুঃ ব্রহ্মণা কল্পিতঃ, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমোঽর্জ্জুনেন কল্পিতঃ, কল্পিতা তদুপদিষ্টা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা ইতি দুঃসিদ্ধান্তোঽয়ং প্রজ্ঞামানিভিঃ কথং ন বিচারণীয়ঃ ? অথৈতৎসিদ্ধান্তনিষ্ঠৈরপি স্বস্বগুরৌ কল্পিতত্বস্যাবশ্যম্ভাবনীয়ত্বাৎ। তথাত্বে চ "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম, গুরুরেব পরা গতিঃ, স হি বিদ্যাতস্তং জানাতি, যচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন" ইত্যাদি-শ্রুতিব্যাকোপাৎ। ন চাজ্ঞানদশায়ামুপদেশাদয়ঃ সত্যা এব, জাতে তু জ্ঞানে "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতের্ন দ্বৈতদর্শনমিতি বাচ্যম্, এবমদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারনষ্টমূলাজ্ঞানতৎকার্য্যস্য দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকোপদেশা-

---

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অদ্বৈতমতে আচার্য্য ও তাহার জ্ঞান কল্পিত হইলেও কল্পিত আচার্য্যের কল্পিত জ্ঞানদ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি হইতে পারিবে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট সিংহের ভয়ে পুরুষের প্রবোধ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সমানজাতীয় হয় নাই। যেহেতু দৃষ্টান্তে স্বপ্নদৃষ্ট সিংহ অসৎ হইলেও এই অসৎ সিংহবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি পারমার্থিক সদ্রূপ দোষ কারণ হইয়াছে এবং পারমার্থিক জ্ঞানই ভয়ের প্রতি কারণ হইয়াছে। সিংহ অসৎ হইলেও তাহার জ্ঞান অসৎ নহে; তাহা সত্যই বটে, সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে সত্য ভয়ের এবং সত্য ভয় হইতে সত্য প্রবোধের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রবুদ্ধ দেবদত্তেরও সত্যত্ব আছে; কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক হইতে বিষম হইয়াছে। ১৬৯।

আরও কথা এই যে—"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ নারায়ণই প্রথম গুরু বলিয়া শিষ্য ব্রহ্মাদ্বারা কল্পিত হইয়াছেন। গীতার উপদেষ্টা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম অর্জ্জুনদ্বারা কল্পিত হইয়াছেন এবং পুরুষোত্তমোপদিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতাও কল্পিত। সুতরাং এতাদৃশ দুষ্ট সিদ্ধান্ত প্রাজ্ঞমানী অদ্বৈতবাদিগণ কেন বিচার করেন না ? যাহারা অদ্বৈত-সিদ্ধান্তনিষ্ঠ, তাঁহাদের মতে তাঁহাদের নিজ নিজ গুরুর কল্পিতত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর গুরু কল্পিত হইলে "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। "এই গুরুই বিদ্যাদ্বারা শিষ্যকে জানিতে পারেন" এই শ্রুতিও বাধিত হইবে। "আচার্য্য হইতে শিষ্যের যে জন্ম হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ" এই শ্রুতির সহিতও বিরোধ হইবে। এইরূপ "বিদ্যাপ্রদ গুরুর প্রতি কখনও দ্রোহ করিবে না" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ ঘটিবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অজ্ঞানদশাতে উপদেশ, গুরু, শাস্ত্র এই সকল সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে দ্বৈতদর্শনের নিবৃত্তি হইলে অদ্বিতীয় আত্ম-সাক্ষাৎকারবান্ গুরুর মূলাজ্ঞান ও তৎকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া গুরুর দ্বৈতদর্শন না থাকায় গুরু উপদেশ করিতে পারিবেন না। কারণ দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকই উপদেশ হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য বাধিত হইলেও বাধিতের অনুবৃত্তিপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর দ্বৈতদর্শন সম্ভাবিত হইবে। আর তাহাতে গুরুর উপদেষ্টৃত্বও সম্ভাবিত হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। তাঁহারা যে বাধিতানুবৃত্তি বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তত্ত্বজ্ঞানকালে বাধিতানুবৃত্তি থাকে

সম্ভবাৎ। বাধিতানুবৃত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি ন বাচ্যম্, সম্যগ্‌জ্ঞানসময়ে বাধিতানুবৃত্তিস্তিষ্ঠতি ন বা? আদ্যে "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্" ইতি প্রমাণবিরোধাৎ। ন হি রজ্জুসাক্ষাৎকারে সর্পভ্রমানুবৃত্তির্দৃষ্টা—ইত্যনুভববিরোধাৎ। দ্বিতীয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানসময়ে দ্বৈতদর্শনকৃতোপদেশস্য সুতরামসম্ভবাৎ। ১৭০।

কিঞ্চ "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" ইতি সাক্ষাৎকারেণাজ্ঞানে নষ্টে কথমর্জ্জুনস্য দ্বৈতদর্শনরূপভগবদনুজ্ঞপ্তিঃ তদ্‌বচনানুগুণকর্ত্তব্যবিষয়িকা ভবিষ্যৎকরণীয়প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধাদিষু প্রবৃত্তিশ্চ সম্ভবতীতি প্রামাণ্যম্। পরমেশ্বরে সর্ব্বথৈব বাধিতানুবৃত্তিকথা দুঃসম্পাদ্যা, তস্যাশ্চাজ্ঞানযোগাৎ, তন্নিবৃত্তিসাধ্যত্বাৎ। ভগবতস্তু সার্ব্বজ্ঞ্যাদিনা স্বভাবতোঽপাস্তদোষত্বেন কথমপ্যসম্ভবাৎ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। দ্বিচন্দ্রদর্শনস্যাপি স্বকরণদোষসদ্ভাবপূর্ব্বকানুবৃত্তিতয়া দৃষ্টান্তীকরণাসম্ভবাচ্চ। অতো মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদর্শনাসম্ভবো ভগবতঃ, অন্যথা "সমস্তদোষরহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্" "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাধাৎ। ১৭১।

অথ রজ্জৌ সর্পবৎ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি আরোপিতস্য প্রপঞ্চস্য কো বা দ্রষ্টা? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ,

---

কি না? যদি থাকে, তবে "জ্ঞানেন চ তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যরূপ প্রমাণের বিরোধ হইবে। উক্ত গীতাবাক্যে জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশই হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। জ্ঞানকালে অজ্ঞানের অনুবৃত্তি স্বীকার করিলে বিরোধই ঘটিবে। রজ্জুর সাক্ষাৎকার হইলে সর্পভ্রমের অনুবৃত্তি দেখা যায় না। সুতরাং বাধিতানুবৃত্তি অনুভববিরুদ্ধও বটে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞানসময়ে বাধিতানুবৃত্তি থাকে না বলিয়া দ্বৈতদর্শনও হইতে পারে না এবং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বক উপদেশও সুতরাং হইতে পারে না। ১৭০।

আরও কথা এই যে—গীতার উপদেশের পরে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" অর্থাৎ হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে ও স্মৃতি লব্ধ হইয়াছে, এইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা অর্জ্জুনের অজ্ঞান নষ্ট হইলেও অর্জ্জুনের দ্বৈতদর্শন থাকিল কিরূপে? দ্বৈতদর্শন না থাকিলে ভগবানের অনুজ্ঞা, ভগবদ্বচনানুসারে অর্জ্জুনে কর্ত্তব্যবিষয়ক প্রতিজ্ঞা এবং যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হইল কিরূপে? এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিপাদক গীতাবাক্যের প্রামাণ্যই বা থাকিল কিরূপে? পরমেশ্বরের বাধিতানুবৃত্তি সর্ব্বথাই দুঃসম্পাদ্য। বাধিতানুবৃত্তি অজ্ঞানসম্বন্ধপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানলেশ না থাকিলে বাধিতানুবৃত্তি হইতে পারে না। যাহার অজ্ঞান ছিল, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাহার অজ্ঞান বাধিত হইলে সেই বাধিত অজ্ঞানেরই অনুবৃত্তি স্বীকার করা হয়। সুতরাং বাধিতানুবৃত্তি অজ্ঞাননিবৃত্তি-সাধ্য। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাতে অজ্ঞানাদি দোষ নাই। সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তিসাধ্য বাধিতানুবৃত্তি ভগবানে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বাধিতানুবৃত্তির সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনের কারণ যে দোষ, সেই দোষের সদ্ভাবকালেই দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিচন্দ্রদর্শন বাধিতানুবৃত্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বাধিতানুবৃত্তিকালে দোষ থাকে না। আর এজন্য ভগবান্ মিথ্যারূপে দ্বৈতবস্তু দর্শন করিয়া থাকেন—এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ মিথ্যাত্বরূপে দ্বৈতদর্শনেও দোষ অপেক্ষিত বলিয়া সমস্ত দোষরহিত ভগবানের পক্ষে তাহা সম্ভাবিত নহে। ভগবানে দ্বৈতদর্শনোপযোগী দোষ স্বীকার করিলে "সমস্ত দোষরহিত বিষ্ণুই পরম পদ" ইত্যাদি শাস্ত্রের ব্যাঘাত ঘটিবে। ১৭১।

জ্ঞানমাত্রস্য কথং দ্রষ্টৃত্বম্? মায়াযোগেনেতি চেৎ, মায়াসম্বন্ধঃ আগন্তুকঃ স্বাভাবিকো বা? আদ্যে ব্রহ্মণো বিভুত্বাভাবপ্রসক্তেঃ। দ্বিতীয়শ্চেৎ তর্হি অগ্রেঽপি মায়াশবলমেবেতি সিদ্ধম্, অদ্বিতীয়বাক্যস্য বিশিষ্টপরত্বম্, সজাতীয়াদিভেদশূন্যত্বহানিশ্চ। ন চ শবলত্বেঽপি অগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতিরিতি বাচ্যম্, কারণাভাবাৎ। ঈক্ষণাভাব এব কারণমিতি চেৎ, তদভাবে কারণং বক্তব্যম্? ইচ্ছৈবেতি চেৎ, তর্হি অগ্রেঽপি ইচ্ছাবিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম্, অদ্বৈতহানিশ্চ। অঙ্গীকরণাৎ প্রাক্ মায়া অস্তি ন বা? নাদ্যঃ, "অজামেকাম্" ইতি শ্রুতিবাধাৎ। তৎকার্য্যভূতজীবকর্ম্মাদ্যভাবেন কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। আদ্যে চ কিমাশ্রিতা সা? ব্রহ্মাশ্রিতা চেৎ, তর্হি সর্ব্বদা বিশিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ। ১৭২।

ন চ মায়ায়া অপারমার্থিকত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। অপরমার্থো নাম কিং মিথ্যা বা ব্রহ্মসমসত্তাকাভাবো বা? নাদ্যঃ, অজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপমিতি স্বসিদ্ধান্তবিরোধাৎ,

---

আরও কথা এই যে—রজ্জুতে সর্পের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আরোপিত প্রপঞ্চের দ্রষ্টা কে হইবে? যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই দ্রষ্টা বলেন, জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? দৃষ্টি ও দ্রষ্টা এক বস্তু নহে। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম মায়ার সম্বন্ধবশতঃ দ্রষ্টা হইতে পারেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে মায়ার সম্বন্ধ কি আগন্তুক? অথবা স্বাভাবিক? আগন্তুক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিভুত্বাভাবপ্রসঙ্গ হইবে। আর স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সর্ব্বদাই মায়াশবলত্ব সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম মায়াশবল বলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বোধক হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যত্ব যাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহার হানি হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম মায়াযুক্ত হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রপঞ্চের অপ্রতীতিতে কোনও কারণ নাই বলিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রপঞ্চের প্রতীতির আপত্তি হইবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ব্রহ্মের ঈক্ষণাভাবই অপ্রতীতিতে কারণ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ঈক্ষণাভাবের কারণ কি? যদি বলা যায়—ব্রহ্মের ইচ্ছাই কারণ। ব্রহ্মের ইচ্ছাপ্রযুক্তই সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈক্ষণ হয় না। ইহাতে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলিলে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ইচ্ছাবিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি ঘটিবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—মায়ার অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়া ছিল কি না? অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়াই যদি না থাকে, তবে "অজামেকাম্" ইত্যাদি শ্রুতির বাধা ঘটিবে। এই শ্রুতিতে মায়াকে অনাদি বলা হইয়াছে, মায়ার জন্ম নাই বলা হইয়াছে। অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়া না থাকিয়া অঙ্গীকারকালে মায়া থাকিলে মায়ার অনাদিত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে—অঙ্গীকারের পূর্ব্বে মায়া না থাকিলে মায়ার কার্য্য জীবের কর্ম্মাদিও থাকিতে পারিবে না। অদৃষ্ট ব্যতীতই জীবের সংসার স্বীকার করিলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশের আপত্তি হইবে। আর যদি অঙ্গীকারের পূর্ব্বেও মায়া থাকে, তবে কাহাতে আশ্রিত হইয়া মায়া থাকিবে?—ইহাই জিজ্ঞাসা। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—ব্রহ্মে আশ্রিত হইয়াই মায়া থাকিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এরূপ বলিলে সর্ব্বদা মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই সিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। ১৭২।

যদি বলা যায়—মায়া অপারমার্থিক বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে না। দুইটি পারমার্থিক বস্তু স্বীকার

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্যা কারণাসত্ত্বে কার্য্যাভাবাচ্চ, অসতঃ কারণত্বাসিদ্ধেঃ। ন চ স্বাপ্নশিরশ্ছেদনকার্য্যং প্রতি স্বাপ্নচৌরস্য কারণত্বদর্শনাৎ নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্, "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" ইতি সূত্রে স্বপ্নজাগরিতয়োঃ বৈধর্ম্ম্যোক্তেঃ, জাগ্রৎসৃষ্টেঃ স্বাপ্নসাদৃশ্যাসম্ভবাৎ। তথা চ "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ইতি সূত্রে যথা কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, তথা কার্য্যমপীতি কার্য্যস্য সত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ। অন্যথা "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্" ইত্যাসুরসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাৎ। "গৌরনাদ্যন্তবতী" "বিকারজননীমজাম্" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধাচ্চ। ন হি মিথ্যাভূতপদার্থঃ অক্ষরত্ব-ধ্রুবত্বাদিশব্দৈঃ ব্যপদিশ্যতে। ১৭৩।

দ্বিতীয়ঃ পক্ষ ইষ্টাপন্নঃ, অস্মাভিরপি মায়ায়াঃ কৌটস্থসত্তানভ্যুপগমাৎ, পরিণামাদিবিকারবত্ত্বাচ্চ। অতএবানৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে। তৎকার্য্যমপি অনিত্যত্বাবির্ভাবতিরোভাবাদিনা স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তৈরুপচর্য্যতে বিরাগাদিজননার্থম্। ন হি উৎপত্তিবিনাশযোগো মিথ্যাত্বে নিয়ামকম্, কিন্তু অনিত্যত্বে এব, "অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ" "আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়" "আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ" "অনিত্যমসুখং লোকম্" ইত্যাদিনা

করিলেই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গের আপত্তি হইতে পারে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অপরমার্থ বস্তুটি কি? যাহা মিথ্যা, তাহাই কি অপরমার্থ? অথবা যাহাতে ব্রহ্মের সমানসত্তা নাই, তাহাই অপরমার্থ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী ও ভাবরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু অজ্ঞানকে মিথ্যা বলেন নাই। সুতরাং অপরমার্থ বস্তুকে মিথ্যা বলিলে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। এই অপরমার্থ মায়া বা অজ্ঞানকে মিথ্যা স্বীকার করিলে মিথ্যা বস্তুর কার্য্যজনকত্ব সম্ভাবিত নহে বলিয়া "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতে যে প্রকৃতির জগৎকারণতা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইবে; যেহেতু মিথ্যা বস্তু কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতি মিথ্যা হইলে তাহা হইতে জগদ্রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারিত না। মিথ্যা বস্তু অসৎ; অসতের কারণত্ব অসিদ্ধ। যদি বলা যায়—মিথ্যা বস্তুর কারণত্ব অসিদ্ধ নহে; কারণ স্বাপ্ন চোরদ্বারা স্বাপ্ন শিরশ্ছেদরূপ কার্য্য উৎপন্নই হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এই সূত্রে স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার বৈধর্ম্ম্য বলা হইয়াছে। জাগ্রৎ-সৃষ্টিতে স্বাপ্ন সাদৃশ্য নাই। সুতরাং "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে—যেমন কারণ ব্রহ্ম তিন কালেই সত্ত্বের ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম তিন কালেই সৎ, এইরূপ কার্য্যও সত্ত্বের ব্যভিচার করে না বলিয়া সৎই বটে। উক্ত সূত্রে শাঙ্করভাষ্যে কার্য্যের সত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জাগ্রৎসৃষ্টিকে স্বাপ্ন সৃষ্টি সদৃশ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত সূত্র ও ভাষ্য বিরুদ্ধ হইবে। যাঁহারা জাগ্রৎ-সৃষ্টিকে মিথ্যা স্বীকার করেন, তাঁহাদের আসুরসিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে হইবে। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্" ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ জগতের মিথ্যাত্ববাদকে আসুর-সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "বিকারজননীমজাম্" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। প্রদর্শিত শাস্ত্রে জগৎপ্রকৃতির অক্ষরত্ব ধ্রুবত্বাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জগৎপ্রকৃতি মিথ্যাভূত হইলে এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইত না। ১৭৩।

আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের সমানসত্তাক নহে বলিয়া স্বীকার করা যায়, আর এজন্যই তাহাকে অপরমার্থ বলা যায়, তবে এই পক্ষ আমাদের ইষ্টই বটে। আমরাও মায়ার কূটস্থ সত্তা স্বীকার করি না। মায়া পরিণামাদি বিকারবিশিষ্ট। পরিণামাদি বিকার আছে বলিয়াই মায়াতে অনৃত, মিথ্যা

অনিত্যত্বস্যৈব গানাৎ। কিঞ্চ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিরপি বস্ত্বন্তরবিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বমাহ। শ্রুত্যর্থস্তু—ইদং বিভক্তনামরূপং বহুত্বাবস্থং জগৎ প্রাগেকমেবাবিভক্তনামরূপতয়া একাবস্থাপন্নমেবাদ্বিতীয়ম্ আধারান্তরশূন্যঞ্চ সদেবাসীদিতি মূলমনাধারমিত্যাদিনা ঐকার্থ্যাৎ। সচ্ছব্দঃ অসৎকার্য্যব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। এবকারেণ বহুস্যামিতি সৃজ্যমানকার্য্যবহুত্বাবস্থা ব্যপদিশ্যতে। সর্ব্বাসাং কারণবাচকশ্রুতীনামেকবাক্যার্থত্বাবশ্যম্ভাবাৎ। তত্র "বিষ্ণুস্তদাসীৎ হরিরেব নিষ্কলঃ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ" "কিং তদাসীৎ নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ" "মূলমনাধারম্" "ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যনুসারাৎ "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" ইতি নামরূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ চায়মেব শ্রুত্যর্থঃ। অন্যথা পরস্পরব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ। বারাহে চ—"মত্ত্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥" ভারতে চ—"ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে। অভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥ একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তদানীং সূক্ষ্ম-

---

প্রভৃতি পদের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই পরিণামী মায়ার কার্য্যও অনিত্য এবং আবির্ভাব-তিরোভাবযুক্ত বলিয়া এই কার্য্যকে স্বপ্নসদৃশ বলা হইয়া থাকে। মায়াতে অনৃত পদের এবং মায়াকার্য্যে স্বপ্নরূপতার যে উপচার করা হয়, তাহা বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যই করা হয়। মায়াকার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়া মায়াকার্য্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। উৎপত্তি ও বিনাশ মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে; কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। "অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ" "আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়" "আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ" "অনিত্যমসুখং লোকম্" ইত্যাদি গীতাবাক্যদ্বারা অনিত্যত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই।

আরও কথা এই যে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিও বস্ত্বন্তরবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতির অর্থ এই যে—এই পরিদৃশ্যমান বিভক্ত নামরূপযুক্ত বহুত্বাবস্থ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অর্থাৎ অবিভক্ত নামরূপ বলিয়া একাবস্থাপন্নই ছিল এবং তাহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ আধারান্তরশূন্য সৎস্বরূপ ছিল। "মূলমনাধারম্" ইত্যাদি উক্তির সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত অদ্বিতীয় শ্রুতিরও প্রদর্শিতরূপ অর্থই হইবে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে সচ্ছব্দ অসৎ কার্য্যের ব্যাবৃত্তির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ নহে; কিন্তু সৎ। আর "এব"কারদ্বারা "বহুস্যাম্" এই শ্রুতিবোধিত সৃজ্যমাণ কার্য্যের বহুত্বাবস্থা উক্ত হইয়াছে। কারণবাচক সমস্ত শ্রুতির একবাক্যতা সম্পাদন অবশ্য অপেক্ষিত বলিয়া "বিষ্ণুস্তদাসীৎ হরিরেব নিষ্কলঃ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" "ন ব্রহ্মা নেশানঃ" "কিং তদাসীন্নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ" "মূলমনাধারম্" "ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে অদ্বিতীয় শ্রুতির প্রদর্শিত অর্থই বুঝিতে হইবে। "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" এই শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টিতে কার্য্যের নামরূপব্যাকরণমাত্রই বলা হইয়াছে; কিন্তু অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি বলা হয় নাই। অদ্বিতীয় শ্রুতির প্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ না করিলে সৃষ্টিশ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ ঘটিবে। বরাহপুরাণেও বলা হইয়াছে যে—"আমাতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সকল বস্তু আমাতেই লয় হয় বলিয়া আমি অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ।" মহাভারতেও বলা হইয়াছে যে—"ব্রহ্মাদি প্রলীন হইলে চরাচর লোক নষ্ট হইলে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে প্রকৃতি প্রলীন হইলে মহান্ এক সর্ব্বাত্মা প্রভু নারায়ণ অবস্থিত থাকেন।" এই সমস্ত স্মৃতি অনুসারে প্রলয়কালে সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম থাকেন বলিয়া "সদেব সৌম্যেদম্" এই শ্রুতিরও "সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম ছিলেন" এইরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব অর্থ বুঝিতে হইবে।

চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম আসীদিতি বিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। অন্যথা জীবাভাবে কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাৎ। কর্ম্মাভাবে বিষমসৃষ্ট্যসিদ্ধেশ্চ। "নাত্মাশ্রুতেঃ" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি শাস্ত্রাৎ। ১৭৪।

ন চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্তি-বিধানাৎ অভেদ এব জীবব্রহ্মণোরঙ্গীকার্য্য ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। সঙ্কল্পপূর্ব্বকং জীবভবনং নির্ব্বিশেষ-স্যাভিপ্রেতম্, উপহিতস্য বা? নাদ্যঃ, তস্য সঙ্কল্পশূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, শুদ্ধসত্ত্বোপাধিকস্য মলিনসত্ত্বো-পাধিকঃ সংসারী স্যামিতি সঙ্কল্পো ন যুজ্যতে। ন হি অনুন্মত্তঃ স্বস্যানর্থং সঙ্কল্পয়তি। কিঞ্চ সঙ্কল্পেঽপি উপহিতঃ স্বোপাধিপরিত্যাগেন অন্যথাভবনে যদি ঈশ্বরঃ, তর্হি নির্ব্বিশেষ এব কিং ন স্যাৎ। ন চ বিদ্যো-পাধিবিশিষ্টস্যৈবাধিকত্বং সম্ভবতি, বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সাঙ্কর্য্যাপত্তেঃ। তয়োরত্যন্তবিরোধেন সামানাধিকরণ্যা-

---

আর অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ স্বীকার না করিয়া যদি "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন" এইরূপ বলেন, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে জীব ছিল না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে এবং জীবের কর্ম্মও ছিল না বলিতে হইবে। আর সৃষ্টিকালে জীব ও তাহার কর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে কৃতনাশ ও অকৃতা-ভ্যাগমের প্রসঙ্গ হইবে এবং কর্ম্ম না থাকিলে বিষমসৃষ্টিও অনুপপন্ন হইবে। আর তাহাতে "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই ব্রহ্মসূত্র, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" এই শ্রুতি, "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রও অনুপপন্ন হইবে। প্রথম সূত্র ও শ্রুতিদ্বারা জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা প্রলয়দশাতে জীবের কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১৭৪।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরই জীবভাবপ্রাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এজন্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদই স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই কি সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীবভাব প্রাপ্ত হন? অথবা উপহিত ব্রহ্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সঙ্কল্পরহিত। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ উপহিত ব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্বোপাধিক; শুদ্ধ সত্ত্বোপাধিক ব্রহ্মের "মলিনসত্ত্বোপাধিক সংসারী জীব হইব" এইরূপ সঙ্কল্পই হইতে পারে না। কোনও অনুন্মত্ত সুস্থচিত্ত পুরুষ কখনও নিজের অনর্থের সঙ্কল্প করে না।

আরও কথা এই যে—উপহিত ব্রহ্মের সঙ্কল্পে উপহিত ব্রহ্ম নিজের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অন্যথাভাবপ্রাপ্তিতে যদি সমর্থ হন, তবে উপহিত ব্রহ্ম না বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিলেই বা আপত্তি কি? শুদ্ধসত্ত্বোপাধিক ব্রহ্মকে বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট বলা হয় এবং মলিনসত্ত্বোপাধিক জীবকে অবিদ্যোপাধিক বলা হয়। এই বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই যদি অবিদ্যোপাধিবিশিষ্ট হন, তবে বিদ্যাই অবিদ্যা হয় ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে বিদ্যা ও অবিদ্যার সাঙ্কর্য্যাপত্তি হইবে এবং বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অবিদ্যোপাধিক জীব হইতে আধিক্যও থাকিবে না। বিদ্যা ও অবিদ্যা অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বিদ্যোপহিত ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যোপহিত জীবের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতিপাদন অত্যন্ত অসম্ভব। সর্ব্বজ্ঞই সংসারী ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা কখনও হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" এই শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরকে জীবের শাস্তা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর জীবাভিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজেই নিজের শাস্তা—এইরূপ অর্থ হইবে; কিন্তু এইরূপ অর্থ অত্যন্ত অসম্ভব। যেমন

সম্ভবশ্চ, সর্ব্বজ্ঞঃ সংসারীতি মহদ্বিরোধাৎ। কিঞ্চ "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যনেন স্বস্য স্বয়মেব শাস্তা ইত্যসম্ভবঃ, অগ্নিরাত্মানং দহতীতিবৎ। ১৭৫।

কিঞ্চ স্বস্মাদভিন্নং জীবং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি ন বা? নাদ্যঃ, স্বস্মাদভিন্নস্য দুঃখং স্বদুঃখমেবেতি জানতস্তদ্ধিতাকরণাসম্ভবাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মণো জীবত্বে স্বেনৈব স্বাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তস্যৈব মোক্ষ্যমাণত্বাৎ, তত্তদবিদ্যাকল্পিতানাং মোক্ষার্থং শ্রবণাদিপ্রযত্নোপদেশো ব্যর্থঃ এবাবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, শুক্তিরজতাদৌ রজতাদ্যা-পাদনপ্রযত্নবৎ। ১৭৬।

কিঞ্চ ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পাৎ প্রাক্ জীবাঃ সন্তি ন বা? নান্ত্যঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, "অজো হ্যেকঃ" "ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে" ইত্যাদিশাস্ত্রব্যাকোপাচ্চ। নাদ্যঃ, তর্হি জীববিশিষ্টস্য এবাভ্যুপগমাৎ। তর্হি কথং তত্ত্বমস্যাদিনা তদৈক্যোপদেশ ইতি চেন্ন, শাস্ত্রে উভয়থা

অগ্নি আত্মাকে দগ্ধ করে এরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ এক বস্তুই দাহ্য ও দাহক হয় না, এইরূপ এক বস্তু শাস্য ও শাসক হয় না। ১৭৫।

আরও কথা এই যে—জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে নিজের সহিত অভিন্ন জীবকে ব্রহ্ম জানেন কি না? জানেন এইরূপ বলা যায় না। কারণ নিজের সহিত অভিন্ন জীবের দুঃখ নিজেরই দুঃখ, এইরূপ জানিয়াও জীবের হিতের অকরণ অসম্ভব। হিতকরণে সমর্থ পুরুষ নিজের অহিত করে না। আর তাহাতে জীবের দুঃখবহুল সংসারই হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তবে ব্রহ্ম নিজেই নিজের অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ইহাই বলিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন—জীব ব্রহ্মরূপ হইলেও অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত ভেদ আছে বলিয়া প্রদর্শিত দোষ হইবে না। এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা জীবের মোক্ষের জন্য শ্রবণাদি প্রযত্নের উপদেশ ব্যর্থই হইয়া যাইবে। কারণ অবিদ্যাকল্পিত জীব মিথ্যা; এই মিথ্যা বস্তুকে উপদেশ করিলেও মিথ্যা জীব শ্রবণাদি প্রযত্ন সম্পাদন করিতে পারিবে না। যেমন মিথ্যা শুক্তিরজত রজতভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিতে পারে না। ১৭৬।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্ব্বে জীবসমূহ ছিল কি না? তখন জীবসমূহ যদি না থাকিত, তবে জীবের সংসারই হইতে পারিত না। জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে কৃতনাশপ্রসঙ্গ ও অকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গরূপ দোষদ্বয় হইবে। আর তাহাতে "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। আর যদি ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্ব্বে জীব ছিল স্বীকার করা যায়, তবে ত জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—জীব ও ব্রহ্ম যদি ভিন্ন হয়, তবে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশ হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ এই উভয়রূপ উপদেশই দেখা যায়। স্রষ্টৃত্ব সৃজ্যত্ব, নিয়ন্তৃত্ব নিয়ম্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য ও পরাধীনত্বাদিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আছে। ব্রহ্ম স্রষ্টা, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র এবং জীব সৃজ্য, নিয়ম্য, অল্পজ্ঞ ও পরাধীন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আছে এবং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদও প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ

ব্যপদেশো দৃশ্যতে। তত্র স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়ম্যত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাল্পজ্ঞত্ব-স্বাতন্ত্র্য-পরাধীনত্বাদিনা ভেদঃ, তত্ত্বমস্যাদিনা চাভেদঃ। তয়োর্মুখ্যত্বসিদ্ধয়ে ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ "অংশো নানা" ইতি সূত্রাৎ, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি ভগবদ্‌বচনাচ্চ। ১৭৭।

ন চ একবস্ত্বেকদেশবাচকঃ অংশশব্দঃ, ব্রহ্মণো নিরবয়বত্বেন ত্বয়াপি নিরংশত্বমেব এষ্টব্যম্, অন্যথা অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, তদ্‌গতদোষাণাং ব্রহ্মণ্যেব প্রাপ্তিপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি বাচ্যম্, বিশেষণরূপাংশাভ্যুপগমাৎ। যথা—গবাশ্বগতশুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং গোত্বাদিবিশেষণানি অংশাঃ, যথা বা দেহিনো মনুষ্যাদি-দেহঃ অংশঃ, তদ্বদেকবস্ত্বেকদেশত্বং হি অংশত্বম্, বিশিষ্টস্য একবস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ—বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ং বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণবিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে। এবং জীবপরয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ অংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে। এবং তয়োর্বৈলক্ষণ্যস্বভাবপরা ভেদশ্রুতয়ঃ। পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তমাশ্রিত্যাভেদশ্রুতয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে, ইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্ত্বমস্যাদি শব্দানাং জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ মুখ্যার্থত্বমেব। ১৭৮।

ও অভেদ উভয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ ভেদ ও অভেদের অবিরোধ উপপাদনের জন্য জীব ব্রহ্মের অংশ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই গীতাবাক্যদ্বারা জীব ব্রহ্মের অংশ ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৭৭।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। কারণ "অংশ"শব্দ বস্তুর একদেশবাচক। ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া ব্রহ্ম যে নিরংশ ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম সাংশ বস্তু হইলে ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে অংশ জীবগত দোষদ্বারা অংশী ব্রহ্মও দুষ্ট হইয়া পড়িবেন অর্থাৎ ব্রহ্মেও জীবগত দোষের প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্মের একদেশ নহে। একদেশ অভিপ্রায়ে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয় নাই; কিন্তু বিশেষণ অভিপ্রায়েই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। যেমন গোত্বাদিবিশিষ্ট ধর্ম্মীর গোত্বাদি বিশেষণ উক্ত ধর্ম্মীর অংশ বলা হয়, যেমন গো অশ্ব প্রভৃতির শুক্ল নীলাদি বিশেষণকে গবাশ্বাদির অংশ বলা হয়, এইরূপ চিদ্রূপ জীববিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ জীবকে বলা হইয়া থাকে। বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ। অথবা দেহী জীবের মনুষ্যাদি দেহ যেমন অংশ, সেইরূপ এই শরীরী ব্রহ্মের জীব শরীর বলিয়া তাহা ব্রহ্মের অংশ। এক বস্তুর একদেশকে অদ্বৈতবাদিগণ অংশ বলিয়াছেন। এক বিশিষ্ট বস্তুর বিশেষণ একদেশ বলিয়া অংশ হইতেই পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারেও বিশেষণকে অংশ বলা যাইতে পারে। আর এজন্যই পণ্ডিতগণ বিশেষণ ও বিশেষ্যকে বিশিষ্ট বস্তুর অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহা বিশেষণাংশ এবং ইহা বিশেষ্যাংশ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিশেষণ ও বিশেষ্যের অংশাংশিভাব থাকিলেও যেমন স্বভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায়, এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব ও স্বভাবভেদ উপপন্ন হইয়া থাকে। আর এইরূপে জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের স্বভাববৈলক্ষণ্যতাৎপর্য্যক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর বিশেষণ জীব বিশেষ্য ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ পৃথক্ সিদ্ধির অযোগ্য বলিয়া বিশেষণ জীবপ্রতিপাদক শব্দ বিশেষ্য পর্য্যন্তের প্রতিপাদক হইয়া থাকে বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণের

ন চ সন্মাত্রং ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যয়া তিরোহিতং সৎ জীবত্বং ভজতে, তন্নাশে চ স্বরূপাপত্তির্মোক্ষ ইতি, "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥" ইতি বচনাদিতি বাচ্যম্, নিত্যমুক্তাখণ্ডৈকরস-প্রকাশ-নির্ব্বিশেষ-নিরংশজ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ। প্রকাশমাত্রৈকস্বরূপস্য জ্ঞানস্য তিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাৎ। তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিদ্যমানে তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ, প্রকাশ এব চ স্বরূপম্, তস্য তিরোধানে স্বরূপনাশ এব, ইতরথা তদসম্ভব ইত্যর্থঃ। ১৭৯।

ন চ প্রকাশস্য নিত্যত্বেঽপি তদ্বৈশদ্যমাত্রং তিরোহিতমিতি বাচ্যম্, বৈশদ্যং স্বরূপতঃ অভিন্নং ভিন্নং বা? নাদ্যঃ, উক্তদোষস্য তাদবস্থ্যাৎ। দ্বিতীয়ে সবিশেষত্বাপত্তেঃ। শ্লোকার্থস্তু—যথা শব্দগুণকো মহাবকাশপ্রদ আকাশো ঘটাকাশাবস্থায়ামল্পাবকাশপ্রদত্বেন বর্ত্তমানো ঘটদোষাসংস্পৃষ্টঃ অবতিষ্ঠতে, ঘটে ভিন্নে তু পুরাকাশো মহাবকাশপ্রদঃ স্যাৎ। যথা স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকঃ অসংসারী জীবঃ সংসারদশায়ামল্পজ্ঞোঽনীশঃ, তথাপি জন্মমরণাদিদেহধর্ম্মবর্জ্জিত এব অবতিষ্ঠতে, দেহে মৃতে স্থূলসূক্ষ্মোপাধি-

---

বিশেষণপর্য্যন্ততাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসিদ্ধান্ত। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জীবশরীরক ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় বলিয়া উক্ত বাক্যের একার্থাভিধায়িত্বরূপ মুখ্যার্থত্বও সিদ্ধ হয়। ১৭৮।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাদ্বারা তিরোহিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তিরোধায়ক অবিদ্যার নাশে জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপাপত্তিরূপ মোক্ষ জীবের হইয়া থাকে। "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ" এইরূপ শাস্ত্রবাক্য হইতেও প্রদর্শিতরূপ সিদ্ধান্তই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন পূর্ব্ববৎ আকাশই হইয়া থাকে, এইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও জীব পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মই হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের অবিদ্যাদ্বারা তিরোধান সম্ভাবিত নহে। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, অখণ্ডৈকরস প্রকাশস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, নিরংশ ও জ্ঞানমাত্র বলিয়া অবিদ্যাদ্বারা তাঁহার তিরোধান অসম্ভব। প্রকাশমাত্রস্বরূপ জ্ঞানের তিরোধানে জ্ঞানের স্বরূপনাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। কারণ বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া সেই বস্তুর প্রকাশনিবৃত্তিকেই তিরোধান বলে। প্রকাশই যে বস্তুর স্বরূপ, তাহার তিরোধানে স্বরূপনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপনাশ না হইলে প্রকাশমাত্রস্বরূপ বস্তুর তিরোধান হইতে পারে না। ১৭৯।

যদি বলা যায়—প্রকাশ নিত্য হইলেও প্রকাশের বৈশদ্যমাত্রই অবিদ্যাদ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—প্রকাশের বৈশদ্য কি প্রকাশ হইতে অভিন্ন? অথবা ভিন্ন? অভিন্ন বলিলে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে অর্থাৎ প্রকাশের স্বরূপনাশের আপত্তি হইবে। আর বৈশদ্য প্রকাশ হইতে ভিন্ন হইলে প্রকাশের সবিশেষত্বাপত্তি হইবে। অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত শ্লোকের অর্থ এই যে—মহা-অবকাশপ্রদ শব্দগুণক আকাশ ঘটাকাশাবস্থাতে অল্পাবকাশ-প্রদরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ঘটদোষদ্বারা অসংস্পৃষ্টরূপে অবস্থান করে। ঘট ভগ্ন হইলে পূর্ব্বে আকাশ যেমন মহা অবকাশ-প্রদ ছিল, তাহাই হয়। জীব স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবিশিষ্ট অসংসারী হইলেও সংসারদশাতে অল্পজ্ঞ ও অনীশ অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। তথাপি ঘটাকাশ যেমন ঘটদোষদ্বারা অসংস্পৃষ্ট থাকে, এইরূপ সংসারদশাতে জীব দেহধর্ম্ম জরামরণাদিদ্বারাও অসংস্পৃষ্ট হইয়াই অবস্থান করে। দেহ বিনষ্ট হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি নিবৃত্ত হইলে জীব পুনরায় ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" এই সূত্রানুসারে আবির্ভূতগুণাষ্টক জীব বৃহদ্গুণ-

নিবৃত্তৌ পুনর্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" ইত্যনুসারেণ আবির্ভূতগুণাষ্টকো বৃহদ্গুণবিশিষ্টো ভবতীতি। "ব্রহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি, স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ১৮০।

ন চ "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইতি পরজীবয়োরৈক্যশ্রবণমিতি বাচ্যম্, "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন চান্তরম্" ইতি স্বাপদশায়াং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞেন ব্রহ্মণা নিরস্তসমস্তশ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তরজ্ঞানলোপঃ শ্রূয়তে। ন কিঞ্চিদ্জ্ঞস্য তদানীমেব সর্ব্বজ্ঞেন সতা স্বেন পরিষঙ্গঃ সম্ভবতি। "সতা সৌম্য" ইত্যত্রাপি ন জীবপরয়োরৈক্যমুচ্যতে, অপি তু সুষুপ্তৌ নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয় ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে। স্বমপীতো ভবতি স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি, ন তু স্বস্মিন্নেব স্বস্য লয়ঃ সম্ভবতি, সতেতি তৃতীয়াস্বারস্যাৎ। সম্পত্তিশব্দস্য পরিষঙ্গশব্দৈকার্থ্যাৎ ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" ইতি সূত্রাৎ। তস্মাৎ চেতনাচেতনবস্তুজাতং পরব্রহ্মবিশেষণভূতম্, তদুভয়বিশিষ্টং সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যচিন্ত্যাপরিমিতকল্যাণগুণাকরং জগদুদয়বিলয়াদ্যভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণং ব্রহ্মেতি। তত্র চেতনবিশিষ্টং চ অচেতনবিশিষ্টং চ বিশিষ্টে তয়োরদ্বৈতং বিশিষ্টাদ্বৈতমিত্যাচক্ষতে। তত্রৈব বেদান্তানাং সমন্বয় ইতি রাদ্ধান্তঃ। ১৮১।

যুক্ত ব্রহ্ম হইয়া থাকে। অপহতপাপ্মত্ব, বিজরত্ব, বিমৃত্যুত্ব প্রভৃতি ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত আটটি গুণযুক্ত হইয়া জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। "ব্রহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি, স চ আনন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রদর্শিতরূপ অর্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৮০।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—"সতা সোম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন চান্তরম্" এই শ্রুতি সুষুপ্তিদশায় জীবের সমস্ত শ্রম নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং বাহ্য ও আন্তর জ্ঞানের লোপ হইয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের পরিষঙ্গপ্রযুক্তই জীবের উক্তরূপ অবস্থা হইয়া থাকে এইরূপই বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহা কিছুতেই হইতে পারে না যে—কিঞ্চিজ্জ্ঞ জীব সুষুপ্তিদশাতে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া নিজের সহিত পরিষক্ত হইয়া থাকে। "সতা সৌম্য !" এই শ্রুতিতেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বলা হয় নাই ; কিন্তু সুষুপ্তিতে জীবের নাম-রূপের অনুসন্ধান থাকে না বলিয়া প্রলয়দশার মত সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মে লয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "স্বমপীতো ভবতি" এই শ্রুতিতে স্বাত্মা ব্রহ্মে জীব লীন হয়—ইহাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু জীবের মধ্যেই জীব লীন হয়—এইরূপ বলা হয় নাই এবং ইহা সম্ভাবিতও নহে। "সতা সৌম্য" এই তৃতীয়া বিভক্তিদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু জীবে জীবের লয় প্রতিপাদিত হয় নাই। "সতা সম্পন্নো ভবতি" এই শ্রুতিতে "সম্পত্তি" শব্দ পরিষঙ্গ অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু স্বরূপৈক্য অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" এই সূত্র অনুসারে ব্রহ্মপরিষঙ্গই জীবের হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐক্য হইতে পারে না। সুতরাং চেতনাচেতন বস্তুসমূহ পরব্রহ্মের বিশেষণ। চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য অপরিমিত কল্যাণগুণের আকর ও জগতের উৎপত্তি-লয়াদির অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ ব্রহ্ম, ইহাই সিদ্ধ হইল। এইরূপ সিদ্ধান্তে বিশিষ্টাদ্বৈত শব্দের বিগ্রহবাক্য এইরূপ হইবে যে—"চেতনবিশিষ্টং চ অচেতনবিশিষ্টং চ বিশিষ্টে, তয়োরদ্বৈতং বিশিষ্টাদ্বৈতম্" অর্থাৎ চেতনবিশিষ্ট ও অচেতনবিশিষ্ট—এই বিশিষ্টদ্বয়, তদুভয়ের অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয়াভাব—ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। আর তাহাতেই সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়া থাকে। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। ১৮১।

অত্র ক্রমঃ—এতদুক্তির্ন রমণীয়া বিশেষণাসম্ভবাৎ। তথাহি—ব্যাবর্ত্তকত্বং তাবৎ বিশেষণত্বম্, যথা "রামো দাশরথিঃ" ইত্যাদিপ্রয়োগে রামশব্দো হি ভার্গববলরামরঘুনাথেষু ত্রিষপি শক্তস্তদুচ্চারণে ত্রয়াণাম-প্যুপস্থিতিঃ সমানা, তৎপরত্বাৎ তস্য "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ ইতি ন্যায়াৎ। তত্র দাশরথিশব্দো দ্বাভ্যাং ব্যাবর্ত্ত্যাভ্যাং ব্যাবৃত্তং রঘুনাথমুপস্থাপয়তি। এবঞ্চ ভার্গববলরামৌ তেন ব্যাবৃত্তৌ স্তঃ; দাশরথিশব্দস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ বিশেষণত্বম্, তেন শ্রীরঘুনাথশ্চ ব্যাবৃত্তঃ। তথাচ ব্যাবর্ত্তকস্য বিশেষণস্য ব্যাবৃত্তয়োঃ সতোঃ সাফল্যাৎ সামঞ্জস্যমিতি বিদুষাং প্রক্রিয়া। প্রকৃতে তু চেতনাচেতনাত্মকবিশেষণয়োঃ সতোরপি ব্যাবৃত্তরূপে বিশেষে ব্রহ্মণি সত্যপি ব্যাবর্ত্ত্যস্য অন্যপদার্থস্য অভাবাদ্বিশেষণসংগ্রহস্য নিষ্ফলত্বমেব। চেতনাচেতননিয়ন্তৃভ্যঃ পদার্থেভ্যস্তত্ত্বত্রয়েভ্যো ভবতামপি তত্ত্বান্তরানভ্যুপগমাৎ। ব্যাবৃত্তব্যাবর্ত্ত্যসদ্ভাবসাপেক্ষত্বনিয়মাদ্বিশেষণ-সাফল্যস্য, ব্যাবর্ত্ত্যাভাবে ব্যাবৃত্তাসিদ্ধৌ বিশেষণাসিদ্ধেঃ কুতো বিশিষ্টত্বম্। ১৮২।

কিঞ্চ বিশেষণরঞ্জিতবিশেষ্যজ্ঞানহেতুত্বং বা বিশেষণত্বম্, "স্ববুদ্ধ্যা রজ্যতে যেন বিশেষ্যং তদ্বিশেষণম্"

এই বিশিষ্টাদ্বৈত মত খণ্ডন করিবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন—"অত্র ক্রমঃ" অর্থাৎ এই প্রদর্শিত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণের সিদ্ধান্তের উপরে বলিতেছি—এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ চেতন জীব ও অচেতন জড়বর্গ ব্রহ্মের বিশেষণ হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে,—ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মকেই বিশেষণ বলা হয়। যেমন "রামো দাশরথিঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে রাম শব্দের পরশুরাম, বলরাম ও শ্রীরাম এই তিনেই শক্তি আছে বলিয়া রাম শব্দ উচ্চারণ করিলে সমানভাবে এই তিনেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই তিন জনেই রাম শব্দের শক্তি আছে বলিয়া রাম শব্দ এই ত্রিতয়তাৎপর্য্যক। এজন্য "দাশরথি" শব্দদ্বারা ভার্গব ও বলরাম হইতে ব্যাবৃত্ত রঘুনাথ শ্রীরামের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষণ দাশরথি শব্দ ভার্গব ও বলরামের ব্যাবর্ত্তক। এই উভয়ব্যাবৃত্ত রঘুনাথই দাশরথিরূপ বিশেষণ-যুক্ত রামপদদ্বারা বোধের বিষয় হইয়া থাকে। দাশরথি শব্দ ব্যাবর্ত্তক বলিয়া বিশেষণ এবং ব্যাবৃত্ত শ্রীরঘুনাথ। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে রঘুনাথে পরশুরাম ও বলরামের ব্যাবৃত্তি আছে বলিয়া দাশরথি শব্দ ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ হইয়াছে। ব্যাবৃত্তি সম্ভাবিত হইলেই ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের সাফল্য হইয়া থাকে, ইহাই বিদ্বজ্জনের প্রক্রিয়া। প্রকৃত স্থলে চেতন ও অচেতনরূপ বিশেষণ থাকিলেও এবং ব্যাবৃত্ত ব্রহ্ম থাকিলেও উক্ত বিশেষণ দুইটি কাহার ব্যাবর্ত্তক হইয়াছে? ব্যাবর্ত্ত্য হইবে কে? দাশরথিরূপ বিশেষণদ্বারা পরশুরাম ও বলরাম ব্যাবর্ত্ত্য হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে ব্যাবর্ত্ত্য অন্য পদার্থ প্রসিদ্ধ নাই। চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ; এই বিশেষণদ্বারা ব্যাবৃত্ত ব্রহ্ম; ব্যাবর্ত্তক ও ব্যাবৃত্ত ভিন্ন ব্যাবর্ত্ত্য কেহ নাই। বিশেষণকে ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক বলা হয়; ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগীকে ব্যাবর্ত্ত্য বলা হয়। আর ব্যাবৃত্তির আশ্রয়কে ব্যাবৃত্ত বলা হয়। ভেদই ব্যাবৃত্তি। ভেদ প্রতিযোগী ও অনুযোগী সাপেক্ষভাবে নিরূপিত হইয়া থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণের মতে ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ আছে, ব্যাবৃত্তিও আছে এবং ব্যাবৃত্তির আশ্রয় ব্যাবৃত্তও আছে; কিন্তু ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগী ব্যাবর্ত্ত্য প্রসিদ্ধ নাই। চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ব্যাবর্ত্ত্য বলিয়া কোনও বস্তুই নাই। সুতরাং ব্যাবর্ত্ত্য অপ্রসিদ্ধ বলিয়া চিৎ ও অচিৎকে বিশেষণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এই মতে চেতন, অচেতন ও নিয়ন্তা এই তিনটি তত্ত্ব ভিন্ন তত্ত্বান্তর স্বীকৃতই নহে। সুতরাং ব্যাবর্ত্ত্য সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ। ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্ত্য উভয়ের সদ্ভাব থাকিলেই বিশেষণ সফল হইয়া থাকে। বিশেষণের সাফল্য ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্ত্যকে নিয়ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। ব্যাবর্ত্ত্য না থাকিলে ব্যাবৃত্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বিশেষণই অসিদ্ধ। আর বিশেষণের অসিদ্ধিতে বিশিষ্টই অসিদ্ধ। ১৮২।

ইতি বচনাৎ। যথা "অতসীপুষ্পসঙ্কাশো গোবিন্দঃ" ইত্যত্র অতসীপুষ্পসাদৃশ্যবিশেষণজন্যজ্ঞানেন গোবিন্দ-পদার্থো রজ্যতে, ধ্যাতৃবুদ্ধৌ উপস্থাপ্যতে, ইতি বিবক্ষায়ামপি ন উক্তেষ্টসিদ্ধিঃ, অসম্ভবাৎ। চেতনাচেত-নয়োরেকতরজ্ঞানে তদুভয়জ্ঞানে বা বিশেষ্যভূতস্য ব্রহ্মণো রঞ্জকত্বাভাবাৎ উপস্থাপকত্বাসম্ভব এব। অন্যথা অহমর্থতয়া জ্ঞাতজীবস্য দেহাদিরূপেণ জ্ঞাতাচেতনস্য পুংসো ব্রহ্মজ্ঞানোপস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ আপাত-রমণীয়মেবেদং বিশিষ্টাদ্বৈতব্রহ্মাভ্যুপগমমতমিতি ভাবঃ। ১৮৩।

নন্থ স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষোঽপি দোষবাহুল্যাদসম্ভব এব। তথাহি—ঈশ্বরঃ স্বরূপেণৈব দেবা-সুরনরতির্য্যগাদিভেদেন অবস্থিত ইতি তদাত্মকত্ববর্ণনাৎ। তথাচ সতি একমৃৎপিণ্ডারব্ধঘটশরাবাদিগতানি উদকাহরণাদিসর্ব্বকার্য্যাণি যথা তস্যৈব ভবন্তি, এবং সর্ব্বজীবগতসুখদুঃখাদিকং সর্ব্বমীশ্বরগতমেব স্যাৎ। ঘটশরাবাদিসংস্থানানুপযুক্তমৃদ্দ্রব্যং যথা কার্য্যান্তরানন্বিতম্, এবং সুরাসুরপশুমনুজাদি-জীবত্বানুপযুক্তে-শ্বরাংশঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণাকরঃ। ন চ স এবেশ্বর একাংশেন কল্যাণগুণাকরঃ, স এবান্যাংশেন হেয়গুণাকর ইতি যুক্তম্, দ্বয়োরংশয়োরীশ্বরত্বাবিশেষাৎ। দ্বৌ অংশৌ অব্যবস্থিতৌ চেৎ, কস্তেন লাভঃ, একস্যৈব একাংশেন নিত্যদুঃখিত্বম্, অংশান্তরেণ সুখিত্বম্। কিঞ্চ অংশান্তরেণ সুখিত্বমপি ন ঈশ্বরত্বায় কল্পতে।

আরও কথা এই যে—বিশেষণরঞ্জিত বিশেষ্যের জ্ঞানের হেতুকেও বিশেষণ বলা হয়। এই বিশেষণকে ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ না বলিয়া রঞ্জক বিশেষণ বা উপরঞ্জক বিশেষণ বলা হয়। যাহা স্ববিষয়ক বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ্যকে রঞ্জিত করিয়া থাকে, তাহাই রঞ্জক বিশেষণ। যেমন—অতসীপুষ্পসঙ্কাশো গোবিন্দঃ। এস্থলে "অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ" গোবিন্দের রঞ্জক বিশেষণ। অতসী পুষ্পসাদৃশ্যরূপ বিশেষণবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা গোবিন্দ পদার্থ উপরক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ গোবিন্দ-ধ্যানকর্ত্তা পুরুষের বুদ্ধিতে তদ্বিশেষণবিশিষ্ট গোবিন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে চেতন ও অচেতনকে উপরঞ্জক বিশেষণ স্বীকার করিলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ চেতন ও অচেতনের যে কোনও একটির জ্ঞানে অথবা চেতন ও অচেতন এই উভয়ের জ্ঞানে বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের রঞ্জকত্ব নাই বলিয়া বিশেষণরঞ্জিত বিশেষ্যের উপস্থাপকত্ব চেতনাচেতনরূপ বিশেষণে নাই। যদি চেতন ও অচেতনের একতর জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপ ব্রহ্মের উপস্থিতি স্বীকার করা যায়, তবে যে পুরুষ অহমর্থরূপে চেতন জীবকে জানে এবং দেহাদিরূপে অচেতনকেও জানে, সেই পুরুষে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হওয়া উচিত। অথচ তাহা কখনই হয় না। সুতরাং উভয়বিধ বিশেষণপক্ষই অসঙ্গত বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আপাতরমণীয়; বস্তুতঃ যথার্থ নহে। ১৮৩।

যদি বলা যায়—স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদও দোষবাহুল্যপ্রযুক্ত অসম্ভবই হইবে; কারণ ঈশ্বর স্বরূপতঃই দেব, অসুর, নর ও তির্য্যগাদি প্রাণীর সহিত অভেদে অবস্থিত আছেন বলিয়া দেবাসুরাদির সহিত ঈশ্বরের অভেদ বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আর তাহাতে সর্ব্বজীবগত সুখ-দুঃখাদি সমস্তই ঈশ্বরগতও হইবে। কারণ দেবাদি জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বাভাবিক অভেদ আছে। যেমন এক মৃৎপিণ্ড হইতে আরব্ধ ঘট-শরাবাদির উদকাহরণাদি সমস্ত কার্য্য ঘট-শরাবাদির সহিত অভিন্ন মৃৎপিণ্ডেরই হইয়া থাকে, এইরূপ জীবগত সুখ-দুঃখাদি ঈশ্বরেরও হইবে। ঘট-শরাবাদি সংস্থানবিশেষরূপে অনবস্থিত কেবল মৃত্তিকাদ্রব্য যেমন জলাহরণাদি কার্য্যান্তরের সহিত অসংসৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতিরূপে অনবস্থিত ঈশ্বরাংশই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের আকর। আর ইহাতে একই ঈশ্বর একাংশে কল্যাণগুণের আকর এবং সেই ঈশ্বরই অপরাংশে হেয় গুণের আকর—ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। উভয়াংশেই অবিশেষে ঈশ্বরত্ব আছে। যদি বলা যায়—জীবাংশ ও ঈশ্বরাংশ ব্যবস্থিতরূপ নহে; আর তাহাতে কোনও অংশই

যথা দেবদত্তস্য একস্মিন্ হস্তে চন্দনপঙ্কলেপকেয়ূরাদ্যলঙ্কারঃ, একস্মিন্ হস্তে মুদ্গরাদিপাতো জ্বালাপ্রবেশশ্চ, তদ্বদীশ্বরস্যৈব স্যাদিতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদাদপি মহৎপাপীয়ানয়ং পক্ষঃ। অপরিমিতদুঃখস্য পারমার্থিকত্বাভ্যুপগমাৎ। সংসারিণামনন্তত্বেন দুস্তরত্বাদিতি চেন্ন, উক্তশঙ্কায়া মহদ্ভ্রান্তিকল্পিতত্বাৎ। অস্মাভিঃ স্বরূপভেদস্য স্বাভাবিকত্বাভ্যুপগমাৎ নোক্তদোষসম্পৃক্তবাতলেশস্পর্শাবকাশঃ। অন্যথা স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষহানিঃ। যদি জীবপরয়োঃ স্বরূপেণ অভেদোঽঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ, তর্হি ভবদুক্তদোষকল্পনাবকাশঃ, স তু নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। ১৮৪।

ন চৈবং পরপক্ষপ্রবেশঃ, উত্তরভাবিনামেব পূর্ব্বসিদ্ধসিদ্ধান্তোপজীবিত্বনিয়মাৎ যুষ্মৎপক্ষস্যৈব অস্মৎপক্ষানুগামিত্বসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ অহো মনীষা পূর্ব্বপক্ষারোপকানাং স্বপ্রযুক্তবজ্রস্য স্বসিদ্ধান্তপর্ব্বতে পাতো নালোচিতঃ শ্রীমদ্ভিঃ। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণাঢ্যে ভগবতি পরব্রহ্মণি শ্রীপুরুষোত্তমে চেতনাচেতনয়োঃ পাপাদিজাড্যাদিসম্পৃক্তয়োর্বৈশিষ্ট্যাঙ্গীকারাৎ। তথাহি—সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ চেতনাচেতনবিশেষণেন আধারত্বমভিপ্রেতম্? কেবলস্য বা? নান্ত্যঃ, নির্ব্বিশেষত্বানভ্যুপগমাৎ। ইতরথা সার্ব্বজ্ঞ্যাদীনামব্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রসঙ্গাৎ, মায়াবাদপ্রবেশাচ্চ। ১৮৫।

নিয়ত হেয়গুণবিশিষ্ট ও কল্যাণগুণবিশিষ্ট হইবে না। এইরূপ বলাতেও কোনও লাভ নাই। একটি বস্তুরই একাংশে নিত্যদুঃখিত্ব এবং অংশান্তরে নিত্যসুখিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আরও কথা এই যে—একাংশে সুখিত্বাদিদ্বারা কখনও ঈশ্বরত্ব সমর্থিত হইতে পারে না। দেবদত্তের এক হস্তে চন্দনপঙ্কলেপন ও কেয়ূরাদি অলঙ্কার এবং অপর হস্তে মুদ্গরাদি পাত ও অগ্নিজ্বালা প্রবেশের মত ঈশ্বরেরও অবস্থা হইবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানবাদ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কারণ অপরিমিত দুঃখরাশিকে এই মতে পারমার্থিক স্বীকার করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে দুঃখ মিথ্যা। আর এই মতে সংসারী জীবেরও অনন্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত পারমার্থিক দুঃখসম্বন্ধ এই মতে ঈশ্বরের অপরিহার্য্য। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে এই দোষ হয় না। জীব ঈশ্বরের শরীর বলিয়া শরীরে দুঃখ থাকিলেও শরীরী নির্দুঃখ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ শঙ্কাপ্রদর্শন তাঁহাদের মহাভ্রান্তিদ্বারা কল্পিত। কারণ আমাদের ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপভেদও স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের মতে প্রদর্শিত দোষের লেশেরও অবকাশ নাই। জীবের দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ স্বীকার করিলে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই থাকিতে পারে না। যদি জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইত, তবে প্রদর্শিত দোষেরও অবকাশ হইত; কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে স্বরূপতঃ অভেদবাদ স্বীকার করা হয় না। ১৮৪।

ইহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—স্বরূপতঃ অভেদবাদ স্বীকার না করিলে বিশিষ্টাদ্বৈতমতেই প্রবেশ করিতে হইবে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উত্তরবর্ত্তিগণই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তিগণ উত্তরবর্ত্তিগণের সিদ্ধান্তের উপজীবন করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ আমাদেরই সিদ্ধান্তের অনুগামী হইয়াছেন।

আরও কথা এই যে—এই পূর্ব্বপক্ষিগণের পূর্ব্বপক্ষরূপ বজ্র তাঁহাদেরই সিদ্ধান্তপর্ব্বতে যে পতিত হইয়াছে, ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। কারণ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমে পাপ ও জাড্যাদিযুক্ত চেতন ও অচেতনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া থাকেন। (১) তাঁহারা কি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মে চেতনাচেতনরূপ বিশেষণের আধারত্ব স্বীকার করেন? (২) অথবা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরহিত কেবল ব্রহ্মে উক্ত আধারত্ব স্বীকার করেন? ইহার

কিঞ্চ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণশ্চেতনাচেতনবিশিষ্টস্য চ ইতরেতরভিন্নত্বে বিশিষ্টদ্বয়সিদ্ধ্যা বিশিষ্টাদ্বৈতভঙ্গাৎ, চেতনাদিবিশিষ্টপ্রদেশস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিহীনত্বাপত্ত্যা নিয়ন্তৃত্বভঙ্গাচ্চ। তথাত্বে চ ত্বদুক্তিবজ্রনিপাতঃ। তথাহি—যথা কস্যচিৎ মানবস্য দেহৈকদেশে চন্দনাগুরুলেপাদিঃ, দেশান্তরে চ ক্ষারকর্দ্দমাদিলেপনং পরিহাসার্থং বালৈর্লীলয়া ক্রিয়তে, তথা প্রকৃতেঽপি পরমেশ্বরস্য একদেশে মঙ্গলগুণগণাদিবিবিধভূষণযোগো দেশান্তরে চ সর্ব্বদোষসম্পন্নজীবাদিযোগঃ; তস্মাৎ মহাবীভৎসিতোঽয়ং ভবতাং সিদ্ধান্তঃ। নাপি আদ্যঃ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। ১৮৬।

কিঞ্চ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসমস্তকল্যাণগুণাঢ্যস্যৈব যদি চেতনাদিবৈশিষ্ট্যাভ্যুপগমঃ অভিপ্রেতঃ, তর্হি সর্ব্ববস্ত্রভূষণায়ুধাদিদিব্যালঙ্কারসম্পন্নস্য পুংসঃ অতিজীর্ণবীভৎসিতনীলবস্ত্রায়োভূষণাদিবেষ্টনবৎ সর্ব্বদিব্যগুণগণাদ্যলঙ্কৃতস্য ভগবতঃ পরব্রহ্মণঃ উপরি অপরিমিতদুঃখাদ্যবচ্ছিন্নং জীববৈশিষ্ট্যমভ্যুপগতং স্যাৎ। তস্মাৎ মায়াবাদাদপি মহদ্দুষ্টোঽয়ং পক্ষঃ। তৎপক্ষে সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্টস্য ভিন্নত্বাঙ্গীকারাৎ, ভবন্মতে তু উত্তমগুণভূষণস্যৈব পাপাবচ্ছিন্নজীববৈশিষ্ট্যাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চ তন্মতে কল্পিতত্বাঙ্গীকারেণ কদাচিৎ নিবৃত্তিসম্ভাবনাপি

মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষটি তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা নির্ব্বিশেষ কেবল ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। যদি করেন, তবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ হইবে। কারণ একই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম নাই। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে মায়াবাদে প্রবেশেরও প্রসঙ্গ হইবে। ১৮৫।

আরও কথা এই যে—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত ভেদ স্বীকার করিলে দুইটি ব্রহ্ম সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। বিশিষ্টদ্বয় স্বীকার করিলে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। আর চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মপ্রদেশে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম নাই বলিয়া ঐ প্রদেশে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বাদিও থাকিতে পারিবে না। আর তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আমাদের পক্ষে যে দোষ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষেই নিপতিত হইবে। যেমন কোনও মানুষের দেহের একদেশে চন্দনাগুরুলেপন ও দেশান্তরে ক্ষার-কর্দ্দমাদিলেপন পরিহাসের জন্যই বালকেরা লীলাপ্রযুক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও একদেশে মঙ্গলগুণগণাদি বিবিধ ভূষণযোগ ও দেশান্তরে সর্ব্বদোষসম্পন্ন জীবাদিযোগ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তও মহাবীভৎস হইয়া পড়িবে। এইরূপে অন্য পক্ষটি নিতান্তই অসমীচীন।

এইরূপ প্রথম পক্ষও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাহাও অসমীচীন। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মে বিশেষণাধারতা স্বীকার করিলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে। বিশিষ্ট ব্রহ্মে বিশেষণবৈশিষ্ট্য স্বীকার করায় বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। ১৮৬।

আরও কথা এই যে—সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সমস্ত কল্যাণগুণাঢ্য ভগবানের যদি. চেতনাচেতনবৈশিষ্ট্য স্বীকার করা যায়, তবে বস্ত্র, ভূষণ, আয়ুধাদি দিব্যালঙ্কারাদিসম্পন্ন পুরুষের অতিজীর্ণ বীভৎস নীলবস্ত্র, লৌহভূষণাদি বেষ্টনের মত সর্ব্বদিব্যগুণালঙ্কৃত ভগবান্ পরব্রহ্মের উপরে অপরিমিত দুঃখাদিযুক্ত জীববৈশিষ্ট্য স্বীকার করায় এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত মায়াবাদ অপেক্ষাও অতি দুষ্ট। অদ্বৈতবাদেও সার্ব্বজ্ঞ্যাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মকে জীবাদি হইতে ভিন্নই স্বীকার করা হয়; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে উত্তমগুণভূষণ ব্রহ্মেরই পাপিজীববৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয়।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের ধর্ম্ম কল্পিত বলিয়া তাহার কদাচিৎ নিবৃত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে কোনও কালে কোনও রূপে অকল্যাণগুণের নিবৃত্তির সম্ভাবনাও নাই। কারণ সমস্ত ধর্ম্মই

ভবতি, ভবন্মতে তু কদাচিদপি কথমপি নিবৃত্তিমনোরথস্যাপি অসম্ভবঃ, যাবদাত্মবৃত্তিত্বাঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ মহৎপাপীয়ানয়ং পক্ষঃ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ উপেক্ষণীয়ঃ। ১৮৭।

অপি চ ব্রহ্মণো বিশিষ্টাদ্বৈতত্বাঙ্গীকারেঽপি তস্য চেতনাচেতনাভ্যাং স্বভাবতো ভেদস্তয়োশ্চ পরস্পরং ভেদঃ স্বাভাবিক এব অভ্যুপগম্যতে ভবদ্ভিরপি ; অন্যথা স্বভাবসাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গাৎ। এবঞ্চ ভেদস্যাভেদস্য চ স্বাভাবিকত্বমঙ্গীকৃত্য পুনর্বিশিষ্টাঙ্গীকারে গৌরবমাত্রত্বাৎ গরীয়স্ত্বং স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষস্যৈব লাঘবাদিতি সংক্ষেপঃ। ১৮৮।

এতত্তুক্তং ভবতি—বেদান্তশাস্ত্রে বিবিধানি বাক্যানি দৃশ্যন্তে ভেদপরাণ্যভেদপরাণি ভেদনিষেধসামান্য-পরাণি চ। তত্র "নিত্যো নিত্যানাম্" (কঠ-৫।১৩) "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বে ৪।৫) "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" (শ্বে ১।৬) "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" (শ্বে ৬।১৬) "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মু ২।১।২) "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" (কঠ ৫।৮) "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ" (তৈ ২।৮।১) "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মু ১।১।৬) "এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য" "সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ" (শ্বে ৩।১) "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" "অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ" "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" "সর্ব্বোপেতা চ" ইত্যাদীনি, "আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "তত্ত্বমসি"

ব্রহ্মের যাবৎস্বরূপবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিশিষ্টাদ্বৈতমত অতি নিকৃষ্ট এবং শ্রেয়স্কাম পুরুষগণের উপেক্ষণীয়। ১৮৭।

আরও কথা এই যে—বিশিষ্টাদ্বৈতমতে চেতন ও অচেতন হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ ও চেতনাচেতনের পরস্পর স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করা হয়। এই স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার না করিলে চেতনাচেতনের সহিত ব্রহ্মের স্বভাবসাঙ্কর্য্য ও চেতনাচেতনের পরস্পর স্বভাবসাঙ্কর্য্য হইয়া পড়িত। এইরূপে চেতন ও অচেতনের সহিত ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মে চেতনাচেতনবৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার করায় কেবল গৌরবমাত্রই হইয়াছে। এজন্য লাঘবপ্রযুক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই শ্রেষ্ঠ। ইহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল। ১৮৮।

অভিপ্রায় এই যে—বেদান্তশাস্ত্রে বিবিধ বাক্য দেখা যায়। কোনও শ্রুতি-সূত্র জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক এবং কোনও শ্রুতি-সূত্র জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক। আর কোনও শ্রুতি-সূত্র সামান্যতঃ ভেদনিষেধ-প্রতিপাদক। তন্মধ্যে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-সূত্র যথা—"নিত্যো নিত্যানাম্" "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "যদ্ভূতযোনিং প্রবদন্তি ধীরাঃ" "এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য" "সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ" "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" "অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ" "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" "সর্ব্বোপেতা চ" ইত্যাদি। আর অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-সূত্র যথা—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদি। আর সামান্যতঃ ভেদনিষেধপ্রতিপাদক শ্রুতি যথা—"সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি। প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি বাক্য ভেদপ্রতিপাদক,

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃ ২।৫।১৯) "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" (ছা ৭।২৫।২) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা ৩।১৪।১) "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" (বৃ ১।৪।১০) "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদীনি, "সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মানং সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদীনি, "অথাত আদেশো নেতি নেতি অস্থূলমনণু" ইত্যাদীনি চ ক্রমশো জ্ঞেয়ানি শ্রুতি-সূত্রাণি। ন তেষাম্ ইতরেতরবাধ্যবাধকভাবো বক্তুং শক্যঃ, তুল্যবলত্বাৎ। তথা চ সর্ব্বেষামপি স্বার্থপ্রামাণ্যসিদ্ধয়ে ভিন্নাভিন্নং ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ত্বেনাভিপ্রেতং ভগবতঃ সূত্রকারস্য। এতদভিপ্রায়বতা তদ্ঘটকসূত্রাণি প্রণীতানি "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" (২।৩।৪২) "উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (৩।২।২৭) ইত্যাদীনি। ১৮৯।

অতশ্চৈবমেষাং সমন্বয়ঃ—তত্র তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চিদাত্মনো ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাৎ তেষাং ব্রহ্মাত্মকত্বেন তদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেন তদ্ব্যাপ্যত্বেন তদাধেয়ত্বেন চ স্বার্থপরত্বং সমঞ্জসম্। তত্র ব্রহ্ম আত্মা যস্য চেতনাচেতনবস্তুজাতস্য তদ্‌ব্রহ্মাত্মকম্, তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "এষ তে আত্মা" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" "অহমাত্মা গুড়াকেশ" "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিসূত্রেভ্যঃ। বিশ্বাত্মা স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমঃ। স্বতন্ত্র-

---

কতকগুলি অভেদপ্রতিপাদক এবং কতকগুলি সামান্যতঃ ভেদনিষেধপ্রতিপাদক। অথচ এই বিভিন্নার্থক শ্রুতিবাক্যসমূহ তুল্যবল বলিয়া একটি শ্রুতি অপর শ্রুতির বাধক হইতে পারে না এবং এক শ্রুতিদ্বারা অপর শ্রুতি বাধ্যও হইতে পারে না। তুল্যবল শ্রুতিবাক্যের বাধ্যবাধকভাব সম্ভাবিত নহে। এজন্য ভেদশ্রুতিদ্বারা অভেদশ্রুতি এবং অভেদশ্রুতিদ্বারা ভেদশ্রুতির বাধ্যবাধকভাব কল্পনা করা যায় না। অতএব প্রদর্শিত ত্রিবিধ শ্রুতির স্বার্থে প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মই ভিন্নাভিন্নস্বরূপ বলিতে হইবে; ভিন্নাভিন্ন ব্রহ্মেই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ইহাই ভগবান্ সূত্রকারের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার ভেদাভেদবোধক সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" "উভয়ব্যপদেশা-ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ভিন্নাভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপেই বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১৮৯।

প্রদর্শিত ত্রিবিধ বেদান্তবাক্যের মধ্যে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা চিদাত্মার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য উপদেশ করা হইয়াছে। এই তাদাত্ম্য-উপদেশবশতঃ চিদাত্মসমূহের ব্রহ্মাত্মকতা বলায় চিদাত্মসমূহের ব্রহ্মায়ত্ত স্থিতি ও প্রবৃত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে; জীব ব্রহ্মাধীনস্থিতিক এবং ব্রহ্মাধীনপ্রবৃত্তিক। জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য ও ব্রহ্মই চিদাত্মসমূহের আধার; আর জীব আধেয়। এইরূপে অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বথা ঐক্য স্বীকার করিলে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবে। ছান্দোগ্যের "ঐতদাত্ম্য" শ্রুতিদ্বারাও ইহাই বলা হইয়াছে। "এতদাত্মা" শব্দ ভাববিহিত প্রত্যয়দ্বারা "ঐতদাত্ম্য" শব্দরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ব্রহ্মই আত্মা হইয়াছে যাহার,—চেতনাচেতন বস্তুসমূহের, সেই চেতনাচেতন বস্তুসমূহ এতদাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক, এতদাত্মার ভাবই ঐতদাত্ম্য। এই সমস্তই ঐতদাত্ম্য, ইহাই "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতির অর্থ। "এষ তে আত্মা" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্রহ্ম সূত্র) "অহমাত্মা গুড়াকেশ" "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" ইত্যাদি শ্রুতি, সূত্র ও স্মৃতিবাক্যসমূহদ্বারা প্রদর্শিতরূপ অর্থই বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় ও বিশ্বের আত্মস্বরূপ। পুরুষোত্তমের স্বতন্ত্রসত্ত্ব বস্তুটি এই যে—পুরুষোত্তম স্বাধীন এবং পুরুষোত্তমের অধীনই জীব ও জড়বর্গের স্থিতি ও প্রবৃত্তি। পুরুষোত্তম স্বাধীন এবং জীব ও জড়বর্গ পুরুষোত্তমের অধীন। যাঁহার অধীন সমস্ত বস্তু, তিনি স্বতন্ত্রসত্তাযুক্ত এবং যাহারা অধীন, তাহারা পরতন্ত্রসত্তাযুক্ত। ব্রহ্মের

সত্বঞ্চ স্বাধীনত্বে সতি স্বায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বম্, নিয়ন্তৃত্বাদিবৎ তৎসমানাধিকরণাসাধারণধর্ম্মবিশেষঃ। তস্য চ ভগবদ্ব্রহ্মাত্মসন্নারায়ণপুরুষোত্তমবাসুদেবাদিশব্দবাচ্যে শ্রীকৃষ্ণে এব অন্বয়ঃ। তস্যৈব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়ন্তৃত্বস্বতন্ত্রসত্ত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ। ১৯০।

"এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ" "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ" "তপাম্যহমহং বর্ষম্" ইত্যাদ্যন্বয়ব্যতিরেকসাধারণশ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ। এতদেব সর্ব্বাত্মত্বং স্বতন্ত্রসত্বঞ্চ পুরস্কৃত্য অভেদবাক্যজাতস্য প্রবৃত্তিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়স্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য একত্বাৎ। এবং তস্য বিশ্বাত্মনঃ স্বতন্ত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরব্রহ্মণঃ তদাত্মীয়নিয়ম্যপরতন্ত্রসত্তাশ্রয়ং চিদচিদ্রূপং বিশ্বমিতি ফলিতম্। পরতন্ত্রসত্বং নাম পরায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বম্। তচ্চ নিয়ম্যবর্গাশ্রিতং তদসাধারণধর্ম্মত্বাৎ। "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" "তমেব ভান্তমনুভাতি" "স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপম্" "ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা" ইতি শ্রবণাৎ, "জগদ্বশে বর্ত্ততেঽদঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরম্" "অহং সর্ব্বস্য প্রভব" ইত্যাদিশ্রবণাচ্চ।

যেমন নিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আছে, এইরূপ ব্রহ্মের স্বতন্ত্রসত্ত্বও আছে। নিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম্মের সমানাধিকরণ অসাধারণ ধর্ম্মবিশেষই স্বতন্ত্রসত্ত্ব। এই স্বতন্ত্রসত্ত্ব ভগবান্, ব্রহ্ম, আত্মা, সৎ, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণে আছে। এই শ্রীকৃষ্ণই সকলের নিয়ন্তা। নিয়ন্তৃত্বধর্ম্ম ও স্বতন্ত্রসত্ত্ব নিয়ত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যিনি নিয়ন্তা, তিনিই নিয়ত স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট। ১৯০।

"এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ" "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ" "তপাম্যহমহং বর্ষম্" ইত্যাদি অন্বয় ও ব্যতিরেকসাধারণ শ্রুতি-স্মৃতিসমূহ হইতেই নিয়ন্তৃত্ব ও স্বতন্ত্রসত্তার সামানাধিকরণ্য জানিতে পারা যায়।

এই শ্রুতি-স্মৃতি-প্রদর্শিত সর্ব্বাত্মত্ব ও স্বতন্ত্রসত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় শ্রীপুরুষোত্তম এক এবং এই বিশ্বাত্মা স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়, নিয়ম্য ও পরতন্ত্রসত্তাশ্রয় চিৎ ও অচিদ্রূপ বিশ্ব বুঝিতে হইবে। চিৎ ও অচিদ্রূপ বিশ্বের পরতন্ত্রসত্ত্ব পরায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্ব। যাহাদের স্থিতি ও প্রবৃত্তি পরের অধীন, তাহাদেরই পরতন্ত্রসত্তা আছে বুঝিতে হইবে। এই পরতন্ত্রসত্ত্ব নিয়ম্যবর্গে আশ্রিত এবং তাহা নিয়ম্যবর্গের অসাধারণ ধর্ম্ম। 'যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" "স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপম্" "ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যদ্বারা চিদচিদ্রূপ বিশ্বের ঈশ্বরাধীন স্থিতি ও প্রবৃত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

এইরূপ "জগদ্বশে বর্ত্ততেঽদঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরম্" "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই বলা হইয়াছে। এই পরতন্ত্রসত্ত্ব দুই প্রকার :—কূটস্থ ও বিকারী। জন্মাদি বিকাররহিত হইয়া যাহা শাশ্বত, তাহাই কূটস্থ সত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষাদি পদপ্রতিপাদ্য চেতন বস্তুই এই কূটস্থ সত্ত্বের অধিকরণ হইয়া থাকে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি হইতে ইহাই জানা যায়। আর যাহা বিকারযুক্ত হইয়া প্রবাহরূপে নিত্য, তাহাতেই বিকারী পরতন্ত্রসত্ত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভৃতি পদবাচ্য অচেতন বস্তুই বিকারী পরতন্ত্রসত্ত্বের অধিকরণ হইয়া থাকে।

পরতন্ত্রসত্ত্বং দ্বিবিধং কূটস্থবিকারিভেদাৎ। তত্র কৌটস্থ্যঞ্চ জন্মাদিবিকারশূন্যত্বে সতি শাশ্বতত্বম্। তদধিকরণঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষাদিপদার্থভূতং চেতনং বস্তু। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ। বিকারিত্বে সতি প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বং দ্বিতীয়ম্। তদধিকরণঞ্চ অচেতনং মায়াপ্রধানপ্রকৃতিক্ষেত্রাদিপদার্থরূপম্। "অজামেকাম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" "ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্। তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ। এবং পরতন্ত্রসত্ত্বমাদায় ভেদশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিস্তত্রৈব, তেষাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যঞ্চ তথৈব। ভেদনিষেধপরাণাং চেতনাচেতননিষ্ঠস্বতন্ত্রসত্ত্বমাদায় প্রবৃত্তিঃ। "নেতি নেতি" ইত্যাদিসামান্যনিষেধবাক্যানাঞ্চ ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববৈলক্ষণ্যজ্ঞাপনেন প্রবৃত্তিশ্চেতি নিরবদ্যম্। ১৯১।

ইতরে তু বীপ্সাযুক্তেন নিষেধেন ভূতপঞ্চকং সূক্ষ্মঞ্চ বাসনারূপং যৎকিঞ্চিদচেতনজাতমনাত্মরূপং পর্য্যুদস্য শুদ্ধমাত্মরূপমুপদিষ্টং ভবতি। "নেতি নেতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা ন পুনঃ প্রপঞ্চস্যৈবাভাবঃ প্রতিপাদ্যতে, অতৎপরত্বাৎ বাক্যস্য। তত্র এষা অক্ষরযোজনা—ন হ্যেতস্মাদিতি। নেতীতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপাৎ আদেশনাৎ অন্যৎ পরং চাদেশনং ব্রহ্মণ অস্তীতি কৃত্বা "নেতি নেতি" ইত্যুক্তমিতি শ্রুত্যভিপ্রায় ইত্যাহুঃ। অন্যে তু "নেতি নেতি" ইতি বীপ্সয়া বিষয়জাতস্য সর্ব্বস্য নিষেধেন হ্যবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা নিষেধাবধিভূত ইতি নিঃসংশয়ং জ্ঞানং ভবতি। এবং নেতীতি ব্রহ্মোপদেশং কৃত্বা কিং হ্যপদিশ্যতে?

"অজামেকাম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" "ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্" "তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতে উক্তরূপ সত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই পরতন্ত্রসত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই ভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। আর এই ভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্র পরতন্ত্রসত্ত্ব প্রতিপাদনদ্বারাই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে।

ভেদনিষেধপ্রতিপাদক বাক্যসমূহও চেতনাচেতন বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতিনিষ্ঠ স্বতন্ত্রসত্ত্বের নিষেধ অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। জীব ও জগতে স্বতন্ত্রসত্ত্ব নাই ইহাই ভেদনিষেধপ্রতিপাদক বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ "নেতি নেতি" ইত্যাদি সামান্যতঃ নিষেধপ্রতিপাদক বাক্যসমূহও ব্রহ্মের সর্ব্ববৈলক্ষণ্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ১৯১।

কেহ কেহ মনে করেন—"নেতি নেতি" এই বীপ্সাযুক্ত নিষেধদ্বারা পঞ্চভূত ও বাসনারূপ সূক্ষ্ম অচেতন অনাত্মস্বরূপমাত্রের নিষেধ করিয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত শ্রুতিদ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের অভাব প্রতিপাদিত হয় নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাব প্রতিপাদনের জন্য উক্ত বাক্য প্রযুক্তই হয় নাই। কারণ উক্ত বাক্য প্রপঞ্চাভাবতাৎপর্য্যকই নহে। এই আচার্য্যগণের মতে "নেতি নেতি" শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইবে যে—"এতস্মাৎ"—"নেতি" এইরূপ প্রপঞ্চনিষেধরূপ আদেশ হইতে "অন্যৎ" ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের আদেশ আছে এরূপ নহে অর্থাৎ নাই। এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মোপদেশ আর নাই ইহাই প্রতিপাদনের জন্য "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে। আর ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

অন্যেরা উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন যে—"নেতি নেতি" এই বীপ্সাদ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত বিষয়ের নিষেধপ্রতিপাদনদ্বারা সর্ব্বনিষেধের অবধিভূত অবিষয় প্রত্যগাত্মা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতিপাদনদ্বারা প্রত্যগাত্মবিষয়ক নিঃসংশয় জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই উপদেশদ্বারা কি উপদিষ্ট হইয়াছে? এই উপদেশের ফল কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে উক্ত বাদিগণ বলেন—"নেতি নেতি" রূপে আদিষ্ট এই ব্রহ্ম হইতে অন্য ব্যতিরিক্ত

তত্রাহ— এতস্মাৎ "নেতি নেতি" আদিষ্টাৎ ব্রহ্মণোঽন্যৎ ব্যতিরিক্তং নাস্তি যস্মাৎ "নেতি নেতি" ইত্যুচ্যতে। ব্রহ্মণো নামধেয়কথনব্যাজেনাপি স্বরূপমাহ—নামধেয়মিতি। কিং তৎ ? "সত্যস্য সত্যম্", তৎ ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ—প্রাণা ইতি। প্রাণশব্দেন লিঙ্গং শরীরমুচ্যতে। তস্য সত্যত্বং স্থূলদেহাপেক্ষয়া স্থায়িত্বং দ্রষ্টব্যম্। এষ পরমাত্মা সত্যস্যাপি পরং সত্যমিতি বস্তুগতিঃ। ব্রহ্মণো যদ্রূপদ্বয়ং সপরিকরং প্রধানম্, এতাবত্ত্বম্ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং তৎ প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্, তদেব প্রতিষেধতি—নেতি নেতীতি শ্রুতিঃ। ইতি-শব্দস্য প্রধানত্বেন প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ। ব্রহ্ম তু ন প্রধানেন প্রকৃতম্, অতো ন তন্নিষেধঃ। যস্মাৎ ততঃ প্রপঞ্চনিষেধাৎ পরং ভূয়ো ব্রহ্মাস্তীতি ব্রবীতীত্যর্থঃ। ১৯২।

বস্তুতস্তু নেতীতি নঞ্‌ভ্যাং প্রকৃতস্থূলসূক্ষ্মত্বাদিধর্ম্মবৎ জড়বস্তু, তদবচ্ছিন্নজীববস্তুবিলক্ষণং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্যতে ইত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইতি। প্রকৃতে যৎ স্থূলসূক্ষ্মত্বাদিধর্ম্মবদ্ বস্তু জড়াজড়বর্গঃ ব্রহ্মগতং চ এতাবত্ত্বমিদমিত্থম্ ইয়দিতি পরত্র বৃত্তি-প্রমিতত্বং "নেতি নেতি" ইতি শ্রুতির্নিষেধতি, ন তু ব্রহ্মণ উভয়প্রকারত্বম্, হ্যস্পৃষ্টাখিলদোষত্বমচিন্ত্যাপরি-

---

বস্তু নাই। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুর নিষেধের জন্যই "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে "অথ নামধেয়ম্" এইরূপ উক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নাম কথনচ্ছলে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা "সত্যস্য সত্যম্"। শ্রুতি নিজেই উক্ত নামের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্", এই প্রাণশব্দদ্বারা লিঙ্গশরীরকে বলা হইয়াছে। এই লিঙ্গশরীর স্থূল দেহাপেক্ষা স্থায়ী বলিয়া লিঙ্গশরীরকে সত্য বলা হইয়াছে। "তেষামেষ সত্যম্" এই শ্রুতিতে "এষ" পদদ্বারা পরমাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্যলিঙ্গশরীর হইতেও পরমাত্মা সত্য। ব্রহ্মের যে সপরিকর প্রধানীভূত রূপদ্বয়, তাহাকেই সূত্রকার "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন রূপদ্বয়ের "নেতি নেতি" শ্রুতিদ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। ইতিশব্দদ্বারা প্রধানীভূত প্রকৃত রূপদ্বয়ের পরামর্শ করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিতে ব্রহ্মের রূপদ্বয়ই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মকে প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এজন্য "নেতি নেতি" শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের প্রধানীভূত পূর্ব্বোপদিষ্ট রূপদ্বয়েরই নিষেধ হইবে; কিন্তু ব্রহ্মের নিষেধ হইবে না। পূর্ব্বোপদিষ্ট প্রধানই নিষেধান্বয়ী। ব্রহ্ম প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হন নাই। "ততো ব্রবীতি" এই সূত্রের অন্তর্গত "ততঃ" পদদ্বারা "প্রপঞ্চ নিষেধ হইতে" এইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" এই সূত্রাবয়বদ্বারা "প্রপঞ্চ নিষেধ হইয়া ভূয়ো ব্রহ্ম আছেন ইহাই শ্রুতি বলেন" ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই পরমতে উক্ত সূত্রের অর্থ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২)। ১৯২।

সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত সূত্রের অর্থ এই হইবে যে—"নেতি নেতি" এই দুইটি নঞ্‌দ্বারা প্রকৃত স্থূলত্ব-সূক্ষ্মত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট জড় বস্তু ও জীব বস্তু এই উভয় হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্ম, ইহাই সূত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"। এই সূত্রের "প্রকৃতৈতাবত্ত্ব" কথার অর্থ এই যে—প্রকৃত স্থূল-সূক্ষ্মত্বাদি ধর্ম্মবৎ বস্তু জড়াজড়বর্গ, ইহাই সূত্রের "এতাবত্ত্ব" পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইদম্ ইত্থম্ ইয়ৎ এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুকেই "এতাবৎ" বলা হয়। তাহার ধর্ম্ম এতাবত্ত্ব। এই এতাবত্ত্ব পরব্রহ্মে নাই। ব্রহ্মে এতাবত্ত্বের বৃত্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে। "নেতি নেতি" শ্রুতিদ্বারাই উক্ত নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম জড়াজড়বিশিষ্ট নহেন। এই উভয়প্রকারতা ব্রহ্মে নাই। থাকিলে ব্রহ্মের সদোষত্বাদির আপত্তি হইত। ব্রহ্মে কোনও দোষস্পর্শ নাই এবং অচিন্ত্য অপরিমিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবত্তা ব্রহ্মে আছে। আর ইহাই প্রতিপাদনের জন্য সূত্রকার

মিতসার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মবত্ত্বঞ্চেতি। কুতঃ? ততোঽনন্তরং ভূয়োঽপরিমিতং ব্রহ্মণ উভয়গুণাদীন্ ব্রবীতি প্রতিপাদয়তীত্যক্ষরার্থঃ। ১৯৩।

অথাত আদেশো নেতি নেতি ইত্যাদিনা প্রকৃতৈতাবত্ত্বং নিষিধ্য ন হ্যস্মাদিতি নাত্যন্যৎ পরমস্তি। অথ নামধেয়ম্, "সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইত্যুত্তরত্র ভূয়স্ত্বশ্রবণাৎ। তত্র সত্যস্য পরতন্ত্রসত্তাশ্রয়স্য সত্যং স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ং সত্যশব্দার্থং শ্রুতিরেব স্পষ্টয়তি—প্রাণা ইতি। প্রাণশব্দঃ প্রাণবচ্চেতনোপলক্ষণার্থঃ। তথাচ—প্রাণাস্তদবচ্ছিন্নাশ্চেতনাঃ পরতন্ত্রসত্তাশ্রয়াঃ, তেষাং পরতন্ত্রসত্তাকানাং সত্যং চেতনাদিবর্গাৎ ইয়ত্তাবচ্ছেদেন নির্দ্দিশ্যান্তে বিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম নিখিলহেয়গন্ধাভ্রাতমাহাত্ম্যং সমস্তকল্যাণগুণৈকার্ণবমিত্যর্থঃ, "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এতদভিপ্রায়মাদায় পূর্ব্বাচার্য্যৈরপ্যুক্তম্—"নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্রয়স্তদ্বিশেষবিষয়োঽপি সম্মত" ইত্যাদিনা। তথৈবাহ ভগবান্ সনৎসুজাতঃ—"তস্যৈব নামাদিবিশেষরূপৈরিদং জগদ্ভাতি মহানুভাব। নির্দ্দিশ্য সম্যক্ প্রবদন্তি বেদান্তদ্বিশ্ববৈরূপ্যমুদাহরন্তি" ইতি। বিশ্ববৈরূপ্যং স্থৌল্যাদিধর্ম্মবতো বিশ্বস্মাৎ বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। ১৯৪।

"ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" বলিয়াছেন। ততঃ—অনন্তর, ভূয়ঃ—অপরিমিত ব্রহ্ম, ব্রবীতি—প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। দোষরাহিত্য ও অপরিমিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিই ব্রহ্মের অপরিমিতত্ব। ১৯৩।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদিদ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত এতাবত্ত্ব নিষেধ করিয়া "ন হ্যস্মাৎ" ইত্যাদিদ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত এতাবত্ত্ব নিষেধ করিয়া "ন হ্যস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মকে জড়াজড়বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "অথ নামধেয়ম্" বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মকে সত্যের সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাণসমূহ সত্য; ব্রহ্ম তাহা হইতেও সত্য বলিয়া ব্রহ্মের প্রাণাপেক্ষা ভূয়স্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সূত্রে "ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" যে বলা হইয়াছে, তাহারও ইহাই অভিপ্রায়। প্রাণসমূহকে যে সত্য বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রাণসমূহ পরতন্ত্রসত্তাশ্রয় ইহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে সত্যেরও সত্য বলায় ব্রহ্ম স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে প্রাণশব্দ প্রাণবৎ চেতন বস্তুকেও বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। আর তাহাতে প্রাণ ও প্রাণবৎ চেতন এই উভয়ই শ্রুতিগত প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য। প্রাণ জড়বর্গ ও প্রাণবৎ চেতন জীববর্গ এই উভয়ই পরতন্ত্রসত্তার আশ্রয়। ব্রহ্ম, পরতন্ত্রসত্তাক এই উভয় হইতে সত্য। এই চেতনাচেতনবর্গকে তৎপদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া পরে এই উভয়বিলক্ষণ পরব্রহ্ম নিখিল হেয় গন্ধরহিত ও সমস্ত কল্যাণগুণসাগর ব্রহ্মকে "এষ" পদদ্বারা নির্দ্দেষ করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই অন্যত্র শ্রুতিতে "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আর এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণও বলিয়াছেন যে—"নেতি নেতি" এই শাস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপগুণের ইয়ত্তাবধারণ নাই বলিয়া ব্রহ্মেই অন্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ "নেতি নেতি" শাস্ত্র অনন্তগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভগবান্ সনৎসুজাতও বলিয়াছেন যে—(মহাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ৪৩।৭ শ্লোক) হে মহানুভাব ধৃতরাষ্ট্র! সেই পরমাত্মার নামরূপদ্বারা ব্যাকৃতস্বরূপ এই জগৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শ্রুতি "ব্রহ্মৈবেদম্" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্ম স্থৌল্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বিশ্ব হইতে যে বিলক্ষণ ইহা বেদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াও শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্ববিলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯৪।

নন্থ যদুক্তং সর্ব্ববাক্যানাং তুল্যবলত্বম্, তদযুক্তম্, ভেদবাক্যানাং প্রত্যক্ষপ্রাপ্তার্থানুবাদকত্বাৎ দুর্ব্বলত্বম্, অভেদবাক্যানাং নিরবকাশত্বাৎ প্রবলত্বম্, ষড়্‌লিঙ্গোপেতত্বাচ্চ স্বার্থপরত্বমিতি চেন্ন, ভূয়ো-নিরস্তত্বাৎ। ভেদস্যাপি ষড়্‌লিঙ্গোপেতবাক্যগম্যত্বসাম্যাৎ। কিঞ্চ ন তাবৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং ভেদস্য, প্রত্যুত "ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি" ইত্যাদিপ্রত্যয়েষু ঘটাদ্যধিষ্ঠানভূতাদ্বিতীয়সন্মাত্রস্যৈব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাঙ্গীকৃতত্বাৎ বিবরণকারৈঃ, জীবব্রহ্মভেদে প্রত্যক্ষাদীনামপ্রসরাৎ। তথাত্বে চ অদ্বিতীয়সন্মাত্রস্যৈব ঘটাদ্যধিষ্ঠানতয়া প্রত্যক্ষাবগতত্বেন তৎপ্রতিপাদকাভেদবাক্যানামেব অনুবাদকত্বং তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধং প্রাপ্তার্থজ্ঞাপকত্বাৎ দুর্ব্বলত্বম্। অন্যথা স্বাভ্যুপগতসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। তথাত্বং নালোচ্যতে মনীষিভিঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ। কিঞ্চ তথাত্বে ভেদস্য কেনাপি মানান্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ তদ্বিষয়কবাক্যানামেব প্রাবল্যমিতি পূর্ব্বোক্তহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বমিত্যর্থঃ। ১৯৫।

নন্থ "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ" (বৃঃ—১।৪।১০) "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ—২।৪।১৪) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) "যদা হ্যেবৈষ

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—সমস্ত বেদবাক্যের যে তুল্যবলতা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদক বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক বাক্য দুর্ব্বল এবং নিরবকাশ বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক বাক্যই প্রবল। ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা বেদের অভেদেই তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। এজন্য অভেদপ্রতিপাদক বাক্য অভেদ-তাৎপর্য্যকই বটে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ভেদেও যে শ্রুতির ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক ও অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি তুল্যবল। আরও কথা এই যে—কেবল ভেদই প্রত্যক্ষের বিষয়—এইরূপ বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রত্যয়বেদ্য বলিয়া "ঘটোঽস্তি" "পটোঽস্তি" ইত্যাদি প্রত্যয়েও ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত অদ্বিতীয় সন্মাত্র বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভেদের মত ব্রহ্মও প্রত্যক্ষবেদ্য। জীব-ব্রহ্মভেদও যে প্রত্যক্ষাদিদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "ঘটোঽয়ম্" ইত্যাদি প্রত্যক্ষে ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত অদ্বিতীয় সন্মাত্র ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়া অদ্বিতীয় সন্মাত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক অভেদবাক্যেরও অনুবাদকত্বাপত্তিই হইবে। প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত সন্মাত্রের বোধক অভেদবাক্য হইয়াছে। এজন্য অভেদবাক্যও দুর্ব্বল হওয়া উচিত। প্রাপ্তের প্রাপক বাক্যই দুর্ব্বল, ইহা অদ্বৈতবাদিগণই বলিয়াছেন। সুতরাং যে যুক্তিতে ভেদবাক্য দুর্ব্বল বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, সেই যুক্তিতে অভেদবাক্যও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ইহা অদ্বৈতবাদিগণ কেন আলোচনা করেন নাই।

আরও কথা এই যে—প্রদর্শিতরূপে অভেদবাক্য অনুবাদক বলিয়া দুর্ব্বল হওয়ায় মানান্তরের অবিষয়ীভূত ভেদের প্রতিপাদক বাক্যেরই প্রাবল্য হওয়া উচিত। সুতরাং অগৃহীতগ্রাহকত্বহেতুক অভেদবাক্যই প্রবল হইবে—এইরূপ আর বলা যায় না। কারণ অভেদবাক্যেও প্রদর্শিতরূপে অগৃহীতগ্রাহকত্ব নাই। ১৯৫।

ইহাতে আপত্তি এই যে—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ইতি ন স বেদ যথা পশুঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য দেবতাকে "উনি অন্য ও আমি অন্য হই" এইরূপে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, যেমন পশু জানে না। এইরূপ" যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং

এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিনা ভেদনিন্দাশ্রবণাৎ দুর্ব্বলত্বং ভেদশ্রুতীনামিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ। ন তাবৎ "যোঽন্যাং দেবতাম্" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, তস্যাঃ শ্রীবাসুদেববিশ্বাত্মে-তরোপাসনানিষেধপরত্বাৎ ইষ্টতমো নিষেধঃ অস্মাকম্, শ্রুত্যর্থশ্চ বেদান্তরত্নমঞ্জুষায়াং পূর্ব্বাচার্য্যৈর্বিস্তৃতঃ। "যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতি পরস্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি" ইতি শ্রুত্যন্তরৈরৈক্যার্থাৎ। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ। ঈশ্বরো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। শাস্তা চরাচরস্যৈকো যতীনাং পরমা গতিঃ। ধ্যায়তেঽর্চ্চয়তে যোঽন্যাং বিষ্ণুলিঙ্গং সমাশ্রিতঃ। কল্পকোটিশতেনাপি ন গতিস্তস্য বিদ্যতে॥" "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।" "দেবান্ দেবযজো যান্তি" (গীঃ—৭।২৩) "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ

পশ্যেৎ" অর্থাৎ যখন ইহার সমস্ত আত্মাই হইবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ এই সংসারে নানা কোন বস্তুই নাই। যে ব্যক্তি নানার ন্যায় দর্শন করে, সে সংসাররূপ মৃত্যু হইতে সংসাররূপ মৃত্যুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" অর্থাৎ ইহা হইতে অপর কোন দ্রষ্টা নাই। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ যখন এই অবিদ্যাবান্ জীব ইহাতে অল্পও ভেদদৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয় হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারা ভেদের নিন্দা শ্রুত হওয়া যায়। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের দুর্ব্বলত্বই স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ ঐ সকল শ্রুতির উক্তি আপাতোক্তি। বস্তুতঃ ঐ সকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা ভেদের নিন্দা উক্ত হয় নাই। ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের "অথ যোঽন্যাং দেবতাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ নাই। কারণ "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিশ্বাত্মা শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনার নিষেধপর অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্য বাসুদেব হইতে ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনার নিন্দাচ্ছলে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু ভেদের নিন্দা করেন নাই। সুতরাং তাদৃশ নিষেধ আমাদের ইষ্টতম। এই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য পুরুষোত্তমাচার্য্য স্বরচিত "বেদান্তরত্নমঞ্জুষা" নামক দশশ্লোকীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে উক্ত শ্রুতির অর্থ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—যঃ পুমান্ শ্রীভগবতঃ সর্ব্বেশ্বরাৎ শাস্ত্রযোনেঃ জগজ্জন্মাদিকারণাৎ মোক্ষদাতুঃ পুরুষোত্তমাদন্যাং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিরূপাং দেবতামুপাস্তে, উপাসনাপ্রকারমাহ—অসৌ ব্রহ্মরুদ্রাদিঃ দেবোঽন্যঃ ঈশ্বরঃ, অহমন্যো জীব ইতি ভাবেন, স ন বেদ তত্ত্বতো ন জানাতি।...তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা পশুরিতি। জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা ইতি বচনাৎ। (১১১ পৃঃ বেদান্তরত্নমঞ্জুষা) ইহার অর্থ—যে পুরুষ "ঐ ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতা অন্য ঈশ্বর এবং আমি অন্য জীব" এইরূপ ভাবে শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শাস্ত্রযোনি জগজ্জন্মাদিকারণ মোক্ষদাতা পুরুষোত্তম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদিরূপ দেবতার উপাসনা করে, সেই পুরুষ তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না অর্থাৎ তাহার যথার্থ জ্ঞান জন্মে না। যেমন পশু জানিতে পারে না অর্থাৎ পশুর জ্ঞান জন্মে না। "জ্ঞানহীন পুরুষ পশুর সমান" এই বচনই উক্তার্থে প্রমাণ। "অথ যোঽন্যাং দেবতাম্" ইত্যাদি শ্রুতির প্রদর্শিতরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত; কারণ তাহা হইলেই অপর শ্রুত্যর্থের সহিত ইহার একবাক্যতা হইতে পারে। অপর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতি পরস্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি" অর্থাৎ যে পুরুষ নিজের অর্চ্চনীয় বিশ্বাত্মভূত শ্রীপুরুষোত্তমকে অতিক্রম করিয়া অনীশ্বর ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি অপর দেবতার যজনা করে, সেই পুরুষ অনন্যবৈষ্ণবত্বরূপ স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, পরম দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না এবং

পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয়” (গীঃ—৮। ৬) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। পশুর্যোঽন্যদেবসমুপাসকঃ” ইতি পূর্ব্বাচার্য্যোক্তেশ্চ। ১৯৬।

নাপি “যত্র ত্বস্য” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতত্বাৎ। নাপি “নেহ নানা” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, তস্যাঃ উক্তলক্ষণকারণানেকনিষেধপরত্বাৎ। ইহ-শব্দস্যৈবাত্র নিগমনত্বাৎ। ইহ ব্রহ্মণি সর্ব্বদোষাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যে সমস্তকল্যাণগুণালয়ে জগজ্জন্মাদ্যভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণে নানাত্বং পশ্যন্ নিত্যসংসারী ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। নাপি “নান্যোঽতঃ” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ। তথাহি—অতঃ উক্তলক্ষণাৎ সর্ব্বান্তরাত্মনঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ অন্যঃ জীবক্ষেত্রজ্ঞাদিপদার্থঃ স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নঃ দ্রষ্টা নাস্তি, সর্ব্বস্য তৎপ্রযোজ্যত্বেন করণসাদৃশ্যাৎ। নাপি “যদা হ্যেবৈষঃ” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ। তস্যাঃ উদরোপাধিবিশিষ্টব্রহ্মোপাসননিষেধপরত্বাৎ। “উদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা” ইতি শ্রুতিপ্রাপ্তোদরালম্বনপ্রতীকরূপমন্তরং কুরুতে যঃ তস্য ভয়ং ভবতীত্যর্থঃ, শর্করাপিহিতদৃষ্টিত্বাৎ অপরিচ্ছিন্নং ন পশ্যতীতি ভাবঃ। “দ্বিতীয়াদ্বৈ”

পাপীয়ান্ হয়। আর প্রদর্শিতরূপ অর্থই স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—“যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই দুর্ম্মতি ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। সনাতন পরমাত্মা ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু চরাচরের শাস্তা এবং যতিগণের একমাত্র পরম গতি। যে ব্যক্তি বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিয়া অন্য দেবতার ধ্যান ও অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তির কোটি কোটি কল্পেও গতি অর্থাৎ উদ্ধার নাই।” গীতাতে বলা হইয়াছে—“সেই সকল অল্পবুদ্ধি পুরুষের ঐ ফল বিনাশশীল” “দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন” “হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।” আর পূর্ব্বাচার্য্যও বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসক, সে পশু”। ১৯৬।

এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধও সম্ভাবিত নহে। কারণ তাহা পূর্ব্বেই অর্থাৎ ভেদসমর্থনপ্রকরণে দেখান হইয়াছে। এইরূপ “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধও সম্ভাবিত নহে। কারণ পূর্ব্বে জগজ্জন্মাদির যেরূপ কারণস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই “নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি সেই কারণের অনেক-নিষেধপর অর্থাৎ সেই কারণ অনেক নহে—ইহাই উক্ত শ্রুতিদ্বারা বলা হইয়াছে। যেহেতু শ্রুত্যুক্ত “ইহ” শব্দেই শ্রুতিবাক্যের নিগমন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে—যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্ব-দোষাস্পৃষ্ট ও যিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আধার, সেই জগজ্জন্মাদির অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ ব্রহ্মে নানাত্ব দর্শন করিয়া জীব নিত্যসংসারী হইয়া থাকে। এইরূপ “নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা” এই শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ উক্ত শ্রুতি ভেদের নিষেধ করেন নাই। কিন্তু উক্ত শ্রুতির ইহাই অর্থ যে—অতঃ—পূর্ব্বোক্তস্বরূপ সর্ব্বান্তরাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম হইতে ভিন্ন জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদার্থ স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্ন দ্রষ্টা নাই। কারণ সমস্তই সেই পুরুষোত্তমপ্রযোজ্য বলিয়া করণসদৃশ। সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনাই নাই। এইরূপ “যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি” এই শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধ নাই। কারণ এই শ্রুতি উদরোপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার নিষেধপর অর্থাৎ এই শ্রুতিদ্বারা উদরোপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার নিষেধ করা হইয়াছে। “উদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা” এই শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত যে উদরালম্বন প্রতীক, যে পুরুষ এই ব্রহ্মে সেই প্রতীকরূপ অন্তর করে, তাহার ভয় উপস্থিত হয় অর্থাৎ শর্করাচ্ছাদিতদৃষ্টি বলিয়া সে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ।

(বৃঃ—১।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতিরপি স্বতন্ত্রসত্তাকদ্বিতীয়পদার্থমাত্রনিষেধপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যা, পরতন্ত্রসত্তাকবস্তুনো ভয়হেতুত্বাভাবাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি যাবৎ। ১৯৭।

কিঞ্চ "তত্ত্বমসি" ইত্যত্র বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মনিলয়ঃ সর্ব্বশক্তিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ তৎপদার্থঃ, তদাত্মকশ্চেতনঃ ত্বংপদার্থঃ, উক্তলক্ষণতৎপদার্থাভিন্নতদাত্মকত্বংপদার্থাবচ্ছিন্নসর্ব্বান্তরাত্মা বাসুদেবঃ ত্বংপদার্থঃ অসীতি তাদাত্ম্যোপদেশার্থঃ। স চ শক্যত্বাৎ মুখ্য এব, ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বস্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্বাভ্যাং সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বাৎ। নন্নু ব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য সর্ব্বাত্মনঃ তৎপদার্থত্বে ন বিবাদাবসরঃ, শ্রৌতত্বাৎ। পরন্তু জীবান্তরাত্মনঃ ত্বংপদার্থত্বং কথম্? তস্য জীববাচকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি চেন্ন, বিশ্বাত্মত্বেন সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বাদেবেতি ব্রূমঃ। তথাহি—যথা "অগ্নের্ঢক্" ইত্যত্র অগ্নিশব্দঃ অগ্নিশব্দস্যৈব বাচকঃ, "অগ্নৌ জুহোতি" ইত্যত্র স এব অগ্নিশব্দো দাহকত্বাদিধর্ম্মাবচ্ছিন্নাগ্নিপরঃ, এবং তস্যোভয়বাচকত্বং তাবন্মুখ্যমেব, তয়োঃ শক্যত্বাদিতি শাব্দিকানাং রাদ্ধান্তঃ, তথৈব প্রকৃতেঽপি সর্ব্বেষাং চেতনাচেতনবস্তুমাত্রবাচকানাং তৎতৎপদার্থবাচকত্বেঽপি তৎতৎপদার্থান্তরাত্মভূতব্রহ্মবাচকত্বমবিরুদ্ধম্, ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ। যথা চ চতুর্ম্মুখাদিশরীরাণি তদবচ্ছিন্নাঃ তচ্চেতয়িতারশ্চ চতুর্ম্মুখাদিশব্দবাচ্যাঃ তেষাং শক্যা এব, তে তৈঃ স্বশক্ত্যৈব অভিধীয়ন্তে ইতি নির্ব্বিবাদঃ,

---

আর যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইত্যাদি, এই শ্রুতিও স্বতন্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধপর অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিদ্বারাও স্বতন্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পরতন্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধ করা হয় নাই। এজন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধপর বলিয়া উক্ত শ্রুতি নিরাকাঙ্ক্ষ। যেহেতু পরতন্ত্রসত্তাক বস্তুর ভয়হেতুত্বই নাই। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে কোনও শ্রুতির সহিতই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ নাই। সমস্তই সুসঙ্গত। ১৯৭।

আরও কথা এই যে—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্তর্গত তৎপদের অর্থ—বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় সর্ব্বশক্তি এবং স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয়। আর এতাদৃশ পরব্রহ্মাত্মক চেতন বস্তুই ত্বংপদার্থ। প্রদর্শিতরূপ তৎপদার্থের সহিত অভিন্ন তৎপদার্থাত্মক ত্বংপদার্থাবচ্ছিন্ন সর্ব্বান্তরাত্মা বাসুদেবই "ত্বংপদার্থঃ অসি" অর্থাৎ ত্বংপদার্থ হইতেছ—এইরূপ তাদাত্ম্য উপদেশ করা হইয়াছে। "তৎ ত্বমসি" উপদেশের ইহাই অর্থ। এই অর্থ শক্য বলিয়া মুখ্যই বটে। কিন্তু অদ্বৈতবাদে এই অর্থ যেরূপ লক্ষ্য হয়, তাহা নহে। লক্ষ্যার্থ মুখ্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক এবং স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় বলিয়া সমস্ত শব্দেরই বাচ্য হইয়া থাকেন।

ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মবস্তু; এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মই তৎপদার্থ। এতাদৃশ তৎপদার্থ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া তাহা নির্ব্বিবাদ; কিন্তু ত্বংপদার্থ যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। জীবের অন্তরাত্মাকে ত্বংপদার্থ বলা হইয়াছে। ত্বংপদ জীববাচকরূপেই প্রসিদ্ধ। এই ত্বংপদ জীবের অন্তরাত্মার বাচক হইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ জীবের অন্তরাত্মা বিশ্বের আত্মা। সুতরাং বিশ্বাত্মবস্তু সমস্ত শব্দেরই বাচ্য হইয়া থাকেন। যেমন "অগ্নের্ঢক্" এই পাণিনিসূত্রে "অগ্নি"পদ অগ্নিশব্দের বাচক। অগ্নিশব্দের উত্তর "ঢক্" প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; কিন্তু অগ্নি অর্থের উত্তর "ঢক্" প্রত্যয় বিহিত হয় নাই; তাহা হইতেও পারে না; কিন্তু "অগ্নৌ জুহোতি" ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে সেই অগ্নিশব্দই দাহকত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নিবস্তুর বাচক হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোদাহরণের মত অগ্নিশব্দের বাচক হয় নাই। এইরূপে অগ্নিশব্দের অগ্নি-শব্দবাচকত্ব ও অগ্নি-অর্থবাচকত্ব এই উভয়বাচকত্ব আছে। শব্দ ও অর্থ উভয়ই শক্য ইহা বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্ত। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও চেতনাচেতন

এবমেব তেষাং চতুর্ম্মুখাদিপিণ্ডতদবচ্ছিন্নক্ষেত্রজ্ঞাভিধানপরত্বেঽপি তত্তৎপদার্থান্তরাত্মত্বাৎ ব্রহ্মাভিধানপরত্বমপি সুশক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ। এতদভিপ্রায়মাশ্রিত্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যমুদ্‌ঘোষয়ন্তি শ্রুতয়ঃ, "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (শ্বেঃ—১।১২) "নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা, ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ" "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "স ব্রহ্মা স শিবঃ" "স ব্রহ্মা স ঈশানঃ" "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ" ইত্যাদিনা। ১৯৮।

ননু যদুক্তং হি অগ্নিশব্দস্য উভয়পরত্বম্, তত্তু পাণিনিস্মৃতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ন বিবাদাস্পদম্, প্রকৃতে তু প্রমাণাভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি চেন্ন, "নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি" "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" "নমামঃ সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী" "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদিশাস্ত্রস্যৈব মানত্বাৎ। তৎ সিদ্ধং ভগবতঃ সর্ব্বাত্মত্বং বিশ্বস্য চ তদাত্মকত্বেন তাদাত্ম্যোপদেশার্হত্বমিতি "শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মত"মিতি সম্প্রদায়োক্তেঃ। ১৯৯।

কিঞ্চ পরমাত্মাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেনাপি জগতঃ তত্তাদাত্ম্যোপদেশো বক্তুং শক্যঃ, যৎ যদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকং তৎ তত্তাদাত্ম্যোপদেশার্হমিতি ব্যাপ্তিরাম্নায়তে ছান্দোগৈঃ প্রাণসম্বাদে "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি

বস্তুমাত্রের বাচক সমস্ত শব্দের তত্তদর্থের বাচকত্ব থাকিলেও সেই সেই অর্থের অন্তরাত্মভূত ব্রহ্মেরও বাচকত্ব আছে। যেমন ঘটপদ কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তুর বাচক, এইরূপ উক্ত বস্তুর অন্তরাত্মভূত ব্রহ্মেরও বাচক হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। যেমন চতুর্ম্মুখাদি শব্দ চতুর্ম্মুখাদি শরীর ও সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চেতন আত্মার বাচক হইয়া থাকে; উক্ত শরীর ও শরীরাবচ্ছিন্ন চেতন উভয়ই চতুর্ম্মুখাদি শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। চতুর্ম্মুখাদি শব্দ শক্তিদ্বারাই প্রদর্শিত উভয়বিধ অর্থের বাচক হয়। উক্ত উভয়বিধ অর্থ প্রতিপাদনের জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় না। লক্ষণা ব্যতীতই শক্তিদ্বারাই উক্ত উভয়বিধ অর্থ চতুর্ম্মুখাদি শব্দদ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে। ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। এইরূপে চতুর্ম্মুখাদি শব্দ হইতে চতুর্ম্মুখাদি শরীর এবং সেই শরীরবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় অভিহিত হইলেও উক্ত উভয় অর্থের অন্তরাত্মভূত ব্রহ্ম চতুর্ম্মুখাদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে ইহা বলা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিসমূহ সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাদাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" "নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ" "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "স ব্রহ্মা স শিবঃ" "স ব্রহ্মা স ঈশানঃ" "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ" ইত্যাদি শ্রুতি সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাদাত্ম্যে প্রমাণ। ১৯৮।

ইহাতে আপত্তি এই যে—পাণিনিস্মৃতি প্রমাণানুসারে "অগ্নি"শব্দ শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের বাচক হইয়া থাকে। ইহাতে বিবাদ না থাকিলেও "ত্বং"পদ জীব ও জীবের অন্তরাত্মার বাচক হইবে ইহাতে কোনও প্রমাণ না থাকায় প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় নাই।

এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ "নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি" "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" "নমামঃ সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী" "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রই উক্ত অর্থে প্রমাণ। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইল যে—ভগবান্ সর্ব্বাত্মা এবং বিশ্ব ভগবদাত্মক বলিয়া তাদাত্ম্য উপদেশের যোগ্যই বটেন। আর এজন্য সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে—"শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ। ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতম্" অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহ হইতে "নিখিল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক" ইহা জানিতে পার যায় ইহাই বেদবিদ্‌গণের মত। ১৯৯।

ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" ইত্যাদিনা। কিঞ্চ ব্রহ্মব্যাপ্যত্বেনাপি বস্তুজাতস্য তত্তাদাত্ম্যং সুপপন্নম্। "যচ্চ কিঞ্চিজ্ জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোস্তত্র মানত্বাৎ। "যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপে দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্॥" "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" ইতি তাদাত্ম্যবটকস্মৃতেঃ। এবং ব্রহ্মণঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্বাৎ তত্র চেতনাচেতনয়োশ্চ পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নস্বরূপত্বাদ্ভেদঃ। ইতরেতরাত্যন্তবৈলক্ষণ্যাৎ, চেতনস্যাণুত্বেন নির্দ্দেশার্হত্বং জ্ঞানাদিগতধর্ম্মসঙ্কোচাদিযোগাচ্চ। অচেতনস্য চ স্থূলত্বাদিনা পরিণামাদিবিকারত্বাৎ; ব্রহ্মণস্তু তয়োর্বৈলক্ষণ্যেনৈব স্বরূপগুণাদিভিঃ নিত্যনির্দোষত্বাৎ, "অস্থূলমনণু" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্তৃগতস্বাভাবিকভেদনির্ণয়েন চেতনানামপি ইতরেতরভেদো বোধ্যতে, "চেতনশ্চেতনানাম্" "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে। জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথৈবাভেদোঽপি স্বাভাবিকঃ, ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ব্যাপকত্ব-স্বতন্ত্রসত্ত্ব-সর্ব্বাধারত্বযোগাৎ, "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ" "অন্তর্বহিশ্চ আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রঃ অধিগুণঃ" "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

আরও কথা এই যে—জগৎ পরমাত্মাধীনস্থিতিক ও পরমাত্মাধীনপ্রবৃত্তিক বলিয়াও পরমাত্মতাদাত্ম্য উপদেশ হইতে পারে। যে যে বস্তু যদায়ত্তস্থিতিক ও যদায়ত্তপ্রবৃত্তিক, সেই সমস্ত বস্তুই তৎতাদাত্ম্য উপদেশের যোগ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে বলা হইয়াছে। বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণাধীনস্থিতিক ও প্রাণাধীনপ্রবৃত্তিক বলিয়া বাগাদিকেও প্রাণই বলা হইয়া থাকে। বাগাদির পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই। বাক্ চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রাণই বটে।

আরও কথা এই যে—সমস্ত বস্তু ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াও ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশ উপপন্ন হয়। "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" এই শ্রুতিবাক্য ও "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য প্রদর্শিত অর্থে প্রমাণ। অপর স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—হে দেব! তোমার সমীপে যে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন, সেই দেবগণ তুমিই, যেহেতু তুমি জগৎস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিও উক্ত অর্থে প্রমাণ। ব্রহ্ম স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট এবং চেতনাচেতনবর্গ পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় ব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনবর্গের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই চেতন ও অচেতন অত্যন্ত বিলক্ষণ। চেতন জীব অণুরূপে নির্দ্দেশের যোগ্য এবং অণু জীবের ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সঙ্কোচবিকাশশীল। আর অচেতনবর্গ স্থূলত্বাদিরূপে পরিণামাদি বিকারী হইয়া থাকে। এই অণু চেতন ও স্থূল অচেতনবর্গ হইতে স্বরূপগুণাদিদ্বারা নিত্যনির্দ্দোষ ব্রহ্ম বিলক্ষণ হইয়া থাকেন। অণু ও স্থূল হইতে ব্রহ্ম যে বিলক্ষণ, তাহাতে "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। ভোক্তা জীব চেতনবর্গ, ভোগ্য অচেতনবর্গ ও নিয়ন্তা ভগবান্—এই তিনেরই পরস্পর স্বাভাবিক ভেদ নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া চেতন জীববর্গেরও পরস্পর ভেদ বুঝিতে হইবে। "চেতনশ্চেতনানাম্" "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই জীবসমূহের পরস্পর ভেদে প্রমাণ। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ যেমন স্বাভাবিক, এইরূপ অভেদও স্বাভাবিক। যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা, নিয়ন্তা, ব্যাপক এবং স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় ও সর্ব্বাধর। "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ" "অন্তর্ব্বহিশ্চ" "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ" "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব-ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদ জানিতে পারা যায়। ব্রহ্মাত্মকত্ব, ব্রহ্মনিয়ম্যত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব, ব্রহ্মাধীনসত্ত্ব,

তয়োশ্চ ব্রহ্মাত্মকত্ব-তন্নিয়ম্যত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদধীনসত্ত্ব-তদাধেয়ত্বাদিযোগেন তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাদভেদোঽপি স্বাভাবিক ইতি সিদ্ধম্। ২০০।

কিঞ্চ চেতনাচেতনরূপং জগৎ ব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধিযোগ্যং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ, তন্নিয়ম্যত্বাৎ জীবশরীর-বৎ, তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ আকাশঘটাদিবৎ, তদধীনত্বাৎ প্রাণায়ত্তেন্দ্রিয়বর্গবৎ, তদাধেয়ত্বাৎ ভূতভৌতিকবৎ— ইত্যাদ্যনুমানান্যপি পূর্ব্বোক্তশ্রুতিমূলকানি অত্র অনুসন্ধেয়ানি। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" ইতি স্মৃতেশ্চ। ২০১।

এতদুক্তং ভবতি—যথা ঘটো দ্রব্যং পৃথিবী দ্রব্যমিত্যাদৌ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নেন সহ ঘটত্বাবচ্ছিন্নপৃথিবীত্বা-বচ্ছিন্নয়োঃ সামানাধিকরণ্যং মুখ্যমেব, বিশেষস্য সামান্যাভিন্নত্বনিয়মাৎ, এবং প্রকৃতেঽপি সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তা-চিন্ত্যাপরিমিতবিশেষাবচ্ছিন্নেন অপরিমিতশক্তিবিভূতিকেন তৎপদার্থেন পরব্রহ্মণা স্বাত্মকচেতনাচেতন-ত্বাবচ্ছিন্নয়োঃ তদাত্মরূপয়োঃ ত্বমাদিপদার্থয়োঃ সামানাধিকরণ্যং মুখ্যমেবেতি সুব্যক্তম্। এতদর্থকানি "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি সমানাধিকরণবোধকানি শ্রৌতবাক্যানি। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" "মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।" "সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ" ইত্যাদি

ও ব্রহ্মাধেয়ত্বাদি ধর্ম্ম চেতনাচেতনবর্গে আছে বলিয়া এবং ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মের সহিত চেতনাচেতন-বর্গের অভেদও স্বাভাবিক—ইহাই সিদ্ধ হয়। ২০০।

আরও কথা এই যে—চেতনাচেতনরূপ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধির যোগ্য; যেহেতু চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্মাত্মক। যে যদাত্মক হইয়া থাকে, সে তাহা হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন মৃদাত্মক ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। এইরূপ ব্রহ্মনিয়ম্য বলিয়াও চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইবে। যেমন জীবশরীর জীব-নিয়ম্য বলিয়া জীব হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াও চেতনাচেতনাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইবে। যেমন ঘটাদি আকাশব্যাপ্য বলিয়া অর্থাৎ আকাশদ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া আকাশ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মাধীন বলিয়াও চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইবে। যে যদধীন, সে তাহা হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ; যেমন প্রাণাধীন ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। ব্রহ্মাধেয়ত্বপ্রযুক্তও চেতনাচেতনবর্গ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইবে। যেমন ভৌতিক বস্তুসমূহের মহাভূতই আধার ও ভৌতিক বস্তু আধেয়; এই আধেয় ভৌতিকবর্গ মহাভূত হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রদর্শিত পাঁচটি অনুমানদ্বারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ চেতনাচেতনবর্গ ব্রহ্ম হইতে অভেদে নির্দ্দেশার্হ হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত অনুমানগুলি শ্রুতিপ্রমাণমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতি এবং "বাসুদেবাত্মকং বিদ্ধি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" এই স্মৃতি উক্তানুমানের মূলীভূত প্রমাণ। ২০১।

অভিপ্রায় এই যে—"ঘট দ্রব্য, পৃথিবী দ্রব্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট বস্তুর সহিত ঘটত্ববিশিষ্ট বস্তু ও পৃথিবীত্ববিশিষ্ট বস্তুর মুখ্য সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ঘট, পৃথিব্যাদি বিশেষের সহিত সামান্য দ্রব্যের অভেদ আছে বলিয়াই উক্ত বাক্যের মুখ্য সামানাধিকরণ্য হয়। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও সর্ব্বজ্ঞত্ব, অনন্ত, অচিন্ত্য, অপরিমিত বিশেষাবচ্ছিন্ন এবং অপরিমিত শক্তিরূপ বিভূতিবিশিষ্ট তৎপদার্থ পরব্রহ্মের সহিত পরব্রহ্মাত্মক চেতনাচেতনবর্গের অন্তরাত্মস্বরূপ ত্বংপদার্থের মুখ্য সামানাধিকরণ্যই হইয়া থাকে। এতাদৃশ সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদনের জন্যই "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" "সদসচ্চাহমর্জ্জুন"

স্মৃতিবাক্যান্যপি অনুসন্ধেয়ানি শ্রেয়োঽর্থিভিঃ মনীষিভিঃ। তস্মাৎ স্বভাবতো হেয়গন্ধানাঘ্রাতমাহাত্ম্যা-দিকৃতটে অচিন্ত্যানন্তস্বাভাবিককল্যাণগুণশক্তিবৈভবে পরব্রহ্মণি ভগবতি শ্রীপুরুষোত্তমে বেদান্তানাং সমন্বয় ইতি সম্প্রদায়রাদ্ধান্তঃ। ২০২।

অথ কিংবা ভেদাভেদস্বরূপমভিপ্রেতম্? ইত্যত্র কেচিৎ একমেব স্বাভাবিকানন্তসার্ব্বজ্ঞ্যাদি-ধর্ম্মাশ্রয়ং ব্রহ্ম হি অনাদিনিত্যোপাধিনা জীবভাবমাপদ্যতে, তত্ত্বমস্যাদিনা উপদিষ্টাভেদজ্ঞানাচ্চ মুচ্যতে। তথাচ—ঔপাধিকভেদনিবৃত্তিফলকমভেদবিষয়কং জ্ঞানং বেদান্তৈরুপদিশ্যতে। তথাচ- ঔপাধিকো ভেদো বস্তুতোঽভেদ ইতি বেদান্তশাস্ত্রার্থ ইতি বদন্তি। ২০৩।

তত্তুচ্ছম্, অসম্ভবেন বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোঽণুরূপো জীবঃ? উতাচ্ছিন্ন এব অণুরূপোপাধিসম্বলিতো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ? উত উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্? উত উপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্? অথ উপাধিরেব? ইতি বিবেচনীয়ম্। নাদ্যঃ ব্রহ্মণঃ অচ্ছেদ্যত্বাৎ।

"মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে" "সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ" ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদক স্মৃতিবাক্য-সমূহও শ্রেয়স্কাম মনীষিগণ অনুসন্ধান করিবেন। সুতরাং হেয়গন্ধবর্জ্জিত অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক কল্যাণগুণ-শক্তিবৈভব পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমে সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়া থাকে। ইহাই ভেদাভেদসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। ২০২।

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ-সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এই প্রসঙ্গে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের কীদৃশ অর্থ হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। অপরবাদিগণ ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াও মূলকারসম্মত ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন না। নিম্বার্কসিদ্ধান্তে যাদৃশ ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হয়, তাদৃশ ভেদাভেদবাদ স্বীকার না করিয়া তাঁহারা ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঔপাধিক ভেদাভেদবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে ভগবদ্ভাস্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করীয় ভাষ্যে এই ভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। ভগবদ্ভাস্করের পূর্ব্বেও ভর্তৃপ্রপঞ্চ এবং তৎপূর্ব্বেও বৃত্তিকার প্রভৃতি ভেদাভেদবাদী বহু আচার্য্যগণের উক্তি নানা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ভগবদ্ভাস্করের পরেও কেশব, ভারতীবিলাস, অমৃতানন্দ, মাধব ও ব্রহ্মপ্রকাশিকাকারের উল্লেখ প্রকটার্থবিবরণ, ভামতীটীকা কল্পতরু, বিবরণ ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা কারণে এই সমস্ত আচার্য্যগণের গ্রন্থ সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের বিরোধী বলিয়া এস্থলে মূলকার উক্ত বাদের খণ্ডনের জন্য তাঁহাদের মতের অবতারণা করিতেছেন :—ভেদাভেদস্বরূপটি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে কোন কোন আচার্য্য বলেন যে—স্বাভাবিক অনন্ত সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মের আশ্রয় ব্রহ্ম অনাদি নিত্য উপাধিদ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা উপদিষ্ট অভেদের জ্ঞান হইতে ঔপাধিক ভেদের নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ হইয়া থাকে। অভেদ-জ্ঞানই ঔপাধিক ভেদের নিবর্ত্তক। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য হইতে ঔপাধিক ভেদের নিবৃত্তিফলক অভেদবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব-ব্রহ্মের বস্তুতঃ অভেদ থাকিলেও ভেদ ঔপাধিক। আর ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ২০৩।

এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা বিকল্পাসহ। ঔপাধিক ভেদবাদিগণ কি এরূপ বলিবেন যে (১) উপাধিদ্বারা ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই অণুপরিমাণ জীব? (২) অথবা জীব ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অচ্ছিন্ন হইয়াও

অন্যথা নিরবয়বশ্রুতিব্যাকোপাৎ, জীবস্য সাদিত্বাপত্তেস্তদ্বিষয়কাজত্বাদিশাস্ত্রবাধাচ্চ। একস্য দ্বৈধীকরণং হি ছেদনম্, তথাচ—জীবানাং তবাপ্যসংখ্যেয়ত্বাভ্যুপগমেন অসংখ্যেয়খণ্ডং ব্রহ্মৈব স্যাৎ। ২০৪।

নাপি দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাৎ ঔপাধিকাঃ সর্ব্বে দোষাস্তস্যৈব স্যুঃ। কিঞ্চ উপাধৌ গচ্ছতি সতি উপাধিনা স্বাবচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাৎ অনুক্ষণমুপাধিসংযুক্তপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধমোক্ষৌ স্যাতাম্। আকর্ষণে চ অচ্ছিন্নত্ব-নিরবয়বত্ব-সর্ব্বগতত্বাদিভঙ্গাৎ। কিঞ্চাচ্ছিন্ন-ব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্ব্বোপাধিসংসর্গে সর্ব্বেষাং জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন একত্বপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ ; প্রদেশ-ভেদাদপ্রতিসন্ধানমিতি পক্ষে একস্যাপি স্বোপাধৌ গচ্ছতি সতি "স এবাহম্" ইতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ। ২০৫।

নাপি তৃতীয়ঃ, ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ, তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিশ্চ স্যাৎ, সর্ব্বেষু দেহেষু এক এব জীবঃ স্যাৎ। নাপি চতুর্থঃ, ব্রহ্মণঃ অন্যঃ জীব ইতি ভেদস্যৌপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ, পরপক্ষপ্রবেশাচ্চ। নাপি চরমঃ, চার্ব্বাকপক্ষাভ্যুপগমাৎ। ২০৬।

অনুরূপ উপাধিসম্বলিত ব্রহ্মের প্রদেশবিশেষই জীব ? (৩) অথবা জীব ব্রহ্মের প্রদেশবিশেষ নহে, কিন্তু উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব ? (৪) অথবা উপাধিসংযুক্ত চেতনান্তরই জীব ? (৫) অথবা উপাধিই জীব ? এই প্রদর্শিত পাঁচটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। কারণ উপাধিদ্বারা ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে পারে না ; ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বস্তু। ব্রহ্মকে ছেদ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হইবে। উপাধিদ্বারা ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই জীব হইলে জীবের সাদিত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে জীবের অজত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বাধ ঘটিবে। একটি বস্তুর দ্বিধাকরণই ছেদন। ভাস্করমতেও জীব অসংখ্য বলিয়া 'অসংখ্যেয় ব্রহ্মখণ্ডই জীব' এইরূপ অর্থ হইবে। ২০৪।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বলিয়া যদি উপাধিসম্বলিত অচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশকেই জীব বলা যায়, তবে উপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত ঔপাধিক দোষসমূহও ব্রহ্মেরই প্রদেশবিশেষে আছে বলিয়া জীবদোষে ব্রহ্মই দুষ্ট হইয়া পড়িবেন। আরও কথা এই যে—এই উপাধি পরিচ্ছিন্ন বলিয়া পরিচ্ছিন্ন উপাধির গমনে উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের গমন সম্ভাবিত নহে বলিয়া উপাধির গমনে প্রতিক্ষণই উপাধিসংযুক্ত প্রদেশের ভেদ হইবে অর্থাৎ গমনশীল উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশই যুক্ত হইবে। আর তাহাতে ক্ষণে ক্ষণেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের আপত্তি হইবে। উপাধিযুক্ত প্রদেশই বদ্ধ ছিল ; উপাধির গমনে সেই প্রদেশ মুক্ত হইবে এবং যে প্রদেশে বদ্ধ ছিল না, সেই প্রদেশ উপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত বদ্ধ হইবে। আর এই দোষের পরিহারের জন্য যদি এরূপ বলা যায় যে—উপাধি গমন করিলে উপাধ্যবচ্ছিন্ন দেশেরও গমন হইবে। নূতনপ্রদেশ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না। এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ উপাধির গমনে উপাধ্যবচ্ছিন্ন প্রদেশেরও গমন বা আকর্ষণ হইলে ব্রহ্মের অচ্ছিন্নত্ব, নিরবয়বত্ব, সর্ব্বগতত্বাদির ভঙ্গ হইবে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বলিয়া ব্রহ্মপ্রদেশ ছিন্ন হইতে পারে না। এজন্য অচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশসমূহেই সমস্ত জীবোপাধির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সমস্ত জীবই ব্রহ্মেরই প্রদেশ হইবে। আর তাহাতে জীবসমূহের পরস্পর একত্ব প্রতিসন্ধান হওয়া উচিত হইবে। ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদনিবন্ধন পরস্পর একত্বপ্রতিসন্ধান হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—একটি জীবের ও উপাধির গমনে উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদনিবন্ধন "স এবাহম্" এইরূপ একত্বপ্রতিসন্ধান সেই জীবেরই হইতে পারিবে না। ২০৫।

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব হইলে ব্রহ্মেরই জীবত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে এবং জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্মেরও অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে সমস্ত দেহে একটিই জীব

অথ উপাধিনা ব্রহ্মণো জীবভাবে সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মাঃ আচ্ছাদিতাঃ, স্বরূপং বা ? নাদ্যঃ, অসম্ভবাৎ। তথাহি—সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ঃ স্বাভাবিকাঃ ধর্ম্মাঃ ? ঔপাধিকাঃ বা ? নান্ত্যঃ, ঔপাধিকত্বে উপাধেঃ সত্ত্বমসত্ত্বং বা ? সত্ত্বেঽপি ব্রহ্মভিন্নত্বমভিন্নত্বং বা ? ভিন্নত্বেঽপি স্বপ্রযুক্তত্বমন্যপ্রযুক্তত্বং ব্রহ্মপ্রযুক্তত্বং বা ? নাদ্যঃ, আত্মাশ্রয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অনবস্থানাৎ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। প্রযোজকস্য নিত্যত্বেনানিবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। অভিন্নত্বে চ ঔপাধিকভেদাসিদ্ধেঃ, উপাধির্ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যঘটিতপ্রতীত্যাপত্তেশ্চ। নাপ্যসত্যঃ, পরমতপ্রবেশাপত্তেঃ, অনঙ্গীকারাচ্চ। অথ স্বাভাবিকত্বপক্ষে তেষাং স্বরূপভিন্নত্বমভিন্নত্বং বা ? ভিন্নাভিন্নত্বং বা ? অত্যন্তভেদে শাস্ত্রবিরোধঃ, "এবং গুণান্ পৃথক্ পশ্যন্" ইত্যাদিনিষেধশ্রবণাৎ। নাভিন্নত্বম্, ব্রহ্মণস্তেষাং সামানাধিকরণ্যাপত্তেঃ। তথাত্বে চ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" "পরাস্য শক্তিঃ" ইতি ব্যধিকরণশ্রুতিব্যাকোপাৎ। নাপি চরমঃ, স্বাভাবিকানাং হি আবরণাসম্ভবাৎ, অস্মৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ।

হইয়া পড়িবে। এইরূপ চতুর্থ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। উপাধিসংযুক্ত চেতনান্তরই জীব—এইরূপ স্বীকার করিলে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই হইল। সুতরাং ঔপাধিক ভেদবাদ আর রহিল না। পরন্তু স্বাভাবিক ভেদবাদই থাকিল। আর তাহাতে পরপক্ষে প্রবেশই ঘটিবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভেদবাদই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চম পক্ষও অসঙ্গত। উপাধিই জীব হইলে উপাধির বিনশ্বরত্বপ্রযুক্ত চার্ব্বাকমতে প্রবেশ ঘটিবে। চার্ব্বাকগণ যেমন আত্মার বিনাশ স্বীকার করেন, এই পক্ষেও তাহাই ঘটিবে। ২০৬।

এই ভাস্করমতে উপাধিদ্বারা ব্রহ্মেরই জীবভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উপাধিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে—এইরূপ বলিতে হইবে। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম কি স্বাভাবিক ? অথবা ঔপাধিক ? যদি ঔপধিক বলা যায়, তবে সেই উপাধি কি সত্য ? অথবা মিথ্যা ? সত্য হইলেও তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ? ভিন্ন হইলে তাহা কি স্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত ? অথবা অন্যপ্রযুক্ত ? কিম্বা ব্রহ্মপ্রযুক্ত ? উপাধি উপাধিপ্রযুক্ত বলা যায় না, তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও বলা যায় না, তাহাতে অনবস্থা দোষ হইবে। উপাধিসম্বন্ধের জন্য অন্য প্রযোজক স্বীকার করিলে এবং তাহার জন্যও অন্য প্রযোজক স্বীকার করিলে অনবস্থাই হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। উপাধির সিদ্ধি হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি এবং ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধি হইলে উপাধির সিদ্ধি এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। উপাধির প্রযোজক নিত্য হইলে তাহার কখনও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। উপাধি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে সার্ব্বজ্ঞ্যাদির ঔপাধিকত্ব সিদ্ধ হইবে না। উপাধি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে "উপাধিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইবে। আর এই উপাধি মিথ্যা—এইরূপও বলা যায় না, তাহাতে অদ্বৈতমতে প্রবেশ হইবে এবং ভাস্করমতে ইহা স্বীকারও করা হয় না।

এইরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম স্বাভাবিক—ইহাও বলা যায় না। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বাভাবিক হইলে সেই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম কি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা অভিন্ন ? অথবা ভিন্নাভিন্ন ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরোধ ঘটিবে। ব্রহ্মগুণ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিন্দা ভাস্করীয় শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ অভিন্নও হইতে পারে না। অভিন্ন হইলে ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মগুণের সামানাধিকরণ্যাপত্তি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ—এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইবে। আর তাহাতে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের যে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আবরণই অসম্ভব এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভাস্করীয়গণকেও

অন্যথা স্বরূপস্যাবরণাপত্তেঃ। স্বরূপাবরণাঙ্গীকারপক্ষে তু সার্ব্বজ্ঞ্যাদিহানেঃ। কিঞ্চ উপাধেরপি সত্ত্বনিত্যত্বাভ্যামনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ২০৭।

কিঞ্চ উপাধিঃ সহেতুকো নির্হেতুকো বা ? নাদ্যঃ, অনবস্থানাৎ। নান্ত্যঃ, মুক্তস্যাপি পুনর্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ো ব্যাপ্যবৃত্তয়ঃ ? উত সংযোগবদেকদেশবৃত্তয়ঃ ? আদ্যে সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বস্যাপি বন্ধযোগে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গো জগদান্ধ্যাপত্তিশ্চ। দ্বিতীয়ে তদ্‌গুণানাং পরিচ্ছিন্নত্বেন অকিঞ্চিৎকরত্বাপত্তেঃ মায়াবাদপক্ষপ্রবেশাপত্তেশ্চ। কিঞ্চ মোক্ষাবস্থায়াং জীবঃ স্বরূপেণ তিষ্ঠতি ন বা ? নাদ্যঃ, উপাধিবিগমেঽপি জীবস্বরূপস্য বিদ্যমানতাঙ্গীকারে ঔপাধিকভেদবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, স্বরূপেণৈব ভেদোঽঙ্গীকৃতঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বরূপনাশ এব মুক্তস্বরূপং স্যাৎ। তথাত্বে চ প্রচ্ছন্নবাহ্যাৎ মায়াবাদিনঃ কো বা বিশেষঃ—ইতি ত্বয়ৈব চিন্তনীয়ঃ। তৈর্জীবেশয়োরুভয়োরপি স্বরূপনাশঃ অভ্যুপগম্যতে, ভবদ্ভিস্তু জীবমাত্রস্বরূপনাশ ইত্যেতাবতি ভেদেঽপি জীবস্বরূপনাশঃ সমান এব ইত্যর্থঃ। ২০৮।

অথ পরৈরপি বিবরণে ন তাবদ্‌ব্রহ্মণো জাতিব্যক্তিভাবো গুণগুণিভাবঃ কার্য্যকারণভাবো বিশিষ্ট-স্বরূপত্বমংশাংশিভাবো বা বিদ্যতে মানাভাবাদিত্যুক্তম্। ন চ তদভাবে ভেদাভেদৌ দৃশ্যেতে। ন চ

আমাদের মতে প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রহ্মধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার না করিলে ব্রহ্মধর্ম্মের আবরণে ব্রহ্মস্বরূপেরই আবরণের আপত্তি হইবে। ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইবে। আরও কথা এই যে—জীবোপাধির সত্যত্ব, নিত্যত্ব স্বীকার করিলে উপাধির নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। ২০৭।

আরও কথা এই যে—এই উপাধি কি সহেতুক ? অথবা অহেতুক ? সহেতুক স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে। উপাধির যাহা হেতু, তাহারও হেতু বলিতে হইবে এবং তাহারও হেতু বলিতে হইবে—এইরূপে অনবস্থা হইবে। আর উপাধি অহেতুক হইলে মুক্তেরও পুনরায় বন্ধপ্রসঙ্গ হইবে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম কি রূপাদির মত ব্যাপ্যবৃত্তি ? অথবা সংযোগাদির মত একদেশবৃত্তি ? ব্যাপ্যবৃত্তি স্বীকার করিলে সর্ব্বজ্ঞেরই বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বজ্ঞের বন্ধ হইলে আর কখনও মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। সর্ব্বজ্ঞের বন্ধযোগ হইলে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ হইবে। আর ব্রহ্মগুণের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অর্থাৎ একদেশবৃত্তিত্ব স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্নত্বপ্রযুক্ত তাহার অকিঞ্চিৎকরত্বাপত্তি হইবে এবং মায়াবাদিগণের পক্ষে প্রবেশের আপত্তি হইবে। মায়াবাদমতে ব্রহ্মাভিন্ন জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি নাই। এজন্য ব্রহ্মধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি তাঁহাদের মতে অব্যাপ্যবৃত্তি। আরও কথা এই যে—ভাস্করমতে মোক্ষাবস্থায় জীব স্বরূপতঃ থাকে কি না ? যদি থাকে, তবে উপাধি বিগত হইলেও জীবস্বরূপ বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঔপাধিক ভেদবাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং স্বরূপভেদবাদই স্বীকার করিতে হইবে। আর মোক্ষদশাতে জীবস্বরূপ না থাকিলে মুক্ত পুরুষের স্বরূপনাশের আপত্তি হইবে। আর তাহাতে ভাস্করীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রচ্ছন্ন বেদবাহ্য মায়াবাদের সিদ্ধান্তের কি বৈলক্ষণ্য থাকিবে ? মায়াবাদে মোক্ষদশাতে জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই স্বরূপনাশ স্বীকার করা হয়। ভাস্করমতে মোক্ষদশাতে ঈশ্বরের স্বরূপনাশ স্বীকার না করিলেও মোক্ষদশাতে জীবস্বরূপের নাশ স্বীকার করা হয় বলিয়া ভাস্করীয় বাদও মায়াবাদের সমান। ২০৮।

যদি বলা যায়—নিম্বার্কসিদ্ধান্তেও পুরুষোত্তমাচার্য্যপ্রণীত বিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—জীবের সহিত ব্রহ্মের জাতি-ব্যক্তিভাব, গুণগুণিভাব, কার্য্যকারণভাব, বিশিষ্টস্বরূপভাব অথবা অংশাংশিভাব নাই। এই পক্ষগুলি প্রমাণ-শূন্য বলিয়াই স্বীকার করা হয় নাই। জাতি-ব্যক্তিভাব, গুণগুণিভাব ইত্যাদির যে কোনও একটি স্বীকার না

"মমৈবাংশো জীবলোকে" ইতি স্মৃতেরংশাংশিতেতি বাচ্যম্, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইতি নিরংশত্বপ্রতিপাদক-শ্রুতিবিরোধাৎ। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতির্ন অংশাংশিভাবং ব্রূতে, কিন্তু ব্রহ্মানন্ত্যপ্রতিপাদনায় জীবস্য অল্পমাত্রত্বমাহ; অন্যথা সাংশস্য ব্রহ্মণো ঘটাদিবৎ অবয়বারভ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নন্ স্বাভাবিকী নিরবয়বতা, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং সাংশত্বমিতি নোক্তদোষ ইতি চেন্ন, এবমপি বাস্তবাভেদো ন সিধ্যেৎ, ন হি নিরবয়বমাকাশং খড়্গধারাভিঃ বস্তুতো ভেত্তুং শক্যম্। অথ অন্তঃকরণোপাধীনাং বস্তু-ব্রহ্মদারণ-সামর্থ্যমস্তি, তর্হি ব্রহ্ম স্বস্যানর্থায় কথমুপাধীন্ সৃজেৎ। ন চ জীবার্থা তৎসৃষ্টিঃ, তৎসৃষ্টেঃ প্রাক্ জীববিভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ কর্ম্মাবিদ্যাসংস্কারা অন্তঃকরণোৎপত্তেঃ প্রাক্ বিদ্যমানা অপি জীবং বিভজন্তে; অন্তঃকরণদ্রব্যস্যৈব জীবোপাধিত্বাঙ্গীকারাৎ, ইত্যাদিনা বহুশো নিরস্তত্বাচ্চ। তস্মাৎ দুরুপপাদোঽয়ং হি ঔপাধিকভেদাভেদবাদ ইতি সংক্ষেপঃ। ২০৯।

বস্তুতস্তু স্বাভাবিকস্যৈব ভেদস্য শ্রৌতত্বাৎ সূত্রকারাভিপ্রেতত্বম্। তথাহি—চেতনাচেতনয়োর্ব্রহ্মণা ভেদাভেদশ্চ কথং সম্ভাব্যো দুরুপপন্নত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে সূত্রাভ্যাম্। তত্র তাবৎ অচেতনস্য ব্রহ্মণা

করিলে ভেদাভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না; অথচ নিম্বার্কমতে ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়। যদি বলা যায়—"মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা জীব-ব্রহ্মের অংশাংশিভাব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের নিরংশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করেন না; কিন্তু ব্রহ্মের আনন্ত্য প্রতিপাদনের জন্য জীবের অল্পমাত্রত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সাংশ হইলে ব্রহ্মও ঘটাদির মত অবয়বারব্ধ হইয়া পড়িত। সুতরাং সিদ্ধান্তে জীব-ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সিদ্ধির জন্য জাতি-ব্যক্তিভাব প্রভৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সিদ্ধান্তে যেরূপে ভেদাভেদবাদ সমর্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইহাতে ভাস্করীয়গণ শঙ্কা করেন যে—ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নিরবয়ব হইলেও বুদ্ধ্যাদি উপাধিনিবন্ধন সাংশ হইয়া থাকেন। আর তাহাতে ব্রহ্মের ঘটাদির মত অবয়বারব্ধত্বের প্রসঙ্গও হইবে না। এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এইরূপ বলিলেও বস্তুতঃ অভেদ সিদ্ধ হইবে না। নিরবয়ব আকাশ খড়্গধারাদিদ্বারা বস্তুতঃ বিদীর্ণ হইতে পারে না। ভেদক উপাধি আকাশের ভেদন অর্থাৎ বিদারণ করিতে পারে না। যদি বলা যায়—অন্তঃকরণরূপ উপাধির বস্তুভূত ব্রহ্মকে বিদারণ করিবার সামর্থ্য আছে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ উপাধিদ্বারা ব্রহ্ম বিদীর্ণ হইলে ব্রহ্ম স্বীয় অনর্থের জন্য উপাধির সৃষ্টি করিবেন কেন? যদি বলা যায়—ব্রহ্ম জীবের জন্য উপাধির সৃষ্টি করেন। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ অন্তঃকরণরূপ উপাধিসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ও জীব—এইরূপ বিভাগই অপ্রসিদ্ধ। অন্তঃকরণ উৎপত্তির পূর্ব্বে কর্ম্ম, অবিদ্যা, সংস্কার বিদ্যমান থাকিয়াও জীবের বিভাজক হয় না। অন্তঃকরণরূপ দ্রব্যই জীবের উপাধি—ইহা ভাস্করীয় সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্যের জীবোপাধিত্ব পূর্ব্বেই বহুধা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভগবদ্ভাস্কর-স্বীকৃত ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ উপপাদন করা যায় না বলিয়া তাহা অসিদ্ধ। ২০৯।

বস্তুতঃ কথা এই যে—ভগবদ্ভাস্করমতে অভেদ স্বাভাবিক ও ভেদ ঔপাধিক হইলেও আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভেদও স্বাভাবিকই বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক ভেদই শ্রুতিসিদ্ধ এবং সূত্রকারের অভিপ্রেত। চেতন ও অচেতনবর্গের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ দুরুপপন্ন বলিয়া তাহা কিরূপে সম্ভাব্য হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার সমাধান বলিয়াছেন

ভেদাভেদঃ সুপপন্ন ইত্যাহ—"উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ইতি। অচেতনস্য "উভয়ব্যপদেশাৎ" "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইতি ভেদব্যপদেশঃ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিনা চ অভেদব্যপদেশঃ, তস্মাৎ উভয়ব্যপদেশাৎ হেতোঃ ভেদাভেদে এব শাস্ত্রার্থঃ, উভয়বিধশাস্ত্রাবিরোধাৎ। অন্যথা চ একতরস্য অবশ্যং বাধ ইত্যর্থঃ। ২১০।

ননু ভেদাভেদয়োরিতরেতরাত্যন্তবিরোধাৎ কথমেকত্র স্থিতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ দৃষ্টান্তমুখেন অহিকুণ্ডলবদিতি। যথা কুণ্ডলাবস্থাপন্নস্যাহেঃ কুণ্ডলং ব্যক্তাপন্নত্বাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণগোচরং তদ্ভেদস্য স্বাভাবিকত্বাৎ। লম্বায়মানাবস্থায়াং তু সর্পায়ত্তাবচ্ছিন্নস্বরূপেণ কুণ্ডলস্য তত্র সত্ত্বেঽপি অব্যক্তনামরূপতয়া প্রত্যক্ষাগোচরত্বং সর্পাত্মকত্ব-তদাধেয়ত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্বাদিনা তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাৎ অভেদস্যাপি স্বাভাবিকত্বম্, উভয়োরপি স্থূলসূক্ষ্মাবস্থয়োরনুগতত্বাৎ ভিন্নাভিন্নত্বম্, তথা স্থূলাবস্থাপন্নস্য কার্য্যস্য কারণায়ত্তপরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নস্বরূপেণ ভেদসদ্ভাবেন প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং ব্যক্তনামরূপত্বাৎ। অব্যাকৃতাবস্থায়াং তু বীজাঙ্কুরস্যেব কার্য্যস্য কারণে সূক্ষ্মস্বরূপেণ প্রত্যক্ষাগোচরত্বেঽপি সদ্ভাব এব অব্যক্তনামরূপত্বাৎ। অতঃ উভয়াবস্থায়ামপি

যে—ব্রহ্মের সহিত চেতনাচেতনের ভেদাভেদ উপপন্নই বটে। "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (৩।২।২৭) এই সূত্রদ্বারা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক অচেতনবর্গের ভেদাভেদব্যপদেশ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া বলা হইয়াছে। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। এজন্য শ্রুতি ভেদ ও অভেদের ব্যপদেশ করায় ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই শাস্ত্রার্থ। উভয়ব্যপদেশই শাস্ত্রের, তবেই অবিরোধ হইতে পারে। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ স্বীকার করিলে একতরের বাধ অবশ্যই হইবে। ২১০।

যদি বলা যায়—ভেদ ও অভেদ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া একটি বস্তুতে তদুভয় স্থিত হইবে কিরূপে? যাহা ভিন্ন, তাহা অভিন্ন নহে এবং যাহা অভিন্ন, তাহা ভিন্ন নহে। সূত্রকার এইরূপ আশঙ্কার সমাধান দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্রকার বলিয়াছেন—অহি-কুণ্ডলের মত ভেদ ও অভেদ অবিরুদ্ধ। এস্থলে মূলকার এই সূত্রের যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে কেশবকাশ্মীরীর ব্যাখ্যার অনুরূপ। কেশবকাশ্মীরী বলিয়াছেন যে—অহিত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে অহি-কুণ্ডলের ভেদ এবং সর্পাত্মাত্মকত্বরূপে কুণ্ডলের অভেদ; সুতরাং কুণ্ডলাবস্থাপন্ন সর্পের কুণ্ডলরূপ ব্যক্ত বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়। সুতরাং সর্পের সহিত কুণ্ডলের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ভেদ স্বাভাবিক। আর সর্পাত্মকত্ব, সর্পাধেয়ত্ব, সর্পব্যাপ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পুরস্কারে সর্পের সহিত অপৃথক্‌সিদ্ধ কুণ্ডলের অভেদও স্বাভাবিক। সর্পের লম্বায়মান অবস্থায় সর্পরূপ ব্যক্ত এবং কুণ্ডলরূপ অব্যক্ত থাকে, ব্যক্তভাব স্থূলাবস্থা এবং অব্যক্তভাবকে সূক্ষ্মাবস্থা বলে। কুণ্ডলাবস্থায় কুণ্ডলরূপ ব্যক্ত ও সর্পরূপ অব্যক্ত থাকে। স্থূলাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ অনুগত থাকে এবং সূক্ষ্মাবস্থায়ও স্থূলাবস্থা অনুগত থাকে বলিয়া অহি ও কুণ্ডলের স্বাভাবিক ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ব্রহ্ম ও জড়বর্গের মধ্যেও স্থূলাবস্থাপন্ন ব্রহ্মকার্য্য জড়বর্গ কারণাধীন পরতন্ত্রসত্ত্বরূপে স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট কারণ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। স্থূলাবস্থ কার্য্য ব্যক্ত নামরূপ বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। কার্য্যের অব্যক্তাবস্থায় অর্থাৎ কার্য্য যখন কারণে লীন থাকে, তখন বীজে অঙ্কুরের মত কারণে সূক্ষ্মাবস্থ কার্য্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হইতে না পারিলেও অব্যক্ত নাম-রূপ কার্য্যের সদ্ভাব তখনও থাকে। সুতরাং কার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় অবস্থাতেই কারণাত্মকত্ব, কারণাধেয়ত্ব, কারণায়ত্তসত্তাকত্বাদি ধর্ম্মরূপে কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া কার্য্য কারণাভিন্ন হইলেও পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্টরূপে ও কারণসম্বন্ধিরূপে

তদাত্মকত্ব-তদাধেয়ত্ব-তদায়ত্তসত্তাকত্বাদিনা তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বেনাভিন্নত্বেঽপি পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নতদাত্মীয়স্বরূপেণ ভিন্নত্বমপি স্বাভাবিকমেবেতি সংক্ষেপঃ। অগ্রে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। ২১১।

কেচিত্তু, ইদং সূত্রং জীবাত্মভেদাভেদপরত্বেন ব্যাখ্যায় অহিকুণ্ডলবদিতি পক্ষে জীবস্য অবস্থারূপস্য অনিত্যত্বপ্রসক্তিরিতি অনিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তো দূষয়ন্তি। তত্তুচ্ছম্, তস্যোক্তরীত্যা জীবভেদাভেদপরত্বাভাবাৎ। অচেতনস্য অবস্থাপত্তিরূপানিত্যত্বং সর্ব্বসম্মতত্বাৎ অস্মাকমপীষ্টমেবেতি। অন্যে তু ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এব অচিদ্বস্তূনীতি সূত্রং ব্যাখ্যায় একস্যৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষযোগেঽপি ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব অচিদ্দ্রব্যরূপত্বাৎ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইতি স্ববুদ্ধ্যুৎপ্রেক্ষিতং ভাষয়ন্তি। তৎ তুচ্ছতরম্, স্বরূপপরিণামানঙ্গীকারাৎ অসম্ভবাচ্চ। যদি স্বরূপপরিণামঃ কেনচিদঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ, তর্হি তন্মতে ভবতু ভবদুক্তদোষযোগো নাস্মাকমসূয়াবিষয়ঃ। তস্মাৎ অনাকলিতসিদ্ধান্তত্বাৎ বালভাবিতৈব এষা সম্ভাবনেতি সংক্ষেপঃ। ২১২।

এবমচেতনস্য ব্রহ্মভিন্নাভিন্নত্বপ্রকারং নিরূপ্য চেতনস্যাপি তত্ত্বং প্রতিপাদয়তি—"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ"। বা-শব্দোঽতিদেশার্থঃ। পূর্ব্বোক্তাচেতনবৎ চেতনস্যাপি ব্রহ্মণা ভিন্নাভিন্নত্বং দর্শয়তি। কুতঃ? উভয়ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে, "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি ধ্যাতৃধ্যেয়ত্বেন দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বেন চ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি প্রাপ্তৃপ্রাপ্যত্বেন চ "য

কার্য্য কারণ হইতে স্বাভাবিক ভেদবিশিষ্টও হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। ইহা অগ্রে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ২১১।

ঔপাধিক ভেদবাদী ভগবদ্ভাস্কর এই প্রদর্শিত সূত্রটিকে জীবাত্মার ভেদাভেদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অহিকুণ্ডল দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মের অবস্থারূপ জীবের অনিত্যত্বপ্রসক্তি হয়—এইরূপে অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া খণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবদ্ভাস্করীয় ব্যাখ্যা অসঙ্গত। কারণ উক্ত সূত্র জীবভেদাভেদপ্রতিপাদক নহে; কিন্তু মূর্ত্তামূর্ত্ত জড়বর্গের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদপ্রতিপাদক—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অচেতনরূপ অবস্থা যে অনিত্য, তাহা সর্ব্বসম্মত এবং আমাদেরও ইষ্ট। এই সূত্রের অন্য ব্যাখ্যাতৃগণ—"অচিদ্বস্তু ব্রহ্মেরই সংস্থানবিশেষ"—এইরূপে সূত্রব্যাখ্যা করিয়া জড়দ্রব্যের অবস্থাবিশেষযোগ সম্ভাবিত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ জড়দ্রব্যরূপ হইলে অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইবে—এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মস্বরূপের জড়পরিণাম স্বীকার করা হয় না। আর তাহা সম্ভাবিতও নহে। যদি স্বরূপপরিণাম কেহ অঙ্গীকার করেন, তবে তাঁহাদের মতে উক্ত দোষ হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত না জানিয়াই উক্তরূপ দোষ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ২১২।

এইরূপে অচেতনের ব্রহ্মভিন্নাভিন্নত্বপ্রকার নিরূপণ করিয়া চেতন জীববর্গেরও ব্রহ্মভিন্নাভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" (৩৷২৷২৮)। এই সূত্রে "বা"শব্দ অতিদেশার্থ। পূর্ব্বোক্ত অচেতনের মত চেতন জীববর্গেরও ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্নত্ব সূত্রদ্বারা বলা হইয়াছে। চেতন জীবেরও উভয়ব্যপদেশ আছে বলিয়া ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বসূত্র হইতে "উভয়ব্যপদেশাৎ" এই হেতুবাক্যাংশের অনুবৃত্তি এই সূত্রে করিয়া ভেদাভেদরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের সহিত জীবের উভয়ব্যপদেশ শ্রুতিতেই সিদ্ধ আছে। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এই শ্রুতিতে ধ্যাতৃ-ধ্যেয়ভাবে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" এই দুই শ্রুতিতে প্রাপ্তৃ-প্রাপ্যভাবে উক্তরূপ ভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। "য আত্মানমন্তরো যময়তি" এই শ্রুতিতে নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যভাবে

আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি নিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বেন চ স্বাভাবিকস্য ভেদস্য ব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা চ স্বাভাবিকাভেদস্য ব্যপদেশাচ্চ ভিন্নাভিন্নত্বমিতি। ২১৩।

অধিকশঙ্কা তু যদি পূর্ব্বদৃষ্টান্তেন চেতনস্য ভিন্নাভিন্নত্বম্, তর্হি অচেতনবদবস্থাভাকৃত্বমঙ্গীকৃতং স্যাদিতি তন্নিরাসয়ন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ—প্রকাশাশ্রয়বদিতি। যথা সূর্য্যাদিপ্রকাশঃ প্রভারূপঃ স্বাশ্রয়াৎ সূর্য্যাদের্ভিন্নতয়া প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে স্বাভাবিকভেদবত্ত্বাৎ, তদাধেয়ত্ব-তদাত্মকত্বাদিভিশ্চ হেতুভিস্তদবিনাভাবাৎ অভিন্নত্বমপি প্রত্যক্ষাদিমানসিদ্ধমেব, অতঃ অভেদস্যাপি স্বাভাবিকত্বমিতি, তদ্বৎপ্রত্যগাত্মনামপি পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নব্রহ্মাত্মীয়স্বরূপত্বেন স্বভাবাদেব ভিন্নত্বেঽপি তদাত্মকত্ব-তদাধেয়ত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্বাদিভির্হেতুভিস্তদবিনাভাবাৎ অভিন্নত্বমপি স্বাভাবিকমেবেতি ন কেনাপি বাক্যেন বিরোধলেশস্য সম্ভাবনেতি ভাবঃ। তত্র হেতুমাহ—তেজস্ত্বাদিতি। উভয়োরপি তেজোরূপত্বাৎ গুণতোঽপি অভেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ২১৪।

ননু সবিতৃপ্রকাশপক্ষেঽপি আধারাধেয়ভাবঃ প্রত্যহমুদয়াস্তময়ৌ ভবত ইতি চেদিত্যাহুরেকে। তত্তুচ্ছম্, আধারাধেয়ভাবস্য শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধত্বেন ইষ্টাপন্নত্বাৎ। "যস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তত্তু নাত্যেতি কশ্চন" "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

উক্তরূপ ভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে এবং "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বাভাবিক অভেদেরও ব্যপদেশ করা হইয়াছে। শ্রুতির উভয়বিধ ব্যপদেশ অনুসারে জীব-ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। ২১৩।

যদি অহিকুণ্ডল দৃষ্টান্তানুসারে চেতনবর্গেরও ভিন্নাভিন্নত্ব হয়, তবে অচেতনবর্গ যেমন ব্রহ্মের অবস্থারূপ, এইরূপ চেতনবর্গেরও ব্রহ্মের অবস্থারূপত্বের আপত্তি হইবে, এইরূপ শঙ্কার নিরাসের জন্য সূত্রে অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে—"প্রকাশাশ্রয়বৎ"। যেমন সূর্য্যাদির প্রকাশ প্রভারূপ স্বাশ্রয় সূর্য্যাদি হইতে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষদ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে, প্রভাব সহিত সূর্য্যের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ সূর্য্যাধেয়ত্ব, সূর্য্যাত্মকত্বরূপ হেতুদ্বারা সূর্য্যের সহিত প্রভার অবিনাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া সূর্য্যের সহিত প্রভার অভেদও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য প্রভার সহিত সূর্য্যের অভেদও স্বাভাবিক। সূর্য্যের সহিত প্রভার যেমন স্বাভাবিক ভেদাভেদ, এইরূপ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মা জীবসমূহেরও স্বাভাবিক ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্মের আত্মীয়স্বরূপ এবং পরতন্ত্রসত্তাযুক্ত, অণুপরিমাণ ও অল্পজ্ঞত্বাদি হেতুদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভেদ। আর ব্রহ্মাত্মকত্ব, ব্রহ্মাধেয়ত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব প্রভৃতি হেতুদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের অবিনাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদও সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর ইহাতে ভেদপ্রতিপাদক বাক্যের সহিত অভেদপ্রতিপাদক বাক্যের বিরোধও হয় না। ইহাতে সূত্রকার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"তেজস্ত্বাৎ"। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম ও জীব উভয়েরই তেজোরূপত্ব আছে বলিয়া গুণতঃও তদুভয়ের অভেদ বুঝিতে হইবে। ২১৪।

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে—প্রদর্শিতরূপে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বীকার করিলে সবিতার সহিত প্রকাশের যেমন আধারাধেয়ভাব আছে এবং সবিতার যেমন প্রত্যহ উদয়াস্তময় আছে, এইরূপ জীব-ব্রহ্মেরও আধারাধেয়ভাব এবং ব্রহ্মের উদয়াস্তময়ের আপত্তি হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম আধার ও জীব আধেয় ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া ইষ্টই বটে। "যস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তত্তু নাত্যেতি কশ্চন" "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব-ব্রহ্মের

"দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" ইতি সূত্রাৎ। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ইতি স্মৃতেশ্চ। নাপি উদয়াস্তময়ৌ দোষৌ বক্তুং শক্যৌ, তদংশে দৃষ্টান্তাভাবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরত্যন্তসাজাত্যম-সম্ভবাৎ, সর্ব্বসারূপ্যস্য কেনাপি দর্শয়িতুমশক্যত্বাচ্চ। কিঞ্চ সর্ব্বথৈব সারূপ্যে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবস্যৈব উচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ, ব্রহ্মণোঽপি অনিত্যসাদৃশ্যদর্শনাদনিত্যত্বাপত্তেশ্চ। সর্ব্বেষ্বপি পক্ষেষু অতিপ্রসঙ্গস্য দুর্ব্বারত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ২১৫।

কেচিত্তু প্রভাতদাশ্রয়য়োরিব চিদচিদ্ব্রহ্মণো ব্রহ্মত্বজাতিযোগমাত্রং বিবক্ষিতম্, এবং তর্হি অশ্বত্বগোত্ববদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্তুনোশ্চানুবর্ত্তমানং সামান্যমেব স্যাদিতি শ্রুতিস্মৃত্যাদিব্যবহারবিরোধ-প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ "অংশো নানা" ইত্যত্র পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ জীববৎ পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণতয়া অচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মাংশত্বং বিশিষ্টবস্ত্বেকদেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ; বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ স্বরূপস্বভাবভেদেন ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। তদেবং প্রকাশজাতিগুণশরীরাণাং মণিব্যক্তিগুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্সিদ্ধলক্ষণবিশেষণতয়া যথা অংশত্বম্, তথা ইহ জীবস্যাচিদ্বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম প্রতি অংশত্বম্, বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈব অংশাংশিভাব ইত্যর্থ ইত্যাহুঃ, তদসম্যক্, বিশেষণানুপপত্তীনাং পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ।

আধারাধেয়ভাব জানা যায়। আর ইহা "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" এই সূত্র হইতেও তাহা জানা যায় এবং "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্" এই স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। আর প্রদর্শিত উদয়াস্তময়ের আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ তদংশে দৃষ্টান্তই নহে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের অত্যন্ত সাজাত্য সম্ভাবিতই নহে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বথা সারূপ্য কেহই স্বীকার করেন না। সর্ব্বথা সারূপ্য অপেক্ষিত হইলে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মে অনিত্য সাদৃশ্য আছে বলিয়া ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। সর্ব্বসাদৃশ্য অপেক্ষিত হইলে সমস্ত পক্ষেই অতিপ্রসঙ্গ দুর্ব্বার হইবে। ইহাই প্রদর্শিত সূত্রদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ। মূলকারকৃত এই প্রদর্শিত সূত্রব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে কেশবকাশ্মীরিব্যাখ্যার অনুরূপ। ২১৫।

মূলকার এস্থলে যে সমস্ত আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া আশঙ্কার নিরসনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্তই প্রকৃতৈতাবদধিকরণে "প্রতিষেধাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০) এই সূত্রে বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা ব্যাখ্যাতে কেশবকাশ্মীরী বলিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তের খণ্ডনপ্রসঙ্গে এই সমস্ত কথা বলা হইলেও বিশেষভাবে খণ্ডনের জন্য মূলকার এস্থলে পুনশ্চ উক্ত মত প্রদর্শন করিয়া খণ্ডন করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন—মণিপ্রভা ও মণি এই উভয়সাধারণে তেজস্ত্ব, মণিত্বাদি জাতি আছে ; এইরূপ চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই ত্রিতয়সাধারণে ব্রহ্মত্ব জাতি আছে। ত্রিতয়সাধারণ ব্রহ্মত্ব প্রদর্শনের জন্যই চিদচিদ্বস্তুর সহিত ব্রহ্মের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব, শরীর-শরীরিভাব প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। এইরূপ বলিলে যাবদশ্বব্যক্তিতে অনুবৃত্ত অশ্বত্বের মত এবং যাবদ্গোব্যক্তিতে অনুগত গোত্বজাতির মত ব্রহ্মবস্তুও ঈশ্বরে, চিদ্বস্তুতে ও অচিদ্বস্তুতে অনুবর্ত্তমান সামান্যরূপ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে শ্রুতি-স্মৃত্যাদিব্যবহারেরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"অংশো নানা" ইত্যাদি সূত্রানুসারে জীবের মত অচিদ্বস্তুও পৃথক্সিদ্ধির অযোগ্য বলিয়া অর্থাৎ অপৃথক্সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মের অংশ। চিৎ ও অচিৎ বস্তু বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ বলিয়া বিশিষ্ট বস্তুর সহিত একদেশের অভেদব্যবহার মুখ্যই বটে। আবার বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্বরূপভেদ ও স্বভাবভেদ আছে বলিয়া চিদচিদ্বস্তুর সহিত ব্রহ্মের ভেদব্যবহারও মুখ্যই বটে। আর ইহাতে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্বও রক্ষিত থাকে। চিদচিদ্গত দোষদ্বারা ব্রহ্ম দুষ্ট

যদপ্যুক্তং বিশিষ্টবস্ত্বেকদেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ স্বরূপস্বভাবভেদেন চ ভেদব্যবহারো মুখ্য ইতি, তদপি দুরাগ্রহমাত্রম্, ভেদাভেদব্যবহারস্যৈব মুখ্যত্বেন ভেদাভেদয়োশ্চ স্বাভাবিকতয়া অভ্যুপগম্য ভূয়ো বিশিষ্টত্বাঙ্গীকারস্য গৌরবমাত্রত্বাৎ, ভেদাভেদে এব পর্য্যবসানাৎ, লাঘবাচ্চ। নাপি প্রকাশজাত্যাদিদৃষ্টান্তোঽত্র প্রমাণভাবমাপদ্যতে, বৈষম্যযোগাৎ। তথাহি—প্রকাশমণ্যাদৌ জাতি-ব্যক্ত্যাদৌ বিশেষণবিশেষ্যভাবসত্ত্বেঽপি অংশাংশিত্বব্যবহারাদর্শনাৎ অসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ আত্মাত্মীয়াদি-ভাবেনৈব অংশাংশিত্বোক্তিঃ সুপপন্না ইত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ ব্রহ্মণশ্চেতনয়োশ্চ ভিন্নাভিন্নত্বলক্ষণ এব সম্বন্ধো বেদান্তশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইতি সিদ্ধম্। ২১৬।

তথা শ্রুতয়ঃ—"একঃ সন্ বহুধা বিচচার" "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ" "ত্বমেকোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদয়ঃ। এতাভিশ্চ ভেদাভেদশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরপি দর্শিতা। তথাচ ভেদে সত্যেবাভেদো ভেদাভেদ ইতি। তথা চাহ ভগবান্ মনুঃ—"একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা। অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদ্বেদিতুমর্হতি॥" ইতি। শ্রীমুখেনাপ্যাহ—"একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্"

হন না। সুতরাং প্রভার সহিত মণির, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণের সহিত গুণীর এবং শরীরের সহিত আত্মার যেমন অপৃথক্সিদ্ধিলক্ষণরূপ বিশেষণত্ব আছে অর্থাৎ মণি হইতে অপৃথক্সিদ্ধ প্রভা যেমন মণির বিশেষণ এবং যেমন জাতি ব্যক্তির বিশেষণ এবং যেমন গুণ গুণীর ও শরীর আত্মার বিশেষণ হইয়া থাকে, আর বিশেষণ বলিয়াই ঐ সকলকে অংশও বলা হয়, সেইরূপ জীব ও অচিদ্বস্তু ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং জীব ও অচিদ্বস্তু বিশেষণ। আর এজন্য ব্রহ্ম অংশী এবং জীব ও অচিদ্বস্তু তাঁহার অংশ। এইরূপে চিদচিদ্বস্তুর সহিত ব্রহ্মের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ও অংশাংশিভাব হইয়া থাকে। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ প্রদর্শিতরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব যে হইতে পারে না, তাহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আর যে বলা হইয়াছে— বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ বলিয়া অভেদ-ব্যবহার মুখ্যই হইবে এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্বরূপভেদ ও স্বভাবভেদ আছে বলিয়া ভেদব্যবহারও মুখ্যই হইবে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা দুরাগ্রহমাত্র। ভেদাভেদ-ব্যবহারই মুখ্য। স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া আবার বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিলে তাহা গৌরবমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াই বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আর তাহাতে কেবল গৌরবই হইয়াছে। সুতরাং লাঘবপ্রযুক্ত ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে তাঁহাদেরও পর্য্যবসান হইবে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অসঙ্গত। এইরূপ যে আপত্তি সমাধানের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ স্বসিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, সেই আপত্তিপ্রদর্শনকারিগণের মতও অসঙ্গত। প্রভা ও তদাশ্রয়রূপ দৃষ্টান্ত অনুসারেই তাঁহারা জীব ও অচিদ্বস্তুর সহিত ব্রহ্মের অংশাংশিভাব বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ই অসঙ্গত। প্রকাশের সহিত মণির, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণাদির সহিত গুণ্যাদির বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও তাহাতে অংশাংশিভাবের ব্যবহার দেখা যায় না। বিশেষণ বিশেষ্যের অংশ, ইহা হইতেও পারে না। এজন্য আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে আত্মাত্মীয়াদিভাবেই অংশাংশিভাব স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম আত্মা এবং জীব ও অচিৎ বস্তু আত্মীয়। এই ভাবেই অংশাংশিভাব যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের ও জগতের ভিন্নাভিন্নত্বরূপ সম্বন্ধই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ২১৬।

ইতি। হরিবংশে ঘণ্টাকর্ণোঽপি আহ—"কেচিদ্‌বহুত্বেন বদন্তি দেবমেকাত্মনা কেচিদমুং পুরাতনম্। বেদান্তসংস্থাপিতসত্ত্বযুক্তং দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্ম॥ অনেকমেকং বহুধা বদন্তি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়নিবিষ্টচিত্তাঃ। আহুর্যমাত্মানমজং পুরাণং দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্ম॥" ইত্যাদিস্মৃতয়শ্চ। উভয়থা ভানমপি শ্রুতিমুখেনৈব সুপপন্নম্—"এষ তে আত্মা" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভিরাত্মাত্মীয়সম্বন্ধশ্রবণাৎ। এষ এব তাদাত্ম্যসম্বন্ধ উচ্যতে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তদেব জগদুপাদানং নিমিত্তঞ্চেতি পূর্ব্বমেব লক্ষণসূত্রেণ প্রতিপাদিতমিতি সংক্ষেপঃ। ২১৭।

নন্বু যদুক্তং ব্রহ্মণ উভয়বিধকারণত্বম্, তদযুক্তম্, অসম্ভবাৎ। লোকে কর্ত্তুঃ কুলালাদেরুপাদানদ্রব্যাৎ অত্যন্তভেদদর্শনাৎ। কিঞ্চ "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদিশ্রুতৌ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে" ইতি স্মৃতাবপি উভয়োর্ভেদব্যপদেশাৎ। তস্মাৎ লোকবেদবিরোধাৎ নিমিত্তকারণমাত্রমেব ইত্যঙ্গীকর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" চকারো নিমিত্তসমুচ্চয়ার্থঃ। প্রকৃতিরুপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈব, ন নিমিত্তমাত্রম্; কুতঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"একঃ সন্ বহুধা বিচচার" "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ" "ত্বমেকোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই ভেদাভেদে প্রমাণ। এই প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহদ্বারা ভেদাভেদ কথার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেদ থাকিয়াই অভেদকে—ভেদের সত্ত্বদশাতেই অভেদকে ভেদাভেদ বলা হয়। আর এই কথাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রহ্ম এক হইয়াও নানা এবং নানা হইয়াও এক। ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য রূপ কে জানিতে সমর্থ হয়? এই মনুবচন প্রসিদ্ধ মনুসংহিতায় উপলব্ধ নহে; কিন্তু কেশবকাশ্মীরী প্রকৃতৈতাবদধিকরণে (৮৯৯ পৃঃ শেষভাগে) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—"একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্"। হরিবংশে ঘণ্টাকর্ণও বলিয়াছেন যে—"ভগবান্‌কে কেহ বহু-রূপে বলেন; কেহ এই পুরাণপুরুষকে একাত্মরূপে বলেন। বেদান্তে যাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা সেই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। শ্রুতিস্মৃতি-ন্যায়নিবিষ্টবুদ্ধি মহাপুরুষগণ্ যে পুরাণপুরুষ অজ আত্মাকে অনেক ও একরূপে বহুধা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমরা সেই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।" ইত্যাদি স্মৃতিও ভেদাভেদে প্রমাণ। আর শ্রুতিও নিজেই ভেদাভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন; যথা—"এষ তে আত্মা" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মাত্মীয় সম্বন্ধই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা আত্মাত্মীয় সম্বন্ধরূপ তাদাত্ম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত—ইহা পূর্ব্বেই লক্ষণসূত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ২১৭।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে—ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যে কার্য্যের যাহা উপাদান কারণ, তাহাই সেই কার্য্যের নিমিত্ত কারণ হয় না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা হইতে ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে–শ্রুতিতে জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ এক বস্তু নহে—ইহাই বলা হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদি শ্রুতিতে মায়াকেই জগদুপাদান বলা হইয়াছে; ঈশ্বরকে বলা হয় নাই। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে" এই গীতাস্মৃতিতে প্রকৃতিকে উপাদানরূপে ও অধ্যক্ষ ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এক ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—এরূপ বলা লোকবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণই বলা সঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার

প্রতিজ্ঞা চ দৃষ্টান্তশ্চ তয়োরনুপরোধাৎ সামঞ্জস্যাৎ। তত্র "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা, "যথৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইত্যাদি দৃষ্টান্তশ্চ। তয়োর্ব্রহ্মণ উপাদানত্বাঙ্গীকারে এবানুপরোধঃ, অন্যথা বাধ ইত্যর্থঃ। ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানেন মৃন্ময়জ্ঞানং জায়তে, অপি তু মৃৎপিণ্ডাদি-দ্রব্যজ্ঞানেনেতি ভাবঃ। "অভিধ্যোপদেশাৎ" "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসঙ্কল্পোপদেশাদপি উভয়প্রকারং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তত্র "তদৈক্ষত" ইতি স্রষ্টৃত্বং "বহু স্যাম্" ইত্যুপাদানত্বমিতি বিবেকঃ। কিঞ্চ "সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ" ইতশ্চ উভয়বিধকারণং ব্রহ্ম, যতঃ সাক্ষাৎ নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ তস্যাম্নায়তে "কিংস্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী-নিষ্ঠতক্ষুর্মনীষিণো মনসা পৃচ্ছ্যতে এতদ্‌যদধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্" "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবীনিষ্ঠতক্ষুর্মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্" ইত্যাদিনা। ২১৮।

কিঞ্চ "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি সৃষ্টেঃ কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ শ্রূয়তে। তত্রাব্যাকৃতরূপেণ কর্তৃত্বং ব্যক্তনামরূপত্বেন চ কর্ম্মত্বং কার্য্যকারণয়োস্তাদাত্ম্যাৎ। তত্র হেতুঃ

সমাধানের জন্য ব্রহ্মসূত্রকার "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) ইহা বলিয়াছেন। এই সূত্রগত চকার নিমিত্তকারণের সমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত ব্রহ্মই বটেন। কেবলমাত্র নিমিত্ত নহেন। ইহার হেতু—প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ। অনুপরোধ কথার অর্থ—সামঞ্জস্য। শ্রৌত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যের জন্য ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিতে হইবে। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইহাই শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা। "যথৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইহাই দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব স্বীকার করিলেই প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হইবে। অন্যথা বাধ হইবে। ঘটাদি কার্য্যের নিমিত্ত কুলালাদির বিজ্ঞানদ্বারা মৃন্ময় ঘটাদি বস্তু বিজ্ঞাত হয় না; কিন্তু উপাদান মৃৎপিণ্ডাদি দ্রব্যের জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদি কার্য্যের জ্ঞান হইয়া থাকে।

"অভিধ্যোপদেশাৎ" (১।৪।২৪ ব্রঃ সূত্র) এই সূত্রদ্বারাও উপাদান ও নিমিত্তকারণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত। ঈক্ষণকর্তৃত্বের দ্বারা স্রষ্টৃত্ব ও "বহুস্যাম্" শ্রুতিদ্বারা উপাদানত্ব বলা হইয়াছে। "সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ" (১।৪।২৫) এই সূত্রদ্বারাও ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত বলা হইয়াছে। "কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ" এই প্রশ্নপ্রতিপাদক মন্ত্র এবং "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ" এই উত্তরমন্ত্রে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণবিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণরূপে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ২১৮।

আরও কথা এই যে—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) এই সূত্রে ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব বলা হইয়াছে। অব্যাকৃতরূপে ব্রহ্মে কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তনামরূপে ব্রহ্মে সৃষ্টির কর্ম্মত্ব বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা কর্ম্ম ও কর্তার, কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। কার্য্য-কারণের তাদাত্ম্যে হেতু পরিণাম। পরিণাম দ্বিবিধ;—স্বরূপ-পরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম। স্বরূপপরিণাম সাংখ্যসম্মত এবং শক্তিবিক্ষেপপরিণাম সিদ্ধান্তসম্মত। উক্ত সূত্রে যে পরিণাম বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মশক্তির বিক্ষেপরূপই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার বলিয়া তাহার স্বরূপ-

পরিণামাৎ। পরিণামোঽত্র শক্তিবিক্ষেপরূপঃ, ন তু স্বরূপপরিণামঃ। তস্মাৎ ন বিকারসম্ভাবনাবকাশ ইতি। এতদর্থস্য অগ্রে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। "যথোর্ণনাভিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ২১৯।

কিঞ্চ "যোনিশ্চ হি গীয়তে" ইতশ্চ ব্রহ্ম জগত উপাদানং নিমিত্তঞ্চ, যস্মাৎ জগদ্‌যোনিত্বেনাম্নায়তে—"কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" "এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। যোনিশব্দস্য চ উপাদানে শক্তিঃ সুপ্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ"—এতেন সমন্বয়াধ্যায়োক্তাধিকরণসমুদায়েন সর্ব্বেঽপি উক্তানুক্তকারণপ্রতিপাদনপরা বেদান্তা ব্যাখ্যাতা ভবন্তীতি শেষঃ। পদাভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্তিং দ্যোতয়তীতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যাদ্যনন্তগুণাদিনিলয়ে নিঃশেষদোষগন্ধাঘ্রাতসীম্নি পরব্রহ্মণি শ্রীপুরুষোত্তমে বেদান্তানাং সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সত্যকামঃ" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব" "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "বেদাহং সমতীতানি" "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। যদি সর্ব্বজ্ঞানশক্ত্যাদ্যাশ্রয়ঃ পরব্রহ্মভূতো মুকুন্দাখ্যো জগদ্ধেতুর্ন স্যাৎ, প্রতিনিয়তদেশকালাদিক্রিয়াতৎফলাদিসিদ্ধির্ন স্যাৎ। প্রতিনিয়তকালকোকিলাদ্যুৎপত্তিঃ, প্রতিনিয়তকালমম্বুদাদিগর্জ্জনাদিঃ, প্রতিনিয়তব্রাহ্মণাদিবর্ণাশ্রমক্রিয়াদিঃ, প্রতিনিয়তস্বর্গলোকাদিষু সুখং নরকাদিষু দুঃখং চ ন স্যাৎ। কিঞ্চ মনসাপি অতর্ক্যরচনস্য জগতস্তদ্রূপৈকদেশবৃত্তিবিবিধনাড়ীজালাদিসন্নিবেশবিশিষ্টরচনশরীরস্য চোৎপত্তির্ন স্যাদিত্যাদিকাঃ শাস্ত্রৈকমূলানুকূলতর্কাশ্চ অত্রানুসন্ধেয়াঃ। ২২০।

পরিণাম হইতে পারে না। সূত্রে পরিণাম বলায়—ব্রহ্মের বিকারিত্বের আপত্তিও হইবে না। এই বিষয় অগ্রে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" এই শ্রৌত দৃষ্টান্তদ্বারাও শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই বুঝিতে পারা যায়। ২১৯।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—ইহা বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগদ্‌যোনি বলা হইয়াছে। "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যোনি বলা হইয়াছে। যোনিশব্দের উপাদানে শক্তি সুপ্রসিদ্ধ আছে। "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (১।৪।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা সমস্ত বেদান্তবাক্যই যে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতার প্রতিপাদক, তাহা বলা হইয়াছে। অধ্যায়পরিসমাপ্তি সূচনার জন্য সূত্রে "ব্যাখ্যাতাঃ" পদটি দুইবার বলা হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্ব জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্যাদি অনন্ত গুণাদিনিলয় সর্ব্বদোষগন্ধরহিত পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় সিদ্ধ হইল। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সত্যকামঃ" "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব" "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "বেদাহং সমতীতানি" "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞানশক্ত্যাদির আশ্রয় পরব্রহ্মভূত মুকুন্দই জগতের হেতু—ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। যদি পরব্রহ্মভূত মুকুন্দ জগতের হেতু না হইতেন, তবে প্রতিনিয়ত দেশবৃত্তি ও প্রতিনিয়ত কালবৃত্তি ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ফলসিদ্ধি হইত না। প্রতিনিয়ত কালে কোকিলাদির উৎপত্তি হয়। প্রতিনিয়ত কালে মেঘ ও তাহার গর্জ্জনাদি হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া প্রতিনিয়ত পুরুষবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রতিনিয়ত স্বর্গাদি লোকেই সুখ ও নরকাদি লোকেই দুঃখ হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত নিয়মগুলির কোনটিই রক্ষিত হইত না, যদি পরব্রহ্মভূত মুকুন্দ জগতের হেতু না হইতেন। আরও কথা এই যে—যদি পরব্রহ্মভূত মুকুন্দ জগতের হেতু না হইতেন, তবে যে জগতের রচনা মনেও চিন্তা করিতে পারা যায় না, তাদৃশ জগতের উৎপত্তি হইত না। আর

গুণালয়ো বেদশিরঃসমন্বিতঃ, শ্রীমন্মুকুন্দো নবনীতচৌরকঃ।
সনৎকুমারাদিপদাম্বুজাশ্রিতং সমাশ্রিতানাং ভগবাংস্তনোতু শম্ ॥

ইতি শ্রীভগবদবতার শ্রী১০৮ সনন্দনাদিপ্রবর্ত্তিতানাদি-বৈদিকসম্প্রদায়প্রতিষ্ঠাপক শ্রী১০৮
ভগবন্নিম্বার্কাচার্য্যপ্রতিপাদিতদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তসমর্থনদক্ষ-নিখিলশাস্ত্রপারাবারীণ-
শ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে পরপক্ষগিরিবজ্রাখ্যে
শারীরকহার্দ্দসঞ্চয়ে সমন্বয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

এবং প্রথমাধ্যায়ে বেদানাং নিখিলদোষাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যসীম্নি অচিন্ত্যানন্তযাবদাত্মবৃত্তিস্বাভাবিকাসংখ্যেয়-সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসদ্গুণার্ণবে অনন্তাচিন্ত্যশক্তৌ জগৎকারণে ব্রহ্মণি শ্রীবাসুদেবে ভগবতি সমন্বয়ঃ সংগৃহীতঃ। অথ দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থঃ। তত্র তাবৎ স্মৃত্যবিরোধো নিরূপ্যতে ভগবতা সূত্রকারেণ। স চ সম্প্রদায়ানু-

---

বিবিধ নাড়ীজালাদি সন্নিবেশবিশিষ্ট জগতের একদেশরূপ এই শরীরেরও উৎপত্তি হইত না। ইত্যাদি শাস্ত্রৈকমূলক তর্কসমূহও পরব্রহ্মভূত মুকুন্দের জগদ্ধেতুত্বে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ২২০। *

সমস্ত বেদের উপনিষদ্ভাগ যাঁহাতে সমন্বিত হইয়া থাকে এবং যিনি সমস্ত কল্যাণগুণসমূহের আধার, সেই নবনীত-চোর যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীমান্ মুকুন্দ, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক সনৎকুমারাদি মুনিগণের চরণকমলসেবনদ্বারাই যাদৃশ মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়, একান্ত আশ্রিত স্বভক্তগণের তাদৃশ মঙ্গল বিধান করুন।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথতর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থবিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের
বঙ্গানুবাদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।১।

এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যই যে তাৎপর্য্যদ্বারা শ্রীবাসুদেবের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, তাহা বলা হইয়াছে। শ্রীবাসুদেবে বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হয় বলিয়া এই প্রথমাধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। ভগবান্ শ্রীবাসুদেব নিখিলদোষাস্পৃষ্টমহিম অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি নিখিল হেয়গুণরহিত এবং অচিন্ত্য, অনন্ত, অসংখ্যেয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সদ্গুণসাগর। এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবানের স্বাভাবিক গুণ এবং যাবদাত্মবৃত্তি বলিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবানের স্বরূপলক্ষণ। এতাদৃশ ভগবানে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় প্রতিপাদনই প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ।

এতাদৃশ ভগবানে সমন্বয় প্রতিপাদিত হইলে সাংখ্যাদি স্মৃতির সহিত বিরোধ হইবে। উক্ত সমন্বয়ে সাংখ্যাদি স্মৃতিবিরোধ পরিহারের জন্য ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক দ্বিতীয়াধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিরোধপরিহার। এই বিরোধপরিহারাধ্যায়ে যেমন সাংখ্যাদি স্মৃতির সহিত বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে, এইরূপ দার্শনিকগণের উৎপ্রেক্ষিত যুক্তির বিরোধপরিহার এবং বেদান্তবাক্যসমূহেরও পরস্পর বিরোধপরিহার করা

---

* মূলগ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রগুলির যে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণই কেশবকাশ্মীরিপ্রণীত বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যাঁহারা বিশেষভাবে এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা আলোচনা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

সারেণাত্র সমস্যতে মুমুক্ষুজনোপকারায়—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। পূর্ব্বত্র ব্রহ্মণঃ অন্যপ্রমাণাগোচরতয়া বেদৈকবেদ্যত্বং নির্ণীতম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ "নেন্দ্রিয়াণি নানুমানম্" ইতি শ্রুতেশ্চ। এবং শ্রুত্যর্থস্য আপ্তপ্রণীততদুপবৃংহণৌপয়িকস্মৃতিং বিনা দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ স্মৃতয়োঽপি অবশ্যমপেক্ষিতাঃ। তত্র চ শ্রুত্যুপবৃংহণায় সাংখ্যাদিস্মৃতিগ্রাহ্যা মন্বাদিস্মৃতির্বেতি বিশয়ে পূর্ব্বপক্ষমাহ—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ" ইতি। মন্বাদিস্মৃতীনাং স্বর্গাদ্যভ্যুদয়ফলকাগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদিনিত্য-নৈমিত্তিকাদিধর্ম্মপ্রতিপাদনেন সাবকাশতয়া কৃতার্থত্বাৎ "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইতি শাস্ত্রসংস্তুত্যমহর্ষি-প্রণীতসাংখ্যস্মৃতিঃ কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ তদনুসারেণৈব বেদান্তশাস্ত্রমপি ব্যাখ্যেয়ম্; অন্যথা তস্যা অন্যত্র নিরবকাশতয়া বাধরূপদোষাপত্তেরিতি। ১।

অয়ং তেষাং পক্ষঃ—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত, ষোড়শকস্তু বিকারো ন

হইয়াছে। ভাষ্যকারীয় সম্প্রদায় অনুসারে মুমুক্ষু জনের উপকারের জন্য এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১) ইহাই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্র। প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্ম যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবেদ্য, কেবল বেদমাত্রবেদ্য, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম প্রমাণান্তরবেদ্য হইতে পারেন না। "নেন্দ্রিয়াণি নানুমানম্" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মের প্রমাণান্তরবেদ্যতার নিষেধ করিয়াছেন। একমাত্র শ্রুতিই ব্রহ্মে প্রমাণ। শ্রুত্যর্থের উপবৃংহক স্মৃতির অবলম্বন ব্যতীত শ্রুত্যর্থ দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং শ্রুত্যর্থ নিরূপণের জন্য স্মৃতিসমূহও অবশ্য অপেক্ষিত হইয়া থাকে। স্মৃতি নানাবিধ; শ্রুত্যর্থের উপবৃংহণের জন্য সাংখ্যাদি স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইবে অথবা মন্বাদি স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপ সংশয়ে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শন করিতেছেন—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ" ইতি। পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন—মন্বাদি স্মৃতি সাবকাশ ও সাংখ্যাদি স্মৃতি নিরবকাশ। এজন্য নিরবকাশ স্মৃতি অনুসারেই শ্রুত্যর্থের উপবৃংহণ করা উচিত। মন্বাদি স্মৃতি স্বর্গাদি অভ্যুদয়ফলক অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মেরও যেমন প্রতিপাদন করেন, এইরূপ পরতত্ত্বেরও প্রতিপাদন করেন। পরতত্ত্ব প্রতিপাদনে মন্বাদি স্মৃতি বাধিত হইলেও ধর্ম্মপ্রতিপাদনে তাহা নির্বাধই থাকিবে বলিয়া মন্বাদি স্মৃতি সাবকাশ। ধর্ম্মপ্রতিপাদনেই মন্বাদি স্মৃতির চরিতার্থতা সম্ভাবিত হইবে। "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সংস্তুতমহিম পরমর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্যস্মৃতি কেবল পরতত্ত্বেরই প্রতিপাদক; ধর্ম্মের প্রতিপাদক নহে। মন্বাদি স্মৃতির দ্বারা সাংখ্যস্মৃতিপ্রতিপাদ্য অর্থ বাধিত হইলে সাংখ্যস্মৃতি সর্ব্বথাই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। পরতত্ত্ব ভিন্ন অন্য অর্থ প্রতিপাদনে সাংখ্যস্মৃতির অবকাশ নাই। এজন্য নিরবকাশ সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্তশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। অন্যথা সাংখ্যস্মৃতির সর্ব্বথাই বাধ হইবে; কিন্তু বেদগীতমহিম পরমর্ষিপ্রণীত স্মৃতি সর্ব্বথা বাধিত হইতে পারে না। সাবকাশ ও নিরবকাশ এই প্রমাণদ্বয়ের বিরোধে নিরবকাশ প্রমাণই প্রবল হইয়া থাকে। ১।

সাংখ্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ (সাংখ্যকারিকা ২নং)।* এই কারিকার অর্থ এই যে—মূলপ্রকৃতি প্রধান, এই প্রধান

---

* সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রদর্শনের জন্য কেশবকাশ্মীরী অপ্রামাণিক সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাহা করেন নাই। তিনি অতিপ্রামাণিক সাংখ্যকারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও এস্থলে মাধবমুকুন্দ সর্ব্বতোভাবে কেশবকাশ্মীরীরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কেশবকাশ্মীরীর উক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” ইতি তত্ত্বসংগ্রহবাক্যম্। অস্যার্থঃ—মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানমজত্বাৎ, মহদহঙ্কারৌ পঞ্চভূতানি সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাখ্যানি সপ্ত মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয় ইতি তত্ত্বান্তরোপাদানত্বাৎ প্রকৃতিত্বং মহতো বুদ্ধিসংজ্ঞস্য অহঙ্কারং প্রতি উপাদানত্বাৎ প্রকৃতিত্বম্, প্রধানাপেক্ষয়া তৎকার্য্যত্বাৎ বিকৃতিত্বম্। তথৈব অহঙ্কারাদীনামপি স্বস্বকার্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃতিত্বম্, স্বস্বকারণাপেক্ষয়া বিকৃতিত্বম্। একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূত-সমুদায়স্য বিকৃতিত্বমেবেতি। পুরুষস্তু কূটস্থ এব, উভয়ত্বাযোগাদিতি। এবং প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—“নান্যস্মৃত্য-নবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ” ইতি। নেতি পূর্ব্বপক্ষনিষেধপরঃ, পূর্ব্বপক্ষোক্তির্ন যুক্তা, কুতঃ? অন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং ব্রহ্মকারণপ্রতিপাদকানাং শ্রুতিমূলকানাং অনবকাশত্বেন বাধরূপদোষাপত্তেঃ। তথাচাহ ভগবান্ মনুঃ—“মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ” ইতি। আপস্তম্বশ্চ—“পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বগুহাশয়স্য অহন্যমানস্য বিকল্মষস্য। তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ” ইত্যাদি। ভারতে চ—“নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ। তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম” ইত্যাদি। ভগবদ্গীতায়াং চ—“অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে” “অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” ইতি। এতাসাং বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ২।

অজ অর্থাৎ অনাদি বলিয়া ইহা মূলপ্রকৃতি। মহান্, অহঙ্কার এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতিবিকৃতি। তত্ত্বান্তরের উপাদানকেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি বলা হয়। অহঙ্কারের উপাদান মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি এবং প্রধানের কার্য্য বলিয়া মহান্ বিকৃতি। এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রও স্ব স্ব কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি এবং স্ব স্ব কারণকে অপেক্ষা করিয়া বিকৃতি হইয়া থাকে। আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ত্বান্তরের উপাদান নহে বলিয়া কেবল বিকৃতিই বটে। কূটস্থ পুরুষ তত্ত্বান্তরের উপাদানও নহে এবং তত্ত্বান্তরের কার্য্যও নহে, এজন্য কূটস্থ পুরুষ অনুভয়রূপ। ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গা”দিতি। পূর্ব্বপক্ষিগণের উক্তি সঙ্গত নহে—ইহাই বলিবার জন্য সূত্রকার “ন” এইরূপ বলিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষিগণের উক্তি কেন সঙ্গত নহে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। প্রধানকারণবাদী সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারে বেদার্থগ্রহণ করিলে ব্রহ্মকারণবাদী মন্বাদি স্মৃতির অনবকাশ অর্থাৎ বাধদোষের আপত্তি হইবে। মন্বাদি স্মৃতিও শ্রুতিমূলক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—“ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্” ইত্যাদি। “মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ” ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রলয়ের অবসানে স্বয়ম্ভু ভগবান্ অব্যক্তাবস্থ মহাভূতাদিকে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। বৃত্তৌজাঃ—অপ্রতিহতসামর্থ্য, তমোনুদঃ—প্রকৃতিপ্রেরক স্বয়ম্ভু প্রকাশমান হইয়াছিলেন। নানাবিধ প্রজা সিসৃক্ষু ভগবান্ প্রজা উৎপন্ন হউক—এইরূপ অভিধ্যান করিয়া প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আর আপস্তম্ব বলিয়াছেন—“পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বগুহাশয়স্য অহন্যমানস্য বিকল্মষস্য” (আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ৮।৪)। “তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ” (আপস্তম্ব—৮।১০)। ইহার অর্থ—“প্রাণীর শরীর সমস্তই গুহাশয় (অন্তর্য্যামী) অহন্যমান (অবিকৃত) বিকল্মষ (দোষরহিত) পরমাত্মার।” “তাঁহা হইতে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি শাশ্বতিক মূল এবং তিনি নিত্য।” সূত্রকার ব্যাসদেব মহাভারতেও বলিয়াছেন—“হে দ্বিজসত্তম! সনাতন নারায়ণ জগন্মূর্ত্তি ও অনন্তাত্মা; তাঁহা হইতে ত্রিগুণ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান উৎপন্ন

নন্বু তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাদিতি চেন্ন, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যশ্রীপুরুষোত্তমজ্ঞানসাধনীভূত-ধর্ম্মমাত্রপ্রতিপাদনেঽপি ধর্ম্মসাধ্যজ্ঞানবিষয়ব্রহ্মপ্রতিপাদনাভাবে বোধ্যমানে দোষতাদবস্থ্যাৎ। ন চ কপিল-স্মৃতিবাধোঽপ্যযোগ্যঃ স্মৃতিত্বাবিশেষাদিতি বাচ্যম্, শ্রুতিবিরুদ্ধায়াস্তস্যা অপ্রামাণ্যস্য ইষ্টত্বাৎ। তথা সূচিতং ভগবতা জৈমিনিনা—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" ইতি। অস্যার্থঃ—শ্রুতিস্মৃতীনাং পরস্পরবিরোধে কস্যা বাধ ইতি নির্ণয়ার্থমিদমধিকরণম্। তত্র "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্‌গায়েৎ" ইতি শ্রুতিঃ, "ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যা" ইতি স্মৃতিঃ, যদি স্পর্শাঙ্গীকারস্তদা স্মৃতিবাধঃ, যদি সর্ব্ববেষ্টনম্, তদা শ্রুতের্বাধঃ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—বিরোধে ইত্যাদি। স্মৃতীনাং শ্রুতিবিরোধে সতি শ্রুতীনাং নিরপেক্ষং প্রামাণ্যং স্যাৎ, ন স্মৃতিবিরোধঃ অত্র বিচারণীয়ঃ, শ্রুত্যবিরোধে তু অনুমানমপি অনুমীয়তে শ্রুত্যর্থো যেন তদনুমানং স্মৃতিরপি প্রমাণম্, ন তু শ্রুতিবিরোধেন। শ্রুতীনাং নিরপেক্ষতয়া প্রামাণ্যং স্বত এব; স্মৃতীনাং তু তন্মূলত্বাৎ শ্রুতিসাপেক্ষত্বাৎ তদবিরোধে সত্যেবেত্যর্থঃ। ৩।

হইয়াছে। আর ভগবদ্গীতাতেও আছে—"আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।" "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়কারণ"। প্রধানকারণবাদী সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদার্থ গ্রহণ করিলে এই প্রদর্শিত ব্রহ্মকারণবাদী মন্বাদি স্মৃতিসমূহের অনবকাশ অর্থাৎ বাধদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। ২।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—প্রদর্শিত মনু, আপস্তম্ব প্রভৃতি স্মৃতি নিত্যনৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা শান্তাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মকারণতাংশে বাধিত হইলেও অপ্রমাণ হইবে না। এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য শ্রীপুরুষোত্তমজ্ঞানের সাধনীভূত ধর্ম্মমাত্রের প্রতিপাদক হইলেও উক্ত স্মৃতিসমূহ ধর্ম্মসাধ্যজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতিপাদক না হইলে অপেক্ষিত শ্রীপুরুষোত্তমপ্রতিপাদনাংশে উক্ত স্মৃতিসমূহের বাধ থাকিয়াই যাইবে।

যদি বলা যায়—মন্বাদি স্মৃতিসমূহের অনুসারে ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে কপিলস্মৃতির বাধ হইবে। অথচ কপিলস্মৃতির বাধ স্বীকার করা যায় না। মন্বাদি স্মৃতির মত কপিলস্মৃতিরও স্মৃতিত্ব তুল্যই আছে। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতিদ্বারা কপিলস্মৃতি বাধিত হইতে পারে না। মন্বাদি স্মৃতিদ্বারা কপিলস্মৃতি বাধিত হইলে কপিলস্মৃতি সর্ব্বথাই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কপিলস্মৃতি কেবল মন্বাদি স্মৃতিবিরুদ্ধই নহে, কিন্তু তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলস্মৃতির অপ্রামাণ্য ইষ্টই বটে। ভগবান্ জৈমিনিও বলিয়াছেন যে—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩)। ইহার অর্থ এই যে—শ্রুতি-স্মৃতিসমূহের পরস্পর বিরোধ হইলে কাহার বাধ হইবে—এই নির্ণয়ের জন্য উক্ত অধিকরণ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে ভাষ্যকার শবরস্বামী "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্‌গায়েৎ" এই শ্রুতি ও "ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যা" এই স্মৃতি এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধার্থক হইয়াছে বলিয়া কাহার বাধ হইবে? এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করতঃ যদি শ্রুতি অনুসারে ঔদম্বরীর স্পর্শ স্বীকার করা যায়, তবে ঔদম্বরীর সর্ব্ববেষ্টন স্মৃতির বাধ হইবে। আর যদি স্মৃতি অনুসারে সর্ব্ববেষ্টন স্বীকার করা যায়, তবে ঔদম্বরীর স্পর্শ প্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হইবে, এইরূপ অনির্ণয় প্রাপ্তিতে সমাধানসূত্র বলিয়াছেন যে—"বিরোধে"—স্মৃতিসমূহের শ্রুতিবিরোধ হইলে শ্রুতিসমূহের "অনপেক্ষং"—নিরপেক্ষ প্রামাণ্য হইবে। স্মৃতিবিরোধদ্বারা শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইবে না। 'অসতি"—শ্রুতিবিরোধ না থাকিলে "অনুমানম্"—স্মৃতিবাক্য, স্মৃতিবাক্যদ্বারা শ্রুতির অনুমান হয় বলিয়া সূত্রে স্মৃতিকেই অনুমান বলা হইয়াছে। শ্রুতিবিরোধ না থাকিলে স্মৃতিও প্রমাণ হইবে। কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষত্ব-

কিঞ্চ "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজম্" ইতি শ্লাঘ্যস্য ভগবতো মনোরপি নির্ণয়বচনং "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। তাঃ সর্ব্বা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ" ইতি। তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধানাং সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং বাধো ন দোষাবহ ঔপনিষদানাম্। নন্থ "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত" ইতি শ্রুতিনির্ণীততত্ত্ববিশদীকরণপরায়াঃ কপিলস্মৃতেরশ্রৌতত্বোক্তিরযুক্তা, অন্যথা শ্রুতিবিরোধস্তবাপি তুল্যঃ, "পঞ্চ পঞ্চজনা" ইতি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি শ্রুতিপ্রতিপাদিতানি, তেষামেব স্মৃতিসংগৃহীতত্বাদিতি চেন্ন, উক্তমন্ত্রস্য পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকতত্ত্বপ্রতিপাদকত্বাভাবাৎ। তথাহি—উপক্রমে "তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি প্রকাশকত্বাৎ পরব্রহ্মাভিধঃ শ্রীবাসুদেবো জ্যোতিঃপদার্থঃ, তমেবোপাসতে, ইতি তদুপাসনপর এবায়ং মন্ত্র ইতি নিশ্চয়াৎ। অত্রাপি যচ্ছব্দেন স এব পরামৃশ্য পঞ্চ পঞ্চজনস্য আকাশস্য চ আধারতয়া নিরূপ্যতে ইতি সুস্পষ্ট এব পঞ্চজনা ইতি সংখ্যাশব্দঃ সংজ্ঞাপরঃ। যথা সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত ইত্যত্র একৈকোঽপি সপ্তর্ষিপদবাচ্যঃ, তথৈব পঞ্চজনশব্দোঽপি বোধ্যঃ, "দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" ইতি পাণিনিনা সূত্রিতত্বাৎ, "স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ" ইত্যমরকোষাচ্চ।

প্রযুক্ত শ্রুতির প্রামাণ্য স্বতঃ এবং স্মৃতি তাহার মূলীভূত শ্রুতিসাপেক্ষ বলিয়া শ্রুতির অবিরোধ হইলেই স্মৃতি প্রমাণ হইবে। প্রমাণান্তরসম্বন্ধেও এই রীতি অনুসারে বাধ্যবাধকভাব বুঝিতে হইবে। ৩। *

আরও কথা এই যে—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজম্" (তৈঃ সং ২ ২।১০।২) ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা স্তুত্য ভগবান্ মনুর উক্তিদ্বারাও সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—যে সমস্ত বেদবাহ্য ও যে সমস্ত কুদৃষ্টি, তাহা সমস্তই তামস ; এজন্য তাহা নিষ্ফল। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যাদি স্মৃতিসমূহের বাধ বেদান্তবাদীর নিকট দোষাবহ নহে।

যদি বলা যায়—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৭) এই শ্রুতিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চপঞ্চশব্দদ্বারা পঞ্চগুণিত পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই বুঝিতে পারা যায়। এই শ্রৌত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বৃহদ্ভাবে প্রতিপাদনের জন্যই কপিলস্মৃতি প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া কপিলস্মৃতিকে অশ্রৌত বলা যায় না। শ্রৌত অর্থের প্রতিপাদক স্মৃতি শ্রৌত বলিয়া সাংখ্যস্মৃতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই শ্রুতিবিরুদ্ধ হইবে। শ্রুতির "পঞ্চপঞ্চজন"-পদদ্বারা যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সাংখ্যস্মৃতিতেও তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ উক্ত মন্ত্র পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক নহে। উক্ত শ্রুতির উপক্রমে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" এই মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সূর্য্যাদি জ্যোতিরও যিনি প্রকাশক, যিনি পরব্রহ্ম নামধেয় শ্রীবাসুদেবরূপ জ্যোতিঃপদার্থ, তাঁহাকেই দেবতারা উপাসনা করিয়া থাকেন, —ইহাই মন্ত্রার্থ। আর তাহাতে বাসুদেবোপসনাতেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ"—ইত্যাদি মন্ত্রে যচ্ছব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পরব্রহ্ম বাসুদেবই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনিই পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশের আধাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আর তাহাতে পঞ্চজন এই সংখ্যা শব্দটিও সংজ্ঞাপর—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। "সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত" এইরূপ বলিলে এক একটি ঋষি সপ্তর্ষিপদবাচ্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ পঞ্চজন-

---

* মূলকারকর্তৃক এই সূত্রযোজনা মীমাংসকসম্মত নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য প্রদর্শনের জন্যই এই সূত্র ; কিন্তু স্মৃতিবিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য সমর্থনের জন্য নহে ; কিন্তু মূলকার কেশবকাশ্মীরীর উক্তিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিজে কোনও নূতন কথা বলেন নাই। মূলকার-প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত শবরস্বামিসম্মত বটে ; কিন্তু ইহা ভট্টবার্ত্তিকসম্মত নহে।

তথাচ—অবয়বার্থমনপেক্ষ্য পুরুষাভিধানপরোঽয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি সিদ্ধম্। মাধ্যন্দিনশাখোক্তাশ্চ তে "প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনশ্চ" ইতি "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি বাক্যশেষাৎ, তেষাং পুরুষত্বানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া পুরুষসম্বন্ধিপ্রাণাদয়ো গৃহ্যন্তে, অতঃ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয়ঃ ইতি সিদ্ধে তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং সংখ্যাবাচকপঞ্চশব্দস্যান্বয়ঃ, প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ ইত্যর্থঃ "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" (১।৪।১২) ইতি সূত্রাৎ। ৪।

ননু কাণ্বমাধ্যন্দিনশাখয়োর্যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি পাঠস্য অবিশেষেঽপি অন্নশব্দহীনত্বাৎ কাণ্বপাঠস্য কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তেষাং পূর্ব্ববাক্যপঠিতজ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চত্বসংখ্যাপূর্ণে তাৎপর্য্যাৎ "জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে" (১।৪।১৩) ইতি সূত্রাৎ। ননু জ্যোতিঃশব্দ উভয়পাঠে সমানঃ, কথমেকেষামেব তদ্‌গ্রহো নান্যেষামিতি বৈষম্যং নিয়ামকাভাবাদিতি চেন্ন, অপেক্ষভেদস্যৈবাত্র নিয়ামকত্বাৎ। মাধ্যন্দিনানাং সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চকস্য লাভাৎ অন্যমন্ত্রপঠিতজ্যোতিঃশব্দাপেক্ষাভাবঃ। কাণ্বানাং তু পঞ্চমস্যালাভাৎ ভবত্যন্যস্যাপেক্ষেতি ভাবঃ। যথা সমানেঽপি অতিরাত্রে বচনভেদাৎ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণে, তথা প্রকৃতেঽপি

শব্দসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। "দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে "পঞ্চজন" এই সংখ্যা-শব্দটিও সংজ্ঞার প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। "স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ" এই অমরকোষ অনুসারেও "পঞ্চজন"শব্দ অবয়বার্থের অপেক্ষা না করিয়াই পুরুষার্থে রূঢ় বুঝিতে হইবে। মাধ্যন্দিনশাখাতে "তে প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রং মনশ্চ" এই শ্রুতিতে পুরুষসম্বন্ধী প্রাণাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রাণাদি চারিটি বস্তুই পুনর্ব্বার "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ অন্নস্যান্নম্ মনসো যে মনো বিদুঃ" ইত্যাদি বাক্যশেষদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাণাদির পুরুষত্বের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত লক্ষণাদ্বারা পুরুষসম্বন্ধী প্রাণাদিই পুরুষাভিধায়ী "পঞ্চজন"পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রাণাদিই পঞ্চজনপদগ্রাহ্য হওয়ায় পঞ্চজন কতিবিধ? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে শ্রুতি "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" বলিয়াছেন। পঞ্চজন পাঁচটি। সংখ্যাবাচক পঞ্চপদের পুরুষাভিধায়ী পঞ্চজনের সহিত অন্বয় হইয়াছে। প্রাণাদি পাঁচটিই পঞ্চজন। আর এই কথাই "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" (১।৪।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে। ৪।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই মন্ত্রটি একরূপেই পঠিত হইয়াছে এবং মাধ্যন্দিন শাখাতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন এই পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট হইলেও কাণ্ব শাখাতে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চারিটির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং কাণ্ব শাখাতে পঞ্চজন পাঁচটি হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উপক্রমে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বলা হইয়াছে। এই উপক্রমস্থিত জ্যোতিঃশব্দ-দ্বারা কাণ্বপাঠ অনুসারেও পঞ্চত্বসংখ্যাপূরণে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। যে শাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাই, সেই শাখাতে উপক্রমস্থ জ্যোতিঃশব্দ গ্রহণ করিয়া পঞ্চত্বসংখ্যার পূরণ বুঝিতে হইবে। "জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে" (১।৪।১৩) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—উপক্রমস্থ জ্যোতিঃশব্দ উভয় শাখাতেই সমানভাবে পঠিত হইয়াছে; অথচ কেবলমাত্র কাণ্ব শাখাতেই উপক্রমস্থ জ্যোতিঃশব্দ গ্রহণ করিয়া পঞ্চত্বসংখ্যার পূরণ করিতে হইবে; কিন্তু মাধ্যন্দিন শাখাতে তাহা করিতে হইবে না—এইরূপ বৈষম্যের নিয়ামক কেহ নাই বলিয়া উক্তরূপ বলা অসঙ্গত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অপেক্ষাবিশেষই উক্তরূপ বৈষম্যের নিয়ামক। মাধ্যন্দিন শাখাতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ এই চারিটি বলিয়াও বাক্যশেষে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন—এই পাঁচটি বলা হইয়াছে বলিয়া পঞ্চত্ব-সংখ্যা পূরণের জন্য অন্যমন্ত্রপঠিত জ্যোতিঃশব্দের অপেক্ষা নাই; কিন্তু কাণ্ব শাখাতে প্রাণাদি চারিটিই পরিপঠিত

গ্রহণান্নোক্তদোষাবকাশঃ। কিঞ্চ পঞ্চপঞ্চজনশব্দস্য স্মৃত্যুক্তপঞ্চবিংশতিসংখ্যাকতত্ত্বপরত্বাভ্যুপগমেঽপি নেষ্টসিদ্ধিরাশাসনীয়া, যস্মিন্নিতি তৎপদার্থস্যাকাশস্য চ পৃথক্ কণ্ঠরবেণ উদ্‌ঘুষ্যমাণত্বাৎ সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি সম্পদ্যেরন্। সিদ্ধান্তে তু যো জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ সূর্য্যাদীনামপি প্রকাশকঃ, যশ্চ পঞ্চজনপদার্থানাং প্রাণাদীনামাকাশস্য চ আধারঃ, তেষামপি অন্তরাত্মা চ, তমেব সর্ব্বাত্মানং ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মহং মন্যে। তমেবামৃতং বিদ্বান্ মৃতোঽপি মৃততুল্যসংসারী অপি অমৃতং ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতীতি বাক্যার্থঃ। "ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ" (১।৪।১১) ইতি সূত্রাৎ। ৫।

ননু "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিরেবাত্র মানং· সচ্ছব্দাভিধেয়মত্র প্রধানমেবেতি চেন্ন, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি সচ্ছব্দবাচ্যস্য কারণস্য ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পাশ্রয়ত্বশ্রবণাৎ। তৎসমানাধিকরণবৃত্তিসার্ব্বজ্ঞ্যাদীনাং ব্রহ্মাসাধারণধর্ম্মাণামচেতনে প্রধানে কথমপ্যসম্ভবাচ্চ। অথচ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি কারণবিদো মোক্ষোপদেশাৎ প্রধানস্যোপাসনং তজ্জন্যজ্ঞানাৎ মুক্তিস্তত্রাপি অনঙ্গীকারাৎ। অন্যথা অচেতনজ্ঞানস্য সর্ব্বেষামপি সত্ত্বেন

হইয়াছে বলিয়া পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণের জন্য অন্তের অপেক্ষা আছে। যেমন একই অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শীনামক সোমপাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণে "ষোড়শিনং গৃহ্লাতি ন গৃহ্লাতি" এইরূপ বচনভেদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রকৃতস্থলেও জ্যোতিঃপদের গ্রহণ ও অগ্রহণ অপেক্ষাবিশেষপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আরও কথা এই যে—"পঞ্চপঞ্চজন"শব্দ সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক হইলেও তাহাতে সাংখ্যবাদীর ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চ পঞ্চজনের আধাররূপে নির্দ্দিষ্ট যৎপদার্থ এবং পঞ্চ পঞ্চজনের সহিত নির্দ্দিষ্ট আকাশপদার্থ—এই দুইটি পঞ্চ পঞ্চজন হইতে অতিরিক্ত বলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধ না হইয়া সপ্তবিংশতি তত্ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। "ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ" (১।৪।১১) এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে প্রদর্শিত মন্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারী অর্থ এই হইবে যে —যিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য্যাদিরও প্রকাশক এবং যিনি পঞ্চজনপদের অর্থ প্রাণাদি ও আকাশের আধার এবং যিনি প্রাণাদির অন্তরাত্মা, সেই সর্ব্বাত্মাকেই ব্রহ্মশব্দাভিধেয় বলিয়া আমি মনে করি। সেই ব্রহ্মশব্দাভিধেয় অমৃতকে জানিয়া মৃত পুরুষও অর্থাৎ মৃততুল্য সংসারী পুরুষও অমৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—ইহাই মন্ত্রার্থ। ৫।

প্রধানই জগতের উপাদান। আর ইহাই "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জগদুপাদান প্রধানকেই শ্রুতি "সৎ"শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অচেতনপ্রধান শ্রুতির "সৎ"শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। "সদেব সোম্যেদম্" এই বাক্যের পরে 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিদ্বারা সচ্ছব্দবাচ্য জগৎকারণের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জগৎকারণকেই শ্রুতি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য জগৎকারণ চেতন। ঈক্ষণ, বহুভবনাদিদ্বারা তাহাই বুঝিতে পারা যায়। চেতন ব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম ঈক্ষণ, বহুভবন ও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি কখনও অচেতন জড় প্রধানে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

"তন্নিষ্ঠস্য ব্রহ্মোপদেশাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বেদান্তকৌস্তুভে ও বেদান্তকৌস্তুভপ্রভাতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও কেশবকাশ্মীরী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া মূলকার বলিতেছেন—"তত্ত্বমসি" এই বেদান্তবাক্যদ্বারা

সর্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ, অচেতনাপত্তিরেব মুক্তিঃ স্যাৎ। কিঞ্চ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি সর্ব্বচেতনাচেতন-বস্তুজাতস্য সদাত্মকত্বোপদেশেন তাদাত্ম্যাবগমাৎ অচেতনস্য প্রধানতাদাত্ম্যোপপত্তাবপি চেতনানাং তু তত্তাদাত্ম্যস্য কথমপ্যনুপপন্নত্বাৎ। ৬।

অথ "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রুত্যা "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইতি দৃষ্টান্তৈঃ কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্, প্রধানকারণবাদে তস্যা বাধপ্রসঙ্গাৎ, প্রধানবিজ্ঞানাৎ তদুপাদেয়াকাশাদেরচেতনবর্গস্য বিজ্ঞানে জাতেঽপি চেতনবর্গস্য জ্ঞানাসিদ্ধেঃ তদুপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ ন সচ্ছব্দবাচ্যত্বং প্রধানস্য "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) ইতি সূত্রাৎ। ননু চেতনকারণবাদেঽপি অসম্ভবতুল্য এব বিপ্রতিপত্তিবাহুল্যাৎ। তথাহি—উপাদেয়-ভূতস্য বিকারস্য উপাদানগতধর্ম্মানুবিধায়িত্বনিয়মো নির্ব্বিবাদঃ, দৃষ্টশ্চায়ং সুবর্ণবিকৃতৌ কুণ্ডলাদৌ। প্রকৃতে তু কারণধর্ম্মস্য চৈতন্যস্য আকাশাদিষ্বনুবৃত্ত্যদর্শনাৎ, অন্যথা তেষামপি চৈতন্যসাম্যেন ভোক্তৃত্বভোগ্যত্ব-

---

জগৎকারণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা—তদাত্মকত্বানুসন্ধান উপদেশ করিয়া "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের শরীরপাত পর্য্যন্ত বিলম্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি চেতন মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর প্রতি জগৎকারণ অচেতন প্রধানই আত্মরূপে উপদিষ্ট হইত, তবে শ্বেতকেতুর মোক্ষের সম্ভাবনা হইত না। চেতন জীবের অচেতন প্রধানভাবাপত্তিই মোক্ষ—ইহা প্রধানকারণবাদীও স্বীকার করেন না। আর এই কথাই মূলকার এস্থলে বলিয়াছেন—"কারণবিদো মোক্ষোপদেশাৎ"। জড় প্রধানের উপাসনা এবং প্রধানাত্মকতাজ্ঞান হইতে মোক্ষ সাংখ্যাচার্য্যগণও স্বীকার করেন না। অন্যথা অচেতনের জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইলে সকলেরই মোক্ষের আপত্তি হইত। অচেতন বস্তুর জ্ঞান সকলেরই আছে। আর অচেতনভাবাপত্তিই মোক্ষ হইত।

আরও কথা এই যে—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতি সমস্ত চেতনাচেতন বস্তুসমূহের সদাত্মকত্ব উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বস্তুর সৎতাদাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। এই সদ্বস্তু অচেতন প্রধান হইলে অচেতন বস্তুতে এই সত্তাদাত্ম্য থাকিলেও চেতন জীবসমূহের এই সৎতাদাত্ম্য কখনও উপপন্ন হইতে পারিত না। ৬।

"প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ" (১।১।৭ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্রের বেদান্তকৌস্তুভে ও কৌস্তুভপ্রভাতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার আশয় লইয়া মূলকার বলিতেছেন—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জগৎকারণ একটি বস্তুর বিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এবং "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপাদন করিয়া কারণবিজ্ঞানদ্বারা কার্য্যবিজ্ঞান সমর্থিত হইয়াছে। প্রধানকারণবাদ স্বীকার করিলে এই প্রতিজ্ঞার বাধ হইবে। উপাদান জড় প্রধানের বিজ্ঞান হইতে উপাদেয় আকাশাদি জড়বর্গের বিজ্ঞান হইলেও চেতনবর্গের জ্ঞান তাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে না। চেতনবর্গ জড় প্রধানরূপ উপাদানের উপাদেয় নহে। এজন্য জড় প্রধান শ্রুত্যুক্ত সৎ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) এই ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়া থাকে।*

"ন বিলক্ষণত্বাৎ"…ইত্যাদি (২।১।৪) ব্রহ্মসূত্রের "প্রভা"ব্যাখ্যা অনুসারে মূলকার বলিতেছেন—অচেতনকারণ-বাদে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, চেতন ব্রহ্মকারণবাদেও সেই সমস্ত দোষ হইবে। ব্রহ্মকারণবাদেও বহু

---

* মূলগ্রন্থে যে "প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ" (১।১।৭) এই ব্রহ্মসূত্রের আশয় উদ্ধৃত হইয়াছে, এই সূত্র শাঙ্করভাষ্যানুসারী ব্রহ্মসূত্রে নাই; কিন্তু নিম্বার্কসিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা পঠিত হইয়াছে।

বিভাগাসিদ্ধেঃ। আকাশাদয়ো ন চেতনোপাদেয়াঃ অত্যন্তবিলক্ষণত্বাৎ, অগ্নিজলবৎ গোঽশ্ববদিতি প্রয়োগাদিতি চেন্ন, তস্যাভাসমাত্রত্বাৎ। তথাহি—যত্র যত্র উপাদানোপাদেয়ভাবস্তত্র তত্র সাদৃশ্যমিতি ব্যাপ্তির্ন তাবৎ নিয়তা, যেন তথাত্বং স্যাৎ ; বৈলক্ষণ্যে অপি কার্য্যকারণভাবস্য প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ ভুক্তাদন্নাৎ কেশনখাদিরূপবিলক্ষণস্য, গোময়াচ্চ বৃশ্চিকস্য কার্য্যস্য উৎপত্তেরুপলম্ভাৎ। কিঞ্চ কার্য্যকারণ-ভাবস্য সর্ব্বথা সাদৃশ্যং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যং বা ? নাদ্যঃ, কার্য্যকারণভাবস্যৈবাসিদ্ধেঃ। অন্যথা কেশনখাদা-বন্নাদেঃ, বৃশ্চিকাদৌ চ গোময়স্য সাদৃশ্যপ্রত্যয়াপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে তু ইষ্টাপত্তিঃ, সত্ত্বাদের্ব্রহ্মধর্ম্মস্য আকাশাদাবপি ভাবাৎ "আকাশোঽস্তি" ইতি প্রত্যক্ষপ্রতীতেঃ। আকাশাদিপ্রপঞ্চজাতং ব্রহ্মোপাদেয়ং সত্ত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবম্ অগ্নিসেচনয়োরিব ইত্যনুমানাৎ সৎপ্রতিপক্ষত্বং বোধ্যম্। "আত্মান আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। ৭।

কিঞ্চ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচরে ব্রহ্মণি তর্কাননুপ্রবেশাৎ শাস্ত্রং তু ব্রহ্মোপাদেয়ত্বমেব প্রপঞ্চস্য বিদধাতি "নারায়ণাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি শ্রুতেঃ। "অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং

বিপ্রতিপত্তি আছে। যেমন উপাদেয়ভূত বিকারের উপাদানগত ধর্ম্মের অনুবিধায়িত্বরূপ নিয়ম নির্ব্বিবাদ ; সুবর্ণবিকার কুণ্ডলাদিতে সুবর্ণধর্ম্মের অনুবিধান সর্ব্বলোকসিদ্ধ ; কিন্তু চেতনকারণবাদে কারণধর্ম্ম চৈতন্যের আকাশাদি জড় উপাদেয়বর্গে অনুবিধান অর্থাৎ অনুবৃত্তি দেখা যায় না। আকাশাদিতেও চৈতন্যের অনুবৃত্তি হইলে আকাশাদি জড়বর্গও চেতন হইয়া যাইত। আর তাহাতে চেতন ভোক্তা ও জড় ভোগ্য এই লোকসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ অসিদ্ধ হইয়া পড়িত। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে—"আকাশাদয়ো ন চেতনোপাদেয়াঃ অত্যন্তবিলক্ষণত্বাৎ, অগ্নিজলবৎ গোঽশ্ববচ্চ ইতি।" অগ্নি ও জল এবং গো ও অশ্ব অত্যন্ত বিলক্ষণ বলিয়া যেমন ইহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই, এইরূপ আকাশাদি জড়বস্তুর সহিত ব্রহ্মের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া উপাদান-উপাদেয়ভাব হইতে পারে না।

সাংখ্যাচার্য্যগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। "দৃশ্যতে তু" (২।১।৬) এই ব্রহ্মসূত্রের কৌস্তুভপ্রভা অনুসারে মূলকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—প্রদর্শিত সাংখ্যানুমান অনুমানাভাস। কারণ যাহাদের মধ্যে উপাদানোপাদেয়ভাব আছে, তাহাদের সাদৃশ্যও আছে, সদৃশ বস্তুদ্বয়েরই উপাদানোপাদেয়ভাব হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি নিয়ত নহে। এইরূপ নিয়ত ব্যাপ্তি থাকিলে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারিতেন না। বিলক্ষণ বস্তুদ্বয়েরও কার্য্যকারণভাব প্রত্যক্ষগম্য, ভুক্ত অন্ন হইতে বিলক্ষণ কেশ-নখাদির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। আর গোময় হইতেও তদ্বিলক্ষণ বৃশ্চিকের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর মতে উপাদান ও উপাদেয়ের কি সর্ব্বথা সাদৃশ্য অপেক্ষিত ? অথবা কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অপেক্ষিত ? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে কার্য্যকারণভাবেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। অন্ন উপাদান এবং কেশ-নখাদি উপাদেয়। গোময় উপাদান এবং বৃশ্চিকাদি উপাদেয়। উপাদান-উপাদেয়মাত্রেই যদি সাদৃশ্য অপেক্ষিত হইত, তবে প্রদর্শিত স্থলেও সাদৃশ্যের আপত্তি হইত। প্রদর্শিত উপাদানোপাদেয় স্থলে কাহারও সাদৃশ্যপ্রতীতি হয় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটি আমাদের ইষ্টই বটে। ব্রহ্মধর্ম্ম-সত্তাদি আকাশাদিতেও আছে। "আকাশোঽস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে। সাংখ্যপ্রদর্শিত অনুমানের এইরূপ প্রতিরোধানুমান করা যাইতে পারে যে—"আকাশাদি প্রপঞ্চজাতং ব্রহ্মোপাদেয়ম্, সত্তাদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবমগ্নিসেচনয়োরিব।" সত্তাদি ধর্ম্মবত্ত্ব আছে বলিয়া আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মোপাদেয় হইয়া থাকে, যে যদুপাদেয় হয় না, সে তদ্ধর্ম্ম সত্তাদিযুক্তও হয় না। যেমন অগ্নি ও জল। জলে অগ্নিসত্তা নাই। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি আকাশাদির ব্রহ্মোপাদেয়ত্বে প্রমাণ। ৭।

সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥ তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ।" ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ। তত্র কায়া ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো দেবাঃ, মূলমুপাদানম্, শাশ্বতিকঃ একরসো নির্ব্বিকারঃ। ৮।

নহু নিমিত্তকারণত্বাঙ্গীকারেঽপি তদ্বিষয়কশাস্ত্রস্য নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ কিং দুরাগ্রহেণোপাদানত্বাঙ্গীকার ইতি চেন্ন, "বহু স্যাং প্রজায়েয়" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" "স্বয়মাত্মানমকুরুত" ইত্যাদিশ্রুতীনাং কথমপি অন্যথা ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। অন্যথা শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ স্মৃতিপ্রযুক্তোর্দ্ধপদানাং "সর্ব্বমিদং পুরাণঃ" "সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ" "স মূলং শাশ্বতিকঃ" ইত্যাদীনামুপাদানপরত্বানঙ্গীকারে সর্ব্বথানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি চ শ্রুতিস্মৃতিসূত্রৈঃ তর্কাণাং নিষেধ্যত্বাদপি উক্তানুমানস্যাপ্রামাণ্যম্। ৯।

নহু "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুত্যা "যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকস্মৃত্যা চ তর্কস্য নির্ণয়হেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ কথং তন্নিষেধসম্ভব ইতি চেৎ, সত্যং তথাপি শ্রুতিমূলকস্যৈব উপাদেয়ত্বম্,

---

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় বলিয়া ব্রহ্ম তর্কদ্বারা নির্ণীত হইতে পারেন না। ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকবেদ্য। শাস্ত্র প্রপঞ্চকে ব্রহ্মোপাদেয়ই বলিয়াছেন। "নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।" মহাভারতেও বলা হইয়াছে—"সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে—পুরাণ-পুরুষ নারায়ণই সর্ব্বাত্মক। তিনিই সর্গকালে সৃষ্টি এবং সংহারকালে লয় করিয়া থাকেন।" আপাস্তম্বস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনি সমস্তের মূল, তিনি শাশ্বত এবং তিনি নিত্য। আপস্তম্বস্মৃতিতে "কায়" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, "মূল" শব্দের অর্থ—উপাদান এবং "শাশ্বতিক" শব্দের অর্থ—একরস—নির্ব্বিকার। ৮।

যদি বলা যায়—ব্রহ্মকে একমাত্র নিমিত্তকারণ বলিলেও ত প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতির উপপত্তি হইতে পারে। দুরাগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মকে উপাদান বলিবার আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" "স্বয়মাত্মানমকুরুত" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ পক্ষে উপপন্ন হইতে পারে না। কেবল নিমিত্তকারণ পক্ষে উক্ত শ্রুতির যোজনা করিতে গেলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গ হইবে। আরও কথা এই যে—পূর্ব্বে প্রদর্শিত স্মৃতিবাক্যগুলিও ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার না করিলে অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—"নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া" এই শ্রুতি এবং "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" এই স্মৃতি ও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রদ্বারা সাংখ্যপ্রদর্শিত অনুমান নিরস্ত হইয়াছে। ৯।

যদি বলা যায়—"মন্তব্যঃ" এই শ্রুতি এবং "যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" এই অন্বয়-ব্যতিরেকপ্রদর্শক স্মৃতিদ্বারা তর্কের নির্ণয়হেতুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া জগৎকারণনির্ণয়ে তর্কের নিষেধ হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রুতিমূলক তর্কই উপাদেয় এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক হেয়। প্রমাণসমূহের অনুগ্রাহক উহকেই তর্ক বলে। এই তর্ক অবিজ্ঞাত অর্থে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের জননে সহায়ক হইয়া থাকে। এই তর্কপ্রবৃত্তির স্থল দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"যথা অগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবসমূহের জন্ম প্রতীত হইয়া থাকে। আবার "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবের জন্মের অভাব বুঝিতে পারা যায়। আত্মার জন্ম ও জন্মাভাব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ হইতে আত্মা নিত্য কি অনিত্য এইরূপ সংশয় হইলে তর্ক প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার নিত্যত্বনির্ণায়ক প্রমাণের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে এবং তর্কানুগৃহীত প্রমাণদ্বারা "আত্মা নিত্য এব" এইরূপ নির্ণয় হইয়া

ন তদ্বিরুদ্ধস্য—ইতি ভ্রমঃ। তর্কো নাম প্রমাণানামনুগ্রাহকঃ উহঃ, অজ্ঞাতনিশ্চয়ে বস্তুনি ক্রিয়মাণঃ তত্ত্বজ্ঞানৈকপ্রয়োজনঃ। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইতি শ্রুত্যা প্রত্যগাত্মনো জন্ম প্রতীয়তে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি শ্রুত্যা চ তদভাবঃ। তত্রাত্মনি নিত্যানিত্যসংশয়ে আত্মা নিত্য এব, যদি নিত্যো ন স্যাৎ তর্হি কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, ইত্যাদিরূপঃ তর্কঃ। "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইতি শাস্ত্রমূলত্বাৎ প্রমাণসহায়ত্বেন গৃহ্যতে, "আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে"। ইতি বচনাৎ, "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ" ইতি ন্যায়সূত্রাচ্চ। এবং তর্কগ্রাহকশ্রুত্যাদেঃ শ্রুতিমূলতর্কবিষয়ত্বাদঙ্গীকারঃ। যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা ন স্যাৎ তর্হি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। যদি সেশ্বরং সর্ব্বমিদং জগৎ মিথ্যা ন স্যাৎ তর্হি নির্ব্বিশেষাদ্বৈতসিদ্ধান্তসিদ্ধির্ন স্যাৎ, ইত্যাদীনাং শাস্ত্রনির্মূলত্বাৎ নিষেধবিষয়ত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। এবমুভয়বিধস্যাপি শাস্ত্রস্য স্বার্থে এব প্রামাণ্যাৎ সামঞ্জস্যম্। ১০।

কিঞ্চ ত্বন্মতেঽপি উক্তদোষঃ সমান এব। তথাহি—ত্রিগুণমচেতনং নিরবয়বং প্রধানং তৎতৎকার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ভবতো রাদ্ধান্তঃ। তত্র নিরবয়বাৎ নীরূপাৎ প্রধানাৎ সাবয়বস্য রূপাদিমতঃ

থাকে। এস্থলে তর্ক এইরূপ হইবে যে—আত্মা যদি নিত্য না হইত, তবে কৃতনাশ ও অকৃত-অভ্যাগমরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইত। এইরূপ শ্রুতিমূলক তর্কই উপাদেয় হইয়া থাকে। শুষ্ক তর্ক হেয়। "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭ ব্রঃ সূঃ) "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মাহুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি শাস্ত্র আত্মার নিত্যত্বনির্ণায়ক এবং প্রদর্শিত তর্ক এই প্রমাণের সহায়ক। অভিযুক্তগণও এইরূপ বলিয়াছেন যে—আগমের অবিরোধে উহনের নামই তর্ক। "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ" (১।১।৪০) ন্যায়সূত্র হইতেও ইহা জানা যায়। এজন্য শ্রুতি যে যে স্থলে তর্ককে উপাদেয় বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে শ্রুতিমূলক তর্কই উপাদেয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে সমস্ত তর্ক শাস্ত্রমূলক নহে, তাহা হেয়; যেমন—অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত তর্ক শাস্ত্রমূলক নহে বলিয়া হেয়। অদ্বৈতবাদিপ্রদর্শিত তর্ক যেমন—"যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা ন স্যাৎ, তর্হি অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ" অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা না হইত, তবে জীবের মোক্ষ হইতে পারিত না। এইরূপ "যদি সেশ্বরং সর্ব্বমিদং জগৎ মিথ্যা ন স্যাৎ তর্হি নির্ব্বিশেষাদ্বৈতসিদ্ধান্তসিদ্ধির্ন স্যাৎ" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের সহিত সমস্ত জগৎ মিথ্যা না হইত, তবে নির্ব্বিশেষাদ্বৈতসিদ্ধান্তের সিদ্ধি হইত না। এই সমস্ত তর্ক শাস্ত্রমূলক নহে বলিয়া হেয়। আর পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন -ব্রহ্মকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিলেই চলিতে পারে; উপাদানকারণ বলিবার আবশ্যকতা কি? তাহাও নিরস্ত হইল। শাস্ত্রে ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণতাই উক্ত হইয়াছে। ১০।

আর সাংখ্যাচার্য্যগণ ব্রহ্মকারণবাদে যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সমস্ত দোষ তাঁহাদের সিদ্ধান্তেও হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—ত্রিগুণ, অচেতন, নিরবয়ব প্রধান মহদাদি কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। নিরবয়ব প্রধান হইতে সাবয়ব কার্য্যের ও রূপশূন্য প্রধান হইতে রূপাদিবিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির মত নিরবয়ব হইতে সাবয়বের উৎপত্তিও অসম্ভব। সুতরাং যে দোষ উভয় পক্ষেই সমান, সেই দোষের একজনের পক্ষেই পর্য্যনুযোগ হইতে পারে না—ইহাই লৌকিক ন্যায়। সুতরাং সাংখ্যমতেও কার্য্যমাত্রের নিরবয়বত্ব ও নীরূপত্বের আপত্তি হইবে। আর তাহাতে কার্য্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না এবং নামরূপাদিদ্বারা বিভক্ত কার্য্যের উপলব্ধিও হইতে পারিবে না। আপাততঃ উভয় পক্ষের সমান দোষ বলিলেও বস্তুতঃ

কার্য্যস্যোৎপত্তেরসম্ভবে বিশেষাভাবাৎ, "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তস্মিন্নর্থবিচারণে॥" ইতি ন্যায়াৎ। ইতরথা সর্ব্বস্যাপি কার্য্যমাত্রস্য নিরবয়বত্বং নীরূপত্বঞ্চ স্যাৎ। তথাত্বে চ কার্য্যপ্রত্যক্ষং নামরূপাদিনা বিভক্তং চ নোপলভেত, ইত্যলং বিস্তরেণ। সিদ্ধান্তে ব্রহ্মণঃ অচিন্ত্যানন্তাঘটঘটনাপটীয়সীশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বং সমঞ্জসম্। তস্মাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তসদ্গুণাশ্রয়ো নিঃশেষদোষগন্ধাঘ্রাতমাহাত্ম্যং পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, ন প্রধানমিতি সিদ্ধম্। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" "যচ্চেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতম্" "তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" "নামরূপে ব্যাকরবাণি" "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে" "অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইতি স্মৃতেশ্চেতি সংক্ষেপঃ। ১১।

ইতি সাংখ্যপক্ষগিরিনিপাতঃ।

এতেনৈব যোগস্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা ইত্যাহ—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" ইতি। অতিদেশরূপমিদং সূত্রম্। তত্ত্বং নাম অসাদৃশ্যশঙ্কায়াং সাদৃশ্যপ্রতিপাদনম্। কেয়মসাদৃশ্যশঙ্কেতি? উরোগ্রীবাশিরাংসি

আমাদের পক্ষে কোনও দোষ নাই। কারণ জগৎকারণ ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অনন্ত ও অঘটনঘটনাপটীয়সী শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সমস্তই সমঞ্জস হইয়া থাকে। আর এই জন্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অনন্ত সদ্গুণের আশ্রয় সর্ব্বদোষরহিত পরব্রহ্মই জগতের কারণ, কিন্তু প্রধান নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই সন্মূলক, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ বলিয়াছেন। "যচ্চেহাস্তি যচ্চ নাস্তি" ইত্যাদি শ্রুতি—যাহা ইহলোকে আছে ও যাহা নাই, তৎসমস্তই ব্রহ্মে সমাহিত বলিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মকে সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়াছেন। ব্রহ্মই নামরূপের ব্যাকর্ত্তা। ব্রহ্ম ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, দেবতাগণেরও পরমদৈবত, তাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই, এই ব্রহ্মের স্বাভাবিক বিবিধ শক্তি, জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া আছে। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—এই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই বিলীন হয়। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। ১১।

ইতি সাংখ্যপক্ষগিরিনিপাত।

প্রদর্শিতরূপে সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানযুক্তিদ্বারা যোগস্মৃতিরও প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বলিয়াছেন—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২।১।৩)। এই সূত্রটি অতিদেশরূপ। অতিদেশ বস্তুটি বুঝাইবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন—কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর অসাদৃশ্য শঙ্কা হইলে সাদৃশ্য প্রতিপাদনের নাম অতিদেশ। সাংখ্যস্মৃতির সহিত যোগস্মৃতির অসাদৃশ্য শঙ্কা হইল কেন? এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরমন্ত্র এবং "তং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" এই কঠোপনিষদ্বাক্যদ্বারা পরমশ্রেয়ের অসাধারণ হেতু জ্ঞানের সাধনরূপে যোগ শিষ্টগণদ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে। এই যোগের প্রতিপাদকই যোগশাস্ত্র। শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রে যে "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটি উন্নতরূপে স্থাপনপূর্ব্বক যোগ সাধন করিবে। এই যোগশাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমই ধ্যেয় বলিয়া বলা হইয়াছে। এজন্য যোগস্মৃতি সাংখ্যস্মৃতি হইতে বিসদৃশ। এই যোগস্মৃতি যে বেদান্তের উপযোগী তাহা শ্বেতাশ্বতর ও কাঠকবাক্যদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য যোগস্মৃতিদ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের উপবৃংহণ করা উচিত অর্থাৎ যোগস্মৃতি অনুসারে

উন্নতানি যস্মিন্, "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সংনিরুধ্য" ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি "তং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" ইতি কাঠকে চ যোগঃ পরমশ্রেয়োঽসাধারণজ্ঞানসাধনতয়া শিষ্টৈর্গৃহীতঃ। তৎপরমিদং যোগশাস্ত্রম্। তত্র ধ্যেয়োঽপি শ্রীপুরুষোত্তম ইতি- সাংখ্যস্মৃতেরসাদৃশ্যাৎ বেদান্তোপযোগিত্বাৎ তেন বেদান্তশাস্ত্রোপবৃংহণং যুক্তমিতি মন্দানাং শঙ্কা মাভূদিতি সাংখ্যস্মৃতেঃ সাদৃশ্যং দর্শয়ন্ সমাধত্তে—সমানং সাংখ্যানামিব অত্রাপি পরমেশ্বরানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ উপাদানাৎ, পরমেশ্বরস্য নিমিত্তমাত্রাঙ্গীকারাচ্চ। ধ্যাতুশ্চেতনস্য অচেতনবর্গস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যানভ্যুপগমাচ্চ অস্যা অপি বেদান্তবিরোধস্তুল্য এব। তস্মাৎ ন অনয়া বেদান্তোপবৃংহণং যুক্তম্, কিন্তু তন্নিরাস এব শ্রেয়ানিতি। তস্মাদুক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি সিদ্ধমিতি যোগস্মৃতিঃ। ১২।

অথ কার্য্যং মিথ্যা অনির্ব্বচনীয়ং বা অসদ্রূপং বা সদ্রূপং বেতি সংশয়ে আহুরেকে—অসচ্চেন্ন প্রতীয়েত, সচ্চেন্ন বাধ্যেত, প্রতীয়তে বাধ্যতে চ, অতঃ সদসদ্বিলক্ষণং হ্যনির্ব্বচনীয়মেবাভ্যুপগন্তব্যম্। অনির্ব্বচনীয়ত্বাদেব মিথ্যাত্বমিতি। নন্বু প্রপঞ্চো যদি মিথ্যা ন স্যাৎ, তর্হি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যোঽপি ন স্যাৎ,

---

বেদান্তের অর্থ গ্রহণ করা উচিত—এইরূপ শঙ্কা মন্দবুদ্ধি জনের হইতে পারে। সেই শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সূত্রকার সাংখ্যস্মৃতির সহিত যোগস্মৃতির সাদৃশ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাধান বলিতেছেন—সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ ঈশ্বরানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র প্রধানকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে, যোগশাস্ত্রেও সেইরূপ প্রধানকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বেদান্তশাস্ত্রে যেমন উপাদানও বলা হইয়াছে, যোগশাস্ত্রে তাহা বলা হয় নাই এবং চেতন ও অচেতনবর্গের ব্রহ্মতাদাত্ম্যও স্বীকার করা হয় নাই। এজন্য সাংখ্যস্মৃতির সহিত বেদান্তের বিরোধের মত যোগস্মৃতির সহিতও বেদান্তের বিরোধ তুল্যই আছে। সুতরাং যোগস্মৃতিদ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের উপবৃংহণ সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য যোগস্মৃতিতে বেদান্তবিরুদ্ধ অংশের নিরাস করাই উচিত। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ ইহাই সিদ্ধ হইল। ১২।

ইতি যোগপক্ষগিরিনিপাত।

সূত্রকার ২।১।১৪ সূত্রে কার্য্য ও কারণের অভেদ বলিয়াছেন। এই কার্য্য কি মিথ্যা অনির্ব্বচনীয়? অথবা অসদ্রূপ? অথবা সদ্রূপ? এইরূপ সংশয়ে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—কার্য্য যদি অসৎ হইত, তবে প্রতীত হইত না, আর যদি সৎ হইত, তবে বাধ্য হইত না; অথচ কার্য্য প্রতীতও হয়, বাধ্যও হয়, এজন্য কার্য্যকে সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়ই বলা উচিত। কার্য্য সদ্রূপে বা অসদ্রূপে নির্ব্বচনীয় নহে বলিয়াই তাহা অনির্ব্বাচ্য এবং অনির্ব্বাচ্যত্বহেতু কার্য্যের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে—প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা না হইত, তবে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যও হইতে পারিত না; কিন্তু মিথ্যা পদার্থ শুক্তিরজতাদির অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে—এইরূপ লোকে দেখা যায়। এজন্য প্রপঞ্চ অধ্যস্তই হইবে; যেহেতু তাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য। মিথ্যাত্ব ব্যতীত প্রপঞ্চের জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের উপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের অন্যথানুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বে প্রমাণ। এই প্রপঞ্চের অনির্ব্বচনীয়ত্ব ও মিথ্যাত্ব অধ্যাসখণ্ডনকালেই নিরাস করা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে "জ্ঞান মিথ্যাভূত অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে" (পঞ্চপাদিকা ১।২ পৃঃ কাশীমুদ্রিত) এইরূপ বলেন, জ্ঞান মিথ্যাভূত অজ্ঞানভিন্ন অন্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে না—এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম অসিদ্ধ; কারণ জন্য জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রাগভাব জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানও নহে এবং জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানোপাদানকও নহে। সুতরাং জ্ঞানপ্রাগভাব মিথ্যা বস্তু নহে,

দৃশ্যতে হি লোকে মিথ্যাপদার্থস্য শুক্তিরজতাদেরধিষ্ঠানজ্ঞানান্নিবৃত্তিঃ, অতঃ অধ্যস্তোঽয়ং প্রপঞ্চঃ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বাদিতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বান্যথানুপপত্তিঃ জগন্মিথ্যাত্বে মানমিতি চেন্ন, পূর্ব্বমেবাধ্যাসখণ্ডনে নিরস্তত্বাৎ। কিঞ্চ ন হি জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব মিথ্যাভূতস্য নিবর্ত্তকমিতি নিয়মঃ, জ্ঞানমাত্রেণ জ্ঞানসমানবিষয়কাজ্ঞানানুপাদান-কস্য সত্যস্য তজ্‌জ্ঞানপ্রাগভাবস্য, ঘটাদিজ্ঞানেন পটাদিজ্ঞানস্য, প্রত্যভিজ্ঞাদিনা সংস্কারস্য, বিষয়দোষ-দর্শনেন রাগাদেঃ, সেত্বাদিদর্শনেন ব্রহ্মহত্যাদেশ্চ সত্যস্যৈব নিবৃত্তিদর্শনাৎ। ননু সেত্বাদিদর্শনমজ্ঞাননিবৃত্তি-দ্বারেণ অদৃষ্টদ্বারেণ বা নিবর্ত্তকম্, সাক্ষাৎ নিবর্ত্তকত্বেঽপি ন জ্ঞানেন, কিন্তু বিহিতক্রিয়াত্বেনেতি চেন্ন, প্রকৃতেঽপি সাম্যাৎ। শ্রুতদর্শনত্যাগেন তৎপ্রাপ্তিতজ্জন্যাদৃষ্টং বা নিবর্ত্তকং কল্প্যতে চেৎ, ইহাপি শ্রবণ-জ্ঞানোত্তরং ব্রহ্মধ্যানং তজ্জন্যাদৃষ্টং বা নিবর্ত্তকমিতি বক্তুং শক্যত্বাৎ। "তস্যাভিধ্যানাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। ১৩।

নন্বু সেতুদর্শনমাত্রং ন নিবর্ত্তকম্, কিন্তু দূরাগমনাদিবিশিষ্টমিতি চেন্ন, অত্রাপি জ্ঞানমাত্রং ন নিবর্ত্তকম্, কিন্তু নিয়মাধীতবেদান্তশ্রবণাদিনিয়মবিশিষ্টম্। অন্যথা ভাষাপ্রবন্ধাদিশ্রবণেঽপি অসম্ভাবনাদি-যুক্তস্য অজ্ঞাননিবৃত্ত্যাপত্তেঃ। শূদ্রাদীনামপি ম্লেচ্ছভাষানিরূপিতবেদান্তার্থশ্রবণাদিনাপি মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ।

কিন্তু সত্য। এই সত্য জ্ঞানপ্রাগভাবের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম অসঙ্গত। আরও কথা এই যে—পরবর্ত্তী ঘটাদিজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী পটাদিজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী জ্ঞান স্বসমানাধিকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানাদির নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। প্রদর্শিতরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান অজ্ঞানও নহে এবং অজ্ঞানোপাদানকও নহে। এজন্য তাহা সত্য। এই সত্য পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানই উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতি জ্ঞান বস্তু; অথচ ইহারা স্বজনক সংস্কারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এই সংস্কার প্রদর্শিতরূপে সত্য বস্তু অর্থাৎ সংস্কারনাশক জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানও নহে এবং সেই অজ্ঞানোপাদানকও নহে। অথচ প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতিদ্বারা স্বজনক সংস্কারের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম অসঙ্গত। এইরূপ বিষয়দোষদর্শনজন্য সত্য রাগাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদ্রে রামসেতুদর্শনজন্য সত্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—সেতুদর্শন, অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা অথবা অদৃষ্টোৎপত্তিদ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাতকের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক হয় না। সেতুদর্শন সাক্ষাৎ পাপের নিবর্ত্তক হয়—এইরূপ স্বীকার করিলেও জ্ঞানত্বরূপে সেতুদর্শন পাপের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু বিহিত ক্রিয়াত্বরূপেই পাপের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সেতুদর্শন বিহিত ক্রিয়া। সেতুদর্শনে বিধি আছে; কিন্তু জ্ঞানে বিধি হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মশ্রবণও সাক্ষাৎ বন্ধের নিবর্ত্তক নহে। ব্রহ্মশ্রবণের পরে ব্রহ্মধ্যানই বন্ধের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্যানদ্বারা শ্রবণজ্ঞানের নিবর্ত্তকত্ব, সাক্ষাৎ নহে। অথবা ব্রহ্ম-ধ্যানজন্য অদৃষ্টই বন্ধের নিবর্ত্তক, এইরূপ আমরাও বলিতে পারি। "তস্যাভিধ্যানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই ইহাতে প্রমাণ। ধ্যানাদিদ্বারাই শ্রবণজ্ঞান বন্ধের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। ১৩।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—সেতুদর্শনমাত্রই পাপের নিবর্ত্তক নহে, কিন্তু দূরাগমন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি-বিশিষ্ট সেতুদর্শনই পাপের নিবর্ত্তক, তবে আমরাও বলিব—ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই বন্ধের নিবর্ত্তক নহে, কিন্তু নিয়মাধীত বেদান্ত-শ্রবণাদি নিয়মবিশিষ্ট জ্ঞানই বন্ধের নিবর্ত্তক হইবে। নিয়মাধীত বেদান্তশ্রবণ স্বীকার না করিলে ব্রহ্মপ্রতিপাদক ভাষা-প্রবন্ধাদির শ্রবণ হইতে উৎপন্ন অসম্ভাবনাদিযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও বন্ধননিবৃত্তির আপত্তি হইবে। আর তাহাতে

ন চ নিয়মাধ্যয়নাদীনামধিকারসম্পাদনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ ন জ্ঞানসহকারিত্বমিতি বাচ্যম্, প্রকৃতেঽপি দূরাগমনাদীনামধিকারসম্পাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যসাম্যাৎ। ন চ "দৃষ্টৈব তং মুচ্যতে" ইতি দর্শনমাত্রস্য নিবর্ত্তকত্বশ্রবণাৎ ইতি বাচ্যম্, প্রকৃতেঽপি "সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি" ইতি সেতোশ্চাক্ষুষজ্ঞানস্যৈব নিবর্ত্তকত্বশ্রবণাৎ। কিঞ্চ লোকে অদৃষ্টত্বেঽপি বিপক্ষে বাধকাভাবাৎ শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যাপি বন্ধস্য নিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎ। অন্যথা লোকে অধিষ্ঠানতত্ত্বে সাক্ষাৎকৃতে কর্ম্মবশাদপি নিরুপাধিকভ্রমানুবৃত্তেঃ। জীবন্মুক্তিদশায়াং কর্ম্মবশাদনুবৃত্তস্য জগতঃ সত্যত্বমেব স্যাৎ। তব মতেঽপি লোকে অত্যন্তাপ্রসিদ্ধস্যাপি ব্যাপ্তিশূন্যস্য অশ্রৌতস্য অনাদ্যধ্যাসস্য প্রতিপাদয়তো হ্যত্যন্তাপ্রসিদ্ধাঙ্গীকারসাম্যাৎ। ন হি অনাদ্যধ্যাসে শ্রুতির্মানম্, নাপি লোকপ্রসিদ্ধা ব্যাপ্তিঃ যত্রাধ্যাসস্তত্রানাদিত্বমিতি, প্রত্যুত সাদিত্বব্যাপ্তিঃ শুক্তিরূপ্যাদৌ প্রসিদ্ধাপি কিন্তু যুক্তিমাত্রং মানম্, তথাপি কুলধর্ম্মতয়া তত্ত্বাঙ্গীকারঃ। অস্মাকং তু শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যৈব শ্রৌতব্রহ্মজ্ঞানাৎ নিবৃত্ত্যঙ্গীকারে কো বা দোষ ইতি মনীষিভির্বিবেচনীয়ম্। ১৪।

বেদান্তার্থপ্রতিপাদক ম্লেচ্ছভাষাময় গ্রন্থপাঠদ্বারা শূদ্রাদিরও মোক্ষপ্রসঙ্গ হইবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—বেদান্তের নিয়মাধীন অধ্যয়ন অধিকারীর জ্ঞানে অধিকারসম্পাদকমাত্র, কিন্তু তাহা জ্ঞানের সহকারী নহে, তবে আমরাও বলিব—দূরাগমনাদি সেতুদর্শনে অধিকারসম্পাদকমাত্র। যদি বলা যায়—"দৃষ্টৈব তং মুচ্যতে" এইরূপ শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মদর্শনমাত্রই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, তবে আমরাও বলিব—"সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি" এই শাস্ত্র অনুসারে সেতুর চাক্ষুষ জ্ঞানমাত্রই পাপের নিবর্ত্তক হইবে।

আরও কথা এই যে—জ্ঞানদ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি লোকে দৃষ্ট না হইলেও শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ সত্য বন্ধেরও জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে আপত্তি কি ? ইহাতে কোনও বাধক প্রমাণ নাই। যদি বন্ধের সত্যত্ব স্বীকার না করা হয়, তবে অধিষ্ঠানের তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেও কর্ম্মবশতঃ নিরুপাধিক ভ্রমের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ শরীরাদি প্রপঞ্চভ্রমের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা অনিবৃত্ত অথচ কর্ম্মবশতঃ অনুবৃত্ত জগতের সত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ সত্য বস্তুর নিবৃত্তি স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—জ্ঞানদ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি অত্যন্ত অদৃষ্ট,—ইহাই ভেদাভেদবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জ্ঞানদ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি অপরিদৃষ্ট হইলেও তাহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। পরন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যাদির যে অনাদি অধ্যাস স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও ত লোকে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। অধ্যাসমাত্রই সাদি, অধ্যাসের অনাদিত্বে কোনও নিয়ামক নাই। সুতরাং অনাদিত্বের সহিত অধ্যাসত্বের ব্যাপ্তি নাই। অধ্যাসত্ব সাদিত্বেরই ব্যাপ্য ; কিন্তু অনাদিত্বের ব্যাপ্য নহে। আর অধ্যাসের অনাদিত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধও নহে। সুতরাং ব্যাপ্তিশূন্য অশ্রৌত এবং লোকে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অনাদি অধ্যাস অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। আর আমরা শ্রুতিপ্রমাণবলে সত্য বস্তুর জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব স্বীকার করি। অনাদি অধ্যাসে শ্রুতিপ্রমাণ নাই এবং এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপ্তিও নাই যে—যে যে অধ্যাস, তাহাতে অনাদিত্ব আছে। প্রত্যুত শুক্তিরজতাদিতে অধ্যাসের সাদিত্বব্যাপ্তিই প্রসিদ্ধ। সুতরাং সর্ব্বথা নিষ্প্রমাণক অনাদি অধ্যাস অদ্বৈতবাদিগণ কুলধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা শ্রুতিপ্রমাণের বলে সত্য বস্তুরই শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞানাধীন নিবৃত্তি স্বীকার করি। ইহাতে আমাদের দোষ কি, ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ১৪।

কিঞ্চ সংস্কারসাপেক্ষগরুড়ভ্রমরাদিধ্যানজ্ঞাননিবর্ত্ত্যবিষকীটত্বাদৌ সত্যত্বদর্শনেন শ্রবণাদিজনিত-সংস্কারসাপেক্ষজ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্য প্রপঞ্চস্য সত্যত্বমেব স্যাৎ। কিঞ্চ লোকে নিবৃত্তিনিবর্ত্ত্যয়োঃ সমানসত্তাকত্ব-নিয়মাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিবৎ অজ্ঞানমপি তাত্ত্বিকং স্যাৎ, প্রাতিভাসিকস্য রূপ্যস্য প্রধ্বংসো ব্যাবহারিকশ্চেৎ তয়োর্বিরোধোঽপি ন স্যাৎ, ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকয়োঃ শুক্তিরূপ্যভেদাভেদয়োরিবেতি। কিঞ্চ জ্ঞানজ্ঞেয়য়োর্দোষাধিষ্ঠানয়োশ্চ সমানসত্তাকত্বনিয়মাৎ ব্রহ্মবদজ্ঞানমপি সত্যং স্যাৎ? কিঞ্চ যথা অনাদি-ভাবরূপস্য অজ্ঞানস্য অন্যত্রাদৃষ্টাপি নিবৃত্তিঃ শ্রুতিবলাদঙ্গীকৃতা, তথা প্রকৃতেঽপি কিং ন স্যাৎ? কিঞ্চ শঙ্খস্য শ্বেতত্বানুমিত্যাদিনা তদীয়স্য শ্বেতত্ববিষয়কাজ্ঞানস্যারোপিতপীতত্বস্য বা নিবৃত্তিবৎ ত্বন্মতে বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োঃ ঐক্যসাক্ষাৎকারেণ ঐক্যাজ্ঞানস্য আরোপিতভেদস্য বা নিবৃত্তিশ্চেৎ শ্বেতত্বানুমিত্যাদিনা তদজ্ঞাননিবৃত্তৌ অজ্ঞানকার্য্যস্য আরোপিতপীতত্বাদেরননুবৃত্তির্ন স্যাৎ। ন চ তস্য সোপাধিকত্বেন

আরও কথা এই যে—সংস্কারসাপেক্ষ গরুড়ধ্যানদ্বারা সত্য বিষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সংস্কারসাপেক্ষ ভ্রমর-ধ্যানদ্বারা ভ্রমরগৃহীত কীটের সত্য কীটত্ব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্য বস্তুরও সংস্কারসাপেক্ষ ধ্যাননিবর্ত্ত্যত্ব লোকপ্রসিদ্ধ। এইরূপ শ্রবণজনিত সংস্কারসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সত্য প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে দোষ কি? ধ্যাননিবর্ত্ত্য বিষাদির সত্যত্বের মত ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য প্রপঞ্চেরও সত্যত্ব হইতে পারিবে। আরও কথা এই যে—নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতিযোগী নিবর্ত্ত্য এই উভয়ের সমানসত্তাকত্বনিয়ম লোকসিদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞাননিবৃত্তি তাত্ত্বিক বস্তু, এজন্য নিবৃত্তির প্রতিযোগী অজ্ঞানেরও তাত্ত্বিকত্বাপত্তি হইবে। যদি বলা যায়—নিবৃত্তি ও নিবর্ত্ত্যের সমানসত্তাকত্বনিয়ম নাই; প্রাতিভাসিক রজতের নিবৃত্তি ব্যাবহারিক। এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নিবৃত্তি ও নিবর্ত্ত্য সমানসত্তাক না হইলে তাহাদের বিরোধই হইতে পারে না। যেমন শুক্তিরজতের অভেদ প্রাতিভাসিক ও ভেদ ব্যাবহারিক; কিন্তু ইহাদের বিরোধ নাই। ব্যাবহারিক ভেদের সত্ত্বদশাতেই প্রাতিভাসিক অভেদ হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর সমানসত্তাকত্বনিয়ম আছে। বিষয়ের সমানসত্তাকই বিষয়ী হইয়া থাকে। এজন্য সত্য ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের সত্যত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ দোষ অধিষ্ঠানের সমানসত্তাক হইয়া থাকে বলিয়া অবিদ্যারূপ দোষের ও অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সমানসত্তাকত্বের আপত্তি হইবে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অনাদি ভাববস্তু অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকার করেন। অনাদি ভাববস্তুর নিবৃত্তি অন্যত্র অপরিদৃষ্ট হইলেও অনাদি ভাববস্তুর নিবৃত্তি তাঁহারা যেমন শ্রুতিপ্রমাণবলে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমরাও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সত্য বস্তুর (বন্ধের) নিবৃত্তি স্বীকার করিতে পারিব না কেন? আরও কথা এই যে—শঙ্খে পীতভ্রমের পরে শঙ্খে শঙ্খত্বহেতু শ্বেতত্ব-অনুমিতিদ্বারা শ্বেতত্ববিষয়ক অজ্ঞানের এবং আরোপিত পীতত্বের নিবৃত্তির মত অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্যসাক্ষাৎকারদ্বারা ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞানের এবং আরোপিত ভেদের যদি নিবৃত্তি হয়, তবে শঙ্খে শ্বেতত্ববিষয়ক অনুমিত্যাদিদ্বারা শ্বেতত্ববিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানকার্য্য আরোপিত পীতত্বাদির অননুবৃত্তির মত বিম্বপ্রতিবিম্বস্থলেও আরোপিত ভেদের অনুবৃত্তি না হওয়া উচিত।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—প্রতিবিম্বস্থলে ঐক্যসাক্ষাৎকারদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অজ্ঞানকার্য্য আরোপিত ভেদের নিবৃত্তি হয় না। সোপাধিক অধ্যাসে অজ্ঞানকার্য্য যাবদুপাধিকালস্থায়ী হইয়া থাকে। উপাধির নিবৃত্তি ব্যতীত সোপাধিক অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। সোপাধিক অধ্যাসে উপাধিনিবৃত্তিসহকৃত জ্ঞানই অধ্যাসের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা সোপাধিক অধ্যাসের নিবৃত্তিতে উপাধিসান্নিধ্যই প্রতিবন্ধক। প্রতিবদ্ধ কারণ কার্য্যের জনক হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ উপাদানের নিবৃত্তি হইলেও উপাদেয়ের অনিবৃত্তি অসম্ভব।

যাবদুপাধিস্থায়িত্বনিয়মাৎ ন উক্তদোষযোগ ইতি বাচ্যম্, উপাদাননিবৃত্তৌ কার্য্যানুবৃত্ত্যযোগাৎ, জ্ঞানস্য স্বপ্রাগভাবনিবর্ত্তন ইব অজ্ঞাননিবর্ত্তনেঽপি অন্যানপেক্ষণাৎ। ১৫।

অপি চ চরমসাক্ষাৎকারেণ জীবন্মুক্তিদশানুবৃত্তস্যাজ্ঞানলেশস্য বা অজ্ঞানসংস্কারস্য বা প্রারব্ধকর্ম্মাদের্বা নিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎ। তস্মাৎ ত্বয়াপি অজ্ঞানস্য আরোপিতভেদস্য বা জ্ঞানবিরোধিন এব জ্ঞানেন নিবৃত্তি-র্বিরোধশ্চ কার্য্যনিরূপ্য ইত্যেব বক্তব্যম্। এতন্মমাপি সমানম্। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে ন তাবৎ সত্ত্বং মিথ্যাত্বং বা নিয়ামকম্, অপি তু জ্ঞানবিরোধিত্বমেবেতি সিদ্ধমিত্যলং বিস্তরেণ। বস্তুতস্তু ভগবৎপ্রসাদাদেব বন্ধনিবৃত্তির্ন প্রকারান্তরেণ। "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" "যস্য প্রসাদাৎ পরমার্ত্তিরূপাদস্মাৎ সংসারান্মুচ্যতে নাপরেণ" ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেঃ। "মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" ইতি স্মৃতেশ্চ। ১৬।

ন চৈবং জ্ঞানস্য বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রব্যাকোপপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, তস্য তৎপ্রসাদ-হেতুত্বাৎ। তথাহ বৈষ্ণবে শ্রীপ্রহ্লাদঃ—"এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রসীদত্যচ্যুতে তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ। তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যম্" ইত্যাদিনা। অতো জ্ঞানস্য

উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, অথচ উপাদেয় ভেদ থাকিবে ইহা হইতে পারে না। যদি বলা যায়—উপাধিসান্নিধ্য-রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ জ্ঞান অজ্ঞানেরও নিবর্ত্তক হয় নাই। সোপাধিক অধ্যাসস্থলে উপাধিবিরহসহকৃত জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার করিলেও তাহা জ্ঞানপ্রাগভাবের তুল্যযোগক্ষেম। জ্ঞান স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তিতে যেমন অন্যকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ জ্ঞান অজ্ঞান-নিবৃত্তিতে অন্যকে অপেক্ষা করে না। ১৫।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা জীবন্মুক্তিদশাতে অনুবৃত্ত অজ্ঞানলেশ অথবা অজ্ঞানসংস্কার, অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মাদির নিবৃত্তি হইল না কেন? এজন্য অবশ্য অদ্বৈতবাদিগণকেও বলিতে হইবে যে—অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইলেও জ্ঞানদ্বারা উভয়ের নিবৃত্তি ও বিরোধ ফলানুসারে উন্নয়ন করিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান থাকিয়াও অজ্ঞান বা অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদের নিবৃত্তি হয় না, সে স্থলে জ্ঞানের সহিত বিরোধ নাই, অন্যত্র আছে, ইহাই বলিতে হইবে। মিথ্যা হইলেই জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইবে—অন্যথা হইবে না—এরূপ বলা যায় না। আর ইহা সিদ্ধান্তীর মতেও তুল্য। সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের ব্যাপ্য নহে; কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্বই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের ব্যাপ্য। সত্য বস্তুও জ্ঞানবিরোধী হইলে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কথা এই যে—ভগবৎ-প্রসাদ হইতেই বন্ধনিবৃত্তি হয়; অন্যপ্রকারে হয় না। "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ" (কঠ—১।২।৭) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মুঃ—৩।২।৩) "যস্য প্রসাদাৎ পরমার্ত্তিরূপাদস্মাৎ সংসারান্মুচ্যতে নাপরেণ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভগবৎপ্রসাদই মোক্ষের একমাত্র কারণ, ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত মোক্ষ হয় না—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ গীতাস্মৃতিতেও ভগবৎপ্রসাদ হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে "মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে। ১৬।

যদি বলা যায়—ভগবৎপ্রসাদই মোক্ষের হেতু হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকিবে না। আর তাহাতে "তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়" এইরূপ শাস্ত্রের বাধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তত্ত্বজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদের হেতু। আর ইহাই বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ভগবান্ অনাদি পুরুষোত্তম তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইলে প্রসন্ন হইয়া

কারণত্বং ভগবৎপ্রসাদস্য অবান্তরব্যাপারত্বমিত্যুভয়শাস্ত্রস্যাবিরোধাদিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন, অগ্রে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। ১৭।

অথ পরাহতঞ্চ সত্তর্কৈরেতদন্যথানুপপত্তিরূপং প্রমাণম্, তর্কাশ্চ প্রপঞ্চো যদি সত্যো ন স্যাৎ তর্হি শ্রীপুরুষোত্তমস্য পরব্রহ্মণঃ পরিপাল্যো ন স্যাৎ, তৎপরিপাল্যত্বঞ্চ শ্রুতিস্মৃতিসূত্রৈরুদ্‌ঘুষ্যমাণম্। তস্মাৎ সদেবেতি। তথাহি—অধ্যস্তে প্রবৃত্তিরধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারাভাববত এব পুরুষস্য দৃশ্যতে ঘটতে চ। ন তু শুক্তিং শুক্তিত্বেন সাক্ষাদনুভবিতুঃ শুক্তিরূপ্যাদানে প্রবৃত্তির্দৃষ্টচরা। স্বাপ্নিকপুত্রাদীনং গজতুরঙ্গাদীনাঞ্চ পালনার্থপ্রবৃত্তিশ্চ জাগ্রতোঽনুন্মত্তস্য কস্যচিৎ দৃষ্টা যুক্তা বা। তথা সর্ব্বস্যাধিষ্ঠানতত্ত্বং সর্ব্বদা পশ্যতঃ পরমেশ্বরস্য প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে কথং তস্য পালনে প্রবৃত্তিরিতি পণ্ডিতম্মন্যৈঃ বৈদিকত্বাভিমানিভিরেকাগ্রমনসা বিচারণীয়ম্। পরমেশ্বরস্য অজ্ঞত্বকল্পনায়াং পরমেশ্বরত্বমেব ন স্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মিথ্যাবস্তুপরিপালনে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। অন্যথা পরমেশ্বরস্য ভ্রান্তত্বপ্রসক্ত্যা তৎপ্রতিপাদকবেদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। ১৮।

ননু ঐন্দ্রজালিকবৎ তস্য মিথ্যাপালনং ভবত্বিতি চেন্ন, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। ঐন্দ্রজালিকো মন্ত্রৌষধাদি-বলাৎ অতীতানাগতান্ দেশান্তরস্থিতাংশ্চ সত এব পদার্থান্ প্রদর্শয়ত্যেব, ন তু অপরোক্ষতয়া স্বয়ং পশ্যতি

থাকেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে জীবের ক্লেশসংক্ষয় হইয়া থাকে।" আরও বলা হইয়াছে যে—"ভগবান্ প্রসন্ন হইলে তাহার অলভ্য কি থাকে?" অতএব প্রদর্শিত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্য হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ এবং ভগবৎপ্রসাদ তাহার অবান্তরব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদদ্বারা মোক্ষের জনক হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও ভগবৎপ্রসাদের মোক্ষসাধনতাপ্রতিপাদক উভয় শাস্ত্রেরই অবিরোধ হইয়া থাকে। এই কথা অগ্রে আরও বিস্তৃতভাবে বলা যাইবে। ১৭।

আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য যে অর্থাপত্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রমাণ সৎতর্কসমূহদ্বারা পরাহত। সৎতর্কগুলি এইরূপ :—"প্রপঞ্চ যদি সত্য না হইত, তবে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মের পরিপাল্যও হইত না। প্রপঞ্চ যে শ্রীপুরুষোত্তমপরিপাল্য তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রদ্বারা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। এজন্য প্রপঞ্চ সত্যই বটে। মিথ্যা অধ্যস্ত বস্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের পরিপাল্য হইতে পারে না। অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকাররহিত পুরুষেরই অধ্যস্ত বস্তুতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং তাহাই সম্ভাবিত। শুক্তিকে শুক্তিত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শুক্তিরজতের গ্রহণের জন্য প্রবৃত্তি দৃষ্টচর নহে। এইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদির এবং স্বপ্নদৃষ্ট গজাশ্বাদির পরিপালনের জন্য প্রবৃত্তি কোনও স্বস্থচেতা জাগ্রৎপুরুষেরই দেখা যায় না। আর তাহা যুক্তিসিদ্ধও নহে। সুতরাং সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানতত্ত্বকে যে পরমেশ্বর সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাঁহার প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিশ্চিত আছে বলিয়া মিথ্যা প্রপঞ্চের পরিপালনে পরমেশ্বরের প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা পণ্ডিতম্মন্য বৈদিকত্বাভিমানী অদ্বৈতবাদিগণ একান্ত মনে বিচার করিয়া দেখুন। পরমেশ্বরের অজ্ঞত্ব কল্পনা করিলে তাঁহার পরমেশ্বরত্বই থাকিতে পারে না। আর তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকিলে মিথ্যা-প্রপঞ্চের পরিপালনে প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে না। পরমেশ্বরের মিথ্যাপ্রপঞ্চের পরিপালনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে পরমেশ্বরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে বলিয়া তৎপ্রতিপাদক বেদ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। ১৮।

যদি বলা যায়—ঐন্দ্রজালিক যেমন ইন্দ্রজালসৃষ্ট মিথ্যা বস্তুর পরিপালন করিয়া থাকে, ঈশ্বরও সেইরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের পরিপালন করিয়া থাকেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রৌষধাদির বলে অতীতানাগত বস্তু এবং দেশান্তরগত বস্তুই প্রদর্শন করাইয়া থাকে; কিন্তু ঐন্দ্রজালিক নিজে তাহা প্রত্যক্ষ

পালয়তি বা। প্রকৃতে তু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "নামরূপে ব্যাকরবাণি" "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্যদাস্তে" "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পপূর্ব্বকসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং "স্বয়মাত্মানমকুরুত" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যাদিনা বহুভবনত্বেনোপাদানত্বং চোপলভ্যতে, ইতি বিপরীতত্বাৎ দৃষ্টান্তস্য ইত্যর্থঃ। ১৯।

নন্বৈন্দ্রজালিকস্য স্বমায়য়া অমোহিতস্য বিষয়াপরোক্ষত্বাভাবে পশ্যন্ত্বিদমাম্রফলমিতি প্রতিজ্ঞাবচনং তথৈব প্রদর্শয়িতৃত্বং চানুপপন্নম্, এতদন্যথানুপপত্ত্যা তস্য বিষয়াপরোক্ষমস্তীত্যবশ্যমঙ্গীকার্য্যমিতি চেন্ন, তস্যান্যথোপপন্নত্বাৎ। তথাহি—যথা বৈদ্যো গুরূপদেশাদিনা জ্ঞাতৌষধিপ্রভাবো ভবিষ্যদ্রোগনাশাদি-বিষয়কাপরোক্ষাভাবেঽপি ইদমৌষধমিমং রোগং সদ্যো নাশয়তি পশ্যন্ত্বস্য প্রভাবমিতি বদতি দদাতি চ, তথা ঐন্দ্রজালিকোঽপি অস্মান্মন্ত্রাদেরেতে ভ্রাম্যন্তীতি জ্ঞাতমন্ত্রাদিপ্রভাবঃ পশ্যন্ত্বিত্যাদি বদতি দর্শয়তি চেতি ভাবঃ। ন চ ঐন্দ্রজালিকস্যাপি ঐন্দ্রজালিকান্তরাৎ স্বসৃষ্টানাং রক্ষণদর্শনাৎ তথাত্বে চ নোক্তবৈষম্য-মিতি চেন্ন, ভ্রমজনকস্বমন্ত্রৌষধাদিগতসামর্থ্যস্যৈব রক্ষণান্ন বিষয়স্যেতি। ২০।

করে না এবং তাহার পরিপালনও করে না; কিন্তু ঈশ্বর বুদ্ধিপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করেন। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া; নামরূপব্যাকরণে তাঁহার সঙ্কল্প; আকাশাখ্য ব্রহ্মই নামরূপের নির্ব্বাহক। ইনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট বস্তুর নামকরণপূর্ব্বক সেই নামদ্বারা সৃষ্ট বস্তুর প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। একমাত্র জগদ্বীজকে যিনি বহুরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতে ঈশ্বরের ঈক্ষণ ও বহুভবন সঙ্কল্পপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব (নিমিত্ত-কারণত্ব) এবং "স্বয়মাত্মানমকুরুত" অর্থাৎ "তিনি নিজেই আত্মাকে জগদ্রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন" "তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জগদ্রূপ হইয়াছিলেন।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বহুভবনের উপাদানত্ব জানা যায় অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সুতরাং ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের বিপরীত। ১৯।

যদি বলা যায়—ঐন্দ্রজালিক স্বীয় মায়াদ্বারা মুগ্ধ না হইয়াও যদি বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন না করিত, তবে ঐন্দ্রজালিক সাধারণ লোককে "এই আপনারা আম্র ফল দেখুন" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের প্রদর্শন করাইতে পারিত না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে ঐন্দ্রজালিক প্রতিজ্ঞাত অর্থ প্রদর্শন করায় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে ঐন্দ্রজালিকেরও তৎসৃষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ অবশ্য হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু না দেখিয়াও অন্য মুগ্ধ পুরুষকে তাহা দেখাইতে পারে। যেমন চিকিৎসক গুরূপদেশাদিদ্বারা ঔষধের প্রভাব জানিয়া রোগের ভাবী নাশবিষয়ক প্রত্যক্ষ না থাকিলেও "এই ঔষধ এই রোগকে সদ্য নাশ করিয়া থাকে, আপনারা এই ঔষধের প্রভাব দেখুন" এইরূপ বলে ও ঔষধ দেয়, সেইরূপ ঐন্দ্রজালিকও "এই মন্ত্রপ্রভাবে লোক মুগ্ধ হইয়া থাকে" এইরূপে মন্ত্রাদির প্রভাব জ্ঞাত হইয়া "আপনারা ইহা দেখুন" এইরূপ বলে এবং বিষয় দেখায়। যদি বলা যায়—ঐন্দ্রজালিকও অন্য ঐন্দ্রজালিকের নিকট হইতে স্বসৃষ্ট পদার্থের রক্ষণ দর্শন করিয়াছে; সুতরাং ঐন্দ্রজালিকও ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু দর্শন করে। এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ঐন্দ্রজালিক ভ্রমজনক স্বকীয় মন্ত্রাদির সামর্থ্যেরই রক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইন্দ্রজালসৃষ্ট বিষয়ের রক্ষা করে না। ২০।

নন্থ মম পক্ষে পরমেশ্বরস্যাপি ব্যাবহারিকত্বেন তদ্‌গুণশক্ত্যাদীনাং সার্ব্বজ্ঞ্যাদীনামপি তথাত্বেন পারমার্থিকত্বাভাবাৎ। তথাচাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"ঈশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ" "সর্ব্বাণি রূপাণি" "একং বীজম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাত্মকোপাধিপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে, তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং ন পরমার্থতঃ" ইত্যাদিনা ইতি চেন্ন, অশ্রৌতত্বেন কল্পনামাত্রত্বাৎ। তথাহি—পরমেশ্বরস্য মিথ্যাত্বে কিং মানমিতি বক্তব্যম্? ন চ "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেবোক্তা ইতি বাচ্যম্, তাসু মিথ্যাব্যাবহারিকাদিপ্রতিপাদকপদানামেকতমস্যাপি অদর্শনাৎ। প্রত্যুত নামরূপাদিহেতুত্বপ্রতিপাদনপরাণাং পদানাং প্রত্যক্ষোপলভ্যমানত্বাৎ। অতএব ন নামরূপয়োরপি মিথ্যাত্বম্, "যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইত্যাদিনা সত্যত্বশ্রবণাৎ। ২১।

নাপি তস্য জ্ঞানশক্ত্যাদীনাং ব্যাবহারিকত্বং বক্তুং শক্যম্, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি কণ্ঠরবেণ স্বাভাবিকত্বশ্রবণাৎ। ন চ তাসাং ব্যাবহারিকসত্ত্বপরত্বম্, তত্ত্বঞ্চ জ্ঞান-

---

আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—পরমেশ্বরও ব্যাবহারিক এবং পরমেশ্বরের গুণ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিও ব্যাবহারিক; ইঁহাদের পারমার্থিকত্ব নাই। আর ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে - অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ ঈশ্বরের আত্মভূতপ্রায় এবং তাহা অনির্ব্বচনীয় ও সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত। এই নামরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দদ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিতে বলা হইয়াছে। এই নাম ও রূপ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন। আর ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আকাশাখ্য ব্রহ্ম নামরূপের নির্ব্বাহক, সমস্ত নামরূপের ইনিই স্রষ্টা। এক জগদ্‌বীজকেই ইনি বহুধা প্রকাশ করেন।" এই অবিদ্যাকৃত নামরূপ উপাধির অনুরোধেই তিনি ঈশ্বর হইয়া থাকেন। যেমন ঘট-করকাদি উপাধির অনুরোধে একই আকাশ ঘটাকাশাদিরূপ হইয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বর স্বাত্মভূত ঘটাকাশস্থানীয় অবিদ্যাত্মক উপাধিপ্রত্যুপস্থাপিত নামরূপকৃত কার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধী জীব-নামধেয় বিজ্ঞানাত্মগণের প্রতি ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর হইয়া থাকেন। এইরূপে অবিদ্যাত্মক উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব; কিন্তু পরমার্থতঃ নহে। এই সকল কথা শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এতাদৃশ সিদ্ধান্ত অশ্রৌত ও কল্পনামাত্র। পরমেশ্বরের মিথ্যাত্বে তাঁহারা কি প্রমাণ বলিবেন? যদি তাঁহারা বলেন—"আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রুতিসমূহই তাহাতে প্রমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহে মিথ্যা অর্থের বা ব্যাবহারিক অর্থের প্রতিপাদক একটি পদও নাই। প্রত্যুত নামরূপাদির হেতুত্বপ্রতিপাদক পদসমূহই শ্রুতিতে দেখা যায়। নামরূপও মিথ্যা নহে। "যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" (যজুঃ ৩২।৩) "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" (বৃঃ ২।৩।৬) ইত্যাদি বাক্যে নামরূপের সত্যত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। ২১।

এইরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্ত্যাদিরও ব্যাবহারিকত্ব বলা যায় না; কারণ "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতির স্বাভাবিকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ এরূপও বলিতে পারেন

বাধ্যত্বম্, ভেদবাক্যানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যভেদবিষয়কত্বেন অনুবাদপরত্বাভ্যুপগমাদিতি বাচ্যম্, আপ্তোক্তেঃ। তথাহি—জীবব্রহ্মভেদে প্রত্যক্ষাদীনামপ্রসরাদিতি বিবরণাচার্য্যবচনাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্ত্যভাবেন ভেদবাক্যানাং স্বার্থে এব প্রামাণ্যাৎ। অন্যথা স্বরূপস্যাপি বাধোঽভ্যুপগন্তব্যঃ স্বাভাবিকত্বসাম্যাৎ। কিঞ্চ ঘটোঽস্তীতি প্রত্যক্ষেণ নির্ব্বিশেষাধিষ্ঠানবস্তুনো গম্যত্বাৎ অভেদবাক্যানামেব তদনুবাদপরত্বেন স্বার্থে প্রামাণ্যম্, প্রত্যক্ষগৃহীতগ্রাহিত্বাৎ। তথাচ—তবৈব সিদ্ধান্তবিরোধঃ, অন্যথা বিবরণবাক্যভঙ্গাৎ। ২২।

কিঞ্চ "ঈশ্বরস্যাত্মভূতে ইব" ইত্যস্য কো বার্থো বিবক্ষিতঃ? স্বরূপাত্যন্তাভিন্নত্বং বা শুক্তিরজতবদসত্ত্বস্য প্রতীয়মানত্বং বা স্বরূপাপৃথক্‌সিদ্ধত্বমাত্রং বা? নাদ্যঃ, শ্রুতিপ্রমিতত্বাৎ। অন্যথা নামৈব ব্রহ্ম রূপমেব ব্রহ্ম ইতি প্রতীত্যাপত্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, প্রতীয়মানত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রত্যুত "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" ইতি সত্যত্বশ্রবণাৎ। "ব্যাকরবাণি" ইতি ব্যক্তিকরণশ্রুতেশ্চ। অন্যথা প্রত্যাপয়ামীতি শ্রবণং স্যাৎ। চরমশ্চেদিষ্টাপত্তিঃ। তদাত্মকত্বেন স্বরূপাপৃথক্‌সিদ্ধত্বস্য সিদ্ধান্তেঽপ্যঙ্গীকারাৎ। "ঐতদাত্ম্য-

---

না যে—উক্ত শ্রুতিদ্বারা জ্ঞান-শক্ত্যাদির ব্যাবহারিক সত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জ্ঞানবাধ্যত্বই ব্যাবহারিক সত্ত্ব; শুদ্ধচৈতন্যপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্য ভিন্ন অপর সমস্ত বাক্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য ভেদবিষয়ক বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ অনুবাদী হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত বাক্যসমূহ তাত্ত্বিক অর্থের প্রতিপাদক না হইয়া ব্যাবহারিক অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। জীব-ব্রহ্মভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নহে—একথা বিবরণাচার্য্যই বলিয়াছেন। সুতরাং জীব-ব্রহ্মভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণপ্রাপ্ত নহে বলিয়া তাহা অনুবাদী নহে। এজন্য ভেদপ্রতিপাদক বাক্যের স্বার্থেই প্রামাণ্য আছে। প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদের প্রতিপাদক বাক্যও যদি স্বার্থে প্রমাণ না হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যেরও স্বার্থে প্রামাণ্য থাকিবে না। ব্রহ্মস্বরূপ যেমন স্বাভাবিক, এইরূপ তাঁহার জ্ঞান-শক্ত্যাদিও স্বাভাবিক। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদির প্রত্যক্ষও সন্মাত্রগ্রাহী বলিয়া "ঘটোঽস্তি" এই প্রত্যক্ষদ্বারা ঘটের অধিষ্ঠানীভূত নির্ব্বিশেষ চৈতন্যও অবগত হওয়া যায়। অভেদপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্যও নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রের প্রতিপাদক বলিয়া অভেদবাক্যেরও অনুবাদিত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে অভেদবাক্য স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারিবে না। কারণ অভেদবাক্যও প্রত্যক্ষগৃহীত অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়াছে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণসম্মত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। অভেদপ্রতিপাদক বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। আর ভেদ-প্রতিপাদক বাক্যের অনুবাদিত্ব অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না, বলিলে তাঁহাদেরই বিবরণাচার্য্যের উক্তির সহিত বিরোধ ঘটিবে। বিবরণাচার্য্য জীবেশ্বরভেদ প্রত্যক্ষাদিগম্য নহে বলিয়াছেন। ২২।

আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে—"অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ ঈশ্বরের আত্মভূতপ্রায়—(আত্মভূতে ইব)" ইহার অর্থ কি? এই নামরূপ কি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন? অথবা শুক্তিরজতাদির মত অসৎ হইলেও তাহা প্রতীয়মানমাত্র? অথবা ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অপৃথক্‌সিদ্ধ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইলে "নামই ব্রহ্ম, রূপই ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইত। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ নামরূপ শুক্তিরজতের মত অসৎ প্রতীয়মানমাত্র বলা যায় না। কারণ তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যুত "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" এই শ্রুতিদ্বারা নামধেয়ের সত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নামরূপ শুক্তিরজতাদির মত সদ্বিলক্ষণ বস্তু হইলে "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই শ্রুতিদ্বারা

মিদং সর্ব্ব"মিতি শ্রুতেঃ। নাপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বম্, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিনিরাসে বিস্তরেণ নিরস্তত্বাৎ। তস্মাৎ সদেব। ২৩।

কিঞ্চ ঈশ্বরস্যাতাত্ত্বিকত্বে নিরীশ্বরসাংখ্যাদিভ্যঃ অবৈদিকেভ্যঃ তব সিদ্ধান্তস্য পরবঞ্চনং বিনা কো বা বিশেষঃ। সর্ব্বস্য বেদস্য সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্ত্যাদিনিলয়পরব্রহ্মপরত্বেন ভবতাং পারিভাষিকতর্কমাত্রং বিনা প্রমাণান্তরং নাস্তীত্যলং কুতর্কনিরাসৈঃ। কিঞ্চ যদি প্রপঞ্চমিথ্যাবাদঃ শ্রৌতঃ স্যাৎ, তর্হি শুক্তিরজতাদি-দৃষ্টান্তা বেদে উপন্যস্তাঃ স্যুঃ। যদ্যনির্ব্বচনীয়বাদঃ সূত্রকারাভিপ্রেতঃ স্যাৎ, তর্হি সূত্রিতোঽপি স্যাৎ, ন তু তথা দৃশ্যতে। তস্মাৎ কার্য্যং সদেব, ইত্যাদিতর্কা অত্রানুসন্ধেয়াঃ। ২৪।

ননু ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বে সদ্ভিন্নত্বে চ সতি চিদন্যন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ, শুক্তিরূপ্য-বদিত্যনুমানমত্র প্রমাণমিতি চেন্ন, তস্য পক্ষসাধ্যহেতুদৃষ্টান্তানামসম্ভবেনাভাসমাত্রত্বাৎ। তথাহি—চিদন্যদ্রূপঃ

নামরূপের ব্যক্তিকরণ উপপন্ন হইত না। শুক্তিরজতকে কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না। নামরূপ শুক্তিরজতের মত হইলে শ্রুতি "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এইরূপ না বলিয়া "নামরূপে প্রত্যাপয়ামি" এইরূপ বলিতেন অর্থাৎ "জীবের নামরূপবিষয়ক প্রতীতির উৎপত্তি করাইব" এইরূপ বলিতেন। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষ অসঙ্গত। আর তৃতীয় পক্ষ আমাদের ইষ্টই বটে। নামরূপ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। নামরূপ যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাতে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিই প্রমাণ। শাঙ্করভাষ্যে যে নামরূপকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিনিরাসপ্রসঙ্গে অনির্ব্বচনীয়তার নিষেধ বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। সুতরাং নামরূপ পরমার্থ সত্য বস্তুই বটে। ২৩।

আরও কথা এই যে—শাঙ্করভাষ্যে ঈশ্বরকে যে অতাত্ত্বিক বলা হইয়াছে, তাহাতে অবৈদিক নিরীশ্বর সাংখ্য-সিদ্ধান্ত হইতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বৈলক্ষণ্য কি থাকিবে? অদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর মানিয়াও তাঁহাকে অতাত্ত্বিক বলায় নিরীশ্বর সাংখ্যের সহিত তাঁহার কোনও ভেদ থাকিবে না। সমস্ত বেদই সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্ত্যাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের "বেদ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিপাদক" এই সিদ্ধান্তে কোনও প্রমাণ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদি-গণের পারিভাষিক কুতর্কমাত্রই তাহাতে প্রমাণ। সুতরাং বেদ সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক।

আরও কথা এই যে—প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যদি শ্রুতিসিদ্ধ হইত, তবে বেদেও শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইত। যদি অনির্ব্বচনীয়বাদ ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তবে অনির্ব্বচনীয়বাদ সূত্রেও নির্দ্দিষ্ট হইত। বেদে ও ব্রহ্মসূত্রে অনির্ব্বচনীয়বাদ বলা হয় নাই। এজন্য কার্য্যমাত্রই সৎ বটে; কিন্তু সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় নহে। এই সমস্ত তর্ক কার্য্যের সদ্রূপতা প্রতিপাদক প্রমাণের অনুগ্রাহক বুঝিতে হইবে। ২৪।

সম্প্রতি মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানের খণ্ডন করিতেছেন। আর ইহা ন্যায়ামৃত গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে এবং অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে মিথ্যাত্বানুমান সমর্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, অদ্বৈত-বাদিগণ এইরূপে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের অনুমান করেন যে—"ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বে অসদ্ভিন্নত্বে চ সতি চিদন্যৎ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ; শুক্তিরূপ্যবৎ।" এই প্রদর্শিত অনুমানে "চিদন্যৎ" এই পর্য্যন্ত পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য এবং দৃশ্যত্বাদি হেতু ও শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত। শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু ব্রহ্মজ্ঞানেতর শুক্তিপ্রমাবাধ্য। সুতরাং শুক্তিরজত ব্রহ্মজ্ঞানেতরবাধ্য। এই শুক্তিরজতাদি পক্ষের অন্তর্গত হইলে তাহাতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধই আছে বলিয়া দৃশ্যত্বাদি হেতুদ্বারা তাহাতে মিথ্যাত্বানুমান করিলে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইত। শুক্তিরজত অসদ্ভিন্নও বটে এবং চিদ্ভিন্নও বটে। এস্থলে "চিৎ"শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম। এইরূপে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোষ বারণের জন্য পক্ষে প্রথম বিশেষণটি দেওয়া

পক্ষঃ প্রমিতো ন বা? নাদ্যঃ, প্রমিতস্য নিষেধাযোগাৎ। ননু প্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষগোচরত্বেঽপি সত্ত্বানধিকরণত্বাদিনা মিথ্যাত্বং বক্তুং শক্যমেবেতি চেন্ন, তব মতে নির্ব্বিশেষস্য শুদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽপি সত্ত্বানধিকরণত্বাভ্যুপগমাৎ তত্রাতিব্যাপ্তিঃ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা সত্ত্বানধিকরণত্বাৎ তবাভিপ্রেতপ্রপঞ্চবদিত্যনুমানাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, শশশৃঙ্গং তীক্ষ্ণাগ্রং খপুষ্পং গন্ধবৎ ইতিপ্রয়োগস্যেব আশ্রয়াসিদ্ধত্বাৎ ইতি পক্ষাসম্ভবঃ। অথাস্য সাধ্যোঽপি দুর্নিরূপঃ। তথাহি—সাধ্যমত্র মিথ্যাত্বম্, তচ্চ সত্যং বা তুচ্ছং বা? আদ্যে অদ্বৈতভঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চস্য সত্যত্বাপত্তিঃ। যথা কেনচিৎ লৌকিকেনোক্তো দেবদত্তো মৃতঃ,

---

হইয়াছে। এই প্রথম বিশেষণ না দিলে মিথ্যারূপে প্রসিদ্ধ শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুমাত্রই পক্ষের অন্তর্গত হইত। পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি করিবার জন্যই অনুমান প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহাতে সাধ্য সিদ্ধই আছে, তাহাতে সাধ্যসিদ্ধির জন্য অনুমান প্রদর্শন করিলে সিদ্ধসাধনতাদোষ হয়। প্রথম বিশেষণ না দিলে যাবদ্ ব্যাবহারিক ও যাবৎ প্রাতিভাসিক বস্তুই পক্ষের অন্তর্গত হইবে, আর তাহাতে প্রাতিভাসিক বস্তু পক্ষের একদেশ বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোষ হইবে। এই দোষের বারণের জন্য প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রবাধ্য বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যই বটে। অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতিতে সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধিদ্বারা অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোষ কি না, এই সমস্ত বিচার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এইরূপ সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি থাকিলে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতির প্রতি তাহা দোষ হয় কি না, তাহাও উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

আর এই প্রথম বিশেষণটি "ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য" এইরূপ না বলিয়া "ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্য" এইরূপ বলা হইল কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া কোনও বস্তুই স্বীকার করেন না। সুতরাং ঐরূপ বলিলে অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য" এইরূপ বলিলে অপ্রসিদ্ধিদোষ হইত। এই দোষ বারণের জন্য নঞ্‌দ্বয়গর্ভ বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর তাহাতে উক্ত বিশেষণের অর্থ—সর্ব্বথা অবাধ্য ও ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রবাধ্য উভয় বস্তুসাধারণ হইয়াছে। প্রপঞ্চ সত্যত্ববাদীর মতে সর্ব্বথা অবাধ্য বস্তুকে লইয়া ও মিথ্যাত্ববাদীর মতে ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য ব্যাবহারিক বস্তুকে লইয়া বিশেষণটির সার্থকতা হইবে।

আর পক্ষের এই প্রথম বিশেষণমাত্রই দিলে সর্ব্বথা অবাধ্য ব্রহ্ম ও অলীক এবং ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য ব্যাবহারিক এই তিনটিই পক্ষরূপে গৃহীত হইত। আর এই পক্ষে মিথ্যাত্বের অনুমিতি করিতে গেলে ব্রহ্মে ও অলীকে বাধদোষ হইত। এই দোষের বারণের জন্য "অসদ্ভিন্নত্বে চ সতি চিদন্যৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্য, অসদ্ভিন্ন ও চিদ্ভিন্ন বস্তুই পক্ষ। আর তাহাতে ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্য ব্যাবহারিক প্রপঞ্চই পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ আকাশাদি প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ববাদিগণ আকাশাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন। এজন্য ব্যাবহারিক প্রপঞ্চমাত্রকেই পক্ষ করিয়া প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিগণ মিথ্যাত্বানুমানে উক্তরূপ পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত এই চারিটিই অসম্ভব বলিয়া উক্তানুমান অনুমানাভাস। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ এই মিথ্যাত্বানুমানে যাহাকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পক্ষ প্রমিত কি না? পক্ষ যদি প্রমিত হয় অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয়, তবে তাহার নিষেধ সম্ভাবিত হয় না। নিষেধ্যত্বই মিথ্যাত্ব; যাহা যে স্থলে প্রমিত, তাহা সে স্থলে নিষেধ্য হইতে পারে না। প্রমিত বস্তু সত্য; তাহার মিথ্যাত্ব অসম্ভব। যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া তাহা প্রতীত বটে; আর তাহাতে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইতে পারিবে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর মতে মিথ্যাত্বের লক্ষণ কি? যদি তাঁহারা সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অনধিকরণত্বকেই মিথ্যাত্ব বলেন, তবে

পরেণ চাপ্তেন নির্নীয়োক্তস্তদভাবঃ। এবং চাপ্তবাক্যাৎ দেবদত্তমরণস্য মৃষাত্বে তস্য জীবনং সিদ্ধং তদ্বৎ। সিদ্ধসাধনতাপত্তিশ্চ। লক্ষণপ্রমাণাদ্যনুপপত্তীনাং পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাচ্চ। ২৫।

ননু সদসত্ত্বানধিকরণত্বং মিথ্যাত্বমিতি লক্ষণস্য সত্ত্বাৎ কথং লক্ষণানুপপত্তিঃ। তত্ত্বঞ্চ সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবরূপমিতি চেন্ন, সদেকস্বভাবে জগতি বিশিষ্টাভাবস্যেষ্টত্বাৎ। ন চ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবধর্ম্মদ্বয়মিতি বাচ্যম্, সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকতরাভাবে অপরস্য সত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ। নির্ধর্ম্মকব্রহ্মবৎ,

---

উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত হইবে। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যায় যে—শুদ্ধব্রহ্ম মিথ্যা. যেহেতু তাহা সত্ত্বের অনধিকরণ; যে যে বস্তু সত্ত্বের অনধিকরণ, তাহা মিথ্যা; যেমন অদ্বৈতবাদিগণসম্মত প্রপঞ্চ। এইরূপে পক্ষকে প্রমিত স্বীকার করিলে তাহাতে মিথ্যাত্বানুমান হইতে পারে না। এইরূপ পক্ষ অপ্রমিত হইলেও তাহাতে মিথ্যাত্বানুমান হইতে পারে না। অপ্রমিতপক্ষক অনুমিতিই অসম্ভব।—"শশশৃঙ্গং তীক্ষ্ণাগ্রং শৃঙ্গত্বাৎ গোশৃঙ্গবৎ" "খপুষ্পং সুরভি পুষ্পত্বাৎ প্রসিদ্ধপুষ্পবৎ" ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধপক্ষক অনুমান যেমন আশ্রয়াসিদ্ধিদোষদুষ্ট, এইরূপ উক্ত অনুমানও আশ্রয়াসিদ্ধিদোষদুষ্ট হইবে। এইরূপে মিথ্যাত্বানুমানে প্রদর্শিত পক্ষ সর্ব্বথাই অসঙ্গত।

এইরূপ উক্ত অনুমানে সাধ্যেরও নিরূপণ করিতে পারা যায় না। কারণ সাধ্য মিথ্যাত্ব কি সত্য অথব্য তুচ্ছ? (মিথ্যা?) ইহার প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত; কারণ তাহাতে ব্রহ্ম ও মিথ্যাত্ব এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায় অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইবে। এইরূপ সাধ্য মিথ্যাত্বকে মিথ্যাও বলা যায় না; কারণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্বাপত্তি হইবে। যেমন কোনও লৌকিক ব্যক্তি এইরূপ বলে—"দেবদত্ত মরিয়াছে", আর অপর একজন আপ্ত ব্যক্তি বিশেষ নিরূপণপূর্ব্বক তাহার অভাব বলে, তাহাতে "দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে" ইহাই যেমন জানা যায়, আপ্তবাক্যাধীন দেবদত্তমরণের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে দেবদত্তের জীবনই সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইবে। আর প্রপঞ্চের সত্যত্বসিদ্ধির দ্বারা সিদ্ধসাধনতাদোষ হইবে। মিথ্যাত্বে লক্ষণ ও প্রমাণাদির অনুপপত্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৫।

মিথ্যাত্বের লক্ষণ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"সদসত্ত্বানধিকরণত্ব"ই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণে অনুপপত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—সদসত্ত্বানধিকরণত্ব কি সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব? অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত হইবে। জগৎ সদেকস্বভাব; এজন্য তাহাতে সত্ত্বই আছে; কিন্তু সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব কোথাও নাই। সুতরাং সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া উক্তরূপ সদসত্ত্বানধিকরণত্ব আমাদের ইষ্টই বটে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে—সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব অপ্রমিত হইলেও অপ্রমিতপ্রতিযোগিক অভাব সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না।

আর এরূপও বলা যায় না যে—সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব। ইহাতে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলিলে ব্যাঘাতদোষ হইবে। সত্ত্বের অভাবে অসত্ত্বের ও অসত্ত্বের অভাবে সত্ত্বেরই প্রসক্তি হইয়া থাকে। উক্ত সত্ত্ব ও অসত্ত্বের একের অভাবে অপরের সত্তা অপরিহার্য্য। সুতরাং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এতদুভয়ের অভাব কোনও স্থলেই সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—প্রপঞ্চের সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব সিদ্ধ হইলেও তাহাতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেমন নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মরহিত হইয়াও তাহা সদ্রূপ পরমার্থ সত্য, এইরূপ ব্রহ্মের মত প্রপঞ্চও সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মরহিত হইয়াও সদ্রূপ পরমার্থ সত্য হইতে পারিবে।

সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বোপপত্ত্যা মিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ। এতেন সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্টাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং তত্ত্বমিত্যপি নিরস্তং দোষসাম্যাৎ। ২৬।

নন্বু সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বানঙ্গীকারান্ন ব্যাঘাতঃ; পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বং চ ন ব্যাহতিকরং গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যয়োঃ উষ্ট্রে অসত্ত্বাৎ। কিন্তু ক্বচিদুপাধৌ সত্ত্বেনাপ্রতীয়মানত্বমসত্ত্বং ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্ত্বং তয়োরভাবঃ সাধ্য ইতি চেন্ন, অসল্লক্ষণস্য অসঙ্গে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ। তস্যাপি উক্তাসত্ত্বাঙ্গীকারে সদ্ভিন্নেতি অসদ্ভিন্নেতি চ বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। শব্দাভাসেন তুচ্ছস্যাপি ক্বচিদুপাধৌ সত্ত্বেন ধীসম্ভবাচ্চ। উক্তসত্ত্বাভাবস্য শূন্যবাদিনা প্রপঞ্চে স্বীকারাচ্চ। লাঘবাৎ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরাভাবস্যৈব ঔচিত্যাচ্চ। ২৭।

সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই ধর্ম্মদ্বয়কে যেমন মিথ্যা বলা যায় না, এইরূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টই মিথ্যাত্ব,—এইরূপও বলা যায় না। কারণ ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষই থাকিয়া যাইবে। ২৬।

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহরূপ নহে অর্থাৎ সত্ত্বাভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাবই সত্ত্ব—এরূপ নহে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাঘাতদোষ হইবে না। যদি সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য হয় অর্থাৎ সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব ও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ত্ব হয়, তবে ব্যাঘাতদোষ হইতেই পারে না। পরস্পরবিরহব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বয়ের অত্যন্তাভাব একস্থানে থাকিতে পারে। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহের ব্যাপ্য হইয়াও উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের অত্যন্তাভাব উষ্ট্রাদিতে সিদ্ধই আছে। এজন্য সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ নহে এবং পরস্পরবিরহের ব্যাপকও নহে। তাহা হইলে ব্যাঘাতদোষ হইত। পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য হইলে যে ব্যাঘাত হয় না, তাহা বলাই হইয়াছে। আমরা সত্ত্বাভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাবই সত্ত্ব—এরূপ বলি না। কিন্তু কোনও উপাধিতে অর্থাৎ আশ্রয়ে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ত্বকেই অসত্ত্ব বলি এবং ত্রিকালাবাধ্যত্বকেই সত্ত্ব বলি। এই অসত্ত্ব ও সত্ত্ব পরস্পর বিরহরূপ নহে। সুতরাং এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব প্রপঞ্চে সাধ্য।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা যে অসত্ত্বের লক্ষণ করিয়াছেন—অর্থাৎ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ই অসৎ—এইরূপ বলিয়াছেন, এই অসল্লক্ষণের অসঙ্গ ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইবে। ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্ম নাই বলিয়া তাহা সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ই বটে। আর ব্রহ্মেরও অসত্ত্ব স্বীকার করিলে পক্ষনির্দ্দেশে অসদ্ভিন্ন বলিলেই হইত, আর ব্রহ্মভিন্ন বলিবার আবশ্যকতা কি? তাহাতে "চিদন্যৎ" এই বিশেষণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—অসদ্বস্তু সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ শব্দাভাসদ্বারা তুচ্ছ বস্তুরও কোনও উপাধিতে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন "শশবিষাণমস্তি" ইত্যাদি শব্দাভাসজন্য উক্তরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব শূন্যবাদিগণ প্রপঞ্চে স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণও তাহাই বলেন বলিয়া শূন্যবাদের অনুবর্ত্তন করেন। অদ্বৈতবাদিগণ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের যেরূপ নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ লাঘবপ্রযুক্ত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ হইয়া থাকে—এইরূপ বলাই সঙ্গত। ২৭।

নন্থ একেনৈব সর্ব্বানুগতেন ব্রহ্মসত্ত্বেন সর্ব্বত্র সদিতি জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রত্যেকং সদ্রূপত্বকল্পনমযুক্তম্, অন্যথানুগতব্যবহারানুপপত্তেরিতি চেন্ন, সত্তাত্রৈবিধ্যস্য ত্বয়াপি স্বীকারাৎ। লাঘবেন "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ প্রামাণিকপরতন্ত্রসত্তয়াপ্যনুগতধীদর্শনাচ্চ। এতেন সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং সাধ্যমিতি নিরস্তং নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্চ। ন চ সদ্রূপং ব্রহ্ম তত্তদভাবানধিকরণমিতি বাচ্যম্, প্রপঞ্চেঽপি সাম্যাৎ। ন চ ব্রহ্মণো নির্ধর্ম্মকত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্ববৎ তত্তদধিকরণত্বমপি নাস্তীতি বাচ্যম্, নির্ধর্ম্মকত্বহেতুসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং ব্যাঘাতাৎ। সত্ত্বাসত্ত্বাত্যনধিকরণত্বনিষেধে সদসত্ত্বাধিকরণত্বাপত্তেঃ। অন্যেষাং লক্ষণানাং পরাভিমতপ্রমাণানাঞ্চ পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। অলং বিস্তরেণেতি সাধ্যাসম্ভবঃ। ২৮।

এবং হেতূনামপি আভাসত্বমেব। তত্র দৃশ্যত্বং নাম কিং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বা (১)? শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বং বা (২)? সপ্রকারকবৃত্তিবিষয়ত্বং বা (৩)? চিদ্বিষয়ত্বং বা (৪)? স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তচিদপেক্ষানিয়মো বা

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সদ্রূপ ব্রহ্মে সমস্ত প্রপঞ্চ অভেদে অধ্যস্ত বলিয়া প্রপঞ্চে সদ্রূপ ব্রহ্মের অনুগতিপ্রযুক্তই সমস্ত প্রপঞ্চে সৎপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে, প্রত্যেক প্রপঞ্চে পৃথক্ পৃথক্ সদ্রূপত্ব কল্পনা অসঙ্গত। পৃথক্ পৃথক্ সদ্রূপত্বদ্বারা প্রপঞ্চে "সৎ সৎ" এইরূপ ব্যবহার উপপন্নই হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাঁহারাই পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক—এই ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য সর্ব্বানুগত সদ্রূপতা তাঁহারা বলিতে পারেন না। লাঘবপ্রযুক্ত "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" এই শ্রুতি অনুসারে প্রামাণিক পরতন্ত্র সত্তাদ্বারাই অনুগতবুদ্ধি হইতে পারিবে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সৎপ্রতিযোগিক ভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ—এই ভেদদ্বয়ই সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব; আর তাহাই মিথ্যাত্বানুমানে সাধ্য। এই পক্ষও পূর্ব্বোক্ত সাধ্যখণ্ডনদ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা সদ্ভিন্ন, তাহা অসৎ, কিন্তু তাহা অসদ্ভিন্ন নহে। এইরূপ যাহা অসদ্ভিন্ন, তাহা সৎ, কিন্তু তাহা সদ্ভিন্ন নহে। সুতরাং সদ্ভেদ ও অসদ্ভেদ কোনও স্থলেই সিদ্ধ নহে বলিয়া একস্থলে ভেদদ্বয় ব্যাহত।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই; এজন্য তাহা সদ্ভিন্ন ও অসদ্ভিন্ন; সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে।

যদি বলা যায়—ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া তাহা সদ্ভিন্ন নহে, তবে আমরাও বলিব—সদ্রূপ প্রপঞ্চ সদ্ভিন্ন নহে। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া যেমন তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই, এইরূপ ব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্মের অধিকরণত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্মের অধিকরণত্বও নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুদ্বারা ব্রহ্মে সত্ত্বাদির অধিকরণত্বের অভাব সিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুও ত নাই। সুতরাং ব্যাঘাতদোষ অপরিহার্য্য। ব্রহ্মে সত্ত্বের অনধিকরণত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণত্বের নিষেধ সিদ্ধ হইলে সত্ত্বের অধিকরণত্ব ও অসত্ত্বের অধিকরণত্বেরই আপত্তি হইবে। আর তাহাতে ব্যাঘাতদোষ অপরিহার্য্য। মিথ্যাত্বের অন্যান্য লক্ষণ ও মিথ্যাত্বে অন্য প্রমাণ যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। ২৮।

সাধ্য খণ্ডন সমাপ্ত॥

অদ্বৈতবাদিগণ এই মিথ্যাত্বানুমানে তিনটি হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব। এই তিনটি হেতুর একটিও সদ্ধেতু নহে। এজন্য তিনটি হেতুই আভাসীভূত। তন্মধ্যে প্রথম দৃশ্যত্ব হেতু খণ্ডন করিবার জন্য মূলকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই দৃশ্যত্ব হেতুটি কি? দৃশ্যত্ব কাহাকে বলে? দৃশ্যত্ব কি (১) বৃত্তিব্যাপ্যত্ব? অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্ব? অথবা (২) শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্ব? অথবা (৩) সপ্রকারক বৃত্তিবিষয়ত্বই দৃশ্যত্ব? অথবা (৪) চিদ্বিষয়ত্বই দৃশ্যত্ব? অথবা (৫) স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদপেক্ষানিয়তিই দৃশ্যত্ব? অথবা

(৫)? অস্বপ্রকাশত্বং বা (৬)? নাদ্যঃ, ব্রহ্মণোঽপি বেদান্তজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তেঃ। অন্যথা বেদান্তস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ শুদ্ধং ন দৃশ্যং "যত্তদদ্রেশ্যম্" ইতি শ্রুতেঃ, কিন্তু উপহিতমেব ; তস্য মিথ্যাত্বং চ ইষ্টাপন্নম্। ন হি বৃত্তিদশায়ামনুপহিতং তত্তবতীতি বাচ্যম্, উপহিতভানে উপধেয়ভানাবশ্যকত্বাৎ প্রসিদ্ধার্থক-যত্তচ্ছব্দয়োরযোগাচ্চ। স্বতঃসিদ্ধের্নিরাসাৎ শুদ্ধাসিদ্ধ্যাপত্তেশ্চ। শুদ্ধং স্বপ্রকাশমিতি শব্দজন্যবৃত্তৌ শুদ্ধাপ্রকাশস্তৎপ্রকাশো বা? আদ্যে স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ। দ্বিতীয়ে সুতরাং তদসিদ্ধেঃ। ন চ শুদ্ধং স্বপ্রকাশমিত্যস্য লক্ষণয়া অশুদ্ধত্বমস্বপ্রকাশত্বব্যাপকমিত্যর্থঃ। তথাচ অশুদ্ধত্বব্যাবৃত্ত্যা শুদ্ধে স্বপ্রকাশত্ব-পর্য্যবসানং যথা ভেদনিষেধেন অভিন্নত্বমিতি বাচ্যম্, অশুদ্ধত্বব্যাবৃত্তিসম্বন্ধিত্বেন শুদ্ধস্য জ্ঞানাভাবে তত্র স্বপ্রকাশত্বপর্য্যবসানাসম্ভবাৎ। ন হি ব্যাপকাভাববত্ত্বেনাজ্ঞাতে ব্যাপ্যাভাবঃ সিধ্যতি। ২৯।

---

(৬) অস্বপ্রকাশত্বই দৃশ্যত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মও বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তির বিষয় হন বলিয়া বৃত্তিবিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্ব ব্রহ্মেও আছে। ব্রহ্মে দৃশ্যত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং দৃশ্যত্বের লক্ষণ অদৃশ্য ব্রহ্মেও আছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে ব্রহ্মপ্রতিপাদক-বেদান্তবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—শুদ্ধব্রহ্ম দৃশ্য নহেন ; "যত্তদদ্রেশ্যম্" এই শ্রুতি তাহাতে প্রমাণ। কিন্তু উপহিত ব্রহ্মই দৃশ্য হইয়া থাকেন। উপহিত ব্রহ্মে যেমন দৃশ্যত্ব আছে, সেইরূপ মিথ্যাত্বও আছে। ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিদশাতে ব্রহ্ম অনুপহিত হইতে পারেন না। বৃত্তিদ্বারা উপহিত ব্রহ্ম অনুপহিত নহেন।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ বৃত্তিদ্বারা উপহিত ব্রহ্মের ভানে (প্রকাশে) উপধেয় ব্রহ্মেরও প্রকাশ হইয়া থাকে। যে ব্রহ্ম উপাধিদ্বারা উপহিত হইয়াছেন, যাঁহাতে উপাধির সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহাকেই উপধেয় বলা হয়। উপহিত ও উপধেয় এক নহে। এস্থলে শুদ্ধব্রহ্মই উপধেয়। উপহিত ব্রহ্মের প্রকাশে উপধেয় ব্রহ্মেরও প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে। আর এই প্রকাশ ব্রহ্মগোচর বৃত্তিদ্বারাই স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় না হইলে শুদ্ধব্রহ্মপ্রতীতির জন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধিবাচক "যৎ"শব্দ ও "তৎ"শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিত না। শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইয়া ভাসমান না হইলে শুদ্ধের সিদ্ধিই হইতে পারিত না। ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধি অর্থাৎ বৃত্তিব্যতীত সিদ্ধি পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—"শুদ্ধং স্বপ্রকাশম্" এইরূপ বাক্যজন্য জ্ঞানে শুদ্ধব্রহ্ম ভাসমান হন কি না? যদি না হন, তবে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বসিদ্ধি হইবে না। ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব শ্রুতিবাক্যদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি উক্ত শব্দজন্য জ্ঞানে শুদ্ধব্রহ্ম ভাসমান হন, তবে শুদ্ধের দৃশ্যত্ব সিদ্ধই হইল, অদৃশ্যত্ব সিদ্ধ হইল না।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—"শুদ্ধং স্বপ্রকাশম্" এই বাক্যের লক্ষণাদ্বারা "অশুদ্ধত্ব অস্বপ্রকাশত্বের ব্যাপক" এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ "যে যে স্থলে অস্বপ্রকাশত্ব সেই সেই স্থলে "অশুদ্ধত্ব" এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। অশুদ্ধত্ব অস্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক। ব্যাপকের ব্যাবৃত্তিতে ব্যাপ্য ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি হয় বলিয়া শুদ্ধব্রহ্মে অশুদ্ধত্বের ব্যাবৃত্তিদ্বারা অস্বপ্রকাশত্বেরও ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। আর তাহাতে শুদ্ধব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বে পর্য্যবসান হয়। যেমন ভেদনিষেধদ্বারা অভেদের সিদ্ধি হয়। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্তি অসঙ্গত। কারণ শুদ্ধব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীতে অশুদ্ধত্ব ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি বলিতে হইবে। এই ব্যাবৃত্তির ধর্ম্মিরূপে শুদ্ধ বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে কাহাতে স্বপ্রকাশত্বের পর্য্যবসান হইবে? ব্যাপকাভাববিশিষ্টরূপে যে ধর্ম্মী জ্ঞাত হয় নাই, তাহাতে ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি হইতে পারে না। (এই শঙ্কাও অদ্বৈতসিদ্ধিতেই আছে।)। ২৯।

কিঞ্চ বিশিষ্টভানে বিশেষ্যভানমাবশ্যকম্, ন হি দণ্ডীতি জ্ঞানে পুরুষস্য বিষয়স্য জ্ঞানং নাস্তি। ন চ বিশেষ্যতাপন্নং মিথ্যৈবেতি বাচ্যম্, অধিষ্ঠানস্যাধিকসত্তাকত্বনিয়মেন বিশেষ্যতাপন্নস্য মৃষাত্বে অধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাৎ। ন হি বিশেষ্যতাপন্নং সর্ব্বথা জ্ঞানবিষয়ং হ্যধিষ্ঠানং ভবতি, জগতোঽপি বিশেষ্যতাপন্নত্বাদিনা মিথ্যাত্বম্, স্বরূপেণ তু সত্যত্বমিত্যাপত্ত্যা অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ, শশশৃঙ্গং তুচ্ছমিতি শাব্দধীবিষয়ে তুচ্ছে ত্বন্মতে ব্যভিচারশ্চ স্যাৎ। কিঞ্চ শুদ্ধস্যাবিষয়ত্বে মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ উপহিতজ্ঞানেনৈব মোক্ষসিদ্ধ্যা অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ। ৩০।

ন দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেরেব। নন্বু তুচ্ছশুদ্ধব্রহ্মণোঃ শব্দাজন্যবৃত্ত্যবিষয়ত্বান্ন ব্যভিচার ইতি চেন্ন, সত্যস্য শুদ্ধস্যৈব ব্যাবহারিকঘটাদ্যধিষ্ঠানস্য ঘটাদিগোচরচাক্ষুষাদিবৃত্তিবিষয়তায়াঃ সত্ত্বাৎ। ন হি অধিষ্ঠানমবিষয়ীকৃত্য অধ্যস্তং বৃত্তির্বিষয়ীকরোতি "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা" ইতি ব্রহ্মণোঽপি

আরও কথা এই যে—বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানে বিশেষ্যও বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ হইতে পারে না যে—"দণ্ডী" এইরূপ বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানে দণ্ডরূপ বিশেষণের বিশেষ্য পুরুষ ভাসমান হয় না। যে দণ্ডীকে জানে, সে বিশেষ্য পুরুষকে জানে না—এরূপ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বিশেষ্যতাবিশিষ্ট বস্তু শুদ্ধ নহে, সুতরাং বিশেষ্যতাবিশিষ্ট বস্তু মিথ্যাই বটে ; আর মিথ্যাবস্তুই জ্ঞানের বিষয় হয়। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ "বৃত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্ম বিশেষ্য ও বৃত্তি বিশেষণ। এই বিশেষ্য বস্তু যদি মিথ্যা হয়, তবে বৃত্তির অধ্যাসে অধিষ্ঠান হইবে কে ? সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান অধ্যাস অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইয়া থাকে। এই বিশেষ্যতাপন্ন ব্রহ্ম মিথ্যা হইলে অধিষ্ঠান হইবে কে ? বিশেষ্যতাপন্ন বস্তুকে মিথ্যা বলা যায় না। কারণ সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিষয়ই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অজ্ঞাত বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। জ্ঞাত অধিষ্ঠান বিশেষ্যরূপে ও অধ্যস্ত বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—বিশেষ্যতাবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম মিথ্যা হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম মিথ্যা নহে। তবে আমরাও বলিব—জগৎও বিশেষ্যতাবিশিষ্টরূপেই মিথ্যা ; জগৎ সত্যই বটে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। আরও কথা এই যে—বৃত্তিবিষয়ত্বই যদি দৃশ্যত্ব হয়, আর যদি এই দৃশ্যত্বদ্বারা মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয়, তবে "শশশৃঙ্গং তুচ্ছম্" এই বাক্যজন্য বৃত্তিবিষয় তুচ্ছে মিথ্যাত্বের আপত্তি হইবে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিবিষয়ত্বকেই দৃশ্যত্ব বলিতে পারেন না। বলিলে তুচ্ছ বস্তুতেই দৃশ্যত্বহেতু মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু ; শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে তাঁহাদের মতে মোক্ষেরও অভাব হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয় বলেন, তবে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত হইবে। ৩০।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মেও শব্দাজন্য বৃত্তিবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মে দৃশ্যত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মে উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইবে। যদি বলা যায়—তুচ্ছ শশবিষাণাদি ও শুদ্ধব্রহ্ম শব্দাজন্যবৃত্তির বিষয়ই হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচারদোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সত্য শুদ্ধব্রহ্মই ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া ঐ অধিষ্ঠানও ঘটাদিগোচর চাক্ষুষাদিবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। কোনও জ্ঞানই অধিষ্ঠানকে বিষয় না করিয়া অধ্যস্তকে বিষয় করিতে পারে না। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মও শব্দাজন্য বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধ হয়। যদি বলা যায়—উক্ত শ্রুতিদ্বারা উপহিত ব্রহ্মই মন ও বুদ্ধির বিষয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ "পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতি শুদ্ধব্রহ্মকেই ধ্যানাদির বিষয় বলিয়াছেন। শুদ্ধব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় না হইলে "নিষ্কলম্" এই বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া পড়িত।

শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বশ্রবণাচ্চ। ন চ উপহিতবিষয়কৈবেয়ং শ্রুতিরিতি বাচ্যম্, "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি শুদ্ধস্যৈব ধ্যানাদিবিষয়ত্বশ্রবণাৎ। অন্যথা নিষ্কলং পরমমিতি বিশেষণাস্বারস্যাৎ। শব্দৈকগম্যে ধর্ম্মাদৌ ভাগাসিদ্ধেশ্চ। ৩১।

অতএব ন তৃতীয়ঃ। নাপি চতুর্থঃ, তত্ত্বং নাম কিং যথা কথঞ্চিৎ চিৎসম্বন্ধিত্বমিতি চেন্ন, চিতঃ সংযোগাদিসম্বন্ধোক্তাবপ্রযোজকত্বাৎ, আধ্যাসিকসম্বন্ধোক্তাবসিদ্ধেস্তস্য বিস্তরেণ পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। নাপি পঞ্চমঃ, বৃত্তিভিন্নচিদপেক্ষায়া ঘটাদৌ অসিদ্ধেঃ। ন চ স্ফুরণরূপে ব্রহ্মণি বৃত্তিভিন্নচিতঃ কৃত্যাভাবেঽপি অস্ফুরণরূপে ঘটাদৌ প্রকাশায় চিদ্বিষয়ত্বমাবশ্যকমিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানবিরোধিস্ফুরণত্বস্য ব্রহ্মণ্যসম্ভবাৎ তদবিরোধিস্ফুরণত্বস্য ঘটাদাবপি বক্তুং শক্যত্বাৎ। ন চ স্বতোঽবিরোধ্যপি বৃত্ত্যারূঢ়ং সদজ্ঞানবিরোধীতি

আরও কথা এই যে—"শব্দমাত্রবেদ্য বস্তু সত্য, শব্দাতিরিক্ত প্রমাণবেদ্য বস্তু মিথ্যা"—এইরূপ বলা যায় না; কারণ ব্রহ্ম যেমন শব্দমাত্রবেদ্য, এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মও শব্দমাত্রৈকবেদ্য; এই ধর্ম্মাধর্ম্ম মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ; অথচ এই পক্ষে শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্ব হেতু নাই বলিয়া পক্ষের একদেশে হেতুর অসত্ত্বনিবন্ধন হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। ৩১।

অতএব তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম সপ্রকারক বৃত্তির বিষয়ই হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মে দৃশ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। এইরূপ অলীক শশবিষাণাদিও সপ্রকারক বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া অলীকেও দৃশ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। আর চতুর্থ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ চিদ্বিষয়ত্বই চতুর্থ পক্ষ। এই চিদ্বিষয়ত্বকে যদি যথাকথঞ্চিৎ চিৎসম্বন্ধিত্ব বলা হয়। তবে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকে অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, এজন্য বিষয়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগাদি সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারেন না। আর যদি বিষয়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগাদি সম্বন্ধ স্বীকারও করা যায়, তবে তাহাতে দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে কেন? কোনও বস্তুতে চৈতন্যের সংযোগাদি সম্বন্ধ, সেই বস্তুর মিথ্যাত্বের প্রযোজক হইতে পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধকেই চিৎসম্বন্ধ বলেন, অর্থাৎ চৈতন্যে বিষয় অধ্যস্ত হয় বলিয়াই বিষয়ে চৈতন্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকে এরূপ বলেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অসঙ্গত। অধ্যাসখণ্ডনে ইহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

এইরূপ পঞ্চম পক্ষটিও অসঙ্গত। ঘটাদি বিষয়ের ব্যবহারে বৃত্তিসম্বন্ধই অপেক্ষিত। বৃত্তির বিষয় হইলেই তাহার ব্যবহার হইতে পারে। বিষয়ের ব্যবহারের জন্য বৃত্তিসম্বন্ধ ব্যতীত চৈতন্যের অপেক্ষাই অসিদ্ধ। ঘটাদি বস্তু—বৃত্তিব্যতিরিক্ত বস্তু চৈতন্যকে অপেক্ষা করিয়া ব্যবহারের বিষয় হয় না। যদি বলা যায়—স্ফুরণরূপ ব্রহ্মে বৃত্তিভিন্ন চৈতন্যের কোনও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের স্ফুরণের জন্য বৃত্তিভিন্ন চিৎ অপেক্ষিতই নহে। কিন্তু অস্ফুরণরূপ ঘটাদির স্ফুরণের জন্য চিদ্বিষয়ত্ব অপেক্ষিত হইবে। স্ফুরণরূপ চিৎসম্বন্ধ ভিন্ন অস্ফুরণরূপ ঘটের স্ফুরণ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্ফুরণরূপতা অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং ব্রহ্মে অজ্ঞানবিরোধী স্ফুরণরূপতা নাই। অজ্ঞানের অবিরোধী স্ফুরণরূপত্ব ঘটাদিতেও আছে—এরূপ বলিতে পারা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্ফুরণরূপতা ব্রহ্ম ও ঘট উভয়সাধারণ। ব্রহ্মের স্ফুরণে যদি চৈতন্যসম্বন্ধ অপেক্ষিত না হয়, তবে ঘটের স্ফুরণে চৈতন্যসম্বন্ধ অপেক্ষিত হইবে কেন?

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—চৈতন্য স্বতঃ অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, তবে আমরাও বলিতে পারি—ঘট স্বতঃ অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও

বাচ্যম্, স্বাকারবৃত্ত্যারূঢ়ঃ সন্ ঘটোঽপ্যজ্ঞানবিরোধীতি বক্তুং শক্যত্বাৎ। ন চ বিষয়াপারোক্ষ্যায় চিদ্বিষয়ত্বমিতি বাচ্যম্, প্রাতফলনং প্রতি প্রযোজকতয়াবশ্যকত্বেন বৃত্তিগতেন জ্ঞানাকরণকত্বাদিনা বিশিষ্টেন জ্ঞানেন বিষয়ীকৃতত্বেন বিষয়স্য আপরোক্ষ্যোপপত্তেঃ। নাপি চরমঃ, অস্বপ্রকাশত্বং চ অন্যানধীনাপরোক্ষ-ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদাশ্রয়ত্বং বিবক্ষিতং চেৎ ব্রহ্মণঃ স্ববিষয়ত্বানঙ্গীকারে স্বং প্রতি অপরোক্ষত্বস্যৈবা-ভাবাৎ, স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধ্যা তদভাবরূপহেতোরসিদ্ধত্বাৎ, স্বাবিষয়স্যাপি স্বং প্রতি অপরোক্ষত্বাঙ্গীকারে

ঘটাকার প্রমাবৃত্তির বিষয় হইয়া ঘট অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—ঘট স্বতঃ অপরোক্ষবৃত্তি নহে; অপরোক্ষতার জন্য ঘট চিদ্বিষয়ত্বকে অপেক্ষা করে, তবে বলিব—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ চৈতন্য বৃত্তিপ্রতিফলিত হইয়াই অজ্ঞানের বিরোধী হয় ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। এই বৃত্তিকে প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি বলিতে হইবে। ভ্রম, সংশয়, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী হয় না। বৃত্তিতে চৈতন্যের প্রতিফলনের জন্য অবশ্যই বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে। যে বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলে বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিফলিত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী এইরূপ বলা উচিত। বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য উভয়েরই স্বীকার্য্য। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য বৃত্তিতে চিৎপ্রতিফলন স্বীকার করা নিরর্থক। প্রত্যক্ষপ্রমাবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। এই বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য জ্ঞানাকরণকত্বাদি। নব্যনৈয়ায়িকগণ জ্ঞানাকরণক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞানাকরণকত্ব ধর্ম্ম আছে। এবং সূত্রকারাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়করণকত্বধর্ম্ম আছে। সুতরাং জ্ঞানাকরণকত্বাদিবিশিষ্ট বৃত্তিদ্বারা বিষয়ীকৃত বিষয়ের অপরোক্ষতা উপপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য বৃত্তিতে চৈতন্যপ্রতিফলনের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং জ্ঞানাখ্য বৃত্ত্যতিরিক্ত চৈতন্য বিষয়ের অপরোক্ষতাতে অপেক্ষিত নহে।

এইরূপ ষষ্ঠ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ অন্যানধীন অপরোক্ষকে স্বপ্রকাশ বলে। ঘটাদি বস্তু অন্যাধীন অপরোক্ষ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়াই ঘট অপরোক্ষ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম ঘটাদির মত অন্যাধীন অপরোক্ষ নহে। এজন্য অন্যানধীন অপরোক্ষই স্বপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশভিন্ন বস্তুই অস্বপ্রকাশ। সুতরাং স্বপ্রকাশত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদবান্ যাহা, তাহাই অস্বপ্রকাশ এবং অন্যানধীন অপরোক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব। সুতরাং অন্যানধীনাপরোক্ষত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদের আশ্রয় অস্বপ্রকাশ ও তাদৃশ আশ্রয়ত্বই অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ অস্বপ্রকাশত্ব যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তবে তাদৃশ অস্বপ্রকাশত্বরূপ হেতুই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। কারণ ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব স্ববিষয়ত্বাধীন। ব্রহ্ম নিজেই নিজের বেদ্য হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম যদি নিজেই নিজের বেদ্য না হইতেন, তবে নিজের নিকটে অপরোক্ষও হইতে পারিতেন না। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের স্ববিষয়ত্ব স্বীকার করেন না। এজন্য ব্রহ্মের নিকট ব্রহ্মের অপরোক্ষত্বই উপপন্ন হয় না। আর ব্রহ্মের অপরোক্ষত্বই যদি উপপন্ন না হয়, তবে অন্যানধীন অপরোক্ষত্বরূপ স্বপ্রকাশত্বও ব্রহ্মের সিদ্ধ হইবে না। আর স্বপ্রকাশের অসিদ্ধিতে স্বপ্রকাশত্বের অভাবরূপ অস্বপ্রকাশত্ব হেতুও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্ম নিজে নিজের বিষয় না হইয়াও নিজের নিকট অপরোক্ষ হইয়া থাকেন, এরূপ স্বীকার করিলে আমরাও বলিব—ঘটাদি বস্তুও নিজের নিকটে অন্যানধীন অপরোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুমাত্রই বেদ্য। যাহা স্ববেদ্য, তাহা স্বপ্রকাশ এবং যাহা পরবেদ্য, তাহা অস্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশকে চিৎ ও অস্বপ্রকাশকে জড় বলে। যাহা স্ববেদ্যও নহে এবং পরবেদ্যও নহে, তাহা বস্তুই নহে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মে স্বরূপভিন্ন অপরোক্ষত্ব ধর্ম্মই নাই।

ঘটাদেরপি ঘটং প্রতি অনন্যাধীনাপরোক্ষত্বস্য বক্তুং শক্যত্বাৎ, নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি স্বরূপভিন্নাপরোক্ষস্যাভাবেন ব্যভিচারাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। ৩২।

নাপি জড়ত্বং হেতুঃ, তত্ত্বং ন তাবদজ্ঞানত্বমাত্মনি ব্যভিচারাৎ। তথাহি—আত্মরূপং জ্ঞানং সবিষয়ং ন বা? আদ্যে স্ববিষয়ং পরবিষয়ং বা? নাদ্যঃ, ত্বয়ানভ্যুপগমাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, মোক্ষে পরস্যাভাবাৎ। ন চার্থোপলক্ষিতপ্রকাশস্যৈব জ্ঞানত্বাৎ তস্য মোক্ষেঽপ্যনপায় ইতি বাচ্যম্, যদা কদাচিদ্বিষয়সম্বন্ধাৎ মোক্ষে জ্ঞানত্ববৎ যদা কদাচিদ্ দুঃখাদিসম্বন্ধাদ্ দুঃখিত্বাদ্যাপত্তেঃ। অভাবাদিষু সপ্রতিযোগিত্বাদেরিব জ্ঞানে সবিষয়ত্বস্যাপি স্বাভাবিকস্য ধর্ম্মিসমসত্তাকস্য দর্শনাৎ। ন চ সবিষয়ত্বং জ্ঞানস্য বিষয়েণ সহ আধ্যাসিকঃ সম্বন্ধঃ, স চ ন স্বাভাবিকঃ, এতদ্ধেত্বধীনমিথ্যাত্বসিদ্ধেঃ, প্রাগাধ্যাসিকসম্বন্ধাসিদ্ধেঃ, মোক্ষে আধ্যাসিকসম্বন্ধাসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, অজ্ঞানেচ্ছাদেরিব জ্ঞানস্যাপি সবিষয়তায়াঃ স্বাভাবিকত্বাৎ। ভোক্তৃভোজ্যং বিনা ভুজেরিব জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ং বিনা জ্ঞানস্যাসম্ভবাচ্চ। ন চানাদৌ তদনপেক্ষা, অনাদেঃ প্রাগভাবস্য

সুতরাং অন্যানধীন অপরোক্ষত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া স্বপ্রকাশত্ব নাই। সুতরাং অস্বপ্রকাশত্ব আছে; অথচ ব্রহ্মে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া অস্বপ্রকাশত্বরূপ হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। ৩২।

দৃশ্যত্ব হেতুখণ্ডন সমাপ্ত॥

এইরূপ জড়ত্ব হেতুও অসঙ্গত। কারণ জড়ত্ব বস্তুটি কি? ইহাই জিজ্ঞাসা। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অজ্ঞানত্বই জড়ত্ব। জ্ঞানভিন্ন বস্তুকেই অজ্ঞান বলে; আর তাহাই জড় বস্তু। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলিলে জড়ত্ব হেতু আত্মাতেই ব্যভীচারী হইবে। আত্মা জ্ঞানভিন্ন বলিয়া জড়; কিন্তু তাহা মিথ্যা নহে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—আত্মাও জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানভিন্ন নহে। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি সবিষয়ক? অথবা নির্ব্বিষয়ক? যদি তাঁহারা সবিষয়ক বলেন, তবে তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—সবিষয়ক আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি স্ববিষয়ক? অথবা পরবিষয়ক? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ আত্মা নিজেই নিজের বিষয় হয়—ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত; কারণ আত্মা যদি পরবিষয়ক জ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে এই পরবিষয়ক জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মোক্ষে থাকিবে কিরূপে? মোক্ষদশাতে আত্মাতিরিক্ত পর নাই। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অর্থোপলক্ষিত প্রকাশই জ্ঞান। এই জ্ঞানস্বরূপই আত্মা। এই জ্ঞানে যদা কদাচিৎ অর্থ সম্বন্ধ থাকিলে তাহা অর্থোপলক্ষিত প্রকাশস্বরূপ হইতে পারে এবং ব্যবহারদশাতে অর্থসম্বন্ধ থাকিলেও মোক্ষদশাতে থাকে না। সুতরাং অর্থোপলক্ষিত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মোক্ষে থাকে। ইহাতে কোনও অনুপপত্তি নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে—যদা কদাচিৎ বিষয়সম্বন্ধ দ্বারা মোক্ষদশায় আত্মার যদি জ্ঞানত্ব থাকে, তবে যদা কদাচিৎ দুঃখসম্বন্ধপ্রযুক্ত মোক্ষদশাতেও আত্মার দুঃখিত্বাদির আপত্তি হইবে।

আরও কথা এই যে—অভাবের যেমন সপ্রতিযোগিত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম, নিষ্প্রতিযোগিক অভাব অপ্রসিদ্ধ, ইচ্ছার যেমন সবিষয়কত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম, নির্ব্বিষয়ক ইচ্ছা অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানেরও সবিষয়কত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম; নির্ব্বিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। স্বাভাবিক ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সমানসত্তাক হইয়া থাকে; এজন্য স্বাভাবিক ধর্ম্মশূন্য ধর্ম্মীই হইতে পারে না। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধই জ্ঞানের সবিষয়কত্ব। এই আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এই জড়ত্বহেতুদ্বারা বিষয়ের মিথ্যাত্বসিদ্ধির পূর্ব্বে বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। মিথ্যা বস্তুই অধ্যস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং

প্রতিযোগ্যপেক্ষায়া জাত্যাদেঃ ব্যক্ত্যপেক্ষায়া অজ্ঞানস্য বিষয়াশ্রয়াপেক্ষায়া দর্শনাৎ। জ্ঞানস্য সজ্জ্ঞেয়ত্বং হি জ্ঞেয়োল্লেখিত্বম্, তচ্চাতীতাদিবিষয়জ্ঞানস্যাপি অক্ষতম্। তচ্চ তবানিষ্ঠম্, উল্লেখস্য তব সংসারত্বেন মোক্ষে তদুল্লেখে তদ্বিপ্লবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি জ্ঞানস্য নির্ব্বিষয়ত্বং সম্ভবতি জ্ঞানত্বহানেঃ। অর্থপ্রকাশত্বরূপজ্ঞান-স্বভাবাভাবে ঘটাদেরপি জ্ঞানত্বাপাতাৎ। জ্ঞাতুরর্থপ্রকাশস্য জ্ঞানত্বাদিতি বিবরণোক্তিবাধাচ্চ। ৩৩।

কিঞ্চ আত্মরূপং জ্ঞানং প্রমা বা ভ্রমো বা? নাদ্যঃ, তদ্বেদ্যস্য অবিদ্যাদেঃ সত্যত্বাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, ভ্রমস্য দোষজন্যত্বনিয়মেনাত্মনস্তদভাবাৎ। উভয়ভিন্নত্বে জ্ঞানমেব ন স্যাৎ। ন চ তার্কিকাভিমতেশ্বর-জ্ঞানবৎ ঘটাদিনির্ব্বিকল্পকবচ্চ উভয়বৈলক্ষণ্যেঽপি জ্ঞানত্বোপপত্তিঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্য প্রমাত্বে গুণজন্যত্বস্য ভ্রমত্বে দোষজন্যত্বস্য চাপত্তেঃ, নির্ব্বিকল্পকে চ তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্, অবাধিতার্থকত্বরূপ-যাথার্থ্যপ্রামাণ্যস্য ঈশ্বরীয়জ্ঞানাদাবক্ষতেঃ। বিশেষ্যাবৃত্ত্যপ্রকারকত্বরূপপ্রামাণ্যস্য ঈশ্বরজ্ঞাননির্ব্বিকল্প-

---

এই হেতুর অধীন মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে এবং আধ্যাসিক সম্বন্ধের সিদ্ধি হইলে তদধীন জ্ঞানভিন্নত্বরূপ জড়ত্বের সিদ্ধি হইবে—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতেও যেমন অজ্ঞান ও ইচ্ছাদির সবিষয়ত্ব স্বাভাবিক, এইরূপ জ্ঞানেরও সবিষয়ত্ব স্বাভাবিক। ভোক্তা ও ভোজ্য ব্যতীত যেমন ভোজনক্রিয়া অসম্ভব, এইরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞানও অসম্ভব। জ্ঞানের বিষয়কেই জ্ঞেয় বলে এবং জ্ঞানের কর্ত্তাকে জ্ঞাতা বলে।

যদি বলা যায়—ভোজি ক্রিয়া সাদি বলিয়া তাহার কর্ত্তা ও কর্ম্ম অপেক্ষিত হইলেও অনাদি জ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রাগভাব অনাদি হইয়াও প্রতিযোগিসাপেক্ষ; নিষ্প্রতিযোগিক প্রাগভাব অপ্রসিদ্ধ; জাতি অনাদি হইয়াও ব্যক্তিসাপেক্ষ; অজ্ঞান অনাদি হইয়াও বিষয় এবং আশ্রয়-সাপেক্ষ; এইরূপ জ্ঞান অনাদি হইলেও তাহা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়সাপেক্ষ হইবে। জ্ঞানের সজ্জ্ঞেয়ত্ব বস্তু, জ্ঞানের জ্ঞেয়োল্লেখিত্ব। যে জ্ঞান যাহার উল্লেখে ভাসমান হয়, সেই বস্তুই তাহার বিষয় হইয়া থাকে। অতীতাদিবিষয়ক জ্ঞান অতীতাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাকে বলিয়া তাহারও সবিষয়কত্ব আছে,—ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ হইলেও অদ্বৈতবাদিগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। বিষয়ের উল্লেখ, সংসারদশাতে সম্ভাবিত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষে তাহা সম্ভাবিত নহে। জ্ঞান নির্ব্বিষয়ক হইলে তাহার জ্ঞানত্বই থাকিতে পারে না। অর্থপ্রকাশত্বই জ্ঞানের স্বভাব; এই স্বভাব না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হইতে পারে, তবে ঘটাদি বস্তুরও জ্ঞানত্বের আপত্তি হইবে। "জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের প্রকাশকেই জ্ঞান বলে" ইহা বিবরণাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন। নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিলে উক্ত বিবরণবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। ৩৩।

আরও কথা এই যে—এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি প্রমা? অথবা ভ্রমরূপ হইবে? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; যেহেতু আত্মরূপ প্রমাজ্ঞানপ্রকাশ্য অবিদ্যাদির সত্যত্বাপত্তি হইবে। প্রমাজ্ঞানের বিষয় সত্য হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ ভ্রমের দোষজন্যত্ব নিয়ম আছে বলিয়া নিত্য আত্মস্বরূপ জ্ঞানে তাহা সম্ভাবিত নহে। আত্মস্বরূপ জ্ঞান যদি প্রমা ও ভ্রমভিন্ন হয়, তবে তাহা জ্ঞানই হইতে পারিবে না। যদি বলা যায়—তার্কিকমতে ঈশ্বরজ্ঞান যেমন প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ এবং ঘটাদিবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ হইয়া থাকে; অথচ উহাদের জ্ঞানত্বের অনুপপত্তি হয় না, এইরূপ আত্মস্বরূপ জ্ঞান উভয়বিলক্ষণ হইয়াও জ্ঞান হইতে পারিবে। ঈশ্বরজ্ঞান প্রমা হইলে তাহার গুণজন্যত্ব এবং ভ্রম হইলে তাহার দোষজন্যত্বের আপত্তি হইত। ঈশ্বরজ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহাতে জন্যত্ব নাই। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নিষ্প্রকারক বলিয়া তাহাতে প্রকারঘটিত প্রমাত্ব ও ভ্রমত্ব সম্ভাবিত নহে।

কয়োরক্ষতত্বাচ্চ। প্রমাসামান্যে চ ন গুণজন্যত্বং নিয়ামকম্, কিন্তু তদ্বিশেষে এব, "প্রমামাত্রে চ নানুমতো গুণঃ" ইতি মণিকৃতোক্তেঃ। কিন্তু দোষজন্যত্বমেব হি তন্নিয়ামকম্। ৩৪।

নাপি জ্ঞানপদজন্যপ্রতীতিবিশেষ্যভিন্নত্বং জড়ত্বম্, বৃত্ত্যাত্মকজ্ঞানে ভাগাসিদ্ধেঃ। লাক্ষণিকজ্ঞানপদজন্যধীবিশেষ্যত্বস্য দেহেন্দ্রিয়াদাবপি সত্ত্বেনাসিদ্ধেঃ। তৎপদজন্যশাব্দবোধবিশেষ্যত্বাভাবস্য ব্রহ্মণ্যপি সত্ত্বেন তত্র ব্যভিচারাৎ। ন চানানন্দত্বং জড়ত্বম্, বৈষয়িকানন্দে ভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ সোঽপি ব্রহ্মানন্দ ইতি বাচ্যম্, ক্ষীরনীরপানজন্যানন্দানাং তারতম্যোপলব্ধ্যা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ। ন চ দুঃখনিষ্ঠোৎকর্ষাপকর্ষয়োরানন্দে উপচারঃ, দুঃখলেশাপ্রতীতাবপ্যানন্দতারতম্যপ্রতীতেঃ। নাপ্যজ্ঞাতৃত্বং জড়ত্বম্, তব মতে অন্তঃকরণস্য জ্ঞাতৃত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ, শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্চ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা অজ্ঞাতৃত্বাৎ আকাশাদিবৎ

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত দ্বিবিধ জ্ঞানই প্রমা। অবাধিতার্থকত্বরূপ যাথার্থ্য উভয় জ্ঞানেই আছে; এই যাথার্থ্যই প্রমাত্ব। বিশেষ্যাবৃত্ত্যপ্রকারকত্বরূপ প্রমাত্ব ঈশ্বরজ্ঞানে ও নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষে আছে। সুতরাং উভয় জ্ঞানই প্রমা হইতে পারে। সুতরাং প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। নিত্য ঈশ্বরজ্ঞানে গুণজন্যত্ব নাই বলিয়া তাহা প্রমা হইতে পারিবে না—এরূপ বলা যায় না, জন্য প্রমাতেই গুণজন্যত্ব অপেক্ষিত। প্রমাসামান্যে কোনও অনুগত গুণ নাই। এজন্য নিত্য প্রমাতে দোষাজন্যত্বই গুণ। ৩৪।

অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যই জ্ঞান বস্তু। জ্ঞানভিন্নত্বরূপ জড়ত্বকে মিথ্যাত্বের হেতু বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান যদি জ্ঞানপদবাচ্য হয়, তবে জ্ঞানপদবাচ্যভিন্নত্বই জড়ত্ব হইবে। জ্ঞানপদবাচ্য যেমন চৈতন্য, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ উপাধিও বটে। বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যই জ্ঞান। বৃত্তি এই মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষ। মিথ্যানুমানে পক্ষের একদেশ বৃত্তিতে অজ্ঞানত্বরূপ জড়ত্ব হেতু নাই বলিয়া হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্যভিন্নত্বই জড়ত্ব। বৃত্তি জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিষয় হইলেও উক্ত প্রতীতির বিশেষ্য নহে, কিন্তু বিশেষণ। সুতরাং জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্য চৈতন্য এবং তদ্ভিন্নত্বই জড়ত্ব। এইরূপ বলিলে উক্ত ভাগাসিদ্ধি দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানও জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্যই বটে। বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্যরূপ জ্ঞান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বৃত্তিজ্ঞানগত বৈলক্ষণ্যদ্বারাই বিষয়ের অপরোক্ষতা সিদ্ধ হইয়া থাকে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভাগাসিদ্ধি দোষ অপরিহার্য্য। আর যদি এরূপ বলা যায় যে—লক্ষণাদ্বারা জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্যত্বই জ্ঞানত্ব এবং তদ্ভিন্নত্বই জড়ত্ব, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ লক্ষণাদ্বারা জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্যত্ব দেহেন্দ্রিয়াদিতেও আছে বলিয়া উক্ত বিশেষ্যভিন্নত্বরূপ জড়ত্ব দেহেন্দ্রিয়াদিতে নাই। দেহান্দ্রিয়াদি মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ; সুতরাং তাহাতে হেতু নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধই হইবে।

আরও কথা এই যে—জ্ঞানপদজন্য শাব্দবোধে বিশেষ্যত্ব নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেও নাই। তাদৃশ বিশেষ্যত্বের অত্যন্তাভাব বা তাদৃশ বিশেষ্যের ভেদই জড়ত্ব। এই জড়ত্ব ব্রহ্মেও আছে বলিয়া উক্ত হেতু মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়াছে। আর যদি এরূপ বলা যায় যে—আত্মা আনন্দরূপ বলিয়া অনানন্দরূপ অনাত্মত্বই জড়ত্ব। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ বৈষয়িক আনন্দও মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গত। তাহাতে অনানন্দত্বরূপ জড়ত্ব নাই বলিয়া হেতুর ভাগাসিদ্ধি দোষ হইবে। যদি বলা যায়—বৈষয়িক আনন্দও ব্রহ্মই বটে; সুতরাং তাহা মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গত নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ক্ষীরনীরপানাদিজন্য বৈষয়িক আনন্দের তারতম্য উপলব্ধ হয় বলিয়া বৈষয়িক আনন্দের ব্রহ্মরূপত্ব হইতে পারে না। যদি বলা যায়—দুঃখের উৎকর্ষাপকর্ষই আনন্দে

ইত্যাভাসসাম্যাৎ। ন চ কল্পিতজ্ঞাতৃত্বং শুদ্ধেঽপি স্বীক্রিয়তে ইতি বাচ্যম্, কল্পিতেন হেত্বভাবেনাতিব্যাপ্ত্যনুদ্ধারাৎ, শুদ্ধত্বভঙ্গাচ্চ, শুদ্ধাশুদ্ধবিভাগাসিদ্ধেশ্চেতি সংক্ষেপঃ। ৩৫।

নাপি পরিচ্ছিন্নত্বস্য হেতুত্বম্, আভাসত্বাবিশেষাৎ। তথাহি—তত্ত্বং নাম দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদবত্ত্বম্। তত্রাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং দেশপরিচ্ছিন্নত্বম্, ধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্বং কালপরিচ্ছিন্নত্বম্, অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বং বস্তুপরিচ্ছিন্নত্বমিতি বিবেকঃ। তত্র নাদ্যদ্বিতীয়ৌ, আকাশরূপদেশস্য কালস্য চাপরিচ্ছিন্নত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"

উপচরিত হইয়া থাকে। দুঃখানুভবকালীন অনুভূয়মান সুখে আনন্দের অপকর্ষ এবং দুঃখলেশানুভবকালে অনুভূয়মান সুখে আনন্দের উৎকর্ষ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই আনন্দে উপচরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আনন্দে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ দুঃখলেশের অপ্রতীতিদশাতেও আনন্দের তারতম্যপ্রতীতি হইয়া থাকে। তারতম্যযুক্ত বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্ম হইতে পারে না।

এইরূপ অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব—এরূপও বলা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্তঃকরণ জ্ঞাতা বলিয়া তাহাতে অজ্ঞাতৃত্বরূপ হেতু নাই; অথচ অন্তঃকরণ মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গত; আর তাহাতে ভাগাসিদ্ধি দোষ সুস্পষ্ট। এই ভাগাসিদ্ধিকেই মূলকার অব্যাপ্তি বলিয়াছেন। অব্যাপ্তি—ভাগাসিদ্ধি ও অতিব্যাপ্তি—ব্যভিচার দোষ। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি বলিয়া হেতুর কোনও স্বতন্ত্র দোষ নাই। এজন্যই ভগবান্ অক্ষপাদ অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি বলিয়া কোনও দোষের উল্লেখ করেন নাই। আর অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব হইলে শুদ্ধব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি দোষও হইবে। শুদ্ধব্রহ্মে অজ্ঞাতৃত্ব হেতু আছে, কিন্তু মিথ্যাত্ব নাই। অজ্ঞাতৃত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইলে "শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা অজ্ঞাতৃত্বাৎ আকাশাদিবৎ" এইরূপ অনুমানও হইতে পারে বলিয়া অজ্ঞাতৃত্বকে জড়ত্ব বলা যায় না। যদি বলা যায়—শুদ্ধ ব্রহ্মেও কল্পিত জ্ঞাতৃত্ব আছে; সুতরাং অজ্ঞাতৃত্ব শুদ্ধ ব্রহ্মে নাই। এজন্য কোনও দোষ হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ অজ্ঞাতৃত্বমাত্রই মিথ্যাত্বের হেতু; আর শুদ্ধব্রহ্মে তাহা আছে বলিয়া ব্যভিচার দোষ অপরিহার্য্যই থাকিবে। শুদ্ধব্রহ্মে কল্পিত জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে শুদ্ধব্রহ্মের শুদ্ধত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। শুদ্ধব্রহ্ম ও অশুদ্ধব্রহ্ম এইরূপ বিভাগও অপ্রসিদ্ধ। ৩৫।

জড়ত্ব হেতুনিরসন সমাপ্ত॥

এইরূপ মিথ্যাত্বানুমানে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতুটিও অসঙ্গত; কারণ দেশপরিচ্ছেদ, কালপরিচ্ছেদ ও বস্তুপরিচ্ছেদ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদের যে কোনও পরিচ্ছেদবিশিষ্ট বস্তুকেই পরিচ্ছিন্ন বলা যায়। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশপরিচ্ছিন্নত্ব। ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই কালপরিচ্ছিন্নত্ব এবং অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব। আকাশ সর্ব্বদেশে বিদ্যমান আছে বলিয়া অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছিন্নত্ব আকাশে নাই। এইরূপ আকাশ নিত্য বলিয়া তাহাতে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপ কালপরিচ্ছিন্নত্বও নাই। এইরূপ কালেও দেশপরিচ্ছিন্নত্ব ও কালপরিচ্ছিন্নত্ব নাই। এজন্য আকাশে ও কালে উক্ত দ্বিবিধ পরিচ্ছিন্নত্ব নাই বলিয়া হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে। আকাশ যে সর্ব্বত্র আছে ও তাহা নিত্য, ইহাতে "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপ কালনিত্যতাতেও "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিই প্রমাণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কালসত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষদশাতে কালের সত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া কালের নিত্যতাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং কালতঃ পরিচ্ছেদ কালের নাই। এজন্য পরিচ্ছিন্নত্ব হেতুটি ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে। আর "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" এই শ্রুতিতেও "অথ"শব্দদ্বারা মোক্ষদশাতে কালের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অথ"শব্দের অর্থ অনন্তর

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" "অথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ সদা সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদিত্যাদিযুক্ত্যা ধর্ম্মিগ্রাহিণা সাক্ষিণা চ তথাত্বাবগমাৎ। ন চ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশস্য কালপরিচ্ছেদশ্রবণাদুক্তবিরোধ ইতি বাচ্যম্, ভূতাকাশস্য উৎপত্তিনাশাদিসম্ভবেঽপি অব্যাকৃতাকাশস্য তদযোগাৎ। ন হি পূর্ত্তিং বিনা অবকাশনাশঃ সম্ভবতি। এতেন বিমতং মিথ্যা বিভক্তত্বাৎ। সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ ইতি ঘটাদিকমননুগতমনুগতসদ্রূপে বিভজ্যতে ইতি নিরস্তম্। নীলো ঘটো নীলঃ পটো ঘটশ্চলতি পটশ্চলতি অসন্ শৃঙ্গমসৎ খপুষ্পমিত্যাদৌ নীলাদিষু ঘটাদীনামসতি নৃশৃঙ্গাদীনামধ্যাসাপত্তেঃ। অয়ং সর্পঃ অয়ং সর্পঃ

কালে। এইরূপ "অথ সম্পৎস্যে" শ্রুতিতেও "অথ"শব্দদ্বারা মোক্ষদশাতে কালের সত্ত্ব বলা হইয়াছে। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে কার্য্য দর্শন হয়, এইরূপ যুক্তিদ্বারাও দেশ ও কাল নিত্য ও ব্যাপক বলিয়া সিদ্ধ হয়। দেশকালরূপ ধর্ম্মীর গ্রাহক সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারাও দেশ ও কালের ব্যাপিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বলা যায়—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আকাশের উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আকাশের কালতঃ পরিচ্ছেদ আছে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ভূতাকাশের উৎপত্তি-বিনাশ থাকিলেও অব্যাকৃত আকাশের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। অবকাশাত্মক আকাশের পূরণ ব্যতীত বিনাশ হইতে পারে না। আর এতদ্দ্বারা আনন্দবোধভট্টারকপ্রণীত প্রমাণমালাতে প্রদর্শিত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানও নিরস্ত হইল*। প্রমাণমালাতে বলা হইয়াছে—ঘটপটাদি ব্যাবহারিক বস্তু মিথ্যা অর্থাৎ স্বানুগত প্রতিভাসে কল্পিত; স্বানুগত প্রতিভাসে কল্পিতত্বই মিথ্যাত্ব। ব্যাবহারিক বস্তু পক্ষ; আর তাহাই "বিমতম্" এই পদদ্বারা বলা হইয়াছে। আর প্রদর্শিত মিথ্যাত্বই সাধ্য এবং বিভক্তত্ব—হেতু। বিভক্তত্ব কথার অর্থ—অননুগতত্ব। যাহা যাহা অননুগত, তাহা স্বানুগত বস্তুতে কল্পিত। এজন্য—"ঘটঃ সন্ পটঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতিতে অননুগত ঘট, পটাদি স্বানুগত সদ্রূপ বস্তুতে কল্পিত হইবে। "ঘটঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতিতে ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে অর্থাৎ অননুগতরূপে ভাসমান হয় এবং সদ্রূপ ঘটাদিতে অনুবৃত্তরূপে ভাসমান হয়। যাহা অনুবৃত্তরূপ, তাহা পরমার্থ সত্য ও যাহা ব্যাবৃত্তরূপ, তাহা মিথ্যা। যেমন—সর্প, মালা ও ধারা প্রভৃতি রজ্জুর ইদমংশে কল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির প্রতীতিতে রজ্জুর ইদমংশ অনুগতরূপে ও সর্পাদি ব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়া রজ্জুর ইদমংশে সর্পাদি কল্পিত—মিথ্যা। এইরূপ সদ্রূপ ব্রহ্মও অনুগতরূপে ও ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হয় বলিয়া ঘটাদি সদ্রূপ ব্রহ্মে কল্পিত, ইহাই প্রমাণমালাকারের অভিপ্রায়। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "নীলো ঘটঃ, নীলঃ পটঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে নীল অনুবৃত্তরূপে ও ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। অথচ নীলরূপে ঘটাদি অধ্যস্ত নহে। এইরূপ "ঘটশ্চলতি পটশ্চলতি" ইত্যাদি প্রতীতিতে চলন-ক্রিয়া অনুবৃত্তরূপে ও ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইলেও চলন-ক্রিয়াতে ঘটাদি অধ্যস্ত নহে। এইরূপ "অসৎ নৃশৃঙ্গম্, অসৎ খপুষ্পম্" ইত্যাদি প্রতীতিতে অসৎ অনুবৃত্তরূপে ও নৃশৃঙ্গাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইলেও অসতে নৃশৃঙ্গাদি কল্পিত নহে। অথচ ন্যায়মালাকারের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি অনুসারে নীলাদিতে ঘটাদির এবং অসতে নৃশৃঙ্গাদির অধ্যাসের আপত্তি হইবে। আরও কথা এই যে—অনুবৃত্ত বস্তুতে ব্যাবৃত্ত বস্তু যে অধ্যস্ত নহে,—তাহা দেখান হইয়াছে; প্রত্যুত ব্যাবৃত্ত বস্তুতেই অনুবৃত্ত বস্তু অধ্যস্ত হইতে দেখা যায়। রজ্জু, মালা, জলধারা ও দণ্ড প্রভৃতি অননুগত বস্তুতে "সর্পোঽয়ং সর্পোঽয়ং" এইরূপ প্রতীতিতে অনুগত সর্পই অননুগত বস্তুতে আরোপিত হইয়া থাকে। এই সর্পারোপের মত অননুগত

---

* আনন্দবোধভট্টারক অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য ইঁহার প্রণীত তিন খানি গ্রন্থ অতি সুপ্রসিদ্ধ ;—ন্যায়মকরন্দ, ন্যায়রত্নদীপাবলী ও প্রমাণমালা। মনে হয় ইনি অদ্বৈতবাদে নব্যন্যায়রীতির প্রবর্ত্তক। ইঁহার গ্রন্থের লেখা অতি প্রগাঢ়। সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য চিৎসুখ "ন্যায়মকরন্দ" গ্রন্থের টীকাকার। চিৎসুখী গ্রন্থে ন্যায়রত্নদীপাবলীর বহু অনুমান উদ্ধৃত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইতি রজ্জুমালাদিষু অননুগতেষু অনুগতস্য সর্পস্য আরোপবৎ অননুগতেষু অনুগতসদ্রূপত্বারোপাপত্তেশ্চ। খণ্ডো গৌর্মুণ্ডো গৌরিত্যাদাবনুগতগোত্বাদৌ ব্যক্তেরারোপাপত্তেশ্চ। ৩৬।

ন চ সদ্রূপব্রহ্মভিন্নগোত্বাদেরনভ্যুপগমান্নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্, অগবাদিব্যাবৃত্তস্য গবাদিবৈলক্ষণ্য-ব্যবহারস্যানুপপত্তেঃ সদ্রূপস্য সর্ব্বানুগতত্বেন ব্যাবৃত্তেরসম্ভবাৎ। ন চ তত্তদ্‌ব্যক্তিবিশিষ্টং সৎসামান্যমেব তত্তদ্‌ব্যবহারজনকমিতি বাচ্যম্, তত্তদ্‌ব্যক্তিবিশিষ্টস্য মিথ্যাভূতস্য ব্যক্ত্যনধিষ্ঠানত্বেন তত্র ব্যক্তেরধ্যাসা-যোগাৎ। সৎসামান্যব্যক্ত্যোরাধ্যাসিকসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধস্য ত্বয়ানঙ্গীকারাৎ। এতেন ঘটাদিকং সদ্রূপে কল্পিতং প্রত্যেকং তদনুবিদ্ধত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রত্যেকং চন্দ্রানুবিদ্ধজলতরঙ্গচন্দ্রবদিতি নিরস্তম্। রূপাদিহীনস্য ব্রহ্মণশ্চাক্ষুষত্বাযোগাচ্চ, চক্ষুরাদিগৃহীতস্য দৃশ্যস্য মিথ্যাত্বেন ঘটাদ্যনধিষ্ঠানত্বাৎ। কিঞ্চ

ঘটপটাদিতে অনুগত সদ্রূপেরই আরোপ হওয়া উচিত। সুতরাং ইহাতে ন্যায়মালাকারের বিপরীতার্থসিদ্ধিরই আপত্তি হইবে। এইরূপ "খণ্ডো গৌঃ মুণ্ডো গৌঃ" ইত্যাদি প্রতীতে গোত্বসামান্য অনুগতরূপে ও খণ্ড-মুণ্ডাদি ব্যক্তি ব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অনুবৃত্ত বস্তুতে যদি ব্যাবৃত্ত বস্তু কল্পিত হইত, তবে গোত্বাদি জাতিতেও গবাদি ব্যক্তির অধ্যাস স্বীকার করিতে হইত। ৩৬।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—সদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যতীত গোত্বাদি জাতি আমরা স্বীকারই করি না। সুতরাং জাতিতে ব্যক্তি কল্পিত হইলে ব্রহ্মরূপেই ব্যক্তি কল্পিত হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ গোত্ব-জাতি অগোব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হয়। অশ্বাদি অগো বস্তু; গোভিন্ন বস্তুকেই অগো বলে। গোত্বজাতি অগো অশ্বাদি হইতে ব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হয়। যদি গোত্ব অশ্বাদিব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান না হইত, তবে অশ্বও গোরূপে প্রতীত হইত। সুতরাং সদ্রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বানুবৃত্ত বলিয়া অ-গবাদি ব্যাবৃত্ত গোত্বাদিরূপ হইবে কিরূপে? যদি বলা যায়—গবাদি ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎসামান্যই গোত্বাদিরূপ হইতে পারিবে। আর তাহাতে গো-ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎসামান্য অনুগত গো-ব্যবহারের জনক; এইরূপ অশ্ব-ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎসামান্যই অনুগত অশ্ব-ব্যবহারের জনক হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতমতে সম্বন্ধ সত্য হইলেও মিথ্যাভূত তত্তদ্‌ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎসামান্য মিথ্যাভূত বলিয়া তাহা ব্যক্তির অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। বৈশেষিকমতে জাতির সহিত ব্যক্তির সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতমতে সৎসামান্যের সহিত ব্যক্তির আধ্যাসিক সম্বন্ধই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্য সম্বন্ধ অদ্বৈতমতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং গোত্বাদি জাতিতে গবাদি ব্যক্তি অধ্যস্ত, এরূপ বলা যায় না। আর ব্রহ্মসিদ্ধিতে মণ্ডনমিশ্র যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—বিবাদাধ্যাসিত ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তু, সদ্রূপে (ব্রহ্মে) কল্পিত হইবে; যেহেতু তাহারা প্রত্যেকে সদ্রূপানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যে যদনুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয়, সে তাহাতে কল্পিত হয়। এই সামান্য ব্যাপ্তিতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—জলতরঙ্গ-সমূহে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে "চন্দ্রোঽয়ং" "চন্দ্রোঽয়ং" এইরূপ অনুগতরূপে গগনস্থ চন্দ্রের অনুবেধ আছে বলিয়া জলতরঙ্গ-সমূহে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রসমূহ গগনস্থ চন্দ্রে কল্পিত। ব্রহ্মসিদ্ধিকারের এই অনুমানও অসঙ্গত। কারণ রূপাদিরহিত ব্রহ্ম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য; অথচ "ঘটঃ সন্" এই প্রতীতিতে সত্তা চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আরও বিশেষ কথা এই যে—ব্রহ্ম সংসারদশাতে অজ্ঞানাবৃত বলিয়া ঘটাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইতে পারেন না। সুতরাং অধিষ্ঠান ভাসমান না হইলে চক্ষুরাদিগৃহীত ঘটাদি মিথ্যা দৃশ্যের অধিষ্ঠানও সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিলে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উপদেশও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। মহাবাক্য গৃহীতগ্রাহী হইবে বলিয়া তাহা অনুবাদরূপ হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত ব্রহ্মরূপ অর্থের

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাঙ্গীকারে মহাবাক্যোপদেশস্য অনুবাদকত্বাপত্তেঃ। মহাবাক্যোপদেশঃ ন স্বার্থপরঃ ইন্দ্রিয়গৃহীতগ্রাহকত্বেন অনুবাদরূপত্বাৎ "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইতি বাক্যবদিত্যনুমানাৎ। এতেন দ্রব্যগ্রহে চক্ষুষোরূপাদ্যপেক্ষা, ব্রহ্মণস্তু দ্রব্যত্বাভাবেন তদনপেক্ষত্বান্নোক্তদোষাবকাশঃ "অস্থূলমনণু" ইতি শ্রুত্যা চতুর্ব্বিধপরিমাণনিষেধেন দ্রব্যত্বপ্রতিষেধাদিতি নিরস্তম্, উক্তশ্রুতেঃ প্রাকৃতপরিমাণনিষেধেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। অন্যথা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ। ৩৭।

নাপি তৃতীয়ঃ অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপো বস্তুপরিচ্ছেদো হেতুঃ, অনৃতাদ্যৌ

গ্রাহক বলিয়া মহাবাক্য স্বার্থতাৎপর্য্যক হইতে পারিবে না। অনুবাদবাক্য স্বার্থতাৎপর্য্যক নহে। "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইত্যাদি বেদবাক্য প্রত্যক্ষগৃহীত অর্থের গ্রাহক বলিয়া তাহা অনুবাদ। এই অনুবাদবাক্য যেমন স্বার্থতাৎপর্য্যক নহে, এইরূপ মহাবাক্যও অনুবাদ বলিয়া স্বার্থতাৎপর্য্যক হইতে পারিবে না। সুতরাং "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" এই অনুবাদবাক্যকে দৃষ্টান্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গৃহীতগ্রাহকত্ব হেতুদ্বারা মহাবাক্যেও স্বার্থতাৎপর্য্যাভাব অনুমিত হইবে।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপের অপেক্ষা আছে। ব্রহ্ম দ্রব্য নহে বলিয়া ব্রহ্মের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপের অপেক্ষা নাই। সুতরাং রূপরহিত ব্রহ্ম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ পরিমাণ নিষেধ করা হইয়াছে। দ্রব্যমাত্রই পরিমাণবিশিষ্ট। যাহা পরিমাণবিশিষ্ট নহে, তাহা দ্রব্যই নহে। বৈশেষিকশাস্ত্রে অণুত্ব, মহত্ত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোনও পঞ্চম প্রকার পরিমাণ নাই। "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের উক্ত চতুর্ব্বিধ পরিমাণই নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং দ্রব্যত্বের ব্যাপক পরিমাণবত্ত্ব ব্রহ্মের নাই বলিয়া ব্রহ্মের দ্রব্যত্ব নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ উক্ত শ্রুতিদ্বারা পরিমাণসামান্যের নিষেধ করা হয় নাই; কিন্তু চতুর্ব্বিধ প্রাকৃত পরিমাণের নিষেধ করা হইয়াছে। প্রাকৃত পরিমাণের নিষেধেই উক্ত শ্রুতি পর্য্যবসিত; কিন্তু তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত পরিমাণের নিষেধ করা হয় নাই। যদি উক্ত শ্রুতিদ্বারা পরিমাণসামান্যের নিষেধ করা হইত, তবে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই শ্রুতিদ্বারা যে ব্রহ্ম অণু হইতেও অণুতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বলা হইয়াছে, এই শ্রুতির বিরোধ ঘটিত। ৩৭।

অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছিন্নত্ব ও ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপ কালপরিচ্ছিন্নত্ব এই দ্বিবিধ পরিচ্ছিন্নত্ব খণ্ডন সমাপ্ত ॥

আর অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুও (যাহা তৃতীয় প্রকার) অসঙ্গত। ব্রহ্মও অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকেন। অনৃত, জড় ও দুঃখরূপ প্রপঞ্চে ব্রহ্মের অন্যোন্যাভাব আছে। সুতরাং অনৃতাদিনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু ব্রহ্মে আছে; অথচ ব্রহ্মে সাধ্য মিথ্যাত্ব নাই বলিয়া উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। আর অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই পরিচ্ছিন্নত্ব হইলে ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়াছে। ব্যভিচার হেতুর দোষ এবং অতিব্যাপ্তি লক্ষণের দোষ। এইরূপ অনৃতাদিতে ব্রহ্মের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া ব্রহ্মও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকেন। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশপরিচ্ছিন্নত্ব। সুতরাং দেশপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুও ব্রহ্মে আছে বলিয়া প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষই হইবে। *

* অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তুপরিচ্ছেদ খণ্ডন করিবার জন্যই এই প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। মূলকারও তাহাই বলিয়াছেন। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। তথাপি মূলকার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছেদেরও এস্থলে খণ্ডন করিতেছেন বুঝিতে হইবে। এই দেশপরিচ্ছেদ প্রথম প্রকার। তৃতীয় প্রকার খণ্ডনপ্রসঙ্গে প্রথম প্রকারেরও খণ্ডন করা হইতেছে বুঝিতে হইবে। কেশবকাশ্মীরীকৃত ব্যাখ্যাতেও এইরূপই বলা হইয়াছে (৪১৮ পৃঃ)।

ব্রহ্মাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ সত্ত্বাৎ তত্রাতিব্যাপ্তেঃ। ব্রহ্ম মিথ্যা, অনৃতান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ তব মতে ঘটপটাদিবদিত্যনুমানাৎ। নন্বনৃতাদৌ ব্রহ্মাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োর্মিথ্যাত্বাৎ তত্র ব্রহ্মসংসর্গস্য চ অভিন্নত্বাৎ নোক্তদোষ ইতি চেন্ন, তথাত্বে মিথ্যাত্বাভিন্নত্বসংসর্গয়োঃ তাত্ত্বিকত্বাপত্ত্যা তদ্ভিয়া পারমার্থিকস্যৈবাভাবস্য অকামেনাপি ত্বয়া অঙ্গীকার্য্যত্বাৎ, সন্দিগ্ধানৈকান্ত্যস্য দুর্ব্বারত্বাৎ অপ্রয়োজকত্বাচ্চ। ৩৮।

কিঞ্চ ব্রহ্মভিন্নত্বস্য তাত্ত্বিকস্য প্রপঞ্চেঽপ্যভাবাৎ ব্রহ্মণ্যনৃতব্যাবৃত্তিস্তাত্ত্বিকী, তয়া তস্য তথাত্বমনুমাতুং শক্যতে, কল্পিতস্য ত্বাত্মনি সত্ত্বাৎ। সিদ্ধং দৃশ্যত্বাদিহেতূনামাভাসত্বং সোপধিকত্বাৎ। উপাধয়শ্চ সপ্রকারকধীবাধার্হত্বম্, অধ্যস্তাধিকসত্তাকদোষপ্রযুক্তভানত্বং প্রতিভাসমাত্রশরীরত্বঞ্চেত্যাদয়ঃ। দেহাত্মৈক্যাধ্যাসস্যাপি

অতএব "ব্রহ্ম মিথ্যা, অনৃতান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ; তব মতে ঘটপটাদিবৎ" এইরূপ অনুমান হইতে পারিবে। ব্রহ্ম মিথ্যা হইবে, যেহেতু ব্রহ্ম অনৃতাদিনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী; যাহা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী, তাহা মিথ্যা; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘট-পটাদি। ঘট-পটাদি বস্তু অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে বলিয়া তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে যেমন মিথ্যা, এইরূপ ব্রহ্মও অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া মিথ্যা হইবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—ব্রহ্ম অনৃতাদিনিষ্ঠ ভেদের প্রতিযোগী হইলেও প্রতিযোগিসংসর্গসমানসত্তাক ভেদের প্রতিযোগী ব্রহ্ম হন নাই। অনৃতাদিতে যে ব্রহ্মসত্তার অভাব ও ব্রহ্মের অন্যোন্যাভাব আছে, তাহা মিথ্যা। সুতরাং উক্ত অভাব প্রতিযোগিসংসর্গসমানসত্তাক হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অনৃতাদি বস্তুতে অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুতে ব্রহ্মের ভেদ যদি মিথ্যা হয়, তবে মিথ্যা বস্তু ব্রহ্মের সহিত পরমার্থতঃ অভিন্ন হইবে। আর তাহাতে মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব পারমার্থিক (সত্য) হইয়া পড়িবে। এইরূপ ব্রহ্মের ভেদ মিথ্যা হইলে অভেদ পারমার্থিক হইবে। সুতরাং অনৃতাদি বস্তুর সহিত ব্রহ্মের অভেদ পারমার্থিক—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। এই অভেদকেই মূলগ্রন্থে "অভিন্নত্বসংসর্গ" বলা হইয়াছে। প্রদর্শিতরূপে মিথ্যাত্ব ও অভিন্নত্বের তাত্ত্বিকত্বাপত্তির ভয়ে অনৃতাদি বস্তুতে ব্রহ্মের ভেদ বা অভাব পারমার্থিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে পারমার্থিক ভেদের প্রতিযোগিত্ব বা পারমার্থিক অভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু ব্রহ্মে আছে বলিয়া হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। ব্যভিচারী হেতুকে অনৈকান্তিক হেতু বলে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু ব্রহ্মে সন্দিগ্ধও বলেন, তথাপি পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু সন্দিগ্ধানৈকান্তিক হইয়া পড়িবে। বিপক্ষে হেতু সন্দিগ্ধ হইলে সেই হেতুকে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক বলে। মিথ্যাত্বানুমানে ব্রহ্ম বিপক্ষ। এই বিপক্ষে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু সন্দিগ্ধ হইলে তাহা সন্দিগ্ধানৈকান্তিক হেত্বাভাস হইবে। "যাহা যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মিথ্যা"—এইরূপ ব্যাপ্তির গ্রাহক অনুকূল তর্ক নাই বলিয়া পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু অপ্রয়োজকও বটে। কোনও বস্তু পরিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে কি অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবে? কোনও অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয় না বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। ৩৮।

আরও কথা এই যে—প্রপঞ্চে যে ব্রহ্মের ভেদ আছে, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাত্ত্বিক হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিযোগিসমানসত্তাক ভেদ প্রপঞ্চে নাই। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মে মিথ্যা বস্তুর ভেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি তাত্ত্বিক; এই তাত্ত্বিক ভেদের প্রতিযোগিত্ব অনৃত প্রপঞ্চে আছে বলিয়া প্রপঞ্চেরও তাত্ত্বিকত্ব অনুমান করা যাইতে পারে এবং প্রপঞ্চে ব্রহ্মভেদেরও তাত্ত্বিকত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। "প্রপঞ্চবৃত্তিব্রহ্মভেদঃ তাত্ত্বিকঃ ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভেদস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ;

সপ্রকারকভেদবিষয়কজ্ঞানবাধযোগ্যত্বাৎ ন তত্র সাধ্যাব্যাপ্তিঃ। ন চ সপ্রকারকেতি অধ্যস্তাধিকেতি চ বিশেষণবৈয়র্থ্যম্, তদ্বিনৈবোপাধেঃ সাধ্যব্যাপকত্বাৎ, তাবন্মাত্রস্য তু সাধনব্যাপকত্বাৎ নোপাধিত্বমিতি বাচ্যম্, বিশিষ্টাভাবস্যাতিরিক্তত্বেন তদ্বিশিষ্টস্যৈব সাধ্যব্যাপকতয়া বৈয়র্থ্যাভাবাৎ। কিঞ্চ ঘটঃ সন্ সদ্দুঃখমিত্যাদি-প্রত্যক্ষবাধিতাশ্চ দৃশ্যত্বাদয়ঃ, দৃশ্যত্বাদিঃ কেবলান্বয়ীতি তত্র অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। কিঞ্চাস্য প্রয়োগস্য

ঘটপটভেদ-তাত্ত্বিকত্ববৎ” অর্থাৎ প্রপঞ্চে যে ব্রহ্মের ভেদ আছে, তাহা পরমার্থ সত্য। যাহাতে যাহার ভেদ পরমার্থ সত্য হয়, তাহাতেও তাহার ভেদ পরমার্থ সত্য হইয়া থাকে। যেমন ঘটে পটের ভেদ সত্য বলিয়া পটেও ঘটের ভেদ সত্য হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—মিথ্যা ভেদের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে থাকিলেও তাহাতে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্ব হইবে না। এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভেদমাত্রই মিথ্যা বলিয়া সত্য ভেদের প্রতিযোগিত্বই অপ্রসিদ্ধ। যদি কাল্পনিক ভেদের প্রতিযোগিত্বদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তবে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত মিথ্যাত্বের অনুমাপক দৃশ্যত্বাদি হেতু সোপাধিক বলিয়া তাহা সদ্ধেতু হইতে পারে না। ঐ সকল হেতু আভাসীভূত হেতুই হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ—“বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরজতবৎ” এইরূপ অনুমান প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অনুমানে বিয়দাদি দৃশ্যবর্গ পক্ষ ও শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত। ইহাতে “সপ্রকারকধীবাধার্হত্ব”ই উপাধি হইবে। শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে মিথ্যাত্ব সাধ্য আছে এবং “সপ্রকারকধীবাধার্হত্ব” এই উপাধিও আছে। কারণ শুক্তিরজত সপ্রকারক জ্ঞানবাধ্য হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অধ্যস্ত বস্তুর বাধক। এই অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার সপ্রকারক জ্ঞান। অধ্যস্ত রজতের শুক্তিই অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার “ইয়ং শুক্তিঃ” এইরূপ হইয়া থাকে। এই সাক্ষাৎকার সপ্রকারক সাক্ষাৎকার। সবিকল্পক সাক্ষাৎকারমাত্রই সপ্রকারক; নিষ্প্রকারক নহে। নিষ্প্রকারক সাক্ষাৎকার নির্ব্বিকল্পক। শুক্তির নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার রজতের বাধক নহে। এজন্য দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে উপাধি আছে বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। নিশ্চিত সাধ্যবান্‌ই সপক্ষ; আর তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলে। সুতরাং যে যে সাধ্যবান্ তাহা উপাধিমান্ হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। আর এই উপাধি পক্ষে নাই বলিয়া উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। পক্ষ নিশ্চিত হেতুমান্ হইয়া থাকে। অথচ পক্ষে এই প্রদর্শিত উপাধি নাই। এজন্য উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক ধর্ম্মকেই উপাধি বলে। পক্ষ বিয়দাদি প্রপঞ্চ; এই বিয়দাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্য হইলেও নিষ্প্রকারক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই বিয়দাদি প্রপঞ্চের বাধক—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। সপ্রকারক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাঁহাদের মতে ব্রহ্মপ্রমাই নহে। সুতরাং “সপ্রকারকধীবাধার্হত্বরূপ” উপাধি মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষে নাই। এজন্যই ইহা প্রদর্শিত মিথ্যাত্বানুমানে উপাধি হইবে। এইরূপ “অধ্যস্তাধিকসত্তাক-দোষপ্রযুক্তভানত্ব” উপাধি হইবে। শুক্তিরজতভ্রমে অধ্যস্ত শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক এবং এই ভ্রমে চাকচিক্যাদি দোষ ব্যাবহারিক। এজন্য শুক্তিরজতজ্ঞান অধ্যস্তাধিকসত্তাক দোষপ্রযুক্তভান। শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক ও দোষ ব্যাবহারিক। প্রাতিভাসিক হইতে ব্যাবহারিক অধিকসত্তাক। এই উপাধি সকল দৃষ্টান্তে আছে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং ইহা পক্ষে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিয়দাদি প্রপঞ্চের অধ্যাসে অবিদ্যাই দোষ। এই অবিদ্যা বিয়দাদি প্রপঞ্চের মতই ব্যাবহারিক। এজন্য অধ্যস্ত প্রপঞ্চ অপেক্ষা অবিদ্যা অধিকসত্তাক নহে। সুতরাং প্রদর্শিত উপাধি পক্ষে নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইরূপ প্রতিভাসমাত্রশরীরত্ব উক্তানুমানে উপাধি হইবে। মিথ্যাত্বানুমানে শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত প্রতিভাসমাত্রশরীর। শুক্তিরজতের জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, শুক্তিরজতাদিরূপ বিষয়ও ততক্ষণ থাকে। প্রতিভাসমাত্রশরীর বস্তুকেই প্রাতিভাসিক

দৃষ্টান্তোঽপি দুর্নিরূপঃ, শুক্ত্যাদেঃ পক্ষান্তঃপাতিত্বেন তৎপ্রয়োগস্যাভাসমাত্রত্বাৎ। ন চ মাস্তু শুক্ত্যাদি-দৃষ্টান্তঃ ব্যতিরেকিদৃষ্টান্তস্ত্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—শুদ্ধস্য দৃষ্টান্তত্বং বিশিষ্টস্য বা? নাদ্যঃ, সর্ব্বপ্রমাণাগোচরস্য ব্রহ্মণঃ শশশৃঙ্গকল্পত্বেন দৃষ্টান্তানর্হত্বাৎ প্রমাণবিষয়ত্বে

বলে। প্রাতিভাসিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা নাই। দৃষ্টান্ত শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক বলিয়া তাহাতে প্রতিভাসমাত্রশরীরত্ব-রূপ উপাধি আছে। যাবৎ দৃষ্টান্তে এই উপাধি আছে বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষে নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। বিয়দাদি প্রপঞ্চই পক্ষ; আর তাহা প্রতিভাসমাত্রশরীর নহে। বিয়দাদি প্রপঞ্চের অজ্ঞাতসত্তা আছে। সুতরাং উক্ত উপাধি পক্ষে নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতস্থলে শ্রুতিতাৎপর্য্যাবিষয়ত্বাদিও উপাধি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যদি বলা যায়—দেহাত্মৈক্যাধ্যাসে সাধ্য মিথ্যাত্ব আছে, কিন্তু সপ্রকারকধীবাধ্যার্হত্বরূপ উপাধি নাই; দেহাত্মৈক্যা-ধ্যাস ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য। নিষ্প্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের বাধক; সুতরাং দেহাত্মৈক্যাধ্যাসে সাধ্য আছে, উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ দেহাত্মৈক্যাধ্যাস সপ্রকারকধীবাধ্যই বটে। "আত্মা দেহভিন্নঃ" এইরূপ আত্মাতে দেহভেদের সাক্ষাৎকারই দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের বাধক হইয়া থাকে বলিয়া দেহাত্মৈক্যাধ্যাসও সপ্রকারকধীবাধ্যই বটে। "আত্মা দেহভিন্নঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষ সপ্রকারক জ্ঞান। সুতরাং প্রদর্শিত উপাধিতে সাধ্যব্যাপকতার ভঙ্গ হয় নাই।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—সপ্রকারকধীবাধ্যার্হত্ব এবং অধ্যস্তাধিকসত্তাকদোষপ্রযুক্তভানত্ব এই দুইটি উপাধিতে যথাক্রমে সপ্রকারক ও অধ্যস্তাধিকসত্তাক এই দুইটি বিশেষণ যে যোগ করা হইয়াছে, তাহা উপাধির সাধ্যব্যাপকতাগ্রহে অনপেক্ষিত। কেবলমাত্র উপাধির সাধনাব্যাপকত্ব সম্পাদনের জন্যই ঐ বিশেষণ দুইটি দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ এই বিশেষণ দুইটি সাধ্যের ব্যাপকতাগ্রহে অনাবশ্যক। কেবলমাত্র সাধনবৎ পক্ষে উপাধি না থাকুক—এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাবের অনুমান করিতে গেলে হেতুর ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইবে অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাবের অনুমান করিতে গেলে ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইবে না। সপ্রকারক-ধীবাধ্যার্হত্বই উপাধি ও সপ্রকারকধীবাধ্যার্হত্বাভাব উপাধ্যভাব। এই উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাব অনুমান করিতে গেলে ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইবে না; কারণ বিশিষ্টাভাব কেবল অভাব হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাব হইতে সপ্রকারকধীবাধ্যত্বাভাব অতিরিক্ত। এই বিশিষ্টাভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্য অভাবের প্রতিযোগী বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হইবে। সুতরাং বিশেষণের ব্যর্থতা দোষ হইবে না।

আরও কথা এই যে—"সন্ ঘটঃ, সৎ দুঃখম্" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটাদির সত্যত্বগ্রাহী। ঘটাদির মিথ্যাত্বানুমান এই সত্যত্বগ্রাহী প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিতবিষয়ক হইবে। সুতরাং দৃশ্যত্বাদি হেতু প্রত্যক্ষাদিবাধিত বলিয়া তাহা সদ্ধেতু নহে ঐ সকল হেতু কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাস।

আরও কথা এই যে—দৃশ্যত্বাদি হেতু কেবলান্বয়ী বলিয়া দৃশ্যত্বাদিতেই এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। যাহা কেবলান্বয়ী বস্তু, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। মিথ্যাবস্তু স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। মিথ্যা বস্তুর আশ্রয়রূপে প্রতীত বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর ত্রৈকালিক অভাব থাকে। এজন্য মিথ্যা বস্তু স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীত হইয়া থাকে। আর কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম বৃত্তিমদত্যন্তা-ভাবের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব কোথাও থাকে না। মিথ্যাবস্তু বৃত্তিমদত্যন্তা-

শুদ্ধত্বহানেরদ্বৈতভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিশিষ্টস্য পক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ তব মতে ব্যতিরেকানুমানানঙ্গীকারাচ্চ। তস্মাৎ পক্ষসাধ্যহেত্বাদীনামাভাসত্বেনাপাতরমণীয়ত্বাৎ উক্তানুমানস্যেতি সিদ্ধম্। ৩৯।

কিঞ্চ বিশ্বং যদি কল্পিতং স্যাৎ তর্হি সাধিষ্ঠানং স্যাৎ, সামান্যতো জ্ঞাতত্বে সতি অজ্ঞাতবিশেষবত্ত্বস্য অধিষ্ঠানত্বপ্রযোজকস্য নির্ব্বিশেষে নিঃসামান্যে ব্রহ্মণ্যসম্ভবাৎ। বিশ্বং যদি কল্পিতং স্যাৎ তর্হি সপ্রধানং

ভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য কেবলান্বয়ী দৃশ্যত্ব ধর্ম্মে মিথ্যাত্ব সম্ভাবিত নহে বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের দৃশ্যত্বে অব্যাপ্তি হইবে। বৈশেষিক মতানুসারে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম কেবলান্বয়ী হইলেও জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু কেবলান্বয়ী নহে। অন্ততঃ ব্রহ্মই অজড় ও অপরিচ্ছিন্ন। এজন্য দৃশ্যত্বাদি হেতুকে কেবলান্বয়ী না বলিয়া কেবল দৃশ্যত্ব হেতুকেই কেবলান্বয়ী বলা উচিত।

হেতু খণ্ডন সমাপ্ত ॥

আর এই মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তও অসঙ্গত। শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত মিথ্যা বলিয়া তাহা মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গত। পক্ষের একদেশ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না বলিয়া শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।* ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শুক্তিরজত অন্বয়ী দৃষ্টান্ত হইতে না পারিলেও ব্রহ্মই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে। ব্রহ্মে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যও নাই এবং দৃশ্যত্বাদি হেতুও নাই। এজন্য শুক্তিরজতকে অন্বয়ী দৃষ্টান্তরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া ব্রহ্মকেই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্মই কি দৃষ্টান্ত ? অথবা বিশিষ্ট ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে, কারণ অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় বলিয়া তাহা শশশৃঙ্গতুল্য ; এজন্য তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। প্রমিত বস্তুই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধব্রহ্মের প্রমাণবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্বের হানি হইবে এবং অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতমতে বিশিষ্ট ব্রহ্ম মিথ্যা বস্তু বলিয়া তাহা মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গতই হইবে। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহারা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা অর্থাপত্তি প্রমাণ মানেন, তাঁহারা ব্যতিরেক্যনুমান স্বীকার করেন না। এইরূপে মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তের আভাসতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান অসঙ্গত। ৩৯।

মিথ্যাত্বানুমান খণ্ডন সমাপ্ত ॥

মিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন ॥

অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব কল্পিত বলিয়া বিশ্বকে সাধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কল্পিত বস্তু নিরধিষ্ঠান হইতে পারে না। যদিও অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই কল্পিত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। যাহা সামান্যরূপে জ্ঞাত ও যাহা অজ্ঞাত বিশেষবান্, তাহাই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক অজ্ঞাতবিশেষবত্ত্ব এবং জ্ঞাতসামান্যবত্ত্ব। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও নিঃসামান্য ; এজন্য তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। অধিষ্ঠানত্বের ব্যাপক ধর্ম্ম ব্রহ্মে নাই। এজন্য তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান প্রতিকূলতর্কপরাহত বলিয়াও তাহা মিথ্যাত্বের সাধক হইতে পারে

---

* বস্তুতঃ কথা এই যে—ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্ব বিশেষণ পক্ষে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুক্তিরজত পক্ষের অন্তর্গত নহে। বস্তুতঃ শুক্তিরজতে মিথ্যাত্বই সম্প্রতিপন্ন নহে বলিয়া তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এজন্য তাহা পক্ষের অন্তর্গত হইবে।

স্যাৎ, নচৈবমস্তি, তস্মাৎ ন তথা। বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ তর্হি সসংস্কারং স্যাৎ, ন তু তদস্তি, তস্মান্ন তথা। ন চ স্বেনাধ্যস্তঃ স্বারোপে হেতুরিতি বাচ্যম্, ভ্রমাৎ পূর্ব্বং স্বস্য কার্য্যানুমেয়সংস্কারস্য অধ্যাস-কারণত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা ভ্রমহেতুসংস্কারস্য অধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বং দুর্বারমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ তর্হি সসাদৃশ্যং স্যাৎ, ন চৈবমস্তি, তস্মান্ন তথা। ন চ পীতঃ শঙ্খ ইতি সাদৃশ্যং বিনাপি ভ্রমো দৃষ্ট ইতি বাচ্যম্, দ্রব্যত্বাদিনা তত্রাপি সাদৃশ্যজ্ঞানবত্ত্বস্যানুমেয়ত্বাৎ। স্বর্ণময়শঙ্খমূর্ত্তৌ তস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাচ্চ। কিঞ্চ বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ তর্হি অনাদিকর্ম্মাদিজন্যং ন স্যাৎ, অধ্যাসানাদিত্বস্য ক্বাপি প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ। প্রত্যুত সাদিত্বস্য শুক্তিরূপ্যাদৌ দর্শনাৎ। তস্মাৎ নাধ্যস্তত্বমিত্যাদিপ্রতিকূলতর্কৈঃ পূর্ব্বত্রাধ্যাসখণ্ডনে প্রোক্তৈঃ প্রতিহতমিদমনুমানং ন প্রামাণ্যার্হমিত্যলং বিস্তরেণ। অপ্রমাণত্বাৎ সূত্রকার-

---

না। বিশ্ব যদি কল্পিত হইত, তবে সপ্রধান হইত, অথচ বিশ্ব সপ্রধান নহে বলিয়া তাহা কল্পিত হইতে পারে না। আমরা কল্পিত বস্তুকে অসৎ বলিয়া থাকি। অদ্বৈতবাদিগণ তাহাকে মিথ্যা বলেন। শুক্তিতে কল্পিত রজত, আপনস্থিত পরমার্থ সত্য রজতের অনুভবজন্য সংস্কারকে অপেক্ষা করে। পরমার্থ রজতের সংস্কার না থাকিলে অসৎ রজতের কল্পনা হইতে পারে না। এজন্য আরোপ্য-সমানজাতীয় পরমার্থ সত্য বস্তু দেশান্তরে স্বীকার করিতে হইবে। এই সত্য রজতই অসৎ রজতের কল্পনাতে প্রধান। এজন্য কল্পিত বস্তুমাত্রই সপ্রধান হইয়া থাকে। অসৎ রজত যেমন সত্যরজতদ্বারা সপ্রধান হইয়া থাকে, এইরূপ কল্পিত প্রপঞ্চেরও সপ্রধানত্ব স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ দেশান্তরে সত্য প্রপঞ্চ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সত্যবিষয়ক সংস্কার না থাকিলে অসতের কল্পনা হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতমতে বিশ্ব সপ্রধান নহে বলিয়া তাহা কল্পিত হইতে পারে না।

বিশ্ব যদি কল্পিত হইত, তবে তাহা সসংস্কারক হইত, অদ্বৈতমতে বিশ্ববিষয়ক সংস্কার সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহা কল্পিতও হইতে পারে না। সত্য রজতের অনুভবজন্য সংস্কার আছে বলিয়াই ভ্রমে অসৎ রজত ভাসমান হইয়া থাকে। যাহার রজতসংস্কার নাই, তাহার রজতভ্রান্তিও হয় না। অদ্বৈতমতে বিশ্ববিষয়ক সংস্কার সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায়—বিশ্ববিষয়ক অনুভব অদ্বৈতমতে অনুপপন্ন নহে। বিশ্ব ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইলেই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ বিশ্ব অধ্যস্ত হইলে অনুভব হইবে এবং বিশ্বের অনুভব হইলে বিশ্বের অধ্যাস হইবে—এইরূপে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—অধ্যাসকালে বিশ্বের অনুভব অধ্যাসের কারণ হইতে পারে না। কার্য্যের পূর্ব্বভাবীই কারণ হইয়া থাকে। অধ্যাসরূপ কার্য্যের কারণ সংস্কার। এই সংস্কার পূর্ব্বে না থাকিলে অধ্যাস হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—অধ্যাসের হেতু সংস্কার স্বীকার করিলেও এই সংস্কার অধিষ্ঠানের সমানসত্তাক হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। যেমন রজতসংস্কার শুক্তির সমানসত্তাক। বিশ্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম; ব্রহ্মের সমানসত্তাক বিশ্ববিষয়ক সংস্কার—ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং অধিষ্ঠানসমানসত্তাক সংস্কার সম্ভাবিত নহে বলিয়াও বিশ্ব কল্পিত হইতে পারে না।

বিশ্ব যদি অধ্যস্ত হইত, তবে অধ্যস্ত বস্তু অধিষ্ঠানের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বও ব্রহ্মসদৃশ হইত। আরোপ্য ও আরোপবিষয়ের সাদৃশ্য না থাকিলে আরোপ হইতে পারে না। যেমন শুক্তিতে শুক্তিসদৃশ রজতেরই আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস হইয়া থাকে; কিন্তু শুক্তিবিসদৃশ গো ঘটাদির আরোপ শুক্তিতে কখনও হয় না। অথচ অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য নাই। যদি বলা যায়—"পীতঃ শঙ্খঃ" এইরূপ ভ্রমে সাদৃশ্য ব্যতীতই শঙ্খে পীত দ্রব্যের অভেদের আরোপ হইয়া থাকে। এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ আরোপ্য পীত দ্রব্য ও আরোপবিষয় শঙ্খের দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ উভয়ই দ্রব্য। আরোপমাত্রে সাদৃশ্য কারণ বলিয়া আরোপ

পক্ষহীনত্বাচ্চ উপেক্ষণীয়োঽয়মনির্ব্বচনীয়কার্য্যবাদো মুমুক্ষুভিঃ। তস্মাৎ সদেবেদং বিশ্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ইতি বক্ষ্যমাণসূত্রাচ্চ। ৪০।

তচ্চ কার্য্যং কারণাত্মকত্বাৎ তদপৃথক্সিদ্ধমিত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। তস্য কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বং তদাত্মকত্বাদিনা অপৃথক্সিদ্ধত্বম্। তত্র প্রমাণমাহ—আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ইতি। অত্রামনন্তি ছান্দোগাঃ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদিনা হ্যেকোপাদানকারণবিজ্ঞানেন সর্ব্বকার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ—"যথা সোম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। যথেতি দৃষ্টান্তো মৃৎপিণ্ডেন মৃদ্দ্রব্যরূপতয়া বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটাদিমৃদ্বিকারজাতং মৃদাত্মকতয়া বিজ্ঞাতং ভবতি, তত্তদবস্থাবিশেষমাত্রত্বাদুপাদেয়জাতস্য স্বোপাদানাপৃথক্সিদ্ধত্বাদিত্যাহ—বাচারম্ভণমিতি। কার্য্যজাতং বাচা

হইলেই সাদৃশ্য অনুমিত হইবে। কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—তাদাত্ম্যারোপে সাদৃশ্যজ্ঞান কারণ ও সংসর্গারোপে সাদৃশ্যের স্বরূপসত্তামাত্র কারণ। এস্থলে মূলকার তাদাত্ম্যারোপ অভিপ্রায়েই শঙ্কা ও সমাধান দেখাইয়াছেন। (৯৯৪ পৃঃ তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি-প্রকাশ।) আরও কথা এই যে—স্বর্ণময় শঙ্খে "পীতঃ শঙ্খঃ" এইরূপ প্রতীতিতে পীতদ্রব্যের সহিত শঙ্খের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে—বিশ্ব যদি অধ্যস্ত হইত, তবে তাহা অনাদি হইত না। এইরূপ কর্ম্মজন্যও হইত না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যাদির অধ্যাস অনাদি। শুক্তিরজতাদি অধ্যাসমাত্রই সাদি বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ। অনাদি অধ্যাস অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রদর্শিত এই প্রতিকূল তর্কসমূহদ্বারা পরাহত মিথ্যাত্বানুমান প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সাধক হইতে পারে না। এজন্য প্রপঞ্চ অধ্যস্ত নহে। অধ্যাসখণ্ডনপ্রস্তাবে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হইয়াছে, তদ্দ্বারাও প্রতিহত এই মিথ্যাত্বানুমান প্রমাণ নহে। এই মিথ্যাত্বানুমান প্রতিকূল তর্কপরাহত বলিয়া যেরূপ অপ্রমাণ, এইরূপ ব্রহ্মসূত্রকারের বিরোধী বলিয়াও তাহা অপ্রমাণ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের এই অনির্ব্বচনীয় কার্য্যবাদ মুমুক্ষুগণের উপেক্ষণীয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই বিশ্ব সত্যই বটে। "সদেব সোম্যেদম্" এই শ্রুতিদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। আর "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৬) এই বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বারাও কার্য্যের সদ্রূপতাই সিদ্ধ হয়। "সদেব সোম্যেদম্" এই শ্রুতিতে ইদংশব্দবাচ্য কার্য্যসমূহের সচ্ছব্দবাচ্য ব্রহ্মের সহিত অভেদই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ যাহা ইদং, তাহা সৎ—এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সূত্রস্থ "অবর" পদের অর্থ—কার্য্য এবং শ্রুতিস্থ ইদংপদবাচ্য কার্য্য সদ্রূপ কারণে স্থিত আছে বলিয়া কার্য্য ব্রহ্মাভিন্ন। এজন্য উক্ত সূত্রদ্বারা কার্য্য প্রপঞ্চের ব্রহ্মের সহিত অভেদই সিদ্ধ হয়। ৪০।

এই কার্য্যের কারণাত্মকত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মের সহিত কার্য্যের অপৃথক্সিদ্ধত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্রকার "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। সূত্রস্থ "তৎ"পদের অর্থ—কার্য্য। সেই কার্য্যের কারণ হইতে অনন্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু এই কার্য্য কারণাত্মক। কার্য্যের কারণাত্মকত্বাদিপ্রযুক্ত কার্য্য কারণ হইতে অনন্য অর্থাৎ অপৃথক্সিদ্ধ। এই অপৃথক্সিদ্ধত্বরূপ অনন্যত্বে সূত্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন—"আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩)। এই শ্রুতিতে এক উপাদানকারণবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যবিষয়ক বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের সিদ্ধির জন্য শ্রুতিতে দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইয়াছে—"যথা সোম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি (৬।১।৪)। এই শ্রুতির অর্থ এই যে—যেমন মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকাদ্রব্যরূপে বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকার যাবতীয় বিকারসমূহ মৃত্তিকাত্মক বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সমস্ত মৃদ্বিকার মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষ ; মৃত্তিকার বিকারসমূহ উপাদেয় ও

বাগিন্দ্রিয়েণ আরভ্যতে "ঘটেন জলমানয়" ইত্যাদিনা ব্যবহ্রিয়তে ইতি বাচারম্ভণম্। তচ্চ দ্বিবিধং বিকারো নামধেয়ঞ্চেতি। তত্র কম্বুগ্রীবাদিমদ্ব্যক্তিবিশেষরূপো বিকারশব্দবাচ্যঃ, নামধেয়ঞ্চ ঘটাদিশব্দবিশেষ এব। নন্তু যথা কারণং মৃত্তিকা স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্বাৎ সত্যা, তথা ঘটাদীনাং কার্য্যাণামপি পৃথক্ স্বতন্ত্রসত্ত্বং ভবতু উপলভ্যমানত্বাৎ ইত্যাহ—মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এবকারোঽন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ, ইতিশব্দঃ কারণ-পরামর্শপরঃ। মৃত্তিকা কারণভূতৈব স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়া, ন তু তথা ঘটাদিকার্য্যং স্বাতন্ত্র্যেণ সত্যম্, কারণ-ব্যতিরেকেণ অনুপলভ্যমানত্বাৎ। তদন্বিতস্য চোপলভ্যমানত্বাচ্চেতি দৃষ্টান্তঃ। এবমাকাশাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মোপাদেয়তয়া তদাত্মকতয়া চ স্বতন্ত্রসত্তানধিকরণত্বাৎ স্বোপাদানকারণভূতব্রহ্মাপৃথক্সত্ত্বমেবেতি রাদ্ধান্তঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তত্ত্বমস্যাদিশ্রুতয়স্তু পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতাঃ। ৪১।

যত্তু কৈশ্চিৎ স্বকপোলকল্পিতানশ্রৌতদৃষ্টান্তান্ শুক্তিরূপ্য-মৃগতৃষ্ণোদকাদীন্ উপন্যস্য আকাশাদি-কার্য্যস্য মৃষাত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ এতৎ সূত্রং বিবর্ত্তপরত্বেন ব্যাখ্যায়তে, তদসমীচীনং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাসম্ভবাৎ।

মৃত্তিকা উপাদান। উপাদেয় স্বীয় উপাদান হইতে অপৃথক্সিদ্ধ বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃদ্বিকারও জ্ঞাত হইয়া থাকে। আর এজন্য শ্রুতি কার্য্যসমূহকে বাচারম্ভণ বলিয়াছেন। "বাচারম্ভণ" কথার অর্থ—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ব্যবহার্য্য। মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি বস্তু বাগিন্দ্রিয়দ্বারা আরভ্যমাণ হইয়া থাকে। "ঘটেন জলমানয়" অর্থাৎ "ঘটদ্বারা জল আনয়ন কর" এইরূপ বাক্যজন্য ব্যবহারের বিষয় মৃদ্বিকার ঘটাদি বস্তু হইয়া থাকে। এই বাচারম্ভণ দুই প্রকার ;—বিকার ও নামধেয়। কম্বুগ্রীবাদিমৎ ব্যক্তিবিশেষই বিকার এবং ঘটাদি ব্যক্তিবিশেষই নামধেয়।

ইহাতে আপত্তি এই যে—ঘটাদির উপাদানকারণীভূত মৃত্তিকা স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় হইয়া থাকে বলিয়া তাহা যেমন সত্য, এইরূপ সত্য ঘটাদি উপাদেয়েরও পৃথক্ স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করা উচিত। যেহেতু উপাদানের মত উপাদেয় বস্তুও সদ্রূপে উপলভ্যমান হইয়া থাকে। এতদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। এই স্থলে "এব"-কারদ্বারা অন্যযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে "এব"কার অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থক। আর এই শ্রুতিতে "ইতি"শব্দ কারণপর। আর তাহাতে এইরূপ অর্থ হইবে যে—উপাদানকারণীভূত মৃত্তিকামাত্রই স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয়, কিন্তু উপাদেয় ঘটাদি বস্তু স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় নহে। যেহেতু উপাদেয় ঘটাদি স্বোপাদান মৃত্তিকাব্যতিরেকে উপলভ্যই হইতে পারে না এবং উপাদেয় ঘটাদি উপলভ্যমান হইতে স্বোপাদান মৃত্তিকাদ্বারা অন্বিত হইয়াই উপলভ্যমান হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে উপাদেয়ের যেমন স্বতন্ত্রসত্তা নাই, উপাদানই স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয়, সেইরূপ আকাশাদি প্রপঞ্চসমূহ ব্রহ্মের উপাদেয় বলিয়া উপাদানীভূত ব্রহ্মাত্মকই হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মই স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় ; কিন্তু আকাশাদি কার্য্য বস্তু স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় নহে। উপাদেয় আকাশাদি স্বকীয় উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্সিদ্ধই বটে। এজন্য আকাশাদির পৃথক্সত্তা নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত। সূত্রে "আরম্ভণশব্দাদি" যে বলা হইয়াছে, এই "আদি"শব্দদ্বারা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) এবং "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব" এই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে। এই শ্রুতি-স্মৃতিদ্বারাও বিয়দাদি উপাদেয় বস্তুর স্বোপাদান ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্সত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪১।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজত, মৃগতৃষ্ণিকাদি স্বকপোলকল্পিত অশ্রৌত দৃষ্টান্তসমূহের উপন্যাসদ্বারা আকাশাদি কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) ব্রহ্মসূত্রের বিবর্ত্ত পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ বিবর্ত্ত পক্ষে শ্রৌত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। "যেনাশ্রুতং

তথাহি—"যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" ইত্যাদিশ্রৌতপ্রতিজ্ঞাবাক্যে কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্, তত্র কিং তাবৎ কারণং শুদ্ধং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বা উপহিতং বা? নাদ্যঃ, তস্য কারণত্বানভ্যুপগমাৎ। তত্র প্রামাণাভাবেন তদ্বিজ্ঞানস্যৈবাসম্ভবাচ্চ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ" ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ। তজ্‌জ্ঞানাভাবে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তদ্বিজ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বেনাপ্রযোজকত্বাৎ। উপহিতস্যৈব ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেন তজ্‌জ্ঞানেন তদুপাদেয়জ্ঞানে জাতেঽপি তস্য মোক্ষাহেতুত্বেন মিথ্যাত্বেন চ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। অন্যথা উপহিতং ব্রহ্মৈব মুক্তোপসৃপ্যং স্যাৎ, শুদ্ধস্যাসিদ্ধেশ্চ। কিঞ্চ শুক্তিরূপ্যমৃগতৃষ্ণোদকাদিদৃষ্টান্তানামপ্যপ্রামাণ্যম্, অশ্রৌতত্বাৎ শ্রৌততাৎপর্য্য-বিরোধাচ্চ। মৃত্তিকাদ্যুপাদানপদার্থজ্ঞানাদ্ যথা ঘটাদিতৎকার্য্যজাতস্য বিজ্ঞানং তদুপাদেয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণি-গোচরম্, ন তথা শুক্তিজ্ঞানাৎ রূপ্যমাত্রস্য, উষরজ্ঞানাদ্বা উদকমাত্রস্য জ্ঞানং কস্যাপ্যনুন্মত্তস্য জায়তে,

---

শ্রুতম্" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যে কারণবিজ্ঞানদ্বারা কার্য্যবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। আকাশাদি কার্য্যের কারণ ব্রহ্ম। কারণীভূত ব্রহ্মের বিজ্ঞানে আকাশাদি সমস্ত কার্য্য বিজ্ঞাত হইবে—ইহাই শ্রৌত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম? অথবা উপাধিযুক্ত সবিশেষ ব্রহ্ম? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্মের কারণতাই স্বীকার করেন না। আরও কথা এই যে—শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণই সম্ভাবিত নহে বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রমাণগম্যই নহে। আর তাহাতে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই জীবের মোক্ষ হইয়া থাকে এবং "যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে না এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ, ইহাই অন্বয়-ব্যতিরেকশ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানই অসম্ভাবিত হইলে প্রদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেকশ্রুতির বাধা হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানই অসম্ভাবিত হইলে জীবের মোক্ষই হইতে পারিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানকে মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকারই করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হইতে পারিবে না। তাঁহাদের মতে উপহিত ব্রহ্মই জগতের কারণ বলিয়া উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মরূপ উপাদানের উপাদেয় আকাশাদির জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞান মোক্ষের জনক নহে বলিয়া জীবের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গই থাকিয়া যাইবে। আরও কথা এই যে—উপহিত ব্রহ্ম তাঁহাদের মতে মিথ্যা বস্তু বলিয়া মিথ্যা ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হইতেই পারে না। উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ স্বীকার করিলেও মুক্ত পুরুষের গম্য ব্রহ্ম উপহিতই হইবে। মুক্ত পুরুষের শুদ্ধব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না এবং শুদ্ধব্রহ্ম যে প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—প্রদর্শিত শ্রৌত প্রতিজ্ঞার সমর্থনের জন্য শুক্তিরজত, মৃগতৃষ্ণিকাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গতই হইতে পারে না। শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রৌতপ্রতিজ্ঞা সমর্থিত হয় না। শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত শ্রৌত নহে; প্রত্যুত তাহা শ্রৌত তাৎপর্য্যের বিরোধী। শ্রুতি মৃত্তিকাদিরূপ উপাদানের জ্ঞান হইতে ঘটাদি উপাদেয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়াছেন। মৃত্তিকাদি উপাদান এবং ঘটাদি উপাদেয়—ইহা প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং মৃত্তিকাদি উপাদানজ্ঞানদ্বারা উপাদেয় ঘটাদির জ্ঞান শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ; কিন্তু শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজতমাত্রের, উষরভূমির জ্ঞানদ্বারা উদকমাত্রের জ্ঞান কোনও সুস্থচিত্ত পুরুষের হইতে পারে না। রজত শুক্তিকার উপাদেয় নহে এবং উদকও উষরভূমির উপাদেয় নহে। এজন্য অদ্বৈতবাদিপ্রদর্শিত শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তাভাস। "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং

উপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্বমেব তেষামিতি সিদ্ধম্, "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" ইতি গৌতমীয়লক্ষণসূত্রাৎ। ৪২।

নন্নু ঘটাদীনামপি মৃদাদৌ অধ্যস্তত্বেন বিবর্ত্তপক্ষেঽপি দৃষ্টান্তত্বসম্ভবাৎ নাভাসত্বমিতি চেন্ন, মৃদাদি-জ্ঞানেন ঘটাদীনাং বাধাদর্শনাৎ। বাধং বিনা চারোপ্যে মানান্তরাভাবাৎ মৃদাদিজ্ঞানেঽপি ঘটাদীনাং পূর্ব্ববদ্বিদ্যমানানাং প্রাতীতিকত্বাসম্ভবাচ্চ। কিঞ্চ ব্যাবহারিকবিবক্ষায়াং মৃদাদিবৎ কারকব্যাপারসাধ্যানাং জলাহরণাদিকার্য্যসমর্থানাং চাবস্থাবিশেষাণাং ঘটাদীনামপি সত্ত্বাৎ তাত্ত্বিকসত্ত্ববিবক্ষায়াং চ মৃদাদেরপি সত্যত্বাভাবাচ্চ দৃষ্টান্তাভাসত্বম্। নন্নু ঘটাদয়ো ন তাবৎ মৃদাদিমাত্রে অধ্যস্তাঃ, কিন্তু মৃদাদ্যবচ্ছিন্নচেতনে এব, তথাত্বে চ মৃদাদ্যবচ্ছিন্নতত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ তদবাধো যুক্ত এবেতি চেন্ন, প্রমাণহীনত্বাৎ শ্রৌতদৃষ্টান্তবিরুদ্ধত্বাচ্চ।

স দৃষ্টান্তঃ" (১।১।২৫ গৌতম সূত্র) এই গৌতম সূত্র অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর দ্বারা স্বীকৃত প্রমাণসিদ্ধ বস্তুই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া এবং "রজতাদির উপাদান শুক্তিকা" ইহা আমরা স্বীকার করি না বলিয়া শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। ৪২।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—বিবর্ত্তবাদানুসারে কার্য্যমাত্রই স্বীয় উপাদানে অধ্যস্ত ; এজন্য রজত যেমন শুক্তিতে অধ্যস্ত হয়, এইরূপ ঘটাদিও মৃত্তিকাদিতে অধ্যস্তই হইয়া থাকে। সুতরাং বিবর্ত্তবাদানুসারে মৃদ্ঘটাদি শ্রৌত দৃষ্টান্ত সঙ্গতই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অধ্যস্ত বস্তু অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদি অধিষ্ঠান হইলে মৃত্তিকাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদিরও বাধ হইত ; কিন্তু তাহা হয় না। বাধ ব্যতীত বস্তুর আরোপিতত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অধ্যস্তত্বসিদ্ধিতে বাধই প্রমাণ। অবাধিত বস্তু অধ্যস্ত নহে। উপাদান মৃদাদির বিজ্ঞান হইলেও উপাদেয় ঘটাদি পূর্ব্ববৎ বিদ্যমানই থাকে। এজন্য উপাদেয় ঘটাদিকে প্রাতীতিক অর্থাৎ অধ্যস্ত বলা যায় না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অধ্যস্ত বস্তু দুই প্রকার ;—প্রাতীতিক ও ব্যাবহারিক। ঘটাদি-অধ্যস্ত বস্তু ব্যাবহারিক এবং শুক্তিরজতাদি অধ্যস্ত বস্তু প্রাতীতিক। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ বিবর্ত্তবাদে অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত বস্তু সমানসত্তাক হইতে পারে না। অথচ মৃদাদি উপাদান ও ঘটাদি উপাদেয়—এই উভয়ই সমানসত্তাক। মৃদাদির মত ঘটাদিও কারকব্যাপারসাধ্য এবং জলাহরণাদি কার্য্যজননসমর্থ বলিয়া মৃদাদি উপাদানের অবস্থাবিশেষ ঘটাদিরও মৃদাদির সমানসত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অধিষ্ঠান তাত্ত্বিকসত্তাযুক্ত হইয়া থাকে ও অধ্যস্ত বস্তু অতাত্ত্বিক সত্তাযুক্ত হয়। এজন্য ব্রহ্ম তাত্ত্বিক ও আকাশাদি প্রপঞ্চ অতাত্ত্বিক হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ তাঁহাদের মতে মৃদাদিরও তাত্ত্বিক সত্তা নাই বলিয়া ঘটাদি অধ্যাসের তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। অসত্য বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে শ্রৌত মৃদাদি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তাভাসই হইবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ঘটাদি উপাদেয় বস্তু মৃত্তিকাদিমাত্রে অধ্যস্ত নহে ; কিন্তু মৃদাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেই ঘটাদি উপাদেয় বস্তু অধ্যস্ত হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানত্ব মৃদাদিতে নাই ; কিন্তু চৈতন্যে আছে। মৃদাদি অধিষ্ঠানতার অবচ্ছেদকমাত্র। এজন্য মৃদাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান সংসারদশাতে সম্ভাবিত নহে বলিয়া সংসারদশাতে ঘটাদির বাধ হয় না। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার ভিন্ন অধ্যস্ত বস্তুর বাধ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ তাহা প্রমাণরহিত এবং শ্রৌত দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ। শ্রুতি মৃদাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের জ্ঞানদ্বারা সমস্ত মৃন্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে—এরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং দৃষ্টান্তশ্রুতির ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোল-

ন হি শ্রুতৌ মৃদাদ্যবচ্ছিন্নচেতনবিজ্ঞানেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি দৃষ্টান্ত উপন্যস্তঃ। কিন্তু মৃৎপিণ্ডমাত্র এব। তস্মাৎ কপোলকল্পিতপারিভাষিকমাত্রত্বাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্বমেব। ৪৩।

ননু "শুক্তৌ জ্ঞাতায়াং রূপ্যং তত্ত্বতো জ্ঞাতং ভবতি, সা হি তস্য তত্ত্বম্, এবং ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ব্বং তত্ত্বতো জ্ঞাতং ভবতি" ইতি বাচস্পতিমিশ্রৈর্ভামতীপ্রবন্ধে প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ "যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বম্, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বম্, দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রীভগবৎপাদৈর্ভাষ্যকারৈশ্চোক্তত্বাৎ কথং প্রলাপ ইতি চেন্ন, এবং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব জ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ উক্তঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তং সর্ব্বমিতি সাধারণশ্রবণাৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাযোগাৎ, "যেনাশ্রুতম্" ইত্যাদি শ্রুতিগতা-শ্রুতাদিপদবৈয়র্থ্যাচ্চ। ৪৪।

কিঞ্চ তত্ত্বং নাম স্বাসাধারণং স্বরূপং স্বাসাধারণধর্ম্মো বা, ন তু ভ্রমাধিষ্ঠানং শ্রৌতদৃষ্টান্তানাং মৃৎপিণ্ডাদীনাং ঘটাদ্যধিষ্ঠানত্বাভাবাৎ। অন্যথা রজতাদিবৎ ঘটাদীনামপি বাধপ্রসক্তেঃ। বাধাভাবান্যথা-

---

কল্পিত বলিয়া তাহা পরিভাষামাত্র। এজন্য শ্রৌত দৃষ্টান্ত তাঁহাদের মতে দৃষ্টান্তাভাসই বটে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য তাঁহাদের প্রদর্শিত শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তও দৃষ্টান্তাভাস। ৪৩।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—যেমন শুক্তি জ্ঞাত হইলে শুক্তিতে আরোপিত রজত তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে, শুক্তিই আরোপিত রজতের তত্ত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত আকাশাদিও তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মই আরোপিত আকাশাদির তত্ত্ব—ইহাই শ্রীবাচস্পতিমিশ্র ভামতীপ্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ভাষ্যকার শ্রীভগবৎপাদও বলিয়াছেন যে—যেমন ঘটাকাশ, করকাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে অনন্য অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেমন—মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি উষরাদি ভূমি হইতে অনন্য অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ ও অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বরূপতঃ অনুপাখ্যেয়, এইরূপ ভোগ্য ভোক্তৃ প্রভৃতি প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত এই সমস্ত প্রপঞ্চের কোনও সত্তা নাই—এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং যাহা ভাষ্যকার, ভামতীকার প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা প্রলাপ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আকাশাদি প্রপঞ্চই বস্তুতঃ যদি না থাকে, তবে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হইবে কে? ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মই জ্ঞাত হইয়া থাকেন—এইরূপই অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে। আর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা "সর্ব্বং বিদিতং ভবতি" শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুই না থাকিলে সাধারণ ভাবে বস্তুমাত্রের নির্দ্দেশক "সর্ব্ব" শব্দই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু—এরূপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে—"ব্রহ্মশ্রবণদ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানদ্বারা অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ৪৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—শুক্তি জ্ঞাত হইলে তাহাতে অধ্যস্ত রজত তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে,—এই তত্ত্ব বস্তুটি কি? নিজের অসাধারণ স্বরূপকেই তত্ত্ব বলা হয়, অথবা নিজের অসাধারণ ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। রজতের অসাধারণ স্বরূপ বা রজতের অসাধারণ ধর্ম্মই রজতের তত্ত্ব; কিন্তু রজতভ্রমের অধিষ্ঠানই রজতের তত্ত্ব—এরূপ বলা যায় না। শ্রৌত দৃষ্টান্তে মৃৎপিণ্ডাদি ঘটাদির অধিষ্ঠানও নহে; মৃৎপিণ্ডাদি ঘটাদির অধিষ্ঠান হইলে মৃৎপিণ্ডাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হইয়া পড়িত। মৃৎপিণ্ডাদির

নুপপত্তেরপ্যত্র প্রামাণ্যাৎ। এবং দার্ষ্টান্তেঽপি ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রপঞ্চাবাধদর্শনস্যাপি অনধ্যস্তত্বে মানত্বং বোধ্যম্। অন্যথা শুক্তিতত্ত্বজ্ঞানাৎ রূপ্যনাশবৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ব্বনাশাপত্ত্যা সর্ব্ববিজ্ঞানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অপি চ বাচারম্ভণশব্দস্য মিথ্যার্থকত্বে যোগরূঢ্যোরভাবাৎ বাচারব্ধকাব্যাদের্মিথ্যাত্বাদর্শনাৎ। বাগালম্বন-মাত্রমিতি ব্যাখ্যানে অশ্রুতকল্পনাৎ ত্বয়া নামধেয়মিত্যস্যাপি নামমাত্রং হ্যেতদিতি ব্যাখ্যাতত্বেন পৌনরুক্ত্যাচ্চ। ৪৫।

নন্নু "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ" ইতি স্মৃত্যা বাচারম্ভশব্দস্য মিথ্যাপরত্বদর্শনাৎ তথাত্রাপি বোধ্যমিতি চেন্ন, স্মৃতাবপি পূর্ব্বোক্তরূঢ্যাদ্যভাবেন ত্বদিষ্টপরত্বাভাবাৎ। তথাহি—দেহানাং প্রকৃত্যুপাদেয়ত্বেন প্রাকৃতত্বাবিশেষাৎ "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো" দেহবিষয়কপ্রশ্নোঽনর্থকঃ, প্রকৃতেঃ স্বতন্ত্রভিন্নতয়া নির্দ্ধারণরূপার্থশূন্যঃ, কিন্তু বাচারম্ভো বাগ্‌ব্যবহারযোগ্য ইতি স্মৃত্যর্থঃ। অন্যথা শব্দমাত্র-

---

জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হয় না বলিয়া ঘটাদি যে মৃৎপিণ্ডে অধ্যস্ত নহে, ঘটাদিও যে সত্য বস্তু, তাহাই সিদ্ধ হয়। যেমন দৃষ্টান্তে ঘটাদির সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, এইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের বাধ দেখা যায় না বলিয়া প্রপঞ্চও যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত নহে, অনধ্যস্ত প্রপঞ্চ যে পরমার্থ সত্য,—ইহাই সিদ্ধ হয়। যদি শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা শুক্তিতে অধ্যস্ত রজতের নাশের মত ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা সমস্ত বস্তুর নাশ হইত, তবে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহা প্রতিজ্ঞাবাক্যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইত কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারে শ্রৌত দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রৌত প্রতিজ্ঞা না হইয়া বাধিতই হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—শ্রুতিতে যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" বলা হইয়াছে, এই "বাচারম্ভণ"শব্দ মিথ্যার্থক হইতে পারে না। মিথ্যারূপ অর্থ বাচারম্ভণশব্দের যোগলভ্য অর্থও নহে এবং রূঢ়ি-লভ্য অর্থও নহে। বাক্‌দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের মিথ্যাত্ব দেখা যায় না। বাক্‌দ্বারা আরব্ধত্ব ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ যাহা যাহা বাগারব্ধ, যেমন কাব্যাদি, তাহা মিথ্যা, এইরূপ লোকে দেখা যায় না। সুতরাং "বাচারম্ভণম্" এই শব্দদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ যদি অদ্বৈতবাদিগণ "বাগালম্বনমাত্র" এইরূপ বলেন অর্থাৎ বিশ্ব বাগালম্বনমাত্র, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তবে বক্তব্য এই যে—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অশ্রুত-কল্পনা দোষ হইবে। কারণ শ্রুতি কার্য্যের বাগারব্ধত্বই বলিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের অবস্তুত্ব বলেন নাই। আরও কথা এই যে—এই শ্রুতিতে কার্য্যকে নামধেয় বলা হইয়াছে। এই "নামধেয়"শব্দের ব্যাখ্যাতে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন যে—কার্য্য নামধেয়মাত্র অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ নাই। বাচারম্ভণশব্দ ও নামধেয়শব্দ তাঁহাদের মতে একার্থক বলিয়া বাচারম্ভণশব্দের অর্থকেই নামধেয়শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করায় পুনরুক্ততা দোষই হইয়াছে। ৪৫।

যদি বলা যায়—মিথ্যাভূত বস্তুতেও "বাচারম্ভ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ" এই স্মৃতিবাক্যে "বাচারম্ভ"শব্দ মিথ্যা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ মিথ্যাভূত কার্য্যপ্রপঞ্চেও "বাচারম্ভ"শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ মিথ্যারূপ অর্থে বাচারম্ভশব্দের রূঢ়ি বা যোগরূঢ়ি নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্মৃতিতেও বাচারম্ভশব্দ অদ্বৈত-বাদিগণের অভিমত মিথ্যা অর্থের বোধক নহে। প্রদর্শিত স্মৃতির অর্থ এই যে—দেহ প্রকৃত্যুপাদানক বলিয়া অর্থাৎ দেহ প্রকৃতিরূপ উপাদানের উপাদেয় হয় বলিয়া তাহা প্রাকৃত। প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর স্বতন্ত্রতা নাই; কিন্তু তাহা পরতন্ত্র। সুতরাং "কো ভবান্" এইরূপ নির্দ্দেশ অর্থাৎ দেহবিষয়ক প্রশ্ন অনর্থক। প্রকৃতিপরতন্ত্র বলিয়া তাহার নির্দ্ধারণ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু দেহ বাচারম্ভ বটে, অর্থাৎ বাগ্‌ব্যবহারযোগ্য বটে। ইঁহাই প্রদর্শিত স্মৃতির অর্থ।

ন হি শ্রুতৌ মৃদাদ্যবচ্ছিন্নচেতনবিজ্ঞানেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি দৃষ্টান্ত উপন্যস্তঃ। কিন্তু মৃৎপিণ্ডমাত্র এব। তস্মাৎ কপোলকল্পিতপারিভাষিকমাত্রত্বাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্বমেব। ৪৩।

নন্ম "শুক্তৌ জ্ঞাতায়াং রূপ্যং তত্ত্বতো জ্ঞাতং ভবতি, সা হি তস্য তত্ত্বম্, এবং ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ব্বং তত্ত্বতো জ্ঞাতং ভবতি" ইতি বাচস্পতিমিশ্রৈর্ভামতীপ্রবন্ধে প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ "যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বম্, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বম্, দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রীভগবৎপাদৈর্ভাষ্যকারৈশ্চোক্তত্বাৎ কথং প্রলাপ ইতি চেন্ন, এবং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব জ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ উক্তঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তং সর্ব্বমিতি সাধারণশ্রবণাৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাযোগাৎ, "যেনাশ্রুতম্" ইত্যাদি শ্রুতিগতাশ্রুতাদিপদবৈয়র্থ্যাচ্চ। ৪৪।

কিঞ্চ তত্ত্বং নাম স্বাসাধারণং স্বরূপং স্বাসাধারণধর্ম্মো বা, ন তু ভ্রমাধিষ্ঠানং শ্রৌতদৃষ্টান্তানাং মৃৎপিণ্ডাদীনাং ঘটাদ্যধিষ্ঠানত্বাভাবাৎ। অন্যথা রজতাদিবৎ ঘটাদীনামপি বাধপ্রসক্তেঃ। বাধাভাবান্যথা-

---

কল্পিত বলিয়া তাহা পরিভাষামাত্র। এজন্য শ্রৌত দৃষ্টান্ত তাঁহাদের মতে দৃষ্টান্তাভাসই বটে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য তাঁহাদের প্রদর্শিত শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তও দৃষ্টান্তাভাস। ৪৩।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে—যেমন শুক্তি জ্ঞাত হইলে শুক্তিতে আরোপিত রজত তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে, শুক্তিই আরোপিত রজতের তত্ত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত আকাশাদিও তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মই আরোপিত আকাশাদির তত্ত্ব—ইহাই শ্রীবাচস্পতিমিশ্র ভামতীপ্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ভাষ্যকার শ্রীভগবৎপাদও বলিয়াছেন যে—যেমন ঘটাকাশ, করকাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে অনন্য অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেমন—মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি উষরাদি ভূমি হইতে অনন্য অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ ও অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বরূপতঃ অনুপাখ্যেয়, এইরূপ ভোগ্য ভোক্তৃ প্রভৃতি প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত এই সমস্ত প্রপঞ্চের কোনও সত্তা নাই—এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং যাহা ভাষ্যকার, ভামতীকার প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা প্রলাপ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আকাশাদি প্রপঞ্চই বস্তুতঃ যদি না থাকে, তবে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হইবে কে? ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মই জ্ঞাত হইয়া থাকেন—এইরূপই অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে। আর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা "সর্ব্বং বিদিতং ভবতি" শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুই না থাকিলে সাধারণ ভাবে বস্তুমাত্রের নির্দ্দেশক "সর্ব্ব" শব্দই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু—এরূপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে—"ব্রহ্মশ্রবণদ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানদ্বারা অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ৪৪।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—শুক্তি জ্ঞাত হইলে তাহাতে অধ্যস্ত রজত তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে,—এই তত্ত্ব বস্তুটি কি? নিজের অসাধারণ স্বরূপকেই তত্ত্ব বলা হয়, অথবা নিজের অসাধারণ ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। রজতের অসাধারণ স্বরূপ বা রজতের অসাধারণ ধর্ম্মই রজতের তত্ত্ব; কিন্তু রজতভ্রমের অধিষ্ঠানই রজতের তত্ত্ব—এরূপ বলা যায় না। শ্রৌত দৃষ্টান্তে মৃৎপিণ্ডাদি ঘটাদির অধিষ্ঠানও নহে; মৃৎপিণ্ডাদি ঘটাদির অধিষ্ঠান হইলে মৃৎপিণ্ডাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হইয়া পড়িত। মৃৎপিণ্ডাদির

নুপপত্তেরপ্যত্র প্রামাণ্যাৎ। এবং দার্ষ্টান্তেঽপি ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রপঞ্চাবাধদর্শনস্যাপি অনধ্যস্তত্বে মানত্বং বোধ্যম্। অন্যথা শুক্তিতত্ত্বজ্ঞানাৎ রূপ্যনাশবৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ব্বনাশাপত্ত্যা সর্ব্ববিজ্ঞানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অপি চ বাচারম্ভণশব্দস্য মিথ্যার্থকত্বে যোগরূঢ্যোরভাবাৎ বাচারব্ধকাব্যাদের্মিথ্যাত্বাদর্শনাৎ। বাগালম্বন-মাত্রমিতি ব্যাখ্যানে অশ্রুতকল্পনাৎ ত্বয়া নামধেয়মিত্যস্যাপি নামমাত্রং হ্যেতদিতি ব্যাখ্যাতত্বেন পৌনরুক্ত্যাচ্চ। ৪৫।

নন্থ "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ" ইতি স্মৃত্যা বাচারম্ভশব্দস্য মিথ্যাপরত্বদর্শনাৎ তথাত্রাপি বোধ্যমিতি চেন্ন, স্মৃতাবপি পূর্ব্বোক্তরূঢ্যাত্যভাবেন ত্বদিষ্টপরত্বাভাবাৎ। তথাহি— দেহানাং প্রকৃত্যুপাদেয়ত্বেন প্রাকৃতত্বাবিশেষাৎ "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো" দেহবিষয়কপ্রশ্নোঽনর্থকঃ; প্রকৃতেঃ স্বতন্ত্রভিন্নতয়া নির্দ্ধারণরূপার্থশূন্যঃ, কিন্তু বাচারম্ভো বাগ্‌ব্যবহারযোগ্য ইতি স্মৃত্যর্থঃ। অন্যথা শব্দমাত্র-

---

জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হয় না বলিয়া ঘটাদি যে মৃৎপিণ্ডে অধ্যস্ত নহে, ঘটাদিও যে সত্য বস্তু, তাহাই সিদ্ধ হয়। যেমন দৃষ্টান্তে ঘটাদির সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, এইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের বাধ দেখা যায় না বলিয়া প্রপঞ্চও যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত নহে, অনধ্যস্ত প্রপঞ্চ যে পরমার্থ সত্য,—ইহাই সিদ্ধ হয়। যদি শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা শুক্তিতে অধ্যস্ত রজতের নাশের মত ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা সমস্ত বস্তুর নাশ হইত, তবে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহা প্রতিজ্ঞাবাক্যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইত কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারে শ্রৌত দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রৌত প্রতিজ্ঞা না হইয়া বাধিতই হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—শ্রুতিতে যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" বলা হইয়াছে, এই "বাচারম্ভণ"শব্দ মিথ্যার্থক হইতে পারে না। মিথ্যারূপ অর্থ বাচারম্ভণশব্দের যোগলভ্য অর্থও নহে এবং রূঢ়ি-লভ্য অর্থও নহে। বাক্‌দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের মিথ্যাত্ব দেখা যায় না। বাক্‌দ্বারা আরব্ধত্ব ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ যাহা যাহা বাগারব্ধ, যেমন কাব্যাদি, তাহা মিথ্যা, এইরূপ লোকে দেখা যায় না। সুতরাং "বাচারম্ভণম্" এই শব্দদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ যদি অদ্বৈতবাদিগণ "বাগালম্বনমাত্র" এইরূপ বলেন অর্থাৎ বিশ্ব বাগালম্বনমাত্র, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তবে বক্তব্য এই যে—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অশ্রুত-কল্পনা দোষ হইবে। কারণ শ্রুতি কার্য্যের বাগারব্ধত্বই বলিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের অবস্তুত্ব বলেন নাই। আরও কথা এই যে—এই শ্রুতিতে কার্য্যকে নামধেয় বলা হইয়াছে। এই "নামধেয়"শব্দের ব্যাখ্যাতে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন যে—কার্য্য নামধেয়মাত্র অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ নাই। বাচারম্ভণশব্দ ও নামধেয়শব্দ তাঁহাদের মতে একার্থক বলিয়া বাচারম্ভণশব্দের অর্থকেই নামধেয়শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করায় পুনরুক্ততা দোষই হইয়াছে। ৪৫।

যদি বলা যায়—মিথ্যাভূত বস্তুতেও "বাচারম্ভ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন "কো ভবানিতি নির্দ্দেশো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ" এই স্মৃতিবাক্যে "বাচারম্ভ"শব্দ মিথ্যা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ মিথ্যাভূত কার্য্যপ্রপঞ্চেও "বাচারম্ভ"শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ মিথ্যারূপ অর্থে বাচারম্ভশব্দের রূঢ়ি বা যোগরূঢ়ি নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্মৃতিতেও বাচারম্ভশব্দ অদ্বৈত-বাদিগণের অভিমত মিথ্যা অর্থের বোধক নহে। প্রদর্শিত স্মৃতির অর্থ এই যে—দেহ প্রকৃত্যুপাদানক বলিয়া অর্থাৎ দেহ প্রকৃতিরূপ উপাদানের উপাদেয় হয় বলিয়া তাহা প্রাকৃত। প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর স্বতন্ত্রতা নাই; কিন্তু তাহা পরতন্ত্র। সুতরাং "কো ভবান্" এইরূপ নির্দ্দেশ অর্থাৎ দেহবিষয়ক প্রশ্ন অনর্থক। প্রকৃতিপরতন্ত্র বলিয়া তাহার নির্দ্ধারণ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু দেহ বাচারম্ভ বটে, অর্থাৎ বাগ্‌ব্যবহারযোগ্য বটে। ইহাই প্রদর্শিত স্মৃতির অর্থ।

স্যাপি বাগিন্দ্রিয়ারম্ভত্বসাম্যাৎ বাচেতি বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। অর্থাসত্ত্বেন বাগাদিপ্রয়োগস্য ত্বয়ৈবানুভূতত্বাৎ, ন তু ত্বদন্যৈঃ কৈশ্চিদিতি ভাবঃ। ৪৬।

ননু বাচারম্ভণনামধেয়পদাভ্যাং বিচারাসহত্বং বিবক্ষিতম্, তথাহি—ভূমিবিকারস্য ঘটাদেঃ স্বরূপবিচারে বিকারো মিথ্যা, ভূমিঃ সত্যা, তৎস্বরূপবিচারে চ সাপি মিথ্যা, তদ্ধেতুভূতাপঞ্চীকৃতভূতান্যেব সত্যানি, তৎস্বরূপবিচারে চ তেষামপি মিথ্যাত্বম্, কিন্তু তৎপরমকারণং ব্রহ্মৈব সত্যমিতি। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি সত্যমিত্যত্র হেতুর্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাঙ্মাত্রং বিচারাসহম্। তস্মাৎ নির্ব্বিকারং ব্রহ্মৈব সত্যমিতি চেন্ন, বিপরীতত্বাৎ। তথাচ বিকারস্য কারণাৎ পৃথক্‌সত্তাসিদ্ধ্যা স্বতন্ত্রসত্তাভাবমেব বোধয়তি শ্রুতিঃ, ন তু স্বরূপেণ মৃষাত্বম্। অন্যথা বিচারাসহত্বমাত্রেণ মিথ্যাত্বকল্পনায়াং ব্রহ্মণোঽপি "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ সদসদ্ভ্যাং বিচারাসহত্বেন মিথ্যাত্বপ্রসক্তের্দুর্ব্বারত্বাৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা সদসদ্ভ্যাং বিচারাসহত্বাৎ তব মতে পৃথিব্যাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ৪৭।

উক্ত শ্রুতির প্রদর্শিতরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে শব্দও বাগিন্দ্রিয়ারব্ধ হইয়া থাকে বলিয়া কেবল মিথ্যা অর্থকেই বাগিন্দ্রিয়ারব্ধ বলা সঙ্গত হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যা অর্থকে নামধেয় মাত্র বলিয়াছেন। নামধেয়মাত্রই স্বভাবতঃ বাক্‌নিষ্পাদ্য হয় বলিয়া শ্রুতিতে "বাচা" এই শব্দ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং মিথ্যা বস্তু শব্দালম্বনমাত্র বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে শব্দও মিথ্যা বস্তু বলিয়া শব্দকেও বাগালম্বন বলিতে হইবে। আর তাহাতে শ্রুতিস্থিত "বাচা" শব্দের ব্যর্থতাই হইবে। বস্তুতঃ শব্দমাত্রই সার্থক; অর্থরহিত শব্দই হইতে পারে না। অর্থ নাই, অথচ শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে—এরূপ কথা অদ্বৈতবাদিগণ ভিন্ন অন্য কেহ বলেন না। ৪৬।

যদি বলা যায়—বাচারম্ভণ ও নামধেয় এই দুইটি শব্দদ্বারা প্রপঞ্চের বিচারাসহত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পৃথিবীর বিকার ঘটাদির স্বরূপ বিচার করিলে বিকার ঘটাদি মিথ্যা ও ভূমিই সত্য—ইহাই প্রতীত হয়। পৃথিবীও পঞ্চীকৃত ভূত; এজন্য তাহাও অপঞ্চীকৃত ভূতের বিকার। এজন্য পঞ্চীকৃত পৃথিবী বিকার বলিয়া তাহাও মিথ্যা এবং পৃথিবীর উপাদান অপঞ্চীকৃত ভূতই সত্য। এই অপঞ্চীকৃত ভূতের স্বরূপ বিচার করিলেও তাহা ব্রহ্মের বিকার বলিয়া মিথ্যা এবং নির্ব্বিকার ব্রহ্মই পরম সত্য। শ্রুতিতে "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এইরূপ বলায় মৃত্তিকার যে সত্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহার হেতু মৃত্তিকা ঘটাদি বিকারের উপাদান। বিকারমাত্রই বাচারম্ভণ এবং নামধেয়। এই দুইটি শব্দদ্বারা বিকারমাত্রকে বিচারাসহ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে প্রদর্শিতরূপে নির্ব্বিকার ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলা হইয়াছে। বিকারের মিথ্যাত্ব এবং নির্ব্বিকার বস্তুর সত্যত্ব প্রতিপাদনই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায়।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যদ্বারা বিকারমাত্রের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই; কিন্তু বিকারাত্মক বস্তুর উপাদান হইতে পৃথক্‌সত্তা সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিকারাত্মক বস্তুর স্বতন্ত্রসত্তারাহিত্যই উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বতন্ত্রসত্তা এবং বিকারের পরতন্ত্রসত্তা—ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ; কিন্তু বিকারাত্মক বস্তুর স্বরূপতঃ মিথ্যাত্ব উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে। যদি বিকারাত্মক বস্তুর বিচারাসহত্বপ্রযুক্তই মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায়, তবে ব্রহ্মও সদসদ্রূপে বিচারাসহ বলিয়া ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইবে। "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" এই গীতাস্মৃতিতে ব্রহ্মকেও সদসদ্বিলক্ষণ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বাপত্তি দুর্ব্বার হইবে; আর ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—ব্রহ্ম মিথ্যা, সদসদ্ভ্যাং বিচারাসহত্বাৎ তব মতে পৃথিব্যাদিবৎ। এই অনুমানপ্রয়োগে ব্রহ্ম পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য এবং সৎ ও অসদ্রূপে বিচারাসহত্বই হেতু। যাহা সৎ ও অসৎরূপে

কিঞ্চ বিকারো নামধেয়মিত্যত্র সাক্ষাৎকণ্ঠরবেণ বিকারশব্দপাঠাদপি বিবর্ত্তাসিদ্ধেঃ। যদি শ্রুতের্ব্বিবর্ত্তোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, তর্হি বিকার ইতি মৃৎপিণ্ডাদিদৃষ্টান্তান্ চ ন শ্রাবয়েৎ, অপি তু ভ্রান্তির্নামধেয়মিতি ব্রূয়াৎ, শুক্তিরজতাদিদৃষ্টান্তান্ চ উপন্যস্যেৎ। ন হি বিবর্ত্তকার্য্যং বিকারঃ, অপি তু ভ্রমমাত্রম্, অন্যথা বিবর্ত্ত এব ন স্যাৎ। কিঞ্চ যদি নামরূপাত্মকং কার্য্যমনৃতমেব, তর্হি বেদান্তশাস্ত্রস্য তদ্বিচারস্য চাপি মৃষাত্বাবিশেষেণ তস্মাৎ সদ্রূপব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষস্যাপি কথমিব সিদ্ধিরিতি মনীষিভির্বৈদিকম্মন্যৈর্বিচারণীয়মেকাগ্রমনসা "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি শ্রুতেঃ, "সাধনং চেদবশ্যঞ্চ পরমার্থাস্তিতা ভবেৎ। সিদ্ধির্নাপরমার্থেন পরমার্থস্য যুজ্যতে॥" ইতি ভট্টপাদৈরুক্তত্বাচ্চ। ৪৮।

নন্বসত্যমপি প্রতিবিম্বং বিম্বস্য, রেখারোপিতো বর্ণশ্চার্থস্য, বর্ণদৈর্ঘ্যাদিকং নগো নাগ ইত্যর্থভেদস্য, শঙ্কাবিষং মরণস্য, সবিতৃসুষিরাদিশ্চারিষ্টাদেঃ, রজ্জুসর্পো ভয়কম্পাদেঃ, স্বাপ্নিক-স্ত্রীসঙ্গমঃ সুখস্য,

---

বিচারাসহ, তাহা মিথ্যা ; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ সৎ ও অসৎরূপে বিচারাসহ বলিয়া মিথ্যা। প্রদর্শিত গীতাস্মৃতি অনুসারে ব্রহ্মও বিচারাসহ বলিয়া মিথ্যা হইবে। ৪৭।

আরও কথা এই যে—শ্রুতিতে "বিকারো নামধেয়ম্" এইরূপ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে কার্য্যমাত্রকে শ্রুতি বিকারশব্দদ্বারাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু বিবর্ত্ত বা মিথ্যাশব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করেন নাই। আকাশাদি প্রপঞ্চের ব্রহ্মবিবর্ত্ততাই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তবে "বিকার"শব্দের উল্লেখ ও মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিতেন না। প্রত্যুত শ্রুতি কার্য্য প্রপঞ্চকে "বিকারো নামধেয়ম্" এইরূপ না বলিয়া "ভ্রান্তির্নামধেয়ম্" এইরূপই বলিতেন। আর শ্রুতি মৃৎপিণ্ডাদিকে দৃষ্টান্ত না করিয়া শুক্তিরজতাদিকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতেন। আরও কথা এই যে—বিকার বিবর্ত্তকার্য্য নহে ; যাহা যাহার বিবর্ত্ত, তাহা তাহার বিকার নহে। প্রত্যুত যাহা যাহার বিবর্ত্ত, তাহা তদ্বিষয়ক ভ্রমমাত্র। বিকার বিবর্ত্ত হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—যদি নামরূপাত্মক কার্য্য মিথ্যা হইত, তবে নামরূপাত্মক কার্য্যের অন্তর্গত বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষৎসমূহ ও বেদান্তবিচার অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রও মিথ্যা হইয়া যাইত। শাস্ত্র ও বিচার মিথ্যা হইলে তদ্দ্বারা সত্য ব্রহ্মের সিদ্ধি হইত না। মিথ্যাভূত শাস্ত্র হইতে সদ্রূপ ব্রহ্মভাবাপত্তিই মোক্ষ, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহারই বা সিদ্ধি হইত কিরূপে ? ইহা বৈদিকম্মন্য মনীষী অদ্বৈতবাদিগণের একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখা উচিত শ্রুতিই বলিয়াছেন যে—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সাধন পরমার্থ সত্য না হইলে তাহা সাধনই হইতে পারে না। ভট্টপাদ কুমারিলও বলিয়াছেন যে—যাহা সাধন, তাহা অবশ্যই পরমার্থ সত্য ; অপরমার্থ সাধন হইতে অর্থাৎ মিথ্যা সাধন হইতে পরমার্থ সত্য বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না। ৪৮।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত॥

সম্প্রতি "ভাবে চোপলব্ধেঃ" (২।১।১৫) সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—সত্য বস্তুই কারণ হইয়া থাকে ; অসত্য বস্তু কারণ হইতে পারে না। অসত্য বস্তু সত্য বস্তুর জনক হয় না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—অসত্য বস্তুও সত্য বস্তুর জনক হইতে দেখা যায়। যেমন অসত্য প্রতিবিম্ব সত্য বিম্বের সাধক হইয়া থাকে। রেখাতে আরোপিত বর্ণ সত্য অর্থের সাধক হইয়া থাকে। বর্ণে আরোপিত দৈর্ঘ্যাদি, বৃক্ষ কুঞ্জরাদি অর্থের সাধক হইয়া থাকে। যেমন "নগ"শব্দদ্বারা বৃক্ষের ও "নাগ"শব্দদ্বারা কুঞ্জররূপ অর্থবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। নগশব্দের অন্তর্গত অকারের হ্রস্বত্ব ও নাগশব্দের অন্তর্গত আকারের দীর্ঘত্ব আরোপিত। কারণ অকারাদি বর্ণ আকাশের গুণ বলিয়া তাহাতে হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্বাদি পরিমাণ থাকিতে পারে না। পরিমাণ গুণবস্তু। গুণে গুণ থাকে না। এজন্য

স্বাপ্নোঽর্থঃ শুভাশুভয়োঃ সাধকং দৃষ্টম্। আহ চ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"নৈষ দোষঃ, শঙ্কাদোষাদিনিমিত্ত-মরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি অসত্যস্বপ্ননিদর্শনেন সত্যসমৃদ্ধেঃ প্রতিপত্তিং দর্শয়তি, তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিদ্যাদিত্যুক্ত্বা "অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" ইত্যাদিনা তেন তেনাসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকে অন্বয়ব্যতিরেককুশলানামীদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি, তথা অকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ" ইত্যাদিনা, ইতি চেৎ তত্রাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"ভাবে চোপলব্ধেঃ (২।১।১৫) ইতি। ৪৯।

কারণস্য সদ্ভাবে সত্যেব কার্য্যোপলব্ধির্দৃষ্টচরা। যথা মৃদাদিভাবে এব ঘটাদিকার্য্যোপলম্ভো

নগ ও নাগ এই উভয় পদেই হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব আরোপিত। আরোপিত বস্তু সত্য নহে। অথচ হ্রস্বত্ব আরোপিত হইলেও নগশব্দদ্বারা সত্য বৃক্ষ বা পর্ব্বতের সিদ্ধি ও আরোপিত-দীর্ঘত্ব নাগশব্দদ্বারা সত্য কুঞ্জরের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ অসত্য শঙ্কাবিষদ্বারা সত্য মরণের সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সূর্য্যের মধ্যে মিথ্যাকল্পিত ঔৎপাতিক রন্ধ্রাদির দ্বারা সত্য অরিষ্টাদির সিদ্ধি হইয়া থাকে। অসত্য রজ্জুসর্প হইতে সত্য ভয়-কম্পাদির সিদ্ধি হইয়া থাকে। অসত্য স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গম হইতে সত্য সুখবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অসত্য স্বাপ্ন অর্থ সত্য শুভাশুভের সাধক হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—অসত্যও সত্যের সাধক হইতে পারে। সাধকতার উপপাদনের জন্য সাধকের সত্যত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। শঙ্কাবিষাদি হইতেও মরণাদি কার্য্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট না হইয়াও "আমি সর্পদষ্ট হইয়াছি" এইরূপ দৃঢ় ভ্রান্তিপ্রযুক্ত তাদৃশ ভ্রান্ত পুরুষের মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্বাপ্ন বস্তু অসত্য হইলেও সেই স্বাপ্ন অসত্য বস্তু, যেমন সর্প, জলাদি হইতে সর্পদংশন উদকস্নানাদি কার্য্য স্বপ্নে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অসত্য বস্তু যে সত্যের সাধক হয়, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন—"কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে স্বপ্নে যদি স্ত্রী দর্শন করে, তবে সেই স্ত্রীদর্শন হইতে অনুষ্ঠীয়মান কাম্য কর্ম্মের সমৃদ্ধি হইবে জানিতে পারা যায়।" অসত্য স্বাপ্ন স্ত্রীদর্শন হইতে সত্য সমৃদ্ধির প্রতিপত্তি হইয়া থাকে—ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন। অসত্য যেমন সত্য ইষ্টের সূচক, এইরূপ সত্য অনিষ্টেরও সূচক হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"মুমূর্ষু ব্যক্তির অরিষ্টদর্শন অসত্য হইলেও তাহা হইতে সত্য মৃত্যু সূচিত হইয়া থাকে।" আবার শ্রুতি বলিয়াছেন—"স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করা যায়, তবে সেই স্বপ্নদৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দ্রষ্টাকে বধ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাদৃশ স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ অচিরকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়—ইহা জানিতে পারা যায়।" এইরূপে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অসত্য স্বপ্নদর্শন হইতে সত্য মরণ সূচিত হয় বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—অন্বয়-ব্যতিরেককুশল পুরুষগণ "এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে শুভ হয়, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অশুভ হয়" ইহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও অসত্য হইতে সত্যের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। আরও বলিয়াছেন যে—রেখারূপ অসত্য অক্ষর হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। এতদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন যে—"ভাবে চোপলব্ধেঃ" (২।১।১৫)। ৪৯।

কারণের সদ্ভাব থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদি কারণের সদ্ভাব থাকিলেই ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে; অন্যথা হয় না। ইহাই প্রদর্শিত সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। সদ্বস্তুই উপাদান হইয়া

নান্যথা, ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। তস্মাৎ সদেব উপাদানমিতি সিদ্ধম্। নাপি পূর্ব্বোক্তব্যভিচারকল্পনা যুক্তা, সর্ব্বত্র কারণস্য সত্ত্বাৎ। তথাহি —বিম্বাভাববদবৃত্তিত্বরূপব্যাপ্তেঃ প্রতিবিম্বে সত্ত্বাৎ, তজ্জ্ঞানস্যৈব সতো বিম্বানুমিতিজনকত্বাচ্চ ন ব্যভিচারঃ। রেখায়াশ্চ বর্ণে পদার্থস্যার্থে ইব সঙ্কেতিতত্বেন রেখাস্মারিতবর্ণস্যৈব বোধকত্বাৎ রেখাভেদজ্ঞানবতামেব তথা বোধাৎ, দীর্ঘত্বাদিকং বর্ণগতং সত্যমেব, তার্কিকমতে নানা-দীর্ঘত্বাদয়োঽনিত্যা বর্ণাঃ; সিদ্ধান্তে তু নিত্যা এব, ত্বন্মতে তু অনিত্যা এব বর্ণাঃ। শাস্ত্রযোন্যধিকরণে

থাকে—ইহাই উক্ত সূত্র হইতে সিদ্ধ হয়। অসত্য কারণ হইতে কার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। অসত্য কারণ হইতেও সত্য কার্য্যের সিদ্ধি হয়—যাহা শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে সূত্রকারপ্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। সূত্রকার সবস্তু হইতেই কার্য্যের উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন। অসত্য হইতে সত্যের উপলব্ধি স্বীকার করিলে সূত্রকারপ্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার হইত বটে, কিন্তু তাহা হয় নাই। অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় না। শঙ্করাচার্য্যপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলিতেও অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি সমর্থিত হয় নাই। অসত্য সত্যের জনক—ইহার কোনও দৃষ্টান্তই নাই। আর প্রতিবিম্বকে যে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে, তাহাতেও প্রতিবিম্ব বিম্বের অব্যভিচারী—ইহাই সিদ্ধ হয়। বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্ব থাকে না বলিয়া "বিম্বাভাববদবৃত্তিত্ব"রূপ বিম্বের ব্যাপ্তি প্রতিবিম্বে আছে। স্বাভাববদবৃত্তিত্বই স্ব-এর ব্যাপ্তি। আর যে বলা হইয়াছে—মিথ্যা প্রতিবিম্বের জ্ঞান হইতে সত্য বিম্বের জ্ঞান হয়, তাহাতেও প্রতিবিম্বের জ্ঞান সত্য বস্তু বলিয়া সত্য জ্ঞান হইতেই বিম্বের অনুমিতি হইয়া থাকে। বিম্বানুমিতিজনকত্ব সত্য জ্ঞানে আছে; কিন্তু অসত্য প্রতিবিম্বে নাই। সুতরাং সত্যই জনক হইয়া থাকে—এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। অসত্য রেখারূপ অক্ষর হইতে সত্য অকারাদির প্রতিপত্তিতেও সূত্রকারপ্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার হইবে না। যেমন পদ অর্থে সঙ্কেতিত হয় বলিয়া পদজ্ঞান অর্থের স্মারক হইয়া থাকে, এইরূপ রেখা অকারাদি বর্ণে সঙ্কেতিত হয় বলিয়া রেখার জ্ঞান বর্ণের স্মারক হইয়া থাকে। সুতরাং রেখাজ্ঞান রেখাস্মারিত বর্ণের বোধক হয় বলিয়া সত্যেরই বোধকত্ব সিদ্ধ হয়; অসত্যের বোধকত্ব সিদ্ধ হয় না। যাহার রেখাবিশেষের বোধ আছে অর্থাৎ "এতাদৃশ রেখা এতাদৃশ বর্ণের বোধক" এইরূপ জ্ঞান আছে, তাদৃশ পুরুষেরই রেখাবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষের বোধ হইয়া থাকে।

আর যে বলা হইয়াছে—নগ, নাগাদি পদে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব মিথ্যা, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম সত্যই বটে তার্কিকমতে বর্ণ অনিত্য। এই অনিত্য বর্ণ গুণবস্তু বলিয়া তাহাতে দীর্ঘত্বাদি গুণ না থাকিলেও অনিত্য বর্ণের কারণ বায়ুরূপ ধ্বনির দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম আছে। আর তাহাই বর্ণে ভাসমান হয়। আমাদের সিদ্ধান্তে বর্ণ নিত্যই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বর্ণ অনিত্য। অদ্বৈতবাদিগণ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে বেদের অনিত্যত্বই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও তার্কিকমতে ধ্বনিগত দীর্ঘত্বাদি বর্ণে ভাসমান হয় বলিয়া তাহা সত্য নহে, তথাপি অসত্যের সত্যজনকত্ব সিদ্ধ হয় না। বর্ণগত অসত্য দীর্ঘত্বাদি প্রতীতিবিশেষের জনক নহে; কিন্তু দীর্ঘত্বাদির জ্ঞান সত্য বস্তু। আর তাহাই প্রতীতিবিশেষের জনক হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ব অসত্য হইলেও তাহার জ্ঞান যেমন সত্য, এইরূপ বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি অসত্য হইলেও তাহার জ্ঞান সত্য।* মূলগ্রন্থে "নানাদীর্ঘত্বাদয়ঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে,

---

* রেখাস্মারিত বর্ণসমূহে দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম বস্তুতঃ আছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেমন স্বরূপসত্তামাত্রেই অর্থবিশেষবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে; কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞাত হইয়া জ্ঞাপক হয় না। এইরূপ দীর্ঘত্বাদিও স্বরূপসত্তামাত্রেই অর্থ-বিশেষের জ্ঞাপক হইয়া থাকে,—ইহাই একটি পক্ষ। ২য় পক্ষ—বস্তুতঃ দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম বর্ণে নাই; তাহা আরোপিতই বটে। এই দ্বিতীয় পক্ষে দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম স্বরূপসত্তামাত্রে জ্ঞানের জনক হয় না; কিন্তু জ্ঞাত হইয়াই জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। বিষয় অসত্য হইলেও জ্ঞান সত্য বলিয়া

বেদানিত্যত্বস্য ত্বয়াঙ্গীকারাৎ। দীর্ঘত্বাদিজ্ঞানস্যৈব হেতুত্বেন মতান্তরেঽপি অনুপপত্ত্যভাবাৎ। শঙ্কানিমিত্ত-ভয়জন্যধাতুব্যাকুলতৈব মরণহেতুর্ন বিষম্। পুত্ত্রমরণশ্রবণবৎ ভারতযুদ্ধাদৌ ঘটোৎকচাদিভিঃ শক্তিবিশেষাৎ সৃষ্টমর্থক্রিয়াকারি গজাদিকং সত্যমেব। সবিতৃসুষির-রজ্জুসর্পজ্ঞানমেব অরিষ্টভয়াদিহেতুঃ, সত্যেঽপ্যর্থে তদজ্ঞানে ভয়াদ্যভাবাৎ। স্বাপ্নস্ত্রীজ্ঞানস্যৈব সুখহেতুত্বম্, ন তু তৎসঙ্গস্য, তদজ্ঞানাং তদভাবাৎ। স্বাপ্নিকপদার্থানামপি পরমাত্মসৃজ্যত্বেন সৎকার্য্যজনকত্বাৎ, নাসতঃ ক্বাপি কার্য্যকারিত্বমিতি ভাবঃ। ৫০।

কিঞ্চ একত্র সত এব অন্যত্র আরোপো নিয়তঃ, স্বরূপেণাসতঃ খপুষ্পাদেঃ ক্বচিদপি আরোপা-দর্শনাৎ। ন চারোপে তদ্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতম্, ন তু বিষয়সত্ত্বমপি ইতি ব্যচ্যম্, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্ভবাৎ। ননু শুক্তৌ রজতপ্রতীতিবৎ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতিবচ্চ ভেদপ্রতীতেরপি দোষমাত্রং

আমাদের পাদটীকা আলোচনা করিলে ইহার রহস্য বুঝা যাইবে। মূলগ্রন্থে যে "তার্কিকমতে" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—মাধ্বাদিমতে। নৈয়ায়িকমতে দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্মকে নানা বলা হয় নাই। যাঁহারা দীর্ঘত্বাদিকে আরোপিত বলেন, তাঁহাদের মতেও অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তির আপত্তি হয় না—ইহা বলাই হইয়াছে।

বিষশঙ্কানিমিত্তক মরণেও মিথ্যা বিষ হইতে মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু মিথ্যা বিষবিষয়ক জ্ঞান হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে ধাতুবৈষম্য উৎপন্ন হয়; আর তাহা হইতেই মৃত্যু ঘটে। অসত্য বিষ মৃত্যুর জনক নহে। যেমন পুত্ত্রের মৃত্যুশ্রবণে মৃত্যু ঘটে। এই মহাভারতের যুদ্ধাদিতেও ঘটোৎকচাদি রাক্ষস যোদ্ধগণ স্বীয় শক্তিবিশেষদ্বারা অর্থক্রিয়াসমর্থ সত্য গজাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং মিথ্যা গজাদি কার্য্যের জনক হয় নাই। এইরূপ সূর্য্যের মধ্যে ছিদ্র না থাকিলেও সেই অসত্য ছিদ্রের জ্ঞান অরিষ্টজনক হইয়া থাকে এবং অসত্য রজ্জু-সর্পবিষয়ক সত্য জ্ঞানই ভয়ের হেতু হইয়া থাকে। অর্থের জ্ঞান না হইলে অর্থ থাকিলেও ভয়াদি উৎপন্ন হয় না। স্বাপ্ন স্ত্রীর জ্ঞানই সুখের হেতু; কিন্তু স্বাপ্ন স্ত্রীসঙ্গ সুখের হেতু নহে। যাহার স্বাপ্ন স্ত্রীর জ্ঞান নাই, তাহার সুখও হয় না। স্বাপ্নিক পদার্থ পরমাত্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় বলিয়া তাহা পরমার্থ সত্য। স্বাপ্ন পদার্থের সুখজনকত্ব স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা অসত্যের জনকত্ব সিদ্ধ হইবে না। ৫০।

আরও কথা এই যে—কোনও স্থানে যে বস্তু সত্য আছে, তাহারই অন্যত্র আরোপ হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। আরোপে প্রধানের সত্তা নিয়ত অপেক্ষিত। নিষ্প্রধান আরোপ হয় না। যাহা স্বরূপতঃ অসৎ, যেমন

সত্য জ্ঞানেরই জনকত্ব সিদ্ধ হয়। প্রথম পক্ষে বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্ম কি? তাহা নির্ব্বচন করা আবশ্যক। বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি গুণপদার্থ নহে; কিন্তু দীর্ঘধ্বনিসন্নিহিতত্বই বর্ণে দীর্ঘত্ব। এইরূপ হ্রস্বত্বাদিও বুঝিতে হইবে। দীর্ঘধ্বনিব্যক্তত্বই বর্ণগত দীর্ঘত্ব। বর্ণে দীর্ঘত্ব না থাকিলেও বর্ণের কারণ বায়ুরূপ ধ্বনিতে দীর্ঘত্বাদি আছে। সুতরাং বস্তুতঃ দীর্ঘধ্বনিব্যক্তত্বরূপ ধর্ম্ম বর্ণে আছে। আর এতাদৃশ বর্ণগত দীর্ঘত্বাদিই প্রতীতিবিশেষের জনক। বর্ণগত এতাদৃশ দীর্ঘত্বাদি সত্য বস্তুই বটে। দ্রব্যগত দীর্ঘত্ব গুণপদার্থ; কিন্তু বর্ণগত দীর্ঘত্ব গুণপদার্থ নহে। পরন্তু তাহা দীর্ঘধ্বনি-ব্যঙ্গত্ব। সুতরাং এতাদৃশ দীর্ঘত্ব বর্ণে সত্যই বটে। প্রদর্শিতরূপে বর্ণগত দীর্ঘত্বের নির্ব্বচন পরিভাষামাত্র অর্থাৎ বর্ণের দীর্ঘত্ব পারিভাষিক। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্বনি বা নাদ যদি শব্দরূপ হয়, তবে তাহা গুণবস্তু বলিয়া তাহাতেও দীর্ঘত্বাদি গুণ থাকিতে পারিবে না। যদি বলা যায়—ধ্বনি বা নাদ শব্দ হইলেও তাহা গুণ নহে, কিন্তু তাহা দ্রব্য, তবে বর্ণকেও দ্রব্য বলা যাইত। সুতরাং ধ্বনি বা নাদ বর্ণের অভিব্যঞ্জক বায়ুমাত্র। আর তাহা দ্রব্য বলিয়া দীর্ঘত্বাদি গুণ তাহার আছে। এই পরিভাষারূপ প্রথমপক্ষ সঙ্গত বোধ না হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করা যাইতে পারে অর্থাৎ ধ্বনিগত দীর্ঘত্বই বর্ণে আরোপিত হইয়া থাকে। আরোপিত দীর্ঘত্ব অসত্য হইলেও তাহা স্বরূপসৎ কারণ নহে; কিন্তু তাহার জ্ঞানই কারণ। জ্ঞান সত্য বস্তু। সত্য বস্তুর জনকতা সর্ব্বসম্মত। অসত্য বস্তুর জনকতা ইহাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর ইহাই বৌদ্ধের প্রতি ভট্টবার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে—"সাধকং চেদবস্তু পরমার্থাস্তিতা ভবেৎ। সিদ্ধির্নাপরমার্থেন পরমার্থস্য যুজ্যতে"। এই সমস্ত কথা ন্যায়ামৃতাদি গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। (ন্যা—১৭৮ পৃঃ)

কারণমপেক্ষিতং ন বিষয়সদ্ভাব ইতি চেন্ন, ত্বন্মতে দোষমাত্রকারণস্যাপি তুচ্ছত্বসাম্যেন ততঃ প্রতীতিরূপ-কার্য্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ। কার্য্যস্য কারণসত্তাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। ন চ অসত্যস্যাপি আরোপিতসর্পস্য ভয়-কম্পাদিজনকত্বদর্শনাৎ উক্তহেতোর্ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, স্বরূপেণাসতঃ কার্য্যোৎপত্ত্যনুকূলশক্তিমত্ত্বাভাবাৎ। আরোপিতসর্পস্থলেঽপি সর্পজ্ঞানস্যৈব ভয়াদিহেতুত্বং নারোপিতবিষয়স্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অন্যথা সর্পজ্ঞানাভাববতো বালস্য ভ্রমো ভয়াদিশ্চ ভবেৎ, ন তু তদস্তি, প্রত্যুত সত্যসর্পস্যাপি বালৈঃ স্বহস্তস্পর্শ-দর্শনাৎ। ন চাসতোঽপি রজ্জুসর্পাদেঃ স্বজ্ঞানজনকতা ইব ভয়কম্পাদিজনকতাপি কিং ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্, তত্রাপি দোষস্যৈব জ্ঞানজনকত্বাৎ ন আরোপিতবিষয়স্য। অন্যথা অসত্যপি তমোদোষে রজ্জৌ সর্পজ্ঞানোৎপত্তিঃ কেন বার্য্যতে। তবাভিপ্রেতাসতঃ কারণস্য বিদ্যমানত্বাৎ। এবঞ্চ মৃগতৃষ্ণাজলেন মৃগাদীনাং তৃষ্ণানিবৃত্তিঃ, গুঞ্জারোপাগ্নিনা শীতনিবৃত্তিঃ, বিষারোপিতামৃতেন মরণাভাবঃ, শূদ্রাদ্ব্রাহ্মণ্যাং

খপুষ্পাদি, তাহার কোথাও আরোপ হয় না। যদি বলা যায়—আরোপে আরোপ্যের জ্ঞানমাত্রই অপেক্ষিত; কিন্তু আরোপে প্রধানীভূত বস্তুর পারমার্থিক সত্তা অপেক্ষিত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অসত্য বস্তুর প্রতীতিই অসম্ভব। যদি বলা যায়—শুক্তিতে যেমন অসত্য রজতের প্রতীতি হয়, রজ্জুতে যেমন অসত্য সর্পের প্রতীতি হয় যেমন মিথ্যা ভেদের প্রতীতি হয়, এইরূপ অন্যত্রও অসত্য বস্তুর প্রতীতি হইতে পারিবে। অসত্য বস্তুর প্রতীতিতে দোষমাত্রই অপেক্ষিত; বিষয়ের সদ্ভাব অপেক্ষিত নহে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ বিষয়নিরপেক্ষ দোষ-মাত্রজন্য প্রতীতির বিষয় অলীক অর্থাৎ তুচ্ছ। এই তুচ্ছ বস্তু হইতে প্রত্যক্ষপ্রতীতি উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণের সত্তাকে অপেক্ষা করিয়াই কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—অসত্য আরোপিত সর্পাদির ভয়-কম্পাদিজনকত্ব হইতে দেখা যায় বলিয়া কার্য্যের কারণ-সত্ত্বসাপেক্ষত্ব নিয়ম নাই। এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ স্বরূপতঃ অসদ্বস্তুর কার্য্যের অনুকূল শক্তিমত্ত্ব নাই। আরোপিত সর্পের জ্ঞানই ভয়াদির হেতু; কিন্তু আরোপিত সর্পাদি ভয়াদির হেতু নহে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরোপিত স্থলে সর্পের জ্ঞানই যদি ভয়াদির হেতু না হইত, তবে সর্পজ্ঞান যাহার নাই, এইরূপ বালকেরও সর্পভ্রম ও ভয়াদি উৎপন্ন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। প্রত্যুত সর্পজ্ঞান না থাকায় বালকের নিজ হস্তদ্বারা সর্প স্পৃষ্ট হইতে দেখা যায়।

ইহাতে যদি আপত্তি করা যায় যে—রজ্জুসর্পাদি অসৎ হইলেও তাহাতে যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জনকতা আছে, এইরূপ রজ্জুসর্পাদিতে ভয়কম্পাদির জনকতাও থাকিতে পারিবে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ রজ্জুসর্পাদি স্ববিষয় জ্ঞানের জনক নহে এবং ভয়কম্পাদিরও জনক নহে। অসৎ রজ্জুসর্পাদি জনকই হইতে পারে না। এজন্য দোষই রজ্জুসর্পাদি জ্ঞানের জনক। আরোপিত অসদ্বিষয় তাদৃশ জ্ঞানের জনক নহে। এইরূপ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ দোষ ব্যতীতই যদি জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত, তবে সর্ব্বদাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া উচিত ছিল। অসদ্বস্তুকে জ্ঞানের জনক বলিলে অসৎ সর্ব্বদাই একরূপ বলিয়া সর্ব্বদাই রজ্জুসর্পাদির জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। অসতের জনকত্ব স্বীকার করিলে মৃগতৃষ্ণিকারূপ জলদ্বারা মৃগাদির তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ গুঞ্জাপুঞ্জে আরোপিত অগ্নিদ্বারা শীতনিবৃত্তি হওয়া উচিত। বিষে আরোপিত অমৃতদ্বারা মরণের অভাব হওয়া উচিত। চণ্ডালে আরোপিত ব্রাহ্মণত্বদ্বারা তাহার বেদাধিকার হওয়া উচিত এবং তৎকৃত জ্যোতিষ্টোমাদির স্বর্গাদিজনকত্ব হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলে। এইরূপে দেহাদিতে আত্মত্বের আরোপ হইলে সেই আরোপিতাত্মত্ব দেহাদির শ্রবণ হইতে মুক্তি হওয়া উচিত। এইরূপ

জাতস্য চাণ্ডালস্য ব্রাহ্মণত্বেন জ্ঞাতস্য বেদাধিকারঃ, তৎকৃতযজ্ঞস্য জ্যোতিষ্টোমাদেঃ স্বর্গাদিজনকত্বম্, আরোপিতাত্মত্বাদেশ্চ দেহাদেঃ শ্রবণাদিতো মুক্তিঃ, স্বাপ্নিকযজ্ঞাদেশ্চ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিশ্চ স্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ সদেব উপাদানমিতি সিদ্ধম্। ৫১।

তথৈব কার্য্যমপি সদেবোৎপদ্যতে ইত্যাহ—"সত্ত্বাচ্চাবরস্য" (২।১।১৬) ইতি। অবরস্য কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাৎ, যত্র যস্যাভাবো ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা অগ্নের্ব্রীহ্যঙ্কুরাদিঃ সিকতাভ্যশ্চ তৈলমিত্যর্থঃ। যথা কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু ন ব্যভিচরতি, তথা কার্য্যরূপং বিশ্বমপি ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতীতি পরৈরপি তথৈবোক্তেঃ। অন্যথা "সদেব সোম্যেদম্" ইতি ইদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য ভূতকালীনসত্তাযোগ-শ্রবণস্য বাধাৎ। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনোঽবস্তুত্বেন .কালসম্বন্ধাসম্ভবাৎ। নহু স্বাপ্নরথাদিসৃষ্টিদর্শনে বিষয়স্য দুর্নিরূপত্বেন মৃষাত্বং সুপ্রসিদ্ধম্, তদ্বৎ জাগ্রৎপ্রপঞ্চস্যাপি মৃষাত্বমেব। তথাচ বিষয়াসিদ্ধ্যা তজ্-

---

স্বপ্নদশায় অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞাদি হইতে স্বর্গাদি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। অসৎ মৃগতৃষ্ণিকারূপ জলাদিদ্বারা স্বোচিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া সদ্বস্তুই কারণ হইয়া থাকে। এজন্য সদ্বস্তুই উপাদানও হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৫১।

কারণের সদ্রূপত্ব সমর্থন সমাপ্ত॥

এইরূপ কার্য্যও সদ্বস্তুই হইয়া থাকে। আর ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রকার "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" (২।১।১৩) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—অবর—অর্থাৎ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে ছিল। কারণকে পূর্ব্ব এবং কার্য্যকে অবর বলা হয়। কার্য্য অবরকালীন হইয়া থাকে। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য স্বীয় উপাদানে ছিল। উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কার্য্য যে উপাদানে থাকে না, তাহা হইতে সেই কার্য্য উৎপন্নও হয় না। যেমন অগ্নি হইতে ধান্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বালুকারাশি হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। যেমন কারণ ব্রহ্ম কালত্রয়ে সত্ত্বের ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ অসৎ হয় না, এইরূপ কার্য্যরূপ বিশ্বও তিন কালেই সত্ত্বের ব্যভিচার করে না অর্থাৎ তিন কালেই কার্য্য সৎ। এই কথা শাঙ্করভাষ্যেও বলা হইয়াছে। কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইত, তবে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে "ইদং"শব্দপ্রতিপাদ্য কার্য্যের ভূতকালীন সত্তাপ্রতিপাদন অসঙ্গত হইত। যাহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তাহা অবস্তু অর্থাৎ অসৎ। ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবকেই অত্যন্তাভাব বলে। সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব। বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তুরও এতাদৃশ অসত্ত্ব বুঝিতে হইবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অত্যন্তাভাব উপাদানে থাকিলে কার্য্য অত্যন্ত অসৎ হইবে। আর অসদ্বস্তু কালসম্বন্ধী হয় না বলিয়া শ্রুতিতে "ইদমাসীৎ" এইরূপে কার্য্যবস্তুর ভূতকালীন সত্তাপ্রতিপাদন অসঙ্গত হইয়া পড়িত।

যদি বলা যায়—"ন তত্র রথা" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বাপ্ন রথাদির সৃষ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথচ স্বাপ্ন প্রতীতির বিষয় রথাদি সদ্ বা অসদ্রূপে দুর্নিরূপ বলিয়া তাহা মিথ্যাই বটে। এই স্বপ্নসৃষ্ট রথাদির মত জাগ্রৎ-প্রপঞ্চেরও মিথ্যাত্বই হওয়া উচিত। জাগ্রৎপ্রপঞ্চেরও যেমন সৃষ্টি হয়, এইরূপ স্বাপ্নপ্রপঞ্চেরও সৃষ্টি হয়। সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চও স্বাপ্নপ্রপঞ্চের মতই মিথ্যা। মিথ্যা প্রপঞ্চবিষয়ক জ্ঞানও মিথ্যাই হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। স্বাপ্নপ্রপঞ্চও সত্যই বটে। স্বাপ্নপদার্থও ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া ঈশ্বরসৃষ্ট আকাশাদির মত তাহা সত্য। স্বাপ্নপদার্থ সত্য বলিয়া তাহার জ্ঞানও সত্য। সুতরাং স্বাপ্নজ্ঞানের সত্যত্বে কাহারও বিবাদ হইতে পারে না।

জ্ঞানমপি মৃষৈবেতি চেন্ন, বিষয়স্য তত্রাপি সত্ত্বাৎ। তথাহি—স্বাপ্নপদার্থস্য ঈশ্বরসৃজ্যত্বেন যাথাত্ম্যং সদ্রূপত্বাৎ, আকাশাদিবৎ। এবঞ্চ তদ্বিষয়কজ্ঞানযাথার্থ্যস্য বিবাদো নিরবকাশঃ। ননু যদি স্বাপ্নসৃষ্টিঃ পারমেশ্বরীয়া, তর্হি তাৎকালিকবাধো ন স্যাৎ, তৎসমীপবর্ত্তিভিরন্যপুরুষৈশ্চানুভূয়েত, ন তু তদস্তি, তস্মাৎ জীবসৃষ্টিরেব, অতস্তন্মিথ্যাত্বস্য সুতরাং সিদ্ধিরিতি চেন্ন, ন হি তাবদীশ্বরসৃষ্টেঃ সর্ব্বস্যা অপি আকাশাদিবৎ বহুকালাবস্থায়িত্বনিয়মো বক্তুং শক্যঃ, তৎসঙ্কল্পানুসারিত্বাৎ তৎকার্য্যস্য। তত্র কস্যচিদাকাশাদের্মহাপ্রলয়াবসানাবস্থিতিঃ, ইতরস্য চ দেবদত্তপুত্রাদের্যৎকিঞ্চিৎ কালাবস্থায়িত্বনিয়মঃ, কস্যচিৎ পদার্থস্য তাৎকালিকোৎপত্তিবিনাশযোগশ্চ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধঃ। তস্মাৎ স্থিতিকালস্য তৎকর্ত্তৃপরমেশ্বরসঙ্কল্পাধীনত্বেন বহ্বল্পকালাবস্থানানিয়মাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। নাপি সমীপবর্ত্তিভিরননুভূয়মানত্বং মিথ্যাত্বে নিয়ামকম্, দেবদত্তাদিমনোগতসুখাদেরন্যৈরননুভূয়মানত্বেঽপি তস্য মিথ্যাত্বাভাবাৎ। তথা প্রকৃতেঽপি বোধ্যম্। ৫২।

ন চ মনোগতসুখাদের্জীবজন্যত্বমাশঙ্কনীয়ম্, ঈশ্বরসৃজ্যত্বস্য শ্রীমুখগীতত্বাৎ "সুখং দুঃখম্" ইত্যারভ্য "ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব" ইতি বাক্যেন। কিঞ্চ তত্তৎপ্রাণিপুণ্যাপুণ্যানুরূপতত্তৎপুরুষানুভাব্যতাবৎ-

---

যদি বলা যায়—স্বাপ্নপদার্থ যদি পরমেশ্বরসৃষ্ট হইত এবং পরমেশ্বরসৃষ্ট বলিয়া তাহা সত্য হইত, তবে স্বাপ্নপদার্থের আকাশাদির মত বাধ না হওয়া উচিত ছিল এবং স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের সমীপবর্ত্তী অন্য পুরুষেরও তাহা অনুভূয়মান হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা ত হয় না। এজন্য স্বাপ্নপদার্থ জীবসৃষ্ট এবং তাহা মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুমাত্রই ঈশ্বরসৃষ্ট আকাশাদির মত নিয়মতঃ বহুকালস্থায়ী হইবে—এইরূপ বলা যায় না। ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুমাত্রই ঈশ্বরের সঙ্কল্পানুসারী। ঈশ্বরসৃষ্ট আকাশাদি কোন কোনও বস্তু ঈশ্বরসঙ্কল্প অনুসারে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। আবার ঈশ্বরসৃষ্ট কোন কোনও বস্তু দেবদত্তপুত্রাদি কিঞ্চিৎকালাবস্থায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট কোন কোনও বস্তুর উৎপত্তির পরেই বিনাশ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর স্থিতিকাল কর্ত্তা ঈশ্বরের সঙ্কল্পাধীন বলিয়া ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তু বহুকাল অবস্থিত হইবে বা অল্পকাল অবস্থিত হইবে—এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। এজন্য স্বাপ্নপদার্থ ঈশ্বরসৃষ্ট হইলেও তাৎকালিক বাধ হইতে পারে। স্বাপ্নবস্তু অল্পকাল স্থিত হয় বলিয়াই তাহার বাধ হইয়া থাকে। সমীপবর্ত্তী পুরুষ স্বাপ্নপদার্থ দর্শন করে না বলিয়া স্বাপ্নপদার্থ মিথ্যা হইবে এরূপ বলা যায় না। দেবদত্তাদির মনোগত সুখ-দুঃখাদি অন্যে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া সুখ-দুঃখাদির মিথ্যাত্ব হয় নাই; এইরূপ স্বাপ্নপদার্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ৫২।

যদি বলা যায়—মনোগত সুখ-দুঃখাদির কর্ত্তা জীব, ঈশ্বর নহে; কিন্তু তাহা অসঙ্গত। সুখ-দুঃখাদি যে ঈশ্বরসৃষ্ট, তাহা গীতাতে ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন। গীতাতে "সুখং দুঃখম্" ইত্যাদি "ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ" ইত্যাদিবাক্যে সুখ-দুঃখাদিকে ঈশ্বরসৃষ্ট বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে—স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের পুণ্য-পাপ কর্ম্মানুসারে সেই সেই পুরুষের অনুভাব্য তাবৎকালাবস্থানের অনুকূল ভগবৎসঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নপদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বাপ্নপদার্থ জীবসৃষ্ট নহে। বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পত্ব থাকে না। বদ্ধাবস্থাও জীব সত্যসঙ্কল্প হইলে জীবের সর্ব্বদা সুখই হইত; কখনও দুঃখ হইত না। জীব জাগ্রৎ সময়েও স্বীয় সঙ্কল্পানুসারেই সৃষ্টি করিতে পারিত; কিন্তু তাহা দেখা যায় না, তাহাতে প্রমাণও নাই এবং তাহা সম্ভাবিতও নহে।

আরও কথা এই যে—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" অর্থাৎ "জীব সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ জাগ্রত থাকে" "কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" অর্থাৎ "যে পুরুষ জীবের কাম্য (ভোগ্য) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে" "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম

কালাবস্থানানুকূলভগবৎসঙ্কল্পসৃষ্টা এব স্বাপ্নপদার্থাঃ, ন জীবসৃষ্টাঃ, তেষাং বদ্ধাবস্থায়াং সত্যসঙ্কল্পত্বাভাবাৎ। অন্যথা তেষাং সুখমেব সর্ব্বদা স্যাৎ, ন কদাচিদ্দুঃখযোগঃ। জাগ্রৎসময়েঽপি সঙ্কল্পানুসারিণীং সৃষ্টিং কুর্য্যুঃ, ন তু তথা দৃশ্যতে প্রমাণাভাবাৎ অসম্ভবাচ্চ। কিঞ্চ "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণস্তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠ—৫।৮) ইতি স্বাপ্নসৃষ্টিশ্রুত্যুক্তলিঙ্গানি ন কথমপি জীবাত্মনি অন্বেতুং শক্যানি পরমেশ্বরাসাধারণধর্ম্মত্বাৎ। বিশেষার্থস্তু তৃতীয়াধ্যায়ে তৎপ্রকরণে বক্ষ্যতে। তস্মাৎ পরমেশ্বরসৃজ্যা এব স্বাপ্নপদার্থা ইতি সিদ্ধম্। ৫৩।

কিঞ্চ তৎকার্য্যকারিত্বান্যথানুপপত্তিরপি তৎসত্যত্বে মানত্বেন অনুসন্ধেয়া। কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণত্বান্যথানুপপত্তিশ্চাপি স্বাপ্নপদার্থানাং তৎসৃজ্যত্বে প্রমাণমিতি সংক্ষেপঃ। এবং মিথ্যাত্বে প্রমাণাসিদ্ধ্যা কার্য্যজাতং সদেব স্বোপাদানব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধং চোপাদানাত্মকত্বাদুপাদেয়মাত্রস্যেতি সিদ্ধম্, "সদেব সোম্য" "ঐতদাত্ম্যম্" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি রাদ্ধান্তঃ। সদসচ্ছব্দয়োঃ পঞ্চমহাভূতপরত্বস্য শ্রুত্যৈব কণ্ঠরবেণ ব্যাখ্যাতত্বাৎ "যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চ তন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ" (বৃঃ ২।৩।২) ইতি শ্রুতেরিত্যাদিনা অধ্যাসনিরাসে পূর্ব্বমেব বিস্তরেণ প্রত্যুক্তত্বাৎ। অন্যথা "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে" ইতি স্মৃত্যা আত্মনোঽপি অনির্ব্বচনীয়ত্বপ্রসঙ্গাদিত্যপি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অলং বিস্তরেণ। ৫৪।

তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠ-২।৫।৮) অর্থাৎ "সেই স্বাপ্ন প্রপঞ্চের স্রষ্টা শুক্র ব্রহ্ম এবং অমৃত। শুক্রশব্দদ্বারা শুক্ল—নির্ম্মল—প্রকাশমান বলা হইয়াছে। তাদৃশ স্বাপ্নপ্রপঞ্চের স্রষ্টাতে সমস্ত লোক আশ্রিত হইয়াছে। তাঁহাকে কেহও অতিক্রম করিতে পারে না।" এই সমস্ত স্বাপ্নসৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে স্বাপ্নপ্রপঞ্চের স্রষ্টার যে অসাধারণ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই রূপ কখনও জীবাত্মার হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রদর্শিত রূপগুলি পরমেশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। স্বাপ্নসৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলির বিশেষ অর্থ তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাপ্নসৃষ্টিপ্রকরণে বিশেষভাবে বলা যাইবে। সুতরাং স্বাপ্নপ্রপঞ্চ পরমেশ্বরসৃষ্ট—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৫৩।

আরও কথা এই যে—স্বাপ্নবস্তুর স্বোচিত কার্য্যকারিত্বের অন্যথানুপপত্তিও স্বাপ্নবস্তুর সত্যত্বে প্রমাণ। অসদ্বস্তুর কার্য্যকারিত্ব নাই। স্বপ্নদৃষ্ট জলাদিদ্বারা পানাবগাহনাদি স্বলোচিত অর্থক্রিয়া হইয়া থাকে। স্বাপ্নবস্তু অসৎ হইলে তাহা হইতে পারিত না। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মই সর্ব্বকার্য্যের কারণ। এই সর্ব্বকারণত্বের অন্যথানুপপত্তিও ব্রহ্মের স্বাপ্নকার্য্যের স্রষ্টৃত্বে প্রমাণ। ব্রহ্ম যদি স্বাপ্নপদার্থ সৃষ্টির কারণ না হইতেন, তবে তাঁহাকে সমস্ত কার্য্যের কারণ বলা যাইত না। এইরূপে কার্য্যমাত্রের মিথ্যাত্বে কোনও প্রমাণ না থাকায় কার্য্যমাত্রই সৎ, ইহাই সিদ্ধ হইল। কার্য্যের সত্ত্ব কার্য্যোপাদান ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধত্বরূপ। সৎস্বরূপ ব্রহ্মই কার্য্যের উপাদান। কার্য্য এই উপাদান হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। এই অপৃথক্‌সিদ্ধত্বই কার্য্যের সত্ত্ব। "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যন্ত শ্রুতিদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। উপাদেয়মাত্রই উপাদানাত্মক। "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" (গী-১৩।১৩) এই স্মৃতিতে সদসৎশব্দ দ্বারা আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ভূতত্রয় "সৎ" শব্দদ্বারা এবং বায়ু ও আকাশ "অসৎ" শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর "যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাৎ" এই শ্রুতিতেই ইহা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা অধ্যাসনিরাসপ্রকরণে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি সদসদ্বিলক্ষণ বলায় মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইত, তবে "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা আত্মারও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইত। আর এ সকল কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ৫৪।

নন্বু মাস্তু কার্য্যস্য অধ্যস্তত্বাসিদ্ধ্যা মিথ্যাত্বমনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, কিন্তু অসত্ত্বমেবাস্তু প্রপঞ্চস্য, তত্র শ্রুতিপ্রমাণস্য সত্ত্বাৎ—ইত্যাক্ষিপ্য উত্তিষ্ঠন্তি অসৎকার্য্যবাদিনো বৈশেষিকাদয়ঃ অসদ্ব্যপদেশাদিতি। তথাচ তেষাময়মভিপ্রায়ঃ—কার্য্যমসদেব কারণবৈলক্ষণ্যাৎ। তথাহি—ন হি কার্য্যকারণবিষয়কজ্ঞানস্যৈক-রূপত্বনিয়মঃ শব্দভেদাৎ, ঘটঃ পট ইতি শব্দাৎ কার্য্যপ্রত্যয়ঃ, মৃৎ তন্তব ইতি শব্দাৎ কারণপ্রত্যয়ঃ। জলাহরণাদি দেহাচ্ছাদনাদি চ ঘটপটাদেঃ কার্য্যস্য ফলম্, কুড্যনির্ম্মাণাদি রজ্জুনির্ম্মাণাদি চ মৃৎতন্ত্বাদিকারণস্য ফলম্। ন হি ঘটাদিনা কুড্যনির্ম্মাণাদিসম্ভবঃ, নাপি মৃদাদিনা জলাহরণাদিসম্ভবশ্চেতি অন্বয়ব্যতিরেকেণ ফলভেদাচ্চ। কালভেদাদপি প্রাক্‌কালীনং কারণম্, উত্তরকালীনঞ্চ কার্য্যম্, আকৃতিসংখ্যাভেদাচ্চ, পিণ্ডাকারমেকসংখ্যাকঞ্চ কারণম্, কম্বুগ্রীবপৃথুবুধ্নোদরাকারমনেকসংখ্যাকঞ্চ কার্য্যম্। কিঞ্চ কার্য্যস্য সত্ত্বে কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যাচ্চ, ইত্যাদিভ্যো হেতুভ্যঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বমিতি তাৎপর্য্যেণ শক্যতে কাণাদাদিভিঃ। নন্বু "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিভিঃ কার্য্যস্যোৎপত্তেঃ প্রাক্‌কালে অসত্ত্বব্যপদেশাৎ কথং সত্ত্বমিতি। ৫৫।

তত্রোত্তরমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—নেতি। প্রাগপি কার্য্যস্য অসত্ত্বং ব্যপদিশ্যতে ইতি নাশাসনীয়ম্। তত্র হেতুমাহ—ধর্ম্মান্তরেণেতি। অভিব্যক্তনামরূপাৎ সত্ত্বধর্ম্মাৎ ধর্ম্মান্তরমনভিব্যক্তনামরূপমসত্ত্বম্, তেনেয়ং

অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডনারম্ভ

কার্য্যের অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ না থাকায় কার্য্যের অধ্যস্তত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হইলেও প্রপঞ্চরূপ কার্য্যের অসত্ত্ব হইতে পারিবে। কার্য্যের অসত্ত্বে শ্রুতিপ্রমাণই আছে—এইরূপ মনে করিয়া বৈশেষিকগণ সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধান্তে আক্ষেপ প্রদর্শন করেন যে—"অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেৎ" (২।১।১৭ ব্রঃ সূঃ)। অসৎকার্য্যবাদী বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় এই যে—কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া কার্য্য অসৎ। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন নহে। অভিন্ন হইলে কারণ সৎ বলিয়া কার্য্যও সৎ হইত। কার্য্য ও কারণ যে ভিন্ন, তাহা কার্য্য ও কারণবিষয়ক ভেদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে কার্য্যবিষয়ক ও কারণবিষয়ক জ্ঞানের ঐক্য থাকিত। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে তাহার প্রতিপাদক শব্দও এক হইত। জ্ঞানভেদপ্রযুক্ত, শব্দভেদপ্রযুক্ত ও অর্থক্রিয়াভেদ-প্রযুক্ত কার্য্য ও কারণের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঘট, পট ইত্যাদি শব্দদ্বারা কার্য্যের প্রতীতি হয়। মৃত্তিকা ও তন্তু প্রভৃতি শব্দদ্বারা কারণের প্রতীতি হয়। ঘট ও পট কার্য্যের ফল জলাহরণ ও দেহাচ্ছাদন। মৃত্তিকা ও তন্তুরূপ কারণের ফল কুড্যনির্ম্মাণাদি ও রজ্জুনির্ম্মাণাদি। ঘটাদি কার্য্যের ফল কুড্যনির্ম্মাণাদি নহে এবং মৃদাদি কারণের ফলও জলাহরণাদি নহে। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা কার্য্য ও কারণের ফলভেদ হইয়া থাকে। কালভেদপ্রযুক্তও কার্য্য-কারণের ভেদ সিদ্ধ হয়। কারণ পূর্ব্বকালীন হয় এবং কার্য্য উত্তর-কালীন হইয়া থাকে। এইরূপ আকৃতি ও সংখ্যাভেদ প্রযুক্তও কার্য্য ও কারণ ভিন্ন। মৃত্তিকারূপ কারণ পিণ্ডাকার ও একত্বসংখ্যাযুক্ত। আর কার্য্য ঘট কম্বু-গ্রীবাদিবিশিষ্ট ও পৃথুবুধ্নোদরাকার এবং অনেকত্বসংখ্যাযুক্ত। আরও কথা এই যে কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ হইলে অর্থাৎ উপাদানে বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যের উৎপাদনের জন্য কারকসমূহের ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িত। এই সমস্ত হেতু হইতে কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—ইহাই সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়ে কণাদমতানুসারী বৈশেষিক আচার্য্যগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্বের শঙ্কা করিয়া থাকেন। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৫৫।

বৈশেষিক আচার্য্যগণের এইরূপ শঙ্কা অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"ন" উক্ত

শ্রুতিঃ অসত্ত্বং ব্যপদিশতি ; ন তু স্বরূপাসত্ত্বম্। অনভিব্যক্তনামরূপকমতিসূক্ষ্মমাসীদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ বাক্যশেষাদিতি। উপক্রমে জাতে সংশয়ে বাক্যশেষাদ্বিনিশ্চীয়তে তাৎপর্য্যমিতি প্রেক্ষাবতাং প্রক্রিয়া। তথাচোপক্রমে অসদিতি নির্দ্দিষ্টম্ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি, তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে শ্রুত্যা "তৎ সদাসীৎ" ইতি অসত্ত্বসংশয়ং বারয়তি। অসতঃ কালত্রয়সম্বন্ধাযোগাৎ, তথাত্বে চ আসীদিতি প্রয়োগানুপপত্তেঃ। সচ্ছব্দেন পরামর্শানুপপত্তেশ্চ। ৫৬।

অপি চ "অসদ্বা ইদম্" ইত্যত্রাপি "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি বাক্যশেষে বিশেষশ্রবণাৎ ন স্বরূপাসত্ত্বম্, কিন্তু অব্যক্তনামরূপকত্বাদতিসূক্ষ্মং বস্তু অসচ্ছব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কার্য্যং সদেব উপলভ্যমানত্বাৎ। ন হি অত্যন্তাসতঃ খপুষ্পাদেঃ ক্বাপ্যুপলব্ধিরিষ্টা চোপপন্না বা। যত্তুক্তং কারণবৈলক্ষণ্যাদিতি কার্য্যাসত্ত্বে হেতুঃ, সোঽপি স্বরূপাসিদ্ধত্বেনাভাসরূপ এব। ন হি কারণান্বয়হীনং কার্য্যং ক্বাপ্যুপলভ্যতে। নাপি কালভেদাৎ তয়োরত্যন্তভেদো বক্তুং শক্যঃ, তস্যাবস্থাভেদবিষয়কত্বাৎ ন দ্রব্যপরত্বমসম্ভবাৎ। কারণাবস্থাভেদেনৈবাকারসংখ্যাফলাদিভেদস্যাপ্যুপপদ্যমানত্বেন উক্তদোষাযোগাৎ। অন্যথা বালস্যাপি অবস্থাভেদেন স্বরূপভেদোঽঙ্গীক্রিয়তাং তর্কনিপুণৈঃ। তথাত্বে চ যোঽহং পিতুরুৎসঙ্গে

হেতুসমূহদ্বারা কার্য্যের অসত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। সূত্রকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে—"ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ", ইহার অর্থ—অভিব্যক্তনামরূপ সত্ত্ব ধর্ম্ম হইতে অনভিব্যক্তনামরূপ অসত্ত্ব ধর্ম্মই ধর্ম্মান্তর। এই অনভিব্যক্তনামরূপদ্বারা শ্রুতি কার্য্যের অসত্ত্ব ব্যপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু কার্য্যের স্বরূপতঃ অসত্ত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অনভিব্যক্তনামরূপ অতিসূক্ষ্ম ছিল। ইহাই শ্রুতির অর্থ। ধর্ম্মান্তরদ্বারাই শ্রুতি যে কার্য্যের অসত্ত্ব ব্যপদেশ করিয়াছেন, সূত্রকার তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—শ্রুতির বাক্যশেষ হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। বাক্যের উপক্রমে যে বাক্যতাৎপর্য্য সন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হয়, বাক্যশেষদ্বারা সেই তাৎপর্য্যের নিশ্চয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রেক্ষাবান্‌গণের প্রক্রিয়া। "সন্দিগ্ধে বাক্যশেষাৎ" ইহাই জৈমিনিসূত্র। শ্রুতি উপক্রমে কার্য্যকে অসদ্রূপে নির্দ্দেশ করিলেও অর্থাৎ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এইরূপ বলিলেও বাক্যশেষে শ্রুতি এই অসৎ কার্য্যকে তৎ-শব্দদ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্রূপত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "তৎ সদাসীৎ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যের অসত্ত্ব-সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। অসৎ কালসম্বন্ধী হয় না। অথচ শ্রুতি এই অসৎ কার্য্যকে "আসীৎ"-পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে কার্য্যের অতীতকালসম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কার্য্য যদি স্বরূপতঃ অসৎ হইত, তবে তাহাকে "তৎ সদাসীৎ" এইরূপ সৎশব্দদ্বারা পরামর্শ করাও অসঙ্গত হইয়া পড়িত। ৫৬।

আরও কথা এই যে—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই স্থলেও "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই বাক্যশেষে অসৎ কার্য্যকে আত্মশব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করায় কার্য্য স্বরূপতঃ অসৎ হইতে পারে না। এজন্য এইরূপই উপক্রমনির্দ্দিষ্ট অসৎ-শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে যে—অব্যক্তনামরূপ অতিসূক্ষ্ম বস্তু কার্য্যকেই শ্রুতি অসৎশব্দদ্বারা বলিয়াছেন। সুতরাং কার্য্য সৎই বটে ; যেহেতু তাহা উপলভ্যমান। অত্যন্ত অসৎ গগনকুসুমাদি কোনও স্থলেই উপলব্ধ হয় না। অসতের উপলব্ধি যুক্তিবিরুদ্ধও বটে।

আর যে বৈশেষিকগণ বলিয়াছেন—কারণবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত কার্য্য অসৎ হইবে, তাহাও অসঙ্গত। "কার্য্যমসৎ-কারণবৈলক্ষণ্যাৎ" এইরূপ অনুমানপ্রয়োগে কারণবৈলক্ষণ্যরূপ হেতু স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়া তাহা হেত্বাভাস। কারণ সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণানুগতরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে অর্থাৎ কারণের সহিত অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে। কার্য্য কারণান্বয়-রহিত হইয়া কোথাও প্রতীত হয় না।

অক্রীড়ম্, সোঽহং বৃদ্ধো বালান্ লালয়ামি ইতি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তেঃ। কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপি তস্য ভাবে কারকব্যাপারস্য বৈয়র্থ্যম্, পূর্ব্বানভিব্যক্তস্য অভিব্যঞ্জনেনৈব তস্য সার্থক্যোপপত্তেঃ। অন্যথা অসতোঽভিব্যক্ত্যঙ্গীকারে কারকাদিব্যাপারেণ অগ্নের্যবাদীনাম্, জলমন্থনাদ্ ঘৃতাদেঃ, সিকতাভ্যশ্চ তৈলস্যাপি অভিব্যক্তিপ্রসঙ্গাৎ। ৫৭।

কিঞ্চ অসৎকার্য্যবাদিনামপি কারকব্যাপারোঽনুপপন্ন এব। প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য অসত্ত্বাৎ কার্য্যাদন্যত্রৈব কারকব্যাপারেণ ভবিতব্যম্। তত্রান্যত্বাবিশেষাৎ তন্তুগতকারকব্যাপারেণ ঘটাদীনামুৎপত্তি-প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ নাসত্ত্বং কার্য্যস্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ইতি উভাভ্যাং হেতুভ্যাং কার্য্যস্য সত্ত্বং নিশ্চীয়ত ইত্যক্ষরার্থঃ। তত্র যুক্তির্নাম অনুপপত্তিনিরাসেন উপপত্তিসমর্থনেন বস্তুনির্ণায়ক-বাগ্‌বিসর্গঃ। তথাহি—যদি অসদেব কার্য্যম্, তর্হি দধ্যর্থিভিঃ ক্ষীরস্যৈব ঘটার্থিভিশ্চ মৃদ এব গ্রহো ন

আরও কথা এই যে—কার্য্য ও কারণের কালভেদ আছে বলিয়া কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদই স্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ বলা যায় না। কার্য্য কারণেরই অবস্থাবিশেষ। উপাদানকারণের অবস্থাবিশেষই কার্য্য। অবস্থা-ভেদনিবন্ধনই কার্য্য ও কারণের ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে। উপাদানদ্রব্য হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। উপাদানদ্রব্য নানা অবস্থাপন্ন হইলেও উপাদানদ্রব্যের ভেদ হয় না। উপাদানকারণের অবস্থাভেদদ্বারাই আকার, সংখ্যা ও ফলাদির ভেদ উপপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া আকারাদির ভেদনিবন্ধন কার্য্য ও কারণের অত্যন্তভেদ সিদ্ধ হয় না। অসৎকার্য্যবাদী বৈশেষিকগণ আকারাদির ভেদনিবন্ধনই কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ বলিয়াছিলেন। একটি উপাদানদ্রব্যই অবস্থা-ভেদনিবন্ধন নানাত্বব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। এরূপ স্বীকার না করিলে একটি পুরুষেরই বাল্যাদি অবস্থাভেদে স্বরূপের ভেদের আপত্তি হইয়া পড়িবে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ একটি পুরুষেরই নানাত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। যে বাল্যাবস্থায় ছিল, সেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবস্থাভেদনিবন্ধন পুরুষস্বরূপের ভেদ স্বীকার করিলে "যে আমি বাল্যে পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়াছিলাম, সেই আমি বৃদ্ধাবস্থায় বালকগণের লালন করিতেছি" এইরূপ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞাও অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যুপগমরূপ দোষদ্বয়েরও আপত্তি হইয়া পড়িবে। যৌবনাবস্থ পুরুষ বৃদ্ধপুরুষ হইতে ভিন্ন হইলে যৌবনাবস্থায় কৃতকর্ম্মের ফল বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ করিতে পারিল না। বৃদ্ধাবস্থায় যে ফল ভোগ করিল, সে তাহা নিজে করে নাই।

আরও কথা এই যে—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎ হইলে কারকব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত অবস্থার অভিব্যঞ্জনদ্বারাই কারকব্যাপার সার্থক হইতে পারিবে। কারকব্যাপারদ্বারা অসদ্বস্তুর অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে কারকব্যাপারদ্বারা অগ্নি হইতে যবাদি শস্যের, জলমন্থন হইতে ঘৃতাদির এবং ধুলিরাশি হইতে তৈলের অভিব্যক্তি হইতে পারিত। ৫৭।

আরও কথা এই যে—অসৎকার্য্যবাদিগণের মতেও কারকব্যাপার অসঙ্গতই বটে। কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য উপাদানে নাই। উপাদান উপাদেয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। এজন্য উপাদানগোচর কারকব্যাপার কার্য্যগোচর কারকব্যাপার নহে—ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে অন্যত্র কারকব্যাপারদ্বারা অন্যের উৎপত্তি হয়—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্র কারকব্যাপারদ্বারা অন্যের উৎপত্তি হয় স্বীকার করিলে তন্তুগত কারকব্যাপারদ্বারাও ঘটাদির উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইত। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ—এইরূপ বলা অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে—ব্রহ্মসূত্রকার "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" এই সূত্রাংশদ্বারাও অসৎকার্য্যবাদ নিরসনপূর্ব্বক সৎকার্য্য-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। যুক্তি ও শব্দান্তর—এই দুইটি হেতুদ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎ—ইহাই নিশ্চিত হইয়া

স্যাৎ। প্রত্যুত বিপর্য্যয়শ্চ স্যাৎ, দধ্যর্থিভিঃ মৃদাদিগ্রহঃ, ঘটার্থিভিশ্চ ক্ষীরাদিগ্রহঃ স্যাৎ, অসত্ত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বত্র। ন তু তদস্তি, তস্মান্ন তথা। অতঃ কারণে ব্যক্তাব্যক্তোভয়াবস্থায়াং কার্য্যস্য সদ্ভাব এব স্থূলসূক্ষ্মব্যবস্থয়া সদসৎপদাভ্যাং শ্রুত্যা ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথা সর্ব্বত্র সর্ব্বাভাবাবিশেষেণ জলমন্থনাদপি কিমিতি ঘৃতং নোৎপদ্যতে, অগ্নেশ্চ অঙ্কুরাদিঃ কথং ন জায়তে। ৫৮।

নন্থ সাম্যেঽপি অসত্ত্বে ক্ষীরে এব দধিঘৃতাদেঃ কশ্চিদতিশয়ো ন মৃদাদৌ, মৃদি এব ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীরাদাবিতি চেন্ন, অতিশয়াঙ্গীকারে প্রাগবস্থায়ামসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধেতি। ন চ সৎকার্য্যবাদে কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যম্, তস্য পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। কিঞ্চ কারণস্য কার্য্যাকারব্যবস্থাপকত্বেনৈব তস্য সার্থকত্বাৎ। কার্য্যাকারাণাঞ্চ কারণাত্মকত্বনিয়মাৎ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। ইত্যাদিযুক্তেঃ কার্য্যস্য

থাকে। প্রদর্শিত সূত্রাংশের ইহাই অক্ষরার্থ। যুক্তিকথার অর্থ এই যে—অনুপপত্তি নিরাসপূর্ব্বক উপপত্তিসমর্থনদ্বারা বস্তুনির্ণায়ক বাক্যরচনা। এস্থলে যুক্তি এই যে—যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য উপাদানে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইত, তবে দধ্যর্থী পুরুষ ক্ষীরেরই উপাদান করিত না এবং ঘটার্থী পুরুষ মৃত্তিকারই উপাদান করিত না। প্রত্যুত বিপর্য্যয়ই হইত। দধ্যর্থী পুরুষ মৃদাদির ও ঘটার্থী পুরুষ ক্ষীরাদির উপাদান করিত। অসৎকার্য্যবাদীর মতে ক্ষীরেও যেমন দধি নাই, এইরূপ মৃত্তিকাতেও দধি নাই। উভয় স্থলেই দধি অবিদ্যমান হইলেও দধ্যর্থী ক্ষীরেরই উপাদান করে; কিন্তু মৃত্তিকার উপাদান করে না। এই উপাদাননিয়ম অসৎকার্য্যবাদীর মতে অসম্ভব। এই উপাদাননিয়ম প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অসৎকার্য্যবাদ অসঙ্গত। এজন্য উপাদানকারণে কার্য্য ব্যক্ত অবস্থায় বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত অবস্থায় এবং উৎপত্তির পরে ব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কার্য্যের ব্যক্তাবস্থাকে স্থূলাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থাকে সূক্ষ্মাবস্থা বলা হয়। কার্য্যের স্থূলাবস্থাকে সৎপদদ্বারা এবং সূক্ষ্মাবস্থাকে অসৎপদদ্বারা শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই কার্য্যের অসত্ত্ব হইলে জলমন্থন হইতে ঘৃতের উৎপত্তি হয় না কেন? এবং অগ্নি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয় না কেন?। ৫৮।

যদি বলা যায়—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সর্ব্বত্র অবিদ্যমান হইলেও ক্ষীরেই ঘৃতাদির কোনও অতিশয় আছে; কিন্তু মৃদাদিতে নাই এবং মৃত্তিকাতেই ঘটের কোনও অতিশয় আছে; ক্ষীরাদিতে নাই। এজন্যই উপাদাননিয়ম রক্ষিত হইয়া থাকে। অসৎকার্য্যবাদীর এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদানে কার্য্যের অতিশয় স্বীকার করিলে অসৎকার্য্যবাদের হানি ও সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে। কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থাই কার্য্যের অতিশয়। যদি বলা যায়—কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও উপাদানে কার্য্য বিদ্যমান থাকিলে কারকব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কার্য্যাকার ব্যবস্থাপনের জন্যই কারকব্যাপার সার্থক হইয়া থাকে। কার্য্যসমূহ নিয়ত স্ব স্ব উপাদান কারণাত্মক হইয়া থাকে। কার্য্যাকারপ্রাপ্ত কারণকেই কার্য্য বলা হইয়া থাকে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতি ও "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ" এই স্মৃতি হইতেও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। এই শ্রুতি-স্মৃতিপ্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা সৎকার্য্য নির্ণীত হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে—"শব্দান্তরাচ্চ" এই সূত্রাংশে "সত্ত্বানিশ্চয়ঃ" এই অংশ যোগ করিতে হইবে। আর তাহাতে শব্দান্তর হইতেও কার্য্যের সত্ত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বোদাহৃত অসৎপ্রতিপাদক শব্দ হইতে অন্য শব্দ অর্থাৎ অসতের বিপর্য্যয়প্রতিপাদক শব্দই শব্দান্তর। "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই শব্দান্তর কথার অর্থ। এই শব্দান্তর হইতেও কার্য্যের সত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। অথবা—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ"

প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বনিশ্চয়াৎ। কিঞ্চ শব্দান্তরাচ্চেতি পূর্ব্বোদাহৃতাদসৎপ্রতিপাদকাৎ অসচ্ছব্দাৎ অন্যঃ তদ্বিপর্য্যয়প্রতিপাদনপরঃ শব্দঃ শব্দান্তরঃ "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদিঃ তস্মাদপীতি যাবৎ। যদ্বা "তদ্ধৈকে আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যসদ্ব্যপদেশপরঃ ততো বৈলক্ষণ্যপরঃ "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি শব্দান্তরঃ, তস্মাদপি উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য ইদংশব্দাভিধেয়স্য সত্ত্বনিশ্চয়াৎ। অন্যথা তস্য ইদংশব্দব্যপদিষ্টস্য কার্য্যস্য সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সহ শ্রূয়মাণসামানাধিকরণ্যস্য অসম্ভবো দুর্ব্বারঃ, সদসতোরিতরেতরাত্যন্তবিরুদ্ধয়োঃ সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ। ৫৭।

এতেন "স্থাণুরেব চৌরঃ" ইতিবৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি জগৎকারণয়োঃ সামানাধিকরণ্যং সুপপন্নমিত্যুক্তির্নিরস্তা, অশ্রৌতত্বাৎ। অন্যথা অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। স্থাণুচৌরয়োঃ উপাদানোপাদেয়ত্বাভাবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। "তজ্জলান্" ইতি বাক্যশেষাৎ। এতেনৈব কার্য্যকারণয়োরত্যন্তভেদপক্ষোঽপি নিরস্তঃ। অত্যন্তভিন্নয়োর্গবাশ্বয়োরিব সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ। "গৌরনাদ্যন্তবতী" "ঊর্দ্ধমূলোঽর্ব্বাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" "তৎসদাসীৎ" "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যম্" "অথৈনমাহুঃ সত্য-

---

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই শব্দ এবং ইহার বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদক "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই শব্দান্তর। এই শব্দান্তর হইতে উৎপত্তির পূর্ব্বে ইদংশব্দাভিধেয় কার্য্যের সত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। অন্যথা ইদংশব্দাভিহিত কার্য্যের সৎশব্দবাচ্য কারণের সহিত শ্রূয়মাণ সামানাধিকরণ্যের অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সৎ ও অসৎ অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তু। এই অত্যন্ত বিরুদ্ধ সৎ ও অসৎ কারণ ও কার্য্য কখনও সমানাধিকরণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অথচ শ্রুতি "সৎ ইদং" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫৭।

আর এস্থলে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—শ্রুতিপ্রদর্শিত সামানাধিকরণ্যবাধ অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে "বাধায়াং সামানাধিকরণ্যম্", যেমন—"এই স্থাণুই চোর" অর্থাৎ "ইহা স্থাণু নহে, ইহা বস্তুতঃ চোর"। বাধিত স্থাণুর সহিত অবাধিত চোরের যেমন সামানাধিকরণ্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে, এইরূপ অবাধিত সদ্বস্তুর সহিত বাধিত ইদং বস্তুর সামানাধিকরণ্যব্যপদেশ হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তি সঙ্গত নহে। ইহা ইদং নহে, কিন্তু সৎ এইরূপ বাধদ্বারা সামানাধিকরণ্য অশ্রৌত বলিয়া নিরস্ত হইল। বাধদ্বারা সামানাধিকরণ্য সমর্থন করিলে অসৎকার্য্যবাদেরই প্রসঙ্গ হইবে। ব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য সমর্থন করিবার জন্য "স্থাণুরেব চৌরঃ" এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অসঙ্গত। ব্রহ্মের সহিত জগতের উপাদান-উপাদেয়ভাব আছে। কিন্তু স্থাণুর সহিত চোরের উপাদানোপাদেয়ভাব নাই। "তজ্জলান্" এই বাক্যশেষ শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মের সহিত জগতের উপাদানোপাদেয়ভাবই সমর্থিত হইয়াছে। "সদেব সৌমেদম্" "তজ্জলান্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের উপাদানোপাদেয়ভাব সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া এবং শ্রৌত সামানাধিকরণ্যও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া "উপাদান ও উপাদেয়ের অত্যন্ত ভেদ"—এই পক্ষও নিরস্ত হইল। অত্যন্ত ভিন্ন গো ও অশ্বের "গৌরশ্বঃ" এইরূপ সামানাধিকরণ্য ব্যপদেশ হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্য অসৎ নহে। শব্দান্তর হইতেও কার্য্যের সত্ত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে—এইরূপ যাহা বলা হইল, শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"গৌরনাদ্যন্তবতী" অর্থাৎ পৃথিবী আদ্যন্তরহিত। "ঊর্দ্ধমূলোঽর্ব্বাক্শাখঃ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" অর্থাৎ এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল, নিম্নশাখ ও সনাতন। "তৎ সৎ আসীৎ" অর্থাৎ তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ ছিল। এইরূপ "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্ প্রাণা বৈ সত্যম্" "অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৌ সৃজতে" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্"

কর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবেদমসৌ সৃজতে" "অষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। ৬০।

নম্বু উক্তশ্রুতিস্মৃতীনাং ভেদপরাণাং ব্যাবহারিকসত্তাপরত্বেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ন পারমার্থিকসত্ত্বপরত্বম্। অভেদশ্রুতীনাম্ভ পরমার্থসত্ত্বপরত্বাৎ প্রাবল্যমিতি চেন্ন, কপোলকল্পনাং বিনা প্রমাণান্তরাভাবাৎ। ন চ ষড়্লিঙ্গোপেতত্বেন প্রাবল্যমিতি বাচ্যম্, ভেদশ্রুতীনামপি তথাত্বস্য পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চাভেদপরাণাং নিরবকাশত্বেন প্রাবল্যং শঙ্কনীয়ম্, ভেদশ্রুতীনামপি তথাত্বাৎ। ন চ তদ্বিষয়ভেদস্য প্রত্যক্ষপ্রাপ্তত্বেন তাসামনুবাদপরত্বমিতি বাচ্যম্, নির্ব্বিশেষাধিষ্ঠানরূপসত্তায়া অভেদশাস্ত্রবিষয়ায়া অপি ঘটোঽস্তি পটোঽস্তীতি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ততয়া অভেদশ্রুতীনামপি তদনুবাদপরত্বস্য সাম্যাৎ। তচ্চ পূর্ব্বমেবোক্তং বহুশঃ। কিঞ্চ অভেদশ্রুতিগম্যং নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তাসাং বিষয়ো ন বেতি?

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও কার্য্য জগতের সত্ত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ গীতাস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইত্যাদি। ইহা হইতেও কার্য্য জগতের সত্ত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে। ৬০।

যদি বলা যায়—ভেদপ্রতিপাদক উক্ত শ্রুতি-স্মৃতিসমূহ ব্যাবহারিক সত্ত্বপ্রতিপাদনদ্বারাই নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে বলিয়া ঐ সকল শ্রুতির পারমার্থিক ভেদপ্রতিপাদকত্ব নাই। অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহই পারমার্থিকসত্তাবিশিষ্ট অভেদের প্রতিপাদক বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিই প্রবল। ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি ব্যাবহারিক ভেদের প্রতিপাদক বলিয়া তাহা দুর্ব্বল। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা কপোলকল্পনামাত্র। ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। যদি বলা যায়—ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গযুক্ত বলিয়া অভেদশ্রুতিই ভেদশ্রুতি হইতে প্রবল হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ভেদশ্রুতিরও যে ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়—অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি নিরবকাশ বলিয়া ভেদশ্রুতি হইতে তাহা প্রবল হইবে। এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ভেদশ্রুতিও অভেদশ্রুতির মত নিরবকাশ। এজন্য উভয়বিধ শ্রুতিই তুল্যবল। যদি বলা যায়—ভেদশ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদ্য ভেদ প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রাপ্ত বলিয়া ভেদশ্রুতি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদী হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ নির্ব্বিশেষ অধিষ্ঠানরূপ সত্তাই অভেদশ্রুতির বিষয়। এই অধিষ্ঠানসত্তাও "ঘটোঽস্তি" "পটোঽস্তি" ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত বলিয়া অভেদশ্রুতিরও প্রত্যক্ষানুবাদিত্বই আছে। অভেদশ্রুতির অনুবাদিত্ব পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে—অভেদশ্রুতিগম্য নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অভেদশ্রুতির বিষয় হন কি না? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের ঘটক তৎপদের অর্থ—নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তাদৃশ ব্রহ্ম তৎপদের অর্থ বলিয়া তাহা পদার্থ; কিন্তু বাক্যার্থ নহে। পদার্থে শাস্ত্র প্রমাণ হয় না। পদদ্বারা প্রতীত অর্থই বাক্যার্থে ভাসমান হয় বলিয়া পদার্থে বাক্য অনুবাদী। এজন্য ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি যেমন অনুবাদিনী, এইরূপ অভেদশ্রুতিও অনুবাদিনীই হইবে। অনুবাদ্যাংশে শাস্ত্র প্রমাণ হয় না। এজন্য অনুবাদ্যাংশে পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ না হইয়া ব্যাবহারিকত্বই সিদ্ধ হইবে। আর ইহাতে এইরূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতে পারে যে,—নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম (পক্ষ), ব্যাবহারিক (সাধ্য), যেহেতু তাহা অভেদশ্রুতির বিষয় এবং তাহা পদার্থ। যেমন "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় ইদংপদপ্রতিপাদ্য আকাশাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ হইয়া থাকে। এই অভেদশ্রুতির বিষয় আকাশাদিতে ব্যাবহারিকত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। এইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মও অভেদশ্রুতির বিষয় হইলে আকাশাদির মত ব্যাবহারিকই হইবে। এইরূপ ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়াও ইতর পদার্থের মতই ব্যাবহারিক হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ তাদৃশ ব্রহ্ম

নাদ্যঃ, তস্য পদার্থত্বেন ভেদশাস্ত্রবৎ অভেদশ্রুতীনামপি ব্যবহারপরত্বং ভবতাং শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধম্। নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্যাবহারিকম্ অভেদশ্রুতিবিষয়ত্বাৎ, পদার্থত্বাচ্চ, তব মতে ব্যোমাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইদমর্থত্বেন শব্দাদিপ্রমাণাগোচরে ভেদশাস্ত্রবদভেদশাস্ত্রস্যাপি ব্যবহারপরত্বং সুপপন্নম্। ৬১।

কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণাবিষয়স্য শশশৃঙ্গায়মানত্বেন দ্বিতীয়পরশাস্ত্রস্যাপি নির্ব্বিষয়ত্বেন বাধপ্রসক্তে-র্দুর্ব্বারত্বাৎ। তব পক্ষে অভেদশাস্ত্রস্য নির্ব্বিষয়ত্বেনৈব বাধঃ, অস্মৎপক্ষে তু তস্য সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্তে-র্বিশ্বকারণস্য ঐক্যপ্রতিপাদনপরত্বেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ নোক্তদোষযোগ ইতি পূর্ব্বমেবোক্তত্বাদিত্যলং বিস্তরেণ। ননু যদি বিবর্ত্তপক্ষানঙ্গীকারঃ, তর্হি কো বা পক্ষোঽভিপ্রেতঃ? সঙ্ঘাতবাদো বা? আরম্ভ-বাদো বা? পরিণামবাদো বা? ইতি। নাদ্যঃ, বাহ্যপক্ষপ্রবেশাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তার্কিকপক্ষাবলম্বন-প্রসঙ্গাৎ। নাপি চরমঃ, আনুমানিকসাংখ্যমতপ্রবেশাৎ। পক্ষান্তরাভাবাচ্চেতি চেন্ন, চরমপক্ষস্যৈবাস্মদভি-প্রেতত্বাৎ সূত্রকারাভিমতত্বাচ্চ, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈঃ ২।৭।১) ইতি শ্রুতিসূত্রাভ্যাম্। ন চোক্তদোষস্য তাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্, বক্ষ্যমাণরীত্যা সামঞ্জস্যাৎ। ৬২।

অয়ম্ভাবঃ—পরিণামো দ্বিবিধঃ, স্বরূপপরিণামঃ শক্তিবিক্ষেপলক্ষণপরিণামশ্চ। তত্রাদ্যো ব্রহ্মান-ধিষ্ঠিতস্বতন্ত্রপ্রকৃতিস্বরূপপরিণামবাদোঽয়ং সাংখ্যানাং রাদ্ধান্তঃ। দ্বিতীয়শ্চৌপনিষদানামিতি বিবেকঃ।

যদি শ্রুতিপ্রমাণেরই বিষয় না হন, তবে তাহা অপ্রমাণিক হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভেদ অপ্রামাণিক বলিয়া তাহা যেমন ব্যাবহারিক, এইরূপ ব্রহ্মেরও ব্যাবহারিকত্বাপত্তি হইবে। যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণের অবিষয়। ৬১।

আরও কথা এই যে—যাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয়, তাহা শশশৃঙ্গাদির মত অলীক। এজন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র নির্ব্বিষয় বলিয়া তাহাও অপ্রমাণই হইয়া পড়িবে। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের মতে অভেদশ্রুতি নির্ব্বিষয় বলিয়াই বাধিত হইবে; কিন্তু আমাদের মতে অভেদশ্রুতি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বিশ্বকারণেরই একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তি দোষ হইবে না। আর ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—মূলকার যদি বিবর্ত্তপক্ষ অঙ্গীকার না করেন, তবে তাঁহার কোন্ পক্ষ অভিপ্রেত? সঙ্ঘাতবাদ? অথবা আরম্ভবাদ? অথবা পরিণামবাদ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। সঙ্ঘাতবাদ বেদবাহ্য বৌদ্ধগণের সম্মত বলিয়া তাহা মূলকারের সম্মত হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও তার্কিকগণের সম্মত বলিয়া অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিকগণের সম্মত বলিয়া আরম্ভবাদ স্বীকার করিলে তার্কিকমতে প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। পরিণামবাদ সাংখ্যগণের সম্মত বলিয়া পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সাংখ্যমতে প্রবেশ হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ মাত্র অনুমানপ্রমাণদ্বারা "প্রধানপরিণামই জগৎ" এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন বলিয়া সাংখ্যমতকে আনুমানিক মত বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত তিনটি বাদ ব্যতীত পক্ষান্তরও সম্ভাবিত নহে। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিয়াছেন—পরিণামবাদই আমাদের অভিপ্রেত এবং ইহা ব্রহ্মসূত্রকারেরও সম্মত। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬), "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতি ও সূত্র হইতে শ্রুতি-সূত্রের পরিণামবাদই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পরিণামবাদ স্বীকার করিলে পরিণামবাদে যে সকল দোষ দেখান হইয়াছে, তাহা বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে সিদ্ধান্তে হইবে না। ৬২।

পরিণাম দ্বিবিধ;—স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপলক্ষণ পরিণাম। স্বরূপপরিণাম সাংখ্যসম্মত, সাংখ্যমতে ব্রহ্মানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় পক্ষ সিদ্ধান্তিসম্মত। সর্ব্বজ্ঞ

তথাচ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্ত্যাদিনিলয়ঃ পরব্রহ্মভূতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ স্বাত্মকস্বাধিষ্ঠিতনিজশক্তিবিক্ষেপেণ জগজ্জন্মাদিকং ভাবয়তি। যথা অপ্রচ্যুতস্বরূপাদিভ্য এব আকাশোর্ণনাভ্যাদিভ্যঃ শব্দবায়োস্তন্ত্বাদেশ্চ জন্মাদিকং প্রত্যক্ষাগমাদিমানসিদ্ধম্, তেষাং তাদৃশপরিমিতশক্তিযোগমাত্রাদেব, তথৈবাত্র নির্ব্বিকারাপ্রচ্যুতস্বরূপাদেব পরব্রহ্মণঃ শ্রীভগবতো জগজ্জন্মাদিকং বোধ্যম্, ব্রহ্মবৃত্ত্যচিন্ত্যানন্তস্বাভাবিকসর্ব্বশক্তিযোগাদেব। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" "অসত্যমাহুর্জগদেতদজ্ঞাঃ, শক্তিং হরের্ন বিদুর্যে পরাং হি। যঃ সত্যরূপং জগদেতদীদৃক্, সৃষ্ট্বা ত্বভূৎ সত্যকর্ম্মা মহাত্মা। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো, ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। শতশো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। "সর্ব্বোপেতা" ইতি সূত্রাচ্চ। ৬৩।

ন চ শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদে কিং প্রমাণমিতি বাচ্যম্, শাস্ত্রস্যৈব মানত্বাৎ। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি যথা পৃথিব্যা ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি, তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যুপপত্তিসহকৃতশ্রুতেঃ। "প্রধানং পুরুষং চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ" ইতি বিক্ষেপপর্য্যায়ক্ষোভশব্দপ্রয়োগস্মরণাৎ। কিঞ্চ আস্তাং পর্য্যায়প্রয়োগঃ,

---

সর্ব্বশক্ত্যাদিনিলয় পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম, স্বাত্মক স্বাধিষ্ঠিত নিজশক্তিবিক্ষেপদ্বারা জগতের জন্মাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেমন—স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই আকাশ—শব্দ ও বায়ুর জন্মাদি সম্পাদন করে, আর উর্ণনাভি যেমন তন্তুর জন্মাদি সম্পাদন করে, ইহা প্রত্যক্ষ ও আগমাদি প্রমাণসিদ্ধ। আকাশ, উর্ণনাভি প্রভৃতি পরিমিত শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না হইয়াই বায়ু প্রভৃতির সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই জগতের জন্মাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম পরিমিতশক্তি নহেন ; কিন্তু তিনি অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিযুক্ত। সুতরাং অপ্রচ্যুতস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে—"অজ্ঞ পুরুষেরাই জগৎকে অসত্য বলে। তাহারা হরির পরা শক্তি জানে না। হরি সত্যরূপ ঈদৃশ জগৎকে সৃষ্টি করিয়া সত্যকর্ম্মা হইয়াছেন। এই পুরাণপুরুষ বিচিত্র শক্তিযুক্ত। অন্যের এতাদৃশ শক্তি নাই।" আর স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"সমস্ত বস্তুর শক্তিই অচিন্ত্য। ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত এবং তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাবকের উষ্ণতার মত ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ৬৩।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে—স্বরূপপরিণামবাদ অসঙ্গত হইলেও শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম সঙ্গতই বটে, ইহাতে প্রমাণ কি? শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইহা কোন্ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামে শাস্ত্রই প্রমাণ। "যথোর্ণনাভিঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে—উর্ণনাভি যেমন নিজের মধ্য হইতেই তন্তুর সৃষ্টি করে ও সৃষ্ট তন্তুর নিজেই উপসংহার করে, এইরূপ ঈশ্বরও জগতের সৃষ্টি ও লয় করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—যেমন পুরুষ হইতে কেশ-লোমাদি উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি-যবাদি ওষধি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর ঈশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত যুক্তি সহকৃত শ্রুতিই শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামে প্রমাণ। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"সৃষ্টিকালে হরি স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ প্রধান ও পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকেন।" প্রধান পরিণামী বলিয়া তাহা ব্যয়শব্দবাচ্য ও

কণ্ঠরবেণৈব দৃষ্টান্তোপপত্তিপূর্ব্বকং স্মর্য্যতে শ্রীভীষ্মেণ—"প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ। তদ্বদ্ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি গ্রসতে পুনঃ" ইতি ভারতে। ৬৪।

এতেন পরিণামবাদে বিকারস্যাবশ্যম্ভাবঃ নিরবয়বশাস্ত্রবাধশ্চ। "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপো বা" ইতি সূত্রাৎ। অস্যার্থঃ—পরিণামবাদে কৃৎস্নস্য পরিণামোঽভিপ্রেতঃ তদেকদেশস্য বা? নাদ্যঃ, ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারেণ পরিণামাপত্তৌ সত্যাং মুক্তোপসৃপ্যব্রহ্মাভাবপ্রসঙ্গাৎ বিকারিত্বানিত্যত্বপ্রসক্তেশ্চ। তথাত্বে "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ। কিঞ্চ বিকারাপন্নস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণো জগদাকারতয়া প্রত্যক্ষগোচরত্বেন সর্ব্বেষামপি প্রাপ্তত্বাৎ সর্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ সাধনানাং তদুপদেশশাস্ত্রাণাং তদুপদেষ্টৄণাং চানর্থক্যাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, সদেশত্বাপত্ত্যা সাবয়বত্বযোগেন "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি-নিরবয়বত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রব্যাকোপাচ্চ ইত্যাদিবিকল্পা নিরস্তাঃ স্বরূপপরিণামানভ্যুপগমাৎ। এতেনৈব

পুরুষ অব্যয়শব্দবাচ্য। এই স্মৃতিতে যে "ক্ষোভ"শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই প্রযুক্ত "ক্ষোভ"শব্দ শক্তি-বিক্ষেপেরই নামান্তর। কেবল পর্য্যায়শব্দদ্বারাই নহে, স্মৃতি সাক্ষাদ্ভাবে শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম প্রতিপাদন করিয়াছেন। মোক্ষধর্ম্মে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে—"কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহ প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার নিজের মধ্যেই উপসংহরণ করিয়া থাকে, এইরূপ ভূতাত্মা স্বসৃষ্ট বস্তুকে নিজের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ উপসংহরণ করিয়া থাকেন। এজন্য শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামবাদ পক্ষই সিদ্ধান্ত; কিন্তু স্বরূপপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত নহে। এজন্য স্বরূপপরিণামবাদে যে সমস্ত দোষ পূর্ব্বপক্ষিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত পক্ষে সঙ্গত হইবে না। ৬৪।

স্বরূপপরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিকার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রেরও বাধা হইবে। আর ইহাই সূত্রকার বলিয়াছেন যে—"কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা"। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—স্বরূপপরিণামবাদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা এই যে—ব্রহ্ম কি সমগ্রভাবে জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকেন? অথবা ব্রহ্মের একদেশ জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ সমগ্র ব্রহ্মই কার্য্যাকারে পরিণত হইলে মুক্তপুরুষগম্য ব্রহ্মের অভাবই হইয়া পড়িবে। বিকারী ব্রহ্ম মুক্তপুরুষের গম্য নহে। সমগ্র ব্রহ্ম বিকাররূপ হইলে বিকার অনিত্য বলিয়া ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের নিত্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের নিত্যত্বপ্রতিপাদক। আরও কথা এই যে—সমগ্র ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত হইলে জগদাকারে পরিণত ব্রহ্ম সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া ব্রহ্মপ্রত্যক্ষদ্বারা সকলেরই মুক্তির আপত্তি হইবে। জগদাকারে পরিণত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষের জন্য আর পৃথক্ শম-দমাদি সাধনের অপেক্ষা থাকিবে না। সুতরাং মোক্ষসাধন, মোক্ষসাধনোপদেশশাস্ত্র ও সাধনের উপদেষ্টা গুরুরও সর্ব্বথা আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং জগদাকারে পরিণত ব্রহ্ম সকলেরই অনায়াসপ্রত্যক্ষগম্য বলিয়া মোক্ষশাস্ত্রই নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—সমগ্র ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত না হইলেও ব্রহ্মের একদেশ বিকারভাব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। ব্রহ্মের দেশ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সাবয়বত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধা হইবে। স্বরূপপরিণামবাদে এই সমস্ত দোষ অপরিহার্য্য হইলেও সিদ্ধান্তে এই সমস্ত দোষ হইবে না। কারণ সিদ্ধান্তে স্বরূপপরিণাম স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই স্বীকার করা হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—দ্বিবিধ পরিণাম প্রদর্শন করা হইয়াছে—স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপপরিণাম। ইহার প্রথম পক্ষটি ভগবদ্ভাস্করের সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষটি সিদ্ধান্তিগণের সম্মত। আর ইহাতে নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষিগণের আপত্তিও নিরস্ত

নিরবয়বস্য কথং পরিণাম ইত্যাদিতর্কা অপি নিরস্তাঃ। আকাশাদিবদুপপত্তেঃ, "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ৬৫।

ন চ তস্যাপি সাবয়বত্বং জন্যত্বাদিনা অবগম্যতে ইতি বাচ্যম্, অপঞ্চীকৃতস্যাত্র বিবক্ষিতত্বাৎ, "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ, ইত্যাদিতাৎপর্য্যং বুদ্ধৌ কৃত্বা সূত্রয়তি ভগবান্ বাদরায়ণঃ— "পটবচ্চ" (২।১।১৮) ইতি। যথা সঙ্কুচিতঃ পটঃ পটত্বেনাগৃহ্যমাণোঽপি পট এব, প্রসারণে তু স্পষ্টং প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে, তথা তিরোভাবসময়ে অনভিব্যক্তং বিশ্বং নামরূপাভ্যামগৃহ্যমাণমপি সদেব। আবির্ভাব-সময়ে তু প্রত্যক্ষাগমাদিনা স্পষ্টং নামরূপাভ্যাং গৃহ্যতে ইতি সূত্রার্থঃ। তথোক্তং বৈষ্ণবে শ্রীধ্রুবেণ— "ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি। বীজাদঙ্কুরসম্ভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ। বিস্তারং চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ॥" ইত্যাদিনা। ৬৬।

শ্রুত্যর্থস্তু—যথোর্ণনাভেঃ উর্ণাপ্রসারণাকুঞ্চনমাত্রযোগ্যতাবৎ উর্ণায়া আবির্ভাবতিরোভাবৌ তদ-প্রচ্যুতস্বরূপতয়ৈব ভবতঃ, যথা চ পুরুষাদন্নময়াৎ তন্মাত্রশক্তিমতঃ কেশলোমোৎপত্তিমাত্রম্, যথা চ পৃথিব্যাঃ তন্মাত্রশক্তিমত্যা ওষধীনাং জন্ম যবব্রীহ্যাদ্যুৎপত্তিঃ, তথা সর্ব্বকার্য্যোৎপাদনার্হাচিন্ত্যানন্তস্বাভা-বিকাঘটঘটনাপটুসর্ব্বশক্তিমতঃ অক্ষরপদার্থাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ বিশ্বমখিলপ্রপঞ্চরূপং কার্য্যং

হইল। স্বরূপপরিণামবাদ স্বীকার করিলেই প্রদর্শিত আপত্তিগুলি হইবে। এই সকল আপত্তি পরিহারের জন্যই শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম স্বীকার করা হইয়াছে। আকাশ হইতে যেরূপ বায়ুর উৎপত্তি হয় ; অথচ আকাশ সর্ব্বতোভাবে বায়ুভাব প্রাপ্ত হইলেও আকাশের অভাব হইয়া যায়—এরূপ নহে। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৫।

যদি বলা যায়—আকাশ জন্য বস্তু বলিয়া তাহা সাবয়ব। এজন্য আকাশের একদেশপরিণাম সম্ভাবিতই বটে। এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অপঞ্চীকৃত আকাশকেই এস্থলে ব্রহ্মের দৃষ্টান্তরূপে বলা হইয়াছে। পঞ্চীকৃত আকাশ জন্য হইলেও অপঞ্চীকৃত আকাশ জন্য নহে। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতি অনুসারে আকাশের নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই সূত্রকার বাদরায়ণ "পটবচ্চ" (২।১।১৮) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে—সঙ্কুচিত পট যেরূপ পটরূপে গৃহীত না হইলেও তাহা বস্তুতঃ পটই বটে ; সঙ্কুচিত পটের সম্প্রসারণ করিলে তাহা স্পষ্টতঃ পটরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ বিশ্বও প্রলয় সময়ে অনভিব্যক্ত হইয়া নাম-রূপদ্বারা গৃহীত না হইলেও সঙ্কুচিত পটের মত তাহা সত্যই বটে। আবির্ভাব সময়ে বিশ্ব নামরূপে প্রত্যক্ষাগমাদিদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের উক্তিতেও এই কথাই বলা হইয়াছে—"যেমন মহান্ বটবৃক্ষ তাহার ক্ষুদ্রবীজে অবস্থিত থাকে, এইরূপ প্রলয়সময়ে অখিল বিশ্ব বীজভূত তোমাতেই অবস্থিত থাকে। বটবীজ হইতে বটাঙ্কুর উত্থিত হইয়া ক্রমে মহাবটবৃক্ষরূপে বিস্তার লাভ করে, এইরূপ সৃষ্টিদশাতে তোমা হইতেই জগৎ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ৬৬।

"যথোর্ণনাভিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—উর্ণনাভি হইতে উর্ণার আকুঞ্চন-প্রসারণমাত্রদ্বারা উর্ণার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে। ইহাতে উর্ণনাভি স্বস্বরূপে স্থিতই থাকে। উর্ণনাভির স্বরূপ প্রচ্যুত হয় না। যেরূপ অন্নময় পুরুষ হইতে কেশ-লোমের উৎপত্তিতে পুরুষের স্বরূপ প্রচ্যুত হয় না, যেরূপ পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যব-ব্রীহি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, যে যে উপাদান হইতে যে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই সেই উপাদানে সেই সেই কার্য্যের অনুকূল শক্তি অবশ্যই থাকে, এইরূপ সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক অঘটনঘটনাপটু সমস্ত শক্তি অক্ষরপদার্থ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমে আছে। পুরুষোত্তমই এতাদৃশ সর্ব্বশক্তিমান্। এই পুরুষোত্তম হইতে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি স্বাভাবিক অল্পশক্তিবিশিষ্ট জড়বস্তুসমূহেরই

সম্ভবতীতি। যদি স্বস্বাভাবিকাল্পাল্পশক্তীনাং জড়াদীনামপি তত্তচ্ছক্ত্যনুকূলতত্তৎকার্য্যভাবাপত্তৌ হ্যচ্যুত-স্বরূপত্বং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বেনাপহ্নোতুমশক্যম্, তর্হি অচিন্ত্যানন্তাখিলকার্য্যোৎপাদনার্হশক্তিমতঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীবাসুদেবস্য জগদ্ভাবাপত্তাবপি অপ্রচ্যুতস্বরূপত্বেন কৌটস্থ্যযোগঃ কঃ অশক্য ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ কার্য্যং সদ্রূপমেব। তদুপাদানং নিমিত্তঞ্চ কারণং পরব্রহ্মৈবেতি সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধম্। ৬৭।

তত্র কারণত্বং নাম কার্য্যোৎপত্তিপ্রাক্‌কালীননিয়তসম্বন্ধাশ্রয়ত্বম্। তদ্দ্বিবিধং নিমিত্তোপাদানভেদাৎ। তত্র নিমিত্তত্বং নাম কার্য্যোৎপত্ত্যনুকূলজ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বে সতি তদ্‌ব্যাপারাশ্রয়ত্বম্। ব্যাপারাশ্রয়ত্বঞ্চ স্বস্বানাদিকর্ম্মসংস্কারবশীভূতাত্যন্তসঙ্কুচিতভোগানর্হজ্ঞানশক্তিধর্ম্মকাণাং চেতনানাং কর্ম্মফলভোগার্হজ্ঞান-প্রকাশেন তত্তৎকর্ম্মফলভোগার্হৈঃ স্বসৃষ্টৈঃ তত্তদ্‌ভোগকরণৈঃ সহ সংযোজয়িতৃত্বম্। পরমতে তু তত্ত্বং দুর্ঘটম্, তথাহি—কর্ত্তৃত্বং নাম কিং শুক্ত্যাদিবদধিষ্ঠানমাত্রত্বং বা? কুলালাদিবদুপাদানগোচরপ্রযত্নচিকী-র্ষাদিমত্ত্বং বা? নাদ্যঃ, তন্মতে অধিষ্ঠানাতিরিক্তোপাদানত্বাভাবেন কর্ত্তৃত্বোপাদানত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যো-ক্ত্যযোগাৎ "তদৈক্ষত" "নামরূপে ব্যাকরোৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবাধাচ্চ। ন হি চেতনো বা স্বস্মিন্নারোপিতং সঙ্কল্প্য করোতীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, কার্য্যস্য কল্পিতত্বাঙ্গীকারেণ কুলালবদুপাদানগোচরপ্রযত্নচিকীর্ষাদি-

---

তত্তৎ-শক্তিদ্বারা তত্তৎ-কার্য্যভাবাপত্তি হইতে পারে, কার্য্যভাবাপন্ন হইয়াও অল্পশক্তি জড়বস্তু অপ্রচ্যুতস্বরূপই থাকিতে পারে, কার্য্যজনক হইয়াও যদি জড়বস্তু অপ্রচ্যুতস্বরূপ থাকে এবং ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধও বটে, তবে অনন্ত অচিন্ত্য অখিল কার্য্যোৎপাদনশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম বাসুদেব জগদ্ভাবাপন্ন হইয়াও অপ্রচ্যুতস্বরূপ কূটস্থস্বভাব থাকিতে পারিবেন—ইহাতে অসম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কার্য্য সদ্রূপই বটে এবং এই কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্তকারণ পরব্রহ্মই বটেন—ইহাই সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ। ৬৭।

কারণত্ব নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—যাহা কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্‌কালে নিয়ত সম্বন্ধের আশ্রয় হইয়া থাকে, তাহাই কারণ। কারণ দুই প্রকার,—নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তকারণ কি, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমান্ হইয়া যে তদ্ব্যাপারের আশ্রয় হইয়া থাকে, তাহাই নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্ত্তা। ব্যাপারাশ্রয়ত্ব কথার অর্থ—জীব স্ব স্ব অনাদি কর্ম্মসংস্কারবশীভূত অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভোগানর্হ জ্ঞানশক্তিধর্ম্মক। এজন্য জীব ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত ফলভোগ করিতে পারে না। এজন্য ঈশ্বর জীবের ফলভোগার্হ জ্ঞান প্রকাশনদ্বারা তত্তৎকর্ম্মফলভোগার্হ স্বসংসৃষ্ট ভোগকরণসমূহদ্বারা সংযুক্ত করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের এই সংযোজয়িতৃত্বই ব্যাপারাশ্রয়ত্ব। ঈশ্বর এতাদৃশ ব্যাপারবান্ না হইলে জীবের ফলভোগ সম্ভাবিত হইত না। আমাদের মতে ঈশ্বর যেরূপে নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তা হইয়া থাকেন, তাহা বলা হইল। অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই নিমিত্তকারণত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের সম্ভাবিত হয় না। কারণ তাঁহাদের মতে শুক্ত্যাদির মত রজতাদির অধিষ্ঠানত্বমাত্রই কি কর্ত্তৃত্ব হইবে? অথবা কুম্ভকারাদির মত উপাদানবিষয়ক প্রযত্ন-চিকীর্ষাদিমত্ত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব হইবে? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ অদ্বৈতমতে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত উপাদানই সম্ভাবিত নহে বলিয়া শ্রুতিতে কর্ত্তৃত্ব ও উপাদানত্বের সামানাধিকরণ্যোক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। ঈক্ষণ-সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধা হইবে। "তদৈক্ষত" "নাম-রূপে ব্যাকরোৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ঈক্ষণাদিপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে। শুক্তিতে রজতারোপের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের আরোপ হইলে ব্রহ্ম সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক জগতের স্রষ্টা হইতে পারিতেন না। কোন চেতনই নিজেতে আরোপিত বস্তুর সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টি করে না। এইরূপ দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তৃত্বও সঙ্গত নহে। অদ্বৈতমতে কার্য্য কল্পিত বলিয়া কুম্ভকারাদির মত উপাদানবিষয়ক প্রযত্ন-চিকীর্ষাদিমত্ত্ব ব্রহ্মের সম্ভাবিত হইতে পারে না।

মত্ত্বাসম্ভবাৎ। ন হি কল্পিতশুক্তিরূপ্যাদিকং প্রতি ভ্রান্তস্যান্যস্য বা কর্ত্তৃত্বং প্রামাণিকং ভবতি। ন চ রূপ্যাদৌ সাক্ষ্যেব কর্ত্তা, ন হি অদর্শনমাত্রেণ কর্ত্রপলাপো বক্তুং শক্যঃ, ত্বন্মতে সর্ব্বজ্ঞস্য কর্ত্তুরপলাপাপত্তেরিতি বাচ্যম্, ইদমর্থাবচ্ছিন্নস্য ইদমাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্নস্য বা ত্বদভিমতস্য সাক্ষিণঃ ইচ্ছাদ্যভাবে কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ। সর্ব্বজ্ঞে কর্ত্তরি শ্রুত্যাদেরিব শুক্তিরূপ্যাদিকর্ত্তরি প্রমাণস্যাভাবাৎ। ন হি "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুত্যুক্তেশ্বরস্যেব "শুক্তিরূপ্যং ব্যাকরবাণি" ইতি কস্যাপি অনুভবো দৃশ্যতে। ৬৮।

ন চ ভ্রান্তবদধ্যাসদ্রষ্টৃত্বম্, ভ্রান্তস্য প্রেক্ষাপূর্ব্বকমারোপিতকর্ত্তৃত্বাভাবাৎ। ব্রহ্মণোঽভ্রান্তত্বেন অকর্ত্তৃত্বস্য, জীবস্য ভ্রান্তত্বেন কর্ত্তৃত্বস্যাপাতাচ্চ। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, শ্রুত্যাদিবিরোধাৎ। শ্রৌতং পরমেশ্বরং মুক্ত্বা সংসারিণো জগজ্জন্মকর্ত্তৃত্বসম্ভাবনায়াঃ অসম্ভবাৎ। "জগত ঈশ্বরং মুক্ত্বা সংসারিণ উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুমশক্যম্" ইত্যাদিত্বদ্ভাষ্যবিরোধাচ্চ। ন চ শুদ্ধস্য অভ্রান্তত্বেঽপি মায়াসম্বলিতঃ কর্ত্তা ঈশ্বরঃ ভ্রান্ত ইতি বাচ্যম্, তথাত্বে তস্য সংসারাদ্যাপাতেন সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিবাধাৎ। ন চ মায়াবিবদ্‌ব্যামোহকত্বম্, ব্যামোহনীয়ানামপি কল্পিতত্বেন তদ্দর্শনে পরেশস্য ভ্রান্তত্বাপত্তেঃ। ন হি ঐন্দ্রজালিকঃ কল্পিতানেব মোহয়তি। ৬৯।

কল্পিত শুক্তিরজতাদির উক্তরূপ কর্ত্তৃত্ব ভ্রান্ত পুরুষে প্রমাণসিদ্ধ নহে এবং অন্য পুরুষেও প্রমাণসিদ্ধ নহে। যদি বলা যায় যে—শুক্তিরজতাদির সাক্ষীই শুক্তিরজতাদির কর্ত্তা; সাক্ষীর কর্ত্তৃত্ব অন্যত্র দৃষ্ট না হইলেও কর্ত্তার অপলাপ করা যায় না। অন্যত্র দৃষ্ট নহে বলিয়া যদি সাক্ষী কর্ত্তা না হয়, তবে সর্ব্বজ্ঞেরও কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট নহে বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈতমতে ইদমর্থাবচ্ছিন্ন অথবা ইদমাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সাক্ষী। এই সাক্ষীর ইচ্ছাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহাতে কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞের কর্ত্তৃত্ব যেমন শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ, এইরূপ শুক্তিরজতাদির কর্ত্তৃত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব যেমন প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ "শুক্তিরূপ্যং ব্যাকরবাণি" এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। ৬৮।

আর অধ্যাসদ্রষ্টৃত্বই কর্ত্তৃত্ব—এইরূপও বলা যায় না; কারণ অধ্যাসদ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষের বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপণকর্ত্তৃত্ব নাই। অধ্যাসদ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে অভ্রান্ত ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। কেবল ভ্রান্ত জীবেরই কর্ত্তৃত্বের আপত্তি হইবে। ইহাতে ইষ্টাপত্তিও হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে শ্রুত্যাদি প্রমাণের বিরোধ ঘটিবে। অভ্রান্ত ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা না হইলে জগতের কর্ত্তা হইবে কে? শ্রুতিসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীবের জগজ্জন্মাদির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভাবিত। শাঙ্করভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে—ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীব হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে স্বীয় ভাষ্যের সহিত বিরোধও ঘটিবে।

যদি বলা যায়—শুদ্ধ ব্রহ্ম অভ্রান্ত হইলেও মায়াসংবলিত চৈতন্যই ঈশ্বর; ইনিই কর্ত্তা এবং ইনি ভ্রান্তই বটেন। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ ঈশ্বর ভ্রান্ত হইলে তাঁহার সংসারাপত্তি হইবে। আর ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধও ঘটিবে। যদি বলা যায়—মায়াবী পুরুষের মত ব্যামোহকত্বই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ ব্যামোহক ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ব্যামোহনীয় জীব কল্পিত বলিয়া কল্পিত বস্তুর দর্শনে ঈশ্বরেরও ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে। ঐন্দ্রজালিক কল্পিত পুরুষকে মুগ্ধ করে না। ৬৯।

কিঞ্চ জন্মাদিসূত্রে অর্থলব্ধসার্ব্বজ্ঞস্য স্ফোরণার্থং শাস্ত্রযোনিসূত্রমিতি ত্বন্মতস্য ভঙ্গাপত্তেঃ, অধ্যস্ত-দ্রষ্টৃব্যামোহকস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাসম্ভবাৎ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ। ন হি মায়াবী রাজাদিকং করবাণীতি সঙ্কল্প্য করোতি, কিন্তু দর্শয়ানীতি সঙ্কল্প্য দর্শয়তি। ন চ "করবাণি" ইতি সঙ্কল্পপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্বং মায়িন্যপি অস্তীতি বাচ্যম্, কল্পিতপদার্থকর্ত্তৃত্বাভাবেঽপি প্রতারকস্য মায়িনঃ "করবাণি" "করোমি" ইত্যুক্তিসম্ভবেঽপি পরমাপ্তস্য পরমেশ্বরস্য বাস্তবিককর্ত্তৃত্বং বিনা তথোক্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ মায়াবিত্বেঽপি সৃজ্যমানমায়িকবিশ্বাকারমায়াসত্ত্বাংশপরিণামাধারতয়া সার্ব্বজ্ঞ্যলাভ ইতি বাচ্যম্, মায়ামোহং বিনা মায়িনো মায়িকানাং দর্শনাভাবেন সার্ব্বজ্ঞ্যস্য দূরাদপাস্তত্বাৎ স্বস্মিন্ স্বমায়ামোহনস্য ব্যাহতত্বাদলং কুতর্কনিরাসৈঃ। সিদ্ধান্তে তু "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি শ্রুতেরেব কারণত্বে মানাৎ।৭০।

অথোপাদানত্বঞ্চ কার্য্যাকারভজনার্হশক্তিমত্ত্বে সতি তদবস্থাপত্তিযোগ্যত্বম্, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞক্ষরাক্ষরাদি-পদার্থভূতস্বস্বাভাবিকসূক্ষ্মাবস্থাপন্নানাং শক্তীনাং তত্তদ্‌গতসূক্ষ্মসদ্রূপকার্য্যাণাঞ্চ স্বাভাবিকানাং স্বান্বিতানাং স্থূলতয়া প্রকাশকত্বমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "জন্মাদ্যস্য

আরও কথা এই যে—জন্মাদি সূত্রদ্বারা অর্থলব্ধ সর্ব্বজ্ঞত্বের পরিস্ফুরণের জন্যই শাস্ত্রযোনিত্ব সূত্র বলা হইয়াছে—এই কথা শাঙ্করভাষ্যে আছে। সুতরাং ঈশ্বরকে ভ্রান্ত অসর্ব্বজ্ঞ বলিলে অদ্বৈতবাদিগণের স্বীয় ভাষ্যবিরোধ ঘটিবে। কল্পিত দ্রষ্টার ব্যামোহক ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বই সম্ভাবিত হইতে পারে না। নামরূপাত্মক প্রপঞ্চ কল্পিত হইলে "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ঘটিবে। মায়াবী "রজতাদি নির্ম্মাণ করিব" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহা করে না; কিন্তু "মিথ্যাবস্তু দর্শন করাইব" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক মিথ্যাবস্তু দর্শন করাইয়া থাকে। যদি বলা যায়—মায়াবীও "করবাণি" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বকই মিথ্যাবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ কল্পিত পদার্থের কর্ত্তৃত্বই অসম্ভব। এজন্য প্রতারক মায়াবীর "করবাণি" "করোমি" ইত্যাদি উক্তি সম্ভাবিত হইলেও পরমাত্মা পরমেশ্বরের বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এইরূপ উক্তি সম্ভাবিত হইত না। যদি বলা যায়—ঈশ্বর মায়াবী হইলেও সৃজ্যমান মায়িক বিশ্বাকারে পরিণমমান মায়ার সত্ত্বাংশের পরিণাম জ্ঞানের আধাররূপে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। মায়ামোহ ব্যতীত মায়াবী পুরুষের মায়িক পদার্থের দর্শন সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বই দূরোৎসারিত হইয়া পড়িবে। নিজের মায়াদ্বারা নিজেরই মোহ ব্যাহতই বটে। লোকদৃষ্ট মায়াবী পুরুষ নিজের মায়াদ্বারা নিজে মুগ্ধ হয় না।

দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিই ব্রহ্মের জগৎকারণত্বে প্রমাণ। এ স্থলে ব্রহ্মকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহাতে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ এই উভয়ই বুঝিতে হইবে। ঈক্ষণাদি শ্রুতিদ্বারা নিমিত্তকারণতা ও বহু স্যাম্ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।৭০।

ব্রহ্মের যে উপাদানত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—কার্য্যাকারপ্রাপ্তিযোগ্য শক্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থাপত্তিযোগ্যত্বই ব্রহ্মের উপাদানত্ব। ব্রহ্মের এতাদৃশ উপাদানত্বদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে—ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষর, অক্ষরাদি পদার্থভূত স্বকীয় স্বাভাবিক সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন শক্তিসমূহের এবং তদ্‌গত সূক্ষ্ম সদ্রূপ স্বাভাবিক কার্য্যসমূহের স্থূলরূপে প্রকাশকত্বই ব্রহ্মের উপাদানত্ব বুঝিতে হইবে এবং সূক্ষ্ম সদ্রূপ কার্য্যসমূহও ব্রহ্মান্বিতই বটে, ইহাও বুঝিতে হইবে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র এবং "যতঃ সর্ব্বাণি

যতঃ” “যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে” ইতি শ্রুতিস্মৃতিসূত্রেষু “জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ” ইতি পাণিনিসূত্রে প্রকৃত্যর্থবিহিতপঞ্চম্যাঃ প্রামাণ্যাৎ। ৭১।

নন্বু চ বৃত্তৌ “পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে” ইত্যনুপাদানেঽপি পঞ্চমীদর্শনাৎ প্রকৃতিপদং হেতুপরমিতি উপাদানপরত্বনিষেধাৎ ন্যাসেঽপি ইদমেবাশ্রিত্যাসতি প্রকৃতিগ্রহণে উপাদানস্যৈবাপাদানসংজ্ঞা স্যাৎ, প্রত্যাসন্নত্বান্নেতরস্য, প্রকৃতিগ্রহণাৎ কারণমাত্রস্য ভবতীতি প্রকৃতিপদমনুপাদানেঽপি অপাদানসংজ্ঞা-সিদ্ধ্যর্থমিত্যুক্তত্বাৎ। মহাভাষ্যকারৈরপি “অয়মপি প্রয়োগঃ শক্যো বক্তুম্ গোলোমাজলোমবিলোমভ্যো দূর্ব্বা জায়ন্তে অপক্রামন্তি তাস্তেভ্যঃ” ইত্যাদিনা, লোমাদীনাং দূর্ব্বাদীন্ প্রত্যবধিত্বাৎ, “ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্” ইত্যনেনৈব অপাদানসংজ্ঞাসিদ্ধেরিদং সূত্রমনারভ্যমিতি প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। কৈয়টেঽপি অপক্রমণাবধিত্বে লোমাদিষু কার্য্যপ্রতীতির্ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিলান্নিষ্ক্রামতো দীর্ঘভোগস্য ভোগিনঃ অবিচ্ছিন্নতয়া তত্রোপলব্ধিবৎ কার্য্যস্যাপি দূর্ব্বাদেঃ তত্রোপলব্ধিরিত্যবধিত্বস্যৈব তত্রোপপাদিতত্বাৎ। অত উপাদান এব। “জনিকর্ত্তুঃ”

ভূতানি” ইত্যাদি গীতাস্মৃতি হইতেও ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” এই শ্রুতিতে এবং প্রদর্শিত সূত্র ও স্মৃতিবাক্যে প্রকৃত্যর্থে বিহিত পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা ব্রহ্মের উপাদানত্ব “জনি-কর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ” এই পাণিনিসূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। ৭১।

ইহাতে মাধ্বগণের আপত্তি এই যে - প্রদর্শিত পাণিনিসূত্রদ্বারা উপাদানবাচী পদের পরই পঞ্চমী বিভক্তি হইবে— এইরূপ বলা যায় না। জয়াদিত্য ও বামনকৃত কাশিকাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে—“পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে” ইত্যাদি প্রয়োগে অনুপাদানবাচী পুত্রপদের পরেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে বলিয়া পাণিনিসূত্রস্থ প্রকৃতিপদ হেতুসামান্যবাচী; কিন্তু উপাদানবাচী নহে। কাশিকাবৃত্তির টীকা যাহা জিনেন্দ্রবুদ্ধিপ্রণীত এবং যে টীকা “ন্যাস” নামে পরিচিত, সেই ন্যাসগ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে - সূত্রে প্রকৃতিপদ না থাকিলে প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত উপাদানকারণেরই গ্রহণ হইত। সহকারী কারণ কার্য্যের ভিন্নদেশ বলিয়া তাহা অপ্রত্যাসন্ন। এজন্য প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত ইতর কারণের গ্রহণ না হইয়া কেবলমাত্র উপাদানকারণেরই গ্রহণ হইত। সূত্রে প্রকৃতিপদ থাকায় অনুপাদান নিমিত্তকারণেরও অপাদানসংজ্ঞা সিদ্ধ হইয়া অনুপাদানবাচী পদের পরে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে— গোলোম, অজলোম ও অবিলোম হইতে দূর্ব্বা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উৎপত্তিতে দূর্ব্বা গোলোমাদি হইতে অপক্রান্ত হইয়া থাকে। যে উপাদেয় যে উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উপাদেয় সেই উপাদান হইতে অপক্রান্তই হইয়া থাকে। এজন্য অপাদানসংজ্ঞা সিদ্ধির জন্য “জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ” এই সূত্রের কোনও আবশ্যকতা নাই। উপাদানের অবধিত্ব প্রতীত হয় বলিয়াই “ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্” এই সূত্রদ্বারা জনিকর্ত্তার প্রকৃতির অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং “জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ” এই সূত্র নিষ্প্রয়োজন। মহাভাষ্যব্যাখ্যা কৈয়টেও বলা হইয়াছে যে— “অবিলোমভ্যো দূর্ব্বা জায়ন্তে অপক্রামন্তি তাস্তেভ্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগানুসারে অবিলোমাদি দূর্ব্বার অপক্রমণের অবধিস্বরূপে প্রতীত হইলেও দূর্ব্বার লোমকার্য্যত্ব প্রতীত হইতে পারে না। গ্রামাবধিক পুরুষের অপক্রমণদ্বারা পুরুষের গ্রামকার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যাভিপ্রায়ের সমাধানের জন্য বলিয়াছেন যে - বিল হইতে দীর্ঘদেহ সর্পের নিষ্ক্রমণের সময় সর্পদেহ বিলের সহিত সম্বদ্ধ থাকিয়া বিলের বহির্দ্দেশে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ দূর্ব্বার কার্য্যও উপাদান লোমের সহিত সম্বদ্ধ থাকিয়াই অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হইয়াই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং “জনিকর্ত্তুঃ” সূত্রদ্বারা উপদানবাচী পদের পরই পঞ্চমী বিভক্তি হইবে, এইরূপ নিয়ম সিদ্ধ হয় না। অনুপাদানবাচী পদের পরেও পঞ্চমী বিভক্তি হইতে পারে।

ইত্যনেন পঞ্চমীতি ন নিয়মঃ, অন্যত্রাপি সম্ভবাদিতি চেন্ন, কারণমাত্রার্থকত্বেঽপি উপাদানপরত্বাভ্যুপগমাৎ, ছাগপশুন্যায়েন যথা "পশুনা যজেত" ইত্যত্র পশুপদস্য পশুমাত্রবাচকত্বেঽপি "ছাগবপায়াঃ" ইতি বাক্যশেষাৎ পশুবিশেষপরত্বং তদ্বৎ প্রকৃতেঽপ্যনুসন্ধেয়ম্। ৭২।

ন চ উক্তন্যায়বিরোধোঽত্র নিশ্চয়ৌপয়িকবাক্যশেষাভাবাদিতি শঙ্কনীয়ম্, "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদৌ উপাদানে পঞ্চম্যাঃ "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি বাক্যশেষেণ "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যেতচ্ছাখান্তরস্থ-বাক্যেন প্রতীতসামানাধিকরণ্যস্য নিয়ামকত্বাৎ। বস্তুতস্তু "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" "তদ্ভূতযোনিম্" ইত্যাদিশ্রুতীনাং "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদিসূত্রস্য চাত্র মানত্বাৎ। পরমতে তু ব্রহ্মণ উপাদানত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকমেব, ভ্রমাধিষ্ঠানে শুক্ত্যাদৌ অভবদিতি প্রয়োগাভাবাৎ। তৎপ্রয়োগবিষয়বহুভবনরূপোপাদানতায়া ব্রহ্মণস্ত্বয়া অনভ্যুপগমাৎ। ৭৩।

ন চ শুক্তিরূপ্যস্য অনুপাদানত্বাৎ শুক্তিরূপ্যমভবদিতি ব্যবহারাভাবো যুক্ত ইতি বাচ্যম্, ইদং রূপ্যমিত্যত্র রূপ্যাভিন্নতয়া প্রতীতস্য ইদমর্থস্য রূপ্যোপাদানতয়া ত্বদভিমতস্যেদং রূপ্যমভবদিতি ব্যবহারা-বিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চ সৃষ্টেঃ প্রাক্ অহমর্থাভাবেন উত্তমপুরুষপ্রয়োগানুপপত্তেঃ। ন চ অবিদ্যাপরিণামবিশিষ্টে

বৈয়াকরণগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণমাত্রবাচী পদের পরে পঞ্চমী বিভক্তি হইতে পারিলেও "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে "যৎ"শব্দদ্বারা উপাদানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ছাগপশুন্যায়" অনুসারে যেমন শ্রুতিতে "পশুনা যজেত" এই বাক্যে পশুসামান্যের বাচক পশুপদ ছাগপশুর বোধক হইয়া থাকে। কারণ "পশুনা যজেত" এই বাক্যের পরে শ্রুতিতে "ছাগস্য বপায়াঃ" ইত্যাদি বাক্যশেষস্থিত ছাগপদদ্বারা উপক্রমস্থ পশুপদ ছাগার্থক হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যৎ-শব্দ কারণ-সামান্যবাচী হইলেও শ্রুতির বাক্যশেষদ্বারা যৎ-শব্দ উপাদানকারণবাচীই হইবে। ৭২।

যদি বলা যায়—"পশুনা যজেত" এই স্থলে ছাগপশুনিশ্চায়ক বাক্যশেষ থাকিলেও "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতির উপাদানত্বনিশ্চায়ক কোনও বাক্যশেষ নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্ম-পদের পরে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আত্মার উপাদানত্ব-নিশ্চায়ক "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যাদি বাক্যশেষদ্বারা আত্মার উপাদানত্বই নিশ্চিত হইয়া থাকে এবং "বহু স্যাম্" ইত্যাদি শাখান্তরস্থিত বাক্যদ্বারাও সৃজ্যমান বস্তুর-সহিত স্রষ্টার অভেদনির্দ্দেশহেতুক স্রষ্টার উপাদানত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কথা এই যে—"তদৈক্ষত বহু স্যাম্" "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" "তদ্ভূতযোনিম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এবং "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের উপাদানত্বপ্রতিপাদন অসম্ভব; কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠানমাত্র। ভ্রমাধিষ্ঠান অধ্যস্তরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ প্রয়োগ হয় না। "শুক্তিঃ রজতমভবৎ" এইরূপ প্রয়োগ নাই। "বহু স্যাম্" এই শ্রুতিতে বহুভবনের উপাদানতা ব্রহ্মে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অদ্বৈতমতে বহুভবনের উপাদানতা ব্রহ্মে স্বীকৃত হয় না। ৭৩।

যদি বলা যায়—শুক্তি রজতের উপাদান নহে বলিয়া "শুক্তিঃ রজতমভবৎ" এইরূপ ব্যবহারের অভাব সঙ্গতই বটে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শুক্তি উপাদান না হইলেও তাঁহাদের মতে "ইদং"বস্তু উপাদানই বটে। "ইদং রূপ্যম্" এইরূপ প্রতীতিতে রজতের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত ইদমর্থের রজতোপাদানতা অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত হইলে "ইদং রূপ্যমভবৎ" এইরূপ ব্যবহার হয় না কেন?

অহমি প্রয়োগসম্ভবেন উত্তমপুরুষোপপত্তিঃ সুপপন্নেতি বাচ্যম্, উক্তসঙ্কল্পাৎ প্রাক্ অবিদ্যাপরিণামাভাবাৎ। অয়ম্ভাবঃ—সঙ্কল্পাৎ প্রাক্ অবিদ্যাপরিণামোঽস্তি ন বেতি বক্তব্যম্? নাদ্যঃ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। নান্ত্যঃ, উক্তোত্তমপুরুষপ্রয়োগাসম্ভবাদিতি। কিঞ্চ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। অন্যথা "অকুরুত" ইতি তদ্বোক্ত্যযোগাৎ। বিবর্ত্তাধিষ্ঠানে ইদমর্থে আত্মানং রূপ্যাত্মনা "অকুরুত" ইতি ব্যবহারাদর্শনাচ্চ। কিঞ্চ "তদ্ভূতযোনিম্" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, ইদমর্থে রূপ্যাদ্যধিষ্ঠানে যোনিশব্দাপ্রয়োগাৎ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ইতি সহেতুকসামানাধিকরণ্যশ্রুতিবাধশ্চ। ন চ "স্থাণুরেব চৌরঃ" ইতিবৎ বাধিতসমানাধিকরণত্বাঙ্গীকারান্ন বাধ ইতি বাচ্যম্, পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। ৭৪।

কিঞ্চারোপিতাভেদপরত্বে শুক্তৌ ইদং রূপ্যমিতি শব্দস্যেব শ্রুতেঃ সুতরামপ্রামাণ্যাপত্তেঃ, শ্রুতত্যাগাশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ, তজ্জলানিতি হেতুবাধাচ্চ। ন হি শুক্তৌ রূপ্যস্য জন্মলয়প্রাণনাদিব্যবহারো দৃষ্টচর

আরও কথা এই যে—"বহু স্যাম্" ইত্যাদিশ্রুতিতে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হইয়াছে। অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বে অহমর্থই নাই বলিয়া উত্তমপুরুষের প্রয়োগ শ্রুতিতে হইল কিরূপে? যদি বলা যায়—অবিদ্যাপরিণামবিশিষ্ট বস্তুতে অহংপদের প্রয়োগ সম্ভাবিত বটে। এজন্য উত্তমপুরুষেরও প্রয়োগ হইতে পারিবে। এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্ব্বে অবিদ্যাপরিণামই সম্ভাবিত নহে। অভিপ্রায় এই যে - অদ্বৈতবাদিগণের মতে বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্ব্বে অবিদ্যার পরিণাম আছে কি না? যদি থাকে, তবে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে। কারণ অবিদ্যাপরিণামই দ্বিতীয় বস্তু আছে। আর যদি না থাকে, তবে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হইতে পারিবে না।

আরও কথা এই যে—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতিরও বিরোধ অদ্বৈতমতে হইবে। অদ্বৈতমতে কার্য্যমাত্রই অবস্তু—মিথ্যা বলিয়া তত্ত্বতঃ কোনও বস্তুরই করণ সম্ভাবিত নহে। রজতরূপ বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান—ইদংবস্তু রজতকে করে না। "আত্মানং রূপ্যাত্মনা অকুরুত" এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। আর "তদ্ভূতযোনিম্" এই শ্রুতিরও বিরোধ হইবে। রজতাদির অধিষ্ঠান ইদমর্থে যোনি-শব্দের প্রয়োগ হয় না।

আরও কথা এই যে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতা হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক সমর্থিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—পরিদৃশ্যমান সমস্ত কার্য্যবস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে লীন হয় এবং ব্রহ্মেই স্থিত থাকে। এজন্যই শ্রুতি কার্য্যবস্তুকে "তজ্জলান্" বলিয়াছেন। ইহার অর্থ-তজ্জ, তল্ল ও তদন্। শ্রুত্যর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম" এইরূপ যে অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববস্তুর সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয় নাই। কিন্তু "স্থাণুরেব চৌরঃ" ইত্যাদি উদাহরণে যেমন বাধে সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ "ইহা স্থাণু নহে, কিন্তু চোর", এইরূপ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের বাধপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপতার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এই কথা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। এতাদৃশ কল্পনা অশ্রৌত। এইরূপ কল্পনা করিলে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি এবং স্থাণু ও চোরের উপাদানোপাদেয়ভাবের অভাব হয়, ইত্যাদি কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৭৪।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি যদি প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের আরোপিত অভেদের প্রতিপাদক হয়, তবে আরোপিত অভেদের প্রতিপাদক শুক্তিতে "ইদং রজতম্" ইত্যাদিবাক্যের মত শ্রুতির অপ্রামাণ্যাপত্তি হইবে এবং উক্ত শ্রুতিবাক্যের শ্রুতার্থের ত্যাগ ও অশ্রুতার্থের কল্পনা প্রসঙ্গ হইবে। আর "তজ্জলান্" এইরূপ হেতুনির্দ্দেশও বাধিত হইবে। শুক্তিতে রজতের জন্ম, লয় ও প্রাণনাদি ব্যবহার কাহারও হয় না।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—সৎকার্য্যবাদ পক্ষেও "বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'বহু'পদ সৃজ্যবস্তুরই

ইত্যর্থঃ। নন্বু তব সৎকার্য্যবাদপক্ষেঽপি "বহু স্যাম্" ইত্যত্র বহুপদং সৃজ্যপরমেব, সৃজ্যানাঞ্চ নিয়ম্যরূপাণাং ব্রহ্মাভিন্নতয়া নিত্যসিদ্ধত্বেন তত্রেচ্ছাযোগাদিতি চেন্ন, "ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" ইতীশ্বরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাবচনাৎ, সৎকার্য্যবাদে সৃজ্যানাং নিত্যত্বেঽপি তত্রেচ্ছাসম্ভবাৎ, সদ্রূপস্য নামরূপব্যাকরণমাত্রস্যৈ-বাত্রেচ্ছাবিষয়ত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি সংক্ষেপঃ। ন হি আরোপিতপদার্থে স এবায়মিতি লোকবেদয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞা দৃশ্যতে উপপদ্যতে বেতি ভাবঃ। ৭৫।

নন্বু স এবায়ং দীপঃ, তদেবেদং জলম্ ইতি সাদৃশ্যমাত্রেণাপি প্রত্যভিজ্ঞা দৃশ্যতে, তথাচ নোক্তদোষ ইতি চেন্ন, তর্হি অনিত্যত্বমেব সিধ্যতি, ন তু শুক্তিরূপ্যাদিবৎ মিথ্যাত্বম্, অন্যথা শুক্তিরূপ্যাদিবদ্বাধঃ কুতো ন স্যাৎ, প্রত্যুত তথোপলম্ভাৎ। তস্মাৎ বাধাভাবান্যথানুপপত্ত্যা মিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ। ন হি শুক্তিরূপ্যাদৌ কস্যাপ্যনুন্মত্তস্য প্রত্যভিজ্ঞা জায়তে। অন্যথা আরোপ্যত্বস্যৈবাসম্ভবাৎ। বাধং বিনা আরোপ্যত্বনির্ণয়ে মানান্তরাভাবাচ্চ ইত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যসর্ব্বশক্ত্যাদ্যনন্তস্বাভাবিকগুণাদিনিলয়নিঃশেষদোষ-গন্ধাঘ্রাতমাহাত্ম্যং ব্রহ্মৈব জগদুপাদাননিমিত্তং চ ইত্যুক্তোভয়লক্ষণসমন্বয়ভূমিত্বাৎ ইতি সূত্রকারাভিপ্রায়ঃ। "প্রকৃতিশ্চ" ইতি সূত্রাৎ প্রকৃতিপদমুপাদানপরম্, চকারো নিমিত্তসমুচ্চয়ার্থঃ, তথাচ উপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি সূত্রার্থঃ। ৭৬।

প্রতিপাদক। সৃজ্যবস্তু ব্রহ্মনিয়ম্য বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন; এই ব্রহ্মাভিন্ন ব্রহ্মনিয়ম্য সৃজ্যবস্তু নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছামাত্রই সাধ্যবিষয়িণী; কিন্তু সিদ্ধবিষয়িণী নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" ইত্যাদি গীতাবাক্যদ্বারা কার্য্যপ্রপঞ্চ-মাত্রই ঈশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়া থাকে, ইহা জানিতে পারা যায়। সৎকার্য্যবাদে সৃজ্যবস্তু নিত্য হইলেও তাহাতে ইচ্ছা হইতে পারে; সদ্রূপ বস্তুরও নাম-রূপ ব্যাকরণের জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইচ্ছা নাম-রূপব্যাকরণমাত্র-বিষয়ক। এজন্য সৎকার্য্যবাদে প্রদর্শিত দোষের অবকাশ নাই। কার্য্যপ্রপঞ্চ শুক্তিরজতাদির মত আরোপিত হইলে আরোপিত পদার্থে "স এবায়ম্" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লোকে বা বেদে উপপন্ন হইতে পারে না। ৭৫।

যদি বলা যায়—"স এবায়ং দীপঃ" "তদেবেদং নদীজলম্" ইত্যাদি উদাহরণে সাদৃশ্যমাত্রেই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোত্তর দীপের ঐক্য নাই। এজন্য প্রত্যভিজ্ঞা ঐক্যবিষয়িণী না হইয়া সাদৃশ্যবিষয়িণী হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপ "ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্" ইত্যাদি স্থলেও সাদৃশ্যবিষয়িণীই প্রত্যভিজ্ঞা; কিন্তু ঐক্যবিষয়িণী নহে।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। এইরূপ বলিলে প্রদীপাদির মত প্রপঞ্চেরও অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে; কিন্তু শুক্তিরজতাদির মত মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। প্রপঞ্চ যদি শুক্তিরজতাদির মত মিথ্যা হইত, তবে শুক্তিরজতাদির বাধের মত প্রপঞ্চেরও বাধ হইত; কিন্তু প্রপঞ্চের বাধ হয় না। সুতরাং বাধের অন্যথা অনুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইবে, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। প্রত্যুত বাধাভাবের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইবে। মিথ্যা শুক্তিরজতাদিতে স্বস্থচিত্ত কোন পুরুষেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। যদি প্রত্যভিজ্ঞা হইত, তবে শুক্তিরজতাদির আরোপ্যত্বই সিদ্ধ হইত না। আরোপ্যত্বনির্ণয়ে বাধ ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইল যে—সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তি প্রভৃতি অনন্ত স্বাভাবিক গুণের আশ্রয় ও সমস্ত দোষগন্ধরহিতমহিম ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। যেহেতু ব্রহ্মই উক্ত উভয়লক্ষণের সমন্বয়ভূমি ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায়। "প্রকৃতিশ্চ" এই সূত্রে "প্রকৃতি"পদের অর্থ উপাদান এবং সূত্রস্থ "চ"কার নিমিত্তসমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। আর তাহাতে ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত—ইহাই সূত্রার্থ বলিয়া নিরূপিত হইল। ৭৬।

নন্বু অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্য ক্বাপ্যদৃষ্টচরত্বাদত্যন্তাপ্রসিদ্ধস্য শিষ্টৈরনঙ্গীকারাৎ কথমিব প্রামাণ্যমিতি চেন্ন, কেষাঞ্চিৎ তার্কিকাদীনাং মতেঽপি ঘটেশ্বরসংযোগাদিকার্য্যে পরমেশ্বরস্য জীবগতজ্ঞানাদিকার্য্যে চ জীবস্য তথাত্বাবগমাৎ নাত্যন্তাপ্রসিদ্ধিদোষাবকাশঃ। ব্রহ্ম জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানং ভবিতুমর্হতি, তাদৃশ-শক্তিমত্ত্বাৎ, পরমতে ঘটেশ্বরসংযোগাদৌ কার্য্যে ঈশ্বরবৎ, জীবগতজ্ঞানাদিকার্য্যে জীববচ্চ ইত্যনুমানাৎ। নন্বু যত্নক্তমচেতনস্য পরিণামিসত্তাযোগাদ্ ভবতু তৎকারণত্বম্, ব্রহ্মণঃ চেতনস্য তু কূটস্থসত্তাশ্রয়ত্বেন জন্মাদ্যসম্ভবাৎ কথং তৎকারণত্বম্, অন্যথা অনিত্যত্বাপত্তেঃ। প্রত্যগাত্মানঃ অনিত্যাঃ জন্মাদিমত্ত্বাৎ ঘটাদিবদিতিপ্রয়োগাৎ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইতি শাস্ত্রব্যাকোপাৎ, কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি চেন্ন, প্রামাদিকোক্তেঃ। স্বানাদিকর্ম্মণাং মধ্যে ফলং দাতুমুন্মুখস্য প্রবলস্যৈকতমস্য কর্ম্মবিশেষস্য ফলানুভূতয়ে তদনুকূলদেহাদিসংযোগে সতি তদ্ভোগার্হজ্ঞানশক্ত্যাদিবিকাশস্য জীবজন্মপদার্থত্বাৎ, অত্যন্তবিস্মৃতিপূর্ব্বক-স্থূলদেহাদিবিয়োগেন ভোগাদ্যনর্হতাপত্তেশ্চ মৃত্যুনাশাদিপদার্থত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। বস্তুতস্তু অস্যাঃ শঙ্কায়াঃ উন্মত্তপ্রলাপত্বমেব। শ্রুতেস্তাবৎ সর্ব্বকার্য্যং প্রত্যেব ব্রহ্মণঃ কারণত্বপ্রতিপাদকত্বেন জীবে তৎপ্রসঙ্গাভাবাৎ। যদি প্রত্যগাত্মা কার্য্যং স্যাৎ, ব্রহ্মণশ্চ তত্তদুপাদানত্বাভাবে সর্ব্বকারণত্বে ন্যূনতাপ্রসক্তিঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি, তস্যানাদ্যনন্তকূটস্থত্বশ্রবণাদিতি ভাবঃ। ৭৭।

যদি বলা যায়—কোনও কার্য্যের যাহা উপাদানকারণ, তাহাই তাহার নিমিত্তকারণ, এইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং সর্ব্বথা অদৃষ্টচর অভিন্ন নিমিত্তোপাদানত্ব ব্রহ্মের স্বীকার করা উচিত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তার্কিকগণের মতে ঘটের সহিত ঈশ্বরের সংযোগরূপ কার্য্যে ঈশ্বর উপাদানকারণও বটেন এবং নিমিত্তকারণও বটেন; এইরূপ জীবগত জ্ঞান, সুখাদি কার্য্যে জীব উপাদানকারণও বটে এবং নিমিত্তকারণও বটে। সুতরাং যে কার্য্যের প্রতি যাহা উপাদান, সেই কার্য্যের প্রতি তাহা নিমিত্তকারণও হইয়া থাকে, ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে। আর তাহাতে এইরূপ অনুমান হইতে পারে যে—ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান হইতে পারেন, যেহেতু তাঁহাতে তাদৃশ শক্তি আছে; যেমন তার্কিকমতে ঘটেশ্বরসংযোগাদি কার্য্যে ঈশ্বর এবং জীবগত জ্ঞানাদি কার্য্যে জীব।

ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম অচেতন জড়বর্গের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইতে পারেন; যেহেতু অচেতনবর্গ পরিণামী বস্তু। তাহাতে পরিণামী সত্তা আছে; কিন্তু ব্রহ্ম চেতন জীববর্গের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবেন কিরূপে? চেতন জীব কূটস্থ সত্তার আশ্রয় বলিয়া তাহার জন্মাদি সম্ভাবিত নহে। যাহার জন্মাদিই সম্ভাবিত নহে, তাহার কারণও কেহ হইতে পারে না। জন্মাদি স্বীকার করিলে জীবের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে এইরূপ অনুমান হইবে যে—প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবসমূহ অনিত্য, যেহেতু তাহাদের জন্মাদি আছে; যাহার জন্মাদি আছে, তাহা অনিত্য হইয়া থাকে; যেমন ঘটাদি। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নাত্মা অশ্রুতেঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বিরোধ ঘটিবে, যদি জীবসমূহের জন্মাদি স্বীকার করা যায়। আর জীবের জন্মাদি স্বীকার করিলে কৃতনাশাদি প্রসঙ্গও হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ শঙ্কা প্রমাদকৃত। জীবের জন্ম কথার অর্থ এই যে—জীবের অনাদি-কালসঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কোনও একটি প্রবল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হইলে সেই কর্ম্মফল অনুভবের জন্য অনুভবানুকূল দেহাদিসংযোগ হইলে সেই কর্ম্মফলভোগার্হ জ্ঞান-শক্ত্যাদির বিকাশই জীবের জন্মপদার্থ এবং অত্যন্ত বিস্মৃতিপূর্ব্বক স্থূলদেহাদির বিয়োগদ্বারা কর্ম্মফলভোগের অনর্হতাপত্তিই জীবের মৃত্যু, নাশ ইত্যাদি পদের অর্থ। এজন্য প্রদর্শিত শঙ্কার অবকাশ নাই। বস্তুতঃ কথা এই যে—প্রদর্শিত শঙ্কাই অসঙ্গত। শ্রুতি সমস্ত কার্য্যের প্রতিই ব্রহ্মের কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব নিত্যবস্তু বলিয়া তাহার কারণই অপ্রসিদ্ধ। জীব যদি কার্য্যবস্তু হইত এবং ব্রহ্ম যদি

নন্বু "অনাদিনিধনা নিত্যা" ইতি বেদস্য অনাদ্যনন্তত্বশ্রবণাৎ কারণত্বং ব্রহ্মণোঽনুপপন্নম্, তথাত্বে চ ব্রহ্মণঃ সমস্তকারণত্বে অব্যাপ্তিরিতি চেন্ন, তস্যাপি নিঃশ্বসিতন্যায়েন আবির্ভাবকারণত্বস্য ব্রহ্মগতত্বেন উক্তদোষানবকাশাৎ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃযদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেরুক্তন্যায়ে মানত্বাৎ। "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইতিশ্রুতেশ্চ তদাবির্ভাবে মানত্বাৎ। বেদানাং জন্মাদয়স্তু নির্ব্বিকারত্বেনৈব আবির্ভাবতিরোভাবমাত্রত্বং ন তু আনুপূর্ব্ব্যান্যথাভাব ইতি সিদ্ধান্ত-সেতুকায়াং শ্রীসুন্দরভট্টপাদোক্তেঃ। অচেতনপ্রাকৃতবর্গস্য আকাশাদেস্তু পরিণামিসত্তাকত্বেন স্থূলসূক্ষ্মাবস্থা-ন্তরব্যক্তাব্যক্তনামরূপান্তরবিভাগেনাবস্থিতিরেব উৎপত্তিলয়শব্দাভ্যাং প্রতিপাদ্যতে, ন তু তার্কিকবৎ অসতো জন্মনাশৌ শশশৃঙ্গাদাবতিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি অন্যেষামিবারোপাপবাদৌ শ্রুতিপ্রমাণশূন্যত্বাৎ। তস্মাৎ উক্ত-লক্ষণং ব্রহ্ম জগদুপাদানং নিমিত্তঞ্চ তদুপাদেয়ত্বাৎ, কার্য্যস্যাপি পরতন্ত্রসত্ত্বং স্বোপাদানাত্মকত্বাচ্চ, তদপৃথক্-সিদ্ধত্বমিতি শ্রীভগবতঃ সূত্রকারস্যাভিপ্রায় ইত্যলং বিস্তরেণ। ৭৮।

উক্তসিদ্ধান্তসিদ্ধয়ে তদুপোদ্বলনরূপং দৃষ্টান্তান্তরমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"যথা চ প্রাণাদিঃ" (২।১।১৯)। যথা প্রাণায়ামে সঙ্কুচিতশক্তিঃ প্রাণঃ প্রাণাপানাদিবিশেষরূপেণ অগৃহ্যমাণোঽপি সূক্ষ্মসদ্রূপ-প্রাণাপানাদিবিশেষবানেব। মুক্তোয়ামস্তু তত্তদ্বিশেষরূপেণাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা স্পষ্টং

সেই কার্য্য জীবের উপাদান না হইতেন, তবে ব্রহ্মের সর্ব্বকারণত্ব সিদ্ধ হইত না; কিন্তু জীব কার্য্যবস্তু নহে। তাহা অনাদি, অনন্ত ও কূটস্থ। ৭৭।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—"অনাদিনিধনা নিত্যা" ইত্যাদিশাস্ত্রদ্বারা বেদের অনাদি ও অনন্তত্ব সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের বেদকারণত্বও থাকা উচিত নহে। ব্রহ্ম বেদের কারণ না হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বকারণত্ব সিদ্ধ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—নিঃশ্বসিতন্যায়ে বেদের আবির্ভাব স্বীকার করা হয়। এই আবির্ভাবকারণতা ব্রহ্মে আছে বলিয়া প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ" এই শ্রুতিই নিঃশ্বসিতন্যায়ে প্রমাণ। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" ইত্যাদি শ্রুতি বেদের আবির্ভাবে প্রমাণ। বেদের জন্মাদি শাস্ত্রে থাকিলেও নির্ব্বিকাররূপে বেদের আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্রই বেদের জন্মাদির অর্থ; কিন্তু বেদের আনুপূর্ব্বিক অন্যথাভাব হয় না। এই কথা সিদ্ধান্তসেতুকাতে শ্রীসুন্দরভট্টপাদ বলিয়াছেন। আর অচেতন প্রাকৃত আকাশাদি জড়বর্গের পরিণামী সত্তা আছে বলিয়া তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত নামরূপবিভাগে অবস্থানই উৎপত্তি-প্রলয়শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্যক্তনামরূপ স্থূলাবস্থাপ্রাপ্তিই উৎপত্তি এবং অব্যক্তনামরূপ সূক্ষ্মাবস্থা-প্রাপ্তিই প্রলয়; কিন্তু তার্কিকগণের মত অসতের সত্ত্ব ও সতের অসত্ত্বরূপ জন্ম ও নাশ নহে। শশশৃঙ্গাদি অসদ্বস্তুর জন্মাদি হয় না। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে যেমন আরোপ ও অপবাদকে প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয় বলা হয়, তাহাও নহে। কারণ তাহাতে কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই। সুতরাং আমাদের প্রদর্শিত লক্ষণলক্ষিত ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এবং কার্য্যপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ উপাদানের উপাদেয় বলিয়া কার্য্যপ্রপঞ্চের পরতন্ত্রসত্ত্ব, স্বোপাদানাত্মকত্ব এবং উপাদান হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায়। ৭৮।

উক্ত সিদ্ধান্তসিদ্ধির জন্য তাহার উপোদ্বলনরূপ দৃষ্টান্ত সূত্রকার বলিয়াছেন—"যথা চ প্রাণাদিঃ" (২।১।১৯)। যেমন প্রাণায়ামকালে সঙ্কুচিতশক্তি প্রাণ—প্রাণ, অপানাদিবিশেষরূপে অগৃহীত হইলেও সূক্ষ্ম সদ্রূপ প্রাণাপানাদিবিশেষ-বান্‌ই থাকে। আর প্রাণায়ামপরিত্যাগকালে সূক্ষ্ম সদ্রূপ প্রাণাপানাদিই বিশেষরূপে আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্য

গৃহ্যতে, তদ্বৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্ অনভিব্যক্তনামরূপকং কার্য্যং তত্তন্নামরূপাভ্যামগৃহ্যমাণমপি স্বোপাদানে সদেব। সৃষ্টিসময়ে তু ব্যাকৃতনামরূপত্বাৎ স্পষ্টং গৃহ্যতে ইত্যক্ষরার্থঃ। ৭৯।

নন্ স্যাদেতদর্থাপত্ত্যনুমানয়োরপ্রামাণ্যম্, যদি শ্রুতিনির্ম্মূলং স্যাৎ, ন তু তদস্তি, কিন্তু "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতীনাং সাবধারণানামন্বয়ব্যতিরেকেণ কারণৈকত্বনিশ্চায়কানাং তদিতরবস্তুমাত্রনিষেধপরাণাং তন্মূলত্বাৎ কথমপ্রামাণ্যম্? অয়ম্ভাবঃ—কারণস্য পরব্রহ্মণঃ উক্তাভিঃ শ্রুতিভিঃ অবধারণেন অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাঞ্চ একত্বাবধারণং দ্বিতীয়বস্তুনোঽনৃতত্বং বিনা অনুপপন্নমতস্তস্য মৃষাত্বং প্রত্যগাত্মনশ্চ তত্ত্বমস্যাদিনা স্বয়ংসিদ্ধব্রহ্মাত্মত্বোপদেশঃ শারীরত্বস্য বাধং বিনা অনুপপন্নোঽতস্তস্যাপি মৃষাত্বমিত্যবগম্যতে। তস্মাৎ রজ্জুজ্ঞানেন সর্পাদিবাধবৎ ব্রহ্মাত্মত্বজ্ঞানেন শারীরত্বস্য বাধে তৎকৃতসর্ব্বব্যবহারস্যাপি বাধঃ স্যাদিতি, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতেঃ। তথৈবাহ চ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্য অনৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" ইতি চ পরমকারণস্য একস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ স্বয়ং প্রসিদ্ধং

করিয়া থাকে। প্রাণায়ামের পরে প্রাণাদির কার্য্যবিশেষদ্বারা প্রাণায়ামকালে সূক্ষ্ম সদ্রূপে প্রাণাদির অবস্থান যেমন সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত নামরূপ কার্য্য তত্তৎ নামরূপদ্বারা গৃহীত না হইলেও স্বকীয় উপাদানে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমানই ছিল; সৃষ্টিসময়ে তাহা ব্যাকৃত নামরূপ হইয়া স্পষ্টরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই সূত্রের অক্ষরার্থ। ৭৯।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—"সদেব" ইত্যাদি শ্রুতি এবকারঘটিত বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মই কারণ ইহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। "নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্রের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয়মূলে অনুমান ও অর্থাপত্তিদ্বারা একমাত্র পরমকারণের সত্যত্বাবধারণ এবং নানাত্বদর্শননিন্দাদ্বারা একমাত্র পরমকারণেরই সত্যত্ব সুদৃঢ় হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতিমূলক অনুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা কারণের সত্যত্ব ও তদিতরের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে—উক্ত শ্রুতিসমূহদ্বারা কারণ ব্রহ্মের অবধারণ ও অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা কারণ ব্রহ্মের একত্বাবধারণ দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব ব্যতীত অনুপপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব এবং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা প্রত্যগাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশ প্রত্যগাত্মার শারীরত্বের বাধ ব্যতীত উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া "প্রত্যগাত্মার শারীরত্ব মিথ্যা" ইহা অবগত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মাত্মত্বজ্ঞানদ্বারা রজ্জুজ্ঞানদ্বারা সর্পাদির বাধের মত শারীরত্বের বাধ হইলে শারীরত্বাভিমানকৃত সর্ব্বব্যবহারেরও বাধ হইয়া থাকে। আর এই কথাই শ্রুতি "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। আর ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও এই কথাই বলিয়াছেন যে—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই দৃষ্টান্ত বাক্যদ্বারা শ্রুতি প্রকৃতিমাত্রেরই সত্যত্বাবধারণ করিয়াছেন এবং বাচারম্ভণশব্দদ্বারা বিকারমাত্রের মিথ্যাত্বাভিধান করিয়াছেন এবং দার্ষ্টান্তিকেও "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" এই শ্রুতিতে পরমকারণেরই সত্যত্বাবধারণ করা হইয়াছে। "স আত্মা তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিতে শারীর জীবের ব্রহ্মভাব উপদেশ করা হইয়াছে। জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব, যাহা স্বয়ং প্রসিদ্ধ, তাহাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব যত্নান্তরসাধ্য নহে। অতএব শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মত্ব অবগত হইলে, তাহা স্বাভাবিক শারীরত্বের বাধক হইয়া থাকে। যেমন রজ্জ্বাদিবুদ্ধি সর্পাদিবুদ্ধির বাধক হয়। এই শারীরাত্মত্ব বাধিত হইলে জীবের সমস্ত

হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে, ন যত্নান্তরসাধ্যম্, অতশ্চৈবং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমবগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে, রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতীত্যাদিনা ইতি চেৎ। ৮০।

ন, একত্বাবধারণশ্রুতীনাং জগৎকারণসার্ব্বজ্ঞ্যাদিমৎপরব্রহ্মৈকত্বপরত্বেন "নেহ নানা" ইত্যাদিশ্রুতীনাং চ কারণগতস্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নবস্তুমাত্রনিষেধপরত্বেন চ অস্মৎপক্ষে স্বার্থে এব প্রামাণ্যাৎ। ন তাবৎ কারণৈকত্বাবধারণং নিষেধশ্চেতরস্য বস্তুজাতস্য অনৃতত্বে নিয়ামকম্, অপি তু স্ববিষয়সমসত্তাকত্বনিষেধমাত্র এব ; যথা "চোলরাজা একোঽদ্বিতীয়োঽভূৎ" ইতি বাক্যং ন তদ্‌রাজান্তরমাত্রস্য তৎসেনাদীনাং বা নিষেধপরম্, কিন্তু তৎতুল্যনৃপান্তরস্য নিষেধমাত্রপরমেব, এবং প্রকৃতেঽপি সমঞ্জসম্। কিঞ্চ কার্য্যজাতস্যানৃতত্বে অসৎকার্য্যবাদাপত্ত্যা বৈদিকত্বং দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্" ইতি আসুরপক্ষাভ্যুপগমশ্চ, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ইত্যাদিশাস্ত্রব্যাকোপশ্চ। অত্র বিশেষনিরাসস্তু পূর্ব্বমেব বিস্তৃতঃ। তত্ত্বমস্যাদিশ্রুতয়োঽপি পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং ব্রহ্মতাদাত্ম্য-বিধানপরত্বস্যেষ্টত্বাৎ। প্রপঞ্চস্যাধ্যস্তত্বমপি পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। তথাত্বে সুতরাং বাধাভাব ইতি সিদ্ধম্। ৮১।

ব্যবহার বাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং সদ্‌ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন কার্য্যমাত্রের সদ্রূপত্ব এবং ব্যাকৃত নামরূপের অন্যথানুপ-পত্তিদ্বারা কার্য্যের সদ্রূপত্ব যাহা সিদ্ধান্তে সমর্থিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। ৮০।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জগৎ-কারণ পরব্রহ্মের একত্বাবধারণের জন্যই "একম্ এব" বলা হইয়াছে। আর "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা কারণব্রহ্মের যেরূপ স্বতন্ত্রসত্তা আছে, এইরূপ স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নাই ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই। এজন্য আমাদের মতে শ্রুতির স্বার্থেই প্রামাণ্য থাকিতে পারে। জগৎকারণ ব্রহ্মের একত্বাবধারণ এবং ব্রহ্মেতর বস্তুর নিষেধদ্বারা ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন করা হয় নাই ; কিন্তু নিষেধশ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মতুল্যসত্তাক বস্তুমাত্রের নিষেধ করা হইয়াছে। মূলগ্রন্থের "স্ববিষয়সমসত্তাক" কথার অর্থ—শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মসমসত্তাক। যেমন "চোলরাজা এক অদ্বিতীয় ছিলেন" এই বাক্যদ্বারা অন্য রাজগণের নিষেধ করা হয় নাই এবং চোলরাজার সৈনিকদেরও নিষেধ করা হয় নাই ; কিন্তু চোলরাজার মত অন্য রাজারই নিষেধ করা হইয়াছে, এইরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থও বুঝিতে হইবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতমতে কার্য্যমাত্রই মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের মতে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি হইবে। অবৈদিক অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করায় তাঁহাদের বৈদিকত্বই থাকিতে পারিবে না। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনী-শ্বরম্" ইত্যাদি গীতাস্মৃতি অনুসারে তাঁহাদের আসুর পক্ষাভ্যুপগম হইয়া পড়িবে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি ও "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের বিরোধও হইবে। উক্ত শ্রুতি ও সূত্রদ্বারা সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতি ও সূত্রের অর্থ অধ্যাসবাদ নিরাকরণপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে এবং তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্মতাদাত্ম্যপ্রতিপাদক, তাহা আমাদেরও ইষ্টই বটে। প্রপঞ্চ যে অধ্যস্ত নহে, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চ অধ্যস্ত নহে বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তাহার বাধও হইতে পারে না ইহাই সিদ্ধ হইল। ৮১।

নাপি "যত্র ত্বস্য" ইতি শ্রুতিঃ প্রপঞ্চবাধপরা, কিন্তু কারকজাতস্য স্বতন্ত্রসত্তানিষেধেন তস্য ব্রহ্মাত্মকত্ববিধানপরেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অন্যথা "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাৎ। শ্রুত্যর্থস্তু—সদেবেত্যত্র স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ সৎপদার্থঃ। "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ" ইতিশ্রুতেঃ। একপদং ব্রহ্মণঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকর্ষরূপপ্রাধান্যং বিধত্তে, "একে মুখ্যান্যকেবলাঃ" ইত্যমরোক্তেঃ। একশব্দোঽয়ম্ অন্যপ্রধানাসহায়সংখ্যাপ্রথমসমানবাচীতি "একো গোত্রে" ইতি সূত্রে কৈয়টোক্তেশ্চ। সহায়ান্তরশূন্যত্বোৎকর্ষপরো বা, "ঙ্ণান্তাঃ ষট্" ইতি সূত্রে একশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। "অস্তি সংখ্যার্থে অস্তি অসহায়বাচী, অস্ত্যন্যার্থঃ ইতি মহাভাষ্যকারোক্তেশ্চ। তথাচ— ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টমন্যসহায়-হীনমেকসংখ্যাকমেকপদার্থঃ। "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইতি শ্রীমুখোক্তেশ্চ। "অযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ প্রথম একশব্দঃ, তদধিকোৎকৃষ্টব্যবচ্ছেদপরো দ্বিতীয় এবকারঃ স্বাতিশয়বস্তুশূন্য ইত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়শব্দশ্চ সমান-নিষেধপরঃ। অস্য গোর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যুক্তেঃ গৌরেব দ্বিতীয়োঽন্বেষ্যতে, নাশ্বো ন গর্দ্দভ

এইরূপ "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" এই শ্রুতিদ্বারাও প্রপঞ্চের বাধ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত কারকমাত্রের স্বতন্ত্রসত্তানিষেধপ্রতিপাদকই উক্ত শ্রুতি হইয়া থাকে। কারকমাত্রের স্বতন্ত্রসত্তা নাই বলিয়াই তাহাদের ব্রহ্মাত্মকত্ব বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত সৎপদের অর্থ—স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় ব্রহ্মবস্তু। এই পরমাত্মাই যে স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়, তাহা "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ" এই শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিতে "এক"পদ ক্ষর ও অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উৎকর্ষরূপ প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া থাকে। প্রাধান্য অর্থে "এক"শব্দ অমরকোষেও বলা হইয়াছে। মুখ্য, অন্য, কেবল এই সকল "এক"শব্দের অর্থ। "একো গোত্রে" এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাতে কৈয়ট অন্য, প্রধান, অসহায়, একত্বসংখ্যা, প্রথম, সমান এই সকলের বাচক "এক"শব্দ হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ "ঙ্ণান্তাঃ ষট্" এই পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে যে—"এক"শব্দের বহু অর্থ আছে। কোনও স্থলে একশব্দ সংখ্যার্থক হইয়া থাকে, কোনও স্থলে অসহায়বাচী হইয়া থাকে, কোনও স্থলে অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর এজন্য "একমেব" শ্রুতিতেও একপদদ্বারা ব্রহ্ম ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট ইহাই বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্য সহায়হীন বলা হইয়াছে। এইরূপ একত্ব-সংখ্যাযুক্তও বলা হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উৎকৃষ্টত্ব "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এবং "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিদ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিতে একশব্দদ্বারা অযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং "একম্ এবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিতে এবকারদ্বারা ব্রহ্মাপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট বস্তুর ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। আর তাহাতে ব্রহ্মাপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট বস্তু নাই ইহাই অর্থ বলিয়া সিদ্ধ হয়। অদ্বিতীয়শব্দদ্বারা ব্রহ্মের সমান বস্তুর নিষেধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়শব্দ সদৃশবাচী; এজন্য অদ্বিতীয়-শব্দদ্বারা সদৃশ কেহ নাই ইহাই সিদ্ধ হয়। মহা-ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে "অস্য গোর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্যঃ" এইরূপ বাক্য হইতে গোসমানজাতীয় দ্বিতীয় গোরই অন্বেষণ করিতে বলা হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু গো-বিজাতীয় অশ্ব-গর্দ্দভাদি এই দ্বিতীয়শব্দদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম যে সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্ত তাহা বুঝিতে

ইতি মহাভাষ্যকারোক্তেঃ। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। "ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। ৮২।

যদ্বা একশব্দঃ সংখ্যাপরঃ, একাদ্বিতীয়শব্দয়োশ্চেতনাচেতননিষেধপরত্বম্, উভয়োরপি ব্রহ্মসমস্বতন্ত্র-সত্তাকত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ স্বগতানন্তাসংখ্যেয়জ্ঞানাদিকারুণ্যাদিকল্যাণধর্ম্মাণামপি স্বরূপেতরস্বতন্ত্রসত্তাভাবেন তদ্‌গতস্বতন্ত্রসত্তানিষেধোঽপি অবিরুদ্ধঃ, "যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ চেতনানাং স্বগত-ধর্ম্মাণাং চ তদাত্মকত্বাদ্যবিশেষেণ তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ "বাসুদেবাত্মকা-ন্যাহুঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। এষ এব স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ সৎপদার্থঃ আত্মা যস্য স এতদাত্মা তস্য ভাবঃ তত্ত্বমিতি শ্রুত্যর্থঃ সদাত্মকমিতি যাবৎ। ৮৩।

নন্থ অস্য বাক্যস্য সজাতীয়াদিভেদশূন্যপরত্বমেব, তত্র চেতনভেদঃ সজাতীয়ভেদঃ, জড়ভেদো বিজাতীয়ভেদঃ, ধর্ম্মভেদঃ স্বগতভেদঃ; তথাচ ত্রিবিধভেদস্য শ্রুত্যৈব নিষেধেন তদ্বিষয়স্য কথং পারমার্থিকত্বমিতি চেন্ন, স্বপ্রাঙ্গনে অশ্বধাবনমাত্রত্বাৎ। তথাহি—অদ্বিতীয়পদেনৈব দ্বিতীয়পদার্থমাত্রস্য নিষেধসিদ্ধৌ পদান্তরবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মেতরস্য ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বদন্তঃ অত্র প্রষ্টব্যাঃ—

পারা যায়। ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই এবং ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টও কেহ নাই। "ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ" এই গীতাস্মৃতিদ্বারাও ব্রহ্ম যে সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্ত ইহা বুঝিতে পারা যায়। ৮২।

পূর্ব্বে "এক"শব্দের অর্থ—অযোগব্যবচ্ছেদ বলা হইয়াছে। আর "এক"শব্দকে সংখ্যাপ্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার করিলেও কোন দোষ হইবে না। আর "এব"কার ও "অদ্বিতীয়"শব্দদ্বারা চেতন ও অচেতনের নিষেধ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। চেতন ও অচেতন উভয়ই ব্রহ্মের সমান নহে এবং ব্রহ্মের মত স্বতন্ত্রসত্তাযুক্তও নহে। যদিও ব্রহ্মে অনন্ত অসংখ্যেয় জ্ঞানাদি ও কারুণ্যাদি কল্যাণধর্ম্ম আছে; কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্রসত্তা নাই বলিয়া সেই গুণসমূহে স্বতন্ত্রসত্তার নিষেধও সঙ্গতই হইয়াছে। "যদাসীৎ তদধীনমেবাসীৎ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মগুণসমূহেরও ব্রহ্মাধীন-সত্তাই বুঝিতে পারা যায়। আর এজন্য চেতন জীববর্গের এবং ব্রহ্মগত জ্ঞানাদি ধর্ম্মের ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধিপ্রযুক্ত ব্রহ্মাত্মত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অপৃথক্‌সিদ্ধিপ্রযুক্ত তদাত্মকত্ব "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ এবং "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ" ইত্যাদি স্মৃতিসিদ্ধও বটে। "ঐতদাত্ম্য"শ্রুতির অর্থ এই যে—সেই স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয় সৎ-পদার্থ আত্মা হইয়াছে যাহার, তাঁহাকে এতদাত্মা বলা যায়। এতদাত্মার ভাবই ঐতদাত্ম্য অর্থাৎ সদাত্মক। ৮৩।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিবাক্য সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মের প্রতিপাদক। সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদ ব্রহ্মে নাই—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ। ব্রহ্ম-সজাতীয় জীব; যেহেতু উভয়ই চেতন; জীবপ্রতিযোগিক ভেদই সজাতীয় ভেদ। এই সজাতীয় ভেদ ব্রহ্মে নাই। জড়বস্তু-প্রতিযোগিক ভেদ বিজাতীয় ভেদ। এই বিজাতীয় ভেদ ব্রহ্মে নাই। এইরূপ ব্রহ্মধর্ম্মপ্রতিযোগিক ভেদ—স্বগত ভেদ। এই স্বগত ভেদও ব্রহ্মে নাই। সুতরাং শ্রুতিই ব্রহ্মে প্রদর্শিত ত্রিবিধ ভেদের নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং যাহা শ্রুতি-দ্বারা নিষিদ্ধমান, তাহার পারমার্থিকত্ব হইবে কিরূপে? নিজের আঙ্গিনায় ঘোড়া দৌড়ানের মত অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিই অসঙ্গত। কারণ "অদ্বিতীয়" পদমাত্রদ্বারাই ব্রহ্মে দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধ সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া "একমেব" এই পদদ্বয় ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে "অদ্বিতীয়" বলিলে যাহা সিদ্ধ হয়, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিলেও তাহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে উক্ত পদদ্বয় ব্যর্থই বটে। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দৃশ্যমাত্রে

শ্রুত্যাভিহিতদ্বিতীয়মাত্রাভাবঃ কালত্রয়ে অস্তি ন বা? নাদ্যঃ, স্বোক্তব্যাঘাতাৎ। অন্ত্যে দ্বিতীয়স্য সত্তাপত্তেঃ। ন চ নাভাবো দ্বিতীয়োঽদ্বৈতবিরোধীতি বাচ্যম্, অভাবত্বাধেয়ত্বাধারত্বাদিভাবৈরবিনাভূতে-নাতিশয়োঽপ্যদ্বৈতভঙ্গাৎ। অভাবত্বরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তসম্ভবেন বেদান্তানাং সখণ্ডার্থত্বাপত্তেশ্চ। ৮৪।

কিঞ্চ কো বা সৎপদার্থঃ? শুদ্ধো বা উপহিতো বা অব্যাকৃতো বা? নাদ্যঃ, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইতি শ্রুত্যেক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পযোগশ্রবণাৎ, অন্যথা শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ। ত্বয়া শুদ্ধস্য পদার্থত্বানঙ্গীকারাচ্চ। অন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা পদার্থত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ। দ্বিতীয়ে ততো মায়াভূতোপাধির্ভিন্নোঽভিন্নো বা? নাদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, উপাধির্ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তাপত্তেঃ। উপহিতস্য

ব্রহ্মনিষ্ঠ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চোপাদান ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব যাবৎ প্রপঞ্চে আছে, এজন্যই প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—তাঁহাদের মতে শ্রুতিদ্বারা অভিহিত দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের অভাব কালত্রয়ে থাকে কি না? অর্থাৎ উক্ত অভাব কালত্রয়স্থায়ী কি না? যদি উক্ত অভাবকে কালত্রয়স্থায়ী বলা যায়, তবে উক্ত অভাব কালত্রয়স্থায়ী বলিয়া উক্ত অভাবে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব নাই। এজন্য তাঁহাদের উক্তিরই ব্যাঘাত হইবে। তাঁহারা ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্রেরই ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন। অথচ দ্বিতীয়াভাব ব্রহ্মেতর হইয়াও কালত্রয়ে বিদ্যমান আছে। তাহা ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী নহে। এইরূপে স্বীয় উক্তির ব্যাঘাত হইবে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের অভাব কালত্রয়ে থাকে না—এইরূপ বলা যায়, তবে যখন দ্বিতীয় বস্তুর অভাব থাকিবে না, তখন দ্বিতীয় বস্তুরই সত্তাপত্তি হইবে।

যদি বলা যায়—দ্বিতীয় বস্তুর অভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; ব্রহ্মভিন্ন অভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতির আপত্তি হইত, কিন্তু তাহা নহে; দ্বিতীয়ভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ দ্বিতীয়াভাব অবশ্যই অভাবত্ববিশিষ্ট হইবে। অভাবে অভাবত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গই হইবে। ব্রহ্ম ভাববস্তু; তাহা অভাবত্ববিশিষ্ট অভাবস্বরূপ হইতে পারে না। অভাব সপ্রতিযোগিক; আর ব্রহ্ম নিষ্প্রতিযোগিক। নিষ্প্রতিযোগিক ভাবভূত ব্রহ্মের সহিত সপ্রতিযোগিক অভাবের অভেদ অসম্ভাবিত। অভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মেও অতিশয় স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্বৈতাভাব আধেয় বস্তু এবং ব্রহ্মকেই অভাবরূপ আধেয়ের আধার বলিতে হইবে। অভাবে আধেয়ত্ব এবং ব্রহ্মে আধারত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই আধেয়ত্ব-আধারত্বরূপ ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। ব্রহ্ম অভাবস্বরূপ হইলে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দ অভাবত্বরূপে ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইবে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক পদের অভাবত্বই প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইবে। আর অভাবত্বরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের সখণ্ডার্থত্বের আপত্তি হইবে এবং অখণ্ডার্থতার ভঙ্গ হইবে। ৮৪।

আরও কথা এই যে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত "সৎ"পদের অর্থ কি? তাহা কি শুদ্ধ ব্রহ্ম? অথবা উপহিত ব্রহ্ম? অথবা অব্যাকৃত ব্রহ্ম? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্প প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শুদ্ধ ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি হইতে পারে না। ঈক্ষণাদিযুক্ত ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব থাকিতে পারে না। অদ্বৈতমতে শুদ্ধ ব্রহ্ম কোনও পদেরই শক্য নহে। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম সৎ-পদের অর্থ হইতে পারে না। অদ্বৈতমতে পদ-শক্য বস্তু মিথ্যা। শুদ্ধ ব্রহ্ম সৎ-পদের শক্য হইলে মিথ্যা হইয়া পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান হইবে যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু তাহা পদার্থ অর্থাৎ পদশক্য; যেমন

পারমার্থিকসত্তাসম্ভবাচ্চ। অন্যথা তস্যৈব মুক্তগম্যত্বেন শুদ্ধস্য অপ্রযোজকত্বাপত্তেশ্চ। নাপি অব্যাকৃতঃ, সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ অস্মদিষ্টত্বাচ্চ। অব্যাকৃতস্য জীবাদিভেদেঽপি নাস্মাকং হানিঃ, জীবাদীনাং তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাভ্যুপগমাৎ ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাঙ্গীকারাচ্চ। অব্যাকৃতত্বং নাম ভূতসূক্ষ্মাণি কর্ম্মসংস্কারসহিতাশ্চ জীবাস্তদন্তর্য্যামী পরমেশ্বরশ্চাধিষ্ঠাতা, এতেষাং সমুদায়ঃ, তস্য চানেকবিশেষবত্ত্বাৎ, সুতরাং তব সিদ্ধান্তভঙ্গঃ উক্তব্যাখ্যাবিরোধশ্চ। অন্যথা ভূতসূক্ষ্মাভাবে অসৎকার্য্যবাদাপত্তেঃ, জীবানঙ্গীকারে কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাৎ। সৃষ্টিবৈচিত্র্যহেতুভূতকর্ম্মাভাবে সৃষ্ট্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, তস্যাঃ সাম্যপ্রসঙ্গাচ্চ। ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসক্তেশ্চ, পরমেশ্বরানঙ্গীকারে স্রষ্ট্রভাবেন সৃষ্ট্যসম্ভবাৎ। বাহ্যপক্ষাঙ্গীকারপ্রসঙ্গাচ্চ। দ্বিতীয়মাত্রনিষেধে শ্রুতৌ অগ্রপদস্য বৈয়র্থ্যাৎ। ৮৫।

কিঞ্চ কো বা অদ্বিতীয়পদার্থঃ? ন দ্বিতীয়ঃ অদ্বিতীয়ঃ ইতি চেৎ, নঞর্থস্তাবৎ ষড়্বিধঃ—"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" ইতি বচনাৎ। তত্র ন তাবৎ সাদৃশ্যম্, দ্বিতীয়সদৃশমিতি পদার্থাপত্তেঃ, নির্ব্বিশেষে সাদৃশ্যধর্ম্মাসম্ভবাচ্চ। নাপি অভাবঃ,

---

অদ্বৈতমতে ঘটাদি পদার্থ। আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ উপহিত ব্রহ্ম সৎ-পদার্থ হইলে ব্রহ্মের উপাধি মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। আর অভিন্ন হইলে উপাধিই ব্রহ্ম—এইরূপ হইয়া পড়িবে; কিন্তু অদ্বৈতমতে উপাধি মিথ্যা। অদ্বৈতমতে উপহিত ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তাও সম্ভাবিত নহে। উপহিত ব্রহ্ম পারমার্থিক হইলে উপহিত ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের অপেক্ষাই থাকিবে না। আর তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ অব্যাকৃতও সৎ-পদার্থ নহে। তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে এবং তাহাতে আমাদের ইষ্টাপত্তিই হইবে। অব্যাকৃত বস্তু জীবাদি হইতে ভিন্ন হইলেও তাহাতে আমাদের হানি হইবে না। অব্যাকৃতের সহিত জীবাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আমরা স্বীকার করি। আমাদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ বস্তু। অব্যাকৃত বস্তু ভূতসূক্ষ্ম, কর্ম্মসংস্কারসহিত জীব এবং ভূতসূক্ষ্ম ও জীবের অন্তর্য্যামী অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর,—এই সমুদায়কে অব্যাকৃত বলা হয়। এই অব্যাকৃত অনেকবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া অদ্বৈতমতে এই অব্যাকৃত বস্তুকে সৎ-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে এবং ত্রিবিধ ভেদরহিত ব্রহ্ম, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ ঘটিবে। অব্যাকৃতস্বরূপ যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ভূতসূক্ষ্ম না থাকিলে অসৎ-কার্য্যবাদের আপত্তি হইবে। জীব অব্যাকৃতের অন্তর্গত না হইলে কৃতনাশাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতুভূত জীবের কর্ম্ম অব্যাকৃতের অন্তর্গত না হইলে সৃষ্টির অভাবের প্রসঙ্গ হইবে। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতুভূত কর্ম্ম না থাকায় সৃষ্টির সাম্যপ্রসঙ্গ হইবে। কর্ম্ম না থাকিলে ব্রহ্মের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষের প্রসঙ্গ হইবে। অব্যাকৃতের অন্তর্গত পরমেশ্বর অনঙ্গীকার করিলে স্রষ্টার অভাবপ্রযুক্ত সৃষ্টিই অসম্ভব হইবে। স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি স্বীকার করিলে বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি মতের অঙ্গীকারপ্রসঙ্গ হইবে। দ্বিতীয়মাত্রের নিষেধ "অদ্বিতীয়" কথার অর্থ হইলে এই শ্রুতিতে "অগ্র" পদের ব্যর্থতা হইবে। ৮৫।

আরও কথা এই যে—অদ্বিতীয় পদের অর্থ কি? "ন দ্বিতীয়ঃ অদ্বিতীয়ঃ" এইরূপ অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তবে নঞ্-এর অর্থ কি হইবে? তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ—এই ছয়টি নঞ্-এর অর্থ। এই ছয়টি অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য অর্থ হইতে পারে না। তাহাতে অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ এই হইবে যে—দ্বিতীয়-সাদৃশ্য। ব্রহ্মে দ্বিতীয়-সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাহাতে সাদৃশ্যধর্ম্ম সম্ভাবিত নহে। এইরূপ প্রকৃতস্থলে নঞ্-এর অভাবরূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ—দ্বিতীয়াভাব হইবে। ব্রহ্ম

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি নিন্দাশ্রবণাৎ। নাপি তদন্যত্বম্, দ্বৈতাপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি তদল্পতা, ঈষদ্দ্বিতীয় ইতি পদার্থঃ স্যাৎ। নাপি অপ্রাশস্ত্যম্, অপ্রশস্তদ্বিতীয় ইত্যর্থঃ স্যাৎ। নাপি বিরোধঃ অনঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চ অদ্বিতীয়পদস্য দ্বিতীয়াভাবমাত্রসঙ্কোচাপেক্ষয়া সকলকল্পনাবিরোধায় স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নদ্বিতীয়নিষেধপরত্বস্যৈব ঔচিত্যাৎ। ন চাবান্তরতাৎপর্য্যেণ দ্বিতীয়াভাবসিদ্ধিঃ, মহাতাৎপর্য্যেণ চ অখণ্ডার্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, দ্বিতীয়াভাবস্য সত্ত্বে অদ্বৈতহানিঃ, মৃষাত্বে দ্বৈতস্য সত্যত্বাপত্তেঃ। দ্বিতীয়াভাববিশিষ্টতয়া জ্ঞাতে ব্রহ্মণি বিশেষ্যমাত্রে সন্দেহাদ্যভাবেন তত্র তাৎপর্য্যান্তরকল্পনস্য অপ্রামাণিকত্বাৎ। অন্যথা শব্দমাত্রস্য তাৎপর্য্যদ্বয়ং স্বীকৃত্য অখণ্ডার্থকত্বাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। এতেন

দ্বিতীয়াভাবস্বরূপ, ইহা বলা যায় না। "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের অভাব-রূপতাবেদনের নিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ নঞ্‌এর তদন্যত্বরূপ অর্থও প্রকৃতস্থলে সঙ্গত হয় না। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় কথার অর্থ এই হইবে যে—ব্রহ্ম দ্বিতীয়ভিন্ন। ব্রহ্ম দ্বিতীয়ভিন্ন হইলে অদ্বৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ তদল্পতারূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় কথার অর্থ হইবে-ঈষৎ দ্বিতীয়। আর তাহাতে অদ্বৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ অপ্রাশস্ত্যরূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় কথার অর্থ হইবে—অপ্রশস্ত দ্বিতীয়। আর তাহাতে অদ্বৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ বিরোধরূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকারই করেন না। আরও কথা এই যে—নঞ্‌এর ছয়টি অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র অভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া অদ্বিতীয়পদের দ্বিতীয়াভাবরূপ অর্থ সঙ্কোচ করা অপেক্ষা স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট দ্বিতীয় বস্তুর নিষেধরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। তাহাতে নঞ্‌এর সর্ব্ববিধ অর্থেরই অবিরোধ উপপন্ন হইতে পারে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতমতে নঞ্‌এর অভাবরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বেদান্তবাক্য অখণ্ড ব্রহ্মরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইতে পারিবে না। ব্রহ্ম দ্বিতীয়াভাববিশিষ্ট হইলে তাহার অখণ্ডার্থতা থাকিতে পারে না। আর অখণ্ড ব্রহ্মতাৎপর্য্যক বেদান্তবাক্য হইতে দ্বিতীয়াভাবের সিদ্ধিও হইতে পারে না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—দ্বিতীয়াভাবে শ্রুতির অবান্তরতাৎপর্য্য এবং অখণ্ড ব্রহ্মে শ্রুতির মহাতাৎপর্য্য আছে। মহাতাৎপর্য্যদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্ম সিদ্ধ হইলেও অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা দ্বিতীয়াভাবের সিদ্ধি হইতে পারিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। বেদান্তের অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা দ্বিতীয়াভাব সিদ্ধ হইলে এই দ্বিতীয়াভাবের সত্যত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি হইবে। আর উক্ত দ্বিতীয়াভাবের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈতের সত্যত্বাপত্তি হইবে। অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা অদ্বৈতশ্রুতি দ্বিতীয়াভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইয়া থাকে এবং মহাতাৎপর্য্যদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈত-বাদিগণ বলেন; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ দ্বিতীয়াভাববিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও বিশেষ্য শুদ্ধ ব্রহ্মে সন্দেহাদি হইতে পারিবে না। বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান বিশেষ্যমাত্রেরও প্রকাশস্বরূপ। সুতরাং বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মও জ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের জন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে অদ্বৈতশ্রুতির মহাতাৎপর্য্য কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারাই শুদ্ধের সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুদ্ধসিদ্ধির জন্য মহাতাৎপর্য্য কল্পনা অপ্রামাণিক। অবান্তরতাৎপর্য্যদ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হইলেও যদি অন্য মহাতাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়, তবে শব্দমাত্রেই তাৎপর্য্যদ্বয়ের আপত্তি হইবে। অতএব অদ্বিতীয়পদের আমাদের প্রদর্শিত অর্থই সঙ্গত বলিয়া অদ্বৈত-বাদিগণপ্রদর্শিত অর্থ পরিত্যাগ করা কল্যাণকামিগণের কর্ত্তব্য। আর এই অদ্বিতীয়-শ্রুতির ব্যাখ্যাদ্বারা "আত্মা বা

"আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" "নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতয়োঽপি ব্যাখ্যাতাস্তুল্যার্থত্বাৎ। ৮৬।

অথ "নেহ নানা" ইতি। ইহ জগৎকারণে ব্রহ্মণি নানাত্বং নাস্তি, তস্য সর্ব্বাসু অপি উপনিষৎসু একত্বাবধারণাৎ। কারণনানাত্বদর্শনস্য ফলমাহ—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিত্যসংসারী ভবতি পরমেশ্বরে নানাত্বদর্শিত্বাৎ। ইবশব্দোঽল্পার্থঃ। "ইবোপমায়ামল্পে চ" ইতি কোষাৎ। স চ কৈমুত্যন্যায়-পরঃ, কারণে ব্রহ্মণি যদি অল্পনানাত্বদর্শনস্যাপি ঈদৃক্ ফলম্, কিং পুনর্ব্বহুত্বেনেত্যর্থঃ। এতেন "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইত্যপি শ্রুতির্ব্যাখ্যাতা তুল্যার্থত্বাৎ। ৮৭।

নন্বু কারণে ব্রহ্মণি ভেদাপ্রসক্তিরপ্রসক্তস্য নিষেধাযোগাদিতি চেন্ন, জগৎকারণে অনেকত্বপ্রাপ্তেঃ শাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ। "জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে প্রলয়মৃচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরম্॥" ইতি "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" "ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ" "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ কারণনানাত্বস্য সুপ্রসক্তত্বাৎ ইহেতি বিশেষণান্নানাত্বমাত্রনিষেধসম্ভবঃ, নিষেধতদাধারব্রহ্মণোঃ নিষেধনিষেধ্যয়োর্নানাত্বতদভাবয়োশ্চ ভেদাবশ্যক-ত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ৮৮।

অথবা নানাশব্দোঽত্র বিনার্থকঃ "বিনঞ্ভ্যাং নানাঞৌ ন সহ" (৫।২।২৭ পাঃ সূঃ) ইতি সূত্রে

ইদমগ্র আসীৎ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল। অদ্বৈতশ্রুতির সহিত এই সমস্ত শ্রুতি সমানার্থক। ৮৬।

আর "নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মে নানাত্ব নাই, সমস্ত উপনিষদে জগৎকারণ ব্রহ্মের একত্বই অবধারিত হইয়াছে। জগৎকারণ ব্রহ্মের নানাত্বদর্শনের ফল শ্রুতি বলিয়াছেন যে—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" এই শ্রুতির অর্থ—জগৎকারণের নানাত্বদর্শী নিত্যসংসারী হইয়া থাকে। "নানেব" এই শ্রুতিতে "ইব"শব্দ অল্পার্থক। "ইব উপমায়ামল্পে চ" এই কোষবাক্যদ্বারা "ইব"শব্দের অল্পার্থতা বুঝিতে পারা যায়। জগৎকারণ ব্রহ্মের অল্প নানাত্বদর্শনেরই ফল যদি প্রদর্শিতরূপ হয়, তবে বহু নানাত্বদর্শনের ফল যে নিত্যসংসারিত্ব হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? এইরূপে কৈমুতিকন্যায় শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। "নেহ নানাস্তি" এই শ্রুতির ব্যাখ্যাদ্বারা "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল; যেহেতু তাহা তুল্যার্থকই বটে। ৮৭।

যদি বলা যায়—জগৎকারণ ব্রহ্মে নানাত্বের প্রসক্তিই ছিল না বলিয়া অপ্রসক্তের প্রতিষেধ অসঙ্গত। এরূপ বলাও উচিত নহে। কারণ শাস্ত্রদ্বারাই জগৎকারণের অনেকত্ব প্রসক্ত হইয়াছে। "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা নানা জীবের জগৎকারণত্ব প্রসক্ত হইয়াছে। এইরূপ "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ" "ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ" "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মা, শিব, কাল, স্বভাব প্রভৃতির জগৎকারণত্ব প্রসক্ত হইয়াছে। এই প্রসক্ত নানাত্বের নিষেধের জন্য "ইহ নানা নাস্তি" এইরূপে শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন। অদ্বৈতশ্রুতি দ্বৈতনিষেধার্থক হইলেও দ্বৈতনিষেধ ও এই নিষেধের আধার ব্রহ্ম এবং নিষেধ ও নিষেধ্য দ্বৈতের নানাত্ব এবং নিষেধ্যের সহিত নিষেধের ও নিষেধাধিকরণের সহিত নিষেধের ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ৮৮।

অথবা শ্রুতিতে "নানা"শব্দ বিনা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "বিনঞ্ভ্যাম্" এই পাণিনিসূত্রে মহাভাষ্যকার নানা ও বিনা শব্দ একার্থক বলিয়াছেন। আর তাহাতে "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইবে যে—ইহ—এই জগতে

মহাভাষ্যকারৈঃ নানাবিনাশব্দয়োরেকার্থত্বোক্তেঃ। তথাচৈবং যোজনা—ইহ জগতি নানা স্বোপাদানং পরমেশ্বরং বিনা কিঞ্চনাপি বস্তুজাতং নাস্তি সর্ব্বকার্য্যত্বাবচ্ছিন্নস্য স্বোপাদানাবিনাভূতত্বাৎ "যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্" "ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্, "সর্ব্বং তং পরাদাদ্ য আত্মনোঽন্যৎ সর্ব্বং বেদ" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। এতেনৈব "নানা বিষ্ণুং মোক্ষদো নান্যদেবঃ" ইত্যপি শ্রুতির্ব্যাখ্যাতা। বিষ্ণুং বিনা অন্যদেবো ব্রহ্মাদিঃ মোক্ষদো নাস্তীত্যর্থঃ। "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥" ইতি স্মৃতেঃ। "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। ৮৯।

অথ "যত্র ত্বস্য" ইতি। যত্র যস্যাং ধ্রুবাস্মৃত্যাখ্যাবস্থায়াম্ অস্য বিদুষঃ সর্ব্বং কর্ত্তৃকরণকর্ম্মাদিকারকজাতম্, আত্মৈবাভূৎ ইতি আত্মশব্দোঽত্র বিশ্বাত্মভূতপরব্রহ্মবাচকঃ ব্রহ্মাত্মকত্বেন তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাৎ তত্তাবিধানমবিরুদ্ধং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধমেবাভূৎ, তর্হি কেন স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নকরণেন কং বা স্বতন্ত্রত্বেন পৃথগ্‌বস্তুজাতং কর্ম্মকারকরূপং কো বা স্বতন্ত্রভূতো দ্রষ্টা কর্ত্তৃকারকরূপঃ পশ্যেদিতি যোজনা। সর্ব্বকারকজাতস্য তৎপ্রযোজ্যতয়া কেষুচিদপি কর্ত্রাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভাবেন "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" (১।৪।৫৪ পাঃ সূঃ) ইতি সূত্রোক্তকর্ত্রাদিকারকলক্ষণাসমন্বয়েন তত্তাভাবাৎ। তদাত্মকতৎপ্রযোজ্যতদাধেয়তদ্‌ব্যাপ্যত্বাদ্যবচ্ছিন্নৈঃ তত্তৎকারকৈঃ তত্তৎকর্ম্মকারয়িতা শ্রীপুরুষোত্তম এব, "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য

নানা—স্বোপাদান পরমেশ্বর বিনা ন অস্তি—কোনও বস্তুই নাই। সমস্ত কার্য্যই স্বোপাদানের অবিনাভূত। উপাদান বিনা কার্য্য থাকিতে পারে না। আর এই কথাই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! যাহা সমস্ত ভূতের বীজ, তাহা আমিই, আমা বিনা চরাচর ভূত কিছুই নাই"। "সর্ব্বং তৎ পরাদাদ্য আত্মনোঽন্যৎ সর্ব্বং বেদ" এই শ্রুতিদ্বারাও প্রদর্শিত অর্থই বুঝিতে পারা যায়। প্রদর্শিত শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে "নানা বিষ্ণুং মোক্ষদো নান্যদেবঃ" এই শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল। এই শ্রুতির অর্থ এই যে—বিষ্ণু ব্যতীত ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি অন্য দেব মোক্ষপ্রদ হয় না। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—পরংব্রহ্ম বিষ্ণুই ভবপাশদ্বারা বন্ধন করিয়া থাকেন এবং ভবপাশের মোচনও তিনিই করিয়া থাকেন। এজন্য বিষ্ণুই কৈবল্যপ্রদ। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুই সংসারের বন্ধন, স্থিতি ও মোক্ষের হেতু। ৮৯।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" এই শ্রুতিতে "যত্র"পদের অর্থ ধ্রুবা স্মৃতি-অবস্থা। এই অবস্থা ছান্দোগ্যে "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইহাদ্বারা বলা হইয়াছে। "যত্র ত্বস্য" শ্রুতিতে "অস্য" পদের অর্থ বিদ্বানের। এই শ্রুতিতে "সর্ব্ব"পদের অর্থ কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি কারকসমূহ। এই শ্রুতিতে যে "আত্মৈবাভূৎ" বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের অর্থ বিশ্বাত্মভূত পরব্রহ্ম। কর্ত্তৃ, কর্ম্মাদি কারকবর্গ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মাত্মক। এজন্য কারকবর্গের ব্রহ্মরূপতা বলা হইয়াছে। শ্রুতিস্থিত "আত্মৈব" কথার অর্থ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ।

"তৎ কেন কং পশ্যেৎ" এই শ্রুতির অর্থ—কেন—স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট করণদ্বারা কং—স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট পৃথক্‌বস্তুরূপ কর্ম্মকারককে পশ্যেৎ অর্থাৎ কো বা পশ্যেৎ—ইহার অর্থ স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট কোন্ দ্রষ্টা কর্ত্তৃকারক দর্শন করিবে? ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে—সমস্ত কারকবর্গ ব্রহ্মপ্রযোজ্য বলিয়া কর্ত্তা প্রভৃতি কোনও কারকেরই স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া দ্রষ্টা কর্ত্তা হইতে পারে না। "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" এই পাণিনিসূত্রানুসারে কর্ত্তৃ প্রভৃতি কারকলক্ষণ সঙ্গত হয় না বলিয়া দ্রষ্টা প্রভৃতিরও কারকত্ব থাকে না; কর্ত্তৃ প্রভৃতি কারকবর্গ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মপ্রযোজ্য, ব্রহ্মাধেয়

উন্নিনীষতে" "স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ তদাত্মকত্বেন করণেন তদাত্মকং বস্তুজাতং তদাত্মকো দ্রষ্টা ইত্যর্থঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেরিতি সংক্ষেপার্থঃ। ৯০।

নন্বেবং চেতনবর্গে হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ, তস্য ব্রহ্মেতরস্য চেতনস্য তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মত্বোপদেশাদিতি। অত্রাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইতি। তুশব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তাচিন্ত্যাসংখ্যেয়কল্যাণধর্ম্মাশ্রয়ভূতং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণম্, তৎ তস্মাচ্ছারীরাদধিকং উৎকৃষ্টং তদত্যন্তবিলক্ষণং পরং ব্রহ্মেতি নোক্তদোষাবকাশঃ। কুতঃ? ভেদনির্দ্দেশাৎ। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদস্য, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রাপ্তৃ-প্রাপ্তব্যভেদস্য, "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি নিয়ন্তৃনিয়ম্যভেদস্য চ নির্দ্দেশাৎ। অয়ম্ভাবঃ—যদি চেতনস্য শারীরস্য জগৎকারণত্বং সূত্রকৃতোঽভিপ্রেতং স্যাৎ, তর্হি তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসর্ব্বশক্তিযোগেন হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি। প্রত্যুত তদত্যন্তবিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যাদি-কল্যাণধর্ম্মার্ণবস্য পরব্রহ্মণঃ সমস্তদোষগন্ধানাঘ্রাতমাহাত্ম্যস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়স্য কারণত্ব-নির্দ্দেশান্নোক্তদোষযোগঃ। এতেন পূর্ব্বনির্ণীতো ভেদাভেদলক্ষণসিদ্ধান্তোঽপি সূত্রকৃতা প্রসঙ্গাৎ স্মারিতঃ।

ও ব্রহ্মব্যাপ্য। এতাদৃশ কারকসমূহদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমই কর্ম্মের কারয়িতা। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমই সাধু ও অসাধু কর্ম্মের কারয়িতা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মাত্মক করণদ্বারা ব্রহ্মাত্মক বস্তুকে ব্রহ্মাত্মক দ্রষ্টা দর্শন করেন। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিরও ইহাই অভিপ্রায়। ৯০।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীববর্গ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং হিতের অকরণজন্য ব্রহ্মে রাগ-দ্বেষাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীববর্গ ব্রহ্ম হইতে যে অভিন্ন, তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে।—এই অদ্বৈতবাদিগণের শঙ্কা নিরাসের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ২।১।২১ সূঃ। এই সূত্রে "তু"শব্দ প্রদর্শিত শঙ্কার ব্যাবৃত্তির জন্য বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—প্রদর্শিত শঙ্কা সঙ্গত নহে। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত, অচিন্ত্য, অসংখ্যেয় কল্যাণধর্ম্মের আশ্রয়ভূত পরব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। এতাদৃশ ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট—অর্থাৎ পরব্রহ্ম জীব হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। এজন্য উক্ত দোষের অবকাশ নাই। যেহেতু শ্রুতিতে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে দর্শনাদির কর্ম্মরূপে ও জীবকে কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দর্শনাদির কর্ম্ম ও কর্ত্তা এক হইতে পারে না।

এইরূপ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে প্রাপ্যরূপে এবং জীবকে প্রাপ্তৃরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ত্তৃ-কর্ম্মভাবে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃ-রূপে এবং জীবকে নিয়ম্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের শঙ্কা নির্ম্মূল। অভিপ্রায় এই যে—যদি চেতন জীবই জগতের কারণ বলিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় হইত, তবে জীবেরই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি স্বীকার করিতে হইত। আর তাহাতে জীবের হিতের অকরণনিবন্ধন দোষের প্রসক্তি হইত। কিন্তু তাহা নহে। ব্রহ্ম জীব হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সমস্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্যাদি কল্যাণধর্ম্মের সমুদ্ররূপ পরব্রহ্ম সমস্ত দোষগন্ধরহিত। এই শ্রীপুরুষোত্তমই স্বতন্ত্রসত্ত্বের আশ্রয়। তাঁহারই জগৎকারণত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত দোষ সম্ভাবিত নহে। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বনির্ণীত ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সিদ্ধান্তও সূত্রকার প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করাইয়াছেন। জীবের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্যনির্দ্দেশদ্বারা অভেদের এবং স্বরূপতঃ ভেদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম

তাদাত্ম্যাদভেদোক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণ ভেদনির্দ্দেশাৎ। তথাচ পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নস্বরূপেণ ভিন্নত্বেঽপি তদাত্মকত্বাদিনা তদপৃথক্‌ত্বাদ্ ভিন্নাভিন্নত্বমিতি ভাবঃ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। তস্মাৎ কার্য্যং সদেব, কারণাত্মকত্বেন তদপৃথক্‌সিদ্ধঞ্চেতি সিদ্ধম্। ৯১।

ইতি অসৎকার্য্যবাদানির্ব্বচনীয়কার্য্যবাদগিরিনিপাতঃ ॥

অথ পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি। তথাচায়ং তেষাং সিদ্ধান্তঃ—পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ভেদাৎ চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ; তে চ নিত্যা নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাঃ প্রলয়ে অনারব্ধকার্য্যা অবতিষ্ঠন্তে। সর্ব্বত্র ত্রিভ্যঃ কারণেভ্যঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যেভ্যঃ কার্য্যনিষ্পত্তিঃ। যথা পটরূপ-কার্য্যোৎপত্তৌ তন্তবঃ সমবায়িকারণম্, তেষামিতরেতরসংযোগোঽসমবায়িকারণম্, তুরীবেমকুবিন্দাদি নিমিত্তকারণম্। তত্র ঈশ্বরেচ্ছাবশেনাদ্যং কর্ম্ম বায়বীয়েষু পরমাণুষু উৎপদ্যতে, ততঃ সংযোগঃ, তেন দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকমুৎপদ্যতে। এবং ত্র্যণুকাদিক্রমেণ মহান্ বায়ুরুৎপদ্য দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি। তথৈব ক্রমেণ তৈজসপরমাণুভ্যো মহানগ্নিরুৎপন্নো জাজ্বল্যমানঃ তথা চাপ্যেভ্যঃ পরমাণুভ্যো মহান্ জলনিধিরুৎপন্নঃ পোপ্লূয়মানঃ। এবং পার্থিবপরমাণুভ্যঃ পৃথিবী উৎপন্না নিশ্চলা চ তিষ্ঠতীতি। ৯২।

ভিন্ন হইলেও তদাত্মকত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া ভিন্নাভিন্নরূপই বটে, ইহাই সিদ্ধান্ত। আর ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে—কার্য্য কারণাত্মক বলিয়া সৎই বটে এবং কার্য্য কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধও বটে। আর তাহাতে কার্য্য অসৎও নহে এবং অনির্ব্বচনীয়ও নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৯১।

———— ০ ————

॥ পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন ॥

সম্প্রতি বৈশেষিকসম্মত পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করা যাইতেছে। এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তে চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্বীকৃত হইয়া থাকে:—পার্থিব, জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণু। এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুই নিত্য, নিরবয়ব ও পারিমাণ্ডল্য পরিমাণযুক্ত এবং পার্থিব, জলীয় ও তৈজসীয় পরমাণুত্রয় রূপাদি বিশিষ্ট। আর বায়বীয় পরমাণুতে রূপ-রসাদি নাই; কিন্তু স্পর্শ আছে। এই নিত্য নিরবয়ব পরমাণুগুলি প্রলয়কালে অনারব্ধ-কার্য্য হইয়া অবস্থান করে। এই সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত। ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন—ভাবকার্য্যমাত্রই ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ—এই ত্রিবিধ কারণ হইতে ভাবকার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তিনটি কারণের যে কোনও একটি না থাকিলেই ভাবকার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অভাবকার্য্য—ধ্বংস কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পটরূপ ভাবকার্য্যের উৎপত্তিতে তন্তুসমূহ সমবায়িকারণ, তন্তুসমূহের পরস্পর সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং তুরী (মাকু), বেম (বায়নদণ্ড) এবং কুবিন্দ (তন্তুবায়) পটরূপ কার্য্যের প্রতি নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে। প্রলয়ের অবসানে ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ বায়বীয় পরমাণুসমূহে প্রথমে স্পন্দনরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়াজন্য একটি বায়বীয় পরমাণু অপর একটি বায়বীয় পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত পরমাণুদ্বয় হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। এইরূপ তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমশঃ মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া প্রবহমান থাকে। এই প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসারে তৈজসীয় পরমাণু হইতে মহান্ অগ্নি উৎপন্ন হইয়া প্রজ্বলিতরূপে অবস্থিত থাকে। এইরূপ জলীয় পরমাণু হইতে মহাজলধি উৎপন্ন হইয়া প্লবমান থাকে। এইরূপ পার্থিব পরমাণু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। মূল-গ্রন্থের এই কথাগুলি প্রশস্তপাদভাষ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ৯২।

কিঞ্চ অযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানামিহপ্রত্যয়হেতুঃ সমবায়ঃ। যথেহ তন্তুষু পটঃ, গবি গোত্বম্, পটে শুক্লাদি রূপমিতি। কার্য্যকারণয়োঃ সামান্যবিশেষয়োর্গুণগুণিনোশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায় এব। স চৈকো নিত্যঃ সর্ব্বগতো ব্যোমবদিষ্যতে। যুতসিদ্ধানাং তু সংযোগঃ সম্বন্ধঃ, যথা পৃথক্‌সিদ্ধয়োঃ রজ্জুঘটয়োরিতি। অত্রাহ—"উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ" ইতি। আদ্যকর্ম্মোৎপত্তিরনুপপন্না প্রলয়ে যত্নাভিঘাতাদীনাং কর্ম্মহেতূনামভাবাৎ। ন চাত্র অদৃষ্টস্য হেতুত্বং কল্প্যতে ইতি বাচ্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি—পরমাণুগতমাদ্যং কর্ম্ম স্বগতাদৃষ্টপ্রযুক্তম্, আত্মগতাদৃষ্টপ্রযুক্তং বা? নাদ্যঃ, অদৃষ্টস্যাত্মাসাধারণধর্ম্মবিশেষস্য পরমাণুবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ, অনভ্যুপগমাচ্চ। অভ্যুপগমে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ। অদৃষ্টস্যাচেতনত্বেন প্রবর্ত্তকত্বাসম্ভবাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্যাত্মগতত্বেঽপি তদাত্মনাং চৈতন্যাভাবেন কার্য্যোৎপাদনযোগ্যতাসম্ভবাৎ। অন্যথা প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ। অতো ন কর্ম্মোৎপত্তিরিতি সিদ্ধম্। ৯৩।

বৈশেষিক আচার্য্যগণ আরও বলেন যে—আধার ও আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থের ইহপ্রত্যয়হেতু সমবায়। যেমন—"ইহ তন্তুষু পটঃ"। তন্তু ও পট আধার-আধেয়ভাবযুক্ত; তন্তু আধার ও পট আধেয়। এইরূপ তন্তু ও পট অযুতসিদ্ধ। এই অযুতসিদ্ধ আধারাধেয়ভাবযুক্ত তন্তু ও পটের যে "তন্তুষু পটঃ" এইরূপ ইহপ্রত্যয় হয়, এই প্রত্যয়ই তন্তুতে পটের সমবায়সম্বন্ধে প্রমাণ। এইরূপ গোতে গোত্ব আছে, পটে শুক্লাদি রূপ আছে, ইত্যাদি ইহপ্রত্যয়ও সমবায়সম্বন্ধে প্রমাণ। অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণীর সহিত গুণের, ক্রিয়াবানের সহিত ক্রিয়ার, জাতির সহিত ব্যক্তির এবং নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সমবায় এক এবং নিত্য। আর তাহা আকাশাদির মত সর্ব্বগত। অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ সমবায় বলা হইয়াছে। কিন্তু যুতসিদ্ধের সম্বন্ধ সংযোগ। পৃথক্‌সিদ্ধ দ্রব্যকে যুতসিদ্ধ বলা হয়। যেমন রজ্জু ও ঘট। এই পৃথক্‌সিদ্ধ দ্রব্যদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। এইরূপই বৈশেষিকমতসিদ্ধ পরমাণুকারণবাদ সংক্ষেপে এই স্থলে বলা হইয়াছে। এই পরমাণুকারণবাদ খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে "উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ" (২।২।১২) এইরূপ বলা হইয়াছে।* সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—প্রলয়ের পরে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়ার উৎপত্তিই অনুপপন্ন। যেহেতু ক্রিয়ার হেতু—যত্ন ও অভিঘাতাদি প্রলয়কালে নাই।†

যদি বলা যায়—প্রলয়কালে বিদ্যমান অদৃষ্টই পরমাণুর আদ্য ক্রিয়ার কারণ হইতে পারিবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ পরমাণুগত আদ্য ক্রিয়ার কারণ অদৃষ্ট কি পরমাণুগত? অথবা আত্মগত? ইহার প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জীবাত্মার বিশেষগুণ। জীবাত্মার বিশেষগুণ পরমাণুতে থাকিতে পারে না। অদৃষ্ট পরমাণুগত—ইহা বৈশেষিকগণ স্বীকারও করেন না। স্বীকার করিলে অদৃষ্ট সর্ব্বদা আছে বলিয়া পরমাণুক্রিয়ারও সর্ব্বদা উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইবে। পরমাণুতে অদৃষ্ট স্বীকার করিলে বৈশেষিকগণের অপসিদ্ধান্ত দোষও হইবে। অদৃষ্ট অচেতন বলিয়া তাহার পরমাণুপ্রবর্ত্তকত্বও সম্ভাবিত নহে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ অদৃষ্ট আত্মগত হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মার চৈতন্য নাই বলিয়া তাহা কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে না। আত্মাতে অদৃষ্ট আছে বলিয়াই যদি পরমাণুসমূহের আদ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইত, তবে প্রলয়ের অভাবপ্রসঙ্গই হইয়া পড়িত। কারণ প্রলয়কালেও আত্মাতে অদৃষ্ট আছে। সুতরাং প্রলয়ের পরে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৯৩।

---

* এই স্থলে সমবায়কে যে আকাশাদির মত সর্ব্বগত বলা হইয়াছে, ইহা বৈশেষিক সিদ্ধান্ত নহে। বিভু দ্রব্য আকাশাদি সর্ব্বগত হইয়া থাকে; কিন্তু সমবায় দ্রব্য নহে।

† এই মূলগ্রন্থ কেশবীয় ভাষ্য হইতে সংগৃহীত হইলেও এই স্থলে কেশবীয় ভাষ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু স্থলেই আছে। স্থলবিশেষে নূতন অংশ যোগও করা হইয়াছে।

সমবায়সম্বন্ধং নিরাকরোতি—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ"। নাপি সমবায়াভ্যুপগমঃ প্রামাণিকঃ, অসম্ভবাৎ। তথাহি—যথা দ্ব্যণুকং সমবায়সম্বন্ধেন স্বকারণে সমবেতমত্যন্তভিন্নত্বাৎ, তথা সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যাং সমবায়সম্বন্ধান্তরেণ সমবেতব্যঃ, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। সোঽপি সম্বন্ধান্তরেণ ইত্যনবস্থানাৎ। ন চ সমবায়স্য স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ ন সম্বন্ধান্তরাপেক্ষেতি বাচ্যম্, সংযোগস্যাপি সম্বন্ধরূপত্বসাম্যেন সমবায়ানপেক্ষত্বাপত্তেঃ। তথাত্বে চ সংযোগস্য সংযোগিভ্যাং সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ। ৯৪।

ন চ সংযোগো গুণত্বাৎ সমবায়মপেক্ষতে ইতি বাচ্যম্, পারিভাষিকমাত্রত্বাৎ, সমবায়স্যাপি গুণত্বং বক্তুং শক্যত্বাৎ। ন চ কার্য্যকারণয়োরযুতসিদ্ধত্বম্, কারণস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ কার্য্যস্য উত্তরকালীনত্বাৎ, তথাত্বে অপৃথক্সিদ্ধত্বাসম্ভবাৎ। ন চান্যতরাপেক্ষত্বমযুতসিদ্ধত্বমিতি বাচ্যম্, তথাপি দ্বয়োঃ সতোঃ সম্বন্ধ ইতি কৃত্বা উৎপন্নং কার্য্যং ক্ষণমাত্রং পৃথগবস্থায় সমবায়েন সম্বধ্যত ইতি দূষণস্য তাদবস্থ্যাৎ। অথোৎপত্তিরেব সমবায়

আর বৈশেষিক মতসিদ্ধ সমবায়সম্বন্ধ নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ" (২।২।১৩) ইহার অর্থ এই যে—বৈশেষিকসম্মত "সমবায়" পদার্থে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ তাঁহাদের মতে দ্ব্যণুক যেমন সমবায়-সম্বন্ধে স্বকারণ দুইটি পরমাণুতে সমবেত থাকে। দুইটি পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া দ্ব্যণুক স্বকারণ পরমাণুদ্বয়ে সমবায়-সম্বন্ধে সমবেত হয়,—এইরূপই বৈশেষিকগণ মনে করেন। এইরূপ সমবায়-সম্বন্ধও সমবায়িদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া অন্য সমবায়সম্বন্ধদ্বারা সমবেত হইবে। এইরূপে সমবায়সম্বন্ধ কল্পনাতে অনবস্থা দোষই হইবে।

বৈশেষিকগণ যদি বলেন—সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধরূপ বলিয়া তাহার সম্বন্ধ হইবার জন্য সমবায়ান্তরের অপেক্ষা নাই। তবে আমরাও বলিব—সংযোগও স্বয়ং সম্বন্ধরূপ বলিয়া তাহারও সমবায়সম্বন্ধের অপেক্ষা হইবে না। আর সংযোগ যদি সমবায়সম্বন্ধে সমবেত না হয়, তবে "দ্রব্যদ্বয়ের সহিত সংযোগের সম্বন্ধ সমবায়" এই বৈশেষিকসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে। ৯৪।

ইহাতে যদি বৈশেষিকগণ এরূপ বলেন যে—সংযোগ গুণ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে। সমস্ত গুণই সমবায় সম্বন্ধে গুণীতে থাকে। গুণ ও গুণীর সম্বন্ধই সমবায়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সমবায় ও সংযোগ এই উভয় সম্বন্ধই সম্বন্ধীতে আশ্রিত হইয়াও সমবায় সমবায়ান্তরের অপেক্ষা করে না ; কিন্তু সংযোগ গুণ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে। সংযোগ গুণ, কিন্তু সমবায় গুণ নহে, ইহা বৈশেষিকশাস্ত্রের পরিভাষামাত্র। পরিভাষা-মাত্রদ্বারা বস্তুস্বরূপের অন্যথা হয় না। সমবায় সম্বন্ধ আশ্রিত বলিয়া তাহা গুণই বটে। আশ্রয় প্রধান ও আশ্রিত বস্তুই গুণ, ইহাই লোকের অনুভব। সুতরাং সমবায় আশ্রিত বলিয়া গুণই হইবে।

আর যে বৈশেষিকগণ অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধিদ্বয়ের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, সমবায়িকারণ ও সমবেতকার্য্যের অযুতসিদ্ধত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন, এই অযুতসিদ্ধত্ব কথার অর্থ—অপৃথক্সিদ্ধত্ব। এই অপৃথক্সিদ্ধত্বরূপ অযুতসিদ্ধত্ব সমবায়িকারণ ও সমবেতকার্য্যে থাকিতে পারে না। পূর্ব্বসিদ্ধই কারণ হইয়া থাকে। আর কার্য্য উত্তরকালীন হইয়া থাকে। কার্য্যের পূর্ব্বকালীন কারণের সহিত উত্তরকালীন কার্য্যের অপৃথক্সিদ্ধত্বরূপ অযুতসিদ্ধত্ব সম্ভাবিতই নহে। যদি বলা যায়—অপৃথক্সিদ্ধত্বই অযুতসিদ্ধত্ব নহে, কিন্তু অন্যতরাপেক্ষত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। কারণ কার্য্যাপেক্ষ না হইলেও কার্য্য কারণাপেক্ষই বটে। এজন্য কার্য্য ও কারণের অযুতসিদ্ধত্ব আছে বলিয়া সমবায় সম্বন্ধ হইতে পারিবে। বৈশেষিকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ দুইটি সদ্‌বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু অসদ্‌বস্তুর সহিত অসদ্‌বস্তুর

ইত্যপ্যযুক্তম্, তথাত্বে সমবায়স্য নিত্যত্বাসম্ভবাৎ। উৎপত্তিনিত্যত্বয়োরত্যন্তবিরোধাৎ, উৎপত্তের্নিত্যত্বাঙ্গীকারে কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নস্য নিত্যত্বাপত্তেঃ, কারকব্যাপারানর্থক্যাচ্চ। কার্যকারণয়োঃ সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ। তদভাব ইত্যনুবর্ত্ততে, প্রকৃতকণভুক্প্রক্রিয়াসম্ভব ইতি যাবৎ। কিঞ্চ সমবায়স্য সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধান্তরেণ সমবেতত্বম্, তস্যাপি সম্বন্ধান্তরেণ—ইত্যনবস্থাপত্তেরিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। ৯৫।

কিঞ্চ "নিত্যমেব চ ভাবাৎ"—পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে প্রবৃত্তের্ভাবাৎ নিত্যসৃষ্টিপ্রসঙ্গ ইত্যক্ষরার্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—পরমাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা নিবৃত্তিস্বভাবা উভয়শীলা অনুভয়শীলা বা? আদ্যে সৃষ্টের্নিত্যত্বং প্রলয়াভাবশ্চ। দ্বিতীয়ে সর্গাভাবো নিত্যপ্রলয়প্রসক্তিশ্চ। ন তৃতীয়চতুর্থৌ উভয়স্বভাবত্বস্য ইতরেতরবিরোধাৎ সর্ব্বথা অনুপপত্তেরিতি। কিঞ্চ "রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ"—পরমাণবঃ রূপাদিগুণবন্তো ন বা? নাদ্যঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরমাণবোঽনিত্যাঃ রূপাদিমদ্দ্রব্যত্বাৎ

অথবা সদ্বস্তুর সহিত অসদ্বস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারে না। এজন্য কার্য্য ও কারণরূপ সদ্বস্তুদ্বয়েরই সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে কার্য্য উৎপন্ন হইলে পরে কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবে। বৈশেষিকগণের মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ। এজন্য উৎপন্ন কার্য্য ক্ষণকাল কারণ হইতে পৃথক্ অবস্থিত থাকিয়া পরে কারণের সহিত সমবায়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে। এইরূপই বৈশেষিকমতে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অসমবেত ভাবকার্য্যোৎপত্তির আপত্তি হইবে। যদি বৈশেষিকগণ বলেন—ভাবকার্য্যের উৎপত্তিই সমবায়। তাহা হইলে সমবায়ের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। উৎপত্তি নিত্য নহে। উৎপত্তির সহিত নিত্যত্বের অত্যন্ত বিরোধ আছে। সুতরাং নিত্য সমবায় উৎপত্তিস্বরূপ হইতে পারে না। উৎপত্তিরও নিত্যত্ব স্বীকার করিলে কার্য্যমাত্রেরই নিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে কারকব্যাপার অনর্থকই হইয়া পড়িবে।

বৈশেষিকগণ ভাবকার্য্যের সহিত সমবায়িকারণের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধ যে হইতে পারে না তাহা বলা হইয়াছে। "সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ" এই ব্রহ্মসূত্রে পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত "তদভাব" এই অংশটি যুক্ত হইবে অর্থাৎ এই অংশের অনুবৃত্তি হইবে। আর তাহাতে এই ব্রহ্মসূত্রের এই অর্থ হইবে যে—সমবায় স্বীকার করায় অনবস্থাপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া মহর্ষি কণাদপ্রণীত প্রক্রিয়া অসঙ্গত। সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে যেরূপে অনবস্থাদোষ হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন—সমবায় সম্বন্ধ যদি দুইটি সমবায়ীতে সমবায়ান্তরদ্বারা সমবেত হয় এবং সেই সমবায়ান্তরও যদি অন্য সমবায়সম্বন্ধদ্বারা সমবেত হয়, তবে সমবায়ধারা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অনবস্থা দোষ হইবে। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রে "সাম্যাদনবস্থিতেঃ" এই অংশদ্বারা বলা হইয়াছে। ৯৫।

সমবায়খণ্ডন সমাপ্ত॥

পূর্ব্বপ্রদর্শিত বৈশেষিকপ্রক্রিয়া খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে "নিত্যমেব চ ভাবাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।১৪) বলা হইয়াছে। এই সূত্রের অক্ষরার্থ এই যে—বৈশেষিকমতসিদ্ধ পরমাণুসমূহ প্রবৃত্তিস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্য পরমাণুর প্রবৃত্তিস্বভাবতাপ্রযুক্ত নিত্যসৃষ্টির প্রসঙ্গ হইবে। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে—বৈশেষিকগণ পরমাণুসমূহকে কি প্রবৃত্তিস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবেন? অথবা নিবৃত্তিস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবেন? কিম্বা উভয়স্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবেন? অথবা অনুভয়স্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবেন? প্রদর্শিত চারিটি প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার সঙ্গত নহে। তাহাতে সৃষ্টির নিত্যত্ব ও প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় প্রকারও অসঙ্গত; তাহাতে সৃষ্টির অভাব ও প্রলয়ের নিত্যত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকারও অসঙ্গত। কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়স্বভাব কোনও বস্তু হইতে পারে না এবং পরস্পরবিরহস্বরূপ দুইটি স্বভাবরহিত কোনও বস্তু হইতে পারে না।

ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ, কার্য্যস্যাপি রূপাদিশূন্যত্বাপত্তেশ্চ। অথ যদি কারণং রূপাদিমন্নেষ্যতে, তদা কার্য্যং রূপাদিমৎ ন স্যাৎ। রূপাদিমন্তোঽনিত্যাশ্চেতি তব বচনাৎ। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ পরমাণূনাং বিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বং স্যাৎ। তব মতে তেষাং রূপাদিমত্ত্বানিত্যত্বয়োর্দর্শনাৎ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। ৯৬।

কিঞ্চ "উভয়থা চ দোষাৎ"—পরমাণূনামুপচিতগুণবত্ত্বাঙ্গীকারে সর্ব্বেষাং তুল্যত্বাপত্তেঃ। অপ্‌সু অপি গন্ধ উপলভ্যেত, রসগন্ধৌ তেজসি, রূপরসগন্ধাশ্চ বায়ৌ; তেষাং স্থৌল্যহেতুত্বাৎ পরমাণূনামপি স্থূলত্বাপত্ত্যা অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপচিতগুণবত্ত্বে চ সর্ব্বেষামেকৈকো গুণঃ স্যাৎ, তথাত্বে চ তেজসি স্পর্শোঽপ্‌সু রূপস্পর্শৌ পৃথিব্যাং রূপস্পর্শরসাশ্চ ন স্যুঃ, কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানামিত্যুভয়থাপি দোষাদিতি সূত্রার্থঃ। নন্বু কেচিৎ উপচিতগুণাঃ কেচিৎ অপচিতগুণা ইতি বিচিত্রত্বাঙ্গীকার ইতি চেন্ন, তথাপি উপচিতগুণানাং পরমাণুত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ, দৃশ্যাদৃশ্যাদিমূর্ত্তামূর্ত্তাদ্যবান্তরবিচিত্রতায়াঃ গুণোপচয়-নিবন্ধনত্বাৎ, চতুর্বিধানাং পরমাণূনাং স্বতো ভেদাৎ। সিদ্ধান্তে তু মহাভূতবৃত্তিগুণানাং নিয়মশ্রুতিসিদ্ধত্বেন দোষাভাবাদিতি ভাবঃ। "শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পৃথিব্যা গুণাস্তেষু গন্ধহীনাঃ চত্বারঃ অপাং গুণাঃ, তেষু রসহীনাস্ত্রয়ো গুণা অগ্নেঃ, শব্দস্পর্শাবিতি বায়োঃ, শব্দ এক আকাশস্য" ইতি লৌকিকোপনিষচ্ছ্রুতেঃ।

এই বৈশেষিকপ্রক্রিয়া খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে আরও বলা হইয়াছে যে—"রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।১৫)। এই সূত্রের অর্থ এই যে—বৈশেষিকমতসিদ্ধ নিত্য পরমাণু রূপাদিগুণবিশিষ্ট কি না? ইহার প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে পরমাণুর অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে। পরমাণুর অনিত্যত্বসাধক এইরূপ অনুমান হইবে যে—পরমাণুসমূহ অনিত্য, যেহেতু তাহা রূপাদিবিশিষ্ট দ্রব্য। যে যে রূপাদিবিশিষ্ট দ্রব্য, তাহা অনিত্য। যেমন রূপাদি-বিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্য। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ পার্থিবাদি পরমাণু রূপাদিগুণরহিত বলিয়া স্বীকার করিলে বৈশেষিক সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে এবং কার্য্যদ্রব্য ঘটাদিরও রূপশূন্যত্বাপত্তি হইবে। কার্য্যদ্রব্যের কারণ পরমাণু যদি রূপরহিত হয়, তবে কার্য্যদ্রব্যও রূপরহিত হইবে। অথচ বৈশেষিক আচার্য্যগণ কার্য্যদ্রব্যকে রূপাদিমান্ ও অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রদর্শিত সূত্রের অক্ষরার্থ এই যে—পরমাণুসমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার করিলে বিপর্য্যয় অর্থাৎ নিত্যত্বের বিপর্য্যয় অনিত্যত্বের আপত্তি হইবে। বৈশেষিকমতে রূপাদিমৎ দ্রব্যের অনিত্যত্বেরই দর্শন আছে ইহাই সূত্রে "দর্শনাৎ" এই পদদ্বারা বলা হইয়াছে। ৯৬।

ব্রহ্মসূত্রে আরও বলা হইয়াছে যে—"উভয়থা চ দোষাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।১৬)। এই সূত্রের অর্থ এই যে—চতুর্ব্বিধ পরমাণুসমূহের উপচিতগুণবত্ত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের তুল্যত্বাপত্তি হইবে। তাহাতে জলেও গন্ধের উপলব্ধি হইবে, তেজে গন্ধ ও রসের উপলব্ধি হইবে এবং বায়ুতে রূপ, রস ও গন্ধের উপলব্ধি হইবে। আর পৃথিব্যাদির স্থূলত্বের হেতু পরমাণুসমূহেরও স্থূলত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে পরমাণুর অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গ হইবে। আর যদি সমস্ত পরমাণুকে তুল্যগুণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার না করিয়া পরমাণুর অপচিতগুণবত্ত্ব স্বীকার করা হয় অর্থাৎ পার্থিবপরমাণুতে গন্ধ, জলীয় পরমাণুতে রস, তৈজস পরমাণুতে রূপ ও বায়বীয় পরমাণুতে কেবল স্পর্শ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তেজে স্পর্শ থাকিত না; জলে রূপ ও স্পর্শ থাকিত না এবং পৃথিবীতে রূপ, স্পর্শ ও রস থাকিত না। বৈশেষিকমতে কারণগুণপূর্ব্বক কার্য্যের গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বৈশেষিকমতে পরমাণু উপচিতগুণবান্ অথবা অপচিতগুণবান্ স্বীকার করিলে উভয়থাই প্রদর্শিত দোষের আপত্তি হইবে, ইহাই "উভয়থা চ দোষাৎ" এই সূত্রের অর্থ।

"আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা। শব্দাদিভিগুর্ণৈর্ব্রহ্মন্ সংযুক্তাহুত্তরোত্তরৈঃ॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেশ্চ। সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্তিব্রহ্মাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ মহাভূতাদিপ্রপঞ্চস্য—ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। কিঞ্চ "অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা"। অসৎকার্য্যবাদস্য বৈশেষিকাদিপরিকল্পিতপরমাণুকারণবাদস্য চ মন্বাদিভিঃ ঔপনিষদৈঃ কেনাপ্যংশেন অপরিগ্রহাদত্যন্তমনপেক্ষা, অতঃ অতিশয়েন অনাদরণীয়ঃ অয়ং পক্ষঃ নিঃশ্রেয়োহর্থিভিরিতি সূত্রকৃতোহভিপ্রায়ঃ। ৯৭।

ইতি পরমাণুকারণবাদগিরিনিপাতঃ

অথ পশুপতিপক্ষনিরাস উপক্রম্যতে শ্রীসূত্রকারেণ—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি। ইয়ং তাবৎ পাশুপত্যানাং প্রক্রিয়া,—পশুপতিনেশ্বরেণ প্রণীতং পঞ্চাধ্যায়ি শাস্ত্রম্। পঞ্চ তত্র পদার্থা নির্ণীয়ন্তে—কারণং কার্য্যং যোগো বিধির্দুঃখান্ত ইতি। কারণমীশ্বরঃ প্রধানঞ্চ, মহদাদি চ কার্য্যম্, যোগোহপি "ওঙ্কারমভিধ্যায়াৎ সকৃৎ" ইতি, "কুর্য্যাৎ ধারণম্" ইত্যেবমুক্তঃ, বিধিপদার্থঃ—বিধিস্ত্রিষবণস্নানাদিগূঢ়-চর্য্যাবসানঃ, দুঃখান্তো মোক্ষঃ। স চ তার্কিকাদিবৎ পাষাণকল্পাবস্থিতিঃ পাশুপতকাপালিকয়োঃ,

---

যদি বলা যায়—কোনও পরমাণু উপচিতগুণ এবং কোনও পরমাণু অপচিতগুণ হইবে। এইরূপে পরমাণুর বিচিত্রতা স্বীকার করা যাইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে উপচিতগুণ পরমাণুর পরমাণুত্বের হানিই হইয়া পড়িবে। গুণের উপচয়নিবন্ধনই ভূতবর্গের দৃশ্য ও অদৃশ্যাদি বৈচিত্র্য হয় এবং মূর্ত্তাদি অবান্তর বৈচিত্র্যাদি হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ পরমাণুসমূহের স্বতঃই ভেদ আছে। আমাদের সিদ্ধান্তে মহাভূতবৃত্তি গুণসমূহের নিয়ম শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া কোনও দোষ নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ পৃথিবীর। গন্ধ ব্যতীত অপর চারিটি গুণ জলের। রস ব্যতীত অপর তিনটি গুণ অগ্নির। রূপ ব্যতীত দুইটি গুণ বায়ুর এবং শব্দমাত্র একটি গুণ আকাশের। ইহাই লোকসিদ্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান শব্দাদিগুণযুক্ত ইহাই বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে।

সিদ্ধান্তে মহাভূতাদি প্রপঞ্চ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মদ্বারা অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মসূত্রে "অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা" (২।২।১৭) সূত্রে বৈশেষিকমতের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই মতে অসৎকার্য্যবাদ এবং পরমাণুকারণবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহা অর্থাৎ এতদুভয়ই অসঙ্গত বলিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অসৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি মন্বাদি ঔপনিষদগণ লেশতঃও গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শ্রেয়োহর্থিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায়। ৯৭।

পাশুপতপক্ষ নিরাস

পাশুপতপক্ষ নিরাস করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রকার "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭) সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। পাশুপতসিদ্ধান্তে এইরূপ প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে—পশুপতি ঈশ্বর পঞ্চাধ্যায়াত্মক পাশুপত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শাস্ত্রে পাঁচটি পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে। যথা—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। ঈশ্বর ও প্রধান কারণপদার্থ। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ ও প্রধান উপাদানকারণ (১)। আর মহদাদি কার্য্যপদার্থ (২)। ওঁকারের অভিধ্যান যোগপদার্থ। তাহা ধারণা-ধ্যানাদিরূপ (৩)। ত্রৈকালিক স্নানাদি গূঢ়চর্য্যা পর্য্যন্ত কর্ম্মকলাপের নাম

শৈবানাং তু সাংখ্যবৎ চৈতন্যা আত্মানস্তিষ্ঠন্তীতি বিশেষঃ। তন্মতানুগামিনশ্চতুর্ব্বিধাঃ—কাপালাঃ, কালমুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ ইতি। সর্ব্বেঽপি বেদবিরুদ্ধাচারান্ নিঃশ্রেয়ঃসাধনতয়া মন্যন্তে। নিমিত্তো-পাদানয়োর্ভেদং নিমিত্তকারণং পশুপতিং মন্যন্তে। তথৈব সাধনমপি মুদ্রিকাষট্কধারণাদি। তথাচাহুঃ কাপালাঃ—"মুদ্রিকাষট্কতত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ। ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ কণ্ঠিকা রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ। ভস্মযজ্ঞোপবীতং চ মুদ্রাষট্কং প্রচক্ষতে॥ আভির্মু্দ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥" ইত্যাদি। তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজনশবভস্মস্নানতৎপ্রাশনলগুড়-ধারণসুরাকুম্ভস্থাপনতদাধারদেবতাপূজাদিকর্ম্মৈহিকামুষ্মিকসকলফলসাধনম্" ইতি মন্যন্তে। "রুদ্রাক্ষং কঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে। কপালং ভস্মনা স্নানম্" ইত্যাদিকং শৈবাগমে প্রসিদ্ধম্। তথাচ কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ ইতরজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিমুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিং চ বিদধতি "দীক্ষাপ্রবেশ-মাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ। কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ॥" ইতি। ৯৮।

তন্নিরাকরোতি—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ইতি। পশুপতেঃ পক্ষঃ শ্রেয়োঽর্থিভির্নাদরণীয়ঃ। কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ বেদবাহ্যত্বাৎ, মুদ্রাষট্কধারণভগাসনস্থাত্মধ্যানসুরাকুম্ভস্থাপনতৎস্থদেবতার্চ্চনগূঢ়া-

---

বিধি (৪)। আর মোক্ষকেই দুঃখান্ত বলে (৫)। ন্যায়-বৈশেষিকমতে মোক্ষস্বরূপ যাদৃশ স্বীকার করা হয়, পাশুপাত এবং কাপালিক মতেও তাদৃশ মোক্ষস্বরূপই স্বীকার করা হয়। মোক্ষদশাতে জীবের সমস্ত দুঃখের উচ্ছেদ হইলেও জীব অচেতন পাষাণবৎ অবস্থান করে। কিন্তু শৈবসিদ্ধান্তে জীব মোক্ষদশাতে পাষাণবদবস্থিত হয় না; কিন্তু সাংখ্যসিদ্ধান্তে মোক্ষদশাতে পুরুষ যেমন চিৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে, শৈবসিদ্ধান্তেও তাদৃশই থাকে। মোক্ষবিষয়ে পাশুপতগণ ন্যায়-বৈশেষিকমতানুসারী এবং শৈবগণ সাংখ্যমতানুসারী। এই শৈব পাশুপতগণ চতুর্ব্বিধ:— কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। ভামতীগ্রন্থেও শৈবগণকে চতুর্ব্বিধই বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মাহেশ্বরগণ চারিপ্রকার:—শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক। এই সমস্ত শৈবসিদ্ধান্তেই বেদবিরুদ্ধ আচারকেই মোক্ষের সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণের ভেদ স্বীকার করা হয়। পশুপতি জগতের নিমিত্তকারণমাত্র; কিন্তু উপাদানকারণ নহেন। এই মতে ষড়্বিধ মুদ্রিকা ধারণকে মোক্ষের সাধন বলা হয়। কাপালিকগণ বলেন যে—ষড়্বিধ মুদ্রিকাতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন এবং যিনি পরমুদ্রা-বিশারদ, তিনি আত্মাকে ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। কণ্ঠিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত এই ছয়টিকে মুদ্রাষট্ক বলে। এই ষড়্বিধ মুদ্রাদ্বারা মুদ্রিতদেহ সাধক আর জন্মগ্রহণ করে না। কালামুখ শৈবগণ বলেন—নরশিরঃকপালমাত্রে ভোজন, শবভস্মদ্বারা স্নান এবং তাহাই ভোজন, লগুড়ধারণ, সুরাকুম্ভস্থাপন ও স্থাপিত কুম্ভে দেবতার পূজাদি ঐহিক আমুষ্মিক ফলের সাধন। শৈবাগমে বলা হইয়াছে—হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে একটি জটা ধারণ, নরশিরঃকপাল ও ভস্মদ্বারা স্নান ইত্যাদি ঐহিকামুষ্মিক ফলের সাধন। তাঁহারা আরও বলেন যে—শৈবাগমপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদের চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্তিও হয়। শৈবাগমে বলা হইয়াছে—দীক্ষামাত্রদ্বারাই ক্ষণকালের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। কাপালব্রত অবলম্বন করিয়া মানব যতি হইয়া থাকে। ইহাই শৈবসিদ্ধান্ত। ৯৮।

এই শৈবসিদ্ধান্ত নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মসূত্রকার "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—পত্যুঃ—পশুপতির পক্ষ শ্রেয়োঽর্থিগণের অনাদরণীয়, তাহাতে হেতু অসামঞ্জস্যাৎ অর্থাৎ

চারশ্মশানভস্মস্নানপ্রণবপূর্ব্বাভিধ্যানাদেরন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ বেদবাহ্যধর্ম্মত্বাচ্চ। তদুক্তসাধনানাং বেদোক্ত-বেদান্তশ্রবণাদিভগবদুপাসনাদীনাঞ্চ পরস্পরাত্যন্তবিরোধাচ্চ। পাষাণকল্পাবস্থিতিরূপমোক্ষস্যাপি অবৈদিকত্বাৎ। তথা পশুপতেরপি জন্যত্বেন জগৎকারণত্বাসম্ভবাচ্চ। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ, তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত" ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেস্তস্য জন্যত্বাবগমাৎ। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" "নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী" "নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ রুদ্রঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানং বদন্ত্যঃ অন্যস্য বস্তুজাতস্য তদুপাদেয়ত্বং নিশ্চিন্বন্তি। ক্বচিৎ শ্রূয়মাণাঃ শিবাদিশব্দা অপি আকাশশব্দবদ্‌ব্রহ্মপরা এব। তচ্চ "সিদ্ধান্তজাহ্নব্যাং শ্রীদেবাচার্য্য-পাদৈর্বিশদং নির্ণীতম্। ৯৯।

কিঞ্চ "অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ"। পশুপতেঃ কুলালাদিবৎ প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বং নোপপদ্যতে অশরীরত্বাৎ, সশরীরস্যৈব কুলালাদের্মৃদাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বদর্শনাচ্চ। কিঞ্চ "করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ"। যথা অশীরস্যৈব জীবস্য করণকলেবরাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বম্, তথা পশুপতেরপি প্রধানাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বং সম্ভবতীতি চেন্ন, কুতঃ? ভোগাদিভ্যঃ, পুণ্যাদিফলভোগাদিনিমিত্তং পুণ্যাদ্যদৃষ্টকারিতং চ জীবস্যাধিষ্ঠাতৃত্বম্, তথা পশুপতেরপি পুণ্যাদিযোগাদীশ্বরত্বাসম্ভবঃ, তস্মান্নাধিষ্ঠানত্বসম্ভবঃ। কিঞ্চ "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা

পশুপতিপক্ষ অসমঞ্জস অর্থাৎ বেদবাহ্য। মুদ্রাষট্‌কধারণ, ভগাসনস্থ আত্মধ্যান, সুরাকুম্ভস্থাপন, তাহাতে দেবতার অর্চ্চনা, গূঢ়াচার, শ্মশানভস্মদ্বারা স্নান ও ওঁকারের অভিধ্যান ইত্যাদি কর্ম্মকলাপ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং ইহা বেদবাহ্য ধর্ম্ম। এই শৈবাগমোক্ত সাধনসমূহ এবং বেদোক্ত বেদান্তশ্রবণাদি ও ভগবদুপাসনাদি পরস্পর বিরুদ্ধ। পাষাণবৎ অবস্থিতিই জীবের মোক্ষ, ইহা অবৈদিক। পশুপতিও জন্য বস্তু বলিয়া তাহার জগৎকারণতা সম্ভাবিত নহে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশান ছিলেন না। এই ধ্যানস্থ নারায়ণের ললাট হইতে ত্র্যক্ষ শূলপাণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" এই অন্বয়-ব্যতিরেক শ্রুতি হইতে পশুপতির জন্যত্ব অবগত হওয়া যায়। "তদৈক্ষত" "নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে" "নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে পশুপতির জন্যত্ব এবং নারায়ণের কারণত্ব অবগত হওয়া যায়। প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহ হইতে পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান এবং তদ্ভিন্ন বস্তুমাত্রই তদুপাদেয়, ইহাই নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোনও স্থলে শ্রুতিতে জগৎকারণ পুরুষোত্তমকে শিবাদি শব্দদ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও আকাশাদি শব্দের মত ব্রহ্ম অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই কথা সিদ্ধান্ত জাহ্নবীতে শ্রীদেবাচার্য্যপাদ বিশদ্‌ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। ৯৯।

ব্রহ্মসূত্রকার আরও বলিয়াছেন—"অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ" (২।২।৩৯)। ইহার অর্থ—পশুপতি কুলালাদির মত প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি অশরীর। সশরীর কুলালাদিরই মৃদাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব দেখা যায়। সূত্রকার আরও বলিয়াছেন—"করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ" (২।২।৪০)। ইহার অর্থ এই যে—অশরীর জীব যেমন তাহার ইন্দ্রিয় শরীরাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে, এইরূপ পশুপতিরও প্রধানাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভাবিত হইবে, এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার "ভোগাদিভ্যঃ" ইহা বলিয়াছেন। যেমন পুণ্যাদিফলভোগনিমিত্ত পুণ্যাদি অদৃষ্টকারিত জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব, পশুপতিরও সেইরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিলে পুণ্যাদিযোগনিবন্ধন তাঁহার অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং পশুপতির অধিষ্ঠানত্ব সম্ভাবিত নহে। সূত্রকার আরও বলিয়াছেন—"অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা" (২।২।৪১)। ইহার

বা"। পশুপতেঃ পুণ্যপাপাদৃষ্টাদিযোগে জীববদন্তবত্ত্বং সৃষ্ট্যাদ্যন্তঃপাতিত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা চ স্যাদিতি সংক্ষেপঃ। ১০০।

ইতি পশুপতিপক্ষগিরিনিপাতঃ।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" ইতি। শ্রীভগবৎপ্রণীতপরমশ্রেয়োবোধকস্যাপি পঞ্চরাত্রস্য ভগবচ্ছাস্ত্রস্য কপিলাদিশাস্ত্রবদপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য তৎ পরিহরতি। ততঃ শঙ্ক্যতে—পরমাত্মনঃ পরব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণাৎ শ্রীবাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, ততোঽনিরুদ্ধাখ্যঃ অহঙ্কার ইতি পাঞ্চরাত্রাণাং প্রক্রিয়া। তত্র জীবস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ, "অজো হ্যেকো জুষমাণঃ" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ "ন চ কর্ত্তুঃ করণম্"। কর্ত্তুঃ সঙ্কর্ষণাখ্যাৎ জীবাৎ সকাশাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যস্য মনসঃ করণস্য উৎপত্তিরনুপপন্না, বিরুদ্ধত্বাৎ। ন হি কুলালাদের্দণ্ডাদীনামুৎপত্তিঃ কস্যচিৎ দৃষ্টচরা উপপন্না বা ইতি ভাবঃ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ অপ্রমাণমিদং শাস্ত্রমিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—"বিজ্ঞানাদিভাবে বা

অর্থ এই যে—পশুপতির পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করিলে জীবের মত তাঁহার অন্তবত্ত্ব হইবে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির অন্তঃপাতিত্ব হইবে এবং অসর্ব্বজ্ঞতাও হইবে। ১০০।

পাশুপত মত খণ্ডন সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে উৎপত্ত্যধিকরণে (২।২।৪২ ব্রঃ সূঃ) ভাগবতমতের নিরাস করা হইয়াছে। কিন্তু এই মূলগ্রন্থের শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে ভাগবতমতের প্রামাণিকত্ব ও পাঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সমর্থন করা হইয়াছে। পঞ্চরাত্রাগমে পরমাত্মা বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি স্বীকার করায় তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের এই শঙ্কা প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার নিজেই তাহার পরিহার বলিবেন। শ্রীভগবৎপ্রণীত পরমশ্রেয়োবোধক পঞ্চরাত্ররূপ ভগবৎ-শাস্ত্রের সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মত অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার বলা হইবে। পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তে পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীবাসুদেব জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইরূপ বলা হইয়াছে এবং শ্রীবাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মন উৎপন্ন হয় এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রক্রিয়া।

ইহাতে সূত্রকার শঙ্কা প্রদর্শন করিতেছেন—"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (২।২।৪২)। ইহার অর্থ—উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে অর্থাৎ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। কারণ জীব নিত্য। "অজো হ্যেকো জুষমাণঃ" এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব নিত্য ও জীবের উৎপত্তি নাই—ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র প্রক্রিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক পাঞ্চরাত্রাগম অপ্রমাণ। এইরূপ "ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" (২।২।৪৩) সূত্রে কর্ত্তা হইতে অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে করণের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রদ্যুম্নাখ্য মন করণ। কর্ত্তা জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া সম্ভাবিত নহে। ঘটাদির কর্ত্তা কুম্ভকারাদি হইতে দণ্ডাদি করণের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। আরও কথা এই যে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভগবান্ হইতেই মনের উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। জীব হইতে মনের উৎপত্তি স্বীকার করায় পঞ্চরাত্রাগম শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ পাঞ্চরাত্রাগম অপ্রমাণ।

তদপ্রতিষেধঃ" । বা-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। সঙ্কর্ষণাদীনাং বিজ্ঞানাদিভাবে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যুক্তব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরস্যাস্য শাস্ত্রস্য প্রমাণত্বাপ্রতিষেধঃ, তৎপ্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে ইত্যর্থঃ। ১০১।

অত্রায়মভিপ্রায়ঃ—ভগবচ্ছাস্ত্রবিচারশূন্যানাং প্রামাদিকৈবেয়ং শঙ্কা যৎ জীবোৎপত্তির্বিরুদ্ধেতি। শ্রীবাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব বাৎসল্যকারুণ্যক্ষমাদিগুণগণবশীভূতঃ সৌকর্য্যেণ স্বাশ্রিতজনসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ব্যূহমূর্ত্ত্যা অবস্থিত ইতি তস্য শাস্ত্রস্য প্রক্রিয়া। "কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাসতে। ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমং তু তৎ॥" ইতি পৌষ্করসংহিতাবচনাৎ। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং ব্রহ্মোপাসনমেব, "ব্রাহ্মণানাং হি সদ্‌ব্রহ্ম-বাসুদেবাখ্যযাজিনাম্। বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥" ইতি সাত্বতসংহিতোক্তেঃ। তদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহং ব্যূহাদিরূপেণ যথাধিকারং ভক্তৈঃ সমারাধিতং সৎ সমবাপ্যতে। তদুক্তং পৌষ্করে—"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্। অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥" ইতি। তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাব্যূহরূপত্বাৎ তত্তদ্রূপেণ তদাবির্ভাবোঽবিরুদ্ধঃ, "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ।

এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (২।২।৪৪)। এই সূত্রে সূত্রকার বা-শব্দদ্বারা প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে—ইহাই বলিয়াছেন; কারণ সঙ্কর্ষণাদির বিজ্ঞানাদি ভাব আছে বলিয়া অর্থাৎ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মভাব সঙ্কর্ষণাদির আছে বলিয়া সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি বাসুদেব হইতেই প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং প্রদর্শিত পঞ্চরাত্র-প্রক্রিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। এজন্য তাহা অপ্রমাণও নহে। ১০১।

অভিপ্রায় এই যে—পঞ্চরাত্রাগমরূপ ভগবচ্ছাস্ত্রে বিচারবিমুখ ব্যক্তিগণেরই প্রদর্শিতরূপ শঙ্কা হইয়া থাকে। তাঁহাদের এতাদৃশ শঙ্কা প্রমাদপ্রসূত। তাঁহারা যে বলিয়াছেন—বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ, ইহা ভগবৎ-শাস্ত্র না জানারই ফল। শ্রীবাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই স্বীয় বাৎসল্য, কারুণ্য, ক্ষমাদি গুণরাশিদ্বারা বশীভূত হইয়াই স্বাশ্রিত জনের অনায়াসে আশ্রয়ণীয় হইবার জন্য অর্থাৎ ভক্তজনের ভজনীয় হইবার জন্য স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইয়া থাকেন—ইহাই ভগবচ্ছাস্ত্রের প্রক্রিয়া। পঞ্চরাত্রাগমের পৌষ্করসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে—ভগবান্ বাসুদেবই চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিত। জীব, মন ও অহঙ্কাররূপ তিনটি তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব। এজন্য বাসুদেবকেই জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দদ্বারা বলা হইয়াছে অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধশব্দদ্বারা বাসুদেবকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রদর্শিতরূপে চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিত ভগবান্ বাসুদেবকেই ব্রাহ্মণগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্যূহ উপাসনা ব্রহ্মোপাসনাই বটে। সাত্বতসংহিতাতেও বলা হইয়াছে যে—বাসুদেবাখ্য সদ্‌ব্রহ্মযাজী ব্রাহ্মণগণের বিবেকপ্রদ এই পরম শাস্ত্র ব্রহ্মোপনিষৎই বটে। এই বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ। ব্যূহাদিরূপে ভক্তগণ অধিকারানুসারে আরাধনা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। পৌষ্করাগমে বলা হইয়াছে যে—বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম এই শাস্ত্রের জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া এই শাস্ত্রই ব্রহ্মোপনিষৎ। সুতরাং সঙ্কর্ষণাদি পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাব্যূহরূপ বলিয়া সঙ্কর্ষণাদিরূপে বাসুদেবের আবির্ভাব শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—ভগবান্ বাসুদেব জন্মগ্রহণ না করিয়াও বহুরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। গীতাস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—সাধুগণের পরিত্রাণের

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ইতি স্মৃতেশ্চ। জীবমনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতৃত্বাৎ তেষাং তথাত্বোপদেশোঽপ্যবিরুদ্ধঃ। ১০২।

কিঞ্চ "বিপ্রতিষেধাচ্চ"। তস্মিন্নেব শাস্ত্রে জীবোৎপত্তের্বিপ্রতিষেধাচ্চাপি নোক্তদোষাবকাশঃ। "অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া। ত্রিগুণং কর্ম্মণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতে রূপমুচ্যতে॥ ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥" ইতি পরমসংহিতোক্তেঃ। কিঞ্চ সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্বনির্ণয়াৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রনিষিদ্ধৈব। নাপি সঙ্কর্ষণাখ্য-জীবাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যস্য মনসঃ করণস্যোৎপত্তিঃ বিরুদ্ধেতি পূর্ব্বোক্তদোষাবকাশঃ শঙ্কনীয়ঃ, সঙ্কর্ষণাদীনাং ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে ততো মন-আদীনামুৎপত্তেঃ সুপপন্নত্বাৎ। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইতি শ্রুতিরপি স্বার্থপরত্বেন সুপপন্না চেতি। এতেন যদুচ্যতে কৈশ্চিৎ প্রাপ্তোত্যেবায়মুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণে-ত্যভিপ্রায়ঃ, কথম্? যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ—পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্যধর্ম্মাণঃ, নৈষামেকাত্মত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যম্, একেনেশ্বরেণ ঈশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ। ভগবান্ একো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায়ঃ—একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো

জন্য ও দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। জীব, মন ও অহঙ্কারতত্ত্বের বাসুদেবই অধিষ্ঠাতা বলিয়া বাসুদেবকেই জীবাদিশব্দদ্বারা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রুতিবিরোধ বা যুক্তিবিরোধ নাই। ১০২।

আরও কথা এই যে—"বিপ্রতিষেধাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৪৫) এই সূত্রে সূত্রকারই বলিয়াছেন যে—পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে জীবের উৎপত্তি নাই বলা হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহার সম্ভাবনা নাই। পঞ্চরাত্রাগমের অন্তর্গত পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে—অচেতন, পরার্থ, নিত্য এবং সর্ব্বদা পরিণামী ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসমূহের ক্ষেত্রস্বরূপ প্রকৃতি; অচেতনত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির রূপ; প্রকৃতি ব্যাপিনী বলিয়া প্রকৃতির সহিত পুরুষের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। ইহাই পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত।

আরও কথা এই যে—পঞ্চরাত্রাগমের সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এজন্য জীবের উৎপত্তি পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইরূপ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নাখ্য মনোরূপ করণের উৎপত্তি বিরুদ্ধ বলিয়া যে-শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাও অসঙ্গত; কারণ সঙ্কর্ষণাদির ব্রহ্মত্ব পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে মনঃ প্রভৃতির উৎপত্তি শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধই বটে। এজন্য "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" এই শ্রুতিও পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে সঙ্গতই বটে। ব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতির উৎপত্তি পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে—"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি অসম্ভাবিত বলিয়া যে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তর অবলম্বন করিলেও থাকিবে; কারণ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে যদি এরূপ স্বীকার করা যায় যে—বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয় পরস্পর ভিন্ন; ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর এবং সকলেই তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট। এই চারিটি ব্যূহ একটি বস্তু নহে। এইরূপ স্বীকার করিলেও সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি স্বীকার না করায় প্রদর্শিত দোষ হইবে না বটে, কিন্তু অনেকেশ্বর কল্পনা নিরর্থক বলিয়া এই আনর্থক্য দোষ থাকিয়াই যাইবে। একটি ঈশ্বরদ্বারাই ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যেরই নির্ব্বাহ হইতে পারে বলিয়া অনেকেশ্বর কল্পনা নিরর্থক। অনেকেশ্বর কল্পনা করিলে পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তেরও হানি হইবে। পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে—এক ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থতত্ত্ব। আর যদি এরূপ বলা যায় যে—এক ভগবানেরই এই চারিটি ব্যূহ এবং সকলেই তুল্য ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইরূপ বলিলেও উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ থাকিয়াই যাইবে; কারণ তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট চারিটি ব্যূহের মধ্যে

ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এব উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চ অনিরুদ্ধস্য অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং চ কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন, যথা মৃদ্ঘটয়োঃ, ন হি অসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবাদিষু একৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাঃ চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাদিতি, তন্নিরস্তম্। ১০৩।

বাসুদেবস্য একত্বেঽপি ব্যূহাবতারাদিনা অবস্থানে তত্তদ্রূপেণ প্রাদুর্ভাবে চ বিরোধাভাবাৎ। স্বরূপেণৈকত্বং মূর্ত্ত্যাত্মনা অনেকত্বং চ শাস্ত্রসঙ্গতমেব, "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। নাপি সঙ্কর্ষণাদ্যুৎপত্তিপ্রকারো বিরুদ্ধঃ, অধিষ্ঠেয়ানামধিষ্ঠাতৃরূপকথনস্য সুপপন্নত্বাৎ, "তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যত্র ঈক্ষণস্য তেজঃপ্রভৃতিজড়বর্গে অনুপপন্নতয়া তেজআদীনাং শব্দানাং তদধিষ্ঠাতৃপরত্বং ব্যাখ্যাতং সর্ব্বৈরপি, তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি সঙ্কর্ষণাদিশব্দানাং তদধিষ্ঠেয়পরত্বব্যাখ্যানে বিরোধাভাবাৎ। তথাচ এবমভিপ্রায়ঃ—শ্রীবাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণাধিষ্ঠেয়সমষ্টিজীবস্থূলদেহাদিযোগরূপোৎপত্তিঃ "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন তু স্বরূপেণৈব জন্ম, অনিত্যত্বাপত্তেঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, অজত্ববোধকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তথৈব সঙ্কর্ষণাখ্যাচ্চ ব্রহ্মণ এব প্রদ্যুম্নাধিষ্ঠেয়মনোবর্গোৎপত্তিঃ,

---

বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইতে পারিবে না। সকলেই তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া একটি হইতে অপরটির অতিশয় নাই। অথচ কার্য্য ও কারণ এতদুভয়ের মধ্যে অতিশয় অবশ্যই থাকিবে। যেমন কারণ মৃত্তিকা হইতে কার্য্য ঘটের অতিশয় সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। অতিশয় না থাকিলে "ইহা কারণ, ইহা কার্য্য" এইরূপ বিভাগই হইতে পারে না। পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিগণ বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির তারতম্যকৃত কোনও ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—সমস্ত ব্যূহই বাসুদেব। ইহাদের পরস্পর কোনও বিশেষ নাই। আরও কথা এই যে—ভগবদ্ব্যূহ কেবল চারিটি সংখ্যাতেই অবস্থিত নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই ভগবদ্ব্যূহ। শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নিরস্ত হইল অর্থাৎ অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ১০৩।

বাসুদেব এক হইলেও ব্যূহ, অবতারাদিরূপে অবস্থান এবং ব্যূহ, অবতারাদিরূপে প্রাদুর্ভাব—ইহাতেও কোনও বিরোধ নাই। বাসুদেব স্বরূপতঃ এক হইলেও মূর্ত্তিরূপে তাঁহার অনেকত্ব শাস্ত্রসঙ্গতই বটে। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" এই শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। আর সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তিপ্রকারও বিরুদ্ধ নহে। সঙ্কর্ষণাদি অধিষ্ঠেয় এবং বাসুদেব অধিষ্ঠাতা। অধিষ্ঠেয়কে অধিষ্ঠাতৃরূপে বলা সঙ্গতই বটে। "তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈক্ষণ তেজঃ প্রভৃতি জড়বর্গে অনুপপন্ন বলিয়া তেজঃ প্রভৃতি শব্দের অধিষ্ঠাতৃপরত্ব সমস্ত ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ সঙ্কর্ষণাদিশব্দও সঙ্কর্ষণাধিষ্ঠেয় জীবপরত্ব ব্যাখ্যা করিলে কোনও দোষ হইবে না। আর ইহার অভিপ্রায় এই যে—শ্রীবাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাধিষ্ঠেয় সমষ্টি জীবের স্থূলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে। "অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায়। স্থূলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি ব্যতীত জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তাহাতে জীবের অনিত্যত্বাপত্তি হইয়া পড়ে এবং কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমের আপত্তিও হয়। আর জীবের অজত্ববোধক শ্রুতিরও বিরোধ হয়। এইরূপ সঙ্কর্ষণাখ্য ব্রহ্ম হইতেই প্রদ্যুম্নাধিষ্ঠেয় মনোবর্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং প্রদ্যুম্নাখ্য ব্রহ্ম হইতেই অনিরুদ্ধাধিষ্ঠেয় সমষ্টি অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চ-

প্রদ্যুম্নাখ্যাচ্চ অনিরুদ্ধাধিষ্ঠিতসমষ্ট্যহঙ্কারস্যেতি সর্ব্বসামঞ্জস্যাৎ। "নারায়ণাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতিশ্রুতেঃ। সঙ্কর্ষণাদিরূপাদপি নারায়ণাৎ তত্তৎকার্য্যোৎপত্তেঃ সম্ভবাৎ। ১০৪।

ন চৈবং শ্রুতত্যাগাশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গ ইতি শঙ্কনীয়ম্, "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাখ্যানে সর্ব্বেষাং তুল্যত্বেন তব মতেঽপি অবিশেষাৎ। তস্মাৎ শাস্ত্রবাক্যানামিতরেতরবিরোধে তদ্ব্যবস্থায়া-মুক্তদোষস্যাযোগাৎ। নাপি ব্রহ্মাদীনাং ব্যূহত্বোক্তিঃ সুবচা, প্রমাণশূন্যত্বাৎ। ব্রহ্মেশানাদীনাং তজ্জন্যত্ব-তদুপদিষ্টত্বতদ্দত্তৈশ্বর্য্যাদিভির্জীবত্বাবিশেষাৎ। বিশেষার্থশ্চ শাস্ত্রযোন্যধিকরণে পূর্ব্বমেব বিস্তৃতঃ। যচ্চোচ্যতে বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে, গুণগুণিত্বকল্পনাদিলক্ষণো জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণা আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাদিতি, তত্তুচ্ছম্, গুণাদীনাং শ্রুতিসিদ্ধত্বেন স্বাভাবিক-ত্বাৎ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। যদপ্যুক্তং "চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধীতবান্" ইত্যাদিনা বেদনিন্দাদর্শনাদপ্রামাণ্যমস্য শাস্ত্রস্য ইতি, তৎ

রাত্রাগমের ইহাই অভিপ্রায়। ইহাতে প্রদর্শিত দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি শ্রুতিই বলিয়াছেন। সঙ্কর্ষণাদিরূপ নারায়ণ হইতে মনঃ প্রভৃতির উৎপত্তি স্বীকার করায় কোনও দোষ হইতে পারে না। ১০৪।

যদি বলা যায়—জীবের স্বরূপোৎপত্তি স্বীকার না করিয়া স্থূলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি স্বীকার করায় উৎপত্তি পদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিতে হইল—ইহাই দোষ হইবে এবং সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নাদির উৎপত্তি যেরূপে বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রুতিহানি ও অশ্রুতকল্পনাই দোষ হইবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—যথা "অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবসমূহের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, অথচ জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া সকলকেই এস্থলে উৎপত্তির ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্তরূপ করিতে হইবে। সুতরাং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ প্রদর্শিতরূপে পরিহৃত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণের প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রবাক্যের পরস্পরবিরোধের পরিহাররীতি এইরূপই বুঝিতে হইবে। আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতিও ভগবদ্ব্যূহ বলিয়া বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ বলা সঙ্গত হয় নাই ইত্যাদি, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তাঁহাদের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি ভগবদ্ব্যূহ, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি ভগবজ্জন্য বলিয়া এবং ভগবদুপদিষ্ট ভগবদ্দত্ত ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির জীবত্বই স্থিরীকৃত হইয়াছে। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে—পঞ্চরাত্রাগমে পরস্পরবিরুদ্ধ বহু কথা বলা হইয়াছে; এজন্য এই আগমশাস্ত্রে বিপ্রতিষেধ দৃষ্ট হয়। যেমন গুণগুণিত্বাদি কল্পনা। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ গুণ। আবার বলা হইয়াছে—এই গুণগুলিই আত্মা বাসুদেব। গুণ হইতে গুণীর ভেদ নাই। যাহা গুণ তাহাই গুণী। পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ এই গুণগুলি স্বাভাবিক বলিয়া শ্রুতিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। অপৃথক্‌সিদ্ধ স্বাভাবিক গুণের সহিত গুণীর অভেদনির্দ্দেশ হইতে পারে; তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে—"ভগবান্ শাণ্ডিল্য চারি বেদে শ্রেয়োলাভ করিতে না পারিয়া এই আগমশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি পঞ্চরাত্রাগমের উক্তিদ্বারা বেদেরই নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া বেদনিন্দা-

প্রামাদিকম্, পূর্ব্বমেব শাস্ত্রযোন্যধিকরণে অস্য শাস্ত্রস্য উপক্রমাদিষড়্লিঙ্গোপেতভারতবাক্যৈঃ প্রামাণ্যতমত্বং নির্ণীতং বিস্তরেণ। "ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্" ইত্যাদিনা অস্য শ্রুতিবৎ প্রামাণ্যতমত্বমিতি সিদ্ধম্। ১০৫।

ইতি পঞ্চরাত্রে পরকল্পিতাপ্রামাণ্যগিরিনিপাতঃ।

অথ কিং প্রত্যগাত্মস্বরূপমিতি। (১) অত্রাহুশ্চার্ব্বাকাঃ—দেহ এবাত্মেতি। তত্র মৃতে শরীরে চৈতন্যানুপলব্ধেঃ দেহো নাত্মা ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবৎ ইত্যনুমানাৎ। (২) দেহাতিরিক্ত-তৎপরিমাণক আত্মেতি দিগম্বরাঃ। তন্ন, অনিত্যত্বাপত্তেঃ। দেহপরিমাণকো নাত্মা সাবয়বত্বাৎ ঘটাদিবৎ। (৩)

প্রকাশক শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ উক্তি নিতান্ত প্রামাদিক; কারণ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে পূর্ব্বেই এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক মহাভারতবাক্য-সমূহদ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রামাণ্যতমত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর "ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের শ্রুতির ন্যায় প্রামাণ্যতমত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ১০৫।*

পঞ্চরাত্রাগমে পরকল্পিত অপ্রামাণ্য নিরাস॥

পঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া মূলকার সম্প্রতি আত্মস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যদিও ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধ ও জৈনমতের নিরসন করা হইয়াছে, তথাপি সেই সমস্ত খণ্ডনরীতি নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিত্যাগ করিয়া মূলকার জীবাত্মার স্বরূপনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বিচার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পাদের "জ্ঞোঽতএব" (২।৩।১৮) সূত্রের কেশবকাশ্মীরীপ্রণীত ভাষ্যানুসারে বলিয়াছেন যে—প্রত্যগাত্মার স্বরূপ কি? (১) এইরূপ জিজ্ঞাসাতে চার্ব্বাকগণ বলেন—স্থূলদেহই আত্মা; কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ দেহই চেতন আত্মা হইলে মৃতশরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হইত; কিন্তু তাহা হয় না। এজন্য দেহ আত্মা নহে। দেহ যে আত্মা নহে—ইহা অনুমানপ্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুমানটি এইরূপ—দেহো

---

* "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থের এই উৎপত্ত্যধিকরণে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেশবকাশ্মীরীপ্রণীত ব্যাখ্যা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কেশবকাশ্মীরী এই অধিকরণকে শক্তিবাদনিরাকরণ অভিপ্রায়ে যোজনা করিয়াছেন। ভগবান্ নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভে এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য বেদান্তকৌস্তুভে শক্তিবাদনিরাকরণ অভিপ্রায়েই এই অধিকরণের যোজনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে পরপক্ষের প্রত্যাখ্যানই করা হইয়াছে। এই পাদের প্রত্যেকটি অধিকরণে পরপক্ষ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। উৎপত্ত্যধিকরণে পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাই শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে। এই অধিকরণে শাঙ্করভাষ্যে যে সমস্ত কথাদ্বারা পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে যে সমস্ত দোষ দেখান হইয়াছিল, কেবল তাহারই সমাধান পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোনও পক্ষের প্রত্যাখ্যান প্রদর্শন করা হয় নাই। এজন্য এই ব্যাখ্যাতে পাদসঙ্গতি রক্ষিত হয় না। কেশবকাশ্মীরী শাঙ্করভাষ্যোক্ত দোষের সমাধান বলিয়া শক্তিপক্ষের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নিম্বার্কসিদ্ধান্তে সমস্ত প্রাচীন আচার্য্য শাক্তমতের প্রত্যাখ্যান করিলেও কোনও আধুনিক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন "শাক্তমত মহাজনপরিগৃহীত নহে বলিয়া শাক্তমত নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণের যোজনা নিতান্তই নিরর্থক," এই আধুনিক মত যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ভাষ্য অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই মতবাদীর নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে—বৌদ্ধ জৈনাদি মতের প্রত্যাখ্যানের জন্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে অধিকরণ রচিত হইয়াছে। সমস্ত ভাষ্যকারগণই বৌদ্ধ ও জৈন মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই বৌদ্ধ এবং জৈনমতও কি মহাজনপরিগৃহীত? এই আধুনিক মতটি কলিকাতা মেট্রোপলিটন্ প্রেসমুদ্রিত বিবরণগ্রন্থের সপ্তম বর্ণকের শেষে ৯৭৮ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে।

ভূতচতুষ্টয়সমুদায় আত্মেতি লৌকায়তিকাঃ। তত্তুচ্ছম্, সঙ্ঘাতত্বাৎ। উক্তলক্ষণো নাত্মা সঙ্ঘাতত্বাৎ ব্রীহ্যাদিরাশিবৎ। (৪) ক্ষণিকবাহ্যার্থ এবাত্মেতি বৈভাষিকাঃ। তত্তুচ্ছম্, ভৌতিকত্বাৎ। ক্ষণিকবাহ্যার্থো নাত্মা জড়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ। (৫) এতেন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদোঽপি নিরস্তঃ। ক্ষণিকবিজ্ঞানং নাত্মা ক্ষণিকত্বাৎ শব্দাদিবৎ। (৬) শূন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি মাধ্যমিকাঃ। তৎ তুচ্ছতরম্, শূন্যং নাত্মা জড়ত্বাৎ আকাশবৎ। (৭) ইন্দ্রিয়াণ্যেবাত্মেত্যেকে। তত্তুচ্ছম্, স্বাপাদৌ তল্লয়াৎ। ইন্দ্রিয়বর্গো নাত্মা সর্ব্বাবস্থাননুগতত্বাৎ দেহবৎ করণত্বাৎ বাস্যাদিবৎ। (৮) অতএব ন মনো বুদ্ধিশ্চ অন্তঃকরণত্বাৎ বাহ্যকরণবৎ। (৯) প্রাণ এবাত্মেতি চান্যে। তত্তুচ্ছম্, জড়ত্বাৎ। সুষুপ্তৌ চৌরাদিভিভূ´ষণাদৌ মুষিতে চৈতন্যাভাবেনাননুভূয়মানত্বাৎ।

নাত্মা ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবৎ। ইহার অর্থ—ভৌতিক স্থূল দেহ আত্মা হইতে পারে না; যেহেতু তাহা ভৌতিক। যাহা ভৌতিক তাহা আত্মা হয় না; যেমন ঘটাদি। (২) আর দিগম্বর জৈনগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়াও আত্মাকে দেহপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য জৈনমতে আত্মা মধ্যমপরিমাণ। আত্মা অণুপরিমাণও নহে এবং বিভুপরিমাণও নহে। দিগম্বরগণের এই মত সঙ্গত নহে; কারণ আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিলে আত্মার অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইবে যে—দেহপরিমাণক বস্তু আত্মা নহে; যেহেতু তাহা সাবয়ব। যেমন ঘটাদি সাবয়ব বস্তু বলিয়া তাহা আত্মা হইতে পারে না। (৩) আর লোকায়তিকগণ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ ভূতসমুদায় সঙ্ঘাতরূপ। যাহা সঙ্ঘাতরূপ, তাহা আত্মা হইতে পারে না। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে—ভূতচতুষ্টয়সমুদায় আত্মা নহে; যেহেতু তাহা সঙ্ঘাতরূপ। যেমন ধান্যাদিরাশি সঙ্ঘাতরূপ বলিয়া আত্মা নহে। (৪) আর বৈভাষিক বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বাহ্যার্থকেই আত্মা বলেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ বাহ্য বস্তু ভৌতিক। সুতরাং ক্ষণিক বাহ্য বস্তু আত্মা হইতে পারে না। যেহেতু ভৌতিক বলিয়া তাহা জড়। যাহা জড় তাহা আত্মা নহে। যেমন ঘটাদি জড় বলিয়া আত্মা নহে। (৫) ইহাদ্বারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদও নিরস্ত হইল। যোগাচার বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মা বলেন; কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যাহা ক্ষণিক, তাহা আত্মা হইতে পারে না। যেমন ক্ষণিক শব্দাদি বস্তু আত্মা নহে। (৬) আর মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যকেই আত্মতত্ত্ব বলেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ শূন্য বস্তু জড়। জড় বলিয়া শূন্য আত্মা হইতে পারে না; যেমন আকাশ। (৭) আর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়গুলিকেই আত্মা বলেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিতে ইন্দ্রিয়বর্গের লয় হইয়া থাকে। এজন্য ইন্দ্রিয়বর্গ আত্মা হইতে পারে না। যেহেতু তাহা সর্ব্বাবস্থাতে অনুগত নহে। যাহা সর্ব্বাবস্থাতে অনুগত নহে, তাহা আত্মা নহে। যেমন স্থূলদেহ। এইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ করণ বলিয়াও তাহা আত্মা হইতে পারে না। যাহা করণ, তাহা আত্মা হইতে পারে না। যেমন বাইশ, কুঠার প্রভৃতি। জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানের করণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মের করণ। (৮) এইরূপ মন ও বুদ্ধি আত্মা হইতে পারে না। যেহেতু মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ। যাহা অন্তঃকরণ, তাহা আত্মা নহে। যেমন বাহ্যকরণ করণ বলিয়া তাহা আত্মা নহে। (৯) আর কেহ কেহ প্রাণকে আত্মা বলেন। তাহাও অসঙ্গত; যেহেতু তাহা জড় অর্থাৎ অচেতন। যাহা অচেতন, তাহা আত্মা হইতে পারে না। প্রাণ যে জড় অর্থাৎ অচেতন, তাহা অনুভবসিদ্ধ। সুষুপ্তিদশাতে প্রাণ থাকে; কিন্তু সুষুপ্তিদশাতে চৌরাদি ভূষণাদি অপহরণ করিতে থাকিলেও প্রাণ তাহা জানিতে পারে না। এইরূপ প্রাণ আত্মা হইতে পারে না। যেহেতু তাহা বায়ু। যাহা বায়ু তাহা আত্মা হইতে পারে না। যেমন ব্যজনবায়ু (পাখার বাতাস)। (১০) এইরূপ যাহা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্নাদির আশ্রয়, বিভুপরিমাণ ও প্রতিদেহভেদে ভিন্ন, তাদৃশ

প্রাণো নাত্মা বায়ুত্বাৎ ব্যজনজন্যবায়ুবদিত্যনুমানেভ্যঃ। (১০) দেহেন্দ্রিয়াদিভিন্নো জ্ঞানেচ্ছাদিপ্রযত্নাদ্যাশ্রয়ো বিভুঃ প্রতিদেহং ভিন্নো দ্রব্যবিশেষ আত্মেতি তার্কিকাদয়ঃ অভ্যুপগচ্ছন্তি। তন্ন, অসম্ভবাৎ। ১০৬।

তথাহি—চৈত্রচরণপ্রবিষ্টকণ্টকাদিজন্যদুঃখানুভবকালে সর্ব্বেষামপ্যাত্মনাং তত্র সত্ত্বেন বেদনানুভব-প্রসক্তেঃ। তত্র নিগমনাভাবেন অসম্ভাবিতত্বাবগমাৎ। ন চ যস্য শরীরে কণ্টকবেধাদিস্তস্যৈব বেদনানুভবো নান্যেষামিতি ব্যবস্থাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যাবিশেষেঽপি একস্যৈবানুভবো নান্যেষামিতি নিয়ন্তুমশক্যত্বাৎ। ন চ যদদৃষ্টোৎপাদিতং শরীরম্, তৎ তদীয়মিতি নিয়ম ইতি বাচ্যম্, অদৃষ্টস্যাপি উক্তন্যায়েন নিয়ামকত্বাসম্ভবাৎ। যদা হি তাদৃশাদৃষ্টোৎপাদনায় একেনাত্মনা সংযুজ্যতে মনঃ, তথা অন্যৈরপি মনোযোগস্যাবিশেষাৎ কথমিব কারণসাধারণে ক্বচিদেবাদৃষ্টোৎপত্তিঃ, নান্যত্রেতি। ১০৭।

ননু মনঃসংযোগসাধারণ্যেঽপি "অহমিদং ফলং প্রাপ্স্যামি" ইত্যভিসন্ধিরদৃষ্টোৎপাদককর্ম্মানুকূল-কৃতিরিত্যেবমাদিব্যবস্থানমিতি, তত এব অদৃষ্টনিয়মো ভবিষ্যতীতি চেন্ন, অভিসন্ধ্যাদীনামপি সাধারণমনঃ-সংযোগনিষ্পাদ্যতয়া ব্যবস্থিত্যসিদ্ধেঃ। ননু স্বকীয়মনঃসংযোগোঽভিসন্ধ্যাদিকারণমিতি মনঃসংযোগ

দ্রব্যবিশেষই আত্মা—ইহা তার্কিকগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ আত্মার এইরূপ স্বরূপ সম্ভাবিতই নহে। ১০৬।

আত্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইত, তবে চৈত্রের চরণে প্রবিষ্ট কণ্টকাদিজন্য চৈত্রের দুঃখানুভব-কালে সকলেরই দুঃখানুভবের আপত্তি হইত; কারণ সমস্ত আত্মাই সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাহা চৈত্রের চরণদেশেও বিদ্যমান আছে। অথচ কেবল চৈত্রেরই দুঃখানুভব হয়, সমস্ত আত্মার দুঃখানুভব হয় না। এজন্য আত্মা বিভুপরিমাণ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—যাহার শরীরে কণ্টকবেধাদি হইয়াছে, তাহারই বেদনানুভব হইবে; অন্যের হইবে না। এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ চৈত্রের আত্মার মত সমস্ত আত্মারই চৈত্রের চরণদেশে সমান সান্নিধ্য আছে বলিয়া একজনেরই দুঃখ হইবে, অন্যের হইবে না—এরূপ বলা যায় না। যদি বলা যায়—যাহার অদৃষ্টবশতঃ যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারই বটে; অন্যের নহে। এজন্য সেই শরীরাবচ্ছেদে সুখ-দুঃখাদি তাহারই হইবে; অন্যের হইবে না। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে অদৃষ্টেরই নিয়ম হইতে পারে না। আত্মসমবেত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বিশেষ গুণকেই অদৃষ্ট বলে। এই বিশেষ গুণের অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ। এই অদৃষ্ট উৎপাদনের জন্য মন যখন একটি আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন সেই মন সমস্ত আত্মার সহিতই সংযুক্ত হইয়া থাকে। মনের ক্রিয়াদ্বারা মনের সহিত আত্মার সংযোগ কেবলমাত্র একটি আত্মাতে হইতে পারে না। সমস্ত আত্মাতেই সংযোগ হইবে। মন মূর্ত্ত দ্রব্য; আত্মা বিভু দ্রব্য; বিভু দ্রব্যমাত্রই মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং একটি আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে, অন্যের সহিত হইবে না—এরূপ বলা যায় না। ১০৭।

যদি বলা যায়—মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ হইলেও "আমি এই কর্ম্মজন্য ফল প্রাপ্ত হইব" এইরূপ অভিসন্ধি সমস্ত আত্মার হয় না; কোনও আত্মারই হইয়া থাকে। এইরূপ অদৃষ্টোৎপাদক ক্রিয়ার অনুকূল কৃতি সমস্ত আত্মার হয় না, কিন্তু কোনও আত্মারই হইয়া থাকে। অভিসন্ধি (ইচ্ছা) ও কৃতি অদৃষ্টোৎপাদক কর্ম্মের কারণ এবং এই অভিসন্ধি ও কৃতি প্রতি আত্মাতে ব্যবস্থিত; কিন্তু সর্ব্বাত্মসাধারণ নহে। মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ হইলেও অভিসন্ধি ও কৃতি অসাধারণ বলিয়া অর্থাৎ তৎ তৎ আত্মাতে ব্যবস্থিত বলিয়া ব্যবস্থিত অভিসন্ধ্যাদিজন্য ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অদৃষ্টও ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ যে আত্মার অভিসন্ধ্যাদি হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া হইতে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই অদৃষ্ট

এবাসাধারণো ভবিষ্যতীতি চেন্ন, নিত্যং সর্ব্বাত্মসংযুক্তং মনঃ কস্যচিদেবেতি নিয়ন্তুমশক্যত্বাৎ। ন চাদৃষ্টবিশেষাৎ আত্মবিশেষেণ মনসঃ স্বস্বামিভাবসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, তস্যাপি অদৃষ্টস্য পূর্ব্ববদ্‌ব্যবস্থিত্যসিদ্ধেঃ। ন চাত্মনাং বিভুত্বেঽপি তেষাং প্রদেশবিশেষা এব বন্ধভাজ ইত্যাত্মান্তরাণাং চৈত্রশরীরে তৎপ্রদেশবিশেষাভাবাৎ সুখ-দুঃখাদিব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি বাচ্যম্, যস্মিন্ প্রদেশে চৈত্রঃ সুখাদ্যনুভূয় তস্মাদ্ দেশাদপক্রান্তস্তস্মিন্নেব মৈত্রে সমাগতে সতি তস্যাপি তত্র সুখাদিদর্শনেন শরীরান্তরে আত্মান্তরপ্রদেশবিশেষস্যাপি অন্তর্ভাবাৎ। তস্মাৎ বিভুবহ্বাত্মবাদিনাং তার্কিকাদীনাং ব্যবস্থা সুদুর্ঘটেতি সংক্ষেপঃ। ১০৮।

ইতি তার্কিকাদ্যভিমতজীবাত্মনির্ণয়গিরিনিপাতঃ ॥

এবং মীমাংসকানামপি ব্যবস্থা দুর্ঘটৈব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—তন্মতে আত্মবন্মনসামপি বিভুপরিমাণকত্বমিতি। তথাচ তত্রাপি সর্ব্বৈর্ম্মনোভিঃ সর্ব্বেষামপি জীবাত্মনাং সংযোগাদেঃ সাম্যাৎ। কিঞ্চ আত্মবৎ সর্ব্বৈরপি চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সাকং মনঃসংযোগস্য সাম্যাৎ শ্রাবণস্পার্শনাদিজ্ঞানানাং যুগপদুৎপত্তিপ্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইতি দোষবিশেষশ্চিন্তনীয়ঃ। ত্বগাদিভিরৈর্ব্ব্যোম্মনোযোগস্য যুগপৎ সদ্ভাবাৎ। ন চ শ্রাবণাদিজ্ঞানং শ্রবণাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিযোগস্য অসাধারণহেতুত্বাৎ মনোভির্বিষয়সন্নিকর্ষেঽপি জ্ঞানা-

---

অভিসন্ধ্যাদির আশ্রয় আত্মাতেই আশ্রিত হইয়া থাকে অর্থাৎ অভিসন্ধ্যাদির ব্যবস্থাপ্রযুক্তই অদৃষ্টের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তার্কিকগণের এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ অভিসন্ধি ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ও কৃতির অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ। এই মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ বলিয়া সর্ব্বাত্মসাধারণ মনঃসংযোগনিষ্পাদ্য অভিসন্ধ্যাদিরও ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—স্বকীয় মনঃসংযোগই অভিসন্ধ্যাদির কারণ। স্বকীয় মনের সহিত সেই আত্মার সংযোগ অসাধারণই বটে। সুতরাং মন.সংযোগের অসাধারণতাপ্রযুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ সমস্ত আত্মার সহিত নিত্য মন সর্ব্বদাই সংযুক্ত হইয়া আছে। এই মন কাহারও স্বকীয় এবং কাহারও পরকীয় হইতে পারে না। সর্ব্বাত্মসংযুক্ত নিত্য মনে স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব ব্যবস্থাই হইতে পারে না। যদি বলা যায়—অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত আত্মবিশেষের সহিতই কোনও মনের স্ব-স্বামিভাব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ অদৃষ্টের যে ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়—সমস্ত আত্মা বিভু হইলেও সেই আত্মার প্রদেশবিশেষই বন্ধভাক্ হইয়া থাকে। এজন্য অন্য আত্মার চৈত্রশরীরে সেই প্রদেশবিশেষ নাই বলিয়া সুখ-দুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ যে প্রদেশে চৈত্র সুখ অনুভব করিয়া সেই প্রদেশ হইতে অপক্রান্ত হইয়াছে, সেই প্রদেশে মৈত্র সমাগত হইলে তাহারও সুখাদির দর্শন হইয়া থাকে বলিয়া শরীরান্তরেও আত্মান্তরপ্রদেশবিশেষের অন্তর্ভাব আছে। সুতরাং বিভু বহু আত্মবাদী তার্কিকগণের ব্যবস্থা দুর্ঘট। ১০৮।

তার্কিকগণের মতনিরাস সমাপ্ত ॥

আত্মার বিভুত্ববাদী ন্যায়-বৈশেষিকগণের মত খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি কর্ম্মমীমাংসকগণের মত খণ্ডন করিতেছেন। কর্ম্মমীমাংসকগণও আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করেন। জৈমিনি-সূত্রের শাবরভাষ্যের বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট ও টীকাকার প্রভাকরমিশ্র প্রভৃতি কর্ম্মমীমাংসক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য কৌমারিলদর্শন ও প্রাভাকরদর্শনকেই কর্ম্মমীমাংসাদর্শন বলা হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করা হয়। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। 'ন্যায়-বৈশেষিকগণ মনকে অণুপরিমাণ বলেন। প্রভাকরমতেও তাহাই স্বীকার করা

নুৎপত্তিঃ সুশকেতি বাচ্যম্, মনসামিন্দ্রিয়ৈর্নিত্যসংযোগস্য সত্ত্বেন ইন্দ্রিয়সংযুক্তমনসাং বিষয়সন্নিকর্ষাবিশেষাৎ। কিঞ্চ অস্তু বা কয়াচিৎ কূটকল্পনয়া সুষুপ্ত্যাদৌ বাহ্যশ্রবণাদিজ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনোবিষয়সংযোগস্য সত্ত্বেঽপি তত্রেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবাৎ, তথাপি জাগ্রদাদৌ ইন্দ্রিসংযুক্তমনসাং নিত্যসংযোগস্য দুর্ব্বারত্বেন শব্দাদি-ত্বাবচ্ছিন্নশব্দাদিমাত্রবিষয়কজ্ঞানস্য উৎপত্তেরবশ্যম্ভাবাৎ। মনস্ত্বাবচ্ছিন্নমনইন্দ্রিয়সংযোগাভাবেঽপি শব্দাদি-ত্বাবচ্ছিন্নবিষয়স্মরণস্য সদা সদ্ভাবাপত্তেশ্চ—ইত্যলং বিস্তরেণ। ১০৯।

ইতি মীমাংসকনির্ণীতাত্মসিদ্ধান্তগিরিনিপাতঃ॥

নন্থ স্যাদেতৎ মনসামাত্মনাঞ্চ বিভুত্ববহুত্বযোগে উক্তদোষযোগো ন তু একত্ববিভুত্বযোগে। তথাচ এক এব বিভুরাত্মা অনেকোপাধিভিরবচ্ছিন্নো ঘটাবচ্ছিন্নাকাশবৎ ভিন্নতয়া ভাতি। স্বস্বোপাধিপ্রযুক্তাশ্চ স্বীয়সুখদুঃখানুভূতয়ে উপাধীনামেব ইতরেতরভিন্নানাং ভেদনিয়ামকত্বেন সুখাদ্যনুভবসাঙ্কর্য্যাভাবাৎ ব্যবস্থা-সামঞ্জস্যম্। যদ্বা বিম্বস্থানীয়মেকং ব্রহ্ম জলাদিস্থানীয়ে অন্তঃকরণাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বিতং সৎ জীবত্ব-মাপদ্যতে। উপাধেশ্চাবিম্বকত্বাৎ তৎপ্রযুক্তো ভেদোঽপ্যাবিম্বকঃ। যথা সূর্য্যস্য জলপরিপূরিতঘটেষু তত্র

হয়। কিন্তু ভট্টমতে মনের বিভুত্ব স্বীকার করা হয়। আর তাহাতে দোষ এই যে—মন ও আত্মা উভয়ই বিভু হইলে সমস্ত মনের সহিত সমস্ত জীবাত্মার সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সুখ-দুঃখভোগ ব্যবস্থার অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আরও দোষ এই যে—বিভু আত্মা যেমন সমস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত, এইরূপ বিভু মনও সমস্ত জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। আর তাহাতে সমস্ত জীবেরই শ্রাবণ-স্পার্শনাদি জ্ঞানের যুগপ-দুৎপত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে—কোনও পুরুষের দুগ্ধাদি পানকালে দুগ্ধদ্রব্যের সহিত চক্ষুঃ, রসনা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে এবং ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মনের সংযোগও আছে, যেহেতু মন বিভু। সুতরাং সেই পুরুষের দুগ্ধবিষয়ক চাক্ষুষ, রাসন ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ এককালে হওয়া উচিত। যদি বলা যায়—শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ অসাধারণ কারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলে সেই ইন্দ্রিয়জন্য সেই প্রত্যক্ষ সেই পুরুষের হইতে পারে না। মন বিভু বলিয়া সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নাই বলিয়া যুগপৎ শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মন বিভু বলিয়া মনের সহিত ইন্দ্রিয়গুলির সর্ব্বদাই সংযোগ বিদ্যমান আছে এবং ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ আছে। সুতরাং যুগপৎ শ্রাবণাদি জ্ঞানের আপত্তি অপরিহার্য্যই হইবে। আর ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে শ্রাবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারিলেও জাগ্রদাদি অবস্থাতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত বিষয়ের নিত্যসংযোগ আছে বলিয়া শব্দাদিবিষয়ক নানা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আপত্তি থাকিয়াই যাইবে। ১০৯।

পূর্ব্বমীমাংসক মতে মন ও আত্মার বিভুত্ব ও অনেকত্ব স্বীকার করায় প্রদর্শিতরূপ দোষ হইলেও বিভু আত্মার একত্ববাদিমতে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে প্রদর্শিতরূপ দোষ হইবে না। এই অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিভু আত্মা এক ও বিভু। সুতরাং একই বিভু আত্মা অনেক উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের মত ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং এই উপাধ্যবচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার স্বীয় সুখ-দুঃখানুভূতি নিজ নিজ উপাধিপ্রযুক্ত। পরস্পর ভিন্ন উপাধিসমূহই আত্মার ভেদের নিয়ামক। বস্তুতঃ আত্মার কোনও ভেদ নাই; আত্মা এক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিই আত্মভেদের নিয়ামক বলিয়া সুখ-দুঃখাদি অনুভবের সাঙ্কর্য্য নাই; এজন্য সুখ-দুঃখাদি অনুভবের ব্যবস্থার সামঞ্জস্য

তত্র প্রতিবিম্ববিশেষো ঘটোপাধিকৃতো ভেদশ্চ। তত্রৈকস্মিন্ চাল্যমানে ঘটজলে তদ্‌গতস্যৈব প্রতিবিম্বস্য কম্পাদিযোগো নান্যেষাম্, একস্মিংশ্চ ঘটনাশে তদ্‌গতস্যৈব প্রতিবিম্বস্য বিম্বভাবাপত্তির্নান্যেষাম্, তথা একস্মিন্নেবান্তঃকরণে সুখাদিবৃত্তিরূপপরিণামে সতি তদ্‌গতৈকস্যৈব চেতনপ্রতিবিম্বস্য তৎসুখাদ্যনুভবো নান্যেষাম্। তথাচ একস্মিন্নেবোপাধৌ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যশ্রবণজন্যজীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানাৎ নষ্টে সতি তস্যৈব ব্রহ্মভাবাপত্তির্নান্যেষাম্ ইতি সর্ব্বস্যা অপি সুখদুঃখভোগসঙ্কর্য্যাভাবব্যবস্থায়া বন্ধমোক্ষব্যবস্থায়াশ্চ সুবচত্বমিতি চেন্ন, উভয়পক্ষেঽপি বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেঃ সুখাদিভোগসাঙ্কর্য্যাপত্তেশ্চ। পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ পরমতপ্রয়োজননিরাকরণপ্রকরণে "যস্য ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ প্রয়োজনত্বেনাভ্যুপগম্যতে" ইত্যারভ্য "জীবব্রহ্মৈক্যং বক্তুমশক্যম্" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রথমাধ্যায়ে। ১১০।

কিঞ্চ সর্ব্বগতাদ্বিতীয়াত্মবাদে উপাধের্বিভুত্বাঙ্গীকারশ্চেৎ সর্ব্বস্যাপি চেতনস্যাবৃতত্বেন জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গঃ প্রকাশাভাবাৎ, গত্যাদ্যনুপপত্তেঃ মুক্তোপসৃপ্যব্রহ্মোচ্ছেদপ্রসঙ্গাচ্চ। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" ইত্যাদিমোক্ষশাস্ত্রবাধাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নানেকত্ববাদে চ পদে পদে বন্ধমোক্ষাপত্ত্যাদি-দোষাণাং পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ। কিঞ্চ মোক্ষস্য উক্তন্যায়েন অকস্মাৎ পদে পদে সিদ্ধৌ "তমেব বিদিত্বাতি-

---

হইয়া থাকে। ইহাই অবচ্ছেদবাদী বাচস্পতিমিশ্রের সিদ্ধান্ত। অথবা বিম্বস্থানীয় এক ব্রহ্মই জলাদিস্থানীয় অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর উপাধি আবিদ্যক বলিয়া সেই উপাধিপ্রযুক্ত ভেদও আবিদ্যক। আবিদ্যক কথার অর্থ—অবিদ্যাপ্রযুক্ত। যেমন জলপূর্ণ ঘটসমূহে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব-বিশেষ হইয়া থাকে এবং সেই সূর্য্যপ্রতিবিম্বে উপাধিকৃত ভেদও হইয়া থাকে। আর তাহাতে একটি ঘটের জল চঞ্চল হইলে সেই জলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বই চঞ্চল হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য ঘটগত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চঞ্চল হয় না এবং একটি ঘটের নাশে সেই ঘটজলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বিম্বভূত সূর্য্যরূপে অবস্থিত হয়; কিন্তু তাহাতে অন্য প্রতিবিম্বগুলির বিম্বভাবাপত্তি হয় না, সেইরূপ একটি অন্তঃকরণের সুখাদিরূপ বৃত্তিপরিণাম হইলে তদ্‌গত চেতনপ্রতিবিম্বেরই সেই সুখাদির অনুভব হয়, অন্য প্রতিবিম্বের হয় না এবং একটি অন্তঃকরণরূপ উপাধি তত্ত্বমস্যাদি বাক্যশ্রবণজন্য জীব-ব্রহ্মৈক্যজ্ঞান হইতে নষ্ট হইলে সেই উপাধিতে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যেরই বিম্বভূত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের ব্রহ্মভাবাপত্তি হয় না। সুতরাং এই মতেও অর্থাৎ জীবচৈতন্যের ব্রহ্মপ্রতিবিম্ববাদীর মতেও সুখ-দুঃখভোগের সাঙ্কর্য্য নাই বলিয়া সুখ-দুঃখভোগের ব্যবস্থা ও বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে। ইহাই হইল অবচ্ছেদবাদী ও প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতবাদিগণের কথা।

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত উভয় মতে বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা অনুপপন্ন এবং সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাঙ্কর্য্যাপত্তিও দুষ্পরিহরণীয়। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পরমতসিদ্ধ প্রয়োজননিরাকরণ প্রকরণে বলা হইয়াছে। "যে সমস্ত বাদিগণের মতে জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষকেই প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা হয়"—ইত্যাদি হইতে "জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কোনও মতেই বলা যায় না" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা এই গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থানুপপত্তি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ১১০।

আরও কথা এই যে—সর্ব্বগত অদ্বিতীয় আত্মবাদীর মতে জীবোপাধি অবিদ্যার বিভুত্ব স্বীকার করিলে আবরক বিভু অবিদ্যাদ্বারা চেতন আবৃত বলিয়া জগদান্ধ্যের প্রসঙ্গ হইবে। এক বিভু আত্মচৈতন্য অবিদ্যাবৃত; সুতরাং চেতন প্রকাশকই হইতে পারিবে না। আত্মা বিভু হইলে জীবের পরলোকে গমনাগমন সম্ভব হইবে না এবং মুক্ত জীবের

মৃত্যুমেতি” “যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং নিগচ্ছতি” ইত্যাদ্যন্বয়-ব্যতিরেকাবধারণযুক্তমোক্ষসাধনবোধকশ্রুতীনাং বাধপ্রসঙ্গাৎ। মোক্ষোদ্দেশেন জিজ্ঞাসাশাস্ত্রারম্ভবৈয়র্থ্যাচ্চ। কিঞ্চ উভয়পক্ষেঽপি আবরকোপাধেঃ সত্যত্বং মিথ্যাত্বং বা? নাদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। সত্যস্য জ্ঞাননাশ্যত্বা-নঙ্গীকারেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ, পরমতপ্রবেশাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, অনুপপন্নত্বাৎ। তথাহি—যথা বিম্বস্য সাবয়বত্বরূপবত্ত্বাদিনা সজাতীয়সমসত্তাকোপাধৌ প্রতিবিম্বননিয়মঃ, তথা অবচ্ছেদকস্যাপ্যুপাধেঃ সমসত্তা-কস্যৈব অবচ্ছেদকত্বনিয়মঃ। অন্যথা স্বপ্নরজ্জ্বা জাগ্রদবস্থায়াং রাজভটনিগৃহীতচৌরদীনাং বন্ধনাপত্তেঃ। মৃগ-মরীচিকাজলে সূর্য্যাদেঃ প্রতিবিম্বনাপত্তেশ্চ। ন তু তদস্তি দৃষ্টিশ্রুত্যগোচরত্বাৎ। ১১১।

কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানাৎ জীবোপাধিনাশে সতি জীবো নশ্যতি ন বা? আদ্যে স্বরূপনাশস্যৈব মোক্ষত্বাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে অবিদ্যানাশেঽপি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ, ব্রহ্মাতিরিক্তজীবস্বরূপাবস্থানাৎ। ন চ দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমালিন্যাদিবৎ শুদ্ধ্যাদিব্যবস্থোপপত্তিরিতি বাচ্যম্, আপাতোক্তেঃ। মালিন্যাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা

অধিগম্য অনাবৃতচৈতন্য ব্রহ্মেরও উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” “পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিরূপ মোক্ষশাস্ত্রেরও বাধ হইবে। আর উপাধিপরিচ্ছিন্ন অনেকাত্মবাদে ক্ষণে ক্ষণে জীবের বন্ধ-মোক্ষাদির আপত্তি হইবে। এই সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে—উপাধিপরিচ্ছিন্ন অনেকজীববাদে প্রদর্শিত রীতিতে ক্ষণে ক্ষণে মোক্ষের আপত্তি হওয়ায় "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" “যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং নিগচ্ছতি” এই অন্বয় ও ব্যতিরেক অবধারণযুক্ত মোক্ষোপায়বোধক শ্রুতিসমূহের বাধপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর মোক্ষের উদ্দেশ্যে বিচারশাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ এই উভয় পক্ষেই আবরক উপাধির সত্যত্ব কি তাঁহারা স্বীকার করেন? অথবা মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন? ইহার প্রথম পক্ষ অর্থাৎ আবরক উপাধির সত্যত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাহাতে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়িবে এবং আবরক উপাধির জ্ঞাননাশ্যত্ব স্বীকার না করায় অনির্মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর আবরক উপাধির সত্যত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞাননাশ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে পরমতেও প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। মিথ্যা উপাধিতে বিম্বের প্রতিবিম্ব হয় না। বিম্বসমানসত্তাক উপাধিতেই বিম্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সাবয়বত্ব ও রূপবত্ত্বাদিরূপে স্বসমানজাতীয় সমানসত্তাক উপাধিতেই বিম্বের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এইরূপ অবচ্ছেদকরূপ উপাধিও অবচ্ছেদ্যের সমানসত্তাকই হইয়া থাকে অর্থাৎ অবচ্ছেদ্যের সমানসত্তাকের অবচ্ছেদকত্ব হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। তাহা স্বীকার না করিলে জাগ্রদবস্থায় রাজপুরুষকর্ত্তৃক নিগৃহীত চৌরাদির স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জুদ্বারা বন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং মরীচিকাজলে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বনের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা কখনও হয় না; কারণ তাহা কখনও দেখাও যায় না এবং শুনাও যায় না। ১১১।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের মতে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জীবোপাধির নাশ হইলে জীবের নাশ হয় কি না? ইহার প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে জীবের স্বরূপনাশই মোক্ষ হইয়া পড়িবে। আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জীবোপাধির নাশ হইলেও জীবের নাশ হয় না বলিয়া জীবের মোক্ষই হইবে না। কারণ মোক্ষদশাতেও ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবস্বরূপ থাকিয়াই যাইবে। যদি বলা যায়—দর্পণাদিরূপ উপাধিতে উপলভ্যমান মুখাদির মালিন্য

নশ্যেয়ুঃ ? দর্পণাদ্যপাধ্যপগমে ইতি চেৎ, কিং তদা মালিন্যাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা ? আদ্যে তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপনাশ এব মোক্ষঃ স্যাৎ। কিঞ্চ যস্যাপুরুষার্থরূপদোষপ্রতিভাসস্তদুচ্ছেদঃ পুরুষার্থঃ, তত্র কিমৌপাধিকদোষপ্রতিভাসো বিম্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ ? উত প্রতিবিম্বস্থানীয়স্য জীবস্য বা অভিপ্রেতঃ ? তদিতরস্য বা ? আদ্যয়োঃ কল্পয়োর্দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ মুখস্য তৎপ্রতিবিম্বস্য বা মালিন্যাদিদোষশূন্যত্বাৎ। ন হি মুখং প্রতিবিম্বং বা চেতয়তে, উভয়োর্জড়ত্বাৎ ? তদুভয়েতরদ্রষ্টুরভাবান্ন তৃতীয়ঃ। ১১২।

কিঞ্চ অবিদ্যাকল্প্যস্য জীবস্য কো বা কল্পকঃ ? অবিদ্যেতি চেন্ন, অচেতনত্বাৎ। নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ, শুক্তিরজতবৎ অবিদ্যাকল্পিতত্বাচ্চ। জীবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতি চেন্ন, ব্রহ্মণি অজ্ঞানস্যৈবাপাতাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মণ্যজ্ঞানানঙ্গীকারে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি ন বা ? ন পশ্যতি চেৎ, ঈক্ষাদিপূর্ব্বিকা

উপলব্ধ হইলেও বিম্বভূত মুখের যেমন মালিন্য হয় না। বিম্বভূত মুখ শুদ্ধ ও প্রতিবিম্ব মুখ মলিন। এইরূপ অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন জীবাত্মারই সংসাররূপ মালিন্য হইয়া থাকে ; কিন্তু বিম্বভূত শুদ্ধ ব্রহ্মের সংসাররূপ মালিন্য হয় না। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ ইহা আপাত উক্তিমাত্র অর্থাৎ কথার কথামাত্র। বস্তুতঃ ইহা বিচারসহ নহে। তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইবে যে—এই মালিন্যাদি ঔপাধিক দোষসমূহ কখন বিনষ্ট হয় ? ইহাতে যদি তাঁহারা বলেন যে—দর্পণাদি উপাধির অপগমেই ঔপাধিক দোষ বিনষ্ট হয়। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—উপাধির অপগমকালে মালিন্যাদির আশ্রয় প্রতিবিম্ব কি থাকে ? অথবা থাকে না ? ইহার প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে—উপাধির অপগমকালে প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবও থাকে বলিয়া জীবের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকারে দোষ এই হইবে যে—যেমন দর্পণাদি উপাধির অপগমে মালিন্যাদির আশ্রয় প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, এইরূপ উপাধির অপগমকালে মালিন্যাদির আশ্রয় প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবও থাকে না। আর তাহাতে জীবের স্বরূপনাশই জীবের মোক্ষ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন—উপাধিপ্রযুক্ত দোষপ্রতিভাসই অপুরুষার্থ অর্থাৎ বন্ধ এবং দোষপ্রতিভাসের উচ্ছেদই পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ। ইহাতে তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে—ঔপাধিক দোষপ্রতিভাস কি তাঁহারা বিম্বস্থানীয় ব্রহ্মের স্বীকার করেন ? অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের স্বীকার করেন ? অথবা তাহা অন্য কোন তৃতীয় বস্তুর স্বীকার করেন ? ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি পক্ষে তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। দর্পণপ্রতিবিম্ব মুখের মালিন্যাদিই দৃষ্টান্ত। বিম্ব মুখ ও প্রতিবিম্ব মুখ উভয়ই মালিন্যাদি দোষশূন্য অর্থাৎ মালিন্যাদির অনুভবিতা বিম্বমুখও নহে এবং প্রতিবিম্ব মুখও নহে। যেহেতু উভয়ই জড় বস্তু। চেতনই দ্রষ্টা হইয়া থাকে ; জড় বস্তু দ্রষ্টা নহে। সুতরাং জড় বস্তু চেতনের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অসিদ্ধিই হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব ও ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত তৃতীয় কোনও দ্রষ্টা নাই। সুতরাং ঔপাধিক দোষের প্রতিভাস ব্রহ্ম ও জীব ব্যতীর কোনও তৃতীয় বস্তুর হইতে পারে না। ১১২।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ জীবকে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন—একই শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যারূপ মিথ্যা উপাধিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অবিদ্যাকল্পিত জীবের কল্পক কে ? কল্পিত বস্তু কল্পকসাপেক্ষ হইয়া থাকে। অবিদ্যা কল্পক হইতে পারে না ; যেহেতু তাহা জড়। আর জীবও কল্পক হইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে আত্মাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। জীবের কল্পিতত্ব

বিচিত্রসৃষ্টির্নামরূপব্যাকরণাদিশ্চ ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ পশ্যতি চেৎ, অখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম ন অবিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ। অতএব মায়াবিদ্যাবিভাগবাদোঽপি নিরস্তঃ। অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনো ব্রহ্মণো জীবদর্শিত্বাসম্ভবাৎ। ন হি মায়াবী পরানদৃষ্ট্বা মোহয়িতুমলম্। নাপি মায়ামায়াবিনোর্দর্শন-সাধনং দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহনসাধনমাত্রত্বাৎ তস্যাঃ। অথ ব্রহ্মণো মায়া জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীবমোহনস্য হেতুরিতি চেন্ন, তর্হি পরিশুদ্ধস্য অখণ্ডৈকরসস্য স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শিত্বং কুর্ব্বতী মায়া অপরপর্য্যায়া-বিদ্যৈব স্যাৎ। নন্বু বিপরীতদর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেন দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীতদর্শনহেতুঃ। অতঃ তস্যা অনাদিত্বমিতি। মৈবম্, একত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্রদর্শনহেতো-রপি অবিদ্যাত্বাৎ। যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, তর্হি কথং তান্ মোহয়তি, ন হি অনুন্মত্তো মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে। ১১৩।

অথাপুরুষার্থাপরমার্থদর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো নাপুরুষার্থদর্শনহেতুঃ, অতঃ অস্যা অনাদিত্ব-

---

জীবসাপেক্ষ হইলে আত্মাশ্রয়দোষ অপরিহার্য্য। জীব নিজদ্বারা নিজে কল্পিত হইতে পারে না। আর অদ্বৈতবাদিগণ জীবকে শুক্তিরজতাদির মত অবিদ্যাকল্পিত বলিয়াই স্বীকার করেন। কিন্তু জীবকল্পিত বলেন না। আর ব্রহ্মই জীবের কল্পক হইবে—এইরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম জীবের কল্পক হইলে ব্রহ্মেরই অজ্ঞানের আপত্তি হইবে। অজ্ঞানবান্ই কল্পক হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—ব্রহ্মে অজ্ঞান স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম জীবগণকে দর্শন করেন কি না? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ কি বলিবেন? ব্রহ্ম যদি জীবগণকে দর্শন করিতে না পারেন, তবে ব্রহ্মের ঈক্ষণপূর্ব্বক বিচিত্র জগৎসৃষ্টি এবং নামরূপাদির ব্যাকরণ হইতে পারিবে না। আর যদি ব্রহ্ম জীবগণকে দর্শন করেন, তবে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম অবিদ্যা ব্যতীত জীবগণকে দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া ব্রহ্মেও অজ্ঞানের আপত্তি হইবে। প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে মায়া ও অবিদ্যার ভেদও অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়ী ও জীবকে অবিদ্যাবান্ বলেন। ইহা অসঙ্গত; কারণ অজ্ঞান ব্যতীত মায়ী ব্রহ্মের জীবদর্শন অসম্ভব। মায়াবী পুরুষ পরকে না দেখিয়া পরপুরুষকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আরও কথা এই যে—মায়া মায়াবীর দর্শনসাধন নহে। মায়াতে দর্শনসাধনতা নাই। মায়া পরপুরুষের ব্যামোহনমাত্রেরই সাধন হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মের জীবদর্শিত্ব সম্পাদন করিয়া জীবের ব্যামোহনেরও হেতু হইয়া থাকে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ এইরূপ বলিলে শুদ্ধ অখণ্ডৈকরস স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পরদর্শিত্বসম্পাদিকা মায়া অবিদ্যাই হইয়া পড়িবে। মায়া প্রদর্শিত উভয় কার্য্যকারিণী হইলে মায়া ও অবিদ্যার ভেদ থাকিবে না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—বিপরীতদর্শনহেতু অবিদ্যা; কিন্তু ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত মিথ্যাভূত বস্তুকে মিথ্যারূপেই দর্শন করাইয়া থাকে বলিয়া তাহা ব্রহ্মের বিপরীতদর্শনের হেতু হয় নাই। সুতরাং মায়াকে অবিদ্যা বলা যায় না। এজন্য এই মায়া অনাদিই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ মায়া যদি বিপরীতদর্শনের হেতু না হইত, তবে ব্রহ্ম কেবল নিজের একত্বই দর্শন করিতেন। আর তাহাতে মায়া কাহার ব্যামোহক হইত? ব্রহ্মের দ্বিতীয়দর্শন বিপরীতদর্শনই বটে। এজন্য দ্বিচন্দ্রদর্শনহেতু অবিদ্যাই বটে। বিপরীতদর্শনহেতুই অবিদ্যা। ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত জীবসমূহকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন, তবে কাহাদিগকে তিনি ব্যামুগ্ধ করিবেন। সুস্থচেতা পুরুষ মিথ্যারূপে জ্ঞাত ব্যক্তিকে ব্যামুগ্ধ করিতে প্রয়াস করে না। ১১৩।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—অপুরুষার্থ অপরমার্থ দর্শনহেতুই অবিদ্যা। মায়া ব্রহ্মের অপুরুষার্থদর্শনের হেতু নহে। এজন্য মায়া অনাদি। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অপুরুষার্থদর্শনের হেতু না হইয়াও

মিতি মতম্। তত্র দ্বিচন্দ্রদর্শনস্য দুঃখহেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেঽপি তদ্ধেতুরবিদ্যৈব তন্নিরসনে প্রয়াসদর্শনাৎ। যদি চ নাপুরুষার্থদর্শনকরী মায়া, তর্হি অনুচ্ছেদ্যতয়া ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ। অস্তু কো দোষ ইতি চেৎ, দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতিব্যাকোপাৎ। পরমার্থবিষয়াঃ অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, মায়ায়াস্তু অপরমার্থত্বাৎ ন বিরোধ ইতি চেৎ, অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকরূপস্য ব্রহ্মণোঽপরমার্থভূতমায়াদিদর্শনং তদ্বত্ত্বং চাবিদ্যামন্তরেণ নোপপদ্যতে, তব মতে হ্যাবিদ্যকমেব ব্রহ্ম মায়াদিদর্শিত্বাদিতি। ১১৪।

নন্থ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি শ্রুতেন জীবব্রহ্মণোঃ বাস্তবো ভেদঃ, কিন্তু কল্পিতভেদাশ্রয়ণেনৈব ইয়ং ব্যবস্থা উচ্যতে। ন চ কস্য কল্পনা? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, অস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ। নাপি জীবানাম্, অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ। কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি বাচ্যম্, অবিদ্যাজীবত্বয়োর্বীজাঙ্কুরন্যায়েন অনাদিত্বাৎ। জীবানাম্ অবিদ্যায়া অনাদিত্বাৎ ন তদ্ধেতুরন্বেষণীয় ইতি চেন্ন, স্বকপোলকল্পনাবিজৃম্ভিতত্বাৎ। তথাহি—জীবস্য অকল্পিতস্বরূপেণ অবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এব অবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণ অবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্য অবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং

অবিদ্যা হইয়া থাকে। যেমন জীবের দ্বিচন্দ্রদর্শন দুঃখহেতু নহে বলিয়া তাহাকে অপুরুষার্থ দর্শন বলা যায় না। অথচ দ্বিচন্দ্রদর্শনের হেতু অবিদ্যাই বটে। কারণ এই অবিদ্যার নিরসনে জীবের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি মায়া অপুরুষার্থদর্শনকরীই না হইত, তবে মায়া অনুচ্ছেদ্য ও ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী হইত অর্থাৎ ব্রহ্ম থাকিলেই মায়া থাকে—এইরূপ হইত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—মায়া ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী হইলে দোষ কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দ্বৈতদর্শনই দোষ। তাহাতে "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধ হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অদ্বৈতশ্রুতি পরমার্থবিষয়ক; আর মায়া অপরমার্থ বস্তু। সুতরাং বিরোধ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অপরিচ্ছিন্ন আনন্দৈকরস ব্রহ্মের অপরমার্থ মায়াদির দর্শন এবং ব্রহ্মের মায়াবিত্ত্ব অবিদ্যা ব্যতীত হইতে পারে না। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের মায়াদিদর্শিত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মেরও আবিদ্যকত্বাপত্তি হইবে। ১১৪।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নাই—ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের কল্পিত ভেদ আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মের জীবদর্শিত্বাদি ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ কাহার কল্পনাদ্বারা জীব-ব্রহ্মের কাল্পনিক ভেদ হইবে? ব্রহ্মের কল্পনা বলা যায় না; কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মা ব্রহ্মের কল্পনা থাকিতে পারে না। এইরূপ জীবেরও কল্পনা বলা যায় না; কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। যেহেতু কল্পনাধীন ব্রহ্মের জীবভাব এবং জীবাশ্রয়া কল্পনা, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। এই দোষ পরিহারের জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে—বীজাঙ্কুর ন্যায়ে অবিদ্যা ও জীবের অনাদিত্ব স্বীকার করা হয়। জীব ও অবিদ্যা অনাদি বলিয়া তদুভয়ের হেতু অন্বেষণ নিষ্ফল। অনাদি বস্তুর উৎপত্তি নাই বলিয়া তাহা সহেতুক নহে। সুতরাং উৎপত্তিতে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্রদর্শিতরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার অদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোলকল্পনাবিজৃম্ভিতমাত্র। কারণ জীব যদি অকল্পিতস্বরূপে অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তবে অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মেরই অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি জীব কল্পিতস্বরূপে অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তবে অদ্বৈতবাদি-

স্যাৎ। ন হি মায়াবাদে তদুভয়াতিরিক্তাকারস্যাঙ্গীকারঃ। ন চ কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈব অবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি বাচ্যম্, অখণ্ডৈকরসস্বরূপস্য অবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টত্বাসম্ভবাৎ। ১১৫।

কিঞ্চ জীবাজ্ঞানাশ্রয়ণে কিং প্রয়োজনমিতি বাচ্যম্, বন্ধমোক্ষব্যবস্থাসিদ্ধিরেবেতি চেন্ন, সা তু তৎপক্ষেঽপি ন সম্ভবতি। অবিদ্যায়া বিনাশো হি মোক্ষঃ, তত্র একস্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশাৎ সর্ব্বে মুচ্যেরন্। অন্যেষাং হি অমুক্তত্বাৎ অবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ, তর্হি ন কস্যাপি মুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ কল্প্যতে চেৎ, ভেদঃ স্বাভাবিকো বা উত কল্পিতঃ? নাদ্যঃ, অনঙ্গীকারাৎ। ভেদসিদ্ধয়ে অবিদ্যাকল্পনস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ, জীবভেদসিদ্ধৌ তাসাং সিদ্ধিঃ, তাসু চ জীবভেদসিদ্ধিরিতি। ন চ বীজাঙ্কুরন্যায়েন তস্যাদোষত্বমুক্তমেবেতি বাচ্যম্, উক্তন্যায়স্য অত্রানবসরাৎ। তথাহি—বীজাঙ্কুরেষু তাবৎ অন্যৎ অন্যৎ বীজমন্যস্যান্যস্য অঙ্কুরস্যোৎপাদকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধম্, ইহ তু যাভিরবিদ্যাভিঃ যে জীবাঃ কল্প্যন্তে, তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিঃ। অথ বীজাঙ্কুরন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাশ্রয়াভিঃ অবিদ্যাভিঃ উত্তরোত্তরজীবকল্পনাং মন্যসে? উত বিজ্ঞানবাদিবৎ জীবোৎপত্তিম্? আদ্যে

গণকে "জড় বস্তুই অবিদ্যার আশ্রয়" ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মায়াবাদিগণের মতে অকল্পিত ও কল্পিত আকার ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু প্রসিদ্ধ নাই। অকল্পিত বস্তু পরমার্থ ব্রহ্ম সত্য এবং কল্পিত বস্তু অপরমার্থ মিথ্যা জড়। এই চিৎ ও জড় দুইটি রাশি ভিন্ন আর তৃতীয় রাশি মায়াবাদিগণের মতে নাই। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে—কল্পিত আকারবিশিষ্টরূপে চৈতন্যাত্মক জীবই অবিদ্যার আশ্রয়। তাঁহাদের এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ অখণ্ডৈকরস চিন্মাত্র বস্তুর অবিদ্যা ব্যতীত বিশিষ্টরূপ সম্ভাবিতই নহে। ১১৫।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ জীবের অজ্ঞানাশ্রয়তাতে কি প্রয়োজন বলিবেন? বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থাসিদ্ধিই প্রয়োজন—এইরূপ বলা যায় না। কারণ বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্ভাবিতই নহে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যার বিনাশই মোক্ষ। আর তাহাতে একটি জীবের মুক্তিতেই অবিদ্যার নাশ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত জীবই মুক্তি লাভ করিবে। যদি বলা যায়—একটি জীবের মুক্তিতে অন্য জীব মুক্তি লাভ করে নাই বলিয়া অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। এইরূপ বলিলে কোনও জীবেরই মুক্তি হইতে পারিবে না। কারণ অবিদ্যা এক এবং তাহা বিদ্যমানই রহিয়াছে।

যদি বলা যায়—প্রতি জীবে অবিদ্যার ভেদ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ হইবে না। এতদুত্তরে জিজ্ঞাসা এই যে—অবিদ্যার পরস্পর ভেদ কি স্বাভাবিক? অথবা কল্পিত? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভেদমাত্রই কল্পিত। স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করিলে ভেদসিদ্ধির জন্য অবিদ্যাকল্পনাই তাঁহাদের মতে ব্যর্থ হইয়া পড়িত। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। জীবভেদপ্রযুক্ত অবিদ্যার ভেদসিদ্ধি করিলে "জীবের ভেদের সিদ্ধি হইলে অবিদ্যার ভেদের সিদ্ধি এবং অবিদ্যার ভেদের সিদ্ধি হইলে জীবের ভেদের সিদ্ধি"—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে।

যদি বলা যায়—আবিদ্যক জীবভেদ স্বীকার করিলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। যেমন বীজ অঙ্কুরসাপেক্ষ এবং অঙ্কুর বীজসাপেক্ষ হইয়াও বীজ ও অঙ্কুর অন্যোন্যাশ্রয়দোষযুক্ত হয় নাই, এইরূপ প্রকৃত স্থলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। বীজাঙ্কুরন্যায়ে উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রকৃত স্থলে বীজাঙ্কুরন্যায়ের অবসরই নাই; কারণ যে বীজ হইতে যে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, সেই অঙ্কুর হইতে সেই বীজের উৎপত্তি হয় না। বীজ-জাতীয়ের সহিত অঙ্কুর-জাতীয়ের পরস্পর অপেক্ষা থাকিলেও বীজ-ব্যক্তি ও অঙ্কুর-ব্যক্তি বিভিন্ন বীজ-ব্যক্তি ও

অসম্ভবঃ, কল্পনায়াঃ প্রাক্ কল্পকস্যাভাবাৎ। দ্বিতীয়ে জীবানাং ভঙ্গুরত্বং কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চেতি। অতএব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাশ্রয়াভিঃ অবিদ্যাভিঃ উত্তরোত্তরজীবভাবকল্পনমিত্যপি নিরস্তম্। অবিদ্যাপ্রবাহে অভ্যুপগম্যমানে তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা। তথাত্বে চ আমোক্ষাৎ জীবভাবস্য ধ্রুবত্বমপি তবেষ্টং ন সিদ্ধ্যেৎ। ১১৬।

নন্থ প্রাসাদনিগরণাদিবদনুপপন্নৈকবেদ্যায়ামবিদ্যায়ামবস্তুভূতায়াং ন ইতরেতরাশ্রয়াদিদোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তীতি চেন্ন, তথাত্বে চ সতি মুক্তানপি পরং ব্রহ্ম চাশ্রয়েদবিদ্যেতি মন্তব্যং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ। তেষাং শুদ্ধজ্ঞানরূপত্বাৎ অশুদ্ধরূপা অবিদ্যা ন তত্র সজ্জতীতি চেৎ, তর্হি উক্তোপপত্তিভির্জীবানপি নাশ্রয়েৎ, তেষামপি স্বরূপতো ব্রহ্মাভিন্নত্বেন শুদ্ধত্বাবিশেষাৎ। অন্যথা তব মতে শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ অবিদ্যাশ্রয়ত্বাঙ্গীকারেণ মুক্তানাং শুদ্ধানাং পুনরবিদ্যাশ্রয়ণেঽপি কিয়ান্ দোষঃ। তথোক্তম্—"আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী

বিভিন্ন অঙ্কুর-ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। এজন্য ব্যক্তিভেদপ্রযুক্ত অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত স্থলে যে সমস্ত অবিদ্যাদ্বারা যে সমস্ত জীব কল্পিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত জীবেই সেই অবিদ্যা আশ্রিত হইয়া থাকে। আর অদ্বৈতবাদিগণ কি—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবাশ্রিত অবিদ্যাসমূহদ্বারা উত্তর উত্তর জীবসমূহ কল্পিত হইয়া থাকে, অথবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত জীবের উৎপত্তিই স্বীকার করা হয়"—এইরূপ বলেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। কারণ উত্তর উত্তর জীবকল্পনার কল্পক কেহ নাই। কল্পক ব্যতীত কল্পনা হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষ হইবে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবাশ্রিত অবিদ্যাসমূহদ্বারা উত্তর উত্তর জীবভাব কল্পনা ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে—ইহাও নিরস্ত হইল। এইরূপ বলিলে অবিদ্যাপ্রবাহ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে অবিদ্যাকল্পিত জীবভাবেরও অবিদ্যার মতই প্রবাহরূপে অনাদিতা হইবে। কিন্তু জীবের ধ্রুবরূপতা হইবে না। প্রবাহরূপে জীব অনাদি হইলেও কোনও একটি জীবই অনাদি হইবে না। আর তাহাতে মোক্ষ পর্য্যন্ত জীবভাবের ধ্রুবত্ব যাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহাও আর সিদ্ধ হইবে না। ১১৬।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন—অবিদ্যা অবস্তু বলিয়া তাহা অনুপপন্নস্বরূপ। বস্তু অনুপপন্নস্বরূপ হইতে পারে না। কিন্তু অবস্তু অনুপপন্নই বটে। উপপত্তির অভাব বস্তুত্বের ক্ষতিকারক হইলেও অবস্তুত্বের ক্ষতিকারক নহে। উপপত্তির অভাব অবস্তুত্বের অনুকূল। সুতরাং অবস্তু অবিদ্যাতে কোনও অনুপপত্তিই দোষ নহে; প্রত্যুত তাহা গুণই বটে। যেমন পুরুষের প্রাসাদাদি ভক্ষণ অনুপপন্ন হইলেও মায়াবী পুরুষের প্রাসাদাদি ভক্ষণ পুরুষের মায়াবিত্বের প্রসাধক। কারণ প্রাসাদাদিভক্ষণ অবস্তু। অবস্তুতে অনুপপত্তি দোষাবহ নহে। এইরূপ অবস্তুভূত অবিদ্যাতেও অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষ নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ অবিদ্যাতে অনুপপত্তিমাত্রই যদি দোষ না হয়, তবে অবিদ্যা মুক্ত পুরুষে বা ব্রহ্মে আশ্রিত—এইরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বলা যায়—মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অশুদ্ধ অবিদ্যা তাঁহাতে আশ্রিত হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে উপপত্তি অনুসারে মুক্ত জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারে নাই, সেই উপপত্তি অনুসারে জীবেও অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারিবে না। জীবও স্বরূপতঃ ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া শুদ্ধস্বরূপই বটে। ব্রহ্মাভিন্ন জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারিলে মুক্ত জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইলেই বা অধিক দোষ কি হইবে? আর এই কথাই সংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে যে—নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় হইয়া থাকে। (সংক্ষেপশারীরক ১—৩১৯ শ্লোক)

নির্ব্বিশেষচিতিরেব কেবলা" ইত্যাদিনা। অতঃ পরৈরপি নিরস্তত্বাৎ প্রতিবিম্ববাদঃ পাপীয়ানিতি শ্রেয়োঽর্থিভিঃ সর্ব্বথোপেক্ষণীয়ঃ শ্রুত্যাদিমানশূন্যত্বাৎ। ১১৭।

নন্থ "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" ইতি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ কথমশ্রৌতত্বমিতি চেন্ন, উক্তশ্রুতেরন্তর্য্যামিদোষাসংস্পর্শপ্রতিপাদনপরত্বেন প্রতিবিম্ববিষয়কত্বাভাবাৎ, তস্মিন্ বাক্যে প্রতিবিম্বশব্দাদর্শনাৎ। কাল্পনিকার্থস্য বুদ্ধিকৌশলমাত্রত্বাৎ। শ্রুত্যর্থস্তু—ভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেব এক এব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত ইতি প্রথমভূতশব্দঃ দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিচেতনবর্গঃ। দ্বিতীয়ভূতশব্দঃ অচেতনবর্গপরঃ, যদ্বা ভূতে কার্য্যবর্গে অভূতে কারণবর্গে, যদ্বা ভূতে

বিবরণাচার্য্যের সম্মত এই প্রতিবিম্ববাদ অন্য আচার্য্যগণও খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া ইহা অসমীচীন ও শ্রেয়স্কামিগণের অনুপাদেয়। আর এই প্রতিবিম্ববাদ শ্রুত্যাদি প্রমাণশূন্যও বটে। ১১৭। *

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ-১২) এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই প্রতিবিম্ববাদের সিদ্ধি হয়। সুতরাং প্রতিবিম্ববাদকে অশ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণশূন্য বলা হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উক্ত শ্রুতিদ্বারা প্রতিবিম্ববাদের সিদ্ধি হয় না। কারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর যে চেতনাচেতন-বর্গের দোষসংস্পর্শরহিত, তাহাই উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তৎপ্রতিপাদনপর বলিয়া অর্থাৎ তাদৃশ অর্থে তাৎপর্য্য বলিয়া উক্ত শ্রুতি প্রতিবিম্ববিষয়ক নহে। আর উক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রতিবিম্ব শব্দও দেখা যায় না। অতএব তদ্দ্বারা প্রতিবিম্ববাদের সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ যে তাহা

---

* মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধির ব্রহ্মকাণ্ডে অবিদ্যাসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলা হইয়াছে। (ব্রহ্মকাণ্ড ৯পৃঃ, মাদ্রাজমুদ্রিত)। ভামতী গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। মূলগ্রন্থে প্রদর্শিত ইতরেতরাশ্রয়দোষের সমাধানের জন্য মণ্ডনমিশ্র দুইটি পক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি উক্ত আপত্তির সমাধান করিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে—কেহ কেহ বলেন—অসিদ্ধ বস্তুদ্বারা বস্ত্বন্তরের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা সত্যই বটে; কিন্তু মায়ামাত্রে এই দোষ হয় না। মায়াতে কোনও অনুপপত্তি নাই। অনুপপন্ন অর্থকেই মায়া বলে। মায়া যদি উপপত্তিযুক্ত হইত, তবে ত তাহা পরমার্থ বস্তুই হইত। উপপন্ন বস্তুকে মায়া বলা যায় না। অনুপপন্ন বলিয়াই জীব-ব্রহ্মরূপ বিভাগাদি মায়িক। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে—অন্য আচার্য্যগণ বলেন—অবিদ্যা ও জীব এই উভয়ই অনাদি। এজন্য বীজাঙ্কুর প্রবাহের মত ইতরেতরাশ্রয়ত্ব দোষ নহে। আর এই কথা অবিদ্যোপাদানভেদবাদী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে—"অনাদিরপ্রয়োজনা চাবিদ্যেতি। তত্রানাদিত্বান্নেতরেতরাশ্রয়ত্বদোষঃ" (ব্রহ্মকাণ্ড ১০পৃঃ) অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যা উভয়ই অনাদি বলিয়া প্রদর্শিত ইতরেতরাশ্রয়ত্ব দোষ হইবে না। ইহাই প্রাচীন আচার্য্যগণের অভিপ্রায়। মণ্ডনপ্রদর্শিত এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই বাচস্পতিমিশ্র ভামতী গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২)। এই দুইটি সিদ্ধান্তই মণ্ডনমিশ্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনিও পূর্ব্বাচার্য্যপ্রদর্শিত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। মণ্ডনের উক্তি হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। "কেচিদাহুঃ" এবং "অন্যে তু" বলিয়াই মণ্ডন পূর্ব্বোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকাতে বাচস্পতিমিশ্র মঙ্গলশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু স্থলে অবিদ্যাসম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জীবের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২২ সূত্রের ভামতীতে বহু কথা বলিয়াছেন এবং মণ্ডনমতের নির্য্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। "ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ঃ, জীববিভাগাশ্রয়া অবিদ্যা অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিত্বাৎ।" এইরূপে বাচস্পতিমিশ্র মণ্ডনপ্রদর্শিত মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই ভামতীর টীকা কল্পতরুতে এবং কল্পতরুর টীকা পরিমলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ প্রদর্শন ও তাহার সমাধান বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে।

প্রতিবিম্ববাদ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই জীব, এই কথা বিবরণাচার্য্য বিবরণের প্রথম বর্ণকে (৬৫।৬৬ পৃঃ) অতিবিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন এবং অবচ্ছেদবাদ অপেক্ষা প্রতিবিম্ববাদই যে যুক্তিযুক্ত, তাহাও বলিয়াছেন। (কাশী বিজয়নগর সং)। অদ্বৈতবেদান্তে অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ স্বীকৃত হইলেও বিবরণাচার্য্য প্রতিবিম্ববাদেরই সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু পরিমল গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত এই প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়া অবচ্ছেদবাদের সমর্থন করিয়াছেন এবং এই অবচ্ছেদবাদ কল্পতরুকারের সম্মত বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (পরিমল ১৫৫—১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। নির্ণয়সাগর সং)।

সৃষ্টিগতে বদ্ধচেতনবর্গে অভূতে সৃষ্ট্যনন্তর্গতে নিত্যমুক্তচেতনবর্গে বিশেষেণ সদৈকরসানন্দরূপেণ অবস্থিতোঽপি তদ্গতদোষাসংস্পৃষ্টমাহাত্ম্য এব দৃশ্যতে মহাত্মভিস্তদনুগ্রহভাজনৈঃ উপনিষচ্চক্ষুষা ইত্যন্বয়ঃ। ১১৮।

ননু গুণদোষসম্পৃক্তে বস্তুনি বর্ত্তমানস্য কথমিব তন্নির্লেপত্বমিতি শঙ্কাং দৃষ্টান্তেন নিরাকরোতি—জলচন্দ্রবদিতি। যথা—চন্দ্রঃ শ্রীগঙ্গাদিপুণ্যজলেষু শূকরাদিবিলোড়িতদুর্গন্ধিগর্ত্তাদিজলেষু স্বকরনিকরব্যাপ্ত্যা বর্ত্তমানোঽপি তদ্গতগুণৈর্দোষৈর্ব্বা ন যুজ্যতে, এবং ব্রহ্মাদিশ্বপাকান্তেষু চেতনাচেতনেষু সাম্যেন স্বরূপব্যাপ্ত্যা তিষ্ঠন্নপি পরমেশ্বরো ন তদ্গতগুণৈর্দোষৈর্ব্বা যুজ্যতে অস্পৃষ্টস্বভাবত্বাৎ। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ। এতেন "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" ইতি সূত্রং ব্যাখ্যাতং বোধ্যম্। তত্র একধা সমষ্ট্যন্তরাত্মতয়া, বহুধা ব্যষ্ট্যন্তরাত্মতয়েতি সংক্ষেপঃ। ১১৯।

কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ কাল্পনিক অর্থ বুদ্ধিকৌশলমাত্র। তদ্দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ সিদ্ধ হয় না। উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ—"ভূতাত্মা" ভগবান্ বাসুদেব "একঃ এব হি" এক হইয়াই "একধা বহুধা চ এব" সমষ্ট্যন্তরাত্মরূপে এক প্রকারে ও ব্যষ্ট্যন্তরাত্মরূপে বহু প্রকারে "ভূতে ভূতে" দেব-মনুষ্যাদি চেতনবর্গে ও অচেতনবর্গে অথবা কার্য্যবর্গে ও কারণবর্গে অথবা সৃষ্টির অন্তর্গত বদ্ধ চেতনবর্গে ও সৃষ্টির অনন্তর্গত নিত্যমুক্ত চেতনবর্গে "ব্যবস্থিতঃ অপি" বিশেষরূপে অর্থাৎ সদৈকরস আনন্দরূপে অবস্থিত হইয়াও "তদ্গতদোষাসংস্পৃষ্টমাহাত্ম্যঃ এব" উক্ত চেতনাচেতনবর্গগত দোষদ্বারা অসংস্পৃষ্টমাহাত্ম্য হইয়াই "তদনুগ্রহভাজনৈঃ মহাত্মভিঃ উপনিষচ্চক্ষুষা দৃশ্যতে" ভগবদনুগ্রহভাজন মহাত্মগণকর্ত্তৃক উপনিষদ্রূপ চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ শ্রুতিমূলক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। চিহ্নিত কয়েকটি শব্দ যোগ করিয়া উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ১১৮।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—গুণ-দোষসংস্পৃষ্ট চেতনাচেতনরূপ বস্তুতে বর্ত্তমান পরমেশ্বরের ঐরূপ নির্লেপত্ব অর্থাৎ গুণদোষদ্বারা অসংস্পৃষ্টত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? শ্রুতি এইরূপ আশঙ্কা অর্থাৎ আপত্তি দৃষ্টান্তদ্বারা নিবারণ করিতেছেন "জলচন্দ্রবৎ"। যেমন চন্দ্র গঙ্গাদি পুণ্যজলসমূহে এবং শূকরাদিকর্ত্তৃক আলোড়িত দুর্গন্ধযুক্ত গর্ত্তাদিগত জলসমূহে স্বীয় কিরণজালদ্বারা বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্গত গুণ বা দোষদ্বারা সংপৃক্ত হয় না, এইরূপ পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত চেতনাচেতনবর্গে সমানভাবে স্বরূপে অর্থাৎ নিজব্যাপ্তিদ্বারা বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্গত গুণ বা দোষদ্বারা সংপৃক্ত হন না। কারণ পরমেশ্বর অস্পৃষ্টস্বভাব। পরমেশ্বর যে অস্পৃষ্টস্বভাব, তাহা কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, যথা—"সূর্য্যো যথা" ইত্যাদি (কঠ—৫।১১)। অর্থাৎ "সূর্য্য যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষু হইয়াও বাহ্য চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত নহেন, সেইরূপ এক পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও লোকদুঃখরূপ দোষে লিপ্ত হয়েন না।" আর এই যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা উভয়লিঙ্গাধিকরণের "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (৩।২।১৮ সূঃ) এই সূত্রও ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ—"এই কারণেই যেমন সূর্য্যাদি জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াও সেই জলাদিপ্রযুক্ত দোষসমূহদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না, সেইরূপ পরব্রহ্ম চেতনাচেতনবর্গে থাকিয়াও তদ্গত দোষসমূহদ্বারা স্পৃষ্ট হয়েন না। এই জন্যই শাস্ত্রে উপমা দেওয়া হইয়াছে। আর "এক এব হি ভূতাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "একধা" ও "বহুধা" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ সমষ্ট্যন্তরাত্মরূপে এক প্রকারে এবং ব্যষ্ট্যন্তরাত্মরূপে বহু প্রকারে। ১১৯।

কিঞ্চ তবাভিপ্রেতং বিম্বভূতং ব্রহ্ম উপাধ্যন্তঃস্থং তদনন্তর্গতং বা? নাদ্যঃ, জলান্তঃস্থস্য মৎস্যকূর্ম্মাদেঃ প্রতিবিম্বাদর্শনাৎ। নান্ত্যঃ, তব পক্ষে ব্রহ্মণোঽবিদ্যাবহিঃস্থত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা সদেশত্বাপত্তেঃ পরিচ্ছিন্নত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ। তথাত্বে চ মিথ্যাত্বং দুর্ব্বারম্, ব্রহ্ম মিথ্যা স্বদেশত্বাৎ পৃথিব্যাকাশাদিবৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ ঘটাদিবৎ ইত্যনুমানাৎ। ১২০।

এবমবচ্ছেদবাদেঽপি উক্তদোষা উহনীয়াঃ, বিশেষাভাবাৎ। নাপি একজীববাদস্য সম্যক্ত্বং পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ, প্রমাণশূন্যত্বাচ্চ। ন চ "পুরত্রয়ে ক্রীড়তি দেব একঃ" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি-শ্রুতীনাং তত্র মানত্বমিতি বাচ্যম্; তাসামেকজীবপরত্বাভাবাৎ। শ্রুত্যর্থস্তু – পুরত্রয়ে জাগ্রদাদ্যবস্থাবচ্ছিন্ন-দেহত্রয়ে এক এব জীবাত্মা দেবঃ প্রকাশরূপত্বাৎ ক্রীড়নশীলত্বাদ্বা। ন তু অবস্থাভেদাৎ জীবভেদঃ, অন্যথা

আরও কথা এই যে – অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত বিম্বভূত ব্রহ্ম উপাধির অন্তর্গত কি না? অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণাদি উপাধির অন্তর্গতও বটে; এই উপাধ্যন্তর্গত ব্রহ্মই কি উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে? অথবা উপাধির বহিঃস্থিত ব্রহ্ম উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে? এই দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। কারণ জলের মধ্যস্থিত মৎস্য কূর্ম্মাদি যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয় না, এইরূপ উপাধির অন্তর্গত ব্রহ্মও উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ অবিদ্যারূপ উপাধির বহিঃস্থিত ব্রহ্মই অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না, বলিলে ব্রহ্মের সদেশত্বাপত্তি হইবে। অপরিচ্ছিন্ন বস্তু নিষ্প্রদেশ। সদেশ বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ব্রহ্মেরও পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বাপত্তি দুর্ব্বার হইবে। ব্রহ্মের মিথ্যাত্বানুমান এইরূপ হইবে যে—ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু তাহা সদেশ; যাহা যাহা সদেশ, তাহা মিথ্যা; যেমন পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি। এইরূপ—ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু তাহা পরিচ্ছিন্ন; যাহা যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মিথ্যা; যেমন ঘটাদি। এইরূপে বিবরণসম্মত প্রতিবিম্ববাদ অসঙ্গত। ১২০।

এইরূপ অবচ্ছেদবাদও অসঙ্গত। অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব অথবা স্থূল-সূক্ষ্মসাধারণ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব—এইরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও প্রদর্শিত দোষই হইবে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—প্রচলিত অদ্বৈতবাদে ভামতীকার, কল্পতরুকার প্রভৃতিকে অবচ্ছেদবাদী বলা হয়। পরিমলকার কল্পতরুকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়াছেন; কিন্তু ভামতীকার জীবকে ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামতীতে বলা হইয়াছে—"জীবাত্মানশ্চাবিদ্যাদর্পণা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকাঃ।" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৪—৯৩৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগরমুদ্রিত)। যাহা হউক, অবচ্ছেদবাদেও দোষ এই যে—অবিদ্যাদির অন্তর্গত ব্রহ্ম কি অবিদ্যাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়? অথবা অবিদ্যাদির বহির্ভূত ব্রহ্ম অবিদ্যাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়? এই উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের সদেশত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তিও দুর্ব্বার হইবে এবং তাহা হইলে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আর একজীববাদও সমীচীন নহে; কারণ তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে এবং তাহাতে কোন প্রমাণও নাই। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—"পুরত্রয়ে ক্রীড়তি দেব একঃ" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই একজীববাদে প্রমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহ একজীবপর নহে অর্থাৎ জীবের একত্ব প্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য নাই। উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ—পুরত্রয়ে অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়যুক্ত দেহে একই জীবাত্মরূপ দেব ক্রীড়া করিয়া থাকেন। জীবাত্মা প্রকাশস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মাকে দেব বলা হইয়াছে, অথবা ক্রীড়নশীল বলিয়া জীবাত্মাকে দেব বলা হইয়াছে। ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি প্রভৃতি দিব্ ধাতুর অর্থ। অবস্থাত্রয়ভেদে জীবের ভেদ হইবে না—ইহাই উক্ত শ্রুতিদ্বারা

কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ—ইতি প্রথমবাক্যার্থঃ। "একো দেবঃ" ইত্যাদিবাক্যং তু ব্রহ্মপরম্, সর্ব্বব্যাপ্তিত্বসর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বকর্ম্মাধ্যক্ষত্বসর্ব্বসাক্ষিত্বাদীনাং ব্রহ্মাসাধারণলিঙ্গানাং জীবে কথমপ্যসম্ভবাৎ তস্মাৎ একজীববাদঃ অশ্রৌত এবেতি সিদ্ধম্। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" "ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ" "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ। শাস্ত্রে ক্বচিদেকবচনোক্তির্জাতিপরা, "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিবৎ। ১২১।

ঔপাধিকভেদবাদে তু কায়ব্যূহস্থলে যোগিনঃ সর্ব্বদেহেষু ভোগ ইব একজীবস্য সর্ব্বদেহেষু তৎসুখাদ্যনুভবাপত্তেঃ, ব্রহ্মণ এব জীবত্বেন নিত্যমুক্তত্বাদিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, একস্য অনেকদেহেষু প্রত্যক্ত্বপরাক্ত্বাসম্ভবাচ্চ। ন চান্তঃকরণভেদস্যাত্র নিয়ামকত্বমিতি বাচ্যম্, যোগিনঃ কায়ব্যূহানামন্তঃকরণভেদেঽপি প্রত্যক্ত্বপরাক্ত্বাদর্শনাৎ। প্রত্যুতাহমিত্যেব সর্ব্বত্র প্রতীতিদর্শনাচ্চ। অবচ্ছেদবাদোক্তদোষাণামত্রাপি সাম্যাৎ। কিন্তু উপাধিসত্ত্বমিথ্যাত্বয়োরেব বিশেষঃ, ইত্যলং বিস্তরেণ। ১২২।

প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবস্থাভেদে জীবের ভেদ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গও হইত। এইরূপে প্রথম শ্রুতিদ্বারা অবস্থাত্রয়ে জীবের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু একজীববাদ প্রতিপাদিত হয় নাই। আর "একো দেবঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্ব, কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব, সর্ব্বসাক্ষিত্বাদি অসাধারণ লিঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অসাধারণলিঙ্গপ্রতিপাদক উক্ত শ্রুতি কখনও জীবে সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং একজীববাদ অশ্রৌত ইহাই সিদ্ধ হইল। "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদি শ্রুতি, "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্র, "ন ত্বেবাহং জাতু নাশম্" ইত্যাদি গীতাস্মৃতি এবং "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিদ্বারা জীবের নানাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কোনও স্থলে একবচনদ্বারা জীবের নির্দ্দেশ করায় জীবসমূহগত জীবত্ব জাতির একত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে জাত্যভিপ্রায়েই একবচনপ্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্ত্যভিপ্রায়ে নহে। এইরূপ শ্রুতিতে জীবের একবচননির্দ্দেশ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ১২১।

ভগবদ্ভাস্করের মতে অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা জীবভেদ স্বীকার করা হয়। সত্য অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদপ্রযুক্তই জীবের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাস্করমতে এই ভেদও সত্য। সত্য উপাধির বিনাশে সত্য ভেদের নিবৃত্তি হইয়া জীবের ব্রহ্মভাব হইয়া থাকে। এই ঔপাধিক ভেদবাদও অসঙ্গত। কারণ কায়ব্যূহে প্রবিষ্ট যোগী যেমন সর্ব্বকায়ে ভোগ করিয়া থাকেন, এইরূপ ঔপাধিক জীবভেদবাদেও একটি জীবেরই সর্ব্বদেহে সুখাদি ভোগের আপত্তি হইবে। এই মতে ব্রহ্মেরই অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা জীবত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া ব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। একই ব্রহ্ম নানাদেহে জীবভাব প্রাপ্ত হওয়ায় একই ব্রহ্মের নানা দেহে প্রত্যক্ত্ব ও পরাক্ত্ব অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। যদি বলা যায়—অন্তঃকরণের ভেদপ্রযুক্তই ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ যোগীর কায়ব্যূহ গ্রহণকালে অন্তঃকরণভেদ থাকিলেও কায়ভেদে প্রত্যক্ত্ব ও পরাক্ত্ব ভেদ হয় না; প্রত্যুত সমস্ত কায়েই যোগীর "আমি" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। এই ঔপাধিক ভেদবাদেও অবচ্ছেদবাদোক্ত দোষগুলি হইবে। কেবলমাত্র ইহাই প্রভেদ যে—ঔপাধিক ভেদবাদে উপাধি সত্য এবং অবচ্ছেদবাদে অবচ্ছেদরূপ উপাধি মিথ্যা। ১২২।

সিদ্ধান্তে তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাদিজড়বর্গভিন্নো জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মাশ্রয়ঃ। তত্র প্রথম-বিশেষণং দেহেন্দ্রিয়াদিজড়বর্গবাদিবাহ্যপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থম্, তে চ পূর্ব্বমেব প্রমাণমুখেন নিরস্তাঃ। "এতস্মান্মনো-ময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "আকাশবায়্বগ্নিজলপৃথিবীভ্যঃ পৃথক্স্থিতে। আত্মন্যাত্মময়ং ভাবং কঃ করোতি কলেবরে॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। অথ তার্কিকাদিপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থং দ্বিতীয়বিশেষণম্, "অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো বিজ্ঞানঘন এব" "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতির্ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তেষাং মতে স্বরূপস্য চেতনত্বানঙ্গীকারেণ উক্তশ্রুতের্ব্যাকোপাদিতি ভাবঃ। অথ মায়াবাদ্যভিমতপক্ষব্যাবৃত্তয়ে চরমবিশেষণম্। "পুরুষ এব দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইতি "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্ন হি মন্তুর্মতের্ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। "জ্ঞোঽত এব" "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদিন্যায়াৎ। "এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। তন্মতে জ্ঞাতৃত্বাদ্যনঙ্গীকারেণ তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রবাধাৎ। ১২৩।

এই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণাদি জড়বর্গ হইতে ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয়ই জীব; কিন্তু প্রতিবিম্বাদিরূপ নহে। এই জীবস্বরূপ নিরূপণের জন্য যে প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা "দেহেন্দ্রিয়াদি জড়রূপই জীব" এই বেদবাহ্য পক্ষ ব্যাবৃত্তির জন্যই দেওয়া হইয়াছে। এই বেদবাহ্য পক্ষগুলি পূর্ব্বেই প্রমাণোপন্যাসপূর্ব্বক নিরস্ত হইয়াছে। "এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জড় মন হইতেও যে জীব ভিন্ন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী হইতে আত্মা পৃথক্স্থিত। এজন্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে আত্মবুদ্ধি কে করিবে?" এই স্মৃতিদ্বারাও জীব যে জড়বর্গ হইতে ভিন্ন, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে জীবকে যে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা তার্কিকাদি পক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্যই বলা হইয়াছে। তার্কিকগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ জীবকে জ্ঞাতা বলেন; কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বলেন না। এই তার্কিক পক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্যই দ্বিতীয় বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। "অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো বিজ্ঞানঘন এব" এই শ্রুতিদ্বারা এবং "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতির্ভবতি" এই শ্রুতিদ্বারা জীবের জ্ঞানস্বরূপতাই সিদ্ধ হইয়াছে। তার্কিকমতে জীবস্বরূপের চেতনত্ব স্বীকার করা হয় না বলিয়া উক্ত শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। মায়াবাদিগণের মতে জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় না। এই মায়াবাদিগণের পক্ষ ব্যাবৃত্তির জন্য "জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মাশ্রয়ঃ" এই তৃতীয় বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মার যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুরুষই দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ।" আবার বলিয়াছেন—"দ্রষ্টা জীবের দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না। যেহেতু তাহা অবিনাশী"। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"শ্রোতা জীবের শ্রুতি, মন্তা জীবের মতি এবং বিজ্ঞাতা জীবের বিজ্ঞাতির বিপরিলোপ হয় না। যেহেতু তাহা অবিনাশী।" আবার বলিয়াছেন—"বিজ্ঞাতা জীবকে কেমন করিয়া জানা যাইবে"। আবার বলিয়াছেন—"জীব জানিয়া থাকে"। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। "জ্ঞোঽত এব" "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রুত্যপেক্ষিত ন্যায়ের সূচক বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়সূত্র বা ন্যায় বলা হইয়া থাকে। "এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" এই গীতাস্মৃতিদ্বারাও জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। মায়াবাদিগণের মতে জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় না বলিয়া প্রদর্শিত শ্রুতি, সূত্র ও স্মৃতির বিরোধ ঘটিবে। ১২৩।

নন্থ স্যাদেতদ্ যদি তবাভিপ্রেতং ধর্ম্মজ্ঞানং সিধ্যেত, ন তু তদস্তি, জ্ঞানয়োরত্যন্তসজাতীয়তয়া আধারাধেয়ভাবোঽসম্ভবঃ জলে নিক্ষিপ্তজলবদিতি চেন্ন, বিষমদৃষ্টান্তত্বাৎ। জলয়োর্দ্রব্যত্বেন তত্র ভেদানুপলব্ধিরিষ্টাপন্না অত্যন্তসাজাত্যাৎ। পরন্তু ভেদস্য সাবয়বদ্রব্যত্বেন তত্রাপ্যনুমানগম্যত্বাৎ, অন্যথা বৃদ্ধিহ্রাসানুপপত্তেঃ। প্রকৃতে তু ধর্ম্মত্বস্য ধর্ম্মিত্বস্য চ অবচ্ছেদকস্য ভিন্নত্বাৎ ন উক্তদোষযোগঃ। মণিত্ব্যমণ্যাদিষু আধারাধেয়ভেদস্য প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ, প্রকৃষ্টপ্রভাবান্ সূর্য্য ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। ন চ মণ্যাদ্যবয়বেষ্বেব প্রভাত্বব্যবহারঃ, সূর্য্যস্যাবয়বা এব বিশীর্য্যমাণা লোকে প্রচরন্তীতি বাচ্যম্, কালান্তরে দ্রব্যনাশপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্রাবয়বান্তরোৎপত্তিঃ কল্প্যতে ইতি বাচ্যম্, ত্বদ্দূরাশেতরপ্রমাণাভাবাৎ। প্রভাতদ্বতোর্ভেদস্য চ প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। "রামেণানুগতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা" ইতি সর্ব্বজ্ঞবাল্মীক্যুক্তেঃ। অন্যথা রজতাদিসম্পুটনিহিতায়াঃ কস্তূরিকায়া অবয়বনাশে কালান্তরে সর্ব্বস্যা অপি তস্যা অনুপলব্ধি-

---

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানবত্ত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই ধর্ম্মী এবং এই ব্রহ্মের জ্ঞানবত্ত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিস্বরূপ জ্ঞানদ্বয় অত্যন্ত সজাতীয় বলিয়া ইহাদের আধারাধেয়ভাব সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্মী জ্ঞান আধার ও ধর্ম্ম জ্ঞান আধেয়—এইরূপ হইতে পারে না। যেমন জলে নিক্ষিপ্ত জলের আধারাধেয়ভাব হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসঙ্গত। জলে নিক্ষিপ্ত জল আধারাধেয়ভাবে প্রতীত হইতে পারে না; কারণ উভয়ই একজাতীয় দ্রব্য বলিয়া অত্যন্ত সাজাত্য আছে। অত্যন্ত সজাতীয় দ্রব্যদ্বয়ের ভেদের অনুপলব্ধি আমাদেরও ইষ্টই বটে। এই জলদ্বয়ের ভেদের প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি না থাকিলেও উভয় জলের ভেদ অনুমানগম্য বটে। উভয় জল সাবয়ব দ্রব্য বলিয়া ইহারা পরস্পর ভিন্ন। দুইটি সাবয়ব দ্রব্য অভিন্ন হইতে পারে না। জলে নিক্ষিপ্ত জল যদি অভিন্ন হইত, তবে জলের বৃদ্ধিই হইতে পারিত না। এইরূপ জলের অপসারণে জলের হ্রাসও হইতে পারিত না; কিন্তু প্রকৃত স্থলে জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীতে ও ব্রহ্মের জ্ঞানরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মিত্ব ও ধর্ম্মত্বরূপ অবচ্ছেদক ভিন্ন বলিয়া প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভা অথবা মণি ও মণিপ্রভার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব আছে, এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব থাকিতে পারিবে। মণি আধার ও মণিপ্রভা আধেয় এবং সূর্য্য আধার ও সূর্য্যপ্রভা আধেয় হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্ম ও জ্ঞানে আধারাধেয়ভাব বা ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকিতে পারিবে। মণি ও মণিপ্রভাদির ভেদ ও আধারাধেয়ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূর্য্য হইতে সূর্য্যপ্রভা যে ভিন্ন এবং সূর্য্য ও প্রভাতে যে আধারাধেয়ভাব আছে, তাহা "প্রকৃষ্টপ্রভাবান্ সূর্য্যঃ" ইত্যাদি প্রতীতিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার মতই ব্রহ্ম ও জ্ঞানের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব বুঝিতে হইবে।

ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে—মণি ও মণিপ্রভা প্রভৃতিতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব স্বীকার করা যায় না। মণি প্রভৃতির অবয়বেই প্রভাব্যবহার হইয়া থাকে। মণি প্রভৃতির প্রভা ধর্ম্ম নহে। সূর্য্যাদির অবয়বই বিশীর্ণ হইয়া সূর্য্যাদির কিরণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ মণি ও সূর্য্যাদির অবয়বই যদি বিশীর্ণ হইয়া কিরণ বা প্রভারূপে প্রতীত হইত, তবে মণি ও সূর্য্যাদি দ্রব্যের নাশের আপত্তি হইয়া পড়িত। যদি বলা যায়—দ্রব্যনাশের আপত্তি হইবে না; কারণ সূর্য্যাদির কিছু অবয়ব বিশীর্ণ হইলেও অবয়বান্তরের উৎপত্তি হয় বলিয়া সূর্য্যাদি পূর্ব্ববৎ অবিনষ্টই থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অবয়বান্তরের উৎপত্তি কল্পনাতে পূর্ব্বপক্ষীর দুরাশা ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। প্রভা ও প্রভাশালী সূর্য্যাদির ভেদ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রভা প্রভাশালী দ্রব্যের অবয়ব হইতে পারে না। বিশেষতঃ "ভাস্করের প্রভার" মত সীতা রামের অনুগামিনী হইয়াছিলেন অর্থাৎ সূর্য্যের প্রভা যেমন নিয়ত সূর্য্যের

প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ যথা সূর্য্যতৎপ্রভয়োস্তৈজসত্বাবিশেষেঽপি সূর্য্যত্বপ্রভাত্বয়োরবচ্ছেদকত্বেন আধারাধেয়তা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধা, তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি উভয়োর্জ্ঞানত্বসাম্যেঽপি ধর্ম্মত্বধর্ম্মিত্বাবচ্ছিন্নতয়া তত্তাসিদ্ধিঃ সুপপন্না—ইতি সংক্ষেপঃ। এতেন বুদ্ধিবৃত্তাবেব জ্ঞানত্বোপচার ইতি নিরস্তম্। পূর্ব্বমেব বিস্তরেণ নির্মূলিতত্বাৎ। ১২৪।

কিঞ্চ জড়রূপয়া তয়া অজ্ঞানানিবৃত্তেঃ। অন্যথা ঔপচারিকস্যাপি কার্য্যকারিত্বে "আদিত্যো যূপঃ"

অনুগামিনী হইয়া থাকে, সীতাও সেইরূপ রামের অনুগামিনী হইয়াছিলেন।" ইহা রামায়ণে সর্ব্বজ্ঞ বাল্মীকিই বলিয়াছিলেন। প্রভা সূর্য্যের অবয়ব হইলে বাল্মীকি এইরূপ বলিতে পারিতেন না। প্রভা যেমন প্রভাশালী দ্রব্যের অবয়ব নহে, এইরূপ গন্ধও গন্ধবৎ দ্রব্যের অবয়ব নহে। যেমন কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য রজতাদিনির্ম্মিত কৌটাতে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার সদ্‌গন্ধ বাহিরে উপলব্ধ হয়; বহির্দ্দেশে ঐ সদ্‌গন্ধের উপলব্ধিদ্বারা কস্তুরীর অবয়বের বিনাশ সিদ্ধ হইলে কালান্তরে কৌটাস্থিত কস্তুরীর বিনাশেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। অবয়বের নিরন্তর বিনাশে অবয়বীর বিনাশ অপরিহার্য্য। আর তাহাতে কালান্তরে কৌটাতে আর কস্তুরীর উপলব্ধিই হইতে পারিবে না। সুতরাং সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভা উভয়ই তৈজস বস্তু হইলেও সূর্য্যত্ব ও প্রভাত্বরূপ অবচ্ছেদকভেদে আধারতা ও আধেয়তা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সূর্য্যত্ব আধারতাবচ্ছেদক এবং প্রভাত্ব আধেয়তাবচ্ছেদক। এই সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার মত ব্রহ্ম ও জ্ঞানের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মিরূপ জ্ঞানের ধর্ম্মত্ব ও ধর্ম্মিত্বরূপ অবচ্ছেদকভেদপ্রযুক্ত আধারাধেয়ভাব উপপন্ন হইতে পারিবে। ধর্ম্মরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মিরূপ জ্ঞানের জ্ঞানত্বরূপে সাম্য থাকিলেও ধর্ম্মত্ব ও ধর্ম্মিত্বের ভেদপ্রযুক্ত আধারাধেয়ভাব হইতে পারিবে। আর ইহাতে অদ্বৈতপ্রস্থানের বিবরণ-গ্রন্থে "বুদ্ধিবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের উপচার হইয়া থাকে" এইরূপ যে বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। (৪১ পৃঃ, বিবরণ কাশীমুদ্রিত)। "অন্তঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারাৎ" (বেদান্তপরিভাষা—৪৪ পৃঃ, বোম্বে ক্ষেমরাজ)। এই সকল কথা পূর্ব্বেই অতিবিস্তৃতভাবে নিরাস করা হইয়াছে। ১২৪।

আরও কথা এই যে—বিবরণগ্রন্থে অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞানত্বের উপচার স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি জড় বস্তু। এই জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকেই অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলেন না। যাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়—ইহাই লোকসিদ্ধ। অজ্ঞানের অবিরোধী বস্তুকে জ্ঞান বলা যায় না। জড় অন্তঃকরণবৃত্তি অদ্বৈতমতে জ্ঞান নহে, ইহা জড় বস্তু। সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন জড় অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে কিরূপে? যদি বলা যায়—অন্তঃকরণবৃত্তি মুখ্য জ্ঞান না হইলেও তাহাতে জ্ঞানপদের উপচার হয় বলিয়া উপচরিত জ্ঞানত্ব অন্তঃকরণবৃত্তিতে আছে। আর তাহাতেই অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানোচিত কার্য্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ ঔপচারিক জ্ঞানত্ববিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তি যদি মুখ্য জ্ঞানোচিত কার্য্য করিতে পারিত, তবে "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যূপকাষ্ঠে আদিত্যত্বের উপচার করা হইয়াছে বলিয়া উপচরিত আদিত্যরূপ যূপকাষ্ঠ হইতেও মুখ্য সূর্য্যোচিত অন্ধকারনিবৃত্তি ও শীতনিবৃত্তিরূপ কার্য্য হওয়া উচিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং উপচারমাত্রদ্বারা উপচরিত বস্তু মুখ্যোচিত কার্য্য করিতে পারে না। এজন্য উপচরিত-জ্ঞানত্বরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি মুখ্য জ্ঞানোচিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। পদের লক্ষণাবৃত্তিকে উপচার বলে।

ইতি শ্রুত্যা সূর্য্যত্বেন উপচরিতাদপি যূপাৎ তমোজাড্যাদিনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্য জ্ঞানত্বমিতি বাচ্যম্, প্রতিবিম্বানুপপত্তীনাং পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ১২৫।

অথ তস্য স্বরূপমহমর্থ এব, "অহং জানামি" ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। "অহং বৈ ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি শ্রুতিভ্যঃ। অত্র বিপ্রতিপত্তয়শ্চ প্রথমাধ্যায়ে বিস্তরশো নিরস্তা এব। স চ জ্ঞাত্রভিন্নঃ "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি শ্রুতেঃ। কর্ত্র্ভিন্নশ্চ। ন চ বিজ্ঞানশব্দোঽত্র বুদ্ধিপর ইতি বাচ্যম্, তস্যা জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ। অন্যথা ঘটাদৌ দণ্ডাদৌ চাতিপ্রসঙ্গাৎ জড়ত্বাদ্যবিশেষাৎ। নন্বকর্ত্তৈবাত্মা, তথা চ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি তস্য জন্মাদিবিকারং প্রতিষিধ্য "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইতি হননক্রিয়ায়া ব্যাপারাশ্রয়ত্বং ফলাশ্রয়ত্বং বা মন্যমানঃ অজ্ঞঃ ইতি

আর বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যেরই জ্ঞানত্ব—ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। কারণ প্রতিবিম্ববাদে চৈতন্যের প্রতিবিম্বনের বহু অনুপপত্তি আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। ১২৫।

এই জীবের স্বরূপ অহমর্থই বটে। "অহম্" এইরূপ প্রতীতিতে ভাসমান বস্তুই জীব। লৌকিক প্রতীতিতেও "অহং জানামি" অর্থাৎ "আমি জানিতেছি" এইরূপেই জীবস্বরূপ ভাসমান হইয়া থাকে। লৌকিক প্রতীতি হইতে যেমন অহমর্থই জীবস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও অহমর্থই জীবস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অহমর্থ জীবস্বরূপ হইতে পারে না—এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের যুক্তি বিস্তৃতভাবে প্রথম অধ্যায়েই নিরাস করা হইয়াছে।

এই জীব জ্ঞাতা; "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতি হইতে জীবের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ জীব কর্ত্তাও বটে। যদি বলা যায়—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিদ্বারা জীবকে জ্ঞাতা বলা হয় নাই; এই শ্রুতিগত বিজ্ঞানশব্দের অর্থ বুদ্ধি। সুতরাং উক্ত শ্রুতিদ্বারা বুদ্ধিরই জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ বুদ্ধি জড় বলিয়া তাহার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। চেতনই জ্ঞাতা হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধি করণ বলিয়াও তাহা কর্ত্তা হইতে পারে না। যাহা ক্রিয়ার করণ, তাহা কর্ত্তা নহে। করণও যদি কর্ত্তা হইতে পারিত, তবে জলাহরণের করণ ঘটও জলাহরণের কর্ত্তা হইত। এইরূপ ঘটের করণ দণ্ডাদিও ঘটের কর্ত্তা হইত। ঘট, দণ্ড প্রভৃতি জড় বলিয়া যেরূপ কর্ত্তা নহে, এইরূপ বুদ্ধিও জড় বলিয়া তাহা কর্ত্তা হইতে পারে না। চেতন জীবই কর্ত্তা হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জীবের জন্মাদি বিকার প্রতিষেধ করিয়া "হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং" (১।২।১৯) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কঠশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—হননক্রিয়ার ব্যাপারাশ্রয়ত্ব বা ফলাশ্রয়ত্ব জীবের আছে যাহারা মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। এইরূপ গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"প্রকৃতির গুণদ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ় জীব আমিই কর্ত্তা—এইরূপ মনে করিয়া থাকে"। আবার বলা হইয়াছে—"গুণেরই কর্ত্তৃত্ব আছে। গুণ হইতে ভিন্ন অন্য কেহ কর্ত্তা নহে"। আবার বলা হইয়াছে—"কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষই হেতু"। সুতরাং গীতাস্মৃতিতে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব এবং পুরুষের ভোক্তৃত্বই নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার অসঙ্গত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিত শাস্ত্রদ্বারা জীবের যে অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি ভোগসাধনের উপদেশশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়িবে। আর "মুমুক্ষুর্বৈ শরণং ব্রজেৎ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদি মোক্ষসাধনের উপদেশশাস্ত্রও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। "নায়ং হন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার নিত্যত্বাদিপ্রযুক্ত হননক্রিয়ার ব্যাপারাশ্রয়ত্ব ও ফলাশ্রয়ত্বের নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। আর—প্রদর্শিত গীতাস্মৃতিতে যে

কঠবল্ল্যুক্তেঃ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" "নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।" "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। তস্মাৎ প্রকৃতেরেব কর্তৃত্বেন পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমাত্রমেব নির্ণয়াদিতি চেন্ন, পূর্ব্বমেব দত্তোত্তরত্বাৎ। অন্যথা "যজেত স্বর্গকামঃ" "মুমুক্ষুর্বৈ শরণং ব্রজেৎ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদিভোগমোক্ষসাধনোপদেশশাস্ত্রবাধাৎ। "নায়ং হন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেরাত্মনো নিত্যত্বাদিনা হননক্রিয়ায়া ব্যাপারাশ্রয়ত্বফলাশ্রয়ত্বয়োর্নিষেধেন কৃতার্থত্বাৎ। নাপি "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ" ইত্যাদিস্মৃতিবাধঃ শঙ্কনীয়ঃ, সাংসারিকপ্রবৃত্তৌ অস্য কর্তৃত্বং প্রাকৃতগুণপ্রযুক্তম্, ন স্বরূপপ্রযুক্তমিতি বিবেচনায় গুণেষু কর্তৃত্বম্। তথাচ—"কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইতি "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ" ইতি সাংসারিকপ্রবৃত্তৌ অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকং হেতুর্ন কেবল আত্মা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অন্যথা গুণানাং কর্তৃত্বে তেষামেব ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ, কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ। ন হি দেবদত্তকর্তৃককর্ম্মণো যজ্ঞদত্তাদীনাং ভোক্তৃত্বং লোকবেদয়োঃ প্রসিদ্ধম্। কিঞ্চ গুণকর্তৃকপ্রবাহস্য নিত্যত্বেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। মুক্তানামপি পুনর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ, ইতরকর্তৃকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ ভোক্তৃত্বমাত্রস্বীকারেঽপি ভুজিক্রিয়ায়া ব্যাপারাশ্রয়ত্বেনাবশ্যম্ভাবাৎ কথমকর্তৃত্বমাত্মন ইতি পণ্ডিতম্মন্যৈর্বিচারণীয়মিতি সংক্ষেপঃ। ১২৬।

প্রকৃতির কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—সাংসারিক প্রবৃত্তিতে জীবের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা প্রাকৃত-গুণপ্রযুক্ত; কিন্তু জীবের স্বরূপপ্রযুক্ত নহে। এজন্যই তৎস্থলে গুণের কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করায় গীতাস্মৃতির বাধ হইবে না। গীতাস্মৃতিতে পরে এই কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে—"জীবের সৎ ও অসৎ যোনিতে যে জন্ম হইয়া থাকে, তাহার কারণ গুণসঙ্গ"। আবার বলা হইয়াছে—"যে অকৃতবুদ্ধি পুরুষ কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সে দুর্ম্মতি সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই।" ইত্যাদি গীতাবাক্যে সাংসারিক প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠানাদি পাঁচটিই হেতু,* কেবল জীবমাত্রই কর্ত্তা নহে বলা হইয়াছে। সুতরাং গীতাবাক্যদ্বারা জীবের কর্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। যদি প্রদর্শিত গীতাবাক্যসমূহদ্বারা চেতন জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ করিয়া জড় প্রকৃতিরই অর্থাৎ গুণত্রয়েরই কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করা হইত, তবে জড় গুণেরই ভোক্তৃত্বাপত্তি হইত। যাহার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বও তাহারই হইয়া থাকে। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। যে কর্ম্মের কর্ত্তা দেবদত্ত, সেই কর্ম্মের ফলভোক্তা যজ্ঞদত্তাদি হইতে পারে না। ভিন্ন পুরুষ কর্ত্তা ও ভিন্ন পুরুষ ভোক্তা—এইরূপ লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই।

আরও কথা এই যে—গুণেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কর্তৃগুণের প্রবাহ নিত্য বলিয়া জীবের কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে না এবং মুক্ত জীবেরও পুনরায় ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইবে। জীবের ভোক্তৃত্ব ও গুণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের বৈয়ধিকরণ্য দোষও হইবে। জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও জীবের কর্তৃত্ব অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে। কারণ ভোক্তাও ভুজি ক্রিয়ার কর্ত্তাই বটে। সুতরাং ভোক্তা জীবের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ১২৬।

---

* অধিষ্ঠানাদি যথা—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥" ১৮।১৪ শ্লোক গীতা। (১) অধিষ্ঠান—পঞ্চমহাভূতসঙ্ঘাতরূপ শরীর, (২) জীবাত্মা, (৩) পঞ্চেন্দ্রিয়, (৪) প্রাণাপানাদি বায়ুব্যাপার, (৫) দেবতাগণেরও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা।

অথ কিংপরিমাণকোঽয়ং জীবাত্মা ? মধ্যমপরিমাণক ইতি চেন্ন, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বং বিস্তরেণ নিরস্তত্বাচ্চ। নাপি বৈভবপরিমাণকঃ, তত্র তত্র নিরস্তত্বাৎ। তস্মাৎ অণুপরিমাণক এব, উপক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতীনাং সার্থক্যাৎ। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা" ইত্যুৎক্রমণশ্রুতিঃ, "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইত্যাদি-গতিশ্রুতিঃ, "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যাগতিশ্রুতিঃ, বিভুবাদে তাসাং বাধাদিত্যর্থঃ। "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" ইতি ন্যায়াৎ। ননু "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি জীবপ্রস্তাবে "এষ মহানজ আত্মা" ইতি বিভুত্বশ্রবণবিরোধঃ ইতি চেন্ন, তস্যাঃ শ্রুতেঃ ব্রহ্মপরামর্শপরত্বাৎ। "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইতি মধ্যে ব্রহ্মপ্রতিপাদনাৎ তস্যৈব পরামর্শ ইত্যর্থঃ। "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ" ইতি সূত্রকারোক্তেঃ। কিঞ্চ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ" ইতি কঠরবেণাণুত্বশ্রবণাৎ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায়

এক্ষণে জীবের পরিমাণ নিরূপণ করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—"অথ কিংপরিমাণকোঽয়ং জীবাত্মা" অর্থাৎ এই জীবাত্মার পরিমাণ কি ? যদি বলা যায়—জীবাত্মা মধ্যমপরিমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জীবাত্মা মধ্যমপরিমাণ হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহা পূর্ব্বেই অর্থাৎ এই প্রকরণেই বিস্তৃতরূপে নিরাস করা হইয়াছে। আর জীবাত্মা বিভুপরিমাণও হইতে পারে না। কারণ তাহাও ঐ প্রকরণে তার্কিকমত খণ্ডনপ্রসঙ্গে বিস্তৃতরূপে নিরাস করা হইয়াছে। অতএব জীবাত্মা অণুপরিমাণক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। কারণ তাহা হইলেই উৎক্রান্তিশ্রুতি, গতিশ্রুতি ও আগতিশ্রুতির সার্থক্য থাকে। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সেই প্রদ্যোতদ্বারাই এই আত্মা চক্ষু বা মস্তক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে" (৪।৪।২)। ইহাই উৎক্রমণশ্রুতি। কৌষীতকিব্রাহ্মণশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যে কেহই এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা চন্দ্রমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (১।২) ইহাই গতিশ্রুতি। এইরূপ বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জীবাত্মা সেই লোক হইতে কর্ম্মলোকের উদ্দেশ্যে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে" (৪।৪।৬)। ইহাই আগতিশ্রুতি। আত্মা অণুপরিমাণক হইলেই এই সকল শ্রুতির সার্থক্য থাকে। তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে বিভুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত উৎক্রান্তি, গতি ও আগতিবোধক শ্রুতির বাধ হইয়া পড়ে। আর এজন্যই ব্রহ্মসূত্রকার "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" (২।৩।১৯) এই সূত্রদ্বারা আত্মার অণুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আত্মার বিভুত্ববাদী শঙ্কা করেন যে—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদিদ্বারা জীবস্বরূপপ্রতিপাদন প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে "এষ মহানজ আত্মা" (৪।৪।২২) এই বাক্যদ্বারা আত্মার বিভুত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অণুত্ব স্বীকার করিলে এই বিভুত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরই বিভুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু জীবাত্মার নহে। "যস্যাঽনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" (৪।৪।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবাত্মস্বরূপ প্রতিপাদনপ্রকরণেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মেরই বিভুত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ" (২।৩।২১) সূত্রদ্বারাও ব্রহ্মসূত্রকার জীবাত্মার অণুত্ব পরিমাণেরই সমর্থন করিয়াছেন। আরও কথা এই যে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ ৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবের অণুত্বই সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বালাগ্রশতভাগস্য" (৫।৯) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে জীবের উন্মাননির্দ্দেশদ্বারাও অণুত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এস্থলে "উন্মান" কথার অর্থ অণুসদৃশ পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া সেই পদার্থের পরিমাণসদৃশ পরিমাণ জীবে দেখান হইয়াছে।

কল্প্যতে" ইত্যুন্মানশ্রবণাচ্চ। উন্মানত্বঞ্চ অণুসদৃশং পদার্থমুদ্ধৃত্য তন্মানত্বমিত্যর্থঃ। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ" ইতি সূত্রাৎ। ১২৯।

নন্বু তর্হি সর্ব্বাবয়বগতসুখদুঃখাদ্যনুভবযৌগপদ্যব্যবস্থানুপপত্তিঃ স্বরূপস্যাণুমাত্রদেশবৃত্তিত্বাদিতি চেন্ন, ধর্ম্মিণঃ অণুত্বেঽপি তদ্ধর্ম্মভূতস্য জ্ঞানস্য বিভুত্বাৎ, "যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্ত এবমেবাস্য প্রকাশো ব্যাপ্তো বৈ পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" ইতি সদৃষ্টান্তোপপত্তিস্মৃতেঃ। "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ইতি সূত্রাচ্চ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কদাচন" ইতি শ্রুতেঃ। যথা প্রাজ্ঞস্য হ্যপরিচ্ছিন্নঃ পূর্ণজ্ঞানানন্দঃ সারভূতো গুণস্তদ্বদস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইত্যর্থঃ। যাবদাত্মবৃত্তিত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ, "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ন চ তস্য নিত্যত্বে সুষুপ্ত্যাদৌ বিষয়ানুভবাপত্তিরিতি বাচ্যম্, তত্রানভিব্যক্তত্বাৎ, "পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা পুংস্ত্বাদেরাগন্তুকতাপত্তেঃ, তথাত্বে চ পুংস্ত্বক্লীবত্ববিভাগাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ১৩০।

প্রদর্শিত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে সহস্রধা বিভক্ত কেশাগ্রের পরিমাণ জীবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" (২।৩।২২) এই সূত্রদ্বারাও জীবের অণুপরিমাণই সমর্থিত হইয়াছে। ১২৯।

যদি বলা যায়—জীব অণুপরিমাণ হইলে সর্ব্বাঙ্গগত সুখ-দুঃখাদির যুগপৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে না। শীতল জলে অবগাহন করিলে সর্ব্বাঙ্গে যুগপৎ শৈত্যের উপলব্ধি হয়। এইরূপ উষ্ণ জলে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়। আত্মা অণুপরিমাণ হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্বন্ধ যুগপৎ হইতে পারে না বলিয়া প্রদর্শিত অনুভবের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জীবাত্মার অণুত্বপরিমাণ থাকিলেও জীবাত্মার ধর্ম্ম জ্ঞানের বিভুত্ব আছে। অণু আত্মার জ্ঞান বিভুপরিমাণ। এজন্য সর্ব্বাঙ্গে যুগপৎ শৈত্যাদির উপলব্ধি হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—অণুপরিমাণ চক্ষুর প্রকাশ যেমন বহুদেশব্যাপী হইয়া থাকে, এইরূপ অণুপরিমাণ জীবাত্মার জ্ঞানরূপ প্রকাশও বহুদেশব্যাপী হইয়া থাকে। "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" (গীঃ ১৩।৩৩) ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতেও একদেশস্থিত সূর্য্যের সমস্ত জগৎপ্রকাশকত্বের মত শরীরের একদেশস্থিত অণুপরিমাণ জীবেরও সমগ্র শরীরপ্রকাশকত্ব আছে—ইহা বলা হইয়াছে। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" (২।৩।২৮) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও এই কথাই বলা হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৪।১) এই শ্রুতিতেও ইহাই বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এই যে—যেরূপ প্রাজ্ঞ পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দই সারভূত গুণ, সেইরূপ জীবাত্মারও জ্ঞানই সারভূত গুণ। জীবাত্মার জ্ঞান যাবদাত্মভাবী। জীবাত্মা আছে, তাহার জ্ঞান নাই, এইরূপ হইতে পারে না। এজন্য জীবাত্মার জ্ঞান জীবাত্মার মতই নিত্য। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" (২।৩।২৯) এইরূপ বলিয়াছেন। জীবাত্মার জ্ঞানরূপ গুণ নিত্য হইলে সুষুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশাতেও জীবাত্মার বিষয়ানুভবের আপত্তি হইবে। এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ সুষুপ্ত্যাদি দশাতে জীবাত্মার জ্ঞান অনভিব্যক্ত থাকে। অনভিব্যক্ত জ্ঞানই জাগরণাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রে "পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" (২।৩।৩০) সূত্রে বলা হইয়াছে। সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—সুষুপ্ত্যাদিতে অনভিব্যক্ত বিদ্যমান জ্ঞানই জাগ্রদবস্থায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন বাল্যে পুরুষত্বাদি ধর্ম্ম অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই যৌবনে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ স্বীকার না করিলে পুরুষত্বাদির আগন্তুকত্বাপত্তি হইত। পুরুষত্বাদির আগন্তুকত্ব স্বীকার করিলে পুংস্ত্ব-ক্লীবত্ব বিভাগ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িত। ১৩০।

ন চ জ্ঞানাদিধর্ম্মস্য স্বাশ্রয়ং বিনা ব্যাপ্ত্যসম্ভব ইতি বাচ্যম্, দীপং বিনা তৎপ্রভায়াঃ, বহ্নিং বিনা তদৌষ্ণ্যাদেঃ, পুষ্পং বিনা তদ্গন্ধস্য ব্যাপ্তিঃ প্রত্যক্ষাগমাভ্যাং প্রসিদ্ধতরা "গুণাদ্বা লোকবৎ" ইতি সূত্রাৎ। "অণুনশ্চক্ষুষঃ" ইত্যাদ্যুক্তশ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাপি অনুত্রাসন্ধেয়া। ধর্ম্মিণং বিনা জাতিসমবায়াদীনাং ব্যাপ্তিঃ অন্যৈরপি স্বীকৃতা চ। এতেন ক্বচিৎ বিভুত্বপরং শাস্ত্রমপি ব্যাখ্যাতম্। বিভুধর্ম্মাশ্রয়াণাং তথাত্বস্য শক্ত্যৈবাবগমাৎ মুখ্যত্বমেবেত্যর্থঃ। ১৩১।

ননু আত্মনঃ অণুত্বাঙ্গীকারেঽপি সুখদুঃখাদ্যনুভবব্যবস্থা দুরুপপাদা। আত্মবৃত্তিবিভুপরিমাণক-ধর্ম্মভূতজ্ঞানেন স্বশিরঃপাণ্যাদিগতসুখাদ্যনুভূতিবৎ পরশরীরগতসুখাদ্যনুভবোঽপি দুর্ব্বারঃ, জ্ঞানব্যাপ্তেস্তত্রাপি সত্ত্বাৎ, সর্ব্বজীবনিকায়বৃত্তিসুখাদেঃ সর্ব্বেষামপি অবশ্যমনুভাব্যমেব, বিভুবাদে চ কল্পিতদোষাণাং ভোগসাঙ্কর্য্যস্য চ তবাপি দুর্ব্বারত্বাৎ, ব্যাপ্তিসাম্যাদিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ। তথাহি—অস্মৎসিদ্ধান্তে "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্" "আবৃতং জ্ঞানমেতেন" ইত্যাদিমানাৎ আত্মজ্ঞানস্য বিভুত্বেঽপি বদ্ধাবস্থায়াং

যদি বলা যায়—আত্মার জ্ঞানাদি ধর্ম্ম আত্মব্যতিরিক্ত অন্য প্রদেশকে ব্যাপন করিতে পারে না। আত্মাতে আশ্রিত জ্ঞান আশ্রয় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশ ব্যাপন করিতে পারিবে না। এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ প্রদীপপ্রভা প্রদীপকে পরিত্যাগ করিয়া, বহ্নির উষ্ণতা বহ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া, পুষ্পের গন্ধ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ ও আগমপ্রমাণসিদ্ধ। "গুণাদ্বা লোকবৎ" (২।৩।২৫) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও ইহাই বলা হইয়াছে। "অণুনশ্চক্ষুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এবং "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারাও ইহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। বৈশেষিকাদিমতেও স্বাশ্রয় ধর্ম্মী ব্যতীত আশ্রিত জাতি ও সমবায় প্রলয়দশাতে কালে বিদ্যমান থাকে—ইহা স্বীকার করা হয়। বৈশেষিকমতে জাতি ও সমবায় নিত্য। জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলেও তাহার জ্ঞানকে বিভু বলা হইয়াছে। আর তাহাতেই কোনও স্থলে শাস্ত্রে আত্মাকে যে বিভু বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিভুত্ব অভিপ্রায়েই আত্মার বিভুত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিভু ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াই জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার প্রতিপাদক বিভুপদ শক্তিদ্বারাই বিভু জ্ঞানের আশ্রয় আত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আর তাহাতে জীবাত্মপ্রতিপাদক বিভুপদের মুখ্যত্বই রক্ষিত হয়। ১৩১।

ইহাতে আপত্তি এই যে—অণু আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞানকে বিভু বলিলে সুখ-দুঃখাদি অনুভবের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে না। কারণ আত্মার জ্ঞানরূপ গুণ বিভু-পরিমাণ হইলে তদ্দ্বারা যেমন স্বকীয় হস্ত-মস্তকাদিগত সুখাদির অনুভব হইতে পারে, এইরূপ পরশরীরগত সুখাদির অনুভবও দুর্ব্বার হইবে। কারণ বিভু অনুভবের সহিত স্বশরীরের মত পরশরীরেরও ব্যাপ্তি আছে। বিভু অনুভব যেমন স্বশরীরকে ব্যাপন করে, এইরূপ পরশরীরকেও ব্যাপন করে। পরশরীরকে ব্যাপন না করিলে অনুভবের বিভুত্বই থাকিবে না। অনুভবের বিভুত্ব স্বীকার করিলে সমস্ত প্রাণবৃত্তি সুখাদি সমস্ত প্রাণীরই অনুভাব্য হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। তৎ তৎ জীবের সুখ-দুঃখাদি তৎ তৎ জীবই অনুভব করে ; অন্যে করে না। ইহাকেই ভোগব্যবস্থা বলা হয়। জ্ঞানের বিভুত্ব স্বীকার করিলে এই ভোগব্যবস্থা রক্ষিত হইতে পারে না। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে যে সমস্ত দোষ হয়, আত্মাকে অণু বলিয়া তাহার ধর্ম্ম জ্ঞানকে বিভু বলিলেও সেই সমস্ত দোষই হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর পক্ষেও ভোগ-সাঙ্কর্য্য অপরিহার্য্য। আত্মাকে সর্ব্বব্যাপক না বলিয়া আত্মধর্ম্ম জ্ঞানকে সর্ব্বব্যাপক বলিলে সর্ব্বব্যাপিত্বরূপ বিভুত্ব উভয় পক্ষেই তুল্য বলিয়া আত্মার বিভুত্ববাদে যে যে দোষ হয়, তাহা সমস্তই এই জ্ঞানের বিভুত্ব পক্ষে হইবে।

কর্ম্মাত্মকাজ্ঞানাবৃতত্বেন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষসাপেক্ষত্বাৎ, যস্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্তস্যৈবানুভবঃ, নান্যস্যেতি। এবং দেবদত্তস্য স্বশরীরগতসুখাদিভিঃ স্বান্তঃকরণসন্নিকৃষ্টত্বাৎ তেষামেবানুভবো ন যজ্ঞদত্ত-শরীরগতসুখাদীনাং স্বকরণসন্নিকর্ষাভাবাৎ। মোক্ষাবস্থায়াং তু তদাবরকাজ্ঞানস্য ধ্বংসাৎ সর্ব্ববিষয়কানু-ভবস্যেষ্টাপত্তেঃ "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। পরপক্ষে তু স্বরূপস্যৈব সত্ত্বাদুক্তদোষোদ্ধারাসম্ভব ইতি। সিদ্ধান্তে তু প্রতিদেহং স্বরূপভেদাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি মহদ্বৈলক্ষণ্য-মিতি বিবেকঃ। ১৩২।

"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাম্" ইত্যাদিশাস্ত্রাৎ পরমাত্মনো জীবানাঞ্চ মহদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্, তস্যৈকস্যৈব সর্ব্বত্র স্বরূপেণ ব্যাপ্তত্বাৎ, জীবানাং প্রতিদেহং ভেদাৎ ভোক্তৃত্বতদভাববত্ত্বাচ্চ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি শ্রুতেঃ। এতেনৈব জীবানামিতরেতরভেদোঽপি স্পষ্টং নিরূপিতো ভবতি। "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। এতেনৈব নিত্যমুক্তানাং ব্যবস্থাপি

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আমাদের সিদ্ধান্তে এই প্রদর্শিত দোষ হইবে না। কারণ জ্ঞান বিভু হইলেও কর্ম্মরূপ অবিদ্যাদ্বারা তাহা আবৃত থাকে। জ্ঞান যে অজ্ঞানাবৃত হয়, তাহাতে "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্" (৫।১৫) "আবৃতং জ্ঞানমেতেন" (৩।৩৯) ইত্যাদি গীতাস্মৃতিই প্রমাণ। আত্মধর্ম্ম জ্ঞান বিভু হইলেও বদ্ধাবস্থাতে কর্ম্মরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া আত্মার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিসাপেক্ষ হইয়া থাকে। যাহার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি হয়, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে, অন্যের হয় না। সুতরাং দেবদত্তের স্বশরীরগত সুখাদির সহিত দেবদত্তের অন্তঃকরণ সন্নিকৃষ্ট বলিয়া দেবদত্তের স্বশরীরগত সুখাদির অনুভব দেবদত্তেরই হইয়া থাকে। যজ্ঞদত্তাদির হয় না এবং যজ্ঞদত্ত-শরীরগত সুখাদির সহিত দেবদত্তের অন্তঃকরণের সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া যজ্ঞদত্তশরীরগত সুখাদির অনুভব দেবদত্তের হয় না। কিন্তু মোক্ষাবস্থাতে জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া সর্ব্ববিষয়ক অনুভব আমরা স্বীকার করি। মোক্ষাবস্থায় যে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতে "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু আত্মার বিভুত্ববাদিগণের মতে প্রদর্শিত ভোগসাঙ্কর্য্যদোষ অপরিহার্য্য। কারণ তাঁহাদের মতে আত্মার স্বরূপই বিভু। আর আমাদের মতে আত্মার স্বরূপ অণু। আর যাঁহারা জীবের একত্ব স্বীকার করেন, সেই একজীববাদী অদ্বৈতবাদিগণের মতে সর্ব্বশরীরসম্বন্ধী একই জীবস্বরূপ বলিয়া ভোগসাঙ্কর্য্যদোষ অপরিহার্য্য। আমাদের সিদ্ধান্তে প্রতি শরীরে আত্মস্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভোগসাঙ্কর্য্য দোষের অবকাশ নাই। ১৩২।

আরও কথা এই যে—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪২) ইত্যাদি সূত্রে এবং "নিত্যো নিত্যানাম্" (কঠ ৫।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ বলা হইয়াছে। জীব পরমাত্মার অংশ—ইহাই বলা হইয়াছে বলিয়া পরমাত্মার সহিত জীবের মহদ্বৈলক্ষণ্য আছে। এজন্য পরমাত্মার মত জীব বিভু হইতে পারে না। বিভু পরমাত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু জীব প্রতিদেহভেদে ভিন্ন। জীব কর্ম্মফলভোক্তা এবং পরমাত্মা কর্ম্মফলভোক্তা নহেন। জীবের ভোক্তৃত্ব ও পরমাত্মার অভোক্তৃত্ব "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" (মু ৩।১।১) এই শ্রুতি হইতে জানা যায়। ভোক্তৃ ও অভোক্তৃরূপে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আছে। এবং জীবসমূহেরও পরস্পর ভেদ আছে "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" (শ্বেতাঃ ৪।৫) এই শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়। ভগবানের নিত্যধামে ভগবানের পরিকর গরুড়, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি নিত্যমুক্ত। তাহাদিগকেই নিত্যমুক্ত বলা যায়,—যাঁহারা ত্রৈকালিক সংসারদুঃখের অত্যন্তাভাববান্। যাঁহাদের সংসারদুঃখ কোনও কালেই থাকে না, তাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাঁহারা ভগবদনুগ্রহবশতঃ

সিদ্ধা। তত্র নিত্যমুক্তত্বং নাম ত্রৈকালিকসংসারদুঃখত্বাবচ্ছিন্নাত্যন্তাভাবাশ্রয়ত্বে সতি সদৈব স্বভাবতঃ পরানুভাবিততৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কানুভবানন্দবত্ত্বম্। মুক্তেষ্বতিব্যাপ্তিবারণায় প্রথমবিশেষণম্, মুক্তানাং মুক্তেঃ প্রাক্ সংসারদুঃখাত্যন্তাভাবাভাবাৎ। ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তিবারণায় পরানুভাবিতপদম্, তত্র পরানুভাবিতত্বাভাবাৎ "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তে চ গরুড়বিষ্বক্সেনশঙ্খচক্রকৌস্তুভকিরীটাদিসংজ্ঞা ভগবদীয়নিত্যধাম্নঃ পরিকরভূতাঃ। ১৩৩।

অনাদিকর্ম্মাত্মিকাবিদ্যাপ্রযুক্তপ্রকৃতিসম্বন্ধতৎকার্য্যদুঃখাৎ তদ্‌ভোগোপযোগিদেহাদিরূপবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তো ভগবদ্‌ভাবমাপন্না বদ্ধমুক্তা উচ্যন্তে। "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তে চ শুকবামদেবাদয়ো জ্ঞেয়াঃ "সন্নিরুদ্ধস্তু তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ। জগাম ভিত্বা মূর্দ্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ" ইতি ভারতোক্তেঃ। তত্র নিত্যেষু অতিপ্রসঙ্গবারণায় প্রথমবিশেষণম্। বদ্ধেষু ব্যভিচারবারণায় উত্তরদলম্। উভয়দলাত্মকং তেষাং লক্ষণমিতি বিবেকঃ। ১৩৪।

অথ বদ্ধো নাম অনাদিকর্ম্মাত্মিকাবিদ্যাজন্যদেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিদেহেষু আত্মীয়াভিমানেন সংসারচক্র-

---

স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভববান্ ও আনন্দবান্ অর্থাৎ স্বভাবতঃই ভগবদনুগ্রহবশতঃ যাঁহারা স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভববান্ ও আনন্দবান্, তাহাদিগকে নিত্যমুক্ত বলে। সাদিমুক্ত জীবেরও স্বভাবতঃ ভগবদনুগ্রহপ্রযুক্ত স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভব ও আনন্দ আছে। কিন্তু সাদিমুক্ত জীবের মুক্তির পূর্ব্বে সংসারদুঃখ ছিল, কিন্তু সংসারদুঃখের অত্যন্তাভাব ছিল না। সাদিমুক্ত জীবে অনাদিমুক্ত জীবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "ত্রৈকালিক সংসারদুঃখের অত্যন্তাভাববত্ত্ব"রূপ বিশেষণটি লক্ষণে দেওয়া হইয়াছে। আর ব্রহ্মে এই নিত্যমুক্তলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই লক্ষণের বিশেষ্যভাগে "পরানুভাবিত" দলটি যোগ করা হইয়াছে। এই দলটি যোগ না করিলে ব্রহ্মেও নিত্যমুক্তলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। ব্রহ্মেও ত্রৈকালিক সংসারদুঃখের অত্যন্তাভাব আছে এবং স্বভাবতঃ স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভব ও আনন্দ আছে। নিত্যমুক্তগণের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভব পরানুভাবিত অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহলব্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের অনুভব পরানুভাবিত নহে। এই নিত্যমুক্তগণকে লক্ষ্য করিয়াই "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। গরুড়, বিষ্বক্‌সেন, শঙ্খ, চক্র, কৌস্তুভ, কিরীট প্রভৃতি ভগবানের নিত্যধামের পরিকরভূত ভগবৎপার্ষদগণ নিত্যমুক্ত। ১৩৩।

সাদিমুক্ত অর্থাৎ বদ্ধমুক্তগণ অনাদি কর্ম্মাত্মক অবিদ্যাপ্রযুক্ত প্রকৃতিসম্বন্ধ ও প্রকৃতিসম্বন্ধের কার্য্য দুঃখভোগের উপযোগী দেহাদিরূপ বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগকেই বদ্ধমুক্ত বলে। "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (৪।৫ শ্বেঃ) "বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিই বদ্ধপূর্ব্বক মুক্তিতে প্রমাণ। শুক, বামদেব প্রভৃতিই বদ্ধমুক্ত। মহাভারতেও শুকদেবের মুক্তিলাভসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—"সমস্ত আয়তনে আত্মাকে সন্নিরোধ করিয়া মূর্দ্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন।" নিত্যমুক্ত গরুড়াদিতে বদ্ধমুক্তলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বদ্ধমুক্তলক্ষণে বিশেষণভাগ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ "দুঃখভোগোপযোগী দেহাদিরূপ বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। বদ্ধ পুরুষও মরণকালে দেহরূপ বন্ধবিনির্ম্মুক্ত হয় বটে, কিন্তু ভগবদ্ভাবাপন্ন হয় না; কিন্তু সে দেহান্তর গ্রহণ করে; এজন্য বদ্ধমুক্তের লক্ষণে বিশেষ্যভাগ দেওয়া হইয়াছে। এই লক্ষণের বিশেষণ দল ও বিশেষ্য দল লইয়াই বদ্ধমুক্তলক্ষণ বুঝিতে হইবে। ১৩৪।

বদ্ধ জীব অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাজন্য দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদি দেহে আত্মীয়াভিমানদ্বারা অর্থাৎ "ইহা আমার"

ভ্রমণজন্যদুঃখাদ্যনুভূতিমান্। স চ ভগবন্নির্হেতুককৃপাকটাক্ষাবলোকনেনাচার্য্যদেবত্বাপত্ত্যা তন্মুখনির্ঝরিত-সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তসুধাসংপ্লাবিতো নিরস্তসংসাররোগো ভগবৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কধ্যানসন্ততিপরিপাকজন্য-সাক্ষাৎকারনিরস্তকর্ম্মবন্ধো ভগবদ্ভাবাপত্তিযোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ। "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" ইতি সূত্রাৎ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ভগবদীয়কৃপাবির্ভাবো-ঽপি শ্রবণাদিসাধনসম্পন্নে শ্রীহরিগুরুভক্তিসম্পক্তে অধিকারিবিশেষে এব ভবতি, নান্যত্র। এবং সাধনানাং তদ্‌বিষয়কশাস্ত্রস্যাপি সার্থক্যান্ন বিরোধঃ। তথোক্তমাদ্যাচার্য্যপাদৈঃ "কৃপাস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে।" এবমুক্তসাধনহীনঃ সংসরতীতি ভাবঃ। ১৩৫।

ননু ভগবদীয়া কৃপা পরিচ্ছিন্না সর্ব্বগতা বা? নাদ্যঃ, অস্মদীয়াদিবৎ অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, সর্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ। ন তাবদ্‌বস্তুসদ্ভাবমাত্রমোক্ষাসাধারণম্, অপি তু তদ্বিষয়ী-ভাবঃ, এবঞ্চ কৃপায়া ব্যাপকত্বেঽপি তদ্বিষয়ীভূতস্যৈব বন্ধনিবৃত্তির্নান্যস্য ইতি নোক্তদোষাবকাশঃ। অন্যথা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বে নির্ব্বিবাদে সর্ব্বেষাং মোক্ষঃ কিং ন শক্যেথা দেবানাং প্রিয়ঃ। ন চ তস্য সর্ব্বগতত্বেঽপি তদ্বিষয়কসাক্ষাৎকারাভাবাৎ নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, উক্তরীত্যা প্রকৃতেঽপি সাম্যাৎ। যথা হিরণ্যাদিনিধিঃ স্বীয়ৈঃ পিত্রাদিভিঃ গৃহে নিখনিতো বিদ্যমানোঽপি তৎপ্রজাস্তদজ্ঞানেন তমপ্রাপ্য দরিদ্রাঃ

এইরূপ অভিমানদ্বারা সংসারচক্রভ্রমণজন্য দুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকে। এতাদৃশ অনুভূতিবিশিষ্ট জীবকেই বদ্ধ জীব বলা হয়। এই বদ্ধ জীবই ভগবানের নির্হেতুক কৃপাকটাক্ষাবলোকনদ্বারা আচার্য্যদেবত্বাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আচার্য্যকেই দেববুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য সমীপে গমনপূর্ব্বক আচার্য্যমুখনিঃসৃত সৎশাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপ অমৃতদ্বারা প্লাবিত হইয়া সংসাররোগ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ভগবৎস্বরূপ-গুণাদিবিষয়ক ধ্যানসন্ততির পরিপাকজন্য ভগবৎসাক্ষাৎকারদ্বারা নিরস্তকর্ম্মবন্ধ হইয়া ভগবদ্‌ভাবাপত্তিযোগ্য হইয়া থাকে। "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" (৩।২।৫) "যমেবৈষ বৃণুতে" ইত্যাদি সূত্র ও শ্রুতি উক্তার্থে প্রমাণ। ভগবানের কৃপার আবির্ভাবও শ্রবণাদি সাধনসম্পন্ন এবং শ্রীহরি ও গুরুর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন অধিকারিবিশেষেই হইয়া থাকে; অন্যত্র হয় না। এইরূপে মোক্ষসাধন ও তদ্বিষয়কশাস্ত্রের সার্থক্য হইয়া থাকে। আর ইহাই আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—দৈন্যাদিযুক্ত পুরুষেই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে। আর প্রদর্শিত সাধনহীন পুরুষ সংসারে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৩৫।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভগবানের নির্হেতুক কৃপাকটাক্ষ অবলোকনজন্য সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ভগবানের কৃপা কি পরিচ্ছিন্ন? অথবা সর্ব্বগত? পরিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের পরিচ্ছিন্ন কৃপার মতই তাহা অকিঞ্চিৎকর হইবে। আর তাহা সর্ব্বগত হইলে সর্ব্বজীবেরই মোক্ষের আপত্তি হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ভগবৎকৃপা সর্ব্বগত আছে বলিয়াই তাহা মোক্ষের অসাধারণ কারণ নহে; কিন্তু যে পুরুষ সেই কৃপার বিষয়ীভূত হয়, তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। কৃপার সদ্ভাবমাত্রই মোক্ষের কারণ নহে। ভগবৎকৃপা ব্যাপক হইলেও সেই কৃপার বিষয়ীভূত পুরুষেরই বন্ধনিবৃত্তি হয়; অন্যের হয় না। ইহাতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বব্যাপিনী ভগবৎকৃপা আছে বলিয়া সর্ব্বমোক্ষের আপত্তি যেমন পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতেও ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্বমোক্ষের আপত্তি হইবে না কেন? ব্রহ্ম যে সর্ব্বগত—ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার নাই বলিয়া সর্ব্বমোক্ষ হইবে না। তবে আমরাও বলিতে পারি—ভগবৎকৃপা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও সেই কৃপার বিষয়ীভূত না হইলে মোক্ষ হইবে না। যেমন পিত্রাদিকর্তৃক সুবর্ণাদি

খিদ্যমানা ভ্রমন্তি,তথা ভগবদীয়গুণানাং সত্বে মোক্ষাসাধারণহেতুত্বে চাপি লৌকিকা অজ্ঞানেন তদবিষয়ীভূতাঃ সংসরন্তীতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। ১৩৬।

নন্বু ভগবদীয়ানুগ্রহাদিগুণগণঃ সাধনান্তরসাপেক্ষঃ স্বতন্ত্রো বা ? নাদ্যঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ অপ্রাধান্যাপত্তেশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন, তস্য নিরপেক্ষত্বেঽপি তত্র নৈর্ঘৃণ্যাদি-দোষপ্রসঙ্গবারণায় সাধনান্তরপ্রতিপাদকশাস্ত্রবাধানিবৃত্তয়ে চ সাধনান্তরাণামপি ব্যাজমাত্রেণ স্বীকারাৎ নোক্তদোষপ্রসক্তিঃ। ন হি ব্যাজমাত্রস্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যহানিকর্ত্তৃত্বশক্তির্যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সাধনান্তরং ব্যাজীকৃত্য স্বয়মেব সর্ব্বফলদানার্হো ভগবদীয়ানুগ্রহাদিগুণগণ ইত্যলং প্রাসাঙ্গিকেন। ১৩৭।

নন্বু "বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোঽহ্যপ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইতি শ্রুতেঃ বুদ্ধ্যুপাধিপরিমাণোঽণুপরিমাণঃ, আত্মগুণেন তু অবরো বিভুপরিমাণক ইত্যণুশ্রুতীনাং ঔপাধিকপরিমাণপরত্বাদিতি

নিধি গৃহে নিখাতভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সেই পিত্রাদির সন্ততিবর্গ তাহা না জানিয়া গৃহে নিখাত নিধি লাভ করিতে পারে না, এজন্য তাহারা দরিদ্র হইয়া খেদযুক্ত অবস্থায় ভ্রমণ করে, সেইরূপ মোক্ষের অসাধারণ কারণ ভগবানের গুণরাশি বিদ্যমান থাকিলেও বদ্ধ জীব তাহা জানে না বলিয়া তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না; এজন্যই তাহারা সাংসারিক দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবৎকৃপা সর্ব্বগত হইলেও তাহাতে কোনও বিরোধ নাই। ১৩৬।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভগবদীয় গুণরাশি মোক্ষের অসাধারণ হেতু। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ভগবদীয় অনুগ্রহাদি গুণরাশি কি সাধনান্তরসাপেক্ষ হইয়া মোক্ষের হেতু হয় ? অথবা সাধনান্তরনিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। ভগবদনুগ্রহ হইতে সাধনান্তর সম্পাদন এবং সাধনান্তর লাভ হইতে ভগবদনুগ্রহ লাভ এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত মোক্ষের সাধনান্তর সম্পাদন জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। আরও দোষ এই যে—ভগবদনুগ্রহাদি সাধনান্তরকে অপেক্ষা করিলে অপ্রাধান্যাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ মোক্ষজননে ভগবদনুগ্রহাদির স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। কারণ সাধনান্তরনিরপেক্ষভাবে ভগবদনুগ্রহাদি মোক্ষের জনক হইলে সর্ব্বমোক্ষের আপত্তি হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ভগবদনুগ্রহাদি গুণরাশি সাধনান্তরনিরপেক্ষ হইয়া জীবের মোক্ষের জনক হইলেও ভগবানের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ বারণের জন্য এবং সাধনান্তরপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বাধনিবৃত্তির জন্য মোক্ষে সাধনান্তরের অপেক্ষা ব্যাজমাত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। সাধনান্তরের অপেক্ষা ব্যাজমাত্রে থাকিলেও ভগবদনুগ্রহাদির বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যহানি হয় নাই। এজন্য মোক্ষে সাধনান্তরকে ব্যাজরূপে অর্থাৎ ছলরূপে গ্রহণ করিয়াই ভগবদীয় অনুগ্রহাদি গুণরাশি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে সর্ব্বফল প্রদান করিয়া থাকে এবং মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৩৭।

আত্মার বিভুত্ববাদিগণ শঙ্কা করেন যে—"বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোঽহ্যপ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" (৫।৮) এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—বুদ্ধিরূপ উপাধির অণুত্বপরিমাণপ্রযুক্তই আত্মা অণুপরিমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মগুণদ্বারা আত্মা অবর অর্থাৎ বিভুপরিমাণ। যাহা হইতে বর আর কেহ নাই, তাহাকেই অবর বলে। এই শ্রুতিতে আত্মার অণুপরিমাণ ঔপাধিক বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মার স্বরূপ অণু নহে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উক্ত শ্রুতির প্রদর্শিত অর্থ সঙ্গত নহে। প্রদর্শিত শ্রুতির অর্থ এই যে—বুদ্ধিরূপ উপাধির

নাত্মস্বরূপপরিমাণপরত্বমিতি চেন্ন, শ্রুতেরন্যার্থকত্বাৎ। তথাহি—বুদ্ধেরুপাধেগুর্ণেন পরিমাণেন আত্মগুণেন পরিমাণেন চ অবরো ভগবতঃ অপকৃষ্টো জীবাত্মা আরাগ্রমাত্রঃ অণুপরিমাণকঃ সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইতি শ্রুতেঃ। অবরশব্দঃ পরমেশ্বরস্য পরত্ববোধকঃ, তস্যান্যসাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। তয়োঃ ভেদঃ স্বভাবিকঃ ইত্যুক্তং ভবতি। "অস্তি খল্বন্যোঽপরো ভূতাত্মা যোঽয়ং সিতাসিতৈঃ কর্ম্মফলৈরভিভূয়মানঃ সদসদ্যোনিমাপদ্যতে" "সম্মূঢ়ত্বাদাত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যদ্ গুণৌঘৈস্তৃপ্যমানঃ কলুষীকৃতশ্চ" ইতি মৈত্রায়ণ্যুপনিষচ্ছ্রুতেঃ। "যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে। যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ। জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্। যেন চেতয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখং চ জন্মসু ॥" ইতি মনুস্মৃতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেরিতি সংক্ষেপঃ। ১৩৮।

অথ জীবাত্মনো জন্মাদয়ঃ সন্তি ন বা? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্, সন্তীতি, কুতঃ? দেবদত্তো জাতঃ, অস্তি, মৃতঃ ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। অত্র রাদ্ধান্তঃ—"চরাচরব্যাপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভা-

---

গুণদ্বারা অর্থাৎ পরিমাণদ্বারা এবং আত্মগুণদ্বারা অর্থাৎ আত্মপরিমাণদ্বারা জীবাত্মা অবর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অপকৃষ্ট। যাহা বর নহে, তাহাই অবর। এই জীবাত্মা আরাগ্রমাত্র অণুপরিমাণক—ইহাই দৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি মনীষিগণ" ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" এই শ্রুতি অনুসারে অগ্র্য অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারাই বস্তুস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে অবরশব্দদ্বারা পরমেশ্বরের পরত্ব এবং জীবের অপরত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অপর জীবকেই শ্রুতিতে "অবর"শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম পর অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং জীব অপর অর্থাৎ অন্যসাপেক্ষ। পর হইতে ভিন্ন বস্তুকেই অপর বলে। এজন্য অপর অন্য-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আর তাহাতে পর ও অপর অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের ভেদও স্বাভাবিক ইহাই বলা হইয়াছে। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে—"পর ব্রহ্ম হইতে অন্য অপর ভূতাত্মা। যে ভূতাত্মা শুক্ল ও কৃষ্ণ কর্ম্মফলের দ্বারা অভিভূয়মান হইয়া শুক্লকর্ম্মদ্বারা সদ্যোনি ও কৃষ্ণকর্ম্মদ্বারা অসদ্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকর্ম্মের ফলে অধোগতি এবং শুক্লকর্ম্মের ফলে উর্দ্ধগতি লাভ করে। এই উভয় গতিতেই জীবাত্মা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বসমূহদ্বারা অভিভূত হইয়া সংমূঢ় থাকে। আর এজন্য সংমূঢ় জীব আত্মস্থ প্রভু ভগবান্—যিনি সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা, তাঁহাকে দেখিতে পায় না। জীব রাগদ্বেষাদি গুণসমূহদ্বারা তৃপ্তপ্রায় ও কলুষীকৃত হইয়া থাকে।" (৩য় প্রপাঠক)। আর মনুস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—যিনি জীবাত্মার কারয়িতা, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে; আর যে কর্ম্ম করে, তাহাকে ভূতাত্মা বলে। ইহাকেই জীব বলে। অন্তরাত্মা এই জীব হইতে ভিন্ন এবং সমস্ত জীবকে ইনিই চেতিত করেন ও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করেন। আর যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে—জীব ঈশ্বরজ্ঞানদ্বারা পরম বিশুদ্ধিতা লাভ করে। (প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় অশৌচপ্রকরণ, ৩৪ নং শ্লোক)। ১৩৮।

জীবাত্মার জন্মাদি আছে কি না এইরূপ সন্দেহে সাধারণ লোক মনে করে—জীবাত্মার জন্মাদি আছে। কারণ "দেবদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে" "সে বিদ্যমান আছে" এবং "তাহার মৃত্যু হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবাত্মার জন্মাদি আছে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে ব্রহ্মসূত্রকার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" (২।৩।১৬)। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—সেই জীবের উৎপত্ত্যাদি ব্যপদেশ ভাক্ত; ভক্তিদ্বারা প্রতিপাদক শাস্ত্রকে ভাক্ত বলা হয়। লক্ষণাকে ভক্তি বলে। ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বাচ্যের একদেশের ভজনা করে, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। জীবের জন্মাদি ব্যপদেশ

বিত্বাৎ"। তস্য জীবস্য উৎপত্ত্যাদিব্যপদেশো ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যতে ইতি তথা ঔপচারিক ইত্যর্থঃ। তর্হি কিংবিষয়কোঽয়ং মুখ্যো ব্যপদেশঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—চরাচরব্যপাশ্রয় ইতি। চরাচর-শরীরমাশ্রিত্য জন্মাদিব্যপদেশস্য প্রবৃত্তির্নাত্মস্বরূপমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ভাবে শরীরভাবে জন্ম-মরণয়োর্ভাবিত্বাৎ "স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ" ইতি স্থূলশরীরসংযোগবিয়োগয়োরেব জন্মাদিপদার্থত্ব শ্রবণাৎ। নন্ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তৈরাত্মজন্মাদেঃ শ্রূয়মাণত্বাৎ কথং ভাক্তত্বমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"। আত্মা জীবাত্মা স্বরূপেণ নোৎপদ্যতে, কুতঃ? অশ্রুতেঃ, সৃষ্টিপ্রকরণেষু তজ্জন্মাদেরশ্রবণাৎ, উক্তশ্রুতেঃ পূর্ব্বোক্ত-রীত্যা ভাক্তত্বমেব। কিঞ্চ তস্য তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যো নিত্যত্বাবগমাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। ১৩৯।

ন চৈবমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাভঙ্গ ইতি বাচ্যম্, তস্য তদাত্মকত্বেন তদপৃথক্সিদ্ধত্বাভ্যুপ-গমাৎ স্বতন্ত্রসত্তানাশ্রয়ত্বাচ্চেতি। ১৪০।

আকাশ উৎপদ্যতে ন বেতি উভয়বিধশ্রুতেঃ সংশয়ঃ। নোৎপদ্যতে ইত্যাহ—"ন বিয়দশ্রুতেঃ"।

ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। মুখ্যব্যপদেশপূর্ব্বক ঔপচারিক ব্যপদেশ হইয়া থাকে। এজন্য জন্মাদির ব্যপদেশ মুখ্য হইবে কোথায়? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ"। চর ও অচর অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই জন্মাদি শব্দের মুখ্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে। আত্মস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া জন্মাদিশব্দের মুখ্য ব্যপদেশ হয় না। জন্মাদির মুখ্য ব্যপদেশ শরীরেই কেন হইয়া থাকে, তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ"। "তদ্ভাবে" শরীরভাবে—শরীর থাকিলেই জন্ম-মরণ "ভাবিত্বাৎ"—হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে—"শরীরপরিগ্রহই জীবের জন্ম এবং শরীরবিয়োগই জীবের মরণ (বৃঃ ৪।৩।৮)। স্থূল শরীরের সংযোগ-বিয়োগকেই জন্ম-মরণ পদার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—শ্রুতি অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তদ্বারা স্বরূপতঃ আত্মারই জন্মাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং জীবের জন্মাদি ভাক্ত হইবে কেন? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭)। ইহার অর্থ—জীবাত্মা স্বরূপতঃ উৎপন্ন হয় না; যেহেতু শ্রুতির সৃষ্টিপ্রকরণে জীবের জন্মাদি প্রতিপাদন করা হয় নাই। বিস্ফুলিঙ্গন্যায়ে জীবের উৎপত্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি ভাক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রুতিসমূহই জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (২।১৭) ইত্যাদিকঠশ্রুতি, "নিত্যো নিত্যানাম্" (৫।১) এই কঠশ্রুতি, "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" (৪।৫) এই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি এবং "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতি হইতে জীবের নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়। ১৩৯।

যদি বলা যায়—নিত্য জীবসমূহ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া এক ব্রহ্মবিজ্ঞান-দ্বারা সমস্তের বিজ্ঞান হইবে কিরূপে? ছান্দোগ্যশ্রুতিতে একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। জীব নিত্য হইলে এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জীব ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মাত্মক এবং জীব স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় নহে বলিয়াও ব্রহ্মাত্মক। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জীবের জ্ঞান উপপন্ন হইতে পারিবে। ১৪০।

পূর্ব্বোক্তরূপে পরপক্ষের যুক্ত্যাভাসমূলকত্ব দেখান হইল। এক্ষণে শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ যে নাই, তাহাই

ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তস্য বিয়ত আকাশস্য উৎপত্তেরশ্রবণাৎ। ন চ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যুৎপত্তিশ্রুতিরস্তীতি বাচ্যম্, তস্যা গৌণত্বাৎ। "বায়ুশ্চান্তরীক্ষং চৈতদমৃতম্" ইত্যমৃতত্বশব্দাচ্চ। ননু একস্মিন্নেব বাক্যে সম্ভূতশব্দস্য আকাশাদ্যুৎপত্তৌ গৌণত্বম্, বায়ুপ্রভৃত্যুৎপত্তৌ চ মুখ্যত্বমিতি কথং সম্ভাবনার্হম্, অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়প্রসঙ্গাদিতি চেন্ন, তাৎপর্য্যবশাদুপপত্তেঃ। যথা "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম" ইত্যত্র জ্ঞানসাধনে তপসি ব্রহ্ম-শব্দস্য গৌণত্বম্, জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি চ মুখ্যত্বম্, তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি সম্ভাব্যমিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তমাহ— "প্রতিজ্ঞা-হানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ"। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি, "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে জ্ঞাতে সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি প্রতিবেদান্তং প্রতিশ্রুতা যা প্রতিজ্ঞা, তস্যাশ্চ প্রতিজ্ঞায়া আকাশাদিসর্ব্বপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মোপাদেয়ত্বেন উৎপত্ত্যভ্যুপগমে অহানিরনুরোধঃ স্যাৎ উপাদেয়স্য উপাদানাব্যতিরেকাৎ স্বতন্ত্রসত্তাভাবাৎ; ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাহানিঃ।

দেখান হইতেছে। আকাশ উৎপন্ন হয় কি না—এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদক ও নিত্যত্বপ্রতিপাদক এই উভয়বিধ শ্রুতি আছে বলিয়াই প্রদর্শিতরূপ সংশয় হয়। এইরূপ সংশয়ে আকাশ উৎপন্ন হয় নাই—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রকার "ন বিয়দশ্রুতেঃ" (২।৩।১) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—ছান্দোগ্যের সৃষ্টিপ্রকরণে "বিয়ৎ" অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বলা হয় নাই। ইহাতে আপত্তি এই যে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (২।১।১) এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি হয় নাই এইরূপ বলা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আকাশের উৎপত্তি গৌণ। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—বায়ু ও আকাশ এই উভয়ই অমৃত। যাহা অমৃত অমরণধর্ম্মা, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি বলা যায়—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। একই সম্ভূতশব্দদ্বারা আকাশ, বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আকাশের উৎপত্তি গৌণ এবং বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্য এইরূপ বলা যায় না। ইহাতে অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ের আপত্তি হয়। একটি স্ত্রীশরীরের অর্দ্ধাংশ যুবতী ও অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধা এরূপ বলা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—তাৎপর্য্যবশতঃ একই শব্দ কোনও স্থলে গৌণ এবং কোনও স্থলে মুখ্য হইতে পারে। যেমন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম" (৩।২।১) এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন তপস্যাতে ব্রহ্মশব্দ গৌণ এবং জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মে ব্রহ্মশব্দ মুখ্য। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও হইতে পারিবে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫)। ইহার অর্থ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (৬।১।৩) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে জ্ঞাতে সর্ব্বং বিদিতম্" (৪।৫।৬) এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞার অহানি অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার উপপত্তি তবেই হইতে পারে, যদি আকাশাদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্মোপাদেয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেই উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইতে পারে। কারণ উপাদেয় উপাদানের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত। উপাদান হইতে উপাদেয়ের স্বতন্ত্রসত্তা নাই। আকাশাদি প্রপঞ্চের স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করিলে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ব্যতিরেক স্বীকার করিলে প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে পারে না। প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞার উপপত্তি অন্যথা হইতে পারে না বলিয়া আকাশাদি

প্রতিজ্ঞানুপরোধস্যানুপপত্ত্যা আকাশোৎপত্তির্মুখ্যৈব। প্রতিজ্ঞাহানৌ বেদস্যাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। ১৪১।

নাপি উক্তদৃষ্টান্তঃ সাধীয়ান্, বৈষম্যাৎ। দৃষ্টান্তে ব্রহ্মশব্দস্য পাঠভেদাদেকস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য চ গৌণত্বং যুজ্যতাম্। প্রকৃতে তু "সম্ভূতঃ" ইতি শব্দস্য সকৃৎ পাঠাৎ উভয়ার্থকত্বং সর্বথা বিরুদ্ধমিতি সিদ্ধঃ দৃষ্টান্তস্য বৈষম্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ শব্দেভ্যঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি সৃষ্টেঃ প্রাগেকত্বাবধার্য্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" ইতি চেতনাচেতনবস্তুজাতস্য তদাত্মকতয়া তদপৃথক্সিদ্ধত্ববিধায়কশব্দেভ্যঃ সর্বস্যাপি কার্য্যত্বেন মুখ্যোৎপত্তেঃ সম্ভবাৎ। ১৪২।

ননু আকাশস্য অমৃতত্বশ্রবণাৎ উৎপত্ত্যশ্রবণাচ্চ উৎপত্তিঃ অনুপপন্নেতি চেৎ, তত্রাহ—"যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ"। তুশব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যাবদ্বিকারং প্রপঞ্চমাত্রস্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" ইতি শ্রুত্যা বিভাগ উৎপত্তিরবগম্যতে। লোকবদিতি। যথা লোকে দেবদত্তস্য এতে পুত্রা ইতি

প্রপঞ্চের উৎপত্তি মুখ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রৌতী প্রতিজ্ঞার হানি স্বীকার করিলে বেদেরই অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। ১৪১।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন—ব্রহ্মশব্দ কোনও স্থলে গৌণ ও কোনও স্থলে মুখ্য হইয়া থাকে, তাহাও অসঙ্গত। দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের সাম্য নাই; কিন্তু বৈষম্যই আছে। দৃষ্টান্তে ব্রহ্মশব্দ দুইবার পঠিত হইয়াছে। এজন্য প্রথম পঠিত ব্রহ্মশব্দ মুখ্য ও দ্বিতীয় পঠিত ব্রহ্মশব্দ গৌণ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত স্থলে সম্ভূতশব্দ একবারমাত্র পঠিত হইয়াছে। সকৃৎপঠিত সম্ভূতশব্দের উভয়ার্থকত্ব অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম। আরও কথা এই যে—একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার- উপপত্তির জন্যই যে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির অব্যতিরেকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে সূত্রকারই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন—"শব্দেভ্যঃ"। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছা-৬।২।২) "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (৬।৮।৭) ইত্যাদি শব্দ হইতেই ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির অব্যতিরেকত্ব জানা যায়। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব অবধারণ করিয়া "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইহাদ্বারা চেতনাচেতন বস্তুমাত্রই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহাদের অপৃথক্সিদ্ধতা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দসমূহ হইতে আকাশাদি সমস্ত প্রপঞ্চ কার্য্য বলিয়া তাহাদের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। ১৪২।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—আকাশের মুখ্য উৎপত্তি স্বীকার করা সঙ্গত নহে। কারণ "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চ এতদমৃতম্" এই শ্রুতিতে আকাশকে অমৃত বলা হইয়াছে। আকাশের মুখ্য উৎপত্তি স্বীকার করিলে এই শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ" (২।৩।৬)। এই সূত্রে তুশব্দদ্বারা আকাশের উৎপত্তির অসম্ভবশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে বলা হইয়াছে। কারণ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিদ্বারা যাবদ্বিকারের অর্থাৎ প্রপঞ্চমাত্রের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। সূত্রে বিভাগ-শব্দের অর্থ—উৎপত্তি। সমস্ত প্রপঞ্চের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সমর্থনের জন্য সূত্রকার "লোকবৎ" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন লোকে "এই সমস্ত দেবদত্তের পুত্র" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদের মধ্যে তিনটির উৎপত্তি বলিলে সমস্ত পুত্রেরই উৎপত্তি লব্ধ হয়, এইরূপ আকাশেরও উৎপত্তি লব্ধ হইয়া থাকে। আর যে আকাশের অমৃতত্বশ্রুতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও গৌণ। যেমন "দেবতারা অমর" এইরূপ বলিলে "দেবতা বহুকালস্থায়ী" ইহাই বুঝিতে পারা

প্রতিজ্ঞায় তেষাং মধ্যে ত্রয়াণামুৎপত্তিকথনে সর্ব্বেষামুৎপত্তিলাভঃ, তদ্বদাকাশোৎপত্তিরপি। অমৃতত্বশ্রুতেরপি অমরা দেবা আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ গৌণতয়া বহুকালাবস্থিতিপরত্বমিতি সংক্ষেপঃ। "এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ"। এতেন আকাশোৎপত্তিপ্রতিপাদনেন বায়োরুৎপত্তিরপি প্রতিপাদিতা ভবতীর্থঃ। "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অথাকাশবায়্বোরমৃতত্বশ্রবণেঽপি যদি উৎপত্তিরভ্যুপগতা, তর্হি ব্রহ্মণোঽপি উৎপত্তিঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ"। তুশব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। সতো ব্রহ্মণঃ অসম্ভবঃ জন্মাভাবঃ, কুতঃ? অনুপপত্তেঃ উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ; প্রত্যুত "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণত্বমুক্ত্বা তদন্যকারণস্য নিষেধশ্রবণাৎ। অন্যথা অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, সর্ব্বশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ। কিঞ্চ "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ"। অতো বায়োঃ তেজ উৎপদ্যতে, হি নিশ্চয়ে, কুতঃ? শ্রুতিস্তথৈবাহ "বায়োরগ্নিঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

যায়; কিন্তু কোনও দিনই দেবতাদের মৃত্যু হইবে না—এইরূপ বুঝা যায় না। বহুকালাবস্থিতি অভিপ্রায়ে "অমর" পদ যেমন গৌণ প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ "আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদি বাক্যে আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ঘৃতে "আয়ুঃ" এই পদটি যেমন গৌণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আকাশের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া বায়ুর উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন—"এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৭)। ইহাঁর অর্থ—এতেন—অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদনদ্বারা বায়ুরও উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়—এইরূপ বলা হইয়াছে।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—শ্রুতিতে আকাশ ও বায়ুর অমৃতত্ব বলা হইলেও সূত্রকার এই উভয়েরই উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্রুতি যাহাকে অমৃত বলিয়াছেন, তাহারও উৎপত্তি আছে। অমৃত বায়ু ও আকাশের ন্যায় অমৃত ব্রহ্মেরও উৎপত্তি হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ" (২।৩।৮)। ইহার অর্থ—সূত্রস্থ তুশব্দ ব্রহ্মে উৎপত্তিসম্ভাবনার ব্যাবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই। সূত্রকার বলিয়াছেন—"সতঃ অসম্ভবঃ", সৎ ব্রহ্মের জন্ম অসম্ভব। তাহাতে যুক্তি বলিয়াছেন—"অনুপপত্তেঃ"। ইহার অর্থ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের উৎপত্তি বলা হয় নাই। প্রত্যুত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—ব্রহ্মই কারণ, ব্রহ্মই করণাধিপতির অধিপতি, ব্রহ্মের কেহ কারণ নাই এবং ব্রহ্মের অধিপতিও কেহ নাই। (৬।৯) এই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে ব্রহ্মকেই সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের কারণের নিষেধ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ ব্রহ্মেরও যদি কারণ থাকিত, তবে তাহারও কেহ কারণ থাকিত, এইরূপে অনবস্থাই হইয়া পড়িত। আর তাহাতে সমস্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটিত।

আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়া এবং প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মের অকারণত্ব প্রতিপাদন করিয়া সূত্রকার সম্প্রতি বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি বলিতেছেন—"তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" (২।৩।৯)। ইহার অর্থ—অতঃ অর্থাৎ বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূত্রে "হি"শব্দ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন্ প্রমাণদ্বারা ইহা জানা যায়? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"তথা হি আহ" অর্থাৎ "তথৈবাহ"। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। তেজ হইতে জলের উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"আপঃ" (২।৩।১০)। পূর্ব্বসূত্র হইতে "অতঃ"শব্দের অনুবৃত্তি করিয়া এই সূত্রটি "অতঃ আপঃ" এইরূপ হইবে। আর তাহাতে অর্থ এই হইবে যে—অতঃ—তেজ হইতে জলসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন

"আপঃ"। অত ইত্যনুবর্ত্ততে, অতস্তেজস আপ উৎপদ্যন্তে "অগ্নেরাপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "পৃথিবী"। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী উৎপদ্যতে "তা অন্নমসৃজন্ত" ইতি শ্রুতেঃ। ১৪৩।

ননু অন্নশব্দস্যাদনীয়ে ব্রীহিযবাদৌ শক্তত্বাৎ কথং পৃথিবীবাচকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—"পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ"। অধিকারশ্চ রূপঞ্চ শব্দান্তরঞ্চ এতেভ্যঃ হেতুভ্যঃ অন্নশব্দস্য পৃথিবীপরত্বং নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ। তত্র "তত্তেজোঽসৃজত" "তদপোঽসৃজত" ইতি মহাভূতাধিকারদর্শনাৎ। ক্রমপ্রাপ্তাং পৃথিবীমেব বোধয়তি অন্নশব্দঃ। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইতি রূপশ্রবণাৎ কৃষ্ণং রূপং পৃথিব্যা এব, "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যৎ শুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইতি রূপবিভাগশ্রুতেরিত্যর্থঃ। শব্দান্তরাচ্চ "অগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি। "তদ্যদপাং শর আসীৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ পৃথিব্যা অন্নোৎপত্তিশ্রবণাদপি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়াপি তদ্ব্যপদেশঃ সূপপন্নঃ। "পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ওষধীভ্যোঽন্নম্" ইতি শ্রুতেঃ। ১৪৪।

অথ বিয়দাদীনি বায্বাদিকং কার্য্যং স্বয়মেব স্বতন্ত্রত্বেন সৃজন্তি উত পরমেশ্বর এব তত্তদন্তরাত্মতয়া সর্ব্বং কার্য্যং সৃজতীতি সংশয়ে স্বাতন্ত্র্যেন স্বয়মেব সৃজন্তি "আকাশাদ্ বায়ুঃ" ইতি শ্রুতেঃ,

---

হয়"। জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"পৃথিবী" (২।৩।১১)। ইহার অর্থ—জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে "সেই জলসমূহ অন্নের সৃষ্টি করিয়াছিল"। ১৪৩।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে জল হইতে অন্নের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। অন্নশব্দ অদনীয় ব্রীহি যবাদির বাচক; কিন্তু পৃথিবীর বাচক নহে। সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রুতিদ্বারা জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি সিদ্ধ হইল কিরূপে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ" (২।৩।১২)। ইহার অর্থ—অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর—এই সমস্ত হেতু হইতে অন্নশব্দের পৃথিবীপরত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। মহাভূতপঞ্চকের উৎপত্তিপ্রকরণে "তা অন্নমসৃজন্ত"এই শ্রুতি পঠিত হইয়াছে। প্রকরণকেই এস্থলে অধিকার বলা হইয়াছে। মহাভূতাধিকারে চারিটি ভূতের উৎপত্তি বলিয়া অবশেষে অন্নের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে অন্নশব্দদ্বারা অধিকারবশতঃ পঞ্চম মহাভূত পৃথিবীই বুঝিতে পারা যায়। অন্নশব্দদ্বারা পৃথিবীরূপ মহাভূতকে গ্রহণ না করিলে মহাভূতাধিকারই বাধিত হইয়া পড়িবে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে অন্নের কৃষ্ণ রূপ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ রূপ পৃথিবী মহাভূতেরই হইতে পারে। আর কাহারও হইতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে রূপের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে; অগ্নির লোহিত রূপ তেজের, শুক্ল রূপ জলের ও কৃষ্ণ রূপ অন্নের। সুতরাং এস্থলে অন্নশব্দদ্বারা পৃথিবীরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আর শব্দান্তর হইতে অর্থাৎ শ্রুত্যন্তর হইতেও ইহা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে—অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—সৃষ্টিকালে জলের উৎপত্তির পরে জলে যে শর ছিল, তাহা সংহত হইয়াছিল এবং সংহত শরভাগই পৃথিবী হইয়াছিল। আরও কথা এই যে—পৃথিবী হইতে অন্নের উৎপত্তি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। কার্য্য ও কারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া অন্নকারণ পৃথিবীতে পৃথিবীকার্য্য অন্নপদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ ও ওষধিসমূহ হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে—এইরূপ বলা হইয়াছে। ১৪৪।

এইরূপে পরমেশ্বর হইতে ক্রমশঃ পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে—পরমেশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি ভূত বায়ু প্রভৃতি ভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—আকাশাদি ভূত কি

পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতত্বাশ্রবণাচ্চেতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—"তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ"। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি তদীক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পঃ তদভিধ্যানপদার্থঃ। তদেব তদসাধারণং লিঙ্গম্, তস্মাৎ স পরমেশ্বর এব তত্তদন্তরাত্মা তত্তৎকার্য্যস্য স্রষ্টেতি নিশ্চীয়তে। "য আকাশে তিষ্ঠন্" ইতি শ্রুতেঃ। এতেন "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাদিশ্রুতেরপি মুখ্যার্থত্বং নিরূপিতম্। তত্র পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরস্যৈব ঈক্ষণত্ববিধানাৎ। ১৪৫।

অথ লয়প্রকারমাহ—"বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ"। তুশব্দঃ কারণলয়পূর্ব্বককার্য্যলয়বাদিতার্কিকাদিপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। উপাদানলয়ে উপাদেয়স্থিত্যসম্ভবাৎ সৃষ্টিক্রমাদ্বিপর্য্যয়েণ প্রাতিলোম্যেন লয়ো বোদ্ধব্যঃ। তত্র হেতুঃ—"অত উপপদ্যতে চ" ইতি। অতঃ আপ্যস্য হিমকরকাদেরব্-

---

স্বতন্ত্রভাবে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকে? অথবা আকাশাদি ভূতের আত্মরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই বায়ু প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ এই যে—আকাশাদি মহাভূত স্বতন্ত্রভাবেই স্বয়ং বায়ু প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কারণ তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে—"আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়" এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলা হয় নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—"তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" (২।৩।১৩)। সূত্রে তুশব্দটি পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তির জন্য দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে "তদৈক্ষত" বলায় পরমেশ্বরের সৃষ্টির অনুকূল ঈক্ষণ বলা হইয়াছে। আর "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এইরূপ বলায় পরমেশ্বরের বহুভবনসঙ্কল্প বলা হইয়াছে। এই ঈক্ষণ ও বহুভবনসঙ্কল্পই সূত্রস্থ "অভিধ্যান" পদের অর্থ। এই অভিধ্যানই পরমেশ্বরের অসাধারণ লিঙ্গ। আর তাহাতে সেই পরমেশ্বরই আকাশাদি মহাভূতের অন্তরাত্মরূপে স্থিত হইয়া বায়ু প্রভৃতি কার্য্যের স্রষ্টা হইয়া থাকেন—ইহা বুঝিতে পারা যায়। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে পরমাত্মা যে আকাশাদির অন্তরাত্মরূপে স্থিত আছেন—ইহা জানিতে পারা যায় (৩।৭।১২)। এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে "তত্তেজ ঐক্ষত" (৬।২।৩) ইত্যাদি বাক্যে তেজ প্রভৃতির যে ঈক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহাও মুখ্য ঈক্ষণই বুঝিতে হইবে। তেজঃ প্রভৃতি জড়বস্তুর মুখ্য ঈক্ষণ সম্ভাবিত না হইলেও তেজঃ প্রভৃতির অন্তরাত্মরূপে স্থিত পরমেশ্বরই ঈক্ষণপূর্ব্বক জলাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তেজের ঈক্ষণ পরমেশ্বরেরই ঈক্ষণ বলিয়া তাহা মুখ্য। ১৪৫।

কার্য্যমাত্রের উৎপত্তিক্রম নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্য্যের লয়ক্রম নিরূপণ করা হইতেছে। "বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ" (২।৩।১৪)। সূত্রে তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য দেওয়া হইয়াছে। তার্কিকগণের পক্ষই এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ। তার্কিকগণ কারণের লয়পূর্ব্বক কার্য্যের লয় স্বীকার করেন। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ হয়—ইহাই বৈশেষিকাদি তার্কিকগণের কথা। উপাদানের বিনাশ হইলে পরে উপাদেয়ের বিনাশ হয়—এইরূপ যাহা তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত নহে। উপাদানের বিনাশকালে উপাদেয় অবস্থিত থাকিতে পারে না। কার্য্যদ্রব্যের আরম্ভক অবয়বই তার্কিকগণের মতে উপাদান। এই অবয়বের বিনাশের পরে অবয়বীর বিনাশ হইবে—এইরূপ বলা যায় না। অবয়বের বিনাশকালেও যদি অবয়বী থাকে, তবে সেই অবয়বী নিরবয়ব হইবে এবং অবয়ববিনাশের পরক্ষণে নিরবয়ব অবয়বীর বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। আর এজন্যই মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—উপাদানের লয়কালে উপাদেয়ের স্থিতি হইতে পারে না। প্রদর্শিত এই তার্কিকমতের ব্যাবৃত্তির জন্যই সূত্রে তু-শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। সিদ্ধান্তে সৃষ্টিক্রমের বিপরীতক্রমে কার্য্যের লয় বুঝিতে হইবে। যে ক্রমে কার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে কার্য্যের লয় হইয়া থাকে। সূত্রকার ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"অতঃ উপ

ভাবাপত্তের্দর্শনাৎ উপপদ্যতে চ যস্মাৎ যস্যোৎপত্তিঃ তত্রৈব তস্য লয়ো নান্যথেতি, "অন্নেন সোম্য শুঙ্গে-নাপো মূলমন্বিচ্ছ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "জগৎপ্রতিষ্ঠা রাজর্ষে" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। ১৪৬।

অথ ইন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তিং পরিহরতি। তত্র "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "তত্তেজো-ঽসৃজত" ইত্যাদিসৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১) "তদাহুঃ কিং তদসদাসীদিতি ঋষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ" (ঋক্ ১০।১৯।১) ইত্যত্র প্রাণানাং সত্ত্বশ্রবণাচ্চ। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা" (বৃঃ ২।১।২০) ইতি, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩) ইতি, "সপ্ত প্রাণাঃ সম্ভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮) ইতি, "স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" (প্রঃ ৬।৪) ইত্যাদিষু উৎপত্তিশ্রবণাৎ কিং প্রাণা জায়ন্তে ন বেতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্, জায়ন্ত ইতি, কুতঃ? "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি সর্ব্বাভাবকথনপূর্ব্বকতৎসদ্ভাবশ্রবণাৎ। অত্র রাদ্ধান্তঃ—"তথা প্রাণাঃ"।

পদ্যতে চ"। যেহেতু উৎপত্তিক্রমের বিপরীতক্রমে কার্য্যের লয় হয়, সেই জন্য জল হইতে উৎপন্ন হিম-করকাদির লয় হইয়া জলভাবপ্রাপ্তি হইতেই দেখা যায়। কিন্তু জলের বিনাশ হইয়া হিমকরকাদির বিনাশ হইতে দেখা যায় না। সৃষ্টি ক্রমের বিপরীতক্রমে কার্য্যের লয় উপপত্তিযুক্তও বটে। যে উপাদান হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই উপাদানেই সেই কার্য্যের লয় হইয়া থাকে ; অন্যত্র হয় না। ১৪৬।*

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অন্নরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ জলকে জানিবে।" ইহাদ্বারাও উপা-দানেই উপাদেয়ের লয় হয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আর স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—পৃথিবী জলে লীন হইয়া থাকে, জল তেজে ও তেজ বায়ুতে ইত্যাদি। এই স্মৃতিবাক্যগুলি কৌস্তুভপ্রভাতে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। এই সূত্রের প্রভাটীকা অতিবিস্তৃত ; তাহা পরিত্যাগ করিয়া মূলকার ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি দেখাইতেছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বহু বিচার থাকিলেও মূলকার তাহা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্র হইতে বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহের সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহে আপাততঃ বিরোধ প্রতিভাসমান হয় বলিয়া তাহার সমাধানের জন্য এই চতুর্থ পাদ আরম্ভ হইতেছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে প্রথমতঃ আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রাণশব্দপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বলা হয় নাই। এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে তেজঃ প্রভৃতির সৃষ্টি বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বলা হয় নাই ; কিন্তু অন্য শ্রুতিতে প্রাণশব্দপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রিয়ের সত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ মুণ্ডকশ্রুতিতে অন্যত্র সপ্ত প্রাণের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতির দর্শন হইতে সন্দেহ হয় যে—বস্তুতঃ প্রাণের উৎপত্তি আছে কিনা? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ এই যে—প্রাণের উৎপত্তি হয় না। কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রলয়দশাতে সমস্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রাণের সদ্ভাব প্রতিপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, তখন প্রাণ ছিল—ইহা বলা হইয়াছে।

---

* মূলকার এই সূত্রে "অতঃ" শব্দের যেরূপ যোজনা করিয়াছেন,—সৌরভে ও কৌস্তুভে তাহা করা হয় নাই। তাহারা সৃষ্টিক্রমকেই "অতঃ" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে অর্থ এই হইয়াছে যে—"অতঃ সৃষ্টিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ অর্থাৎ প্রদর্শিত সৃষ্টিক্রমের বিপরীতরূপে"। মূলকার যেরূপে "অতঃ" শব্দের যোজনা করিয়াছেন, তাহা কৌস্তুভপ্রভা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যথা আকাশাদিভূতানামুৎপত্তিঃ, তথা প্রাণপদাভিধেয়েন্দ্রিয়াণামুৎপত্তির্বোধ্যা উক্তশ্রুতিভিঃ। "স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীমিন্দ্রিয়ং মনোঽন্নম্" (প্রঃ ৬।৪) ইতি উৎপত্তিশ্রুতীনাং বাহুল্যাৎ। ১৪৭।

ননু সদ্ভাবশ্রবণবিরোধাদুৎপত্তির্গৌণীতি চেৎ, অত্রাহ—"গৌণ্যসম্ভবাৎ"। গৌণ্যা অসম্ভবো গৌণ্যসম্ভবঃ, তস্মাৎ প্রাণোৎপত্তিশ্রুতের্গৌণত্বং ন সম্ভবতি। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে ইদমুচ্যতে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইত্যাদি। সা চ প্রতিজ্ঞা প্রাণাদেঃ সর্ব্ববিকারজাতস্য তদুপাদেয়ত্বাঙ্গীকারে এব সিধ্যতি, নান্যথা, উপাদানাপৃথক্‌সিদ্ধত্বাদুপাদেয়স্যেত্যর্থঃ। তথা "আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি অন্যত্রাপি শ্রবণাৎ। কিঞ্চ "তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ"। ইতোঽপি আকাশাদিবৎ প্রাণানাং মুখ্যৈব জন্মশ্রুতিঃ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি সকৃদুচ্চরিতো বহুভিঃ সম্বধ্যমানো জায়ত ইতি শব্দঃ ক্বচিন্মুখ্যঃ ক্বচিদ্‌গৌণঃ ইতি নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, বৈরূপ্যপ্রসঙ্গাৎ। তথা "স প্রাণমসৃজত" (প্রঃ ৬।৪) "আত্মনো ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ ২।১।২০) ইত্যাদাবপি এষ ন্যায়ো বোধ্যঃ। কিঞ্চ তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ বাক্‌প্রাণমনসাম্ "অন্নময়ং হি সোম্য

সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি হয় না—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—"তথা প্রাণাঃ" (২।৪।১)। ইহার অর্থ—যেমন আকাশাদি মহাভূতের উৎপত্তি আছে, সেইরূপ প্রাণপদাভিধেয় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিও আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাণের উৎপত্তিপ্রতিপাদক প্রশ্নোপনিষদের বাক্য পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ১৪৭।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করিলে প্রলয়দশাতেও প্রাণের সদ্ভাবপ্রতিপাদক তৈত্তিরীয়-শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। সুতরাং উভয় শ্রুতির অবিরোধের জন্য প্রাণের উৎপত্তি গৌণ বলা উচিত। এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য সূত্রকার "গৌণ্যসম্ভবাৎ" (২।৪।২) এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—প্রাণের উৎপত্তি প্রতি-পাদক শ্রুতি আছে বলিয়া প্রাণের উৎপত্তি গৌণ হইতে পারে না। শ্রুতি একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপাদনের জন্য ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে—ইত্যাদি বলিয়াছেন। মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা তবেই উপপন্ন হইতে পারে, যদি প্রাণাদি সমস্ত বিকারবস্তু ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভাবিত হইবে না। উপাদেয় উপাদান হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া উপাদানের বিজ্ঞানে উপাদেয়ও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্ম উপাদান ও প্রাণাদি উপাদেয়—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেমন মুণ্ডক-শ্রুতিতে একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য প্রাণাদির উপাদান ব্রহ্ম বলিতে হইয়াছে, এইরূপ বৃহদারণ্যকশ্রুতিতেও আত্মবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত বস্তু বিজ্ঞাত হয়—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপত্তির জন্য ব্রহ্মকেই সমস্ত বস্তুর উপাদান বলা হইয়াছে। সূত্রকার আরও বলিয়াছেন যে—"তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ" (২।৪।৩)। ইহার অর্থ—আকাশাদির মত প্রাণেরও জন্মাদিশ্রুতি মুখ্যই বটে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" এই মুণ্ডকশ্রুতিতে সকৃদুচ্চরিত "জায়তে" এই শব্দটি প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতির সহিত অন্বিত হইয়াছে। সকৃদুচ্চরিত "জায়তে" শব্দ আকাশাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া মুখ্য জন্মের প্রতিপাদক হইবে এবং

মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" (ছাঃ ৬।৫।৪) ইত্যত্র ভূতাপ্যায়কত্বাদপি মুখ্যমেব জন্মেতি নিশ্চীয়তে। ন হি স্বতঃ সিদ্ধং বস্তু পরানুগ্রাহকত্বমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ বাগাদীনাং ভূতানুগ্রাহ্যত্বং বদন্তী শ্রুতিঃ তৎসম্ভাবমনুবদতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ১৪৮।

অথ প্রাণবিষয়কসংখ্যাবিপ্রতিপত্তিপরিহারায় ইদমারভ্যতে। কতীতরে প্রাণা ইতি বিষয়ঃ। অত্র "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮) ইতি, "অষ্টৌ গ্রহাঃ" (বৃঃ ৩।২।১) ইতি, "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চৌ" (তৈঃ সং ৫।১।৭।১) ইতি, "নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমী" ইতি, "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" (বৃঃ ৩।৯।৪) ইত্যাদিশ্রুতিষু সপ্তাদিচতুর্দ্দশপর্য্যন্তা প্রাণসংখ্যা দৃশ্যতে। অতঃ সংশয়ঃ—কতীতরে প্রাণা ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? সপ্তৈব, কুতঃ? "গতেঃ" ইতি। "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮) ইতি শ্রুত্যাবগমাৎ। ন চ "গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত" (নাঃ ১২।১) ইতি বীপ্সা-শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্, বীপ্সায়াঃ পুরুষভেদাভিপ্রায়কত্বাৎ। তথাচ প্রতিপুরুষং সপ্ত ইত্যর্থঃ। নন্বেবমষ্টত্বাদ্যধিকসংখ্যাশ্রুতের্ব্যাকোপ ইতি চেৎ তত্রাহ—"বিশেষিতত্বাচ্চ"। "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" ইতি তাবন্মাত্রেণ শ্রুত্যা বিশেষিতত্বাৎ। অধিকস্য চাত্রৈবান্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। অত্র রাদ্ধান্তঃ—"হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্"। হস্তাদয়স্ত্বন্যে প্রাণাঃ সপ্তভ্যো ভিন্নাঃ শ্রুত্যা পঠ্যন্তে "হস্তো বৈ গ্রহঃ স

প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া গৌণ জন্মের প্রতিপাদক হইবে—এইরূপ হইতে পারে না। প্রত্যুত এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণাদির জন্মই মুখ্য এবং আকাশাদির জন্ম গৌণ—এইরূপও ত বলা যাইতে পারে।

আরও কথা এই যে—"স প্রাণমসৃজত" এই প্রশ্নশ্রুতিতে এবং "আত্মনো ব্যুচ্চরন্তি" এই বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই প্রাণের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে মনকে অন্নময়, প্রাণকে জলময় ও বাক্‌কে তেজোময় বলা হইয়াছে। মনের উপাদান অন্ন, প্রাণের উপাদান জল ও বাকের উপাদান তেজঃ। এজন্য মনঃ প্রভৃতি স্ব স্ব উপাদানেই লীন হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে প্রাণাদির জন্ম মুখ্যই বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে প্রাণাদির জন্ম স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া কোনও স্থলে প্রাণাদির জন্ম উল্লেখ না থাকিলেও তাহাতে ক্ষতি নাই। শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বস্তু অন্য অনুগ্রাহকের অপেক্ষা করে না। সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রুতিদ্বারা বাগাদির ভূতানুগ্রাহ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বাগাদির জন্মসম্ভাবের অনুবাদ করিয়াছেন। বাগাদির জন্ম না থাকিলে বাগাদি ভূতানুগ্রাহ্য হইতে পারিত না। উপাদানদ্বারাই উপাদেয় অনুগৃহীত হইয়া থাকে। ১৪৮।

সম্প্রতি প্রাণবিষয়ক সংখ্যাসম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়, তাহার পরিহারের জন্য অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণের সংখ্যা নিরূপণের জন্য এই বক্ষ্যমাণ অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। প্রাণের সংখ্যা কত? এই বিষয়ে শ্রুতিসমূহে বিরোধ দেখা যায়। কোনও শ্রুতিতে সাতটি প্রাণ বলা হইয়াছে—"সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি", কোনও স্থলে আটটি প্রাণ বলা হইয়াছে—"অষ্টৌ গ্রহাঃ", কোনও স্থলে নয়টি প্রাণ বলা হইয়াছে—"শীর্ষদেশে সাতটি ও অধোদেশে দুইটি", কোনও স্থলে দশটি প্রাণ বলা হইয়াছে—"পুরুষের নয়টি প্রাণ, নাভি দশম", কোনও স্থলে একাদশটি প্রাণ বলা হইয়াছে—"পুরুষের দশটি প্রাণ, আত্মা একাদশ"। এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিতে প্রাণের সংখ্যা সাত হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। আর তাহাতে সংশয় হয় যে—প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা কত? এইরূপ সংশয়ে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ দেখাইয়াছেন যে—"সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ" (২।৪।৫)।

কর্ম্মণাতিগ্রহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি" (বৃঃ ৩।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতিষু স্থিতে সপ্তত্বাতিবিলক্ষণে সপ্তানাং তদধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবো যুক্তঃ, ন তু অধিকসংখ্যায়া হীনসংখ্যায়াম্, অন্যায্যত্বাৎ। অতঃ হস্তাদীনাং সপ্তত্বাতিরিক্তত্বাদেব নৈবং সপ্তৈবেতি ন মন্তব্যম্। তথাচৈবং ব্যবস্থা—প্রাণাস্তাবদেকাদশসংখ্যাকা এব, কার্য্যস্যাপি তাবন্মাত্রত্বাৎ, ফলাভাবে সাধনাপেক্ষাভাবাৎ। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইত্যত্র আত্মশব্দোঽন্তঃকরণরূপমনোবাচকঃ, করণস্যৈবাধিকারাৎ। তত্র শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়কানি পঞ্চ জ্ঞানানি, তৎকরণানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দরূপাশ্চ পঞ্চ কর্ম্ম-বিশেষাঃ, তৎকরণানি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্হস্তপাদপায়ূপস্থাখ্যানি, সঙ্কল্পাদিকং চ আন্তরং কর্ম্ম তৎকরণঞ্চ মনঃ "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। তত্র সপ্তসংখ্যায়াশ্চান্তর্ভাবে দোষ-লেশাবকাশোঽপি নাস্তি। অধিকসংখ্যাশ্রুতেস্তু মনোবৃত্তিভেদমাদায় সামঞ্জস্যং বোধ্যম্। তথাহি—মনস এব বৃত্তিভেদেন চাতুর্বিধ্যাৎ তস্যৈব দ্বিত্ববিবক্ষয়া দ্বাদশত্বম্, ত্রিত্ববিবক্ষয়া ত্রয়োদশত্বম্, চতুষ্কবিবক্ষয়া চ

সূত্রে "গতি" শব্দের অর্থ—অবগতি। প্রাণের সপ্ত সংখ্যা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি" ইহাই শ্রুতি।* ইহাতে শঙ্কা এই যে—"গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত" এই শ্রুতিতে "সপ্ত" পদের বীপ্সাদ্বারা প্রাণের সংখ্যা সাত হইতে অধিক বলা উচিত। ইন্দ্রিয়ের সপ্ত সংখ্যা স্বীকার করিলে বীপ্সাশ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রত্যেক পুরুষের সাতটি ইন্দ্রিয়কে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে বীপ্সা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বলা যায়—শ্রুতিতে অষ্টত্বাদি সংখ্যাও ত প্রদর্শিত হইয়াছে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রুতি সাতটি ইন্দ্রিয়েরই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ"। এই সপ্ত সংখ্যা হইতে অধিক সংখ্যা—যাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহাকে উক্ত সপ্ত সংখ্যারই অন্তর্ভাবিত করিতে হইবে। আর ইহাই সূত্রকার বলিয়াছেন—"বিশেষিতত্বাৎ"। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্" (২।৪।৬)। ইহার অর্থ—সাতটি ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত হস্তাদি ইন্দ্রিয় শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে। যথা—"হস্তো বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রহেণ গৃহীতঃ" ইত্যাদি। সুতরাং সপ্তত্ব হইতে অধিক সংখ্যাতে সপ্তত্ব সংখ্যার অন্তর্ভাব হইতে পারে। কিন্তু অধিক সংখ্যা অল্প সংখ্যাতে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। অতএব হস্তাদি সপ্ত সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সপ্ত হইতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ হইবে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও একাদশটি। একাদশটি কার্য্য অপেক্ষা অধিক কার্য্য নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না। ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুরুষের দশটি ইন্দ্রিয় ও আত্মা একাদশ"। শ্রুতিগত আত্মশব্দ অন্তঃকরণরূপ মনের বাচক। ইন্দ্রিয়-প্রকরণগত আত্মশব্দ ইন্দ্রিয়ার্থকই হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়। এই পাঁচটি বিষয়ের পাঁচটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই পাঁচটি জ্ঞানের করণও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসন ও ঘ্রাণ। বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ—এই পাঁচটি বিশেষ কর্ম্ম। ইহার করণও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। আর সঙ্কল্পাদি আন্তর কর্ম্ম। ইহার করণ মন। আর ইহাই গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে—"ইন্দ্রিয় একাদশটি। তন্মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি"। এই ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত সপ্ত সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে যে অধিক সংখ্যা বলা হইয়াছে, তাহাও মনের বৃত্তিভেদপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। বৃত্তিভেদপ্রযুক্ত মন চতুর্ব্বিধ। মনের দ্বৈবিধ্য বিবক্ষা করিয়া কোনও স্থলে ইন্দ্রিয়সংখ্যা দ্বাদশ বলা হইয়াছে এবং মনের বৃত্তিভেদে মনের ত্রিত্ব বিবক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়সংখ্যা ত্রয়োদশ বলা

---

* সৌরভে ও কৌস্তুভে সূত্রের "গতি" শব্দ গমন অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূলকারের প্রদর্শিত অর্থ—প্রভাটীকানুসারী।

চতুর্দ্দশত্বং শ্রুতিভিরুচ্যতে। তথাত্বে চ সর্ব্বশ্রুতীনাং স্বার্থপরত্বে নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ সামঞ্জস্যমেব, অধিকসংখ্যা-কল্পনস্য বৈয়র্থ্যাৎ একাদশৈব প্রাণা ইতি সিদ্ধম্। ১৪৯।

অথ ইন্দ্রিয়াণাং পরিমাণবিবাদং পরিহরতি—“অণবশ্চ” (২।৪।৭) ইতি। প্রকৃতাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি বিভবঃ অণবঃ বা? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্, বিভব ইতি। কুতঃ? “তে এতে সর্ব্বে সমা অনন্তাঃ” ইতি অনন্তত্বশ্রুতেঃ। অত্র রাদ্ধান্তঃ—“অণবশ্চ”। প্রকৃতাঃ প্রাণা অণবঃ। এতৎ কুতঃ? “প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” (বৃঃ ৪।৩।২) ইতি উৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ। তেষামুৎক্রান্ত্যাদিষু পার্শ্বস্থৈরনুপ-লভ্যমানত্বাচ্চ। ন স্থৌল্যমপীতি ভাবঃ। ন চ অনন্তবিধায়কবাক্যবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, তস্য অসঙ্খ্যাতত্ব-বিধানপরত্বাৎ। যদ্বা “অথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তে” ইতি শ্রুত্যুক্তোপাসনার্থত্বাৎ। ন চ মনসোঽণুত্বে সর্ব্ব-দেহগতসুখদুঃখাদ্যনুভবাভাবপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্, তস্য সঙ্কোচবিকাশশীলত্বাৎ। অন্যথা ধ্রুবাদিবিষয়পর্য্যন্তানু-ভবানুপপত্তেঃ। অন্যেষাং চক্ষুরাদীনাং তেন বিনা অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি ভাবঃ। ১৫০।

“শ্রেষ্ঠশ্চ” (ব্রঃ সূঃ ২।৪।৮)। প্রাণসম্বাদে শরীরধারণহেতুতয়া নিশ্চিতো মুখ্যঃ প্রাণঃ শ্রেষ্ঠশব্দাভি-

---

হইয়াছে ও মনের চতুর্ব্বিধ বৃত্তি বিবক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দ্দশ বলা হইয়াছে। প্রদর্শিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের অধিক সংখ্যা কল্পনা ব্যর্থ বলিয়া ইন্দ্রিয়সংখ্যা একাদশটিই বুঝিতে হইবে। এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে ইতর প্রাণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা মুখ্য প্রাণ নহে। ১৪৯।

এক্ষণে ইন্দ্রিয়ের পরিমাণবিবাদ পরিহার করিতে যাইয়া সূত্রকার বলিতেছেন—“অণবশ্চ” (২।৪।৭)। ইহার অর্থ এই যে—ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা নিরূপিত হইল। এই ইন্দ্রিয় কি অণুপরিমাণ? অথবা বিভুপরিমাণ? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ইন্দ্রিয় বিভুপরিমাণ। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“এই সমস্ত প্রাণ সমপরিমাণ ও অনন্ত”। শ্রুতি প্রাণের অনন্তত্ব বলায় তাহা বিভুপরিমাণ হওয়া উচিত। সান্ত বস্তু অবিভু। কিন্তু বিভু বস্তুই অনন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার “অণবশ্চ” এই সূত্র বলিয়াছেন। সূত্রে “চ” শব্দ অবধারণার্থক। প্রকৃত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ অণুপরিমাণই হইবে। যেহেতু শ্রুতি প্রাণের উৎক্রমণের পরে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুৎক্রমণ বলিয়াছেন। উৎক্রান্ত্যাদি ক্রিয়া বিভু বস্তুর হইতে পারে না। প্রাণের উৎক্রান্তি, গতি প্রভৃতি পার্শ্বস্থ পুরুষের উপলব্ধ হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়ের স্থৌল্য নাই। যদি বলা যায়—তাহা হইলে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়সমূহকে যে অনন্ত বলা হইয়াছিল, তাহার বিরোধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ইন্দ্রিয় অসংখ্য বলিয়া অনন্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় বিভুপরিমাণ বলিয়া অনন্ত বলা হয় নাই। অথবা “যো হৈতাননন্তানুপাস্তে” এই শ্রুতিতে আনন্ত্যগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়ের উপাসনা বলা হইয়াছে। আনন্ত্যগুণযোগে ইন্দ্রিয়ের উপাসনার জন্যই “সর্ব্বে সমা অনন্তাঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে। অণু ইন্দ্রিয়ই আনন্ত্যগুণ-যোগে উপাসিত হইলে ফললাভ হইয়া থাকে। উপাসনার জন্য আনন্ত্যগুণযোগদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অণুত্বের বিরোধ হয় না। যদি বলা যায়—মনকে অণু স্বীকার করিলে দেহব্যাপী সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মন সঙ্কোচবিকাশশীল। মনের বিকাশপ্রযুক্তই দেহব্যাপী সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে। মনের বিকাশশীলতা স্বীকার না করিলে ধ্রুবাদি বিষয় পর্য্যন্তের অনুভব হইতে পারিত না। মন ব্যতীত চক্ষুরাদি কার্য্যকর হইতে পারে না। চক্ষুরাদি যেমন ধ্রুবাদি দেশ পর্য্যন্ত বিকাশী হইয়া থাকে, মনও সেইরূপ বিকাশী হইয়া থাকে। ১৫০।

এক্ষণে তৎপরবর্ত্তী মুখ্যপ্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ বর্ণনা করা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমেই

ধেয়ঃ। "প্রাণো বাবো জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি শ্রুতেঃ। স জায়তে ন বেতি সংশয়ে ন জায়তে, কুতঃ? "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস" (ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডল) ইতি শ্রুতৌ আনীদিতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণস্য সদ্ভাবাবগমাদিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—"শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি। শ্রেষ্ঠঃ মুখ্যঃ প্রাণোঽপি ভূতাদিবদুৎপদ্যতে, কুতঃ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যত্র মনস ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ তস্য পার্থক্যেনোৎপত্তিশ্রবণাৎ। ন চোক্তশ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্, তস্যাঃ পরমকারণব্রহ্মপরত্বাৎ। নাপি আনীদিতি পদং প্রাণসদ্ভাবে মানম্, "অবাতম্" ইতি বিশেষণশ্রবণাৎ। "অপ্রাণো হ্যমনা" (মুঃ ২।১।২) ইতি শ্রুত্যন্তরোক্তব্রহ্মলিঙ্গত্বাদবাতস্য অবাতমপ্রাণমিত্যর্থঃ। অন্যথা অদ্বিতীয়াদিশ্রুতিব্যাকোপাদিত্যর্থঃ। ১৫১।

"ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"। প্রাণঃ বায়ুতত্ত্বান্তর্গতঃ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপা তৎক্রিয়া চ ন ভবতি। কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ। ন চৈবং "যঃ প্রাণ স বায়ুঃ স এষঃ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান

প্রাণসংবাদে শরীরধারণের হেতুরূপে নিশ্চিত যে মুখ্য প্রাণ, তাহা সে স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের অভিধেয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশব্দদ্বারা সে স্থলে তাদৃশ মুখ্য প্রাণের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছাঃ ৫।১।১)। এই মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি আছে কি না এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি নাই। কারণ নাসদাসীয় সূক্তে বলা হইয়াছে—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি" ইত্যাদি। এই সূক্তের বিস্তৃত অর্থ পূর্ব্বে "পরাভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণনিরাস" প্রকরণে দেখান হইয়াছে। উক্ত সূক্তের যতটুকু এ স্থলে ধরা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে—"তখন সংহর্ত্তা মৃত্যু ছিল না, সুতরাং তখন অমৃত অর্থাৎ জীবন ছিল না। তখন রাত্রি ও দিনের জ্ঞাপক চন্দ্র-সূর্য্য ছিল না। মহাপ্রলয়ে এক ব্রহ্ম মায়ার সহিত বায়ুবিলক্ষণ জীবিতবৎ ছিলেন। সেই মায়াসহ ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টিকালে জায়মান অপর কিছু তখন ছিল না।" এই শ্রুতিতে যে "আনীৎ" এইরূপ বলিয়া প্রাণকর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই উৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতি হইতে জানা যায়।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠশ্চ" (২।৪।৮)। ইহার অর্থ—মুখ্য প্রাণও মহাভূতাদির মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩) এই শ্রুতিবাক্যে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্‌রূপে উৎপত্তি শুনা যায়। ইহাতে যদি বলা যায়—তাহা হইলে "ন মৃত্যুরাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ত হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতি পরমকারণ ব্রহ্মপর; কিন্তু প্রাণসদ্ভাবপর নহে। আর উক্ত শ্রুতিতে "আনীৎ" এই পদ সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ে প্রাণসদ্ভাবে প্রমাণও নহে। কারণ সেই স্থলেই "অবাতম্" এই বিশেষণটি আছে। সুতরাং এই "অবাতম্" বিশেষণশ্রবণ হইতেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ে মুখ্য প্রাণের সদ্ভাব কল্পনা করা যায় না। "অপ্রাণো হ্যমনা" এই অপর শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মের লিঙ্গ এই অবাতশব্দ। অবাত অর্থাৎ অপ্রাণ। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ প্রলয়ে প্রাণের সদ্ভাব স্বীকার করিলে অদ্বিতীয়াদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং মুখ্য প্রাণও মহাভূতাদির মতই উৎপন্ন হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫১।

সূত্রকার তৎপরে বলিয়াছেন—"ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" (২।৪।৯)। সেই মুখ্য প্রাণ বায়ুতত্ত্বের অন্তর্গতও নহে এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ তৎক্রিয়াও নহে। যেহেতু পৃথক্ উপদেশশ্রুতি আছে। মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" ইত্যাদি। সুতরাং পৃথক্ উৎপত্তিশ্রুতি আছে বলিয়া মুখ্যপ্রাণ

উদানঃ সমানঃ” ইতি শ্রবণবিরোধ ইতি বাচ্যম্, “প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ” ইতি শ্রুতেঃ। ন হি বায়ুরেব সন্ বায়োঃ পৃথগুপদিশ্যেত ইত্যর্থঃ। তথা ক্রিয়াখ্যঃ করণ-ব্যাপারোঽপি পৃথক্ত্বেনোপদিশ্যতে, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যত্র প্রাণস্য করণেভ্যঃ পৃথগুপদেশাৎ। ন হি সর্ব্বেষাং কারকাণামেকব্যাপারত্বসম্ভবঃ। প্রত্যেকং তেষাং ভিন্নব্যাপারত্ব-নিয়মাৎ। অন্যথা সর্ব্বেষামপি সর্ব্বব্যাপারকত্বাপত্তেঃ। ন চ “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ” ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধস্য তাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্, বায়ুরেবায়মধ্যাত্মভাবাত্মকাবস্থাপন্নঃ পঞ্চরূপাত্মনা বর্ত্তমানঃ প্রাণাখ্যয়া উচ্যতে, ন দ্রব্যান্তরং ন বা বায়ুমাত্রমিত্যবিরোধ উভয়শ্রুতেঃ। এতেন “সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি করণানাং সামান্যা বৃত্তিঃ প্রাণ ইতি সাংখ্যপক্ষো নিরস্তঃ। ১৫২।

ননু “সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি, প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন্ সম্বৃঙ্ক্তে প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্” ইতি প্রাণস্য শরীরেন্দ্রিয়াদীন্ প্রতি স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ স্বতন্ত্রঃ

বায়ুমাত্রও নহে এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ তৎক্রিয়াও নহে। যদি বলা যায়—তাহা হইলে ত “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইবে। যেহেতু উক্ত শ্রুতি প্রাণকে বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ।” এস্থলে বলা হইয়াছে—প্রাণ বায়ুদ্বারা ও তেজঃদ্বারা প্রকাশিত হয় ও তাপ প্রদান করে। তাহা হইলেই বুঝা যায়—প্রাণ ও বায়ু এক নহে। প্রাণ বায়ু হইলে তাহা বায়ু হইতে পৃথক্‌রূপে উক্ত শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইতে পারিত না। কারণ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” এই মুণ্ডকশ্রুতিতে করণ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্ উপদেশ আছে। ইন্দ্রিয়ব্যাপার প্রাণ হইলে ঐরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্ উপদেশ হইতে পারিত না ; কারণ তাহা ব্যর্থ। আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ সমস্ত কারকের এক ব্যাপার নহে ; তাহা কখনও সম্ভাবিতও নহে ; কারণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার, ইহাই নিয়ম। যাহা চক্ষুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা শ্রোত্রাদি-সাধ্য ব্যাপার নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারবান্। তাহা না হইলে সমস্ত করণই সমস্ত ব্যাপারবান্ হওয়ার আপত্তি হয় অর্থাৎ এক একটি ইন্দ্রিয়েই অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হওয়ার আপত্তি হয়। সুতরাং এক প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না।

ইহাতে যদি বলা যায়—তাহা হইলে “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ত থাকিয়াই গেল। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ প্রাণ সাক্ষাৎ মহাভূতবিশেষ বায়ু না হইলেও এই বায়ুই অধ্যাত্ম-ভাবাত্মকরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাপানাদি পঞ্চরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণ নামে কথিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রাণ বায়ু হইতে পৃথক্ দ্রব্য নহে এবং তাহা বায়ুমাত্রও নহে। আর এই জন্যই “এতস্মাজ্জয়তে প্রাণঃ” ইত্যাদি ও “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ” ইত্যাদি এই উভয় শ্রুতির অবিরোধ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইল—প্রাণ বায়ুমাত্র নহে, কিংবা ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপারও নহে ; কিন্তু অবস্থান্তরপ্রাপ্ত মহাভূতবিশেষ বায়ুই প্রাণ। আর তাহাতে উক্ত বিরোধও পরিহৃত হইল। আর এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা “সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ” এইরূপ বলিয়া সাংখ্যগণ যে ইন্দ্রিয়সমূহের সামান্যা বৃত্তিকে পঞ্চপ্রকার প্রাণ বলিয়া থাকেন, সেই সাংখ্যমতও নিরস্ত হইল। ১৫২।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—“সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি” ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সুপ্ত হইলে প্রাণই একমাত্র জাগরিত থাকে। প্রাণই একমাত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক অনাক্রান্ত হইয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে

প্রাণ ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—"চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১০।)। তুশব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যথা চক্ষুরাদীনি জীবকর্তৃত্বাদিব্যাপারং প্রতি করণানি, তথা মুখ্যঃ প্রাণোঽপি রাজমন্ত্রিবৎ উপকরণভূত এব, ন স্বতন্ত্রঃ। কুতঃ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ। শিষ্টিঃ শাসনং চক্ষুরাদিভিঃ সহ তস্যাপি শাসনশ্রবণাৎ প্রাণসম্বাদে। তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে, প্রাণশব্দপরিগৃহীত-করণেষু অস্য বিশিষ্যাভিধানমাদিশব্দেন গ্রাহ্যম্। "অথ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" ইত্যাদিষু বিশিষ্য অভিধানাৎ জীবং প্রতি চক্ষুরাদিবত্বপকারকত্বমিতি সিদ্ধম্। ১৫৩।

নমু যদি চক্ষুরাদিবদস্য জীবং প্রতি উপকরণত্বম্, তর্হি অস্য বিষয়রূপকার্য্যমপি দ্বাদশমঙ্গীকার্য্যম্, তথাচ একাদশসংখ্যাককার্য্যাভ্যুপগমসিদ্ধান্তভঙ্গঃ, ইত্যাশঙ্কায়াং সমাধানমাহ—"অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১১)। অত্র নোক্তদোষপ্রসঙ্গাবকাশঃ, চক্ষুরাদিবৎ মুখ্যপ্রাণস্য অকরণত্বাৎ জীবব্যাপারং প্রতি তস্য করণত্বাভাবাৎ। তর্হি কিমর্থোঽস্যাঙ্গীকারস্তত্রাহ—তথাহি দর্শয়তি। "হি" ইতি

আবরণ করিয়া থাকে। মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করে, সেইরূপ প্রাণ অপর ইন্দ্রিয়সমূহকে রক্ষা করিয়া থাকে।" এই শ্রুতিতে শরীরেন্দ্রিয়াদির প্রতি প্রাণের স্বাতন্ত্র্য অবগত হওয়া যায়। এজন্য প্রাণকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এইরূপ শঙ্কার সমাধানে সূত্রকার বলিয়াছেন—"চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ"। সূত্রে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য তুশব্দটি দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বর্গ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও জীবের ন্যায় প্রাণের স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই তুশব্দের অর্থ। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ জীবকর্তৃত্বাদি ব্যাপারের প্রতি করণ, এইরূপ মুখ্য প্রাণও করণই; কিন্তু স্বতন্ত্র নহে। রাজমন্ত্রী অপর অমাত্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও যেমন রাজকর্তৃত্বাদি ব্যাপারের প্রতি অপর অমাত্যবর্গের মত উপকারক, এইরূপ মুখ্যপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীবকর্তৃত্বাদি ব্যাপারের প্রতি অপর ইন্দ্রিয়বর্গের মত উপকারকই; মুখ্যপ্রাণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন নহে। ইহা জানা যাইবে কোথা হইতে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সূত্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—"তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ"। শিষ্টিশব্দের অর্থ শাসন। যেহেতু শ্রুতিগত প্রাণসংবাদপ্রকরণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মুখ্যপ্রাণেরও শাসন শুনা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমানজাতীয় যদি প্রাণ হয়, তবেই তাহাদের সহিত প্রাণের শাসন সম্ভাবিত হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতি হইতে চক্ষুরাদির সহিত মুখ্য প্রাণেরও শাসন শুনা যায় বলিয়া মুখ্য প্রাণ স্বতন্ত্র নহে। প্রাণশব্দদ্বারা পরিগৃহীত করণসমূহের মধ্যে এই মুখ্য প্রাণের বিশেষরূপে আদিশব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য "অথ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণের কথা বিশেষরূপে বলায় জীবের প্রতি প্রাণ চক্ষুরাদির মত উপকারক, ইহাই সিদ্ধ হয়। ১৫৩।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—যদি চক্ষুরাদির মত মুখ্য প্রাণ জীবের প্রতি উপকারকই হয়, তাহা হইলে এই মুখ্য প্রাণের বিষয়রূপ কার্য্যও একাদশ সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত দ্বাদশ বলিয়া একটি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে "একাদশ সংখ্যক কার্য্য" এইরূপ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি"। সূত্রস্থ "চ"শব্দটি উক্ত শঙ্কার উচ্ছেদের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দোষপ্রসঙ্গের অবকাশ নাই। কারণ চক্ষুরাদির মত জীবব্যাপারের প্রতি মুখ্য প্রাণের করণত্ব নাই। তাহা হইলে কি প্রয়োজনে প্রাণ স্বীকার করা হইয়াছে? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"তথাহি দর্শয়তি"। "হি" শব্দ নিশ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি মুখ্য প্রাণের ভিন্ন অর্থাৎ অসাধারণ কার্য্যান্তর দেখাইয়াছেন। শ্রুতিতে প্রাণসম্বাদে "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে" এইরূপ উপক্রম করিয়া "যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব

নিশ্চয়ার্থঃ। শ্রুতিস্তস্য ভিন্নমসাধারণং কার্য্যান্তরং দর্শয়তীত্যর্থঃ। তথাহি— প্রাণসম্বাদে "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে" ইত্যুপক্রম্য "যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স ব শ্রেষ্ঠঃ" (ছাঃ ৫।১।৬—৭) ইত্যুক্তে বাগাদীনাং প্রত্যেকমুৎক্রান্তৌ প্রবচনাদিবৃত্তিমাত্রহীনং যথাপূর্ব্বং জীবনং দর্শয়িত্বা প্রাণস্য উচ্চিক্রমিষায়াং বাগাদিশৈথিল্যাপত্তিং শরীরপাতপ্রসক্তিঞ্চ নিরূপ্য প্রাণাধীনাং দেহাদিস্থিতিং প্রাণাসাধারণকার্য্যভূতাং দর্শয়তি—"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যেথাহমেবৈতৎ পঞ্চধা আত্মানং বিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" (প্রঃ ২।৩) ইতি। কিঞ্চ "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ম্" ইতি চক্ষুরাদীনাং লয়ে প্রাণকৃতদেহাদিরক্ষাং দর্শয়তি। কিঞ্চ "কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি" ইতি "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদিনা প্রাণাধীনাং জীবস্য স্থিতিমুৎক্রান্তিং চ দর্শয়তীতি। ১৫৪।

ননু তথাপি নৈকত্বং প্রাণস্য অনেকত্বশ্রবণাৎ। তথাহি প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানশ্চেতি। অত্র প্রাগ্‌বৃত্তিরুচ্ছ্বাসাদিকর্ম্মা নাসাদিসঞ্চারী প্রাণঃ, অপানোঽর্ব্বাগ্‌বৃত্তিঃ নিঃশ্বাসাদিকর্ম্মা, বানস্তয়োঃ

দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—প্রাণসমূহ অর্থাৎ বাগাদি করণবর্গ প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য বলিতে লাগিল—আমিই শ্রেষ্ঠ হই, আমিই শ্রেষ্ঠ হই। তখন সেই প্রাণসমূহ পিতা প্রজাপতির নিকটে যাইয়া বলিল—হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তখন প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যে চলিয়া গেলে এই শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ মৃতের ন্যায় দেখা যাইবে, তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। তাহার পর শ্রুতি বাগাদি করণবর্গের প্রত্যেকের উৎক্রমণে শরীরের প্রবচনাদি বৃত্তিমাত্রশূন্য পূর্ব্ববৎ জীবন দেখাইয়া এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণেচ্ছামাত্রেই বাগাদি করণবর্গের শৈথিল্যপ্রাপ্তি ও শরীরপাতের প্রসক্তি নিরূপণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়বিধারণরূপ মুখ্য প্রাণের অসাধারণ কার্য্য দেখাইয়াছেন। মুখ্য প্রাণের অধীন দেহেন্দ্রিয়স্থিতি ; তাহাই প্রাণের অসাধারণ কার্য্য, ইহাই শ্রুতি প্রাণসম্বাদে দেখাইয়াছেন। আর ইহাই প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে যে "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যেথা" ইত্যাদি অর্থাৎ সেই করণবর্গকে শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলিয়াছিল—তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না। আমিই নিজকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তোমাদিগকে বিধারণ করিয়া রাখিব।" আরও কথা এই যে— "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ম্" এই শ্রুতিতে চক্ষুরাদির লয়ে প্রাণকৃত দেহাদির রক্ষা দেখান হইয়াছে এবং "কস্মিন্ অহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি" "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রুতি প্রাণাধীনা জীবের স্থিতি ও উৎক্রান্তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়ের বিধারণ মুখ্য প্রাণের অসাধারণ কার্য্য। ১৫৪।

ইহাতে আপত্তি এই যে—তাহা হইলেও প্রাণের একত্ব ত বলা যায় না। যেহেতু প্রাণের অনেকত্বই শুনা যায়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণের কথা শ্রুতি হইতে জানা যায়। তন্মধ্যে প্রাণ প্রাগ্‌বৃত্তি, উচ্ছ্বাসাদি তাহার কর্ম্ম এবং তাহা নাসাদিসঞ্চারী। অপান অর্ব্বাগ্‌বৃত্তি এবং নিঃশ্বাসাদি তাহার কর্ম্ম। ব্যান প্রাণাপানের সন্ধিতে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা বীর্য্যবৎ কর্ম্মের হেতু। উদান ঊর্দ্ধবৃত্তি এবং তাহা উৎক্রান্ত্যাদির হেতু। আর সমান সমভাবে সমস্ত অঙ্গে সঞ্চরণ করে। এইরূপে নাম, সংখ্যা ও কার্য্যভেদে পঞ্চ প্রাণের তত্ত্বান্তরত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তাহাতে সূত্রকার বলিয়াছেন—"পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে"। প্রাণ অপানাদি নামক পাঁচটি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণই। তাহারা তত্ত্বান্তর নহে। "এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" এই বাক্য হইতেই ইহা জানা যায়। তাহাতে সূত্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন "মনোবৎ"। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা" ইত্যাদি বাক্য হইতে যেমন কামাদিকে মনোবৃত্তি বলিয়া জানা যায়, এইরূপ "এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" এই বাক্য হইতেই

সন্ধৌ বর্ত্তমানো বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুঃ, উদানঃ উর্দ্ধবৃত্তিরুৎক্রান্ত্যাদিহেতুঃ, সমানঃ সমং সর্ব্বেষঙ্গেষু রসান্ নয়তীতি। এবং সংজ্ঞাসংখ্যাকার্য্যভেদাৎ তত্ত্বান্তরত্বমেব তেষামিতি চেদত্রাহ—"পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১২)। প্রাণাদিসংজ্ঞকা পঞ্চ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ এব, ন তত্ত্বান্তরম্। "এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মনোবদিতি। "কামঃ সঙ্কল্পঃ ·····ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতিবৎ। যথা সঙ্কল্পাদয়ো মনোবৃত্তিবিশেষাঃ, তথা প্রাণাপানাদয়োঽপি প্রাণবৃত্তয় ইত্যর্থঃ। স চাণুঃ "অণুশ্চ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৩) ইতি সূত্রাৎ। ব্যাখ্যাতপ্রায়মিদম্, ইতরপ্রাণোক্তন্যায়স্য অত্রাপি অবতরণীয়ত্বাৎ। নমু "সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" (বৃঃ ১।৩।২২) "প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং প্রাণেনাবৃতম্" ইতি বিভুত্বশ্রবণাৎ বিভুত্বমেব, অন্যথা উক্তশাস্ত্রবিরোধো দুষ্পরিহর ইতি চেন্ন, উক্তশ্রুতেঃ সমষ্টিপ্রাণপরত্বেনাবিরুদ্ধত্বাৎ। ১৫৫।

অথ ইন্দ্রিয়াণি স্বতন্ত্রতয়া স্বয়মেব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে? স্বস্বাধিষ্ঠাতৃদেবতাপ্রেরিতানি বা? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্, স্বয়মেব প্রবর্ত্তন্তে ইতি। কুতঃ? তেষাং তাদৃক্শক্তিমত্ত্বাৎ। অত্র ব্রূতে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৪)। জ্যোতিরাদিভিরগ্ন্যাদিভিঃ অধিষ্ঠানাধিষ্ঠিতং বাগাদি-

---

প্রাণাপানাদিকেও প্রাণবৃত্তি বলিয়া জানা যায় অর্থাৎ সঙ্কল্পাদি যেমন মনোবৃত্তিবিশেষ, এইরূপ প্রাণাপানাদি প্রাণবৃত্তিবিশেষ। ইহারা তত্ত্বান্তর নহে।

প্রাণের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রাণ অণুপরিমাণ। এইজন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন—"অণুশ্চ"। এই সূত্র প্রায় ব্যাখ্যাতই হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে "অণবশ্চ" সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অপর প্রাণসমূহের অর্থাৎ করণবর্গের অণুত্ব যে রীতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধেও সেই রীতির অবতারণা করিতে হইবে। উক্ত রীতিতে মুখ্য প্রাণেরও অণুত্বই বুঝিতে হইবে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ"। এইরূপ অপর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং প্রাণেনাবৃতম্"। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রাণের বিভুত্বই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং প্রাণের বিভুত্বই স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার না করিলে উক্ত শাস্ত্রের বিরোধ দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতি সমষ্টিপ্রাণপর। সমষ্টি প্রাণের কথাই উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা প্রাণের বিভুত্ব সিদ্ধ হয় না। ১৫৫।

অনন্তর সংশয় হইতে পারে যে—ইন্দ্রিয়সমূহ কি স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে? অথবা স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষীর কথা এই যে—ইন্দ্রিয়সমূহ স্বয়ংই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের তাদৃশ শক্তিমত্তা আছে। এতদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ"। ইহার অর্থ—জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বাগাদি করণসমূহ সেই সেই দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ইহাতে সূত্রকার হেতু দিয়াছেন—"তদামননাৎ"। অর্থাৎ কারণ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুগোলকে প্রবেশ করিলেন" ইত্যাদি। অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই ত্রিবিধ রূপদ্বারাই সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ারূপ ব্যবহারের সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

করণজাতং দেবতাপ্রবর্ত্তিতং সৎ স্বকার্য্যার্থং প্রবর্ত্ততে, ন স্বাতন্ত্র্যেণ। কুতঃ? তদামননাৎ। "অগ্নির্বাগ্-ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪) ইত্যাদি শ্রবণাৎ। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবৈঃ সর্ব্বজ্ঞান-ক্রিয়াব্যবহারসিদ্ধিরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্রাধ্যাত্মশব্দঃ করণপরঃ, অধিভূতশব্দো বিষয়পরঃ, অধিদৈবশব্দশ্চ করণাধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গবাচকঃ। "চক্ষুরধ্যাত্মং দ্রষ্টব্যমধিভূতমাদিত্যস্তত্রাধিদৈবতম্, শ্রোত্রমধ্যাত্মং শ্রোতব্যমধিভূতং দিশস্তত্রাধিদৈবতম্, নাসাধ্যাত্মং ঘ্রাতব্যমধিভূতং পৃথিবী তত্রাধিদৈবতম্, জিহ্বাধ্যাত্মং রসয়িতব্যমধিভূতং বরুণস্তত্রাধিদৈবতম্, ত্বগধ্যাত্মং স্পর্শয়িতব্যমধিভূতং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অত্র পৃথিবীশব্দেনাশ্বিনৌ লক্ষ্যেতে, শাস্ত্রান্তরবিরোধপরিহারার্থং জড়ায়াঃ প্রেরকত্বাসম্ভবাৎ। "বাগধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ। বক্তব্যমধিভূতঞ্চ বহ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। উক্তহেতোরাভাসত্বং নির্ণীতং ভবতি, রথাদীনাং শক্তিমত্ত্বেঽপি অনডুহাদিকং বিনা প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ অপ্রয়োজকত্বং জড়ত্বেন সৎপ্রতিপক্ষত্বঞ্চ। ইন্দ্রিয়াণি ন স্বাতন্ত্র্যযোগ্যানি জড়ত্বাৎ করণত্বাদ্বা রথাদিবচ্চেতি। তস্মাৎ শাস্ত্রাদিপ্রমাণবলেন পরাধিষ্ঠিতত্ব-সাপেক্ষত্বমেবেতি সিদ্ধম্। ১৫৬।

ননু যদি দেবতাধিষ্ঠিতত্বমেব তেষাঙ্গীক্রিয়তে, তর্হি তদধিষ্ঠাতৃদেবতানামেব ভোক্তৃত্বমপি স্বীকার্য্যং

তন্মধ্যে অধ্যাত্ম শব্দ করণের বাচক অধিভূত শব্দ বিষয়ের বাচক এবং অধিদৈব শব্দ করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাচক। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"চক্ষুরিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, দ্রষ্টব্য বিষয় অধিভূত এবং আদিত্য তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ শ্রোত্র অধ্যাত্ম, শ্রোতব্য অধিভূত এবং দিক্‌সমূহ তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ নাসা অধ্যাত্ম, ঘ্রাতব্য অধিভূত এবং পৃথিবী তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ জিহ্বা অধ্যাত্ম, রসয়িতব্য অধিভূত এবং বরুণ তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ ত্বক্ অধ্যাত্ম, স্পর্শয়িতব্য অধিভূত এবং বায়ু তাহাতে অধিদৈবত।" এস্থলে পৃথিবীকে যে অধিদৈবত বলা হইয়াছে, এই পৃথিবী পদের দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ তাহা হইলেই শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরোধ হয় এবং জড় পৃথিবীর প্রেরকত্বও সম্ভব নহে। আর স্মৃতিতেও আছে—"তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ বাক্ অধ্যাত্ম, বক্তব্য অধিভূত এবং বহ্নি তাহাতে অধিদৈবত, ইহা বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী ইন্দ্রিয়সমূহ স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া তাহাতে যে শক্তিমত্ত্ব হেতুটি দিয়াছেন, সেই হেতুর আভাসত্বই নির্ণীত হইয়া থাকে। যেহেতু রথাদির শক্তিমত্তা থাকিলেও বৃষাদি ব্যতীত রথাদির স্বয়ং প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। এজন্য উক্ত হেতুর অপ্রযোজকত্বই নির্ণীত হয়। আর ইন্দ্রিয়সমূহ জড় বলিয়াও উক্ত হেতুর সৎপ্রতিপক্ষত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। তাহা এইরূপ—ইন্দ্রিয়সমূহ স্বাতন্ত্র্যযোগ্য নহে, যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ জড় এবং করণ, যাহা যাহা জড় এবং করণ, সেই সমস্ত স্বাতন্ত্র্যযোগ্য নহে; যেমন রথাদি। অতএব শাস্ত্রাদি প্রমাণবলে ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্তিতে পরাধিষ্ঠিতত্ব অপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫৬।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—যদি ইন্দ্রিয়সমূহের দেবতাধিষ্ঠাতৃত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগেরই ভোক্তৃত্বও স্বীকার করা উচিত। কারণ চেতনই ভোক্তা হইয়া থাকে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ত চেতন। আর তাহা হইলে শরীরী জীবের ভোক্তৃত্বের অপ্রযোজকত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব জীবের না হইয়া দেবতাদিগেরই হইবে। এইরূপ আপত্তির সমাধানের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"প্রাণবতা শব্দাৎ"। "প্রাণ ইহার আছে" এইরূপ বাক্যে প্রাণশব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া প্রাণবান্ শব্দটি

চেতনত্বাৎ, তথাত্বে চ শারীরভোক্তৃত্বস্যাপ্রযোজকত্বাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারমাহ—"প্রাণবতা শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৫)। প্রাণোঽস্যাস্তীতি প্রাণবান্ তেন প্রাণবতা প্রাণোপলক্ষিতদেহেন্দ্রিয়াদিসমুদায়স্বামিনা শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধঃ, ন দেবতাদিভিঃ। কুতঃ? শব্দাৎ শ্রুতিমুখেন তথৈবাবগমাৎ। "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণম্" (ছাঃ ৮।১২।৪) ইত্যাদিশ্রুতিঃ শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধং দর্শয়তি। পরমপুরুষেণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানাং দ্বারি দ্বারপালানামিব করণপ্রবর্ত্তকত্বে নিরূপিতত্বাৎ, ন ভোক্তৃত্বাদিষু, ন হি স্বামিভোগে দ্বারপালানামধিকারঃ সম্ভবতি। তাসাং তদ্ভিন্নদিব্যভোগপ্রদানাচ্চ। তস্মাৎ ভগবদাজ্ঞয়া শারীরকরণানি স্বস্বকার্য্যে প্রেরয়ন্ত্যো দিব্যভোগং ভুঞ্জন্তি; শ্রীভগবদাজ্ঞাভঙ্গভিয়া নান্যত্র ভোগে তাসাং প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" (তৈঃ ২।৮), "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদিনা দেবতানাং পরনিযোজ্যত্বশ্রবণাৎ। "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (গীঃ ১৫।১৫) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। কিঞ্চ "তস্য চ নিত্যত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৬)। তস্য করণসম্বন্ধস্য শারীরেণৈব নিত্যত্বাৎ ন দেবতাভিরিতি সূত্রার্থঃ। উৎক্রান্ত্যাদৌ তদনু-

---

নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাণবতা প্রাণোপলক্ষিত দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়ের স্বামী জীবের সহিতই ইন্দ্রিয়সমূহের সম্বন্ধ; দেবতাদিগের সহিত নহে। ইহাতে হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সূত্রকার বলিয়াছেন "শব্দাৎ"। যেহেতু শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে তাহাই জানা যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন—"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণম্" ইত্যাদি। এই শ্রুতির অর্থ—"তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় আকাশের অর্থাৎ কৃষ্ণতারকার যে স্থলে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চাক্ষুষ পুরুষ বর্ত্তমান। চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য। আর যিনি বুঝিতেছেন আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, তিনিই জীবাত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য।" ইত্যাদি শ্রুতি জীবের সহিতই ইন্দ্রিয়সমূহের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। প্রভু-কর্ত্তৃক যেমন দ্বারে দ্বারপাল নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্ত্তকত্বে নিরূপিত হইয়াছেন। দেবতাবর্গ ভোক্তৃত্বে নিরূপিত হন নাই। প্রভুর ভোগে দ্বারপালগণের অধিকার সম্ভব নহে। এইরূপ জীবের ভোগে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের অধিকার নাই।, কারণ পরমেশ্বর দেবতাদিগের সম্বন্ধে তদ্ভিন্ন দিব্যভোগই বিধান করিয়াছেন। সুতরাং দেবতারা ভগবানের আজ্ঞায় জীবের করণবর্গকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দিব্যভোগ ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের আজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে অন্য ভোগে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, তাঁহার ভয়ে অগ্নি, চন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"হে গার্গি! এই অক্ষর পরমেশ্বরেরই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে"। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দেবতাগণ যে পরমেশ্বরনিযোজ্য তাহা জানা যায়। আর গীতাস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। সুতরাং শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই সমর্থিত হয়। সূত্রকার আরও হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন —"তস্য চ নিত্যত্বাৎ"। যেহেতু সেই করণসম্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কিন্তু দেবতাদিগের সহিত নহে, ইহাই এই সূত্রের অর্থ। উৎক্রান্ত্যাদিতে করণবর্গের জীবানুবৃত্তিই দেখা যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জীবাত্মা উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তৎপশ্চাৎ উৎক্রমণ করে এবং প্রাণ তৎপশ্চাৎ উৎক্রমণ করিতে থাকিলে

বৃত্তিদর্শনাৎ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎকরণাধিষ্ঠাতৃ-দেবানাং সত্ত্বেঽপি শারীরস্যৈব ভোক্তৃত্বং ন দেবতানামিতি সিদ্ধম্। ১৫৭।

অত্র কৈশ্চিৎ তদিদং জীবস্যাগ্ন্যাদিদেবতানাঞ্চ প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং কি স্বায়ত্তম্? পরায়ত্তং বা? ইতি বিশয়ে স্বায়ত্তমিতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্" (২।৪।১৪) ইতি। প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং "তদামননাৎ" তস্য পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ? "শব্দাৎ"। ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ পরমপুরুষামননায় তত্ত্বং শাস্ত্রাদিতি সিদ্ধান্তিতম্, তচ্চিন্ত্যম্। যদ্যপি চেতনাচেতনস্বরূপস্থিত্যাদিকং পরমেশ্বরায়ত্তমিতি সর্ব্বসম্মতম্, অস্মাকন্তু অভীষ্টতমমেব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তথাপি উক্তার্থস্য "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (২।৩।৪০) "ইত্যাদ্যুক্তশাস্ত্রেণৈব সিদ্ধতয়া পৌনরুক্ত্যদোষস্য অবশ্যম্ভাবাদিতি মনীষিভিরনুসন্ধেয়ম্"। ১৫৮।

ননু যথা প্রাণাপানাদয়ো মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিবিশেষাঃ, তথেতরে প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়োঽপি তদ্বৃত্তয় এব, ন তত্ত্বান্তরাণি। কুতঃ? তথৈব শ্রূয়মাণত্বাৎ। "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি" (বৃঃ ১।৫।২১) ইত্যাদিনা। কিঞ্চ প্রাণৈকশব্দশ্রবণাদপি তত্ত্বাভেদো নিশ্চীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য উত্তরমাহ—"ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৭)। তে প্রকৃতাঃ প্রাণা বাগাদয় ইন্দ্রিয়াণি উচ্যন্তে, তানি তত্ত্বান্তরাণ্যেব, ন

সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণের পশ্চাৎ উৎক্রমণ করিতে থাকে।" অতএব করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিদ্যমান থাকিলেও শরীরী জীবেরই ভোক্তৃত্ব, দেবতাদিগের নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫৭।

এই স্থলে অর্থাৎ এই জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে- এই যে জীবের ও অগ্ন্যাদি দেবতার প্রাণবিষয়ক অর্থাৎ করণবিষয়ক অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠান কি তাহাদের স্বায়ত্ত? কিংবা পরায়ত্ত? এইরূপ সংশয়ে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তাহা তাহাদের স্বায়ত্ত, তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"জ্যোতি-রাদ্যধিষ্ঠানন্ত" ইত্যাদি। "প্রাণবতা"—জীবের সহিত "জ্যোতিরাদীনাং"—অগ্ন্যাদি দেবতার করণবিষয়ক অধিষ্ঠান "তদামননাৎ" সেই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া থাকে। ইহাতে হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "শব্দাৎ"। ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাদিগের ও জীবাত্মার পরমপুরুষের সঙ্কল্প হইতেই তাহা হইয়া থাকে; যেহেতু শাস্ত্রে তাহাই আছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহ কেহ করিয়া থাকেন। ইহা মনীষিগণের চিন্তনীয়। কারণ যদিও চেতনস্বরূপ ও অচেতন-স্বরূপের স্থিতি প্রবৃত্ত্যাদি পরমেশ্বরায়ত্তই, ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বসম্মত এবং আমাদেরও অভীষ্টই, তথাপি এই প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারাই সিদ্ধ আছে বলিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত এস্থলে করিলে পুনরুক্তি-দোষ অবশ্যই হইয়া পড়িবে। ইহা মনীষিগণের অনুসন্ধান করা উচিত। ১৫৮।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—যেমন প্রাণ অপানাদি মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ, সেইরূপ অপর প্রাণ চক্ষুরাদিও মুখ্যপ্রাণেরই বৃত্তি; তাহারা তত্ত্বান্তর নহে। কারণ তাহাই শ্রুতি হইতে জানা যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—"হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্"। ইহার অর্থ—"সমস্ত ইন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণেরই রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সমস্ত ইন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণেরই রূপ হইয়া থাকে।" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তি বলিয়া জানা যায়। আরও কথা এই যে—শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে এক প্রাণশব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এক প্রাণশব্দ শ্রবণ হইতেও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বাভেদ অর্থাৎ এক তত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ"

মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তয়ঃ। কুতঃ? "তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ"। শ্রেষ্ঠাদন্যত্র মুখ্যপ্রাণং বিনা তদ্ভিন্নতয়েতি যাবৎ। তেষাং বাগাদীনাং শ্রুতৌ ব্যপদেশাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিনা। তন্নু তর্হি মনসোঽপি নেন্দ্রিয়ত্বম্, পৃথগুপদেশাবিশেষাৎ ইতি চেন্ন, তস্য মনসঃ শ্রুতিব্যাখ্যারূপস্মৃতৌ হি ইন্দ্রিয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। "দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইতি শ্রুতেশ্চ। সমানজাতীয়ত্বে একাং জাতিং ক্রিয়াং গুণঞ্চাশ্রিত্য সংখ্যাপ্রয়োগঃ প্রবর্ত্ততে, যথা "অষ্টৌ গ্রহাঃ"। রূপাদিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বাচ্চ ইন্দ্রিয়ত্বং মনস ইতি ভাবঃ। নন্বু কথং তর্হি চক্ষুরাদৌ প্রাণশব্দপ্রয়োগ ইতি চেন্ন, প্রাণাধীনপ্রবৃত্তিকত্বেন ইন্দ্রিয়াণাং তত্তানির্দ্দেশস্য গৌণত্বেনাবিরোধাৎ। "তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি শ্রুতেঃ। মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্য ইন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। ১৫৭।

কিঞ্চ "ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ" (ব্র সূঃ ২।৪।১৮)। মুখ্যপ্রাণস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভেদশ্রবণাদপি মুখ্যপ্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং তত্ত্বান্তরত্বমিত্যর্থঃ। "তে হ বাচমূচুঃ" (বৃঃ ১।৩।২) ইত্যুপক্রম্য বাগাদীনামসুর-

---

ইহার অর্থ—সেই মুখ্য প্রাণভিন্ন অপর প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই বাগাদি তত্ত্বান্তরই; মুখ্য প্রাণের বৃত্তি নহে। ইহাতে হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—"তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ"। "অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ"—যেহেতু মুখ্য প্রাণ বিনা অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্নরূপে "তদ্ব্যপদেশাৎ"—সেই বাগাদির শ্রুতিতে "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইহাদ্বারা ব্যপদেশ করা হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্নরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের নির্দ্দেশ করাতেই বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বান্তরত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—তাহা হইলে ত মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব হইতে পারিবে না। কারণ উক্ত শ্রুতিতেই মনেরও পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকায় যেমন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব, সেইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকায় মনও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব হউক। পৃথক্ ব্যপদেশরূপ হেতু ত উভয়ত্র তুল্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যারূপ স্মৃতি গীতাতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ" (১৩।৫)। আর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকদশ" ইতি। সমানজাতীয় হইলেই এক জাতি, ক্রিয়া ও গুণকে আশ্রয় করিয়া সংখ্যাপ্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন—"অষ্টৌ গ্রহাঃ"। আর চক্ষুরাদির মত রূপাদি জ্ঞানের হেতু বলিয়াও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—তাহা হইলে কি প্রকারে চক্ষুরাদিতে প্রাণশব্দের প্রয়োগ হয়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তি প্রাণাধীন। এজন্য প্রাণশব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু ঐরূপ নির্দ্দেশ গৌণ। সুতরাং ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়সমূহ এই প্রাণদ্বারা কথিত হইয়া থাকে। প্রাণশব্দ মুখ্য প্রাণকেই বিষয় করে। আর সেই প্রাণশব্দ ইন্দ্রিয়সমূহে প্রযুক্ত হইলে তাহা লাক্ষণিক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ১৫৭।

বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যে মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর, ইহাতে সূত্রকার আরও হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ"। মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভেদশ্রবণ আছে বলিয়াও মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বান্তরত্ব সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "তে হ বাচমূচুঃ" এইরূপে উপক্রম করিয়া অসুরবিধ্বস্ত বাগাদির উপন্যাস করতঃ সেই প্রকরণের উপসংহারে "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" এইরূপে অসুরবিধ্বংসী মুখ্য প্রাণের পৃথক্রূপে উপক্রম করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ভেদশ্রবণ আছে বলিয়া মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বান্তরত্ব সিদ্ধ হয়। আর

বিধ্বস্তানামুপন্যাসং কৃত্বা তৎপ্রকরণোপসংহারে "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" (বৃঃ ১।৩।৭) ইত্যস্তুরবিধ্বংসিনো মুখ্যস্য প্রাণস্য পৃথক্‌কৃত্বেনোপক্রমাৎ। অত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—"বৈলক্ষণ্যাচ্চ"। মুখ্যপ্রাণাদিতরেষাং বৈলক্ষণ্যাদপি তত্ত্বান্তরত্বমিতি সূত্রার্থঃ। তথাহি—প্রাণস্য বাগাদিষু সুপ্তেষু জাগরণম্, ইন্দ্রিয়াণাং মৃত্যুব্যাপ্তত্বেন প্রাণস্য মৃত্যুনা অনাপ্তত্বম্, তেষাং বিষয়-গ্রহণহেতুত্বম্, প্রাণস্য তু দেহাদিধারণ-পাতনহেতুত্বম্ চ শ্রুতিষু দর্শনাদ্ বৈলক্ষণ্যেন তত্ত্বান্তরমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েষু শ্রবণালোচনাদ্যসাধারণবৃত্তয়ঃ, প্রাণস্য তু সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু পরিস্পন্দরূপাসাধারণবৃত্তিরিতি বিবেকঃ। অত্র প্রমাণভূতাঃ শ্রুতয়স্তু পূর্ব্বমেব পঠিতা অনুসন্ধেয়া ইতি সংক্ষেপঃ। ১৬০।

ননু "তত্তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।১) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ" (মুঃ ২।২।৩) ইত্যাদিজগৎসৃষ্টিবিষয়শ্রুতীনাং পরস্পরবিরুদ্ধসৃষ্টিক্রমত্বদর্শনাৎ ইতরেতরবাধ্যবাধকভাবাপত্ত্যা হ্যেকতমস্যাপি ক্রমস্য প্রামাণিকত্বং ন স্যাৎ সর্ব্বেষামপি শ্রৌতত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন, গুণোপসংহারন্যায়েন ন্যূনাধিকসংখ্যোপক্রমস্য পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমস্যাবিরোধেন সর্ব্বস্যাপি সামঞ্জস্যাৎ তথাচোক্তং বিবরণকারৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যচরণৈঃ "গুণোপসংহারন্যায়েন সর্ব্বস্য বাক্যজাতস্য সামঞ্জস্যমেব" ইত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি—সৃষ্টিক্রমশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে কয়াচিদ্ ব্যবস্থয়ৈব ভাব্যম্,

---

"বৈলক্ষণ্যাচ্চ" মুখ্য প্রাণ হইতে অপর প্রাণসমূহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াও ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বান্তরত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই সূত্রার্থ। তদুভয়ের বৈলক্ষণ্য এইরূপ :—(১) বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সুপ্ত হইলেও প্রাণ জাগরিত থাকে। (২) ইন্দ্রিয়সমূহ মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত হইলেও প্রাণ মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত হয় না। (৩) ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়গ্রহণের হেতু এবং প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির ধারণ ও পাতনের হেতু। এই সকল বিষয় শ্রুতিতে দেখা যায় বলিয়া মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের বৈলক্ষণ্য আছে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্বান্তরত্বই সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণ, আলোচন প্রভৃতি অসাধারণ বৃত্তি আছে। আর প্রাণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ে পরিস্পন্দনরূপ অসাধারণ বৃত্তি আছে, ইহাই এতদুভয়ের পার্থক্য। এই বিষয়ে প্রমাণভূত শ্রুতিবাক্যসমূহ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৬০।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—সৃষ্টিক্রম দেখাইতে গিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তৎ তেজোঽসৃজত"। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"। আর মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি। এই সকল জগৎসৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টিক্রম পরস্পর বিরুদ্ধ দেখা যায়। এজন্য এই সকল শ্রুতিবাক্যের পরস্পর বাধ্য-বাধকভাবের আপত্তি হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে একটি শ্রুতিবাক্যও প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিসমূহের পরস্পর বাধ্যবাধকভাবের আপত্তি হয় বলিয়া একটি শ্রুতিরও প্রামাণিকত্ব থাকিতে পারে না। কারণ সকল শ্রুতিবাক্যই শ্রৌত। শ্রৌতত্ব প্রত্যেকেই আছে ; এজন্য একটি বাধ্য ও অপরটি বাধক এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং কোনও শ্রুতিরই প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ তত্ত্বসমূহের সৃষ্টিক্রম বলিতে গিয়া বিভিন্ন শ্রুতিতে যে ন্যূন বা অধিক সংখ্যার উপক্রম করা হইয়াছে এবং পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম দেখান হইয়াছে, তাহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও গুণোপসংহারন্যায়ে তাহাদের অবিরোধ হয় বলিয়া সমস্ত শ্রুতিবাক্যেরই সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। গুণোপসংহারন্যায় কথার অর্থ—ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ন্যূন বা অধিক সংখ্যার উপক্রম করা হইলে

অন্যথা একতমস্যা অপি শ্রুতের্বাধায়ামর্দ্ধনাস্তিকত্বাপত্তেঃ। তত্র প্রলয়শ্রুতেঃ প্রবলত্বাৎ তদনুসারেণ সর্ব্বাস্বপি সৃষ্টিবিষয়কাসু শ্রুতিষু গুণোপসংহারন্যায়েন সৃষ্টিক্রমোপন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাত্বে তু ন কশ্চিদ্বিরোধলেশাবকাশঃ। তথৈবাম্নায়তে সুবালোপনিষদি লয়ক্রমঃ—"পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়ত আপস্তেজসি প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ বিলীয়তে বায়ুরাকাশে বিলীয়ত আকাশ ইন্দ্রিয়েষু ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে অব্যক্তমক্ষরে অক্ষরং তমসি তমঃ পরে দেবে একীভবতি" (২) ইত্যাদিনা। ব্যাখ্যাতা চেয়ং শ্রুতির্বৈষ্ণবে শ্রীপরাশরেণ "জগৎ-প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। তেজস্যাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে। বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।" ইত্যুক্ত্বা "প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভা-বেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি। পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ। বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥" ইত্যাদিনেতি সংক্ষেপঃ। ১৬১।

"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৯)। ছান্দোগ্যে সৎপ্রকরণে "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি নামরূপব্যাকরণমাম্নাতম্। তত্র সংশয়ঃ—

এবং পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের ব্যত্যয় দেখা গেলে অধিকসংখ্যাগত স্থল হইতে ন্যূনসংখ্যাগত স্থলে অধিকসংখ্যা ও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম সংযোজন করিতে হয়। তদ্দ্বারাই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। এজন্যই বিবরণকার পুরুষোত্তমাচার্য্য বলিয়াছেন—"গুণোপসংহারন্যায়ে সমস্ত বাক্যেরই সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। ইহাই বলা হইল যে—সৃষ্টিক্রমবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ হইলে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে একটি শ্রুতিরও বাধ হইলে তাহাতে অর্দ্ধনাস্তিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাতে প্রলয়শ্রুতিই প্রবল বলিয়া তদনুসারে গুণোপসংহারন্যায়ে সৃষ্টিবিষয়ক সমস্ত শ্রুতিতেই সৃষ্টিক্রমের উপন্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা করা হইলেই আর কোনও বিরোধের বিন্দুমাত্রেরও অবসর থাকে না। আর সেইরূপই সুবালোপ-নিষদে লয়ক্রম বলা হইয়াছে—"পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়। এইরূপে আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ ও পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমঃতে অর্থাৎ মায়াতে এবং মায়া পরমদেবতাতে লীন হইয়া থাকে"। শ্রীপরাশর বৈষ্ণবতন্ত্রে এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হে দেবর্ষে! জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রলয় এইরূপ—পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অব্যক্তে লীন হইয়া থাকে।" এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"আমি যে ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি, এই উভয়ই পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে। বিষ্ণুনামক পরমাত্মা পরমেশ্বর সমস্তের আধার; তিনিই সমস্ত বেদে ও বেদান্তে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন"। ১৬১।

অতঃপর সূত্রকার বলিয়াছেন—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে সৎপ্রকরণে বলা হইয়াছে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যাদি। তাহার অর্থ—"সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আচ্ছা, আমি এই জীবাত্মস্বরূপে এই তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আমি এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি।" এইরূপে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে নামরূপের ব্যাকরণ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে সংশয় এই যে—এই নামরূপব্যাকরণরূপ ব্যাপারের আশ্রয় কি জীব? অথবা পরমাত্মা? শাস্ত্র হইতে কি পাওয়া যায়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এই নাম-রূপের ব্যাকরণরূপ ব্যাপারের আশ্রয় জীব। কারণ উক্ত শ্রুতিতেই

এতন্নামরূপব্যাকরণব্যাপারাশ্রয়ো জীবঃ পরমাত্মা বেতি, কিং তাবৎ প্রাপ্তম্, জীব এবেতি। কুতঃ? "জীবেনাত্মনা" ইতি বিশেষোক্তেঃ। যথা "চারেণাহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানি" ইতি প্রয়োগে চারকর্তৃকমেব পরসৈন্যপ্রবেশকলনং হেতুকর্তৃত্বেন রাজ্ঞি উপচর্য্যতে উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণৈব, তথা জীবকর্তৃকমেব তন্নামরূপব্যাকরণং হেতুকর্তৃত্বেন পরমাত্মনি উপচর্য্যতে উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণেতি। অত্র রাদ্ধান্তঃ—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ" ইতি। সংজ্ঞা চ মূর্ত্তিশ্চ সংজ্ঞামূর্ত্তী, তয়োঃ ক্লৃপ্তিঃ সমর্থনং ব্যাকরণম্, সা চ ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ ত্রিবৃতিকর্ত্তুঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম, ন জীবস্য। কুতঃ? উপদেশাৎ, "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যাদিনা "ব্যাকরবাণি" ইত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বোপদেশাৎ। ব্যাকরণপ্রবেশয়োঃ সমানকর্তৃত্বোপপত্তেশ্চ ইতি সূত্রার্থঃ। ১৬২।

নন্থ "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি বিশেষশ্রবণাজ্জীবস্যৈব কর্তৃত্বং যুক্তমিতি চেন্ন, নামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ কর্তৃত্বে জীবস্য সামর্থ্যাভাবাৎ। অন্যথা প্রলয়েঽপি তস্য কর্তৃত্বসামর্থ্যযোগে প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গাৎ। এতেন সমষ্টিজীবাভিমানিচতুর্ম্মুখস্যৈব নামরূপব্যাকরণং কর্ম্মেতি পক্ষোঽপি নিরস্তঃ। তস্যাপি ত্রিবৃৎকৃতনির্ম্মিতব্রহ্মাণ্ডজন্মানন্তরোৎপত্তিকত্বাৎ। "তস্মিন্নেবাভবদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ" ইতি স্মরণাৎ। কিঞ্চ ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যবগম্যতে, প্রত্যেকং নামরূপব্যাকরণস্য

"অনেন জীবেন আত্মনা" এইরূপ বিশেষ উক্তি আছে। "চরদ্বারা আমি পরসৈন্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কলন করিব" এইরূপ প্রয়োগে চরকর্তৃক পরসৈন্যে প্রবেশ ও সঙ্কলনই যেমন হেতুকর্ত্তা বলিয়া রাজাতে উপচরিত হইয়া থাকে, ইহা উত্তমপুরুষের প্রয়োগদ্বারাই জানা যায়, সেইরূপ জীবকর্তৃক নাম-রূপের ব্যাকরণই হেতুকর্ত্তা বলিয়া পরমাত্মাতে উপচরিত হইয়া থাকে, ইহা উত্তমপুরুষপ্রয়োগদ্বারাই জানা যায়। এইরূপ আপত্তির সমাধানে সূত্রকার বলিয়াছেন—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্ত" ইত্যাদি। সংজ্ঞা নাম ও মূর্ত্তি রূপ, তদুভয়ের ক্লৃপ্তি ব্যাকরণ ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম; জীবের নহে। "উপদেশাৎ" যেহেতু "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যাদিদ্বারা শ্রুতি "ব্যাকরবাণি" এইরূপ উত্তমপুরুষের প্রয়োগ করায় পরমেশ্বরেই ব্যাকরণকর্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন। আর এই নাম-রূপের ব্যাকরণ পরমেশ্বরের কর্ম্ম হইলেই অনুপ্রবেশ ও ব্যাকরণের সমানকর্তৃত্বের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্যও উক্ত ব্যাকরণ পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম। জীবের নহে। ১৬২।

ইহাতে যদি বলা যায়—"অনেন জীবেন আত্মনা" এইরূপ বিশেষ শ্রবণ হইতে জীবেরই উক্ত ব্যাকরণের কর্তৃত্ব হওয়া সমীচীন হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ নাম-রূপব্যাকরণের পূর্ব্বে কর্তৃত্বে জীবের সামর্থ্য নাই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্তৃত্ববিষয়ে সামর্থ্য অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাণসামর্থ্য জীবের নাই। থাকিলে প্রলয়েও জীবের কর্তৃত্বসামর্থ্য থাকায় প্রলয়ের অভাবপ্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। জগন্নির্ম্মাণে সামর্থ্যবান্ জীব প্রলয়েও থাকে বলিয়া জীবকর্তৃক প্রলয়ে জগন্নির্ম্মাণ হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। ইহাদ্বারা যাঁহারা বলিয়া থাকেন—সমষ্টি জীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারই এই নাম-রূপের ব্যাকরণরূপ কর্ম্ম, তাঁহাদের মতও নিরস্ত হইল। কারণ সেই ব্রহ্মাও ত্রিবৃৎকৃত মহাভূতদ্বারা নির্ম্মিত যে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু স্মৃতিতে বলা হইয়াছে "সেই ব্রহ্মাণ্ডেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া থাকেন"।

আরও কথা এই যে—ত্রিবৃৎকরণ পূর্ব্বকই এই নাম-রূপের ব্যাকরণ অবগত হওয়া যায়। আর "তৎতেজোঽসৃজত" ইত্যাদি তেজ, জল ও অন্নের উৎপত্তিশ্রুতিদ্বারাই প্রত্যেক নাম-রূপের ব্যাকরণের নির্ণয় হইয়াছে। কারণ নামরূপের ব্যাকরণ ব্যতীত তেজ, জল ইত্যাদি নামদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। তেজঃ প্রভৃতি নাম

তেজোঽবন্নোৎপত্তিবচনেনৈব নির্ণয়াৎ, নামরূপব্যাকরণং বিনা তেজোঽবন্নমিত্যাদিনাম্না নির্দ্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ। তেজ ইত্যাদিনামাদ্যভাবে কেন নির্দ্দিশেৎ। যথা নামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ দেবদত্তস্য পুত্রা ইতি সামান্য-নির্দ্দেশে সত্যপি দেবদত্তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ যজ্ঞদত্তোঽগ্নিদত্তো ব্রহ্মদত্তশ্চেতি নির্দ্দেশাসম্ভবঃ, নামাদি-ব্যাকরণোত্তরং তু সম্ভবত্যেব, তথা নামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ পরমেশ্বরসৃজ্যমিদং জগদিতি সামান্যেন নির্দ্দেষ্টুং শক্যেঽপি তেজোঽবন্নমিতি নামাদিবিশেষবিভাগেন বক্তুমশক্যত্বাৎ। ব্যাকরণে তু সম্ভবতীতি ভাবঃ। তচ্চ ত্রিবৃৎকরণং অগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসু শ্রুত্যা দর্শিতম্—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছাঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা। তত্রাগ্নিরিতি রূপব্যাকরণং রূপপ্রাগ-ভাবে তদনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। রূপব্যাকরণমেব বিষয়োপলব্ধেরসাধারণহেতুরিত্যর্থঃ। তথৈবাগ্নিরিতি বর্ণসমুদায়রূপং নামব্যাকরণমেবমাদিত্যাদিষ্বপি বিবেচনীয়ম্। এতেনৈব পার্থিবাপ্যতৈজসেষপি পদার্থেষু ত্রিবৃৎকরণং সূপপন্নম্। উপক্রমোপসংহারসাধারণ্যাৎ। তত্র "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি" ইতি উপক্রমসামান্যাৎ। "যদ্রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপম্" ইত্যুপসংহার-সাম্যাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। যচ্চোক্তং চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য ইত্যাদি তত্তুচ্ছম্, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। রাজচারয়োরত্যন্তভেদেন পৃথক্সিদ্ধত্বাৎ, প্রকৃতে জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বেন তদপৃথক্সিদ্ধত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তিনো

না থাকিলে কাহার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইবে। যেমন নামরূপব্যাকরণের পূর্ব্বে "দেবদত্তের পুত্রগণ" এইরূপ সাধারণভাবে নির্দ্দেশ হইতে পারিলেও "দেবদত্তের তিন পুত্র—যজ্ঞদত্ত, অগ্নিদত্ত ও ব্রহ্মদত্ত" এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ অসম্ভব; নামাদি ব্যাকরণের পরে তাহা সম্ভবই হইয়া থাকে, সেইরূপ নামরূপ ব্যাকরণের পূর্ব্বে "পরমেশ্বরসৃজ্য এই জগৎ" এইরূপ সামান্যভাবে নির্দ্দেশ করা গেলেও "তেজ, জল, অন্ন" এইরূপ নামাদি বিশেষ বিভাগ করিয়া বলা অসম্ভব; কিন্তু নামরূপাদি ব্যাকরণের পরে তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিবৃৎকরণ নামরূপব্যাকরণ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া তেজ, জল ইত্যাদি নামরূপব্যাকরণ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে প্রকৃত "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই নামরূপব্যাকরণও পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইত্যাদি। তাহাতে "অগ্নি" ইহা রূপব্যাকরণ; রূপের প্রাগভাবে তাহার অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ রূপব্যাকরণই বিষয়-উপলব্ধির অসাধারণ হেতু। সেইরূপ "অগ্নি" এই বর্ণসমুদায়রূপ নামব্যাকরণ। অগ্নিতে ত্রিবৃৎকরণ দেখান হইল। এইরূপ আদিত্যাদিতেও ত্রিবৃৎকরণ বুঝিতে হইবে। এই যে ত্রিবৃৎকরণ দেখান হইল, ইহাদ্বারাই পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থসমূহেও ত্রিবৃৎকরণ উপপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু এইরূপ ত্রিবৃৎকরণই উপক্রমোপসংহারসাধারণ। তন্মধ্যে উপক্রমে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে—"ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি। আর উপসংহারে সাম্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে—"যদ্রু রোহিতমিবাভূৎ" ইত্যাদি। প্রসঙ্গপ্রাপ্ত ত্রিবৃৎকরণের কথা সংক্ষেপে বলা হইল।

আর পূর্ব্বপক্ষী যে উক্ত নাম-রূপ-ব্যাকরণরূপ ব্যাপারের আশ্রয় জীব বলিয়া তাহা সমর্থন করিতে যাইয়া "চারেণাহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানি" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও তুচ্ছ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর; কারণ দৃষ্টান্তবৈষম্য হইয়াছে অর্থাৎ বিষম দৃষ্টান্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত রাজা ও অনুচর অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া

জীবস্য তদ্‌বহির্ভূতপদার্থানাং নামরূপব্যাকরণাসম্ভবাৎ, চতুর্ম্মুখাদেঃ স্বস্বসৃজ্যানাং নামাদিব্যাকরণে শক্তিমত্ত্বেঽপি স্বস্য স্বপ্রাক্‌বস্তূনাং চ নামাদিব্যাকর্ত্তৃত্বে ন শক্তিরিতি ধ্বন্যর্থঃ। ১৬৩।

কিঞ্চ জীববুদ্ধ্যগোচররচনস্য জগতো নামাদিব্যাকৃতৌ পরমেশ্বরস্যৈব সমর্থত্বান্নান্যস্য, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদিনা উপনিষৎসু তস্যৈব তথাত্বশ্রবণাৎ। শ্রুত্যর্থস্তু— ইমাঃ সাকল্যেন করনিহিতফলবৎ পরমেশ্বরস্য শ্রুত্যর্থাভিমানিদেববিশেষস্য প্রত্যক্ষগোচরাঃ তেজোঽবন্নসংজ্ঞকাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন স্বাত্মকসমষ্টিজীবাবচ্ছিন্নেন জীবনহেতুনা অন্তরাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিবিচিত্রাসংখ্যেয়স্বেতরাগোচরব্যক্তাত্মনা বিভজ্য তত্তন্নামাদিনা সংযোজয়ামীতি এতৎসঙ্কল্পবিষয়সংসিদ্ধয়ে তাসামন্যোন্যাসংসৃষ্টানাং তত্তৎকার্য্যাসমর্থানাং সংসর্গলক্ষণসামর্থ্যং বিধায় একৈকং ত্রিবৃতমকরোদিতি যাবৎ। নন্বু এবম্ "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য মুখ্যতাভঙ্গ ইতি চেন্ন, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যব্যাখ্যানোক্তন্যায়েন সামঞ্জস্যাৎ। অত্র যে তু জীবব্রহ্মণোরত্যন্তাভেদমভ্যুপগচ্ছন্তি, তে প্রষ্টব্যাঃ—সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রলয়সময়ে অনভিব্যক্তনামরূপকস্য জীবস্য জীবাত্মনা সম্ভাবো ন বেতি। নাদ্যঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ। ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্ত্যা প্রবেশ ইতি সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম আসীদিতি "সদেব সোম্য" ইতি

পৃথক্‌সিদ্ধ; কিন্তু প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ দার্ষ্টান্তিকে জীব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। সুতরাং এই বিষম দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী নামরূপব্যাকরণে জীবের কর্তৃত্ব বলিতে পারেন না। আর ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত পদার্থসমূহের নামরূপব্যাকরণ সম্ভব নহে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতির স্বস্বসৃজ্য পদার্থসমূহের নাম-রূপ-ব্যাকরণে শক্তিমত্তা থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থসমূহের নাম-রূপ-ব্যাকরণে তাঁহাদের শক্তি নাই— ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ১৬৩।

আরও কথা এই যে—যাহার রচনা জীববুদ্ধির অগোচর, তাদৃশ এই জগতের নাম-রূপ-ব্যাকরণে পরমেশ্বরেরই সামর্থ্য আছে, অন্যের নাই; যেহেতু "আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্য উপনিষদে পরমেশ্বরেরই তাদৃশ সামর্থ্য আছে বলা হইয়াছে।

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ এইরূপ :—"হন্ত"—আচ্ছা বেশ, "অহং"—আমি "ইমাঃ" যাহা শ্রুত্যর্থাভিমানী দেববিশেষ পরমেশ্বর আমার হস্তনিহিত ফলের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষগোচর, তাদৃশ এই তেজ, জল ও অন্ন নামক "তিস্রঃ দেবতাঃ"—তিন দেবতাতে "অনেন জীবেন আত্মনা"—স্বাত্মক সমষ্টিজীবাবচ্ছিন্ন জীবনহেতু অন্তরাত্মরূপে "অনুপ্রবিশ্য" অনুপ্রবিষ্ট হইয়া "নামরূপে ব্যাকরবাণি"—দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি, বিচিত্র, অসংখ্যেয়, নিজভিন্ন অপরের অগোচর ও ব্যক্তরূপে বিভাগ করিয়া সেই সেই নামাদির সহিত সংযোজিত করি। (ছাঃ—৬।৩।২। তৎপরে ছাঃ ৬।৩।৪ নং বাক্যের অর্থ করা হইতেছে।) এই সঙ্কল্পবিষয়ের সংসিদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বর 'তাসাং'—যাহারা পরস্পর অসংসৃষ্ট ও তৎ তৎ কার্য্যে অসমর্থ ছিল, তাহাদের সংসর্গরূপ সামর্থ্য বিধান করিয়া "একৈকাং" এক একটিকে—"ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ অকরোৎ" ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন।

ইহাতে যদি বলা যায় যে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ শ্রুতির প্রদর্শিতরূপ অর্থ হইলে "অনেন জীবেন আত্মনা" এই সামানাধিকরণ্যের মুখ্যতা-ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যানে যে ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ইহার সামঞ্জস্য হইয়া থাকে।

শ্রুত্যর্থ ইতি উপক্রমবাক্যার্থসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, জীবস্যাজত্বানাদিত্বভঙ্গাচ্চ, তদ্বোধকশাস্ত্রব্যাকোপাচ্চ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। ১৬৪।

কিঞ্চ "সদেব" ইতি বাক্যস্য উক্তলক্ষণনির্ব্বিশেষপরত্বাঙ্গীকারে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিততদীক্ষণবহুভবনসঙ্কল্পাশ্রয়স্য তৎপূর্ব্বকসৃষ্টিকর্ত্তুরভাবেন সৃষ্ট্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, বাক্যস্য নির্ব্বিষয়ত্বাপত্ত্যা বাধপ্রসঙ্গো নালোচ্যতে বৈদিকাভিমানিভির্দেবানাং প্রিয়ৈঃ। যচ্চ কৈশ্চিৎ "অনেন জীবেন" ইত্যেতৎ "অনুপ্রবিশ্য" ইত্যনেন সম্বধ্যতে আনন্তর্য্যান্ন ব্যাকরবাণীত্যনেন ইতি শ্রুত্যক্ষরাণি যোজিতানি, তদপ্যপেশলম্, তদানীং তন্মতে জীবস্যাভাবাৎ। অন্যথা অদ্বৈতসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। কিঞ্চ ক্ত্বাপ্রত্যয়েন সমানকর্ত্তৃকপ্রতীতিবাধপ্রসঙ্গাচ্চ। যত্তু "চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য" ইত্যাদিব্যাখ্যানম্, তন্মহৎ ক্ষুদ্রম্, দৃষ্টান্তবৈষম্যোক্ত্যা পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। অত্যন্তভেদপরত্বে ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথাত্বে চ অবৈদিকতার্কিকাদিপক্ষপ্রবেশাচ্চ। অন্যৈস্তু "অনেন জীবেন"

অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বলিয়া সর্ব্বশব্দের বাচ্য; আর এজন্য প্রকৃত স্থলে সামানাধিকরণ্য মুখ্যই। এস্থলে যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাসা এই যে—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়সময়ে অনভিব্যক্ত নামরূপবিশিষ্ট জীবের জীবরূপে সদ্ভাব থাকে কি না? ইহার প্রথম পক্ষ অর্থাৎ প্রলয়ে জীবের জীবরূপে সদ্ভাব থাকে—ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারা যে বলেন—ব্রহ্মেরই জীবভাবপ্রাপ্তিদ্বারা প্রবেশ হয়, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তেরও ভঙ্গ হইবে। আর যে তাঁহারা ছান্দোগ্যের সৎপ্রকরণের "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই উপক্রমশ্রুতির অর্থ এইরূপ বলেন—"সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অগ্রে ছিল" তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তেরও ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ প্রলয়ে জীবের জীবরূপে সদ্ভাব থাকে না—ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে জীবের অজত্ব অনাদিত্ব প্রভৃতিরূপ সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে, জীবের অজত্ব অনাদিত্বাদিবোধক শাস্ত্রের বিরোধ হইবে এবং কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইবে। প্রলয়ে জীবের সদ্ভাব না থাকিলে সে যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফল পাইবে না এবং পুনরায় সৃষ্টিতে অকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিবে। ১৬৪।

আরও কথা এই যে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যের প্রদর্শিতরূপ নির্ব্বিশেষপরত্ব স্বীকার করিলে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা যে ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে এবং তাদৃশ সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তার কথা বলা হইয়াছে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অভাবহেতু সৃষ্টিরই যে অভাব প্রসঙ্গ হইবে এবং উক্ত বাক্য নির্ব্বিষয়ক হওয়ার আপত্তিতে যে বাধপ্রসঙ্গ হইবে, তাহা বৈদিকাভিমানী দেবপ্রিয় অদ্বৈতবাদিগণ আলোচনা করেন নাই।

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ "আনন্তর্য্যহেতু 'অনেন জীবেন' ইহা 'অনুপ্রবিশ্য' ইহার সহিত সম্বদ্ধ হইবে, কিন্তু 'ব্যাকরবাণি' ইহার সহিত সম্বদ্ধ হইবে না" এইরূপে শ্রুতির অক্ষরসমূহ যোজনা করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ তাঁহাদের মতে তখন জীবেরই অভাব আছে অর্থাৎ তখন জীবই নাই। আর তখন জীব থাকিলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। শ্রুতির ঐরূপ অক্ষরযোজনা করায় আরও দোষ এই যে—ক্ত্বাপ্রত্যয়দ্বারা যে সমানকর্ত্তৃকত্বপ্রতীতি হওয়া উচিত হয়, সেই প্রতীতির বাধপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর যে "চারেণাহং পরসৈন্যমনু-

ইত্যস্য "জীববিশিষ্টেন" ইতি ব্যাখ্যানমুক্তম্, তদপ্যপেশলম্, বিশিষ্টবাদস্য পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাদিত্যলং বিস্তরেণ। ১৬৫।

অথ ত্রিবৃৎকৃতানাং তেজোঽবন্নানাং কার্য্যবিভাগমাহ—"মাংসাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।২০)। ভূমেঃ ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণ ভুজ্যমানায়া ইদং ভৌমং মাংসাদিকার্য্যং যথাশব্দং শ্রুতিরূপশব্দনিরূপ্যমবগন্তব্যম্। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মন" (ছাঃ ৬।৫।১) ইতি শ্রুতেঃ। এবমিতরয়োঃ অপ্‌তেজসোশ্চ কার্য্যমপি বোধ্যম্। মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চ ইত্যপাং কার্য্যম্, অস্থি মজ্জা বাক্ চ তেজসঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। নন্বু সর্ব্বং ভূতভৌতিকবস্তুমাত্রং ত্রিবৃৎকৃতমেব চেৎ তর্হি ইদং ভূমেঃ কার্য্যমিদমপামিদং তেজস ইতি ভেদনির্দ্দেশাসম্ভবপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ, সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্র সত্ত্বাদিত্যাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ—"বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" (ব্রঃ সূ ২।৪।২১)। তুশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থকঃ। বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যং ভাগভূয়স্ত্বমিতি

প্রবিশ্য" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অতি হেয় ব্যাখ্যা। দৃষ্টান্তবৈষম্যের কথা বলিয়া তাহা পূর্ব্বেই নিরাস করা হইয়াছে।

আর জীব ও ব্রহ্মে অত্যন্ত ভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতও সমীচীন নহে; কারণ অত্যন্তভেদ-পরত্বে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের অভাবপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদুপাদান হইতে পারেন না। আর তাহাতে তাঁহাদের অবৈদিক তার্কিকাদির মতে প্রবেশ করিতে হয়। আর অপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ "অনেন জীবেন" এই শ্রুতিবাক্যের "জীববিশিষ্টেন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কারণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পূর্ব্বেই অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগেই নিরাস করা হইয়াছে। এ বিষয় আর অধিক বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। ১৬৫।

অনন্তর সূত্রকার ত্রিবৃৎকৃত তেজ, জল ও অন্নের কার্য্যবিভাগ বলিয়াছেন—"মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ" (২।৪।২০)। ইহার অর্থ—ত্রিবৃৎকৃতা এবং পুরুষকর্ত্তৃক ভুজ্যমানা ভূমির এই মাংসাদি কার্য্য শ্রুতিরূপ শব্দনিরূপণীয় বলিয়া অবগত হইবে। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন—"অন্নমশিতং ত্রেধা" ইত্যাদি (ছাঃ ৬।৫।১)। এই শ্রুতির অর্থ—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়, সেই অন্নের যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ হয়। যাহা মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা মন। সুতরাং পুরীষ, মাংস ও মন এই তিনটি ভূমির অর্থাৎ অন্নের কার্য্য। এইরূপ অপর জল ও তেজের কার্য্যও অবগত হইতে হইবে। মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনটি জলের কার্য্য এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্ এই তিনটি তেজের কার্য্য। ইহাও ছান্দোগ্যের ৬।৫।২-৩ বাক্যে আছে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—সমস্ত ভূত-ভৌতিক বস্তু যদি ত্রিবৃৎকৃতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ইহা ভূমির কার্য্য, ইহা জলের কার্য্য, ইহা তেজের কার্য্য" এইরূপ ভেদনির্দ্দেশ ত সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু ত্রিবৃৎকৃত বলিয়া সর্ব্ববস্তুরই সর্ব্ববস্তুতে সত্তা বিদ্যমান আছে। এইরূপ শঙ্কার সমাধানে সূত্রকার বলিয়াছেন—"বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" (২।৪।২১)। উক্ত শঙ্কার নিরাসের জন্যই সূত্রে "তু" শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। বিশেষের ভাব বৈশেষ্য অর্থাৎ ভাগাধিক্য। সেই বৈশেষ্য অর্থাৎ ভাগাধিক্য পৃথিব্যাদিতে দেখা যায়; এজন্য যাহাতে যাহার ভাগাধিক্য থাকে, তাহাকে তাহা বলা হয়। পৃথিবীতে পৃথিবীর ভাগাধিক্য আছে বলিয়া তাহাকে পৃথিবী বলা হয়। এইরূপ জলে জলের ভাগাধিক্য আছে বলিয়া তাহাকে জল বলা হয় এবং তেজে তেজের ভাগাধিক্য আছে বলিয়া

যাবৎ। তস্য পৃথিব্যাদৌ দর্শনাৎ তদ্বাদঃ স তেজোঽবন্নবিশেষবাদো ভৌতিকবস্তুবিশেষবাদশ্চ সুপপন্ন ইত্যর্থঃ। ১৬৬।

অপ্রতর্ক্যায় হরয়ে রমাকান্তায় বিষ্ণবে।
শ্রীকৃষ্ণায় নমস্তেঽস্তু নির্দ্দোষগুণশালিনে॥

ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতারশ্রীসনন্দনাদিপ্রবর্ত্তিত শ্রী১০৮ ভগবন্নিম্বার্কমহামুনীন্দ্রোপবৃংহিতবৈদিক-সৎসম্প্রদায়ানুগতস্বাভাবিকভেদাভেদসিদ্ধান্তসমর্থনদক্ষনিখিলশাস্ত্রপারাবারীণ-শ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে পরপক্ষগিরিবজ্রাখ্যে শারীরক-হার্দ্দসঞ্চয়েঽবিরোধাখ্যো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

সাধনাখ্যস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

ইত্থং দ্বিতীয়ে শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতীনাং তর্কাণাং চ ভ্রমমূলত্বং প্রদর্শয়িত্বা শ্রুতীনামিতরেতরবিরোধাভাসং নিরাকৃত্য সমন্বয়াবিরোধো নির্ণীতঃ। অথেদানীমস্মিংস্তৃতীয়াধ্যায়ে সাধনানি নিরূপ্যন্তে শ্রীভগবতা সূত্রকারেণ। তানি চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্বিস্তরেণ ভাষিতান্যত্র মুমুক্ষুজনোপকারার্থং সংগৃহ্যন্তে। তত্রেয়ং তাবৎ

তাহাকে তেজ বলা হয়। ভৌতিক পদার্থের সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। এইরূপে তেজ, জল ও অন্নরূপ বিশেষবাদ এবং ভৌতিক বস্তুরূপ বিশেষবাদ উত্তমরূপে উপপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রার্থ। ১৬৬।

হে ভগবন্! তুমি তর্কের অগোচর ও নির্দ্দোষ গুণশালী এবং তুমি রমাকান্ত, হরি, বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ; এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

এই প্রকারে দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের ও তর্কসমূহের ভ্রমমূলত্ব দেখাইয়া শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধাভাস অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীত বিরোধ নিরাকরণ করিয়া প্রথমাধ্যায়োক্ত সমন্বয়ের অবিরোধ নির্ণয় করা হইয়াছে। অনন্তর এক্ষণে শ্রীভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস এই তৃতীয় অধ্যায়ে মোক্ষের সাধনসমূহ নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই সাধনসমূহ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; মুমুক্ষুগণের উপকারের নিমিত্ত এই গ্রন্থে তাহা সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহাতে শ্রেয়ঃসাধনপ্রক্রিয়া এইরূপ :—আদিতে জন্মসময়ে পুরুষের প্রতি ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের কৃপাকটাক্ষই মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা উৎপাদনের অসাধারণ হেতুস্থানীয় হইয়া থাকে। তাহাই নারায়ণীয় আখ্যানে বলা হইয়াছে—"জায়মান যে পুরুষকে মধুসূদন দর্শন করেন অর্থাৎ যাহাকে মধুসূদন কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করেন, সেই পুরুষকেই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে এবং সেই পুরুষই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থের চিন্তক অর্থাৎ মুমুক্ষু।" তাহার পর অর্থাৎ ভগবৎকৃপাকটাক্ষের পর পুরুষের সাত্ত্বিক মুমুক্ষাযোগ্য জন্ম হইয়া থাকে। আর মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে পুরুষ মুক্তির সাধনে নিজের অধিকার অনুরূপ যত্ন করিয়া থাকে। তাহাতে প্রথমে সেই মুমুক্ষু পুরুষকর্ত্তৃক নিজের অধিকার অনুসারে ভগবানে সমর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে ভগবানের অনুগ্রহ-সহকারে সেই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা, মুমুক্ষুর চিত্ত সংস্কৃত অর্থাৎ নির্ম্মল হয়। অনন্তর সেই নির্ম্মলচিত্ত মুমুক্ষুর বৈরাগ্যাদি

শ্রেয়ঃসাধনপ্রক্রিয়া—আদৌ জন্মসময়ে পুংসি ভগবতঃ শ্রীমুকুন্দস্য কৃপাকটাক্ষো মুমুক্ষোৎপাদনাসাধারণ-হেতুভূতঃ। তথোক্তং নারায়ণীয়াখ্যানে – "জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ মোক্ষার্থচিন্তকঃ॥" ইতি। ততঃ সাত্ত্বিকং মুমুক্ষার্হং জন্ম, মুমুক্ষায়াং সত্যাং তৎসাধনে স্বাধিকারানুরূপং প্রযততে। তত্রাদৌ যথাধিকারং ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মযোগস্তেন ভগবদীয়ানুগ্রহসহকৃতেন সংস্কৃতমনস্কস্য মুমুক্ষোর্বৈরাগ্যাদিপূর্ব্বকজিজ্ঞাসয়া শ্রবণাদিলক্ষণয়া তৎস্বরূপাদিবিষয়কং পরোক্ষজ্ঞানম্, ততো ধ্যানপরিপাকজন্যা পরাভক্তিপর্য্যায়রূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ, তয়া চ তদনুগ্রহেণ তৎসাক্ষাৎকারঃ, ততো মোক্ষ ইতি। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি" (গীঃ ১৮।৪৬) ইত্যুপক্রম্য "বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীঃ ১৮।৫১—৫৫) ইতি শ্রীমুখনির্ণয়াৎ। ১।

তত্র কর্ম্মযোগস্ত্রিবিধঃ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদাৎ। তত্র "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা নিত্যতয়া বিধীয়মানং নিত্যম্। তচ্চ সন্ধ্যোপাসনাগ্নিহোত্রতর্পণাদিযজ্ঞা-

---

উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-মননাদিরূপ জিজ্ঞাসাদ্বারা ভগবানের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর ধ্যানপরিপাক হইতে অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানের ফলে সেই মুমুক্ষুর পরাভক্তি নামক ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ধ্রুবা স্মৃতিদ্বারা ভগবদনুগ্রহে তাহার ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতঃপর সেই পুরুষের মোক্ষ হয়। এই বিষয়ে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ। তাহাতে শ্রীভগবান্ "মনুষ্যগণ নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মদ্বারা সেই পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে" এইরূপে উপক্রম করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে—"বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণাদ্বারা চিত্তকে সংযত অর্থাৎ নিশ্চল করতঃ শব্দাদি বিষয়ের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া কাহারও এবং কিছুরও উপর অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার করতঃ নির্জ্জনস্থানবাসী ও অল্পাহারী হইয়া বাক্য, শরীর ও মনকে সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধ্যানযোগে স্থিত হইয়া ও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক "আমার, তোমার" ইত্যাদি ভেদভাব বর্জ্জন করিয়া শান্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মভাবে স্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। ব্রহ্মভাবে স্থিত প্রসন্নাত্মা পুরুষ কোন বিষয়ের জন্য শোক করেন না এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সমস্ত প্রাণীতে তাঁহার সমদর্শন উপজাত হয় এবং তৎপর তিনি মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন। সেই পুরুষ আমি যে প্রকার ও যেরূপ, তদ্বিষয়ক তত্ত্বের সহিত পরাভক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আমাকে জ্ঞাত হয়েন। এই প্রকারে আমাকে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া তাহার পর আমাতেই প্রবেশ করেন"। ১।

তাহাতে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" ইত্যাদি গীতাবাক্যদ্বারা যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মযোগ তিন প্রকার :—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যাহা নিত্যরূপে বিহিত হইয়াছে, তাহা নিত্যকর্ম্ম। সেই নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিহোত্র, তর্পণাদি ও যজ্ঞাধ্যয়নাদিরূপ। এই নিত্যকর্ম্মসমূহের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি ব্রাহ্মণ,

ধ্যয়নাদিরূপম্। তত্র যজ্ঞদানাধ্যয়নানি ত্রৈবর্ণিকদ্বিজাতিসাধারণানি। অধ্যাপনযাজনাদানানি দ্বিজাগ্র্যাসাধারণানি, তথাচাহ মনুঃ—"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়াণাং সমাদিশৎ। পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" ইতি। তত্র যজ্ঞাদয়ো নিত্যাঃ, যাজনাদয়স্তু নিষ্কামধিয়া নিত্যাঃ, সকামতাযোগে চ বৃত্তয়ঃ। তত্রাপি যাজনাধ্যাপনয়োর্দেহমাত্রতয়ৈব স্বার্থত্বম্, অন্যথাত্বে স্বরূপহানিঃ, প্রতিগ্রহে প্রবেশশ্চ, পৃথগ্ বিধানান্যথানুপপত্তেরেবাত্র মানত্বাৎ। ইতরথা পৃথগ্ বিধানবৈয়র্থ্যাৎ। শূদ্রস্য তু একজাতিত্বাৎ ন উক্তধর্ম্মাধিকারঃ, "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ" ইতি গৌতমোক্তেঃ। "একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া" ইতি মনূক্তেঃ। ২।

অথ আশ্রমধর্ম্মাঃ—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্ব-

---

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিক দ্বিজাতিসাধারণ অর্থাৎ উক্ত তিনটি নিত্যকর্ম্ম দ্বিজাতি সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত। আর যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি ব্রাহ্মণের অসাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত। তাহাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন। আর ক্ষত্রিয়গণের প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়সমূহে অপ্রসক্তি এই সকল কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বৈশ্যগণের পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ অর্থাৎ সুদ গ্রহণপূর্ব্বক ঋণদান ও কৃষি—এই সকল কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন।" তাহার মধ্যে অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান এই তিনটি নিত্যকর্ম্ম। আর অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা হইলে তাহা নিত্যকর্ম্ম এবং সকাম বুদ্ধিতে করা হইলে তাহা বৃত্তি – জীবিকা অর্থাৎ জীবনোপায়। তাহার মধ্যেও অর্থাৎ ঐ বৃত্তিসমূহের মধ্যেও যাজন ও অধ্যাপন এই দুইটি কেবল দেহধারণের জন্য করা হইলে তদুভয়ের স্বার্থত্ব অর্থাৎ জীবিকাত্ব থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা দেহধারণমাত্রের অধিক উপার্জ্জন করা হইলে আর তদুভয়ের স্বার্থত্ব অর্থাৎ জীবিকাত্ব থাকে না এবং তাহা প্রতিগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অধ্যাপন ও যাজনের প্রতিগ্রহ হইতে পৃথক্ বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এইরূপেই উপপত্তি করিতে হইবে। এই পৃথক্‌বিধানের আর অন্য প্রকারে উপপত্তি করা যায় না। সুতরাং পৃথক্‌বিধানের অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিই এস্থলে প্রমাণ। তাহা স্বীকার না করিলে পৃথক্‌বিধান ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর শূদ্র একজাতি অর্থাৎ অনুপনীত বলিয়া উক্ত ধর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই। যেহেতু গৌতম বলিয়াছেন—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ অনুপনীত।" মনু বলিয়াছেন—"অসূয়া না করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যে শুশ্রূষা অর্থাৎ সেবা, এই এক কর্ম্মই প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। ২।

এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম বলা হইতেছে। যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডে আছে—"ধর্ম্মের স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ তিনটি। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি প্রথম স্কন্ধ। তপস্যা দ্বিতীয় স্কন্ধ। আর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক দেহক্ষয় করিয়া গুরুকুলবাসী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন তৃতীয় স্কন্ধ। ইহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।" অধ্যয়ন ও সেবা ব্রহ্মচারীর অসাধারণ ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও দান গৃহীর ধর্ম্ম, তপস্যা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এবং অনশন ব্রত, হিত ও পরিমিত ভোজন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"তাদৃশ এই পরমাত্মাকে

মেতি" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অধ্যয়নং সেবা চ ব্রহ্মচার্য্যসাধারণম্, যজ্ঞো দানং চ গৃহিণঃ, তপো বানপ্রস্থস্য, অনাশকং চ হিতমিতভোজনং পরিব্রাজকস্য ইতি, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতেঃ। তত্র চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণস্যৈবাধিকারঃ "ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ" "ব্রাহ্মণো ব্যুত্থায়" "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" (মুঃ ১।২।১২) ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণস্য কণ্ঠরবেণ পঠনাৎ। কেচিত্তু "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব পরিব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি সামান্যশ্রুতেঃ "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ। ত্রয়াণামপি বেদমধীত্য চত্বার আশ্রমাঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ ত্রয়াণাং বর্ণানাং ন্যাসেঽপ্যধিকারঃ। ন চ পূর্ব্বোক্তশ্রুতের্বিরোধ ইতি বাচ্যম্, তত্র ব্রাহ্মণস্যেতি ইতরয়োরুপ-লক্ষণত্বাদবিরোধ ইত্যাহুঃ, তন্ন, শ্রুতিষু সন্ন্যাসপ্রকরণে ক্ষত্রিয়াদেরনাম্নাতত্বাৎ। ন চ সামান্যশ্রুতৌ ত্রয়াণাং গ্রহে ন কোঽপি দোষো নিষেধাশ্রবণাৎ, তদর্থভূতায়াং স্মৃতৌ ত্রয়াণামপি কণ্ঠরবেণ পাঠাৎ তদুপবৃংহণাদুক্তার্থ-সিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, সামান্যবাক্যস্য বিশেষবাক্যেন সঙ্কোচাৎ বিশেষশ্রুতিবিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরপ্রামাণ্যেন

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনব্রতদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"। এই আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। অন্যের নহে। যেহেতু "ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ" "ব্রাহ্মণো ব্যুত্থায়" "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রুতি "ব্রাহ্মণেরই চতুর্থাশ্রমে অধিকার" ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। যেহেতু জাবালশ্রুতিতে 'ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" এইরূপ বলিয়া পরে বলা হইয়াছে— "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব পরিব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" অর্থাৎ "অথবা যদি বৈরাগ্যাদি উপজাত হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, কিম্বা গৃহস্থাশ্রম বা বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে"। এই সামান্য শ্রুতি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে বলিয়া বুঝা যায়। আর স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। এই বর্ণত্রয়েরই বেদ অধ্যয়নের পরে চারিটি আশ্রম অবলম্বনীয়।" ইহাতে এইরূপ বলা যাইবে না যে—তাহা হইলে "ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ" "ব্রাহ্মণো ব্যুত্থায়" "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইবে, কারণ ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে যে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপলক্ষণার্থ বলিয়া বলিতে হইবে অর্থাৎ ঐ ব্রাহ্মণপদদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কোনও বিরোধ নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতিসমূহে সন্ন্যাসপ্রকরণে ক্ষত্রিয়াদির কথা বলা হয় নাই। যদি বলা যায়—"যদি বা ইতরথা" ইত্যাদি সামান্য শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের গ্রহণে কোনও দোষ হয় না; কারণ কাহারও নিষেধ শুনা যায় না। এজন্যই তদর্থভূত "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি" ইত্যাদি স্মৃতিতে বর্ণত্রয়েরই স্পষ্টরূপে পাঠ করা হইয়াছে। এজন্যই উক্ত স্মৃতিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবৃংহণ অর্থাৎ উল্লেখ করায় বর্ণত্রয়েরই সন্ন্যাসাধিকাররূপ অর্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ "ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ" "ব্রাহ্মণো ব্যুত্থায়" "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইত্যাদি বাক্য বিশেষ বাক্য এবং "যদি রেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব পরিব্রজেৎ গৃহদ্বা বনাদ্বা" ইত্যাদি বাক্য সামান্যবাক্য। বিশেষবাক্যদ্বারা সামান্যবাক্যের সঙ্কোচ হইয়া থাকে। সুতরাং "ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ" ইত্যাদি বিশেষবাক্যের দ্বারা "যদি বেতরথা" ইত্যাদি বাক্যের সঙ্কোচ হইয়া ব্রাহ্মণপক্ষেই তাহা প্রযুক্ত হইবে। আর শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রামাণ্যও নাই। এজন্য "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি" ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অর্থের উপবৃংহণ করাও যাইবে না। অতএব সন্ন্যাসাশ্রমে ব্রাহ্মণেরই অধিকার।

তত্ত্বপবৃংহণত্বাযোগাৎ। তস্মাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে ব্রাহ্মণস্যৈবাধিকারঃ, উদাহৃতজাবালশ্রুতৌ সন্ন্যাসাধিকার-ব্রাহ্মণশব্দাপ্রয়োগেঽপি বহুবাক্যবিরোধে তস্যা অপি গতিসামান্যাদিত্যর্থঃ। ৩।

ইতরাশ্রমেষু ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরপ্যধিকারঃ ফলকর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানশূন্যৈর্মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠিতানাং তেষাং মনঃ-শুদ্ধিপরম্পরয়া জ্ঞানভক্তিজনকত্বেন মোক্ষসাধকত্বং বিবিদিষাশ্রুতেঃ। ফলসঙ্কল্পযোগে তু কাম্যকোটৌ প্রবেশ ইতি বিবেকঃ। কিঞ্চ শমদমদয়াক্ষমাহিংসাতীর্থসেবনোপবাসফলাহারদেহশোষণান্নদানাদীনি সর্ব্ব-বর্ণাদিসাধারণানি। তথা চ বিষ্ণুস্মৃতৌ—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরু-শুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া। আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।" ইতি। ভারতে চ—"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবম্। জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।" ইতি। পুনস্তত্রৈব—"অনৃশংসমহিংসা চাপ্রমাদঃ সম্বিভাগিতা। শ্রাদ্ধকর্ম্মাতি-থেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।" ইতি। ৪।

অথ কেনচিৎ কালাদিনিমিত্তবিশেষেণ বিধীয়মানং শ্রাদ্ধাদিকং তীর্থস্নানমাত্রাদিকং কর্ম্ম নৈমিত্তিকম্।

"যদি বেতরথা" ইত্যাদি উদাহৃত জাবালশ্রুতিতে সন্ন্যাসাধিকারে ব্রাহ্মণশব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও সন্ন্যাসে ব্রাহ্মণেরই অধিকারজ্ঞাপক বহু বাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া সেই জাবালশ্রুতির তাৎপর্য্যও ব্রাহ্মণপক্ষেই বুঝিতে হইবে। ৩।

আর ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রমে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও অধিকার আছে। ফলভোগের কর্তৃত্বাভিমানশূন্য অর্থাৎ নিষ্কামী মুমুক্ষুগণকর্তৃক এই আশ্রমত্রয়ে অনুষ্ঠিত সেই সেই যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরম্পরাক্রমে জ্ঞান ও ভক্তির জনকরূপে মোক্ষের সাধক হইয়া থাকে। কারণ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" এই শ্রুতি হইতে তাহাই জানা যায়। বিবিদিষন্তি—বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি অর্থাৎ আশ্রমত্রয়বিহিত যজ্ঞ-দানাদি কর্ম্মদ্বারা তাদৃশ এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু জানে না। সুতরাং কর্ম্মসমূহ পরম্পরা মোক্ষের সাধক; কিন্তু সাক্ষাৎ সাধক নহে। আর ফলভোগের সঙ্কল্প থাকিলে অর্থাৎ সকাম হইলে ঐ যজ্ঞ-দানাদি কাম্যকর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আরও কথা এই যে—শম, দম, দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, তীর্থসেবন, উপবাস, ফলাহার, দেহশোষণ ও অন্নদানাদি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। তাহাই বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থসেবন, দয়া, সরলতা, লোভশূন্যতা, দেব-ব্রাহ্মণের পূজন ও অনভ্যসূয়া এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।" মহাভারতেও বলা হইয়াছে—"সত্য, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, লজ্জা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া ও ধ্যান ইহা সনাতন ধর্ম্ম।" আবার মহাভারতের সেই স্থলেই বলা হইয়াছে—"হে রাজন্! অনৃশংস, অহিংসা, অপ্রমাদ, সম্বিভাগিতা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথ্য, সত্য, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে সন্তোষ, শৌচ, সতত অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম। ৪।

নৈমিত্তিক কর্ম্মের কথা এক্ষণে বলা হইতেছে—কোনও কালাদি নিমিত্ত-বিশেষের দ্বারা বিধীয়মান যে শ্রাদ্ধাদি ও তীর্থস্নানাদি, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। তাহাতে কাল হইল—অমাবস্যাদিরূপ এবং দেশ হইল—গঙ্গাদিরূপ ও গয়া মথুরাপুরী প্রভৃতিরূপ। ইহাই নৈমিত্তিক কর্ম্মের সংক্ষেপতঃ স্বরূপ।

এক্ষণে কাম্য কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে—সকাম অধিকারিবিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া বিধীয়মান যে কর্ম্ম,

তত্র কালোঽমাবস্যাদিরূপঃ, দেশশ্চ গঙ্গাদিগয়ামথুরাপুর্য্যাদিরূপ ইতি সংক্ষেপঃ। অথ সকামাধিকারি-বিশেষমুদ্দিশ্য বিধীয়মানং কর্ম্ম কাম্যসংজ্ঞকং "স্বর্গকামো যজেৎ, পুত্রকামো যজেৎ, প্রতিষ্ঠাকামো যজেৎ" ইত্যাদিমানাৎ। তত্র কাম্যানাং নিষিদ্ধবৎ সংসরণহেতুত্বাবিশেষাৎ হেয়ত্বমেব। নিত্যনৈমিত্তিকানাং তু শ্রীপুরুষোত্তমাজ্ঞানুবৃত্তিসেবারূপত্বাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বম্, "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া।" ইতি স্মরণাৎ। প্রত্যবায়ো নাম ভগবদাজ্ঞাতিক্রমঃ, "আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ" ইতি স্মৃতেঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—শ্রবণানুসারেণানুষ্ঠীয়-মানৈর্নিত্যনৈমিত্তিকৈঃ কর্ম্মভিঃ আরাধিতঃ শ্রীপুরুষোত্তমো নিজাজ্ঞাপালনব্যাজেন প্রসন্নঃ অনুষ্ঠাতৃন্ অনুগৃহ্য স্ববিষয়কজ্ঞান-ভক্ত্যোরধিকৃত্য স্বাত্মানং দর্শয়িত্বা আত্মভাবাপত্তিলক্ষণং মোক্ষং যচ্ছতীতি শ্রীমুখেনৈব গীতত্বাৎ। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" (গী ১৮।৪১) "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

তাহাই কাম্য কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেহেতু "স্বর্গকামো যজেৎ" "প্রতিষ্ঠাকামো যজেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহাতে প্রমাণ।

এই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মসমূহের মধ্যে কাম্যকর্ম্মসমূহ নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহের মত সংসরণের অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারের হেতু। নিষিদ্ধ ও কাম্য এই উভয়বিধ কর্ম্ম সংসরণের তুল্য হেতু ; এজন্য কাম্য কর্ম্ম মুমুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ শ্রীপুরুষোত্তমের আজ্ঞার অনুবৃত্তি ও সেবারূপ বলিয়া তাহা অবশ্যই মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠেয় ; যেহেতু স্মৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"মোক্ষার্থী পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবেন না। মোক্ষার্থী পুরুষ প্রত্যবায় দূর করিবার জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন।" এই প্রত্যবায় কথার অর্থ—ভগবদাজ্ঞার অতিক্রম করা। যেহেতু স্মৃতিতে আছে ভগবান্ বলিয়াছেন—"আজ্ঞা অতিক্রমকারী পুরুষ আমার দ্বেষকারী। সেই পুরুষ আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে।" অভিপ্রায় এই যে—শ্রবণানুসারে অনুষ্ঠীয়মান নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহদ্বারা আরাধিত হইয়া ৺ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম নিজাজ্ঞা পালনচ্ছলে অর্থাৎ নিজের আজ্ঞা পালন করায় সেই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করতঃ নিজস্বরূপ দেখাইয়া নিজভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই গীতাতে ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—"হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল তাহাদের নিজ নিজ স্বভাবজাত গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।" "মনুষ্যগণ নিজ নিজ (স্বভাবানুরূপ জাতিগত) কর্ম্ম আচরণ করিয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। নিজ নিজ কর্ম্ম আচরণ করিয়া মনুষ্যগণ যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মচেষ্টা উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাদ্বারা সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, মনুষ্যগণ নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।"

অতএব জ্ঞান ও ভক্তি উৎপাদনদ্বারা পরম্পরাক্রমেই কর্ম্ম মোক্ষের সাধন ; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ কর্ম্ম মোক্ষের সাধন নহে। কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব পরম্পরাক্রমেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ নহে। আর ব্রহ্মবিদ্যাসমন্বিত অর্থাৎ জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মও মোক্ষের সাধন নহে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং জ্ঞানে ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই কর্ম্মের শেষ ফল। আর ইহাকেই কর্ম্মের সিদ্ধি বলা যায়। ইহাই আমাদের সাম্প্রদায়িক

(গীঃ ১৮।৪৫-৪৬)। তস্মাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানভক্ত্যুৎপাদনদ্বারেণৈব মোক্ষসাধনত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ। নাপি ব্রহ্মবিদ্যাসমুচ্চয়েনেতি সাম্প্রদায়ো রাদ্ধান্তঃ। এতেন বিবিদিষাশ্রুতির্ব্যাখ্যাতেতি বোধ্যম্। ৫।

নন্বু যদুক্তং ব্রহ্মবিদ্যাদিসাধনত্বমাত্রং কর্ম্মণ ইতি তদযুক্তম্, ক্রত্বর্থকর্ত্তৃস্তাবকত্বেন তস্যা এব কর্ম্মাঙ্গত্বাদিতি চেন্ন, পূর্ব্বমেব সমন্বয়াধিকরণে বিস্তরেণ নিরস্তত্বাৎ, "তমেব বিদিত্বা" "তরতি শোকম্" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যেণ মোক্ষহেতুত্বনির্ণয়াৎ। নন্বু উক্তশ্রুতীনাং ক্রত্বঙ্গ কর্ত্তৃস্বরূপযাথাত্ম্য-বিধানপরত্বেন কর্ত্তৃসংস্কারদ্বারেণ আত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বমেব ফলশ্রবণস্য তু অর্থবাদমাত্রত্বাৎ। তদুক্তং "দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" (৪।৩।১) ইতি সূত্রেণ। তত্র দ্রব্যে ফলশ্রুতিঃ —"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি স ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি" ইত্যাদ্যা। সংস্কারে ফলশ্রুতিঃ—"যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" ইত্যাদ্যা, কর্ম্মণি ফলশ্রুতিশ্চ—"বর্ম্ম বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যৎপ্রযাজানু-যাজা ইজ্যন্তে" ইত্যাদ্যা। যথান্যেষু দ্রব্যাদিষু পর্ণময়িদ্রব্যে যজমানস্যাঞ্জনাদিসংস্কারে প্রযাজাদিরূপে চ পাপশ্লোকাশ্রবণাদিশ্রুতিরর্থবাদস্তথা অত্রাপি পুরুষার্থশ্রুতিরর্থবাদ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গং ফল-

---

সিদ্ধান্ত। আর এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রদর্শনদ্বারা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" এই শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৫।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—এই যে কর্ম্মকে ব্রহ্মবিদ্যাদির অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির সাধনমাত্র বলা হইল, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা ক্রত্বর্থ অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মের উপকারক অর্থাৎ নিষ্পাদক কর্ত্তার স্তাবক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যারই কর্ম্মাঙ্গত্ব হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ হইতে পারে না। প্রত্যুত ক্রত্বর্থ কর্ত্তার স্তাবক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাই কর্ম্মের অঙ্গ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ এইরূপ আপত্তি পূর্ব্বেই কর্ম্মমীমাংসকমত খণ্ডনপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে নিরাস করা হইয়াছে। যেহেতু "তমেব বিদিত্বা" "তরতি শোকম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যারই স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইহাতে আপত্তি এই যে—প্রদর্শিত "তমেব বিদিত্বা" "তরতি শোকম্" ইত্যাদি শ্রুতি ক্রতুর অঙ্গ কর্ত্তার স্বরূপযাথাত্ম্যের বিধান করিয়াছে, এজন্য অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতি ঐরূপ অর্থবিধানপর বলিয়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা ক্রত্বর্থ কর্ত্তার সংস্কারদ্বারা কর্ম্মের অঙ্গই হইবে। যেহেতু ক্রতুর অঙ্গ দ্রব্যে যে ফলশ্রবণ থাকে, তাহা অর্থবাদমাত্র। আর ইহাই জৈমিনি 'দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যা ৎ' (৪।৩।১) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—পরার্থত্বহেতুক অর্থাৎ ক্রতুর অঙ্গত্বহেতুক ক্রত্বঙ্গ দ্রব্য, ক্রত্বঙ্গ সংস্কার ও ক্রত্বঙ্গ কর্ম্মের যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদ-মাত্র। ফলবৎ কর্ম্মের অঙ্গ দ্রব্যাদির আর পৃথক্ ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। অঙ্গী কর্ম্মের ফলবত্ত্বপ্রযুক্তই অঙ্গের ফলাকাঙ্ক্ষা শান্ত হইয়াছে অর্থাৎ অঙ্গীর ফলবত্তাদ্বারা অঙ্গও ফলবৎ হইয়াছে। এজন্য অঙ্গের আর পৃথক্ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। এজন্য অঙ্গসম্বদ্ধ ফলপ্রতিপাদক বাক্য অর্থবাদমাত্র। ক্রত্বঙ্গ দ্রব্যাদির উদাহরণরূপে শাবরভাষ্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্রব্যে ফলশ্রুতি যথা—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি স ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি" ইহার অর্থ—যাহার জুহূ পর্ণময়ী হয় অর্থাৎ পলাশকাষ্ঠময়ী হয়, সে পাপশ্লোক অর্থাৎ নিন্দাবাদ শ্রবণ করে না। জুহূ উপভৃৎ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র। এইরূপ সংস্কারকর্ম্মে ফলশ্রুতি যথা—"যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" ইহার অর্থ—যজমানের চক্ষুতে যে অঞ্জন দেওয়া হয়, তাহাতে যজমানের শত্রুর চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। অঞ্জনপ্রদান সংস্কারকর্ম্ম। আর ক্রত্বঙ্গ কর্ম্মের ফলশ্রুতি যথা—দর্শপৌর্ণমাস যাগের পূর্ব্বে প্রযাজের অনুষ্ঠান ও পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সুতরাং প্রযাজ ও অনুযাজদ্বারা দর্শাদি যাগ সম্পুটিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রযাজ ও অনুযাজকে যজ্ঞের বর্ম্ম বলা হইয়াছে।

শূন্যত্বে সতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়ত্বাৎ পর্ণতাদিবদিত্যনুমানাৎ। ন চ কর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানস্যাপ্রযোজকত্বমিতি বাচ্যম্, আত্মনো দেহাদিব্যতিরেকজ্ঞানমন্তরেণ পরলোকগামিত্বানিশ্চয়াৎ, জ্যোতিষ্টোমাদৌ প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ। তস্মাৎ ক্রতুপ্রবৃত্ত্যর্থমাত্মজ্ঞানস্য উপকারকত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ৬।

ন চ কর্ত্তুরাত্মনোঽন্যো মুমুক্ষুবেদ্যো মুক্তোপসৃপ্যো বেদান্তৈরুপদিশ্যতে ইতি বাচ্যম্, বেদান্তেষ্বেব ব্রহ্মজ্ঞানস্য কর্ম্মপ্রধান্যং সূচয়দ্ভির্লিঙ্গৈস্তদুপবৃংহিতসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশেন চ বেদান্তা অপি দেহাতিরিক্তপ্রত্যক্স্বরূপযাথাত্ম্যবেদনপরা ইত্যবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যঃ। লিঙ্গান্যপি অত্র প্রমাণানি - "জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" (বৃঃ ৩।১।১) "যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" (ছাঃ ৫।১১।৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো জনককেকয়াদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাবতামপি কর্ম্মাচরণদর্শনাৎ। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি" (ছাঃ ১।১।১০) "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়শ্রবণাচ্চ। "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" (ছাঃ ৮।১৫।১) ইত্যাদৌ বেদজ্ঞানবতোঽপি কর্ম্মসু বিনিয়োগদর্শনাৎ। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" (ঈশ ২) "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ

যজ্ঞের বর্ম্ম প্রযাজ ও অনুযাজের অনুষ্ঠানদ্বারা যজমানই বর্ম্মাবৃত হইয়া থাকে শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য। এজন্য উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ"। এই প্রদর্শিত উদাহরণসমূহে পর্ণময়ী জুহু দ্রব্যে পাপশ্লোক অশ্রবণশ্রুতি অর্থবাদ, যজমানের অঞ্জনাদি সংস্কারে শত্রুর চক্ষুনাশশ্রুতি অর্থবাদ। প্রযাজাদি অঙ্গ কর্ম্মে যজমানের বর্ম্মাবৃতত্ব-শ্রুতি অর্থবাদ। সেইরূপ "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি পুরুষার্থ-শ্রুতিও অর্থবাদই হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান স্বতন্ত্র ফলের জনক নহে। কিন্তু তাহা কর্ম্মের অঙ্গ। এজন্য কর্ম্মফলদ্বারাই তাহা ফলবৎ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান যে কর্ম্মাঙ্গ তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অনুমানটি এইরূপ—ব্রহ্মজ্ঞান (পক্ষ) কর্ম্মাঙ্গ হইবে (সাধ্য), যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ফলশূন্য, অথচ কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃপুরুষাশ্রিত। যাহা ফলশূন্য হইয়া কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত হয়, তাহা কর্ম্মের অঙ্গ হইয়া থাকে। যেমন প্রদর্শিত পর্ণময়ী জুহু প্রভৃতি। আর কর্ম্মে আত্মজ্ঞান অপ্রযোজক অর্থাৎ কর্ম্মেতে আত্মজ্ঞানের উপযোগ নাই—ইহাও বলা যায় না, কারণ আত্মার সম্বন্ধে "আত্মা দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত" এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে আত্মার পরলোকগামিত্বনিশ্চয় হইতে পারে না ; আর তাহাতে জ্যোতিষ্টোমাদিতে পুরুষের প্রবৃত্তিই হইতে পারিবে না। অতএব ক্রতুতে প্রবৃত্তির নিমিত্ত আত্মজ্ঞান ক্রতুর উপকারক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বই সিদ্ধ হয়। যাহা যাহার উপকারক, তাহা তাহার অঙ্গ ; আত্মজ্ঞান কর্ম্মে প্রবৃত্তির জনক বলিয়া তাহা কর্ম্মের উপকারক এবং কর্ম্মোপকারক বলিয়া আত্মজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ। ৬।

যদি বলা যায়—বেদান্তবাক্যসমূহ কর্ত্তা আত্মা হইতে ভিন্ন, মুমুক্ষুগণের বেদ্য ও মুক্তগণের প্রাপ্য পরমাত্মার কথাই বলিয়াছেন। কর্ম্মোপকারক কর্ত্তা আত্মার কথা বলেন নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ বেদান্তবাক্যসমূহেই ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মপ্রাধান্য সূচনা করা হইয়াছে। এইরূপ লিঙ্গসমূহদ্বারা এবং লিঙ্গোপবৃংহিত সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশের দ্বারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—বেদান্তবাক্যসমূহও দেহাদি ব্যতিরিক্ত কর্ত্তা প্রত্যগাত্মার স্বরূপযাথাত্ম্যই জানাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তা প্রত্যগাত্মার স্বরূপযাথাত্ম্য প্রতিপাদনেই বেদান্তবাক্যসমূহও পর্য্যবসিত।

ঐ সকল লিঙ্গ দেখাইতে যাইয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—"আচারদর্শনাৎ" (৩।৪।৩)। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিতেছেন"। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

আত্মবিৎসমাননির্দ্দেশশ্চেতি চেন্ন, ক্রতুকর্ত্রাত্মনঃ সকাশাৎ অত্যন্তবিলক্ষণস্য অতিশয়সাম্যশূন্যস্য হেয়-গন্ধাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যানন্তাচিন্ত্যাপরিমিতসদ্‌গুণার্ণবস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ" (৩।৪।৮) ইতি সূত্রকারসিদ্ধান্তাৎ। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ (বৃঃ ৪।৪।২২) "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯) "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" (বৃঃ ৩।৮।৯) "ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ" (তৈঃ ২।৮।১) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ ১।১।৯) "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" (গীঃ ১০।৮) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" (গীঃ ৭।৭) "তপাম্যহমহং বর্ষম্" (গীঃ ৯।১৯) "পিতাহমস্য জগতঃ" (গীঃ ৯।১৭) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। এতৈঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিস্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তকল্যাণরূপধর্ম্মৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্যাখিলাবিদ্যাদ্যস্পৃষ্টমাহাত্ম্যসীম্নঃ পরব্রহ্মভূতস্য প্রতিপাদ্যমানত্বে সিদ্ধে তাদৃশধর্ম্মাণাং কথমপি হেয়সম্বন্ধার্হে প্রত্যগাত্মনি জীবে অসম্ভাব্যত্বাৎ তথাভূতস্য বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মজ্ঞানস্য কর্ম্মণ্যনুপযোগাৎ

"হে ভগবদ্‌গণ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি"। ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদেহরাজ জনক ও কৈকেয়পুত্র অশ্বপতি প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের কর্ম্মাচরণ জানা যায়। সুতরাং এই সকল লিঙ্গদ্বারাও আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। আর ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বিদ্যাযুক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ও উপনিষদ্‌যুক্ত হইয়া যাহা সম্পাদন করা যায়, তাহাই অধিকতর বীর্য্যযুক্ত হয়"। এই শ্রুতিই বিদ্যার অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব বলিয়াছেন। আবার বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" অর্থাৎ "জীবের পরলোকগমনসময়ে বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে"। এই বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য শ্রবণ হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব অবগত হওয়া যায়। আর "আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বেদজ্ঞানীরও কর্ম্মসমূহে বিনিয়োগ দেখা যায় বলিয়া বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ "এই সংসারে কর্ম্মসকল করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে" "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নিয়ম হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ বেদান্তসমূহ কর্ম্মের কর্ত্তা প্রত্যগাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ, অতিশয় ও সাম্যশূন্য, হেয়গন্ধদ্বারা অস্পৃষ্টমাহাত্ম্য, অনন্ত অচিন্ত্য অপরিমিত সদ্‌গুণ-সাগর শ্রীপুরুষোত্তমকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর প্রদর্শিত আপত্তির উত্তরে সূত্রকারও "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্রদ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে —"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ"। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি"। তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ"। মুণ্ডকে বলা হইয়াছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেও কর্ম্মকর্ত্তা প্রত্যগাত্মা হইতে অত্যন্তবিলক্ষণ পরমাত্মা পুরুষোত্তমই বেদান্ত-বাক্যের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানা যায়। গীতাস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" "তপাম্যহমহং বর্ষম্" "পিতাহমস্য জগতঃ" ইত্যাদি। সুতরাং স্মৃতিবাক্য সমূহদ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণরূপ এই সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা, যাঁহার মাহাত্ম্যসীমা অবিদ্যাদি সর্ব্বদোষে অস্পৃষ্ট, সেই পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমই বেদান্তবাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন এবং এইরূপে তাদৃশ ধর্ম্মসমূহদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতিপাদ্যমানত্ব সিদ্ধ হয়। আর তাহা হইলে সেই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই হেয়সম্বন্ধ-

প্রকরণাদ্যভাবাচ্চ কর্ম্মাঙ্গত্বং কল্পয়িতুমশক্যম্, "ফলবৎ সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্" ইতি ন্যায়াৎ। পরমাত্মজ্ঞানস্য তু স্বপ্রকরণগতেনৈব "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতেনৈব ফলেন নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ নান্যশেষত্বং তত্র পঠিতন্যায়াসমন্বয়াদিত্যর্থঃ। ৭।

ন চ তত্ত্বমস্যাদিনা তস্যৈব তত্ত্বাবিধানাদস্মদর্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, তস্য তদাত্মকত্বাদিভিস্তদপৃথক্সিদ্ধত্বাৎ একত্বোক্তিরবিরুদ্ধা, ন স্বরূপতঃ অভেদ ইতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতত্বাৎ। অখিলবেদান্তস্য অশেষদোষাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যকারুণ্যবাৎসল্যগুণার্ণবে ব্রহ্মণি শ্রীভগবতি সমন্বয়েন ব্রহ্মবিদ্যায়াং ক্লেশকর্ম্মাদ্যশেষহেয়ধর্ম্মাশ্রয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য প্রত্যগাত্মনো গন্ধোঽপি নাস্তি। তস্মাৎ তদ্ভাবাপত্তিরূপনিঃশ্রেয়সৈকপ্রয়োজনমেবোপনিষদ্‌জ্ঞানানামিতি। ৮।

নাপি উক্তলিঙ্গানাং তত্র প্রামাণ্যম্, তেষামন্যপরত্বেন উক্তার্থাসাধকত্বাৎ। তথাহি—ন তাবৎ

যোগ্য প্রত্যগাত্মা জীবে সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মে কোনও উপযোগ না থাকাহেতু এবং প্রকরণাদির অভাবহেতু পরব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব কল্পনা করা যায় না। যেহেতু "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এইরূপ ন্যায় রহিয়াছে। পরমাত্মজ্ঞান যদি অফল হইত, তবেই পূর্ব্বপক্ষীর কথামত ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব কল্পনা করা যাইত, কিন্তু তাহা ত হয় নাই। কারণ শ্রুতি পরমাত্মজ্ঞানপ্রকরণেই "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" এইরূপ বলিয়া পরমাত্মজ্ঞানের ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান "মহিমানমিতি বীতশোকঃ" এই স্বপ্রকরণপঠিত ফলদ্বারাই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ সফল হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ অফল হয় নাই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর এই জন্যই উক্ত স্থলে পূর্ব্বপক্ষী "দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" এই সূত্রদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া যে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। ৭।

ইহাতে যদি বলা যায়—তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যদ্বারা জীবেরই ব্রহ্মতা বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং তদ্দ্বারা আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—"তমেব বিদিত্বা" "তরতি শোকম্" ইত্যাদি শ্রুতি ক্রত্বঙ্গ কর্ত্তার স্বরূপযাথাত্ম্য বিধান করিয়াছে বলিয়া আত্মজ্ঞান ক্রত্বঙ্গ কর্ত্তার সংস্কারদ্বারা কর্ম্মের অঙ্গই হইবে ইত্যাদি, আমাদের এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যদ্বারা জীবেরই ব্রহ্মতা বিধান করায় আমাদের প্রদর্শিত অর্থের সিদ্ধিই হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানকে কর্ম্মাঙ্গ বলাই উচিত।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ জীব ব্রহ্মাত্মকত্বাদিদ্বারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মাত্মক এবং জীবের স্বতন্ত্র স্থিতি-প্রবৃত্ত্যাদি নাই এই হিসাবে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ একত্বোক্তি বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা উক্ত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ নাই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে। যাঁহার মাহাত্ম্য সমস্ত দোষদ্বারা অস্পৃষ্ট এবং যিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, কারুণ্য ও বাৎসল্য গুণের আধার, সেই ভগবান্ পরব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষদের সমন্বয় হইয়া থাকে; এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানে ক্লেশকর্ম্মাদি অশেষ হেয় ধর্ম্মের আশ্রয় ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যগাত্মার গন্ধও অর্থাৎ বিন্দুমাত্র উল্লেখও নাই। অতএব উপনিষৎপ্রতিপাদ্য জ্ঞানের ভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন। ৮।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যরূপ লিঙ্গসমূহদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বপক্ষীর ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত লিঙ্গসমূহের ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বে

বিদ্যাবতাং কর্ম্মানুষ্ঠানস্য বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গত্বমনৈকান্তিকত্বাৎ। "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে" ইত্যাদিনা তদ্বিপরীতশ্রবণাৎ। নাপি "যদেব বিদ্যয়া" ইতি শ্রুতিস্তৎপরেতি শক্যম্, তস্যাঃ প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যামাত্রপরত্বাৎ। "যদেব" ইত্যত্র যচ্ছব্দস্য অনিশ্চিতবিশেষস্য "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি প্রস্তুতোদ্গীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। ন হি যৎ করোতি তদ্বিদ্যয়ে- ত্যন্বয় ইতি ভাবঃ। ৭।

নাপি "তং বিদ্যাকর্ম্মণী" ইতি শ্রুতেস্তৎপরত্বং সম্ভাব্যম্, বিভক্তাধিকারিকত্বাৎ শতবৎ, যথা শতমাভ্যাং দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ, পঞ্চাশদন্যস্মৈ, তথা বিদ্যা অন্যস্মৈ, কর্ম্ম চান্যস্মৈ, ইতি বিভাগো দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা বিভক্তফলকত্বাৎ বিদ্যা স্বফলার্থা সমারভ্যা, কর্ম্ম চ স্বফলার্থমারভ্যমিতি যাবৎ। নাপি "আচার্য্যকুলাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিরুক্তার্থপরা, বেদাধ্যয়নমাত্রবতঃ পুংসস্তদ্বিষয়ত্বাৎ। ন তু পরবিদ্যাবতঃ অধ্যয়নশব্দস্য অক্ষর-

---

প্রামাণ্য নাই। কারণ ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অন্য অর্থের বোধক বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বের সাধক নহে। জনক ও অশ্বপতি প্রভৃতি বিদ্যাবান্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করায় তাঁহাদের ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গ হইতে পারে না। কারণ উক্ত লিঙ্গটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী অর্থাৎ কর্ম্মের অননুষ্ঠানেও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে দেখা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতদ্ধ স্ম বৈ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"ইহাই পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞানী কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছেন—কি প্রয়োজনবান্ হইয়া আমরা অধ্যয়ন করিব এবং কি প্রয়োজনবান্ হইয়া আমরা যজ্ঞ করিব। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মজ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন নাই।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের বিপরীত কর্ম্মত্যাগই শুনা যায়।

আর "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ববোধক ইহাও পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য কেবল প্রকৃত উদ্গীথবিদ্যাপর। "যদেব" এই যে অনিশ্চিতবিশেষ যচ্ছব্দ, এই যৎ-শব্দের "উৎগীথমুপাসীত" এই প্রস্তুত উদ্গীথবিশেষের সহিতই অন্বয় হইবে। কিন্তু "যাহা করে, তাহা বিদ্যাদ্বারা" এইরূপ অন্বয় হইবে না। ৭।

আর পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" এই শ্রুতিবাক্য বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহিত্যপর, ইহাও তাঁহারা বলিতে পারেন না। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য বিভক্ত অধিকারিবিষয়ক। তাহাতে উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে—"পরলোকগমন সময়ে বিদ্যা কোন কোন জীবের অনুসরণ করে এবং কর্ম্ম অপর কোন কোন জীবের অনুসরণ করে। যেমন "একশতটি উভয়কে দাও" এইরূপ বলা হইলে পঞ্চাশটি একজনকে এবং পঞ্চাশটি অপর জনকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুসরণ বিভাগক্রমেই বুঝিতে হইবে। অথবা উক্ত শ্রুতিবাক্য বিভক্ত ফলবিষয়ক। তাহাতে উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে—বিদ্যা স্বীয় অসাধারণ ফলের নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করে। যেমন শতদ্বয় ক্ষেত্ররত্নবিক্রয়ীর অনুসরণ করে—এইরূপ বলিলে ক্ষেত্রের জন্য শত ও রত্নের জন্য শত এইরূপ বুঝিতে হয়, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও বিদ্যা স্বফলের নিমিত্ত কাহারও অনুসরণ করে; এবং কর্ম্ম স্বফলের নিমিত্ত কাহারও অনুসরণ করে।

আর পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত "আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিও ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করে না। কারণ কেবল বেদাধ্যয়নকারী পুরুষবিষয়কই উক্ত শ্রুতি; কিন্তু পরবিদ্যা অনুশীলনকারী পুরুষবিষয়ক উক্ত শ্রুতি নহে। যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে যে বেদাধ্যয়নের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অধ্যয়নশব্দ অক্ষররাশি গ্রহণমাত্রেই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। আর "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই শ্রুতিও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করে

রাশিগ্রহণমাত্রেণৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ। নাপি, যাবজ্জীবশ্রুতিরুক্তার্থপরা, তয়া চ ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং নির্ণেতুং শক্যম্, বিশেষাভাবাৎ। তস্যা অজ্ঞবিদ্বৎসামান্যেন নিয়তবিদ্বদ্‌বিষয়কত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। ১০।

নন্বু সামান্যবিষয়কত্বেঽপি বিদুষোঽপি তদন্তঃপাতিত্বেন তন্নিয়মস্ত তাদবস্থ্যাদিতি চেন্ন, ব্রহ্মবিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মণামনুজ্ঞামাত্রত্বাৎ যাবজ্জীবতি ব্রহ্মবিদ্যাবতি পুংসি কর্ম্মকুর্ব্বত্যপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ কর্ম্মলেপো নাস্তীতি তস্যাঃ শ্রুতেঃ বিদ্যাসামর্থ্যদ্যোতনার্থকত্বাদিত্যর্থঃ। "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদ-বাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।" (গীঃ ১৮।৫৬) "ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে" (গীঃ ৪।১৪) "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" (গীঃ ৫।১০) ইতি স্মৃতেশ্চ। "অথ কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাম্" ইত্যাদিনা বিদুষাং কর্ম্মত্যাগস্যাপি শ্রবণাৎ বিদ্যায়া যদি কর্ম্মাঙ্গত্বমভ্যুপগতং স্যাৎ তর্হি তদ্বিরোধাদ্‌গার্হস্থ্যত্যাগবিধানানুপপত্তেঃ, সংসারবীজস্য কর্ম্মণো বিদ্যোপমর্দ্দকত্বশ্রবণাচ্চ ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮)

না অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্ণয় করা যায় না; কারণ উক্ত শ্রুতি অজ্ঞ ও বিদ্বান্ এতদুভয়-সাধারণ। নিয়ত বিদ্বদ্‌বিষয়ক নহে। এইরূপ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্ণয় করা যায় না; কারণ তাহা অজ্ঞ ও বিদ্বান্ এতদুভয়সাধারণ; নিয়ত বিদ্বদ্‌বিষয়ক নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "বিদ্বান্ কুর্ব্বন্" এবং "বিদ্বান্ যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ বিশেষ থাকিলেই তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সমর্থন করা যাইত; কিন্তু কোনও বিশেষ নাই; এজন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সমর্থন করা যায় না। ১০।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—"যাবজ্জীবম্" "কুর্ব্বন্নেবেহ" ইত্যাদি শ্রুতি অজ্ঞ-বিদ্বৎসাধারণবিষয়ক হইলেও বিদ্বান্‌ও তদন্তর্গত বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে যে কর্ম্মনিয়মের বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিদ্বানের পক্ষেও আছেই। সুতরাং উক্ত শ্রুতি অজ্ঞের মত নিয়ত বিদ্বদ্বিষয়কও হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঐ সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুজ্ঞামাত্রই করা হইয়াছে। বিদ্যাবান্ পুরুষ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে থাকিলেও বিদ্যাসামর্থ্যবশতঃ তাহাতে কর্ম্মলেপ হয় না অর্থাৎ কর্ম্মজনিত দোষ বর্ত্তে না, এইরূপ বিদ্যাসামর্থ্য প্রকাশনের নিমিত্তই ঐরূপ শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ এইরূপ বিদ্যাসামর্থ্যপ্রকাশনই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। যেহেতু ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, এইরূপ যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহাতে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না"। আর এজন্যই গীতাস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"আমাকে আশ্রয় করিয়া যিনি সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিও আমার প্রসাদে অনাদি অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।" "যিনি আমাকে এইরূপ অবগত হয়েন, তিনি কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না।" "সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও যেমন তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি কোন পাপে লিপ্ত হয়েন না।" আর কর্ম্মত্যাগে শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে—"অথ কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাম্" ইত্যাদি অর্থাৎ "আর প্রজাদ্বারা কি করিব" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিদ্বারা বিদ্বদ্‌গণের কর্ম্মত্যাগও জানা যায়, সুতরাং বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির বিরোধ হইবে এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগবিধানের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আর বিদ্যা সংসারবীজ কর্ম্মের উপমর্দ্দক, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়াও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

ইতি শ্রুতেঃ, "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্" (গীঃ ৪।১৯) "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" (গীঃ ৪।৩৭) ইতি স্মৃতেশ্চ। ১১।

নন্বু তথাপি প্রত্যগাত্মজ্ঞানং বিনা অদৃষ্টস্বর্গাদিফলকে যাগাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তেরেবাসম্ভবাদন্যথা কর্ম্মশ্রুতের্বাধস্তবাপি বৈদিকত্বাদনিষ্ট এব, তস্মাৎ জ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বমবশ্যমভ্যুপেয়মিতি চেৎ মৈবম্, আপাতোক্তেঃ। তথাহি—জ্ঞানং তাবদ্দ্বিবিধম্,—দেহাদিব্যতিরিক্তপ্রত্যগাত্মত্বংপদার্থবিষয়কং প্রত্যগাত্মব্রহ্ম-তাদাত্ম্যবিষয়কঞ্চেতি। তত্রাদ্যস্য দেহাদিবিবেকজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি ততোঽত্যন্তবিলক্ষণদ্বিতীয়জ্ঞানস্য ন কথমপি পরাঙ্গত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" (শ্বেঃ - ৬।১৬) "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদিবিবেচকশ্রুতেঃ, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" (গীঃ ১৫।১৮) ইতি স্মৃতেঃ, "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২১) "সর্ব্বোপেতা চ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৯) ইত্যাদি-ন্যায়াচ্চ। মোক্ষফলকং স্বতন্ত্রমেব সর্ব্বাত্ম-পরমাত্মজ্ঞানং পরমাত্মনশ্চ তৎফলদাতৃত্বমিতি সিদ্ধম্। ১২।

নন্বু স্যাদেতৎ পরমেশ্বরস্য কর্ম্মফলদাতৃত্বম্, যদি কর্ম্মনিরপেক্ষং স্যাৎ, ন তু তদস্তি, তস্য কর্ম্মসাপেক্ষত্বং ত্বয়াপি অভ্যুপগতম্, অন্যথা বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মানুসারিফলদাতুরীশ্বরস্যা-

---

অর্থাৎ "সেই পরাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সাক্ষাৎকারী পুরুষের কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" গীতা স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাহার কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়াছে" জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে"। ১১।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহা তদ্রূপ হইলেও প্রত্যগাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অদৃষ্ট স্বর্গাদিফলক যাগাদি কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তিই অসম্ভব। আর প্রবৃত্তি না হইলে কর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হইয়া যাইবে এবং সিদ্ধান্তীও বৈদিক বলিয়া কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদের বাধায় তাহারও অনিষ্টই হইবে। অতএব জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহা আপাত উক্তি। তাহাই দেখান হইতেছে—জ্ঞান দুই প্রকার; দেহাদি হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মরূপ ত্বংপদার্থ-বিষয়ক এক প্রকার জ্ঞান এবং প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য-বিষয়ক অপর প্রকার জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিবিবেকজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ হইলেও তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্যজ্ঞান কোনও প্রকারেই কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। আর ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি আপাতোক্তিই বটে। এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রই প্রমাণ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ", মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অক্ষরাৎপরতঃ পরঃ," গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ", সূত্রকার বলিয়াছেন—"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২১) "সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ" (২।১।২৯) (সহজ বলিয়া ও গ্রন্থগৌরবভয়ে এসকলের অনুবাদ করা হইল না।) সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান প্রত্যগাত্মজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রই অর্থাৎ ভিন্নই এবং তাহা মোক্ষফলক। আর পরমাত্মা কর্ম্মফলের দাতা—ইহাই সিদ্ধ হইল। ১২।

ইহাতে আপত্তি এই যে—এই পরমেশ্বরের কর্ম্মফলদাতৃত্ব তবেই সম্ভব হইতে পারে, যদি পরমেশ্বর ফল-দানে কর্ম্মনিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ ফলদানে যদি পরমেশ্বরের কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকে; কিন্তু পরমেশ্বর কর্ম্মনিরপেক্ষ

ভ্যুপগমে গৌরবমাত্রত্বাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মণ এব একান্তফলহেতুত্বদর্শনাৎ কর্ম্মাভাবে কেবলেশ্বরস্য ফলদাতৃত্বাভাবাচ্চ অপ্রযোজক এব ঈশ্বরঃ। দৃশ্যতে চ লোকে কৃষ্যাদিকর্ম্মণঃ ফলহেতুত্বম্। তথা বৈদিকেঽপি যাগাদৌ তস্যৈব স্বাতন্ত্র্যমনুমেয়ম্, যাগাদিকং বৈদিকানুষ্ঠানং ফলদানার্হং কর্ম্মত্বাৎ কৃষ্যাদিবৎ—ইত্যনুমানাৎ। ন চাশুবিনাশিত্বাৎ তস্য কথং ফলদাতৃত্বমিতি বাচ্যম্, তস্য বিনাশিত্বেঽপি তজ্জন্যাদৃষ্টলক্ষণসংস্কারস্য যাবৎ ফলাবাপ্তিস্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ। কিঞ্চ "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিবিধিবাক্যমপি স্বর্গাদিফলসিদ্ধয়ে কর্ম্মণ এব বিধানপরম্, ন তু ঈশ্বরস্যেতি "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" (৩।৩।৪০) ইতি সূত্রাচ্চেতি চেন্ন, কর্ম্মণো জড়ত্বেনাকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। কিঞ্চ তজ্জন্যাপূর্ব্বস্যাপি জড়ত্বাবিশেষাৎ। নাপি উক্তানুমানমত্র প্রমাণম্, আভাসমাত্রত্বাৎ বৃষ্ট্যাদ্যভাবেন উপলাদিপাতেন বা ফলব্যভিচারদর্শনাৎ। ১৩।

নাপি "যজেত" ইত্যাদিশাস্ত্রস্য কর্ম্মমাত্রবিধায়কত্বম্, অপি তু পরদেবতারাধনপরত্বমেব। তথাচ— "যজদেবপূজায়াম্" ইতি ধাত্বর্থাদেব কর্ম্মণঃ পরাঙ্গত্বোপলব্ধেঃ। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ।

হইয়া ত ফলদান করেন না। পরমেশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষত্ব ত সিদ্ধান্তী স্বীকারই করিয়া থাকেন। তাহা স্বীকার না করিলে পরমেশ্বরে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষের প্রসঙ্গ হয়। অতএব যেহেতু কর্ম্মানুসারী ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিলে অযথা গৌরবদোষ হয়, আর যেহেতু অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা কর্ম্মেরই কেবল ফলহেতুত্ব দেখা যায় এবং যেহেতু কর্ম্মের অভাবে কেবল ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব হয় না, সেই হেতু কর্ম্মফলদানে ঈশ্বর অপ্রযোজকই স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মফলের দাতা নহেন। কর্ম্মই ফলের হেতু। লোকেও দেখা যায়—কৃষ্যাদি কর্ম্মই শস্যাদি ফলের হেতু। সেইরূপ বৈদিক যাগাদি কর্ম্মেও কর্ম্মেরই স্বাতন্ত্র্য অনুমান করিতে হইবে—যাগাদি বৈদিকানুষ্ঠান (পক্ষ), ফলদানযোগ্য (সাধ্য), যেহেতু তাহা কর্ম্ম, যাহা যাহা কর্ম্ম, তাহাই ফলদান-যোগ্য ; যেমন—কৃষ্যাদি। আর কর্ম্ম আশু বিনাশী বলিয়া তাহার ফলদাতৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ কর্ম্ম বিনাশী হইলেও কর্ম্মজন্য অদৃষ্টরূপ সংস্কার ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্থির থাকে—ইহা স্বীকার করা হয়। এজন্য ঐরূপ আপত্তি হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—"স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যও স্বর্গাদি ফলসিদ্ধির জন্য কর্ম্মেরই বিধান করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধান করে নাই। আর "ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব" (৩।৩।৪ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্রদ্বারাও তাহাই জানা যায়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ কর্ম্ম জড় বলিয়া ফলদানে কর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কর্ম্মজন্য অদৃষ্টরূপ সংস্কারও জড় বলিয়া তাহাও অকিঞ্চিৎকর। আর পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অনুমানও তাহাতে প্রমাণ নহে ; যেহেতু তাহা প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণাভাস। যেহেতু বৃষ্ট্যাদির অভাবে কিংবা উপলাদিপাতে কৃষ্যাদি কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না। এইরূপ ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। ১৩।

আর "যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্রও কর্ম্মমাত্রের বিধায়ক নহে। কিন্তু তাহা পরমদেবতার আরাধনপরই। "যজ-দেবপূজায়াম্" এই ধাত্বর্থ হইতেই কর্ম্মের পরদেবতাঙ্গত্ব জানা যায়। আর "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ, বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদি স্থলসমূহে যে কামী পুরুষের সিসাধয়িষিত ফলের সাধনত্বপ্রকার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও বিধির অপেক্ষিত। তাহাতে অসাধনপ্রকারকত্ব শঙ্কা করা সঙ্গত নহে। এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনত্বপ্রকার শব্দ হইতেই অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য

বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদিষু কামিনঃ পুংসঃ সিসাধয়িষিতফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোঽপি বিধ্যপেক্ষিতঃ, নাতৎপ্রকারকত্বশঙ্কা যুক্তা। এবমপেক্ষিতেঽপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিত্যাগমশ্রুতাপূর্ব্বকল্পনঞ্চ ন বিদুষাং সম্মানার্হম্, অন্যায্যত্বাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাচ্চ। ননু তর্হি দেবা এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষাঃ কর্ম্মফলদাতারঃ সন্তু, তেষামপি কর্ম্মণ এব পরম্পরয়া হেতুত্বসিদ্ধেঃ, তেষাং জীবত্বসামান্যেঽপি পুণ্যকর্ম্মবাহুল্যজন্যশক্ত্যৈব কর্ম্মফলদাতৃত্বযোগ্যত্বাদিতি চেন্ন, তেষাং কর্ম্মবশ্যানাং পারতন্ত্র্যাবিশেষেণ তাদৃক্‌শক্ত্যসম্ভবাৎ তত্তদন্তর্য্যামিপরমপুরুষ এব ফলদো নান্য ইত্যবগম্যতে। "ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ। তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ" (নাঃ—১।২) ইত্যাদিশ্রুত্যা তদাত্মকত্বেন সামানাধিকরণ্যোক্তেঃ। "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥" (গী ৭।২১—২২) ইত্যাদি-শ্রীমুখগানাচ্চ। "ফলমত উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮) ইতি সূত্রাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। ১৪।

ইতি কর্ম্মস্বাতন্ত্র্যতৎসমুচ্চয়গিরিনিপাতঃ॥

হইতেই অবগত হইলেও তাহার পরিত্যাগ এবং অশ্রুত অপূর্ব্বকল্পনা বিদ্বদ্‌গণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহা অন্যায্য এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—তাহা হইলে পুণ্যকর্ম্মা ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষ দেবগণই কর্ম্মফলদাতা হউন। তাঁহারাও যে এই কর্ম্মফলের প্রদাতা হইয়া থাকেন, তাহা কর্ম্মদ্বারাই পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহু পুণ্যকর্ম্মের ফলেই তাঁহারা দেবতা হইয়াছেন। সুতরাং দেবতারাও জীবই বটেন। সাধারণ জীবের মত জীবত্ব তাঁহাদেরও আছে; তাহা হইলেও পুণ্যকর্ম্মের আধিক্যজন্য শক্তিদ্বারাই তাঁহাদের কর্ম্মফলদাতৃত্বরূপ যোগ্যতা হইয়াছে। অতএব দেবতারাই কর্ম্মফলদাতা হউন। পরমেশ্বরকে কর্ম্মফলদাতা বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ দেবতারাও কর্ম্মের বশীভূত। কর্ম্মবশ্য দেবগণের পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা সাধারণ জীবের মতই; কোনও বিশেষ নাই। এজন্য তাঁহাদের কর্ম্মফলদাতৃত্বশক্তি সম্ভব নহে। সেই সেই দেবতার অন্তর্য্যামী পরমপুরুষই কর্ম্মফলের প্রদাতা, অন্য কেহ নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রই ইহাতে প্রমাণ। মহানারায়ণোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"ভুবনের নাভিস্বরূপ পরমেশ্বর ইষ্টাপূর্ত্ত এবং বহুধা জাত ও জায়মান বিশ্বের ভরণ করিয়া থাকেন। তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি সূর্য্য এবং তিনিই চন্দ্রমা।" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মকতাদ্বারা সামানাধিকরণ্য বলা হইয়াছে। গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই ভক্তগণের সেই সেই মূর্ত্তির উপর অচলা শ্রদ্ধার বিধান আমিই করিয়া থাকি। সেই পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করিতে যত্ন করে এবং আমাকর্ত্তৃকই বিহিত কাম্য বস্তুসমূহ সেই দেবতা হইতে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সূত্রকার বলিয়াছেন—"ফলমত উপপত্তেঃ", ইহার অর্থ—"এই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই তদনুরূপ ফল হইয়া থাকে, যেহেতু পরমেশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব উপপন্ন হয়। ১৪।

মোক্ষসাধনে কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ও কর্ম্মজ্ঞানসমুচ্চয়ের খণ্ডন সমাপ্ত॥

অথ বর্ণাশ্রমাদিহীনানাং ধর্ম্মাস্তু পূর্ব্বোক্তাঃ শমদমজপতপস্তীর্থযাত্রাদয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ— আশ্রমাদিহীনা দ্বিবিধাঃ, আপদ্বশাদ্ ভ্রষ্টাশ্রমা অশক্তা বিধুরাদয় একে, অসৎসঙ্গাৎ পাপবশ্যা বুদ্ধিপূর্ব্বক-স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চান্যে। তত্র পূর্ব্বেষাং তপোব্রহ্মচর্য্যাদিনা আরাধিতো ভগবাননুগৃহ্নাতি, "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া আত্মানমন্বিষ্যাৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "জপ্যেনৈব হি সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যত্র বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ইতি স্মৃতেশ্চ। দ্বিতীয়কোট্যা দ্বিবিধাঃ, কুসঙ্গাদিনা আশ্রমাদিবিভ্রষ্টা অপি শাস্ত্রশ্রবণাদিনা ভগবন্নির্হেতুকানুগ্রহপ্রবোধিতপূর্ব্বসুকৃতসংস্কারাঃ স্বদোষমাকলয্য স্বাধিকারানুরূপশ্রেয়-উপায়ান্ অন্বিষ্যমাণা একে। তেষামনন্যভাবেন ভজনীয়ো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব, অন্যত্রানধিকারাৎ। তচ্চ স্বয়মেব গীতং পরমৌদার্য্যক্ষমাকারুণ্যাদিগুণগণবশেন ভগবতা—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" (গীঃ ৯৷৩০—৩১) ইতি। অস্য ব্যাখ্যা শ্রীবেদান্তরত্নমঞ্জুষায়াং দ্রষ্টব্যা। অথ দুষ্কৃতবাহুল্যাদ্‌ধর্ম্মভ্রষ্টা অপি স্বদোষং গুণত্বেন বহুমন্যমানা মুর্খাঃ পণ্ডিতমানিনশ্চান্যে। তে

আর বর্ণাশ্রমাদিবিহীন ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম—পূর্ব্বোক্ত শম, দম, জপ, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি। ইহাতে বিশেষ কথা এই যে—আশ্রমাদিবিহীন ব্যক্তিগণ দুই প্রকার। আপদ্‌বশে আশ্রমভ্রষ্ট, অশক্ত, বিমূঢ়, বিকল প্রভৃতি—ইহারা এক প্রকার। আর যাহারা অসৎসঙ্গবশতঃ পাপের বশীভূত ও বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারা অন্যপ্রকার। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে।" স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"জপ্যেনৈব হি সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যত্র বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

আর যে দ্বিতীয় প্রকার আশ্রমাদিবিহীন ব্যক্তিগণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা দুই প্রকার :—কুসঙ্গাদির দ্বারা আশ্রমাদি হইতে বিভ্রষ্ট হইলেও শাস্ত্রশ্রবণাদির ফলে ভগবানের নির্হেতুক অনুগ্রহদ্বারা যাহাদের পূর্ব্বপুণ্যসংস্কার প্রবোধিত হয়, সুতরাং যাহারা নিজের দোষ বুঝিয়া তাহা দূর করিবার নিমিত্ত নিজের অধিকারানুরূপ কল্যাণকর উপায় অন্বেষণ করে, তাহারা এক শ্রেণীর আশ্রমবিহীন। তাহাদের অন্য কোন উপায়ে অধিকার নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের অনন্যভাবে ভজনীয় হইয়া থাকেন। পরম উদারতা, ক্ষমা ও কারুণ্যাদি গুণসমূহের আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাগ্রন্থে বলা হইয়াছে—"অত্যন্ত দুরাচার পুরুষও যদি একমনে আমার ভজন করে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। কারণ "পরমেশ্বরের ভজনে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইব"—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার আছে। সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং স্থায়ী শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না—ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও॥" (৯৷৩০—৩১ গীঃ) এই গীতাশ্লোক দুইটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা "বেদান্তরত্নমঞ্জুষা" নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। আর যাহারা পাপবাহুল্যহেতু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াও স্ব স্ব দোষকে গুণ বলিয়া বহু মনে করিয়া থাকে, তাদৃশ মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণই দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রমবিহীন। সেই দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রমবিহীন ব্যক্তিগণ মনীষিগণের উপেক্ষণীয় অর্থাৎ মনীষিগণ তাহাদিগকে উপদেশ করিবেন না। কারণ শাস্ত্রোক্তবিষয়ে তাহারা অনধিকারী। এই কারণেই কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রাচারবিরোধী পাপকর্ম্ম হইতে অবিরত, অসংযতেন্দ্রিয়, অসমাহিতচিত্ত ও নিরন্তর বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না;

মনীষিভিরুপেক্ষণীয়াঃ, শাস্ত্রোক্তানধিকারিত্বাৎ, "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" (কঠ ১।২।২৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অগ্রে বক্ষ্যমাণমপি প্রসঙ্গাদুক্তং ন বিরুদ্ধম্। ইতি কর্ম্মযোগনির্ণয়ঃ। ১৫।

অথ উক্তলক্ষণকর্ম্মানুষ্ঠানব্যাজপ্রীণিতপরমেশ্বরৈঃ পরিপক্বমনঃকষায়কৈঃ শাস্ত্রাধিকারিমুমুক্ষুভিঃ শাস্ত্রোক্তলক্ষণসম্পন্নাচার্য্যসমাশ্রিতৈর্যথাশ্রুতাভ্যস্যমানং শ্রবণমননাদিজন্যং পরব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কং চেতনাচেতনজগদ্‌ব্রহ্মাত্মকত্ববিষয়কং জ্ঞানং তৎপ্রসাদৈকহেতুকসাক্ষাৎকারদ্বারেণ মোক্ষাসাধারণসাধনং "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ ৬।১৫—৩।৮) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মুঃ ৩।২।৩ কঠ ২।২২) "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুঃ ২।২।৮) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যারভ্য "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। উক্তলক্ষণজ্ঞানার্থং শ্রবণাদয়ো বিধীয়ন্তে "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"

কিন্তু তদ্বিপরীত অর্থাৎ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, সমাহিতচিত্ত এবং সতত বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন॥" এই সকল কথা যদিও অগ্রে বিশেষভাবে বলা হইবে, তাহা হইলেও এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলায় বিরুদ্ধ হয় নাই। ১৫।

কর্ম্মযোগনির্ণয় সমাপ্ত॥

পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, যাঁহাদের মনঃকষায় পরিপক্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ যাঁহাদের মনের চাঞ্চল্যাদি দূরীভূত হয় এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্তলক্ষণসম্পন্ন আচার্য্যকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাদৃশ শাস্ত্রাধিকারী মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক যে জ্ঞান যথাশ্রুত অভ্যস্যমান হয়, যে জ্ঞান শ্রবণমননাদিজন্য ও পরব্রহ্মের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক এবং যে জ্ঞান "চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্মাত্মক" এতদ্বিষয়ক, সেই জ্ঞানই একমাত্র ভগবদনুগ্রহের হেতুভূত সাক্ষাৎকারদ্বারা মোক্ষের অসাধারণ কারণ হইয়া থাকে, শ্রুতি হইতে ইহাই জানা যায়। শ্রুতিবাক্যই ইহাতে প্রমাণ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" অর্থাৎ সেই আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। মুণ্ডকে বলা হইয়াছে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" অর্থাৎ এই বিদ্বান্ পুরুষ যে পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। মুণ্ডকে অন্যত্র বলা হইয়াছে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে কামাদি হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয়। মুণ্ডকের অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে—"যদা পশ্যঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ যখন সাধক জ্যোতির্ম্ময় জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক ঈশ্বররূপ পুরুষকে দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্ তৎকালে পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করতঃ ক্লেশরহিত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, এইরূপ জ্ঞানের জন্যই শাস্ত্রে শ্রবণ-মননাদি বিহিত হইয়াছে। যেহেতু বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদি। তব্যপ্রত্যয় বিধিলিঙের সমানার্থক বলিয়া শ্রবণাদিতে বিধি সিদ্ধ হইয়াছে। বিধির লক্ষণ বলিতেছেন—"প্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্থবত্ত্বম্" অর্থাৎ স্বর্গাদিই পুরুষের প্রয়োজন। ফলকেই প্রয়োজন বলা হয়। প্রয়োজনের সাধন যাগ, দান, হোমাদিই প্রয়োজনবান্ অর্থ অর্থাৎ ফলসাধনরূপ কর্ম্ম। এই কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যকে বিধিবাক্য বলে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইহাই

(ছাঃ ৭।২৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বিধিত্বং নাম প্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্থবত্ত্বম্, যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যত্র প্রয়োজনবদ্ধোমরূপমর্থং বিধত্তে। ১৬।

স চ দ্বিবিধঃ, অভিধানাভিধেয়ভেদাৎ। তত্রাভিধানবিধিশ্চতুর্ব্বিধঃ, উৎপত্তিবিধির্বিনিয়োগবিধিরধিকারবিধিঃ প্রয়োগবিধিশ্চেতি। তত্র কর্ম্মস্বরূপবোধকো বিধিরাদ্যঃ, যথা "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "সোমেন যজেত" ইত্যাদি। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানামন্যতমসহায়েনাঙ্গতাবোধকো বিধির্দ্বিতীয়ঃ, যথা —"দধ্না জুহোতি" "পশুনা যজেত" ইত্যাদি। অঙ্গত্বঞ্চ পরোদ্দেশপ্রবৃত্তকৃতিব্যাপ্যত্বং পরার্থত্বং বা। তত্র নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ। শব্দস্য স্বার্থপ্রকাশনসামর্থ্যং লিঙ্গম্। সমভিব্যাহারো বাক্যম্, পদযোগ্যেতর পদাকাঙ্ক্ষা বা। অঙ্গবাক্যসাপেক্ষং প্রধানবাক্যং প্রকরণম্, উভয়াকাঙ্ক্ষারূপং বা। দেশসামান্যং স্থানম্। ক্রমপঠিতানামর্থানাং ক্রমপঠিতৈর্যথাক্রমসম্বন্ধো বা স্থানম্, যথা ইন্দ্রাগ্ন্যাদয় ইষ্টয়ো দশ ক্রমেণ পঠিতা দশ

বিধিবাক্য। এই বাক্য স্বর্গসাধন অগ্নিহোত্র হোমের বিধায়ক। অগ্নিহোত্র হোম পুরুষাভিলষিত স্বর্গের সাধক বলিয়া তাহা অর্থ; এই অর্থরূপ কর্ম্মের বিধায়ক বলিয়া বিধিও অর্থবান্। ১৬।

এই বিধি অভিধান ও অভিধেয়ভেদে দুই প্রকার। অভিধানবিধি চারি প্রকার—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি ও প্রয়োগবিধি। কর্ম্মস্বরূপবোধক বিধি উৎপত্তিবিধি, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "সোমেন যজেত" ইত্যাদি উৎপত্তিবিধি। দ্রব্য ও দেবতাই কর্ম্মের স্বরূপ। দ্বিতীয় বিনিয়োগবিধি। অঙ্গীর সহিত অঙ্গের সম্বন্ধবোধক বিধিকে বিনিয়োগবিধি বলে। এই বিনিয়োগবিধি শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয়টি প্রমাণের অন্যতমকে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে। যেমন "দধ্না জুহোতি" "পশুনা যজেত" ইত্যাদি। "দধ্না" এই তৃতীয়াশ্রুতিসহকারে বিনিয়োগবিধি দধির হোমাঙ্গত্বের বোধক হইয়াছে। এইরূপ "পশুনা যজেত" এই স্থলেও তৃতীয়া-শ্রুতিসহকারে বিনিয়োগবিধি পশুর যাগাঙ্গত্বের বোধক হইয়াছে। পরোদ্দেশে প্রবৃত্ত পুরুষের কৃতিদ্বারা যাহা সাধ্য হয়, তাহাকেই অঙ্গ বলা হয়। যাহা পরার্থ, তাহাই অঙ্গ। ইতরনিরপেক্ষভাবে অঙ্গতার বোধক শব্দকে শ্রুতি বলা হয়। লিঙ্গই শ্রুত্যাদিসাপেক্ষ হইয়া অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি নিরপেক্ষভাবে অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে। শব্দের স্বার্থপ্রকাশনসামর্থ্যই লিঙ্গ। পদান্তরের সমাহারকে বাক্য বলে। অথবা যোগ্য ইতরপদ-সাকাঙ্ক্ষ পদকে বাক্য বলে। অঙ্গবাক্যসাপেক্ষ প্রধানবাক্যকে প্রকরণ বলে। এজন্য উভয়াকাঙ্ক্ষাকেও প্রকরণ বলা হয়। অঙ্গবাক্যের প্রধানবাক্যাকাঙ্ক্ষা এবং প্রধানবাক্যের অঙ্গবাক্যাকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া উভয় বাক্যই পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। দেশসামান্যকে স্থান বলে। কিংবা ক্রমপরিপঠিত অর্থসমূহের ক্রমপরিপঠিত অর্থান্তরের সহিত যথাক্রমে যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্থান। যেমন ইন্দ্রাগ্ন্যাদি দশটি ইষ্টি ব্রাহ্মণগ্রন্থে পরিপঠিত হইয়াছে। মন্ত্রসংহিতা গ্রন্থেও "ইন্দ্রাগ্নীরোচনা দিব" ইত্যাদি দশটি মন্ত্র পরিপঠিত হইয়াছে। এস্থলে ব্রাহ্মণপঠিত প্রথম ইষ্টিতে সংহিতাপঠিত প্রথম মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় ইষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে। প্রথম ইষ্টি ও প্রথম মন্ত্রের সমানদেশতা আছে। এইরূপ দ্বিতীয় ইষ্টি ও দ্বিতীয় মন্ত্রের সমানদেশতা আছে। এজন্যই দেশসামান্য বা সমানদেশতাকে স্থান বলা হইয়াছে। এই স্থানপ্রমাণসহকারে বিনিয়োগবিধি অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে। আর যৌগিক শব্দকে সমাখ্যা বলে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমাখ্যাসাম্যনিবন্ধন বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রসংহিতাতে আধ্বর্য্যবসংজ্ঞক মন্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণগ্রন্থে পঠিত আধ্বর্য্যবসংজ্ঞক কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিককে অধ্বর্য্যু বলে। এই অধ্বর্য্যুর পাঠ্যমন্ত্র ও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে আধ্বর্য্যব বলে। উৎপন্ন কর্ম্মের ফলসম্বন্ধবোধক

মন্ত্রাশ্চ "ইন্দ্রাগ্নারোচনাদিব" ইত্যাদ্যাঃ, তত্র প্রথমে ইষ্টৌ প্রথমমন্ত্রস্য বিনিয়োগ ইত্যাদিঃ। সংজ্ঞাসাম্যং সমাখ্যা, যৌগিকঃ শব্দঃ সমাখ্যেতি বা। আধ্বর্য্যবসংজ্ঞকানাং মন্ত্রাণামাধ্বর্য্যবসংজ্ঞকে কর্ম্মণি বিনিয়োগ ইতি সংক্ষেপঃ। উৎপন্নস্য কর্ম্মণঃ ফলসম্বন্ধবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ, যথা—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিঃ। সাঙ্গে কর্ম্মণি অনুষ্ঠাপকো বিধির্বিনিয়োগবিধিঃ, যথা—"পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত" ইত্যাদিরিতি বিবেকঃ। কৃতিসাধ্যত্বে সতি ইষ্টসাধনত্বমভিধেয়বিধিত্বম্। অয়মেব বিধির্লিঙর্থঃ। এতেন ভাবনানিয়োগবাদো নিরস্তো বোধ্যঃ, প্রমাণাভাবাৎ। ১৭।

এবং বিধীনাং প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়িত্বং নির্ণীতম্। স চ বিধিস্ত্রিবিধঃ, অপূর্ব্বনিয়মপরিসংখ্যাভেদাৎ।

বিধিকে অধিকারবিধি বলে। যেমন—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" "জ্যোতিষ্টোমেন জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি। উক্ত বাক্যদ্বারা অগ্নিহোত্র হোমের স্বর্গরূপ ফলসম্বন্ধ এবং জ্যোতিষ্টোম যাগের স্বর্গরূপ ফলসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। আর সাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠাপক বিধি প্রয়োগবিধি। যে বিধিদ্বারা পুরুষ সাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত" ইত্যাদি।

পূর্ব্বে অভিধানাভিধেয় ভেদে দ্বিবিধ বিধি বলা হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিধ অভিধানবিধিও প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি অভিধেয়বিধির কথা বলিতেছেন—কৃতিসাধ্যত্বে সতি ইষ্টসাধনত্বই অভিধেয়বিধিত্ব অর্থাৎ বিধির অভিধেয় অর্থ। যাহা কৃতিসাধ্য হইয়া ইষ্টের সাধন হয়, তাহাই বিধিবিভক্তির অর্থ। বিহিত যাগ, দান, হোমাদি ধাত্বর্থে বিধিবিভক্তির অর্থ কৃতিসাধ্যত্ববিশিষ্ট ইষ্টসাধনত্ব অন্বিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে বিহিত যাগ, দানাদি অধিকারী পুরুষের কৃতিসাধ্য ও ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। মণ্ডনমিশ্রপ্রণীত বিধিবিবেকগ্রন্থে উত্তরকণিকাতে এতাদৃশই বিধ্যর্থ নিরূপিত হইয়াছে। "পুংসো নেষ্টাভ্যুপায়ত্বাৎ ক্রিয়াস্বন্যঃ প্রবর্ত্তকঃ।" এই বাক্যদ্বারা কৃতিসাধ্যত্ব-সমানাধিকরণ ইষ্টসাধনত্বই বিধ্যর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ইহাই বেদান্তিগণ ও নৈয়ায়িকগণ সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়কণিকার ৩০২ পৃষ্ঠাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে—আচার্য্য মণ্ডন "কর্ত্তুরিষ্টাভ্যুপায়ে হি কর্ত্তব্যমিতি লোকধীঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। আর তাহাতে "কর্ত্তুঃ" এইরূপ বলায় কর্ত্তব্যতৈকার্থসমবায়িনী হিতসাধনতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। মণ্ডনমিশ্রপ্রদর্শিত এই সিদ্ধান্ত ভট্টপাদ কুমারিলও শ্লোকবার্ত্তিকের প্রারম্ভে বলিয়াছেন। "শ্রেয়ঃসাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তিনি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভাষ্যকার শবরস্বামীও শ্রেয়স্করভাষ্যে (জৈঃ সূঃ ১।১) "তস্মাচ্চোদনালক্ষণোঽর্থঃ শ্রেয়স্করঃ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। সুতরাং মূলকারপ্রদর্শিত বিধ্যর্থ অতিপ্রাচীন কাল হইতেই মীমাংসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন। ভট্টপাদপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থের টীকাকার সুচরিতমিশ্র এবং নীতিতত্ত্বাবির্ভাব নামক সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থের প্রণেতা চিদানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্বমীমাংসকগণ প্রদর্শিতরূপ বিধ্যর্থেরই সমর্থন করিয়াছেন। ভট্টপাদ যেমন শ্রেয়ঃসাধনত্বকে বিধ্যর্থ বলিয়াছেন, এইরূপ তিনি শাব্দীভাবনাকেও বিধ্যর্থ বলিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকা গ্রন্থে পার্থসারথিমিশ্র এই ভাবনা-বিধ্যর্থবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। শাবরভাষ্যের টীকাকার মহামতি প্রভাকরমিশ্র "নিয়োগই বিধির অর্থ" এইরূপ বলিয়াছেন। এই নিয়োগবিধ্যর্থতাবাদ অতি গম্ভীর। ভট্টপাদের মতানুসারী মীমাংসকগণ এই নিয়োগবিধ্যর্থতা-বাদের খণ্ডনই করিয়াছেন। এস্থলেও মূলকার ইষ্টসাধনত্বই বিধ্যর্থ—এইরূপ বলিয়া "ভাবনাবিধিবাদ ও নিয়োগ-বিধিবাদ নিরস্ত হইল" এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত উভয়বাদই প্রমাণরহিত ইহাও বলিয়াছেন। ১৭।

এই প্রদর্শিতরূপে বিধিসমূহের প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়িত্ব নির্ণীত হইল। সেই বিধি তিন প্রকার :—অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। তন্মধ্যে যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের কর্ত্তব্যরূপে বোধক হইয়া থাকে,

তত্র মানান্তরেণাপ্রাপ্তস্যার্থস্য কর্ত্তব্যতাবোধকো বিধিরপূর্ব্ববিধিঃ, যথা "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" ইতি। ব্রীহীণাং প্রোক্ষণস্য সংস্কারস্য মানান্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ তৎকর্ত্তব্যতাবোধনপরোঽয়মপূর্ব্বস্য লক্ষণসমন্বয়াৎ। সাধনদ্বয়স্য পক্ষে প্রাপ্তৌ অন্যতরস্য সাধনস্যাপ্রাপ্ততাদশায়াং যো বিধিঃ স নিয়মঃ, যথা—"ব্রীহীনবহন্তি"। তুষনিবৃত্তিং প্রতি একত্র পক্ষে অবঘাতঃ, একত্র পক্ষে নখবিদলনাদিশ্চ প্রাপ্তঃ, যদা নখবিদলনাদিঃ প্রাপ্তঃ ততশ্চ তুষনিবৃত্তিং প্রতি পক্ষপ্রাপ্তস্যাবঘাতাদেরপ্রাপ্তাংশং পূরয়তি অবহননবাক্যমবঘাতেনৈব তুষনিবৃত্তিঃ কার্য্যেতি নিয়মঃ, ন বৈতুষ্যকরণং বিধ্যর্থঃ, তস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধত্বাৎ। অতশ্চ নিয়মবিধাবপ্রাপ্তাংশপূরকোঽয়ং নিয়ম এবেত্যর্থঃ। উভয়স্য যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরঃ পরিসঙ্খ্যাবিধিঃ, যথা "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" ইতি বিধিবাক্যং ন ভক্ষণপরং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। নাপি নিয়মপরং পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণয়োঃ যুগপৎ-প্রাপ্তত্বাৎ পক্ষে প্রাপ্ত্যভাবাৎ। কিন্তু অপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপরমিদং বাক্যম্, অপঞ্চনখা ন ভক্ষ্যা ইতি বাক্যার্থঃ। ১৮।

ননু নিয়মপরিসঙ্খ্যয়োঃ কো বিশেষঃ, উভয়ত্র ইতরব্যাবৃত্তেরবিশেষাদিতি চেন্ন, নিয়মবিধৌ

তাহাকে অপূর্ব্ববিধি বলে। যেমন "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" অর্থাৎ ব্রীহিসমূহকে প্রোক্ষণ করিবে। এই ব্রীহিসমূহের প্রোক্ষণরূপ সংস্কার অন্য প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এই বিধিবাক্য অপ্রাপ্ত প্রোক্ষণরূপ অর্থের কর্ত্তব্যতারূপে বোধক হইয়াছে বলিয়া ইহাতে অপূর্ব্ববিধির প্রদর্শিত লক্ষণের সমন্বয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা অপূর্ব্ববিধি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

আর দুইটি সাধনের পাক্ষিক প্রাপ্তি থাকিলে একটি সাধনের পক্ষে অপ্রাপ্তিদশাতে তাহার কর্ত্তব্যতারূপে বোধক যে বিধি, তাহাকে নিয়মবিধি বলে অর্থাৎ অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরক যে বিধি, তাহাকে নিয়নবিধি বলে। যেমন "ব্রীহীন্ অবহন্তি" অর্থাৎ ব্রীহিসমূহকে অবহনন করিবে। ব্রীহির তুষনিবৃত্তি অবঘাতের দ্বারাও হয় এবং নখবিদলনাদিদ্বারাও হয়। সুতরাং তুষনিবৃত্তির প্রতি এক পক্ষে অবঘাত প্রাপ্ত আছে এবং এক পক্ষে নখবিদল-নাদি প্রাপ্ত আছে। যে পক্ষে নখবিদলনাদির প্রাপ্তি আছে, সেই পক্ষেও অবঘাতের প্রাপ্তি করাইবার জন্যই "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এইরূপ বিধিবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এক পক্ষে অবঘাত প্রাপ্তই আছে। অপর যে পক্ষে অবঘাতের প্রাপ্তি নাই, নখবিদলনাদির প্রাপ্তি আছে, সেই পক্ষেও অবঘাতের প্রাপ্তি করাইয়া অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরক হওয়ায় উহাকে নিয়মবিধি বলা হয়। উক্ত বিধিবাক্যদ্বারা "অবঘাতের দ্বারাই তুষনিবৃত্তি করিবে" এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে বলিয়া উহা নিয়মবিধি। ব্রীহির বৈতুষ্যকরণ অর্থাৎ বিতুষতাসম্পাদন উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কারণ তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রদর্শিতরূপ অর্থাৎ অপ্রাপ্তাংশপরিপূরকরূপ নিয়মই বিধির অর্থ।

আর উভয় অর্থের যুগপৎ প্রাপ্তিতে অন্যতর অর্থের ব্যাবৃত্তিপর অর্থাৎ নিষেধপর বিধিকেই পরিসঙ্খ্যাবিধি কহে। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটি ভক্ষণ করিবে। এই বিধিবাক্য ভক্ষণপর নহে, কারণ তাহা রাগতঃই অর্থাৎ আসক্তিনিবন্ধনই প্রাপ্ত আছে। আর এই বিধি নিয়মপরও নহে, কারণ পঞ্চনখ ভক্ষণ ও অপঞ্চনখ ভক্ষণ এই উভয়েরই যুগপৎ প্রাপ্তি আছে বলিয়া পক্ষে প্রাপ্তি নাই। পাক্ষিক প্রাপ্তিতেই নিয়মবিধি হইয়া থাকে। এই স্থলে পাক্ষিক প্রাপ্তি না হইয়া যুগপৎ প্রাপ্তি হওয়ায় ইহা নিয়মবিধি হইতে পারে না। কিন্তু অপঞ্চনখ ভক্ষণের নিবৃত্তিপরই এই বিধিবাক্য। অপঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে না, ইহাই এই বিধিবাক্যের অর্থ। সুতরাং এই বিধিবাক্যে প্রদর্শিত পরিসঙ্খ্যার লক্ষণ সমন্বিত হইয়া থাকে। ১৮।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—তাহা হইলে নিয়মবিধি ও পরিসঙ্খ্যাবিধির পার্থক্য কি? উভয় স্থলেই ত

ইতরব্যাবৃত্তিঃ আর্থিকী, পরিসঙ্খ্যাবিধৌ সা বিধেয়া ইতি বিশেষস্য সত্ত্বাৎ। "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসঙ্খ্যেতি গীয়তে" ইতি বচনাৎ। তত্র "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি হ্যপূর্ব্ববিধিরেব, ধ্যানস্য বেদান্তমৃতে মানান্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ। তদেবাঙ্গি "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদিনা সাক্ষাৎফলত্বশ্রবণাৎ। ন চ পুরাণাদিনাপি তৎপ্রাপ্তেঃ কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, তাদৃক্‌পুরাণবাক্যানাং বেদান্তবাক্যব্যাখ্যানরূপত্বেন ভিন্নপ্রমাণত্বাভাবাৎ। শ্রবণমননয়োর্ভিন্নফলকত্বাভাবেন তদঙ্গত্বম্। তথাচ—দর্শনমুদ্দিশ্য তদন্তরঙ্গসাধনং ধ্যানমাত্রং বিধেয়ং শ্রবণমননয়োর্ধ্যানে বিনিয়োগঃ তাদর্থ্যাদিতি শ্রুত্যর্থঃ। ১৯।

ননু শ্রোতব্য ইত্যাদিবাক্যে শ্রবণস্যৈবাঙ্গিত্বমঙ্গীকার্য্যম্, তথাহি—যৎ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন শ্রূয়তে, তদেবাঙ্গী শেষী প্রধানমিত্যাদিসংজ্ঞাং লভতে। তৎসন্নিধৌ ফলং বিনা যৎ কর্ত্তব্যতয়া শ্রুতম্, তদঙ্গং শেষঃ

ইতরের ব্যাবৃত্তি তুল্য। ইতরের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অন্যতরের নিষেধ উভয় স্থলেই আছে বলিয়া ঐ উভয় বিধির কোনও পার্থক্য ত উপলব্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ নিয়মবিধিতে ইতরের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ আর্থিকী অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ লভ্য হইয়া থাকে। আর পরিসংখ্যাবিধিতে ইতরের ব্যাবৃত্তি বিধেয়ই। সুতরাং এইরূপ বিশেষ আছে বলিয়া তদুভয়ের পার্থক্য সিদ্ধ হয়। ফল কথা—পাক্ষিক প্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তাংশের পরিপূরক বিধি নিয়মবিধি এবং যুগপৎপ্রাপ্তিতে ইতরের নিষেধপর বিধি পরিসংখ্যাবিধি। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥" এই বচন হইতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

তাহাতে শ্রুত্যুক্ত "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহা অপূর্ব্ববিধিই; যেহেতু "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই যে বিহিত ধ্যান, এই ধ্যান বেদান্ত অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণদ্বারা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই শ্রুতি প্রমাণান্তর-দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের কর্ত্তব্যরূপে বোধক হইয়াছে বলিয়া ইহা অপূর্ব্ববিধি। আর "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বিধিবাক্যে "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহাই অঙ্গী। কারণ "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মু ৩।১।৮) ইত্যাদি-শ্রুতিদ্বারা ধ্যানেরই সাক্ষাৎ ফলত্ব শ্রুত হওয়া যায়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—পুরাণাদি দ্বারাও ত ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই বিধি প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের কর্ত্তব্যরূপে বোধক হইল কিরূপে? আর তাহাতে এই বিধির অপূর্ব্বত্বই বা থাকিবে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তিও করা যায় না; কারণ তাদৃশ অর্থাৎ ধ্যানবোধক পুরাণবাক্যসমূহ বেদান্তবাক্যেরই ব্যাখ্যানরূপ। এজন্য পুরাণবাক্যসমূহের, শ্রুতিবাক্য হইতে ভিন্নরূপে প্রমাণত্ব নাই। সুতরাং উক্ত বিধির অপূর্ব্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল বলিয়া তাহা অপূর্ব্ববিধিই বটে। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বাক্যে "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহাকে অঙ্গী বলা হইয়াছে। আর ঐ বাক্যে যে শ্রবণ ও মনন বিহিত হইয়াছে, সেই শ্রবণ ও মনন বিহিত ধ্যানরূপ অঙ্গীর অঙ্গ, যেহেতু শ্রবণ ও মননের ভিন্ন ফল বলা হয় নাই। অতএব "দ্রষ্টব্যঃ" এই ফলরূপ দর্শনকে উদ্দেশ করিয়া তাহার অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যানমাত্রই উক্ত বিধিবাক্যের বিধেয় এবং শ্রবণ ও মনন ধ্যান সম্পাদনের জন্য বলিয়া শ্রবণ ও মননের ধ্যানে বিনিয়োগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ। ১৯।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বিধিবাক্যে শ্রবণেরই অঙ্গিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহাই উচিত। যাহা ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে শ্রুত হয়, তাহাই অঙ্গী, শেষী, প্রধান ইত্যাদি সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর তাহার সমীপে ফল ব্যতীত যাহা কর্ত্তব্যরূপে শ্রুত

সহকারীতি চ উচ্যতে। যথা "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইতি বিধিনা দর্শপৌর্ণমাসাগ্নেয়াদয়ঃ ষট্ যাগাঃ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন বিহিতত্বাৎ অঙ্গিনঃ। তৎপ্রকরণে "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" "সমিধো যজতি" ইতি প্রোক্ষণাদয়ঃ সমিদাদয়শ্চ সাক্ষাৎ স্বর্গফলমন্তরেণ কর্ত্তব্যতয়া বিহিতত্বাৎ তদঙ্গানি, "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" ইতি ন্যায়াৎ। তত্রাঙ্গান্যপি দ্বিবিধানি স্বরূপোপকারীণি ফলোপকারীণি চ। তত্র প্রোক্ষণাদীনি স্বরূপোপকারীণি, তান্যেব সন্নিপত্যোপকারকসংজ্ঞকানি। প্রযাজাদীনি তু ফলোপকারীণি, তান্যেবারাদুপকারীণীতি শাস্ত্রীয়া প্রক্রিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতা। তথা প্রকৃতেঽপি বেদান্তশ্রবণস্য প্রমাণ-বিচাররূপত্বেন ব্রহ্মানুভবং প্রতি সাধনত্বেন বিহিতত্বাদঙ্গিত্বম্, বিবেকাদিগুরূপসত্ত্যন্তানি তৎসন্নিধৌ বিহিতানি স্বরূপোপকারকাণি, তেষাং জ্ঞানাতিরিক্তফলান্তরাশ্রবণাৎ, মননাদীনি ফলোপকার্য্যঙ্গানি, ফলং বিনা তৎসন্নিধৌ বিহিতত্বাৎ। তথাচ মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধেয়ম্। ২০।

তথাচাত্র প্রয়োগঃ—শ্রোতব্য ইত্যাদিনা শ্রূয়মাণং শ্রবণমঙ্গি, সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রমাং প্রতি সাধনত্বেন শ্রুতত্বাৎ, "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিশ্রুতদর্শাদিবদিতি চেৎ সত্যম্, উক্তাঙ্গাঙ্গিপ্রক্রিয়ায়াঃ

হওয়া যায়, তাহাই অঙ্গ, শেষ, সহকারী প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিদ্বারা আগ্নেয়, অগ্নিষোমীয় ও উপাংশু এই তিনটি পৌর্ণমাস যাগ ও আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি ও ঐন্দ্রপয় এই তিনটি দর্শ যাগ মোট ছয়টি যাগ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং স্বর্গফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে উক্ত ছয়টি যাগ বিহিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ছয়টি যাগ অঙ্গী। আর সেই প্রকরণেই "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বিধিদ্বারা প্রোক্ষণাদি ও সমিদাদি সাক্ষাৎ স্বর্গফল ব্যতীত কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রোক্ষণাদি ও সমিধাদি উক্ত অঙ্গী ষট্ যাগের অঙ্গ। "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" অর্থাৎ ফলবানের সমীপে যদি অফল বিহিত হয়, তবে তাহা ফলবানের অঙ্গ হইয়া থাকে, এই ন্যায় অনুসারে প্রদর্শিতরূপ অঙ্গিত্ব ও অঙ্গত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অঙ্গ দুই প্রকার :—স্বরূপোপকারী ও ফলোপকারী। তন্মধ্যে প্রোক্ষণাদি বিহিত অঙ্গী ষট্ যাগের স্বরূপোপকারী অঙ্গ। এই স্বরূপোপকারক অঙ্গসমূহই সন্নিপত্যোপকারক নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। আর প্রযাজাদি বিহিত অঙ্গী ষট্‌যাগের ফলোপকারী অঙ্গ। এই ফলোপকারক অঙ্গসমূহই আরাদুপকারক নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রীয়প্রক্রিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও বেদান্তশ্রবণ প্রমাণবিচাররূপ বলিয়া ফলরূপ ব্রহ্মানুভবের প্রতি সাক্ষাৎ সাধনরূপে তাহাই অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণই বিহিত হইয়াছে; আর এজন্য তাহাই অঙ্গী। আর এই বেদান্তশ্রবণের সমীপে বিবেক, বৈরাগ্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরূপসত্তি পর্য্যন্ত যাহা যাহা বিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত বিহিত বেদান্তশ্রবণরূপ অঙ্গীর স্বরূপোপকারক অঙ্গ। কারণ ঐ বিবেকাদির ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অপর কোনও ফল শ্রুত হওয়া যায় না। আর মননাদি বিহিত বেদান্তশ্রবণাদিরূপ অঙ্গীর ফলোপকারক অঙ্গ। কারণ ফল ব্যতীতই শ্রবণসমীপে তাহা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং মনন ও নিদিধ্যাসনের সহিত শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। এজন্য শ্রবণই অঙ্গী এবং তাহাই বিধেয়। ২০।

আর তাহাতে এইরূপ ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করা যায় যে—"শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রূয়মাণ শ্রবণ অঙ্গী, যেহেতু তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রমার প্রতি সাধনরূপে শ্রুত হইয়াছে। এই স্থলে ব্রহ্মপ্রমাই ফল এবং এই ফলের সাক্ষাৎ সাধন শ্রবণ। সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে যাহা শ্রুত হয়, তাহাই অঙ্গী হইয়া থাকে। যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্বর্গরূপ ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে শ্রুত দর্শপৌর্ণমাস অঙ্গী হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণাদি সাধনকলাপের মধ্যে শ্রবণ অঙ্গী ও মননাদি তাহার অঙ্গ। যেমন দর্শপৌর্ণমাস অঙ্গী এবং প্রোক্ষণ,

শাস্ত্রীয়ত্বেনাস্মাকমপ্যঙ্গীকার্য্যত্বাবিশেষাৎ। তথাপি যদুক্তং শ্রবণস্যাঙ্গিত্বম্, তৎ প্রামাদিকমাত্রম্, তত্র সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন শ্রূয়মাণস্যাঙ্গিলক্ষণস্যাব্যাপনাৎ তৎফলশ্রাবকবাক্যাভাবাৎ। এতেন উক্তানুমানস্য স্বরূপাসিদ্ধহেতুকত্বাদাভাসমাত্রত্বমপি দর্শিতং ভবতি। দৃষ্টান্তস্য সাধনবিকলত্বেনাপ্রসিদ্ধসাধ্যত্বেন চাপি তথাত্বং বোধ্যম্। কিঞ্চ বেদান্তশ্রবণস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপ্রত্যক্ষানুভূতিসাধনত্বনিষেধশ্রবণাৎ "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" (কঠ ১।২।২) "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ" (কঠ ১।২।৭) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ উক্তহেতোর্বিরুদ্ধত্বাদপি আভাসত্বম্, যত্র শ্রবণং তত্র পরোক্ষজ্ঞানমিতি সাধ্যাভাবরূপেণ পরোক্ষজ্ঞানেন ব্যাপ্তত্বাৎ। ২১।

নন্থ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানমপরোক্ষমেব, পরোক্ষজ্ঞানাভ্যাসসংস্কৃতেন মনসা ব্রহ্মাপরোক্ষ্যসম্ভবাৎ

অবঘাত, প্রযাজাদি তাহার অঙ্গ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উদাহরণরূপে প্রদর্শিত দর্শপৌর্ণমাসের অঙ্গিত্ব এবং প্রোক্ষণ-প্রযাজাদির অঙ্গত্ব মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত বলিয়া আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী যে শ্রবণের অঙ্গিত্ব বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বরূপ অঙ্গিত্বের লক্ষণ শ্রবণে নাই। কারণ শ্রবণ যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হইয়া থাকে,—ইহার প্রতিপাদক কোনও শ্রুতিবাক্য নাই। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রবণরূপ পক্ষে অঙ্গিত্বলক্ষণরূপ হেতু অর্থাৎ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্ব নাই; এজন্য পক্ষাবৃত্তি হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। এই অসিদ্ধ হেতু সাধ্যের সাধক নহে।

আরও কথা এই যে—প্রদর্শিত দৃষ্টান্তও সাধনবিকল হইয়াছে। দর্শপৌর্ণমাস স্বর্গরূপ ফলের সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ব্রহ্মপ্রমার প্রতি সাক্ষাৎ সাধন নহে। ব্রহ্মপ্রমার প্রতি সাক্ষাৎ সাধনত্বরূপে শ্রুতত্বই উক্তানুমানে হেতু। আর তাহা দৃষ্টান্তে নাই বলিয়া দৃষ্টান্তটি সাধনবিকল হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধনবিকল বলিয়াও প্রদর্শিত অনুমান অনুমানাভাস। আরও বিশেষ কথা এই যে—শ্রবণরূপ পক্ষে অঙ্গিত্বলক্ষণরূপ হেতু নাই বলিয়া পক্ষে অঙ্গিত্বের সিদ্ধিই হইতে পারে না। এজন্য শ্রবণের অঙ্গিত্বরূপ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ।

শ্রবণের অঙ্গিত্ব তবেই সম্ভাবিত হইতে পারিত, যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণের সাক্ষাৎ সাধনত্ব সম্ভাবিত হইত। কিন্তু শ্রুতিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণের সাক্ষাৎ সাধনত্বের নিষেধ করিয়াছেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন নহে। আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত অনুমানে হেতুটি বিরুদ্ধ বলিয়াও তাহা অনুমানাভাস। কোন স্থলেই শ্রবণ সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন হইতে পারে না। শ্রবণমাত্রই পরোক্ষজ্ঞানের সাধন। শ্রবণ যদি শাব্দবোধাত্মক জ্ঞান হয়, তবে যাহা শ্রবণ, তাহা পরোক্ষজ্ঞান ইহাই হইবে। অনুমিতি শাব্দবোধ প্রভৃতি পরোক্ষানুভব। সুতরাং যাহা শ্রবণ তাহা পরোক্ষজ্ঞান ইহাই হইবে। সুতরাং শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন না হইয়া ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানেরই সাক্ষাৎ সাধন হইবে। এজন্য প্রদর্শিত হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য বলিয়া বিরুদ্ধ। ২১।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ শঙ্কা করেন যে—"তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" "তমসঃ পারং দর্শয়তি" "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে উপদেশমাত্র হইতেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও অপরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবে। অসংস্কৃত মনঃসহকারে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অবিদ্যানিবৃত্তিফলক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক না হইলেও মনন-নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা সংস্কৃত মনঃসহকারে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অবিদ্যানিবৃত্তিফলক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হইতে পারিবে। মননাদিজন্য জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান।

"তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।৭।৬) "তমসঃ পারং দর্শয়তি" (ছাঃ ৭।২৬।২) "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" ইত্যাদৌ উপদেশমাত্রাদেবাপরোক্ষ্যোক্তেঃ। শাব্দজ্ঞানমপরোক্ষমপরোক্ষমাত্রবিষয়কজ্ঞানত্বাৎ সুখাদিজ্ঞানবৎ। অপরোক্ষত্বঞ্চ বেদান্তজন্যজ্ঞানবৃত্তি অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ ইত্যনুমানাচ্চেতি চেন্ন, "বিজজ্ঞৌ" ইত্যাদেঃ পরোক্ষজ্ঞানেনাপি উপপত্তেঃ "পারং দর্শয়তি" ইত্যাদেশ্চ গ্রামোপদেষ্টরি

আরও কথা এই যে—জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রমাণাধীন নহে। কিন্তু তাহা বিষয়াধীন। এজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য শাব্দজ্ঞানও অপরোক্ষই হইবে। কারণ উক্ত জ্ঞান অপরোক্ষমাত্রবিষয়ক হইয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বস্তু। অপরোক্ষ বস্তুবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান হইলে সেই জ্ঞানের ভ্রমত্বাপত্তি হইবে। অপরোক্ষ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানমাত্রই যে অপরোক্ষ হয়, তাহা সুখাদিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ আছে। সুখাদি সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া তাহা অপরোক্ষ। এজন্য সুখাদির বিদ্যমানতাদশায় "ত্বং সুখী" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও সুখবান্ পুরুষের অপরোক্ষই হইয়া থাকে। কিন্তু পরোক্ষ হয় না। সুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে—"বিমতং শাব্দজ্ঞানম্ অপরোক্ষম্ অপরোক্ষ-বিষয়ত্বাৎ সুখজ্ঞানবৎ"। এই অনুমান ন্যায়রত্নাবলীতে আনন্দবোধভট্টারক প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তাহাই এস্থলে মূলকার ভঙ্গ্যন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন।

"অপরোক্ষত্বং বেদান্তজন্যজ্ঞানবৃত্তি অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ" এইরূপ অনুমানে অপরোক্ষত্ব পক্ষ, তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তিত্ব সাধ্য, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব হেতু এবং জ্ঞানত্ব দৃষ্টান্ত। যাহা যাহা জ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইবে, তাহা তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য-জ্ঞানবৃত্তিও হইবে;—যেমন জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম। অপরোক্ষজ্ঞান জ্ঞান বটে, তাহাতে জ্ঞানত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্ম হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রব্যত্বাদিতে প্রতিযোগিত্ব এবং জ্ঞানত্বে অপ্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বাভাব আছে। জ্ঞানত্ব ধর্ম্মে হেতুও আছে এবং সাধ্যও আছে। কারণ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও জ্ঞানই বটে এবং তাহাতে জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম আছে। জ্ঞানত্ব ধর্ম্মে হেতু ও সাধ্য উভয়ই আছে বলিয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। অপরোক্ষত্বরূপ পক্ষে হেতু আছে; কারণ অপরোক্ষত্ব ধর্ম্ম অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগীই বটে। সাধ্যব্যাপ্য হেতু পক্ষে আছে বলিয়া অপরোক্ষত্বরূপ পক্ষে তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তিত্বও সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ—ইহাই সিদ্ধ হইবে। এই অনুমান শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বপ্রকরণে চিৎসুখাচার্য্য ও মধুসূদনসরস্বতী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাই এই স্থলে মূলকার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে—বেদান্তবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে,—ইহাতে "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" ইত্যাদি প্রদর্শিত শ্রুতিই প্রমাণ—ইহাই পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ মনে করিয়াছেন। আর তদনুসারে উক্ত অনুমানটিও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। "বিজজ্ঞৌ" এই শ্রুতিতে অপরোক্ষজ্ঞানের কথা বলা হয় নাই। পরোক্ষজ্ঞানদ্বারাই "বিজজ্ঞৌ" শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে। "বিশেষভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল"—ইহাই "বিজজ্ঞৌ" শব্দের অর্থ। ইহাদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। পরোক্ষজ্ঞানেও "বিজজ্ঞৌ" বলা যাইতে পারে। এইরূপ "তমসঃ পারং দর্শয়তি" এই শ্রুতিতেও অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিপাদক দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেও এই স্থলে দৃশ্ ধাতু মুখ্যার্থক নহে। যেমন দূরস্থিত গ্রামের উপদেষ্টা পুরুষকে "গ্রামং দর্শয়তি" এইরূপ বলা হয়, উপদেষ্টা পুরুষ গ্রামকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয় না। উপদেশদ্বারা গ্রামের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। গ্রামবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান অভিপ্রায়েও যেমন "গ্রামং দর্শয়তি" এইরূপ প্রয়োগ হয়, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। মনের দ্বারাই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু বেদান্তবাক্যদ্বারা হয় না—ইহা "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা

গ্রামং দর্শয়তীতিবদুপপত্তেঃ। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ। সুপদস্যাপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাসকত্বেনৈবাপরোক্ষ্যজনকত্বাপ্রাপ্তেশ্চ। ২২।

শাব্দং জ্ঞানং পরোক্ষং শব্দজন্যজ্ঞানত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ, শাব্দো নাপরোক্ষধীহেতুঃ শব্দজন্যত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমাদিশব্দজন্যবিচারবৎ, অপরোক্ষত্বং ন শব্দজন্যধীবৃত্তি অপরোক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ

হইয়াছে। "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" এই শ্রুতিতেও বেদান্তবাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব বলা হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন—বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলায় জ্ঞানের বিশেষবিষয়ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর তাহাতে বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মনিশ্চয়হেতুত্ব সিদ্ধ হইলেও "সুনিশ্চিতার্থা" এই "সু"পদদ্বারা বেদান্তবাক্যের অপরোক্ষনিশ্চয়হেতুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (চিৎসুখ ৩৩৬ পৃঃ)। এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে—"সু"পদদ্বারা বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের অপ্রমাত্বশঙ্কারই নিরাস করা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তবাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব বলা হয় নাই। ২২।

আরও কথা এই যে—বাক্যজন্যজ্ঞান অপরোক্ষ হইতেই পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্বসিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। কারণ তাহাতে বহুতর প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যেমন—(১) বাক্যজন্য জ্ঞান পরোক্ষই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহা বাক্যজন্য জ্ঞান। যাহা যাহা বাক্যজন্য জ্ঞান তাহা সমস্তই পরোক্ষ; যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্যজন্য জ্ঞান ("জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত")। (২) শাব্দ বিচার অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু হয় না; যেহেতু তাহা শব্দজন্য; যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি শব্দজন্যবিচার অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না। (৩) অপরোক্ষত্ব ধর্ম্ম বাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি হয় না; যেহেতু অপরোক্ষত্ব ধর্ম্ম অপরোক্ষমাত্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। যেমন চাক্ষুষত্বাদি ধর্ম্ম অপরোক্ষমাত্রবৃত্তি বলিয়া তাহা বাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি নহে।

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে—বাক্যজন্য জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ নহে। "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষই হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যজন্য জ্ঞানমাত্রেরই পরোক্ষত্ব বলা যায় না। বাক্যজন্যত্ব হেতুদ্বারা পরোক্ষত্বের অনুমান করিলে "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানে উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইবে।*

---

* অদ্বৈতবেদান্তে শাব্দাপরোক্ষবাদ একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়। চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি নবীন গ্রন্থে এই বাদের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অপর শাস্ত্রেও এই শাব্দাপরোক্ষবাদের প্রতিকূলে ও অনুকূলে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের অতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ন্যায়পরিশুদ্ধি"তে মহামনীষী উদয়ন শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়পরিশুদ্ধিতে "তস্মাদ্ যে বেদান্তিনো বাক্যার্থজ্ঞানাদেব মুক্তিমিচ্ছন্তি তে প্রষ্টব্যাঃ"-এইরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদের অবতারণা করিয়া খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে—"ন চ বাচ্যং বাক্যাদেবাত্মসাক্ষাৎকারোদয় ইতি তস্য কেবলস্য সামর্থ্যানুপলম্ভাৎ।" ইহার অর্থ—কেবল বাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইতে পারে না। অপরোক্ষ জ্ঞানজননসামর্থ্য বাক্যের নাই। এইরূপ বলিয়া "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা আছে কি না তাহা বিচার করিয়াছেন। উদয়ন বলিয়াছেন যে—"যদপি ভৌতদর্শকনদীসন্তরণমুদাহরণং তত্রাপি ন কেবলেনৈব বাক্যেন সাক্ষাৎকারঃ কিন্তু চক্ষুরাদিনৈব।" এই তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির বাক্যের ব্যাখ্যা "প্রকাশে" বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—"বর্ব্বরদেশগতয়ে নদীং সন্তীর্ণে সর্ব্বঃ স্বং স্বমনন্তর্ভাব্য নবৈব গণয়ন্ যদা অন্যেন বোধ্যতে ত্বং দশম ইতি, তদা শব্দাদেবাস্য স্বশরীরসাক্ষাৎকারঃ, তথাত্মনোঽপি স্যাদিত্যর্থঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে—দশ জন লোক বর্ব্বর দেশে যাইবার জন্য সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া সকলেই নদী পার হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাহারা লোকের গণনা করিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই নিজকে গণনা না করিয়া নয় জনের গণনা করিয়াছিল। দশ জনের মধ্যে নয় জন নদী পার হইয়াছে, সুতরাং একজন নিশ্চয়ই নদীতে মারা গিয়াছে—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা শোকাকুল হইয়াছিল। এমন সময়ে একজন আগন্তুক বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদের শোকের কারণ অবগত হইয়া তাহাদের শোকনিবারণার্থ বলিয়াছিলেন যে—তোমরা আবার গণনা করিয়া দেখ। তখন তন্মধ্যে একজন নিজকে পরিত্যাগ করিয়া নয় জনের

চাক্ষুষত্বাদিবদিতি প্রতিরোধাচ্চ। ন চ "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদিশব্দজন্যে ব্যভিচারঃ, তস্যাপি পরোক্ষতুল্যত্বাৎ। অত্র যুষ্মদর্থস্য প্রত্যক্ষাবাপ্তত্বাৎ তমনূদ্য তত্র দশমত্ববিধানাৎ। তথাচ—ধর্ম্ম্যংশে অপারোক্ষ্যেঽপি বিধেয়-দশমত্বাংশে পরোক্ষত্বাৎ। ন চ পরোক্ষেণাপরোক্ষভ্রমনিবৃত্তিরনুপপন্নেতি বাচ্যম্, ধর্ম্মবাংস্ত্বমসীতিবৎ তস্যাপি সম্ভবাৎ। ইন্দ্রিয়ান্তরজন্যেন উপদেশসহকৃতেনাপি তন্নিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। বাক্যশ্রবণানন্তরং মনোযুক্তেন্দ্রিয়েণ ব্যক্ত্যবচ্ছিন্নযুষ্মদর্থস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাদবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যথা ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারেণ ধর্ম্মাদিজ্ঞানস্যাপি অপরোক্ষত্বাপত্তেঃ। ২৩।

নন্বপরোক্ষার্থকশব্দস্য অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বনিয়মঃ, শব্দস্য অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বাভাব্যে হি

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যজন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ নহে; কিন্তু তাহা পরোক্ষতুল্য। এই বাক্যে ত্বংপদের অর্থ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ত্বংপদার্থের অনুবাদপূর্ব্বক দশমত্বের বিধান করা হইয়াছে। যুষ্মদর্থ ধর্ম্মী অপরোক্ষ হইলেও বিধেয় দশমত্ব পরোক্ষই বটে।

যদি বলা যায়—"দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যজন্য জ্ঞান পরোক্ষ হইলে পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষ- ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। অপরোক্ষ ভ্রম অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারাও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন—স্বগত ধর্ম্মাভাববিষয়ক সন্দেহ ও ভ্রম "ধর্ম্মবান্ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ হইবে। বিশেষ কথা এই যে—"দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য শ্রোতার "আমিই দশম" এইরূপ যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষজ্ঞান "দশমস্ত্বমসি" এইরূপ উপদেশ-সহকৃত চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা হইয়া থাকে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির উপদেশসহকৃত চক্ষুঃদ্বারা ও অন্ধ ব্যক্তির উপদেশসহকৃত ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা "আমিই দশম" এই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারাই প্রত্যক্ষভ্রান্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উপদেশবাক্য শ্রবণের পরে মনোযুক্ত চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা যুষ্মদর্থের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। শব্দ যদি অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইত, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারদ্বারাও ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের অপরোক্ষত্বাপত্তি হইত। পূর্ব্বপক্ষীর মতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের বিচারদ্বারা যদি ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে, তবে ধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যের বিচারদ্বারা ধর্ম্মেরই বা অপরোক্ষজ্ঞান হইবে না কেন ? । ২৩।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—অপরোক্ষ অর্থের প্রতিপাদক শব্দেরই অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিয়ম আছে। এজন্য অপরোক্ষ অর্থ ব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পরোক্ষধর্ম্মের প্রতিপাদক বাক্য

গণনা করিলে সেই আগন্তুক পুরুষ বলিলেন—"তুমিই দশম"। তখন এই বাক্য হইতে দশম পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় তাহার শোকনিবৃত্তি হইয়াছিল। (তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ৩৭১—৩৭২ পৃঃ)।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির "ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা" (প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ৩৪ নং শ্লোক) এই শ্লোকের টীকা মিতাক্ষরা টীকাতে পরমহংসপরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক বলিয়াছেন যে—"ক্ষেত্রজ্ঞস্য তপোবিদ্যাবিশুদ্ধস্য ত্বংপদার্থভূতস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যাৎ সাক্ষাৎকাররূপাৎ ঈশ্বরজ্ঞানাৎ পরমা বিশুদ্ধির্মুক্তিলক্ষণা।" ইহার অভিপ্রায় এই যে—তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে ত্বংপদার্থভূত জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং এই সাক্ষাৎকার হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাকার শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন।

পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপপ্রকরণে ৫৭ শ্লোক হইতে ৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যেও মণ্ডনমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা অন্তঃকরণদ্বারাই জীবের ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার হয় স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং অন্তঃকরণদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এই দুইটি পক্ষই শ্রুতি, সূত্র ও ভাষ্যে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যও গীতাভাষ্যে অন্তঃকরণদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় বলিয়াছেন। এই দুইটি পক্ষের বিশদ আলোচনা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মের ২০৭ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে নীলকণ্ঠও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

অন্যবিষয়কাপরোক্ষজনকতায়া অবশ্যম্ভাবাৎ। অন্যথা অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়প্রসঙ্গাৎ। বিষয়াপরোক্ষ্যস্য তন্নিমিত্তত্বাদিতি চেন্ন, তন্নিমিত্তত্বে জীবেশাভেদানুমানাদপি অপরোক্ষাপত্তেশ্চ। এতেন যৎ শাব্দবোধমাদায় যস্য বোদ্ধৃত্বম্, তৎসাক্ষাৎকারার্থং তদভিন্নার্থাবগাহিত্বনিমিত্তকমিত্যপি নিরস্তম্। পরমধর্ম্মবাংস্ত্বমসীত্যাদি-শব্দাদপি অপরোক্ষত্বাপত্তেঃ। ২৪।

ন চ "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদৌ "তত্র সাধুঃ" (পাঃ সূঃ ৪ ৪।১৯) ইতি তদন্যাসাধুত্বে সতি তৎসাধুত্বরূপসাধ্বর্থকতদ্ধিতেনাপরোক্ষজনকত্বং শব্দস্যেতি বাচ্যম্, পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বেনাপি ঔপনিষদ-ত্বোপপত্তেঃ সামঞ্জস্যাৎ। ন চ ধর্ম্মাদেরপি ঔপনিষদত্বাপত্তিঃ, ধর্ম্মাদের্যোগিপ্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ। ন চ "যন্মনসা ন মনুতে" ইতি মনসঃ করণত্বনিষেধাৎ শ্রুতিরেব ব্রহ্মাপরোক্ষ্যে হেতুরিতি বাচ্যম্, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈঃ ২।৪।১) ইতি শব্দনিষেধস্যাপি সাম্যাৎ। ন চ শক্ত্যা অবোধকত্বপরং তদিতি বাচ্যম্,

---

হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজননস্বভাব হইলে শব্দজন্য যে কোন জ্ঞানই অপরোক্ষ হইয়া পড়িবে। শব্দ কোনও স্থলে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক এবং কোনও স্থলে পরোক্ষজ্ঞানের জনক, এইরূপ স্বীকার করিলে অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ের আপত্তি হইবে। যদি বলা যায়—অপরোক্ষবিষয়ক জ্ঞানই অপরোক্ষ হইয়া থাকে। এজন্য বিষয়ের আপরোক্ষ্যই জ্ঞানের আপরোক্ষ্যে প্রযোজক। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অপরোক্ষবিষয়ক যে কোনও জ্ঞানই যদি অপরোক্ষ হয়, তবে জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদবিষয়ক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ পারমার্থিক বলিয়া স্বীকৃত আছে। এই অভেদ বা ঐক্য কোনও ধর্ম্ম নহে, কিন্তু চৈতন্যমাত্র। আর তাহা অপরোক্ষ বলিয়া তদ্বিষয়ক অনুমিত্যাদিরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে।

আর যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—তাদৃশ স্থলেই বাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে, যে স্থলে বাক্যজন্য জ্ঞানের বোদ্ধার অর্থাৎ প্রমাতার সহিত অভিন্ন অর্থবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যে শাব্দবোধের যে বোদ্ধা, সেই শাব্দবোধ যদি বোদ্ধৃপুরুষের সহিত অভিন্ন অর্থবিষয়ক হয়, তবে সেই শাব্দবোধের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয়। যদিও অদ্বৈত-সিদ্ধিকার এস্থলে শাব্দবোধেরই প্রত্যক্ষত্ব দেখাইয়াছেন, তথাপি এস্থলে শাব্দত্ব অবিবক্ষিত। কারণ এতাদৃশবিষয়ক অনুমিত্যাদিরও অপরোক্ষত্বই স্বীকার করা হয়—ইহাই লঘুচন্দ্রিকাতে বলা হইয়াছে। এজন্য প্রদর্শিত অদ্বৈতসিদ্ধির বাক্যের অর্থ এইরূপ হইবে যে—যে বোধকে লইয়া পুরুষের বোদ্ধৃত্ব হয়, সেই বোধ যদি সেই বোদ্ধার সহিত অভিন্নার্থ-বিষয়ক হয়, তবে সেই বোধ প্রত্যক্ষরূপ হইবে। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্তির নিষ্কর্ষ। ইহার খণ্ডনের জন্য মূলকার বলিয়াছেন যে—বোদ্ধার সহিত অভিন্নার্থবিষয়ক বোধমাত্রই যদি প্রত্যক্ষরূপ হয়, তবে জীবেশ্বরের অভেদবিষয়ক অনুমিতিরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ "পরমধর্ম্মবান্ ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমি পরমধার্ম্মিক" এইরূপ বাক্য-জন্য জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। এই বাক্যজন্য বোধ বোদ্ধৃপুরুষের সহিত অভিন্নার্থবিষয়ক হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ধর্ম্মাংশে এই জ্ঞান অপরোক্ষ কখনও হইতে পারে না। ২৪।

যদি বলা যায়—"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উপনিষদ্বাক্যজন্য জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হইবে। কারণ উপনিষৎসু সাধুঃ ঔপনিষদঃ, তং ঔপনিষদম্। "তত্র সাধুঃ" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে ঐরূপ অর্থ হইবে। যে পুরুষ উপনিষন্মাত্রসিদ্ধ সেই পুরুষকেই ঔপনিষদ পুরুষ বলা যায়। যে পুরুষ উপনিষদ্ভিন্ন শাস্ত্রে অসাধু অর্থাৎ সিদ্ধ নহে এবং যাহা উপনিষদে সাধু অর্থাৎ যাহা উপনিষৎপ্রমাণৈকবেদ্য তাহাকেই ঔপনিষদ বলা হয়। সাধু অর্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়দ্বারা উপনিষদের ব্রহ্মগোচর অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন।

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি তৃতীয়াশ্রুত্যনুসারাৎ "যন্মনসা ন মনুতে" ইতি নিষেধস্য অপক্কমনোবিষয়ত্বেনাপি সামঞ্জস্যাৎ। শক্ত্যাবোধকত্বে শ্রুতত্যাগাশ্রুতকল্পনাপত্তেঃ। বেদান্তস্য মুখ্যার্থত্যাগাচ্চ। তস্মাদিয়ত্তাবচ্ছেদেন নিষেধে এব শ্রুতেস্তাৎপর্য্যম্, কাৎ‍স্ন্যাগোচরতয়া যতঃ সকাশাদ্ বচসাং নিবৃত্তির্বিবক্ষিতা, তস্য ব্রহ্মণঃ আনন্দাদীনাং গুণানামনন্তত্বাৎ। অন্যথা "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্"

কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ঔপনিষদ-পদদ্বারা উপনিষদের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব সিদ্ধ হয় না। উপনিষদ্‌বাক্য যদি ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানেরও জনক হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের ঔপনিষদত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রুতি ব্রহ্মকে ঔপনিষদ বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা দ্বারা উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব আছে এইরূপ বলেন নাই। বাক্যমাত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক হয়; সুতরাং উপনিষদ্‌বাক্যও পরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবে। যদি বলা যায়—উপনিষদ্‌বাক্যজন্য পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হইয়া থাকে বলিয়া যদি ব্রহ্ম ঔপনিষদ হন, তবে ধর্ম্মাদিরও ঔপনিষদত্বাপত্তি হইবে। উপনিষদ্‌বাক্য জন্য ধর্ম্মাদিও পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মই উপনিষদ্‌প্রমাণবেদ্য; ধর্ম্মাদি যোগিপ্রত্যক্ষগম্য। যদি বলা যায়—"যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনের করণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান মনঃকরণক হওয়া সম্ভাবিত নহে। এজন্য শ্রুতিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ হইবে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যে শব্দও করণ নহে, তাহা বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতি শব্দ শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের অবোধক হইয়া থাকে ইহাই বলিয়াছেন। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা শব্দ ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইবে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। আর তাহাতে উপনিষদ্‌বাক্য লক্ষণা-দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারিবে, ইহাই সিদ্ধ হইল। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে মনকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্রুতি অনুসারে "যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনের করণত্ব নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অপক্ব মনের বিষয়ে বুঝিতে হইবে। অপক্ব মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ নহে; কিন্তু পরিপক্ব মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ, ইহাই উভয়শ্রুতির তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদ্‌বাক্য শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের বোধক হয় না বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রুতত্যাগ ও অশ্রুতকল্পনা এই দুইটি দোষেরই আপত্তি হইবে। শব্দের শক্যার্থই মুখ্য অর্থ। ব্রহ্ম শক্তিলভ্য অর্থ না হইয়া লক্ষণালভ্য অর্থ হইলে ব্রহ্ম বেদান্তের মুখ্য অর্থ হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে বেদান্তের শক্তিলভ্য অর্থরূপ মুখ্যার্থের ত্যাগই করিতে হইবে। বস্তুতঃ কথা এই যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির "ব্রহ্ম বেদান্তবাক্যের শক্তিদ্বারা প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু লক্ষণদ্বারা প্রতিপাদ্য" এইরূপ অর্থই নহে। কিন্তু উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। "ব্রহ্ম এতাদৃশ" এইরূপ ইয়ত্তাবচ্ছেদে ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, এইরূপ নিষেধেই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। কারণ ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। যে ব্রহ্ম হইতে বাক্যসমূহের নিবৃত্তি উক্ত শ্রুতির বিবক্ষিত, সেই ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ অনন্ত। বাক্য অনন্ত গুণযুক্ত ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না। আর এজন্যই শ্রুতিতে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এইরূপ বলা হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বথা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এইরূপ অর্থ নহে। ইয়ত্তাবচ্ছেদে নিষেধেই শ্রুতির তাৎপর্য্য স্বীকার না করিলে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক মন্ত্রেরই পরার্দ্ধ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই অংশের সহিত বিরোধ দুষ্পরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বথা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলে তাহাকে জানা সম্ভব নহে। আর

(তৈঃ ২।৪।১) ইতি মন্ত্রোত্তরার্দ্ধবিরোধো দুর্ব্বারঃ, সর্ব্বথৈবাগোচরত্বে বিদ্বত্তাসম্ভবাৎ, "আনন্দং বিদ্বান্" ইত্যুক্তের্বাধাৎ। ২৫।

এতদুক্তং ভবতি—সন্নিকৃষ্টবিষয়েঽপি বাক্যস্য আলোকাদিসহকৃতচক্ষুরাদিক্লৃপ্তকরণদ্বারেণৈব অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ। অন্যথা অন্ধকারেঽপি "অয়ং ঘটঃ" ইতি বাক্যাৎ সন্নিকৃষ্টঘটস্য অপরোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং চক্ষুরাদেরেব প্রমাকরণত্বম্, ন তু বাক্যস্য। তথা শ্রবণানন্তরং হি আলোকস্থানীয়শ্রীভগবদনুগ্রহসহকৃতনিদিধ্যাসনেনৈব ব্রহ্মসাক্ষাৎপূর্ব্বকশ্রুতিনির্ণীতোঽর্থঃ "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২২) "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মু ৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। তস্মাৎ সাক্ষাৎফলসাধনত্বেন শ্রূয়মাণত্বং শেষিত্বমিতি লক্ষণস্য নিদিধ্যাসনে এব সমন্বয়াৎ তস্যৈবাঙ্গিত্বম্। শ্রবণাদেস্তু পরোক্ষধীজনকত্বাদারাদুপকারকরূপাঙ্গত্বমিতি সিদ্ধম্। শ্রবণং ন নিদিধ্যাসনস্যাঙ্গি, সাক্ষাৎফলসাধনত্বেনাশ্রূয়মাণত্বাৎ, "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" ইতি শ্রুতপ্রোক্ষণাদিবৎ। বেদান্তবাক্যং ন ব্রহ্মসাক্ষাৎপ্রমাকরণং পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাৎ শব্দত্বাচ্চ জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবৎ। শ্রবণং ন সাক্ষাৎকারহেতুঃ "শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ" (কঠ ১।২।৭) ইতি শ্রুতিনিষিদ্ধত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবম্, "ততস্তু তং পশ্যতি" ইতি কণ্ঠরবেণ সাক্ষাৎফলসাধনত্বেন শ্রূয়মাণনিদিধ্যাসনবদিত্যাদ্যনুমানেভ্যঃ। এতেন পূর্ব্বোক্তশাস্ত্রীয়প্রক্রিয়াপ্রকারো দর্শিতঃ।

তাহা হইলে "আনন্দং বিদ্বান্" এই উক্তির বাধ অপরিহার্য্য। সুতরাং ইয়ত্তাবচ্ছেদে ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, ইহাই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ২৫।

এই প্রকরণে বিচারপ্রদর্শনদ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে—সন্নিকৃষ্ট বিষয়েও বাক্য আলোকাদি সহকৃত চক্ষুরাদি ক্লৃপ্ত করণকে দ্বার করিয়াই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে: কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ বাক্য স্বতন্ত্রভাবে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় স্বীকার করিলে অন্ধকারেও "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ বাক্য হইতে সন্নিকৃষ্ট ঘটের অপরোক্ষত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। এইরূপে যেমন চক্ষুরাদিরই প্রমাকরণত্ব অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয়; কিন্তু বাক্যের নহে, সেইরূপ শ্রবণের অনন্তর আলোকস্থানীয় শ্রীভগবদনুগ্রহ সহকৃত নিদিধ্যাসনদ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য নিদিধ্যাসনেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয়; কিন্তু শ্রবণের নহে। ইহাই শ্রুতিনির্ণীত অর্থ। আর "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি কঠ ও মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাই তাহা সমর্থিত হয়। (এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)।

অতএব "যাহা ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে শ্রুত হয়, তাহাই অঙ্গী" এই অঙ্গিলক্ষণের নিদিধ্যাসনেই সমন্বয় হয় বলিয়া নিদিধ্যাসনেরই অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হয়। আর "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই স্থলে যে শ্রবণাদি, তাহা পরোক্ষজ্ঞানের জনক বলিয়া তাহার আরাদুপকারকরূপ বা ফলোপকারকরূপ অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। এই বক্ষ্যমাণ অনুমানসমূহদ্বারা প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। যথা—(১) শ্রবণ (পক্ষ), নিদিধ্যাসনের অঙ্গী নহে (সাধ্য); যেহেতু শ্রবণ সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে শ্রূয়মাণ হয় নাই। যাহা সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে শ্রূয়মাণ হয় না, তাহা অঙ্গী হয় না। যেমন "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" ইত্যাদি স্থলে শ্রুত প্রোক্ষণাদি সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে শ্রূয়মাণ হয় নাই বলিয়া অঙ্গী নহে। (২) বেদান্তবাক্য (পক্ষ), ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে (সাধ্য); যেহেতু তাহা পরোক্ষজ্ঞানের জনক এবং যাহা শব্দ, তাহা সাক্ষাৎকারের করণ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না। যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্য।

শ্রৌতস্যাঙ্গিলক্ষণস্য নিদিধ্যাসনে সমন্বয়াৎ তস্যাঙ্গিত্বম্। অঙ্গলক্ষণস্য চ শ্রবণাদৌ ব্যাপনাৎ তস্যাঙ্গত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। ২৬।

ননু "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইতি দর্শনাব্যবধানপাঠরূপসন্নিধানাৎ শ্রবণস্যাপরোক্ষানুভবজনকত্বেনাঙ্গিত্বমিতি চেন্ন, উক্তহেতোরপ্রযোজকত্বাৎ। ন তাবৎ সন্নিধানমাত্রং হি অঙ্গিত্বে নিয়ামকম্, কিন্তু তদ্গতফলজননসামর্থ্যম্, তস্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ শ্রবণে অসম্ভবাৎ। অন্যথা প্রোক্ষণাদীনামপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। ক্লীবসান্নিধ্যাদপি স্ত্রিয়ঃ প্রজোৎপত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। অপি চ শ্রবণস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মাপরোক্ষানুভূতিজনকত্বং নিদিধ্যাসনস্য তদঙ্গত্বঞ্চেতি যদুক্তং তৎ তুচ্ছতরম্, অত্যন্তাসম্ভবাৎ। ন হি "অয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যাৎ দেবদত্তবিষয়কপ্রত্যক্ষপ্রমায়াং জাতায়াং পুনঃ তদর্থঞ্চ ধ্যানাপেক্ষা কস্যচিৎ অনুন্মত্তস্য পুংসো জায়তে অদৃষ্টশ্রবণাৎ অনুপপত্তেশ্চেতি সংক্ষেপঃ। ২৭।

ইতি শ্রবণাঙ্গিত্বগিরিনিপাতঃ।

এইরূপ (৩) শ্রবণ (পক্ষ), সাক্ষাৎকারের হেতু হয় না (সাধ্য) ; যেহেতু তাহা "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ" এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ। যাহা এইরূপ হয় না, তাহা এইরূপ হয় না। ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত যথা নিদিধ্যাসন। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টভাবেই নিদিধ্যাসনের ফলসাধনত্ব শুনা যায়। ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়াই দেখান হইল। শ্রৌত অঙ্গিলক্ষণের নিদিধ্যাসনে সমন্বয় হয় বলিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব এবং অঙ্গলক্ষণ শ্রবণাদিতে আছে বলিয়া শ্রবণাদির অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। ২৬।

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", সুতরাং দর্শনরূপ ফলের অব্যবধানে শ্রবণ পঠিত হইয়াছে। অতএব পাঠরূপ সন্নিধানপ্রযুক্ত শ্রবণেরই সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভবজনকত্ব আছে বলিয়া অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ শ্রবণের অঙ্গিত্বে পাঠরূপ সন্নিধানকে যে হেতু বলা হইয়াছে, উক্ত হেতুটি অঙ্গিত্বে অপ্রযোজক। সন্নিধানমাত্রই অঙ্গিত্বে নিয়ামক নহে ; কিন্তু তদ্গতফলজননসামর্থ্যই অঙ্গিত্বে নিয়ামক। আর এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলজননসামর্থ্য যে শ্রবণে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বে দেখানই হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ফলের অজনকেরও অঙ্গিত্ব স্বীকার করিলে প্রোক্ষণাদিরও অঙ্গিত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং ক্লীবের সান্নিধ্য হইতেও স্ত্রীর সন্তানোৎপত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—শ্রবণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপরোক্ষানুভূতির অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক এবং নিদিধ্যাসন তাহার অঙ্গ, অদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তি অতি তুচ্ছ। কারণ তাহা অত্যন্ত অসম্ভব। "অয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্য হইতে দেবদত্তবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইলে পুনরায় তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমার জন্য ধ্যানের অপেক্ষা কোনও অনুন্মত্ত পুরুষের হয় না। যেহেতু তাহা অদৃষ্টশ্রুত ও অনুপপন্ন। শ্রবণ হইতেই যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইত, তবে আর শ্রুতি "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বলিতেন না। সুতরাং শ্রবণের অঙ্গিত্ব সর্ব্বথা অনুপপন্ন। নিদিধ্যাসনই অঙ্গী ; শ্রবণাদি তাহার অঙ্গ। ২৭।

ইতি পরসম্মত শ্রবণাঙ্গিত্বগিরিনিপাত।

তত্র শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাং ভগবৎস্বরূপগুণাদিসর্ব্বান্তরত্বাদিপ্রতিপাদনপরত্বং নিশ্চিত্য তৎপ্রতিপাদ্যব্রহ্মস্বরূপাদ্যনুভবিতুরাচার্য্যস্য মুখাৎ তদনুভূতবাক্যার্থস্য গ্রহণম্। শ্রুতস্য চ উপাদিষ্টার্থস্য স্বানুভববিষয়ীকরণায় শাস্ত্রানুকূলযুক্তিভির্বিচারবিশেষো মননম্। মননবিষয়স্যার্থস্য অপরোক্ষপ্রমাসাধারণোপায়ভূতমনবরতধ্যানং নিদিধ্যাসনঞ্চেতি। কেচিত্তু শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণং শ্রবণমিত্যাহুঃ তন্ন, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে শক্ত্যসম্ভবাৎ। সংশয়ধর্ম্মিণঃ প্রাগেব নির্ণীতত্বেন বিশেষস্য তত্রাভাবেনাবধারণীয়ত্বাভাবাৎ। ন চাবধারণং মনোবৃত্ত্যন্তরম্, যত্র যত্র বিধিঃ প্রতীয়তে, তত্র সর্ব্বত্র জ্ঞানভিন্নমনোবৃত্তিরিতি বক্তুং শক্যত্বেন জ্ঞানে বিধির্নাস্তীত্যুক্তের্নিষ্ফলত্বাপত্তেঃ। তাৎপর্য্যরূপে বিষয়ে উপক্রমাদিরূপে চ প্রমাণে সতি জায়মানস্য

তন্মধ্যে বেদান্তবাক্যসমূহ ভগবানের স্বরূপগুণাদি ও সর্ব্বান্তরত্বাদি প্রতিপাদনপর—ইহা নিশ্চয় করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপগুণাদির যিনি অনুভবিতা, তাদৃশ আচার্য্যের মুখ হইতে তাঁহার অনুভূত বাক্যার্থের যে গ্রহণ, তাহাকেই শ্রবণ বলে। আর শ্রুত উপদিষ্ট বাক্যার্থকে নিজের অনুভবের বিষয় করিবার জন্য শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসমূহদ্বারা যে বিশেষ বিচার করা হয়, তাহাকেই মনন বলে। আর মননের বিষয়ীভূত বাক্যার্থের যে অনবরত ধ্যান, যাহা অপরোক্ষপ্রমার অসাধারণ উপায়ভূত হইয়া থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন কহে।

অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে ভামতীপ্রস্থানে শ্রবণাদিতে বিধি স্বীকৃত না হইলেও বিবরণপ্রস্থানে শ্রবণাদিতে বিধি স্বীকৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। "শ্রোতব্যঃ" এই বাক্যদ্বারা শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। শাঙ্করমতে অদ্বৈতবেদান্তে কোন আচার্য্যই জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন না। এজন্য বিহিত শ্রবণ জ্ঞানরূপ হইতে পারে না। বিবরণাচার্য্যের মতানুসারে অদ্বৈতসিদ্ধির তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমভাগে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে—"শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণং তাবৎ বিচারঃ"। এস্থলে বিচারপদের অর্থ শ্রবণ। এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ উদ্ধরণপূর্ব্বক মূলকার "কেচিৎ তু ......আহুঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—শ্রবণরূপ বিচার শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণস্বরূপ। ইহা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ "বাচো যত্র নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে সমস্ত শব্দের অবাচ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দের শক্তিদ্বারা প্রতিপাদ্য নহেন—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। যে ব্রহ্ম শব্দশক্তির বিষয়ই নহেন, সেই ব্রহ্মে শক্তির অবধারণরূপ বিচার বা শ্রবণ হইবে কিরূপে?

আরও কথা এই যে—শক্তিরূপ তাৎপর্য্যের অবধারণই বিচার, ইহাই পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন। এই কথা লঘুচন্দ্রিকা গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"প্রমাজননানুকূলশক্তিরূপতাৎপর্য্যেত্যর্থঃ" (৩য় পরিচ্ছেদ ১ম ভাগ)। তাৎপর্য্যাবধারণ সেই স্থলেই আবশ্যক, যে স্থলে তাৎপর্য্যসংশয় বা তাৎপর্য্যের ভ্রম আছে। ব্রহ্মধর্ম্মীতে তাৎপর্য্যসংশয় বা তাৎপর্য্যভ্রম হইতে গেলে সংশয় ও ভ্রমের কারণরূপে ধর্ম্মীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে সংশয় ও ভ্রম হইতে পারে না। তাৎপর্য্যাবধারণনিবর্ত্তনীয় সংশয়ের ধর্ম্মিরূপে ব্রহ্মের নির্ণয় তাৎপর্য্যনির্ণয়ের পূর্ব্বেই আছে—ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া তাৎপর্য্যাবধারণদ্বারা ব্রহ্মে কোন বিশেষ ধর্ম্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাৎপর্য্যাবধারণ সর্ব্বথাই নিষ্ফল। কারণ অবধারণীয় কোনও ধর্ম্ম ব্রহ্মে নাই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাৎপর্য্যসংশয়দশাতেই অবধৃত রহিয়াছে। প্রকারাংশে সংশয় বা বিপর্য্যয় হইলেও ধর্ম্ম্যংশ নিরূপিতই থাকে। ধর্ম্ম্যংশে সংশয় বা বিপর্য্যয় হয় না। শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণ বা বিচার জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তাহাতে বিধিই বা হইল কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞানে ত বিধি স্বীকার করা হয় না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ

তস্য জ্ঞানবহির্ভাবানুপলব্ধেস্তদ্‌বহির্ভূতবাগ্‌ধেনূপাসনাদৌ প্রমাণবস্তুপরতন্ত্রত্বাদর্শনাচ্চেতি, অলং বিস্তরেণ। ২৮।

অথোক্তলক্ষণানবরতধ্যানং ভগবদনুগ্রহাসাধারণং কারণম্, তস্য চ সদ্যো মোক্ষাসাধারণোপায়ত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। নন্বু শ্রবণাদেঃ সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বমেবাস্তু, কিমনুগ্রহাঙ্গীকারেণ, গৌরবাদিতি চেন্ন, তেষাং ব্যভিচারদর্শনাৎ। অস্য তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামব্যভিচারিত্বশ্রবণাদবশ্যাভ্যুপগম ইত্যর্থঃ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২২) "তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ" (কঠ ১।২।২০) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নন্বু "ততস্তু তং পশ্যতি" (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদিনা ধ্যানস্যৈব সাক্ষাৎকারং প্রতি প্রধানোপায়ত্বশ্রবণাৎ তদ্বাধ ইতি চেন্ন,

---

বলেন যে—শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণ জ্ঞান নহে; কিন্তু জ্ঞানাখ্য মনোবৃত্তি হইতে ভিন্ন মনোবৃত্তিবিশেষই তাহা হইবে; শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণ জ্ঞানভিন্ন মনোবৃত্তিবিশেষ হইলে তাহাতে বিধি হইতে আপত্তি নাই। পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ যে যে স্থলে জ্ঞানে বিধি প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত স্থলেই জ্ঞানভিন্ন মনোবৃত্তিবিশেষই ধাত্বর্থ—ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। আর তাহাতে "জ্ঞানে বিধির্নাস্তি" অর্থাৎ জ্ঞানে বিধি হইতে পারে না—এইরূপ বলা পূর্ব্বপক্ষিগণের নিতান্তই নিষ্ফল হইয়া পড়িবে।

আরও বিশেষ কথা এই যে—শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণ জ্ঞানভিন্ন মনোবৃত্তিবিশেষ—ইহা বলাই যাইতে পারে না। কারণ এই অবধারণের বিষয় তাৎপর্য্য এবং অবধারণের প্রমাণ উপক্রমোপসংহারাদি তাৎপর্য্য-বিষয়ক এবং উপক্রমাদি প্রমাণজন্য জায়মান অবধারণের জ্ঞানবহির্ভাব উপলব্ধ হয় না। সুতরাং অবধারণ জ্ঞানরূপই হইবে। যাহা প্রমাণতন্ত্র ও বিষয়তন্ত্র, তাহা জ্ঞানরূপই বটে। জ্ঞান-বহির্ভূত মনোবৃত্তি প্রমাণতন্ত্র বা বিষয়তন্ত্র হয় না। যেমন "বাচং ধেনুমুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বাক্যের ধেনুরূপে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এই বিহিত উপাসনা প্রমাণতন্ত্রও নহে এবং বস্তুতন্ত্রও নহে বলিয়া এই উপাসনাখ্য মনোবৃত্তি জ্ঞানরূপ মনোবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণ প্রমাণতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র বলিয়া তাহা অবশ্যই জ্ঞানরূপ হইবে। ইহাতে আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ২৮।

অতএব পূর্ব্বোক্তলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অনবরত ধ্যানই অর্থাৎ নিদিধ্যাসনই ভগবদনুগ্রহের অসাধারণ কারণ এবং সেই ভগবদনুগ্রহই সদ্য মোক্ষের অসাধারণ উপায়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—ভগবদনুগ্রহকে সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ বলা হইল কেন? শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু হউক; মধ্যে আর ভগবদনুগ্রহ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তাহাতে অযথা গৌরব দোষই হয়। লাঘববশতঃ শ্রবণাদিরই সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রবণাদির মোক্ষহেতুত্বে ব্যভিচার দেখা যায় অর্থাৎ কদাচিৎ শ্রবণাদিরূপ উপায় থাকিতেও মোক্ষ না হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই ভগবদনুগ্রহ থাকিলেই মোক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না—এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা ভগবদনুগ্রহের অব্যভিচারিত্ব শ্রুতি হইতে শুনা যায় বলিয়া ভগবদনুগ্রহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাই সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা" ইত্যাদি (কঠ ১।২।২২)। ইহার অর্থ—"শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা আত্মতত্ত্ব জানা যায় না, ধারণশক্তিদ্বারা বা বহু শাস্ত্র শুনিয়াও আত্মাকে লাভ করা যায় না, তবে তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই তাহাকে লাভ করিতে পারেন।" আবার

অবিরুদ্ধত্বাৎ ধ্যানস্য করণত্বেন ভগবৎপ্রসাদস্য ব্যাপারত্বেনাঙ্গীকারাৎ উভয়োঃ সামঞ্জস্যমিত্যর্থঃ। অন্যথা প্রসাদশ্রুতের্বাধপ্রসঙ্গাদিতি যাবৎ। ২৯।

অথ বিরাগার্থং বদ্ধজীবানামুৎক্রান্তিগত্যাগতয়ো জাগরণাদ্যবস্থাবিশেষাশ্চ নিরূপ্যন্তে। তত্রায়ং জীবো দেহাদুৎক্রম্য দেহান্তরং লোকান্তরং বা গচ্ছন্ সূক্ষ্মদেহোপাদানভূতৈঃ সূক্ষ্মৈঃ মহাভূতৈঃ পঞ্চভিঃ পরিষ্বক্ত এব যাতি। তথৈবাম্নায়তে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং প্রশ্নোত্তরাভ্যাম্,—শ্বেতকেতুমারুণেয়ং পাঞ্চালঃ প্রবাহণঃ কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশাদীন্ বহুপ্রষ্টব্যান্ পৃষ্ট্বা ইদমপি পৃষ্টবান্—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি"। তমিমং চরমপ্রশ্নং বদন্ দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চাগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতয়স্তত্র চরমায়াং যোষিদ্রূপায়ামাহুতৌ রেতোরূপায়াশ্চাপঃ পুরুষবচসো গর্ভরূপাঃ পুরুষ ইতি কথ্যন্তে ইত্যুত্তরং দত্তবান্ "দ্যুলোকে অগ্নিত্বেন দেবাঃ শ্রদ্ধারূপামাহুতিং জুহ্বতে, তস্যাহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমক্রতুং পশ্যতি" ইত্যাদি (কঠ ২।২০)। ইহার অর্থ—"নিষ্কাম ও শোকরহিত জীব বিধাতার অনুগ্রহে পরমাত্মার মহিমা দর্শন করিয়া থাকেন।"

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতি ধ্যানেরই প্রধানহেতুত্ব শুনা যায়, আর তাহাতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তরূপ অর্থের বাধ হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ "নায়মাত্মা" ইত্যাদি কঠশ্রুতি ও "ততস্তু তং পশ্যতি" ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেই একের দ্বারা অপরের বাধপ্রসঙ্গ হইতে পারে। উক্ত উভয় শ্রুতি অবিরুদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির অবকাশ নাই। ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতি ধ্যান অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করণ এবং ভগবদনুগ্রহ তাহার ব্যাপার বলিয়া আমরা স্বীকার করি। এজন্য উভয় শ্রুতিরই সামঞ্জস্য হইতে পারে। মুণ্ডকশ্রুতি করণরূপ ধ্যানকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎসাধন বলিয়াছেন এবং কঠশ্রুতি করণব্যাপাররূপ ভগবদনুগ্রহকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। এইরূপ স্বীকার না করিলে প্রসাদশ্রুতির অর্থাৎ কঠশ্রুতির বাধপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। ২৯।

অনন্তর বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত বদ্ধজীবগণের উৎক্রান্তি, গতি, অগতি এবং জাগরণাদি অবস্থাবিশেষ নিরূপণ করা হইতেছে। এই সকল কথা ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ হইতে বলা হইয়াছে। তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বলা হইতেছে। জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া দেহান্তরে বা লোকান্তরে গমন করিবার সময়ে সূক্ষ্মদেহের উপাদান-ভূত পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রশ্নোত্তরদ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে। আর ব্রহ্মসূত্রকার তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণদ্বারা (৩।১।১) তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আছে—পঞ্চালদেশের অধিপতি প্রবাহণ জৈবলি আরুণেয় শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কুমার! (১) প্রাণিগণ এই লোক হইতে উর্দ্ধে কোথায় গমন করে, তাহা তুমি জান কি? (২) কিরূপে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা তুমি জান কি? (৩) দেবযান ও পিতৃযান নামক মার্গদ্বয় কোথায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জান কি? (৪) চন্দ্রলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, তাহা তুমি জান কি? এইরূপে কর্ম্মিগণের গন্তব্য দেশাদিবিষয়ক চারিটি প্রশ্ন করিয়া পরে তিনি ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—(৫) হে কুমার! পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে জল কিরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়, তাহা তুমি জান কি? আরুণেয় শ্বেতকেতু এই পাঁচটি প্রশ্নের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই নিজের অক্ষমতা জানাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া সমস্ত জানাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পিতা গৌতম নিজেও ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না বলিয়া প্রবাহণ জৈবলি

ইত্যাদিনা। অত্র জীবস্য প্রাণা দেবপদার্থাঃ, জীবস্য প্রাণা দ্যুলোকরূপে অগ্নৌ শ্রদ্ধারূপং বস্তু প্রক্ষিপন্তি। সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতি। তঞ্চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পর্জ্জন্যরূপে অগ্নৌ প্রক্ষিপন্তি। স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি। তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিবীরূপাগ্নৌ প্রক্ষিপন্তি, তচ্চান্নং ভবতি, তচ্চ ত এব প্রাণাঃ পুরুষরূপে অগ্নৌ প্রক্ষিপন্তি, তচ্চ তত্র রেতো ভবতি, তচ্চ ত এব যোষিদ্রূপাগ্নৌ প্রক্ষিপন্তি। তথাচ পূর্ব্বাহুতিষু হুতানামেবাপাং গর্ভরূপেণ পুরুষসংজ্ঞা জায়তে ইত্যর্থঃ। ৩০।

নন্থ দেহস্য পঞ্চভূতজন্যত্বাদত্র জলমাত্রশ্রবণবিরোধ ইতি চেন্ন, অপাং ত্র্যাত্মকত্বাৎ অন্নতেজসোরপি পরিগ্রহঃ সুপপন্নঃ, শুক্রশোণিতে অপাং বাহুল্যাৎ তন্মাত্রশ্রবণমপি অবিরুদ্ধম্ "ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং

রাজার সমীপে আগমন করিয়া তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন জৈবলি প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রথমে না বলিয়া শেষ প্রশ্নের উত্তরই প্রথমে বলিয়াছিলেন। কারণ তাহাতেই পঞ্চপ্রশ্নাত্মক বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে। উক্ত পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর বলিতে যাইয়া তিনি দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ অর্থাৎ নারীরূপ পাঁচটি আহুতি দানের কথা বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে অন্তিম যোষিৎরূপ অগ্নিতে শুক্ররূপ জল আহুতি দিলে তাহা গর্ভরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া "পুরুষ" নামে কথিত হইয়া থাকে—এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"দ্যুলোকই অগ্নি, দেবগণ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে সমুজ্জ্বল চন্দ্র জাত হন। পর্জ্জন্যই অগ্নি; দেবগণ সেই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে সমুজ্জ্বল চন্দ্রকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীই অগ্নি; দেবগণ সেই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে অন্ন (ব্রীহি-যবাদি) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষই অগ্নি; দেবগণ সেই পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে শুক্র সমুৎপন্ন হয়। নারীই অগ্নি; দেবগণ সেই নারীরূপ অগ্নিতে শুক্র আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাই পুরুষ নামে কথিত হয়।"

শ্রুতিতে যে "দেবাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে, এই "দেব" পদের অর্থ—জীবের প্রাণসমূহ। জীবের প্রাণসমূহ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ বস্তু নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা সোমরাজ নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেই অমৃতময় দেহকে সেই প্রাণসমূহই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই দেহ তথায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। আবার সেই বৃষ্টিকে সেই প্রাণসমূহই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই বৃষ্টি তথায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া অন্নরূপে পরিণত হয়। আবার সেই অন্নকে সেই প্রাণসমূহই পুরুষরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই অন্ন তথায় শুক্ররূপে পরিণত হয়। আবার সেই শুক্রকে সেই প্রাণসমূহই নারীরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্যুলোকাদিরূপ আহুতিতে হুত শ্রদ্ধাদিরূপ জল-সমূহেরই নারীরূপ শেষ আহুতিতে গর্ভরূপে পুরুষসংজ্ঞা হইয়া থাকে।—ইহাই প্রদর্শিত শ্রুতির নিষ্কর্ষার্থ। ৩০।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—দেহ পঞ্চভূতজন্য। অথচ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি", সুতরাং এস্থলে জলমাত্রশ্রবণ ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ ত্রিবৃৎকরণদ্বারা জল ত্র্যাত্মক অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক বলিয়া ঐ শ্রুত্যুক্ত জলে পৃথিবী ও তেজও আছে। সুতরাং দেহ পঞ্চভূতজন্য হইলেও দেহকে জলজন্য বলিলেও দোষ হয় না। কারণ পঞ্চীকরণদ্বারা জল পঞ্চভূতাত্মক। আর শুক্রশোণিতে জলের বাহুল্য আছে বলিয়া "জল পুরুষপদবাচ্য হয়" এই জলমাত্রশ্রবণও বিরুদ্ধ নহে। অপর ভূতও আছে, তথাপি জলের বাহুল্য বশতঃই শ্রুতিতে জলমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণীতি"। আর ব্রহ্মসূত্রকারও "ত্র্যাত্মকত্বাত্তু

করবাণি" (ছাঃ ৬৷৩৷৩) ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি". (বৃঃ ৪৷৪৷২) "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" (গী ১৫৷৭-৮) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ প্রাণাদ্যুৎক্রান্তির্বিধীয়তে। সা চ তেষাং নিরাশ্রয়াণাং নোপপন্না, অতো ভূতসূক্ষ্মানামপি গতিঃ সূপপন্না। ৩১।

নন্বু "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" (বৃঃ ৩৷২৷১৩) ইত্যাদিনা প্রাণাদীনাং মরণসময়ে অগ্ন্যাদাবপ্যয়শ্রবণাৎ কথং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদাবপ্যয়স্য গৌণত্বাৎ "ঔষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা" ইত্যপ্যয়বদ্ভির্লোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ। যথা লোমাদিলয়স্য ভাক্তং তথা প্রাণাদীনামপি জ্ঞেয়ম্। অগ্ন্যাদিগমনস্য তদধিষ্ঠাতৃত্বনিবৃত্ত্যর্থত্বেনৌপচারিকত্বাদিত্যর্থঃ। ভাক্তং নাম

ভূয়স্ত্বাৎ" (৩৷১৷২ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্রদ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া দেহান্তরে বা লোকান্তরে যাইবার সময়ে সূক্ষ্মদেহের উপাদানভূত পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

আরও কথা এই যে—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—"সেই আত্মা উৎক্রমণ করিলে প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে, প্রাণ তাঁহার অনুগমন করিলে সমুদয় ইন্দ্রিয় তাঁহার অনুগমন করে"। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে পঞ্চদশাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"জীব প্রকৃতির অঙ্গীভূত মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। দেহের ঈশ্বররূপী জীব যখন কোনও দেহ গ্রহণ করেন এবং যখন কোন দেহ পরিত্যাগ করতঃ গমন করেন, তখন বায়ু যেমন পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধ আহরণ করতঃ প্রস্থান করে, তদ্রূপ তিনিও ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনকে আকর্ষণপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া গমন করেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উৎক্রান্তি অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত গমন বিহিত হইয়াছে। আর কোনও আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সেই উৎক্রমণ উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব প্রাণাদির আশ্রয়ভূত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের দেহ হইতে দেহান্তরে বা লোকান্তরে গতি স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে আশ্রয় থাকায় প্রাণাদির গতিতে কোনও অনুপপত্তি হয় না। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "প্রাণগতেশ্চ" (৩৷১৷৩) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩১।

ইহাতে আপত্তি এই যে—জীবের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকালে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের জীবের সহিত গমন ত উপপন্ন হয় না ; কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে,—"যখন মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে গমন করে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে" ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা মরণসময়ে বাগাদির অগ্ন্যাদিতে গমন শুনা যায় বলিয়া প্রাণেন্দ্রিয়সমূহের কিরূপে জীবের সহিত গমন সম্ভব হইবে ? তাহা ত হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ বাগাদির অগ্ন্যাদিতে যে গমন বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক। বস্তুতঃ বাগাদি অগ্ন্যাদিতে গমন করে না, কিন্তু বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী যে অগ্ন্যাদি দেবতা, বাগাদিতে সেই অগ্ন্যাদি দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্ব মরণের পরে আর থাকে না—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সেই শ্রুতিবাক্যেই পরে বলা হইয়াছে—"ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" অর্থাৎ "লোমসমূহ ওষধীতে ও কেশসমূহ বনস্পতিতে প্রবেশ করে"। এস্থলে লোমসমূহ ও কেশসমূহের ওষধি ও বনস্পতিতে গমন সম্ভব নহে এবং তাহা কুত্রাপি দেখাও যায় না ; সুতরাং তাহা যেমন ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক গৌণপ্রয়োগ, বাগাদির অগ্ন্যাদিতে গমনও সেইরূপ ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক গৌণপ্রয়োগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাগাদির অগ্ন্যাদিতে গমন কথার অর্থ—বাগাদিতে

ভজ্যতে মুখ্যা বৃত্তির্যয়া গৌণ্যা সা ভক্তিস্তত্র ভবং ভাক্তম্। নন্ন প্রথমে অগ্নৌ দ্যুলোকাখ্যে "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি শ্রবণাৎ অপামশ্রবণাৎ চ কথমাপস্তত্র হোম্যা ইতি চেন্ন, অত্র শ্রদ্ধাশব্দস্য অব্‌বাচকত্বাৎ "শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য যজ্ঞেন যজতে" ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ। ৩২।

নন্ন অস্মিন্ বাক্যে জীবস্যাশ্রবণাৎ শ্রদ্ধাদীনামেব হোম্যত্বেন শ্রবণাচ্চ কথং জীবস্য ভূতপরিষক্তস্যোপলব্ধিরিতি চেন্ন, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।৩) ইতি উত্তরত্র কর্ম্মকারিণাং প্রতীতেঃ। নন্ন "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে, যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৩—৬)

অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব না থাকা। যে গৌণী বৃত্তিদ্বারা মুখ্যা বৃত্তির ভঙ্গ হয়, তাহাই ভক্তি; সেই ভক্তিতে যাহা হয়, তাহাকেই ভাক্ত কহে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে সহপঠিত কেশলোমাদির ন্যায় বাগাদির অগ্ন্যাদিতে গমনশ্রুতির ভাক্তত্ব অর্থাৎ ঔপচারিকত্ব বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্নাক্তত্বাৎ" (৩।১।৪ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—ছান্দোগ্যশ্রুতি দ্যুলোক নামক প্রথম অগ্নির কথা বলিয়া "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং দ্যুলোকরূপ প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতির কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। সুতরাং প্রথমে শ্রদ্ধার কথা শুনা গিয়াছে বলিয়া এবং জলের কথা শুনা যায় নাই বলিয়া শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি", ইহা অর্থাৎ জল পুরুষপদবাচ্য হয় ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? অর্থাৎ জল কিরূপে হবনীয় হয়? জল ত আহুতিরূপে প্রদত্ত হয় না; কিন্তু জ্ঞানবিশেষ শ্রদ্ধাই ত আহুতিরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ এস্থলে সেই জলই শ্রদ্ধাশব্দদ্বারা উপস্থিত করা হইয়াছে, যে জল প্রশ্নে উপস্থিত আছে। শ্রুতিগত প্রশ্নে বলা হইয়াছে "বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি"। সুতরাং শ্রদ্ধাশব্দদ্বারা জলকেই বুঝাইয়াছে। কারণ তাহা হইলেই উপক্রম ও উপসংহারের উপপত্তি হইতে পারে। আর "শ্রদ্ধা বা আপঃ, শ্রদ্ধামেবারভ্য যজ্ঞেন যজতে" এইরূপ প্রয়োগ থাকায়ও এস্থলে শ্রদ্ধাশব্দ জলবাচক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ" (৩।১।৫) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩২।

ইহাতে আপত্তি এই যে—শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—পঞ্চম আহুতিতে শ্রদ্ধা, সোম ও বৃষ্ট্যাদিক্রমে জল পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকে, তাহা হয় হউক এবং জল ত্র্যাত্মক বলিয়া অপর ভূতসমূহও পাওয়া যায় যাউক, কিন্তু সেই শ্রুতিবাক্যে জীবের কথা শুনা যায় না বলিয়া এবং কেবল শ্রদ্ধাদির কথাই শুনা যায় বলিয়া জলাদি সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকপরিবেষ্টিত হইয়া জীব গমন করে, ইহা ত বলা যায় না। ভূতপরিবেষ্টিত হইয়া জীব গমন করে ইহা জানা গেল কিরূপে? জীবের কথা ত শ্রুতিবাক্যে নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতিতে সেই প্রকরণেই পরে বলা হইয়াছে—"আর যে সকল গৃহস্থ ইষ্টাদি কর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিরূপ শ্রৌত, বাপীকূপাদির প্রতিষ্ঠারূপ স্মার্ত্ত ও দানাদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি। এতদ্দারা ঐ ইষ্টাদি কর্ম্মকারিগণের

ইত্যাদিগতাগতশ্রুতয়ঃ, তত্র দেবা ভক্ষয়ন্তীতি দেবভক্ষ্যত্বশ্রবণাৎ সোমো রাজেতি শব্দো ন জীবপরস্তস্য ভক্ষণীয়ত্বাসম্ভবাদিতি চেন্ন, অত্র ভক্ষ্যত্বশ্রবণস্য গৌণত্বাৎ। ইষ্টাদিকারিণামনাত্মবিত্ত্বাৎ তে দেবানামুপকরণত্বেন বর্ত্তন্তে ইহামুত্র। তত্র ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনরূপমুপকারং কুর্ব্বন্তি, তেন তদ্দত্তফলং স্বর্গে প্রাপ্য তদ্ভোগোপকরণরূপাশ্চামুত্রাপি ভবন্তি। অবিদুষাং দেবোপকারকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ "পশুরেব স দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদিঃ। "দেবান্ দেবযজো যান্তি" (গীঃ ৭।২৩) ইতি স্মৃতিশ্চ। তস্মাৎ দেবোপকারিত্বমেব তদ্ভক্ষ্যত্বেনোপচর্য্যতে। যথা রাজ্ঞো বিশোঽন্নং বিশামন্নং পশব ইত্যাদিবদিতি ভাবঃ। "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।১) ইত্যাদিসূত্রাণি অত্রানু-

---

ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়া "এষ সোমো রাজা" এইরূপ বলিয়া শ্রুতি সেই ইষ্টাদি কর্ম্মকারিগণকেই "সোমরাজ" শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। আর তাহা হইলে "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" এই প্রকৃতবাক্যেও সোমরাজশব্দবাচ্যরূপে সেই ইষ্টাদি কর্ম্মকারিগণকেই বুঝাইয়াছে। সুতরাং ইষ্টাদি কর্ম্মকারিগণের প্রতীতি আছে বলিয়া জীবের শ্রবণ আছেই। সেই জীবই জলাদি সূক্ষ্ম ভূতসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেহান্তরে বা লোকান্তরে গমন করে। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ আপত্তির অবকাশ নাই। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ" (৩।১।৬) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে আপত্তি এই যে—গমনাগমন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন ; ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে এবং কৃষ্ণপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয় মাস দক্ষিণে গমন করেন, সেই মাস সকলকে প্রাপ্ত হন। ইহারা সম্বৎসরকে প্রাপ্ত হন না। মাস সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। ইনিই অর্থাৎ এই চন্দ্রমাই ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম। ইনি দেবগণের অন্ন ; দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। কর্ম্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন। তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন এবং আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু হইতে ধূম হন, ধূম হইয়া অভ্র হন, অভ্র হইয়া মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন। অনন্তর তাহারা এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল ও মাষ ইত্যাদিরূপে জাত হন।" এই স্থলে বলা হইয়াছে—রাজা সোম দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—"সোমো রাজা সম্ভবতি" এই প্রকৃত বাক্যেও সোমরাজশব্দবাচ্যরূপে ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণকেই বুঝাইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না ; "সোমরাজ" শব্দ জীবপর হইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে সোমের দেবভক্ষণীয়ত্ব অবগত হওয়া যায়। সোম দেবভক্ষ্য হইলে তাহা জীবপর হইতে পারে না। কারণ জীবের ভক্ষণীয়ত্ব সম্ভব নহে। চৈতন্যময় জীব কাহারও ভক্ষণীয় হইতে পারেন না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ এই স্থলে যে ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবপর সোমকে দেবভক্ষণীয় বলা হইয়াছে, ইহা ভাক্ত—ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ ; কিন্তু মুখ্য নহে। ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণ অনাত্মজ্ঞ বলিয়া তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের উপকারক হইয়াই অবস্থান করে। ইহলোকে জীবগণ যজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণের আরাধনারূপ উপকার করিয়া থাকে এবং পরলোকে তাহার ফলে দেবদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের ভোগোপকরণরূপ উপকারক হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি অনাত্মজ্ঞগণের দেবোপকারকত্ব দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—"পশুরেব স দেবানাম্" (বৃঃ—১।৪।১০)। গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"দেবান্ দেবযজো যান্তি"। সুতরাং দেবোপকারকত্বই দেবভক্ষ্যত্বরূপে উপচরিত অর্থাৎ গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মুখ্য অন্নত্ব বলা হয় নাই। যেমন "রাজার অন্ন বৈশ্য এবং বৈশ্যের অন্ন পশু" এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, প্রকৃত স্থলেও

সন্ধেয়ানি। এতেন "ফলমনুভূয়তে তত্রৈব ভূতানি লভ্যন্তে" ইতি সাংখ্যপক্ষো নিরস্তঃ। "অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৪।১) "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (বৃঃ ৪।৪।৪) ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাদিতি সংক্ষেপঃ। ৩৩।

এবমবিদুষামারোহণপ্রকারো নিরূপিতঃ। অথেদানীমবরোহণপ্রকারমাহ—"তস্মিন্ যাবৎসম্পাত-মুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সম্পতন্তি অনেনেতি সম্পাতং কর্ম্মেত্যর্থঃ। স চাবিদ্বান্ সানুশয় এবাবরোহতি। "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং

সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রকার "ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (৩।১।৭) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া দেহান্তরে বা লোকান্তরে গমন করিবার সময়ে দেহের উপাদানভূত পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে—ইহা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করা হইল। ইহাদ্বারা সাংখ্যগণ যে বলিয়া থাকেন—"জীব যেখানে ফল অনুভব করিয়া থাকে, সেখানেই তদুপভোগযোগ্য ভূতসমূহ লাভ করিয়া থাকেন।" এইরূপ সাংখ্যমত নিরস্ত হইল। যেহেতু বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে আছে—"অনন্তর এই ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মার অনুগমন করে"। আবার সেখানেই বলা হইয়াছে—"আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি নবতর ও কল্যাণতর রূপ নির্ম্মাণ করে"। সাংখ্যসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে এই প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাংখ্যমত হেয়। ৩৩।

এইরূপে অনাত্মজ্ঞগণের অর্থাৎ বদ্ধজীবগণের দেহান্তরে বা লোকান্তরে গমনপ্রকার নিরূপণ করা হইল। অনন্তর এক্ষণে তাহাদের আগমনপ্রকার নিরূপণ করা হইতেছে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈত-মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" অর্থাৎ ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণ ধূমাদি মার্গক্রমে চন্দ্রলোকে আরোহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করতঃ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন। সুতরাং শ্রুতি উক্তবাক্যদ্বারা স্বর্গবাসিগণের অর্থাৎ চন্দ্রলোকবাসিগণের পুনরাগমন বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পতিত হয় যদ্দ্বারা, তাহা সম্পাত অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মকেই সম্পাত শব্দদ্বারা বুঝাইয়াছে। আর তদ্ভিন্ন ঐহিক শরীরাদি-প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মকে অনুশয় শব্দদ্বারা বুঝাইয়া থাকে। এক্ষণে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে—ঐ অজ্ঞ স্বর্গী জীব কি নিরনুশয় হইয়া অর্থাৎ ঐহিক শরীরাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মবিহীন হইয়া চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করে? অথবা অনুশয়বিশিষ্ট হইয়া অবরোহণ করে? এইরূপ সংশয়ে সিদ্ধান্ত এই যে—ঐ অজ্ঞ স্বর্গী জীব অনুশয়বিশিষ্ট হইয়াই চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"তাহাদের মধ্যে যাঁহাদের ইহলোকে অর্জ্জিত শুভ কর্ম্মফল অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিশীঘ্র জন্ম লাভ করেন। আবার যাহাদের ইহলোকে অর্জ্জিত অশুভ কর্ম্মফল অবশিষ্ট আছে, তাহারা কুকুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করে" (ছাঃ ৫।১০।৭)। এই স্থলে শ্রুতিতে যে 'চরণ" শব্দ আছে, তাহার অর্থ—আচরণীয় কর্ম্ম। এইরূপ স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"বর্ণ ও আশ্রমবিশিষ্ট স্বকর্ম্মনিষ্ঠ জীবগণ মরিয়া কর্ম্মফল অনুভব করতঃ অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, বিদ্যা, বিত্ত, চরিত্র, সুখ ও বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে"। সুতরাং জীব যে অনুশয়বিশিষ্ট হইয়াই অবরোহণ করে, তাহা উক্ত শ্রুতি-স্মৃতিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। অর্জ্জিত স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মসমূহ হইতে ভিন্ন অর্জ্জিত কর্ম্মসমূহই অনুশয়পদের বাচ্য—ইহা পূর্ব্বেই বলা

'যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি শ্রুতেঃ। চরণশব্দঃ আচরণীয়কর্ম্মপরঃ। "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবিত্তবৃত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে" ইতি স্মৃতেশ্চ। স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতকর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মান্তরমনুশয়পদবাচ্যম্, তদ্বানবরোহতীত্যর্থঃ। তত্র পিতৃযানে ধূমাকাশয়োর্নির্দ্দেশেনাবরোহশ্রবণাদারোহণানুসার এবাবরোহঃ। তদ্বিরুদ্ধবায্বাদিশ্রবণাচ্চান্যথাপীতি বোধ্যম্। "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।৮) ইতি সূত্রাৎ। ৩৪।

অথ জীবস্য গতিস্ত্রিধা—অর্চ্চিরাদিকা ধূমাদিকা যমবশগা চ। তত্র বিদুষাং মোক্ষহেতুকা প্রথমা। সা চ ফলাধ্যায়ে বক্ষ্যতে। অবিদুষাং পুণ্যকর্ম্মণাঞ্চ ধূমাদিকা নিরূপিতা। তদুভয়বিধুরাণাং তু নরকাদ্যাপত্তিশ্চেদানীং নিরূপ্যতে। বিদ্যাকর্ম্মবিহীনানাং দেবযানপিতৃযানগতী ন স্তঃ কারণাভাবাৎ। এতেন

হইয়াছে। সেই অনুশয়বিশিষ্ট হইয়া জীব অবরোহণ করে। পিতৃযানে ধূম ও আকাশের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর অবরোহণেও আকাশ ও ধূমের নির্দ্দেশ আছে, সুতরাং আরোহণ অনুসারেই অবরোহণ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং অবরোহণে তদ্বিরুদ্ধ বায়ু প্রভৃতির কথা শুনা যায় বলিয়া অবরোহণ অন্যপ্রকারেও হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ" (৩।১।৮) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩৪।

জীবের গতি তিন প্রকার—অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি, ধূমাদিমার্গে গতি ও যমালয়ে গতি। তন্মধ্যে জ্ঞানিগণের মোক্ষজনক অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি হইয়া থাকে; সেই গতির কথা ফলাধ্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইবে। অজ্ঞ পুণ্যকর্ম্মকারী জীবগণের ধূমাদি মার্গে গতি হইয়া থাকে। ইহা ইতঃপূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়াছে। আর যাহারা জ্ঞান ও পুণ্যকর্ম্মবিহীন, তাহাদের নরকাদিপ্রাপ্তি অর্থাৎ যমালয়ে গতি হইয়া থাকে, ইহাই এক্ষণে নিরূপণ করা হইতেছে। যাহারা বিহিত কর্ম্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, সেই উভয় শ্রেণীর জীবই অনিষ্টাদিকারী। এই অনিষ্টাদিকারী জীবগণ চন্দ্রলোকে গমন করে কি না? ইহাই সংশয়। এইরূপ সংশয়ে কৌষীতকিশ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (১।২) অর্থাৎ "যে কেহই এই লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়" ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রকার "অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্" (৩।১।১২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা অনিষ্টাদিকারিগণেরও চন্দ্রলোকে গমনরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তে "বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ" (৩।১।১৭) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন—বিদ্যা ও কর্ম্মবিহীন অর্থাৎ জ্ঞান ও পুণ্যকর্ম্মবিহীন জীবগণের দেবযান ও পিতৃযানরূপ গতি হয় না। যেহেতু তাদৃশ অনিষ্টাদিকর্ম্মকারিগণের দেবযান ও পিতৃযানে গতি হওয়ার কোনও কারণ নাই। উক্ত সিদ্ধান্তসূত্রের বেদান্তকৌস্তুভ ও বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা টীকায় ইহা বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং অনিষ্টাদিকারিগণের চন্দ্রলোকে গতি হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যাঁহারা বলেন—"কোন কোন পাপকর্ম্মকারী জীব যমালয়ে গমন করিয়া তথায় যমযাতনারূপ দুঃখভোগের দ্বারা পাপ ক্ষয় করিলে পুনরায় তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও অবরোহণ হইয়া থাকে," তাঁহাদের এইরূপ উক্তি আমাদের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তদ্বারা নিরস্ত হইল। যেহেতু তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি প্রমাণশূন্য।

ইহাতে আপত্তি এই যে—"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" এই শ্রুতিবাক্য হইতে দেহপ্রাপ্তি পঞ্চমাহুতিসাপেক্ষ বলিয়া জানা যায়, আর সেই আহুতি চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে ইহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং অনিষ্টাদিকারিগণের যদি চন্দ্রলোকে গমনই না হয়, তবে তাহাদের দেহপ্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়িবে; কারণ তাহাদের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি না হওয়ায় পঞ্চম আহুতি নাই। পঞ্চম আহুতির অভাবে দেহপ্রাপ্তি ত সম্ভব হইতে

যত্তুক্তং কেষাঞ্চিৎ পাপকর্ম্মণাং যমালয়ং গত্বা তত্র পাপং যমযাতনাদুঃখভোগেন ক্ষপয়িত্বা পুনরারোহাবরোহৌ স্তঃ ইতি তন্নিরস্তম্, প্রমাণশূন্যত্বাৎ। ননু এবং তর্হি তেষাং চন্দ্রগমনাভাবে শরীরযোগস্যৈবাসম্ভবঃ পঞ্চম্যাহুত্যভাবাৎ ইতি চেন্ন, কেবলপাপকর্ম্মণাং ন পঞ্চম্যাহুত্যপেক্ষা, তথৈব শ্রবণাৎ। "যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোক ন সম্পূর্য্যতে' (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি শ্রুত্যা অনপেক্ষাদর্শনাৎ। ৩৫।

ন চৈবং পঞ্চম্যাহুতিবাক্যবাধ ইতি বাচ্যম্, তস্য পুরুষবচস্ত্বপ্রতিপাদনমাত্রেণোপক্ষীণতয়া অন্যনিবারকত্বে মানং নাস্তি অবধারণাদর্শনাৎ। অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। পুণ্যকর্ম্মণাং ধৃষ্টদ্যুম্নদ্রৌপদীপ্রভৃতীনাং

পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ কেবল পাপকর্ম্মকারিগণের দেহপ্রাপ্তিতে পঞ্চম আহুতির অপেক্ষাই নাই। শ্রুতি হইতে তাহাই জানা যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতির উক্তপ্রকরণে "বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ" ইত্যাদি অর্থাৎ "তপস্যাদি ও পুণ্যকর্ম্মাদিবিহীন জীবগণ দেবযান ও পিতৃযান এই উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না। সেই জীবগণ "জন্মগ্রহণ কর, মর" এইরূপ ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। সেই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু পুণ্যকর্ম্মকারিগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং অনিষ্টাদিকারিগণ তথায় যায় না, সেই কারণেই ঐ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না"। এই প্রদর্শিত শ্রুতি হইতেই অনিষ্টাদিকারিগণের দেহপ্রাপ্তিতে পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই বলিয়া জানা যায়। ৩৫।

ইহাতে আপত্তি এই যে—তাহা হইলে "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি" এই শ্রুতিবাক্যের ত বাধ হইয়া পড়িবে; কারণ অনিষ্টাদিকারিগণের দেহপ্রাপ্তিতে পঞ্চম আহুতির অপেক্ষা নাই ইহাই ত বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য পুণ্যকর্ম্মকারিগণের পুরুষপদবাচ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াই উপক্ষীণ অর্থাৎ বিরত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্য অনিষ্টাদিকারিগণের প্রকারান্তরে দেহাদিপ্রাপ্তির বারণ করে নাই। শ্রুতি "পঞ্চম্যামাহুতাবেবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি" এইরূপে "এব"কার দিয়া তদ্দ্বারা পঞ্চম আহুতিতেই পুরুষপদবাচ্যত্ব হয়, এইরূপ অবধারণ করেন নাই। শ্রুতিতে "এব"কার থাকিলেই প্রকারান্তরে দেহপ্রাপ্তির বারণ বুঝা যাইত। সুতরাং প্রকারান্তরে দেহাদিপ্রাপ্তির বারণে প্রমাণ নাই বলিয়াই তাহা বলা যায় না। উক্ত শ্রুতিবাক্য কোনও নিয়ম করেন নাই। নিয়ম করিলে বিধি ও নিষেধ এই দুইটি অর্থ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে বাক্যভেদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অসঙ্গত। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি" এই শ্রুতিবাক্যে যে নিয়ম করা হয় নাই, তাহাতে আরও প্রমাণ এই যে—পুণ্যকর্ম্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদী প্রভৃতির এবং অতিশয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির পঞ্চম আহুতিনিরপেক্ষই জন্ম হয় ইহা শ্রুতি-স্মৃতিতে দেখা যায়। তাহা স্বীকার না করিলে তদ্বোধক শাস্ত্রের বাধ হইয়া পড়িবে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বোক্ত এই ভূতবর্গের মাত্র তিনটি কারণ আছে—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ"; (৬।৩।১ ছাঃ)। ভূতগ্রাম চতুর্ব্বিধ। সুতরাং যদিও এই প্রদর্শিত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ত্রিবিধ ভূতগ্রামের কথা জানা যায়, তাহা হইলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যগত "উদ্ভিজ্জ"শব্দদ্বারা স্বেদজও উপলক্ষিত হইয়াছে। আর ইহাই "তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য" (৩।১।২১ ব্রঃ সূঃ) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (১) অণ্ডজ, (২) জীবজ অর্থাৎ জরায়ুজ, (৩) উদ্ভিজ্জ, (৪) সংশোকজ অর্থাৎ স্বেদজ এইরূপে ভূতগ্রামের চাতুর্ব্বিধ্য বুঝিতে হইবে।

স্বেদজোদ্ভিজ্জাদীনাং নিবিড়তমস্কানাঞ্চ পঞ্চম্যাহুতিনিরপেক্ষং জন্ম শ্রুতিষু দৃশ্যতে। অন্যথা তদ্বোধকশাস্ত্র-বাধাৎ। "ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" (ছাঃ ৬।৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। যদ্যপ্যত্র ত্রয়াণামেব শ্রবণং তথাপি উদ্ভিজ্জশব্দেন স্বেদজোঽপ্যুপলক্ষ্যতে "তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।২১) ইতি সূত্রাৎ। জীবজং জরায়ুজং সংশোকজং স্বেদজমিতি চাতুর্ব্বিধ্যমেব বোধ্যম্। কিঞ্চ "আকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি" ইতি বর্ষাপর্য্যন্তে শ্রুত্যুক্তাকাশাদিভাবাপত্তিস্তৎসাদৃশ্যাপত্তিরেব, ন তু মনুষ্যাদিভাববৎ তত্ত্বাপত্তিঃ, তেষু সুখদুঃখোপভোগাভাবাৎ "তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।২২) ইতি সূত্রাৎ। ৩৬।

কিঞ্চ যাবদ্‌ব্রীহিপ্রাপ্তিরবরোহঃ অল্পকালেন বোধ্যঃ বিশেষশ্রবণাৎ। "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি, অস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাদুত্তরং দুঃখতরং নিঃসরণমিতি বদন্ সর্ব্বত্র পূর্ব্বত্রাচিরকালং

ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণ ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত হইয়া যে প্রকারে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফল অনুভব করতঃ অনুশয়বিশিষ্ট হইয়া প্রত্যবরোহণ করে, তাহা বলা হইল। এক্ষণে তাহাদের সেই অবরোহণ কি প্রকার হয়, তাহাই বলা হইতেছে। সুতরাং আরও কথা এই যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন। তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু হইতে ধূম হন, ধূম হইয়া অভ্র বা শ্বেত মেঘ হন। অভ্র হইয়া মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন।" (ছাঃ ৫।১০।৫)। অনুশয়বিশিষ্ট উক্ত জীবগণের এই শ্রুত্যুক্ত আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অর্থ আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দেবমনুষ্যাদিভাবের ন্যায় আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কারণ আকাশাদিতে সুখদুঃখের উপভোগ নাই। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ" (৩।১।২২) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩৬।

আরও কথা এই যে—উক্ত অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণের ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ ও বর্ষপ্রাপ্তিক্রমে অবরোহণ অল্প অল্প কালেই হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু আকাশাদির সাদৃশ্যে দীর্ঘকালে অবরোহণ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কারণ বিশেষ শ্রবণ আছে। শ্রুতিতে ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তির পরে বলা হইয়াছে—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" অর্থাৎ এই ব্রীহিপ্রভৃতিভাব হইতে নিষ্ক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য। সুতরাং শ্রুতি ব্রীহ্যাদিভাব হইতে নিষ্ক্রমণ অধিকতর দুঃসাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকাশাদিভাব হইতে নিঃসরণ অল্পকালসাধ্য বলিয়া বুঝাইয়াছে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "নাতিচিরেণ বিশেষাৎ" (৩।১।২৩) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

আর তৎপরে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে।" এই স্থলেও অপর ব্রীহ্যাদি শরীরবিশিষ্ট জীবাধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদিতে উক্ত অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের সংসর্গমাত্রই হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহারা ব্রীহ্যাদি শরীরবিশিষ্ট হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কারণ শ্রুতি আকাশাদিতে যেমন অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের সংসর্গমাত্র হয় বলিয়াছেন, ব্রীহ্যাদিতেও সেইরূপ তাহাদের সংসর্গমাত্রই বলিয়াছেন। সেই ব্রীহ্যাদি অপর জীবাধিষ্ঠিত; কিন্তু অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের শরীর নহে। অর্থাৎ উক্ত ব্রীহ্যাদি, অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের কর্ম্মজন্য নহে বলিয়া তাহা তাহাদের শরীর নহে অর্থাৎ তাহাদের স্থাবরযোনিত্ব হয় না। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ" (৩।১।২৪) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। সুতরাং অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের ব্রীহি প্রভৃতিতে সংসর্গমাত্রই হইয়া

বোধয়তি "নাতিচিরেণ বিশেষাৎ" (৩।১।২৩) ইতি সূত্রাৎ। ব্রীহ্যাদৌ অনুশায়িনো ব্রীহ্যাদিশরীরিজীববিশেষাধিষ্ঠিত এব সংসর্গমাত্রং ন তু ব্রীহ্যাদিশরীরিত্বং পূর্ব্বোক্তাকাশাদিবৎ তেষামপি কথনাৎ, তৎকর্ম্মজন্যত্বাভাবাৎ ন স্থাবরযোনিত্বমিত্যর্থঃ। এতেন কর্ম্ম দ্বিবিধং শুদ্ধমশুদ্ধঞ্চ, তত্র শুদ্ধমহিংসাদি, দ্বিতীয়ং জ্যোতিষ্টোমাদি পশুহিংসাবত্ত্বাৎ, অনুশায়িনাং জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ত্তৃত্বেন অশুদ্ধব্যামিশ্রকর্ম্মফলভোগায় মুখ্যমেব স্থাবরং জন্মেতি সাংখ্যসিদ্ধান্তো নিরস্তঃ। সামান্যবিধের্বিশেষবিধির্বলীয়ান্। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি সামান্যনিষেধস্য বাহ্যহিংসাবিষয়কত্বেন সাবকাশত্বাৎ। ক্রতুগতহিংসাবিধেস্তু নিরবকাশত্বেন বলীয়স্ত্বাৎ তেন সামান্যনিষেধস্য বাধো যুক্ত এব, "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।২৫) ইতি সূত্রাৎ। ৩৭।

কিঞ্চ ব্রীহ্যাদিভাববচনানন্তরং "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি শ্রুতেঃ রেতঃসিগ্‌যোগো যথা তদ্‌যোগমাত্রং বক্তি, তদ্বদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি তদ্‌যোগমাত্রমেব, "ভূয় এব ভবতি" তদাকৃতির্ভবতীত্যর্থঃ, মনুষ্যেণ ভক্ষিতো মনুষ্যো জায়তে, পশ্বাদিনা ভক্ষিতঃ পশ্বাদির্ভবতি ইতি যাবৎ, "রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ" (৩।১।২৬) ইতি সূত্রাৎ। কিঞ্চ যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশায়িনাং দেহপ্রাপ্তিঃ,

---

থাকে। তাহা তাহাদের শরীর নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন—কর্ম্ম দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অহিংসাদি কর্ম্ম শুদ্ধ ও জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে—তাহা পশুহিংসাযুক্ত। সুতরাং অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অশুদ্ধমিশ্রিত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত তাহাদের ব্রীহ্যাদিদেহপ্রাপ্তিরূপ মুখ্য স্থাবরজন্মই হইয়া থাকে। ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। আমাদের প্রদর্শিত উপপত্তিযুক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত নিরস্ত হইল। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত; সুতরাং তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইহা সামান্য নিষেধ অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্রদ্বারা সাধারণভাবে হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞগত অর্থাৎ বৈধ হিংসাতিরিক্ত বাহ্যহিংসা স্থলে উক্ত নিষেধশাস্ত্রের অবকাশ আছে। কিন্তু যজ্ঞগত বৈধ হিংসা নিরবকাশ অর্থাৎ তদ্ব্যতীত যজ্ঞগত হিংসাবিধির আর কোনও বিষয় নাই। সুতরাং তাহা বিশেষ বিধি। "সামান্য বিধি হইতে বিশেষ বিধি বলবান্" এই ন্যায় অনুসারে যজ্ঞগত হিংসাবিধিদ্বারা "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এই সামান্য নিষেধের বাধ হওয়া যুক্তিযুক্তই বটে। আর তাহাতে হিংসাযুক্ত হইলেও বৈধহিংসাযুক্ত বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মকে অশুদ্ধ বলা যায় না। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ" (৩।১।২৫) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩৭।

আরও কথা এই যে—শ্রুতি অনুশয়ী জীবের ব্রীহিযবাদিভাবপ্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন "যে যে ঐ অন্ন (ব্রীহিযবাদি) ভক্ষণ করে এবং যে যে সন্তানোৎপাদন করে, জীব তাহারই আকার গ্রহণ করিয়া জাত হয়"। (৫।১০।৬ ছাঃ) এই শ্রুতিবাক্য যেমন রেতঃসেচনকারীর অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনকারীর সহিত অনুশয়বিশিষ্ট জীবের যোগমাত্রই বলিয়াছেন, সেইরূপ ব্রীহিযবাদিভাবপ্রাপ্তিবোধক শ্রুতিবাক্যও ব্রীহিযবাদির সহিত অনুশয়বিশিষ্ট জীবের যোগমাত্রই বলিয়াছেন। শ্রুতিতে যে "তদ্ভূয় এব ভবতি" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তদাকৃতি হইয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্যকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া মনুষ্য হয়, পশু প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া পশু প্রভৃতি হয়। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "রেতঃসিগ্‌ যোগোঽথ" (৩।১।২৬) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণের দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ সেই দেহেই তাহাদের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। ঐ যোনিপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আকাশাদি প্রাপ্তিতে অনুশয়ী জীবগণের

তত্রৈব সুখদুঃখাদিভোগস্য সত্ত্বাৎ। ততঃ পূর্ব্বং হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তৌ তদ্‌যোগমাত্রমেবেতি সিদ্ধম্ "যোনেঃ শরীরম্" (৩।১।২৭) ইতি সূত্রাদিতি সংক্ষেপঃ। ৩৮।

ইত্থং জাগ্রদবস্থায়াং জন্মমরণস্বর্গনরকগমনাদিদুঃখজাতং জীবস্য বিরাগার্থং প্রপঞ্চিতম্। এতেনাত্মানাত্মবিবেকোঽপি সিদ্ধঃ। অথেদানীং তয়োর্বিবেকবিরাগয়োঃ দার্ঢ্যার্থং স্বপ্নাদ্যবস্থা নির্ণীয়তে। তত্র স্বপ্নে সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদিনা। সা সৃষ্টিঃ পরমেশ্বরনির্ম্মিতৈব, ন জীবকৃতা, তস্য তত্রোপকরণাদ্যভাবাৎ, জীবস্য তচ্ছক্তিশূন্যত্বাৎ। তজ্জীবকর্ম্মানুসারেণ তত্তদেকৈকজীবানুভবযোগ্যমিতরসকলপুরুষা-

---

কেবল আকাশাদির সংসর্গমাত্রই হইয়া থাকে। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "যোনেঃ শরীরম্" (৩।১।২৭) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩৮।

এই প্রকারে সংক্ষেপে জাগ্রদবস্থায় জীবের জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরকগমনরূপ দুঃখসমূহ জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্তই বর্ণনা করা হইল। আর ইহাদ্বারাই জীবের আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তুবিষয়ক বিবেকও সিদ্ধ হয়। অনন্তর এক্ষণে সেই বিবেক ও বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য জীবের স্বপ্নাদি অবস্থা নিরূপণ করা হইতেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি অর্থাৎ "সেই অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহনাদি নাই এবং পথ নাই। অনন্তর তথায় রথ, রথের বাহনাদি ও পথ সৃষ্টি করেন" ইত্যাদি। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিদ্বারা স্বপ্নে সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা যায়। সেই সৃষ্টি পরমেশ্বরকর্ত্তৃকই নির্ম্মিত। ঐ সৃষ্টি জীবকৃত নহে। কারণ জীবের স্বপ্নে সৃষ্টির উপযোগী উপকরণ কিছু থাকে না এবং জীব তখন সৃষ্টিশক্তিশূন্য হইয়াই অবস্থান করে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই জীবের কর্ম্ম অনুসারে সেই সেই এক এক জীবের অনুভবযোগ্য এবং অপর সকল জীবের অননুভূয়মান রথাদি বস্তু শ্রীপুরুষোত্তমই নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; কারণ পরমেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তমে সর্ব্বশক্তি, সত্যসঙ্কল্পাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই করিতে পারেন। বদ্ধজীবের কিন্তু তাহা নাই এবং ইচ্ছানুসারে কিছু করিতেও পারে না। কারণ বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্ম তিরোহিত থাকে। সুতরাং স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা পরমেশ্বরই; জীব নহে। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" (৩।২।১) "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" (৩।২।২) "মায়ামাত্রং তু কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" (৩।২।৩) এই সকল সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"কাম্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হইবে, তখন ঐ স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্ম সফল হইবে বলিয়া জানিবে" (ছাঃ ৫।২।৮), আবার অপর শ্রুতিতে আছে "স্বপ্নে যখন জীব কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্ত পুরুষকে দর্শন করে, তখন সেই পুরুষ সেই জীবকে বধ করে" (স্বপ্নাধ্যায়ী), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্বপ্নের ইষ্ট ও অনিষ্টসূচকত্ব অবগত হওয়া যায়। জীব স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা হইলে স্বপ্নের ঐ ইষ্টানিষ্টসূচকত্ব সম্ভাবিত হয় না। যদি জীব সৃষ্টিকর্ত্তা হইত, তবে জীব শুভসূচক স্বপ্নই দর্শন করিয়া সর্ব্বদা সুখই অনুভব করিত। কখনও জীব স্বপ্নে দুঃখী হইত না। কোনও চেতন জীব নিজের দুঃখের নিমিত্ত যত্ন করে না। সুতরাং পরমেশ্বরই স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা; জীব নহে।

আরও কথা এই যে—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥ তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" (কঠ ৫।৮) এই কঠশ্রুতি হইতেও পরমেশ্বরেরই স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। পরমাত্মার ঐ অসাধারণ ধর্ম্ম জীবে কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব জীবগণের

নন্বনুভূয়মানং রথাদিকং শ্রীপুরুষোত্তমেনৈব নির্ম্মীয়তে, তস্য সর্ব্বশক্তিসত্যসঙ্কল্পাদিস্বাভাবিকধর্ম্মযোগাৎ। জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং সত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মাণাং তিরোধানাৎ। কিঞ্চ "যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ম্" (ছাঃ ৫।২।৮) "অথ যদা স্বপ্নেষু পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তম্" ইত্যাদিনা স্বপ্নস্য ইষ্টাদিসূচকত্বশ্রবণাৎ। তচ্চ জীবকর্তৃকত্বে ন সম্ভবতি। যদি জীবঃ সৃষ্টিকর্ত্তা, তর্হি শুভসূচকমেব স্বপ্নং দৃষ্ট্বা সদা সুখমেবানুভূয়েত, ন কদাপি দুঃখী স্যাৎ। ন হি চেতনঃ স্বদুঃখার্থং কোঽপি যততে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥ তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" (কঠ ৫।৮) ইতি পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মশ্রবণং তেষাং জীবে কথমপ্যসম্ভবাৎ। তস্মাৎ জীবানামল্পতরকর্ম্মানুসারিফলযোগায় তাবন্মাত্রকালীনং তদেকতমেনানুভাব্যং রথাদি পরমেশ্বর এব সৃজতীতি সিদ্ধম্। বিশেষার্থস্তু পূর্ব্বমেবোক্তঃ। ৩৯।

নন্বু জীবস্য সত্যসঙ্কল্পাদিকং কুতস্তিরোহিতমিতি চেৎ শৃণু, অনাদিতৎকর্ম্মানুগুণপরমেশ্বরসঙ্কল্পাদেবেতি ব্রূমঃ। পুনশ্চ তচ্চরণোপসন্নশ্চেৎ তেনৈব বন্ধো নিবার্য্যতে। বন্ধমোক্ষয়োর্হেতুঃ পরমেশ্বরঃ এবেতি শাস্ত্রাদবগম্যতে, "সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ (শ্বেঃ—৬।১৬) ইতি শ্রুতেঃ। "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" (৩।২।৫) ইতি সূত্রাচ্চ। এতেন "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" (৩।২।১) "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" (৩।২।২) ইতি শাস্ত্রং ব্যাখ্যাতম্। অত্র সন্ধ্যশব্দঃ স্বপ্নপরঃ, "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্" (বৃঃ ৪।৩।৯) ইতি বচনাৎ। ৪০।

অথ সুষুপ্ত্যবস্থা শ্রূয়তে—"তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু

অল্পতর কর্ম্মের অনুসারে অল্প ফলভোগের নিমিত্ত অল্পকালস্থায়ী ও প্রত্যেক জীবের অনুভাব্য রথাদি বস্তু স্বপ্নে পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন ইহাই সিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে বিশেষ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৩৯।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে—জীবের সত্যসঙ্কল্পাদি কি কারণ হইতে তিরোহিত হয়? তদুত্তরে বলিতেছি শুন, জীবের অনাদি কর্ম্মানুগত পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই জীবের স্বাভাবিক সত্যসঙ্কল্পাদি তিরোহিত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা। আবার জীব যদি পরমেশ্বরের চরণাশ্রিত হয়, তবে তদ্দ্বারাই তাহার বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। বন্ধ ও মোক্ষের হেতু পরমেশ্বরই, ইহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ" অর্থাৎ পরমেশ্বরই সংসারবন্ধ, সংসারস্থিতি ও সংসার হইতে মোক্ষের কারণ। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ" অর্থাৎ পরমেশ্বরই জীবকে সংসারপাশদ্বারা বন্ধন করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বরই জীবকে সংসারপাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" (৩।২।৫) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর এই সিদ্ধান্তপ্রদর্শনদ্বারাই "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" (৩।২।১) "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" (৩।১।২) এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রদ্বয়ও ব্যাখ্যাত হইল। ঐ প্রথম সূত্রে "সন্ধ্য"শব্দ স্বপ্ন-প্রতিপাদক। কারণ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—"সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্"। ৪০।

এক্ষণে জীবের সুষুপ্তি অবস্থার কথা বলা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" (ছাঃ ৮।৬।৩) অর্থাৎ "সুতরাং যখন এতাদৃশ হয় যে, কৃৎস্নস্বরূপে নিদ্রিত হইয়া সম্প্রসন্ন হয়, স্বপ্নও জানে না, তখন জীব এই নাড়ীসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে"। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি

সুপ্তো ভবতি (ছাঃ ৮।৬।৩), তথা "অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯) ইতি, তথা "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি ত্রিবিধ-সুষুপ্তিস্থানপরাঃ শ্রুতয়ো দৃশ্যন্তে। তত্র নাড়ীপুরীততোঃ প্রাসাদখট্বাস্থানীয়য়োঃ, ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্। তত্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানং জ্ঞেয়ং তস্মাদেব প্রবোধশ্রবণাৎ "সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" (ছাঃ ৬।১০।২) ইতি শ্রুতেঃ, "তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ" (৩।২।৭) ইতি সূত্রাৎ। ৪১।

কিঞ্চ যঃ সুপ্তঃ প্রবোধকালে স এবোত্তিষ্ঠতি নান্যঃ, "যোঽহমস্বাপ্সং স এব জাগর্ম্মি" ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। পূর্ব্বেহ্যুরর্দ্ধং কৃতং কর্ম্ম অনুস্মৃত্য পরেদ্যুঃ সমাপ্তয়ে প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চ। "তে ইহ ব্যাঘ্রো

হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯) অর্থাৎ "যখন জীব সুষুপ্ত হয় এবং কোন বিষয়ই জানিতে পারে না, তখন হিতা নামক যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া পুরীতৎ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, জীব সেই নাড়ীসমূহদ্বারা বিসৃত হইয়া পুরীততে শয়ন করিয়া থাকে।" নাড়ী ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানবিশেষকে পুরীতৎ কহে। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) অর্থাৎ "যখন জীব সুষুপ্ত হয়, হে সৌম্য! তখন জীব সতের (ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হন। এই তিন প্রকার তিনটি শ্রুতিবাক্য জীবের তিনটি বিভিন্ন সুষুপ্তিস্থান প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে—এই নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্মরূপ তিনটি সুষুপ্তিস্থান কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে জীবের বৈকল্পিক সুষুপ্তিস্থান হয়? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে ঐ তিনটির প্রত্যেকটি জীবের সুষুপ্তিস্থান হয়? অর্থাৎ সিদ্ধান্তী কি সুষুপ্তিস্থানের পরস্পরনিরপেক্ষ বিকল্প স্বীকার করেন? অথবা পরস্পরসাপেক্ষ সমুচ্চয় স্বীকার করেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জীবের সুষুপ্তি নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনটিতেই যুগপৎ হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবের সুষুপ্তিস্থানের পরস্পরসাপেক্ষ সমুচ্চয়ই সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি হইতে উক্ত তিনটিই জীবের সুষুপ্তিস্থান বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ প্রাসাদ ও খট্বাস্থানীয় এবং ব্রহ্ম তদুভয়ের মধ্যে পর্য্যঙ্কস্থানীয়। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান এবং নাড়ী ও পুরীতৎ পরম্পরা সুষুপ্তিস্থান। ব্রহ্ম জীবের সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান হওয়ার হেতু এই যে—তাঁহা হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই জীবের জাগরণ শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" (ছাঃ ৬।১০।২) অর্থাৎ "জীবগণ সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।" ব্রহ্ম জীবের সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান হইলেই তাহা হইতে জীবের জাগরণশ্রুতি উপপন্ন হইতে পারে, নতুবা নহে। সুতরাং নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনটিই যুগপৎ জীবের সুষুপ্তিস্থান হইলেও ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৭) "অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ" (৩।২।৮) এই সূত্রদ্বয়দ্বারা বলিয়াছেন। ৪১।

সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয় বলা হইয়াছে। তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে—যে জীব সুপ্ত হয়, সেই জীবই কি জাগরণসময়ে উঠে? কিংবা অপর জীব উঠে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে জীব সুপ্ত হয়, সেই জীবই জাগরণ সময়ে উঠে; অপর জীব উঠে না। যেহেতু প্রত্যভিজ্ঞা, কর্ম্মানুস্মৃতি, শ্রুতিবাক্য ও শ্রুত্যুক্ত বিধিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। "যে আমি সুপ্ত হইয়াছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। আবার যে জীব পূর্ব্বদিন যে কর্ম্মের অর্দ্ধেক করিয়াছিল, পরের দিন সেই জীবেরই সেই কর্ম্ম অনুস্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মসমাপ্তির প্রবৃত্তি

বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি" (ছাঃ ৬।১০।২) ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা অগ্নিহোত্রাদিশ্রবণাদিভোগমোক্ষসাধনশ্রুতয়ো বিধেয়রূপা অনর্থকাঃ স্যুঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ, অহরহ উৎপত্তিবিনাশৌ চ স্যাতাং জীবানামিতি ভাবঃ। "স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ" (৩।২।৯) ইতি সূত্রাৎ। ৪২।

কিঞ্চ মূর্চ্ছাবস্থাপি ভিন্নৈব জাগরাদৌ তদনন্তর্ভাবাৎ। তথাহি—ন তাবৎ স্বপ্নজাগরৌ বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ। নাপি মরণম্, প্রাণোষ্মণোর্বিদ্যমানত্বাৎ। নাপি সুষুপ্তিঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ, সুপ্তস্য মুখপ্রসন্নত্বনেত্রনিমীলনশ্বাসমুঞ্চনাদীনামুপলম্ভাৎ। পরিশেষাদর্দ্ধসম্পত্তিঃ সূক্ষ্মপ্রাণদেহসম্বন্ধেন অবস্থিতির্মূর্চ্ছেতি বিবেকঃ। তস্মাৎ জন্মমরণস্বর্গনরকাদিভোগেন স্বপ্নাদিদুঃখভোগেন চ তেষু দোষান্ নিশ্চিত্য তেভ্যশ্চ সর্ব্বানাত্মবর্গেভ্যঃ আত্মানং বিবিচ্য ততঃ সর্ব্বতো বিরজ্য শ্রেয়সে যতেত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্

হইতে দেখা যায়। আবার শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি" (ছাঃ ৬।১০।২) অর্থাৎ "উক্ত জীবগণ নিদ্রাদির পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক যাহা যাহা ছিল, নিদ্রাদির পরে ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে।" আর শ্রুতিতে ভোগ ও মোক্ষের সাধনবিধায়ক বিধিবাক্যও রহিয়াছে—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" "আত্মানমুপাসীত"। এক জীব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বা উপাসনার কিছু করিয়া নিদ্রা গেলে পর অপর জীব যদি জাগরিত হয়, তবে ঐ ভোগ-মোক্ষের সাধনবিধায়ক শ্রুতিবাক্যের আনর্থক্য হইয়া পড়ে। আর কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়ে। আর জীবগণের অহরহ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এই সকল কারণে যে জীব সুপ্ত হয়, সেই জীবই উত্থিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রকার "স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ" (৩।২।৯) এই সূত্রদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৪২।

জীবের চারিটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে—স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি বা মরণ। এক্ষণে জীবের মূর্চ্ছা অবস্থাটি কি, তাহাই নিরূপণ করা হইতেছে। জীবের মূর্চ্ছা অবস্থাটিও একটি ভিন্ন অবস্থাই। কারণ তাহা স্বপ্ন, জাগ্রদাদির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। মূর্চ্ছা অবস্থাকে স্বপ্ন বা জাগ্রৎ বলা যায় না; কারণ মূর্চ্ছা অবস্থায় স্বপ্ন বা জাগ্রৎ অবস্থার মত বিশেষ জ্ঞান থাকে না। আর মূর্চ্ছা অবস্থাকে মরণও বলা যায় না; কারণ মরণ অবস্থায় যাহা থাকে না, সেই প্রাণ ও উষ্মা মূর্চ্ছা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহা মরণ নহে। আর মূর্চ্ছা অবস্থাকে সুষুপ্তিও বলা যায় না; কারণ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার বৈলক্ষণ্য আছে। সুষুপ্ত জীবের প্রসন্ন বদন, নেত্র নিমীলন ও শ্বাস মুঞ্চনাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু মূর্চ্ছিত জীবের তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য মূর্চ্ছাকে সুষুপ্তিও বলা যায় না। সুতরাং মূর্চ্ছা অবস্থাকে উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম অবস্থা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ঐ মূর্চ্ছা অবস্থায় জীবের মরণার্দ্ধসম্পত্তি হয় অর্থাৎ মরণাবস্থার অর্দ্ধপ্রাপ্তি ঘটে। স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব প্রাণাদির সহিত সম্বন্ধের বিরতিই মরণ। আর কেবল সূক্ষ্ম প্রাণদেহাদির সহিত সম্বন্ধপূর্ব্বক অবস্থিতিই মূর্চ্ছা। মরণ ও মূর্চ্ছার এই বৈলক্ষণ্য। মূর্চ্ছা অবস্থায় জীব মরণস্থানের অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হয়।

অতএব জীব—জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরকাদি ভোগদ্বারা এবং স্বপ্নাদি অবস্থাগত দুঃখভোগদ্বারা ঐ সকল ভোগে দোষ নিশ্চয় করিয়া আর ঐ সকল ভোগ্য অনাত্মবর্গ হইতে আত্মাকে পৃথক্ বুঝিয়া সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া মোক্ষরূপ কল্যাণের নিমিত্ত যত্ন করিবেন—ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে

ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" (মুঃ ১।২।১২) "যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ৪৩।

অথেদানীমুপাসনাবিশেষাস্তাসু গুণোপসংহারপ্রকারশ্চ নিরূপ্যতে। তাশ্চ দ্বিবিধাঃ, প্রতীকরূপাহং-গ্রহরূপভেদাৎ। তত্র প্রতীকত্বং চ তদিতরস্মিংস্তদ্দৃষ্টিমত্ত্বম্। যথা "পুরুষো বাগ্নির্গৌতম" (বৃঃ ৬।২।১২) ইতি। অত্রাগ্নিভিন্নে পুরুষাদৌ হ্যগ্নিদৃষ্টিরিতি। এবমাদিপ্রতীকোপাসনোদাহরণঞ্চ বোধ্যম্। অহংগ্রহত্বং নাম তত্তদুপদেশানুকূলে ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যসম্বন্ধানুসন্ধানম্। যথা সত্যবিদ্যাদয়ঃ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তাশ্চ উদ্গীথবিদ্যা-শাণ্ডিল্যবিদ্যাপুরুষবিদ্যাদহরবিদ্যাদয়ঃ একৈকা অনেকশাখাসু পঠিতাঃ। তাসু চ ইতরেতরগুণানামুপসংহারং কৃত্বোপাসনীয়ম্। তত্র গুণোপসংহারো নাম একস্যামনেকশাখাপঠিতায়াং বিদ্যায়াং তত্র তত্র পঠিতানাং ন্যূনাধিকানামিতরেতরং নিক্ষিপ্য সংযোজনম্। যথা বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা শ্রূয়তে— "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতাথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ" ইত্যারভ্য "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা" (ছাঃ ৩।১৪।১-২) ইতি। তথা বৃহদারণ্যকেঽপি শাণ্ডিল্যবিদ্যা শ্রূয়তে— "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যঃ" ইত্যারভ্য "স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"

বলা হইয়াছে—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ"। (১।২।১২)। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"। ৪৩।

অনন্তর এক্ষণে উপাসনাবিশেষ এবং সেই সেই উপাসনায় গুণোপসংহারের প্রকার নিরূপণ করা হইতেছে। সেই উপাসনা সকল দুই প্রকার :—প্রতীকরূপ ও অহংগ্রহরূপ। তন্মধ্যে তদ্ভিন্ন বস্তুতে অর্থাৎ উপাস্য ভিন্ন বস্তুতে তদ্দৃষ্টি অর্থাৎ উপাস্যদৃষ্টি দিয়া উপাসনা করার নাম—প্রতীকোপাসনা। যেমন—"পুরুষো বাগ্নির্গৌতম" এই স্থলে অগ্নিভিন্ন পুরুষাদিতে অগ্নিদৃষ্টি দিয়া উপাসনা করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রতীকোপাসনা। এইরূপ অপরাপর উপাসনাকে প্রতীকোপাসনার উদাহরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর সেই সেই উপদেশানুকূল ব্রহ্মে তাদাত্ম্যসম্বন্ধের অনুসন্ধানের নামই অহংগ্রহরূপ উপাসনা। যেমন সত্যবিদ্যা প্রভৃতি অহংগ্রহরূপ উপাসনা। যেহেতু শ্রুতিই ঐরূপ তাদাত্ম্যানুসন্ধানের কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অষ্টমখণ্ডে বলা হইয়াছে—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি। ঐ উদ্গীথবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, পুরুষবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা এক একটিই শ্রুতির অনেকশাখায় পঠিত হইয়াছে। ঐ সকল উপাসনায় পরস্পর উপাস্যগুণসমূহের উপসংহার করিয়া অর্থাৎ একত্র দৃষ্ট উপাস্যগুণসমূহ অপরত্রও যোজনা করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। গুণোপসংহার কথার অর্থ এই যে—একটি বিদ্যা অনেক শাখায় পঠিত হইলে এবং সেই সেই স্থলে উপাস্যের গুণসমূহ ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইলে ঐ ন্যূনাধিক গুণসমূহ সেই সেই স্থলে পরস্পর আকর্ষণ পূর্ব্বক সংযোজন করাই গুণোপসংহার। যেমন—বাজসনেয় অগ্নিরহস্যে অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যার কথা এইরূপ শুনা যায়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা"। আবার বৃহদারণ্যকেও শাণ্ডিল্য-বিদ্যার কথা শুনা যায়—"মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যঃ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"। সুতরাং ছান্দোগ্যবাক্য ও বৃহদারণ্যকবাক্য এই উভয়স্থলে বেদ্য

(বৃঃ ৫।৬।১) ইতি। উভয়ত্র বেদ্যাভেদাদ্ বিদ্যৈক্যং নিশ্চিত্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং সর্ব্ববশিত্বাদীনাঞ্চ উভয়ত্র ইতরেতরোপসংহরণম্, এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্। ৪৪।

কিঞ্চ আনন্দাদীনামপহতপাপ্মত্বাদীনামস্থূলত্বাদীনাঞ্চ সর্ব্বাস্বপি বিদ্যাসু উপসংহারঃ, সর্ব্বত্রোভয়বিধস্য ব্রহ্মণো বেদ্যস্যাভেদাৎ। তথাচোক্তং ভগবতা সূত্রকৃতা "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১) ইতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্র চেতনাচেতনবস্তুমাত্রে শুদ্ধাশুদ্ধপদার্থে স্বেচ্ছয়া প্রবিষ্টস্যাপি স্থানতঃ চেতনাচেতনাদিস্থানভূতৈঃ পদার্থৈঃ নাপুরুষার্থভূতহেয়ধর্ম্মসম্বন্ধগন্ধঃ। হি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বাস্বপি শ্রুতিস্মৃতিষু উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম আম্নাতম্। "য আত্মাপহতপাপ্মা" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "অস্থূলমনণু" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ, "সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ধৃতভূতসর্গঃ। তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥"

আত্মার অভেদপ্রযুক্ত বিদ্যার একত্ব অবধারণ করিয়া সত্যসঙ্কল্পাদি গুণসমূহের এবং সর্ব্ববশিত্বাদি গুণসমূহের উভয়স্থলে পরস্পর উপসংহার অর্থাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক সংযোজন করিতে হইবে। আর ইহাকেই গুণোপসংহার কহে। এইরূপে গুণোপসংহার অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। ৪৪।

আরও কথা এই যে—আনন্দাদি, অপহতপাপ্মত্বাদি অর্থাৎ অপগত সমস্তদোষত্বাদি ও অস্থূলত্বাদি স্বাভাবিক ব্রহ্মগুণসমূহের সমস্ত বিদ্যাতেই উপসংহার করিতে হইবে। যেহেতু সমস্ত বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় এই স্বভাবতঃ নিত্যনির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক কল্যাণগুণনিলয়স্বরূপ উভয়বিধ বেদ্য ব্রহ্মের অভেদ বলা হইয়াছে। আর এজন্যই ব্রহ্ম-সূত্রকার বলিয়াছেন—"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (৩।২।১১) অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র শুদ্ধাশুদ্ধ পদার্থ চেতনাচেতন বস্তুমাত্রে স্বেচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই সেই চেতনাচেতন পদার্থদ্বারা তাঁহার অপুরুষার্থভূত হেয় ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিন্দুমাত্রও হয় না অর্থাৎ সেই সেই চেতনাচেতন পদার্থ-প্রযুক্ত দোষ ব্রহ্মের নাই। যেহেতু সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিতেই স্বভাবতঃ নিত্যনির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক কল্যাণগুণনিলয়স্বরূপ উভয়বিধ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"য আত্মাপহতপাপ্মা" (৮।৭।১) "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (৮।১৫)। মুণ্ডক-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (১।১।৯)। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (২।৪।১)। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬।৮) পুনরায় তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" (২।৮।১)। পুনরায় শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (৬।১৯)। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অথাত আদেশো নেতি নেতি" (২।৩।৬) "অস্থূলমনণু" (৩।৮।৮)। স্মৃতিতে আছে—"সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ধৃতভূতসর্গঃ। তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ" "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে" "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্" (গীতা ১০।৩) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ" (৯।১০ গীতা) 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (১৫।১৭ গীতা)। "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলাদিমান্। অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ স্বাধীনোঽনাদিমান্ বশী॥ কামতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ। নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরক্রমঃ" এই প্রদর্শিত শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহ সমস্ত দোষলেশশূন্যমাহাত্ম্য ও অশেষ কল্যাণগুণসাগর পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর এইরূপ অর্থ অবধারণ করিয়াই বাক্যকার আদ্যাচার্য্য নিম্বার্ক ভগবান্ বলিয়াছেন—"স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষমশেষকল্যাণ-

"পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে" "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্" "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ" "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলাদিমান্। অন্যুনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ স্বাধীনোঽনাদিমান্ বশী। কামতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ। নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরক্রমঃ।" ইত্যাদিস্মৃতয়শ্চ সমস্তহেয়লেশাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যমশেষকল্যাণগুণসাগরং পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা আদ্যাচার্য্যেণ বাক্যকারেণ—"স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষমশেষকল্যাণ-গুণৈকরাশিম্" ইত্যাদিনা। "উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম" ইতি দ্বিতীয়পাদোক্তসূত্রার্থোঽত্রানুসন্ধেয়ঃ। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১১) ইতি সূত্রাৎ। এতেন সর্ব্বব্যাবৃত্তব্রহ্মোপলম্ভাৎ ব্রহ্মাসাধারণত্বাদুভয়লিঙ্গয়োরিত্যর্থঃ। ৪৫।

কিঞ্চ উক্তানামুপসনানাং বিকল্প এব, ন তু সমুচ্চয়ঃ। সর্ব্বত্রোপাস্যস্য পরব্রহ্মণঃ তদ্ভাবাপত্তিলক্ষণস্য চ একৈকয়া হি সিদ্ধেঃ সুকরত্বাৎ "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" (৩।৩।৫৭) ইতি সূত্রাৎ। কিঞ্চ তদ্বিপরীতানাং কাম্যোপাসনানাং ফলাদিভেদাৎ সমুচ্চয়োঽপ্যবিরুদ্ধঃ। মোক্ষফলকত্বহেত্বভাবান্ন বিকল্প ইতি ভাবঃ। "কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ" (৩।৩।৫৮) ইতি সূত্রাৎ। যথাকামং ফলানুগুণম্, অধিকফল-

---

গুণৈকরাশিম্"। এই স্থলে "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (৩।২।১১) এই দ্বিতীয় পাদোক্ত সূত্রের অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্মসূত্রকারই বলিয়াছেন—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১১ সূঃ) অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যায় অভেদ শ্রুত হওয়া যায় বলিয়া সর্ব্বত্র আনন্দাদি ব্রহ্মগুণসমূহ উপসংহার করিতে হইবে। ইহাদ্বারা উভয়লিঙ্গ ব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্মহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাবৃত্ত বলিয়া উপলব্ধ হন—এইরূপ অর্থই সিদ্ধ হয়। ৪৫।

আরও কথা এই যে—আপত্তি হইতে পারে—এই যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সদ্বিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা, এই সকল উপাসনা কি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ সমস্ত উপাসনারই কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ যে কোনও একটি উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এই সকল উপাসনার বিকল্পই বুঝিতে হইবে, সমুচ্চয় নহে অর্থাৎ যে কোনও একটি উপাসনারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে; সমস্তের নহে। কারণ সেই সমস্ত উপাসনায়ই পরব্রহ্ম উপাস্য এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই তাহার ফল। আর সেই ফলের সিদ্ধি যে কোনও একটি উপাসনার দ্বারাই করা যায় বলিয়া অপর উপাসনার প্রয়োজন নাই। সুতরাং উপাসনাসমূহের সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে না। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" (৩।৩।৫৭) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর যে সকল উপাসনা তাহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল উপাসনার ফল ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নহে, অপর কিছু, সেই কাম্য প্রতীকোপাসনাসমূহের সমুচ্চয়ও বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ সেই কাম্য উপাসনাসমূহ সমুচ্চয়েও অনুষ্ঠেয় হইতে পারে, কিংবা নাও হইতে পারে। তাহাতে কোনও নিয়ম নাই। কারণ ঐ সকল উপাসনার ফলভেদ আছে। সমস্তই মোক্ষফলক নহে বলিয়া তাহাদের বিকল্প বুঝিতে হইবে না। আর এই কথাই ব্রহ্ম-সূত্রকার "কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ" (৩।৩।৫৮) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। "যথাকামম্" এই কথার অর্থ—ফলানুগুণ। অধিক ফলপ্রাপ্তির জন্য যে অন্য উপাসনার সমুচ্চয় করা হয়, তাহা কেবল তাবন্মাত্র ফলের জন্য নহে, কিন্তু অধিক ফলের জন্যই হইয়া থাকে।

প্রাপ্তয়ে অন্যোপাসনসমুচ্চয়ঃ, তাবন্মাত্রফলায় নেত্যর্থঃ। অথ চ "অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধুত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ। তথা অথর্ব্বণে —"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রুতিঃ। "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যম্" ইতি শাট্যায়নিশ্রুতিঃ। "সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" ইতি কৌষীতকিশ্রুতিঃ। অত্র ক্বচিৎ পুণ্যাপুণ্যয়োর্হানিমাত্রম্, ক্বচিৎ তয়োঃ বিভাগেন প্রিয়ৈশ্চোপায়নে, কচিদুভয়হানোপাদানঞ্চেতি অন্যোন্যবিরোধো নাশঙ্কনীয়ঃ। কেবলায়াং হানৌ শ্রুতায়াং উপায়নে চ ইতরেতরসমুচ্চয়ঃ কার্য্যঃ, উভয়োরন্যোন্যসাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। কৌষীতকিশ্রুত্যুক্তোভয়গ্রহণস্যৈবাত্র নিগমনাত্বাৎ। "হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্" (৩৷৩৷২৬) ইতি সূত্রাৎ।

আরও কথা এই যে- ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে—"অশ্ব যেমন লোম সকল কম্পিত করিয়া শ্রমাদি দুর করে, আমিও সেইরূপ পাপ বিধৌত করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, আমিও সেইরূপ শরীর ত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই"। এইরূপ অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে আছে—"ব্রহ্মোপাসনার পর পুরুষ দেহত্যাগ করিয়া পুণ্য ও পাপ উভয়কে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সর্ব্ববিধ দোষমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়েন।" (মুঃ ৩৷১৷৩) আবার শাট্যায়ন শাখায় উক্ত হইয়াছে—"তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বিত্ত গ্রহণ করে, সুহৃদ্গণ পুণ্য গ্রহণ করে এবং শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে"। এইরূপ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে বলা হইয়াছে—"সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য গ্রহণ করে এবং অপ্রিয় ব্যক্তিগণ পাপ গ্রহণ করে।" এই সকল স্থলে কোথাও অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতি ও মুণ্ডকশ্রুতিতে পুণ্য ও পাপের হান অর্থাৎ পরিত্যাগই বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোথাও অর্থাৎ শাট্যায়ন শ্রুতিতে কেবল বিভাগপূর্ব্বক পুণ্য ও পাপের উপায়ন অর্থাৎ গ্রহণই বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোথাও অর্থাৎ কৌষীতকি শ্রুতিতে পুণ্য ও পাপের হান ও উপাদান উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধাশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—ঐরূপ বিরোধের আশঙ্কা করিবে না। কারণ কোন শ্রুতিবাক্যে পুণ্য ও পাপের কেবল পরিত্যাগ বা কেবল গ্রহণ শুনা গেলেও সেই সেই স্থলে পরস্পর গ্রহণ বা পরিত্যাগ সমুচ্চয় অর্থাৎ সংযোজিত করিয়া লইতে হইবে। যেহেতু ত্যাগ ও গ্রহণের পরস্পর সাপেক্ষত্বনিয়ম আছে অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার পুণ্য ও পাপ পরিত্যক্ত হয়—এইমাত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ও মুণ্ডকশ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও অপর শাট্যায়নশ্রুতি ও কৌষীতকিশ্রুতিতে যে মিত্র ও শত্রুগণের পুণ্য ও পাপ গ্রহণ করার উল্লেখ আছে, সেই ফলও ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত ও মুণ্ডকশ্রুত্যুক্ত উপাসকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে বুঝিতে হইবে। ইহাতে কৌষীতকিশ্রুতিতে যে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ের কথা হইয়াছে, তাহাই নিয়ামক। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্" (৩৷৩৷২৬) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। বিদ্যা বা উপাসনা ভিন্ন হইলেও এক শ্রুতির উপদেশ অন্য শ্রুতিতে প্রযোজ্য হইতে বাধা নাই। সূত্রকার ইহাই "কুশ" "ছন্দ" "স্তুতি" ও "উপগান" এই চারিটি দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জৈমিনিসূত্রদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। বিস্তৃতিভয়ে উক্ত দৃষ্টান্তসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইল না। উক্ত সূত্রের ভাষ্য দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আরও কথা এই যে—বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রমণসময়েই পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

অথ চ বিদুষো দেহোৎক্রমণসময়ে এব সুকৃতদুষ্কৃতে নিঃশেষং নশ্যেতে, দেহত্যাগানন্তরং তাভ্যাং ভোক্তব্যাভাবাৎ "অশ্ব ইব রোমাণি" "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ৪৬।

নন্বু "স এতং দেবযানং পন্থানমাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি" (১৷৩) ইত্যারভ্য "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে" (১৷৪) ইতি কৌষীতক্যাং মার্গে তন্নাশশ্রবণাৎ তেন বিরোধ ইতি চেন্ন, অর্থানুপপত্তিবলাৎ "সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে" ইতি বাক্যশেষস্য পূর্ব্বত্র অন্বেতব্যত্বাৎ। সুকৃতদুষ্কৃতে উৎক্রান্তিসময়ে বিধুনুতে, ততশ্চ দেবযানমাসাদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে" (৩৷৩৷২৭) ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা তৎফলভোগস্যাপি অবশ্যম্ভাবাদ্‌বিরোধঃ। ৪৭।

নন্বু "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি" ইতি পরকীয়স্য সংক্রান্তিঃ শ্রুতা, সা বিরুদ্ধা তথাত্বাদর্শনাদিতি চেন্ন, পরসঙ্কল্পাৎ তথাত্বোপপত্তেঃ। যো হি বিদুষাং শুভং বাঞ্ছতি, তস্য সুকৃতাপত্তিঃ, যস্তু দ্বেষাদহিতং সঙ্কল্পয়তি, তস্য দুষ্কৃতাপত্তিরিতি শাস্ত্রাদেবাবগতম্। তথাহ ভগবান্ মনুঃ—"প্রিয়েষু তেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু

কারণ দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের দ্বারা তাঁহার ভোক্তব্য কিছু থাকে না। ইহাতে "অশ্ব ইব রোমাণি" "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। ৪৬।

বিদ্বান্ পুরুষের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহাতে আপত্তি এই যে—কৌষীতকিব্রাহ্মণ-উপনিষদে "তিনি এই দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"তিনি বিরজা নদীতে আগমন করেন এবং মনের দ্বারাই তাহা অতিক্রম করিয়া থাকেন ও পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন"। সুতরাং কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে পথিমধ্যে বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হয় শুনা যায় বলিয়া তাহার সহিত পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিত বিরোধ হইবে না। কারণ অর্থের অনুপপত্তি হয় বলিয়া "সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে" এই শেষ বাক্যটি পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম বাক্যের প্রথমে অন্বিত হইবে। তাহাতে এইরূপ অন্বয় হইবে যে—বিদ্বান্ পুরুষ দেহ হইতে উৎক্রমণসময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার পর দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।" আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে" (৩৷৩৷২৭) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। বিদ্বান্ পুরুষের দেহপরিত্যাগকালেই নিঃশেষরূপে পুণ্য-পাপ পরিত্যক্ত হয় এবং তাহা মিত্র ও শত্রুকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, কারণ শরীরবিয়োগের পর উক্ত পুণ্য-পাপের দ্বারা প্রাপ্তব্য কোন প্রকার ভোগ নাই। এইরূপই অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"শরীর পরিত্যক্ত হইলে প্রিয়াপ্রিয় কিছু তাহাকে স্পর্শ করে না—ইত্যাদি (ছাঃ ৮৷ ২৷১)" ইহাই সূত্রার্থ। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরও বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্য-পাপ থাকে স্বীকার করিলে তাহার ফলভোগও অবশ্যম্ভাবী হইবে বলিয়া বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। ৪৭।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—শাট্যায়নশ্রুতি ও কৌষীতকিশ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি" ইত্যাদি, তাহাতে পরকীয় পুণ্য-পাপ অপরে সংক্রামিত হয় বলিয়া শুনা যায়; তাহা ত বিরুদ্ধ। কারণ একের পুণ্য ও পাপ অপরে সংক্রামিত হইতে ত দেখা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, উহা বিরুদ্ধ নহে। কারণ পরের সঙ্কল্প অনুসারে ঐরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্বান্ পুরুষের শুভ কামনা করেন, সেই ব্যক্তির বিদ্বৎপরিত্যক্ত পুণ্যের প্রাপ্তি ঘটে এবং যে ব্যক্তি দ্বেষবশতঃ বিদ্বান্ পুরুষের অশুভ কামনা করে, সেই ব্যক্তির বিদ্বৎপরিত্যক্ত পাপের প্রাপ্তি ঘটে, ইহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। ভগবান্ মনুই এইরূপ বলিয়াছেন—"বিদ্বান্ পুরুষ সেই সকল প্রিয় ব্যক্তিতে পুণ্য এবং অপ্রিয় ব্যক্তিতে পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" অপর স্মৃতিতেও

চ দুষ্কৃতম্। বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্ম যাতি সনাতনম্॥" ইতি। "শপ্যমানস্য যৎ পাপং শপমানং হি গচ্ছতি" ইতি স্মৃত্যন্তরাৎ। এবমুভয়শ্রুত্যোরবিরোধঃ। "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" (৩।৩।২৮) ইতি সূত্রাৎ। তস্মাদুৎক্রান্তিকালে এব বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ, সূক্ষ্মদেহানুবৃত্তিস্তু গত্যন্যথানুপপত্ত্যা স্বীক্রিয়তে। শাস্ত্রমানেনৈব গমনানন্তরঞ্চ পরদেবতায়াং তস্য লয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেঃ ১।১০) ইতি শ্রুতেঃ। ৪৮।

অথ চোপকোশলদহরাদিবিদ্যাস্বেব গতিঃ শ্রূয়তে, নান্যাসু মধুবিদ্যাশাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসু। তস্মাৎ উপকোশলাদিমতামেব গতিরুপপদ্যতে নান্যেষামিতি চেন্ন, সর্ব্বেষামপি বিদুষাং গতিরবিরুদ্ধা শ্রুত্যাদি-মানাৎ। তস্মাৎ ন উপকোশলাদিবিদ্যাবতামেব গমনে নিয়মঃ। শ্রুতিস্তাবৎ ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চ্চিরাদিনা সর্ব্বব্রহ্মনিষ্ঠানাং গমনমাহ—"তে য এবমেতদ্ বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি" (বৃ ৬।২।১৫) ইতি, "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১) ইত্যাদিনা। তত্র যে ইত্থং বিদুরিতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ যে চেমেঽরণ্যে ইতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসকাংশ্চ উদ্দিশ্য অর্চ্চিরাদিগতিরুপদিষ্টা। "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যত্র সচ্ছব্দো

আছে—"শপ্যমান ব্যক্তির যে পাপ, তাহা শাপকারী ব্যক্তিতে গমন করিয়া থাকে"। এইরূপে শাট্যায়নশ্রুতি ও কৌষীতকিশ্রুতির অবিরোধ বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" (৩৩।২৮) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। অতএব দেহ হইতে উৎক্রমণ সময়েই বিদ্বান্ পুরুষের সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহের অনুবৃত্তি কেবল গতির অন্য কোন প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়াই স্বীকার করা হয়। দেহ হইতে উৎক্রমণের পর পরমদেবতায় বিদ্বান্ পুরুষের লয় হয়—ইহা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ভূয়-শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেঃ ১।১০)। ৪৮।

এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—উপকোশলবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি কোন কোন উপাসনায়ই অর্চ্চিরাদি গতির কথা শুনা যায়; কিন্তু মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি অপর উপাসনায় ত অর্চ্চিরাদি গতির কথা শুনা যায় না। অতএব উপকোশলাদি বিদ্যানিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসকগণেরই গতি উপপন্ন হয়; অপর মধুবিদ্যাদি-নিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসকগণের গতি উপপন্ন হয় না। আর শ্রুতিবাক্য অনুসারে তদ্রূপই হউক অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মোপাসকের গতি হউক; কাহারও না হউক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতি প্রমাণ আছে বলিয়া সমস্ত বিদ্বানেরই অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যানিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসকেরই গতি অবিরুদ্ধ। সুতরাং কেবল উপকোশলাদি বিদ্যানিষ্ঠ উপাসকেরই অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনে নিয়ম নাই। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকগণের অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিতে গমন করেন" (৬।২।১৫)। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"তন্মধ্যে যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যে পরিব্রাজকগণ ও বানপ্রস্থগণ অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন" (৫।১০।১)। তাহাতে "যে ইত্থং বিদুঃ" ইহাদ্বারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠ উপাসকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং "যে চেমে অরণ্যে" ইহাদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্চ্চিরাদি গতি উপদিষ্ট হইয়াছে। "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছাঃ ৭।১৬।১) এই শ্রুতিবাক্যে এবং "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১) এই শ্রুতিবাক্যে "সৎ"শব্দ

ব্রহ্মপরঃ, তপঃশব্দোঽপি তেনৈকার্থতস্তৎপর এবেত্যর্থঃ। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" (গী ৮।২৪) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ "অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্" (৩।৩।৩১) ইতি সূত্রাৎ। ৪৯।

নন্বু যদুক্তং বিদুষামুৎক্রমণকালে এব সুকৃতদুষ্কৃতনাশঃ অর্চ্চিরাদিকা গতিশ্চেতি তদযুক্তম্, বশিষ্ঠাদীনাং ব্রহ্মবিদামপি দুঃখাদিভোগস্য দেহান্তরপ্রাপ্তেশ্চ শাস্ত্রসিদ্ধত্বাদিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ, ন হি জ্ঞানিমাত্রস্য দেহবিয়োগসময়ে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ো বিবক্ষিতঃ, অপি তু যেষাং দেহপাতানন্তরমেব অর্চ্চিরাদিগত্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তেষামেব। বশিষ্ঠাদীনাং তু প্রারব্ধস্যাধিকারস্যাসমাপ্তত্বাৎ। কর্ম্মবিশেষেণাধিকারবিশেষং প্রাপ্তানাং যাবদধিকারসমাপ্তিস্তদধিকারকর্ম্মক্ষয়াভাবাৎ তদ্ভোগায় তেষাং স্থিতিরবিরুদ্ধেতি ভাবঃ। "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (৩।৩।৩২) ইতি সূত্রাৎ। ৫০।

অথোক্তোপাসনানাং সাধনান্যাহ শ্রুতিঃ—"তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।২৩) ইত্যাদিনা। তানি চ বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থং মুমুক্ষুণানুষ্ঠেয়ানি, অন্তরঙ্গত্বাৎ

ব্রহ্মপর। সুতরাং তাহার সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত প্রদর্শিত শ্রুত্যুক্ত "তপঃ"শব্দও ব্রহ্মপরই হইবে। গীতাস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস—এই দেবযানে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসক পুরুষগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন"। সুতরাং উক্ত শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণবলে অর্চ্চিরাদি গতি অবিশেষে সমস্ত বিদ্যানিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসকগণেরই হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্" (৩।৩।৩১) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৪৯।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—এই যে বলা হইল—বিদ্বান্ পুরুষগণের দেহ হইতে উৎক্রমণকালেই পুণ্য ও পাপের নাশ এবং অর্চ্চিরাদি গতি হয়, ইহা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ মহামুনি বশিষ্ঠাদিরও ত দুঃখাদিযোগ ও দেহান্তরপ্রাপ্তি শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে জানা যায়। সুতরাং ঐরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রমণকালেই যে পুণ্য-পাপের নাশ ও অর্চ্চিরাদি গতি হয় বলা হইয়াছে, তাহা আপাতোক্তি; কিন্তু জ্ঞানিমাত্রেরই দেহবিয়োগকালে পুণ্য-পাপরূপ সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় আমাদের বিবক্ষিত নহে। পরন্তু যে সকল বিদ্বান্ পুরুষের দেহপাতের পরই অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমাদের ঐরূপ উক্তি বুঝিতে হইবে। বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের অধিকারপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম অসমাপ্ত ছিল। আর এজন্য অধিকারসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অধিকারপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়ায় তদ্‌ভোগের জন্য তাঁহাদের অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহা বিরুদ্ধ নহে। যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করে, তাহা মুক্ত পুরুষদিগেরও ভোগের দ্বারাই শেষ করিতে হয়। এক দেহে সেই ভোগের কোনও বিশেষ কারণে শেষ না হইলেও অন্য দেহাবলম্বনে তাহা ভোগদ্বারাই তাঁহাদিগকেও শেষ করিতে হয়। এজন্যই বশিষ্ঠাদিরও দুঃখাদিযোগ ও দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। তাহাতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের সহিত কোনও বিরোধ হয় না। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (৩।৩।৩২) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৫০।

অনন্তর শ্রুতি "তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।২৩) এই বাক্যদ্বারা উক্ত উপাসনাসমূহের সাধনসমূহ বলিয়াছেন। উক্ত শ্রুতির অর্থ—"সেইজন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন।" সেই শম, দম, উপরতি

তেষাম্। "শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ" (৩।৪।২৭) ইতি সূত্রাৎ। অথ চ বাজিছান্দোগ্যয়োরাম্নায়ে প্রাণবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতম্" (বৃঃ ৬।১।১৪) "ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নভোজনানুমতিঃ। সা সর্ব্বান্নানুমতিঃ প্রাণবিদ্যাবতাং সর্ব্বদা কর্ত্তব্যা, উত প্রাণাত্যয়াপত্তাবিতি সংশয়ে বিশেষাশ্রবণাৎ সর্ব্বদেতি প্রাপ্তে সমাধত্তে ভগবান্ সূত্রকারঃ "সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ" (৩।৪।২৮)। "চ"শব্দোঽবধারণার্থঃ। প্রাণাত্যয়ে এব সর্ব্বান্নানুমতিঃ সর্ব্বান্নভক্ষণানুজ্ঞা, ন সর্ব্বদা। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। ব্রহ্মবিদামপি প্রাণাত্যয়াপত্তৌ তথাত্বশ্রবণাৎ। কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ, উষস্তি কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রসরো মটচীহতেষু কুরুষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু কুরুষু ইভ্যগ্রামে বসন্ননশনেন প্রাণসংশয়াপন্নো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্তয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাঙ্ক্ষমাণ ইভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং ভিক্ষমাণস্তেন উচ্ছিষ্টেভ্যোঽন্যে ন বিদ্যন্তে ইতি প্রত্যুক্তঃ। পুনরপ্যেতেষাং মে দেহীত্যুক্ত্বা তেন চ ইভ্যোচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্মাষান্ প্রগৃহ্যানুপানপ্রতিগ্রহমিভ্যেনার্থিতমুচ্ছিষ্টং মে পীতং স্যাদিতি বদন্ চাক্রায়ণঃ কিমেতে কুল্মাষা অনুচ্ছিষ্টা ইতি ইভ্যেন পর্য্যনুযুক্তো ন বা আজীবিষ্যমিমাং ন খাদন্ কামো মে উদকপানমিতি কুল্মাষা-

---

ও তিতিক্ষাদি সাধনসমূহের অনুষ্ঠান উপাসনাসিদ্ধির জন্য মুমুক্ষুকে অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ ঐ সকল সাধন উপাসনাসিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন। আর যজ্ঞাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম বহিরঙ্গ সাধন। উপাসনাসিদ্ধিতে অন্তরঙ্গসাধন একান্ত আবশ্যক। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ" (৩।৪।২৭) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে আছে—প্রাণের অন্ন কি ইহা যিনি জানেন, তাঁহার নিকটে কোন খাদ্যই অভক্ষ্য নহে, কোন খাদ্যই তাঁহার অগ্রহণীয় হয় না" (৬।১।১৪)। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আছে—"প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে" (৫।২।১)। এই শ্রুতিদ্বয় হইতে প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্ন ভোজনের অনুমতি অবগত হওয়া যায়। ইহাতে সংশয় এই যে—প্রাণোপাসকগণের এই সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কি সর্ব্বদাই বিহিত? অথবা কেবল প্রাণসংশয়স্থলেই তাহা বিহিত? এইরূপ সংশয়ে কোনও বিশেষ শুনা যায় না বলিয়া প্রাণোপাসকগণের সর্ব্বদাই সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি আছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী বলিলে তাহার সমাধানে ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ" (৩।৪।২৮)। সূত্রস্থ "চ"শব্দ অবধারণার্থক। প্রাণসংশয়স্থলেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি বুঝিতে হইবে; সর্ব্বদা নহে। কারণ শ্রুতিতে তাহাই দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞগণেরও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি আছে, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়; প্রাণোপাসকগণের বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রথমাধ্যায়ের দশমখণ্ডে আছে—কুরুদেশীয় শস্যসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া কুরুদেশ দুর্ভিক্ষদূষিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ উষস্তি চাক্রায়ণঋষি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পত্নীর সহিত হস্তিপকদের গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি অনশনে প্রাণসংশয় প্রাপ্ত হইয়া এবং ব্রহ্মবিদ্যা নিষ্পত্তির জন্য প্রাণের অনবসাদ কামনা করিয়া কদর্য্য মাষভক্ষণে নিরত এক হস্তিপকের নিকট ভিক্ষা চাহেন। তখন সেই হস্তিপক তাঁহাকে বলিল—এই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ আমার ভুক্তাবশিষ্ট মাষরাশি ভিন্ন অপর মাষ আমার নিকটে নাই। তাহা শুনিয়া চাক্রায়ণঋষি পুনরায় তাহাকে বলিলেন—এই মাষগুলিই আমাকে দাও। তখন সেই হস্তিপক উচ্ছিষ্ট মাষগুলিই লইয়া তাঁহাকে দিল এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হস্তিপক বলিল—আপনি আমার এই পীতাবশেষ জল গ্রহণ করুন। তখন চাক্রায়ণঋষি বলিলেন—তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে।

খাদনে স্বস্য প্রাণসংশয়াপত্তিস্তাবন্মাত্রখাদনেন ধৃতপ্রাণস্য স্বস্য উচ্ছিষ্টোদকপানং কামচারং নিষিদ্ধং স্যাদিত্যুক্ত্বা স্বভুক্তশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতা দিনান্তরে চ পুনঃ প্রাণসঙ্কটে ভার্য্যয়া দত্তান্ ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বোচ্ছিষ্টাংশ্চ চখাদেতি ব্রহ্মবিদাং প্রাণসঙ্কটে এব সর্ব্বান্নানুমতিদর্শনাৎ, অত্রাবিশেষ-দর্শনেঽপি প্রাণাত্যয়ে এব প্রাণবিদোঽপি তথাত্বমিতি সিদ্ধম্। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা তদ্বাধাপত্তেঃ। "অবাধাচ্চ" (৩।৪।২৯) ইতি সূত্রাৎ। "জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি স্মৃতেঃ। কামচারপ্রতিষেধক-শ্রুতেশ্চ। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপ্মনা নোৎসৃজা" ইতি কঠান্নায়াৎ। "অপি চ স্মর্য্যতে" (৩।৪।৩০) "শব্দাশ্চাতোঽকামকারে" (৩।৪।৩১) ইতি সূত্রাৎ। ৫১।

অথ চানাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে কিং প্রাপ্তং নাস্তীতি। কুতঃ? তেষাং বিদ্যাসাধারণাশ্রমধর্ম্মাভাবাৎ। অত্রাহ—"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" (৩।৪।৩৬)। অন্তরা বর্ত্তমানানামনাশ্রমিণামপি অধিকারোঽস্ত্যেব ; কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ। রৈক্কভীষ্মসম্বর্ত্তাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্বদর্শনাৎ।

তখন হস্তিপক পর্য্যনুযোগ করিয়া বলিল - এই মৎপ্রদত্ত মাষগুলি উচ্ছিষ্ট নহে কি? তদুত্তরে চাক্রায়ণঋষি বলিলেন—এই মাষগুলি না খাইলে আমি বাঁচিতাম না। কিন্তু পানীয় জল আমি যথেচ্ছ পাইতে পারি। এইরূপে চাক্রায়ণঋষি মাষগুলির অভক্ষণে নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয় বলিলেন এবং কেবলমাত্র সেই মাষগুলি খাইলেই প্রাণধারণ করা যায় বলিয়া প্রাণধারণকারী নিজের যথেচ্ছ উচ্ছিষ্ট জলপান নিষিদ্ধ বলিলেন। অনন্তর তিনি নিজের ভুক্তাবশিষ্ট মাষ পত্নীকে দিলেন। তৎপূর্ব্বেই সুভিক্ষা লাভ হইয়াছিল বলিয়া পত্নীও সেই মাষগুলি গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। আবার পরের দিন চাক্রায়ণঋষির প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি সেই পত্নীপ্রদত্ত হস্তিপকোচ্ছিষ্ট ও নিজোচ্ছিষ্ট মাষগুলি খাইয়া প্রাণধারণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞগণের প্রাণসঙ্কটেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বিশেষ দর্শন না থাকিলেও প্রাণসঙ্কটেই প্রাণোপাসকগণেরও সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি বুঝিতে হইবে, সর্ব্বদা নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২)। অন্যথা অর্থাৎ সর্ব্বান্ন ভক্ষণ স্বীকার করিলে উক্ত শ্রুতির বাধা হইবার আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "অবাধাচ্চ" (৩।৪।২৯) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর স্মৃতিতে আছে—"প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি যেখান সেখান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হয় না ; যেমন জলসংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না।" এই স্মৃতিও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই সর্ব্বান্নভক্ষণের সমর্থন করিয়াছেন। আর যথেচ্ছ আচার-নিষেধক শ্রুতিও আছে। কঠসংহিতায় বলা হইয়াছে—"অতএব ব্রাহ্মণ পাপসংস্পৃষ্ট হইব না মনে করিয়া সুরাপান করিবেন না।" এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "অপি চ স্মর্য্যতে" (৩।৪।৩০) "শব্দাশ্চাতোঽকামকারে" (৩।৪।৩১) এই সূত্রদ্বয়দ্বারা বলিয়াছেন। ৫১।

অনন্তর সংশয় হইতে পারে যে—যাহারা অনাশ্রমী অর্থাৎ যাহারা সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই এবং যাহাদের পত্নীবিয়োগের পর সন্ন্যাসগ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই এবং যাহারা অত্যন্ত দারিদ্র্যাদিযুক্ত, তাদৃশ অনাশ্রমিগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—না, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ; কারণ ব্রহ্মবিদ্যাসাধারণ আশ্রমধর্ম্ম তাহাদের নাই। এতদুত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" (৩।৪।৩৬)। আশ্রমবহির্ভূতরূপে অন্তরালে অবস্থানকারী অনাশ্রমিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছেই। কারণ তাহা শাস্ত্রে দেখা যায়। রৈক্ক, ভীষ্ম, সম্বর্ত্ত প্রভৃতির

ন চ তেষামনুগ্রাহকধর্ম্মাভাব ইতি বাচ্যম্, যজ্ঞহোমাদ্যনৈকান্তিকধর্ম্মাভাবেঽপি জপোপবাসদানদেবারাধনাদীনামেকান্তিনামাশ্রমানিয়তানাং বিদ্যানুগ্রাহকধর্ম্মাণাং তেষ্বপি সত্ত্বাৎ। "জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো-নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইতি স্মৃতেশ্চ। শ্রূয়তে চানাশ্রমধর্ম্মৈস্তেষাং বিদ্যানুগ্রহঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" ইতি। "অপি চ স্মর্য্যতে" (৩।৪।৩৭) "বিশেষানুগ্রহশ্চ" (৩।৪।৩৮) ইতি সূত্রাৎ। তথাপ্যাশ্রমিত্বানাশ্রমিত্বয়োরাশ্রমিত্বস্যৈব বৈশিষ্ট্যমাহ—"অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ" (৩।৪।৩৯)। ইতরদাশ্রমিত্বমেব জ্যায়ো বরিষ্ঠং ভূয়োধর্ম্মকাল্পধর্ম্মকয়োর-তুল্যকার্য্যত্বাৎ লিঙ্গাৎ—"তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" (বৃঃ ৪।৪।৯) ইতি। দেবযানেন পথা গমনমাশ্রমিণামেব দর্শয়তি—"যে চেমেঽরণ্যে" ইত্যরণ্যবাসিনামেব গ্রহণাৎ "চত্বার আশ্রমা" ইতি নিয়মাৎ। "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইতি নিন্দাবচনাচ্চাশ্রমিত্বেনৈব ভাব্যম্। ৫২।

অপিচ বিনষ্টদারা অকৃতদারা বা বিধুরাদয়ঃ কেনচিদ্ধেতুনা আশ্রমপ্রতিপত্ত্যসম্ভবে তেষামপ্যপবর্গো জপাদিসাধারণধর্ম্মৈর্বিদ্যানুগ্রহাদবগম্যতে। তথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণো

ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। আর ইহাতে এইরূপ আপত্তিও করা যায় না যে—ব্রহ্মবিদ্যানুগ্রাহক ধর্ম্ম তাহাদের নাই; কারণ যজ্ঞ, হোমাদি অনৈকান্তিক ধর্ম্ম তাহাদের না থাকিলেও জপ, উপবাস, দান ও দেবারাধনাদি ঐকান্তিক আশ্রমানিয়ত ব্রহ্মবিদ্যানুগ্রাহক ধর্ম্ম তাহাদের আছে। আর স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিবেন। অপর কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যসদৃশ।" এতদ্দ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধনদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ স্মৃতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর তাদৃশ অনাশ্রমিগণের অনাশ্রমধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ শ্রুতি হইতেও অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে"। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "অপি চ স্মর্য্যতে" (৩।৪।৩৭) "বিশেষানুগ্রহশ্চ" (৩।৪।৩৮) এই সূত্রদ্বয়দ্বারা বলিয়াছেন।

যদিও অনাশ্রমিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, তাহা হইলেও আশ্রমিত্ব ও অনাশ্রমিত্ব এতদুভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বেরই বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মসূত্রকার "অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ" (৩।৪।৩৯) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। অনাশ্রমী হইয়া থাকা অপেক্ষা আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ; কারণ অধিক ধর্ম্মযুক্ত আশ্রমিত্ব এবং অল্পধর্ম্মযুক্ত অনাশ্রমিত্ব তুল্য কার্য্য নহে। যেহেতু তাহা শ্রুতিলিঙ্গ ও স্মৃতিলিঙ্গ হইতেই অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে আছে—"ব্রহ্মজ্ঞ, পুণ্যকারী ও তেজোযুক্ত পুরুষ এই পথে গমন করেন" (৪।৪।৯)। শ্রুতি আশ্রমিগণেরই দেবযানমার্গে গমন দেখাইয়াছেন। যেহেতু শ্রুতি "যে চেমেঽরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১) এইরূপ বলিয়া অরণ্যবাসিগণেরই গ্রহণ করিয়াছেন। "চারিটি আশ্রম" ইহাই নিয়ম আছে। আর স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না।" সুতরাং অনাশ্রমীর পক্ষে এইরূপ নিন্দাবাদ আছে বলিয়া আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। ৫২।

আরও কথা এই যে—বিপত্নীক বা অকৃতদার বিধুরাদি ব্যক্তিগণের কোনও কারণে আশ্রমাবলম্বন অসম্ভব হইলে তাহাদেরও জপাদি সাধারণ ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হওয়ার ফলে মোক্ষ হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিয়াছেন—"আশ্রম অবলম্বন করা হইলেও তাহা ধর্ম্মে কারণ নহে। অতএব নিজের যাহা অননুকূল, তাদৃশ পরের ধর্ম্ম কখনও আচরণ করিবে না।" ইতিহাসেও বলা হইয়াছে—"যিনি বিদ্যাবৃত্তিদ্বারা বিনীত হইয়াছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগৃহীত হইয়াছে এবং যিনি সরলতায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার আশ্রমাবলম্বনে প্রয়োজন কি।"

ভবেদ্ দ্বিজঃ। অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ" ইতি। ইতিহাসে চ—"বিদ্যাবৃত্তিবিনীতস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ। আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য আশ্রমৈঃ কিং প্রয়োজনম্" ইতি। অথ চ নৈষ্ঠিকবৈখানস-পরিব্রাজকানাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে অস্তীতি বিধুরাদিবদনা-শ্রমধর্ম্মৈস্তেষামপি বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাদিতি প্রাপ্তে আহ—"তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্-রূপাভাবেভ্যঃ" (৩।৪।৪০)। "তু"শব্দঃ পক্ষনিষেধার্থঃ। তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদিধর্ম্মনিষ্ঠস্য নাতদ্ভাবঃ, অনাশ্রমিত্বং ন সম্ভবতি। কুতঃ ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ। তদ্রূপাণাং নৈষ্ঠিকাদিরূপাণামভাবাস্তেভ্যঃ শাস্ত্রৈর্নিয়মাৎ। নৈষ্ঠিকাদিবৃহদ্ধর্ম্মনিষ্ঠান্ স্বাশ্রমধর্ম্মত্যাগান্ নিযচ্ছন্তি শাস্ত্রাণি—"ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্ত-মাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্" ইতি, "অরণ্যমীয়ান্ন ততঃ পুনরেয়াৎ" ইতি, "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইত্যাদিভিঃ। অতো বিধুরাদিবৎ তেষামনাশ্রমিত্বাসম্ভবান্ন ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ, জৈমিন্যাচার্য্যোঽপি তথৈব মন্যতে। কিঞ্চ "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ" ইত্যারোহণবিধিবদবরোহণবিধ্যদর্শনাদিত্যর্থঃ, শিষ্টাচারাভাবাচ্চ। ৫৩।

নন্বধিকারলক্ষণে "অবকীর্ণী পশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ৬।৮।২২) ইতি "ব্রহ্মচার্য্য-বকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভমালভেত" ইত্যাদিনা প্রচ্যুতব্রহ্মচর্য্যস্য প্রায়শ্চিত্তবিধানাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽধিকারী

অনন্তর সংশয় হইতে পারে যে—ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস ও পরিব্রাজকগণ নিজ নিজ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষিগণ যদি বলেন—হাঁ, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বিধুরাদির ন্যায় অনাশ্রমধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব হইতে পারে। এতদুত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্যঃ" (৩।৪।৪০)। সূত্রস্থ "তু"শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধার্থক। "তদ্ভূতস্য"—নৈষ্ঠিকাদি ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের "ন অতদ্ভাবঃ"—অনাশ্রমিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ "তদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মাৎ"—নৈষ্ঠিকাদিরূপের অভাব হইতে শাস্ত্র তাহাদিগকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্র নৈষ্ঠিকাদি বৃহদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষদিগকে নিজ নিজ আশ্রমত্যাগ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যাবজ্জীবন আচার্য্যগৃহে শরীরক্ষয়কারী গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীই তৃতীয় বিভাগ" (ছা: ২।২৩।১) "অরণ্যে গমন করিবে, তাহা হইতে ফিরিবে না" "অগ্নি ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী হইবে না।" অতএব বিধুরাদির ন্যায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস ও পরিব্রাজকগণের অনাশ্রমিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া আশ্রমভ্রষ্টে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না। জৈমিনি আচার্য্যও তাহাই মনে করেন। আরও কথা এই যে—জাবালোপনিষদে আছে—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে" (৪) ইত্যাদি। তাহাদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই আশ্রমচতুষ্টয়ে ক্রমিক আরোহণবিধিই আছে বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু তাহার ন্যায় অবরোহণবিধি শ্রুতিতে কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনাশ্রমিত্ব সম্ভবই নহে। আর তাহার ফলে তাঁহাদের আশ্রমভ্রষ্টে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। আর ইহা শিষ্টাচারেরও বিরুদ্ধ। ৫৩।

এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—"ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভমালভেত" এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গকারীর নৈর্ঋতযাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা অবগত হওয়া যায়। আর তাহাই পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের অধিকারলক্ষণে ষষ্ঠাধ্যায়ে "অবকীর্ণী পশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাৎ" (৬।৮।২২)' এই সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে।

স্যাদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়ামিত্যাশঙ্ক্যাহ—"ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ" (৩।৪।৪১) ইতি। আধিকারিকম্ অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকধর্ম্মপ্রচ্যুতানাং ন সম্ভবতি। কুতঃ? তেষাং পতনস্মরণাৎ প্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ। "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুদ্ধ্যেৎ স আত্মহা" ইতি স্মৃতেঃ। "অপি"শব্দঃ উপকুর্ব্বাণবিষয়কত্বদ্যোতনার্থকঃ। প্রায়শ্চিত্তস্য একে ত্বস্য মহাপাতকবিলক্ষণত্বাদুপপাতকত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তভাবং মন্যন্তে। যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকুর্ব্বাণস্য নৈষ্ঠিকানাঞ্চ সমানম্, তদুক্তং স্মৃতিকর্ত্তৃভিঃ—"উত্তরেষাঞ্চৈতদবিরোধি" ইতি। গুরুকুলবাসিনাং যদুক্তং তৎ স্বাশ্রমাবিরোধ্যুত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ। তথাত্রাপি ব্রহ্মচর্য্যচ্যবনে প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাদিত্যর্থঃ। "উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্" (৩।৪।৪২) ইতি সূত্রাৎ। উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে বা উভয়থাপি তেষাং বহির্ভূতত্বাৎ। "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকম্" ইতি স্মৃতেঃ। শিষ্টৈস্তেষাং সাহিত্যভোজনাদিব্যবহারো নাস্তীত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তে কৃতেঽপি তাদৃশশুদ্ধ্যনুরূপযোগ্যতাভাবাৎ অধিকারাসম্ভব ইতি ভাবঃ। "বহিস্তূভয়থাপি

সুতরাং ব্রহ্মচর্যভ্রষ্ট পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বলিয়া কৃতপ্রায়শ্চিত্ত তাদৃশ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হউক, এইরূপ শঙ্কা ত অসঙ্গত নহে। এতদুত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ" (৩।৪।৪১)। ইহার অর্থ—অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও নৈষ্ঠিকধর্ম্মচ্যুত ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিহিত নহে। তাহা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত। কারণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে তাহার পতনই স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়। এজন্য তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে। স্মৃতিতে আছে—"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি না।" সূত্রস্থ "অপি"শব্দ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিবিষয়ক।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন—গুরুপত্ন্যাদি ভিন্ন অন্যত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যস্খলন মহাপাতকবিলক্ষণ বলিয়া ও তাহা উপপাতক বলিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর মত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরও প্রায়শ্চিত্ত আছে; যেহেতু উভয়েই ব্রহ্মচারী, তদুভয়ের ব্রহ্মচারিত্বে কোনও বিশেষ নাই এবং উভয়েই অবকীর্ণী অর্থাৎ যোনিতে রেতোনিষেককারী; তদুভয়ের অবকীর্ণীত্বেও কোনও বিশেষ নাই। যেমন মদ্যাদি ভক্ষণনিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক উভয় ব্রহ্মচারীর পক্ষেই সমান। তাহাই স্মৃতিকার জৈমিনি "উত্তরেষাঞ্চৈতদবিরোধি" এই সূত্রে বলিয়াছেন অর্থাৎ গুরুকুলবাসী উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে উক্ত ধর্ম্ম অপর আশ্রমী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমের অবিরোধী হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবিষয়েও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্যস্খলনে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর মত প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হইয়া থাকে। আর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হয় বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় পুনরধিকার আছে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্" (৩।৪।৪২) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। এইরূপ যতি ও বানপ্রস্থগণের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাই কোন কোন আচার্য্য মনে করেন।

ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারক পাতক মহাপাতকই হউক বা উপপাতকই হউক, তাহারা শিষ্টগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন। কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধি লাভ করিতে পারে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি না।" শিষ্টগণের সহিত তাহাদের সাহিত্যভোজনাদি ব্যবহার নাই—ইহাই স্মৃত্যর্থ। তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের তাদৃশ শুদ্ধির অনুরূপযোগ্যতা নাই বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যায়

স্মৃতেরাচারাচ্চ" (৩।৪।৪৩) সূত্রাৎ। তস্য জপাদিনা পারমার্থিকফলভাক্ত্বেঽপি ব্যবহারযোগ্যতা নাস্তীতি সিদ্ধান্তঃ। ৫৪।

অথেদানীং বিদ্যোৎপত্তিপ্রকারমাহ—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদিনা ব্রহ্মদর্শনায় বিধীয়মানানি শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি শ্রূয়ন্তে। তানি চাসকৃদাবর্ত্তনীয়ানি নৈকাবৃত্তিমাত্রম্, নিদিধ্যাসনপদপ্রয়োগাৎ। তস্য নিরন্তরধ্যানে এব শক্তত্বাৎ। অয়মর্থঃ—"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদিনা ব্রহ্মা-পরোক্ষাসাধারণোপায়ত্বেন শ্রূয়মাণং ধ্যানং সকৃৎ কৃতং ব্রহ্মদর্শনায় ন ক্ষমং ভবতি, কিন্তু অসকৃদেবেতি। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (৪।১।১) ইতি সূত্রাৎ। "আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। অথ যস্য ধ্যানং নৈরন্তর্য্যেণ নির্ণীতম্, সোঽশেষদোষাসংস্পৃষ্টমাহাত্ম্যঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যসংখ্যেয়স্বাভাবিকসদ্গুণ-শক্তিবৈভবঃ সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মাখ্যঃ শ্রীভগবান্ "মমাত্মৈব, অহঞ্চ তদাত্মকঃ" ইতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধেনৈব ধ্যেয়ো ন প্রতীকালম্বনতয়া ইতি রাদ্ধান্তঃ। কুতঃ? "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ স মে আত্মা" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি মহদ্ভিরভ্যুপগমাৎ। "এষ তে আত্মান্তর্য্যামী" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিনা শিষ্যেভ্যস্তথৈবোপদেশাচ্চ। "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (৪।১।৩) ইতি সূত্রাৎ। "অহমাত্মা

তাহাদের অধিকার সম্ভব নহে—ইহাই ভাবার্থ। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "বহিস্তুভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ" (৩।৪।৪৩) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। তাহারা জপাদিদ্বারা পারমার্থিক ফলের ভাগী হইলেও শিষ্টগণের সহিত তাহাদের ব্যবহারযোগ্যতা নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত। ৫৪।

অনন্তর এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির প্রকার বলা হইতেছে। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত বিধীয়মান শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের কথা শুনা যায়। সেই সকল শ্রবণাদি সাধনের অসকৃৎ আবর্ত্তন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কেবল একবারমাত্র অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না। যেহেতু তথায় "নিদিধ্যাসন"পদের প্রয়োগ আছে। "নিদিধ্যাসন"পদ নিরন্তর ধ্যানেই শক্ত অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানই নিদিধ্যাসন পদের শক্যার্থ। ইহার অর্থ এই যে—"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুঃ ২।১।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ উপায়রূপে শ্রূয়মাণ ধ্যান একবার করা হইলে তাহা ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ করা হইলেই তাহা ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (৪।১।১) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর এইরূপ সিদ্ধান্তে "আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ" এই স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ।

অনন্তর বক্তব্য এই যে—"যাঁহার ধ্যান নিরন্তরভাবে করিতে হইবে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সেই সর্ব্বদোষাস্পৃষ্ট-মাহাত্ম্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অসংখ্যেয় স্বাভাবিক গুণশক্তিরূপ বৈভবযুক্ত সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মনামক শ্রীভগবান্ আমার আত্মাই এবং আমি তদাত্মক" এইরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই তিনি ধ্যেয় হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি প্রতীকালম্বনরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে ভিন্নরূপে ধ্যেয় হন না,—ইহাই সিদ্ধান্ত। কারণ কৌষিতকী উপনিষদে বলা হইয়াছে—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ স মে আত্মা" (৩।৯), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (৬।১১), সুতরাং ঐরূপ সিদ্ধান্তই পূর্ব্বতন মহাত্মগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"এষ তে আত্মান্তর্য্যামী" (৩।৭।৩), ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" (৬।১৭), সুতরাং ঐরূপ সিদ্ধান্তই পূর্ব্বতন মহাত্মগণ শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আর এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রকারের "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (৪।১।৩) এই সূত্র হইতে জানা যায়। আর স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"অহমাত্মা গুড়াকেশ"

গুড়াকেশ” “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদি, “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি” “অখিলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ” “বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। ৫৫।

প্রতীকোপাসনে তু “নাম ব্রহ্ম” ইত্যুপক্রম্য প্রাণপর্য্যন্তোপাসনেষু নামাদিপ্রতীকস্যোপাসনম্, ন তু পরব্রহ্মণস্তস্য তত্র তত্তদ্দৃষ্ট্যানুসন্ধানমাত্রত্বাৎ, উপাসনাতারতম্যাৎ, তৎপরিচ্ছিন্নফলতারতম্যশ্রবণাচ্চ। “নেদং যদিদমুপাসতে” ইত্যাদিনিষেধশ্রবণাচ্চ। প্রতীকস্য বিশ্বাত্মত্বাদ্যসম্ভবাচ্চ, তাদাত্ম্যবিধানশাস্ত্রবিরোধাচ্চ। তচ্চ ধ্যানমুপাসীন এবানুতিষ্ঠেৎ। ন তু শয়ানস্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বা শয়নাদীনাং লয়বিক্ষেপহেতুত্বাৎ, লয়াদৌ ধ্যানাসম্ভবাচ্চ। “আসীনঃ সম্ভবাৎ” ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা ধ্যানাসিদ্ধেঃ। ধ্যানং চ বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যত্বে সতি ধ্যেয়াকারৈকস্মৃতিসন্ততিরূপম্। তদেব পরিপাকাপন্নং ধ্রুবাস্মৃতিপরাভক্তিশব্দাভিধেয়ং “সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” “মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্। তথাচ স্থিতৌ গমনে চ বিক্ষেপাৎ শয়নে

(গীঃ ১০।২০), “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” (গীঃ ১৩।৩), “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি” “অখিলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ” “বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ” ইত্যাদি। ৫৫।

প্রতীক উপাসনায় আত্মানুসন্ধান কর্ত্তব্য নহে। কারণ সেই প্রতীক, উপাসনাকারীর আত্মা নহে। “নাম ব্রহ্ম” এইরূপে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতীক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে নামাদি প্রতীকের উপাসনা বলা হইয়াছে; কিন্তু পরব্রহ্মের উপাসনা বলা হয় নাই। যেহেতু প্রতীকোপাসনায় ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মের অনুসন্ধানমাত্রই বলা হইয়াছে। আর উক্ত সিদ্ধান্তে আরও হেতু এই যে—প্রতীকোপাসনা ও অহংগ্রহরূপ উপাসনার তারতম্য আছে। প্রতীকোপাসনার ফল পরিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মোপাসনার অর্থাৎ অহংগ্রহরূপ উপাসনার ফল অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং ফলেও তারতম্য আছে বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে—“নেদং যদিদমুপাসতে” ইত্যাদি। এই নিষেধশ্রবণ হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর মন, নাম প্রভৃতি প্রতীকের বিশ্বাত্মত্ব প্রভৃতি অসম্ভব বলিয়াও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়। আর তাদাত্ম্যবিধানপর শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার “ন প্রতীকে ন হি সঃ” (৪।১।৪) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

উক্ত ধ্যান বা উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু শয়ান, দণ্ডায়মান বা গমনরত থাকিয়া উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে না। কারণ শয়ন নিদ্রারূপ লয়ের এবং স্থিতি ও গমন শরীরধারণাদিজনিত চিত্তচাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপের হেতু। সুতরাং ঐ লয় ও বিক্ষেপ অবস্থায় উপাসনা অসম্ভব। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার “আসীনঃ সম্ভবাৎ” (৪।১।৭) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। “নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই শ্রুতি হইতে উপাসনার ধ্যানরূপত্ব অবগত হওয়া যায়। উপবিষ্ট না হইলে একাগ্রতা হয় না এবং একাগ্রতা ব্যতীত উক্ত ধ্যানের সিদ্ধি হইতে পারে না। যে স্মৃতিধারা বিজাতীয় জ্ঞানের আলম্বন না হইয়া একমাত্র ধ্যেয়াকারক অর্থাৎ ধ্যেয়বিষয়ক হয়, তাহাকেই ধ্যান কহে। আর তাদৃশ ধ্যানই পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুবাস্মৃতি ও পরাভক্তি শব্দের অভিধেয় হইয়া থাকে। যেহেতু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” (৭।২৬।২) এবং গীতা স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—“মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্” (১৮।৫৪)। সুতরাং স্থিতিতে ও গমনে বিক্ষেপহেতু এবং শয়নে লয়হেতু উপাসনা দুঃসাধ্য। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার “ধ্যানাচ্চ” (৪।১।৮) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর সেই ধ্যান নিশ্চলতাকে অপেক্ষা করে। নিশ্চলতার অভাবে ধ্যানের সিদ্ধি হইতে পারে না। যেহেতু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ” (৭।৬।১)

লয়াচ্চ দুঃসাধ্যমিতি ভাবঃ। "ধ্যানাচ্চ" ইতি সূত্রাৎ। তচ্চ ধ্যানং নৈশ্চল্যসাপেক্ষং তদভাবে তদসিদ্ধেঃ। "ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌঃ ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা" ইত্যত্রাচলত্বমপেক্ষ্য ধ্যায়ন্তিপ্রয়োগঃ। তথাভূতং নৈশ্চল্যমাসীনস্যৈব সম্ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ। "অচলত্বং চাপেক্ষ্য" ইতি সূত্রাৎ। "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।" ইতি স্মৃতেশ্চ। ৫৬।

অথ নাত্র কশ্চিদ্ দেশকালাদিনিয়মঃ, কিন্তু যস্মিন্ দেশে চ কালে চ চিত্তৈকাগ্র্যং স্যাৎ, তত্রৈব ধ্যানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" ইতি সূত্রাৎ। "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ" ইত্যাদিশ্রুতৌ বিশেষাদর্শনাৎ। তচ্চ মোক্ষাসাধারণধ্যানমামরণাৎ নৈরন্তর্য্যেণানুষ্ঠেয়ম্, ন তু অল্পকালানুষ্ঠেয়ম্, তথৈব শ্রবণাৎ "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" "অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ স যাবৎ-ক্রতুরস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি ক্রতুং হামুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতি" ইতি। অত্র "ক্রতু"শব্দো মানসব্যাপার-পরঃ। ক্রতুময়ো ধ্যানপ্রধান ইত্যর্থঃ। "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি সূত্রাৎ। ৫৭।

অথৈবম্ভূতেন ধ্যানপরিপাকেন ধ্রুবাস্মৃত্যাখ্যজ্ঞানাধিগমে সিদ্ধে সতি তদুত্তরভাবিনোঃ ক্রিয়মাণয়োঃ

ইত্যাদি। এই স্থলে অচলত্বকে অপেক্ষা করিয়াই "ধ্যায়ন্তি"পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব তাদৃশ নৈশ্চল্য উপবিষ্ট উপাসকেরই সম্ভব; অন্যের নহে। এই কথা ব্রহ্মসূত্রকার "অচলত্বং চাপেক্ষ্য" (৪।১।৯) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর স্মৃতিতেও যে উপবিষ্ট উপাসকেরই ধ্যান বলা হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মসূত্রকার "স্মরন্তি চ" (৪।১।১০) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"শুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রদ্বারা রচিত নাতি উচ্চ ও নাতি নিম্ন স্বীয় স্থির আসন স্থাপন করিবে। যোগী সেই আসনে বসিয়া বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সংযমপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য একাগ্রমনে যোগাভ্যাস করিবেন।" (৬।১১-১২)। ৫৬।

আর এই উপাসনায় বা ধ্যানে কোনও বিশেষ দেশবিষয়ক এবং বিশেষ কালবিষয়ক কোনও নিয়ম নাই। কিন্তু যে দেশে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হইবে, সেই দেশে ও সেই কালেই ধ্যান করিবে। এই কথাই বলিতে গিয়া ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" (৪।১।১১)। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ" (শ্বেঃ ২।১০)। এই শ্রুতিবাক্যে চিত্তৈকাগ্রতানুরূপ দেশের কথাই বলা হইয়াছে। কোনও বিশেষ দেশ বা কালের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং উপাসনার কোনও বিশেষ দেশ বা কালের উল্লেখ শ্রুতিতে দেখা যায় না বলিয়া দেশ-কালবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত।

আর সেই মোক্ষের অসাধারণ উপায়ভূত ধ্যানের বা উপাসনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আজীবন নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অল্পকাল অনুষ্ঠেয় নহে। যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন; ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" অর্থাৎ "তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" (৮।১৫।১)। এইরূপ অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ স যাবৎ ক্রতুরস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি" ইত্যাদি। শ্রুত্যর্থ পূর্ব্বে বহু স্থলে দেখান হইয়াছে। এই স্থলে "ক্রতু"শব্দ মানস-ব্যাপারপর। অতএব "ক্রতুময়" কথার অর্থ—ধ্যানপ্রধান। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (৪।১।১২) এই সূত্রে বলিয়াছেন। ৫৭।

উপাসনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বর্ণনা করিয়া এক্ষণে বিদ্যার ফল বিশেষরূপে

পুণ্যপাপয়োরশ্লেষঃ তৎপ্রাগ্ভূতয়োঃ সঞ্চিতয়োশ্চ তয়োর্নাশশ্চ স্যাৎ। "পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" "তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্‌ব্যপদেশাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ন চাত্র পাপস্যৈবাশ্লেষবিনাশশ্রবণাৎ পুণ্যং তু বিদুষা ভোক্তব্যমেব, তস্য শাস্ত্রীয়ত্বাদিতি বাচ্যম্, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা পুণ্যস্যাপি সংসরণহেতুত্বাবিশেষেণ পাপ এবান্তঃপাতিত্বাৎ। "উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু" ইতি সূত্রাৎ। "উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি" ইতি শ্রুতেঃ। শরীরপাতে তু মোক্ষ ইত্যর্থঃ। ৫৮।

তে চ পুণ্যপাপরূপে কর্ম্মণী অনারব্ধকার্য্যে এব নশ্যতঃ শরীরপাতবিলম্বশ্রুতেঃ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি। "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ" ইতি সূত্রাৎ। নন্থ প্রারব্ধে কর্ম্মণি বিদ্যমানে কথং মোক্ষঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে" ইতি। প্রারব্ধকর্ম্ম তু ভোগৈকনাশ্যং তদ্‌ভোগসমাপ্তৌ মোক্ষ ইত্যর্থঃ। প্রারব্ধং কর্ম্ম যদি হ্যেকশরীরভোগ্যং তর্হি

বর্ণনা করিতেছেন—এইরূপ ধ্যানপরিপাকদ্বারা ধ্রুবাস্মৃতি নামক জ্ঞান অধিগত হইলে পরে সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকর্ত্তৃক তৎপরে যাহা করা হইবে—এইরূপ ভাবী পুণ্য ও পাপে তাঁহার সংস্পর্শ হয় না অর্থাৎ তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় না এবং তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ও পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এতাদৃশ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না" (ছাঃ ৪।১৪।৩)। আবার অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন—"মুঞ্জার শীষের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ ইঁহার নিখিল পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়"। (ছাঃ ৫।২৪।৩)। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (৪।১।১৩) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—উক্ত সূত্র হইতে কেবল পাপেরই অশ্লেষ অর্থাৎ অসংসর্গ ও বিনাশ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু পুণ্যের অশ্লেষ ও বিনাশ অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরও পুণ্য ভোক্তব্যই হইবে; যেহেতু তাহা শাস্ত্রীয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ মোক্ষশাস্ত্রদৃষ্টিতে পুণ্যও সংসরণের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের হেতু বলিয়া মুক্তিবিরোধী হিসাবে তাহাও পাপেরই অন্তর্গত। সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পাপের ন্যায় পূর্ব্বকৃত পুণ্যেরও বিনাশ হয় এবং পরে কৃত পুণ্যের সহিত তাঁহার অলিপ্ততা ঘটে। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে"। ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন—"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু" (৪।১।১৪)। যেহেতু "উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি" (৪।৪।২২) ইহাই বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে। জ্ঞানী পুরুষের শরীরপাত হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৫৮।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পাপ-পুণ্যসম্বন্ধে নহে, তাহা অনারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই, তাদৃশ ইহজন্মার্জ্জিত ও অপরাপর জন্মসঞ্চিত ফলদানে অনুন্মুখ কর্ম্মসম্বন্ধেই ঐরূপ উক্তি বুঝিতে হইবে। কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন—"তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর তাবৎকাল বিলম্ব, যাবৎকাল দেহ থাকে; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন" (৬।১৪)। এই সকল বাক্যে শরীরপতনের অপেক্ষা থাকা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম-

তচ্ছরীরাবসানে মোক্ষঃ, অনেকশরীরভোগ্যঞ্চেদনেকশরীরাবসানে ইতি রাদ্ধান্তঃ। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইতি স্মৃতিঃ প্রারব্ধকর্ম্মবিষয়ৈবেতি সিদ্ধম্। অয়ম্ভাবঃ—বিদুষো বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ সঞ্চিতক্রিয়মাণয়োরশ্লেষবিনাশৌ। প্রারব্ধস্য তু কর্ম্মণো ভোগেন বিনাশঃ। তত্র প্রারব্ধস্যৈতচ্ছরীরেণ ইতরশরীরৈর্ব্বা ভুক্ত্বা বিনাশাৎ মোক্ষ ইতি সংক্ষেপঃ। ৫৯।

কৃষ্ণপ্রসাদাদ্ধরিদর্শনেন, মুক্তির্নৃণাং বেদশিরোঽভিগীতা।
শ্রীসূত্রকারেণ তদর্থকানি, প্রোক্তানি সর্ব্বাণি হি সাধনানি ॥ ১ ॥
মোক্ষোপায়াভিযুক্তানাং ভজতাং তৎপদাম্বুজম্।
তনোতি পরমং শ্রেয়ো যস্তং কৃষ্ণমহং ভজে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতার-শ্রীসনন্দনাদিপ্রবর্ত্তিত-শ্রী১০৮ ভগবন্নিম্বার্কমহামুনীন্দ্রোপবৃংহিত-
বৈদিকসৎসম্প্রদায়ানুগত-স্বাভাবিকভেদাভেদসিদ্ধান্তসমর্থনদক্ষ-নিখিলশাস্ত্র-
পারাবারীণশ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে অধ্যাস-(পরপক্ষ)-
গিরিবজ্রাখ্যে শারীরকহার্দ্দসঞ্চয়ে সাধনাখ্যো নাম
তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

———o———

জ্ঞানীর অনারব্ধ পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মেরই বিনাশ হয়; কিন্তু আরব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হয় না। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ" (৪.১।১৬) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞানীর মোক্ষ কি প্রকারে হয়? এতদুত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে" (৪।১।১৯)। ব্রহ্মজ্ঞানী প্রারব্ধ পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরও প্রারব্ধ কর্ম্ম একমাত্র ভোগনাশ্য। ভোগের সমাপ্তি হইলে তাঁহার মোক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞের প্রারব্ধ কর্ম্ম যদি একশরীরভোগ্য হয়, তবে সেই শরীরের অবসানেই তাঁহার মোক্ষ হইবে। আর তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম যদি অনেকশরীরভোগ্য হয়, তবে সেই অনেক শরীরের অবসানেই তাঁহার মোক্ষ হইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" এই স্মৃতিবাক্য কর্ম্মের ভোগৈকনাশ্যত্ব বলিয়াছেন, তাহাও প্রারব্ধ কর্ম্মবিষয়ক বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ইহা উক্ত সূত্রদ্বারা সিদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানমাহাত্ম্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মের বিনাশ ও অলিপ্ততা হইয়া থাকে; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগদ্বারাই বিনাশ হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানী পুরুষ এক শরীর বা বহু শরীরদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া শরীরপাতের পরে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন—ইহাই সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ। ৫৯।

উপনিষৎসমূহ পুনঃ পুনঃ ইহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে হরিসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে মনুষ্যগণের মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব তদর্থক অর্থাৎ মুক্তিপ্রয়োজনক সমস্ত সাধন তৃতীয়াধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যিনি মোক্ষোপায়ে অভিনিরত ও স্বীয় চরণকমল ভজনাকারী ভক্তগণের পরমকল্যাণ অর্থাৎ মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ২।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথতর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্রের
বঙ্গানুবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

———o———

চতুর্থঃ ফলাধ্যায়ঃ

সংগৃহীতানি মোক্ষস্য সাধনানি তৃতীয়কে। চরমেঽস্মিন্ ফলং প্রাহ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। বেদান্তশাস্ত্রস্য ফলং নিঃশ্রেয়োমোক্ষরূপং ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণমস্মিংশ্চতুর্থাধ্যায়ে নিরূপ্যতে সূত্রকৃদ্ভিঃ। তত্রৈকবিংশতিপ্রকারদুঃখধ্বংসো মোক্ষ ইতি গৌতমীয়ানামভ্যুপগমঃ। তথাহি—"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" ইতি নৈয়ায়িকাঃ। অত্র তচ্ছব্দেন সূত্রোপাত্তানামেকবিংশতিপ্রকারকদুঃখানাং পরামর্শঃ। তানি চ শরীরং

তৃতীয় অধ্যায়ে মোক্ষের সাধনসমূহ নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম প্রকরণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ উপায় নৈশ্চল্যসাপেক্ষ ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত সাধনের ফল নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ভগবদ্ভাবাপত্তির কথা ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন। এজন্য এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ বেদান্তশাস্ত্রের ফল ভগবদ্ভাবাপত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ চতুর্থাধ্যায়ে নিরূপণ করিয়াছেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ মোক্ষ স্বীকার করিলেও মোক্ষের স্বরূপসম্বন্ধে দার্শনিকগণের বহু মতভেদ আছে। সিদ্ধান্ত পক্ষের উপাদেয়তা প্রদর্শনের জন্য ও অপর দার্শনিকগণের সম্মত মোক্ষের প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য মূলকার কেশবীয় ভাষ্যের অভিপ্রায় এস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—"একবিংশতি প্রকার দুঃখের ধ্বংসই মোক্ষ" ইহাই গৌতমসূত্রের নিবন্ধকার উদ্দ্যোতকরাচার্য্য বলিয়াছেন। "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১ম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক) এই সূত্রের দ্বারা গোতম মোক্ষস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলকার এই সূত্রের অর্থ এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন যে—সূত্রগত "তৎ"শব্দদ্বারা সূত্রে নির্দ্দিষ্ট একবিংশতি প্রকার দুঃখের পরামর্শ করা হইয়াছে।*

একবিংশতি প্রকার দুঃখ—শরীর (১), চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন—এই ছয় ইন্দ্রিয় (৬) এই ছয় ইন্দ্রিয়ের রূপরসাদি ছয়টি বিষয় (৬) এবং এই ছয়টি বিষয়বিষয়ক ছয়টি জ্ঞান (৬), আর সুখ ও দুঃখ (২)। শরীরাদি সাক্ষাৎ দুঃখরূপ না হইলেও শরীর দুঃখায়তন, ইন্দ্রিয়াদি দুঃখের সাধন হইয়া থাকে, এজন্যই ইহাদিগকে দুঃখ বলা হইয়াছে। দুঃখানুসক্ত বলিয়া সুখকেও দুঃখ বলা হইয়াছে। ইহার বিবৃতি ন্যায়বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে অতিবিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একুশ প্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। ইহাই গৌতমসূত্রের অর্থ। একবিংশতি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ ধ্বংসই মোক্ষ—ইহাই সূত্রের সরলার্থ। দুঃখধ্বংসমাত্রকে মোক্ষ না বলিয়া আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসকে মোক্ষ বলা হইয়াছে। এই দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব কি, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন—"দুঃখধ্বংসবদন্যত্বম্ আত্যন্তিকত্বম্।" দুঃখধ্বংসমাত্রই দুঃখধ্বংসবদন্য। দুঃখধ্বংস দুঃখধ্বংসবান্ নহে। সুতরাং বদ্ধজীবের যে দুঃখধ্বংস, তাহাও দুঃখধ্বংসবদন্য বলিয়া আত্যন্তিক দুঃখধ্বংস হওয়া উচিত? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে—স্বরূপসম্বন্ধে দুঃখধ্বংস দুঃখধ্বংসবান্ না হইলেও প্রদর্শিত সম্বন্ধে বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংস দুঃখধ্বংসবান্ই বটে। প্রদর্শিত সম্বন্ধটি "স্বসমানাধিকরণ-স্বপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব"। এই প্রদর্শিত সম্বন্ধে বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংস দুঃখধ্বংসবান্। কারণ বদ্ধজীবের দুঃখ-ধ্বংসে দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবের অধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব আছে। এজন্য স্বসমানাধিকরণস্বপ্রাগভাবাধি-করণক্ষণবৃত্তিত্বসম্বন্ধে দুঃখধ্বংসই দুঃখধ্বংসে আছে। বদ্ধজীবের সমস্ত দুঃখধ্বংসই দুঃখধ্বংসসমানাধিকরণদুঃখপ্রাগভাবা-

---

* একবিংশতি প্রকার দুঃখ সূত্রনির্দ্দিষ্ট নহে; কিন্তু সূত্রনিবন্ধকার উদ্দোতকরাচার্য্যই ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধগ্রন্থকে "ন্যায়বার্ত্তিক" বলা হয়। বার্ত্তিক শাস্ত্রান্তর্গত বলিয়া বার্ত্তিকগৃহীত বিষয়কেও সূত্রকারগৃহীত বলা হইয়াছে।

ষড়িন্দ্রিয়বর্গঃ ষড্ বিষয়াঃ ষড্ বুদ্ধয়ঃ সুখং দুঃখঞ্চেতি। আত্যন্তিকত্বঞ্চ স্বসমানাধিকরণস্বপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বসম্বন্ধেন দুঃখধ্বংসবদন্যত্বমিতি। ১।

তত্র শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধীনাং দুঃখসাধনত্বাদ্ দুঃখত্বম্, দুঃখস্য স্বরূপতঃ, পূর্ব্বাপরদুঃখসম্বলিতত্বাৎ সুখস্যাপি দুঃখত্বমিতি। "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (১।১।২) ইতি সূত্রাৎ। অস্যার্থঃ—মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে গুণরূপস্য দোষস্যাপায়ঃ, ততঃ প্রবৃত্ত্যপায়ঃ, ততো জন্মাপায়ঃ,

---

ধিকরণক্ষণবৃত্তি হইয়া থাকে। "স্বসমানাধিকরণস্বপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব" কথার অর্থ—দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ যে দুঃখের প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংসে আছে। মুক্ত জীবের দুঃখধ্বংসে নাই। বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংস দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ বদ্ধজীবের যখন একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময়ে তাহার অন্যদুঃখের প্রাগভাব থাকে। বদ্ধজীবের এমন সময় কখনই হইতে পারে না যে, যে সময়ে তাহার একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময়ে তাহার অন্য দুঃখের প্রাগভাব থাকিবে না। বদ্ধজীবের দুঃখধারা অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছে। একটি দুঃখের ধ্বংসকালে তাহার অন্য দুঃখের প্রাগভাবও রহিয়াছে। দুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই চরম দুঃখধ্বংস। মুক্ত জীবের দুঃখধ্বংসই তদ্রূপ হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংস তদ্রূপ হইতে পারে না। প্রদর্শিতরূপ সম্বন্ধ না বলিয়া যদি কেবলমাত্র এইরূপ বলা হইত যে—যে দুঃখধ্বংস দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে দুঃখধ্বংসবান্ তদ্ভিন্নত্বই আত্যন্তিকত্ব, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের দুঃখধ্বংসও অন্য বদ্ধপুরুষের দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি বলিয়া তাঁহাও দুঃখধ্বংসবৎই হইত, কিন্তু দুঃখধ্বংসবদন্য হইত না অর্থাৎ মুক্তপুরুষের দুঃখধ্বংসে অব্যাপ্তি হইত। এজন্য মূলকার কেবল দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বকে সম্বন্ধ না বলিয়া স্বসমানাধিকরণদুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বকে সম্বন্ধ বলিয়াছেন অর্থাৎ দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ যে দুঃখপ্রাগভাব, তাহার অধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বকেই সম্বন্ধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংসই এতাদৃশ সম্বন্ধে দুঃখধ্বংসবৎ হইবে। মুক্তপুরুষের দুঃখধ্বংস এতাদৃশ সম্বন্ধে দুঃখধ্বংসবৎ হইবে না। সুতরাং তাহা দুঃখধ্বংসবদন্যই হইবে। আর এতাদৃশ দুঃখধ্বংসবদন্যত্বই দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব। মুক্ত পুরুষের দুঃখধ্বংস দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ অন্য বদ্ধজীবের দুঃখের প্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইলেও তাহা মুক্তপুরুষের দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবের অধিকরণক্ষণবৃত্তি নহে। মুক্ত পুরুষের দুঃখধ্বংসের অধিকরণ আত্মাতে দুঃখপ্রাগভাব নাই। এজন্য মুক্তপুরুষের দুঃখধ্বংসসমানাধিকরণদুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বরূপ সম্বন্ধই অপ্রসিদ্ধ। বদ্ধজীবের দুঃখধ্বংসই দুঃখধ্বংসসমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, দুঃখধ্বংসবদন্যত্বই দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব। ১।

এই একবিংশতি দুঃখের মধ্যে ছয়টি ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয় ও ছয়টি জ্ঞান এবং শরীর এই ঊনবিংশতিটি দুঃখসাধন বলিয়া দুঃখ; কিন্তু ইহারা স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। আর দুঃখের স্বরূপতঃই দুঃখত্ব আছে। আর পূর্ব্বাপর দুঃখসম্বলিত বলিয়া সুখেরও দুঃখত্ব বলা হইয়াছে। এই একবিংশতি দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ, ইহা গোতম "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-মিথ্যাজ্ঞানানাম্" (১।১।২) ইত্যাদি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে- তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য রাগদ্বেষমোহরূপ দোষেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইঁহাদের মতে রাগদ্বেষাদি আত্মার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর দোষের নিবৃত্তি হইলে দোষসাধ্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে প্রবৃত্তিশব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। আর ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং জন্মের উচ্ছেদ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ উচ্ছেদকেই মোক্ষ বলা হয়।

ততো দুঃখাপায়ঃ ইতি চেন্ন, তস্য পুরুষার্থত্বাভাবাৎ, পুরুষব্যাপারাসাধ্যত্বাৎ অতীতস্য স্ববিরোধিগুণান্তরনাশ্যত্বাৎ, আগামিনঃ স্বোপাদাননাশাশক্যত্বাৎ, বর্ত্তমানস্যাপি স্বোৎপন্নগুণনাশ্যত্বাৎ। ২।

কিঞ্চ নিত্যসুখাভিব্যক্তিমুর্ক্তির্ন দুঃখপ্রহাণিমাত্রম্। নৈতাবন্মাত্রমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, প্রবৃত্তিসামান্যং প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বাৎ। ননু অনিষ্টাভাবসাধনতাজ্ঞানমপি প্রবর্ত্তকমিতি চেন্ন, অনিষ্টাভাবস্যাপি ইষ্টসিদ্ধাবেব নিয়োগাৎ। কণ্টকবিদ্ধপাদস্য কণ্টকাপনয়নে প্রবৃত্তির্ন কেবলং কণ্টকাভাবোদ্দেশেন, কিন্তু

গৌতমসূত্রানুসারে তাঁহাদের সম্মত মোক্ষের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার খণ্ডন বলা হইতেছে—"ন তস্য পুরুষার্থত্বাভাবাৎ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রদর্শিত মোক্ষের পুরুষার্থত্ব নাই। পুরুষার্থ পুরুষব্যাপারসাধ্য হইয়া থাকে। যাহা পুরুষব্যাপারসাধ্য নহে, তাহা পুরুষার্থই নহে। যাঁহারা একবিংশতি প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিকে মোক্ষরূপ পুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে—মুমুক্ষু যে দুঃখনিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, এই তত্ত্বজ্ঞান অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত এই ত্রিবিধ দুঃখের কোন্ দুঃখের নিবর্ত্তক হইবে? অতীত দুঃখের নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ অতীত দুঃখ স্বতঃই অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানেরই ধ্বংস হইতে পারে। অতীত স্বতঃই ধ্বস্ত বলিয়া অতীতের ধ্বংসের জন্য পুরুষের ইদানীন্তন প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইরূপ বর্ত্তমান দুঃখের নিবৃত্তির জন্যও মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন অপেক্ষিত নহে। বিভু দ্রব্যের যোগ্য বিশেষগুণ স্বোত্তরবর্ত্তী বিশেষগুণদ্বারা নাশ্য হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। আত্মা বিভু দ্রব্য; দুঃখ তাহার যোগ্য বিশেষগুণ। দুঃখোৎপত্তির পরে যে কোনও বিশেষগুণ আত্মাতে উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারাই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষিত নহে। সুতরাং বর্ত্তমান দুঃখনিবৃত্তিকে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলা যায় না। এইরূপ অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই সম্ভাবিত নহে। বিদ্যমানেরই ধ্বংস হইতে পারে; অনাগতের ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত এই ত্রিবিধ দুঃখের কোনটিই তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া তাহা পুরুষব্যাপারসাধ্য নহে; এজন্য তাহা পুরুষার্থও নহে। ২।

আরও কথা এই যে—দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মোক্ষ নহে; কিন্তু নিত্যসুখাভিব্যক্তি অর্থাৎ নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মোক্ষ। মুক্তিদশাতে দুঃখমাত্রের নিবৃত্তি ও নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এজন্য কেবল দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ নহে। কেবলমাত্র দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তিই সম্ভাবিত নহে। প্রবৃত্তিমাত্রই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। সুখ ইষ্ট ও দুঃখ অনিষ্ট। দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্যই প্রবৃত্তি—এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্যই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—যাহা অনিষ্টনিবৃত্তির সাধন, তাহাতেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অনিষ্টনিবৃত্তির সাধনতাজ্ঞানও প্রবৃত্তির জনক। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান যেমন প্রবৃত্তির জনক, সেইরূপ অনিষ্টনিবৃত্তির সাধনতাজ্ঞানও প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অনিষ্টনিবৃত্তি ইষ্টসিদ্ধির অঙ্গ। অনিষ্টানিবৃত্তি স্বতন্ত্র পুরুষার্থই নহে; ইষ্টসিদ্ধিই মুখ্য পুরুষার্থ; তাহা অনিষ্টনিবৃত্তি ব্যতীত হইতে পারে না বলিয়া অনিষ্টনিবৃত্তির সাধনেও পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন কণ্টকবিদ্ধচরণ পুরুষের কণ্টকাপনয়নে যে প্রবৃত্তি, তাহা কেবল কণ্টকাভাবের উদ্দেশেই নহে; কিন্তু তাহা যথেষ্ট বিচরণরূপ ইষ্টসিদ্ধির জন্য। সুতরাং অনিষ্টনিবৃত্তিতে যে প্রবৃত্তি তাহাও ইষ্টপ্রাপ্তির জন্যই বুঝিতে হইবে। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তির জন্য মুমুক্ষুর প্রবৃত্তিও নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের জন্যই বুঝিতে হইবে।

যথেষ্টপ্রচাররূপেষ্টসিদ্ধ্যর্থেতি প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ মুক্তৌ নিত্যসুখানুভবোঽপি অকামেন ত্বয়া অভ্যুপগন্তব্য ইতি দিক্। ৩।

অথ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং মোক্ষঃ। আনন্দাদিশব্দাশ্চ দুঃখাভাবমাত্রাবলম্বিনঃ, যদি চ সুখরাগেণ বর্ত্তেরন্ ততো বন্ধঃ এব স্যাৎ, রাগস্য বন্ধহেতুত্বাৎ। শরীরেন্দ্রিয়মনসাং নিবৃত্তৌ বিজ্ঞানোৎপত্তিহেত্বভাবাৎ। "মুক্তো নিঃসংজ্ঞঃ পাষাণকল্পোঽবতিষ্ঠতে" ইতি বৈশেষিকা আহুঃ, তৎ তুচ্ছম্, অসম্ভবাৎ। তথাহি—যদুক্তং রাগো বন্ধহেতুরিতি, তদযুক্তম্, শাস্ত্রাদয়ং বিভাগো গম্যতে, যথা স্বদারগমনং ধর্ম্মায় পরদারগমনঞ্চ অধর্ম্মায়, তথাবিধবিষয়কো রাগো বন্ধহেতুঃ, নিরতিশয়ানন্দপরব্রহ্মসর্ব্বাত্মবিষয়কশ্চ রাগো মোক্ষহেতুঃ। নাপি আনন্দাদিশব্দো দুঃখাভাববচনঃ, শতগুণোত্তরক্রমেণোৎকর্ষাপকর্ষৌ প্রতিপাদ্য নিরতিশয়স্য ব্রহ্মানন্দ-

---

আর তাহাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ব্বপক্ষিগণকে মোক্ষদশাতে দুঃখনিবৃত্তির মত নিত্যসুখসাক্ষাৎকারও হয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ৩।

বৈশেষিকগণ বলেন যে - দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মোক্ষ। মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হয় না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আনন্দাদি শব্দ আছে, তাহার অর্থ দুঃখাভাবমাত্র। "আনন্দ" "ক" "ভূমন্" প্রভৃতি সুখবাচী শব্দ শ্রুতিতে প্রযুক্ত হইলেও ঐ সকল শব্দের দুঃখাভাবমাত্রই অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু সুখরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কারণ মুমুক্ষু যদি সুখরাগে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই রাগী পুরুষের বন্ধই থাকিবে, মোক্ষ হইবে না। রাগ বন্ধেরই হেতু। আরও কথা এই যে—মুক্ত পুরুষের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া মুক্তি-দশাতে নিত্যসুখবিষয়ক বিজ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারিবে না। শরীরাদিই বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু। এই সকল কথা (১।১।২২) গৌতমসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। মুক্তিদশাতে শরীরাদি থাকে না বলিয়া কোনও জ্ঞানই সম্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞানবর্জ্জিত অর্থাৎ নিঃসঙ্গ প্রস্তরখণ্ডের মত অবস্থান করে। ইহাই বৈশেষিকগণ বলেন।

বৈশেষিকগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষী বৈশেষিকগণ যে বলিয়াছেন—রাগ বন্ধের হেতু বলিয়া নিত্য সুখরাগে প্রবৃত্ত মুমুক্ষুর মোক্ষ হইতে পারিবে না, তাহা অসঙ্গত। শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় যে—কীদৃশ রাগ বন্ধহেতু ও কীদৃশ রাগ মোক্ষহেতু। রাগমাত্রই বন্ধের হেতু নহে। যেমন শাস্ত্র হইতে জানা যায়—স্বদারাগমন ধর্ম্মের সাধন এবং পরদারাগমন অধর্ম্মের সাধন। দারাগমনমাত্রই অধর্ম্মের সাধন নহে। তাহা হইলে স্বদারাগমনেও অধর্ম্ম হইত। এইরূপ অনাত্মবস্তুবিষয়ক রাগ বন্ধের হেতু এবং নিরতিশয়ানন্দাত্মক সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক রাগ মোক্ষের হেতু।

আর যে পূর্ব্বপক্ষিগণ শ্রুতিবাক্যস্থ আনন্দাদি শব্দের দুঃখাভাবই অর্থ, ইহা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। অর্থাৎ শ্রুতিগত আনন্দাদি শব্দের দুঃখাভাব অর্থ হইতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে আনন্দের ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। "তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বানামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" এইরূপে শতগুণ উৎকর্ষক্রমে "যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণঃ আনন্দঃ" বলিয়া ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এবং এই শ্রুতিতেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইহা বলা হইয়াছে। এই প্রদর্শিত শ্রুতিগত "আনন্দ" পদগুলি দুঃখাভাবমাত্রের প্রতিপাদক হইতে পারে না। অভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভাবিত নহে। অভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ স্বীকার করিলে অভাবের ভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। ভাববস্তুরই উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভব হয়।

স্যোপদেশাৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" ইতি মন্ত্রাৎ। ন হি নিরুপাখ্যস্যাভাবস্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ সম্ভবতঃ, লোকেঽপি দুঃখতারতম্যং সুখতারতম্যঞ্চ পরস্পরবিলক্ষণং প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। কিঞ্চ যদি পাষাণকল্প এব মোক্ষস্তে অভীষ্টস্তর্হি পাষাণাদীনামেব মুক্তত্বমভ্যুপগন্তব্যং দেবানাং প্রিয়ৈস্তর্কনিপুণৈঃ কিং কল্পশব্দপ্রয়োগপ্রয়াসেনেতি সংক্ষেপঃ। ৪।

সাংখ্যাস্তু চৈতন্যস্বভাব আত্মা, তস্য দ্রষ্টুঃ স্বরূপচৈতন্যমাত্রে অবস্থানমসম্প্রজ্ঞাতযোগনিষ্পত্তৌ মোক্ষ ইতি মন্যন্তে। তচ্চিন্ত্যম্, ব্রহ্মানন্দাভাবেন নিরতিশয়ানন্দাপত্ত্যভাবাৎ। পাতঞ্জলাস্তু অসতো ব্রহ্মভাবস্য যোগানুষ্ঠানাজ্জন্ম মোক্ষ ইত্যাহুঃ। তদপি চিন্ত্যম্, অসতো জন্মযোগাৎ শশশৃঙ্গাদাবতিব্যাপ্তেশ্চ, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতিবিরোধাচ্চ। পঞ্চক্লেশাদিধ্বংসশ্চাস্মৎপক্ষেঽপি সমান এবেতি সংক্ষেপঃ। ৫।

জৈমিনীয়াস্তু অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বাদিরূপব্রাহ্মচৈতন্যসম্পত্তির্মোক্ষঃ, "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিশ্রুত্যুপন্যাসেন "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা"

নিরুপাখ্য অভাববস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভাবিত হইতে পারে না। ভাববস্তু দুঃখ ও সুখের তারতম্যরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ পরস্পর বিলক্ষণরূপে লোকব্যবহারেও প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখাভাবের তারতম্য লোকব্যবহারসিদ্ধও নহে।

আরও কথা এই যে—মুক্ত পুরুষ পাষাণকল্পরূপে অবস্থান করে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, তাহাঁও সঙ্গত নহে। মুক্ত পুরুষের পাষাণকল্পতাই যদি পূর্ব্বপক্ষীর অভীষ্ট হয়, তবে পাষাণাদিরই মুক্তত্ব তার্কিকগণের স্বীকার করা উচিত। আর কল্পশব্দ প্রয়োগের প্রয়াস স্বীকারে আবশ্যকতা কি? । ৪।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—আত্মা চৈতন্যস্বভাব এবং তিনি কেবল দ্রষ্টা; অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নিষ্পন্ন হইলে পর সেই চৈতন্যস্বভাব দ্রষ্টা জীবাত্মার স্বরূপচৈতন্যমাত্রে অবস্থানই তাঁহার মোক্ষ। ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণ মনে করেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত চিন্তনীয় অর্থাৎ সুষ্ঠু নহে। কারণ তাঁহাদের সম্মত এই মোক্ষে ব্রহ্মানন্দের অভাবহেতু নিরতিশয়ানন্দের প্রাপ্তি নাই। আর তাহা নাই বলিয়াই তাহা মোক্ষের স্বরূপ হইতে পারে না।

আর পাতঞ্জলাচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া বলেন যে—চৈতন্যস্বভাব জীবাত্মার ব্রহ্মভাব নাই; যোগানুষ্ঠানের ফলে জীবাত্মাতে যে অসৎ ব্রহ্মভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই তাঁহার মোক্ষ। এই পাতঞ্জলগণের মতও চিন্তনীয় অর্থাৎ সুষ্ঠু নহে। কারণ অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। জীবাত্মাতে যদি ব্রহ্মভাব অসৎই হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অসতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও উৎপত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। এই অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য। আর তাহাতে "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এই শ্রুতিবাক্যের সহিতও উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িবে। শ্রুতি স্পষ্টই জীবের ব্রহ্মভাব থাকার কথা বলিয়াছেন। এই পাতঞ্জলমতে যে মোক্ষে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশের ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের এই বেদান্তসিদ্ধান্তেরও সম্মতই; সুতরাং তাহা উভয় পক্ষেই সমান। ৫।

জৈমিনিমতাবলম্বী আচার্য্যগণ বলেন – শ্রুত্যুক্ত অপহতপাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণসম্পন্ন হইয়া এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণসম্পন্ন হইয়া যে চৈতন্যস্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহাই জীবের মোক্ষ। কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে দহরবিদ্যাবিষয়ক বাক্যে (ছাঃ ৮।১।৫) অপহতপাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত যে সকল গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, পরে প্রজাপতিবাক্যে (ছাঃ ৮।৭।১) "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বলিয়া সেই সকল গুণ প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ মুক্তজীবসম্বন্ধেও উপন্যাস করা হইয়াছে। আর "স

ইতি শ্রুত্যৈশ্বর্য্যবেদনাৎ, "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" ইতি সূত্রাৎ। "এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুত্যা চৈতন্যমাত্রমেবাত্মতত্ত্বং তন্মাত্রেণাভিনিষ্পত্তির্মোক্ষ ইত্যন্যেষাং সিদ্ধান্তঃ। "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ" ইতি সূত্রাৎ। ৬।

অথ সিদ্ধান্তমাহ—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" ইতি। পূর্ব্বোক্তব্রাহ্মভাবাৎ অপহতপাপ্মত্বাদিসম্পন্নবিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং মোক্ষস্বরূপং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ইতি সূত্রগতাক্ষরার্থঃ। তথাত্বে চ ন কেনাপি বাক্যেন বিরোধঃ। ব্রহ্মভাবশ্চ বাক্যোক্তপ্রকারো বহুবিধঃ। তথাহি—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি বাক্যং যাবদাত্মবৃত্ত্যনবচ্ছিন্নব্রহ্মানুভবিতৃত্বং ব্রহ্মভাবপদার্থং বদতি। "স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। পরঞ্জ্যোতিঃ শ্রীভগবন্তং পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমমুপসম্পদ্য সাক্ষাৎ স্বাত্মত্বেনানুভূয় স্বেন রূপেণ তৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কানবচ্ছিন্নানুভবিতৃত্বরূপেণ তদাত্মকতয়া অবতিষ্ঠতে ইতি শ্রুত্যর্থঃ। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যত্র পরমং সাম্যং ভাবপদেনাভি-

---

তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" (৮।১২।৩ ছাঃ) এই শ্রুতিবাক্যদ্বারাও মুক্ত জীবের সর্ব্বেশ্বরত্বাদি গুণ আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অপহতপাপ্মত্বাদি ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মসম্পন্ন চৈতন্যস্বরূপের আবির্ভাবই মোক্ষ ইহা জৈমিনির মত। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।

অপর কেহ অর্থাৎ ঔডুলোমি মুনি বলেন—কেবল চৈতন্যমাত্রই আত্মতত্ত্ব। মুক্ত জীবাত্মা কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং জীবাত্মার চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভাবই তাঁহার মোক্ষ। যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (৪।৫।১৩) অর্থাৎ "যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তররহিত, বাহ্যরহিত একমাত্র, কিংবা রসঘন, অয়ি মৈত্রেয়ি! এইরূপ এই আত্মা অন্তররহিত, বাহ্যরহিত একমাত্র প্রজ্ঞানঘনই।" আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ" (৪।৪।৬) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৬।

অনন্তর ব্রহ্মসূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪।৪।৭)। যদিও এই ঔডুলোমিমতে মুক্ত আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মভাব অর্থাৎ জৈমিন্যুক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট বিজ্ঞানস্বরূপের আবির্ভাব হইতে অবিরোধ মোক্ষস্বরূপ ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন অর্থাৎ মুক্ত আত্মা কেবল বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তাঁহার ঐ বিজ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ভগবান্ বাদরায়ণের মতে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপে অবস্থানই জীবের মোক্ষ। যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ মুক্ত জীবসম্বন্ধেও উপন্যাস করা হইয়াছে। ইহাই সূত্রের অক্ষরার্থ। আর তাহাতে কোনও শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রুতিবাক্যোক্ত ব্রহ্মভাব বহুবিধ। তাহাই দেখান হইতেছে,—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।৩।৪) এই শ্রুতিবাক্য যাবদাত্মবৃত্ত্যনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানুভবিতৃত্বরূপ ব্রহ্মভাবপদার্থ বলিয়াছেন। ভগবান্ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন—"স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"। আর তাহাতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই হইবে যে—এই জীবাত্মা "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" পরংজ্যোতিঃ শব্দের অভিধেয় শ্রীভগবান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ স্বীয় আত্মরূপে অনুভব করিয়া "স্বেন রূপেণ" স্বীয় ভগবৎস্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনবচ্ছিন্ন অনুভবিতৃত্বরূপে "অভিনিষ্পদ্যতে" ভগবদাত্মকভাবে অবস্থান করে।

ধীয়তে। পরমসাম্যঞ্চ স্বরূপেণ গুণাদিনা চ সাদৃশ্যম্। তথাচ জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ স্বরূপসাদৃশ্যম্। অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানধর্ম্মকত্বাৎ গুণসাদৃশ্যঞ্চ। তত্ত্বং নাম তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্। নিয়ন্তৃত্ব-স্বতন্ত্রত্বাদিনা ব্রহ্মভিন্নত্বে সতি সর্ব্বজ্ঞাপহতপাপ্মত্বাদিভূয়োব্রহ্মগতধর্ম্মবত্ত্বাৎ লক্ষণসমন্বয়ঃ। "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি" ইতি শ্রুতেঃ, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" ইতি ভেদকসূত্রাচ্চ। ৭।

ন চ "স স্বরাড্ ভবতি" ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্, স্বারাজ্যরাজসাম্যব্রহ্মাদিবন্দনীয়ত্বস্য তত্র সত্ত্বাৎ। নাপি "নারায়ণে সাযোজ্যমাপ্নোতি" ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম, তস্যা অপি ত্বদভিপ্রেতার্থা-ভাবাৎ। সহ যুজ্যতে ইতি সযুক্, সযুজো ভাবঃ সাযোজ্যং নিত্যসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। ভগবতস্তাদাত্ম্যসম্বন্ধোঽত্র ভাবপদার্থঃ, ন তু স্বরূপৈক্যমস্যার্থঃ, সাযুজ্যস্য শক্যার্থাভাবাৎ। ননু "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং

আর মুণ্ডকশ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ৩।১।৩), এই স্থলে পরমসাম্য ভাবপদদ্বারা বলা হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় জীব পরমসাম্য প্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থ—মুক্তাবস্থায় জীব স্বরূপদ্বারা ও গুণাদিদ্বারা ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের স্বরূপসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় এবং মুক্ত জীব অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানধর্ম্মক বলিয়া ব্রহ্মের গুণসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। যাহাতে তদ্ভিন্নত্ব থাকিয়া তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব থাকে, তাহাতেই সাদৃশ্য থাকে। তদ্ভিন্নত্ব হইয়া তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বই সাদৃশ্য। জীবে নিয়ন্তৃত্ব, স্বতন্ত্রত্বাদি নাই, সুতরাং মুক্ত অবস্থায় নিয়ন্তৃত্ব স্বতন্ত্রত্বাদিদ্বারা জীবে ব্রহ্মভিন্নত্ব থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব অপহতপাপ্মত্বাদি বহু ব্রহ্মগত ধর্ম্মবত্ত্ব থাকায় প্রকৃত স্থলে উক্ত সাদৃশ্যলক্ষণের সমন্বয় হইয়া থাকে। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলেও তাহা অসঙ্গত নহে। তাহা আমাদের অভিলষিতই। যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৬।২)। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭) এই ভেদক সূত্র হইতেও তাহা জানা যায়। ৭।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—মুক্ত্যবস্থায়ও যদি জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত "স স্বরাট্ ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"আত্মতত্ত্বজ্ঞ জীব স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হন।" মুক্ত জীব ব্রহ্মভিন্ন হইয়া ব্রহ্মাধীন হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত তাদৃশ সিদ্ধান্তের বিরোধ অপরিহার্য্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ মুক্ত জীবে স্বারাজ্যরাজসাম্য ব্রহ্মাদিবন্দনীয়ত্ব আছে। আর তাহাতে শ্রুতি "মুক্ত জীব স্বরাট্ হন" ইহা বলায় সিদ্ধান্তের কোনও হানি হয় নাই। প্রদর্শিতরূপে মুক্ত জীব স্বরাট্ই বটেন।

যদি বলা যায়—তাহা না হয় হইল, কিন্তু জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (নাঃ ৫) এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রহ্মের অভেদই বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ 'নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (নাঃ ৫) এই শ্রুতিবাক্যও পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত জীব-ব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থের প্রতিপাদক নহে। 'সহিত যুক্ত হয়" এইরূপ বাক্যে "সযুক্" পদ হয়; সযুক্-এর ভাব সাযুজ্য অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ। এই স্থলে সাযুজ্য কথার অর্থ—ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ; কিন্তু "সাযুজ্য" পদের অর্থ স্বরূপৈক্য নহে। কারণ এরূপ অর্থ সাযুজ্যপদের শক্যার্থ নহে। সাযুজ্য পদের শক্যার্থ প্রদর্শিতরূপ নিত্যসম্বন্ধ। সুতরাং "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ—মুক্ত জীব নারায়ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। আর এজন্যই পূর্ব্বপক্ষীর ঐরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—মুক্ত অবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে মুণ্ডকশ্রুতির সহিত বিরোধ

গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরমুপৈতি দিব্যম্" ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি চেন্ন, ভেদস্য সত্ত্বাৎ। ন হি জলে নিক্ষিপ্তং জলান্তরং তৎস্বরূপৈক্যং ভজতে, কিন্তু নিত্যযোগমেব সাবয়বদ্রব্যত্বাৎ। নদ্যাদীনাং প্রাবৃষাদিঋতুবিশেষে বৃদ্ধিহ্রাসদর্শনাচ্চ। ৮।

ন চ সমুদ্রে বৃদ্ধিহ্রাসাদর্শনাৎ তত্রৈক্যমেবেতি বাচ্যম্, সাবয়বদ্রব্যত্বেন নদীদৃষ্টান্তেন চ ভেদস্য তত্রাপ্যনুমাতুং শক্যত্বাৎ। তত্রাপি তরঙ্গভেদদর্শনাচ্চ। "পরং পুরুষমুপৈতি" ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাদপি ভেদসিদ্ধিঃ সুকরেতি। ন চ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি সাবধারণশ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্, বৃহজ্-জ্ঞানগুণযোগেন তত্তায়াস্তত্রাপি সুবচত্বাৎ। অন্যথা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃবোধকশ্রুতিবাধস্য তবাপি সাম্যাৎ। ননু "জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" ইত্যাদিবাক্যে অন্তঃপ্রবেশোক্তেঃ, তথাত্বে চ ভেদানুপলব্ধেরিতি চেন্ন, শ্রীভগবতো বিশ্বরূপস্যান্তঃপ্রবেশবিবক্ষয়া অবিরোধাৎ। ভিন্নস্যৈব প্রবেশঘটনাচ্চ।

হইয়া পড়িবে। মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা" ইত্যাদি (৩।২।৮)। শ্রুত্যর্থ এই যে—"যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করতঃ সমুদ্রে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নাম-রূপ পরিত্যাগ করতঃ দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহাতে লীন হয়।" এই শ্রুতিবাক্যে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের অভেদই স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে ইহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতেও অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয় স্থলেও ভেদ বিদ্যমান আছে। জলে নিক্ষিপ্ত অপর জল কখনই সেই জলস্বরূপের একতা প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু নিত্যযোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেহেতু তাহা সাবয়ব দ্রব্য। সাবয়ব দ্রব্যের নিত্যযোগই সম্ভব, স্বরূপৈক্য নহে। আর বর্ষাদি ঋতুবিশেষে নদী প্রভৃতির বৃদ্ধি-হ্রাস হইতে দেখা যায় বলিয়াও প্রকৃতস্থলে নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে। এইরূপ শ্রুতিতে দার্ষ্টান্তিকে যে জ্ঞানী পুরুষের পরমপুরুষপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহাতেও নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে; কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। ৮।

যদি বলা যায়—সমুদ্রে বৃদ্ধি-হ্রাস ত দেখা যায় না; সুতরাং তথায় নদী-সমুদ্রের ঐক্যই হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ সাবয়বদ্রব্যত্বহেতু ও নদীদৃষ্টান্তদ্বারা তাহাতেও ভেদের অনুমান করা যায়। যথা সমুদ্রগত নদীজল (পক্ষ) ভিন্নরূপে থাকিতে পারে (সাধ্য), যেহেতু তাহা সাবয়ব দ্রব্য (হেতু); নদীবৎ (দৃষ্টান্ত)। আর সমুদ্রেও তরঙ্গসমূহের মধ্যে ভেদ দেখা যায় বলিয়াও জলভেদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং ভেদসিদ্ধিতে কোনও শ্রুতিবিরোধের সম্ভাবনা নাই। আর 'পরং পুরুষম্ উপৈতি" এই শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম ও কর্ত্তৃপদের ব্যপদেশ হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের সিদ্ধি করা সহজ।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে ত অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে ত "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মকে জানি:া ব্রহ্মই হন" (মুঃ ৩।২।৯) এই অবধারণাত্মক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে বৃহৎ জ্ঞান গুণের যোগ হয় বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে "ব্রহ্মই হন" এরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু স্বরূপৈক্য বলেন নাই। সুতরাং ঐ মুক্তাবস্থায়ও জীব-ব্রহ্মের ভেদের সত্তা থাকে সহজেই বলিতে পারা যায়। তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ভেদ স্বীকার না করিলে "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১) এই কর্ম্ম-কর্ত্তৃবোধক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ অভেদবাদী পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষেও সমানভাবেই হইয়া পড়িবে।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" (১১।৫৪) "হে অর্জ্জুন! জীব অনন্য ভক্তিদ্বারাই যথার্থতঃ আমাকে জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্। মম দেহে গুড়াকেশ" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে" ইতি শ্রোতুরর্জ্জুনস্যানুভবপূর্ব্বোক্তেশ্চ। অয়মভিপ্রায়ঃ—প্রবেশোঽত্র স্বস্য চেতনাচেতনরূপ-বিশ্বস্য চ ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। তত্তাদাত্ম্যানুভবপূর্ব্বকং বিশ্বরূপে ভগবতি তচ্ছক্ত্যাত্মনাবস্থানম্, তস্য সর্ব্বাত্মনো জগদাধারত্বাদ্বিশ্বং জগৎ সর্ব্বদা তত্র অবতিষ্ঠতে, পরাপরাত্মকশক্তি-রূপত্বাৎ বিশ্বস্যেতি নির্ব্বিবাদঃ। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। ৯।

তথৈব সর্ব্বাধিকারিণামধিকাররূপাঃ শক্তয়োঽপি তস্যৈব, তত্রৈবৈকান্ততয়া তাসামবস্থানাৎ। সৃষ্টি-সময়ে তদধিকারযোগ্যতাপন্নানাং পুণ্যাত্মনাং ব্রহ্মরুদ্রাদিপদব্যারোহণার্হাণাং জীববিশেষাণাং তত্তদ্‌ভৌতি-কৈকদেশকার্য্যরূপজগৎসৃজনসংহরণাদিযোগ্যাভিঃ স্বাসাধারণশক্তিভির্যুনক্তি; প্রলয়সময়ে চ তান্

সমর্থ হয়।" সুতরাং এই গীতাবাক্যে অন্তঃপ্রবেশ উক্ত হইয়াছে; আর তাহা হইলেই প্রবিষ্ট জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদের উপলব্ধি হইবে না; ঐ ভেদোপলব্ধির অভাবহেতুই জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হইয়া পাড়বে। সুতরাং অভেদ প্রমাণসিদ্ধ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ ভগবানের বিশ্বরূপশরীরেই উক্ত প্রবেশ বিবক্ষিত। বিশ্বরূপ প্রদর্শনপ্রকরণেই উহা বলা হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের বিশ্বরূপবিগ্রহে প্রবেশ উক্ত গীতা-বাক্যে বিবক্ষিত বলিয়া জীব ব্রহ্মের ভেদসিদ্ধিতে তাহার সহিত কোনও বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর ভিন্ন বস্তুরই প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেই ব্রহ্মে তাহার প্রবেশ সম্ভব, নতুবা নহে। ইহাতে শ্রীভগবদ্‌বাক্যই প্রমাণ; ভগবান বলিয়াছেন—"ইহৈকস্থং" ইত্যাদি (১১।৭)। অর্থাৎ "হে গুড়াকেশ! এই আমার দেহে একত্র অবস্থিত সমগ্র চরাচর জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও এখনই দর্শন কর।" আর শ্রোতা অর্জ্জুন অনুভবপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রমাণ। অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে" অর্থাৎ "হে দেব! আমি তোমার দেহে দেবগণকে দেখিতেছি" (১১।১১)। অভিপ্রায় এই যে—জীব স্বয়ং এবং চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক, ইহা অবগত হইয়া তাদৃশ ব্রহ্মতাদাত্ম্যানুভবপূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবানে ভগবৎ-শক্তিরূপে যে জীবের অবস্থান, তাহাই তাহার ব্রহ্মপ্রবেশ নামে কথিত হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম জগতের আধার বলিয়া সমস্ত জগৎ সর্ব্বদাই তাঁহাতে অবস্থান করে। যেহেতু এই বিশ্ব ভগবানের পরাপরাত্মক শক্তিরূপ। যেহেতু ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং" (গীতা ৭।৫) অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! ইহা এই অষ্টবিধ আমার অপরা প্রকৃতি; ইহা হইতে পরা (উৎকৃষ্টা) অন্য একটি আমার জীবস্বরূপা প্রকৃতি অবগত হও"। সুতরাং প্রদর্শিতরূপ প্রবেশে জীব-ব্রহ্মের অভেদাশঙ্কার অবসর নাই বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদ। ৯।

এইরূপই সৃষ্টি-লয়াদিতে অধিকারী ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত জীববিশেষের অধিকাররূপ শক্তিসমূহও সেই পর-ব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমেরই। কারণ ঐ শক্তিসমূহ তাহাতেই একান্তরূপে অবস্থান করে। যে যে বিশেষ জীব সেই সেই অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন, পুণ্যাত্মা ও ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতির পদবীতে আরোহণযোগ্য, ভগবান্ পুরুষোত্তম সৃষ্টিসময়ে তাঁহাদিগকে ভৌতিকের একদেশের কার্য্যরূপ জগৎ-সৃজন-সংহরণাদির যোগ্য স্বীয় অসাধারণ শক্তিসমূহের সহিত যোগ করিয়া থাকেন। আর প্রলয়সময়ে ভগবান্ পুরুষোত্তম সেই বিশ্বসৃজনাদিতে অধিকারী অর্থাৎ শক্তিমান্ ব্রহ্মাদি জীব-বিশেষকে ঐ সকল শক্তিসমূহ হইতে বিয়োগ করিয়া থাকেন। পরন্তু ঐ সকল শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যত্বাদিহেতু সেই সকল শক্তি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমে নিত্য অবস্থান করে বলিয়া তাহাদের স্থিতি অব্যভিচারিণী ও অনপায়িনী। আর

বিশ্বাধিকারিণো ব্রহ্মাদীন্ তাভির্বিযুনক্তি ; পরন্তু তাসাং শক্তীনাং স্বাভাবিকত্বনিত্যত্বাদিভিস্তত্র নিত্যাবস্থানাদ-ব্যভিচারিণী অনপায়িনী স্থিতিরিতি। বিষ্ণুধর্ম্মে—"ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা। জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে স্ম তেজসা।" ইত্যাদি। তথৈব মুক্তানামপি ভগবতি তদাত্মকত্বস্বরূপাবির্ভাবপূর্ব্বকং তচ্ছাশ্বত্যনুভূত্যাবস্থানমপ্যবিরুদ্ধং তচ্ছক্তিত্বাবিশেষাদিতি বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষায়াং শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যপাদৈস্তথৈবোক্তত্বাৎ। সর্ব্বঃ শ্রীভগবদ্গীতৈকাদশাধ্যায়োঽত্র প্রমাণত্বেন অনুসন্ধেয় ইতি। তৎ সিদ্ধং মোক্ষাবস্থায়ামপি ভেদাবস্থানং ভেদজ্ঞানাদপি মোক্ষশ্রবণাৎ—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদিভিঃ। তথৈবোক্তং সিদ্ধান্তসেতুকায়াং শ্রীসুন্দরভট্টপাদৈঃ "শ্রীভগবদনবচ্ছিন্নানুভূত্যা স্থিতির্ভগবৎপ্রাপ্তিঃ, সৈব ভগবদ্ভাবাপত্তিঃ" ইতি। তথাচাহ পরাশরঃ—"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা" ইতি। ভগবৎপ্রাপ্তির্ভেষজং পূর্ব্বোক্তসংসারবন্ধনভূতস্য রোগস্যেতি যোজনা। তামেব বিশিনষ্টি—নিরস্তেতি। নিরস্তঃ অতিশয়াহ্লাদো যস্মাৎ তথাভূতেন সুখেন যো ভাবঃ

তাহাই বিষ্ণুধর্ম্মে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ "ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র এবং এইরূপ অপর সকলে বৈষ্ণবতেজের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু জগৎরূপ কার্য্যের অবসানে অর্থাৎ প্রলয়ে তাঁহারা ঐ বৈষ্ণবতেজ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকেন।"

এইরূপই মুক্তগণের ব্রহ্মাত্মকত্বস্বরূপের আবির্ভাবপূর্ব্বক ব্রহ্মের নিত্যানুভূতি হইলে পর তদ্দ্বারা সেই মুক্তগণেরও বিশ্বরূপ ভগবান্ পুরুষোত্তমে অবস্থান বিরুদ্ধ নহে। তাঁহারাও বিশ্বরূপ ভগবানে অবস্থান করেন ; যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মেরই শক্তি ; শক্তিত্বের কোনও বিশেষ নাই। সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি ; ব্রহ্মের শক্তিভূত মুক্তগণ নিত্যব্রহ্মানু-ভূতিদ্বারা বিশ্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থান করেন, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য এইরূপই বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ একাদশ অধ্যায় এস্থলে প্রমাণরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব মোক্ষাবস্থায়ও জীব-ব্রহ্মের ভেদে অবস্থান সিদ্ধ হইল। আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" অর্থাৎ "পুরুষ যখন উপাসনাদি সেবাদ্বারা পরিতুষ্ট পরমেশ্বরকে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, তখন সে শোকরহিত হইয়া এই পরমেশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়" (৪।৭)। আবার ঐ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে বলা হইয়াছে—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব-মেতি" (১।৬) অর্থাৎ "স্বীয় আত্মাকে ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরত্বলাভ করে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা ভেদজ্ঞান হইতেও মোক্ষ হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুতরাং মোক্ষাবস্থায়ও জীব-ব্রহ্মের ভেদে অবস্থান শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আর আচার্য্যপাদ শ্রীসুন্দরভট্ট স্বরচিত "সিদ্ধান্তসেতুকা" নামক গ্রন্থে এইরূপই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীভগবদ্বিষয়ক যে অনবচ্ছিন্ন অনুভূতি, তদ্দ্বারা অবস্থিতিই ভগবৎপ্রাপ্তি ; আর সেই ভগবৎপ্রাপ্তিই ভগবদ্ভাবাপত্তি। আর পরাশরও তাহাই বলিয়াছেন—"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎ-প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা॥" ইহার অর্থ—সংসারবন্ধনরূপ রোগের ভগবৎপ্রাপ্তিই ঔষধ। ঐ ভগবৎপ্রাপ্তি কিরূপ তাহাই বলিয়াছেন—অতিশয় আহ্লাদ যাহা হইতে দূরীভূত হইয়াছে, এইরূপ সুখে যে অবস্থান, তাহাই ঐ ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ লক্ষণ। আর ঐ ভগবৎপ্রাপ্তি কালাদিদ্বারা পরিচ্ছেদরূপ ব্যভিচারশূন্য ইহাই দেখাইতে গিয়া

অবস্থানমেকমসাধারণং লক্ষণং যস্যাঃ সা। কালাদিপরিচ্ছেদরূপব্যভিচারশূন্যত্বং দর্শয়ন্নাহ—একান্তাত্যন্তিকী ইতি। তত্র প্রমাণমাহ—মতেতি। শাস্ত্রমুখেনেতি সংক্ষেপঃ। ১০।

কেচিত্তু প্রতিবিম্বো জীবঃ, বিম্বস্থানীয়ো হি ঈশ্বরঃ, উভয়ানুস্যূতং শুদ্ধং চৈতন্যমিতি। মুক্তস্য যাবৎ সর্ব্বমুক্তিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বকর্ত্তৃত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসত্যকামত্বাদিগুণগণাঢ্যেশ্বরভাবাপত্তিরিষ্যতে। যথানেকেষু দর্পণেষু একমুখস্য প্রতিবিম্বে সতি একস্য প্রতিবিম্বস্য উপাধিবিলয়ে বিম্বভাবাপত্তিঃ, তথৈকস্মিন্ প্রতিবিম্বে বিদ্যোদয়েন তদুপাধিলয়ে তৎপ্রতিবিম্বস্য বিম্বভাবেনাবস্থানমবশ্যম্ভাবাৎ। ন চ মুক্তস্যাবিদ্যাভাবাৎ সত্যকামাদিগুণবিশিষ্টসর্ব্বেশ্বরত্বানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, তদবিদ্যাভাবেঽপি তদানীং বদ্ধপুরুষান্তরাবিদ্যায়াঃ সত্ত্বাৎ। ন হি ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবৈশিষ্ট্যঞ্চ স্বাবিদ্যাকৃতম্, তস্য নির্গুণনিরঞ্জনত্বাৎ। কিন্তু বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতমেবেতি রাদ্ধান্তঃ। "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" ইতি সিদ্ধান্তসূত্রেণ বস্তুদৃষ্ট্যা চৈতন্যমাত্রত্বেঽপি পূর্ব্বোক্তগুণকলাপস্যোপন্যাসাদবগতস্য মায়াময়স্য বদ্ধপুরুষব্যবহারদৃষ্ট্যা সম্ভবাৎ ন শ্রুতিদ্বয়বিরোধ ইতি সূত্রয়ামাস ভগবান্ বাদরায়ণঃ। তথৈব ভগবান্ ভাষ্যকারোঽপি সূত্র-

---

বলিয়াছেন—"একান্তাত্যন্তিকী"। ঐ ভগবৎপ্রাপ্তি একান্তা অর্থাৎ কেবল ভগবৎশব্দবাচ্যৈকবিষয়া ; অতএব উহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিরতিশয়া। আর তাহা শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, এজন্যই বলিয়াছেন—মতা। ১০।

কেহ কেহ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী সংক্ষেপশারীরককারের মতাবলম্বিগণ বলেন—চৈতন্যপ্রতিবিম্ব জীব, বিম্বস্থানীয় চৈতন্যই ঈশ্বর এবং উভয়ানুস্যূত চৈতন্য শুদ্ধচৈতন্য। জীব মুক্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণগণসম্পন্ন ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়—ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন অনেক দর্পণে বিম্বভূত একটি মুখের অনেক প্রতিবিম্ব হইলে পর একটি প্রতিবিম্বের উপাধি দর্পণ নষ্ট হইলে সেই প্রতিবিম্বটির বিম্বভাবপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ জীবরূপ একটি চৈতন্যপ্রতিবিম্বে জ্ঞানের উদয় হইয়া তদ্দ্বারা তদুপাধি অজ্ঞান নষ্ট হইলে সেই জীবরূপ চৈতন্যপ্রতিবিম্বের ঈশ্বররূপ বিম্বভাবে অবস্থান হয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে যদি বলা যায়—মুক্ত পুরুষে অবিদ্যা থাকে না, মুক্ত পুরুষ নিরুপাধিক ; সুতরাং মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা না থাকায় আবিদ্যক সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট সর্ব্বেশ্বরত্ব ত তাহাতে উপপন্ন হয় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি বলা হইল কিরূপে? এই অনুপপত্তির জন্যই মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে উক্ত অদ্বৈতবাদিগণের বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা না থাকিলেও ঐরূপ মুক্ত অবস্থায় অপর বদ্ধ পুরুষে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান আছে। আর তদ্দ্বারাই মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তির উৎপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বরের যে ঈশ্বরত্ব ও সত্যকামাদিগুণবিশিষ্টত্ব, তাহা ঈশ্বরাশ্রিত অবিদ্যাকৃত নহে ; কারণ ঈশ্বর নিরঞ্জন নির্গুণ অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য দোষের অনাশ্রয় ; কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সত্যকামাদিগুণবিশিষ্টত্ব বদ্ধ পুরুষাশ্রিত অবিদ্যাকৃত, ইহাই সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই বলিয়াছেন। তিনি "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪।৪।৭) এই সিদ্ধান্তসূত্রদ্বারা বলিয়াছেন যে—মুক্ত আত্মা বস্তুতঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ হইলেও পূর্ব্বোক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণকলাপ, যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে জীবন্মুক্তসম্বন্ধেও উপন্যাস করা হইয়াছে এবং যাহা মায়াময়. তাহা বদ্ধপুরুষের ব্যবহারদৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপে সমন্বয় হইতে পারে বলিয়া মুক্ত আত্মার চৈতন্যমাত্রত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও অপহতপাপ্মত্বাদি বোধক শ্রুতিদ্বয়ের কোনও বিরোধ

ত্রয়মুক্তার্থপরত্বেন ব্যাকুর্ব্বন্ ঈশ্বরভাবাপত্তিং স্পষ্টমনুমেনে। ভামতীপ্রবন্ধপ্রভৃতয়শ্চ শ্রুত্যুপবৃংহিতমিদং সূত্রজাতং ভগবদ্ভাষ্যকারস্যোদাহৃতং বচনজাতঞ্চ তথৈবানুবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ মুক্তানামীশ্বরভাবাপত্তেরে-বাবশ্যাভ্যুপেয়ত্বাদসম্ভব এব প্রতিবিম্বেশ্বরবাদে দোষস্তদাহুঃ কল্পতরুকারাঃ—"ন মায়াপ্রতিবিম্বস্য বিমুক্তৈরুপসৃপ্যতা" ইতি, ইত্যাহুঃ। ১১।

তৎ তুচ্ছম্, অসম্ভবাৎ ; তথাহি—ন তাবৎ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ সম্ভবতি পরেশজীবয়োঃ পূর্ব্বমেব-নিরস্তত্বাৎ। নাপি মুক্তস্য যাবৎ সর্ব্বমুক্তিঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসম্পন্নেশ্বরভাবেনাবস্থানং পুনর্ভাবান্তরাপত্তিরিতি বক্তুং শক্যম্, অসম্ভবাৎ। তথাহি—মুক্তস্য ঈশ্বরভাবাপত্তিঃ স্বরূপেণ বিবক্ষিতা, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মেণ বা ? নাদ্যঃ স্বরূপনাশাপত্তেঃ। "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি শ্রুত্যা স্বরূপাপত্তেরেব বিধানাৎ, ন তু স্বরূপ-নাশস্য। এতদুক্তং ভবতি—ঈশ্বরভাবাপত্তিঃ কিং জলে নিক্ষিপ্তজলবৎ একীভাবেন পৃথগ্‌গ্রহণাযোগ্যত্ব-মাত্রং বা ? জীবস্বরূপবাধো বা ? আদ্যে ইষ্টাপত্তিঃ, তবাভিপ্রেতাদ্বৈতভঙ্গশ্চ। নান্ত্যঃ, স্বরূপনাশাপত্তেরিতি।

হয় না। আর ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও সেই প্রকারেই অর্থাৎ সূত্রকারের রীতি অনুসারেই "ব্রাহ্মেণ জৈমিনি-রুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ" (৪।৪।৬) "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪।৪।৭) এই সূত্রতিনটিকে প্রদর্শিত অর্থপররূপে ব্যাখ্যা করিয়া মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি স্পষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। ভামতীপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ সকলও সেই প্রকারেই শ্রুতিসম্বর্দ্ধিত সূত্রসমূহের এবং ভগবদ্ভাষ্যকারের উদাহৃত বাক্যসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়াছে। উক্ত সূত্রত্রয়ের অর্থ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর দেখান হইল না। অতএব মুক্ত পুরুষগণের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তিই হয়—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি, সূত্রাদি প্রমাণবলে এই যে মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, যাঁহারা ঈশ্বরকেও চৈতন্যপ্রতিবিম্ব বলেন, তাঁহাদের মতে ইহা সম্ভব নহে ; আর এই অসম্ভবই তাঁহাদের মতে দোষ। তাহাই কল্পতরুকার অমলানন্দ স্বামী বলিয়াছেন—"ন মায়াপ্রতিবিম্বস্য বিমুক্তৈরুপসৃপ্যতা" অর্থাৎ বিমুক্ত পুরুষগণের দ্বারা মায়াপ্রতিবিম্বের প্রাপ্যতা সম্ভব নহে। যাঁহারা একজীববাদী এবং যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিকভেদবাদী, এই উভয়বাদীর মতেই মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। আর এই অসম্ভবই তাঁহাদের মতে দোষ। ইহাই কোন কোন অদ্বৈতবাদিগণের কথা। ১১।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তকার বলিতেছেন—অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি তুচ্ছ অর্থাৎ অসঙ্গত ; কারণ তাহা অসম্ভব। তাহাই দেখান হইতেছে—জীব ও ঈশ্বরের বিম্বপ্রতিবিম্বভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ পূর্ব্বেই তাহার নিরাস করা হইয়াছে। আর মুক্ত পুরুষের সর্ব্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হইয়া ঈশ্বরভাবে অবস্থান হয় এবং পরে ভাবান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়—ইহাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ তাহা অনুপপন্ন। তাহার উপপত্তি হয় না বলিয়াই ঐরূপ বলা যাইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে—পূর্ব্বপক্ষী যে মুক্তপুরুষের ঈশ্বর-ভাবপ্রাপ্তি হয় বলিয়াছেন, মুক্তের এই ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি কি স্বরূপতঃ হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত ? অথবা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত ? ইহার প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে আত্মস্বরূপনাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।৩।৪) এই শ্রুতিদ্বারা মোক্ষে স্বরূপপ্রাপ্তিরই বিধান করা হইয়াছে ; কিন্তু স্বরূপনাশের বিধান করা হয় নাই। সুতরাং প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এই প্রথম বিকল্পদ্বারা ইহাই বলা হইল যে—পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই মুক্তের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি কি জলে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় একীভাবহেতু পৃথক্‌গ্রহণের

কিঞ্চ বিম্বপ্রতিবিম্বরূপৌ জীবেশ্বরৌ বস্তুরূপৌ ? মিথ্যানির্ব্বচনীয়ৌ বা ? শশশৃঙ্গবৎ তুচ্ছৌ বা ? নাদ্যঃ, পরপক্ষপ্রবেশাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, বন্ধমোক্ষাদিপ্রতিপাদনস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ। বস্তুভূতাদ্বিতীয়নির্ব্বিশেষস্য বন্ধানর্হত্বেন বন্ধস্য চ অবস্তুত্বেন কো বদ্ধো মুক্তশ্চেতি প্রশ্নস্য নিরুত্তরত্বাৎ। অতএব ন তৃতীয়ঃ, "মে মাতা বন্ধ্যা" ইতিবৎ শাস্ত্রপ্রণয়নাদৌ বাক্যমূকত্বাপত্তেঃ। ১২।

নাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মেণেতি দ্বিতীয়ঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। কো বাত্র ভাবপদার্থঃ ? সার্ব্বজ্ঞ্যকল্পাশ্রয়ত্বং বা সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যাশ্রয়ত্বং বা ? নাদ্যঃ, অনঙ্গীকারাদপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ পরপক্ষপ্রবেশাচ্চ। নান্ত্যঃ, প্রমাণাভাবাদ-সম্ভবাচ্চ। অন্যথা অনেকেশ্বরাত্বাপত্তেঃ। কিঞ্চ ন হি ভগবদীয়ৈশ্বর্য্যস্য মায়াময়ত্বে পুনর্নিবৃত্তৌ চ মানমস্তি। যতস্তন্নিবৃত্ত্যা পুনর্ভাবান্তরাপত্তিঃ সুবচা স্যাৎ। ন চ "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতিরেবাত্র

অযোগ্যত্বমাত্র ? অথবা তাহা জীবস্বরূপের বাধ ? অদ্বৈতবাদিগণ ইহার প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে তাহাতে আমাদের ইষ্টাপত্তি এবং তাঁহাদের অভিমত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে জীবস্বরূপনাশেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। আরও জিজ্ঞাসা এই যে—এই বিম্বরূপ ও প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বর ও জীব কি বস্তুস্বরূপ ? অথবা এই জীবেশ্বর মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় ? কিংবা এই জীবেশ্বর অসৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় তুচ্ছ ? এই তিনটি বিকল্পের প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ জীবেশ্বর বস্তুস্বরূপ হইলে তাঁহাদের পরমতে প্রবেশ হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ জীব ও ঈশ্বর মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় হইলে তাঁহাদের অবস্তুত্ব স্বীকার করিতে হয়। জীবেশ্বর অবস্তু হইলে বেদান্তে যে বন্ধ-মোক্ষাদি প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অবস্তুর বন্ধ-মোক্ষ সম্ভব নহে। ফলতঃ বেদান্তেরই ব্যর্থতাপত্তি হয়। বস্তুভূত অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বন্ধ-মোক্ষার্হ নহেন ; আর জীবেশ্বরও অবস্তু বলিয়া বন্ধ-মোক্ষার্হ নহেন। সুতরাং কে বদ্ধ ? কে মুক্ত ? এইরূপ প্রশ্নের নিরুত্তরত্বই এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকারে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর এজন্যই তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ "আমার মাতা বন্ধ্যা" এইরূপ উক্তিতে পুত্রের জন্ম অলীক অর্থাৎ অসৎ বলিয়া তাহার "আমার মাতা বন্ধ্যা" এইরূপ বলা যেমন অসঙ্গত হয়, সেইরূপ এই তৃতীয় পক্ষে জীবেশ্বর শশশৃঙ্গের ন্যায় তুচ্ছ অলীক বলিয়া এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকারকারীর "জীবেশ্বর বিম্বপ্রতিবিম্বরূপ" এইরূপ বলা অসঙ্গত হয়। সুতরাং কে বদ্ধ ? কে মুক্ত ? এইরূপ প্রশ্নের নিরুত্তরত্বই এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকারেও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কি প্রয়োজনে বেদান্তশাস্ত্রের প্রণয়ন সার্থক হইবে ? শাস্ত্র-প্রণয়নাদিতে বাক্যমূকত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। ১২।

মুক্তের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি কি স্বরূপতঃ বিবক্ষিত ? এই প্রথম বিকল্প যে পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থদ্বারা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "মুক্তের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি কি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা হয় ? এই দ্বিতীয় পক্ষটিও যে অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না, ইহাই বলা হইতেছে। প্রদর্শিত দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ বৈকল্পিক জিজ্ঞাসায় এই পক্ষটিও টিকে না। এই পক্ষের ভাবপদার্থটি কি ? ইহাই জিজ্ঞাসা। ইহা কি সার্ব্বজ্ঞ্যকল্পাশ্রয়ত্ব ? অথবা ইহা সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যাশ্রয়ত্ব ? অর্থাৎ এই পক্ষে যে বলা হইয়াছে—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির সাদৃশ্যের আশ্রয়ত্ব থাকে ? অথবা মুক্ত পুরুষে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আশ্রয়ত্ব থাকে ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না ; তাহাতে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তেরই আপত্তি হয় এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে পরমতেই প্রবেশ করিতে হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইতে

মানমিত্যাশাসনীয়ম্, তস্যাঃ পরমেশ্বরভাবাপত্তিরূপমোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূতবিশ্বমায়ানিবৃত্তিবিধানপরত্বাৎ। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। এতাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ভগবদনুগ্রহ-সহকৃতসাধনপরিপাকেন জীবানামেব ভগবন্মায়াতরণং প্রতিপাদ্যতে। তত্রৈব তয়োঃ প্রামাণ্যঞ্চ সুপপন্নম্। ন তু ভগবতঃ স্বাভাবিকনিত্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিনিবৃত্তৌ। তথাত্বে অনাপ্তত্বপ্রসঙ্গাৎ। ১৩।

এতেন যদুক্তং পরমেশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিসত্যসঙ্কল্পাদিবৈশিষ্ট্যঞ্চ বদ্ধজীবাবিদ্যাকল্পিতং ন স্বাভাবিকং তস্য নির্ব্বিশেষত্বাৎ, ন তু ঈশ্বরাবিদ্যাকৃতং তস্য নিরঞ্জনত্বাদিতি, তদপি নিরস্তং স্ববুদ্ধিপরি-কল্পিতত্বেন প্রমাণশূন্যত্বাৎ। প্রত্যুত তৎপ্রত্যনীকত্বশ্রবণাৎ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী" ইতি। যদপ্যুক্তং সিদ্ধান্তসূত্রস্য বস্তুদৃষ্ট্যা চিন্মাত্রত্বেঽপি পূর্ব্বোক্তগুণকলাপোপন্যাসাত্ত্ববগতমায়াময়ত্বেত্যাদি বিবক্ষিতার্থপরত্বম্, তদপি স্বকপোলকল্পিতং সূত্রার্থস্য পূর্ব্বমেবোক্তত্বাৎ। কিঞ্চ যদি চৈতন্যমাত্রাপত্তিরেব

পারে না; কারণ মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আশ্রয়, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই এবং তাহা অসম্ভব। মুক্ত পুরুষকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আশ্রয় বলিলে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ ঈশ্বর এক না হইয়া ঈশ্বর অনেক, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, সর্ব্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরভাবের মায়াময়ত্ব ও পুনর্নিবৃত্তি বলেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ভগবদীয় ঈশ্বরভাবের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের মায়াময়ত্বে ও পুনর্নিবৃত্তিতে কোনও প্রমাণ নাই, যে প্রমাণবলে ভগবদীয় ঐশ্বর্য্যের নিবৃত্তি হইয়া পুনরায় ভাবান্তরের অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের উৎপত্তি হয় বলা অদ্বৈতবাদিগণের সুসঙ্গত হইতে পারে। আর "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ" (১।১০) এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিই এ স্থলে অর্থাৎ ভগবদীয় ঐশ্বর্য্যের নিবৃত্তিতে প্রমাণ, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ জীবের পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, সেই মোক্ষের প্রতিবন্ধকীভূত যে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি, উক্ত শ্রুতি সেই বিশ্বমায়ানিবৃত্তির বিধান করিয়াছেন। যেহেতু গীতাস্মৃতিতে স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। উক্ত শ্রুতি ও এই গীতাস্মৃতি ভগবদনুগ্রহসহকৃত মোক্ষসাধনসমূহের পরিপাকে জীবগণেরই ভগবন্মায়ার অতিক্রমণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর তাহাতেই উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য যথার্থ উপপন্ন হয়; কিন্তু ভগবানের স্বাভাবিক নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্যের নিবৃত্তিতে উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য নহে। আর ভগবদীয় ঐশ্বর্য্যের নিবৃত্তিতে উক্ত শ্রুতি-স্মৃতির প্রামাণ্য হইলে তদুভয়ের অনাপ্তত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। ১৩।

সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও সত্যসঙ্কল্পত্বাদিরূপ বৈশিষ্ট্য বদ্ধজীবাশ্রিত অবিদ্যাকল্পিত। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদি স্বাভাবিক নহে; যেহেতু তিনি নির্ব্বিশেষ। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদি তদাশ্রিত অবিদ্যাকল্পিত নহে; যেহেতু তিনি নিরঞ্জন।" তাহাও আমাদের প্রদর্শিত সমাধানদ্বারাই নিরস্ত হইল। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তি স্ববুদ্ধিপরিকল্পিত বলিয়া প্রমাণশূন্য। অদ্বৈতবাদিগণ স্ববুদ্ধিদ্বারা "পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদি স্বাভাবিক নহে, কিন্তু বদ্ধজীবাশ্রিত অবিদ্যাকল্পিত" এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা প্রমাণশূন্য। প্রত্যুত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহার অর্থাৎ, উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীতই অবগত হওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।

আর পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ নিজমত সমর্থনের জন্য সূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাস, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর ও ভামতী প্রভৃতি নিবন্ধকারের উক্তির উল্লেখ করিতে গিয়া প্রথমতঃ বলিয়াছেন—"ভগবান্ বেদব্যাসও "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ", এই সিদ্ধান্তসূত্রদ্বারা বলিয়াছেন যে, মুক্ত আত্মা বস্তুতঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ হইলেও

মোক্ষস্বরূপমভিপ্রেতম্, তর্হি পূর্ব্বোক্তৌডুলোমিপক্ষানুগামিত্বমেব ভবতামভিপ্রেতম্, কিং পুনঃ সূত্রকার-সিদ্ধান্তেন। সূত্রকৃত্তিস্তু কুত্রাপি পারমেশ্বরীয়ৈশ্বর্য্যাদিধর্ম্মাণাং মায়িকত্বানভিধানাৎ। অপি তু "বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ" "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" ইত্যাদিসূত্রৈরুপপন্নতয়া অত্যাদরেণাভ্যুপগমাৎ। নাপি তস্য ত্বদভিপ্রেতনির্ব্বিশেষত্বম্, ঈশত্বনির্ব্বিশেষত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ। অন্যথা সর্ব্বপ্রমাণাবিষয়ত্বেন শশশৃঙ্গসাম্যাপত্তেঃ, প্রমাণবিষয়ত্বে চ সবিশেষত্বস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাচ্চ। ১৪।

স চ মোক্ষো ভগবদনুগ্রহৈকলভ্যস্তৎসাক্ষাৎকারৈকলভ্যঃ, "যমেবৈষ" "ভিদ্যতেহৃদয়গ্রন্থিঃ" "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যারভ্য "পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মিন্নিতি সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রপ্রসিদ্ধে ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে দৃষ্টে সাক্ষাদনুভূতে সতি হৃদয়গ্রন্থিঃ অনাদিকর্ম্মনিরূপিতমায়াসম্বন্ধঃ "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। ভিদ্যতে ধ্বংসমাপদ্যতে, স্বয়মেবেতি কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রয়োগঃ সাধনান্তর-নিরপেক্ষত্বসৌকর্য্যদ্যোতনার্থঃ। সূর্য্যপ্রকাশে তমোবৎ তৎকার্য্যভূতাঃ সর্ব্বসংশয়াঃ আত্মপরমাত্মসাধনফল-

---

পূর্ব্বোক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণকলাপ, যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে জীবন্মুক্ত সম্বন্ধেও উপন্যাস করা হইয়াছে এবং যাহা মায়াময়, তাহা বদ্ধপুরুষের ব্যবহারদৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ সমন্বয় হইতে পারে বলিয়া মুক্ত আত্মার চৈতন্যমাত্রত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও অপহতপাপ্মত্বাদিবোধক শ্রুতিদ্বয়ের কোনও বিরোধ হয় না।" সুতরাং ইহাদ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ যে সিদ্ধান্তসূত্রটি তাঁহাদেরই বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদক বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত; কারণ সিদ্ধান্তসূত্রটির যথার্থ অর্থ তাহা নহে। সিদ্ধান্তসূত্রটির অর্থ পূর্ব্বেই অর্থাৎ এই প্রকরণেই আমরা বলিয়াছি। আর তদ্দ্বারাই অদ্বৈতবাদিগণের উক্তির কাল্পনিকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণের যদি চৈতন্যমাত্রপ্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তবে সূত্রকার পূর্ব্বে যে ঔডুলোমির মত বলিয়াছেন, সেই ঔডুলোমিমতের অনুগামী হওয়াই অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের আর সূত্রকারোক্ত সিদ্ধান্তে প্রয়োজন কি? সূত্রকার বেদব্যাস কিন্তু কোথাও পরমেশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যাদি ধর্ম্মের মায়িকত্ব বলেন নাই। ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সূত্রকারবিরোধী কল্পনা। পরন্তু সূত্রকার "বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ" (১।২।২) "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" ২।১।৩৫ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম উপপন্ন হয় বলিয়া সমাদরে স্বীকার করিয়াছেন। আর পরমেশ্বর পরব্রহ্মের অদ্বৈতবাদিগণসম্মত নির্ব্বিশেষত্বও সম্ভব হইতে পারে না। কারণ ঈশত্ব ও নির্ব্বিশেষত্বের সামানাধিকরণ্য সম্ভব নহে অর্থাৎ ঈশত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব একত্র থাকিতে পারে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রমাণের বিষয় হন কি না? এইরূপ জিজ্ঞাসায় অদ্বৈতবাদিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় বলিতে পারেন না; কারণ তাহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রমাণাবিষয়ত্বে ব্রহ্মের শশশৃঙ্গতুল্যতার আপত্তি হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে প্রমাণের বিষয়ও বলিতে পারে না; কারণ ব্রহ্মের প্রমাণবিষয়ত্বে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অবশ্যই হইয়া পড়ে। অতএব আমাদের প্রদর্শিতরূপ ভগবদ্ভাবাপত্তিই মোক্ষ—ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৪।

ঐরূপ মোক্ষ ভগবদনুগ্রহ ও ভগবৎসাক্ষাৎকারদ্বারা লভ্য হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মুঃ ৩।২।৩) অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ যে পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদ্দ্বারাই অর্থাৎ সেই পরমাত্মার অনুগ্রহদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুঃ ২।২।৯) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" (মুঃ ৩।১।৩)। এই শ্রুতিবাক্য

সম্বন্ধাদিবিষয়কাঃ স্বয়মেব ছিদ্যন্তে। তত্র হেতুমাহ—অস্য কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে ইতি। অস্য ভগবৎপ্রসাদৈক-বিষয়স্য চরমজন্মনো বিদুষঃ সাক্ষাদ্ দ্রষ্টুঃ সঞ্চিতক্রিয়মাণপ্রারব্ধাখ্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে পুণ্যাপুণ্যরূপাণি ক্ষয়মাপদ্যন্তে। পরমেশ্বরং বিশিনষ্টি—পরাবরে ইতি। মনুষ্যাদিভ্যঃ পরে উৎকৃষ্টা ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ, অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ স তস্মিন্নিতি সংক্ষেপার্থঃ। ১৫।

কিঞ্চ যদেতি সামান্যোক্ত্যা উত্তরায়ণাদিকালব্যাবৃত্তিঃ। পশ্যঃ ইতি শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারানুভূত্যাশ্রয়ঃ। ঈশমিতি চেতনাচেতনান্তর্য্যামিণং সর্ব্বাত্মানং পশ্যতে অপরোক্ষেণ স্বান্তরাত্মতয়া অনুভবতি, তদেতি অব্যবহিতকালে এব। তত্র হেতুমাহ—নিরঞ্জন ইতি। ত্রিবিধকর্ম্মতন্নিমিত্তকদেহেন্দ্রিয়সূক্ষ্মপ্রকৃতিসম্বন্ধাখ্য-ত্রিবিধাঞ্জনেন বিযুক্তঃ সন্ পরমং সাম্যমুপৈতীতি যোজনা। নির্ধর্ম্মকবস্তুজ্ঞানাৎ মোক্ষমভ্যুপগচ্ছতাং দুরাগ্রহবতাং বাগ্‌বিসর্গস্তম্ভনার্থং বিশেষণানি বক্তি ভগবতী শ্রুতিঃ—রুক্মবর্ণমিত্যাদীনি। তত্র রুক্মবর্ণমিতি বিগ্রহবত্ত্বসূচকং বিশেষণং সৌন্দর্য্যলাবণ্যসৌকুমার্য্যমাধুর্য্যমার্দ্দবসৌগন্ধ্যসৌরভ্যানন্তকল্যাণগুণাশ্রয়পরম-

---

দুইটির অর্থ গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশ করিতেছেন—"পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে" মনুষ্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট, ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি যাহা হইতে নিকৃষ্ট, সেই সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে "হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে" অনাদি কর্ম্মনিরূপিত মায়াসম্বন্ধরূপ হৃদয়গ্রন্থি স্বয়ংই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই যে হৃদয়গ্রন্থিকে অনাদি কর্ম্মনিরূপিত মায়াসম্বন্ধরূপ বলা হইল, তাহাতে "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" (১৩।২১) এই গীতাস্মৃত্যুক্ত ভগবদ্‌বাক্যই প্রমাণ। "হৃদয়গ্রন্থি স্বয়ংই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়" এই যে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সাধনান্তরনিরপেক্ষত্বরূপ সৌকর্য্যের প্রকাশার্থ বুঝিতে হইবে। "সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে"—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় হৃদয়গ্রন্থির কার্য্যভূত আত্মা, পরমাত্মা, সাধন, ফল ও সম্বন্ধাদিবিষয়ক সমস্ত সংশয় স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া যায়। যেহেতু "অস্য কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে"—ভগবদনুগ্রহের একমাত্র পাত্র চরমজন্মা সাক্ষাৎ ভগবদ্‌দ্রষ্টা এই বিদ্বান্ জ্ঞানী পুরুষের সঞ্চিত, আগামী ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ পুণ্যাপুণ্যরূপ সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সংক্ষেপার্থ। ১৫।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ—যখন দর্শক জ্ঞানী পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়, জগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মযোনি ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তৎকালেই সেই বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করতঃ নির্ম্মল হইয়া পরম ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মূলকার শ্রুতিবাক্যগত পদগুলির অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—"যদা" এই পদটিদ্বারা সামান্যরূপে কালের কথা বলায় উহাদ্বারা উত্তরায়ণাদি বিশেষ কালের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। "পশ্যঃ" পদের অর্থ—শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়ভূত পুরুষ। যখন তিনি "ঈশম্" চেতনাচেতনের অন্তর্য্যামী সর্ব্বাত্মাকে "পশ্যতে" অপরোক্ষভাবে স্বীয় অন্তরাত্মরূপে অনুভব করেন, "তদা"—তখন অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই তিনি পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করতঃ "নিরঞ্জনঃ" [সন্]—ত্রিবিধ কর্ম্ম এবং তন্নিমিত্তক দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ ও সূক্ষ্মপ্রকৃতিসম্বন্ধ নামক ত্রিবিধ অঞ্জন হইতে বিযুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রুতিবাক্যের যোজনা। যাঁহারা নির্দ্ধর্ম্মক বস্তুর জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, সেই দুরাগ্রহশীল অদ্বৈতবাদিগণের বাগ্‌বিস্তার অবরোধ করিবার জন্য ভগবতী শ্রুতি "রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদি বিশেষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "রুক্মবর্ণ" এই পদটি পরমেশ্বরের বিগ্রহবত্ত্বসূচক বিশেষণ। ইহার অর্থ—পরমেশ্বর সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য, মার্দ্দব, সৌগন্ধ্য, সৌরভ্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়ভূত পরমযোগিধ্যেয়, ধ্যানকারী পুরুষের কর্ম্মবীজভর্জনকারী, সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদানে কল্পবৃক্ষস্বরূপ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিক। যেহেতু "যথা রজনং বাসো যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ইতি" "হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য-

যোগিধ্যেয়ং ধ্যাতৃকর্ম্মভর্জ্জিষ্ণু সর্ব্বপুরুষার্থস্বরক্রমসচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকমিত্যর্থঃ। "যথা রজনং বাসো যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক" ইত্যাদি "হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথ তল্লক্ষণমাহ—কর্ত্তারমিতি, জগজ্জন্মাদীনামিতি শেষঃ। অথোপাদানভূতোঽপি স এবেত্যাহ—ব্রহ্মযোনিমিতি। ব্রহ্মশব্দবাচ্যপ্রকৃতিচতুর্ম্মুখবেদাদিরূপস্যোপাদানং "যোনিশ্চ" ইতি ন্যায়াৎ। "স্বয়মাত্মানমকুরুত" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। যদ্বা ব্রহ্মযোনিমিতি বিশেষণং প্রমাণপরম্, ব্রহ্মাখ্যো বেদঃ যোনিঃ কারণং জ্ঞাপকো যস্য তৎ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" "তং ত্বৌপনিষদম্" ইত্যাদিশাস্ত্রাৎ। কিঞ্চ পুরুষমিতি পূর্ণং সর্ব্বান্তরাত্মানং বা। অধিকারিবিশেষণমাহ বিদ্বানিতি, বৃহজ্‌জ্ঞানাশ্রয়ঃ সন্নিতি যাবৎ। সাক্ষাৎকারমাহাত্ম্যেন ধ্বস্তজ্ঞানাবরণকত্বাৎ ঘটস্থদীপস্য ধ্বস্তঘটরূপাবরণকপ্রভাবৎ জ্ঞানস্য ব্যাপ্তত্বাদিত্যর্থঃ। ১৬।

ননু "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যত্র কর্ম্মপদং প্রারব্ধেতরদ্বিবিধকর্ম্মপরমেব। ন চ বহুবচনবিরোধ ইতি বাচ্যম্, একৈকস্যাপি সঞ্চিতাদিকর্ম্মণোঽসংখ্যেয়ত্বাৎ। অন্যথা সাক্ষাৎকারসময়ে এব বিদুষো

কেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" (ছাঃ ১।৬।৬) "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিই পরমেশ্বরের মূর্ত্তিমত্ত্বে প্রমাণ আছে।

আর "যদা পশ্যঃ পশ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরের বিশেষণ দিয়া তাঁহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে—"কর্ত্তারম্" তিনি জগৎজন্মাদির কারণ। আর পরমেশ্বরই জগতের উপাদানও; এজন্য শ্রুতি পরমেশ্বরের বিশেষণ দিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্মযোনিম্"। ব্রহ্মশব্দের বাচ্য প্রকৃতি, চতুর্ম্মুখ ও বেদাদিরূপ জগতের তিনি উপাদান। যেহেতু "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈঃ ২।৭।১) ইত্যাদি। অথবা "ব্রহ্মযোনিম্" এই বিশেষণটি প্রমাণপর। ব্রহ্মনামক বেদ যোনিঃ কারণ অর্থাৎ জ্ঞাপক যাঁহার তিনি ব্রহ্মযোনি। এইরূপ অর্থে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্র এবং "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্" (৩।৯।২৬ বৃঃ) ইত্যাদি শ্রুতিরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ। আর "পুরুষম্" এই বিশেষণটির অর্থ—পূর্ণ অথবা সর্ব্বান্তরাত্মা। আর শ্রুতি অধিকারী দর্শকের বিশেষণ দিয়াছেন "বিদ্বান্"। ইহার অর্থ—বৃহৎ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া। যেহেতু প্রভা ব্যাপ্ত বলিয়া যেমন ঘটস্থ দীপের ঘটরূপ আবরণধ্বংসে ঐ দীপ বৃহৎ প্রভার আশ্রয় হয়, সেইরূপ জ্ঞান ব্যাপ্ত বলিয়া সাক্ষাৎকারমাহাত্ম্যে জ্ঞানাবরণধ্বংসে দর্শক বৃহৎ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত বিশেষণের অর্থ। ১৬।

এক্ষণে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাকালে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এই অংশের অর্থ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি এই যে—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এই স্থলে "কর্ম্ম"পদটি প্রারব্ধ কর্ম্মভিন্ন সঞ্চিত ও আগামী ক্রিয়মাণ এই দ্বিবিধ কর্ম্মপরই হওয়া উচিত। ইহাতে যদি বলা যায়—তাহা হইলে অর্থাৎ কর্ম্মপদটি প্রারব্ধকর্ম্ম ভিন্ন সঞ্চিতাদি কর্ম্মদ্বয়পর হইলে "কর্ম্মাণি" এই নির্দ্দিষ্ট বহুবচনের বিরোধ হইবে অর্থাৎ বহুবচন উপপন্ন হইবে না; সুতরাং কর্ম্মপদটি ত্রিবিধ কর্ম্মপর বলিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ঐ সঞ্চিতাদি দ্বিবিধ কর্ম্মের এক একটিই অসংখ্য। এই অসংখ্যত্বকে নিয়া বহুবচন উপপন্ন হইয়া থাকে। তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় বলিলে সাক্ষাৎকারকালেই জ্ঞানীর দেহপাতের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং জীবন্মুক্তির অভাবপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং কর্ম্মপদটি দ্বিবিধ কর্ম্মপরই বলিতে হইবে। সমস্ত কর্ম্মপর নহে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—তাঁহাদের ঐরূপ

দেহপাতপ্রসঙ্গাৎ, জীবন্মুক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি চেন্ন, ইষ্টাপন্নত্বাৎ। ন চ তথাত্বে "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ" ইত্যাদিশাস্ত্রবাধঃ, তত্র প্রারব্ধেতরস্যৈব কর্ম্মণো বিনাশোক্তেরিতি বাচ্যম্, তস্য নিদিধ্যাসনপরিপাকরূপধ্রুবাস্মৃত্যাখ্যপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বেন পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতত্বাৎ। ন চ পরোক্ষজ্ঞানেন তথাত্বাসম্ভবঃ, শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ১৭।

কিঞ্চাপরোক্ষজ্ঞানাম্মূলাজ্ঞাননিবৃত্তিরভিপ্রেতা ন বেতি? নাদ্যঃ, কারণনাশে কার্য্যস্থিত্যযোগাৎ। ভাবরূপকার্য্যস্য নিরুপাদানস্থিত্যযোগাৎ। সোপাদানত্বং চেৎ, কিমত্রোপাদানং ব্রহ্মৈব, অন্যদ্বা? আদ্যে ব্রহ্মণোঽকারণত্বেন তদুপাদানত্বাসম্ভবাৎ। অন্যথা কারণস্য নিত্যত্বেন কার্য্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, অবিদ্যাতৎকার্য্যাভ্যাং হি অন্যস্যাসত্ত্বাৎ। তস্মাৎ মূলাবিদ্যানাশে প্রারব্ধস্যাপ্যবস্থাতুমশক্যত্বাৎ

আপত্তি সঙ্গত নহে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে জ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হইলে পূর্ব্বপক্ষী যে সদ্য দেহপাতের প্রসঙ্গ ও জীবন্মুক্তির অভাবপ্রসঙ্গ দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের ইষ্ট। সাক্ষাৎকারকালেই জ্ঞানীর দেহপাত হয় এবং জীবন্মুক্তিও আমাদের স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অসঙ্গত।

যদি বলা যায়—সাক্ষাৎকারে সর্ব্বকর্ম্মেরই ক্ষয় হয় স্বীকার করিলে "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (৪।১।১৩) এই ব্রহ্মসূত্ররূপ শাস্ত্রের বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ তাহাতে প্রারব্ধভিন্ন অপর কর্ম্মেরই বিনাশ বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত সূত্রে উত্তর ও পূর্ব্ব কর্ম্মের অশ্লেষ ও বিনাশ বলা হইয়াছে, তাহা নিদিধ্যাসনের পরিপাকরূপ ধ্রুবাস্মৃতি নামক পরোক্ষজ্ঞানের ফলেই হইয়া থাকে ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরোক্ষজ্ঞানের ফল লক্ষ্য করিয়াই উক্ত সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল লক্ষ্য করিয়া নহে। এজন্য পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি সঙ্গত নহে। আর পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা উত্তর ও পূর্ব্ব কর্ম্মের অশ্লেষ ও বিনাশ অসম্ভব, ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। ছান্দোগ্যশ্রুতিই বলিয়াছেন—"স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ"। ১৭।

আরও কথা এই যে—অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় কি না? পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রেত কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় জীবন্মুক্তিবাদী পূর্ব্বপক্ষী প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা বলিতে পারেন না; কারণ প্রারব্ধকর্ম্মের কারণ মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্মেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কারণের নাশে কার্য্যের স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। ভাবরূপ কার্য্যের উপাদান-শূন্য হইয়া অবস্থিতি সম্ভব নহে। আর যদি পূর্ব্বপক্ষী প্রারব্ধকর্ম্মের সোপাদানত্ব বলেন অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম উপাদানসহই অবস্থান করে বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা এই যে—এস্থলে উপদানটি কি? ১। প্রারব্ধকর্ম্মের উপাদান কি ব্রহ্মই? ২। অথবা অন্য কিছু? ইহার প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের কারণত্ব নাই বলিয়া ব্রহ্মের প্রারব্ধকর্ম্মোপাদানত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আর প্রারব্ধকর্ম্মের প্রতি ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার করিলে কারণ ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তৎকার্য্য প্রারব্ধকর্ম্মও নিত্যই হইবে অর্থাৎ থাকিয়া যাইবে। আর তাহাতে অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। আর প্রারব্ধকর্ম্মের উপাদান অন্য কিছু ইহাও পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের মতে অন্য বলিতে অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীকে প্রারব্ধকর্ম্মের প্রতি অবিদ্যারই উপাদানত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর নিকটে প্রথমপ্রদর্শিত জিজ্ঞাসাই হইবে যে—(১) সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে মূলাজ্ঞানের কি নিবৃত্তি হয়? (২) অথবা

তন্তুনাশে পটস্যেব। ন চ প্রারব্ধজন্যভোগনির্ব্বাহকতয়া কিয়ৎকালমবিদ্যায়া অনুবৃত্ত্যঙ্গীকার ইতি শঙ্কনীয়ম্, বিদ্যায়া অবিদ্যোপমর্দ্দকত্বস্বভাবহানিপ্রসঙ্গাৎ। "যস্মিন্ সত্যগ্রিমক্ষণে যস্য সত্ত্বং যদ্ব্যতিরেকে চ যস্যাভাবঃ, তৎ তৎসাধ্যম্" ইতি লক্ষণোক্তেঃ। তথাচ—"যস্মিন্ ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানে অবিদ্যানিবৃত্তেঃ সত্ত্বং তদ্ব্যতিরেকে চ অবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবঃ" ইতি ব্রহ্মসিদ্ধিকারসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ। ন চ প্রারব্ধোত্তরকাল এব তথাভূতস্বভাবো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যেতি বাচ্যম্, একস্য স্বভাবদ্বয়াসম্ভবাৎ। ১৮।

ন চ আবরণবিক্ষেপশক্তিমত্যা মূলাবিদ্যায়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ আবরণশক্তিনাশেঽপি প্রারব্ধকর্ম্মজন্য-বর্ত্তমানদেহনির্ব্বাহায় বিক্ষেপশক্ত্যংশানুবৃত্তি রিতি বাচ্যম্, একস্যা হি অবিদ্যায়া যুগপৎস্থিতিনিবৃত্ত্যোর্বিরুদ্ধত্বাৎ। ন চ শক্তিনিবৃত্তিমাত্রমেব বিবক্ষিতম্, শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। ভেদে চ মূলাজ্ঞানানিবৃত্তিপ্রসঙ্গো

হয় না? ইহার প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য প্রারব্ধকর্ম্ম কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যেমন তন্তুর নাশে তৎকার্য্য পট থাকিতে পারে না। ইহা প্রথমে বলা হইয়াছে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে—প্রারব্ধজন্য যে ভোগ, তাহার নির্ব্বাহের জন্য অপরোক্ষজ্ঞান হইলে পরও কিছুকাল অবিদ্যার অনুবৃত্তি হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করি। দেহপাত পর্য্যন্ত অবিদ্যার অনুবৃত্তি স্বীকার করি। আর তাহাতে সিদ্ধান্তী যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও সম্ভাবনা থাকে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের উপমর্দ্দক; ইহাই বিদ্যার স্বভাব। অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও যদি অজ্ঞান কিছুকাল অর্থাৎ দেহপাত পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে বিদ্যার অবিদ্যোপমর্দ্দকত্বরূপ স্বভাবের হানি হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মসিদ্ধিকার যে অন্বয়ব্যতিরেক-ঘটিত কার্য্যের লক্ষণ বলিয়া অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ কার্য্যে তাহার সমন্বয় দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মসিদ্ধিকারের সেই সিদ্ধান্তও ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। তিনি বলিয়াছেন—"যাহা থাকিলে অগ্রিম ক্ষণে যাহা থাকে, আর যাহার অভাবে যাহার অভাব হয় অর্থাৎ যাহা থাকে না, তাহা তাহার কার্য্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে অবিদ্যানিবৃত্তি থাকে, আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের অভাবে অবিদ্যানিবৃত্তির অভাব হয়; সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের কার্য্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের পরেও যদি অজ্ঞান থাকে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী বলেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মসিদ্ধিকারের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়, সুতরাং কোন প্রকারেই জীবন্মুক্তি সমর্থন করা যায় না। ১৮।

আর ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী যদি এরূপ বলেন যে—ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ বিদ্যার যে অবিদ্যোপমর্দ্দকত্বরূপ স্বভাব, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশের পরেই বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে আর স্বভাবহানির প্রসঙ্গ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে এক ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দুইটি স্বভাব স্বীকার করিতে হয়। (১) ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান প্রারব্ধকালে অজ্ঞান নাশ করে, (২) ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান প্রারব্ধ কর্ম্মনাশের পরে অজ্ঞান নাশ করে। এক জ্ঞানের দুইটি স্বভাব সম্ভব হইতে পারে না।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—একই মূলাবিদ্যার দুইটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানদ্বারা মূলাবিদ্যার আবরণশক্তির নাশ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য যে বর্ত্তমান দেহ, তাহার নির্ব্বাহের জন্য বিক্ষেপ-শক্তিরূপ অংশের দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি থাকে। আর তদ্দ্বারাই জীবন্মুক্তির উপপত্তি হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ এক অবিদ্যার যুগপৎ স্থিতি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ। তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শক্তির নিবৃত্তিমাত্রই আমাদের বিবক্ষিত।

নিবর্ত্তকাভাবাৎ। ন চ প্রারব্ধনিবৃত্তিরেব তন্নিবর্ত্তিকেতি বাচ্যম্, কার্য্যনাশস্য কারণনাশকত্বাযোগাৎ, অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাচ্চ, প্রমাণশূন্যত্বাচ্চ। ন চ পূর্ব্বজ্ঞানমেব তন্নিবর্ত্তকমিতি বাচ্যম্, তস্য শক্তিনিবৃত্তাবেব উপক্ষীণত্বাৎ। ন চ স্বরূপজ্ঞানমেব তন্নিবর্ত্তকমিতি বাচ্যম্, তস্য তদ্বিরোধিত্বানঙ্গীকারাৎ। অন্যথা অপসিদ্ধান্তাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। ১৯।

দ্বিতীয়ে জ্ঞানেনাবিদ্যানিবৃত্ত্যনঙ্গীকারপক্ষে জ্ঞানস্যৈব বৈয়র্থ্যাৎ, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, তদর্থশাস্ত্রারম্ভবৈয়র্থ্যাচ্চ। কিঞ্চ বিরোধিসাক্ষাৎকারোদয়ে সর্ব্বথা লেশতোঽপি অবিদ্যানুবৃত্ত্যসম্ভব এব বেত্যকামেনাপি ত্বয়াঙ্গীকরণীয়ত্বাৎ। অন্যথা "কৃতনিদিধ্যাসনস্য

অবিদ্যার নিবৃত্তি আমাদের বিবক্ষিত নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানদ্বারা মূলাবিদ্যার আবরণশক্তির নিবৃত্তিমাত্রই হয়। সুতরাং এক অবিদ্যার যুগপৎ স্থিতি ও নিবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। এজন্য পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত সমাধান উপপন্ন হয় না। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করিলে মূলাজ্ঞানের অনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যেহেতু মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক কিছু নাই।

যদি বলা যায়—প্রারব্ধনিবৃত্তিই মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ প্রারব্ধ কার্য্য ও মূলাজ্ঞান তাহার কারণ; প্রারব্ধনিবৃত্তিরূপ কার্য্যনাশ মূলাজ্ঞানরূপ কারণের নাশক হইতে পারে না। কার্য্যনাশের কারণনাশকত্ব কখনই সম্ভাবিত নহে। আর তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। যদি কার্য্যের নাশ হইতে কারণের নাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঘটের নাশ হইতে কপালাদির নাশপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর তাহা প্রমাণশূন্যও বটে। আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক পূর্ব্বজ্ঞানই মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক ইহাও পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক পূর্ব্বজ্ঞান মূলাজ্ঞানের আবরণশক্তির নিবৃত্তি করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তাহা আর মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিবে কিরূপে? ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক বৃত্তিজ্ঞান মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইতে পারে না হউক, স্বরূপজ্ঞানই মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারিবে। স্বরূপজ্ঞানেরই মূলাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব আমরা বলিব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ স্বরূপজ্ঞান মূলাজ্ঞানের বিরোধী নহে, ইহা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত। প্রত্যুত তাঁহাদের মতে স্বরূপজ্ঞান মূলাজ্ঞানের সাধক। যে যাহার বিরোধী, সে তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে, অবিরোধী বস্তুদ্বয়ের নিবর্ত্ত্য-নিবর্ত্তকভাব হয় না। তাঁহাদের মতে স্বরূপজ্ঞান মূলাজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া তাহা মূলাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। অন্যথা অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইয়া পড়িবে। ১৯।

পূর্ব্বপক্ষীর নিকটে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান হইতে মূলাজ্ঞানের কি নিবৃত্তি হয়, অথবা হয় না? এই দুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি যে অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না, তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পক্ষটিও যে অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না, তাহাই বলা হইতেছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের দ্বারা মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি যদি পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পক্ষে জ্ঞানেরই ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়িবে এবং অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গও হইয়া পড়িবে। আর "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" এই শ্রুতির বাধ হইয়া পড়িবে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আরও বক্তব্য এই যে—বিরোধী ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের উদয়ে লেশাকারেও অবিদ্যার অনুবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ব্বপক্ষীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে উক্ত যে [illegible]—"কৃতনিদিধ্যাসনস্য

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোদয়েন সবিলাসাবিদ্যানিবৃত্তিঃ” ইতি সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। এতেন “ক্ষালিতলশুনভাণ্ডানুবৃত্তিলশুন-বাসনাকল্পাবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্তিঃ” ইতি পক্ষো নিরস্তঃ, দোষসাম্যাৎ। ন হি সূর্য্যোদয়ে লেশতোঽপি তমোঽনুবৃত্তিঃ কেনচিদনুন্মত্তেন দৃষ্টা শ্রুতা চোপপন্না বেতি ভাবঃ। ২০।

ননু দগ্ধপটন্যায়েনানুবৃত্তা মূলাবিদ্যৈবেতি চেন্ন, অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গস্য পূর্ব্বমেবোক্তত্বাৎ, দৃষ্টান্তবৈষম্যাচ্চ, দগ্ধপটস্য আচ্ছাদনাদিকার্য্যাসম্ভবাৎ, অস্য তু পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকার্য্যকারিত্বস্য প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। ন চান্যদৃষ্ট্যৈব তস্য কার্য্যকারিত্বমিতি বাচ্যম্, তর্হি দ্বৈতস্য সত্ত্বং তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধম্, অদ্বৈতভঙ্গাৎ শাস্ত্র-প্রমাণশূন্যত্বাচ্চ। কিঞ্চ কা বা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ? আত্মস্বরূপৈব তদন্যা বা? নাদ্যঃ, তস্য পূর্ব্বমেব সিদ্ধত্বেন জ্ঞানস্য বৈয়র্থ্যাৎ। দ্বিতীয়ে সতী বা অসতী বা উভয়াত্মিকা বা অনির্ব্বাচ্যা বা? নাদ্যা,

---

করা হইয়াছে এইরূপ পুরুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের উদয়ে সবিলাস অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে”, তাঁহাদের প্রদর্শিত এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইয়া পড়িবে।

আর যাঁহারা বলেন—“প্রক্ষালিত লশুনভাণ্ডে যেমন লশুনবাসনার অনুবৃত্তি হয়, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষে অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে,” তাঁহাদের এই পক্ষ পূর্ব্বোক্ত দোষেই নিরস্ত হইল; যেহেতু পূর্ব্বপক্ষিগণের সকল পক্ষেই দোষ সমান। সূর্য্যের উদয়ে লেশতঃও অন্ধকারের অনুবৃত্তি কোনও অনুন্মত্ত ব্যক্তি দেখেন নাই, শুনেন নাই বা তাহা উপপন্নও নহে। জ্ঞানের উদয়ে লেশতঃও অজ্ঞানের অনুবৃত্তি অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অনুপপন্ন। ২০।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে—আমরা জীবন্মুক্তি সমর্থনের জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত যে অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি হয় বলিয়াছি, সেই অবিদ্যালেশ দগ্ধপটন্যায়ে অনুবৃত্ত মূলাবিদ্যাই। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ পট যেমন কার্য্যাক্ষমত্বপ্রাপ্ত অনুবৃত্ত পটই, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত অর্থাৎ দৃঢ়তর কার্য্যাক্ষমত্বপ্রাপ্ত অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত মূলাবিদ্যাই। তাহাই দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবৃত্ত হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতেও ঐ অনুবৃত্ত মূলাবিদ্যার অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্যই থাকিয়া যায়। মূলাবিদ্যার অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আর দৃষ্টান্তবৈষম্যহেতুও পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। দগ্ধ পটের আচ্ছাদনাদি কার্য্য অসম্ভব। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবৃত্ত যে মূলাবিদ্যা, তাহার পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বকার্য্য-কারিত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। যদি বলা যায়—অন্যের দৃষ্টিতেই মূলাজ্ঞানের কার্য্যকারিত্ব; অবিদ্যালেশবিশিষ্ট জীবন্মুক্তের দৃষ্টিতে তাহা নহে। তাহাতে বক্তব্য এই যে—তাহা হইলে অন্যের অর্থাৎ দ্বৈতের সত্তা পূর্ব্বপক্ষীর শ্রীমুখদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না; কারণ তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহা শাস্ত্রপ্রমাণশূন্য।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—এই অবিদ্যানিবৃত্তিটি কি? ইহা কি আত্মস্বরূপ? অথবা আত্মাতিরিক্ত? অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হইতে পারে না; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হইলে তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে বলিয়া জ্ঞানের ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়ে। অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মমাত্র বলিয়া তাহার অসাধ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে জ্ঞানের ব্যর্থতাপত্তিই হয়। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মাতিরিক্ত বলিলে জিজ্ঞাসা এই যে—তাহা কি সৎ? অথবা অসৎ? কিম্বা সদসদুভয়াত্মক? অথবা অনির্ব্বচনীয়? আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ হইতে পারে না; কারণ তাহাতে দ্বৈতাপত্তি হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হয়। আর আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তিকে অসৎ বলা যায় না; কারণ তাহাতে তাহার জ্ঞানসাধ্যত্ব সম্ভব হয় না। অসৎ জ্ঞানসাধ্য হয় না। অবিদ্যানিবৃত্তি অসৎ হইলে নিবর্ত্ত্য অবিদ্যাও

অদ্বৈতভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়া, জ্ঞানসাধ্যত্বাযোগাৎ, নিবর্ত্ত্যাভাবাৎ নিবর্ত্তকস্য জ্ঞানস্য দিবসে দীপস্যেব অন্ধকারাভাবাৎ বৈয়র্থ্যমেব। ন তৃতীয়া, ইতরেতরবিরোধাৎ। নাপি চরমা, অনির্ব্বাচ্যস্য সাদেরজ্ঞানোপাদানত্বনিয়মেন মুক্তাবপি তদজ্ঞানোপাদানানুবৃত্ত্যাপত্তেশ্চ। ২১।

ন চ প্রকারচতুষ্টয়োত্তীর্ণা পঞ্চমপ্রকারেতি আনন্দবোধোক্তেরিতি বাচ্যম্, পূর্ব্বত্র বিস্তরেণ নিরস্তত্বাৎ। তস্মাৎ জীবন্মুক্তিরিতি পরিভাষামাত্রৈব, জন্মান্ধস্য কমলনয়নসমাখ্যাবৎ দরিদ্রস্য লক্ষ্মীনিধ্যাদিসমাখ্যাবচ্চ উপহাসমাত্রত্বাৎ, প্রারব্ধেন কর্ম্মণা নিবদ্ধমানানাং তৎকার্য্যভূতকামমাৎসর্য্যাদিবহ্নিপ্রজ্বলতাং সতাং "মুক্তা বয়ম্" ইত্যজ্ঞজনবঞ্চকতামাত্রত্বাচ্চ। নন্থ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতিশ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ জীবন্মুক্তেঃ কথমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন, গতত্রপাণাং কিমপ্যশোভনং নাস্তি, শ্রুতৌ "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইতি মোক্ষাভাবং চিরমিতি কালব্যবধানং "সম্পৎস্যে" ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশশ্চ কণ্ঠরবেণ উচ্চার্য্যমাণং হ্যপশ্যতাং যথাকামং প্রজল্পতাং সিদ্ধান্তে কিমপ্যাশ্চর্য্যং নাস্তীতি ভাবঃ। ২২।

অসৎ। সুতরাং নিবর্ত্ত্য অজ্ঞানের অভাবহেতু নিবর্ত্তক জ্ঞানের ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে। যেমন অন্ধকারের অভাবহেতু দিবসে প্রদীপের ব্যর্থতা হয়। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে তৃতীয় পক্ষরূপ অর্থাৎ সদসদুভয়াত্মকও বলা যায় না; কারণ সৎ ও অসতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। এই পরস্পর বিরোধহেতুই অবিদ্যানিবৃত্তিকে সদসদুভয়াত্মক বলা যায় না। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে অন্তিম পক্ষরূপ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ও বলা যায় না। কারণ সাদি অনির্ব্বাচ্য বস্তু অজ্ঞানোপাদানক হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য হইলে উক্ত নিয়ম অনুসারে মুক্তিকালেও অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যানিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অনুবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ দুর্ব্বারণীয়ই হইবে। আরও কথা এই যে—মুক্তিকালে অনুবর্ত্তমান অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্ব্বাচ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নির্ব্বাহের জন্য তাহার জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের আপত্তি হইবে; যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ "জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব" ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু মুক্তিকালে অবিদ্যানিবৃত্তির নিবর্ত্তক জ্ঞান সম্ভব নহে। যেহেতু তৎসামগ্রী নাই। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য হইতে পারে না। ২১।

যদি বলা যায়—এই প্রদর্শিত চারি প্রকার হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার অবিদ্যানিবৃত্তি। যেহেতু উক্ত চারি প্রকার প্রদর্শিতরূপ দোষগ্রস্ত বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দবোধ অবিদ্যানিবৃত্তিকে পঞ্চম প্রকার বলিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে; যেহেতু পূর্ব্বেই ইহা বিস্তৃতরূপে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত "জীবন্মুক্তি" এই কথাটি পরিভাষামাত্রই। যেহেতু জন্মান্ধ ব্যক্তির "কমলনয়ন" নামের ন্যায় এবং দরিদ্র ব্যক্তির "লক্ষ্মীনিধি" প্রভৃতি নামের মত তাহা উপহাসমাত্র। প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা যাহারা নিবদ্ধ এবং তাহার কার্য্যভূত কাম, মাৎসর্য্য প্রভৃতিরূপ অগ্নিদ্বারা যাহারা প্রজ্বলিত হইতেছে, তাদৃশ সজ্জনগণের "আমরা মুক্ত" এইরূপ উক্তি অজ্ঞ জনগণের প্রবঞ্চনামাত্র।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—"তস্য তাবদেব চিরম্" এই শ্রুতিদ্বারা জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া জীবন্মুক্তির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্তী কি প্রকারে বলিলেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু নির্লজ্জগণের অশোভন কিছুই নাই। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলেন। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" এই শ্রুতি "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইহাদ্বারা তৎকালে মোক্ষাভাব, "চিরম্" ইহাদ্বারা কালব্যবধান এবং "সম্পৎস্যে" ইহাদ্বারা ভবিষ্যৎনির্দ্দেশ স্পষ্টই বলিয়াছেন। প্রারব্ধকর্ম্ম থাকিতে যে মুক্তি হয় না ইহা শ্রুতিবাক্যগত পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ইহা যাঁহারা দেখেন না এবং ইচ্ছামত যাঁহারা প্রজল্পনা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ২২।

ননু জীবন্মুক্ত্যনঙ্গীকারে উপদেষ্ট্রভাবেন বেদান্তসম্প্রদায়োচ্ছেদাপত্তিঃ, সা চ তবাপ্যনিষ্টা এব ইতি চেৎ ন, পূর্ব্বমেবোক্তত্বাৎ। কিঞ্চ উক্তলক্ষণধ্রুবাস্মৃতিমতঃ আচার্য্যস্য উপদেষ্টৃত্বসম্ভবাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। নন্বু তব মতে অবিদ্যানিবৃত্তিঃ কিমাত্মিকা অভিপ্রেতেতি চেৎ শৃণু, অনাদিমায়াসম্বন্ধো বা তৎপ্রযুক্তানাদি-কর্ম্মাত্মকো বন্ধো বা বেদান্তসাধ্যজ্ঞানপ্রাগভাবো বা অবিদ্যাপদার্থস্তস্য ধ্বংসাভাবঃ, স চ যাবদাত্মবৃত্ত্যনব-চ্ছিন্নৈকরসব্রহ্মসাক্ষাৎকারানুভূতিসমানাধিকরণনিষ্ঠভাবরূপানন্দলক্ষণো ধর্ম্মবিশেষস্তদাশ্রয়ো মুক্ত ইতি যাবৎ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। ২৩।

ইতি পরাভিমতজীবন্মুক্তিগিরিনিপাতঃ।

কিঞ্চ প্রকৃতে উক্তলক্ষণানুভূতেঃ অংশত্রয়বত্ত্বেঽপি কেনাপ্যংশেন অনিত্যত্বাদিকল্পনানবকাশঃ ক্রিয়া-জন্যত্বাভাবাৎ। তথাহি—ক্রিয়া তাবৎ চতুর্ব্বিধা, উৎপাদনপ্রাপণসংস্কারবিকারভেদাৎ। তত্র উৎপাদনং নাম প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি উত্তরকালীনসত্তাযোগঃ, যথা কটাদেঃ। প্রাপণঞ্চ প্রাপ্তিক্রিয়াযোগঃ,

---

যদি বলা যায়—জীবন্মুক্তি স্বীকার না করিলে উপদেষ্টার অভাবে বেদান্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদাপত্তি হইবে। তাহা সিদ্ধান্তীরও ইষ্ট নহে। বেদান্তসম্প্রদায় রক্ষার জন্য উপদেষ্টা থাকা প্রয়োজন। আর সেই উপদেষ্টা জীবন্মুক্তই হইতে পারে, অন্যে নহে। সুতরাং বেদান্তসম্প্রদায়োচ্ছেদাপত্তির অন্যথা উপপত্তি হয় না বলিয়া জীবন্মুক্তি স্বীকার করিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; যেহেতু এইরূপ আপত্তির উত্তর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা ধ্রুবাস্মৃতির যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছি, তদ্রূপ ধ্রুবাস্মৃতিসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেষ্টৃত্ব সম্ভব হয় বলিয়া প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই।

যদি বলা যায়—সিদ্ধান্তীর মতে অবিদ্যানিবৃত্তি কিরূপ অভিপ্রেত? তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর—অনাদি মায়াসম্বন্ধ, অথবা অনাদি মায়াসম্বন্ধপ্রযুক্ত অনাদি কর্ম্মাত্মক বন্ধ, কিংবা বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞানের প্রাগভাবই হইল অবিদ্যাপদের অর্থ। সেই অবিদ্যাপদার্থের ধ্বংসাভাবই হইল অবিদ্যানিবৃত্তি। তাদৃশ অবিদ্যাপদার্থের ধ্বংস বা অবিদ্যানিবৃত্তি একটি ধর্ম্মবিশেষ। যাবদাত্মবৃত্তি অনবচ্ছিন্ন একরস ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ যে অনুভূতি, সেই অনুভূতির সমানাধিকরণনিষ্ঠ ভাবভূত আনন্দস্বরূপই উক্ত অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মবিশেষ। আর তাহার আশ্রয় হইল—মুক্ত আত্মা। প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। ২৩।

ইতি পরাভিমত জীবন্মুক্তিগিরিনিপাত ॥

ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির কথা যে বলা হইয়াছে, তাহাতে আরও কথা এই যে—তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়, বিষয় ও স্বরূপ এই তিনটি অংশ থাকিলেও কোন অংশেই তাহার অনিত্যত্বাদি কল্পনার অবকাশ নাই। যেহেতু কোনও অংশেই তাহাতে ক্রিয়াজন্যত্ব নাই। যাহা ক্রিয়াজন্য তাহাই অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত হয়। অংশত্রয়বিশিষ্ট উক্তানুভূতিতে কোনও অংশেই ক্রিয়াজন্যত্ব নাই বলিয়া তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষকল্পনার অবকাশ নাই। ক্রিয়া চারি প্রকার :—উৎপাদন, প্রাপণ, সংস্কার ও বিকার। (১) প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া পরবর্ত্তীকালে যে সত্তাযোগ, তাহারই নাম উৎপাদন ক্রিয়া। যেমন কটাদির উৎপাদন ক্রিয়া হয়। কটোৎপত্তির পূর্ব্বে কটের প্রাগভাব থাকে; সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব কটে আছে এবং উত্তরকালে তাহার সত্তাযোগ হয়; এজন্য কটে উক্ত উৎপাদনক্রিয়ার লক্ষণের সমন্বয় হইয়া থাকে। (২) প্রাপণ কথার অর্থ—প্রাপ্তিক্রিয়াযোগ, যেমন রূপাদির সাক্ষাৎকার প্রাপণক্রিয়া।

যথা রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ। সংস্করণঞ্চ বস্তুনি যোগ্যতাবিশেষসম্পাদনম্। তৎ দ্বিবিধম্, গুণাধানং মলাপকর্ষণঞ্চ। তত্র গুণবিশেষসম্বন্ধরূপং গুণাধানম্ ; যথা – উপনয়নাদিযোগঃ, রাজ্যাভিষেকো বা দোষধ্বংসলক্ষণম্। দ্বিতীয়ং যথা—দর্পণাদিমল-নিরাকরণম্। বিক্রিয়া চ পরিণামাদিমত্ত্বম্ ; যথা—দুগ্ধাদীনাং দধ্যাদ্যবস্থাপত্তিরিতি বিবেকঃ। অংশত্রৈবিধ্যঞ্চ আশ্রয়বিষয়স্বরূপভেদাৎ। তত্র ন তাবদাশ্রয়তঃ অস্যা ক্রিয়াজন্যত্বম্। আশ্রয়স্তাবৎ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। স চ নোৎপাদ্যঃ অজত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাশ্চিৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ, "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" ইতি ন্যায়াচ্চ। নাপি প্রাপ্তিক্রিয়াযোগ্যত্বম্, স্বরূপত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ, স্বপ্রাপ্তেঃ প্রমাণনিরপেক্ষত্বাচ্চ, আত্মা নাপ্যঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ স্বস্বরূপত্বাৎ প্রমাণান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ, যন্নৈবং তন্নৈবং রূপাদিব দিত্যনুমানাৎ। ন হি কস্যচিৎ স্বপ্রাপ্তৌ প্রমাণাপেক্ষা সংশয়াদ্যভাবাৎ। নায়ং বিকারার্হঃ, ষড়্-বিকারশূন্যস্বরূপত্বাৎ। জীবাত্মা ন বিকার্য্যঃ ষড়্বিকারহীনত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং দধ্যাদিবদিত্যনুমানাৎ। "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইতি শ্রীমুখোক্তেশ্চ। নাপি অয়মাত্মা সংস্কার্য্যঃ জ্ঞানাদিনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ, গুণাধা-

---

(৩) সংস্কার অর্থ—বস্তুতে যোগ্যতাবিশেষের সম্পাদন। তাহা দুই প্রকার:—গুণাধান ও মলাপকর্ষণ। তন্মধ্যে গুণবিশেষসম্বন্ধরূপকে গুণাধান কহে। যথা—উপনয়নাদির যোগ বা রাজ্যাদির অভিষেক গুণাধানরূপ সংস্কার। আর দোষধ্বংসরূপকে মলাপকর্ষণ কহে। যেমন দর্পনাদির মলনিরাকরণ মলাপকর্ষণরূপ সংস্কার। (৪) আর বস্তুর পরিণামাদিমত্তাই বিকার। যেমন দুগ্ধাদির দধ্যাদি অবস্থাপ্রাপ্তি বিকারক্রিয়া।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়, বিষয় ও স্বরূপভেদে তিনটি অংশ বলা হইয়াছে। তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভব নহে ; কারণ তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা উৎপন্ন হন না, যেহেতু আত্মা জন্মরহিত। যাহা এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে ; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি। এই অনুমানদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অনুৎপাদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও আত্মার অজত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (২।১৭) ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলা হইয়াছে—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (২।২০)। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭)। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ উৎপাদনক্রিয়া-জন্যত্ব সম্ভব নহে। আর আত্মার প্রাপ্তিক্রিয়াযোগ্যত্বও সম্ভব নহে ; যেহেতু আত্মা স্বস্বরূপ বলিয়া আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত এবং আত্মার স্বপ্রাপ্তিতে প্রমাণাপেক্ষাও নাই। আত্মা প্রাপ্য হয় না, যেহেতু আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, স্বস্বরূপ ও প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ। যাহা এরূপ হয় না, তাহা এরূপ হয় না, ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত—যেমন রূপাদি। এই অনুমানদ্বারা আত্মার প্রাপ্তিক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। কাহারও স্বপ্রাপ্তিতে প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না ; যেহেতু তাহাতে সংশয়াদি নাই। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ প্রাপণক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। আর এই আত্মা বিকারযোগ্যও নহে ; যেহেতু আত্মা জন্মাদি ছয় প্রকার বিকারশূন্য। জীবাত্মা বিকার্য্য নহে, যেহেতু জীবাত্মা ষট্‌বিকারশূন্য ; যাহা এরূপ হয় না, তাহা এরূপ হয় না ; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথা—দধ্যাদি। এই অনুমান হইতে জীবাত্মার অবিকার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—"অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (২।২৪)। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ বিকারক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। এইরূপ আত্মা সংস্কার্য্যও নহে ; যেহেতু আত্মা জ্ঞানাদি নিত্যগুণের আশ্রয় এবং গুণাধানের অযোগ্য। যেমন রাজা প্রভৃতি। এই অনুমান হইতে আত্মার গুণাধানের অযোগ্যত্বরূপ অসংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (৪।৩।৩০)

নানর্হত্বাৎ রাজাদিবৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" "জ্ঞোঽত এব" ইত্যাদি শাস্ত্রাচ্চ। নির্দ্দোষবিজ্ঞানরূপত্বেন মলাপকর্ষণানর্হত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং দর্পণাদিবদিত্যনুমানাৎ। "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। ২৪।

নন্বাত্মনোঽনাদ্যবিদ্যাযোগোঽভিপ্রেতো না বা? নাদ্যঃ, অবিদ্যাসম্পর্কে সতি তথাভূতায়া দোষাপকর্ষণসংস্কার্য্যতায়াঃ অবশ্যম্ভাবাৎ, তথাত্বে চাসংস্কার্য্যত্বসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেঃ, তৎপ্রতিপাদকশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, বন্ধমোক্ষার্হত্বাভ্যুপগমসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ ইতি চেন্ন, স্বরূপে পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদোষসংসর্গাভাবেঽপি তদ্ধর্ম্মভূতজ্ঞানমনাদিকর্ম্মাত্মিকাবিদ্যয়া সঙ্কুচিতং ঘটস্থ দীপপ্রভেব, সৈব বদ্ধাবস্থেতি ভণ্যতে, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্" ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। ভূয়ো ভগবৎপ্রসাদাৎ উক্তলক্ষণবন্ধনস্য তৎসাক্ষাৎকারেণ ধ্বংসে সতি পূর্ব্বোক্তলক্ষণো মোক্ষ ইতি সমঞ্জসমিতি ভাবঃ। তস্মাদাশ্রয়তোঽস্যাঃ ক্রিয়াজন্যত্বাসম্ভবান্ন তত্তার্হত্বমিতি সিদ্ধম্। নাপি বিষয়তোঽস্যাস্তত্তাযোগঃ, বিষয়শ্চ

"অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" (৪।৫।১৪)। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"জ্ঞোঽত এব" (১।৩।১৮)। এই সকল শাস্ত্র হইতেও আত্মার অসংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। আর আত্মা সংস্কার্য্য নহে ; যেহেতু আত্মা নির্দ্দোষ বিজ্ঞানরূপ বলিয়া মলাপকর্ষণের অযোগ্য ; যাহা এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে ; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথা—দর্পণাদি। এই অনুমান হইতে আত্মার মলাপকর্ষণের অযোগ্যত্বরূপ অসংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। "য আত্মাপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ সংস্কারক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। ২৪।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে এই যে—সিদ্ধান্তীর মতে আত্মার অনাদি অবিদ্যাযোগ অর্থাৎ অজ্ঞানসম্বন্ধ আছে কি না? ইহার মধ্যে "আত্মার অনাদি অবিদ্যাসম্পর্ক আছে" এই প্রথম পক্ষ সিদ্ধান্তীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ আত্মার অবিদ্যাসম্পর্ক থাকিলে আত্মার সেই দোষাপকর্ষণরূপ সংস্কার্য্যত্ব অবশ্যই সম্ভব হইবে। আর তাহাতে অর্থাৎ আত্মার দোষাপকর্ষণরূপ সংস্কার্য্যত্ব থাকিলে আত্মার অসংস্কার্য্যত্বরূপ সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর "আত্মার অনাদি অবিদ্যাসম্পর্ক নাই" এই দ্বিতীয় পক্ষও সিদ্ধান্তীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; কারণ আত্মার অবিদ্যাসম্পর্ক না থাকিলে বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থার অনুপপত্তি হইবে এবং বন্ধ-মোক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হইবে এবং "আত্মা বন্ধ-মোক্ষযোগ্য" এই সিদ্ধান্তিস্বীকৃত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। আত্মস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বদোষের সংসর্গ না থাকিলেও আত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞান অনাদি কর্ম্মাত্মক অজ্ঞানদ্বারা সঙ্কুচিত হয়, যেমন ঘটের দীপপ্রভা সঙ্কুচিত হয়। আর সেই জ্ঞানধর্ম্মের সঙ্কুচিতাবস্থাই জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্" (৫।১৫ গীঃ)। সুতরাং আত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞানের অনাদি কর্ম্মাত্মক অজ্ঞানদ্বারা যে সঙ্কোচ হয়, তাহাই আত্মার বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। পুনরায় ভগবদনুগ্রহের ফলে ভগবৎসাক্ষাৎকারদ্বারা উক্তরূপ বন্ধের ধ্বংস হইলে জীবাত্মার পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রদর্শিতরূপে সামাঞ্জস্য আছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত আপত্তি বা অনুপপত্তির অবকাশ নাই। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়তঃ ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভব নহে ইহাই সিদ্ধ হইল।

আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির বিষয়তঃও ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভব নহে। তাদৃশ অনুভূতির বিষয় পরব্রহ্মভূত ভগবান্ বাসুদেব। পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবের যে ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভব নহে, তাহাতে কোনও বিবাদই নাই। যেহেতু ভগবান্ বাসুদেবে ক্রিয়াজন্যত্ব যে নাই, তাহা সমস্ত আস্তিক দার্শনিকগণের সম্মত এবং তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। আর

পরব্রহ্মভূতো ভগবান্ বাসুদেবঃ, তস্য ক্রিয়াজন্যত্বাভাবে বিবাদ এব নাস্তি সর্ব্বাস্তিকানাং সম্মতত্বাৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ। নাপি স্বরূপতোঽস্যাস্তত্তাযোগঃ সম্ভাবনার্হঃ, তস্যাঃ শাশ্বতত্বাৎ "ন হি বিজ্ঞাতুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আত্মনিষ্ঠা ব্রহ্মবিষয়িকা অনুভূতিঃ শাশ্বতী স্বাভাবিকত্বাৎ ক্রিয়াজন্যত্বাভাবাচ্চ আত্মবদিত্যনুমানাচ্চ, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইতি মন্ত্রাচ্চ। ২৫।

নন্‌ ব্রহ্মানুভূতিঃ শাশ্বতী চেৎ তর্হি সর্ব্বৈরপ্যুপলভ্যেত, ন তু তদস্তি, তস্মান্ন তথেতি যোগ্যানুপলব্ধিপ্রমাণবাধ্যত্বাৎ তৎসাধ্যস্য, অন্যথা সর্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ তস্যা মানসক্রিয়ারূপধ্যানজন্যত্বেন উক্তহেত্বোরুভয়োরপি আভাসত্বম্, ব্রহ্মানুভূতির্ন শাশ্বতী মানসব্যাপারাত্মকধ্যানজন্যত্বাৎ বাহ্যক্রিয়াজন্যস্বর্গাদিবদিত্যনুমানাদিতি চেন্ন, শঙ্কাবিষয়াসিদ্ধেঃ। তথাহি—শঙ্কাবিষয়োঽত্র নিত্যমুক্তো বদ্ধমুক্তশ্চ, তয়োর্নিত্যানুভূতিলক্ষণমোক্ষস্য নির্ব্বিবাদত্বাৎ। বদ্ধস্য তু অত্রাবিষয়ত্বাৎ কথমুক্তশঙ্কাগন্ধাবকাশঃ। অন্যথা ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বস্য বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপকত্বেন প্রাকৃতৈরনুপলব্ধ্যা অসত্ত্বং কিমিতি ন শঙ্ক্যতে দেবানাং

তাদৃশ অনুভূতির স্বরূপতঃও ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভাবনা করা যায় না; কারণ তাদৃশ অনুভূতি নিত্য। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩০)। আত্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবিষয়ক অনুভূতি অর্থাৎ জ্ঞান (পক্ষ) নিত্য (সাধ্য), যেহেতু তাহাতে স্বাভাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্যত্বের অভাব আছে। যাহাতে স্বাভাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্যত্বের অভাব থাকে, তাহা নিত্য। যেমন আত্মা। এই অনুমান হইতে তাদৃশ অনুভূতির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আর তাদৃশ অনুভূতি নিত্য বলিয়াই তাহার ক্রিয়াজন্যত্ব সম্ভব নহে। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈঃ ২।৪।১) এই মন্ত্রবর্ণ হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। ২৫।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—তাদৃশ ব্রহ্মানুভূতি যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে সকলেরই তাহার উপলব্ধি হইত, কিন্তু সকলের ত তাদৃশ ব্রহ্মানুভূতির উপলব্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্মানুভূতি নিত্য নহে—এইরূপ যোগ্যানুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারা নিত্যত্বরূপ সাধ্যের বাধ্যত্ব হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি সকলের উপলব্ধ হয় স্বীকার করিলে সর্ব্বমোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে—সিদ্ধান্তী ব্রহ্মানুভূতিরূপ পক্ষে নিত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি করিতে যাইয়া যে স্বাভাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্যত্বাভাবরূপ দুইটি হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মানুভূতি মানসক্রিয়ারূপ ধ্যানজন্য বলিয়া উক্ত হেতুদ্বয়ের আভাসত্বই হইয়া পড়ে। ব্রহ্মানুভূতি (পক্ষ) নিত্য নহে (সাধ্য), যেহেতু তাহা মানসব্যাপারাত্মক ধ্যানজন্য; যথা বাহ্যক্রিয়াজন্য স্বর্গাদি। এইরূপ অনুমানদ্বারা উক্ত হেতুদ্বয়ের আভাসত্ব সিদ্ধ হয়। উক্ত হেতুদ্বয় হেতু নহে, কিন্তু হেত্বাভাস। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ যাহাকে নিয়া পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কার উদয় হইয়াছে, সেই শঙ্কাবিষয়ই অসিদ্ধ। প্রকৃত স্থলে নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্তই শঙ্কার বিষয় হইতে পারে। কিন্তু নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত জীবের নিত্যানুভূতিরূপ মোক্ষে কোনও বিবাদ নাই। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত জীবের ব্রহ্মানুভূতি যে নিত্য, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বপক্ষীও তাহা স্বীকার করেন। সুতরাং তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে না। আর বদ্ধ জীব কিন্তু প্রকৃত স্থলে শঙ্কার অবিষয়। বদ্ধ জীবের ত ব্রহ্মানুভূতি নাইই। তাহার আবার নিত্যানিত্য বিচার কি? সুতরাং কি প্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর উক্তরূপ শঙ্কালেশের অবকাশ সম্ভব হইবে? তাহা না হইলে অর্থাৎ বদ্ধজীবাভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা হইয়া থাকিলে জিজ্ঞাসা এই যে—সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ; কিন্তু সমস্ত বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপকরূপে ব্রহ্মের সত্তা অজ্ঞ জনগণের ত উপলব্ধ হয় না। সুতরাং অজ্ঞ জনগণের অনুপলব্ধিদ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের অসত্তা দেবপ্রিয় পূর্ব্বপক্ষিগণ কেন শঙ্কা করেন না?

প্রিয়ৈঃ। ন চ ব্রহ্মণঃ "সত্যং জ্ঞানম্" "সদেব সোম্যেদমগ্র" ইত্যাদিশাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ নোক্তশঙ্কাবকাশ ইতি বাচ্যম্, প্রকৃতেঽপি তুল্যত্বাৎ। "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদিনা নিত্যমুক্তানাং "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদিনা বদ্ধমুক্তানাঞ্চ ব্রহ্মানুভূতেস্তথাত্বশ্রবণাৎ। ২৬।

যদপ্যুক্তং মোক্ষস্য মানসক্রিয়াত্মকধ্যানজন্যত্বেন হেত্বোরাভাসত্বমিতি তত্তুচ্ছম্, ধ্যানস্য তৎপ্রতিবন্ধকনিবর্ত্তনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ ন তজ্জন্যত্বং মোক্ষস্যেতি নোক্তদোষঃ। প্রত্যুত ধ্যানজন্যত্বাদিতি ত্বৎপ্রযুক্তহেতোরেব স্বরূপাসিদ্ধত্বেন আভাসত্বসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ ত্বদুক্তহেতোস্ত্বৎপক্ষেঽপি ব্যাপ্তের্বক্তুং শক্যত্বেন দোষসাম্যাৎ। তথাহি ত্বৎপক্ষেঽপি বৃত্তেঃ প্রত্যক্ষহেতুত্বেন তস্যা অপি মানসব্যাপারত্বসাম্যাদিতি। "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ" ইতি ন্যায়াদলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ ন কেনাপ্যংশেনাত্র বিকারিত্বজন্যত্বাদিশঙ্কাবকাশ ইতি সিদ্ধম্। ২৭।

ননু ধ্যানস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বে তস্য উপাস্যত্বপ্রসঙ্গঃ, তথাত্বে চ ব্রহ্মত্বহানিপ্রসক্তেঃ "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদিনা উপাস্যস্য কণ্ঠরবেণ ব্রহ্মত্ব-

---

যদি বলা হয়—ব্রহ্মের সত্তা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ—২।১।১) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ শঙ্কার অবকাশ নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ প্রকৃত স্থলেও তুল্য উত্তর। "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা নিত্যমুক্তগণের এবং "সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা বদ্ধমুক্তগণের ব্রহ্মানুভূতির নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতির নিত্যত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত শঙ্কার অবকাশ নাই। ২৬।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—ব্রহ্মানুভূতিরূপ পক্ষে নিত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্তী যে স্বাভাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্যত্বাভাবরূপ হেতুদ্বয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ব্রহ্মানুভূতিরূপ মোক্ষ মানসক্রিয়াত্মক ধ্যানজন্য বলিয়া সেই হেতুদ্বয়ের আভাসত্বই হইয়া পড়ে, পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ উক্তি তুচ্ছ। কারণ ব্রহ্মানুভূতিরূপ মোক্ষ ধ্যানজন্য নহে। ধ্যান মোক্ষের প্রতিবন্ধক লয়-বিক্ষেপরূপ আবরণের নিবর্ত্তন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মানুভূতিরূপ পক্ষে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি করিতে যাইয়া যে ধ্যানজন্যত্বরূপ হেতুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পক্ষে নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত হেতুর পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষেও ব্যাপ্তি আছে বলা যাইতে পারে। আর তাহাতে দোষসাম্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষে বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রত্যক্ষের হেতু বলিয়া তাদৃশ বৃত্তিরও মানসব্যাপারত্বের সাম্য আছে। আর তাহাতে দোষ তুলই হইয়া পড়ে। সুতরাং "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ তাদৃশঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে" এই ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বপক্ষীর দোষপ্রদর্শন অসঙ্গত। এই বিষয়ে অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। অতএব ব্রহ্মানুভূতিতে আশ্রয়, বিষয় ও স্বরূপ কোন অংশেই বিকারিত্ব, জন্যত্বাদি শঙ্কার অবকাশ নাই—ইহাই সিদ্ধ হইল। ২৭।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু হইলে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যেহেতু উপাস্যই ধ্যেয়। আর তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বহানির প্রসক্তি হয়। যেহেতু শ্রুতি "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্পষ্টই উপাস্যের ব্রহ্মত্ব নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম উপাস্যই বটেন। ব্রহ্মের উপাস্যত্বে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বহানির প্রসক্তি হয় না। প্রদর্শিত শ্রুতি যে উপাস্যের

নিষেধশ্রবণাদিতি চেন্ন, তস্য প্রতীকাদ্যুপাসনাবিষয়নিষেধপরত্বাৎ। তথাহি—লোকবেদয়োরারোপ্যস্যৈব নিষেধবিষয়ত্বম্, ন প্রমাণসিদ্ধস্য বস্তুনঃ ইতি ন্যায়স্য সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ, যথা নদ্যাদিজলে গঙ্গাত্বমারোপ্য নেয়ং গঙ্গেতি নিষেধস্য সম্ভবঃ, ন তু সাক্ষাদ্ ভাগীরথ্যাং বিষ্ণুপাদোদক্যাম্, তস্যাঃ প্রত্যক্ষাগমপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। যথা বা "পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিঃ" "যোষিদ্ বাব গৌতমাগ্নিঃ" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পুরুষাদৌ হি উপাসনার্থমগ্নিত্বমারোপিতং রূপকেণ ছান্দোগৈঃ, তন্নিষেধশ্চ দহনত্বাভাবাৎ সম্ভবত্যেব। ন তু প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধে হবনীয়াগ্নৌ তৎস্পর্শাবকাশো বক্তুং শক্যঃ প্রামাণিকত্বাদেব, তথা প্রকৃতেঽপি অতদ্বস্তুষু "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদিশ্রুত্যোপাসনার্থং নামাদিপ্রতীকেষু আরোপিতস্যৈব নিষেধাৎ ন সর্ব্বেশ্বরে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণি শ্রীবাসুদেবে তৎস্পর্শাবসরঃ সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধত্বাৎ, তজ্‌জিজ্ঞাসার্থমেব শারীরকশাস্ত্রারম্ভাচ্চ। তচ্চ "নেদং ব্রহ্ম" ইতি ইদংকারেণৈব দ্যোত্যমানম্, ন তু শ্রুতত্যাগাশ্রুতকল্পনোদ্ভাবনাবকাশঃ, ইদংকারাস্পদসর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতং বিলক্ষণং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যর্থঃ। ইতরথা প্রমাণসিদ্ধস্যাপি নিষেধযোগে ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি নিষেধবিষয়ত্বং শক্যতে বক্তুং তুল্যযোগক্ষেমাৎ। ২৮।

ব্রহ্মত্ব নিষেধ করিয়াছেন, তাহা "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত, মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার বিষয়ভূত উপাস্যের ব্রহ্মত্বের নিষেধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত শ্রুতিবাক্য প্রতীকোপাসনাবিষয়ের ব্রহ্মত্বনিষেধপর। লোকে ও বেদে আরোপ্যেরই নিষেধবিষয়ত্ব হইয়া থাকে; প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর নিষেধবিষয়ত্ব হয় না—এই ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যেমন নদী প্রভৃতির জলে গঙ্গাত্বের আরোপ করিয়া "ইহা গঙ্গা নহে" এইরূপে তাহার নিষেধ সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু বিষ্ণুপাদোদকভূতা সাক্ষাদ্‌ভাগীরথীতে "ইহা গঙ্গা নহে" এইরূপে তাহার গঙ্গাত্বের নিষেধ সম্ভব হয় না। কারণ ভাগীরথী গঙ্গা প্রত্যক্ষ ও আগমপ্রমাণসিদ্ধ। আর যেমন ছান্দোগ্যশ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় "পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিঃ, যোষিদ্বাব গৌতমাগ্নিঃ" এইরূপ বলিয়া রূপকদ্বারা উপাসনার নিমিত্ত পুরুষাদিতে অগ্নিত্বের আরোপ করিয়াছেন। পুরুষ, স্ত্রীতে দহনযোগ্যতা নাই বলিয়া তাহাদের অগ্নিত্বের নিষেধ সম্ভব হইয়াই থাকে; কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ হবনীয় অগ্নিতে অগ্নিত্বের নিষেধস্পর্শের অবকাশ আছে বলা যায় না; যেহেতু হবনীয় অগ্নির অগ্নিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত, মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতি অতদ্বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন বস্তু নামাদিতে ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত নামাদি প্রতীকসমূহে যে ব্রহ্মত্বের আরোপ করিয়াছেন, "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতিবাক্য সেই আরোপিত ব্রহ্মত্বেরই নিষেধ করিয়াছেন। আর সেই নিষেধ দৃষ্টান্তানুসারে সম্ভব হইয়াই থাকে; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবে ব্রহ্মত্বের নিষেধস্পর্শের অবসরই নাই। দৃষ্টান্তানুসারে তাহা সম্ভবই হয় না; যেহেতু সর্ব্বেশ্বর সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম শ্রীবাসুদেব সর্ব্ববেদান্তরূপ প্রমাণসিদ্ধ এবং সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিমিত্তই শারীরক মীমাংসাশাস্ত্রের আরম্ভ। এই যে "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য মনোবাগাদিতে আরোপিত ব্রহ্মত্বেরই নিষেধ করিয়াছেন বলা হইল, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যগত "নেদং ব্রহ্ম" এই ইদংকারদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে শ্রুত ব্রহ্মত্বনিষেধের ত্যাগ এবং অশ্রুত আরোপিত ব্রহ্মত্বনিষেধের কল্পনারূপ দোষ উদ্ভাবনের অবকাশ নাই। ইদংকারের আস্পদ যে সর্ব্বপ্রপঞ্চ, তাহার অতীত ও তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নরূপ ব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতির অর্থ। সুতরাং আমরা যে আরোপিতের নিষেধই সম্ভব, অনারোপিত প্রমাণসিদ্ধের নিষেধ সম্ভব নহে দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির সমাধান করিলাম, তাহাই সুসঙ্গত। তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ বস্তুরও নিষেধ সম্ভব হইলে ব্রহ্মস্বরূপেরও নিষেধবিষয়ত্ব বলা যাইতে পারে। যেহেতু উভয়ই তুল্যযোগক্ষেম অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি ও সিদ্ধান্তীর আপত্তির অর্জ্জন-রক্ষণ সমান। ২৮।

নন্থ ব্রহ্মণ উপাস্যত্বে মোক্ষে সশরীরত্বপ্রসঙ্গঃ, তথাত্বে চ "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেঃ মোক্ষেঽপি দুঃখানুভবো দুর্ব্বার ইতি চেন্ন, উক্তশ্রুতেঃ কর্ম্মজন্যপ্রাকৃতশরীরবিষয়কত্বাৎ। অপ্রাকৃতশরীরস্য শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। "জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা পরমেশ্বরেঽপি তৎসম্ভাবনা কল্পনীয়া পণ্ডিতম্মন্যৈর্বৈদিকাভিমানিভিঃ। তথাত্বে চ সার্ব্বজ্ঞ্যনিত্যত্বানন্তত্বাদ্যসম্ভবেন ঈশ্বরত্বস্যৈব নাশাৎ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" "সত্যকামঃ" "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি শ্রুতিকদম্বলক্ষণং "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিজ্ঞানবলাদিমান্। অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ স্বাধীনোঽনাদিমান্ বশী। কামতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ। নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ।" "বেদাহং সমতীতানি" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ" "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি" ইত্যাদিস্মৃতিকদম্বলক্ষণং চ তৎপ্রতিপাদকং সর্ব্বমপি বেদান্তশাস্ত্রং দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। তথাত্বে চ বাহ্যপক্ষাৎ কো বিশেষঃ, শূন্যস্য সত্তায়াস্তৈরপ্যঙ্গীকৃতত্বাদিত্যলং বিস্তরেণ। ২৯।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—ব্রহ্ম যদি উপাস্য হন, তাহা হইলে মুক্ত জীবের সশরীরত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যেহেতু শরীর না থাকিলে উপাসনার উপপত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মের উপাস্যত্ব হইলে উপাসনার উপপত্তির জন্যই মোক্ষে মুক্তের সশরীরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে মোক্ষেও দুঃখানুভব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। যেহেতু "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) অর্থাৎ "যিনি সশরীর, তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম নাই। যিনি অশরীর, তাঁহাকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না" এই শ্রুতি অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে সশরীরের দুঃখানুভব অবশ্যম্ভাবী বলিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। মোক্ষে সশরীরত্ব আমাদের স্বীকার্য্যই। তাহা হইলেও উক্ত শ্রুতিপ্রমাণবলে মোক্ষেও দুঃখানুভবের আপত্তি করা যাইবে না। কারণ উক্ত শ্রুতি কর্ম্মজন্য প্রাকৃতশরীরবিষয়ক। উক্ত শ্রুতি যাহার কর্ম্মজন্য প্রাকৃতশরীর, তাহারই সুখ-দুঃখের বিরাম নাই বলিয়াছেন। মোক্ষে যে সশরীরত্ব, তাহা অপ্রাকৃত শরীরকে নিয়াই বুঝিতে হইবে। অপ্রাকৃত শরীর শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। যেহেতু শ্রুতিই "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদিদ্বারা অপ্রাকৃত শরীরের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং শরীরিমাত্রেরই দুঃখাদিসম্বন্ধ নহে; কিন্তু কর্ম্মজন্য প্রাকৃত শরীরবিশিষ্টেরই দুঃখাদিসম্বন্ধ হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত শরীরবিশিষ্টের নহে। তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে শরীরিমাত্রেরই দুঃখাদিসম্বন্ধ হইলে বৈদিকাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য পূর্ব্বপক্ষিগণের পরমেশ্বরেও দুঃখাদিসম্বন্ধের কল্পনা করা উচিত হয়। আর তাহা হইলে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, নিত্যত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি অসম্ভব হইবে বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বেরই নাশ হইয়া পড়িবে। আর "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ ১।১।৯) "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) "সত্যকামঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) "য আত্মাপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহই লক্ষণ যাঁহার এবং "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিজ্ঞানবলাদিমান্। অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ স্বাধীনোঽনাদিমান্ বশী। কামতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ। নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ॥" "বেদাহং সমতীতানি" (গী ৭।২৬) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" (গীঃ ৭।৭) "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" (গীঃ ১৫।১৮) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (১৫।১৫) ইত্যাদি স্মৃতিসমূহই লক্ষণ যাঁহার, তাদৃশ পরমেশ্বর পরব্রহ্ম ও তাদৃশ পরমেশ্বর পরব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ফল কথা—তাহাতে শ্রুতিস্মৃতিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের বাহ্যপক্ষ অর্থাৎ বৌদ্ধমত হইতে আর কি বিশেষ হয়? অর্থাৎ কোন পার্থক্যই হয় না। যেহেতু শূন্যের সত্তা বৌদ্ধগণও ত স্বীকার করেন। প্রদর্শিতরূপে অদ্বৈতবাদিগণেরও শূন্যের সত্তায়ই পর্য্যবসিত হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। ২৯।

অথ বিদুষামুৎক্রান্তিগতী মীমাংসতে। তত্র তাবদুৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে—"অস্য সোম্য পুরুষস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি। অত্র বাক্শব্দস্যৈব লয়ো বোধ্যতে, বাগিন্দ্রিয় উপরতেঽপি মনঃপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ন চ বৃত্তিগ্রহেঽপি তথাত্বোপপত্তিঃ শঙ্কনীয়া, বৃত্ত্যুপরমে বাগিন্দ্রিয়স্য প্রমাণান্তরেণানুপলভ্যমানত্বাৎ, সাক্ষাদ্বাক্শব্দদর্শনাচ্চ। "বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ" ইতি সূত্রাৎ। উক্তহেতুভ্যাং দর্শনশব্দাভ্যামেব বাচমনু সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে। কোঽসৌ শব্দঃ? "তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" ইতি শ্রুতেঃ। দর্শনঞ্চ পূর্ব্ববদ্বোধ্যম্। "মন প্রাণে" ইতি বাক্যশেষাৎ ইন্দ্রিয়গণসহিতস্য মনসঃ প্রাণে সম্পত্তির্বোধ্যা। কিঞ্চ "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি শ্রুত্যা অন্নাদিনা মনঃপ্রাণয়োরাপ্যায়নস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তু তদুপাদেয়ত্বম্, মনসোঽহঙ্কারোপাদেয়ত্বাৎ প্রাণস্য চাকাশোপাদেয়ত্বাৎ ন তত্র শঙ্কান্তরস্যাবকাশঃ। ৩০।

অনন্তর আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের উৎক্রমণ ও গতি নিরূপণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তি এইরূপ শুনা যায়—"অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) অর্থাৎ "হে সোম্য! এই পুরুষের মুমূর্ষু অবস্থায় বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতায় উপসংহৃত হয় অর্থাৎ সংযোগরূপ সম্পত্তি লাভ করে।" এস্থলে বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় বুঝিতে হইবে। কারণ বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও মনের প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" এই শ্রুতিবাক্যরূপ সাক্ষাৎ শব্দ হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়; কিন্তু শ্রুতিগত "বাক্"পদদ্বারা বাগ্বৃত্তি ধরিয়া লইয়া বাগ্বৃত্তির মনে লয় বুঝিবে না। ঐরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু বৃত্তির উপরমে অর্থাৎ লয়ে বাগিন্দ্রিয় প্রমাণান্তরদ্বারা উপলভ্যমান হয় না। বাগ্বৃত্তির মনে লয় তবেই বলা যাইত, যদি বাগিন্দ্রিয় প্রমাণান্তরদ্বারা উপলভ্যমান হইত। সুতরাং বাগিন্দ্রিয়েরই লয় বুঝিতে হইবে। বাগ্বৃত্তির নহে। যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তই "বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ" (৪।২।১) এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়। আর সেইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও শব্দপ্রমাণ আছে বলিয়াই বাগিন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহও মনের সহিত সংযোগরূপ লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শব্দপ্রমাণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে—প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে—"তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" (৩।৯) অর্থাৎ "অতএব যখন যাহার শরীরের সাধারণ তেজ নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি মনে বিলীন ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত শরীরান্তর লাভ করিয়া থাকে।" আর মৃত্যুকালে বাগিন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহের লয় প্রত্যক্ষীভূতই হইয়া থাকে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "অতএব সর্ব্বাণ্যনু" (৪।২।২) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের শেষে বলা হইয়াছে—"মনঃ প্রাণে"। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মন প্রাণে সংযোগরূপ সম্পত্তি লাভ করে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও কথা এই যে—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"অন্নময়ং হি সোম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪) অর্থাৎ "হে সোম্য! মন অন্নময় এবং প্রাণ আপোময়"; ইহাতে অন্ন ও জলদ্বারা যথাক্রমে মন ও প্রাণের আপ্যায়ন অর্থাৎ বিবৃদ্ধিই শ্রুতির বিবক্ষিত; কিন্তু অন্নের কার্য্য মন এবং জলের কার্য্য প্রাণ নহে। যেহেতু মন অহঙ্কারের কার্য্য এবং প্রাণ আকাশের কার্য্য। সুতরাং অন্ন হইতে মনের উৎপত্তি এবং জল হইতে প্রাণের উৎপত্তি হওয়ার শঙ্কাই হইতে পারে না। আর এজন্য ইন্দ্রিয়সমন্বিত মন প্রাণে সংযুক্ত হয় যে বলা হইয়াছে, তাহাতে "প্রাণ"শব্দ জলের বাচক বলা যায় না। বাগাদিসংযুক্ত মন যে প্রাণে লীন হয়, তাহা ব্রহ্মসূত্রকার "তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ" (৪।২।৩) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩০।

প্রাণশ্চ স্বাধ্যক্ষজীবাত্মনি লীয়তে। ন চ "প্রাণস্তেজসি" ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্, তস্যা জীববিশিষ্টপ্রাণবিষয়কত্বাৎ। যথা গঙ্গাযমুনয়োর্বৈশিষ্ট্যেন সমুদ্রলয়েঽপি যমুনায়াঃ পৃথক্সমুদ্রলয়োক্তাবপ্যবিরোধস্তদ্বৎ। অন্যথা "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ, "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ান্তি" ইতি স্পষ্টশ্রবণাচ্চ। স জীবঃ তেজঃপ্রভৃতিভূতেষু লীয়তে; তৎসঞ্চরতো ভূতময়ত্বশ্রবণাৎ "পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইত্যাদিনা। "তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ" "সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ" "ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিসূত্রাণ্যত্রানুসন্ধেয়ানি। ৩১।

উৎক্রান্তেরেতাবত্ত্বং বিদুষোঽবিদুষশ্চ সমানত্বম্। তত্র বিদ্বাংস্তু হৃদয়ে বর্ত্তমানঃ প্রাপ্তব্যং লোকং প্রদ্যোতেন পশ্যতি, অবিদ্বাংস্তু পিতৃযানং প্রতিপদ্যতে নরকদ্বারঞ্চেতি বিশেষো বোধ্যঃ। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি নাড়ীবিশেষেণ গতিশ্রবণাৎ বিদুষ উৎক্রান্তিরপি আবশ্যকী। পূর্ব্বত্র সমানাপি প্রবেশে বিশেষঃ—"তেন

আর মনঃসংযুক্ত প্রাণ স্বীয় অধ্যক্ষ জীবাত্মাতে লীন হয় অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাতে যদি বলা যায়—তাহা হইলে ত "প্রাণস্তেজসি" এই ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের বিরোধ হয়। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যে ত প্রাণের তেজে লয় উক্ত হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য জীববিশিষ্ট প্রাণবিষয়ক অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীববিশিষ্ট প্রাণের তেজে লয় বলা হইয়াছে। যেমন গঙ্গা-যমুনার বিশিষ্টরূপে সমুদ্রে লয় হইলেও যমুনার পৃথক্ সমুদ্রে লয় বলা হইলে তাহাতেও কোনও বিরোধ হয় না, সেইরূপ প্রাণ ও জীবের বিশিষ্টরূপে তেজে লয় হইলেও প্রাণের পৃথক্ তেজে লয় বলায়ও কোনও বিরোধ হয় না। অতএব প্রথমতঃ জীবে সংযুক্ত হইয়া পরে প্রাণের তেজোরূপতা প্রাপ্তি হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) অর্থাৎ "জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে মুখ্যপ্রাণও তৎপশ্চাৎ উৎক্রমণ করিয়া থাকে" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ান্তি" অর্থাৎ "অন্তকাল উপস্থিত হইলে এইরূপেই সমস্ত প্রাণ এই আত্মার অভিমুখে আগমন করে" এই শ্রুতি হইতে প্রাণের জীবে লয় স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় বলিয়াও প্রাণের স্বীয় অধ্যক্ষ জীবাত্মাতে লয় বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার "সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ" (৪।২।৪) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর প্রাণসংযুক্ত জীব তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমূহে লীন হয়। কারণ "পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) অর্থাৎ "এই পুরুষ পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় হয়" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা উৎক্রমণকারী জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব প্রাণসংযুক্ত জীবের তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমূহেই লয় বুঝিতে হইবে; কেবল তেজোমাত্রে নহে। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ" (৪।২।৫) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩১।

এই পর্য্যন্ত যে সকল উৎক্রান্তি অর্থাৎ গতিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী পুরুষ ও অজ্ঞানী পুরুষ সকলেরই সমান। তৎপরে তন্মধ্যে জ্ঞানী পুরুষ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রদ্যোতদ্বারা প্রাপ্তব্য লোক দর্শন করে। আর অজ্ঞানী পুরুষ কিন্তু পিতৃযান ও নরকদ্বার প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য ও কঠ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"হৃৎপুণ্ডরীকে একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, জ্ঞানী পুরুষ উৎক্রমণকালে সেই নাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে" (ছাঃ ৮।৬।৬, কঃ ২।২।১৬)। এই শ্রুতিবাক্যে নাড়ীবিশেষদ্বারা গতি অবগত হওয়া যায় বলিয়া জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তিও

প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" ইতি শ্রুতৌ মূর্দ্ধ্ন উৎক্রান্তির্বিদ্বদ্‌বিষয়া, চক্ষুরাদিভ্য উৎক্রান্তিরিতরবিষয়েতি বিবেকঃ। "অমৃতত্বমেতি" ইতিপদোক্তামৃতত্বঞ্চ শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধনাশাভাবেনৈব পূর্ব্বোত্তরাঘবিনাশাশ্লেষমাত্রমেব, তন্নাশস্যাগ্রে ভবিষ্যমাণত্বাৎ। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি শ্রুতেরুপাসনসময়ে এব ধ্রুবাস্মৃত্যাখ্যব্রহ্মানুভূতিবিষয়কত্বং বোধ্যং ধ্রুবাস্মৃতের্ব্বৃহত্বাৎ। অন্যথা "অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" ইতি বিরোধাৎ। "উষ দাহে" ইতি ধাতোরূপম্, অদগ্ধেতি যাবৎ। লিঙ্গশরীরদাহাভাবে পরমোক্ষানুপপত্তেঃ। তস্য হি দেশবিশেষং গত্বৈব লয়শ্রবণাৎ, "ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদিনা মোক্ষবিষয়কভবিষ্যৎপ্রয়োগদর্শনাচ্চ "তদাপীতেঃ

আবশ্যক। সেই উৎক্রান্তি পূর্ব্ববর্ণিত স্থলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমান হইলেও ভাবী প্রবেশে বিশেষ আছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তস্য হৈতস্য হৃদয়াগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃঃ ৪।৪।২) অর্থাৎ "সেই উৎক্রমণকারী পুরুষের হৃদয়াগ্র প্রদীপ্ত হয়, সেই দীপ্তিদ্বারা এই আত্মা চক্ষু, মস্তক বা অন্য শরীরপ্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন"। এই শ্রুতিতে মস্তক দিয়া যে উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে এবং চক্ষুরাদি দিয়া যে উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। যেহেতু তাহাতেই "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষিত হইবে। আর শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে" (কঠ ৬।১৪) অর্থাৎ "যখন জীব হৃদয়স্থিত সর্ব্ববিধ কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন সেই মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করে, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।" এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অমৃতত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোনও শ্রুতিতে "অমৃতত্বমেতি" এইরূপও বলা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্বলাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধনাশ ব্যতীতই কেবল পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ ও উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেহেতু দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধের নাশ ভবিষ্যৎকালে হইবে। আর "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "ব্রহ্ম সমশ্নুতে" বলা হইয়াছে, তাহা উপাসনাকালেই যে ধ্রবাস্মৃতি নামক ব্রহ্মানুভূতি হয়, তদ্বিষয়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু ধ্রবাস্মৃতির বৃহত্ত্ব আছে। তাহা স্বীকার না করিলে এস্থলে ব্রহ্মসূত্রকার যে "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" (৪।২।৭) এইরূপ সূত্র রচনা করিয়া সমাধান করিয়াছেন, সেই সূত্রগত "অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" এই অংশের বিরোধ হইয়া পড়িবে। "অনুপোষ্য" এই পদটি "উষ দাহে" এই উষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অনুপোষ্য" কথার অর্থ—দগ্ধ না করিয়া। লিঙ্গশরীরের দাহ না হইলে পরমমোক্ষের উপপত্তি হয় না। দেশবিশেষে গমন করিয়াই লিঙ্গশরীরের লয় হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়; যেহেতু প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" (৬।৫) অর্থাৎ এই পুরুষাশ্রিত প্রাণাদি ষোড়শকলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। আরও কথা এই যে—জ্ঞানী পুরুষের দেহসম্বন্ধের নাশ না হইয়াই যে তাদৃশ অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে অপর শ্রুতিও প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ "তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল তিনি দেহবিমুক্ত না হইবেন"। এই শ্রুতিতে "বিমোক্ষ্যে" এই মোক্ষবিষয়ক ভবিষ্যৎ-কালের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়াই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ" (৪।২।৮) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আরও কথা এই যে—কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে

সংসারব্যপদেশাৎ” ইতি সূত্রাচ্চ। কিঞ্চ দেবযানেন গচ্ছতো বিদুষশ্চন্দ্রমসা সম্বাদলক্ষণপ্রমাণাদপি সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবোপলম্ভাদপি তথাত্বম্, “তং প্রতি ব্রূয়াৎ সত্যং ব্রূয়াৎ” ইতি শ্রুতেঃ। ৩২।

এবমুৎক্রান্তিং নিরূপ্য তদ্বিবাদং নিরাকরোতি—“প্রতিষেধাদিতি চেন্ন, শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্”। ননু যদুক্তা বিদুষ উৎক্রান্তিঃ, সা অনুপপন্না নিষেধদর্শনাৎ। “অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, প্রতিষেধাদিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—নেতি। ন নিষেধো বিদুষ উৎক্রান্তেঃ, কথং তর্হি উক্তশ্রুতেঃ গতিরিত্যত্রাহ—শারীরাদিতি। তস্যাঃ শ্রুতেঃ শারীরাদুৎক্রান্তিনিষেধো বিষয়ো ন শরীরতো নিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—স্পষ্টো হ্যেকেষামিতি। হি যস্মাৎ একেষাং মাধ্যন্দিনানাং

“তং প্রতি ব্রূয়াৎ সত্যং ব্রূয়াৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবযানপথে গমনকারী জ্ঞানী পুরুষের চন্দ্রমার সহিত কথোপকথন বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং এই শ্রুতিপ্রমাণ হইতে সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব উপলব্ধ হয়। আর সূক্ষ্মশরীরের উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞানী পুরুষের মরণসময়ে দেহসম্বন্ধ দগ্ধ না হওয়া এবং তাদৃশ অমৃতত্ব লাভ অবগত হওয়া যায়। ৩২।

এইরূপে উৎক্রান্তি অর্থাৎ গতিপ্রাপ্তি নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার তদ্বিষয়ে বিবাদ নিরাকরণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—“প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” (৪।২।১২)। এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ:—আপত্তি এই যে—বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা ত উপপন্ন হয় না; কারণ নিষেধ দেখা যায়; বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“অথাকাময়মানো য়োঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” (বৃঃ ৪।৪।৬) অর্থাৎ “আর যিনি কামনা করেন না; অতএব কামনারহিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না; ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।” এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধান্তীর পূর্ব্ব প্রকার উক্তি অসঙ্গত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে নিষেধ আছে, তাহা জ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রমণের নহে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির গতি কি প্রকার হইবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সূত্রকার বলিয়াছেন—“শারীরাৎ”। বৃহদারণ্যকোক্ত প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যে শারীর জ্ঞানী পুরুষ হইতেই প্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শরীর হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হয় নাই। তাহাতে সূত্রকার হেতু দিয়াছেন—“স্পষ্টো হ্যেকেষাম্”। “হি” যেহেতু “একেষাং” মাধ্যন্দিনশাখার “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পঞ্চমীপ্রয়োগ থাকায় শারীর জ্ঞানী পুরুষ হইতেই প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির নিষেধ স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্যে “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠ আছে। আর মাধ্যন্দিনশাখায় “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠ আছে। সুতরাং বৃহদারণ্যকোক্ত পাঠদৃষ্টে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির অবকাশ থাকিলেও মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে সেই আপত্তি নিরাকৃত হয়। অতএব জ্ঞানী পুরুষের প্রাণসকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়, ইহাই বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিও উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শরীর হইতে উৎক্রান্তির নিষেধ করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে “তস্য” এইরূপ ষষ্ঠীবিভক্তির পাঠ আছে, তাহাতে কেবল সম্বন্ধমাত্র প্রকাশিত হয় অর্থাৎ “তাঁহার প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয় না” এইমাত্র বাক্যার্থ হয়; কিন্তু তাঁহার প্রাণ সকল কাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহ হইতে অথবা শারীর জীব হইতে, তাহা উক্ত বাক্যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতিবাক্যে “তস্মাৎ” এইরূপ পঞ্চমীবিভক্তির পাঠ থাকায় শারীর জীব হইতেই যে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি হয় না, তাহা স্পষ্টরূপে

"ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ শারীরাৎ উৎক্রান্তিনিষেধঃ স্পষ্টঃ শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ "ন তস্য" ইত্যত্রাপি বিদুষঃ সম্বন্ধিপ্রাণোৎক্রান্তিনিষেধো যুক্ত এব। ন চ উৎক্রমণস্য অপাদাননিরূপ্যত্ব-নিয়মাৎ ষষ্ঠীশ্রবণবিরোধঃ, অপাদানঞ্চ শরীরমেব ন শারীর ইতি বাচ্যম্, অপাদানাপেক্ষায়ামশ্রুতাৎ শরীরাৎ সম্বন্ধিতয়া শ্রুতস্য শারীরস্যৈব সন্নিহিতত্বেনাপাদানতয়া গ্রহণেঽপি দোষাযোগাৎ। ৩৩।

কিঞ্চ জীবসম্বন্ধিতয়া প্রজ্ঞাতানাং প্রাণানাং তৎসম্বন্ধকথনে প্রয়োজনাভাবাৎ। সামান্যসম্বন্ধবাচকায়াঃ ষষ্ঠ্যা অপাদানত্বরূপসম্বন্ধবিশেষপরত্বমপি সমঞ্জসম্, বিশেষস্য সামান্যানতিরেকত্বাৎ নটস্য শৃণোতীতিবৎ। অন্যথা শ্রুতত্যাগাশ্রুতকল্পনাপত্তেঃ। বস্তুতস্তু মাধ্যন্দিনাম্নায়ে শ্রূয়মাণাপাদানস্যৈবাত্র নিগমনত্বান্ন বিবাদা-বসরঃ। "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি স্পষ্টাপাদানশ্রবণাৎ।

বোধগম্য হয়। কারণ "তস্মাৎ" শব্দের পূর্ব্বে "শরীর"শব্দের কোনও উল্লেখ নাই, বিদ্বান্ পুরুষেরই উল্লেখ আছে; অতএব "তস্মাৎ" শব্দে "তস্মাৎ পুরুষাৎ" ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়। "তস্মাৎ"শব্দের প্রাধান্যহেতু মোক্ষাধিকারী দেহীর সহিতই "তৎ"শব্দের সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে। অতএব উভয় শ্রুতিবাক্যেরই অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে—দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনেচ্ছু জীবের প্রাণ সকল তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ তাঁহার সহগামী হয়।

আরও কথা এই যে—"ন তস্য" এইরূপ ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইলেও সম্বন্ধসামান্যের প্রতীতি হইয়া তদ্দ্বারা জ্ঞানীর সম্বন্ধী প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির নিষেধ সঙ্গতই হয়। অতএব বৃহদারণ্যকোক্ত "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠেও কোন অনুপপত্তি হয় না। যদি বলা যায়—উৎক্রমণ অপাদাননিরূপ্য হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। আর এজন্য উক্ত "তস্য" এই ষষ্ঠীশ্রবণ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অপাদান কিন্তু শরীরই হইবে, শারীর জীব নহে। আর এজন্য "তাহার শরীর হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি হয় না" এইরূপ শ্রুত্যর্থই গ্রহণ করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ অপাদানের অপেক্ষায় প্রকৃতস্থলে কাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য। প্রকৃত স্থলে শরীর শ্রুত নহে, কিন্তু সম্বন্ধিরূপে শারীর জ্ঞানী পুরুষই শ্রুত। সম্বন্ধিরূপে শ্রুত শারীর জ্ঞানী পুরুষই সন্নিহিত বলিয়া অপাদানের অপেক্ষায় তাঁহাকেই অপাদানরূপে গ্রহণ করিলেও কোন দোষ হয় না; কিন্তু অশ্রুত শরীর প্রকৃতস্থলে অপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ৩৩।

আরও কথা এই যে—প্রাণ সকল জীবের সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাতই আছে। সেই সম্বন্ধ বলায় প্রয়োজন নাই। সুতরাং "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এই স্থলে সম্বন্ধসামান্যের বাচক যে ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার অপাদানত্বরূপ সম্বন্ধ-বিশেষপরত্ব হইলেও সুসঙ্গতই হয় অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধসামান্যের বাচক ষষ্ঠী বিভক্তি অপাদানরূপ সম্বন্ধবিশেষকে বুঝাইলেও তাহা সঙ্গতই হয়। যেহেতু বিশেষ সামান্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন—"নটস্য শৃণোতি" এস্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি সম্বন্ধ-সামান্যের বাচক হইয়া অপাদানরূপ সম্বন্ধবিশেষকে বুঝাইয়াছে। এইরূপ স্বীকার না করিলে প্রকৃত স্থলে শ্রুত শারীর জ্ঞানী পুরুষের ত্যাগ ও অশ্রুত শরীর কল্পনার আপত্তি হইয়া পড়িবে; কিন্তু বস্তুতঃ কথা এই যে—মাধ্যন্দিনশাখায় শ্রূয়মাণ অপাদানই প্রকৃতস্থলে নির্ণায়ক বলিয়া কোন বিবাদের অবসর নাই। যেহেতু মাধ্যন্দিনশাখায় "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠে স্পষ্ট অপাদানত্ব অবগত হওয়া যায়। আরও কথা এই যে—প্রাপ্তেরই নিষেধ সম্ভব হয়, অপ্রাপ্তের নিষেধ সম্ভব হয় না। জ্ঞানী পুরুষের শরীরবিয়োগকালে তাঁহা হইতে প্রাণ সকলের বিয়োগও প্রাপ্ত। আর তাহারই নিষেধ উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা করা হইয়াছে। শরীর হইতে প্রাণ সকলের বিয়োগ প্রাপ্ত নহে; সুতরাং অপ্রাপ্তের নিষেধ অনুপপন্ন বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অসঙ্গত।

কিঞ্চ বিদুষঃ শরীরবিয়োগকালে প্রাণবিয়োগস্যাপি প্রাপ্তত্বাৎ তস্যৈব নিষেধঃ, অপ্রাপ্তস্য নিষেধাযোগাৎ। কিঞ্চ "ইমাঃ ষোড়শকলাঃ" ইত্যাদিনা বিদুষো গত্যনন্তরং দেশান্তরে প্রাণবিয়োগশ্রবণাচ্চ। ৩৪।

ননু পূর্ব্বত্রার্ত্তভাগপ্রশ্নেঽপি বিদুষ উৎক্রান্তিনিষেধশ্রবণাৎ "আপঃ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি" ইতি বিদ্বাংসং প্রস্তুত্য "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে উদস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহো নেতি" ইতি পৃষ্টে "নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে স উচ্ছ্বসত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে" ইতি বিদুষঃ উৎক্রান্তিনিষেধ-শ্রবণাৎ। বিদ্বান্ ইহৈবামৃতত্বং প্রাপ্নোতি ইতি চেন্ন, অন্যৈরেব প্রত্যুক্তত্বাৎ। তথাহি—অত্রাপি স প্রশ্নো যদা বিদ্বদ্‌বিষয়স্তদায়মেব পরিহারঃ। স তু অবিদ্বদ্‌বিষয়ঃ, তত্র প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গাদর্শনাৎ। তত্র হি গ্রহাতিগ্রহরূপেণ ইন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থস্বভাবোঽপামগ্ন্যন্নত্বং ম্রিয়মাণস্য জীবস্য প্রাণাপরিত্যাগো মৃতস্য

আরও কথা এই যে—"ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রমণের অনন্তর দেশান্তরে প্রাণ সকলের বিয়োগ অবগত হওয়া যায় বলিয়াও প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। ৩৪।

এক্ষণে যে আপত্তি ও তাহার সমাধান বর্ণনা করা হইবে, তাহা সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য প্রথমে বৃহদারণ্য-কোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশটি শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ দেখান হইতেছে ঃ—

১। জরৎকারুবংশোদ্ভব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। আর্ত্তভাগ বলিলেন—আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ কি কি? ২। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রাণ গ্রহ, ঐ প্রাণনামক গ্রহ অপাননামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঐ অপানদ্বারাই গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৩। বাগিন্দ্রিয় অপর একটি গ্রহ। ঐ বাগিন্দ্রিয়রূপ গ্রহ নামরূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া বাক্যদ্বারা নামসকল উচ্চারণ করে। ৪। জিহ্বেন্দ্রিয় আর একটি গ্রহ। ঐ জিহ্বেন্দ্রিয়রূপ গ্রহ রসনামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া জিহ্বাদ্বারা ঐ রসসকল আস্বাদন করে। ৫। চক্ষুরিন্দ্রিয় অপর একটি গ্রহ। সে রূপনামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া চক্ষুঃদ্বারা রূপসকল দর্শন করে। ৬। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আর একটি গ্রহ। সে শব্দনামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া শ্রোত্রদ্বারা শব্দসকল শ্রবণ করে। ৭। মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় আর একটি গ্রহ। সে কামনারূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া মনের দ্বারা কাম্য বিষয়সকল কামনা করে। ৮। হস্তদ্বয় অর্থাৎ হস্তেন্দ্রিয় অপর একটি গ্রহ। সে কর্ম্মরূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া হস্তদ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করে। ৯। ত্বগেন্দ্রিয় আর একটি গ্রহ। সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শসকল অনুভব করে। এই অষ্ট গ্রহ ও অষ্ট অতিগ্রহ বর্ণিত হইল। ১০। আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই মৃত্যুর অন্নস্বরূপ। পরন্তু মৃত্যুও যাঁহার অন্নস্বরূপ, সেই দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নিই মৃত্যু; সেই অগ্নি জলের অন্ন। জল মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে। (জীব জলকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে জয় করে। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা দ্রষ্টব্য)। ১১। আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন প্রাণসকল কি তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয়? অথবা হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, হয় না; ইঁহাতেই লয় হয়। তিনি স্ফীত হইতে থাকেন; ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে থাকেন। এইরূপ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন। ১২। আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—যখন এই পুরুষ মরে, তখন কে তাহাকে ত্যাগ করে না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—নাম তাঁহাকে ত্যাগ করে না। নাম অনন্ত, বিশ্বেদেবগণ অনন্ত; মৃত পুরুষ নামদ্বারা লোকসকল জয় করে। ১৩। পুনরায় আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে,

নামবাচ্যে কীর্ত্ত্যানুবৃত্তিস্তস্য চ পুণ্যপাপানুগুণগতিপ্রাপ্তিঃ ইত্যেতে অর্থাঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রত্যুক্তাঃ। নাত্র বিদুষঃ

চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিক্‌সমূহে, স্থূলশরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধিতে, কেশ সকল বনস্পতিসমূহে এবং রক্ত ও রেতঃ জলে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পুরুষ কোথায় অবস্থান করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সোম্য আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত ধারণ কর। আমরা দুইজনই এই প্রশ্নের উত্তর একান্তে অবধারণ করিব। জনাকীর্ণস্থানে ইহার উত্তর দাতব্য নহে। অনন্তর তাঁহারা দুইজনে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছিলেন—কর্ম্মই জীবের আশ্রয়। কর্ম্মেরই প্রশংসা তাঁহারা করিয়াছিলেন। পুণ্যকর্ম্মকারী জীব পুণ্যদ্বারা পুণ্যকেই প্রাপ্ত হন। আর পাপকর্ম্মকারী জীব পাপদ্বারা পাপকেই প্রাপ্ত হয়। তাহার পর আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করা হইতে বিরত হইলেন। এক্ষণে আপত্তি এই যে—"অথাকাময়মানো যোঽকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে দশম শ্রুতিবাক্যের শেষে "জল মৃত্যুকে জয় করে" এইরূপে জ্ঞানী পুরুষের কথা উপক্রম করিয়া পরে একাদশ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"আর্ত্তভাগ বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন প্রাণ সকল কি তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয়? অথবা হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, হয় না। ইঁহাতেই লয় হয়। তিনি স্ফীত হইতে থাকেন এবং ঘর্‌ঘর্ শব্দ করিতে থাকেন। এইরূপ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন।" এই স্থলে জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তির নিষেধ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগকালেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব সিদ্ধান্তী যে জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তি হয় বলিয়াছেন ও ব্রহ্মসূত্রের তদনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু পূর্ব্ব তৃতীয়াধ্যায়োক্ত শ্রুতিবাক্যেই জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণই ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এই প্রকৃতস্থলে ১১ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যে আর্ত্তভাগের প্রশ্ন যদি জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তবে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরের সমাধান পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপেই করিতে হইবে। কিন্তু আর্ত্তভাগের ঐ প্রশ্ন অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। যেহেতু বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গই দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত ১১ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে নহে। ঐ সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ১ম বাক্যদ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহের সংখ্যাগত প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণিত হইয়াছে। আর গ্রহ ও অতিগ্রহের স্বরূপ কি তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ২য় সংখ্যক বাক্য হইতে নবম বাক্য পর্য্যন্ত আটটি বাক্যদ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহরূপে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। দশম সংখ্যক বাক্যদ্বারা "অগ্নিই মৃত্যু" "জলের অন্ন অগ্নি" ইহা বলা হইয়াছে এবং জলের অগ্ন্যন্নত্বের জ্ঞান হইতে অগ্নিজয় অর্থাৎ মৃত্যুজয় হয় বলা হইয়াছে। আর ১১শ, ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক বাক্যের দ্বারা ম্রিয়মাণ জীবের প্রাণাপরিত্যাগ, মৃতের নামবাচ্য কীর্ত্তির অনুবৃত্তি এবং তাহার পুণ্য-পাপানুরূপ গতিপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রদর্শিত বিষয় সকলই উক্ত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং অজ্ঞানী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের উক্তি-প্রত্যুক্তি বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে কথা হইল যে—অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেও ত উক্ত ১১শ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ অজ্ঞানী পুরুষের প্রাণ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ যে মৃত্যুকালে তৎসহ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" (৪।৪।২ বৃঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহা বলা হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব এই ১১শ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যে যে বলা হইয়াছে—"অজ্ঞানী পুরুষের প্রাণ

প্রসঙ্গঃ। অবিদুষস্তু প্রাণানুৎক্রান্তিবচনং স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপি তু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষ্বজ্য গচ্ছন্তীতি প্রতিপাদয়তীতি নিরবদ্যমিত্যাদি। ৩৫।

তস্মাৎ প্রাণাদ্যনুৎক্রান্তিঃ। তর্হি তৎপ্রাণাদেঃ ক্ব সমবলয়ঃ? ইত্যপেক্ষায়াং "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি শ্রুতেঃ তেষাং পরব্রহ্মণি লয়ঃ, "তানি পরে তথা হ্যাহ" ইতি সূত্রাৎ। তল্লয়োঽপি পৃথগ্ব্যবহারানর্হত্বেন, ন তু অপার্থক্যেন, "অবিভাগো বচনাৎ" ইতি সূত্রাৎ। "ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ৩৬।

এবমুৎক্রান্তিং নির্ণীয় তস্য গতির্নিরূপ্যতে। দেহাদুৎক্রম্য শতাধিকয়া সুষুম্নাখ্যয়া সূর্য্যরশ্মিভিরেকীকৃতয়া রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রম্যার্চ্চিষমভিগমনম্, "তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া" "রশ্ম্যনুসারী" ইত্যাদিসূত্রাৎ। কিঞ্চ নিশি দক্ষিণায়নে

সকলের উৎক্রমণ হয় না," ইহার যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ সকল স্থূলদেহের মত তাহাকে পরিত্যাগ করে না; কিন্তু অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ সকল ভূতসূক্ষ্মের মত জীবকে আলিঙ্গন করিয়া গমন করে" এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৩৫।

অতএব জ্ঞানী পুরুষের প্রাণাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—জ্ঞানী পুরুষের প্রাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয় ও ভূতসূক্ষ্ম কোথায় লীন হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই প্রাণাদির পরব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্"। প্রাণাদি কার্য্যের উপাদান পরব্রহ্ম; উপাদেয় প্রাণাদির উপাদান পরব্রহ্মে লয়ই যুক্তিসঙ্গত। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। আর ব্রহ্মসূত্রকার "তানি পরে তথা হ্যাহ" (৪।২।১৪) এই সূত্রদ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। এই যে প্রাণাদির পরব্রহ্মে লয় বলা হইল, তাহাও ব্রহ্ম হইতে প্রাণাদির পৃথক্‌ব্যবহারের অযোগ্যরূপে ব্রহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু অপার্থক্যরূপে নহে। যেহেতু সূত্রকার "অবিভাগো বচনাৎ" (৪।২।১৫) এই সূত্রদ্বারা ইহাই বলিয়াছেন। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি" (প্রঃ ৬।৫) অর্থাৎ "সেই ষোড়শ কলার নাম ও রূপ মিটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে "পুরুষ" এইমাত্র বলা যায়, তখন সেই জীবাত্মা কলাশূন্য ও অমৃত হন।" ইহা হইতে প্রাণাদি কলাসমূহের ব্রহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয়। এই সূত্রগত "অবিভাগ" পদের অর্থ বিনাশ নহে; কিন্তু ব্রহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি। বস্তুতঃ কোন বস্তুরই আত্যন্তিক বিনাশ নাই। সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে নিত্য অবস্থিত থাকে। ৩৬।

নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মৃত্যুকালে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তির তুল্যত্ব পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে এবং দেহান্তে বিদ্বান্ পুরুষের ষোড়শকলাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিও ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্বান্ পুরুষের গতি অর্থাৎ উৎক্রান্তি বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ তদবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।" (ছাঃ ৮।৬।৬)। আবার বলা হইয়াছে—"অনন্তর এইরূপে যখন এই শরীর হইতে কেহ নির্গত হন, তখন তিনি এই রশ্মিসকল অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হন"। সুতরাং বিদ্বান্ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া ঐ যে সুষুম্নানাম্নী মস্তকাভিমুখী শতাধিক নাড়ীটি সূর্য্যরশ্মির সহিত একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। যেহেতু ব্রহ্মসূত্রকার "তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনু-

মৃতস্য বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিরবিরুদ্ধেতি বোধ্যম্। ননু "দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতন্তু গর্হিতম্" ইতি শাস্ত্রাৎ রাত্রিদক্ষিণায়নয়োর্ম্মৃতস্য কথং ব্রহ্মাপত্তিরিতি চেন্ন, বিরোধাভাবাৎ। তথাহি—"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে" ইতি চ সূত্রাৎ উত্তরপূর্ব্বয়োঃ পুণ্যাপুণ্যয়োঃ ভগবদীয়ধ্রুবানুস্মৃত্যাখ্যজ্ঞানেনৈব অশ্লেষবিনাশাৎ বিদুষঃ প্রারব্ধকর্ম্মসম্বন্ধস্য যাবদ্‌দেহভাবিত্বাৎ ন তত্র কালাদিপ্রতীক্ষাপেক্ষেতি যাবৎ। ৩৭।

ননু "অথ যো দক্ষিণে প্রম্রিয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি" ইতি চন্দ্রপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ, চন্দ্রং প্রাপ্তানাঞ্চ "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি পুনরাবৃত্তেরাবশ্যকত্বাৎ, কিঞ্চ ভীষ্মাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাবদগ্রবর্ত্তিনামপি উত্তরায়ণপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ কথং দক্ষিণায়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, ব্রহ্মবিদ্যাবিধুরাণাং পিতৃযানেন পথা চন্দ্রং গতানামেব পুনরাবৃত্তিঃ, ন বিদুষাম্। তেষান্তু চন্দ্রপ্রাপ্তাবপি

স্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া" (৪।২।১৬) "রশ্ম্যনুসারী" (৪।২।১৭) এই সূত্র দুইটি দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন।

আরও কথা এই যে—রাত্রিতে ও দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়া বিরুদ্ধ নহে। বিদ্বান্ পুরুষের যে কোনও কালেই দেহত্যাগ হউক না কেন, দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—"দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্" অর্থাৎ "মুমূর্ষুগণের পক্ষে দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ এই সকল কালই প্রশস্ত। এই সকল কালের বিপরীত কাল অর্থাৎ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন এই সকল কাল তাঁহাদের পক্ষে নিন্দনীয়" এইরূপ শাস্ত্র আছে বলিয়া রাত্রি ও দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ঐরূপ শাস্ত্র থাকায়ও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (৪।১।১৩) "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে" (৪।১।১৯) এই দুইটি সূত্রেই বলা হইয়াছে—ভগবদীয় ধ্রুবাস্মৃতি নামক জ্ঞানদ্বারাই বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয় এবং পরকৃত পাপ সকলেও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় না। আর আরব্ধ পাপ ও পুণ্য ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন। বিদ্বান্ পুরুষের যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে, সেই পর্য্যন্তই কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে বলিয়া তাঁহাদের বন্ধের কোনও হেতু নাই। আর বন্ধহেতু নাই বলিয়াই তাঁহাদের পরব্রহ্মপ্রাপ্তিতে দেহত্যাগসম্বন্ধে কালাদিপ্রতীক্ষার অপেক্ষা নাই। দেহত্যাগ যে কোনও কালেই হউক না কেন, তাঁহাদের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মসূত্রকার "নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ" (৪।২।১৮) "অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে" (৪।২।১৯) এই দুইটি সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ৩৭।

যদি বলা যায়—শ্রুতিতে আছে—"যো দক্ষিণে প্রম্রিয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি" অর্থাৎ "যিনি দক্ষিণায়নে মরেন, তিনি পিতৃগণের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রমার সাযুজ্য লাভ করেন।" ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"চন্দ্রলোকে বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে তাঁহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন।" সুতরাং দক্ষিণায়নে মৃত পুরুষের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায় এবং চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। আর ভীষ্ম প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠগণেরও দেহত্যাগে উত্তরায়ণকালের প্রতীক্ষা শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব বিদ্বান্ পুরুষের দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে কি প্রকারে? পরন্তু উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণবলে তাঁহার চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তিই সম্ভব হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—

"তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" ইতি বাক্যশেষাৎ দক্ষিণায়নমৃতানাং চন্দ্রং গতানামপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরবিরুদ্ধা। ভীষ্মাদীনামুত্তরায়ণাদিপ্রতীক্ষা তু স্বস্য স্বচ্ছন্দমরণশক্তিপ্রদর্শনার্থমেবেত্যবিরোধঃ। তস্মাৎ দক্ষিণায়নমৃতস্যাপি বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাবশ্যকীতি সিদ্ধম্। "তস্যৈতস্য হৃদয়াগ্রং প্রদ্যোততি তেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি" "তয়োর্দ্ধ্বায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ৩৮।

তত্রার্চিষোঽভিমানিনা আতিবাহিকেন সম্মুখমেত্য নিরতিশয়সম্মানেনোপচারৈঃ সমভ্যর্চ্চ্যাতিবাহ্য দিবং নীতস্তেনাপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা শুক্লপক্ষং নীতঃ, ততশ্চোক্তরীত্যা ক্রমাৎ পক্ষোত্তরায়ণসম্বৎসরাভিমানিভিঃ বায়ুং দেবলোকরূপং নীতঃ, বায়ুনাপি সম্মানেন সমভ্যর্চ্চ্য স্বস্মিংশ্ছিদ্রং দত্ত্বা তন্মার্গেন সূর্য্যমণ্ডলং নীতঃ, তথৈব সূর্য্যেণ স্বস্মিংশ্ছিদ্রং দত্ত্বা তেন সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা চন্দ্রমসং তেন বিদ্যুল্লোকং তদভিমানিনা দেববিশেষেণ বরুণলোকং ততঃ ইন্দ্রলোকং ততঃ প্রজাপতিলোকং ততঃ প্রাকৃতমণ্ডলং ভিত্ত্বা সরিদ্বরাং বিরজামেত্য তত্র অমানবান্ পুরুষান্ স্বস্যাতিবাহনার্থমাগতান্ পশ্যতি। তদ্দর্শনকরস্পর্শাভ্যাং তৈঃ সহ

এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন হইয়া যাঁহারা পিতৃযান মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাঁহাদেরই পুনরাবৃত্তি হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নহে। ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। বিদ্বান্ পুরুষের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হইলেও "তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" এই চরম শ্রুতিবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলেও এবং চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিরুদ্ধ নহে। ভীষ্মাদি ব্রহ্মজ্ঞগণের উত্তরায়ণাদি কালের প্রতীক্ষা কিন্তু নিজেদের ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতএব দক্ষিণায়নে মৃত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সেই উৎক্রমণকারী পুরুষের হৃদয়াগ্র প্রদীপ্ত হয়, সেই দীপ্তিদ্বারা এই আত্মা নিষ্ক্রান্ত হন" (৪।৪।২)। কঠ ও ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বিদ্বান্ পুরুষ সেই শতাধিক নাড়ীটি অবলম্বনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন" (কঠ ৩।২।১৬) (ছাঃ ৮।৬।৬)। ৩৮।

বিদ্বান্ পুরুষের গতি এইরূপে হইয়া থাকে—যখন বিদ্বান্ পুরুষ দেহ হইতে উৎক্রমণ করতঃ মূর্দ্ধন্য নাড়ীদ্বারা বিনির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মিতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন অর্চ্চিরভিমানী (জ্যোতিরভিমানী) আতিবাহিক (বহনকারী) দেবতা সম্মুখে আগমন করিয়া নিরতিশয় সম্মানপূর্ব্বক উপচারসমূহদ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে দিনাভিমানী দেবতার নিকটে লইয়া যান; সেই দিনাভিমানী দেবতাও পূর্ব্বোক্তক্রমে তাঁহাকে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতার নিকটে লইয়া যান; তৎপর এইরূপে ক্রমে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা তাঁহাকে উত্তরায়ণ-ষন্মাসাভিমানী দেবতার নিকটে, উত্তরায়ণ ষন্মাসাভিমানী দেবতা তাঁহাকে সম্বৎসরাভিমানী দেবতার নিকটে এবং সম্বৎসরাভিমানী দেবতা তাঁহাকে বায়ুদেবতার নিকটে লইয়া যান। তখন বায়ু দেবতাও সম্মানদ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া নিজমধ্যে ছিদ্র প্রদান করতঃ সেই পথে তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া যান এবং সেইরূপেই সূর্য্য (আদিত্যাভিমানী দেবতা) নিজমধ্যে ছিদ্র প্রদান করতঃ সেই পথে তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে লইয়া যান। এইরূপে চন্দ্রাভিমানী দেবতা তাঁহাকে বিদ্যুল্লোকে ও বিদ্যুদভিমানী দেবতা তাঁহাকে বরুণলোকে লইয়া যান। বিদ্বান্ পুরুষ সেই বরুণলোক হইতে ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক হইতে প্রজাপতিলোকে এবং প্রজাপতি লোক হইতে প্রাকৃতমণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রেষ্ঠা নদী বিরজায় আগমন করেন। তথায় তিনি নিজের বহনকারী সমাগত দেবপুরুষগণকে দর্শন করেন এবং তাঁহাদের দর্শন ও করস্পর্শদ্বারা তাঁহাদের সহিত সঙ্কল্প করামাত্র সেই বিরজা নদী উত্তীর্ণ হন।

সঙ্কল্পমাত্রেণ তাং তরতি, পরধামসীমানং প্রাপ্য তত্র সূক্ষ্মশরীরং পরস্যাং দেবতায়াং হিত্বা দিব্যাপ্রাকৃতানাদি-সিদ্ধামানবানীতব্রহ্মালঙ্কারৈঃ অলঙ্কৃতো বিষ্ণুলোকং পরং পদং প্রবিশ্য ব্রহ্মভাবমধিগচ্ছতীতি যাবৎ। ৩৯।

"অথ যদু চৈবাস্মিঞ্চব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমা-পূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্ তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সম্বৎসরাৎ আদিত্যমাদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি ছান্দোগ্যাম্নায়ে। আদিত্যো যান্ মাসান্ উদঙ্ঙেতি, তান্ মাসান্ ইত্যন্বয়ঃ। বৃহদারণ্যকে চ মাসপর্য্যন্তপাঠঃ পূর্ব্বসমঃ, "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাৎ আদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি"। "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্" ইত্যাদি তস্যৈব স্বলোকপ্রাপ্তায় শ্রীমুকুন্দপদাশ্রিতায় বিদুষে তৎপদং জিগমিষবে স বায়ুঃ তত্র স্বাত্মনি বিজিহীতে ছিদ্রং করোতি, তেন ছিদ্রেণ দ্বারেণ ঊর্দ্ধমাক্রমত ইত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্। ৪০।

এইরূপে তিনি পরম ধামের সীমানা প্রাপ্ত হইয়া তথায় সূক্ষ্মশরীর পরমদেবতায় পরিত্যাগ করিয়া দিব্য, অপ্রাকৃত, অনাদিসিদ্ধ, দেবপুরুষানীত ও ব্রহ্মার তুল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পরমপদ বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৯।

অর্চ্চিরাদি মার্গ একটিই আছে। শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ তদ্দ্বারাই গমন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৫শ খণ্ডের ৫ম বাক্যে উল্লেখ আছে—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষের দেহত্যাগান্তে শবক্রিয়াদি হউক বা না হউক, তাঁহারা অর্চ্চিরাভিমানী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে, যাহাতে সূর্য্য উত্তর দিকে গমন করেন, ঐ মাসসমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তৎপর কোনও অমানব (দেব) পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান। ইহাই দেবযান ও ব্রহ্মযান। এই পথে গমনকারীরা আর এই মানবীয় আবর্ত্তে পুনরাবর্ত্তন করেন না।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ১৫শ বাক্যে বিদ্বান্ পুরুষের গতি বলিতে গিয়া ষণ্মাস পর্য্যন্ত গতি উক্ত ছান্দোগ্যবাক্যের মতই বলিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন—"মাসসমূহ হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করেন। তৎপরে অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।"

বৃহদারণ্যকের পঞ্চমাধ্যায়ের দশম ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—"পুরুষ যখন ইহলোক হইতে চলিয়া যান, তখন তিনি বায়ুতে গমন করেন; বায়ু তাঁহার গমনের জন্য রথচক্রের মধ্যে যে পরিমাণ ছিদ্র, সেইরূপ একটি ছিদ্র নিজমধ্যে উৎপাদন করেন; উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিদ্রদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন। তদনন্তর সেই পুরুষ আদিত্যে গমন করেন। আদিত্য তাঁহার গমনের জন্য নিজমধ্যে লম্বরনামক বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্রের মত একটি ছিদ্র উৎপন্ন করেন। উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিদ্রদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন। তদনন্তর তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। চন্দ্র তাহার গমনের জন্য নিজমধ্যে দুন্দুভির ছিদ্রের মত একটি ছিদ্র উৎপন্ন করেন। উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিদ্রদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন" ইত্যাদি। ৪০।

কৌষীতক্যাম্নায়ে তু "স এতং দেবযানং পন্থানমাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স আদিত্যলোকং স চন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকম্" ইত্যাদি "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" ইত্যাদিসূত্রকদম্বাচ্চ। "সন্নিরুদ্ধস্ত তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু বৈ। জগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ॥" ইতি শ্রীশুকমোক্ষে গতিস্মৃতিঃ। যাজ্ঞবল্ক্যে চ—"ঊর্দ্ধমেকস্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বাদিত্যমণ্ডলম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। এতে অর্চ্চিরাদয়ো নেতারো হ্যাতিবাহিকসংজ্ঞকা দেববিশেষা এব, ন তু মার্গচিহ্নবিশেষা ভোগভূমিবিশেষা বা উপসংহারে "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি নেতৃত্বশ্রবণাৎ। উপসংহারবাক্যানুরোধেনার্চ্চিরাদীনামপ্যাতিবাহিকত্বমেব ইত্যবগমাৎ। "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা অর্চ্চিরাদীনাং দেববিশেষত্বেন দিনপক্ষাদীনাঞ্চ কালবিশেষত্বেন মার্গচিহ্নত্বং ভোগভূমিত্বং চ বক্তুমশক্যমসম্ভবাৎ। ৪১।

অর্চ্চিরাদিগতিসংগ্রহশ্লোকাশ্চ—বিদ্বান্ বিনিষ্ক্রম্য সুষুম্নয়া তয়া, নাড্যা সমারুহ্য সবিতৃরশ্মীন্।

কৌষীতকী উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের ৩য় বাক্যে বলা হইয়াছে—"তিনি দেবযান পন্থা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোক প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি ক্রমশঃ বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" তৎপর ৪র্থ বাক্যে বলা হইয়াছে—"তিনি বিরজা নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া মনোদ্বারাই তাহাকে অতিক্রম করেন"। এই প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে বিদ্বান্ পুরুষের গতি অবগত হওয়া যায়। এই সকল শ্রুতিবাক্যে বিদ্বান্ পুরুষের গতি স্থূলতঃ নানারূপ পরিদৃষ্ট হইলেও অর্চ্চিরাদি একটি মার্গকেই নানাবিশেষণবিশিষ্ট করিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকরণে ঐ একটিমাত্র মার্গই ন্যূনাধিকভাবে বিশেষিত করিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর সেই মার্গদ্বারাই বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন বলিয়া বুঝিতে হইবে। "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" (৪।৩।১) "বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্" (৪।৩।২) "তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ" (৪।৩।৩) এই সকল সূত্র হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। এই সকল সূত্রের ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বিস্তৃতিভয়ে এস্থলে তাহা প্রদর্শন করা হইল না।

শ্রীশুকমোক্ষে বিদ্বান্ পুরুষের গতি বলা হইয়াছে—"সন্নিরুদ্ধস্ত তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু বৈ। জগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ"। যাজ্ঞবল্ক্যে বলা হইয়াছে—"ঊর্দ্ধমেকস্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বাদিত্যমণ্ডলম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্"। এই সকল স্মৃতিবাক্য হইতে বিদ্বান্ পুরুষের গতি অবগত হওয়া যায়। এই যে অর্চ্চিরাদির কথা বলা হইয়াছে, ইঁহারা ব্রহ্মলোকে গন্তা পুরুষ সকলের নায়ক অর্থাৎ বহনকারী আতিবাহিক নামক দেবতাবিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই অর্চ্চিরাদি মার্গচিহ্নবিশেষ বা ভোগভূমিবিশেষ নহে। কারণ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে উপসংহারে "তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই বাক্যে অমানুষের (দেবতার) ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব (বাহকত্ব) উল্লেখ থাকায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক দেবতাবিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" (৪।৩।৪) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। আর অর্চ্চিরাদি দেববিশেষ বলিয়া এবং দিন, পক্ষ প্রভৃতি কালবিশেষ বলিয়া ঐ সকলকে মার্গচিহ্নবিশেষ বা ভোগভূমিবিশেষ বলা যায় না। কারণ তাহা অসম্ভব। ৪১।

পূর্ব্বাচার্য্যরচিত অর্চ্চিরাদি গতির সংগ্রহশ্লোকগুলি এই—

১। বিদ্বান্ পুরুষ সেই সুষুম্না নাড়ী দিয়া বিনির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মিতে আরোহণ করতঃ তাহা হইতে প্রথমতঃ

ততশ্চ বহ্নিং প্রথমং প্রয়াতি, ততো দিনং পক্ষমুপৈতি শুক্লম্ ॥ ১ ॥ তথোত্তরং প্রাপ্য বুধোঽয়নং ততঃ, সম্বৎসরং দেবনিবাসবায়ুম্। সূর্য্যঞ্চ সোমঞ্চ ততশ্চ বৈদ্যুতং, জলেশমিন্দ্রঞ্চ ততঃ প্রজাপতিম্ ॥ ২ ॥ স তত্র তত্রাখিললোকপালৈঃ, সমর্চ্চিতো যাতি সমস্তলোকান্। অতীত্য দেবৈশ্চ সমাগতৈরসৌ, হ্যমানবৈর্যাতি সরিদ্বরাং বুধঃ ॥ ৩ ॥ বিহায় লিঙ্গং পরদেবতায়াং, সঙ্কল্পমাত্রেণ তরেচ্চ তাং নদীম্। ততোঽকৃতং বিগ্রহমভ্যুপেত্য, হ্যলঙ্কতো ব্রহ্মসমৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥ ৪ ॥ দ্বাঃস্থৈঃ সমাগম্য পরস্পরং মুদা, হ্যলৌকিকং স্থানমসৌ প্রপশ্যন্। সমাগতো ভাগবতৈশ্চ মার্গে, সমানশীলৈর্ভগবৎপ্রপন্নৈঃ ॥ ৫ ॥ ততশ্চ পশ্যন্ মণিমণ্ডপেঽসৌ, স্থূণাসহস্রাদিবিরাজমানে। দিব্যে মহারত্নময়ে মহাত্মা, সিংহাসনস্থং পুরুষোত্তমং হরিম্ ॥ ৬ ॥ লক্ষ্ম্যাদিযুক্তং পরমেশিতারমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাৎ পরম্। সুনন্দমুখ্যৈশ্চ সুদর্শনাদিভি-র্নমস্কৃতং স্বাঞ্জলিসম্পুটৈশ্চ ॥ ৭ ॥ সহস্রসূর্য্যাদিপ্রভাতিরস্কর-দ্যুভিঃ কিরীটাদিসমস্তভূষণৈঃ। বিভূষিতাঙ্গং জগতাং পতিং গুরুং, বেদান্তবেদ্যং দ্রুহিণাদিবন্দ্যম্ ॥ ৮ ॥ মুক্তোপসৃপ্যং চ মুমুক্ষুমৃগ্যং, বিশ্বস্য হেতুং স্বজনৈকজীবনম্। বিজ্ঞানমানন্দস্বরূপকঞ্চ, স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তহেয়ম্ ॥ ৯ ॥ সমস্তকল্যাণগুণাকরং প্রভুং, বিজ্ঞানমূর্ত্তিং পরধামসংস্থম্। দৃষ্ট্বা মুকুন্দং ভগবন্তমাদ্যং, কৃষ্ণং সদানন্দময়ং বরেণ্যম্ ॥ ১০ ॥ দূরান্নমস্কৃত্য পদারবিন্দয়ো-র্নমো নমো ভূয় উদাহরন্মুদা। ততশ্চ কৃষ্ণেন কৃপার্দ্রয়া দৃশা-বলোকিতঃ শ্রীমুখপঙ্কজেন সঃ ॥ ১১ ॥ গিরা পরানন্দনিদানভূতয়া, সম্ভাবিতো যাতি হি ব্রহ্মভাবম্। পুনর্ন সংসারগতিং সমেতি বৈ, বিমুক্তমায়ার্গল এষ মুক্তঃ ॥ ১২ ॥ প্রদর্শিতেয়ং শ্রুতিভিঃ

অগ্নি অর্থাৎ অর্চ্চিতে গমন করেন। তৎপর দিনকে এবং তৎপর শুক্লপক্ষকে প্রাপ্ত হন। ২। তাহার পর তিনি উত্তরায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ক্রমে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে দেবনিবাস বায়ুকে, বায়ু হইতে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রকে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে, বিদ্যুৎ হইতে বরুণকে, বরুণ হইতে ইন্দ্রকে এবং ইন্দ্র হইতে প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হন। ৩। তিনি সেই প্রজাপতিলোকে স্থানে স্থানে সমস্ত লোকপালকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সমস্ত লোকে গমন করেন এবং সেই সকল লোক অতিক্রম করিয়া সমাগত অমানব দেবগণদ্বারা শ্রেষ্ঠা নদী বিরজাতে গমন করেন। ৪। তথায় তিনি পরমদেবতাতে সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কল্পমাত্রে সেই বিরজা নদী উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মের সমান অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হন। ৫। অনন্তর তিনি দ্বারপালগণের সহিত আগমন করিয়া পরস্পর আনন্দে অলৌকিক স্থান দেখিতে দেখিতে পথে সমানচরিত্র ভগবৎপ্রপন্ন ভাগবতগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবদ্ধামে সমাগত হন। ৬। অনন্তর সেই মহাত্মা স্তম্ভসহস্রাদিদ্বারা বিরাজমান মহারত্নময় দিব্য মণিমণ্ডপে সিংহাসনস্থ পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে দেখিতে পান। ৭—১২। লক্ষ্মীপ্রভৃতিযুক্ত, পরম ঈশিতা, আদিত্যবর্ণ, প্রকৃতির অতীত, সুনন্দপ্রমুখ ও সুদর্শনাদিকর্ত্তৃক স্ব স্ব অঞ্জলিসম্পুটদ্বারা নমস্কৃত, সহস্র সূর্য্যাদির প্রভাকে ম্লান করে এইরূপ দীপ্তিশালী কিরীটাদি সমস্ত ভূষণদ্বারা বিভূষিতাঙ্গ, জগতের পতি, গুরু, বেদান্তবেদ্য, ব্রহ্মাদির বন্দনীয়, মুক্তপ্রাপ্য, মুমুক্ষুগণের অন্বেষণীয়, বিশ্বের কারণ, ভক্তগণের জীবনস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়স্বরূপ, স্বভাবতঃ সমস্ত হেয়গুণরহিত, সমস্ত কল্যাণগুণের আকার, প্রভু, বিজ্ঞানমূর্ত্তি, পরমধামে সম্যগবস্থিত, মুক্তিপ্রদ, সদানন্দময়, বরেণ্য ও আদ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি দূর হইতে তাঁহার চরণকমলে নমস্কার করতঃ আনন্দে পুনঃ পুনঃ নমঃ নমঃ বলিতে থাকেন। তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কৃপার্দ্র দৃষ্টিদ্বারা অবলোকিত হইয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখকমলদ্বারা উচ্চারিত পরমানন্দের নিদানভূত বাক্যদ্বারা সম্ভাষিত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তিনি পুনরায় কখনই সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। তিনি মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্ত হন। ১৩। মন্দবুদ্ধি জনগণের কল্যাণের

পরা গতিঃ, সংক্ষেপতো মন্দধিয়াং হিতায়। স্বসম্প্রদায়ানুগুণা ময়েরিতা, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রমাণসঙ্ঘৈঃ ॥ ১৩ ॥ যয়া গতো যাতি পরেশভাবং, হরেঃ পদং মুক্তসমস্তবন্ধঃ। মুমুক্ষুভিঃ সা পরিশীলনীয়া, মুকুন্দপাদাম্বুজ-গন্ধলুব্ধৈঃ ॥ ১৪ ॥ ৪২ ॥

অথ "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি শ্রুত্যা অর্চ্চিরাদিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তির্বিধীয়তে। সা কিং কার্য্যভূত-হিরণ্যগর্ভব্রহ্মবিষয়কা উত পরব্রহ্মবিষয়া? তত্র কিং যুক্তম্? কার্য্যব্রহ্মবিষয়িকৈব, কার্য্যব্রহ্মণ এব দেশবিশেষবর্ত্তিত্বেন তত্রৈব গত্যুপপত্তের্গন্তৃগন্তব্যসম্ভবাৎ। ব্রহ্মলোকান্ গময়তীতি বহুবচনেন বিশেষিতত্বাচ্চ। ন চ ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যত্বাৎ কথং কার্য্যব্রহ্মোপস্থাপকত্বমিতি বাচ্যম্, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি" ইতি তস্য পূর্ব্বজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যাদ্ ব্রহ্মত্বোক্তেঃ। ননু "নাবর্ত্তন্তে" ইতি কথমস্যাঃ পুনরাবৃত্তিশ্রবণং সঙ্গচ্ছতে

নিমিত্ত শ্রুতিসমূহ সংক্ষেপতঃ এই পরমা গতি অর্থাৎ বিদ্বদ্‌গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়রূপ প্রমাণসমূহদ্বারা নিজসম্প্রদায়ের অনুসারিণী এই বিদ্বদ্‌গতি বর্ণনা করিলাম। ১৪। যে গতি লাভ করিয়া পুরুষ সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির পদ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ভগবান্ মুকুন্দের চরণকমলের গন্ধে লুব্ধ মুমুক্ষুগণের সেই গতি অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৪২।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৬) এই শ্রুতি অর্চ্চিরাদিমার্গদ্বারা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিধান করিয়াছেন, এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি কি হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি? অথবা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি? অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি কি কার্য্যভূত হিরণ্যগর্ভবিষয়ক? অথবা পরব্রহ্মবিষয়ক? এইরূপ সংশয়ে সঙ্গত কি? এতদুত্তরে বাদরিমুনি বলেন—অর্চ্চিরাদি দেবতাগণ উপাসকগণকে হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্তি করান; পরব্রহ্মকে নহে; কারণ কার্য্যব্রহ্মই দেশ-বিশেষবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাতেই গতির উপপত্তি হয়, এজন্য কার্য্যব্রহ্মেই গন্তার গন্তব্যত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। আর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" অর্থাৎ "অমানব (দেব) পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান" (বৃঃ ৬।২।১৫), এই বাক্যে "ব্রহ্মলোক"শব্দ ও বহুবচনের দ্বারা বিশেষিত করায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অর্চ্চিরাদি দেবগণ উপাসককে হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্তি করান।

যদি বলা যায়—নপুংসকলিঙ্গ "ব্রহ্ম"শব্দ পরব্রহ্মেই মুখ্য বলিয়া "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৬) এই শ্রুতিবাক্যোক্ত "ব্রহ্ম"শব্দ কার্য্যব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপস্থাপক হইবে কিরূপে? যদি এই "ব্রহ্ম"শব্দ হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মের উপস্থাপক হইত, তবে শ্রুতিতে "স এনান্ ব্রহ্মাণং গময়তি" এইরূপে পুংলিঙ্গের নির্দ্দেশই থাকিত। সুতরাং এই "ব্রহ্ম"শব্দ পরব্রহ্মেরই বাচক, কার্য্যব্রহ্মের নহে ইহাই বলিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদিজাত পুরুষ। সুতরাং পূর্ব্বজ ব্রহ্মার কারণভূত পরব্রহ্মের সামীপ্য আছে বলিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম বলা উপপন্নই হয়।

ইহাতে আপত্তি এই যে—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি যদি হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে "নাবর্ত্তন্তে" "অমৃতত্বমেতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষ ফিরিয়া আসেন না" "তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন" এইরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের অপুনরাবৃত্ত্যাদি শ্রবণ কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ" এই স্মৃতিবাক্য হইতে কার্য্যব্রহ্মগত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তিই অবগত হওয়া যায়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিতেও অপুনরাবৃত্তি অনুপপন্ন নহে। হিরণ্যগর্ভলোকের লয়কালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভের সহিত তল্লোকবাসী সকলে শুদ্ধব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতি

ইতি চেন্ন, তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ মোক্ষবিবক্ষয়া তস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধাৎ। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মান প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইতি স্মৃতেরিতি বাদরেরাচার্য্যস্য পক্ষঃ। "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ" ইতি সূত্রাৎ। ৪৩।

জৈমিন্যাচার্য্যস্য তু পরব্রহ্মৈবাত্র ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ম্, তস্যৈব শক্যত্বেন তত্রৈব বৃত্তিত্বাদন্যথা গৌণত্ব-প্রসঙ্গঃ, "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" ইতি ন্যায়াৎ। কার্য্যব্রহ্মপরত্বে তু "ব্রহ্মাণং গময়তি" ইতি প্রয়োগঃ শ্রুতৌ স্যাৎ। "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইতি শ্রুতৌ পরস্যৈব স্পষ্টদর্শনাৎ ইতি নির্ণয়ঃ, "পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ" "দর্শনাচ্চ" ইতি সূত্রাৎ। ৪৪।

নন্থ "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইতি শ্রুত্যা কার্য্যব্রহ্মপরত্বমেব পূর্ব্বশ্রুতস্য ব্রহ্মশব্দস্যেতি চেন্ন, নায়ং কার্য্যব্রহ্মবিষয়ো হি প্রত্যভিসন্ধিঃ, কিন্তু পরব্রহ্মবিষয় এব "নামরূপয়োর্নির্বহিতা" ইতি পরস্যৈবাধিকারাৎ। বাক্যশেষে "যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্" ইতি তস্যাভিসন্ধাতুঃ সর্ব্বাবিদ্যাবিমোক-

---

বলিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পুনরাবৃত্তি স্মৃতি এবং মহাপ্রলয়ের পরে অপুনরাবৃত্তি শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া কোনও বিরোধের অবসর নাই। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাঁহারা সত্যালোকে গিয়াছিলেন, সেই হরিনিহিতবুদ্ধি ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মার অধিকারক্ষয়ে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির পদে প্রবেশ করেন।" সুতরাং হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিতেও অপুনরাবৃত্তি সঙ্গত হয়। ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত। "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ" (৪।৩।৬) "বিশেষিতত্বাচ্চ" (৪।৩।৭) "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ" (৪।৩।৮) "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ" (৪।৩।৯) স্মৃতেশ্চ" (৪।৩।১০) এই সকল সূত্র হইতেই উক্ত বাদরিমুনির মত অবগত হওয়া যায়। ৪৩।

জৈমিনি আচার্য্য কিন্তু "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই শ্রুতিবাক্যোক্ত "ব্রহ্ম"শব্দের অভিধেয় পরব্রহ্মই বলিয়াছেন। অর্চ্চিরাদি দেবগণ বিদ্বান্ পুরুষকে পরব্রহ্মই প্রাপ্তি করান, ইহা জৈমিনি আচার্য্যের মত। কারণ তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। নপুংসকলিঙ্গ "ব্রহ্ম"শব্দের পরব্রহ্মেই মুখ্যবৃত্তি। নপুংসকলিঙ্গ "ব্রহ্ম"পদের কার্য্যব্রহ্ম অর্থ করিলে তাহার গৌণত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" এই ন্যায় হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। প্রকৃত স্থলে "ব্রহ্ম"শব্দ কার্য্যব্রহ্মপর হইলে শ্রুতিতে "ব্রহ্মাণং গময়তি" এইরূপই প্রয়োগ হইত। আর "এই যে সম্প্রসাদ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ, ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন" (ছাঃ ৮।৩।৪) এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মেরই প্রাপ্যত্ব স্পষ্ট দেখা যায় বলিয়াও প্রকৃত স্থলে "ব্রহ্ম"পদের অর্থ পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। "পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ" (৪।৩।১১) "দর্শনাচ্চ" (৪।৩।১২) এই সূত্র দুইটি হইতেই উক্ত জৈমিনি আচার্য্যের মত অবগত হওয়া যায়। ৪৪।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—"আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি" (ছাঃ ৮।১৪।১) এই শ্রুতিবাক্যে কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্প অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রুতিদ্বারা ইহার পূর্ব্বে শ্রুত "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৪) এই "ব্রহ্ম"শব্দের কার্য্যব্রহ্মপরত্বই হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ "আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি" এই যে সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্প, ইহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে; কিন্তু ইহা পরব্রহ্মবিষয়কই। যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রথমে "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতম্ স আত্মা" অর্থাৎ 'যিনি আকাশ নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা" এইরূপ বলিয়া

সর্ব্বাত্মভাবাভিসন্ধানাৎ। "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইত্যভিসম্ভাব্যমানস্য ব্রহ্মলোকস্যাকৃতত্বশ্রবণাৎ সর্ব্ববন্ধবিমুক্তশ্রবণাচ্চ পরব্রহ্মৈব প্রাপ্যমর্চ্চিরাদিনা গতস্যেতি। ৪৫।

এতদুক্তং ভবতি—ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যত্বাৎ প্রমাণান্তরাবগতস্যৈব লাক্ষণিকত্বং যুক্তম্। ন চ গমনানুপপত্তিঃ প্রমাণম্, পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বেঽপি বিদুষো বিশেষদেশগতস্যৈব নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্তিঃ শাস্ত্রাৎ। যথা বিদ্যোৎপত্তৌ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাপেক্ষা বিবিদিষাশ্রুতেঃ, তথা নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্তিরূপবিদ্যা-নিষ্পত্তিরপি বিশিষ্টদেশগতিসাপেক্ষেতি গতিশ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে। ন চ লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং হিরণ্যগর্ভস্যৈব প্রতীতিরিতি বাচ্যম্, নিষাদস্থপতিন্যায়েন ব্রহ্মৈব লোক ইতি কর্ম্মধারয়সমাসেন অবিরোধাৎ। বহুবচন-

---

পরব্রহ্মেরই প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর সেই শ্রুতিবাক্যের শেষে যে বলা হইয়াছে—"আমি যেন ব্রাহ্মণগণের যশ, ক্ষত্রিয়ের যশ, বৈশ্যের যশ হইতে পারি" ইত্যাদি, তদ্দ্বারা সেই সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্পকারী পুরুষের সমস্ত অবিদ্যা হইতে বিমোক্ষ ও সর্ব্বাত্মভাবেরই সঙ্কল্প উক্ত হইয়াছে বলিয়াও উক্ত সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্প পরব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। আরও কথা এই যে—তাহার অব্যবহিতপূর্ব্ব শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"অশ্ব যেমন লোমসমূহ কম্পিত করিয়া শ্রমাদি দূর করে, আমিও সেইরূপ পাপ বিধৌত করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, আমিও সেইরূপ শরীর ত্যাগ করিয়া ও কৃতকৃত্য হইয়া অকৃত অর্থাৎ শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব" (ছাঃ ৮।১৩।২)। এই শ্রুতিবাক্যে সম্ভাব্যমান ব্রহ্মলোকের অকৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং সর্ব্ববন্ধের বিমুক্তি অবগত হওয়া যায় বলিয়াও উক্ত সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্প পরব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং অর্চ্চিরাদি মার্গে গত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মই প্রাপ্য, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের মত। ৪৫।

ইহাই বলা হইল যে—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই শ্রুত্যুক্ত "ব্রহ্ম"শব্দের পরব্রহ্মেই মুখ্যত্ব। আর ঐ মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্চ্চিরাদি দেবগণ ব্রহ্মোপাসকগণকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করান" এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। প্রমাণান্তরদ্বারা উক্ত ব্রহ্মপদের কার্য্যত্ব নিশ্চয় হইলেই তাহার লাক্ষণিকত্ব সঙ্গত হয় এবং তাহার কার্য্যব্রহ্ম অর্থ করা যাইতে পারে। তাহার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপদের পরব্রহ্ম অর্থ করাই সঙ্গত। যদি বলা যায়—সর্ব্বগত ব্রহ্মে গমনের উপপত্তি হয় না বলিয়া সেই গত্যনুপপত্তিই উক্ত "ব্রহ্ম"পদের কার্য্যব্রহ্মপরত্বে প্রমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহাও বলা যায় না; কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও বিদ্বান্ পুরুষ বিশিষ্ট দেশগত হইলেই তাঁহার নিঃশেষ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। যেমন বিবিদিষাশ্রুতি হইতে অর্থাৎ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) এই শ্রুতি হইতে বিদ্যোৎপত্তিতে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা আছে জানা যায়, সেইরূপ উক্ত গতিশ্রুতিসমূহ হইতে নিঃশেষ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ বিদ্যার নিষ্পত্তিতেও বিশিষ্ট দেশগমনের অপেক্ষা আছে জানা যায়। সুতরাং গমনের অনুপপত্তি নাই বলিয়া এই প্রদর্শিত আপত্তির অবকাশ নাই।

যদি বলা যায়—বৃহদারণ্যকে যে বলা হইয়াছে—"তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" (৬।২।১৫) এই "লোক"শব্দ ও বহুবচনদ্বারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেরই ত প্রতীতি হয়। "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই স্থলে "ব্রহ্ম"শব্দ পরব্রহ্মপর হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত ত বিরোধ হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ "নিষাদস্থপতি" এই স্থলে "নিষাদানাং স্থপতিঃ" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস আশ্রয় করিলে পূর্ব্বপদের তৎসম্বন্ধীতে লক্ষণার আপত্তি হয় বলিয়া যেমন তাহাতে "নিষাদ এব স্থপতিঃ নিষাদ-

স্থাপ্যাদিতিঃ পাশান্ ইতিবৎ অনুপপত্ত্যভাবাৎ। যথা অদিতিঃ পাশান্ প্রমুক্তেতি একস্মিন্ পাশে বহুবচনপ্রয়োগঃ তদ্বদিতি বোধ্যম্। ৪৬।

নন্থ নির্গুণব্রহ্মবিদো গতির্নোপপদ্যতে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বাৎ। ন প্রাপ্তস্যৈব প্রাপ্তির্যুক্তা, কিন্তু যঃ পরিচ্ছিন্নো গ্রামাদিঃ, স গত্বা প্রাপ্যতে। তস্মাৎ সগুণব্রহ্মবিদ এব সগুণাস্থ বিদ্যাস্থ গতিশ্রবণাদিতি কেচিদাহুঃ। তদযুক্তমিত্যাহুরন্যে অসম্ভবাৎ। তথাহি—যদি নির্গুণায়াং গতিরনুপপন্না, তর্হি সগুণাস্বপি সমানানুপপত্তিঃ, তত্রাপি ব্রহ্মৈব উপাস্যতে তস্যানেকত্বাভাবাৎ। সর্ব্বগতস্য গুণাঃ সর্ব্বগতা এব যথা আকাশস্য পরমমহত্ত্বম্। কিঞ্চ সংসারগতিনিবৃত্তিহেতবঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ যস্য গুণাঃ সঃ পরমাত্মোচ্যতে, যস্যৈতে ন সন্তি স সংসারী সত্ত্বাদিগুণযোগাৎ। ন হি সগুণং ব্রহ্ম উপাস্যমানমব্রহ্ম ভবতি। ন চ নির্গুণং বস্তু বিদ্যতে, ন হি উষ্ণপ্রকাশাদিপ্রত্যাখ্যানে অগ্নির্নাম ভবতি, নাপি দ্রব্যপ্রত্যাখ্যানে গুণো নামাস্তি, উভয়াত্মকং তদ্বস্তু "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" ইতি শতগুণোত্তরক্রমেণানন্দপ্রতিপাদনাৎ। যদি চৈতন্যমাত্রং ব্রহ্ম, তদা আনন্দগুণোপদেশোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন চাকস্মাদর্থবাদকল্পনা। যথাশ্রুতার্থগ্রহণে কিং নামানুপপন্নম্। অস্থূলাদিশ্রুতিস্তু প্রপঞ্চাস্তিত্বনিরাকরণপরা, অয়ন্তু "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" ইত্যসাধারণঃ

স্থপতিঃ" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস স্বীকার করা হয়, সেইরূপ "ব্রহ্মলোকান্" এই স্থলেও "ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস স্বীকার করিলে উক্ত বিরোধের অবকাশ থাকে না। আর অর্থের একত্বনিশ্চয় থাকিলে বহুবচনেরও পাশবহুত্বের ন্যায় উপপত্তি হয়। যেমন "অদিতিঃ পাশান্ প্রমুক্তা" এই স্থলে একটি পাশে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ এক ব্রহ্মলোকে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই। ৪৬।

কেহ কেহ বলেন—নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি কখনই উৎপন্ন হয় না। কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বগত। সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রাপ্তই আছেন। প্রাপ্তের প্রাপ্তি হইতে পারে না। সর্ব্বগত ব্রহ্মে গমন কখনই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যাহা পরিচ্ছিন্ন, যেমন গ্রামাদি, গমন করিয়া তাহা পাওয়া যায়। অতএব সগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরই গতি উৎপন্ন হয়; যেহেতু উক্ত অর্চ্চিরাদি গতি সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায় অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনায়ই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরই অর্চ্চিরাদি গতি হয়; নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নহে।

অপর কেহ কেহ বলেন—তাহা ঠিক নহে; যেহেতু তাহা অসম্ভব। যদি নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি অনুপপন্ন হয়, তবে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায়ও ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি তুল্যরূপে অনুপপন্ন হইবে। ঐ সগুণ ব্রহ্মোপাসনায়ও ব্রহ্মই উপাসিত হন; যেহেতু ব্রহ্মের অনেকত্ব নাই। সর্ব্বগত ব্রহ্মের যে সকল গুণ, সেই সকল সর্ব্বগতই। যেমন সর্ব্বগত আকাশের পরমমহত্ত্ব গুণ সর্ব্বগত। যাঁহার সংসারগতিনিবৃত্তির হেতুভূত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহ আছে, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হয়। আর যাহার এই সকল গুণ নাই, সে সংসারী; যেহেতু তাহাতে সত্ত্বাদি গুণযোগ আছে। সগুণ ব্রহ্ম উপাস্যমান হইয়া অব্রহ্ম হইয়া যান না। আর নির্গুণ বস্তুও নাই। উষ্ণ, প্রকাশ প্রভৃতি গুণ বাদ দিলে অগ্নি-নামক কোন দ্রব্য হয় না এবং দ্রব্যের প্রত্যাখ্যানেও গুণনামক কিছু থাকে না। সেই বস্তু উভয়াত্মক। এইরূপ ব্রহ্ম আনন্দাদি গুণ ও চৈতন্যবস্তু এই উভয়াত্মক। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈঃ ২। ৩।১) এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে শতগুণ পর পর বৃদ্ধিক্রমে ব্রহ্মের আনন্দ প্রতিপাদন করায় ব্রহ্ম উভয়াত্মক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যদি চৈতন্যমাত্রই ব্রহ্ম হন, তবে উক্ত স্থলে আনন্দ-গুণের উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়ে। আর ঐ তৈত্তিরীয়ক উপনিষদুক্ত প্রকরণটিকে অকস্মাৎ অর্থবাদ বলিয়া কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। যথাশ্রুতার্থ গ্রহণ করিলেই বা কি অনুপপন্ন হয়? অস্থূলাদিশ্রুতি কিন্তু প্রপঞ্চের অস্তিত্ব-

উৎকর্ষাপকর্ষরহিতো ব্যপদিষ্টঃ। যদি চ শ্রুতং নাদ্রিয়তে অপবর্গোঽপি অর্থবাদঃ কিং ন স্যাৎ। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বমিত্যেতে গুণাঃ পরস্যাসাধারণা ন কেনচিৎ প্রতিষেদ্ধুং শক্যন্তে। গুণকৃতং কার্য্যকৃতং বা নানাত্বং চ দর্শিতম্, তচ্চাস্মাকং ন দোষায়, প্রত্যুতালঙ্কারো ভিন্নাভিন্নাত্মকবস্তুরূপাবগমাৎ। অতঃ সগুণব্রহ্মবিদোঽপি গতির্নোপপন্না। তদ্ভাবাপন্নেন হি প্রাপ্তমেব প্রাপ্যতে ইতি তদুক্তহেতুনৈব তথাত্বে গত্যাদিশ্রুতয়ঃ কূপে নিবেশয়িতব্যা বৈদিকাভিমানিভিঃ। ৪৭।

কিঞ্চ সংসারিণোঽপি স্বরূপতো গতির্নোপপন্না, তস্যাপি লিঙ্গশরীরগমনাদেব গমনম্। নন্থ সংসারী জীবো নাম পরমাত্মাভাসঃ, তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, তদ্বিষয়িকা গতিরিতি চেন্ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। আভাসঃ অবস্তুভূতঃ বস্তুভূতো বা? নাদ্যঃ, অবস্তুনঃ শশশৃঙ্গাদিরিবাধিকারিত্বাসম্ভবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, তত্রাণুমধ্যম-পরিমাণয়োরনঙ্গীকারেণ ঔপাধিকাণুত্বমেবাভ্যুপগতং স্যাৎ। তথাত্বে চ লিঙ্গশরীরস্যৈব গতির্ন স্বরূপস্যেতি

নিরাকরণপর। এজন্য "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্" (বৃঃ ৩৮৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও অনুপপত্তি সম্ভব নহে। এই আনন্দ কিন্তু "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" (তৈঃ ২৮) এইরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মের উৎকর্ষাপকর্ষরহিত অসাধারণ গুণ বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। যদি শ্রুত বিষয়ের অনাদর করিয়া তাহাতে অর্থবাদ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তবে শ্রুত অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষেও অর্থবাদ কল্পনা করা যাইবে না কেন? উভয়ই ত শ্রুত। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি পরব্রহ্মের অসাধারণ গুণ সকলের কেহই প্রতিষেধ করিতে পারেন না। ব্রহ্মের গুণকৃত বা কার্য্যকৃত নানাত্ব দেখান হইয়াছে। ঐরূপ নানাত্ব আমাদের মতে দোষের নহে; প্রত্যুত অলঙ্কার; যেহেতু আমরা বস্তুকে ভিন্নাভিন্নাত্মক বলিয়া স্বীকার করি। অতএব সগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও গতি উপপন্ন হয় না। যেহেতু সগুণ ব্রহ্মও ব্রহ্মই বটেন। সুতরাং তিনিও সর্ব্বগত। সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রাপ্তই আছেন। প্রাপ্ত ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইতে পারে না। এইরূপ যে কারণে পূর্ব্বপক্ষে বাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি উপপন্ন হয় না বলিয়াছেন, সেই কারণেই সগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও গতি উপপন্ন হয় না। আর তাহা হইলে উক্ত বৈদিকাভিমানী বাদিগণের গতিপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ কূপে ফেলিয়া দেওয়া উচিত হইয়া পড়ে। ৪৭।

আরও কথা এই যে—পূর্ব্বপক্ষিগণের মতে সংসারী জীবেরও স্বরূপতঃ গতি উপপন্ন হয় না। তাহারও লিঙ্গ-শরীরের গমনেই গমন বলিতে হয়। যেহেতু তাঁহাদের মতে জীবও স্বরূপতঃ সর্ব্বগত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। অপরিচ্ছিন্নের গতি উপপন্ন হয় না। যদি বলা যায়—সংসারী জীব হইল—পরমাত্মাভাস; সুতরাং সংসারী জীব পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নতা-হেতু তাহার গতি উপপন্ন হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা যায় না; যেহেতু বৈকল্পিক জিজ্ঞাসায় ঐরূপ কথা টিকে না। জিজ্ঞাসা এই যে—এই আভাসটি কি? ইহা কি অবস্তুভূত? অথবা বস্তুভূত? যদি এই সংসারী জীবরূপ পরমাত্মাভাস অবস্তুভূত হয়, তাহা হইলে তাহা শশশৃঙ্গাদিতুল্য। সুতরাং স্বর্গ ও অপবর্গবিষয়ে তাহার অধিকারিত্বই সম্ভব নহে। শশশৃঙ্গাদির মত অবস্তু—অসতের কিছুই সম্ভব নহে। আর ঐ আভাস যদি বস্তুভূত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—তাহার স্বরূপতঃ অণুত্ব ও মধ্যমপরিমাণত্ব ত বাদিগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু গত্যুপপত্তির নিমিত্ত তাহার ঔপাধিক অণুত্বই বাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে উপাধি লিঙ্গশরীরেরই গতি হয়; জীবস্বরূপের নহে। সুতরাং গতিপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের বাধই হইয়া পড়ে। যেহেতু স্বরূপতঃ জীব সর্ব্বগত বলিয়া স্বরূপতঃ জীবের গতির উপপত্তি হয় না। আর শরীরেরই ফলপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে বলিয়াও গতিশ্রুতিসমূহের বাধ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে—এই অর্চ্চিরাদি গতিনিরূপণ আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে; পরন্তু ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। আর শ্রুতিতে কেবল সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায়ই এই গতি শ্রুত নহে; কিন্তু নির্গুণ

গতিশ্রুতীনাং বাধ এব, স্বরূপেণ জীবস্য গত্যনুপপত্তেঃ, শরীরস্যৈব ফলপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গাচ্চেতি। কিঞ্চ নেয়ং গতিঃ অস্মৎকপোলকল্পিতা, অপি তু শ্রৌতমানসিদ্ধা। নাপি সগুণবিদ্যায়ামেব শ্রুতা, অপি তু নির্গুণায়াম্, তথাচ শ্রুতিমুখেনৈব সিদ্ধা বিদুষাং গতিরিতি। ৪৮।

নন্বু বাজসনেয়কে "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" ইতি ইহেতি বিশেষণাৎ কল্পান্তরে তু আবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্ন, অসম্ভবাৎ। তথাহি—"রাজসূয়ে ব্রহ্মণো গৃহে মহিষ্যা" ইত্যাদিনা দ্বাদশ হবীংষি বিহিতানি কর্ত্তব্যানি। তত্র "শ্বোভূতে নির্বপেৎ" ইত্যুক্তম্, একস্মিন্ কৃতে পুনরপি শ্বোভূতে ইত্যুপতিষ্ঠতে। "শ্বোভূতবদনুবাদাৎ" ইতি সূত্রাৎ। তদ্বদত্রাপি ইহকল্পে অনাবৃত্তিঃ কল্পান্তরেঽপি বোধ্যা, নির্দ্দেশস্য সর্ব্বকল্পব্যাপনাৎ। কিঞ্চ "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" ইতি সম্মার্জ্জনে বিধীয়মানে সর্ব্বগ্রহেষু প্রাপ্তিঃ, তত্রৈকস্যেতি পুনর্বিধীয়মানে বাক্যভেদাৎ, এবং প্রকৃতেঽপি বোধ্যম্। অন্যথা তত্রাপ্যনাবৃত্তির্বিধীয়তে, তদানীমিহেতি পদং কিং বিশেষণং স্যাৎ। তস্মাদিহপদমনুবাদঃ, অতএব কাণ্বানামিহপদং ন পঠ্যতে। তস্মাদর্চ্চিরাদিনা গত্বা পরমাত্মনি লিঙ্গপ্রলয়ঃ, ন প্রাগিতি গতিশ্রুতিসামর্থ্যান্নিশ্চীয়তে। "পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" "পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইতি শ্রুতিভ্য ইত্যাদিনা। ৪৯।

ব্রহ্মবিদ্যায়ও ইহা শ্রুত হওয়া যায়। (প্রশ্নোপনিষদের প্রথমপ্রশ্নের নবম ও দশম বাক্য, মুণ্ডকোপনিষদের ১ম মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের ১১শ বাক্য এবং ঐতরেয় উপনিষদের ৫ম খণ্ডের ৪র্থ বাক্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রুতিমুখেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের অর্চ্চিরাদি গতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৮।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" অর্থাৎ "সেই বিদ্বৎ-পুরুষগণের ইহকল্পে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।" এস্থলে "ইহ" এই বিশেষণ থাকায় বিদ্বৎপুরুষগণের ইহকল্পে অনাবৃত্তি হয়, কিন্তু কল্পান্তরে তাঁহাদের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন হইবে, ইহাই ত উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু তাহা অসম্ভব। যেমন কর্ম্মকাণ্ডে "রাজসূয়ে ব্রহ্মণো গৃহে মহিষ্যা সহ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রত্যেকটি কর্ত্তব্যরূপে দ্বাদশটি হবি বিহিত হইয়াছে। তাহাতে "শ্বোভূতে নির্ব্বপেৎ" ইহা বলা হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে একটি করা হইলে পুনরায় পরদিন আসিলে ঐ "শ্বোভূতে নির্ব্বপেৎ" বিধিমূলেই অপরটির প্রাপ্তি হইবে। এইরূপে পর পর দিনে এক একটির ঐ বিধিমূলেই প্রাপ্তি হইবে; যেহেতু "শ্বোভূতবদনুবাদাৎ" এই পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র হইতে ইহাই জানা যায়। সেইরূপ "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" এইস্থলেও ইহকল্পে অনাবৃত্তি কল্পান্তরেও বুঝিতে হইবে; যেহেতু উক্ত নির্দ্দেশ সমস্ত কল্পকে ব্যাপন করিয়াছে। আরও কথা এই যে—"গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এইরূপে সম্মার্জ্জন বিধীয়মান হইলে সমস্ত গ্রহেই তাহার প্রাপ্তি হয়। তাহাতে "একং গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এইরূপে প্রত্যেকে পুনরায় সম্মার্জ্জন বিধীয়মান হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও প্রত্যেক কল্পে "ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" এইরূপ বিধীয়মান হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। সুতরাং "ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" ইহাদ্বারা সদা অনাবৃত্তিই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আরও কথা এই যে—পরলোকে অনাবৃত্তি বিহিত হয় নাই; তখন "ইহ" এই পদটি কি বিশেষণ হইবে? সুতরাং 'ইহ" পদ অনুবাদ বলিয়া বুঝিতে হইবে; এই কারণেই কাণ্বশাখায় "ইহ" পদ পঠিত হয় নাই। অতএব অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া পরমাত্মাতে বিদ্বান্ পুরুষের লিঙ্গশরীরের লয় হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না—ইহা গতিনিরূপক শ্রুতিপ্রমাণবলে নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" (মু: ৩।২।৭) "পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" (প্র:৬।৫)। এই প্রদর্শিত গ্রন্থদ্বারা অপর কেহ কেহ যাহা বলেন, তাহা দেখান হইল। ৪৯।

তদপি ন রমণীয়ম্, স্বোক্তিবিরোধাৎ। তন্মতেঽপি ন তাবদ্ভেদঃ স্বাভাবিকঃ, কিন্তু ঔপাধিক এব, মোক্ষে ভেদানঙ্গীকারাৎ। তথাত্বে চ উপাধেরেব গত্যাদিসিদ্ধির্ন স্বরূপস্য। তথৈব মোক্ষোঽপি বিরুদ্ধঃ, স চ পূর্ব্বমেব বিস্তৃতঃ। সিদ্ধান্তে তু ভেদস্যাপি স্বাভাবিকত্বেন অণুপরিমাণস্য চ শ্রুতিমানসিদ্ধত্বেন পারমার্থিকত্বাৎ বন্ধমোক্ষয়োরুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাঞ্চ সামঞ্জস্যং বিরোধাভাবাৎ। অপুনরাবৃত্তিরপি ত্রিবিধ-কর্ম্মণো নিঃশেষনাশেন জন্মকারণাভাবাদেব নিষ্কারণমেব। পুনরাবৃত্ত্যঙ্গীকারে মুক্তস্য পুনঃ সংসারাপত্তিস্তবাপি সমানা। ন চ তস্যাপি কর্ম্মশেষোঽঙ্গীকার্য্য ইতি বাচ্যম্, প্রমাণাভাবাৎ। "তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ইত্যর্চ্চিরাদিনা গতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিধানাদিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ৫০।

শ্রীসূত্রকাররাদ্ধান্তস্তু "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তপ্রতীকোপাসকান্ বর্জ্জয়িত্বা আত্মানং ব্রহ্মাত্মকত্বেনোপাসতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতশ্চ তত্তদুপাসনানুসারেণ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি, "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" ইতি সূত্রাৎ। অস্যার্থঃ—প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা পরব্রহ্মোপা-সীনান্ প্রত্যগাত্মানং ব্রহ্মাত্মকতয়া বিদুষঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতশ্চ অমানবঃ পরব্রহ্ম নয়তীতি। কুতঃ? উভয়থা

এই প্রদর্শিত অপর বাদিগণের মতও রমণীয় নহে; যেহেতু তাঁহাদের নিজোক্তির সহিত বিরোধ হয়। সেই মতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক নহে; কিন্তু ঔপাধিকই। কারণ তাঁহারা মোক্ষে ভেদ স্বীকার করেন না। আর মোক্ষে ভেদ স্বীকার না করিলে জীবোপাধিরই গত্যাদিসিদ্ধি হয়; জীবস্বরূপের নহে। সুতরাং স্বোক্তিবিরোধ অপরিহার্য্য। আর সেই মতে মোক্ষও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্তে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্বাভাবিক বলিয়া এবং জীবের অণুপরিমাণ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া জীব পারমার্থিক। আর এজন্য জীবের বন্ধ ও মোক্ষের এবং উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির সামঞ্জস্য হইয়া থাকে; যেহেতু তাহাতে কোনও বিরোধ নাই। জীবের অপুনরাবৃত্তিও ত্রিবিধ কর্ম্মের নিঃশেষবিনাশে জন্মকারণের অভাবহেতুই হইয়া থাকে। কারণ ব্যতীতই পুনরাবৃত্তি স্বীকার করিলে মুক্তেরও পুনরায় সংসার হওয়ার আপত্তি হয়, ইহা বাদিগণের পক্ষেও সমানই। আর অর্চ্চিরাদিমার্গে গত বিদ্বান্ পুরুষেরও কর্ম্মশেষ স্বীকার্য্য হউক,—এইরূপও বলা যায় না; কারণ তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই; যেহেতু গীতাস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" অর্থাৎ "সেই অর্চ্চিরাদি দেবযানে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসক পুরুষগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।" প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। ৫০।

অর্চ্চিরাদিমার্গে গত বিদ্বান্ পুরুষের প্রাপ্য কি, তদ্বিষয়ে বাদরিমুনি ও জৈমিনিমুনির মত ব্রহ্মসূত্রোল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মসূত্রকারের সিদ্ধান্ত কি, তাহাই বলা হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে—"নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত উপাসকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাঁহারা নাম, মনঃ প্রভৃতি প্রতীককে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর যাঁহারা নিজ আত্মাকে পরব্রহ্মাত্মকরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবান্ পরব্রহ্মোপাসকদিগের সেই উপাসনানুসারে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" (৪।৩।১৪)। এই সূত্রের অর্থ—প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনাকারিগণকে বাদ দিয়া যাঁহারা প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মাত্মকরূপে জানিয়া ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই দ্বিবিধ পরব্রহ্মোপাসকগণকে অর্চ্চিরাদিবাহক দেবগণ পরব্রহ্মই প্রাপ্তি করান। কি হেতু এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল? এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"উভয়থা দোষাৎ"। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত উভয় মীমাংসাতেই দোষ আছে। যদি বাদরিমুনির মতানুসারে কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই

দোষাৎ। তত্র কার্য্যোপাসকান্ নয়তীতি পক্ষে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ। পরব্রহ্মোপাসীনানেব নয়তীতি পক্ষে "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদো গতিবিধায়কশ্রুতিগণবিরোধঃ। অত উভয়স্মিন্ পক্ষে দোষ ইত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তলক্ষণোভয়বিধান্ নয়তীত্যাহ—তৎক্রতুশ্চেতি। যথোপাসীনস্তথৈব নয়তীত্যর্থঃ। "যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ৫১।

নন্বু প্রতীকালম্বনোপাসনাস্বপি ব্রহ্মোপাসনস্য সত্ত্বাৎ কথং গত্যভাব ইতি চেন্ন, তত্রাপি যথোপাসনং পরিচ্ছিন্নফলবিশেষস্য শ্রবণাৎ "যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিঃ নামাদিপ্রাণ-পর্য্যন্তস্য প্রতীকোপাসনস্য গতিনিরপেক্ষং পরিমিতং চ ফলং দর্শয়তি। "বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী" ইত্যাদিশ্চ শ্রুতিরুপাসনতারতম্যঞ্চ দর্শয়তি। তস্মাৎ প্রতীকোপাসকভিন্নান্ পূর্ব্বোক্তোভয়বিধান্ বিদুষঃ অমানবঃ

অর্চ্চিরাদি দেবগণ বহন করিয়া কার্য্যব্রহ্মে লইয়া যান। পরব্রহ্মোপাসকগণের কোনও লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না,—এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।৩।৪—ছাঃ ৮।১২।৩) অর্থাৎ "দহর ও সত্যবিদ্যানিষ্ঠ পরব্রহ্মোপাসকগণ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মভাব লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি জৈমিনি আচার্য্যের মতানুসারে কেবল পরব্রহ্মোপাসকগণকেই অর্চ্চিরাদি দেবগণ পরব্রহ্মে লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।১) অর্থাৎ "যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবানের অর্চ্চিরাদিগতিবিধায়ক শ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। অতএব বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত উভয় মীমাংসাতেই দোষ। অতএব উক্তরূপ উভয়বিধ উপাসকগণকেই অর্চ্চিরাদি দেবগণ যথাযোগ্য প্রাপ্যের প্রাপ্তি করান—ইহা বলিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—"তৎক্রতুশ্চ"। যিনি যদ্রূপ ক্রতু অর্থাৎ উপাসনাসম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মের উপাসকগণ হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হন এবং পরব্রহ্মোপাসকগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ৩।১৪।১)। ৫১।

এক্ষণে আপত্তি এই যে—প্রতীকোপাসনায়ও ত ব্রহ্মোপাসনা আছে, তবে কেন প্রতীকোপাসকগণের অর্চ্চিরাদি-গতি হয় না? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি প্রতীকোপাসকগণের সম্বন্ধে অর্চ্চিরাদিগতির উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদিগের উপাসনানুরূপ ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।১।৫) (নামের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছ গমন হইয়া থাকে)। কেবল নাম, মন ইত্যাদি প্রতীককে ব্রহ্মভাবে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতীকোপাসক কহে। সেই সকল প্রতীকে প্রকাশিত ব্রহ্মের যে সকল শক্তি আছে, তদুপাসক তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কামচারতা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ধ্যানে প্রতীকই প্রধান হওয়ায় তাঁহাদের পরব্রহ্মোপাসকত্ব নাই; এজন্য তাঁহাদের অর্চ্চিরাদি গতি নাই। নামাদি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রতীকোপাসনার গতিনিরপেক্ষ পরিমিত ফল শ্রুতি স্বয়ংই দেখাইয়াছেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) আর "বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী" (৭।২।১) "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" (৭।৩।১) ইত্যাদি শ্রুতি প্রতীকোপাসনার তারতম্যও দেখাইয়াছেন। এই কারণেও প্রতীকোপাসকের

পুরুষো নয়তি পরং ব্রহ্ম ইতি গতিশ্রুতিভিঃ তেষামেব গতিরপুনরাবৃত্তিশ্চ বিদধাতি—ইতি রাদ্ধান্তঃ। যে তু দুরাগ্রহমাশ্রিত্য সগুণনির্গুণব্রহ্মভেদং বদন্তো নির্গুণব্রহ্মবিদো গত্যনুপপত্তিং সগুণব্রহ্মবিদশ্চ গত্যা কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তিমভ্যুপগচ্ছন্তি, তে উপেক্ষণীয়াঃ, বাদরিপক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ, সূত্রকারপক্ষবিরোধাৎ, শ্রুতিহীনত্বাচ্চ। ন হি ব্রহ্মভেদে কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তৌ চ শ্রুতিরুপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। ৫২।

এবমুৎক্রান্তিগতিগন্তব্যা নির্ণীতাঃ। ইদানীং প্রাপ্তস্বরূপং নির্ণীয়তে। "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যত্র "স্বেন"শব্দাৎ স্বস্বরূপেণৈবাভিনিষ্পত্তিঃ, ন তু স্বর্গিবদাগন্তুকরূপেণ; অন্যথা স্বশব্দোক্তিবৈয়র্থ্যাৎ। অভিব্যক্তিরেবাত্রাভিনিষ্পত্তিঃ "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ননু স্বরূপস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ কোঽত্র বিশেষ ইতি চেন্ন, কর্ম্মসংজ্ঞকাবিদ্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানাদিধর্ম্মকস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বেঽপি তদ্রূপবন্ধবিনির্মুক্তস্য আবির্ভূতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণকদম্বকস্য জাগ্রদাদ্যবস্থাতীতস্য স্বরূপস্য অপ্রাপ্তত্বাৎ, ইহ তু অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাশ্রয়স্য

অর্চ্চিরাদিগতি নাই। অতএব প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাকারিগণ ভিন্ন যাঁহারা প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মাত্মকরূপে জানিয়া ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই দ্বিবিধ পরব্রহ্মোপাসকগণকে অর্চ্চিরাদি দেবগণ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি করান। গতিশ্রুতিসমূহ তাঁহাদেরই গতি ও অপুনরাবৃত্তি বিধান করিয়াছেন। ইহাই ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যাঁহারা দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া সগুণ ও নির্গুণরূপে ব্রহ্মের ভেদ কল্পনা করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতির অনুপপত্তি এবং সগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতিদ্বারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের প্রাপ্তি বলেন, তাঁহারা উপেক্ষণীয় অর্থাৎ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে; যেহেতু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বাদরিমুনির সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। সূত্রকার ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তের বিরোধী এবং শ্রুতিপ্রমাণহীন। সগুণ ও নির্গুণরূপে ব্রহ্মের ভেদে এবং সগুণোপাসকের কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোন শ্রুতিই আছে বলিয়া জানা যায় না। ৫২।

এই পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি, গতি ও গন্তব্য নির্ণয় করা হইল। এক্ষণে গন্তব্যপ্রাপ্তের স্বরূপ নির্ণয় করা হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) অর্থাৎ "এইরূপই এই সম্যক্‌প্রসাদগুণপ্রাপ্ত বিদ্বান্ পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেন।" এই শ্রুতিতে "স্বেন"শব্দ থাকায় তাহা হইতে ইহাই নিশ্চিত হয় যে—অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বরূপেই অর্থাৎ স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপেই অভিব্যক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা স্বর্গাদিপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় আগন্তুকরূপে অর্থাৎ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট কলেবরে অভিব্যক্তি লাভ করেন না। তাহা না হইলে শ্রুতিতে "স্বেন" এই "স্ব"শব্দোক্তির ব্যর্থতা হইয়া পড়ে। আর এস্থলে অভিব্যক্তিই অর্থাৎ প্রকাশই অভিনিষ্পত্তি। এইরূপ সিদ্ধান্ত "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" (৪।৪।১) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই জানা যায়।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—আত্মস্বরূপ ত নিত্যপ্রাপ্ত; সুতরাং এই মুক্তাবস্থায় জীবের বিশেষ কি হয়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ জিজ্ঞাসা হয় না। কারণ মুক্তিতে বিশেষ আছে। কর্ম্মনামক অবিদ্যাদ্বারা যাঁহার জ্ঞানাদি ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, সেই আত্মস্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও যে আত্মস্বরূপ তাদৃশ অবিদ্যারূপ বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন, যে আত্মস্বরূপে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহ প্রকাশিত হয় এবং যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত, সেই আত্মস্বরূপ অপ্রাপ্তই বটেন। এজন্য মুক্তাবস্থায় অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের আশ্রয়ভূত আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তিই বিশেষ। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে", তাহার অর্থ—পরব্রহ্মপ্রাপ্ত জীব সর্ব্ববিধ বন্ধ

স্বরূপস্যাভিনিষ্পত্তিরিতি বিশেষস্য সত্ত্বাৎ, "য আত্মা" ইত্যুপক্রম্য "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি ভূয়ো ভূয় উক্ত। "এষ সম্প্রসাদ ইত্যাদি "নিষ্পদ্যতে" ইত্যন্তমভিধীয়মানাৎ, "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ৫৩।

নন্থ সুষুপ্তৌ আত্মস্বরূপস্য অপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ স্বরূপাবির্ভাবস্য মোক্ষস্বরূপত্বে মোক্ষশাস্ত্রস্য অপুরুষার্থ-বিশেষত্বাপত্তেঃ, অতো দেবাদিবদাগন্তুকাবস্থান্তরপ্রাপ্তেরেব অভিনিষ্পত্তিপদার্থত্বং স্বীকার্য্যমিতি চেন্ন, স্বরূপেণৈব অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকোঽয়ং নাগন্তুকধর্ম্মকঃ প্রকরণাদবগতঃ, "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি-প্রজাপতিবিদ্যায়াং শ্রবণাৎ, অতো নোক্তদোষঃ। সুষুপ্তৌ তু কর্ম্মণাপহতপাপ্মত্বাদেস্তিরোভাবেনাত্মযাথাত্ম্যা-প্রকাশাৎ অপুরুষার্থত্বম্; তথাচ—অপহতপাপ্মত্বাদিগুণানাং পরংজ্যোতিঃসম্পন্নস্য আবির্ভাবমাত্রত্বাৎ ন জন্যত্বাদিকল্পনাবকাশঃ; তথাচ স্মৃতিঃ—"যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ। দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা। যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্। সদেব নীয়তে ব্যক্তিরসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ। তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ। প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে॥" ইত্যাদিঃ। তস্মাৎ জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং ব্রহ্মাপত্তৌ কর্ম্মপ্রতিবন্ধকস্য নাশে আবির্ভাবোঽবিরুদ্ধঃ, "আত্মা প্রকরণাৎ"

হইতে বিনির্মুক্ত হন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি প্রথমতঃ আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন—"য আত্মা অপহতপাপ্মা (ছাঃ ৮।৭।১)। এই উপক্রমে আত্মার স্বাভাবিক মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরে "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (৮।৯।৩) অর্থাৎ "তোমাকে পুনর্ব্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বার বার করিয়া উক্ত "এষ সম্প্রসাদ" ইত্যাদি "অভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যন্ত বাক্য বলিয়া প্রজাপতি আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন। "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" (৪।৪।২) এই ব্রহ্মসূত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। ৫৩।

যদি বলা যায়—সুষুপ্তি প্রভৃতিতে যে আত্মস্বরূপ, তাহা ত পুরুষার্থ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং সুষুপ্ত্যাদিতে আত্মস্বরূপের অপুরুষার্থত্ব দেখা যায় বলিয়া আত্মস্বরূপের আবির্ভাব মোক্ষস্বরূপ হইলে মোক্ষশাস্ত্র অপুরুষার্থবিষয়ক হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। অতএব দেবাদির ন্যায় আগন্তুক অবস্থান্তরপ্রাপ্তিই শ্রুত্যুক্ত অভিনিষ্পত্তি পদের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা যায় না। কারণ এই আত্মা স্বরূপেই অপহতপাপ্মত্বাদিগুণযুক্ত, কিন্তু আগন্তুক ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, ইহা ঐ শ্রুতিপ্রকরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি প্রজাপতিবিদ্যায় শুনা যায়, অতএব উক্ত দোষ হয় না। সুষুপ্তিতে কর্ম্মদ্বারা অপহতপাপ্মত্বাদি স্বাভাবিক আত্মগুণের তিরোভাব হওয়ায় আত্মযাথাত্ম্যের অপ্রকাশহেতু তাদৃশ আত্মস্বরূপের অপুরুষার্থ হয়। আর এজন্য পরমজ্যোতিকে অর্থাৎ পরমাত্মা নামক স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহের আবির্ভাবমাত্রই হয় বলিয়া ঐ সকল গুণে জন্যত্বাদি কল্পনার অবকাশ নাই। আর এজন্যই স্মৃতিতে শৌনক বলিয়াছেন—"যেমন মলপ্রক্ষালনমাত্রই করা হয় বলিয়া মণির প্রভা করা হয় না; মণিপ্রভা স্বতঃই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ দোষপ্রহাণমাত্রই করা হয় বলিয়া আত্মার জ্ঞান করা হয় না; আত্মার জ্ঞানগুণ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। যেমন কূপখননমাত্রই করা হয় বলিয়া জলান্তর করা হয় না; সত্যেরই প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ বিদ্যমান জলেরই প্রকাশ করা হয়। অসতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? সেইরূপ হেয়গুণের ধ্বংসমাত্রেই আত্মার জ্ঞানাদি গুণসমূহ প্রকাশিত হয়। আত্মার গুণসমূহের উৎপত্তি হয় না। আত্মার ঐ জ্ঞানাদি গুণসমূহ নিত্যই।" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক কর্ম্মের নাশ হইলে আত্মার জ্ঞান, আনন্দাদি গুণসমূহের আবির্ভাব

ইতি সূত্রাৎ। ন চ ভৌতিকজ্যোতিরেবাত্র শ্রূয়তে ইতি বাচ্যম্, "স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবাচকত্বদর্শনাৎ জ্যোতিঃশব্দস্যেতি সংক্ষেপঃ। ৫৪।

অথ চ স্বরূপাভিনিষ্পন্নো মুক্তঃ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মাত্মকতয়া ব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধমাত্মানমনুভবতীতি "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ন চ তথাত্বে অত্যন্তাভেদ এব সিদ্ধ ইতি বাচ্যম্, ব্রহ্মাত্মীয়স্য তদাত্মকত্বতদপৃথক্ত্বাদ্যনুভবিতৃরূপস্যাপি সত্ত্বাৎ "ঐতদাত্ম্য-মিদম্" ইত্যত্র ঘটকশ্রুত্যা উভয়ত্বস্য সুপপন্নত্বাৎ। ৫৫।

অথ মুক্তস্য শ্রীপুরুষোত্তমসঙ্কল্পাদেব সর্ব্বব্যবহারো ন স্বতন্ত্রস্বপ্রযত্নসাপেক্ষঃ "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি সূত্রাৎ। অতএবাস্য বাসুদেবেতরাধিপতিত্বমপি নাস্তি "স স্বরাড্ ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যাত্মনা পরব্রহ্মণা রাজতে ইতি

বিরুদ্ধ নহে। "আত্মা প্রকরণাৎ" (৪।৪।৩) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। যদি বলা যায়—"পরংজ্যোতিরুপসম্পদ্য" এই শ্রুতিগত জ্যোতিঃশব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃই অর্থাৎ তেজঃপদার্থই ত অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তাহা কিরূপে ব্রহ্মের বাচক হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ "স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" এই অপর শ্রুতিতে "জ্যোতিঃ"শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব দেখা যায়। সুতরাং প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে। ৫৪।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) 'তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেঃ ৬।১১) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়—স্বস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন মুক্ত প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মাত্মকরূপে ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" (৪।৪।৪) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই এই সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। আর ইহাতে জীব ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহাও বলা যায় না; কারণ ব্রহ্মাত্মীয় মুক্ত প্রত্যগাত্মার (জীবের) ব্রহ্মাত্মকত্ব ও ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ত্বাদির অনুভবকারী রূপও থাকে। যেহেতু "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মুক্ত প্রত্যগাত্মার অনুভাব্যত্ব ও অনুভবিতৃত্ব এই উভয়ত্বই উত্তমরূপে উপপন্ন হইয়া থাকে। ৫৫।

পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমের অনুগ্রহে মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ আবির্ভূত হয় বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাহাই নিরূপণ করা হইতেছে। পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত অপর কেহ সত্যসঙ্কল্প নাই। কিন্তু পরমাত্মার অনুগ্রহে পরমাত্মসাম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব আছেই। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তমসাম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার সর্ব্বব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা নাই। ফলতঃ ইহাই বলা যায় যে—শ্রীপুরুষোত্তমের সঙ্কল্প হইতেই মুক্ত পুরুষের সর্ব্বব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের সর্ব্বব্যবহার স্বতন্ত্র স্বপ্রযত্নসাপেক্ষ নহে। যেহেতু ছান্দোগ্যের দহরবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে—"তিনি যদি পিতৃলোক দর্শনকামী হন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃগণ তাঁহার নিকটে সমুত্থিত হন" (ছাঃ ৮।২।১) ইত্যাদি। "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" (৪।৪।৮) এই ব্রহ্মসূত্র হইতে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। মুক্ত পুরুষ পরমাত্মার অনুগ্রহে আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্প হন বলিয়াই তিনি অনন্যাধিপতি অর্থাৎ বাসুদেব ভিন্ন অপর অধিপতিশূন্য হন। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"স স্বরাট্ ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২)। "স্বস্য আত্মনা পরব্রহ্মণা রাজতে ইতি স্বরাট্" যিনি নিজের অন্তরাত্মা পরব্রহ্মের সহিত বিরাজিত হন, তিনি স্বরাট্—ইহা "স্বরাট্" পদের অর্থ। "অতএবানন্যাধিপতিঃ" (৪।৪।৯) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে—এই ব্রহ্মসূত্রে অধিপতিসামান্যের অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ অধিপতির নিষেধ দেখা যায় বলিয়া এবং "বাসুদেব ভিন্ন অপর অধিপতিশূন্য" এইরূপ সঙ্কোচে প্রমাণ নাই বলিয়া

স্বরাড়িত্যর্থঃ। ন চাত্রাধিপতিসামান্যনিষেধদর্শনাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি শঙ্ক্যম্, অন্যপদসন্নিবেশস্যৈব সঙ্কোচে দৃঢ়প্রমাণত্বাৎ। অন্যথা অনধিপতিরিত্যেব সূত্রিতং স্যাদিত্যর্থঃ। ৫৬।

অথ মুক্তস্য দেহেন্দ্রিয়াদিযোগোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে ন সন্তি দেহাদয়ঃ, অন্যথা দুঃখাদিযোগস্যাপি অনপহতিপ্রসঙ্গাৎ। "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। মুক্তস্য শরীরাদিভাবং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে, "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—"দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ" ইতি। অতঃ সঙ্কল্পাদেবেতি শ্রুতেঃ মুক্তস্য শরীরাদিভাবাভাবোভয়বিধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। তথাত্বে চ উভয়শ্রুত্যবিরোধাৎ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—দ্বাদশাহবদিতি। যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ। দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" ইতি উপৈতিযজিভ্যাং সত্রমহীনঞ্চ ভবতি,

---

কি প্রকারে সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের সিদ্ধি হয়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ সূত্রে যে "অন্য" পদের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাই উক্তরূপ সঙ্কোচে দৃঢ় প্রমাণ। তাহা না হইলে সূত্রে "অনন্যাধিপতিঃ" না বলিয়া "অনধিপতিঃ" এইরূপই বলা হইত। সুতরাং সূত্রগত "অন্য" পদের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। ৫৬।

আর মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে কি নাই—এইরূপ সংশয়ে বাদরিমুনি বলেন—মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই। যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দুঃখাদি প্রাপ্তির অবিরতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ দেহাদি থাকিলে অবশ্যই তাঁহার দুঃখাদি ভোগ চলিতে থাকিবে। সুতরাং মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই। যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যিনি সশরীর, তিনিই সুখ-দুঃখগ্রস্ত হন; যিনি সশরীর তাঁহার সুখ-দুঃখের বিরাম নাই। যিনি অশরীর, তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না" (ছাঃ ৮।১২।১)। "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্" (৪।৪।১০) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা সূত্রকার বাদরিমত প্রদর্শন করিয়াছেন।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে—মুক্ত পুরুষেরও শরীরাদি থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই মুক্ত জীব কখনও এক প্রকার হন, কখনও তিন প্রকার হন, কখনও পাঁচ প্রকার হন" ইত্যাদি (ছাঃ ৭।২৬।২) "ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ" (৪।৪।১১) এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা সূত্রকার জৈমিনিমত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তদ্বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে—"দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ" (৪।৪।১২) "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১) এই শ্রুতি হইতে মুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকা না থাকা উভয়বিধই ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। আর তাহা হইলে বাদরি ও জৈমিনি-প্রদর্শিত উভয় শ্রুতির অবিরোধ হইবে। ইহাতে সূত্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"দ্বাদশাহবৎ"। যেমন পূর্ব্ব মীমাংসায় "দ্বাদশাহ" (দ্বাদশদিন ব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে—"দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ। দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ"। এই স্থলে শ্রুতি "উপেয়ুঃ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের সত্রত্ব এবং "যাজয়েৎ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের অহীনত্ব বলিয়াছেন। অতএব "দ্বাদশাহ" যজ্ঞের "সত্রত্ব" ও "অহীনত্ব" এই উভয়রূপতাই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুতি "সশরীরত্ব" ও "অশরীরত্ব" এই উভয়রূপতা ভগবৎসঙ্কল্পাধীন বলিয়া উপদেশ করায় মুক্ত পুরুষের উভয়রূপতাই সিদ্ধ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। (যে যাগ "উপয়ন্তি" "আসতে" এই দুই ক্রিয়াপদদ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহু কর্ত্তৃ-নিষ্পাদ্য, তাহা সত্র নামে অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগে করা হইয়াছে, তাহা "অহীন" বলিয়া গণ্য)।

তদ্বচ্ছরীরাদিমত্ত্বং তদভাবশ্চ ভগবৎসঙ্কল্পাধীনং মুক্তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বযোগেঽপি শরীরাদিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ। ন চ দেহাদ্যভাবে কথং ভোগসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, ভগবৎসৃষ্টৈঃ করণৈরেব সর্ব্বোপপত্তেঃ স্বপ্নবৎ। যথা স্বপ্নে পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরমেশ্বরসৃষ্টৈঃ শরীরেন্দ্রিয়ৈর্বদ্ধজীবো ভুঙ্‌ক্তে, তদ্বৎ মুক্তোঽপীত্যর্থঃ। ন চ স্বপ্নে জীব এব স্রষ্টেতি বাচ্যম্, পূর্ব্বমেব বিস্তরশো নিরস্তত্বাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরসৃষ্টৈরেব পিতৃলোকাদিভিঃ মুক্তস্যাপি লীলারসাস্বাদঃ সূপপন্ন ইতি ভাবঃ। "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ" ইতি সূত্রাৎ। কিঞ্চ স্বসৃষ্টপিতৃলোকাদিভাবেঽপি জাগ্রৎপুরুষবন্মুক্তস্য ভোগোপপত্তিঃ, যথেশ্বরো লীলারসার্থং বসুদেবাদিপিতৃলোকং সৃজতে, তথা মুক্তানামপি তদ্দ্বারৈঃ সৃষ্ট্বা স্বসৃষ্টৈকদেশমুক্তপিতৃলোকাদিকং তান্ ভোজয়তীত্যুভয়থাপি বিরোধাভাবাৎ, "ভাবে জাগ্রদ্বৎ" ইতি সূত্রাৎ। ৫৭।

কিঞ্চ স্বরূপেণাণুত্বেঽপি স্বধর্ম্মভূতচৈতন্যেনৈবাসৌ স্বসৃষ্টানেকশরীরেষু ব্যাপ্য তদ্গতভোগাদিকমনুভবতীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ পূর্ব্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ। "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি" ইতি সূত্রাৎ।

মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব থাকিলেও শরীরাদি সৃষ্টিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং মুক্ত পুরুষ অশরীর হইয়াও ভোগাদি করেন। আর দেহাদির অভাবে কি প্রকারে মুক্ত পুরুষের ভোগাদির সিদ্ধি হইবে?—এইরূপ আপত্তি করাও সঙ্গত নহে; কারণ বদ্ধজীবের স্বপ্নাবস্থার ন্যায় ভগবৎসৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহদ্বারাই মুক্ত পুরুষেরও ভোগাদি সর্ব্ববিষয়ের উপপত্তি হয়। পূর্ব্বে "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" (৩।২।১) ইত্যাদি সূত্রোক্ত পরমাত্মার স্বপ্নসৃষ্টিনিরূপণাধিকরণে যে রীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই রীতিতে পরমেশ্বরসৃষ্ট শরীরেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা স্বপ্নে বদ্ধজীব যেমন বিষয় ভোগ করে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষও পরমেশ্বরসৃষ্ট শরীরেন্দ্রিয়দ্বারা ঐ মুক্তাবস্থায় বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। আর "স্বপ্নে জীবই স্বাপ্নিক বস্তুর স্রষ্টা" ইহাও বলা যায় না; কারণ পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে তাহার নিরাস করা হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরসৃষ্ট পিতৃলোকাদিদ্বারাই মুক্ত পুরুষেরও লীলারসাস্বাদ উত্তমরূপে উপপন্ন হইয়া থাকে। "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ" (৪।৪।১৩) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। আরও কথা এই যে—মুক্তপুরুষের নিজসৃষ্ট শরীরেন্দ্রিয়াদি ও পিতৃলোকাদি থাকিলেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষের ভোগের উপপত্তি হইয়া থাকে। অতএব মুক্ত পুরুষ নিজের সত্যসঙ্কল্পবত্তা থাকায় ভগবল্লীলার অনুসরণ করিয়া নিজেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক শরীরাদি ও পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং সেই অবস্থায় জাগ্রৎপুরুষের ন্যায়ই তাহার ভোগের উপপত্তি হয়। অথবা যেমন পরমেশ্বর লীলারসের নিমিত্ত বসুদেবাদি পিতৃলোক সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সহিত মনুষ্যধর্ম্মানুরূপ লীলারস ভোগ করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর স্বলীলার নিমিত্ত মুক্তগণেরও পিতৃলোকাদি স্বয়ংই সৃষ্টি করিয়া স্বসৃষ্টির একদেশ মুক্তগণের পিতৃলোকাদি তাঁহাদিগকে ভোগ করাইয়া থাকেন। সেই অবস্থায়ও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায়ই মুক্তগণের ভোগের উপপত্তি হয়। এই উভয় প্রকারেই বিরোধ নাই। "ভাবে জাগ্রদ্বৎ" (৪।৪।১৪) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই এইরূপ মীমাংসিত হয়। ৫৭।

আরও কথা এই যে—প্রদীপ যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও স্বপ্রভাদ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবেশ করতঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ মুক্ত আত্মার স্বস্বরূপে অণুত্ব হইলেও স্বধর্ম্মভূত চৈতন্যদ্বারাই মুক্ত আত্মা স্বসৃষ্ট অনেক শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্গত ভোগাদি অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—"কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া পুনরায় প্রত্যেককে শতভাগ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ; কিন্তু জীব এরূপ অণুপরিমাণ হইলেও তিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া গুণে অনন্ত হইতে পারেন" (৫।৯)। জ্ঞানের সঙ্কোচ ও অসঙ্কোচের দ্বারা বদ্ধ ও মুক্তের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বদ্ধ জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত এবং মুক্ত জীবের

জ্ঞানসঙ্কোচাসঙ্কোচাভ্যাং বদ্ধমুক্তয়োর্বিশেষো বোধ্যঃ। তত্র বদ্ধস্য ভোগে তৎ তৎ কর্ম্মৈব নিয়ামকম্। মুক্তস্য তু পরমাত্মসঙ্কল্পায়ত্তস্বেচ্ছৈবেতি ভাবঃ। "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতেঃ। "ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানসামান্যনিষেধাৎ কথং মুক্তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যমিতি চেন্ন, উক্তশ্রুতেঃ সুষুপ্তিমরণয়োরন্যতর-বিষয়কত্বাৎ ন মুক্তপরত্বম্। "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি" ইতি সূত্রাৎ। অস্যার্থস্য শ্রুত্যৈবাবিষ্কৃতত্বাৎ। "নাহং খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি" ইতি সুষুপ্তৌ বিশেষজ্ঞানাভাবং নিরূপ্য তত্রৈব বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য "স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" ইতি। সার্ব্বজ্ঞ্যমাহ—"সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ৫৮।

অথ মুক্তস্য ঐশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপারেতরমেব বোধ্যম্, সৃষ্ট্যাদিনির্ণয়েষু পরস্যৈব প্রকরণাৎ। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ...তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কিঞ্চ জগদ্ব্যাপারপ্রকরণে মুক্তস্য অসন্নিহিতত্বান্ন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং মুক্তস্যেতি "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" ইতি ন্যায়াৎ। নন্ু "স স্বরাড্ ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা জগদ্ব্যাপার উপদিশ্যতে

জ্ঞান অসঙ্কুচিত। তন্মধ্যে বদ্ধজীবের ভোগে তৎতৎ জীবের কর্ম্মই নিয়ামক; [illegible] মুক্ত জীবের ভোগে পরমাত্মার সঙ্কল্পাধীন তদীয় ইচ্ছাই নিয়ামক।

এক্ষণে আপত্তি এই যে - বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যেমন কেহ প্রিয় স্ত্রীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বোধরহিত হয়, সেইরূপ জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না"। (৪।৩।২১) এই শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্ত জীবের জ্ঞানসামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্রুতি সুষুপ্ত্যবস্থাপ্রাপ্ত বা মরণাবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষবিষয়ক; মুক্ত পুরুষবিষয়ক নহে। সুষুপ্তি ও মরণে জীবের বিশেষ-জ্ঞানাভাববত্ত্ব এবং মোক্ষদশায় জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুতি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন—"ইন্দ্র বলিলেন– ইনি সম্প্রতি নিজকে "আমি এতাদৃশ" এবম্প্রকারে জানেন না এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না। সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত [illegible]ছেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না" (ছাঃ ৮।১১।২)। এই বাক্যদ্বারা শ্রুতি সুষুপ্ত্যবস্থাপ্রাপ্ত জীবের বিশেষজ্ঞানাভাববত্ত্ব বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে মরণাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"এই জীব এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া সেই সমুদায়েই বিনাশ অর্থাৎ সংজ্ঞাহীনতা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না" (বৃঃ ৪।৫।১৩)। এই বাক্যদ্বারা শ্রুতি মরণাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের বিশেষজ্ঞানাভাববত্ত্ব বলিয়াছেন। আবার ছান্দোগ্যের অষ্টমাধ্যায়েই মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতা বলিয়াছেন—"তিনি এই দৈব মানস চক্ষু অবলম্বনে এই সমস্ত কাম্য বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দিত হন" (ছাঃ ৮।১২।৫)। সুতরাং প্রদর্শিত বৃহদারণ্যকশ্রুতি মুক্ত পুরুষবিষয়ক না হওয়ায় উক্ত আপত্তি হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২)। ৫৮।

আর মুক্ত পুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎস্রষ্টৃত্ব উক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (৬।২।১ ছাঃ) "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।৩।৩)" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...তদ্ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।১।১)। আরও কথা এই যে—সেই সেই জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার-

ইতি চেন্ন, হিরণ্যগর্ভাদ্যধিকারিমণ্ডলস্থবিষয়কত্বাৎ তস্যাঃ। হিরণ্যগর্ভাদিসর্ব্বাধিকারিমণ্ডলানাং ভোগামুক্তোহনু ভববিষয়া ইতি। তর্হি বদ্ধমুক্তয়োঃ কো বা বিশেষঃ ইতি চেন্ন. জন্মাদিবিকারশূন্যং নিখিলদোষাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যং নিরতিশয়কল্যাণগুণাব্ধিং সবিভূতিকং ব্রহ্ম মুক্তোঽনুভবতি। তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বেন হিরণ্যগর্ভাদিভোগানু- ভবোঽপি অবিরুদ্ধস্তদাশ্রিতত্বাৎ সর্ব্বস্যেতি ভাবঃ। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ব্রহ্মানুভবিতৃত্বেনৈব সর্ব্বানুভবিতৃত্বাৎ মুক্তস্যেত্যর্থঃ। "বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" ইতি সূত্রাৎ। ৫৭।

পরব্রহ্মণো জগৎকারণত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিব্যাপারস্বাতন্ত্র্যং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ

প্রতিপাদক প্রকরণে মুক্ত পুরুষ অসন্নিহিত বলিয়াও অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের কথা উক্ত হয় নাই বলিয়াও জগৎস্রষ্ট্যাদি- কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নাই এবং তদ্ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যই মুক্ত পুরুষের হইয়া থাকে। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ- সন্নিহিতত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই এইরূপ মীমাংসা অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে—"তিনি স্বরাট্ (সম্পূর্ণ স্বাধীন) হন, তিনি সকল লোকে কামচারী হন" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত পুরুষদিগের জগৎস্রষ্ট্যাদি ব্যাপারসামর্থ্য স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব মুক্তপুরুষদিগের জগৎস্রষ্ট্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহা সঙ্গত নহে। উক্ত শ্রুতিপ্রমাণবলে মুক্ত পুরুষদিগের জগৎস্রষ্ট্যাদি ব্যাপাররূপ ঐশ্বর্য্যলাভও সম্ভব হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতি হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থিত ভোগবিষয়ক ; কিন্তু জগৎস্রষ্ট্যাদি ব্যাপারবিষয়ক নহে। উক্ত শ্রুতির এইমাত্রই অভিপ্রায় যে—লোকনিয়মনাধিকারে নিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি সমস্ত অধিকারিগণের লোকসমূহের যে সকল ভোগ, সেই সমস্তই মুক্তপুরুষদিগের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি ভিন্নবিষয়ক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির অবকাশ নাই। "প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিক- মণ্ডলস্থোক্তেঃ" (৪।৪।১৮) এই ব্রহ্মসূত্র হইতে উক্ত মীমাংসা অবগত হওয়া যায়।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে—মুক্ত পুরুষও যদি ঐরূপ হিরণ্যগর্ভাদি লোকস্থ ভোগ্যবিষয় ভোগ করেন, তাহা হইলে বদ্ধ ও মুক্তের মধ্যে বিশেষ কি থাকে ? উভয়ই ত তুল্য হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে— এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ মুক্ত পুরুষ জন্মাদি ছয়টি বিকারশূন্য, সর্ব্বদোষে অস্পৃষ্টমাহাত্ম্য, নিরতিশয় কল্যাণ- গুণসাগর ও সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং হিরণ্যগর্ভাদি লোকসমূহ ব্রহ্মবিভূতির অন্তর্গত বলিয়া মুক্ত পুরুষদিগের পক্ষে হিরণ্যগর্ভাদি লোকস্থ ভোগসমূহের অনুভব বিরুদ্ধ নহে। যেহেতু সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত। এই জন্যই শ্রুতি মুক্ত পুরুষদিগের স্থিতি এইরূপ বলিয়াছেন—"যাঁহার জ্ঞানে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অমত মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়" (ছাঃ ৬।১।৩) "যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিবর্জ্জিত অক্ষর ও স্বপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মে অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয়কে প্রাপ্ত হন" (তৈঃ ২।৭) "তিনি রসস্বরূপ ; এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপতা লাভ করেন।" মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের অনুভবিতা বলিয়াই তাঁহার সর্ব্বানুভবিতৃত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। আর বদ্ধপুরুষ ব্রহ্মকে অনুভবই করে না। সুতরাং বদ্ধ-মুক্তের মধ্যে বিশেষ আছে। তদুভয়ের তুল্যতার আপত্তি হইতে পারে না। "বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (৪।৪। ৯) এই ব্রহ্মসূত্র হইতেই উক্তরূপ মীমাংসা অবগত হওয়া যায়। ৫৭।

পরব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য ; মুক্তের নহে ; ইহা শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণসিদ্ধ। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের অধিপতি, ইনিই ভূতসমূহের পালক। লোকসমূহ

ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ, "দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে" ইতি সূত্রাচ্চ। অথ চ যথা সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিসদ্‌গুণাশ্রয়ত্বাতিশয়সাম্যশূন্যত্বসচ্চিদানন্দরূপত্বজগজ্জন্মাদি-কারণত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমুক্তোপসৃপ্যত্বাদিধর্ম্মাশ্রয়স্য পরমাত্মনঃ স্ববিভূত্যনুভবানন্দরূপভোগঃ সদৈকরসস্তন্মাত্র-ভোগস্য মুক্তানামপি সাম্যাৎ। তথাভূতব্রহ্মানুভবানন্দস্য ভোগস্য তেষ্বপি সত্ত্বাৎ তেন লিঙ্গেন তেষাং পরায়ত্তস্বরূপকত্বেন জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জং মুক্তানামৈশ্বর্য্যমিতি নিশ্চীয়তে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যুপক্রম্য "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি, "পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইতি সূত্রাৎ। মাত্রপদাৎ মুক্তগমৈশ্বর্য্যস্য স্বতন্ত্রতাব্যাবৃত্তির্বোধ্যতে ইতি রাদ্ধান্তঃ। ৬০।

তত্র পুনরাবৃত্তিশঙ্কাং নিবর্ত্তয়তি—"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে" ইতি প্রশ্নে মুণ্ডকে চ "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি" ইতি, কঠবল্লীষু চ পরবিদ্যাপ্রকরণে,—"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইতি,—

যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এজন্য ইনি সেতুস্বরূপ ও ধারণকর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) "হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে" ইত্যাদি (৩।৮।৯ বৃঃ)। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" (আমি সমস্তের উৎপত্তি স্থান) (গীঃ ১০।৮) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" (আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর কারণান্তর নাই) (গীঃ ৭।৭) ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন—"দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে" (৪।৪।২০)। অতএব জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়সিদ্ধ। সুতরাং মুক্ত পুরুষ-দিগের তদ্ব্যতীত অপর ঐশ্বর্য্য থাকা যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

আরও কথা এই যে—যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি সদ্‌গুণাশ্রয়ত্ব, অতিশয় সাম্যশূন্যত্ব, সচ্চিদানন্দরূপত্ব, জগজ্জন্মাদিকারণত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও মুক্তপ্রাপ্যত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় পরমাত্মার স্ববিভূতির অনুভবানন্দরূপ ভোগ মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে। মাত্র অনুভবানন্দরূপ ভোগ পরব্রহ্ম ও মুক্তগণের সমান। কিন্তু মুক্তগণ স্বরূপে ব্রহ্মসম নহেন; কারণ তাঁহারা অণুপরিমাণক। অতএব ভোগমাত্রসাম্য এই লিঙ্গ হইতে জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যই মুক্তগণের হইয়া থাকে বলিয়া নিশ্চিত হয়। যেহেতু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" (২।১।১) এইরূপে উপক্রম করিয়া বলা হইয়াছে—"মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন" (২।১।১)। মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"পরম সাম্য প্রাপ্ত হন" (৩।১।৩)। ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন—"ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।২১)। এই সূত্রে যে "মাত্র"পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তপ্রাপ্য ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই—ইহাও বুঝাইতেছে। ৬০।

মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃত্তির অর্থাৎ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসার শঙ্কা হইতে পারে না। শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃত্তি শঙ্কার নিবারণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এই দেবযান পথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্যসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে অর্থাৎ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে হয় না" (ছাঃ ৪।১৫।৬)। প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ইনিই প্রাণসমূহের আয়তন, ইনি অমৃতময়, ইনি পরায়ণ, জীব ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ইঁহা হইতে পুনরাবর্ত্তন করেন না" (প্রঃ ১।১০)। মুণ্ডক শ্রুতিতে পরবিদ্যাপ্রকরণে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মোপাসকগণ সূর্য্যদ্বার দিয়া বিরজা নদী প্রাপ্ত হন" (১।২।১১)। কঠোপনিষদে পরবিদ্যাপ্রকরণেও বলা হইয়াছে

পরবিদ্যায়ামেব চ ঐতরেয়কে—"অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ" ইতি। "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তত্র মানবমাবর্ত্তং নাম মানবানাং পুংসামাবর্ত্তো ভ্রমণং গত্যাগতিরূপং যত্র তৎ সংসারচক্রমিত্যর্থঃ। "মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" "তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইতি সূত্রাৎ। ৬১।

ভগবদ্ভাবসম্পত্তিং মুক্তিং শ্রুতিমুখেরিতাম্।
ফলং বেদান্তশাস্ত্রস্য প্রাবোচদ্বাদরায়ণঃ॥ ১॥
সর্ব্ববেদশিরোগীতস্তর্কাতীতশ্চ যো হরিঃ।
ধ্যানেন মুক্তিদঃ কৃষ্ণস্তং মুকুন্দং সমাশ্রয়ে॥ ২॥

ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতার শ্রীসনন্দনাদিপ্রবর্ত্তিত পূজ্যপাদসুদর্শনাবতার শ্রী১০৮ ভগবন্নিম্বার্ক-মহামুনীন্দ্রোপবৃংহিতবৈদিকসৎসম্প্রদায়ানুগতস্বাভাবিকভেদাভেদসিদ্ধান্তসমর্থন-দক্ষনিখিলশাস্ত্রপারাবারীণ শ্রী১০৮ মাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে (অধ্যাস) পরপক্ষগিরিবজ্রাখ্যশারীরকহার্দ্দসঞ্চয়ে ফলাখ্যো নাম চতুর্থাধ্যায়হার্দ্দঃ সমাপ্তঃ॥
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইত্যাদি (৬।১৬)। (ইহার অর্থ পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে)। ঐতরেয়ক উপনিষদে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ স্বর্গলোকে সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন" (৫।৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুনরায় বলা হইয়াছে—"তিনি যাবজ্জীবন এই প্রকার আচরণ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসেন না" (৮।১৫।১)। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ছান্দোগ্যবাক্যে যে "মানবমাবর্ত্তম্" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—মানবগণের অর্থাৎ পুরুষগণের আবর্ত্ত অর্থাৎ যাতায়াতরূপ ভ্রমণ যাহাতে আছে, তাহা অর্থাৎ সংসারচক্র। এইরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত মহাত্মগণ আমাকে লাভ করিয়া আর দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না" (গীতা ৮।১৫)। "হে অর্জ্জুন! পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল। হে কৌন্তেয়! কিন্তু আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না" (৮।১৬)। "সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" (৮।২৪)। এইরূপ ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২)। সূত্রার্থ এই যে—পরমজ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত সংসারমুক্ত জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যেহেতু শব্দপ্রমাণ শ্রুতিই তাহা বলিয়াছেন। শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬১।

ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রুতিমুখে উদাহৃত ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিকে বেদান্তশাস্ত্রের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন॥ ১॥

যে শ্রীহরি সমস্ত উপনিষদে গীত হইয়াছেন, যিনি তর্কের অতীত এবং যে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানদ্বারা মুক্তিপ্রদ হন, আমি সেই মুক্তিপ্রদ গুরুকে আশ্রয় করিলাম॥ ২॥*

ইতি শ্রী ১০৮ ভগবদবতার শ্রীসনন্দনাদিপ্রবর্ত্তিত, পূজ্যপাদ সুদর্শনাবতার শ্রী ১০৮ ভগবন্নিম্বার্ক মহামুনীন্দ্রকর্ত্তৃক উপবর্দ্ধিত এবং বৈদিক সৎসম্প্রদায়ানুগত যে স্বাভাবিক ভেদাভেদসিদ্ধান্ত, তাহার সমর্থনে দক্ষ এবং সমস্ত শাস্ত্রসাগরোত্তীর্ণ শ্রী ১০৮ মাধবমুকুন্দপাদ-বিরচিত "পরপক্ষ (অধ্যাস) গিরিবজ্র" নামক গ্রন্থের ফলাধ্যায় নামক চতুর্থাধ্যায় সমাপ্ত॥
পরপক্ষ গিরিবজ্রের অনুবাদ সমাপ্ত॥



ভাগ্য

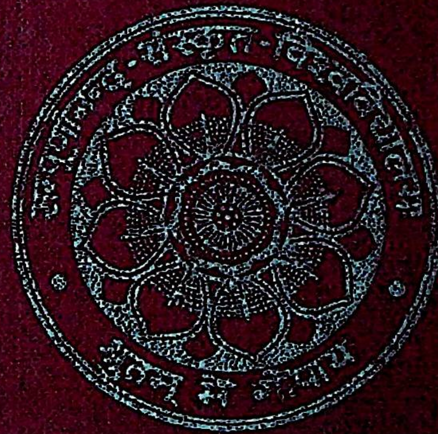
যহা



लघु-ग्रन्थमाला
[३८]

श्रीदीपकघोषविरचितः

अभावविमर्शः



सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः